পদ্মপুরাণ

সৃষ্টি খণ্ড

বঙ্গানুবাদসমেতম্।

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিতম্।

ভট্টপল্লী নিবাসী
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
সম্পাদিত।

নবভারত পাবলিশার্স
৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রনীত

পদ্ম পুরাণম

সৃষ্টি খণ্ডম্

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ)

আচার্য

শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি মহাত্মা গান্ধী রোড ● কোলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সূচীপত্র সমাপ্ত

প্রথমোহধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো
জয়মুদীরয়েৎ।।

স্বচ্ছং চন্দ্রাবদাতাং
করিকরমকরক্ষোভসঞ্জাতফেনং,
ব্রহ্মোদ্ভূতিপ্রসক্তৈ-
র্ব্রতনিয়মপরৈঃ সেবিতং বিপ্রমুখ্যৈঃ।
ওঙ্কারালঙ্কৃতেন
ত্রিভুবনগুরুণা ব্রহ্মণা দৃষ্টিপূতং,
সম্ভোগাভোগরম্যং
জলমশুভহরং পৌষ্করং বঃ পুনাতু।।১

সূতমেকান্তমাসীনং ব্যাসশিষ্যো মহামতিঃ।
লোমহর্ষণনামা বা উগ্রশ্রবসমাহ তৎ।। ২
ঋষিণামাশ্রমাংস্তাত গত্বা ধর্ম্মান্ সমাসতঃ।
পৃষ্টস্তাং বিস্তরাদ্ ব্রূহি যন্মত্তঃ শ্রুতবানসি।। ৩
বেদব্যাসান্ময়া পুত্র পুরাণান্যখিলানি চ।
ভবখ্যাতানি প্রাপ্তানি মুনিভ্যো বদ বিস্তরাৎ
প্রয়াগে মুনিবর্য্যৈশ্চ যথা পৃষ্টঃ স্বয়ংপ্রভুঃ।

প্রথম অধ্যায়

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় কীর্ত্তন করিবে। যাহা – স্বচ্ছ, চন্দ্রবৎ শুভ্র, করিকর ও মকর নিকরের আলোড়নায় ফেনিল, ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রতনিয়ম-পরায়ণ প্রধান প্রধান বিপ্রগণ কর্ত্তৃক যাহা সেবিত, যাহা ওঙ্কারালঙ্কৃত ত্রিভুবন গুরু ব্রহ্মার দৃষ্টিপূত, এবং সম্ভোগপূর্ণতায় যাহা রমনীয়, সেই সর্ব্বাশুভহর পুষ্কর-জল আপনাদিগের পবিত্রতা সাধন করুন। ব্যাসশিষ্য মহামতি লোমহর্ষণ একান্তোপবিষ্ট সূত উগ্রশ্রবাকে বলিলেন, তাত! তুমি ঋষিগণের আশ্রমসমূহে গমন কর, তথায় তাঁহারা তোমার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তুমি আমার নিকট যাহা সংক্ষেপে শুনিয়াছ, তাহাই তাঁহাদিগকে বিস্তৃতরূপে বলিবে। হে পুত্র! আমি বেদব্যাসের নিকট নিখিল পুরাণ শ্রবণ করিয়া তোমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছি। তুমি মুনিগণের নিকট তাহাই সবিস্তর বর্ণন কর। ১-৫। প্রয়াগে মুনিশ্রেষ্ঠগণ পুণ্যদেশপ্রাপ্তির

পৃষ্টৈন চানুশিষ্টাস্তে মুনয়ো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ।। ৫
দেশং পুণ্যমভীপ্সন্তো বিভুনা চ হিতৈষিণা।
সুনাভং দিব্যরূপঞ্চ সত্যগং শুভবিক্রমম্।।৬
অনৌপম্যমিদং চক্রং বর্ত্তমানমতন্দ্রিতাঃ।
পৃষ্ঠতো যাত নিয়মাৎ পদং প্রাপ্স্যথ যদ্ধিতম।।
গচ্ছতো ধর্ম্মচক্রস্য যত্র নেমিবিশীর্য্যতে।
পুণ্যঃ স দেশো মন্তব্য ইত্যুবাচ স্বয়ম্ভুবঃ।।৮
উক্ত্বা চৈবমৃষীন্ সর্ব্বানদৃশ্যত্বমগাৎ পুনঃ।
গঙ্গাবর্ত্তসমাহারো নেমির্যত্র ব্যশীর্য্যত।।৯
ঈজিরে দীর্ঘসত্রেণ ঋষয়ো নৈমিষে তদা।
তত্র গত্বা তু তান্ ব্রূহি পৃচ্ছতো ধর্ম্মসংশয়ান্।।
উগ্রশ্রবাস্ততো গত্বা জ্ঞানবিন্মুনিপুঙ্গবান্।
অভিগম্যোপসংগৃহ্য নমস্কৃত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।।১১
তোষয়ামাস মেধাবী প্রণিপাতেন তানৃষীন্।
তে চাপি সত্রিণঃ প্রীতাঃ সসদস্যা মহাত্মনে।।
তস্মৈ সমেত্য পূজাঞ্চ যথাবৎ প্রতিপেদিরে।।
ঋষয় ঊচুঃ।
কুতস্ত্বমাগতঃ সূত কস্মাদ্দেশাদিহাগতঃ
কারণঞ্চাগমনে ব্রূহি বৃন্দারকসমদ্যুতে।।১৪
সূত উবাচ।
পিত্রাহস্তু সমাদিষ্টো ব্যাসশিষ্যেণ ধীমতা।
শুশ্রূষস্ব মুনীন্ গত্বা যত্তে পৃচ্ছন্তি তদ্বদ।।১৫
বদন্তু ভগবন্তো মাং কথয়ামি কথাস্তু যাঃ।
পুরাণঞ্চেতিহাসং বা ধর্ম্মানথ পৃথগ্বিধান।।১৬
তাং গিরং মধুরাং তস্য শুশ্রূষুর্ম্মুনিসত্তমাঃ।
অথ তেষাং পুরাণস্য শুশ্রূষা সমপদ্যত।
দৃষ্টা তমতিবিশ্বস্তং বিদ্বাংসং লৌমহর্ষণিম।।১৭
তস্মিন্ সত্রে কুলপতিঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ
শৌনকো নাম মেধাবী বিজ্ঞনারণ্যকে গুরুঃ।।
ইত্থং তদ্ভাবমালম্ব্য ধর্ম্মান্ শুশ্রূষুরাহ তম।
ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধে ভগবান্ ব্রহ্মাবত্তমঃ।।১৯
ইতিহাসপুরাণার্থং ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ।

আশায় স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মুনিগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন, —এই যে সুনাভ, দিব্যরূপী, সত্যগামী, অনুপম চক্র আছে, তোমরা অতন্দ্রিত হইয়া নিয়মানুসারে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর, তাহা হইলেই অভীপ্সিত স্থান প্রাপ্ত হইবে। এই ধর্ম্মচক্র যাইতে যাইতে যেখানে ইহার নেমি বিশীর্ণ হইবে, সেই দেশই পুণ্যদেশ বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মা ঋষিগণকে ইহাই বলিয়াছিলেন। তিনি এই কথা কহিবার পরই অদৃশ্য হইয়া যান। পরে ঐ নেমি নৈমিষারণ্যের গঙ্গাবর্ত্ত স্থানে বিশীর্ণ হইয়া যায়। ঋষিগণ সেই হইতে নৈমিষারণ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন। তুমি তথায় গিয়া ধর্ম্মসংশয়জিজ্ঞাসু ঋষিগণের নিকট পৌরাণিক ধর্ম্ম ব্যাখ্যা কর। অনন্তর জ্ঞানী উগ্রশ্রবা সেই স্থানে গমন করিয়া মুনিপুঙ্গবদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া প্রণিপাত দ্বারা সেই সকল ঋষির সন্তোষ সাধন করিলেন। তখন সদস্যগণসহ যাজ্ঞিক ঋষিগণ সেই মহাত্মা সূতের প্রতি প্রীত হইয়া সকলেই সমবেত ভাবে তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,— হে সূত! তুমি কি জন্য আসিয়াছ? কোন্ দেশ হইতে তোমার আগমন হইল? হে দেবসমদ্যুতে ! তোমার আগমনের কারণ কি, তাহা বল। ৬—১৪। সূত কহিলেন, —আমার পিতা ব্যাসশিষ্য ধীমান্ লোমহর্ষণ আমায় আদেশ করিয়াছেন, তুমি গিয়া মুনিগণের শুশ্রূষা কর, তাঁহারা যাহা জিজ্ঞাসা করেন তুমি তাহারই সদুত্তর প্রদান কর। সুতরাং পূজ্যপাদ ঋষিগণ আমার পুরাণ, ইতিহাস, বা বিভিন্ন ধর্ম্মকথা যাহাই জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাহাই কীর্ত্তন করিব। তখন ঋষিশ্রেষ্ঠগণ সূতের সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিলেন। অনন্তর সেই অতিবিশ্বস্ত বিজ্ঞ লৌমহর্ষণিকে দেখিয়া তাঁহাদের পুরাণ শ্রবণের ইচ্ছা হইল। তখন সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বিজ্ঞানারণ্যকগুরু মেধাবী কুলপতি শৌনক তদ্ভাবভাবনায় ধর্ম্মশ্রবণেচ্ছু হইয়া কহিলেন,— হে মহাবুদ্ধে, সূত! তুমি

দুর্দোহিথ মতিং তস্য ত্বং পুরাণাশ্রয়াং শুভাম্।।
অমীষাং বিপ্রমুখ্যাণাং পুরাণং প্রতি সম্প্রতি।
শুশ্রূষাস্তে মহাবুদ্ধে তচ্ছ্রাবয়িতুমর্হসি।।২১
সর্ব্বে হীমে মহাত্মানো নানাগোত্রাঃ সমাগতা।
স্বান্ স্বানংশান পুরাণোক্তান্ শৃণ্বন্তু ব্রহ্মবাদিনঃ
সম্পূর্ণে দীর্ঘসত্রেহস্মিংস্তাংস্ত্বং বৈ মুনীন্
পাদ্মং পুরাণং সর্ব্বেষাং কথয়স্ব মহামতে।।২৩
কথং পদ্মং সমুদ্ভূতং ব্রহ্মা তত্র কথং স্বভূৎ।
প্রোদ্ভূতেন কথং সৃষ্টিঃ কৃতা তাস্তু তথা বদ।।২৪
এবং পৃষ্টস্ততস্তাংস্তু প্রত্যুবাচ শুভাং গিরম্।
সূক্ষ্মঞ্চ ন্যায়সংযুক্তং প্রাব্রবীদ্রৌমহর্ষণিঃ।।২৫
প্রীতোহস্ম্যনুগৃহীতোহস্মি ভবদ্ভিরিহ চোদনাৎ।
পুরাণার্থং পুরাণজ্ঞৈঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণৈঃ।।২৬
যথা শ্রুতং সুবিখ্যাতং তৎসর্ব্বং কথয়ামি বঃ।
ধর্ম্ম এষ তু সূতস্য সদ্ভির্দৃষ্টঃ সনাতনঃ।।২৭
দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্।
বংশানাং ধারণং কার্য্যং স্তুতীনাঞ্চ মহাত্মনাম্।।
ইতিহাসপুরাণেষু দৃষ্টা যে ব্রহ্মবাদিনঃ।
ন হি বেদেম্বধীকারঃ কশ্চিৎ সূতস্য দৃশ্যতে।।২৯
বৈন্যস্য হি পৃথোর্যজ্ঞে বর্ত্তমানে মহাত্মনঃ।
মাগধশ্চৈব সূতশ্চ তমস্তৌতাং নরেশ্বরম্।।৩০
তুষ্টেনাথ তয়োর্দত্তো বরো রাজ্ঞা মহাত্মনা।
সূতায় সূতবিষয়ো মগধো মাগধায় চ।।৩১
তত্র সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সূতো নামেহ জায়তে।
ঐন্দ্রে সত্রে প্রবৃত্তে তু গ্রহযুক্তে বৃহস্পতৌ।।৩২
তমেবেন্দ্রং বার্হস্পত্যে তত্র সূতো ব্যজায়ত।
শিষ্যহস্তেন যৎ পৃক্তমভিভূতং গুরোর্হবিঃ।।৩৩
অধরোত্তরধারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণসঙ্করম্।

ইতিহাস-পুরাণজ্ঞানাথ ব্রহ্মবিত্তম ভগবান্ ব্যাসদেবের সম্যক্ উপাসনা করিয়াছ এবং তাঁহার পুরাণাশ্রয়িণী শুভা মতি দোহন করিয়াছ। হে মহাবুদ্ধে! সম্প্রতি এই সকল বিপ্রবরের পুরাণ শ্রবণে ইচ্ছা হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাঁদিগকে তাহা শ্রবণ করাও। এই সমবেত ব্রাহ্মণগণ সকলেই মহাত্মা এবং নানা গোত্রজাত; এই সকল ব্রহ্মবাদী মুনি পুরাণোক্ত স্ব-স্ব অংশ শ্রবণ করুন। এই দীর্ঘ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে তুমি মুনিদিগকে তাহা শ্রবণ করাও। হে মহামতে! তুমি পদ্মপুরাণ বর্ণন কর। পদ্ম কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল? ব্রহ্মা তাহাতে কিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? তিনি আবির্ভূত হইয়া কিরূপে এই সৃষ্টি বিস্তার করিলেন? তাহা তুমি বর্ণন কর। লোমহর্ষণ নন্দন সূত এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে সুন্দর প্রত্যুত্তর করিলেন এবং সূক্ষ্ম ন্যায়ানুগত বাক্যে বলিলেন,– মুনিগণ! আপনারা সর্ব্বধর্ম্মরত পুরাণাভিজ্ঞ; আপনাদের প্রেরণায় আমি প্রীত এবং অনুগৃহীত হইয়াছি। অতএব সেই সুবিখ্যাত পুরাণ আমি যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপই আপনাদের নিকট সবিস্তর বর্ণন করিব। সূত আমি, সাধুগণের মতে এই পুরাণ-ব্যাখ্যাই সূতের সনাতন ধর্ম্ম; দেব, ঋষি অমিততেজা রাজা এবং ইতিহাস-পুরাণে যে সকল ব্রহ্মবাদীর নাম উল্লিখিত, সেই সমুদায় মহাত্মার বংশবৃত্তান্তরক্ষণ এবং তাঁহাদের স্তুতিই সূতের ধর্ম্ম। পরন্তু বেদে সূতের কোনই অধিকার দৃষ্ট হয় না। ১৫-২৯। বেণনন্দন মহাত্মা পৃথুর যজ্ঞে মাগধ এবং সূত রাজার স্তব করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাত্মা পৃথু রাজা তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর দান করেন। সেই বরে সূতকে সূত এবং মাগধকে মগধদেশ প্রদত্ত হয়। পূর্ব্বে ইন্দ্রযজ্ঞ আরব্ধ হইলে, সেই যজ্ঞে যখন বৃহস্পতিকে সোমপাত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তখন দেবেন্দ্র সেই পাত্র স্পর্শ করেন। শিষ্যহস্তে স্পৃষ্ট হওয়ায় দেবগুরুর সেই সোম দূষিত হইয়া যায়। সুতরাং হীন সংযোগ বশে উৎকৃষ্ট হবিঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, আর তাহা হইতেই প্রতিলোম সংযোগে সূতজাতির মূল পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। সূত্যাতে (সোমপাত্রে) জাত বলিয়া উহার সূত নামে

যেহত্র ক্ষত্রাৎ সমাভবন্ ব্রহ্মণ্যাশৈচব যোনিতঃ
পূর্ব্বৈরেব তু সাধর্ম্ম্যাদ্বৈধর্ম্মাস্তে প্রকীত্তিতাঃ।
মধ্যমো হ্যেষ সূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষেত্রোপজীবিনঃ।।৩৫
পুরাণেম্বধিকারো মে বিহিতো ব্রাহ্মণৈরিহ।
দৃষ্টা ধর্ম্মমহং পৃষ্টো ভবদ্ভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।।৩৬
তস্মাৎ সম্যগ্ ভুবি ব্রূয়াং পুরাণমৃষিপূজিতম্।
পিতৃণাং মানসী কন্যা বাসবং সমপদ্যত।।৩৭
অপধ্যাতা চ পিতৃভির্মৎস্যগর্ভে বভূব সা।
অরণীব হুতাশস্য নিমিত্তং পূণ্যজন্মনঃ।।৩৮
তস্যাং বভূব পূতাত্মা মহর্ষিস্তু পরাশরাৎ।
তস্মৈ ভগবতে কৃত্বা নমঃ সত্যায় বেধসে।।৩৯
পূরুষায় পুরাণায় ব্রহ্মবাক্যানুবর্ত্তিনে।
মানবচ্ছদ্মরূপায় বিষ্ণবে শংসিতাত্মনে।।৪০
জাতমাত্রঞ্চ যং বেদ উপতস্তে সসংগ্রহঃ।
মতিমন্থানমাবিধ্য যেনাসৌ শ্রুতিসাগরাৎ।।৪১
প্রকাশো জনিতো লোকে মহাভারতচন্দ্রমাঃ।
ভারতং ভানুমান্ বিষ্ণুর্যদি ন স্যুরমী ত্রয়ঃ।।৪২
ততোহজ্ঞানতমোহন্ধস্য কাবস্থা জগতো ভবেৎ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।।৪৩
কো হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ভবেৎ।
তস্মাদহমুপাশ্রৌষং পুরাণং ব্রহ্মবাদিনঃ।।৪৪
সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বলোকেষু পূজিতাদ্দীপ্ততেজসঃ।
পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।।৪৫
উত্তমং সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বজ্ঞানোপপাদকম্।
ত্রিবর্গসাধনং পূণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্।।৪৬
নিঃশেষেষু চ লোকেষু বাজিরূপেণ কেশবঃ।
ব্রহ্মণস্তু সমাদেশাদ্বেদানাহৃতবানসৌ।।৪৭
অঙ্গানি চতুরো বেদান্ পুরাণন্যায়বিস্তরম্।
অসুরেণাখিলং শাস্ত্রমপহৃত্যাত্মসাৎকৃতম্।।৪৮

প্রসিদ্ধি হয়। এই সূত প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর। ইহলোকে যাহারা ব্রাহ্মণীগর্ভে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন, তাহারাও সেই সূতজাতির মূল পুরুষের ন্যায় প্রতিলোমজ বলিয়া 'সূত' নামে প্রসিদ্ধ এবং বীজধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু উহারা ক্ষত্রিয়সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হওয়ায় উচ্চ ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মহীন মধ্যম ক্ষত্রিয় ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ পুরাণ শাস্ত্রে আমার অধিকার বিধান করিয়াছেন। তাই ব্রহ্মবাদী আপনারা ধর্ম্মশাস্ত্র দেখিয়া আমার নিকট পুরাণ প্রশ্ন করিয়াছেন। সুতরাং আমি এক্ষণে ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া সেই ঋষিপূজিত পুরাণবার্ত্তা ভূতলে আপনাদের সমীপে কীর্ত্তন করিব। পিতৃগণের মানসী কন্যা বাসবসমীপে উপস্থিত হন। পিতৃগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া শেষে তিনি মৎস্যগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অরণী যেমন হুতাশনের তেমনি এই কন্যাই পুণ্যাত্মা ব্যাসদেবের জন্ম কারণ। এই কন্যার গর্ভেই পরাশর হইতে মহর্ষি ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ ব্যাস সত্যমূর্ত্তি ব্রহ্মবাক্যানুবর্ত্তী পুরাণ পুরুষ। তিনি সংশিতাত্মা মানবচ্ছদ্মরূপী বিষ্ণু। তিনি জাতমাত্র সরহস্য সর্ব্ববেদ তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছিল, তিনিই স্বীয় মতিরূপ মন্থনদণ্ড আলোড়ন করিয়া শ্রুতিসাগর হইতে মহাভারতরূপ চন্দ্রমার প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাভারত, সূর্য্য এবং বিষ্ণু এই তিনটী যদি না থাকিত, তাহা হইলে অজ্ঞানান্ধকারাবৃত এই জগতের কি দশাই না ঘটিত? কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি মহাভারতকর্ত্তা হইতে পারে? আমি সেই সর্ব্বলোকপূজিত সর্ব্বজ্ঞ দীপ্ততেজা ব্রহ্মবাদী বেদব্যাসের মুখেই পুরাণ শ্রবণ করিয়াছি। পুরাণ শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রের আদি, সর্ব্বলোকের উত্তম, সর্ব্বজ্ঞানের উপপাদক, ত্রিবর্গের সাধক, পবিত্র এবং শতকোটি- শ্লোকে নিবদ্ধ সুবিস্তৃত। একমাত্র ব্রহ্মাই এই পুরাণ অবগত আছেন। লোক সকল নিঃশেষ হইলে কেশব ব্রহ্মার আদেশে বাজিরূপে বেদ সকল আহরণ করেন। ৩০-৪৭। চারি বেদ, অঙ্গ সকল, পুরাণ ন্যায় ইত্যাদি নিখিল শাস্ত্রই অসুরেরা অপহরণপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া-

মৎস্যরূপেণাজহার কল্পাদাবুদকার্ণবে।
অশেষমেতদবদদুদকান্তর্গতো বিভুঃ।।৪৯
শ্রুত্বা জগাদ চ মুনীন্ প্রতি বেদাংশ্চতুর্ম্মুখঃ।
প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণস্যাভবত্তদা।।৫০
কালেনাগ্রহণং দৃষ্টা পুরাণস্য তদা বিভুঃ।
ব্যাসরূপস্তদা ব্রহ্মা সংগ্রহার্থং যুগে যুগে।।৫১
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে জগৌ।
তদাষ্টাদশধা কৃত্বা ভূলোকেহস্মিন্ প্রকাশিতম্
অদ্যাপি দেবলোকেষু শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
তদেবাত্র চতুর্লক্ষং সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্।।৫৩
প্রবক্ষ্যামি মহাপুণ্যং পুরাণং পাদ্মসংজ্ঞিতম্।
সহস্রং পঞ্চপঞ্চাশৎ পঞ্চখণ্ডৈঃ সমন্বিতম্।।৫৪
তত্রাদৌ সৃষ্টিখণ্ডং স্যাদ্‌ভূমিখণ্ডং ততঃপরম্।
স্বর্গখণ্ডং ততঃ পশ্চাত্ততঃ পাতালখণ্ডকম্।।৫৫
পঞ্চমঞ্চ ততঃ খ্যাতমুত্তরখণ্ডমুত্তমম্।
এতদেব মহাপদ্মমুদ্ভূতং যন্ময়ং জগৎ।।৫৬
তদ্‌বৃত্তান্তাশ্রয়ং যস্মাৎ পাদ্মমিত্যুচ্যতে ততঃ।
এতৎ পুরাণমমলং বিষ্ণুমাহাত্ম্যনির্ম্মলম্।।৫৭
দেবদেবো হরির্যদ্বৈ ব্রহ্মণে প্রোক্তবান্ পুরা।
ব্রহ্মণাভিহিতং পূর্ব্বং যাবন্মাত্রং মরীচয়ে।।৫৮
এতদেব চ বৈ ব্রহ্মা পাদ্মং লোকে জগাদ বৈ
সর্ব্বভূতাশ্রয়ং তচ্চ পাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।।৫৯
পাদ্মং তৎপঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রাণীহ পঠ্যতে।
পঞ্চভিঃপর্ব্বভিঃপ্রোক্তং সংক্ষেপাদ্ব্যাসকারিতাৎ
পৌষ্করং প্রথমং পর্ব্ব যত্রোৎপন্নঃ স্বয়ং বিরাট্।
দ্বিতীয়ং তীর্থপর্ব্ব স্যাৎ সর্ব্বগ্রহগণাশ্রয়ম্।।৬১
তৃতীয়পর্ব্বগ্রহণা রাজানো ভূরিদক্ষিণাঃ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব চতুর্থে পরিকীর্ত্তিতম্।।৬২
পঞ্চমে মোক্ষতত্ত্বঞ্চ সর্ব্বতত্ত্বং নিগদ্যতে।
পৌষ্করে নবধা সৃষ্টিঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মকারিতা।।৬৩
দেবতানাং মুনীনাঞ্চ পিতৃসর্গস্তথাপরঃ।

ছিল। কল্পারম্ভে কেশব মৎস্যরূপে এই সকল শাস্ত্র আহরণ করেন, পরে অর্ণবোদকমধ্যেই থাকিয়াই উক্ত নিখিল শাস্ত্র ব্রহ্মার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। চতুর্ম্মুখ তাহা শুনিয়া পরে মুনিগণের নিকট বেদ বর্ণন করেন। তখন হইতেই পুরাণ শাস্ত্র ও অন্যান্য সর্ব্বশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল। কালবশে লোকে শতকোটি শ্লোকাত্মক বিস্তর পুরাণ অবধারণ করিতে অক্ষম হইল দেখিয়া ব্যাসরূপী বিভু ব্রহ্মা প্রতি দ্বাপর যুগে তাহা সংক্ষেপ করিয়া অষ্টাদশ ভাগে বিভাগপূর্ব্বক সমষ্টিতে চারিলক্ষ শ্লোকাত্মক পুরাণ ভূলোকে প্রকাশ করেন। দেবলোকে অদ্যাপি সেই শতকোটি শ্লোক নিবদ্ধ বিস্তর পুরাণ প্রচলিত আছে। আমি এখানে সেই সংক্ষিপ্ত চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক পুরাণই প্রকাশ করিব। উক্ত চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক পুরাণের মধ্যে পদ্মসংজ্ঞিত পুরাণ মহাপুণ্যজনক। এই পুরাণ পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ। ইহা পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত। ইহার আদিতে সৃষ্টিখণ্ড, পরে ভূমিখণ্ড, তৎপশ্চাৎ স্বর্গখণ্ড, তদনন্তর পাতালখণ্ড, পঞ্চম উত্তর খণ্ড। ইহাই মহাপদ্ম; এই পদ্মময়ই জগৎ; এই পদ্মবৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়াই এই পুরাণ নিবদ্ধ, তাই ইহা পাদ্ম নামে অভিহিত। এই পবিত্র পদ্মপুরাণ বিষ্ণুমাহাত্ম্যে সুনির্ম্মল। দেবদেব হরি পুরাকালে ব্রহ্মার নিকট ইহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা মরীচির নিকট যতটুকু মাত্র পুরাণ বলিয়াছিলেন, তাহাই পদ্মপুরাণ। ব্রহ্মা জগতে এই পদ্মপুরাণই ব্যক্ত করেন। এই পুরাণই সর্ব্বভূতের আশ্রয়। তাই ইহা বুধগণ কর্ত্তৃক পাদ্ম নামে কীর্ত্তিত। এই পাদ্ম পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্র শ্লোকাত্মকরূপে পঠিত। ব্যাস যে পুরাণ সংক্ষেপ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্র শ্লোকাত্মক পদ্মপুরাণ পঞ্চপর্ব্বে পরিব্যক্ত। প্রথম পৌষ্কর পর্ব্ব, ইহাতে স্বয়ং বিরাটোৎপত্তি বর্ণিত। দ্বিতীয় সর্ব্বগ্রহগণাশ্রয় তীর্থপর্ব্ব। তৃতীয় পর্ব্বে ভূরিদক্ষিণ রাজগণের কথা বর্ণিত। চতুর্থে বংশানুচরিত কীর্ত্তিত। পঞ্চমে মোক্ষতত্ত্ব ও অন্যান্য সর্ব্বতত্ত্ব কথিত। পৌষ্করপর্ব্বে ব্রহ্মকারিত দেব ও মুনিগণের নবধা সৃষ্টি এবং পিতৃগণ কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়ে পর্ব্বতাশ্চৈব দ্বীপাঃ সপ্ত সসাগরাঃ।।৬৪
তৃতীয়ে রুদ্রসর্গস্তু দক্ষশাপস্তথৈব চ।
চতুর্থে সম্ভবো রাজ্ঞাং সর্ব্ববংশানুকীর্ত্তনম্।।৬৫
অন্ত্যেহপবর্গসংস্থানং মোক্ষশাস্ত্রানুকীর্ত্তনম্।
সর্ব্বমেতৎপুরাণেহস্মিন্ কথয়িষ্যামি বো দ্বিজাঃ
ইদং পবিত্রং যশসো নিধান-
মিদং পিতৃণামতিবল্লভং স্যাৎ।
ইদঞ্চ দেবস্য সুখায় নিত্য-
মিদং মহাপাতকভিচ্চ পুংসাম্।। ৬৭
ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে
পুরাণাবতারে প্রথমোহধ্যায়।।১।।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।
সূত উবাচ।
নমস্যে সর্ব্বলোকানাং বিশ্বস্য জগতঃ পতিম্।
য ইমং কুরুতে ভাবং সৃষ্টিরূপং প্রধানবিৎ।।১
লোককৃল্লোকতত্ত্বজ্ঞো যোগমাস্থায় যোগবিৎ।
অসৃজৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।।২
মতজং বিশ্বকর্ম্মাণং চিৎপতিং লোকসাক্ষিনম্।
পুরাণাখ্যানজিজ্ঞাসুর্ব্রজামি শরণং বিভুম্।।৩
ব্রহ্মবিষ্ণুগিরীশেভ্যো নমস্কৃত্বা সমাহিতঃ।
ইন্দ্রায় লোকপালে ভ্যঃ সবিত্রে চ সমাধিনা।।৪
মুনীনাঞ্চ বরিষ্ঠায় বশিষ্ঠায় মহাত্মনে।
তদবক্ত ভাততপসে জাতুকর্ণায় চাক্ষুষে।।৫
তস্মৈ ভগবতে নত্বা বেদব্যাসায় বেধসে।
পুরুষায় পুরাণায় ভৃগুবাক্যানুবর্ত্তিনে।।৬
তস্মাদহমুপাশ্রৌষং পুরাণং ব্রহ্মবাদিনঃ।
সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বলোকেষু পূজিতাদ্দীপ্ততেজসঃ।।৭
অব্যক্তং কারণং যত্তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্।
মহদাদি বিশেষান্তং সৃজতীতি বিনিশ্চয়ঃ।।৮
অণ্ডে হিরণ্ময়ে পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ সূতিরুত্তমা।
অণ্ডস্যাবরণঞ্চাদ্ভিরপামপি চ তেজসা।।৯
বায়ুনা তস্য বায়োঃ খাত্তদ্ভূতাদিত আবৃতম্।
ভূতাদির্মহতা চাপি অব্যক্তেনাবৃতো মহান।।১০

দ্বিতীয়ে সমস্ত পর্ব্বত, দ্বীপ ও সপ্তসাগরবার্ত্তা বর্ণিত। তৃতীয়ে রুদ্রসর্গ এবং দক্ষশাপ কীর্ত্তিত। চতুর্থে রাজগণের উৎপত্তি এবং সমুদায়ের বংশানুকীর্ত্তন। পঞ্চমে অপবর্গসংস্থান এবং মোক্ষশাস্ত্র কীর্ত্তন। হে দ্বিজগণ! এই পুরাণে আমি এই সকলই কীর্ত্তন করিব। এই পুরাণ পবিত্র যশোনিধান, পিতৃগণের অতিপ্রিয়, দেবতার সুখজনক এবং মানবগণের মহাপাতকহর। ৪৮-৬৭।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, —যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বলোকের পতি, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যে প্রধানজ্ঞ পুরুষ এই সৃষ্টিরূপ ভাব বিস্তার করিতেছেন, যিনি লোককর্ত্তা, লোকতত্ত্বজ্ঞ, যোগাবলম্বী, যোগবিৎ এবং যিনি স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি পুরাণাখ্যান জিজ্ঞাসু হইয়া সেই অজ বিশ্বকর্ম্মা লোকসাক্ষী চিৎপতি বিভুর শরণাপন্ন হইলাম। আমি সমাহিতভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে, ইন্দ্র ও অন্যান্য লোকপালদিগকে, সবিতাকে, মুনিগণের বরিষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠকে এবং তত্ত্ববক্তা দীপ্ততপা জাতুকর্ণ্যকে নমস্কার করিয়া ভৃগু বাক্যানুবর্ত্তী পুরাণ পুরুষ ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করি। সেই সর্ব্বলোকপূজিত দীপ্ত-তেজা সর্ব্বজ্ঞ, ব্রহ্মবাদী পুরুষের নিকট হইতেই পুরাণ শ্রবণ করিয়াছি। যাহা সদসদাত্মক নিত্য অব্যক্ত কারণ, তাহাই মহদাদি বিশেষান্ত সমস্ত সৃজন করিতেছে। ১-৮। প্রথমে হিরণ্ময় অণ্ডে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ঐ অণ্ডের আবরণ জল, জলের আবরণ তেজ, তেজের আবরণ বায়ু, বায়ুর আবরণ আকাশ, আকাশের আবরণ ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কার, ভূতাদির আবরণ মহান

প্রাদুর্ভাবশ্চ লোকানামণ্ড এবোপবর্ণিতঃ।
নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ প্রাদুর্ভাবোহনুবর্ণ্যতে।।১১
মন্বন্তরাণাং সংক্ষেপাৎ কল্পানাঞ্চোপবর্ণনম্।
ব্রহ্মবৃক্ষলয়ব্রহ্ম-প্রজাসর্গোপবর্ণনম্।।১২
কল্পানাং সঞ্চরশ্চৈব জগতঃ স্থাপনং তথা;
শয়নঞ্চ হরেরপ্সু পৃথিব্যুদ্ধরণং পুনঃ।।১৩
দশধা জন্মসঞ্চারো ভৃগুশাপেন কেশবে।
সন্নিবেশো যুগাদীনাং সর্ব্বাশ্রমবিভাজনম্।।১৪
স্বর্গস্থানবিভাগশ্চ মর্ত্ত্যানাং স্বর্গচারিণাম্।
পশূনাং পক্ষিণাঞ্চৈব সম্ভবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।১৫
তথা নির্ব্বচনং কল্পং স্বাধ্যায়স্য পরিগ্রহঃ।
প্রতিসর্গাঃ পুনঃ প্রোক্তা ব্রহ্মণো বুদ্ধিপূর্ব্বাকাঃ।।
ত্রয়োহন্যেহবুদ্ধিপূর্ব্বাস্তে তথা লোকানকল্পয়ৎ।
ব্রহ্মণো বদনেভ্যশ্চ ভৃগ্বাদীনাং সমুদ্ভবঃ।।১৭
কল্পয়োরন্তরং প্রোক্তং প্রতিসন্ধিশ্চ সর্গয়োঃ।
ভৃগ্বাদীনামৃষীণাঞ্চ প্রজাসর্গোপবর্ণনম্।।১৮
বসিষ্ঠস্য চ ব্রহ্মর্ষের্ব্রহ্মত্বং পরিকীর্ত্তিনম্।
স্বায়ম্ভুবস্য চ মনোস্ততশ্চাপ্যনুকীর্ত্তনম্।।১৯

উক্তো নাভের্ব্বিসর্গশ্চ রজসশ্চ মহাত্মনঃ।
দ্বীপানাঞ্চ সমুদ্রাণাং পর্ব্বতানাঞ্চ কীর্ত্তনম্।।২০
দ্বীপভেদসমুদ্রাণামন্তর্ভাবশ্চ সপ্তসু।
কীর্ত্ত্যন্তে যোজনাগ্রেণ যে চ তত্র নিবাসিনঃ।
তদীয়ানি চ বর্ষাণি নদীভিঃ পর্ব্বতৈঃ সহ।
জম্বুদ্বীপাদয়ো দ্বীপাঃ সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্বৃতাঃ।।২২
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চারো গ্রহণাং জ্যোতিষাং তথা
কীর্ত্ত্যতে ধ্রুবসামর্থ্যাৎ প্রজানাঞ্চ শুভাশুভম্।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ সৌরঃ স্যন্দনোহর্থবশাৎ স্বয়ম্।।
কল্পিতো ভগবাংস্তেন প্রসর্পতি দিবাকরঃ।
সূর্য্যাদীনাং স্যন্দনানাং ধ্রুবাদেব প্রবর্ত্তনম্।।২৫
কল্পিতঃ শিশুমারশ্চ যস্য পুচ্ছে ধ্রুবঃ স্থিতঃ।
সম্ভবান্তে চ সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ।।২৬
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ।
ন শক্যং বিস্তরাদ্বক্তুমিত্যুক্তঞ্চ সমাসতঃ।।২৭
অতীতানাগতানাং বৈ সমং স্বায়ম্ভুবেন তু।
মন্বন্তরেষু দেবানাং প্রজেশানাঞ্চ কীর্ত্তনম্।।২৮

এবং মহতের আবরণ অব্যক্ত। উক্ত অণ্ডেই লোকসমূহের প্রাদুর্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। পরে নদী ও পর্ব্বতসমূহের প্রাদুর্ভাব বর্ণন, সংক্ষেপে মন্বন্তর ও কল্পসমূহের বর্ণন, ব্রহ্মবৃক্ষের লয় কথন, ব্রহ্মার প্রজাসৃষ্টি বর্ণন, কল্পসমূহের সঞ্চার, জগতের স্থাপন, জলে শ্রীহরির শয়ন, পৃথিবীর উদ্ধার, ভৃগুশাপে কেশবের দশধা জন্মসঞ্চার, যুগাদির সন্নিবেশ, সমস্ত আশ্রমবিভাগ, স্বর্গস্থান বিভাগ, মানব দেব ও পশু পক্ষীদিগের সম্ভবকল্প নির্ব্বচন, স্বাধ্যায় পরিগ্রহ, বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্রহ্মার পুনঃপ্রতিসর্গ, অবুদ্ধিপূর্ব্বক অন্য তিন প্রতিসর্গ, ব্রহ্মার বদনচতুষ্টয় হইতে ভৃগু প্রভৃতির উদ্ভব, কল্পান্তর-সর্গদ্বয়ের প্রতিসন্ধি, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের প্রজাসর্গ বর্ণন, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের ব্রহ্মত্ব কীর্ত্তন, স্বায়ম্ভুব মনুর অনুকীর্ত্তন, মহাত্মা নাভি ও রজের বিসর্গ কথন, দ্বীপ সমুদ্র ও পর্ব্বতসমূহের কীর্ত্তন, সপ্ত সমুদ্রমধ্যস্থ বিভিন্ন দ্বীপের, সেই সেই দ্বীপের অধিবাসীদিগের এবং সেই সেই দ্বীপের নদী পর্ব্বত সহ বর্ষসমূহের বিবরণ, সপ্ত সমুদ্রপরিবৃত জম্বুদ্বীপাদি নিখিল দ্বীপ, অণ্ডান্তর্গত এই সকল লোক, সপ্তদ্বীপা মেদিনী, ধ্রুব সামর্থ্যে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঞ্চার এবং প্রজাগণের শুভাশুভ, সকলই আমি কীর্ত্তন করিব। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৌর স্যন্দন নির্ম্মিত হইয়াছে। তৎকর্ত্তৃক কল্পিত ভগবান্ দিবাকর তাহারই সাহায্যে সঞ্চরণ করেন। সূর্য্যাদির স্যন্দনসমূহের ধ্রুব হইতেই প্রবর্ত্তন হয়। ৯—২৫। ব্রহ্মা শিশুমার কল্পনা করেন। এই শিশুমারের পুচ্ছেই ধ্রুবের অবস্থিতি। স্বায়ম্ভুব মনুর বিবরণ সহ অতীত অনাগত দেব ঋষি মনু ও পিতৃগণের সম্ভবান্তে সংহার এবং সংহারান্তে সম্ভব সংক্ষেপেই উক্ত হইয়াছে; কারণ ইহা বিস্তৃতরূপে বলিবার শক্তি নাই। মন্বন্তরীয় দেব ও প্রজা-

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকঃ স্মৃতঃ।
ত্রিবিধঃ সর্ব্বভূতানাং কল্পিতঃ প্রতিসঞ্চরঃ।।২৯
অনাবৃষ্টির্ভাস্করাচ্চ ঘোরঃ সংবর্ত্তকানলঃ।
মেঘাশ্চৈকার্ণবা যে তু তথা রাত্রির্মহাত্মনঃ।।৩০
সন্ধ্যালক্ষণমুদ্দিষ্টং তথা ব্রাহ্মং বিশেষতঃ।
ভূতানাঞ্চাপি লোকানাং সপ্তানামনুবর্ণনম্।।৩১
সঙ্কীর্ত্ত্যস্তে ময়া চাত্র পাপানাং রৌরবাদিচঃ।
সর্ব্বেষামেব সত্ত্বানাং পরিণামবিনির্ণয়ঃ।।৩২
ব্রহ্মণঃ প্রতিসর্গশ্চ সর্ব্বসংহারবর্ণনম্।
কল্পে কল্পে চ ভূতানাং মহতামপি সংক্ষয়ঃ।।৩৩
সুসংখ্যায় চ বুদ্ধা বৈ ব্রহ্মণশ্চাপ্যনিত্যতাম্।
দৌরাত্ম্যঞ্চৈব ভোগানাং সংসারস্য চ কষ্টতাম্।
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্।।
ব্যক্তাব্যক্তং পরিত্যজ্য সত্ত্বং ব্রহ্মণি সংস্থিতম্
নানাত্বদর্শনাৎ সুস্থস্ততস্তদভিবর্ত্ততে।
ততস্তাপত্রয়াতীতো বিরূপাখ্যো নিরঞ্জনঃ।।৩৫
আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তো ন বিভেতি কুতশ্চন।

ইতিকৃত্যসমুদ্দেশঃ প্রমাণস্যোহপবর্ণিতঃ।।৩৬
কীর্ত্ত্যস্তে জগতো যত্র সর্গপ্রলয়বিক্রিয়াঃ।
প্রবৃত্তিশ্চাপি ভূতানাং নিবৃত্তীনাং ফলানি চ।।৩৭
প্রাদুর্ভাবো বসিষ্ঠস্য শক্তের্জন্ম তথৈব চ।
সৌদাসান্নিগ্রহস্তস্য বিশ্বমিত্রকৃতেন চ।। ৩৮
পরাশরস্য চোৎপত্তিরদৃশ্যন্ত্যাং যথা বিভোঃ।
জজ্ঞে পিতৃণাং কন্যায়ং ব্যাসশ্চাপি যথা মুনিঃ
শুকস্য চ যথা জন্ম পুত্রস্য সহ ধীমতঃ।
পরাশরস্য বিদ্বেষো বিশ্বমিত্রকৃতো যথা।। ৪০
বসিষ্ঠসংভৃতশ্চাগ্নিবিশ্বমিত্রজিঘাংসয়া।
সন্ধানহেতোর্ব্বিভুনা জীর্ণঃ কল্পেন ধীমতা।
দেবেন বিপ্রা বিপ্রাণাং বিশ্বমিত্রহিতৈষিণা।।
একং বেদং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা পুনরীশ্বরঃ।।৪২
যথা বিভেদ ভগবান্ ব্যাসঃ সর্ব্বেম্বনুগ্রহাৎ।
তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যৈশ্চ শাখাভেদাঃ পুনঃ কৃতাঃ
প্রয়াগে মুনিবর্য্যৈশ্চ যথা পৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
কৃষ্ণেন চানুশিষ্টাস্তে মুনয়ো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ।।৪৪
এতৎ সর্ব্বং যথাতত্ত্বমাখ্যাতং দ্বিজসত্তমাঃ।

পতিগণের কথা,নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক এবং আত্যন্তিক ভূত প্রতিসঞ্চর, সূর্য্য হইতে অনাবৃষ্টি ও ঘোর সম্বর্ত্তকারি, একার্ণবকর্ত্তা মেঘ সকল, ব্রহ্মার রাত্রি, ব্রহ্মার সন্ধ্যা, এবং ভূত ও সপ্তলোকের কথা কীর্ত্তন করিব। এই পুরাণে সর্ব্বপ্রাণীর পাপপরিণাম রৌরবাদি নরকভোগ, ব্রহ্মার প্রতিসর্গ ও সর্ব্বসংহার, কল্পে কল্পে মহাভূতগণেরও সংক্ষয়, ব্রহ্মারও অনিত্যতা, ভোগের দৌরাত্ম্য, সংসারের কষ্টতা, মোক্ষের দুর্লভত্ব ও বৈরাগ্যহেতু বিষয়সমূহের দোষদর্শন – এই সকল বিশেষ আলোচনা করিয়া বুঝিয়া বর্ণিত হইবে। সত্ত্বগুণ ব্যক্তাব্যক্ত ভাবনিচয়ে না থাকিয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত। ইহজগতের নানাত্ব দর্শনে সুস্থ হইয়া জীব ব্রহ্মকে পাইবার জন্যই প্রয়াস করে। পরে ক্রমে তাপত্রয়ের অতীত, নিরুপাধি ও নিরঞ্জন হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভে সর্ব্বত্রই নির্ভয় হইয়া থাকে। এই প্রমাণাত্মক পুরাণে সংক্ষেপে ইহাই আমার বক্তব্য বিষয়। এতদ্ব্যতীত ইহাতে জগতের সর্গ, প্রলয় ও বিক্রিয়া কীর্ত্তন করিব। ভূতগণের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ফল, বশিষ্ঠের প্রাদুর্ভাব, শক্তির জন্ম, বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় সৌদাস হইতে শক্তির নিগ্রহ, অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশরের উৎপত্তি, পরাশর হইতে পিতৃগণের মানসী কন্যার গর্ভে ব্যাসের জন্ম, ব্যাসপুত্র ধীমান্ শুকের উৎপত্তি, বিশ্বামিত্রকৃত পরাশরদ্বেষ, এবং বিশ্বামিত্র জিঘাংসার্থ বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অগ্নিরক্ষা ও বিশ্বামিত্রহিতৈষী বিপ্রশ্রেষ্ঠ ধীমান্ কণ্ব কর্ত্তৃক সন্ধানার্থ উক্ত অগ্নির জির্ণীকরণ ইত্যাদির বিষয় বর্ণিত হইবে। ২৬-৪১। ভগবান্ ব্যাস সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যেরূপে একই বেদ চতুর্দ্ধা বিভাগ করেন, পুনরায় যেরূপে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক বেদের বিভিন্ন শাখা প্রণীত হয়, প্রয়াগে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ব্রহ্মার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করেন, এবং ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মুনিগণকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা উপদেশ দেন,

মুনীনাং ধর্মনিত্যানাং লোকতন্ত্রমনুত্তমম্।।৪৫
ব্রহ্মণা যৎ পুরা প্রোক্তং পুলস্ত্যায় মহাত্মনে।
পুলস্ত্যেনাথ ভীষ্মায় গঙ্গাদ্বারে প্রভাষিতম্।।৪৬
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চাস্য ধারণঞ্চ বিশেষতঃ।।৪৭
সূতেনানুক্রমেণেদং পুরাণং সম্প্রকাশিতম্।
ব্রাহ্মণেষু পুরা যচ্চ ব্রহ্মণোক্তং সবিস্ত..ন্।।৪৮
পাদমস্য বিদন্ সম্যগ্যোহধীয়ীত জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তেনাধীতং পুরাণং স্যাৎ সর্ব্বং নাস্ত্যত্র
সংশয়ঃ।।৪৯
যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ
পুরাণঞ্চ বিজানাতি যঃ স তস্মাদ্বিচক্ষণঃ।।৫০
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।।৫১
অধীত্য চৈকমধ্যায়ং স্বয়ং প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা।
আপদঃ প্রাপ্য মুচ্যেত যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদ্গতিম্
পুরাপরম্পরাং বক্তি পুরাণং তেন বৈ স্মৃতম্।
নিরুক্তিমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৫৩
ঋষয়ো হ্যব্রুবন্ সূতং কথং ভীষ্মেণ সঙ্গতঃ।
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ পুলস্ত্যো ভগবান্ ঋষিঃ।।
দুর্লভং দর্শনং যস্য নরৈঃ পাপসমন্বিতৈঃ।
অত্যাশ্চর্য্যমিদং সূত ক্ষত্রিয়েণ কথং মুনিঃ।।৫৫
আরাধিতো বৃহত্তত্তন্নো বদ মহামতে।
কীদৃশং বা তপস্তেন কো বান্যো নিয়মঃ কৃত।।
যেন তুষ্টো মুনির্ব্রাহ্মস্তথা তেন প্রভাষিতঃ।
পর্ব্ব বাপ্যথ পর্ব্বার্দ্ধং সমগ্রং বা প্রভাষিতম্।।
যস্মিন্ স্থানে যথা দৃষ্টঃ পুলস্ত্যো ভগবান্ ঋষিঃ
তন্নো বদ মহাভাগ কল্যাঃ স্ম শ্রবণে বয়ম্।।৫৮

হে দ্বিজবরগণ! এতৎসমস্তই আমি যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়াছি। পুরাকালে ব্রহ্মা ধর্ম্মনিষ্ঠ মুনিগণ সম্বন্ধে যে অনুত্তম লোকতন্ত্র মহাত্মা পুলস্ত্যের নিকট বলিয়াছিলেন,—পুলস্ত্য তাহা গঙ্গাদ্বারে ভীষ্মের নিকট বর্ণন করেন। উহা ধন্য, যশস্য এবং আয়ুষ্য; শ্রবণে কীর্ত্তনে বিশেষতঃ ধারণে উহাতে সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া থাকে। এই পুরাণ অনুক্রমণিকার সহিত সূত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাকালে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহা সবিস্তর বর্ণন করিয়াছিলেন। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইহার পাদ মাত্রও সম্যক্ অবগত হইয়া অধ্যয়ন করেন, তাঁহা দ্বারা সমস্ত পুরাণই অধীত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে ব্রাহ্মণ অঙ্গ ও উপনিষৎসহ চতুর্ব্বেদ জানেন ও পরে পুরাণজ্ঞানলাভ করেন, তিনিই বিচক্ষণ হইয়া থাকেন। ইতিহাস এবং পুরাণপাঠ করিয়াই বেদজ্ঞান উপচিত করিবে। অল্পজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে বেদ এই বলিয়াই ভীত হন যে, ও ব্যক্তি আমায় প্রহার করিবে অর্থাৎ কদর্থ কল্পনায় আমার উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দিবে। স্বয়ং ব্রহ্মপ্রোক্ত এই পুরাণের একটী মাত্র অধ্যায় অধ্যয়ন করিয়াই নর আপদ্ হইতে মুক্ত হয় এবং যথেষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরাকালে পরম্পরা হইতে উক্ত হইয়া আসিয়াছে, তাই ইহার নাম পুরাণ হইয়াছে। পুরাণের এই নিরুক্তি যে জানে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৪২—৫৩। ঋষিগণ সূতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, - হে সূত! ব্রহ্মার মানস পুত্র ভগবান্ পুলস্ত্য ঋষি কিরূপে ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন? পাপান্বিত নরগণ যাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না, হে সূত! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একজন ক্ষত্রিয়ের সহিত সেই মুনির কিরূপে সঙ্গতি ঘটিল! সেই মহাপ্রাণ মুনিকে কিরূপে ভীষ্ম আরাধনা করিয়াছিলেন? হে মহামতে! তাহা আমাদের নিকট বল। তিনি কিরূপ তপস্যা বা কিরূপ নিয়মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যাহাতে সেই ব্রহ্মপুত্র মুনি তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট উহা বলিয়াছিলেন? তিনি কি পর্ব্ব, পর্ব্বার্দ্ধ অথবা সমগ্র পুরাণই বলিয়াছিলেন? যে স্থানে যেরূপে সেই ভগবান্ পুলস্ত্য ঋষি দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট বল। হে মহাভাগ! আমরা সকলেই উহা

সূত উবাচ।

যত্র গঙ্গা মহাভাগা সাধূনাং হিতকারিনী।
বিভিদ্য পর্ব্বতং বেগাম্নিঃসৃতা লোকপাবনী।।
গঙ্গাদ্বারে মহাতীর্থে ভীষ্মঃ পিতৃপরায়ণঃ।
শুশ্রূষুঃ সুচিরং কালং মহতাং নিয়মে স্থিতঃ।।
যাবদ্বর্ষশতং সাগ্রং পরমেণ সমাধিনা।
ধ্যায়মানঃ পরং ব্রহ্ম ত্রিকালং স্নানমাচরৎ।।৬১
পিতৃন্ দেবাংস্তর্পয়তঃ স্বাধ্যায়েন মহাত্মনঃ।
আত্মানং কর্ষতশ্চাস্য তুষ্টো দেবঃ পিতামহঃ।।৬২
উবাচ তনয়ং ব্রহ্মা পুলস্ত্যমৃষিসত্তমম্।
স ত্বং দেবব্রতং ভীষ্মং বীরং কুরুকুলোদ্ভবম্।।
তাপসঃ সন্নিবর্ত্তস্ব কারণঞ্চাস্য কীর্ত্তয়।
পিতৃন্ ভক্ত্যা মহাভাগো ধ্যায়মানঃ সমাস্থিতঃ
যো হ্যস্য মনসঃ কামস্তং সম্পাদয় মা চিরম্।
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।।৬৫
গঙ্গাদ্বারমথাগত্য ভীষ্মং বচনমব্রবীৎ।
বরং বরয় ভদ্রন্তে যত্তে মনসি বর্ত্ততে।।৬৬
তুষ্টস্তে তপসা বীর সাক্ষাদ্দেবঃ পিতামহঃ।
ব্রহ্মণা প্রেষিতস্তেহহং বরান্ দাস্যামি
কাঙ্ক্ষিতান্।।৬৭
ভীষ্মোহপি তদ্বচঃ শ্রুত্বা মনঃশ্রোত্রসুখাবহম্।
উন্মীল্য নয়নে দৃষ্টা পুলস্ত্যং পুরতঃ স্থিতম্।।৬৮
অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন নত্বা তং মুনিসত্তমম্।
উবাচ প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বাঙ্গালিঙ্গিতাবনিঃ।।৬৯
অদ্য মে সফলং জন্ম দিনঞ্চেদং সুশোভনম্।
ভবতশ্চরণৌ দৃষ্টৌ জগদ্বন্দ্যৌ ময়া ত্বিহ।।৭০
তপসশ্চ ফলং প্রাপ্তং যদ্দৃষ্টো ভগবান্ ময়া।
বরপ্রদো বিশেষেণ সম্প্রাপ্তশ্চ নদী তটে।।৭১
ইয়ং বৃষী ময়া ক্লৃপ্তা অ স্যতাং সুখদা কৃতা।
অর্ঘ্যপাত্রে তু পালাশে দূর্ব্বাক্ষতসুমৈঃ কুশৈঃ।।৭২
সর্ষপৈশ্চ দধিক্ষৌদ্রৈর্যবৈশ্চ পয়সা সহ।

শ্রবণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। সূত কহিলেন, — সাধুজন-হিতকারিণী লোকপাবনী মহাভাগা গঙ্গা যথায় পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছেন, সেই মহাতীর্থে গঙ্গাদ্বারে পিতৃভক্ত মহাজন সেবাপরায়ণ ভীষ্ম দীর্ঘকাল নিয়মাবলম্বনে অবস্থান করেন। তিনি শতাধিক বর্ষযাবৎ পরম যোগাবলম্বনপূর্ব্বক পরম ব্রহ্মের ধ্যান করিতেন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন, পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিতেন এবং বেদাধ্যয়নে নিরত রহিতেন। এই ভাবে মহাত্মা ভীষ্ম স্বীয় দেহকে ক্ষীণ করিতে থাকিলে পিতামহ দেব ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া স্বীয় তনয় ঋষিসত্তম পুলস্ত্যকে বলিলেন,– তুমি কুরুকুলোদ্ভব দেবব্রত বীর ভীষ্মকে গিয়া বল, এই তপস্যা হইতে তুমি নিবৃত্ত হও, এইরূপ তপস্যার কারণ কি? — তাহাও কীর্ত্তন কর। ঐ মহাভাগ ভীষ্ম ভক্তিভরে পিতৃগণের ধ্যান করত অবস্থান করিতেছেন। উহাঁর যাহা মনোভিপ্রায়, তাহা তুমি অচিরে গিয়া সম্পাদন কর। পিতামহের বাক্য শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য গঙ্গা দ্বারে আগমন পূর্ব্বক ভীষ্মকে বলিলেন,- - হে বীর! তুমি মনোভীষ্ট বর গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, সাক্ষাৎ পিতামহ দেব তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছেন, তিনিই আমায় প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরণায় আমিই তোমায় কাঙ্ক্ষিত বর সকল প্রদান করিব। ৫৪–৬৭। ভীষ্ম তাঁহার সেই মন ও কর্ণসুখাবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া নয়নযুগল উন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখে পুলস্ত্য ঋষিকে অবলোকন করিলেন। সেই মুনিপুঙ্গবকে দেখিবা মাত্র অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত দ্বারা নমস্কার করিলেন,– সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা ভূতল আলিঙ্গন করিয়া প্রণত ভাবে কহিলেন,– আজ আমি আপনার জগদ্বন্দিত চরণযুগল দেখিলাম, ইহাতে আমার জন্ম সফল হইল এবং দিন শুভ বলিয়া মনে করিলাম। আমি আপনাকে যে সাক্ষাৎ করিলাম, ইহাতেই আমার তপস্যার ফল অধিগত হইল! আপনি বরপ্রদ হইয়া নদীতটে উপস্থিত হইয়াছেন। মৎপ্রস্তুত এই সুখদায়িনী বৃষী, ইহাতে আপনি উপবেশন করুন; আর এই পালাশপাত্রে দূর্ব্বা, অক্ষত, কুসুম, কুশ, সর্ষপ, দধি,

অষ্টাঙ্গো হ্যেষ নির্দ্দিষ্টো হ্যর্ঘ্যো হি মুনিভিঃ পুরা।।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং তস্য ভীষ্মস্যামিততেজসঃ।
উপবিষ্টো ব্রহ্মসুতঃ পুলস্ত্যো ভগবান্ ঋষিঃ।।৭৪
বিষ্টরং সহ পাদ্যেন অর্ঘ্যপাত্রং মুদান্বিতঃ।
জুজোষ ভগবান্ প্রীতঃ সদাচারেণ তেন তু।।৭৫

পুলস্ত্য উবাচ।

সত্যবান্ দানশীলোঽসি সত্যসন্ধির্নরেশ্বরঃ।
হ্রীমান্ মৈত্রঃ ক্ষমাশীলো বিক্রান্তঃ শত্রুশাস ন।।৭৬
ধর্ম্মজ্ঞস্ত্বং কৃতজ্ঞস্ত্বং দয়াবান্ প্রিয়ভাষিতা।
মান্যমানয়িতা বিজ্ঞো ব্রহ্মণ্যঃ সাধুবৎসলঃ।।৭৭
তুষ্টস্তেঽহং সদা বৎস প্রণিপাতপরস্য বৈ।
প্রব্রূহি ত্বং মহাভাগ কথনং তে বদাম্যহম্।।৭৮

ভীষ্ম উবাচ।

ভগবন্ ভগবান্ ব্রহ্মা কস্মিন্ কালে স্থিতো বিভুঃ।
সৃষ্টিং চকার বৈ পূর্ব্বং দেবাদীনাং বদস্ব মে।।৭৯
স্থিতিং বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ কথং রুদ্রস্তু নির্ম্মিতঃ
কথং বা ঋষয়ো দেবাঃ সৃষ্টাস্তেন মহাত্মনা।।৮০
কথং পৃথ্বী কথং ব্যোম কথং চেমে তু সাগরাঃ
কথং দ্বীপাঃ পর্ব্বতাশ্চ গ্রামারণ্যপুরাণি চ।।৮১
মুনীন্ প্রজাপতীংশ্চৈব সপ্তর্ষীন্ প্রবরানপি।
বর্ণান্ বায়ুং পুরাস্থানং গন্ধর্ব্বান্ যক্ষরাক্ষসান্।।
তীর্থানি সারিতো বাথ সূর্য্যাদীন্ গ্রহতারকান্।
যথা সসর্জ্জ ভগবাংস্তথা মে ত্বং বদস্ব হ।।৮৩

পুলস্ত্য উবাচ।

পরঃ পরানাং পরমঃ পরমাত্মা পিতামহঃ।
রূপবর্ণাদিরহিতো বিশেষেণ বিবর্জ্জিতঃ।।৮৪
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধিজন্মভিঃ।
গুণৈর্বিবর্জ্জিতঃ সর্ব্বৈঃ স ভাতীতি হি কেবলম্।।
সর্ব্বত্রাসৌ সমশ্চাপি বসন্ননুপমো মতঃ।
ভাবয়ন্ ব্রহ্মরূপেণ বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে।।৮৬
তং গুহ্যং পরমং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্।
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ সংস্থিতম্।।৮৭
তং নত্বাহং প্রবক্ষ্যামি যথা সৃষ্টিং চকার হ।
পূর্ব্বন্তু পদ্মশয়নাদুত্থায় জগতঃ প্রভুঃ।।৮৮

মধু ও যব দ্বারা কল্পিত অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। পুরাতন মুনিগণ এইরূপ অর্ঘ্য রচনার বিধান করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত ভগবান্ পুলস্ত্য ঋষি অমিততেজা ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিভরে তৎপ্রদত্ত বিষ্টর ও পাদ্যসহ অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিলেন এবং ভীষ্মের সদাচারে যথেষ্ট প্রীত হইলেন। পুলস্ত্য কহিলেন,—তুমি সত্যবান্, দানশীল, সত্যসন্ধ, নরশ্রেষ্ঠ, হ্রীমান, মৈত্র ক্ষমাশীল, এবং শত্রুশাসনে বিক্রান্ত, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, প্রিয়ভাষী, মান্যজনের মানয়িতা, বিজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ও সাধুবৎসল; বৎস! তোমার প্রণিপাতে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে মহাভাগ! তোমার বক্তব্য ব্যক্ত কর, আমি সে বিষয়ে আমার বক্তব্য বলিতেছি। ভীষ্ম কহিলেন, – ভগবন্! ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে কোন্ কালে দেবাদির সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ভগবান বিষ্ণুই বা কি প্রকারে পালন করেন? তাহা আমার নিকট বলুন। কিরূপে রুদ্র নির্ম্মিত হইলেন? কিরূপে সেই মহাত্ম কর্ত্তৃক দেব ও ঋষিগণ সৃষ্ট হইলেন? কিরূপে পৃথ্বী, আকাশ, সপ্তসাগর, দ্বীপ, পর্ব্বত, গ্রাম, অরণ্য, পুর, মুনি, প্রজাপতি, সপ্তর্ষি, শ্রেষ্ঠ বর্ণসমূহ, বায়ু, স্থান, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, তীর্থ, নদী, এবং সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্রদিগকে ভগবান সৃষ্টি করিলেন? তাহা আমার নিকট বলুন। ৬৮—৮৩। পুলস্ত্য কহিলেন, —পরম পরাৎপর পরমাত্মা পিতামহ রূপবর্ণাদিবিরহিত; তাঁহার কোনই বিশেষণ নাই, অপক্ষয় বিনাশ নাইপরিণাম ঋদ্ধি ও জন্ম নাই; তিনি সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত, কেবলাকারে প্রতিভাত; তাঁহার কোন উপমা নাই, তিনি সর্ব্বত্র সমাকারে বাস করেন। বিদ্বদ্‌গণ তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি সেই কাল ও পুরুষরূপে অবস্থিত, পরম গুহ্য, নিত্য অজ অক্ষয়, অব্যয়, দেবকে নমস্কার করিয়া তৎকৃত সৃষ্টিবিস্তার যথাযথ বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে পদ্মশয়ন হইতে উত্থিত হইয়া সেই

গুণব্যঞ্জনসম্ভূত সর্গকালে নরাধিপ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।।৮৯
প্রধানতত্ত্বেন সমং তথা বীজাদিভির্বৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ।।৯০
ত্রিবিধোহয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত।
ভূতেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।।
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
একৈকশঃ স্বরূপেণ কথয়ামি যথোত্তরম্।।৯২
শব্দমাত্রমথাকাশং ভূতাদিঃ খং সমাবৃণোৎ।
অথাকাশং বিকুর্ব্বাণং স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।।৯৩
বলবানেষ বৈ বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণো মতঃ।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ।।৯৪
ততো বায়ুর্বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতীরূপস্তু তদ্বায়ুস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে।।৯৫
স্পর্শরূপস্তু বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ।।৯৬
সম্ভবন্তি ততোহম্ভাংসি রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
বিকুর্ব্বাণানি চাম্ভাংসি গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।।৯৭
সঙ্ঘাতো জায়তে তস্মাত্তস্য গন্ধো মতো গুণঃ
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ।।৯৮
একাদশং মনশ্চাত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ।
ত্বক্ চক্ষুর্নাসিকা জিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্।।৯৯
এতেষান্তু মতং কৃত্যং শব্দাদিগ্রহণং পুনঃ।
বাক্ পাণিপাদপায়ূনি চোপস্থং তত্র পঞ্চমম্।।
বিসর্গশিল্পগত্যুক্তির্গুণা এষাং বিপর্য্যয়াৎ।
আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা।।
শব্দাদিভির্গুণৈর্বীর যুক্তানীত্যুত্তরোত্তরৈঃ।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ।
নান বীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ।।১০৩

জগৎপ্রভু এই সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন। হে নরাধিপ! সৃষ্টির প্রথমে তিনি প্রকৃতি দ্বারা আবৃত ও গুণপরিণামবশে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ জগদ্বীজীভূত সূক্ষ্ম চৈতন্যের সমষ্টিস্বরূপ মহৎ তত্ত্বাকার ধারণ করেন। সেই মহৎতত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক– বৈকারিক, রাজস – তৈজস ও তামস –ভূতাদি এই ত্রিবিধ অহঙ্কার এবং তাহা হইতে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং পৃথিবী,জল, তেজ, বায়ু, আকাশ –এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি যেরূপে হয়, তাহা যথাক্রমে বলিতেছি। উক্ত ভূতাদি অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্রাত্মক আকাশ জন্মে, ভূতাদি সেই আকাশকে আবরণ করে। পরে আকাশ বিকৃত হইয়া স্পর্শতন্মাত্র উৎপাদন করে; উহা বায়ু নামে অভিহিত হয়; বায়ু স্পর্শ গুণাত্মক। শব্দতন্মাত্রাত্মক আকাশ সেই স্পর্শতন্মাত্রাত্মক বায়ুকে আবরণ করে। পরে বায়ু বিকৃত হইয়া রূপতন্মাত্রাত্মক তেজ সৃষ্টি করে এবং তাহাকে আবরণ করে। সেই তেজ বিকৃত হইলে রসতন্মাত্রাত্মক জল উৎপন্ন হয় এবং তেজ তাহাকে আবরণ করে। জল বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্রাত্মক সঙ্ঘাতরূপে পরিণত হয়; উহাই পৃথিবী। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা – এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তামস অহঙ্কার হইতে বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু – এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তৈজস অহঙ্কার হইতে উভয়েন্দ্রিয়াত্মক 'মন' জন্মে। এই ইন্দ্রিয়সকলের কার্য্য – শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ের গ্রহণ, এবং কথন, গ্রহণ, গমন, রতি ও মলত্যাগ। হে বীর! আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী ইহারা শব্দাদি গুণে পর পর অধিকাধিকরূপে যুক্ত অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পঞ্চভূত শান্ত ঘোর ও মূঢ়। এই ত্রিবিধ বিশেষত্বযুক্ত বলিয়া বিশেষ নামে অভিহিত। ৮৪–১০২। মহত্তত্ত্বাদি বিবিধ প্রকার বীর্য্যসম্পন্ন এবং পৃথক্ ভাবে স্থিত; এ নিমিত্ত উহারা সম্যক্ প্রকারে মিলিত ও সংহত না হইয়া প্রজা

সমেত্যান্যোন্যসংযোগাৎ পরস্পরসমাশ্রয়াৎ।
একসঙ্ঘাতলক্ষ্যাশ্চ সম্প্রাপ্যৈক্যমশেষতঃ।।১০৪
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ ব্যক্তানুগ্রহণে তথা।
মহদাদয়ো বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি বৈ।।১০৫
তৎক্রমেণ বিবৃত্তন্তু জলবুদ্বুদবৎ সমম্।
তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপী জনার্দ্দনঃ।।
ব্রহ্মা ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ।
মেরুরুল্বমভূত্তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ।।১০৭
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসংশ্চ মহাত্মনঃ।
তত্র দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ।।
তস্মিন্নণ্ডেঽভবন্ বীর সদেবাসুরমানুষাঃ।
বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈর্বৃতৈর্ভূতাদিনা বহিঃ।।১০৯
বৃতং দশগুণৈরণ্ডং ভূতাদির্মহতা তথা।
অব্যক্তেনাবৃতো রাজংস্তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতো মহান্
এভিরাবরণৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বভূতৈশ্চ সংযুতম্।

নারিকেলফলং যদ্বদ্বীজং বাহ্যদলৈরিব।।১১১
ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ জগতো বিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ত্ততে।
সৃষ্টিঞ্চ পাত্যনুযুগং যাবৎকল্পবিকল্পনা।।১১২
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ।
সত্ত্বভুগ্‌গুণবান দেবো হ্যপ্রমেয়পরাক্রমঃ।।১১৩
তমোদ্রেকঞ্চ কল্পান্তে রূপং রৌদ্রং করোতি চ।
রাজেন্দ্রাখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ।।
ভক্ষয়িত্বা চ ভূতানি জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
নাগপর্য্যঙ্কশয়নে শেতে সর্ব্বস্বরূপধৃক্।।১১৫
প্রবুদ্ধশ্চ পুনঃ সৃষ্টিং প্রকরোতি চ রূপধৃক্।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।।১১৬
স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যঞ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চাপি সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ।।১১৭
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
স এব সর্ব্বভূতেশো বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ।
সর্গাদিকং ততোঽস্যৈব ভূতস্থমুপকারকম্।।১১৮

সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইল না। পরে তাহারা পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত অব্যক্ত প্রকৃতির অনুগ্রহাত্মক পরিণামবশে পরস্পর মিলিত, আধারাধেয় ভাবে সংযুক্ত, এবং ক্রমে একীভূত ও সংহত হইয়া একটী অণ্ড উৎপাদন করে। সেই অণ্ড ক্রমে ক্রমে জলবুদ্‌বুদবৎ সমভাবে বিবৃদ্ধ হইতে থাকে। পরে অব্যক্ত স্বরূপ জনার্দ্দন ব্রহ্মা সেই অণ্ডমধ্যে ব্যক্ত ব্রহ্মাকারে অবস্থিত হন। সেই অণ্ডরূপী মহাত্মার উল্ব মেরু, জরায়ু পর্ব্বতনিচয়, গর্ভোদক সমুদ্র সকল, আর দ্বীপসমূহ, ক্ষুদ্রসাগর সকল ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপদার্থ সমস্ত তাহার শরীরের আভ্যন্তরিক অন্যান্যাংশ। ফলতঃ সমগ্র লোক তাহারই মধ্যে অবস্থিত। হে বীর! সেই অণ্ডমধ্যেই দেব অসুর মানুষাদি সর্ব্বভূত জন্মিয়াছে। পর পর দশগুণাধিক জল, বহ্নি, বায়ু ও আকাশাত্মক ভূতাদি অহঙ্কার দ্বারা সেই অণ্ড বহির্ভাগে আবৃত। সেই অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব দ্বারা এবং মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত প্রকৃতি দ্বারা সমাবৃত। সুতরাং উহা একটী নারিকেল ফলের ন্যায় –ত্বগাদি দ্বারা উহার অভ্যন্তরস্থ শস্য যেমন আবৃত উহাও তদ্রূপ। যতযত কল্প কল্পিত হউক না, ব্রহ্মা স্বয়ং এই জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যুগে যুগে ইহার প্রতিপালনও করিয়া থাকেন। ১০৩-১১২। সেই অপ্রমেয়পরাক্রম সত্ত্বস্বরূপ গুণময় জনার্দ্দন ব্রহ্মা একাই বিভিন্ন সংজ্ঞাযুক্ত বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। হে রাজেন্দ্র! তিনিই আবার কল্পান্তকালে তমোবহুল ভীষণ রৌদ্র রূপ ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের সংহার সাধন করেন। সর্ব্বরূপী সেই বিভু সর্ব্বভূত সংহারান্তে জগৎ একার্ণবাকার ধারণ করিলে নাগপর্য্যঙ্কশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত থাকেন। পরে আবার প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক জগৎ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র – এই তিন মূর্ত্তি ধারণ করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি, বিষ্ণু স্থিতি আর রুদ্র সংহার করিয়া থাকেন। তিনিই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, শিবস্বরূপ, অব্যয়। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টি প্রভৃতি তাঁহারই পঞ্চভূতস্থ কার্য্য; তৎসমস্ত সেই পঞ্চ ভূতেরই পরিণামসাধনরূপ উপ-

স এব সৃজ্যঃ স চ সর্গকর্ত্তা
স এব পাল্যং প্রতিপাল্যতে যতঃ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমূর্ত্তি-
ব্রহ্মা বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ।।১১৯

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে
পুরাণাবতারে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২ ।।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাথ মহাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণো হ্যুপপদ্যতে।।১
পুলস্ত্য উবাচ।
শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।।২
উৎপন্নঃ প্রোচ্যতে বিদ্বন্নিত্য এবোপচারতঃ।
নিজেন তস্য মানেন আয়ুর্ব্বর্ষশতং স্মৃতম্।।৩
তৎপরাখ্যং পরার্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধং পরিকীর্ত্তিতম্।
কাষ্ঠা পঞ্চদশাখ্যাতা নিমেষা নৃপসত্তম।।৪
কাষ্ঠাত্রিংশৎকলা ত্রিংশকলা মৌহূর্ত্তিকো বিধিঃ।
তাবৎসংখ্যেরহোরাত্রং মুহূর্ত্তৈর্মানুষং স্মৃতম্।।
অহোরাত্রাণি তাবন্তি মাসঃ পক্ষদ্বয়াত্মকঃ।
তৈঃ ষড়ভিরয়নং বর্ষমেয়েন দক্ষিণোত্তরে।।৬
অয়নং দক্ষিণং রাত্রির্দেবানামুত্তরং দিনম্।
দিব্যৈর্ব্বর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্।।৭
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে।
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।।১৮
দিব্যাব্দানাং সহস্রাণি যুগেষ্বাহুঃ পুরাবিদঃ।
তৎপ্রমাণৈঃ শতৈঃ সন্ধ্যা পূর্ব্বা তত্রাভিধীয়তে।।
সন্ধ্যাংশকশ্চ তত্তুল্যো যুগস্যানন্তরো হি যঃ।
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরন্তঃ কালো যো নৃপসত্তম।।১০
যুগাখ্যঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।।১১

কার সম্পাদক। তিনিই স্রষ্টা – তিনিই সৃজ্য, তিনিই পালক – তিনিই পাল্য, তিনিই অবস্থাভেদে ব্রহ্মাদি অশেষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন এবং তিনিই ব্রহ্মা, বরিষ্ঠ, বরদ বরেণ্য বলিয়া নিরূপিত। ১১৩–১১৯।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।২।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,– ব্রহ্ম – নির্গুণ অপ্রমেয় শুদ্ধ এবং মহাত্মা অর্থাৎ অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট্যাদি কার্য্যকর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে উপপন্ন হইতে পারে? পুলস্ত্য কহিলেন, – হে বিদ্বন! সমস্ত ভাব পদার্থের শক্তিনিচয়ই অচিন্ত্য এবং জ্ঞানের গোচরীভূত নহে। এই জন্য ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ ভাবের শক্তিসমষ্টি নিত্য হইলেও উপচারবশে অনিত্য স্বীকা করিয়া কর্ত্তৃত্বাদি কল্পনা করা হয়; – তিনি উৎপন্ন হন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তাঁহার পর নামক নিজ পরিমাণে শতবর্ষ পরমায়ু। সেই আয়ু আবার প্রথম পরার্দ্ধ ও দ্বিতীয় পরার্দ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত। হে নৃপসত্তম। পঞ্চদশ নিমেষে মানুষগণের এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত, ত্রিশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র হয়। ইহা মানুষ মান। ত্রিশ অহোরাত্রে বা দুই পক্ষে এক মাস; ছয় মাসে এক অয়ন; দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই অয়নে এক বর্ষ হয়।দেবগণের দক্ষিণায়ন রাত্রি আর উত্তরায়ণ দিবা। পুরাবিদ্‌গণ বলেন, দিব্য দ্বাদশসহস্র বর্ষে সত্য ক্রেতা দ্বাপর কলি এই চতুর্যুগ হয়। উহার বিবরণ শুন। চারি সহস্র, তিন সহস্র, দুই সহস্র এবং এক সহস্র দিব্যযুগ সত্য - ক্রেতাদি যুগের যথাক্রমে পরিমাণ জানিবে। উক্ত পরিমাণের দিব্য শত বর্ষ করিয়া ঐ সকল যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ গণিত হয়। ঐ সন্ধ্যা প্রত্যেক যুগের পূর্ব্বে এবং সন্ধ্যাংশ পরে গণিত। হে নৃপসত্তম! সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যভাগে যে কাল বিদ্যমান তাহাই সত্য ক্রেতাদি

প্রোচ্যতে তৎসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিবসং নৃপ।
ব্রহ্মণো দিবসে রাজন্ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
ভবন্তি পরিমাণঞ্চ তেষাং কালকৃতং শৃণু।।১২
সপ্তর্ষয়ঃ সুরাঃ শক্রো মনুস্তৎসূনবো নৃপ।।১৩
এককালে হি সৃজ্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ পূর্ব্ববৎ।
চতুর্যুগানাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।।১৪
মন্বন্তরং মনোঃ কালঃ সুরাদীনাঞ্চ পার্থিব।
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া স্মৃতঃ।।১৫
দ্বিপঞ্চাশত্তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি চ।
ত্রিংশৎকোট্যস্তু সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া নৃপ
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি মহামতে।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোহয়মধিকং বিনা।।১৭
মন্বন্তরস্য সংখ্যেয়ং মানুষৈরিহ বৎসরৈঃ।
চতুর্দ্দশগুণো হ্যেষ কালো ব্রাহ্মমহঃ স্মৃতম্।।১৮
ব্রাহ্মনৈমিত্তিকো নাম তস্যান্তে প্রতিসঞ্চরঃ।
তদা হি দহ্যতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্।।
জনং প্রয়ান্তি তাপার্ত্তা মহর্লোকনিবাসিনঃ।
একার্ণবে তু ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।।
ভোগিশয্যাগতঃ শেতে ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতঃ
জনস্থৈর্যোগিভির্দ্দেবশ্চিন্ত্যমানো জগদ্বিভুঃ।।
তৎপ্রমাণাং হি তাং রাত্রিং তদন্তে সৃজতে পুনঃ
এবন্তু ব্রহ্মণো বর্ষমেবং বর্ষশতঞ্চ তৎ।
শতং হি তস্য বর্ষাণাং পরমায়ুর্মহাত্মনঃ।।২২
একমস্য ব্যতীতন্তু পরার্দ্ধং ব্রহ্মণোহনঘ।
তস্যান্তেহভূন্মহাকল্পঃ পাদ্ম ইত্যভিবিশ্রুতঃ।।২৩
দ্বিতীয়স্য পরার্দ্ধস্য বর্ত্তমানস্য বৈ নৃপ।
বারাহ ইতি কল্পোহয়ং প্রথমঃ পরিকল্পিতঃ।।২৪

ভীষ্ম উবাচ।

ব্রহ্ম নারায়ণাখ্যোহসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা।
সসর্জ্জ সর্ব্বভূতানি তদাচক্ষ্ব মহামুনে।।২৫

পুলস্ত্য উবাচ।

প্রজাঃ সসর্জ্জ ভগবাননাদিঃ সর্ব্বসম্ভবঃ।।২৬
অতীতকল্পাবসানে নিশাসুপ্তোত্থিতঃ প্রভু।

নামে প্রসিদ্ধ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগ এই চারিটী। হে নৃপ! এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একটী দিন। রাজন্! ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দ্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। তাঁহাদিগের কালকৃত পরিমাণ শ্রবণ কর। ১—১২। রাজন্! সপ্তর্ষি, দেবতা, ইন্দ্র, মনু, মনুপুত্র, ইহাঁরা এক সময়েই সৃষ্ট এবং এক সময়েই সংহৃত হইয়া থাকেন। হে পার্থিব! মনুর অধিকার কাল মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। দেবতা সপ্তর্ষি প্রভৃতিরও স্থিতিকাল উহাই। উহার পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক একসপ্ততি দিব্যযুগ। এই অধিক কালের পরিমাণ দিব্যমানের আটলক্ষ দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্র বর্ষ। হে মহামতে রাজন! মানুষমানে উহার পরিমাণ ত্রিশ কোটি সাতষট্টি নিযুত, বিংশতি সহস্র বর্ষ। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ব্যতীত কেল যুগ সকলেরই এই পরিমাণ জানিবে। ইহার চতুর্দ্দশগুণ কাল ব্রহ্মার এক দিন। উহার পর নৈমিত্তিক প্রলয় আরব্ধ হয়। তখন ভূ ভুবঃ স্বঃ এই তিনলোক সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া যায়। মহর্লোকবাসীরাও তখন তাপার্ত্ত হইয়া জনলোকে গমন করেন। জগৎ তখন একার্ণবাকার ধারণ করে। ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা তখন ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া অনন্ত নাগশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। সেই জগৎপ্রভু তখন জনলোকবাসী যোগিগণ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া থাকেন। এই ভাবে পূর্ব্বোক্ত দিবাপরিমাণ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরে আবার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ দিবারাত্রি দ্বারা তাঁহার বর্ষ নিরূপিত হয়। সেই মহাত্মার আয়ুঃ শতবর্ষ। হে অনঘ! ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের পূর্ব্ব পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। উহার শেষে পাদ্ম নামক কল্প অতীত হইয়াছে। হে নৃপ! বর্ত্তমান দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম এই বারাহ কল্প চলিতেছে। ১৩--২৪। ভীষ্ম কহিলেন,— হে মহামুনে! সেই নারায়ণাখ্য ভগবান্ ব্রহ্মা যে প্রকারে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন আমার নিকট তাহা বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,— অতীত কল্পাবসানে সর্ব্বসম্ভব অনাদি প্রভু ব্রহ্মা,

সত্ত্বোদ্রিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত।।২৭
তোয়ান্তঃ স মহীং জ্ঞাত্বা নিমগ্নাং বারিসংপ্লবে।
প্রবিচিন্ত্য তদুদ্ধারং কর্ত্তুকামঃ প্রজাপতিঃ।।২৮
বিষ্ণুরূপং তদা জ্ঞাত্বা পৃথ্বীং বোঢ়ুং স্বতেজসা।
সৎস্যাকুর্ম্মাদিকাঞ্চন্যাং বার হীং তনুমাবিশৎ।।
বেদযজ্ঞময়ং রূপমাশ্রিত্য জগতঃ স্থিতৌ।
স্থিতঃ স্থিরাত্মা সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা প্রজাপতিঃ।।
প্রবিবেশ তদা তোয়ং তোয়াধারে ধরাধরঃ।
নিরীক্ষ্য তং তদা দেবী পাতালতলমাগতম্।
তুষ্টাব প্রণতা ভূত্বা ভক্তিনম্রা বসুন্ধরা।।৩১

পৃথিব্যুবাচ।

নমস্তে সর্ব্বভূতায় নমস্তে পরমাত্মনে।।৩২
মামুদ্ধরাস্মাদদ্য ত্বং ত্বত্তোহহং পূর্ব্বমুত্থিতা।
পরমাত্মন্ নমস্তেহস্তু পুরুষাত্মন্ নমোহস্তু তে।।৩৩
প্রধানব্যক্তরূপায় কালভূতায় তে নমঃ।
ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ।।৩৪
সর্গাদৌ যঃ পরো ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাত্মরূপধৃক্।
ভক্ষয়িত্বা চ সকলং জগত্যেকার্ণবীকৃতে।।৩৫
শেষে ত্বমেব গোবিন্দ চিন্ত্যামানো মনীষীভিঃ।
ভবতো যৎপরং রূপং তন্ন জানাতি কশ্চন।।৩৬
অবতারেষু যদ্রূপ তদর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
ত্বামারাধ্য পরং ব্রহ্ম যাতা মুক্তিং মুমুক্ষবঃ।।৩৭
বাসুদেবমনারাধ্য কো হি মোক্ষমবাপ্স্যতি।
যদ্রূপ মনসা গ্রাহ্যং যদ্গ্রাহ্যং চক্ষুরাদিভিঃ।।৩৮
বুদ্ধ্যা চ যৎপরিচ্ছেদ্যং তদ্রূপমখিলং তব।
ত্বন্ময়াহং ত্বদাধারা ত্বৎসৃষ্টা ত্বমুপাশ্রিতা।।৩৯
মাধবীমিতি লোকোহয়মভিধত্তে ততো হি মাম্
এবং সংস্তূয়মানস্ত পৃথিব্যা পৃথিবীধরঃ।
সামস্বরধ্বনিঃ শ্রীমান্ জদর্জ্জ পরিঘর্ঘরম্।।৪০

নিশান্তে সর্ব্বগুণের উদ্রেক বশতঃ সুপ্তোত্থিত হইয়া জগৎ শূন্যাকার দর্শন করিলেন এবং জলপ্লাবনে পৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্না রহিয়াছে বুঝিয়া তাহার উদ্ধার সাধনার্থ চিন্তিত হইলেন ও বিষ্ণুর মৎস্য কূর্ম্মাদি মূর্ত্তিমধ্যে বরাহমূর্ত্তিই পৃথিবীবহনে সমর্থ বোধে বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। ২৫—২৯। সেই স্থিরাত্মা সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা প্রজাপতি তখন ধরাধারণক্ষম বেদযজ্ঞময় বরাহদেহ ধারণপূর্ব্বক জগতের স্থিতি বিধানার্থ সাগরে অবগাহন করিলেন। তিনি সাগরজলে ডুব দিয়া পাতালতলে গমন করিলে দেবী ধরণী তাঁহাকে সমীপাগত দর্শনে ভক্তিসহকারে প্রণতিপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথিবী কহিলেন, – হে পরমাত্মন্! আপনিই সর্ব্বভূতস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার; আপনি পূর্ব্বেও আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন; অদ্যও আমাকে এই জলরাশিমধ্য হইতে উদ্ধার করুন। হে পুরুষাত্মন্! আপনাকে নমস্কার; আপনিই পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি অব্যক্ত প্রকৃতি; অথচ আপনিই ব্যক্ত জগৎরূপে অবস্থিত; এবং আপনিই পঞ্চভূত, অথচ আপনিই সর্ব্বভূতের লয়কারণ কালস্বরূপ বিরাজমান। আপনিই সর্ব্বভূতের কর্ত্তা, হে গোবিন্দ। আপনিই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের জন্য সৃষ্ট জগতের পরবর্ত্তী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছেন, আবার আপনি সর্ব্বজগৎ আত্মসাৎ করিলে পর যখন জগৎ একার্ণবাকার ধারণ করে, তখন আপনি শয়ন করিয়া থাকেন। ঐ সময় মনীষা যোগিগণই আপনাকে চিন্তা করিয়া থাকেন। আপনার যাহা পরমরূপ তাহা কেহই জানে না। পরন্তু অবতারসমূহে যে সকল রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, দেবতারা তাহারই অর্চ্চনা করেন। হে পরব্রহ্ম আপনাকে আরাধনা করিয়া মুমুক্ষুগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; বাসুদেবের আরাধনা না করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা মোক্ষলাভ করিতে পারে? যাহা মনের গ্রাহ্য, যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়, আর যাহা বুদ্ধি দ্বারা পরিচ্ছেদ্য, তৎ সমস্ত সমস্ত রূপই আপনার। আমি ত্বন্ময়ী, ত্বদাধারা, ত্বৎসৃষ্টা এবং এবং তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছি; এই জন্যই লোকে আমাকে 'মাধবী' নামে অভিহিত করে।

ততঃ সমুৎক্ষিপ্য ধরাং স্বদংষ্ট্রয়া
মহাবরাহঃ স্ফুটপদ্মলোচনঃ।
রসাতলাদুৎপলপত্রসন্নিভঃ
সমুত্থিতো নীল ইবাচলো মহান্।।৪১
উত্তিষ্ঠতা তেন মুখানিলাহতং
তদা ব্রুবাম্ভো জনলোকসংশ্রয়ান।
সনন্দনাদীনপকল্মষান্ মুনিং-
শ্চকার ভূয়োহপি পবিত্রতাস্পদম্।।৪২
প্রয়াস্তি তোয়ানি খুরাগ্রবিক্ষ-
রসাতলেহধঃ কৃতশব্দসন্ততিঃ।
বলাহকানাঞ্চ ততিস্তু তস্য
শ্বাসানিলাস্তা পরিতঃ প্রয়াতি।।৪৩
উত্তিষ্ঠতস্তস্য জলার্দ্রকুক্ষে-
মহাবরাহস্য মহীং বিদ্যার্ঘ্য।
বিধুন্বতো বেদময়ং শরীরং
বোমান্তরস্থা মুনয়ো জুষন্তি।।৪৪
জনেশ্বরাণাং পরমেশ কেশব
প্রভুর্গদাশঙ্খদরাসিচক্রধৃক্।
প্রভুতিনাশস্থিতিহেতুরীশ্বর-
স্ত্বমেব নাস্যৎ পরমঞ্চ যৎপদম্।।৪৫
পাদেষু বেদাস্তর যূপদংষ্ট্রে
দন্তেষু যজ্ঞাঃ শ্রুতয়শ্চ বক্তে।
হুতাশজিহ্বোহসি তনুরুহাণি
দর্ভাঃ প্রভো যজ্ঞপুমাংস্ত্বমেব।।৪৬
দ্যারাপৃথিব্যোরতুলপ্রভাব
যদন্তরং তদ্বপুষা তবৈব।
ব্যাপ্তং জগদ্বাপি সমস্তমেত-
দ্বিতায় বিশ্বস্য বিভো ভব ত্বম্।।৪৭
পরমাত্মা ত্বমেবৈকো নান্যোহস্তি জগতঃ পতে
তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্।
জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।।৪৯
অর্থস্বরূপং পশ্যান্তো ভ্রাম্যন্তে তমসঃ প্লবে।
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেহখিলং জগৎ।।৫০
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বর।
প্রসীদ সর্ব্বভূতাত্মন্ ভবায জগতস্ত্বিমাম্।।৫১

পৃথিবীধর শ্রীমান বরাহদেব, পৃথিবী কর্তৃক এই ভাবে স্তুত হইয়া ঘর্ঘর স্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সেই ধ্বনিতে সামস্বর স্ফুরিত হইয়াছিল। ৩০-৪০। অনন্তর প্রস্ফুটিত পদ্মনেত্র মহাবরাহ স্বীয় দংষ্ট্রায় ধরা উত্তোলন করিয়া মহা নীলাচলবৎ রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহার উত্থানকালে তদীয় মুখমারুতাবত প্লবনজল জনলোকবাসী সনন্দনাদি নিষ্পাপ মুনিগণকেও পুনরায় পবিত্র করিল। তাঁহার খুরাগ্র বিক্ষত রসাতলে জলরাশি সশব্দে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং তদীয় শ্বাসানিলে বিক্ষিপ্ত হইয়া বলাহকরাজি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। মহাবরাহ মহী বিদারণ করিয়া জলার্দ্র জঠরে উত্থানপূর্ব্বক তদায় বেদমায় দেহ কম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার রোমমধ্যবাসী মুনিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহারা কহিলেন, – হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিন পরমেশ কেশব! তুমি জনেশ্বরগণেরও উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ। তুমিই একমাত্র ঈশ্বর। তোমা ব্যতীত অন্য পরম পদ কিছুই নাই। তোমার চরণে বেদ সকল, দন্তে যজ্ঞ সকল, বক্তে শ্রুতি সকল বিরাজমান। হে প্রভো! তুমি হুতাশজিহ্ব; দর্ভ সকল তোমার রোমরাজি; তুমিই একমাত্র যজ্ঞপুরুষ। হে অতুলপ্রভাব! এই অন্তরীক্ষ ও ভূলোকের মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় স্থান – এমন কি এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তোমার কলেবর দ্বারা পরিব্যাপ্ত; অতএব হে বিভো! তুমি এই বিশ্বের হিত সাধন কর। হে জগৎপতে! তুমিই একমাত্র পরমাত্মা; তোমার মাহাত্মেই এই চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। নির্ব্বোধেরাই এই জ্ঞানস্বরূপ নিখিল বিশ্বকে অর্থস্বরূপে অবলোকন করিয়া তমঃপ্রবাহে ঘুরিয়া বেড়ায়। হে পরমেশ্বর! যাঁহারা শুদ্ধচেতা জ্ঞানীপুরুষ, তাঁহারা এই অখিল জগৎকে জ্ঞানস্বরূপে অবলোকন করেন। হে সর্ব্বভূতাত্মন্! আপনি জগতের মঙ্গলের

উদ্ধরোর্ব্বীমমেয়াত্মন নিমগ্নামজলোচন।
সত্ত্বোদ্রিক্তোহসি ভগবন গোবিন্দ পৃথিবীমিমাম্
সমুদ্ধর ভবায়েশ কুরু সর্ব্বজগদ্ধিতম্।।৫৩
এবং সংস্তূয়মানশ্চ পরমাত্মা মহীধরঃ।
উজ্জহার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রং ন্যস্তবান্ স মহার্ণবে।
তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।।
ততঃ ক্ষিতিং সমাং কৃত্বা পৃথিব্যামচিনোদ্গিরীন্
যথাবিভাগং ভগবাননাদিঃ পুরুষত্তমঃ।।৫৫
ভূবিভাগং ততঃ কৃত্বা সপ্তদ্বীপান্ যথাতথম্।
ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পূর্ব্ববৎ সমকল্পয়ৎ।।
ব্রহ্মণে বিষ্ণুনাপূর্ব্বমেতদেব প্রদর্শিতম্।
তুষ্টেন দেবদেবেন ত্বং দেবঃ পুরুষত্তমঃ।।৫৭
ত্বয়া ময়া জগচ্চেদং ধার্য্যং পাল্যঞ্চ যত্ন তঃ।
যেষাং ত্বসুরমুখ্যাণাং বরো দত্ত ময়াধুনা।।৫৮

দেবনাং হিতকামেন হন্তব্যাস্তে ত্বয়া বিভো।
অহং সৃষ্টিং করিষ্যামি সা পাল্যা ত্বয়া বিভো
এবমুক্তো গতো বিষ্ণুঃ দেবাদীনসৃজদ্বিভুঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকস্তস্য প্রাদুর্ভূততস্তমোময়ঃ।।৬০
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞকঃ।
পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তস্তু মহাত্মনঃ।।৬১
বহিরন্তশ্চাপ্রকাশঃ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ।
মুখ্যা নগা যতশ্চোক্তা মুখ্যসর্গস্ততস্ত্বয়ম্।।৬২
তং দৃষ্টাসাধকং সর্গমমন্যদপরং প্রভুঃ।
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গাস্তির্য্যক্স্রোতোহভ্যবর্ত্তত।।
যস্মাৎ তির্য্যক্প্রবৃত্তিঃ স্যাত্তির্য্যক্স্রোতস্ততঃ স্মৃতঃ।
পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতাস্তমঃপ্রায়া হ্যবেদিনঃ।।৬৪
উৎপথগ্রাহিণশ্চৈব তেহজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।

জন্য প্রসন্ন হউন। হে অমেয়াত্মন; হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি এই জলমগ্না পৃথ্বীকে উদ্ধার করুন। হে ভগবন্, গোবিন্দ! আপনি সত্ত্বোদ্রিক্ত; এই পৃথ্বীকে আপনি উদ্ধার করুন। হে ঈশ! সর্ব্বদগতের হিত সাধন করুন। ৪১–৫৩। পরমাত্মা মহীধর বরাহদেব এইরূপে স্তুত হইয়া সত্বর পৃথ্বীর উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক মহার্ণবোপরি স্থাপন করিলেন। পৃথ্বী তখন মহার্ণবের জলরাশির উপর মহতী নৌকার ন্যায় অবস্থিতা হইলেন। অনন্তর অনাদি পুরুষোত্তম ভগবান্ পৃথিবীকে সমীকৃত করিয়া তাহাতে বিভাগানুসারে পর্ব্বতসমূহ বিন্যাস করিলেন। পরে তিনি ভূ-বিভাগ করিয়া সপ্তদ্বীপ ও ভূরাদি চতুর্ব্বিধ লোককে পূর্ব্ববৎ যথাযথ কল্পনা করিলেন। পূর্ব্বে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দেবদেব তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন।– হে দেব! তুমিই পুরুষোত্তম, তুমি ওবং আমি, আমরা উভয়েই যত্নপূর্ব্বক এই জগৎ ধারণ ও পালন করিব। হে বিভো! আমি অধুনা যে সকল অসুরবরকে বরদান করিয়াছি, দেবগণের হিতকামনায় আপনি তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন।

হে প্রভো! আমি সৃষ্টি করিব, আপনি তাহা পালন করিবেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে এই কথা বলিলে, বিষ্ণু গমন করিলেন এবং বিভু ব্রহ্মাও সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেবাদির সৃষ্টি করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার সৃষ্টি বিষয়ে বিশেষ কোনও পদার্থ কল্পিত না হওয়ায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক তমোময় – তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চবি। সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইল। অতঃপর মহাত্মা ব্রহ্মা সৃষ্টি বিষয়ক বিশেষ চিন্তা করিলে পর, বাহিরে-অন্তরে অপ্রকাশ সংবৃতাত্মা স্থাবর সকল সৃষ্ট হয়। উহা দ্বারা স্পষ্টরূপে সৃষ্টির বৃদ্ধিসাধন না হইলেও এই স্থাবর সৃষ্টি , অন্যান্য সৃষ্টির আধারস্বরূপ বলিয়া সৃষ্টি ব্যাপারের বিশেষ সাধক; এ নিমিত্ত ইহাকে মুখ্য সৃষ্টি বলে। ৫৪–৬২। প্রভু ব্রহ্মা এই স্থাবর সৃষ্টি– সৃষ্টিকার্য্যর তাদৃশ সাধক নয় বলিয়া অন্য সৃষ্টিকরণ মানসে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ধ্যান করিতে থাকিলে তির্য্যকস্রোতঃ পশু পক্ষ্যাদি তির্য্যকযোনির সৃষ্টি প্রবৃত্ত হইল। তির্য্যকভাবে ক্রিয়াপ্রবৃত্তি হয় বলিয়া উক্ত সৃষ্টিকে তির্য্যকস্রোতঃ বলে। উহারা তমোবহুল, অনুভবশক্তিহীন, এবং

অহংকৃতাস্ত্বহংমানা অষ্টাবিংশদ্বিধাত্মকাঃ।
অন্তঃপ্রকাশাস্তে সর্ব্ব আবৃতাস্তে পরস্পরম্।।
তমপ্যসাধকং মত্বা ধ্যায়তোহন্যস্ততোহভবৎ
ঊর্দ্ধস্রোতস্তৃতীয়স্তু সাত্ত্বিকোর্দ্ধমবর্ত্তত।।৬৬
তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তরনাবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ উর্দ্ধস্রোতাস্তঃ স্মৃতাঃ।।৬৭
তুষ্টাত্মস্তৃতীয়স্তু দেবসর্গস্তু সংস্মৃতঃ।
তস্মিন সর্গেহভবৎ প্রীতির্নিষ্পন্নে ব্রহ্মণস্তদা
ততোহন্যং স তদা দধ্যৌ সাধকং সর্গমুত্তমম্।
অসাধকাংস্তু তান্ জ্ঞাত্বা মুখ্যসর্গাদিসম্ভবান্।।
তথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্ততঃ।
প্রাদুর্ভূতস্তদাব্যক্তাদর্ব্বাক্‌স্রোতস্য সাধকঃ।।৭০
যস্মাদর্ব্বাক্ প্রবর্ত্তন্তে ততোহর্ব্বাক্‌স্রোতসস্তু তে
তে চ প্রকাশবহুলাস্তমোদ্রিক্তা রজেহাধিকাঃ।।
তস্মাত্তে দুঃখবহুলা ভুয়োভূয়শ্চকারিণঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকশ্চ তে।।৭২
পঞ্চমোহনুগ্রহঃ সর্গঃ স চতুর্দ্ধা ব্যবস্থিতঃ।
বিপর্য্যয়েণ সিদ্ধ্যা চ শক্ত্যা তুষ্ট্যা তথৈব চ।।৭৩
বিবৃত্তং বর্ত্তমানঞ্চ তে ন জানন্তি বৈ পুনঃ।
ভূতাদিকানাং ভূতানাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ স উচ্যতে।।
তে পরিগ্রাহিণঃ সর্ব্বে সংবভাগতরাস্তু তে।
চোদনাজাড্যশীলাশ্চ জ্ঞেয়া ভূতাদিকাস্তু তে।।
ইত্যেতে কথিতাঃ সর্গাঃ ষড়ত্র নৃপসত্তম।
প্রথমো মহতঃ সর্গো দ্বিতীয় ব্রহ্মণস্তু যঃ।।৭৬
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গো হি স স্মৃতঃ।
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গশ্চৈন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ।।৭৭
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ।।৭৮
তির্য্যকস্রোতশ্চ যঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্‌যোহন্যঃ স উচ্যতে।
ততোর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।।

উৎপথগ্রাহী। উহারা অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমানী, অহঙ্কারী, অবিদ্যাচ্ছন্ন কিন্তু অন্তরে প্রকাশবান, বাহিরে তমোগুণে সমাবৃত এবং অষ্টাবিংশতি প্রকারে বিভক্ত। ব্রহ্মা উহাকেও অসাধক মনে করিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইলে পর উর্দ্ধস্রোতঃ দেবতাদির সৃষ্টি প্রবৃত্ত হয়। ইহা তৃতীয় সৃষ্টি। এই উর্দ্ধস্থিতিশীলসৃষ্টি সাত্ত্বিক। উহারা অন্তরে বাহিরে প্রকাশবহুল, অনাবৃত এবং সমাধিক সুখ-প্রীতিসম্পন্ন। ইহাদিগের ক্রিয়াপ্রবৃত্তি উর্দ্ধদিকে পরিচালিত হয় বসিয়া ইহাকে উর্দ্ধস্রোতঃসৃষ্টি বলে। এই সৃষিচ নিষ্পন্ন হইলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন এবং দেখিয়া বিশেষ প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। তারপর মুখ্যসর্গ, তির্য্যকস্রোতঃসর্গ ও উর্দ্ধস্রোতঃসর্গ – এই তিনটীকেও জগদ্‌রচনা বিষয়ে অসাধক মনে করিয়া সত্য-সঙ্কল্প ব্রহ্মা পুনরায় ধ্যান করিতে থাকিলেন; তখন তাঁহার অভিধ্যানফলে অব্যক্ত হইতে অর্ব্বাকস্রোতাঃ মনুষ্যসৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইল। ইহাই সাধক সৃষ্টি। অর্ব্বাক অর্থাৎ নিম্নদিকে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে অর্ব্বাকস্রোতাঃ বলে। ইহারা প্রকাশবহুল, তমঃপ্রাধান্যযুক্ত ও রজোগুণাধিক। সেই জন্যই ইহারা দুঃখবহুল ও পুনঃপুন কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর। ইহারা অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশসম্পন্ন এবং সৃষ্টিবিস্তারের প্রধান সাধক। পরে ব্রহ্মা ভূতাদি প্রাণী সৃষ্টি করেন। উহা পঞ্চম সৃষ্টি; উহাকে অনুগ্রহসর্গ বলে। উহা চারিভাগে বিভক্ত। উহারা বিপর্য্যয়, সিদ্ধি, শক্তি ও তুষ্টি – সমন্বিত পরন্তু তমঃসত্ত্ববহুল; এ জন্য অতীত বর্ত্তমানাদি কোন কিছুই জানে না। উহারা সংবিভাগরত, পরিগ্রহশালী, নিয়োগপালক ও জড়স্বভাব। ৬৩–৭৫। হে নৃপসত্তম! এই আমি তোমাকে ষড়বিধ সৃষ্টি করিলাম। মহতের সৃষ্টি প্রথম। তারপর সেই মহত্তত্ত্বাত্মক ব্রহ্মার অহঙ্কার সৃষ্টিই দ্বিতীয়, কিন্তু ব্রহ্মার সৃষ্টি গণনা করিলে তন্মাত্র সৃষ্টি দ্বিতীয় এবং বৈকারিক ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টি তৃতীয় বলিয়া গণনীয়। এই প্রাকৃত সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বক নিষ্পাদিত হইয়াছিল। মুখ্যসৃষ্টি চতুর্থ; উহাই স্থাবরসৃষ্টি। তির্য্যক স্রোতঃসৃষ্টি পঞ্চম;উহারাই তির্য্যকযোনি। উর্দ্ধ-

ততোহর্বাকস্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ
অষ্টমোহনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসশ্চ সঃ।।৮০
পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ।।
প্রাকৃতা বৈকৃতাশ্চৈব জগতো মূলহেতবঃ।
সৃজতো জগদীশস্য কিমন্যচ্ছ্রোতুমর্হসি।।৮২
ভীষ্ম উবাচ।
সংক্ষেপাৎ কথিতাঃ সর্গা দেবাদীনাং গুরো তথা
বিস্তরাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো মুনিবরোত্তম।।
পুলস্ত্য উবাচ।
কর্ম্মভির্ভাবিতাঃ সর্ব্বে কুশলাকুশলৈস্তু তে।।৮৪
খ্যাত্যা তয়া হ্যনির্ম্মুক্তাঃ সংহারে হ্যুপসংহৃতাঃ।
স্থাবরান্তাঃ সুরাদ্যাস্তু প্রজা রাজংশ্চতুর্ব্বিধাঃ।।
ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বতঃ সৃষ্টিং জজ্ঞিরে মানসাঃ স্মৃতাঃ।
ততো দেবাসুরপিতৃন মানুষাংশ্চ চতুষ্টয়ম্।।৮৬
সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতানি স্বমাত্মানমযুযুজৎ।
যুক্তাত্মনস্ততো জাতা দুরাত্মানঃ প্রজাপতেঃ।।
সিসৃক্ষোর্জ্জঘনাৎ পূর্ব্বং জজ্ঞিরে হ্যসুরাস্ততঃ।
তত্যাজ তাং ততো দুষ্টাস্তমোমাত্রাত্মিকাং তনুম
সা তু ত্যক্তা তনুস্তেন রাজেন্দ্রাভূদ্বিভাবরী।
সিসৃক্ষুরন্যদেহস্থঃ প্রীতিমাপ ততঃ সুরাঃ।।৮৯
সত্ত্বোদ্রিক্তাঃ সমুদ্ভূতা মুখতো ব্রহ্মণো নৃপ।
ত্যক্তা সাপি তনুস্তেন সত্ত্বপ্রায়মভূদ্দিনম্।।৯০
ততো হি বলিনো রাত্রাবসুরা দেবতা দিবা।
সত্ত্বমাত্রাত্মিকাং চৈব ততোহন্যাং জগৃহে তনুম্
পিতৃবন্মন্যমানস্য পিতরস্তস্য জজ্ঞিরে।
উৎসসর্জ্জ পিতৄন্ কৃত্বা ততস্তামপি স প্রভু।।৯২
সা চোৎসৃষ্টাভবৎ সন্ধ্যা দিননক্তান্তরাস্থিতিঃ।

স্রোতঃসৃষ্টি ষষ্ঠ; উহা দেবসৃষ্টি। অর্ব্বাক স্রোতঃসৃষ্টি সপ্তম; উহাই মানুষসৃষ্টি। অনুগ্রহসৃষ্টি অষ্টম; উহা সত্ত্বতমোবহুল ভূতপ্রেতাদি। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটী প্রাকৃত ও শেষ পাঁচটী বৈকৃত সৃষ্টি। প্রাকৃত ও বৈকৃত সৃষ্টি সমুদয়ে অষ্টবিধ। কৌমারসৃষ্টি নবম। জগদীশ্বর প্রজাপতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জগতের মূল স্বরূপ প্রাকৃত, বৈকৃত ও কৌমার ভেদে যে নববিধ সৃষ্টি করেন, এই তাহা আমি তোমার নিকট সম্যক কহিলাম। এক্ষণে আর কোন বিষয় শ্রবণ করা তোমার আবশ্যক? ৭৬–৮২। ভীষ্ম কহিলেন – হে গুরো! আপনি সংক্ষেপে দেবাদির সৃষ্টিক্রম কহিলেন; কিন্তুর হে মুনিবরোত্তম! সম্প্রতি আমি উহা আপনার নিকট বিস্তরক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি। পুলস্ত্য কহিলেন, – রাজন্! পূর্ব্বোক্ত স্থাবর তির্য্যকস্রোতঃ অর্ব্বাকস্রোতঃ ও ঊর্দ্ধস্রোতঃ এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্ট প্রাণীই কুশলাকুশল কর্ম্মসংস্কারে বদ্ধাবস্থায়ই সংহারকালে উপসংহৃত হয় বলিয়া ব্রহ্মার পুনঃসৃষ্টিকালেও সেই সেই সংস্কারবশেই সংকল্পমাত্রেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মা- দেব অসুর পিতৃ মানুষ, এই চতুর্ব্বিধ প্রজাসৃষ্টি কামনায় কারণ-জলে স্বীয় আত্মা যোজিত করিলেন। তিনি আত্মযোজনা করিলে কতকগুলি দুরাত্মা প্রজা জন্মে। সৃষ্ট্যাভিলাষী ব্রহ্মার জঘন হইতে প্রথমতঃ অসুরগণ উৎপন্ন হইল। তদ্দর্শনে তিনি সেই তমোমাত্রাত্মিকা তনু পরিত্যাগ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মার পরিত্যক্তা সেই তনু বিভাবরী হইল। ব্রহ্মাও তখন সৃষ্ট্যভিলাষে দেহান্তর পরিগ্রহ করিলেন। হে নৃপ! তিনি দেহান্তর ধারণ করিয়া প্রীত হইলেন; তখন তাঁহার সত্ত্বগুণের উদ্রেক হওয়ায় তাঁহার মুখ হইতে সুরগণ সমুদ্ভূত হইলেন। পরে ব্রহ্মা সে শরীরও পরিত্যাগ করিলেন। উহা সত্ত্ববহুল দিন হইল। এই নিমিত্তই রাত্রিতে অসুরগণ ও দিবসে দেবগণ বলবান হইয়া থাকেন। অতঃপর ব্রহ্মা অপর সত্ত্বমাত্রাত্মক শরীর পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে জগতের পিতৃবৎ কল্পনা করিলেন; তখন তাহাতে পিতৃগণের উৎপত্তি হইল। প্রভু ব্রহ্মা তখন সে শরীরও পরিত্যাগ করিলেন। ৮৩–৯২। উহা সন্ধ্যা হইল;

রজোমাত্রাত্মিকামন্যাং জগৃহে স তনুং ততঃ ॥
রজোমাত্রোৎকটা জাতা মনুষ্যাঃ কুরুসত্তম।
তামপ্যাশু স তত্যাজ তনুমাদ্যাং প্রজাপতিঃ।
জ্যোৎস্না সমভবত্তাপি প্রাক্‌সন্ধ্যা যাভিধীয়তে
জ্যোৎস্নাগমে তু বলিনো মনুষ্যাঃ পিতরস্তথা ॥
রাজেন্দ্র সন্ধ্যাসময়ে তস্মাত্তে প্রভবন্তি বৈ।
জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সন্ধ্যা চত্বার্য্যেতানি বৈ
বিভোঃ ॥ ৯৬

ব্রহ্মণস্তু শরীরাণি ত্রিগুণোপাশ্রয়াণি চ।
রজোমাত্রাত্মিকামেব ততোঽন্যাং জগৃহে তনুম্
ততঃ ক্ষুদ্‌ব্রহ্মণো জাতা জজ্ঞে কোপস্তয়া কৃতঃ
ক্ষুৎক্ষামো হ্যন্ধকারে তু সোহস্য ভগবাংস্ততঃ
বিরূপা অত্তুকামাস্তে সমধাবন্ত তং প্রভুম্।
রক্ষতামেষ যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ততোঽভবন্
উচুর্যক্ষাম ইত্যন্যে যে তু যক্ষাস্তু তেঽভবন্।
অতিভীতস্য তান্ দৃষ্ট্বা কেশাঃ শীর্য্যন্তি বেধসঃ
হীনাশ্চ শিরসো ভূয়ঃ সমারোহন্তি তে শিরঃ।
সর্পণাত্তেঽভবন্ সর্পা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ ॥১০১
ততঃ ক্রুদ্ধেন বৈ সৃষ্টা ক্রোধাত্মানো
বিনির্ম্মিতাঃ।

বর্ণেন কপিশেনোগ্রা ভূতাস্তে পিশিতাশিনঃ ॥
ধয়তো গাং সমুদ্ভূতা গন্ধর্ব্বাস্তস্য তৎক্ষণাৎ।
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্ব্বাস্তেন তেঽভবন্
এতানি সৃষ্ট্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তচ্ছক্তিচোদিতঃ।
ততঃ স্বচ্ছন্দতোঽন্যানি বয়াংসি বয়সোঽসৃজৎ
অবয়ো বক্ষসশ্চক্রে মুখতোজাংশ্চ সৃষ্টবান্।
সৃষ্টবানুদরাদ্‌গাশ্চ মহিষাংশ্চ প্রজাপতিঃ ॥১০৫
পদ্ভ্যাঞ্চাশ্বান্ স মাতঙ্গান্ রাসভান্ গবয়ান্
মৃগান্।

দিন ও রাত্রির মধ্যভাগেই উহার স্থান। অতঃপর ব্রহ্মা রজোমাত্রাত্মিকা অন্য তনু পরিগ্রহ করিলেন। হে কুরুসত্তম! তখন সেই দেহ হইতে রজোগুণবহুল মনুষ্যগণ জন্মিল। প্রজাপতি তখন সেই রজঃপ্রধান শরীরও অবিলম্বে পরিত্যাগ করিলেন। তাহাই তখন জ্যোৎস্না হইল; উহাকেই প্রথম সন্ধ্যা বা প্রদোষ বলিয়া অভিহিত করা হয়। জ্যোৎস্নাগমে মনুষ্য ও পিতৃগণ এই জন্যই বলবান্ হইয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! এই জন্যই সন্ধ্যাকালে দেবতা পিতৃ মনুষ্য ও অসুরগণ সকলেই বলবান্ হয়। জ্যোৎস্না রাত্রি দিন ও সন্ধ্যা এই চারিটী ত্রিগুণের এক একটীর প্রাধান্যযুক্ত বিভু প্রজাপতিরই শরীর। তারপর তিনি রজোমাত্রাত্মিকা অন্য তনু পরিগ্রহ করিলেন। তখন সেই ব্রহ্মার ক্ষুধা জন্মিল এবং তাহা হইতে কোপের উদ্ভব হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা তখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া অন্ধকারেই সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তখন বিকৃতাকার বুভুক্ষু প্রজা সৃষ্ট হইল; এবং তাহারা ব্রহ্মাকেই ভক্ষণার্থ ধাবিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ইহাকে 'রক্ষ কর' খাইওনা, বলিয়া নিষেধ করিল, তাহারা রাক্ষস আর যাহারা "যক্ষাম" খাইব বলিয়া নিষেধ উপেক্ষা করিল, তাহারা যক্ষ বলিয়া খ্যাত হইল। বিধাতা তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হওয়ায় তখন তাঁহার কেশসমূহ শীর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহারা মস্তক হইতে বিচ্যুত হইয়াও পুনরায় তাঁহার মস্তকে সর্পণ অর্থাৎ কুটিল-গতি সহকারে আরোহণ করিতে লাগিল। তজ্জন্য তাহারা 'সর্প' এবং মস্তক হইতে হীন হইয়াছিল বলিয়া 'অহি' নামে খ্যাত হইল। ৯৩—১০১। প্রজাপতি তখন ক্রুদ্ধচিত্তে সৃষ্টি আরম্ভ করিলে ক্রোধাত্মা মাংসাশী কপিশবর্ণ উগ্র ভূতগণ সৃষ্ট হইল। ব্রহ্মা তখন নাদগীত পানে প্রবৃত্ত হইলে তখনই গীতপ্রিয় গন্ধর্ব্ব-গণের উৎপত্তি হইল। বাক্য অর্থাৎ নাদ-গীতপানকালে উহাদের জন্ম হয় বলিয়াই উহারা গন্ধর্ব্ব নামে প্রসিদ্ধ হয়। সেই পরমা শক্তির প্রেরণায় এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া পরে স্বচ্ছন্দ চিত্তে স্বীয় বয়স হইতে পক্ষী, বক্ষ হইতে মেষ, মুখ হইতে অজ, উদর হইতে গো এবং মহিষ সৃষ্টি করিলেন। পদদ্বয় হইতে অশ্ব মাতঙ্গ রাসভ গবয় মৃগ

উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব ন্যঙ্কূনন্যাশ্চ জাতয়ঃ ॥ ১০৬
ওষধ্যঃ ফলমূলিন্যো রোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
ত্রেতাযুগমুখে ব্রহ্মা কল্পস্যাদৌ নৃপোত্তম ॥১০৭
সৃষ্ট্বা পশ্বোষধীঃ সম্যক্ যুযোজ স তদাধ্বরে।
গামজং মহিষং মেষমশ্বাশ্বতরগর্দ্দভান্ ॥ ১০৮
এতান্ গ্রাম্যপশূনাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে।
শ্বাপদো দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পঞ্চমঃ খগঃ ॥১০৯
উষ্ট্রকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ।
গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃৎ সোমং রথন্তরম্ ॥ ১১০
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ।
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃ স্তোমং পঞ্চদশং তথা ॥
বৃহৎসাম তথোকথঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্মুখাৎ।
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা ॥
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ।
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্যামাণমেব চ ॥ ১১৩
আনুষ্টুভং স বৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ।
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে ॥
সুরাসুরপিতৃন্ সৃষ্ট্বা মনুষ্যাংশ্চ প্রজাপতিঃ।
ততঃ পুনঃ সসর্জ্জাদৌ স কল্পাদৌ পিতামহঃ ॥
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বাংস্তথৈবাপ্সরসাং গণান্
সিদ্ধকিন্নররক্ষাংসি সিংহান্ পক্ষিমৃগোরগান্ ॥
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণু জঙ্গমম্।
তৎ সসর্জ্জ তদা ব্রহ্মা ভগবানাদিকৃদ্বিভুঃ ॥১১৭
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং
প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু ভূতেষু শরীরেষু চ স প্রভুঃ।
নানাত্বং বিনিয়োগঞ্চ ধাতৈব ব্যসৃজৎ স্বয়ম্ ॥
নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ ॥

উষ্ট্র অশ্বতর ন্যঙ্কু ও অন্যান্য মৃগজাতি সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার রোম হইতে ফলমূলশালী ওষধিনিচয় সৃষ্ট হইল। হে নৃপোত্তম! ব্রহ্মা আদিকল্পীয় ত্রেতাযুগের প্রথমভাগে পশু ও ওষধিসমূহ সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞকার্য্যে প্রয়োগ করেন। এই সমস্ত পশুর মধ্যে, গো, অজ, মহিষ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ ইহাদিগকে গ্রাম্য পশু বলে। আরণ্য পশুর কথা শুন—শ্বাপদ, দ্বিখুর, হস্তী, বানর, পক্ষী, উষ্ট্র ও সরীসৃপ—এই সাতটী আরণ্য পশু। ব্রহ্মা তাঁহার পূর্ব্বমুখ হইতে গায়ত্র, ঋক্, ত্রিবৃৎ, সোম, রথন্তর ও অগ্নিষ্টোম; দক্ষিণ মুখ হইতে যজু, ত্রৈষ্টুভছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎসাম ও উকৃথ—এই সমস্ত;—পশ্চিম মুখ হইতে সাম, জগতীচ্ছন্দ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ ও অতিরাত্র এবং উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব্বা, আপ্তোর্যাম, আনুষ্টুভছন্দঃ, ও বৈরাজ এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। ছোট বড় বিবিধ প্রাণী তাঁহার গাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রজাপতি পিতামহ ব্রহ্মা কল্পাদিকালে সুর অসুর পিতৃ ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি করিয়া পরে যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, কিন্নর, রক্ষঃ, সিংহ, পক্ষী, মৃগ ও উরগবর্গের সৃষ্টি করেন। এই যাহা কিছু অক্ষয় ও ক্ষয়শীল স্থাবর ও জঙ্গম—এতৎ সমস্তই সেই আদিকর্ত্তা বিভু ব্রহ্মা তৎকালে সৃষ্টি করেন। পুনঃপুনঃ সৃজ্যমান হইয়াও এই সমস্ত সৃষ্ট জীবেরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যেমন কর্ম্মাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনও তদনুরূপই সেই সেই কর্ম্মে অধিকারী হইল। সেই সমস্ত জীব হিংস্র অহিংস্র, মৃদু ক্রূর, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ও সত্য মিথ্যা ইত্যাদি ভাবনিবহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পর-পরজন্মে তাহাতেই রুচিমান্ হয় বলিয়া তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। পরন্তু সমস্ত জীবের, সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থের, সমস্ত শরীরের নানাত্ব ও পৃথক্ কার্য্যকারিত্ব সেই প্রভু বিধাতাই বিধান করিয়াছেন; উহা তাঁহারই নিজকৃত।১০২—১২০। সেই বিধাতা প্রথমতঃ বেদশব্দ হইতেই দেবাদি প্রাণিবর্গের নাম রূপাদি এবং বিভিন্ন কৃত্যসমূহ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তিনি বেদে যেমন যেমন

ঋষীণাং নামধেয়ানি যথা বেদে শ্রুতানি বৈ।
যথা নিয়োগং যোগ্যানি অন্যেষামপি সো-
হকরোৎ ॥ ১২২
যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥
করোত্যেবংবিধাং সৃষ্টিং কল্পাদৌ স পুনঃপুনঃ
সিসৃক্ষুঃ শক্তিযুক্তোঽসৌ সৃজ্যশক্তি-
প্রচোদিতঃ ॥ ১২৪

ভীষ্ম উবাচ।

অর্ব্বাক্‌স্রোতাস্তু কথিতো ভবতা যস্তু মানুষঃ
ব্রহ্মন্ বিস্তরতো ব্রূহি ব্রহ্মা তমসৃজদ্‌যথা ॥ ১২৫
যথা স বর্ণানসৃজদ্‌গুণাংশ্চ স মহামুনে।
যচ্চ তেষাং স্মৃতং কর্ম্ম বিপ্রাদীনাং তদুচ্যতাম্

পুলস্ত্য উবাচ।

সত্ত্বাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণঃ প্রজাঃ।
অজায়ন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ॥
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তাস্তথান্যা ব্রহ্মণোঽভবন্।
রজস্তমসশ্চৈব সমুদ্রিক্তাস্তথোরুতঃ ॥ ১২৮
পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মা সসর্জ্জ কুরুসত্তম।
তমঃপ্রধানাস্তাঃ সর্ব্বাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যমিদং ততঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নৃপসত্তম।
পাদোরুবক্ষস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ ॥ ১৩০
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্‌ব্রহ্মা চকার হ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং মহারাজ যজ্ঞসাধনমুত্তমম্ ॥ ১৩১
যজ্ঞেনাপ্যায়িতা দেবা বৃষ্ট্যুৎসর্গেণ মানবাঃ।
আপ্যায়ন্তে ধর্ম্মযজ্ঞা যতঃ কল্যাণহেতবঃ ॥ ১৩২
নিষ্পাদ্যন্তে নরৈস্তে তু স্বকর্ম্মনিরতৈঃ সদা।
বিরুদ্ধাচরণাপেতৈঃ সদ্ভিঃ সন্মার্গগামিভিঃ ॥১৩৩
স্বর্গাপবর্গং মানুষ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তি নরা নৃপ।
যচ্চাভিরুচিতং স্থানং তদ্‌যান্তি মনুজা বিভো
প্রজাস্তা ব্রহ্মণা সৃষ্টাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থিতৌ।
সম্যক্ শ্রদ্ধাঃ সমাচারচরণা নৃপসত্তম ॥ ১৩৫

শুনিয়াছেন, এবং যেমন যেমন নিয়োগ করা যোগ্য বুঝিয়াছেন, ঋষিদিগের এবং অপরাপর সকলেরও সেই সেইরূপই নাম নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বৎসরেও যেমন প্রতিঋতুতেই পূর্ব্ব বৎসরের ঋতুচিহ্ন সকল নানারূপে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে প্রকাশ পায়, দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যাদিযুগ সকলেও তদ্রূপই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ভাব সকল প্রকটিত হইয়া থাকে। তিনি কল্পাদিকালে সৃজ্যশক্তির প্রেরণায় সিসৃক্ষুশক্তিযুক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ এইরূপই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ভীষ্ম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি যে অর্ব্বাক্‌স্রোতাঃ মানুষদিগের সৃষ্টিকথা কহিলেন; উহা বিধাতা যে প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সবিস্তরে বলুন। তিনি যেভাবে ব্রহ্মণাদি বর্ণ সকল এবং গুণনিচয় সৃষ্টি করিয়াছেন, হে মহামুনে! আর সেই বিপ্রাদির যাহা যাহা কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমস্ত বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—পূর্ব্বে ব্রহ্মা যখন সত্ত্বগুণে মনঃসংযোগ করিয়া সৃষ্টি করিবার অভিলাষী হন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন তাঁহার মুখ হইতে সত্ত্বগুণবহুল, বক্ষঃ হইতে রজোগুণবহুল, উরু হইতে রজস্তমোবহুল এবং পদদ্বয় হইতে কেবল তমোবহুল প্রজা সৃষ্ট হয়। ইহাই চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টিবিবরণ। হে কুরুবর! মুখ বক্ষ উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ উদ্ভূত হইয়াছে! হে মহারাজ! ব্রহ্মা যজ্ঞনিষ্পত্তি নিমিত্তই এই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই বর্ণচতুষ্টয় উত্তম যজ্ঞসাধন। ১২১—১৩১। যজ্ঞ দ্বারা দেবতারা এবং তৎফলভূত বৃষ্টি দ্বারা মনুষ্যেরা আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। এই জন্যই ধর্ম্মযজ্ঞ কল্যাণকারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাধু সৎপথানুসারী বিরুদ্ধাচারহীন সৎকর্ম্মনিরত নরগণ কর্ত্তৃকই সেই যজ্ঞ নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। হে রাজন্! জীবনিবহ মনুষ্যভাব লাভ করিয়াই স্বর্গ-মোক্ষের অধিকারী হয়; আর হে বিভো! মনুষ্যেরা যে স্থানে অভিরুচি, যাইতে পারে। উক্ত চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা প্রবর্ত্তনার্থই ব্রহ্মা প্রথমে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখন সেই সমস্ত প্রজা সকলেই সম্যক্ শুদ্ধ, বৈধ আচার-

যথেচ্ছাবাসনিরতাঃ সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধধর্ম্মানুষ্ঠাননির্ম্মলাঃ ॥ ১৩৬
শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধান্তঃ সংস্থিতে হরৌ।
শুদ্ধজ্ঞানং প্রপশ্যন্তি ব্রহ্মাখ্যং যেন তৎপদম্ ॥
ততঃ কালাত্মকো যোহসৌ বিরিঞ্চাবাস উচ্যতে
সংসারপাতমত্যর্থং ঘোরমল্লাল্পসারবৎ ॥ ১৩৮
অধর্ম্মবীজভূতং তত্তমোলোভসমুদ্ভবম্।
প্রজাসু তাসু রাজেন্দ্র রাগাদি ক্রমসাধনম্।
ততঃ সা সহজা সিদ্ধিস্তেষাং নাতীব জায়তে ॥
রাজন্ বক্ষ্যাদয়শ্চান্যাঃ সিদ্ধয়োহষ্টৌ ভবন্তি যাঃ
তাসু ক্ষীণাস্বশেষাসু বর্দ্ধমানে চ পাতকে।
দ্বন্দ্বাভিভবদুঃখার্ত্তাস্তা ভবন্তি ততঃ প্রজাঃ ॥
ততো দুর্গাণি তাশ্চক্রুর্বার্ক্ষং পার্ব্বতমৌদকম্।

পরায়ণ, যথেচ্ছ বাসনিরত, সর্ব্ববাধারহিত ও শুদ্ধান্তঃকরণ ছিল বলিয়াই শুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে নির্ম্মল থাকিত। তখন তাহাদের মন শুদ্ধ ছিল, শুদ্ধ অন্তঃকরণে হরি বিরাজ করিতেন; সেই জন্যই—যাহার ফলে সেই ব্রহ্মাখ্য পরমপদ লাভ হয়, সেই শুদ্ধ জ্ঞান তাঁহারা প্রাপ্ত হইতেন। যিনি ব্রহ্মারও আবাসভূমি, সেই কালরূপী হরি, সেই সকল প্রজার সংসারপতনের হেতুস্বরূপ ঘোর আত্মপরিণাম সাধন করিতে লাগিলেন। ফলে সেই সকল প্রজাতে ক্রমশঃ অধর্ম্মবীজস্বরূপ তমোগুণের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাতে সেই প্রজারা লোভে ও অনুরাগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল; তজ্জন্য তাহাদের সত্ত্বগুণ ক্ষীণ হইতে লাগিল; তমোগুণ বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকিল; সুতরাং ক্রমশঃ প্রজারা ও পশু শস্যাদি সকলই সারশূন্য হইতে লাগিল। তাহারই ফলে প্রজাবর্গের পূর্ব্বের সেই সহজা সিদ্ধি আর পূর্ব্ববৎ রহিল না। ১৩২—১৩৯। হে রাজন্! তদ্ভিন্ন তৎকালে প্রজাবর্গের যে বক্ষ্যাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি ছিল, তাহাও ক্রমে পাতকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষয় পাইতে লাগিল। সুতরাং তখন প্রজাবর্গ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা অভিভব পাইয়া আর্ত্ত

ধান্বনঞ্চ তথা দুর্গং পুরং খর্ব্বটকাদি যৎ ॥ ১৪২
গৃহাণি চ যথান্যায়ং তেষু চক্রুঃ পুরাদিষু।
শীতাতপাদিবাধানাং প্রশমায় মহামতে ॥ ১৪৩
প্রতিহারমিমং কৃত্বা শীতাদেস্তাঃ প্রজাঃ পুনঃ।
বার্ত্তোপায়ং ততশ্চক্রুর্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্ম্মজাম্ ॥ ১৪৪
ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গুকোবিদারাশ্চ কোরদূষাঃ সচীনকাঃ ॥
মাষা মুদ্গা মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলুত্থকাঃ।
আঢ়কাশ্চণকাশ্চৈব শণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ ॥ ১৪৬
ইত্যেতা ওষধীনান্তু গ্রাম্যাণাং জাতয়ো নৃপ।
ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যা বন্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৪৭
ব্রীহয়ঃ সযবা মাষা গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হ্যেতা অষ্টমাস্তু কুলুত্থকাঃ ॥ ১৪৮
শ্যামাকস্ত্বথ নীবারো বর্ত্তুলঃ সগবেধুকঃ।
অথ বেণুযবাঃ প্রোক্তাস্তদ্বন্মর্কটকা নৃপ ॥ ১৪৯
গ্রাম্যা বন্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যশ্চ চতুর্দ্দশ।
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে তদ্বত্তথাসাং হেতুরুত্তমঃ ॥ ১৫০

হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন তাহারা সুখে বাস করিবার জন্য বৃক্ষদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ, জলদুর্গ ও মরুদুর্গ প্রভৃতি, এবং পুর খর্ব্বটাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যথাযোগ্য বাসের উপযোগী গৃহসকলও নির্ম্মাণ করিল। হে মহামতে! তাহারা শীতাতপাদিজনিত বাধা নিরাকরণার্থ এই সকল ব্যবস্থা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থও নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। তদর্থে হস্তদ্বারা বিবিধ কর্ম্মসাধনপ্রণালী আবিষ্কার করিল। ১৪০—১৪৪। ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কোবিদার, কোরদূষ, চীনক, মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব, কুলত্থ, আঢ়ক, চণক ও শণ—হে নৃপ! এই সপ্তদশবিধ গ্রাম্য ওষধিজাতি। এই সপ্তদশবিধ গ্রাম্য ও চতুর্দ্দশবিধ আরণ্য ওষধি যজ্ঞিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু কুলত্থ, শ্যামাক, নীবার, বর্ত্তুল, গবেধুক, বেণুযব ও মর্কটক এই চতুর্দ্দশবিধ ওষধি গ্রাম্য ও আরণ্য উভয়

এতাশ্চ সহযজ্ঞেন প্রজানাং কারণং পরম্।
পরাপরবিদঃ প্রাপ্তাস্ততো যজ্ঞান্ বিতন্বতে ॥
অহন্যহন্যনুষ্ঠানং যজ্ঞানাং পার্থিবোত্তম।
উপকারকরং পুংসাং ক্রিয়মাণং ফলার্থিনাম্ ॥
যেষাঞ্চ কালসৃষ্টোঽসৌ পপাবিন্দুর্মহামতে।
মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস যথাস্থানং যথাগুণম্ ॥ ১৫৩
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মভৃতাংবর।
লোকাংশ্চ সর্ব্ববর্ণানাং সম্যগ্ধর্ম্মানুপালিনাম্ ॥
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানন্তু পার্থিব।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষনিবর্ত্তিনাম্ ॥
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তিনাম্।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যাসু বর্ত্তিনাম্ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণাং যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতং তেষান্তু যৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৎস্থানং স্মৃতং তদ্বৈ বনৌকসাম্।
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রাহ্মসংজ্ঞিতম্
যোগিনামমৃতং স্থানং ব্রহ্মণঃ পরমং পদম্।
একান্তিনঃ সদোদ্যুক্তা ধ্যায়িনো যোগিনো হি যে ॥ ১৫৯
তেষাং তৎপরমং স্থানং যত্তৎ পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
গত্বাগত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রাদিত্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১৬০
তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবম্ ॥ ১৬১
অসিপত্রবনং ঘোরং কালসূত্রমবীচিমৎ।
বিনিন্দকানাং বেদস্য যজ্ঞব্যাঘাতকারিণাম্ ॥
স্থানমেতৎ সমাখ্যাতং স্বধর্ম্মত্যাগিনশ্চ যে।
ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃ প্রজাঃ
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ ॥ ১৬৪
তে সর্ব্বে সমবর্ত্তন্ত যে ময়া প্রাগুদাহৃতাঃ।

পদবাচ্য। এই সমস্ত ওষধির যজ্ঞনিষ্পাদনই প্রধান প্রয়োজন। ১৪৫—১৫০। ইহারা প্রজাবর্গের নিমিত্ত যজ্ঞের সহিতই সৃষ্ট হইয়াছে। পরাপরজ্ঞ প্রাজ্ঞ জনগণ সেই জন্যই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে পার্থিবোত্তম! ফলাভিলাষী মানবগণের পক্ষে প্রতিদিন যজ্ঞানুষ্ঠান উপকারকর। হে মহামতে! কালসৃষ্ট ইন্দু অনুষ্ঠিত যজ্ঞফলের এক এক কলা পান করিয়া প্রতিদিন আত্মক্ষয়-পূরণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা আধারাধেয়ের গুণ বিচার করিয়া বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম সমস্ত, আর সম্যক্ ধর্ম্মপালক বর্ণ সকলের ভোগ্য লোক সকল বিধান করিলেন। হে পার্থিব! তিনি ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রাজাপত্য স্থান, যুদ্ধে যাঁহারা পরাজয় স্বীকার না করেন, তাঁহাদিগের ইন্দ্রলোক, স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী বৈশ্যদিগের বায়ুলোক, আর বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাপরায়ণ শূদ্রদিগের জন্য গন্ধর্ব্বলোক বিধান করিয়াছেন। যে অষ্টাশীতিসহস্র ঊর্দ্ধরেতা [illegible] আছেন, তাঁহাদিগের জন্য যে স্থান, গুরুসেবাপরায়ণ জনগণেরও সেই স্থানই লাভ হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিগণের যে স্থান, বনবাসীদিগেরও তাহাই নির্দ্দিষ্ট। গৃহস্থদিগেরও প্রাজাপত্য স্থান আর সন্ন্যাসীদিগের ব্রাহ্ম স্থান নিরূপিত। যোগিগণের স্থান অমৃতপদবাচ্য, উহাই ব্রহ্মার পরমপদ। বিজ্ঞ জনেরা যে পরমপদ দর্শন করেন, যাহারা একান্তী, নিয়ত উদ্যমশালী, ধ্যানপরায়ণ ও যোগী তাঁহারাও সেই পদই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণও সেই পরম স্থানে যাইয়া যাইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, কিন্তু নারায়ণপরায়ণ জনগণ অদ্যাপি প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। ১৫১—১৬০। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, অসিপত্রবন, ঘোর কালসূত্র ও অবীচিমৎ এই সমস্ত নরক—যাহারা বেদবিনিন্দক, যাহারা যজ্ঞব্যাঘাতক আর যাহারা স্বধর্ম্মত্যাগী—তাহাদিগের জন্যই বিহিত হইয়াছে। এই সমস্ত সৃষ্টির পর তিনি পুনর্ব্বার অভিধ্যান করিতে থাকিলে কায়স্থ ও করণগণের সহিত তাঁহার মানস প্রজানিচয় সৃষ্ট হইল। সেই সকল ক্ষেত্রজ্ঞ তাঁহার সমস্ত গাত্র হইতেই তখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; যাহার কথা আমি প্রথমেই

দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ ত্রৈগুণ্যবিষয়ে স্থিতাঃ॥
এবম্ভূতানি সৃষ্টানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ন ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ॥
অথান্যান্মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ।
ভৃগুং মাং পুলহঞ্চৈব ক্রতুমঙ্গিরসং তথা॥১৬৭
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বসিষ্ঠঞ্চৈব মানসান্।
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ॥
সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্তু বেধসা।
ন তে লোকেষসজ্জন্ত নিরপেক্ষাঃ প্রজাসু তে।
সর্ব্বে হ্যাগতবিজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ।
তেষ্বেবং নিরপেক্ষেষু লোকসৃষ্টৌ মহাত্মনঃ॥
ব্রহ্মণোঽভূন্মহান্ ক্রোধস্ত্রৈলোক্যদহনক্ষমঃ।
তস্য ক্রোধাৎ সমুদ্ভূতং জ্বালামালাবদীপিতম্।
ব্রহ্মণস্তু তদা জ্যোতিস্ত্রৈলোক্যমখিলং দহৎ।
ভ্রূকুটীকুটিলাত্তস্য ললাটাৎ ক্রোধদীপিতাৎ॥
সমুৎপন্নস্তদা রুদ্রো মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ।
অর্দ্ধনারীনরবপুঃ প্রচণ্ডোঽতিশরীরবান্॥ ১৭৩
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা তং ব্রহ্মান্তর্দধে ততঃ।
তথোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ॥ ১৭৪
বিভেদ পুরুষত্বঞ্চ দশধা চৈকধা চ সঃ।
সৌম্যাসৌম্যৈস্তথা কান্তৈঃ শান্তৈঃ স্ত্রীত্বঞ্চ স প্রভুঃ॥ ১৭৫
বিভেদ বহুধা চৈব স্বরূপৈরসিতৈঃ সিতৈঃ।
ততো ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূতং পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং প্রভুম্।
আত্মানমেব কৃতবান্ প্রজাপত্যে মনুং নৃপ।
শতরূপাঞ্চ তাং নারীং তপোনির্দ্ধূতকল্মষাম্।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্নাম পত্নীত্বে জগৃহে প্রভুঃ।
তস্মাচ্চ পুরুষাদ্দেবী শতরূপা ব্যজায়ত॥ ১৭৬
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদ-প্রসূত্যাকৃতিসংজ্ঞিতম্।
দদৌ প্রসূতং দক্ষায় আকূতিং রুচয়ে পুরা।

বলিয়াছি। সেই দেবাদি স্থাবরান্ত সমস্ত সৃষ্টিই ত্রিগুণাবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিনি এই ভাবে স্থাবর চর জগৎ সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু যখন তাঁহার এই সৃষ্টি ইচ্ছানুরূপ বৃদ্ধি পাইল না, তখন সেই ধীমান্ বিধাতা অপর কতিপয় আত্মসদৃশ মানস পুত্র সৃষ্টি করিলেন। আমি, ভৃগু, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি, ও বশিষ্ঠ, আমরা এই নয়জন ব্রহ্মনন্দন পুরাণ শাস্ত্রে 'নব ব্রহ্মা' বলিয়া নিরূপিত। ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে সনন্দনাদিকে সৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারা সংসারে লিপ্ত হইলেন না, প্রজাগণের প্রতি নিরপেক্ষই রহিলেন। তাঁহারা সকলেই বিজ্ঞানপ্রাপ্ত সুতরাং আসক্তিহীন ও মাৎসর্য্যশূন্য। সেই প্রথমসৃষ্ট সনকাদি লোকসৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ নিরপেক্ষ হইলে মহাত্মা ব্রহ্মার ত্রৈলোক্যদহনক্ষম মহাক্রোধ সমুৎপন্ন হইল। ব্রহ্মার সেই ক্রোধ হইতে এমন জ্যোতিঃস্ফুরণ হইতে লাগিল যে, তাহার জ্বালামালায় সমগ্র ত্রৈলোক্য প্রদীপিত হইয়া দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহার ক্রোধদীপিত ললাটপ্রদেশ ভ্রূকুটীকুটিল হইল এবং তাহা হইতে তখন মধ্যাহ্নসূর্য্যসমকান্তি অর্দ্ধনারীশ্বরদেহ বিশালাকার প্রচণ্ডমূর্ত্তি রুদ্র উৎপন্ন হইলেন।১৬১—১৭২। ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে "তুমি আত্মদেহ বিভাগ কর" এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। সেই রুদ্রও সেই কথানুসারে নিজ দেহ দ্বিধা বিভাগ করিলেন, তাহার এক অংশ পুরুষ ও অপর অংশ স্ত্রী-আকারে প্রতিভাত হইল। তিনি তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ উভয় মূর্ত্তিকেই আবার একধা ও দশধা বিভাগ করিলেন। তাঁহার সেই স্ত্রী-পুরুষ-মূর্ত্তিসমূহ সৌম্য ও অসৌম্য, শান্ত ও রুক্ষ, সিত ও অসিত—ইত্যাদি ভেদক্রমে বহুপ্রকারে বিভাগ প্রাপ্ত হইল। হে নৃপ! অতঃপর ব্রহ্মা পূর্ব্বে স্বয়মুৎপন্ন আত্মমূর্ত্তি প্রভু স্বায়ম্ভুব মনুকেই প্রজাপালনার্থ মনুরূপে নিয়োগ করিলেন। পরে সেই স্বায়ম্ভুব মনু তপোনিরাকৃতপাপা শতরূপাকে স্বীয় পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। সেই আদি পুরুষ স্বায়ম্ভুব মনুর সংসর্গে দেবী শতরূপা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুইটী পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নামে

প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্জজ্ঞে সদক্ষিণঃ।
পুত্রো যজ্ঞো মহাভাগ দম্পত্যোর্মিথুনং ততঃ॥
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াস্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবে মনৌ॥
প্রসূত্যাঞ্চ তথা দক্ষশ্চতস্রো বিংশতিং তথা।
সসর্জ্জ কন্যাস্তাসাঞ্চ সম্যক্‌নামানি মে শৃণু॥১৮২
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ পুষ্টিস্তুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঋদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী॥১৮৩
পত্ন্যর্থং প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ।
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্য একাদশ সুলোচনাঃ॥ ১৮৪
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা
সন্নতিশ্চানসূয়া চ ঊর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা॥
ভৃগুর্ভবো মরীচিশ্চ তথা চৈবাঙ্গিরা মুনিঃ।
অহঞ্চ পুলহশ্চৈব ক্রতুর্মুনিবরস্তথা॥ ১৮৬
অত্রির্বসিষ্ঠো বহ্নিশ্চ পিতরশ্চ যথাক্রমম্।
খ্যাতাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো রাজসত্তম॥ ১৮৭

শ্রদ্ধা কামং বলং লক্ষ্মীর্নিয়মং ধৃতিরাত্মজম্।
সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরসূয়ত॥ ১৮৮
মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ।
বোধম্বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্॥১৮৯
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত।
সুখমৃদ্ধির্যশঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ॥ ১৯০
কামান্নন্দী সুতং হর্ষং ধর্ম্ম পৌত্রমসূয়ত।
হিংসা ভার্য্যা ত্বধর্ম্মস্য তস্য জজ্ঞে তদানৃতম্॥
কন্যা চ নিকৃতিস্তাভ্যাং ভয়ং নরক এব চ।
মায়া চ বেদনা চৈব মিথুনং দ্বন্দ্বমেব চ॥ ১৯২
তয়োর্জ্জজ্ঞেঽথ বৈ মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্।
বেদনায়াস্ততশ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেঽথ রৌরবাৎ॥
মৃত্যোর্ব্যাধিজরাশোকতৃষ্ণাক্রোধাশ্চ জজ্ঞিরে।
দুঃখোত্তরা স্মৃতা হ্যেতে সর্ব্বে চাধর্ম্মলক্ষণাঃ॥
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা তে সর্ব্বে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ
রৌদ্রাণ্যেতানি রূপাণি ব্রহ্মণো নৃবরাত্মজ॥১৯৫

দুইটী কন্যা প্রসব করেন। মনু প্রসূতিকে দক্ষের এবং আকূতিকে রুচির সহিত পরিণীত করিলেন। অতঃপর হে মহাভাগ! প্রজাপতি রুচি আকূতিকে গ্রহণ করিলে পর তাঁহাদিগের সংযোগে যজ্ঞ ও দক্ষিণা এই দুইটী পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইল।১৭৩—১৮০ পত্নী দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ সকল পুত্র স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যামাখ্য দেবতা বলিয়া অভিহিত হয়। প্রসূতির গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি চতুর্বিংশতি কন্যা উৎপাদন করেন। তাহাদের নাম সকল শ্রবণ কর,—শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, ঋদ্ধি ও কীর্ত্তি—এই ত্রয়োদশটী দক্ষকন্যাকে প্রভু ধর্ম্ম পত্নীর নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করেন। এই সকল কন্যা অপেক্ষা বিশিষ্টসুন্দরী আরও একাদশ জন দক্ষকন্যা ছিলেন। তাঁহাদের নাম—খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জ্জা, স্বাহা এবং স্বধা। ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, আমি (পুলস্ত্য), পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি, এবং পিতৃগণ—আমরা যথাক্রমে ঐ সকল কন্যার পাণিগ্রহণ করি। শ্রদ্ধার কাম, লক্ষ্মীর বল, ধৃতির নিয়ম, তুষ্টির সন্তোষ, এবং পুষ্টির লোভ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। মেধা শ্রুত, ক্রিয়া দণ্ড নয় ও বিনয়,বুদ্ধি বোধ, লজ্জা বিনয়, বপু ব্যবসায় এবং শান্তি ক্ষেম নামে পুত্র প্রসব করেন। এতদ্ভিন্ন ঋদ্ধির সুখ ও কীর্ত্তির যশ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়।১৮১—১৯০। কাম হইতে নন্দীর গর্ভে হর্ষ নামে ধর্ম্মপৌত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা; তাহার গর্ভে অনৃত নামে পুত্র ও নিকৃতি নামে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। ভয় ও নরক নামে তাহাদের দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নামে দুই কন্যা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে মায়ার পুত্র মৃত্যু; এই মৃত্যুই ভূতবর্গের সংহারক। নরক হইতে বেদনার দুঃখ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মৃত্যু হইতে জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্ম গ্রহণ করে। এই সকল পুত্রই দুঃখদায়ক অধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের ভার্য্যা বা পুত্র নাই; ইহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতা। হে নরবরাত্মজ! এই সকলই ব্রহ্মার রৌদ্র

নিত্যং প্রলয়হেতুর্বঃ জগতোঽস্য প্রযান্তি বৈ।
রুদ্রসর্গং প্রবক্ষ্যামি যথা ব্রহ্মা চকার হ॥ ১৯৬
কল্পাদাবাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তস্ততঃ।
প্রাদুরাসীৎ প্রভোরঙ্কে কুমারো নীললোহিতঃ
রুদন্ বৈ সুস্বরং সোঽথ দ্রবংশ্চ নৃপসত্তম।
কিং রোদিষীতি তং দেবো রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ
নাম ধেহীতি তং সোঽথ প্রত্যুবাচ প্রজাপতিম্
রোদনাদ্রুদ্রনামাসি মা রোদীর্ধৈর্য্যমাবহ॥ ১৯৯
এবমুক্তঃ পুনঃ সোঽথ সপ্তকৃত্বো রুরোদ হ।
ততোঽন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্ত নামানি বৈ প্রভুঃ॥ ২০০
মূর্তীনামেবমষ্টানাং স্থানান্যষ্টৌ চকার হ।
ভবং শর্ব্বমথেশানং তথা পশুপতিং নৃপ॥ ২০১
ভীমমুগ্রং মহাদেবমুবাচ স পিতামহঃ।
সূর্য্যো জলং মহী বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ॥ ২০২
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতেস্তন বঃ ক্রমাৎ

এবম্প্রকারো রুদ্রোঽসৌ সতীং ভার্য্যামবিন্দত।
দক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ সা সতী স্বং কলেবরম্।
হিমবদ্দুহিতা সাভূন্মেনায়াং নৃপসত্তম॥ ২০৪
উপযেমে পুনশ্চৈব যাচিত্বা ভগবান্ ভবঃ।
দাক্ষী ধাতৃবিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত।
শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা॥ ২০৬

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

ক্ষীরাব্ধৌ তু তথা লক্ষ্মীঃ কিলোৎপন্না ময়া শ্রুতা
খ্যাত্যাং ভৃগোঃ সমুৎপন্না এতদাহ কথং ভবান্
কথঞ্চ দক্ষদুহিতা দেহং ত্যক্তবতী শুভা।
মেনায়াং গর্ভসম্ভূতিমুমায়া জন্ম এব চ॥ ২

রূপ, এই রূপসমূহই জগতের প্রলয়হেতু হইয়া থাকে। অতঃপর ব্রহ্মা যেরূপে রুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। ব্রহ্মা কল্পের আদিতে আত্মতুল্য পুত্র চিন্তা করিতেছিলেন, চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ক্রোড়ে এক নীললোহিত কুমার প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়া সুস্বরে রোদন করিতে ও দৌড়িতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি রোদন করিতেছ কেন? নীললোহিত প্রত্যুত্তরে প্রজাপতিকে বলিলেন, আমার নামকরণ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, রোদন হেতু তোমার নাম রুদ্র হইল, তুমি আর রোদন করিও না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে রুদ্র আরও সপ্তবার রোদন করিলেন। অনন্তর প্রভু ব্রহ্মা তাঁহাকে অন্য আরও সপ্ত নাম প্রদান করিলেন। ক্রমে তিনি অষ্ট মূর্ত্তির অষ্ট স্থান, নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ভব, শর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই সপ্ত নাম পরে পিতামহ নির্ব্বাচন করেন। সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং সোম, এই আটটী ক্রমান্বয়ে নীললোহিতের তনু। এবম্ভূত রুদ্র সতীকে ভার্য্যারূপে লাভ করেন। সেই সতী দক্ষকোপে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পরে সতী মেনার গর্ভে হিমালয়ের দুহিতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, ভগবান্ ভব প্রার্থনা করিয়া পুনরায় তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। দক্ষ-কন্যা খ্যাতি ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং শ্রীদেবীকে প্রসব করেন। এই শ্রী দেবীই দেবদেব নারায়ণের পত্নী হন। ১৯৬—২০৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—আমি শুনিয়াছি, লক্ষ্মী ক্ষীরসাগরেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু খ্যাতির গর্ভে ভৃগু হইতে তাঁহার উৎপত্তি, ইহা আপনি কিরূপে বলিলেন? কিরূপে দক্ষ-দুহিতা দেহ ত্যাগ করেন? কিরূপে মেনার

কিমর্থং দেবদেবেন পত্নী হৈমবতী কৃতা ।
বিরোধশ্চাথ দক্ষেণ ভগবাংস্ত ব্রবীতু মে ॥ ৩

পুলস্ত্য উবাচ ।

ইদঞ্চ শৃণু ভূপাল যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ।
শ্রীসম্বন্ধো ময়াপ্যেষ শ্রুত আসীৎ পিতামহাৎ ॥
অত্রিপুত্রস্ত দুর্ব্বাসাঃ পরিভ্রাম্যন্মহীমিমাম্ ।
বিদ্যাধরীকরে মালাং দৃষ্ট্বা সৌগন্ধিকীং শুভাম্
যাচয়ামাস মে দেহি জটাজূটে করোম্যহম্ ।
ইতি বিদ্যাধরী তেন পৃষ্টা সা ঋষিণা তথা ॥ ৬
দদৌ তস্মৈ মুদা যুক্তা তাং মালাং স তদা নৃপ
গৃহীত্বা সুচিরং কালং শিরোমালাং ববন্ধ হ ॥৭
উন্মত্তপ্রেতবদ্বিপ্রঃ শোভমানোঽব্রবীদিদম্ ।
ইয়ং বিদ্যাধরী কন্যা পীনোন্নতপয়োধরা ॥ ৮
শোভালঙ্কারসৌভাগ্যৈর্যুক্তা দৃষ্টা ততো মনঃ ।
ক্ষোভমায়াতি মে চাদ্য নাহং কামে বিচক্ষণঃ ॥৯
ব্রজামি তাবদন্যত্র সৌভাগ্যং স্বং প্রদর্শয়ন্ ।
এবমুক্তা স রাজেন্দ্র পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥ ১০
ঐরাবতং সমারূঢ়ং রাজানং ত্রিদিবৌকসাম্ ।
ত্রৈলোক্যাধিপতিং শক্রং ভ্রাজমানং শচীপতিম্
তামাত্মশিরসো মালাং মত্তভ্রমরষট্পদাম্ ।
আদায়ামররাজায় চিক্ষেপোন্মত্তবন্মুনিঃ ॥ ১১
গৃহীত্বা দেবরাজেন মালা সা গজমূর্দ্ধনি ।
মুক্তা ররাজ সা মালা কৈলাসে জাহ্নবী যথা ॥
মদান্ধকারিতাক্ষোঽসৌ গন্ধাঘ্রাণেন বারণঃ ।
করেণাদায় চিক্ষেপ তাং মালাং পৃথিবীতলে ॥
ততশ্চুক্রোধ ভগবান্ দুর্ব্বাসা মুনিপুঙ্গবঃ ।
রাজেন্দ্র দেবরাজানং ক্রুদ্ধশ্চেদমুবাচ হ ॥ ১৫
ঐশ্বর্য্যমদদুষ্টাত্মন্নতিস্তব্ধোঽসি বাসব ।
শ্রিয়ো ধাম স্রজং যস্মান্মদ্দত্তাং নাভিনন্দসি ॥১৬
ত্রৈলোক্যশ্রীরতো মূঢ় বিনাশমুপযাস্যতি ।

গর্ভে উমার জন্ম হয়? দেবদেব কিজন্য হৈমবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন এবং কিজন্য তাঁহার দক্ষসহ বিরোধ হয়? আপনি আমার নিকট ইহা প্রকাশ করিয়া বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে ভূপাল! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা শ্রবণ কর। শ্রীদেবীর এই সম্বন্ধতত্ত্ব আমি পিতামহের নিকট শুনিয়াছিলাম। অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসা এই মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদা এক বিদ্যাধরকন্যার করে শুভা সৌগন্ধিকী মালা দেখিয়া তাহা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন,—এই মালাগাছটী আমায় দাও, আমি জটাজূটে ধারণ করিব। ঋষি বিদ্যাধরীকে এই কথা কহিলে বিদ্যাধরী সহর্ষে দুর্ব্বাসা ঋষিকে মালাগাছটী অর্পণ করিল। দুর্ব্বাসা মালাগাছটী কিয়ৎকাল হাতে ধরিয়া পরে তাহা মস্তকে বন্ধন করিলেন। তিনি তখন উন্মত্ত প্রেতবৎ শোভাধারণ করিয়া বলিলেন, দেখিলাম এই পীনোন্নতপয়োধরা বিদ্যাধরকন্যা শোভা ও অলঙ্কার-সৌভাগ্যে সমন্বিতা। ইহাকে দেখিয়া আমার মন অদ্য ক্ষুব্ধ হইয়াছে; কিন্তু আমি কামক্রিয়ায় বিচক্ষণ নহি। সুতরাং আমি স্বীয় সৌভাগ্য দেখাইতে দেখাইতে অন্যান্য স্থানে গমন করি। হে রাজেন্দ্র! দুর্ব্বাসা এই কথা কহিয়া মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১—১০। তিনি যাইতে যাইতে সম্মুখে দেখিলেন ত্রিলোকাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া শচীসহ ঐরাবতারোহণে আগমন করিতেছেন। তাহা দেখিয়া দুর্ব্বাসা মত্ত মধুকরসঙ্কুলা স্বীয় মস্তকমালা দেবরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দেবরাজ সেই মালা লইয়া নিজবাহন ঐরাবতের মস্তকোপরি রাখিয়া দিলেন। গজরাজের মস্তকে ঐ মালা কৈলাসগতা জাহ্নবীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ঐ মালার গন্ধাঘ্রাণে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত মদান্ধনেত্রে কর দ্বারা উহা গ্রহণ করিয়া পৃথ্বীতলে নিক্ষেপ করিল। ১১—১৪। এই ব্যাপারে ভগবান্ দুর্ব্বাসা মুনি ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজকে বলিলেন,—বাসব! ঐশ্বর্য্যমদে তোমার চিত্ত কলুষিত হইয়াছে। তুমি অতি গর্ব্বিত হইয়াছ। আমি তোমাকে শ্রীনিকেতন মালা অর্পণ করিলাম, তুমি তাহা অভিনন্দন করিলে না।

মদ্দত্তা ভবতা মালা ক্ষিপ্তা যস্মান্মহীতলে ॥ ১
তস্মাৎ প্রনষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যন্তে ভবিষ্যতি।
যস্য সঞ্জাতকোপস্য ভয়মেতি চরাচরম্ ॥ ১৮
তং মাং ত্বমতিগর্ব্বেণ দেবরাজাবমন্যসে।
মহেন্দ্রো বারণস্কন্ধাদবতীর্য্য ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৯
প্রসাদয়ামাস মুনিং দুর্ব্বাসসমকল্মষম্।
প্রসাদ্যমানঃ স তদা প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥ ২০
নাহং ক্ষমিষ্যে বহুনা কিমুক্তেন শতক্রতো।
ইত্যুক্তা প্রযযৌ বিপ্রো দেবরাজোঽপি তং পুনঃ ॥ ২১
আরুহ্যৈরাবতং নাগং প্রযযাবমরাবতীম্।
ততঃ প্রভৃতি নিঃশ্রীকং সশক্রং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২২
ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে ন তপস্যন্তি তাপসাঃ।
ন চ দানানি দীয়ন্তে নষ্টপ্রায়মভূজ্জগৎ ॥ ২৩
এবমত্যন্তনিঃশ্রীকে ত্রৈলোক্যে সত্ত্ববর্জ্জিতে।
দেবান্ প্রতি বলোদ্যোগং চক্রুর্দৈতেয়দানবাঃ ॥
বিজিতাস্ত্রিদশা দৈত্যৈরিন্দ্রাদ্যাঃ শরণং যযুঃ।
পিতামহং মহাভাগং হুতাশনপুরোগমাঃ ॥ ২৫
যথাবৎ কথিতে দেবৈর্ব্রহ্মা প্রাহ তথা সুরান্।
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং জগাম সহিতঃ সুরৈঃ।
গত্বা জগাদ ভগবান্ বাসুদেবং পিতামহঃ।
উত্তিষ্ঠ বিষ্ণো শীঘ্রং ত্বং দেবতানাং হিতং কুরু
ত্বয়া বিনা দানবৈস্তু জিতাঃ সর্ব্বে পুনঃপুনঃ।
ইত্যুক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৬
অপূর্ব্বরূপসংস্থানান্ দৃষ্ট্বা দেবানুবাচ হ।
তেজসো ভবতাং দেবাঃ করিষ্যাম্যুপবৃংহণম্।
বদাম্যহং যৎক্রিয়তাং ভবদ্ভিস্তদিদং সুরাঃ।
আনীয় সহিতা দৈত্যৈঃ ক্ষীরাব্ধৌ সকলৌষধীঃ
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
মথ্যতামমৃতং দেবাঃ সহায়ে ময্যবস্থিতে ॥ ৩১

রে মূঢ়! এই কারণে তোর ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বিনষ্ট হইবে। মৎপ্রদত্ত মালা মহীতলে তুমি নিঃক্ষেপ করিয়াছ, এই কারণে এই ত্রৈলোক্য তোমার লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইবে। যাঁহার ক্রোধোদ্রেক হইলে এই চরাচর ভীতিগ্রস্ত হয়, সেই আমি, আমাকে তুমি দেবরাজ হইয়া অতি গর্ব্বে অবমাননা করিলে! মহেন্দ্র যেমন এই কথা শুনিলেন, অমনি ত্রস্তব্যস্ত হইয়া গজস্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অপাপবিদ্ধ দুর্ব্বাসা মুনিকে প্রসাদিত করিলেন। তিনি প্রণিপাতপুরঃসর মুনিকে প্রসাদিত করিবার চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু মুনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—হে শতক্রতো! অধিক কথায় প্রয়োজন নাই আমি তোমায় কিছুতেই ক্ষমা করিব না। এই কথা কহিয়া দুর্ব্বাসা প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ পুনরায় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া অমরাবতীপুরে প্রয়াণ করিলেন। তখন হইতে ইন্দ্রসহ ত্রিভুবন শ্রীহীন হইয়া পড়িল। কোথাও যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে লাগিল না; তাপসেরা তপঃক্রিয়া হইতে বিরত হইলেন; কেহই আর দান করিতে লাগিল না। জগৎ নষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল। এইরূপে ত্রৈলোক্য একান্তই শ্রীহীন হইয়া পড়িলে দৈত্যদানবগণ দেবগণকে সবলে আক্রমণ করিল। তখন ইন্দ্র ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মহাভাগ পিতামহের শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণ তাঁহার নিকট যথাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে অভয়-বাণী বলিলেন এবং সুরগণসহ তৎকালে ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরকূলে গমন করিলেন। ১৫—২৬। ভগবান্ পিতামহ তথায় গিয়া বাসুদেবকে বলিলেন,—হে বিষ্ণো! শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন, দেবগণের হিতকার্য্য সাধন করুন। আপনার অনুপস্থিতিতে দানবেরা দেবগণকে বারম্বার পরাজিত করিতেছে। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে পুরুষোত্তম পুণ্ডরীকাক্ষ অপূর্ব্বাকৃতিসম্পন্ন দেবগণকে দেখিয়া কহিলেন,—হে দেবগণ! আমি আপনাদের তেজ বৃদ্ধি করিয়া দিব। এক্ষণে যাহা বলিতেছি আপনারা তাহাই সম্পাদন করুন। হে সুরগণ! ক্ষীরাব্ধিমধ্যে সমস্ত ওষধি আনয়নপূর্ব্বক মন্দরকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিকে রজ্জু করিয়া দৈত্যগণসহ আমার

সামপূর্ব্বক দৈতেয়াংস্তত্র সম্ভাষ্য কর্ম্মণি।
সমানফলভোক্তারো যূয়ং চাত্র ভবিষ্যথ ॥ ৩২
মথ্যমানে চ তত্রাব্ধৌ যৎসমুৎপদ্যতেঽমৃতম্।
তৎপানাদ্বলিনো যূয়মমরাঃ সম্ভবিষ্যথ ॥ ৩৩
তথৈবাহং করিষ্যামি যথা ত্রিদশবিদ্বিষঃ।
ন প্রাপ্স্যন্ত্যমৃতং দেবাঃ কেবলং ক্লেশভাগিনঃ
ইত্যুক্তা দেবদেবেন সর্ব্ব এব ততঃ সুরাঃ।
সন্ধানমসুরৈঃ কৃত্বা যত্নবন্তোঽমৃতেঽভবন্ ॥ ৩৫
সর্ব্বৌষধীঃ সমানীয় দেবদৈতেয়দানবাঃ।
ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরাব্ধিপয়সি শরদভ্রামলত্বিষি ॥ ৩৬
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
ততো মথিতুমারব্ধা রাজেন্দ্র তরসামৃতম্ ॥৩৭
বিবুধাঃ সহিতাঃ সর্ব্বে যতঃ পুচ্ছং ততঃ স্থিতাঃ
বিষ্ণুনা বাসুকের্দৈত্যাঃ পূর্ব্বকায়ে নিবেশিতাঃ ॥
তে তস্য প্রাণবাতেন বহ্নিনা চ হতত্বিষঃ।
নিস্তেজসোঽসুরাঃ সর্ব্বে বভূবুরমরদ্যুতে ॥ ৩৯
তেনৈব মুখনিঃশ্বাস-বায়ুনাথ বলাহকৈঃ।
পুচ্ছপ্রদেশে বর্ষদ্ভিস্তদা চাপ্যায়িতাঃ সুরাঃ ॥৪০
ক্ষীরোদমধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
মহাদেবো মহাতেজা বিষ্ণুপৃষ্ঠনিবাসিনৌ ॥ ৪১
বাহুভ্যাং মন্দরং গৃহ্য পদ্মবৎ স পরন্তপঃ।
শৃঙ্খলে চ তদা কৃত্বা গৃহীত্বা মন্দরাচলম্ ॥ ৪২
দেবানাং দানবানাঞ্চ বলমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
ক্ষীরোদমধ্যে ভগবান কূর্ম্মরূপী স্বয়ং হরিঃ ॥ ৪৩
অন্যেন তেজসা দেবানুপবৃংহিতবান্ হরিঃ ॥৪৪
মথ্যমানে ততস্তস্মিন্ ক্ষীরাব্ধৌ দেবদানবৈঃ।
হবির্ধাম্যভবৎ পূর্ব্বং সুরভিঃ সুরপূজিতা।
জগ্মুর্মুদং তদা দেবা দানবাশ্চ মহামতে ॥ ৪৫
ব্যাক্ষিপ্তচেতসঃ সর্ব্বে বভূবুস্তিমিতেক্ষণাঃ।
কিমেতদিতি সিদ্ধানাং দিবি চিন্তয়তাং তদা ॥৪৬
বভূব বারুণী দেবী মদাঘূর্ণিতলোচনা।
কৃতাবর্ত্তা ততস্তস্মাৎ প্রস্খলন্তী পদে পদে ॥৪৭

সহায়তায় অমৃত মন্থন করিতে থাকুন। আমি দৈত্যগণকে এই ব্যাপারে সামপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়া বলিব—তোমরা এই কার্য্যে সকলেই সমান ফলভাগী হইবে। পরে যখন ক্ষীরাব্ধি-মন্থন নিষ্পন্ন হইলে তাহা হইতে অমৃত উৎপন্ন হইবে, সেই অমৃত পানে তোমরাই বলশালী হইয়া উঠিবে। দেবগণ! আমি এমন কার্য্য করিব যাহাতে দেবদ্বেষিগণ কিছুমাত্র অমৃত প্রাপ্ত না হইয়া কেবল ক্লেশ-ভাজনই হয়। দেবদেব এই কথা কহিলে সুরগণ অসুরগণসহ সন্ধি করিয়া সকলেই অমৃতলাভে যত্নবান্ হইলেন। দেব, দৈত্য, দানবগণ সমস্ত ওষধি আনয়নপূর্ব্বক শারদ মেঘবৎ সুনির্ম্মল ক্ষীরাব্ধিজলে নিঃক্ষেপ করিলেন এবং মন্দরকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সবলে ক্ষীর-সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। যে দিকে বাসুকির পুচ্ছ ছিল দেবগণ সেইদিকে রহি-লেন। দৈত্যগণ বিষ্ণুর চক্রান্তে বাসুকির মুখের দিকে স্থাপিত হইল। অসুরগণ বাসুকির নিশ্বাসপবনানলে হতশ্রী ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। অন্যদিকে বাসুকির মুখনিশ্বাসপবনে পরিচালিত হইয়া মেঘগণ তাহার পুচ্ছদেশে বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে দেবগণ আপ্যায়িত হইতে লাগি-লেন। ব্রহ্মজ্ঞ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং মহাতেজা মহাদেব বিষ্ণুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করি-লেন। পরন্তপ বিষ্ণু বাহুযুগল দ্বারা পদ্মের ন্যায় মন্দরাচলকে গ্রহণ করিয়া শৃঙ্খলিত করিয়া লইলেন এবং দেব ও দানববলের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরি ক্ষীরোদমধ্যে কূর্ম্মরূপে রহি-লেন এবং অন্য তেজ দ্বারা দেবগণকে বলোৎসাহসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ২৭—৪৪। এইরূপে দেবদানবেরা ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে থাকিলে প্রথমে সুরপূজিতা হবির্দ্ধানী সুরভি সমুৎপন্ন হইলেন। হে মহামতে! তখন দেব ও দানবগণ আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের চিত্ত ব্যাক্ষিপ্ত এবং নেত্র স্তিমিত হইল। ইহা কি হইল এই বলিয়া স্বর্গে সিদ্ধগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সেই ক্ষীরসাগর হইতে মদাঘূর্ণিত-

একবস্ত্রা মুক্তকেশী রক্তান্তস্তব্ধলোচনা।
অহং বলপ্রদা দেবী মাং বা গৃহ্ণন্ত দানবাঃ ॥৪৮
অশুচিং বারুণীং মত্বা ত্যক্তবন্তস্তদা সুরাঃ।
জগৃহুস্তাং তদা দৈত্যা গ্রহণাত্তে সুরাভবৎ ॥
মন্থনে পারিজাতোঽভূদ্দেবশ্রীনন্দনো দ্রুমঃ।
রূপৌদার্য্যগুণোপেতাস্ততশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥৫০
ষষ্টিকোট্যস্তদা জাতাঃ সামান্যা দেবদানবৈঃ।
সর্ব্বাস্তাঃ কৃতপুণ্যাস্তু সামান্যাঃ পুণ্যকর্ম্মণা ॥৫১
ততঃ শীতাংশুরভবদ্দেবানাং প্রীতিদায়কঃ।
যযাচে শঙ্করো দেবো জটাভূষণকাম্যয়া ॥ ৫২
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো গৃহীতোঽয়ং ময়া শশী।
অনুমেনে চ তং ব্রহ্মা ভূষণায় হরস্য তু ॥ ৫৩
ততো বিষং সমুৎপন্নং কালকূটং ভয়াবহম্।
তেন চৈবার্দ্দিতাঃ সর্ব্বে দানবাঃ সহদৈবতৈঃ ॥
মহাদেবেন তৎপীতং বিষং গৃহ্য যদৃচ্ছয়া।
তস্য পানান্নীলকণ্ঠস্তদা জাতো মহেশ্বরঃ ॥ ৫৫
পীতাবশেষং নাগাস্তু ক্ষীরাব্ধেশ্চ সমুত্থিতম্।
ততো ধন্বন্তরির্জাতঃ শ্বেতাম্বরধরঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৬
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতস্য সমুত্থিতঃ।
ততঃ স্বস্থমনস্কাস্তে বৈদ্যরাজস্য দর্শনাৎ ॥ ৫৭
ততশ্চাশ্বঃ সমুৎপন্নো নাগশ্চৈরাবতস্তথা।
ততঃস্ফুরৎকান্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিতা ॥ ৫৮
শ্রীর্দ্দেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা।
তাং তুষ্টুবুর্মুদা যুক্তাঃ শ্রীসূক্তেন মহর্ষয়ঃ ॥ ৫৯
বিশ্বাবসুমুখাস্তস্যা গন্ধর্ব্বাঃ পুরতো জগুঃ।
ঘৃতাচীপ্রমুখাস্তত্র ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৬০
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে।
দিগ্গজা হেমপাত্রস্থমাদায় বিমলং জলম্ ॥ ৬১
স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্ব্বলোকমহেশ্বরীম্।
ক্ষীরোদস্তু স্বয়ং তস্যৈ মালামম্লানপঙ্কজাম্ ॥৬২

লোচনা পদে পদে স্খলিতপদা বারুণীদেবী প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি একবস্ত্রা, মুক্তকেশী, এবং রক্তান্তস্তব্ধনেত্রা। দেবী বারুণী উত্থিত হইয়া বলিলেন,—আমি দেবী, সকলের বলদায়িনী; ওহে দানবগণ! আমাকে তোমরা গ্রহণ কর। বারুণীকে অশুচি মনে করিয়া সুরগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন দৈত্যগণ বারুণীকে গ্রহণ করিল। গ্রহণান্তে উহা সুরা নামে পরিচিত হইল। অনন্তর মন্থন-হেতু পারিজাত দেবশ্রী নন্দনতরু এবং রূপৌদার্য্যগুণশালিনী ষষ্টি কোটী অপ্সরা উৎপন্ন হইল। এই অপ্সরারা পুণ্যকর্ম্মফলে দেব ও দানব সকলেরই সমান উপভোগ্যা। অনন্তর দেবগণের প্রীতিদায়ক চন্দ্রমা উৎপন্ন হইলেন। শঙ্করদেব তাঁহাকে চাহিয়া লইলেন, বলিলেন—এই শশীকে আমি গ্রহণ করিলাম; ইহা আমার জটাভূষণ হইবে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মা ভূষণার্থ চন্দ্র লইতে হরকে অনুমোদন করিলেন। অতঃপর ভয়ঙ্কর কালকূট বিষ উৎপন্ন হইল। সেই বিষে দেব ও দানব সকলেই পীড়িত হইতে লাগিলেন। মহাদেব সেই বিষ লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে পান করিলেন। সেই বিষপানে মহেশের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইল। তিনি তখন হইতে নীলকণ্ঠ মহেশ্বর নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহার পীতাবশিষ্ট বিষ নাগগণ পান করিল। অনন্তর শ্বেতাম্বরধর স্বয়ং ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু লইয়া উত্থিত হইলেন। তখন সেই বৈদ্যরাজের দর্শনে সকলেরই চিত্ত সুস্থ হইল।৪৫—৫৭। অনন্তর উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব এবং ঐরাবত নামক গজ উৎপন্ন হইল। ইহার পর বিকচকমলবাসিনী উজ্জ্বলকান্তিশালিনী ধৃতপঙ্কজা শ্রীদেবী ক্ষীরাব্ধিজল হইতে উত্থিতা হইলেন। মহর্ষিগণ শ্রীসূক্ত পাঠ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বাবসুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অগ্রে গান করিতে লাগিল। ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরারা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গঙ্গাদি নদীগণ তত্রত্য জলে স্নান করিতে উপস্থিত হইলেন। দিগ্গজগণ হেমপাত্রস্থ বিমল জল গ্রহণ করিয়া সেই সর্ব্বলোকমহেশ্বরী শ্রীদেবীকে স্নান করাইতে লাগিল। স্বয়ং ক্ষীরসাগর তাঁহাকে অম্লান-

দদৌ বিভূষণান্যঙ্গে বিশ্বকর্ম্মা চকার হ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরাং স্নাতাং ভূষণভূষিতাম্ ॥৬৩
ইন্দ্রাদ্যাশ্চামরগণা বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
দানবাশ্চ মহাদৈত্যা রাক্ষসাঃ সহ গুহ্যকৈঃ ॥ ৬৪
কন্যামভিলষন্তি স্ম ততো ব্রহ্মা উবাচ হ।
বাসুদেব ত্বমেবৈনাং ময়া দত্তাং গৃহাণ বৈ ॥
দেবাশ্চ দানবাশ্চৈব প্রতিষিদ্ধা ময়া ত্বিহ।
তুষ্টোঽহং ভবতস্তাবদলোভ্যেনেহ কর্ম্মণা ॥৬৬
সা তু শ্রীর্ব্রহ্মণা প্রোক্তা দেবি গচ্ছস্ব কেশবম্।
ময়া দত্তং পতিং প্রাপ্য মোদস্ব শাশ্বতীঃ সমাঃ
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং গতা বক্ষস্থলং হরেঃ।
ততো বক্ষস্থলং প্রাপ্য দেবং বচনমব্রবীৎ ॥৬৮
নাহং ত্যাজ্যা সদা দেব সদৈবাদেশকারিণী।
বক্ষস্থলে নিবৎস্যামি সর্ব্বস্য জগতঃ প্রিয় ॥ ৬৯
ততোঽবলোকিতা দেবা বিষ্ণুবক্ষস্থলস্থয়া।
লক্ষ্ম্যা রাজেন্দ্র সহসা পরাং নির্বৃতিমাগতাঃ ॥৭০
উদ্বেগঞ্চ পরং জগ্মুর্দৈত্যা বিষ্ণুপরাঙ্মুখাঃ।
ত্যক্তাস্তে দানবা লক্ষ্ম্যা বিপ্রচিত্তিপুরোগমাঃ ॥
ততস্তে জগৃহুর্দৈত্যা ধন্বন্তরিকরস্থিতম্।
অমৃতং তন্মহাবীর্য্যা দৈত্যাঃ পাপসমন্বিতাঃ ॥ ৭২
মায়য়া লোভয়িত্বা তু বিষ্ণুঃ স্ত্রীরূপসংশ্রয়ঃ।
আগত্য দানবান্ প্রাহ দীয়তাং মে কমণ্ডলুঃ ॥
যুষ্মাকং বশগা ভূত্বা স্থাস্যামি ভবতাং গৃহে।
তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং নারীং ত্রৈলোক্য-
সুন্দরীম্ ॥ ৭৪
প্রার্থয়ানাঃ সুবপুষং লোভোপহতচেতসঃ।
দত্ত্বামৃতং তদা তস্মৈ ততোঽপশ্যন্ত তেঽগ্রতঃ ॥
দানবেভ্যস্তদাদায় দেবেভ্যঃ প্রদদেঽমৃতম্।
ততঃ পপুঃ সুরগণাঃ শক্রাদ্যাস্তত্তদামৃতম্ ॥৭৬

পঙ্কজা মালা এবং বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার অঙ্গে বিবিধ ভূষণ প্রদান করিলেন। শ্রীদেবী যখন সুস্নাতা হইয়া দিব্য মাল্য, দিব্য অম্বর ধারণ করিলেন এবং নানা ভূষণে ভূষিতা হইলেন, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ, বিদ্যাধরগণ মহোরগগণ, দানবগণ, মহাদৈত্যগণ, রাক্ষসগণ ও গুহ্যকগণ সকলেই সেই কন্যারূপিণী কমলাকে প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বাসুদেব! আমি দেব ও দানব সকলকেই নিষেধ করিতেছি এই কন্যা তোমাকেই দান করিলাম, তুমিই ইহাকে গ্রহণ কর। আমি তোমার লোভহীন কর্ম্ম দ্বারা তুষ্ট হইয়াছি। অনন্তর ব্রহ্মা শ্রীদেবীকে কহিলেন,—দেবি! তুমি কেশবের অনুগামিনী হও। আমি তোমাকে এই পতি প্রদান করিলাম। তুমি ইহাকে পাইয়া নিত্য কাল প্রীতি লাভ কর। তখন সর্ব্বদেবের সমক্ষেই লক্ষ্মী হরির বক্ষস্থল আশ্রয় করিলেন। অনন্তর বক্ষস্থল প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মী কেশবকে বলিলেন,—হে দেব! হে জগৎপ্রিয়! আমাকে আপনি পরিত্যাগ করিবেন না। আমি সর্ব্বদা আপনার আদেশকারিণী হইয়া বক্ষস্থলে বাস করিব। অতঃপর বিষ্ণু-বক্ষস্থলস্থিতা লক্ষ্মী দেবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত মাত্র দেবগণ পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। বিষ্ণুবিমুখ দৈত্যগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। লক্ষ্মী বিপ্রচিত্তিপ্রমুখ দানবগণকে পরিত্যাগ করিলেন। ৫৮—৭১। অনন্তর পাপান্বিত মহাবীর্য্য দৈত্যগণ ধন্বন্তরির করস্থিত অমৃত গ্রহণ করিল। বিষ্ণু এই সময় স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া মায়াবলে তাহাদিগকে লোভিত করিলেন এবং দানবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—তোমরা আমাকে অমৃতকমণ্ডলু প্রদান কর। আমি তোমাদের বশীভূত হইয়া তোমাদেরই গৃহে অবস্থান করিব। লোভোপহতচিত্ত দৈত্যগণ সেই ত্রিলোক-সুন্দরী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে প্রার্থনা করিল এবং অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু তাঁহার হস্তে দান করিয়া সকলেই তৎপ্রতি তাকাইয়া রহিল। নারীমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু তৎকালে দানবগণের নিকট হইতে অমৃত আহরণ করিয়া দেবগণকে অর্পণ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই অমৃতপানে আপ্যায়িত হইলেন। তখন

উদ্যতায়ুধাঃ কশ্যা দৈত্যা দেবাংস্তে সমভ্যযুঃ।
পীতেঽমৃতে চ বলিভির্জ্জিতা দৈত্যচমূস্ততঃ ॥
বধ্যমানা দিশো ভেজুঃ পাতালং বিবিশুশ্চ তে
ততো দেবা মুদা যুক্তাঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৭৮
প্রণিপত্য যথাপূর্ব্বং প্রযযুস্তে ত্রিবিষ্টপম্।
ততঃ প্রভৃতি তে ভীষ্ম স্ত্রীলোলা দানবাভবন্
অপধ্যাতাশ্চ কৃষ্ণেন গতাস্তে তু রসাতলম্।
ততঃ সূর্য্যঃ প্রসন্নাভঃ প্রযযৌ স্বেন বর্ত্মনা ॥৮০
জজ্বাল ভগবাংশ্চোচ্চৈশ্চারুদীপ্তির্হুতাশনঃ।
ধর্ম্মে চ সর্ব্বভূতানাং তদা মতিরজায়ত ॥ ৮১
শ্রিয়া যুক্তঞ্চ ত্রৈলোক্যং বিষ্ণুনা প্রতিপালিতম্
দেবাস্তে তদা প্রোক্তা ব্রহ্মণা লোকধারিণা
ভবতাং রক্ষণার্থায় ময়া বিষ্ণুর্নিয়োজিতঃ।
উমাপতিশ্চ দেবেশো যোগক্ষেমং করিষ্যতঃ ॥
উপাস্যমানৌ সততং যুষ্মৎক্ষেমকরৌ যতঃ।
ভবতাং ক্ষেমদৌ। যদা চেতৌ ভবিষ্যেতে বরপ্রদৌ
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ জগাম গতিমাত্মনঃ।
অদর্শনং গতে দেবে সর্ব্বলোকপিতামহে ॥ ৮৫
দেবলোকং গতে শক্রে স্বং লোকং হরিশঙ্করৌ
প্রাপ্তৌ তু তৎক্ষণাদ্দেবৌ স্থানং কৈলাসমেব চ
ততশ্চ দেবরাজেন পালিতং ভুবনত্রয়ম্।
এবং লক্ষ্মীর্মহাভাগা উৎপন্না ক্ষীরসাগরাৎ ॥৮৭
পুনঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না ভৃগোরেষা সনাতনী।
শ্রিয়া সহ সমুৎপন্না ভৃগুণা চ মহর্ষিণা ॥ ৮৮
স্বনাম্না নগরী চৈব কৃতা পূর্ব্বং সরিত্তটে।
নর্ম্মদায়াং মহারাজ ব্রহ্মণা চানুমোদিতা ॥ ৮০
লক্ষ্মীঃ পুরং স্বপিত্রে স্বং সহ কুক্ষিকয়ার্প্য চ।
আগতা দেবলোকং সা যাচতাগত্য বৈ পুনঃ।
লোভান্ন দত্তস্তু পুরং প্রার্থয়ানা যদা পুনঃ।
ভৃগোঃ সকাশান্নাবাপ তদা চৈবাহ কেশবম্ ॥৯১

দৈত্যগণ উদ্যতাস্ত্র হইয়া দেবগণকে আক্রমণ করিল। দেবগণ অমৃতপানে প্রবল হইয়াছিলেন, তাঁহারা তখন সহজেই দৈত্যচমূ জয় করিলেন। দানবগণ দেবগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া নানাদিকে পলাইল, কেহ কেহ পাতালতল আশ্রয় করিল। তখন দেবগণ হর্ষাবিষ্ট হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধর হরিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ স্বর্গে গমন করিলেন। হে ভীষ্ম! সেই হইতে দানবগণ নারী-লোলুপ হইল। তাহারা কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া রসাতলে গমন করিল। তখন সূর্য্য নির্ম্মলপ্রভ হইয়া স্বীয় পথে গমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হুতাশন স্নিগ্ধকান্তি হইয়া প্রোজ্জ্বলিত হইতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বপ্রাণীর মতি ধর্ম্মে নিরত হইল। ত্রৈলোক্য বিষ্ণুপালিত হইয়া শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তখন লোকপ্রবর্ত্তক ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন,—আমি তোমাদের রক্ষণার্থ বিষ্ণুকে নিয়োগ করিয়াছি। দেবদেব উমাপতিও তোমাদের যোগক্ষেম বিধান করিবেন। তোমাদের মঙ্গলকর এই দুই দেবকে তোমরা সর্ব্বদা উপাসনা করিবে। ইহারা উপাসিত হইয়া নিত্য তোমাদের মঙ্গলদাতা ও বরদাতা হইবেন। ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বলোক-পিতামহ দেব ব্রহ্মা দর্শনপথের অতীত হইলে ইন্দ্র দেবলোকে এবং হরি ও শঙ্কর তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব লোকে বৈকুণ্ঠে ও কৈলাসে প্রয়াণ করিলেন। ৭২—৮৬। এই সময় হইতে দেবরাজ আবার ভুবনত্রয় পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাভাগা লক্ষ্মী ক্ষীরসাগর হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। পুনরায় ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে ঐ সনাতনী শ্রীদেবী জন্মলাভ করেন। তিনি মহর্ষি ভৃগুর সাহায্যে নর্ম্মদার পুলিনতটের স্বীয় নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার অনুমোদনক্রমে লক্ষ্মীদেবী কুক্ষিকার সহিত ঐ পুরী স্বীয় পিতাকে অর্পণ করিয়া দেবলোকে আগমন করেন এবং পুনরায় দেবলোক হইতে প্রত্যাগত হইয়া ঐ পুরী প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভৃগু লোভবশতঃ উক্ত পুরী অর্পণ করিলেন না। লক্ষ্মী যখন প্রার্থনা করিয়াও পাইলেন না, তখন কেশবকে কহিলেন,—পিতা আমায় পরাজিত

পারভূতা তু পিত্রাহং গৃহীতং নগরং মম।
তস্য হস্তাত্ত্বমাক্ষিপ্য পুরং তচ্চানয় স্বয়ম্ ॥ ৯২
তং গত্বা পুণ্ডরীকাক্ষো দেবশ্চক্রগদাধরঃ।
ভৃগুং সান্ত্বনয়ং প্রাহ কন্যায়ৈ পুরমর্পয় ॥ ৯৩
কুঙ্কিকাতালিকে চোভে দীয়েতাঞ্চ প্রসাদতঃ।
ভৃগুস্তং কুপিতঃ প্রাহ নার্পয়িষ্যাম্যহং পুরম্ ॥৯৪
ন লক্ষ্ম্যাস্তৎপুরং দেব ময়া চেদং স্বয়ঙ্কৃতম্।
ভগবন্নৈব দাস্যামি ত্যজাক্ষেপন্ত কেশব ॥ ৯৫
তং প্রাহ দেবো ভূয়োহপি লক্ষ্ম্যাস্তৎপুরমর্পয়।
সর্ব্বথা তু ত্বয়া ত্যাজ্যং বচনান্মে মহামুনে ॥৯৬
ততঃ কোপসমাবিষ্টো ভৃগুরপ্যাহ কেশবম্।
পক্ষপাতেন মাং সাধো ভার্য্যায়া বাধসেহধুনা ॥
নৃলোকে দশ জন্মানি লপ্স্যসে মধুসূদন।
ভার্য্যায়াস্তে বিয়োগেন দুঃখান্যনুভবিষ্যসি ॥

এবং শাপং দদৌ তস্মৈ ভৃগুঃ পরমকোপনঃ।
বিষ্ণুনা চ পুনস্তস্য দত্তঃ শাপো মহাত্মনা ॥ ৯৯
ন চাপত্যকৃতাং প্রীতিং প্রাপ্স্যসে মুনিপুঙ্গব।
শাপং দত্বা ঋষেস্তস্য ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥
পদ্মজন্মানমাহেদং দৃষ্ট্বা দেবস্তু কেশবঃ।
ভগবংস্তব পুত্রোহসৌ ভৃগুঃ পরমকোপনঃ ॥১০১
নিষ্কারণঞ্চ তেনাহং শপ্তো জন্মানি মানুষে।
লপ্স্যসে দশধা ত্বং হি ততো দুঃখান্যনেকশঃ ॥
ভার্য্যাবিয়োগজা পীড়া বলপৌরুষনাশিনী।
ত্যক্ত্বা চাহমিমং লোকং শয়িষ্যে চ মহোদধৌ
দেবকার্য্যেষু সর্ব্বেষু পুনশ্চাবাহনং ক্রিয়াঃ।
তথা ব্রুবন্তং তং দেবং ব্রহ্মা লোকগুরুস্তদা ॥
প্রসাদনার্থং বিষ্ণোস্তু স্তুতিমেতাং চকার হ।
ত্বয়া সৃষ্টং জগদিদং পদ্মং নাভৌ বিনিঃসৃতম্।
তত্র চাহং সমুৎপন্নস্তব বশ্যশ্চ কেশব ॥ ১০৫

করিয়াছেন; আমার নগরটী তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া সেই নগরটী আনয়ন করুন। চক্রগদাধর দেব পুণ্ডরীকাক্ষ লক্ষ্মীর কথানুসারে ভৃগুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনয়ে বলিলেন,—আপনার কন্যাকে আপনি পুরী অর্পণ করুন এবং প্রসন্ন হইয়া কুঞ্চিকা ও তালিকা এই উভয় বস্তুও প্রদান করুন। ভৃগু কুপিত হইয়া হরিকে কহিলেন,—আমি পুরী অর্পণ করিব না। হে দেব! ঐ পুরী লক্ষ্মীর নহে, উহা আমিই নিজে নির্ম্মাণ করিয়াছি। হে ভগবন্ কেশব! আমি উহা দান করিব না, আপনি এ জন্য আক্ষেপ পরিত্যাগ করুন। কেশব দেব তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন,—লক্ষ্মীর সেই পুরী আপনি অর্পণ করুন। হে মহামুনে! আমার কথানুসারে উহা সর্ব্বথা আপনার পরিত্যাজ্য। এইবার ভৃগু কোপাবিষ্ট হইয়া কেশবকে কহিলেন,—হে সাধো! তুমি ভার্য্যার পক্ষপাতী হইয়া আমাকে এক্ষণে বিরক্ত করিতেছ, হে মধুসূদন! এই অপরাধে নরলোকে তোমার দশবার জন্ম হইবে, এবং ভার্য্যাবিয়োগে দুঃখানুভব করিবে। ভৃগু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা বিষ্ণুও তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন। তিনি কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! আপনিও অপত্যকৃতা প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন না। কেশব ঋষিকে এই শাপ দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৮৭—১০০। সেখানে ব্রহ্মাকে দেখিয়া কেশব কহিলেন,—ভগবন্! আপনার পুত্র পরম কোপন ভৃগু বিনা কারণে আমায় অভিশাপ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাকে দশ জন্ম মানুষ হইতে হইবে বহু দুঃখ পাইতে হইবে এবং ভার্য্যা-বিয়োগজনিতা বলপৌরুষনাশিনী পীড়া প্রাপ্ত হইতে হইবে। আমি এই লোক পরিত্যাগ করিয়া মহাসাগরে গিয়া শয়ন করি; পরন্তু দেবকার্য্য উপস্থিত হইলে আমাকে আবাহন করিবেন। কেশব এই কথা কহিলে, লোকগুরু ব্রহ্মা বিষ্ণুর প্রসাদনার্থ এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন; তিনি কহিলেন,—আপনিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার নাভিতে পদ্ম নিঃসৃত হইয়াছিল। তাহাতে আমি সমুৎপন্ন হইয়া আপনারই বশতাপন্ন হই।

ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বলোকানাং স্রষ্টা ত্বং জগতঃ প্রভো।
ত্রৈলোক্যং ন ত্বয়া ত্যাজ্যমেষ এব বরো মম॥
দশজন্ম মনুষ্যেষু লোকানাং হিতকাম্যয়া।
স্বয়ং কর্ত্তা ন তে শক্তঃ শাপদানায় কোঽপি বা
কোঽয়ং ভৃগুঃ কথং তেন শক্যং শপ্তুং জনার্দ্দন
মানয়স্ব সদা বিপ্রান্ ব্রাহ্মণাস্তে তনুঃ স্বয়ম্॥
যোগনিদ্রামুপাস্স্ব ত্বং ক্ষীরাব্ধৌ স্বপিহীশ্বর।
কার্য্যকালে পুনস্ত্বাস্তু বোধয়িষ্যামি মাধব॥১০৯
ভগবন্নেষ তাবত্তু ত্বচ্ছক্ত্যা চোপবৃংহিতঃ।
সর্ব্বকার্য্যকরঃ শক্রস্তবৈবাংশেন শত্রুহা॥ ১১০
ত্রৈলোক্যং পালয়ন্নেব ত্বদাজ্ঞাং স করিষ্যতি।
এবং স্তুতস্তদা বিষ্ণুর্ব্রহ্মাণমিদমুক্তবান্॥১১১
সর্ব্বমেতৎ করিষ্যামি যন্মাং জ্ঞাপয়সে প্রভো।
অদর্শনং গতো দেবো ব্রহ্মা তং নাভিজজ্ঞিবান্
গতে দেবে তদা বিষ্ণৌ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ভূয়শ্চকার বৈ সৃষ্টিং লোকানাং প্রভবঃ প্রভুঃ।
তং দৃষ্ট্বা নারদঃ প্রাহ বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সর্ব্বব্যাপী ভুবঃ স্পর্শাদধ্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥১১২
যদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং সর্ব্বমেব ভবান্ যতঃ।
ততো বিশ্বমিদং তাত ত্বত্তো ভূতং ভবিষ্যতি
ত্বত্তো যজ্ঞঃ সর্ব্বহুতঃ পৃষদাজ্যং পশুর্দ্বিধা।
ঋচস্ত্বত্তোঽথ সামানি ত্বত্ত এবাভিজজ্ঞিরে॥১১৩
ত্বত্তো যজ্ঞাস্ত্বজায়ন্ত ত্বত্তো শ্বাশ্চৈব দন্তিনঃ।
গাবস্ত্বত্তঃ সমুদ্ভূতাস্ত্বত্তো জাতা বয়ো মৃগাঃ।
ত্বন্মুখাদ্ব্রাহ্মণা জাতাস্ত্বত্তঃ ক্ষত্রমজায়ত।
বৈশ্যাস্তবোরুজাঃ শূদ্রাস্তব পদ্ভ্যাং সমুদ্গতাঃ।
অক্ষ্ণোঃ সূর্য্যোঽনিলঃ শ্রোত্রাচ্চন্দ্রমা মনসস্তব।
প্রাণোঽন্তঃসুষিরাজ্জাতো মুখাদগ্নিরজায়ত॥১১৪
নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ শিরসঃ সমবর্ত্তত।

আপনি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা এবং সর্ব্বলোকের স্রষ্টা। হে প্রভো! এই ত্রৈলোক্যকে তুমি পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই আমার প্রার্থনীয় বর। আপনি লোকসমূহের হিতকামনায় দশ জন্ম মনুষ্যলোকে বাস করিবেন। আপনি স্বয়ং কর্ত্তা; আপনাকে শাপ দিবার শক্তি কাহারও নাই। হে জনার্দ্দন! কে এই ভৃগু, কিরূপে আপনাকে শাপ দিতে সক্ষম হইল? আপনি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করেন; ব্রাহ্মণগণই আপনার তনু। আপনি যোগনিদ্রা অবলম্বন করুন, ক্ষীর সাগরে শয়ন করুন। হে মাধব! কার্য্যকালে পুনরায় আপনাকে জাগাইয়া তুলিব। হে ভগবন! এই ইন্দ্র আপনার শক্তিতেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনারই অংশক্রমে এই ইন্দ্র সর্ব্বকার্য্যকারী ও সর্ব্ব শত্রুঘাতী। ইনি এই ত্রৈলোক্য পালনে নিযুক্ত থাকিয়া আপনারই আজ্ঞা পালন করিবেন। বিষ্ণু এইরূপ স্তুত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি আমাকে যাহা যাহা জানাইলেন, আমি তাহা সকলই সম্পাদন করিব। এই বলিয়া দেব কেশব দৃষ্টিবহির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিলেন না। বিষ্ণুদেব চলিয়া গেলে তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা পুনরায় লোকসৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। ১০১—১১৩। তাঁহাকে দেখিয়া বাক্যবিৎপ্রবর নারদ কহিলেন,—হে তাত! আপনি সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ পুরুষ, এই ভুবনের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত হইয়াও আপনি দশাঙ্গুলপরিমাণ অধিক। জগতে যাহা কিছু ভূত, যাহা কিছু ভবিষ্যৎ, সমস্তই আপনি। এই বিশ্ব আপনা হইতেই প্রথমে উৎপন্ন এবং আপনাতেই পরে অবস্থিত। সর্ব্বহুত যজ্ঞ, দধি ঘৃত, দ্বিবিধ পশু, নিখিল ঋক্ এবং সমুদায় সামমন্ত্র আপনা হইতেই উদ্ভূত। যে কিছু যজ্ঞ, যাবতীয় অশ্ব গজ গো মৃগ পক্ষী সমস্তই আপনা হইতেই উৎপন্ন। আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আপনারই নেত্র হইতে সূর্য্য, শ্রোত্র হইতে অনিল, মন হইতে চন্দ্রমা, আন্তরিক সুষির হইতে প্রাণ, মুখ হইতে অগ্নি, নাভি হইতে

দিশঃ শ্রোত্রাৎ ক্ষিতিঃ পদ্ভ্যাং ত্বত্তঃ
সর্ব্বমভূদিদম্ ॥ ১২০
ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ ।
সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি ॥ ১২১
বীজাঙ্কুরসমুদ্ভূতো ন্যগ্রোধঃ সমুত্থিতঃ ।
বিস্তারঞ্চ যথা যাতি ত্বত্তঃ সৃষ্টৌ তথা জগৎ ॥
যথা হি কদলী নান্যা ত্বক্‌পত্রেভ্যোঽপি দৃশ্যতে
এবং বিশ্বমিদং নান্যত্ত্বৎস্থমীশ্বর দৃশ্যতে ॥ ১২৩
হ্লাদিনী ত্বয়ি শক্তিঃ সা ত্বয্যেকা সহভাবিনী ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥১২৪
পৃথগ্‌ভূতৈকভূতায় সর্ব্বভূতায় তে নমঃ ।
ব্যক্তং প্রধানং পুরুষো বিরাট্‌ সম্রাট্‌ তথা
ভবান্ ॥ ১২৫
সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বভূতস্ত্বং সর্ব্বঃ সর্ব্বস্বরূপধৃক্ ।
সর্ব্বং ত্বত্তঃ সমুদ্ভূতং নমঃ সর্ব্বাত্মনে ততঃ ॥ ১২৬

সর্ব্বাত্মকোঽসি সর্ব্বেশ সর্ব্বভূতস্থিতো যতঃ ।
কথয়ামি ততঃ কিং তে সর্ব্বং বেৎসি হৃদিস্থিতম্
যো মে মনোরথো দেব সফলঃ স ত্বয়া কৃতঃ ।
তপ্তং সুতপ্তং সফলং যদ্দৃষ্টোঽসি জগৎপতে ॥
ব্রহ্মোবাচ ।
তপসস্তৎফলং পুত্র যদ্দৃষ্টোঽহং ত্বয়াধুনা ।
মদ্দর্শনং হি বিফলং নারদেহ ন জায়তে ॥১২৯
বরং বরয় তস্মাত্ত্বং যথাভিমতমাত্মনঃ ।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে তাত ময়ি দৃষ্টিপথং গতে ॥১৩০
নারদ উবাচ ।
ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বস্যাস্তে ভবান্ হৃদি ।
কিমজ্ঞাতং তব স্বামিন্মনসা যন্ময়েপ্সিতম্ ॥১৩১
কৃতা ত্বয়া যথা সৃষ্টির্ময়া দৃষ্টা তথা বিভো ।
তেন মে কৌতুকং জাতং দৃষ্টা দেবর্ষিদানবান্
পুলস্ত্য উবাচ ।
নারদস্য পিতা তুষ্টো ব্রহ্মা দেবো দিবস্পতিঃ ।

গগন, মস্তক হইতে আকাশ, শ্রোত্র হইতে দিক্‌সমূহ, পদদ্বয় হইতে ক্ষিতি, এইরূপে সকলই আপনা হইতে উদ্ভূত। যেমন ক্ষুদ্র বীজে মহান্ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ বিরাজ করে, তেমনি আপনি বীজস্বরূপে থাকিয়া এই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছেন। বটবীজ যেমন প্রথমে অঙ্কুরিত হইয়া পরে ক্রমে বিস্তারলাভ করিয়া বিশাল বৃক্ষাকারে পরিণত হয়, সৃষ্টির পর জগৎও তেমনি বিস্তার লাভ করে। কদলী যেমন ত্বক্‌পত্রসমূহ হইতে পৃথক্ দেখা যায় না, তেমনি এই বিশ্বও তোমাতে অবস্থিত বৈ অন্য কোনরূপ দৃষ্ট হয় না। সগুণাবস্থায় তোমাতেই হ্লাদিনী শক্তি বিরাজিত থাকে, সেই শক্তিই তোমার সহভাবিনী। কিন্তু তুমি যখন নির্গুণ ভাব পরিগ্রহ কর, তখন তোমাতে হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা শক্তিরও কিছুমাত্র স্ফুরণ থাকে না। তুমি পৃথক্‌ভূত হইয়াও একভূত, এবং তুমিই সর্ব্বভূত, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্যক্ত প্রধান, পুরুষ, বিরাট, সম্রাট্, সর্ব্বত্র সর্ব্বভূত-রূপে অবস্থিত; আপনি সর্ব্ব, সর্ব্বস্বরূপধারী; এই সকলই আপনা হইতে উদ্ভূত আপনি সর্ব্বাত্মা, আপনাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্বেশ! আপনি সর্ব্বাত্মক, আপনিই সর্ব্বভূতে অবস্থিত। অতএব আপনাকে আর আমি কি বলিব? আপনি হৃদয়স্থ সকলই অবগত আছেন। হে দেব! আমার যাহা মনোরথ তাহা আপনি সফল করিয়াছেন। হে জগৎপতে! আপনাকে যে দেখিলাম, ইহাই আমার তপস্যার সাফল্য।১১৪—১২৮। ব্রহ্মা কহিলেন,—পুত্র! তুমি যে আমায় দেখিলে, ইহাই তোমার তপঃফল। হে নারদ! আমার দর্শন কখনও বিফল হয় না। অতএব তুমি নিজের অভিমত বর প্রার্থনা কর। হে তাত! আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে সকলই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। নারদ কহিলেন,—হে ভগবন্ সর্ব্বভূতপতে! আপনি সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত। আমার যাহা মনোবাসনা, হে স্বামিন্! তাহা কি আপনার অবিজ্ঞাত? হে বিভো! আপনি যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। তাহাতে দেবর্ষি ও দানবদিগকে দেখিয়া আমার কৌতুক জন্মিয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—নারদপিতা

নারদায় বরঃ প্রাদাদ্ ঋষাণামুত্তমো ভবান্॥
ভবিতা মৎপ্রসাদেন কলিকেলিকথাপ্রিয়ঃ।
গতিশ্চ তে প্রতিহতা দিবি ভূমৌ রসাতলে॥
যজ্ঞোপবীতসূত্রেণ যোগপট্টাবলম্বিকা।
ছত্রিকা চ তথা বীণা অলঙ্কারায় তেঽনঘ॥১৩৫
বিষ্ণোঃ সমীপে রুদ্রস্য তথা শক্রস্য নারদ।
দ্বীপেষু পার্থিবানাঞ্চ সদাপ্রীতিশ্চ সম্প্যসে॥
বর্ণানাঞ্চ ভবান্ শাস্তা বরো দত্তো ময়া তব।
তিষ্ঠ পুত্র যথাকামং সেব্যমানঃ সুরৈর্দিবি॥১৩৭

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে লক্ষ্ম্যুৎ-
পত্তির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

কথং সতী দক্ষসুতা দেহং ত্যক্তবতীং শুভা।
দক্ষযজ্ঞস্তু রুদ্রেণ বিধ্বস্তঃ কেন হেতুনা॥ ১
এতন্মে কৌতুকং ব্রহ্মন্ কথং দেবো মহেশ্বরঃ।
জগামাথ ক্রোধবশং ত্রিপুরারির্মহাযশাঃ॥ ২

পুলস্ত্য উবাচ।

গঙ্গাদ্বারে পুরা ভীষ্ম দক্ষো যজ্ঞমথারভৎ।
তত্র দেবাসুরগণাঃ পিতরোঽথ মহর্ষয়ঃ॥ ৩
সমাজগ্মুর্মুদা যুক্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
নাগা যক্ষাঃ সুপর্ণাশ্চ বীরুদোষধয়স্তথা॥ ৪
কশ্যপো ভগবানত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
প্রচেতসোঽঙ্গিরাশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ মহাতপাঃ॥ ৫
তত্র বেদীং সমাং কৃত্বা চাতুর্হোত্রং ন্যবেশয়ৎ।
হোতা বসিষ্ঠস্তত্রাসীদঙ্গিরাধ্বর্য্যুসত্তমঃ॥ ৬
বৃহস্পতিরথোদ্গাতা ব্রহ্মা বৈ নারদস্তথা।
যজ্ঞকর্ম্মপ্রবৃত্তৌ তু হূয়মানেষু চাগ্নিষু॥ ৭
আগতা বসবঃ সর্ব্ব আদিত্যা দ্বাদশৈব তু।
অশ্বিনৌ মরুতশ্চৈব মনবশ্চ চতুর্দ্দশ॥ ৮
এবং যজ্ঞে প্রবৃত্তে তু হূয়মানেষু চাগ্নিষু।
বিভূতিং তাং পরাং তত্র ভক্ষ্যভোজ্য-
কৃতাং শুভাম্॥ ৯

ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া নারদকে বরপ্রদান করিলেন; বলিলেন—তুমি মৎপ্রসাদে ঋষিগণের উত্তম হইবে, কলিকেলি-কথা তোমার প্রিয় হইবে এবং স্বর্গে, ভূতলে ও রসাতলে সর্ব্বত্রই তোমার গতি অপ্রতিহত হইবে। যজ্ঞোপবীত সূত্র, যোগপট্ট, ছত্রিকা, এবং বীণা এই সকল তোমার অলঙ্কার হইবে। হে নারদ! বিষ্ণুর রুদ্রের ইন্দ্রের এবং পার্থিবগণের সমীপে তথা সমস্ত দ্বীপপুঞ্জে সদা তুমি প্রীতিলাভ করিবে। তুমি বর্ণসমূহের শাস্তা হইবে, ইহাই আমি তোমাকে বরদান করিলাম। পুত্র! তুমি সুরগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া স্বর্গে যথেচ্ছ অবস্থান কর। ১২৯—১৩৭।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—দক্ষসুতা শুভা সতী কি জন্য দেহত্যাগ করেন এবং কি কারণেই বা রুদ্র কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ বিধ্বস্ত হইয়াছিল? হে ব্রহ্মণ্য! এ বিষয়ে আমার আরও একটা কৌতূহল এই যে, ত্রিপুরারি মহাযশা মহেশ্বর কিরূপে ক্রোধের বশতাপন্ন হইলেন? পুলস্ত্য কহিলেন,—ভীষ্ম! পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞারম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে দেবাসুরগণ, পিতৃগণ, মহর্ষিগণ, নাগ, যক্ষ, সুপর্ণ, বীরুধ ও ওষধিগণ আগমন করিলেন। ভগবান্ কশ্যপ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, অঙ্গিরা, ও বশিষ্ঠ সমাগত হইলেন। তথায় সমীকৃত বেদী প্রস্তুত এবং চাতুর্হোত্র সন্নিবেশিত হইল। ঐ যজ্ঞে বশিষ্ঠ হোতা, অঙ্গিরা অধ্বর্য্যু, বৃহস্পতি উদ্গাতা, এবং নারদ ব্রহ্মা হইলেন। যজ্ঞকর্ম্মের আরম্ভে যখন অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইতে লাগিল, তখন অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ ও চতুর্দ্দশ মনু আগমন করিলেন। এইরূপে যজ্ঞকর্ম্মের আরম্ভে যখন অগ্নিতে হোমারম্ভ

আলোক্য সর্বতো ভূমিং সমন্তাদ্দশযোজনম্।
মহাবেদী কৃতা তত্র সর্বৈস্তত্র সমন্বিতৈঃ ॥ ১০
সর্বান্ দেবান্ শক্রমুখ্যান্ যজ্ঞে দৃষ্ট্বা সতী শুভা
তদা সানুনয়ং বাক্যং প্রজাপতিমভাষত ॥ ১১
সত্যুবাচ।
ঐরাবতং সমারূঢ়ো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
পত্ন্যা শচ্যা সমায়াতঃ কৃতাবাসঃ শতক্রতুঃ ॥১২
পাপানাং যো যময়িতা ধর্ম্মেণাধর্ম্মিণাং প্রভুঃ।
পত্ন্যা ধূমোর্ণয়া সার্দ্ধমিহায়াতঃ স দৃশ্যতে ॥১৩
যাদসাঞ্চ পতির্দ্দেবো বরুণো লোকভাবনঃ।
গৌর্য্যা পত্ন্যা সহায়াতঃ প্রচেতা মণ্ডপে স্থিহ ॥
সর্ব্বযক্ষাধিপো দেবঃ পুত্রো বিশ্রবসো মুনেঃ।
পত্ন্যা স্থিহ সমায়াতঃ সহ দেব্যা ধনাধিপঃ ॥১৫
মুখং যঃ সর্ব্বদেবানাং জন্তূনামুদরে স্থিতঃ।
বেদা যদর্থমুৎপন্নাঃ সোঽয়ং যজ্ঞমুপাগতঃ ॥ ১৬
নির্ঋতী রাক্ষসেন্দ্রোঽসৌ দিক্‌পতিত্বে
নিয়োজিতঃ।
স চ স্থিহাগতস্তাত পত্ন্যা সার্দ্ধং কৃতাবিহ ॥ ১৭
আয়ুঃপ্রদো জগত্যস্মিন্ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা
প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানাহ্বয়স্তথা ॥
একোনপঞ্চাশৎকেন গণেন পরিবারিতঃ।
যজ্ঞে প্রজাপতেশ্চাসৌ বায়ুর্দেবঃ সমাগতঃ ॥১৯
দ্বাদশাত্মা গ্রহাধ্যক্ষশ্চক্ষুষী জগতস্থিহ।
পাতি বৈ ভুবনং সর্ব্বং দেবানাং যঃ পরায়ণঃ ॥
আয়ুষশ্চ বনানাঞ্চ দিবসানাং পতির্হি যঃ।
সংজ্ঞাপতিরিহায়াতো ভাস্করো লোকপাবনঃ।
অত্রিবংশসমুদ্ভূতো দ্বিজরাজো মহাযশাঃ।
নয়নানন্দজননো লোকনাথো ধরাতলে ॥ ২২
ওষধীনাং পতিশ্চাপি বিরুধামপি সর্ব্বশঃ।
উড়ুনাথঃ সপত্নীক ইহায়াতঃ শশী তব ॥ ২৩
বসবোঽষ্টৌ সমায়াতা অশ্বিনৌ চ সমাগতৌ।
বৃক্ষো বনস্পতিশ্চাপি গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥২৪
বিদ্যাধরা ভূতসঙ্ঘা বেতালা যক্ষরাক্ষসাঃ।

হইল, তখন সতী দশযোজন বিস্তৃত ভূভাগের সর্ব্বদিকে সেই যজ্ঞের ভক্ষ্য-ভোজ্য-কৃতা মহাবিভূতি অবলোকন করিলেন; দেখিলেন, তথায় এক মহাবেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে ইন্দ্রপ্রমুখ সর্ব্বদেব সম্মিলিত হইয়াছেন। শুভা সতী তাহা দেখিয়া প্রজাপতিকে সানুনয়ে কহিলেন,—দেবরাজ শতক্রতু পত্নী শচীর সহিত ঐরাবতারোহণে আগমন করিয়া এইস্থানে বাস করিতেছেন। যিনি ধর্ম্ম্য শাসনে অধার্ম্মিকগণের পাপের দণ্ড বিধান করেন, দেখিতেছি সেই যমরাজ পত্নী ধূমোর্ণার সহিত এইখানে উপস্থিত হইয়াছেন। যিনি জলজন্তুগণের পতি সেই লোকভাবন বরুণদেব পত্নী গৌরীর সহিত এই মণ্ডপে অবস্থান করিতেছেন। বিশ্রবা মুনির পুত্র, সর্ব্বযক্ষের অধিপতি ধনাধিপ কুবেরও পত্নীর সহিত এখানে আগমন করিয়াছেন। যিনি সর্ব্বদেবের মুখ, সর্ব্বজন্তুর উদরে যাঁহার অবস্থান, বেদ সকল যাঁহারই জন্য সমুৎপন্ন, এই সেই বহ্নিদেব এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। যিনি দিক্‌পতিত্বে নিয়োজিত রহিয়াছেন, সেই রাক্ষসেন্দ্র নির্ঋতি স্বীয় পত্নীর সহিত এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন। যিনি পুরাকালে ব্রহ্মা কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়া এ জগতে আয়ুঃপ্রদরূপে বিরাজ করিতেছেন, প্রাণ অপান ব্যান উদান ও সমান নামে যিনি পরিচিত, একপঞ্চাশৎ বায়ুগণে যিনি পরিবারিত, সেই প্রজাপতি বায়ুদেবও এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন। যিনি গ্রহগণের অধ্যক্ষ দ্বাদশাত্মা, এই জগতের যিনি লোচনস্বরূপ, দেবগণের যিনি আশ্রয়, এই ভুবনসমূহের যিনি পরিরক্ষক, যিনি আয়ু বল ও দিবসসমূহের পতি, সেই সংজ্ঞাপতি লোকপাবন ভাস্করও এ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন। যিনি অত্রিবংশজাত মহাযশা দ্বিজরাজ, জগতের নয়নানন্দদাতা লোকনাথ, ওষধি ও বীরুধসমূহের পতি, সেই নক্ষত্রনাথ শশধর এখানে সপত্নীক উপস্থিত হইয়াছেন।১—২৩। এতদ্ব্যতীত অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বৃক্ষ, বনস্পতি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ বিদ্যাধরগণ, ভূতগণ,

পিশাচাশ্চোগ্রকর্ম্মাণস্তথান্যে জীবহারকাঃ ॥২৫
নদ্যো নদাঃ সমুদ্রাশ্চ দ্বীপাশ্চ সহ পর্ব্বতৈঃ।
গ্রাম্যারণ্যাশ্চ পশবো যদিঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি ॥২৬
কশ্যপো ভগবানত্রির্বসিষ্ঠশ্চাপরৈঃ সহ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ২৭
পুণ্যা রাজর্ষয়শ্চৈব পৃথিব্যাং যে চ পার্থিবাঃ।
বর্ণাশ্চাশ্রমিণশ্চৈব সর্ব্বে যে কর্ম্মকারিণঃ ॥ ২৮
কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মী সৃষ্টিরিহাগতা।
ভগিন্যো ভাগিনেয়াশ্চ ভগিনীপতয়স্তিমে ॥২৯
স্বভার্য্যাসহিতাঃ সর্ব্বে সপুত্রাঃ সহবান্ধবাঃ।
ত্বয়া সমর্চ্চিতাঃ সর্ব্বে দান-মান-পরিগ্রহৈঃ।
আমন্ত্রণামন্ত্রিতানাং সর্ব্বেষাং মাননা কৃতা ॥৩০
এক এবাত্র ভগবান্ পতির্মে ন সমাগতঃ।
বিনা তেন ত্বিদং সর্ব্বং শূন্যবৎপ্রতিভাতি মে ॥
মন্যে চাহন্তু ভবতা পতির্মে ন নিমন্ত্রিতঃ।
বিস্মৃতস্তে ভবেন্নূনং সর্ব্বং শংসতু মে ভবান্॥

পুলস্ত্য উবাচ।

তস্যাস্তদুক্তং বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥৩৩
পতিস্নেহসমাযুক্তাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
অঙ্কমারোপ্য তাং বালাং সাধ্বীং পতিপরায়ণাম্
পতিব্রতাং মহাভাগাং পতিপ্রিয়হিতৈষিণীম্।
প্রাহ গম্ভীরভাবেন শৃণু বৎসে যথাতথম্ ॥ ৩৫
যেনাদ্য কারণেনেহ পতিস্তে ন নিমন্ত্রিতঃ।
কপালপাত্রধৃক্ চর্ম্মী ভস্মাবৃততনুস্তথা ॥ ৩৬
শূলী মুণ্ডী চ নগ্নশ্চ শ্মশানে রমতে সদা।
বিভূত্যাঙ্গানি সর্ব্বাণি পরিমার্ষ্টি চ নিত্যশঃ ॥৩৭
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানো হস্তিচর্ম্মপরিচ্ছদঃ।
কপালমালাং শিরসি খট্বাঙ্গঞ্চ করে স্থিতম্ ॥৩৮
কট্যাং বৈ গোনসং বদ্ধা লিঙ্গেঽস্থ্নাং বলয়ং তথা।
পন্নগানাস্তু রাজানমুপবীতঞ্চ বাসুকিম্ ॥ ৩৯
কৃত্বা ভ্রমতি চানেন রূপেণ সততং ক্ষিতৌ।
নগ্না গণাঃ পিশাচাশ্চ ভূতসঙ্ঘা হ্যনেকশঃ ॥ ৪০

বেতালগণ, যক্ষ ও রাক্ষসগণ, উগ্রকর্ম্মা প্রাণিঘাতক পিশাচগণ নদী নদ সমুদ্র দ্বীপ ও পর্ব্বতগণ, গ্রাম্য ও আরণ্য পশুগণ, ভগবান্ কশ্যপ, অত্রি বশিষ্ঠ পুলস্ত্য পুলহ সনকাদি মহর্ষিগণ, পুণ্যচরিত রাজর্ষিগণ, পৃথিবীস্থ যাবতীয় পার্থিবগণ, বর্ণসমূহ, আশ্রমসমূহ, অধিক আর বলিব কি, যাবতীয় ব্রাহ্মী সৃষ্টিই এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন। এই সকল ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভগিনীপতিগণ স্ব স্ব ভার্য্যা ও বন্ধুবান্ধবগণসহ এই স্থানে আসিয়াছেন। আপনিও ইঁহাদিগকে দান মান ও পরিগ্রহ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছেন; সমস্ত আমন্ত্রিতগণেরই সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র মৎপতি ভগবান্ ভব এ যজ্ঞে আগমন করেন নাই। সেই পতিদেব ব্যতীত সমস্তই আমার নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার মনে হয়, আপনি আমার পতিকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আপনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। যা হউক, এ বিষয়ে সকল বিবরণ আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—দক্ষ প্রজাপতি সতীর সেই বাক্যাবলী শুনিয়া পতিস্নেহযুতা সতীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সতী তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী, তিনি সেই পতিগত-প্রাণা,—পতিপ্রিয়হিতৈষিণী, মহাভাগা, সাধু-শীলা কন্যাকে গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—বৎসে! যে কারণে তোমার পতিকে আমি নিমন্ত্রণ করি নাই, তাহার যথাযথ বিবরণ শ্রবণ কর। তোমার পতি কপালপাত্রধারী, চর্ম্মী, শূলী, মুণ্ডী, নগ্ন এবং ভস্মাবৃত-দেহ। সর্ব্বদা শ্মশানেই তাহার অনুরাগ, পতি তোমার নিত্য নিত্য বিভূতি রাশি দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করে, ব্যাঘ্রচর্ম্ম তাহার পরিধান; গজ-চর্ম্ম তাহার পরিচ্ছদ, মস্তক তাহার কপাল-মালা, করে তাহার খট্বাঙ্গ ।২৪—৩৮। তোমার পতির কটিতে গোনস এবং লিঙ্গে অস্থিবলয় আবদ্ধ। পন্নগকুলের রাজা বাসুকিকে সে উপবীত করিয়াছে। এইরূপ আকারে পতি তোমার পৃথিবী ভ্রমণ করে। তোমার পতির সহচর অনুচর ভূত প্রমথ পিশাচ সকলেই

ত্রিনেত্রশ্চ ত্রিশূলী চ গীতনৃত্যরতঃ সদা।
কুৎসিতানি তথান্যানি সদা তে কুরুতে পতিঃ
ত্রপাকরো ভবেন্মহ্যং দেবানাং সন্নিধিঃ কথম্।
কীদৃক্ চ বসনং তস্য কেতনং প্রতি নার্হতি।।
এতৈর্দোষৈর্ময়া বৎসে লোকানাঞ্চৈব লজ্জয়া।
নাহবানন্তু কৃতং তস্য কারণেন ময়া সুতে।। ৪৩
যজ্ঞস্যাস্য সমাপ্তৌ তু পূজাং কৃত্বা ত্বয়া সহ।
আনীয় তব ভর্ত্তারং ত্বয়া সহ ত্রিলোচনম্।। ৪৪
ত্রৈলোক্যস্যাধিকাং পূজাং করিষ্যামি চ সৎকৃতৈঃ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ত্রপায়াঃ কারণং মহৎ।।৪৫
নাত্র মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যঃ সর্ব্বঃ স্বং ভাগমর্হতি।
অন্যজন্মনি যৈর্যাদৃক্ কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।।
ইহ জন্মনি তে তাদৃক্ পুত্রিকে ভুঞ্জতে ফলম্।
পরিতাপং মা কৃথাস্ত্বং ফলং ভুঙ্ক্ষ্ব পুরাকৃতম্।৪৭
শ্রিয়ং পরগতাং দৃষ্টা রূপসৌভাগ শোভনাম্।
রূপঞ্চ কান্তিসৌভাগ্যং রম্যাণ্যা ভরণানি চ।।৪৮
কুলে মহতি বৈ জন্ম বপুশ্চাতীব সুন্দরম্।
পূর্ব্বভাগ্যৈস্তু লভ্যন্তে নরৈরেতানি সুব্রতে।।
মাত্মানং পরিনিন্দেথা মা চ ভাগ্যানি সুব্রতে।
ফলঞ্চৈবং বিধিকৃতং দাতুং কস্য তু কঃ ক্ষমঃ।।
নাস্তি বৈ বলবান্ কশ্চিন্ন মূঢ়ো ন চ পণ্ডিতঃ।
পণ্ডিত্যঞ্চ বলঞ্চৈব জায়তে পূর্ব্বকর্ম্মণঃ।। ৫১
এতে দেবা দিবং প্রাপ্তাঃ শোভমানাঃ
স্থিতাশ্চিরম্।
পূণ্যেন তপসা চৈব ক্ষেত্রেষু বিবিধেষু চ ।। ৫২
যদেভিরর্জ্জিতং পুণ্যং তস্যৈতে ফলভাগিনঃ।
এবমুক্তা ততঃ সা তু সতী ভীষ্ম রুষান্বিতা।। ৫৩
বিনিন্দমানা পিতরং ক্রোধেনারুণিতেক্ষণা।
এবমেতদ্‌যবা তাত ত্বয়া চোক্তং মমাগ্রতঃ।। ৫৪
সর্ব্বো জনঃ পুণ্যভাগী পুণ্যেন লভতে শ্রিয়ম্।
পুণ্যেন লভতে জন্ম পুণ্যে ভোগাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ

উলঙ্গ। সে নিজে ত্রেনেত্র, ত্রিশূলী, ও নিত্য নৃত্যগীতরত; তোমার পতি ইহা ভিন্ন অন্যান্য কুৎসিত ভাব সকলও প্রকাশ করিয়া থাকে। সে আমার বড়ই লজ্জাকর, কিরূপে তাহাকে দেবগণের সন্নিহিত করা যায়? তাহার বসন কেতন সকলই অদ্ভুত রকম! বৎসে! এই সকল দোষেই লোক লজ্জায় নিমিত্ত তাহাকে আমি নিমন্ত্রণ করি নাই। এই যজ্ঞাবসানে তোমার ভর্ত্তাকে আনিয়া তোমার সহিত তোমার ত্রিলোচন ভর্ত্তাকে পূজা করিব এবং সৎকারসমূহ দ্বারা তৎকালে ত্রৈলোক্যেরও অধিক সম্বর্দ্ধনা করিব। বৎসে! এই সমস্তই মহৎ লজ্জাকারণ তোমার নিকট বলিলাম। এ বিষয়ে তুমি দৈন্য করিও না! সকলেই স্ব স্ব ভাগ ভোগ করিয়া থাকে। জন্মান্তরে যাহারা যে যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছে, ইহজন্মে তাহারা সেইরূপ ফল ভোগ করে। পুত্রি! রূপ-সৌভাগ্য-শোভনা পরগতা শ্রী অবলোকন করিয়া তুমি পরিতাপ করিও না, পুরাকৃত ফল তুমিও ভোগ কর। রূপ, কান্তি, সৌভাগ্য, রম্য রম্য আভরণ, মহা কুলে জন্ম, এবং অতি সুন্দর দেব-এ সকল পূর্ব্ব সৌভাগ্যবলেই নরগণ লাভ করিয়া থাকে। হে সুব্রতে ! তুমি আত্মাকে বা নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করিও না; ইহাই বিধিবিহিত ফল। এ ফল দান করিবার অন্য কাহারও শক্তি নাই। কেহই বলবান্ মূর্খ বা পণ্ডিত নহে। পাণ্ডিত্য এবং বল সকলই পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে ঘটে। ৩৯ - ৫১। এই সকল দেব স্বর্গলাভ করিয়া সকলেই চিরকাল সুন্দরভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁরা নানা পূণ্যক্ষেত্রে পূণ্য তপস্যা করিয়া যে পূণ্যফল অর্জ্জন করিয়াছেন এক্ষণে তাহারই ফলভোগ করিতেছেন। পিতা এই কথা কহিলে সতী ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধা হইলেন। তাঁহার নয়ন ক্রোধে অরুণিত হইল। তিনি পিতাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, তাত! আপনি যে আমার নিকট বলিলেন, - সকল লোকই পুণ্যভাজন হইয়া পুণ্যবলে লক্ষ্মীলাভ করে, পুণ্যপ্রভাবেই উত্তম জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্যেই ভোগরাশি প্রতিষ্ঠিত; আপনার

তদয়ং জগতামীশঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ।
স্থানান্যেতানি সর্ব্বেষাং দত্তান্যেতেন ধীমতা।।
যে গুণাস্তস্য দেবস্য বক্তুং জিহ্বাপি বেধসঃ।
ন শক্তা খ্যাপনে তস্য দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ।। ৫৭
ভস্মাস্থি চ কপালানি শ্মশানে বসতিস্তথা।
গোনসাদ্যাশ্চ যে সর্পাঃ সর্ব্বে তে ভূষণীকৃতাঃ।।
ভূতপ্রেতা গণাস্তস্য পিশাচা গুহ্যকাস্তথা।
এষ ধাতা বিধাতা চ এষ পালয়িতা দিশঃ।। ৫৯
প্রসাদেন চ রুদ্রস্য প্রাপ্তস্বর্গঃ পুরন্দরঃ।
যদি রুদ্রেহস্তি দেবত্বং যদি সর্ব্বগতঃ শিবঃ।।৬০
সত্যেন তেন তে যজ্ঞং বিধ্বংসয়তু শঙ্করঃ।
যদ্যস্তি মে তপঃ কিঞ্চিৎ কশ্চিদ্ধর্ম্মোহথবা কৃতঃ
ফলেন তস্য ধর্ম্মস্য যজ্ঞস্তে নাশমর্হতি।
প্রিয়াহং যদি দেবস্য যদি মাং তারয়িষ্যতি।। ৬২
তেন সত্যেন তে গর্ব্বঃ সমাপ্তিমভিগচ্ছতু।
ইত্যুক্তা যোগমাস্থায় স্বদেহস্থেন তেজসা।। ৬৩
নির্দদাহ তদাত্মানং সদেবাসুরপন্নগৈঃ।
কিং কিমেতদিতি প্রোক্তে গন্ধর্ব্বগণগুহ্যকৈঃ।।
গঙ্গাকূলে তদা মুক্তো দেহো বৈ ক্রুদ্ধয়া তয়া।
সৌনকং নাম তত্তীর্থং গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে তটে ।।
শ্রুত্বা রুদ্রস্তু তদ্বার্ত্তাং পত্ন্যা নাশসুদুঃখিতঃ।
হন্তুং যজ্ঞং ধীরভবৎ দেবানামিহ পশ্যতাম্।। ৬৬
গণকোটিঃ সমাদিষ্টা গ্রহা বৈনায়কাস্তথা।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ দক্ষযজ্ঞবিনাশনে।। ৬৭
তৈর্গত্বা বিবুধাঃ সর্ব্বে যজ্ঞে নির্জ্জিত্য নাশিতাঃ
হতে যজ্ঞে তদা দক্ষো নিরুৎসাহো নিরুদ্যমঃ
উপগম্যাব্রবীদ্রস্তো দেবদেবং পিনাকিনম্।
ন জ্ঞাতোহসি ময়া দেব দেবানাং প্রভুরীশ্বরঃ
ত্বমস্য জগতোহধীশঃ সুরাঃ সর্ব্বে ত্বয়া জিতাঃ
কৃপাং কুরু মহেশান গণান্ সর্ব্বান্নিবর্ত্তয়।। ৭০
গণৈর্নানাবিধৈর্ঘোরৈর্নানাভূষণভূষিতৈঃ।

একথা সত্য; কিন্তু এই মৎপতি জগদীশ্বর সকলের অত্যুত্তম। এই ধীমান্ প্রভুই সকলকে এই সকল উত্তম স্থান প্রদান করিয়াছেন। সেই দেবদেবের যে সকল গুণ আছে, পরমেষ্ঠী বিধাতার রসনাও তাহা খ্যাপন করিতে সক্ষম নহে। ভস্ম, অস্থি, কপাল, শ্মশানে বাস, গোনসাদি সর্প-সকলই তাঁহার ভূষণীকৃত। ভূত, প্রেত, পিশাচ, গুহ্যক, এ সকলই তাঁহার স্বীয় গণ। ইনিই ধাতা বিধাতা এবং দিক্‌সমূহের পালয়িতা। এই রুদ্রের প্রসাদেই পুরন্দর স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যদি রুদ্রে দেবত্ব থাকে, যদি শিব সর্ব্বগত হন, তবে সেই সত্যবলেই শঙ্কর তোমার যজ্ঞধ্বংস করুন। আমার যদি কিছু তপঃসঞ্চয় থাকে, যদি আমি কিছু ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া থাকি তবে সেই তপোধর্ম্মবলে তোমার যজ্ঞধ্বংস হউক। যদি আমি দেবদেবের প্রিয়া হই, যদি তিনি আমার উদ্ধারকর্ত্তা হন, তবে সেই সত্যবলেই তোমার গর্ব্বের অবসান হউক। সতী এই কথা কহিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক স্বদেহস্থ তেজের দ্বারা স্বীয় কলেবর দগ্ধ করিলেন। দেব, অসুর, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব, গুহ্যকগণ সকলেই ইহা কি হইল কি হইল বলিয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধা সতী গঙ্গাকূলে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গার পশ্চিম তটে সেই স্থান সৌনকতীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। ৫২-৬৫। রুদ্র সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পত্নীবিয়োগে দুঃখিত হইলেন। দেবগণের সমক্ষেই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে তাঁহার অভিলাষ হইল। তিনি দক্ষযজ্ঞবিনাশের জন্য কোটীসংখ্যক ভূত, প্রেত, পিশাচ, গ্রহ, বিনায়ক, ও প্রমথদিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই যজ্ঞস্থলে গিয়া দেবগণকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিল; যজ্ঞধ্বংস হইল। যজ্ঞধ্বংস হইলে দক্ষ নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িলেন। তিনি দেবদেব পিনাকপাণির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে দেব! আপনি দেবগণের প্রভু ঈশ্বর, আপনাকে আমি চিনিতে পারি নাই। এ জগতের আপনিই একমাত্র অধীশ্বর। সুরগণ সকলেই আপনার নিকট পরাজিত। হে মহেশ! কৃপা করুন। আপনার অনুচর গণকে নিবারণ করুন। আপনার নানাবিধ

নানা বদনদন্তৌষ্ঠৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ।। ৭১
নানানাগেন্দ্রসন্দষ্ট-জটাভারোপশোভিতৈঃ।
সুদৃঢ়োদ্ধতদর্পাঢ্যৈর্ঘোরৈর্ঘোরনিঘাতিভিঃ।।৭২
কামরূপৈরকান্তৈশ্চ সর্ব্বকামসমন্বিতৈঃ।
অনিবার্যবলৈশ্চোগ্রৈর্যোগিভির্যোগগামিভিঃ।।
ব্যালোলকেসরজটৈর্দংষ্ট্রোৎকটহসন্মুখৈঃ।
করীন্দ্রকরটাটোপ-পাটনৈঃ সিংহদেহিভিঃ।। ৭৪
কেচিৎ পরমদাঘ্রাণ-ঘূর্ণদ্দীপসমপ্রভৈঃ।
বিচিত্রচিত্রবসনৈর্দ্ধীরধীরবাবাদিভিঃ।। ৭৫
মৃগব্যাঘ্রসিংহরুতৈস্তরক্ষুজিনধারিভিঃ।
ভুজঙ্গহারবলয়-কৃতযজ্ঞোপবীতকৈঃ।। ৭৬
শূলাসিপট্টিশধরৈঃ পরশুপ্রাসহস্তকৈঃ।
বজ্রক্রকচ-কোদন্ড-কালদন্ডাস্ত্রপাণিভিঃ।। ৭৭
গণেশ্বরৈঃ সুদুর্দ্ধর্ষৈর্বৃতঃ সূর্য্যো গ্রহৈরিব।
দেবদেব মহাদেব নষ্টো যজ্ঞো দিবং গতঃ।। ৭৮

মৃগরূপধরো ভূত্বা ভয়ভীতস্ত শঙ্কর।
নমঃ শঙ্খাভদেবায় সগণায় সনন্দিনে।। ৭৯
বৃষাসনায় সোমায় ক্রতুকালান্তকায় চ।
নমো দিক্‌চর্ম্মবস্ত্রায় নমস্তে তীব্রতেজসে।। ৮০
ব্রহ্মণে ব্রহ্মদেহায় ব্রহ্মণ্যায়ামিতায় চ।
গিরীশায় সুরেশায় ঈশানায় নমো নমঃ।। ৮১
রুদ্রায় প্রতিবজ্রায় শিবায় ক্রথনায় চ।
সুরাসুরাধিপতয়ে যতীনাং পতয়ে নমঃ।। ৮২
ধূম্রোগ্রায় বিরূপায় যজ্বনে ঘোররূপিণে।
বিরূপাক্ষাশুভাক্ষায় সহস্রাক্ষায় বৈ নমঃ।। ৮৩
মুন্ডায় চন্ডমুন্ডায় বরখট্টাঙ্গধারিণে।
কব্যরূপায় হব্যায় সর্ব্বসংহারিণে নমঃ।। ৮৪
ভক্তানুকম্পিনেহত্যর্থং রুদ্রজাপ্যস্তুতায় চ।
বিরূপায় সুরূপায় রূপানাং শতকারিণে।। ৮৫
পঞ্চাস্যায় শুভাস্যায় চন্দ্রাস্যায় নমো নমঃ।
বরদায় বরার্হায় কূর্ম্মায় চ মৃগায় চ।। ৮৬

অনুচর ঘোরদর্শন ও নানা ভূষণে ভূষিত; তাহারা নানাবিধ বদন, দন্ত ওষ্ঠযুত এবং নানাবিধ প্রহরণধারী। তাহাদের অনেকে বিবিধ নাগেন্দ্রোপরি সমাসীন এবং বহুল জটাভারে ভূষিত। তাহারা সুদৃঢ়, উদ্ধত, দর্পযুক্ত, ঘোর এবং ঘোরনিপাতী। তাহাদের মধ্যে অনেকে কামরূপী, অনেকে বিকৃতরূপী, অনেকে সর্ব্বকামান্বিত। তাহারা অনিবার্য্য-বলশালী, উগ্রকর্ম্মা এবং কেহ কেহ যোগী ও কেহ ও কেহ বা যোগগামী। তাহাদের কেহ কেহ বিলোল কেশর ও জটাশালী এবং কেহ কেহ দংষ্ট্রোৎকট সহাস্যমুখ। কেহ করীন্দ্রকরটা-বিপাটনপটু সাটোপ সিংহদেহধারী। কেহ পরমদপানে ঘূর্ণিত দীপসমপ্রভ। কাহারও কাহারও বসন চিত্র বিচিত্র। কেহ কেহ ধীর ও ধীরবাদী, কাহারও কাহারও রব মৃগ ব্যাঘ্র ও সিংহের ন্যায়। কেহ কেহ তরক্ষু-চর্ম্ম-ধারী। কেহ কেহ ভুজঙ্গ দ্বারা হার বলয় ও যজ্ঞোপবীত পরিয়াছে। কেহ কেহ শূল অসি ও পট্টিশ ধারণ করিয়াছে। কাহারও কাহারও হস্তে পরশু, প্রাস, বজ্র ক্রকচ, কোদন্ড ও কালদন্ডাস্ত্র শোভা পাইতেছে। ঈদৃশ সুদুর্দ্ধর্ষ, গণেশ্বরগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া গ্রহগণাবৃত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। হে শঙ্কর! ভয়-ভীত যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলাইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে দেব! তুমি শঙ্খাভ, সগণ নন্দীসহ তোমাকে নমস্কার করি। ৬৬-৭৯। তুমি বৃষাসন, সোম, ক্রতুকালান্তক, তোমাকে নমস্কার। তুমি দিগ্‌বসন, তীব্রতেজা তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, ব্রহ্মদেহ, ব্রহ্মণ্য, অমিত, গিরীশ, সুরেশ, ঈশান, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি রুদ্র, বজ্রনিবারক, শিব, ক্রথন, সুরাসুরাধিপতি, যতিগণপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধূম্রোগ্র, বিরূপ, যজ্বা, ঘোররূপী, বিরূপাক্ষ, অশুভাক্ষ, সহস্রাক্ষ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মুন্ড, চন্ডমুন্ড, বরখট্টাঙ্গ ধারী, কব্যরূপ, হব্যরূপ, সর্ব্বসংহারী, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভক্তানুকম্পী, রুদ্রজাপ্যস্তুত, বিরূপ, সুরূপ, শতরূপকারী, পঞ্চাস্য, শুভাস্য, চন্দ্রাস্য, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি বরদ,

লীলালকশিখণ্ডায় কমণ্ডলুধরায় চ।
বিশ্বনাম্নেহথ বিশ্বায় বিশ্বেশায় নমো নমঃ।। ৮৭
ত্রিনেত্র ত্রাণমস্মাকং ত্রিপুরঘ্ন বিধীয়তাম্।
বাঙ্মনঃকায়ভাবৈস্তু প্রপন্নস্য মহেশ্বর।। ৮৮
এবং স্তুতস্তদা দেবো দক্ষেণাপন্নদেহিনা।
দিব্যেনানেন স্তোত্রেণ ভৃশমারাধিতস্তদা।। ৮৯
সমগ্রং তে যজ্ঞফলং ময়া দত্তং প্রজাপতে।
সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং ফলং প্রাপ্স্যস্যনুত্তমম্।।৯০
এবমুক্তো ভগবতা প্রণম্যাথ সুরেশ্বরম্।
জগাম স্বনিকেতন্তু গণানামেব পশ্যতাম্।। ৯১
পত্ন্যাঃ শোকেন বৈ দেবো গঙ্গাদ্বারে তদা স্থিতঃ।
তাং সতীং চিন্তয়ানস্তু কনু সা মে প্রিয়া গতা।।
তস্য শোকাভিভূতস্য নারদো ভবসন্নিধৌ।
সা তে সতী যা দেবেশ ভার্য্যা প্রাণসমা মৃতা।।
হিমবদ্দুহিতা সা চ মেনাগর্ভসমুদ্ভবা।
জগ্রাহ দেহমন্যং সা বেদবেদার্থবেদিনী।। ৯৪
শ্রুত্বা দেবস্তদা ধ্যানমবতীর্ণামপশ্যত।
কৃতকৃত্যমথাত্মানং কৃত্বা দেবস্তদা স্থিতঃ।। ৯৫
সম্প্রাপ্তযৌবনা দেবী পুনরেব বিবাহিতা।
এবং হি কথিতং ভীষ্ম যথা যজ্ঞো হতঃ পুরা।।
ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে যজ্ঞ-
বিধ্বংসো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।। ৫।।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
উৎপত্তিং বিস্তরেণেমাং গুরো ব্রূহি যথাবিধি।।১
পুলস্ত্য উবাচ।
সঙ্কল্পাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষাং সৃষ্টিরুচ্যতে।
দক্ষাৎ প্রাচেতসাদূর্দ্ধং সৃষ্টির্মৈথুনসম্ভবা।। ২

বরার্হ , কূর্ম্ম, মৃগ, লীলা কশিখণ্ড, কমণ্ডলুধর, বিশ্বনামা, বিশ্ব, বিশ্বেশ, তোমায় নমস্কার নমস্কার। হে ত্রিনেত্র! হে ত্রিপুরঘ্ন! আমাদিগকে ত্রাণ করুন। হে মহেশ্বর! আমি কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাপন্ন। আপন্নদেহ দক্ষ এইরূপে স্তব করিলে তখন দেব দেব দিব্য স্তোত্র দ্বারা অতিমাত্র অরাধিত হইয়া কহিলেন, - হে প্রজাপতে! আমি আপনাকে সমগ্র যজ্ঞফল প্রদান করিলাম; আপনি সর্ব্বকাম সিদ্ধির নিমিত্ত অনুত্তম ফল প্রাপ্ত হইবেন। ভগবান্ এই কথা কহিলে, দক্ষ সেই সুরেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বগণ সমক্ষেই নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দেবদেব পত্নীর শোকে গঙ্গা- দ্বারেই অবস্থিত হইলেন! 'প্রিয়া আমার কোথায় গেল' এই বলিয়া তিনি সেই সতীকেই সর্ব্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সেই শোকাভিভূত ভবের সন্নিধানে নারদ আসিয়া বলিলেন,- হে দেবেশ। আপনার প্রাণসমা সতী ভার্য্যা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই বেদ-বেদার্থবাদিনী দেবী মেনার গর্ভে হিমলয়েরদুহিতারূপে অন্য দেহ ধারণ করিয়াছেন। দেবদেব সেই কথা শুনিয়া ধ্যানাবলম্বনে দেবীর অবতার অবলোকন করিলেন এবং আত্মাকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া তৎকালেঅবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দেবী যৌবন প্রাপ্ত হইলে পুনরায় তাঁহাকেবিবাহ করিলেন। হে ভীষ্ম! পুরাকালে যেরূপে যজ্ঞ হত হইয়াছিল, এই আমি তাহা কহিলাম।৮০-৯৬ পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,-গুরো! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণের উৎপত্তি বিস্তৃতভাবে বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,- পূর্ব্ব পূর্ব্বগণের সৃষ্ট-সঙ্কল্পে, দর্শনে এবং স্পর্শনেই উক্ত হইয়াছে। দক্ষ প্রজাপতির পূর্ব্ব পর্যন্ত এইরূপই চলিয়া আসিয়াছে। পরে

যথা সসর্জ্জ চৈবসৌ তথৈব শৃণু কৌরব।
যদা তু সৃজতস্তস্য দেবর্ষিগণপন্নগান্।। ৩
ন বৃদ্ধিমগমল্লোকস্তদা মৈথুনযোগতঃ।
দক্ষঃ পুত্রসহস্রাণি তদাসিক্ল্যামজীজনৎ।। ৪
তাংস্তু দৃষ্ট্বা মহাভাগান্ সিসৃক্ষুন্ বিবিধাঃ প্রজাঃ
নারদঃ প্রাহ হর্য্যশ্বান্ দক্ষপুত্রান্ সমাগতান্।। ৫
ভুবঃ প্রামাণং সর্ব্বস্তু জ্ঞাত্বোর্দ্ধমধ এব বা।
ততঃ সৃষ্টিং বিশেষেণ কুরুধ্বমুষিসত্তমাঃ ।। ৬
তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রয়াতাঃ সর্ব্বতো দিশম্
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রাদিব সিন্ধবঃ।। ৭
হর্য্যশ্বেষু প্রনষ্টেষু পুনর্দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
বীরিণ্যামেব পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎ প্রভুঃ।। ৮
শবলাশ্বা নাম তে চ সমেতাঃ সৃষ্টিকর্ম্মণি।
নারদোহনুগতান্ প্রাহ পুনস্তান্ পূর্ব্ববন্মুনিঃ।। ৯
ভুবঃ প্রমাণং সর্ব্বস্তু জ্ঞাত্বা ভ্রাতৄনথো পুনঃ।
আগত্য চ পুনঃ সৃষ্টিং করিষ্যথ বিশেষতঃ।। ১০
তেহপি তেনৈব মার্গেণ জগ্মুর্ভ্রাত্রনুগাস্তদা।
ততঃ প্রভৃতি ন ভ্রাতুঃ কনীয়ান্মার্গমুচ্ছতি।। ১১
অন্বেষ্টা দুঃখমাপ্নোতি তেন তৎপরিবর্জ্জয়েৎ।
ততস্তেস্বপি নষ্টেষু ষষ্টিং কন্যাঃ প্রজাপতিঃ।।১২
বীরিণ্যাং জনয়ামাস দক্ষঃ প্রাচেতসস্তদা।
প্রাদাৎ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।। ১৩
বিংশতিং সপ্ত সোমায় চতস্রোহরিষ্টনেমিনে।
দ্বে চৈব ভৃগুপুত্রায় দ্বে কৃশাশ্বায় ধীমতে।। ১৪
দ্বে চৈবাঙ্গি রসে প্রাদাত্তাসাং নামানি বিস্তরাৎ।
শৃণু ত্বং দেবমাতৃণাং প্রজাবিস্তারমাদিতঃ।।১৫
অরুন্ধতী বসুর্যামির্লম্বা ভাণুর্মরুত্বতী।
সঙ্কল্পা চ মুহুর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ ভামিনী।। ১৬
ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাখ্যাতাস্তাসাং পুত্রান্নিবোধ মে।

দক্ষ হইতেই মৌথুনরাজ সৃষ্টি আরম্ভ হয়। হে কৌরব! তিনি যেভাবে সৃষ্টি বিস্তার করেন, তাহা শ্রবণ কর। দক্ষ পূর্ব্ব নিয়মে দেবঋ ষি ও পন্নগ সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া যৎকালে দেখিলেন-তাহা আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না, তখন তিনি মৌথুনযোগে অসিক্লীগর্ভে সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। মহর্ষি নারদ সেই সকল মহাভাগ দক্ষপুত্র হর্য্যশ্বগণকে বিবিধ প্রজা সৃষ্টিকরণে অভিলাষী দর্শন করিয়া কহিলেন,-হে ঋষিসত্তমগণ! তোমরা এই ভূমন্ডলের উর্দ্ধ অধঃ সকল দিকের পরিমাণ সম্যকরূপে জানিয়া পরে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তাঁহারা নারদের বাক্য শুনিয়া নানাদিকে প্রস্থান করিলেন। সমুদ্র হইতে সিন্ধুসমূহের ন্যায় অদ্যাপি তাঁহারা সেই সকল দিক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। হর্য্যশ্বগণ অন্তর্দ্ধান করিলে দক্ষ প্রজাপতি পুনরায় বীরিণীর গর্ভে সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ সহস্র পুত্র শবলাশ্ব নামে বিখ্যাত হইল। অনন্তর তাঁহারা সৃষ্টিকার্য্যে সমবেত হইলে নারদ মুনি সেই সকল অনুগত শবলাশ্বকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ বুঝাইয়া বলিলেন,-তোমরা প্রথমতঃ সকল ভূমির প্রমাণ এবং পূর্ব্বগত ভ্রাতৃবর্গের অনুসন্ধান লইয়া আইস, আসিয়া বিশেষ ভাবে সৃষ্টি বিস্তার করিও। শবলাশ্বগণও ভ্রাতৃগণের অনুবর্ত্তী হইয়া সেই পথেই প্রস্থান করিলেন। সেই হইতেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর জ্যেষ্ঠের অনুসন্ধানে বহির্গত হইতে লাগিল না। ১-১১। কেন না, অন্বেষণকর্ত্তা কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুঃখই প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহা পরিবর্জ্জনীয়। যাহা হউক, সেই সহস্র পুত্রও যখন অদৃশ্য হইল, তখন প্রজাপতি দক্ষ বীরিণীর গর্ভে ষষ্টি সংখ্যক কন্যা উৎপাদন করিলেন। ঐ সকল কন্যার মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটী কশ্যপকে, সপ্তবিংশতিটী চন্দ্রকে, চারিটী অবিষ্টনেমিকে, দুইটী ভৃগুপুত্রকে, দুইটী কৃশাশ্বকে, এবং দুইটী অঙ্গিরাকে, প্রদান করেন। এক্ষণে আমি ঐ সকল কন্যার নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি দেবমাতৃগণের অমূল প্রজাসৃষ্টিবিস্তার শ্রবণ কর। অরুন্ধতী, বসু, যামি, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা, ইহাঁরা ধর্ম্মের পত্নী বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে

বিশ্বে দেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যানজীজনৎ
মরুত্বত্যাং মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবস্তথা।। ১৮
ভানোস্তু ভানবো জাতা মুহূর্ত্তায়া মুহূর্ত্তজাঃ।। ১৯
লম্বায়াং ঘোষনামানো নাগবীথী তু যামিজা।
পৃথিবীতলসম্ভূতমরুন্ধত্যামজায়ত।। ২০
সঙ্কল্পায়াস্তু সঙ্কল্পা বসুসৃষ্টিং নিধারয়।
জ্যোতিষ্মন্তশ্চ যে দেবা ব্যাপকাঃ সর্ব্বতো দিশম্।। ২১
বসবস্তে সমাখ্যাতাস্তেষাং নামানি মে শৃণু।
আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোহনলঃ।।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আপস্য পুত্রাশ্চত্বারঃ শ্রান্তো বৈতন্ড এব চ।। ২৩
অপিশান্তো মুনির্বভ্রুর্যজ্ঞরক্ষাধিকারিণঃ।
ধ্রুবস্য কালঃ পুত্রস্তু বর্চ্চাঃ সোমাদজায়ত।। ২৪
দ্রবিণো হব্যবাহশ্চ ধরপুত্রাবিমৌ স্মৃতৌ।
কল্পান্তস্থস্ততঃ প্রাণো রমণঃ শিশিরোহপি চ ।।
অবাপ চানলঃ পুত্রানগ্নিপ্রায়গুণাং স্ততঃ।
তত্র শাখো বিশাখশ্চ নিগমেষু স্বয়ম্ভুবঃ।। ২৬
অপত্যং কৃত্তিকানাঞ্চ কার্ত্তিকেয়স্ততঃ স্মৃতঃ।
প্রত্যুষস্য ঋভুঃ পুত্রো মুনির্নামাথ দেবলঃ।। ২৭
বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্য পুত্রঃ শিল্পী প্রজাপতিঃ।
প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রতিমাভূষণাদিষু।। ২৮
তড়াগারামকূপেষু ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।। ২৯
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোহথ রৈবতঃ।
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ।
সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ।। ৩০
এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ গণেশ্বরাঃ।
এতেষাং মানসানাস্তু ত্রিশূলবরধারিণাম্।। ৩১
কোট্যশ্চতুরশীতিস্তু তৎপুত্রাশ্চাক্ষয়া মতাঃ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু যে রক্ষাং প্রকুর্ব্বন্তি গণেশ্বরাঃ।।৩২
এতে বৈ পুত্রাপৌত্রাশ্চ সুরভীগর্ভসম্ভবাঃ।
কশ্যপস্য প্রবক্ষ্যামি পুত্রপৌত্রাদিপত্নিষু।। ৩৩
অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব অরিষ্টা সুরসা তথা।
সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রাঃ ক্রোবরশা ইড়া।।৩৪
কদ্রুঃ খসা মুনিস্তদ্বত্তাসু পুত্রান্ নিবোধ মে।

ইহাঁদের পুত্রগণের নাম শ্রবন কর। বিশ্বার বিশ্ব-দেবগণ, সাধ্যার সাধ্যগণ, মরুত্বতীর মরুত্বান্‌গণ, বসুর বসুগণ, ভাণুর ভানুগণ, মুহূর্ত্তার মুহূর্ত্তজগণ, লম্বার ঘোষগণ, যামির নাগরীথী এবং সঙ্কল্পার গর্ভে সঙ্কল্পগণ উৎপন্ন হইল। এক্ষণে বসুসৃষ্টি শ্রবণ কর। সর্ব্ব দিগ্‌ব্যাপী যে সকল জ্যোতিস্কর দেব আছেন, তাঁহারাই বসু নামে বিখ্যাত। তাঁহাদের নামনিচয় বলিতেছি শ্রবণ কর। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনল, অনিল, প্রত্যুষ, এবং প্রভাস, ইহাঁরা অষ্টবসু নামে কথিত। ইহা দের মধ্যে আপের চারি পুত্র যথা শ্রান্ত, বৈতন্ড, অপিশান্ত এবং বভ্রু; এই সকল পুত্র যজ্ঞরক্ষাধিকারী নামে পরিচিত। ধ্রুবের পুত্র কাল;সোমের পুত্র বর্চ্চা; ধরের দুই পুত্র-দ্রবিণ এবং হব্যবাহ। অনিলের পুত্র প্রাণ, রমণ ও শিশির। অনল অগ্নিপ্রায় গুণশালী পুত্রদিগকে লাভ করেন। কৃত্তিকাগণের অপত্য কার্ত্তিকেয়। প্রত্যুষের পুত্র ঋভুঃ দেবশিল্পী প্রজাপতি বিশ্বকর্মা প্রভাসের পুত্র। দেবগণের প্রাসাদ, ভবন, উদ্যান, প্রতিমা, ভুষণাদি, তড়াগ, আরাম ও কূপাদি নির্ম্মাণের ইনিই প্রধান বর্দ্ধকি। ১২-২৯। অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর,বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও পিনাকী, ইহাঁরা গণেশ্বর, দ্বাদশরুদ্র নামে বিখ্যাত। ইহাঁরা সকলেই ত্রিশূলবরধারী; ইহাঁদের পুত্রসংখ্যা চতুরশীতি কোটি, ইহাঁরা সকলেই অক্ষয়। যে সকল গণেশ্বর সর্ব্বাদিক্ রক্ষা করেন, ইহাঁরাই সেই সুরভিগর্ভজাত পুত্র-পৌত্র। কশ্যপের পত্নীসমূহ এবং যে সকল পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছিল, তাহা বলিতেছি। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশ্, ইড়া, কদ্রূ, খসা, ও মুনি এই সকল বশ্যপপত্নী। ইহাদের গর্ভে

* মনোহরো ধবশ্চাথ শিবো বাথ হরেঃ সুতাঃ। শিবো মনোজবং পুত্রমবিজ্ঞাতগতি প্রদম্।। ক্বচিদয়মধিকঃ শ্লোকো লক্ষ্যতে, পরংপ্রসঙ্গাসঙ্গতের্নান্তর্মূলং নিবেশিতঃ।

তুষিতা নাম যে দেবাশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।।৩৫
বৈবস্বতেহন্তরে চৈব আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
ইন্দ্রো ধাতা ভগস্ত্বষ্টা মিত্রোহথ বরুণোহর্য্যমা
বিবস্বান্ সবিতা পূষা অংশুমান্ বিষ্ণুরেব চ।
এতে সহস্রকিরণা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।। ৩৭
মারীচাৎ কশ্যপাজ্জাতাঃ পুত্রাস্তেহদিতিনন্দনাঃ
কৃশাশ্বস্য ঋষেঃপুত্রা দেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ। ৩৮
এতে দেবগণাক্রান্ত প্রতিমন্বন্তরেষু চ।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে কল্পে কল্পে তথৈব চ।।৩৮
দিতিঃ পুত্রদ্বয়ং লেভে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষং তথৈব চ।।৪০
হিরণ্যকশিপোস্তদ্বজ্জাতং পুত্রচতুষ্টয়ম্।
প্রহ্লাদশ্চানুহ্লাদশ্চ সংহ্লাদো হ্লাদ এব চ।।
প্রহ্লাদপুত্রা আয়ুষ্মান্ শিবির্বাস্কলিরেব চ।
বিরোচনশ্চতুর্থস্তু স বলিং পুত্রমাপ্তবান্।।৪২
বলেঃ পুত্রশতন্ত্বাসীৎ বাণজ্যেষ্ঠং ততো নৃপ।
ধৃতরাষ্ট্রস্তথা সূর্য্যো বিবস্বানংশুতাপনঃ।। ৪৩
নিকুম্ভনামা গুর্ব্বক্ষঃ কুক্ষিভৌমোহথ ভীষণঃ।
এবমন্যে তু বহবো বাণো জ্যেষ্ঠো গুণাধিকঃ।।
বাণঃ সহস্রবাহুস্তু সর্ব্বাস্ত্রগুণসংযুতঃ।
তপসা তোষিতো যস্য পুরে বসতি শূলধৃক্।।৪৫
মহাকালত্বমগমৎ সার্থ্যং যস্য পিনাকিনঃ।
হিরণ্যাক্ষস্য পুত্রোহভূদন্ধকো নামনানতঃ।।৪৬
ভূতসন্তাপনশ্চৈব মহানাগস্তথৈব চ।
এতেভ্যঃ পুত্রপৌত্রাণাং কোটয়ঃ সপ্তসপ্ততিঃ।।
মহাবলা মহাকায়া নানারূপা মহৌজসঃ।
দনুঃ পুত্রশতং লেভে কশ্যপাদ্বরদর্পিতম্।। ৪৮
বিপ্রচিত্তিঃ প্রধানোহভূদেষাং মধ্যে মহাবলঃ।
দ্বিরষ্টমূর্দ্ধা শকুনিস্তথা শঙ্কুশিরোধরঃ।। ৪৯
অয়োমুখঃশম্বরশ্চ কপিলো বামনস্ত থা।
মরীচির্ণাগধশ্চৈব হরির্গজশিরাস্তথা।। ৫০
নিদ্রাধরশ্চ কেতুশ্চ কেতুবীর্য্যঃ শতক্রতুঃ।

যে সকল পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। চাক্ষুষ মানুষ অন্তরে তুষিত নামে যে সকল দেব ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাদশ আদিত্য। ইহঁদের নাম- ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা, পুষা, অংশুমান, এবং বিষ্ণু। ইহাঁরাই সহস্র কিরণশালী দ্বাদশ আদিত্য। মরীচিনন্দন কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে এই দ্বাদশ আদিত্য পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। হে তাত! কৃশাশ্ব ঋষির পুত্র দেবপ্রহরণগণ; প্রতি মন্বন্তরেই ইহাঁরা দেবগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই ঋষিপুত্রগণ কল্পে কল্পে উৎপন্ন ও বিলয় প্রাপ্ত হন। আমরা শুনিয়াছি, দিতি কশ্যপ হইতে দুইটী পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে একের নাম হিরন্যাক্ষ অপরের নাম হিরণ্যকশিপুর। হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র উৎপন্ন হয়; যথা- প্রহ্লাদ, অনুহল, দহ্লাদ এবং সংহ্লাদ। ইহাদের মধ্যে প্রহ্লাদের চারি পুত্র- আয়ুস্মান, শিবি, বাস্কলি এবং বিরোচন। বিরোচনের পুত্র বলি। বলির শত পুত্র উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে বাণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, বিবস্বান, অংশুতাপন, নিকুম্ভ, গুর্ব্বক্ষ, কুক্ষি, ভৌম এই সকল এবং অন্যান্য বহু পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ এবং গুণশ্রেষ্ঠ। বাণের সহস্র বাহু, বাণ সর্ব্বাস্ত্রগুণে অন্বিত। বাণের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া দেব শূলপাণি তাহার পুরে বাস করেন। বাণরাজ পিনাকপাণির সহচর মহাকাল-পদ প্রাপ্ত হন। হিরণ্যাক্ষের তিন পুত্র হয়। জ্যৈষ্ঠ পুত্রের নাম অন্ধক, মধ্যম ভুতসন্তাপন এবং কনিষ্ঠ মহানাগ। এই পুত্রত্রয় হইতে সপ্তসপ্ততিকোটী পুত্র-পৌত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ৩০-৪৭। উহারা সকলেই মহাবল, মহাকায়, নানারূপধর ও মহাতেজা। দনু কশ্যপ হইতে বরদপিতি শত পুত্র লাভ করেন। এই পত্রগণের মধ্যে বিপ্রচিতি জ্যেষ্ঠ এবং মহাবলপরাক্রম। অন্যান্য কর্তিপয় দনুপুত্রের নাম-দ্বিরষ্টমূর্দ্ধা, শকুনি, শঙ্কুশিরোধর, অয়োমূখ, শম্বর, কপিল, বামন, মরীচি, মাগধ, হরি, গজশিরা, নিদ্রাধর, কেতু,

ইন্দ্রমিত্রগ্রহশ্চৈব বজ্রনাভস্তথৈব চ।। ৫১
একবস্ত্রো মহাবাহুর্বজ্রাক্ষস্তারকস্তথা।
অসিলোমাপুলোমা চ বিকুর্ব্বাণো মহাসুরঃ।।৫২
স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ এবমাদ্যা দনোঃ সুতাঃ।
স্বর্ভানোঃ সুপ্রভা কন্যা শচী চৈব পুলোমজা।।
উপদানবী ময়স্যাসীৎ তথা মন্দোদরী কুহুঃ।
শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী চৈব চণ্ডা চ বৃষপর্ব্বণ।। ৫৪
পুলোমা কালকা চৈব বৈশ্বানরসুতে উভে।
বহ্বপত্যো মহাসত্ত্বো মারীচস্য পরিগ্রহঃ।। ৫৫
তয়োঃ ষষ্টিসহস্রাণি দানবানাং পুরাভবন্।
পৌলোমান্ কালখঞ্জাংশ্চ মারীচোহজনয়ৎপুরা
অবধ্যা যে নরাণাং বৈ হিরণ্যপুরবাসিঃ।
চতুর্ম্মুখাল্লব্ধবরা যে হতা জিয়েন তু।। ৫৭
বিপ্রচিত্তিঃ সিংহিকায়াং নবপুত্রানজীজনৎ।
হিরণ্যকশিপোর্যে বৈ ভাগিনেয়াস্ত্রয়োদশ।। ৫৮
কংসঃ শঙ্খশ্চ রাজেন্দ্র নলো বাতাপিরেব চ।
ইল্বলো নমুচিশ্চৈব খসৃমশ্চাঞ্জানস্তথা।। ৫৯
নরকঃ কালনাভশ্চ পরমাণৃস্তথৈব চ।
কল্পবীর্য্যশ্চ বিখ্যাতো দনুবংশবিবর্দ্ধঃ।।৬০
সংহ্লাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ কুলে।
অবধ্যাঃ সর্ব্বদেবানাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।।৬১
যে হতা বলমাশ্রিত্য অর্জ্জুনেন রণাজিরে।
ষট্কন্যা জনয়ামাস তাম্রা মারীচবীর্য্যতঃ।। ৬২
শুকীং শ্রেণীঞ্চ ভাসীঞ্চ সুগৃধ্রীং গৃধ্রিকাং শুচিম্
শুকী শুকানুলুকাংশ্চ জনয়ামাস ধর্ম্মতঃ।। ৬৩
শ্রেণী শ্রেনাংশ্চ ভাসী চ কুররানপ্যজীজনৎ।।
গৃধ্রী গৃধ্রান্ সুগৃধ্রী চ পারাবতবিহঙ্গমান্।। ৬৪
হংসসারসকারন্ডপ্লবান্ শুচিরজীজনৎ।
এতে তাম্রাসুতাঃ পোক্তা বিনতায়া নিশাময়।।
গরুড়ঃ পতগশ্রেষ্ঠোহরুণশ্চেশঃ পতত্রিণাম্।
সৌদামিনী তথা কন্যা যেয়ং নভসি বিশ্রুতা।।
সম্পাতিশ্চ জটায়ুশ্চ অরুনস্য সুতাবুভৌ।
সম্পাতিপুত্রো বভ্রুশ্চ শীঘ্রগশ্চাতিবিশ্রুতঃ।।৬৭
জটায়োঃ কর্ণিকারশ্চ শতগামী চ বিশ্রুতৌ।
তেষামসংখ্যমভবৎ পক্ষিণাং পুত্রপৌত্রকম্।।৬৮

কেতুবীর্য্য, শতক্রতু, ইন্দ্রমিত্রগ্রহ, বজ্রনাভ, একবজ্র, মহাবাহু, বজ্রাক্ষ, তারক, অসিলোমা, পুলোমা, স্বর্ভানু, এবং বৃষপর্ব্বা। স্বর্ভানুর কন্যা সুপ্রভা এবং পুলোমার কন্যা শচী। ময়দানবের কন্যা উপদানবী, মন্দোদরী, এবং কুহু। শর্ম্মিষ্ঠা, সুন্দরী, এবং চণ্ডা এই তিনটী বৃষপর্ব্বার কন্যা। পুলোমা এবং কালকা এই দুইটী বৈশ্বানরের কন্যা। মারীচ এই দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কন্যাদ্বয় বহু অপত্যযুক্ত এবং মহা সত্ত্বসম্পন্ন। ইহাদের গর্ভে ষষ্টিসহস্র দানব উৎপন্ন হয়। মারীচ কালখঞ্জ ও পৌলোম দানব গণকে উৎপাদন করেন। এই সকল দানব-হিরণ্যপুরবাসী। ইহারা ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া নরগণের অবধ্য হইয়াছিল। পরে অর্জ্জুনের হস্তে ইহারা নিধন প্রাপ্ত হয়। বিপ্রচিত্তি সিংহিকার গর্ভে নয়টী পুত্র উৎপাদন করেন। হিরণ্যকশিপুর যে ত্রয়োদশ ভাগিনেয় ছিল, তাহাদের নাম কংস, শঙ্খ, নল, বাতাপী, ইল্বল, নমুচি, খসৃম, অঞ্জন, নরক, কালনাভ, পরমাণূ ও কল্পবীর্য্য। ৪৯-৬০। সংহ্লাদের কুলে নিবাতকবচ নামে দৈত্যগণ উৎপন্ন হয়। এই সকল দৈত্য সর্ব্বদেব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইলেও অর্জ্জুন উহাদিগকে সবলে সমরে বিনাশ করেন। তাম্রা মারীচের ঔরসে ষট্ কন্যা প্রসব করেন। ঐ কন্যাগণের নাম শুকী, শ্রেনী, ভাসী, সুগৃধ্রী, গৃধিকা এবং শুচি। শুকীর সন্তান শুক ও উলুকগণ, শ্রেণীর শ্রেন গণ, ভাসীর কুররগণ, গৃধ্রীর গৃধ্রগণ, সুগৃধ্রীর পারাবতগণ এবং শুচির সন্তান হংস ও কারণ্ডবগণ। এই সকল তাম্রার সন্ততির বিষয় বলা হইল। এক্ষণে বিনতার সন্ততির কথা বলিতেছি। পতগশ্রেষ্ঠ গরুড় ও অরুণ এবং সৌদামিনী নাম্নী বিনতার সন্ততি। বিনতাদুহিতা সৌদামিনীই নভোমণ্ডলোদ্ভাসিনী সৌদামিনী। সম্পাতি এবং জটায়ু অরুণের পুত্র। সম্পাতির পুত্র বিখ্যাত বভ্রু। জটায়ুর দুই পুত্র কর্ণিকার ও শত

সুরসায়াং সহস্রন্তু সর্পাণামভবৎ পুরা।
সহস্রশিরসাং কদ্রুঃ সহস্রং প্রাপ সুব্রতা ॥৬৯
প্রধানাস্তেষু বিখ্যাতা ষড়্বিংশতিররিন্দম।
শেষবাসুকিকর্কোট-শঙ্খৈরাবতকম্বলাঃ ॥ ৭০
ধনঞ্জয়-মহানীল-পদ্মাশ্বতর-তক্ষকাঃ।
এলাপত্র-মহাপদ্ম-ধৃতরাষ্ট্র-বলাহকাঃ ॥ ৭১
শঙ্খপাল-মহাশঙ্খ-পুষ্পদংষ্ট্র-শুভাননাঃ।
শঙ্খরোমা চ নহুষো রমণঃ পণিনস্তথা ॥ ৭২
কপিলো দুর্ম্মুখশ্চাপি পতঞ্জলিমুখাস্তথা।
এষামনন্তমভবৎ সর্ব্বেষাং পুত্রপৌত্রকম্ ॥ ৭৩
প্রায়শো যৎ পুরা দগ্ধং জনমেজয়মন্দিরে।
রক্ষোগণং ক্রোধবশা স্বনামানমজীজনৎ ॥৭৪
দংষ্ট্রিণাং নিযুতং তেষাং ভীমসেনাদগাৎ ক্ষয়ম্
দংষ্ট্রিগোমায়ুকাকাদীন্ মহিষীর্গোবরাঙ্গনাঃ ॥
সুরভির্জনয়ামাস কশ্যপাৎ ত্রিতয়ং পুরা।
মুনির্মুনীনাঞ্চ গণং গণমপ্সরসাং তথা ॥ ৭৬
তথা কিন্নরগন্ধর্বানরিষ্টাজনয়দ্বহূন্।
তৃণবৃক্ষলতাগুল্মমিড়াসর্ব্বমজীজনৎ ॥ ৭৭
খসা তু যক্ষরক্ষাংসি জনয়ামাস কোটিশঃ।
এতে কশ্যপদায়াদাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭৮
এষ মন্বন্তরে ভীষ্ম সর্গঃ স্বারোচিষে স্মৃতঃ।
ততস্ত্বেকোনপঞ্চাশন্মরুতঃ কশ্যপাদ্দিতিঃ।
জনয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বানমরবল্লভান্ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

দিতেঃ পুত্রাঃ কথং জাতা মরুতো দেববল্লভাঃ
দেবৈর্জগ্মুশ্চ সাপত্নৈঃ কস্মাৎ সখ্যমনুত্তমম্ ॥১

পুলস্ত্য উবাচ।

পুরা দৈবাসুরে যুদ্ধে হতেষু হরিণা সুরৈঃ।
পুত্রপৌত্রেষু শোকার্ত্তা গতা ভূলোকমুত্তমম্।

গামী। এই সকল পক্ষীর অসংখ্য পুত্র-পৌত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সুরসার গর্ভে সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। সুব্রতা কদ্রুর পুত্র সহস্রশির সহস্র সর্প। হে অরিন্দম! এই সকল সর্পের মধ্যে ষড়্বিংশতি সর্প প্রধান। তাহাদের নাম যথা—শেষ, বাসুকি, কর্কোট, শঙ্খ, ঐরাবত, কম্বল, ধনঞ্জয়, মহানীল, পদ্ম, অশ্বতর, তক্ষক, এলাপত্র, মহাপদ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, শঙ্খপাল, মহাশঙ্খ, পুষ্পদংষ্ট্র, শুভানন, শঙ্খরোমা, নহুষ, রমণ, কপিল, দুর্ম্মুখ ও পতঞ্জলি। এই সকল সর্পের অসংখ্য পুত্রপৌত্র জন্মিয়াছিল! কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জনমেজয়ের যজ্ঞে দগ্ধ হইয়াছিল। সুনামা নামক রক্ষোগণ ক্রোধবশার সন্তান। ভীমসেনের হস্তে নিযুত-সংখ্যক দংষ্ট্রী নিধন প্রাপ্ত হয়। কশ্যপের ঔরসে সুরভীর গর্ভে দংষ্ট্রী, গোমায়ু, কাক ও গো মহিষ প্রভৃতি জন্ম লাভ করে। মুনির গর্ভে মুনিগণ ও অপ্সরোগণের উৎপত্তি হয়। বহুসংখ্যক কিন্নর ও গন্ধর্বের জননী অরিষ্টা। তৃণ, বৃক্ষ, লতা, ও গুল্ম প্রভৃতির জননী ইড়া। খসার গর্ভে কোটী কোটী যক্ষ-রাক্ষসের জন্ম হয়। এই শত শত সহস্র সহস্র সন্ততি কশ্যপের। হে ভীষ্ম! স্বারোচিষ মন্বন্তরে সৃষ্টিবিস্তার এইরূপই হইয়াছিল। অনন্তর কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভে দেবপ্রিয় একোনপঞ্চাশৎ বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছিল। ৬৯—৭৯।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—দিতিনন্দন দেববল্লভ মরুদ্গণ কিরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কিরূপেই বা সপত্নীনন্দন দেবগণের সহিত তাঁহাদের উত্তম সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল? পুলস্ত্য কহিলেন,—পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে হরি ও অন্যান্য সুরগণ কর্ত্তৃক পুত্র-পৌত্রগণ নিহত হইলে শোকার্ত্তা দিতি ভূলোকে

পুষ্করেষু মহাতীর্থে সরস্বত্যাস্তটে শুভে।
ভর্তুরারাধনপরা তপ উগ্রং চচার হ ॥ ৩
দিতির্বৈ দৈত্যমাতা তু ঋষিকার্য্যেণ সুব্রতা।
ফলাহারা তপস্তেপে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ ॥ ৪
যাবদ্বর্ষশতং সাগ্রং জরা-শোকসমাকুলা।
ততঃ সা তপসা তপ্তা বসিষ্ঠাদীনপৃচ্ছত ॥ ৫
কথয়ন্তু ভবন্তো মে পুত্রশোকবিনাশনম্।
ব্রতং সৌভাগ্যফলদমিহ লোকে পরত্র চ ॥৬
উচুর্বসিষ্ঠপ্রমুখা জ্যৈষ্ঠস্য পূর্ণিমাব্রতম্।
যস্য প্রসাদাদভবৎ সুতশোকবিবর্জ্জিতা ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ব্রহ্মন্ জ্যৈষ্ঠস্য পূর্ণিমাব্রতম্।
সুতানেকোনপঞ্চাশদ্যেন লেভে পুনর্দিতিঃ ॥৮

পুলস্ত্য উবাচ।

যদ্বসিষ্ঠাদিভিঃ পূর্ব্বং দিত্যৈ সঙ্কথিতং ব্রতম্।
বিস্তরেণ তদেবেদং মৎসকাশান্নিশাময় ॥ ৯

আগমন করিলেন এবং পুষ্করে ও মহাতীর্থ সরস্বতীতটে অবস্থানপূর্ব্বক ভর্ত্তার আরাধনায় তৎপর হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। দৈত্যমাতা সুব্রতা দিতি ঋষিজনোচিত অনুষ্ঠান অবলম্বনপূর্ব্বক ফলাহারে জীবন ধারণ করিয়া কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শতাধিক বর্ষ তপস্যা করিলেন। তিনি জরা ও শোকভারে পীড়িত হইয়াছিলেন। একদা তপস্তপ্তা দিতি বশিষ্ঠাদি মুনিগণকে কহিলেন,—আপনারা আমাকে কোন ব্রত উপদেশ করুন, যাহাতে আমার পুত্রশোক নষ্ট হইতে পারে এবং যাহা ইহ-পরকালে সৌভাগ্য ফল দান করে। মুনিগণ তাঁহাকে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা-ব্রত করিবার উপদেশ দিলেন। দিতি সেই ব্রতের প্রসাদেই সুতশোকবর্জ্জিতা হইলেন। ভীষ্ম কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! যে ব্রতের ফলে দিতি একোনপঞ্চাশৎ পুত্র লাভ করেন, আমি সেই পূর্ণিমাব্রত-বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। পুলস্ত্য কহিলেন,—বশিষ্ঠাদি মুনিগণ পূর্ব্বে দিতিকে যে ব্রত করিতে বলিয়াছিলেন তুমি তাহা বিস্তৃতরূপে

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং যতব্রতা।
স্থাপয়েদব্রণং কুম্ভং সিততণ্ডুলপূরিতম্ ॥ ১০
নানাফলযুতং তদ্বদিক্ষুদণ্ডসমন্বিতম্।
সিতবস্ত্রযুগচ্ছন্নং সিতচন্দনচর্চ্চিতম্ ॥ ১১
নানাভক্ষ্যসমোপেতং সহিরণ্যন্তু শক্তিতঃ।
তাম্রপাত্রং গুড়োপেতং তস্যোপরি নিবেশয়েৎ ॥ ১২
তস্মাদুপরি ব্রহ্মাণং সৌবর্ণং পদ্মকোটরে।
কুর্য্যাৎ শর্করয়োপেতাং সাবিত্রীং তস্য বামতঃ।
গন্ধং ধূপং তয়োর্দদ্যাদ্গীতং বাদ্যঞ্চ কারয়েৎ।
তদভাবে কথং কুর্য্যাদ্ যথা পদ্মে পিতামহঃ।
ব্রহ্মাণঞ্চ প্রতিমাং কৃত্বা গুড়ময়ীং শুভাম্।
শুক্লপুষ্পাক্ষততিলৈরর্চ্চয়েৎ পদ্মসম্ভবম্ ॥ ১৫
ব্রাহ্মায় পাদৌ সম্পূজ্য জঙ্ঘে সৌভাগ্যদায় চ।
বিরিঞ্চায়েত্যুরুযুগ্মঞ্চ মন্মথায়েতি বৈ কটিম্ ॥ ১৬
স্বচ্ছোদরায়েত্যুদরমতন্দ্রায়েত্যুরো বিধেঃ।
মুখং পদ্মমুখায়েতি বাহু বৈ বেদপাণয়ে ॥ ১৭

আমার নিকট শ্রবণ কর। জ্যৈষ্ঠমাস শুক্লপক্ষ পূর্ণিমা তিথি, এই দিন শুক্লতণ্ডুলপূর্ণ এক অব্রণ কুম্ভ স্থাপন করিবে। বিবিধ ফল ও ইক্ষুদণ্ড দ্বারা ঐ কুম্ভ অন্বিত হইবে। শুভ্র বস্ত্রযুগল দ্বারা চর্চ্চিত ও আচ্ছাদিত এবং শ্বেত চন্দন দ্বারা এবং হিরণ্যযুক্ত ও নানা ভক্ষ্যসামগ্রী দ্বারা অন্বিত হইবে। একটী গুড়যুক্ত তাম্রপাত্র ঐ কুম্ভোপরি বিন্যাস করিবে। ঐ পাত্রের উপর সুবর্ণনির্ম্মিত ব্রহ্মমূর্ত্তি এবং তাঁহার বামে শর্করাযুক্ত সাবিত্রীপ্রতিমা রাখিবে। পরে গন্ধ ধূপাদি দ্বারা উহাদের পূজা করিবে এবং গীতবাদ্যাদির অনুষ্ঠান করিবে। অভাবে শুভগুড়ময়ী ব্রহ্মপ্রতিমা প্রস্তুত করিয়া শুভ্র পুষ্প অক্ষত ও তিল দ্বারা পদ্মযোনির পূজা করিবে। ১—১৫। পদযুগে ব্রহ্ম, জঙ্ঘায় সৌভাগ্যদ, উরুযুগে বিরিঞ্চি, কটিদেশে মন্মথ, উদরে স্বচ্ছোদর, বক্ষস্থলে অতন্দ্র, মুখে পদ্মমুখ, বাহুযুগলে বেদপাণি, এবং

নমঃ সর্ব্বাত্মনে মৌলিমর্চ্চয়েচ্চাপি পঙ্কজম্ ।
ততঃ প্রভাতে তৎকুম্ভং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥
ব্রাহ্মণং ভোজয়েদ্ভক্ত্যা স্বয়ন্তু লবণং বিনা ।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণং দদ্যাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥১৯
প্রীয়তামত্র ভগবান্ সর্ব্বলোকপিতামহঃ ।
হৃদয়ে সর্ব্বলোকানাং যস্ত্বানন্দোঽভিধীয়তে ॥২০
অনেন বিধিনা সর্ব্বং মাসি মাসি সমাচরেৎ ।
উপবাসী পৌর্ণমাস্যামর্চ্চয়েদ্ব্রাহ্মমব্যয়ম্ ॥ ২২
ফলমেকঞ্চ সম্প্রাশ্য শর্ব্বর্য্যাং ভূতলে স্বপেৎ ।
ততস্ত্রয়োদশে মাসি ঘৃতধেনুসমন্বিতাম্ ॥ ২২
শয্যাং দদ্যাদ্বিরিঞ্চায় সর্ব্বোপস্করসংযুতাম্ ।
ব্রহ্মাণং কাঞ্চনং কৃত্বা সাবিত্রীং রজতৈস্তথা ॥
পদ্মাত্মকঃ সৃষ্টিকর্ত্তা সাবিত্রীমুপলভ্য তু ।
বস্ত্রৈর্দ্বিজং সপত্নীকং পূজ্য ভক্ত্যা বিভূষণৈঃ ॥
শক্ত্যা গবাদিকং দদ্যাৎ প্রীয়তামিত্যুদীরয়েৎ

হোমং শুক্লৈস্তিলৈঃ কুর্য্যাদ্ব্রহ্মনামানি কীর্ত্তয়েৎ
গব্যেন সর্পিষা তদ্বৎ পায়সেন চ ধর্ম্মবিৎ ।
বিপ্রেভ্যোঽথ ধনং দদ্যাৎ পুষ্পমালাঞ্চ শক্তিতঃ ॥ ২৬
যঃ কুর্য্যাদ্বিধিনানেন পৌর্ণমাস্যাং স্ত্রিয়োঽপি বা ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি ব্রহ্মসাত্ম্যতাম্ ॥
ইহ লোকে বরান্ পুত্রান্ সৌভাগ্যং ধ্রুবমশ্নুতে
যো ব্রহ্মা স স্মৃতো বিষ্ণুরানন্দাত্মা মহেশ্বরঃ ॥২৮
সুখার্থী কামরূপেণ স্মরেদ্দেবং পিতামহম্ ।
এবং শ্রুত্বা চকারাসৌ দিতিঃ সর্ব্বমশেষতঃ ॥২৯
কশ্যপো ব্রতমাহাত্ম্যাদাগত্য পরয়া মুদা ।
চকার কর্কশাং ভূয়ো রূপলাবণ্যসংযুতাম্ ॥ ৩০
বরৈরাচ্ছন্দয়ামাস সা তু বব্রে বরং বরম্ ।
পুত্রং শক্রবধার্থায় সমর্থঞ্চ মহৌজসম্ ॥ ৩১
বরয়ামি মহাত্মানং সর্ব্বামরনিষূদনম্ ।
উবাচ কশ্যপো বাক্যমিন্দ্রহন্তারমূর্জ্জিতম্ ॥ ৩২

মৌলিদেশে সর্ব্বাত্মাকে এবং ব্রহ্মাসন পঙ্কজেকেও অর্চ্চনা করিতে হইবে। নমঃশব্দপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর প্রভাতকালে ঐ কুম্ভ ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া দিবে। ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। নিজে অলবণ ভোজন করিবে। পরে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবে, প্রদক্ষিণকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। যথা— যিনি সর্ব্বলোকের হৃদয়ে আনন্দ নামে অভিহিত, সেই সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ এই ব্যাপারে প্রীত হউন। উপবাসী ব্যক্তি মাসে মাসে এইরূপ বিধানে ব্রতাচরণ করিবে এবং পূর্ণিমায় অব্যয় ব্রহ্মদেবের অর্চ্চনা করিবে। রাত্রিকালে একটী মাত্র ফলাহার করিয়া ভূতলে শয়ন করিবে। অনন্তর ত্রয়োদশ মাসে বিবিধোপস্করযুতা ঘৃতধেনুসমন্বিতা শয্যা বিরিঞ্চিকে দান করিবে। স্বর্ণময় ব্রহ্মা এবং রজতময় সাবিত্রী প্রস্তুত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও তৎপত্নীকে সাবিত্রী জ্ঞানে বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজদম্পতির পূজা করিবে। শক্তি অনুসারে গোদানাদি করিয়া 'প্রীয়তাং' এই বাক্য উচ্চারণ করিবে। অনন্তর শুক্ল তিলে হোম করিয়া ব্রহ্মার নামনিচয় কীর্ত্তন করিবে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি গব্যঘৃত এবং পায়স দ্বারাও ঐরূপ হোমানুষ্ঠান করিবেন। অনন্তর বিপ্রগণকে যথাশক্তি ধন ও পুষ্পমালা বিতরণ করিবে। পূর্ণিমা তিথিতে যে নর কিম্বা নারী যথাবিধি এই ব্রতাচরণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। ১৬—২৭। ইহলোকে উত্তম উত্তম পুত্র এবং নিশ্চয় সৌভাগ্য লাভ করে। যিনি ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু এবং তিনিই আনন্দাত্মা মহেশ্বর। সুখার্থী ব্যক্তি কামরূপে পিতামহ দেবের স্মরণ করিবে। দিতি এইরূপ বিবরণ শ্রবণ করিয়া সমস্ত ব্রতকার্য্য যথাযথ অনুষ্ঠান করিলেন। ব্রতের মাহাত্ম্যে কশ্যপ আসিয়া পরম হর্ষে পুনরায় সেই কর্কশকায়া দিতিকে রূপলাবণ্যবতী করিয়া দিলেন। তিনি বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, দিতি বর চাহিলেন; বলিলেন—ইন্দ্রবধে সমর্থ এক মহাতেজা পুত্র আমার হউক। সমস্ত দেবনাশক মহাত্মা পুত্র লাভ হয় ইহাই

প্রদাস্যাম্যহমেতেন কিন্ত্বেতৎ ক্রিয়তাং শুভে
আপস্তম্বীস্তু কৃত্বেষ্টিং পুত্রীয়ামদ্য সুস্তনি ॥ ৩৩
বিধাস্যামি ততো গর্ভং স্পৃষ্ট্বাহং তে স্তনৌ শুভে।
ভবিষ্যতি শুভো গর্ভো দেবি শক্রনিসূদনঃ ॥ ৩৪
আপস্তম্বীং ততশ্চক্রে পুত্রেষ্টিং দ্রবিণাধিকাম্।
ইন্দ্রশত্রো ভবস্বেতি জুহাব চ হবিস্ত্বরন্ ॥ ৩৫
দেবাশ্চ মুমুহুর্দৈত্যা বিমুখাশ্চৈব দানবাঃ।
দিত্যাং গর্ভমথাধত্ত কশ্যপঃ প্রাহ তাং পুনঃ ॥
মুখং তে চন্দ্রপ্রতিমং স্তনৌ বিল্বফলোপমৌ।
অধরৌ বিদ্রুমাকারৌ বর্ণশ্চাতীবশোভনঃ ॥৩৭
ত্বাং দৃষ্ট্বাহং বিশালাক্ষি বিস্মরামি স্বিকাং তনুম্
তদেবং গর্ভঃ সুশ্রোণি হস্তেনোপ্তস্তনৌ তব ॥
ত্বয়া যত্নো বিধাতব্যো হ্যস্মিন্ গর্ভে বরাননে।
সংবৎসরশতং ত্বেকমস্মিন্নেব তপোবনে ॥ ৩৯

সন্ধ্যায়াং নৈব ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি
ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা ॥ ৪০
নোপস্করেষু নিবিশেন্মুষলোলূখলাদিষু।
জলঞ্চ নাবগাহেত শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪১
বল্মীকেষু ন তিষ্ঠেত ন চোদ্বিগ্নমনা ভবেৎ।
ন নখেন লিখেদ্ভূমৌ নাঙ্গারে ন চ ভস্মনি ॥৪২
ন শয়ালুঃ সদা তিষ্ঠেদ্ব্যায়ামঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
ন তুষাঙ্গারভস্মাস্থি-কপালেষু সমাবিশেৎ ॥ ৪৩
বর্জ্জয়েৎ কলহং লোকে গাত্রাভ্যঙ্গং তথৈব চ।
ন মুক্তকেশী তিষ্ঠেত নাশুচিঃ স্যাৎ কথঞ্চন ॥ ৪৪
ন শয়ীতোত্তরশিরা ন চৈবাধঃশিরাঃ ক্বচিৎ।
ন বস্ত্রহীনা নোদ্বিগ্না ন চার্দ্রচরণা সতী ॥ ৪৫
নামঙ্গল্যাং বদেদ্বাচং ন চ হাস্যাধিকা ভবেৎ।
কুর্য্যাচ্চ গুরুভির্নিত্যং পূজাং মাঙ্গল্যতৎপরা।
সর্ব্বৌষধীভিঃ স্বচ্ছেন বারিণা স্নানমাচরেৎ।
কৃতরক্ষা তু শুশ্রূষা-বাচা পূজনতৎপরা ॥ ৪৭

আমার বরপ্রার্থনা। কশ্যপ কহিলেন,—ইন্দ্রহন্তা বলবান পুত্র তোমায় প্রদান করিব। কিন্তু শুভে! আরও একটী কার্য্য আচরণ করিতে হইবে। হে সুস্তনি! আমি তোমার স্তন স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, আপস্তম্বী এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া আমি তোমার গর্ভাধান করিব। হে দেবি! ইহাতে তোমার ইন্দ্র-সূদন শুভ গর্ভ উৎপন্ন হইবে। অনন্তর কশ্যপ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আপস্তম্বী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেন এবং 'ইন্দ্রশত্রো ভবস্ব' বলিয়া সত্বর ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন। ইহাতে দেবগণ মোহাপন্ন হইলেন এবং দানবগণ প্রসন্ন হইল। পরে কশ্যপ দিতির গর্ভাধান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—দেবি! মুখ তোমার চন্দ্রপ্রতিম, স্তনযুগল বিল্বফলতুল্য, অধর বিম্বসদৃশ, বর্ণ অতীব সুন্দর। হে বিশালাক্ষি! তোমাকে দেখিয়া আমি আপনাকেও ভুলিয়াছি। সুতরাং তোমার এই গর্ভ আমি স্বহস্তেই উৎপাদন করিয়াছি। হে সুশ্রোণি! হে বরাননে! তুমি এই গর্ভ রক্ষায় বিশেষ যত্ন করিবে। একাধিক শত সংবৎসর যাবৎ এই তপোবনে সাবধানে থাকিবে। হে বরবর্ণিনি! গর্ভিণী স্ত্রীর সন্ধ্যা-কালে আহার করিতে নাই, বৃক্ষমূলে কখনও যাইতে নাই এবং তথায় অবস্থান করিতে নাই। ২৮—৪০। উপস্কর, মুষল, বা উলূখলাদিতে গর্ভিণী উপবেশন করিবে না, জলাবগাহন করিবে না, শূন্যাগারে যাইবে না, বল্মীকস্তূপে উপবেশন করিবে না এবং কদাচ উদ্বিগ্নচিত্তা হইবে না। গর্ভিণী নখ দ্বারা ভূমিলেখন বা অঙ্গারলেখন বা ভস্মলেখন করিবে না, সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিবে না, কদাচ ব্যায়াম করিবে না। তুষ অঙ্গার ভস্ম অস্থি বা কপালোপরি উপবেশন করিবে না, কলহ করিবে না, গাত্রাভ্যঙ্গ করিবে না, মুক্তকেশী হইয়া থাকিবে না, কোনরূপে অশুচি হইবে না, উত্তরশিরা শয়ন করিবে না, অধঃশিরা হইয়া শুইবে না, বিবস্ত্র হইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বা আর্দ্রপদ হইয়া কখনও শয়ন করিবে না, অমঙ্গল্য বাক্য বলিবে না, অধিক হাস্য করিবে না, মাঙ্গল্য-নিষ্ঠ হইয়া নিত্য গুরুজনসহ পূজা করিবে, সর্ব্বৌষধিযুক্ত জলে স্নান করিবে, ভর্ত্তার

স্থিতৈবং প্রসন্নবদনা ভর্ত্তৃপ্রিয়হিতে রতা।
ন গর্হয়েচ্চ ভর্ত্তারং সর্ব্বাবস্থমপি ক্বচিৎ ॥ ৪৮
কৃশাহং দুর্ব্বলা চৈব বার্দ্ধক্যং মম চাগতম্।
স্তনৌ মে চলিতৌ স্থানান্মুখঞ্চ বলিভঙ্গুরম্ ॥৪৯
এবংবিধা ত্বয়া চাহং কৃতেতি ন বদেৎ ক্বচিৎ।
স্বস্ত্যস্তু তে গমিষ্যামি তথেত্যুক্তস্তয়া পুনঃ ॥৫০
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততঃ সা ভর্ত্তৃবাচোক্তবিধিনা সমতিষ্ঠত ॥ ৫১
অথ জ্ঞাত্বা তথেন্দ্রোঽপি দিতেঃ পার্শ্বমুপাগতঃ।
বিহায় দেবসদনং তাং শুশ্রূষুরবস্থিতঃ ॥ ৫২
দিতেশ্ছিদ্রান্তরপ্রেপ্সুরভবৎ পাকশাসনঃ।
বিপরীতোঽন্তরব্যগ্রঃ প্রসন্নবদনো বহিঃ ॥ ৫৩
অজানন্নিব তৎকার্য্যমাত্মনঃ শুভমাচরন্।
ততো বর্ষশতান্তে সা ন্যূনে তু দিবসৈস্ত্রিভিঃ ॥
মেনে কৃতার্থমাত্মানং প্রীত্যা বিস্মিতমানসা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং শয়ানা মুক্তমূর্দ্ধজা ॥৫৫
নিদ্রান্তরসমাক্রান্তা দিবাপরশিরাঃ ক্বচিৎ।
ততস্তদন্তরং লব্ধা প্রবিশ্যান্তঃ শচীপতিঃ ॥ ৫৬
বজ্রেণ সপ্তধা চক্রে তং গর্ভং ত্রিদশাধিপঃ।
ততঃ সপ্ত চ তে জাতাঃ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ ॥
রুদন্তঃ সপ্ত তে বালা নিষিদ্ধা দানবারিণা।
ভূয়োঽপি রুদমানাংস্তানেকৈকান্ সপ্তধা হরিঃ
চিচ্ছেদ বজ্রহস্তো বৈ পুনস্তূদরসংস্থিতান্।
এবমেকোনপঞ্চাশদ্ভূত্বা তে রুরুদুর্ভৃশম্ ॥ ৫৯
ইন্দ্রো নিবারয়ামাস মা রুদধ্বং পুনঃপুনঃ।
ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস বিতর্কমিতি বৃত্রহা ॥ ৬০
কর্ম্মণঃ কস্য মাহাত্ম্যাৎ পুনঃ সঞ্জীবিতাস্ত্বমী।
বিদিত্বা পুণ্যযোগেন পৌর্ণমাসীফলং ত্বিদম্ ॥
নূনমেতৎপরিণতমথবা ব্রহ্মপূজনাৎ।
বজ্রেণাভিহতাঃ সন্তো ন বিনাশমুপাযযুঃ ॥ ৬২

প্রিয়হিতে নিরত হইয়া প্রসন্ন বদনে অবস্থান করিবে, কোন অবস্থাতেই ভর্ত্তাকে নিন্দা করিবে না; আর আমি কৃশ হইয়াছি, দুর্ব্বল হইয়াছি, আমার বার্দ্ধক্য আসিয়াছে, স্তনযুগল স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে, মুখমণ্ডল বলীযুক্ত হইয়াছে, তুমি আমাকে এইরূপ করিয়াছ, ইত্যাদি বাক্য ভর্ত্তাকে কখনও বলিবে না। হে দেবি! তোমার স্বস্তি হউক, আমি চলিলাম। কশ্যপ এই কথা কহিলে দিতি বলিলেন—তথাস্তু। তখন সর্ব্বভূতের সমক্ষেই কশ্যপ অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর দিতি ভর্ত্তার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র এই ঘটনা জানিতে পারিয়া দিতির পার্শ্বে আসিলেন এবং দেবসদন পরিত্যাগ করিয়া দিতির শুশ্রূষায় নিবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ইন্দ্র দিতির ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অন্তর বিপরীত কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যগ্র; বাহিরে তিনি প্রসন্ন বদনে অবস্থিত। নিজের শুভানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া যেন কোন কিছুই জানেন না, এমনই ভাবে ইন্দ্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত সংবৎসর পূর্ণ হইবার তিনদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় একদিন দিতি বিস্মিত মনে প্রীতিভরে আত্মাকে কৃতার্থ বলি। মনে করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন পাদশৌচ করিলেন না, নিদ্রাভরে আক্রান্ত হইয়া মুক্তকেশে দিবাভাগে শয়ন করিলেন। তখন শচীপতি এই ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক বজ্রদ্বারা তদীয় গর্ভ সপ্তধা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সেই ছিন্ন গর্ভ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সপ্তকুমার হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে কাঁদিতে নিষেধ করিলেন, তথাচ পুনরায় তাহারা রোদন করিতে লাগিল। তখন বজ্রধারী ইন্দ্র তাহাদের প্রত্যেককে সপ্ত সপ্ত খণ্ডে ছেদন করিলেন। এইরূপে তাহারা একোনপঞ্চাশৎ ভাগে বিভক্ত হইয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। ৪১—৫৯। ইন্দ্র তাহাদিগকে বার বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিলেন,—কাহার মাহাত্ম্যে ইহারা পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল! বুঝিলেন, ইহা পূর্ণিমাব্রতের ফল। সেই ব্রতপুণ্যযোগেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। অথবা ব্রহ্মার পূজাফলেরই ইহা পরিণাম।

একোঽপ্যনেকতামাপ যস্মাত্বদরগোঽপ্যলম্।
অবধ্যা নূনমেতে বৈ তস্মাদ্দেবা ভবন্তিতি ॥
যস্মান্মা রুদ ইত্যুক্তা রুদন্তো গর্ভসম্ভবাঃ।
মরুতো নাম তে নাম্না ভবন্তু সুখভাগিনঃ ॥৬৪
ততঃ প্রসাদ্য দেবেশঃ ক্ষময়েতি দিতিং পুনঃ।
অর্থশাস্ত্রং সমাস্থায় ময়ৈতদ্দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৬৫
কৃত্বা মরুদ্গণান্ দেবৈঃ সমানমমরাধিপঃ।
দিতিং বিমানমারোপ্য সসুতামগমদ্দিবম্ ॥ ৬৬
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে মরুতস্তে ততোঽভবন্।
ন জগ্মুরৈক্যমসুরৈরতস্তেঽসুরবল্লভাঃ ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ।

আদিসর্গস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ কথিতো বিস্তরেণ মে।
প্রতিসর্গশ্চ যো যেষামধিপাংস্তান্ বদস্ব মে ॥৬৮

পুলস্ত্য উবাচ।

যদাভিষিক্তঃ সকলেঽপি রাজ্যে
পৃথুর্ধরিত্র্যামধিপো বভূব।
তথৌষধীনামধিপং চকার
যজ্ঞব্রতানাং তপসাঞ্চ সোমম্ ॥ ৬৯
নক্ষত্র-তারা-দ্বিজ-বৃক্ষ-গুল্ম-
লতাবিতানস্য চ রুক্মগর্ভম্।
অপামধীশং বরুণং ধনানাং
রাজ্ঞাং প্রভুং বৈশ্রবণঞ্চ তদ্বৎ ॥ ৭০
বিষ্ণুং রবীণামধিপং বসূনা-
মগ্নিঞ্চ লোকাধিপতিং চকার।
প্রজাপতীনামধিপঞ্চ দক্ষং
চকার শক্রং মরুতামধীশম্ ॥ ৭১
দৈত্যাধিপানামথ দানবানাং
প্রহ্লাদমীশঞ্চ যমং পিতৄণাম্।
পিশাচরক্ষঃপশুভূতযক্ষ-
বেতালরাজং ত্বথ শূলপাণিম্ ॥ ৭২
প্রালেয়শৈলঞ্চ পতিং গিরীণা-
মীশং সমুদ্রং সরিতামধীশম্।
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-কিন্নরাণা-
মীশং পুনশ্চিত্ররথং চকার ॥ ৭৩
নাগাধিপং বাসুকিমুগ্রবীর্য্যং
সর্পাধিপং তক্ষকমাদিদেশ।

নিশ্চয় সেই জন্যই বজ্রাহত হইয়াও এই সকল দিতিগর্ভজ বালক বিনাশ প্রাপ্ত হইল না; দিতির উদরমধ্যে এক হইয়াও ইহারা অনেক হইয়াছে; সুতরাং ইহারা সর্ব্বথা অবধ্য। অতএব এই সকল বালক দেবত্ব লাভ করুক। যেহেতু রোদনকালে ইহাদিগকে "মা রুদ" বলিয়াছিলাম, এই জন্য ইহারা মারুত নামে সুখভাগী দেবতা হউক। অনন্তর দেবাধিপ দিতির নিকট ক্ষমা চাহিলেন এবং তাঁহাকে প্রসাদিত করিয়া কহিলেন,—আমি অর্থশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার এই সন্তানদিগকে মরুদ্গণ নাম দিয়া দেবগণের সমান করিয়া লইয়াছি। অমরপতি দিতিকে এই বলিয়া বিমানে আরোপণপূর্ব্বক পুত্রগণসহ তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। তখন হইতে মরুদ্গণ সকলেই যজ্ঞভাগভোজী হইলেন। তাঁহারা অসুরগণের সহিত একত্রিত হইলেন না। এই কারণে সুরবল্লভ হইয়াই রহিলেন। ভীষ্ম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট বিস্তৃতরূপে আদিসর্গ এবং প্রতিসর্গবিবরণ বলিলেন। এক্ষণে যে যাহাদের অধিপতি হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বলুন। ৬০—৬৮। পুলস্ত্য কহিলেন,—পৃথুরাজ যখন নিখিল রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন তখন চন্দ্রকে ওষধি, যজ্ঞ, ব্রত, ও তপস্যার; হিরণ্যগর্ভকে নক্ষত্র, তারা, দ্বিজ, বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাবিতানের; বরুণকে জলসমূহের; বৈশ্রবণকে ধন ও রাজসমূহের; বিষ্ণুকে আদিত্যগণের; অগ্নিকে বসুগণের; দক্ষকে প্রজাপতিগণের; ইন্দ্রকে মরুদ্গণের; প্রহ্লাদকে দৈত্যাধিপ দানবগণের; যমকে পিতৃগণের; শূলপাণিকে পিশাচ, রাক্ষস, পশু, ভূত, যক্ষ, ও বেতালসমূহের; হিমালয়কে গিরিসমূহের সমুদ্রকে সরিৎসমূহের; চিত্ররথকে গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর ও কিন্নরগণের; বাসুকিকে নাগ

দিগ্বারণানামধিপং চকার
গজেন্দ্রমৈরাবণনামধেয়ম্ ॥ ৭৪
সুপর্ণমীশং পততামথাব্ধিতাং
রাজানমুচ্চৈঃশ্রবসং চকার।
সিংহং মৃগাণাং বৃষভং গবাঞ্চ
প্লক্ষং পুনঃ সর্ব বনস্পতীনাম্ ॥ ৭৫
পিতামহঃ পূর্বমথাভ্যষিঞ্চ-
দেতান্ পুনঃ সর্বদিশাধিনাথান্।
পূর্বেশদিক্‌পালমথাভ্যষিঞ্চন্
নাম্না সুবর্ম্মাণমরাতিকেতুম্ ॥ ৭৬
ততোঽধিপং দক্ষিণতশ্চকার
সর্বেশ্বরং শঙ্খপদাভিধানম্।
স কেতুমন্তং দিগধীশমীশং
চকার পশ্চাদ্ভুবনাণ্ডগর্ভঃ ॥ ৭৭
হিরণ্যরোমাণমুদগ্দিগীশং
প্রজাপতিং মেঘসুতং চকার।
অদ্যাপি কুর্বন্তি দিশামধীশাঃ
সদাবহন্তস্ত ভুবোঽভিরক্ষাম্ ॥ ৭৮
চতুর্ভিরেতৈঃ পৃথুনামধেয়ো
নৃপোঽভিষিক্তঃ প্রথমঃ পৃথিব্যাম্।
গতেঽন্তরে চাক্ষুষনামধেয়ে
বৈবস্বতং চক্রুরিমং পৃথিব্যাম্ ॥ ৭৯
গতেঽন্তরে চাক্ষুষনামধেয়ে
বৈবস্বতাখ্যে চ পুনঃ প্রবৃত্তে।
প্রজাপতিঃ সোঽস্য চরাচরস্য
বভূব সূর্য্যান্বয়জঃ সচিহ্নঃ ॥ ৮০
পুলস্ত্য উবাচ।
মন্বন্তরাণি সর্ব্বাণি মনূনাং চরিতানি যৎ।
প্রমাণং চৈব কল্পস্য তৎসৃষ্টিঞ্চ সমাসতঃ ॥ ৮১
একচিত্তঃ প্রসন্নাত্মা শৃণু কৌরবনন্দন।
যামা নাম পুরা দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবান্তরে ॥ ৮২
সপ্তৈব ঋষয়ঃ পূর্ব্বং যে মরীচ্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
আগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ বিভুঃ সবন এব চ ॥ ৮৩
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ ভব্যো মেধা মেধাতিথির্ব্বসুঃ।
স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোর্দশৈতে বংশবর্দ্ধনাঃ ॥ ৮৪
প্রতিসর্গমমী কৃত্বা জগ্মুস্তে পরমং পদম্।
এবং স্বায়ম্ভুবং প্রোক্তং স্বারোচিষমতঃ পরম্ ॥
স্বারোচিষস্য তনয়াশ্চত্বারো দেববর্চসঃ।
নভো নভস্যঃ প্রভৃতির্ভাবনঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥ ৮৬
দত্তোঽগ্নিশ্চ্যবনস্তম্ভঃ প্রাণঃ কশ্যপ এব চ।

গণের; তক্ষককে সর্পগণের; ঐরাবত গজেন্দ্রকে দিগ্‌গজগণের; গরুড়কে পক্ষিগণের; উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের; সিংহকে মৃগগণের; বৃষভকে গোগণের; এবং প্লক্ষকে বনস্পতিসমূহের অধিপতি করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে পিতামহ চারিজনকে চারিদিকের অধিপতিরূপে অভিষেক করিয়াছিলেন। তিনি অরাতিকেতু সুবর্ম্মাকে পূর্ব্বদিকের, শঙ্খপাদাখ্য সর্ব্বেশ্বরকে দক্ষিণদিকের, কেতুমানকে পশ্চিমদিকের, এবং মেঘসুত হিরণ্যরোমাকে উত্তরদিকের অধিপতি করিয়া দেন। এই সকল দিক্‌পতিগণ অদ্যাপি সর্বদা ভূতল রক্ষা করিতেছেন। নরপতি পৃথু এই চারিজন দিক্‌পতি দ্বারা সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীতলে অভিষিক্ত হন। চাক্ষুষমন্বন্তর অতীত হইলে যখন বৈবস্বতমনুর অধিকারকাল প্রবৃত্ত হয় তখন সেই সূর্য্যান্বয়জাত মনুই এই চরাচরে অধিপতি হইয়াছিলেন। ৬৯—৮০। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে কৌরবনন্দন! তুমি প্রসন্নচিত্ত হইয়া সমস্ত মন্বন্তর, মনুগণের চরিতাবলী, কল্পের প্রমাণ, এবং সেই সেই কালের সৃষ্টি সংক্ষেপে একাগ্রভাবে আমার নিকট শ্রবণ কর। পুরাকালে মরীচি প্রভৃতি যে সপ্তর্ষি ছিলেন, পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁহারাই যাম নামক দেবতা হইয়াছিলেন। আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বিভু, যবন, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, ভব্য, মেধা, মেধাতিথি এবং বসু এই দশজন স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর। ইঁহারা প্রতিসর্গ বিস্তার করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন। এই স্বায়ম্ভুব মনুর কথা কথিত হইল। অতঃপর স্বারোচিষ মনুর কথা কহিতেছি। স্বারোচিষ মনুর দেবপ্রতিম চারি পুত্র; যথা—নভ, নভস্য, ভাবন, ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন। এই মনুর

অর্ব্বা বৃহস্পতিশ্চৈব সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥ ৮৭
তদা দেবাশ্চ তুষিতাঃ স্মৃতাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে
হবীন্দ্রঃ সুকৃতো মূর্ত্তিরাপো জ্যোতিরথঃ স্মৃতঃ
বশিষ্ঠস্য সুতাঃ সপ্ত যে প্রজাপতয়স্তদা।
দ্বিতীয়মেতৎ কথিতং মন্বন্তরমতঃ পরম্ ॥ ৮৯
অন্যচ্চৈব প্রবক্ষ্যামি তথা মন্বন্তরং শুভম্।
মনুর্নামৌত্তমিস্তত্র দশপুত্রানজীজনৎ ॥ ৯০
ইষ উর্জস্তনূজশ্চ শুচিঃ শুক্রস্তথৈব চ।
মধুশ্চ মাধবশ্চৈব নভস্যোঽথ নভস্তথা ॥ ৯১
সহঃ সহস্য এতেষামুত্তমঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
ভানবস্তত্র দেবাঃ স্যুরূর্জ্জাঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৯২
কৌকভিণ্ডিঃ কুতুণ্ডশ্চ দাল্ভ্যঃ শঙ্খঃ প্রবাহিতঃ
মিতিশ্চ সম্মিতিশ্চৈব সপ্তৈতে যোগবর্দ্ধনাঃ ॥
মন্বন্তরং চতুর্থন্তু তামসং নাম বিশ্রুতম্।
কপিঃ পৃথুস্তথৈবাগ্নিরকপিঃ কবিরেব চ ॥ ৯৪
তথৈব জন্যধামানৌ মুনয়ঃ সপ্ত নামতঃ।
সাধ্যা দেবগণা যে চ কথিতাস্তামসেঽন্তরে ॥ ৯৫
অকল্মষস্তপোধন্বী তপোমূলস্তপোধনঃ।
তপোরাশিস্তপস্যশ্চ সুতপস্যঃ পরন্তপঃ ॥ ৯৬
তামসস্য সুতাঃ সর্ব্বে দশ বংশবিবর্দ্ধনাঃ।
পঞ্চমস্য মনোঽস্তস্বরৈবতস্যান্তরং শৃণু ॥ ৯৭
দেববাহুঃ সুবাহুশ্চ পর্জ্জন্যঃ সময়ো মুনিঃ।
হিরণ্যরোমা সপ্তাশ্বঃ সপ্তৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৯৮
দেবাশ্চ ভূতরজসস্তথা প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ।
অবশস্তত্ত্বদর্শী চ বীতিমান্ হব্যপঃ কপিঃ ॥ ৯৯
মুক্তো নিরুৎসুকঃ সত্ত্বো নির্ম্মোহোঽথ প্রকাশকঃ
ধর্ম্মবীর্য্যবলোপেতা দশৈতে রৈবতাত্মজাঃ।
ভৃগুঃ সুধামা বিরজঃ সহিষ্ণুর্নারদস্তথা।
বিবস্বান্ কৃতিনামা চ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽপরে ॥ ১০১
চাক্ষুষস্যান্তরে দেবা লেখা নাম পরিশ্রুতাঃ।
বিভবোঽথ পৃথক্ চান্যকীর্ত্তিতাস্ত্রিদিবৌকসঃ।
চাক্ষুষস্যান্তরে প্রাপ্তে দেবানাং পঞ্চমো জনঃ।
রুরুপ্রভৃতয়স্তদ্বচ্চাক্ষুষস্য সুতা দশ ॥ ১০৩
প্রোক্তাঃ স্বায়ম্ভুবে বংশে যে ময়া পূর্ব্বমেব তে
অন্তরং চাক্ষুষঞ্চৈব ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০৪
সপ্তমঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যদ্বৈবস্বতমুচ্যতে।

সময়ে দত্ত, অগ্নি, চ্যবন, স্তম্ভ, প্রাণ, কশ্যপ, এবং বৃহস্পতি এই সাতজন সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন এবং তুষিত নামে দেবগণ ছিলেন। হবীন্দ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ, ও জ্যোতিঃ, প্রভৃতি বশিষ্ঠের সপ্তপুত্র তৎকালে প্রজাপতি হইয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় মন্বন্তর কহিলাম,—অতঃপর অন্য শুভ মন্বন্তরের কথা কহিব। এই মন্বন্তরের মনু ঔত্তমি, তিনি দশ পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রগণের নাম ইষ, উর্জ্জ, শুচি, শুক্র, মধু, মাধব, নভস্য, নভ, সহ, এবং সহস্য। এই মন্বন্তরে ভানু নামক দেবগণ এবং উর্জ্জ নামক সপ্তর্ষিগণ ছিলেন। কৌকভিণ্ডি, কুতুণ্ড, দাল্ভ্য, শঙ্খ, প্রবাহিত, মিতি এবং সম্মিতি,—ইঁহারাই সাতজন যোগবর্দ্ধন ঋষি। চতুর্থ মন্বন্তর তামস নামে বিখ্যাত। এই মন্বন্তরে কোপি, পৃথু, অগ্নি, অকপি, কবি, জন্য এবং ধামা, এই সাতজন সপ্তর্ষি এবং সাধ্য নামে দেবগণ ছিলেন। অকল্মষ, তপ, ধন্বী, তপোমূল, তপোধন, তপোরাশি, তপস্য, সুতপস্য এবং পরন্তপ এই দশজন তামস মনুর বংশধর পুত্র। এক্ষণে পঞ্চম রৈবত মনুর বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। এই মনুর সময়ে দেববাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য, সময়, মুনি, হিরণ্যরোমা ও সপ্তাশ্ব ইঁহারা সপ্তর্ষি। ভূতরজা নামে দেবগণ ছিলেন। অবশ, তত্ত্বদর্শী, বীতিমান, হব্যপ, কোপি, মুক্ত, নিরুৎসুক, সত্ত্ব, নির্ম্মোহ, এবং প্রকাশক, এই দশ জন রৈবতমনুর পুত্র। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্ম ও বীর্য্যবলোপেত। ৮১—১০০। এই মনুর সময়ে ভৃগু, সুধামা, বিরজ, সহিষ্ণু, নারদ, বিবস্বান, এবং কৃতি, এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। চাক্ষুষমনুর অধিকারকালে লেখ নামে বিখ্যাত দেবগণ ছিলেন। ইহা ব্যতীত এই কালে বিভু নামক পৃথক দেবগণও কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। চাক্ষুষ মনুর রুরু প্রভৃতি দশ পুত্র ছিল। এই আমি চাক্ষুষ মন্বন্তরের বিবরণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে সপ্তম মনুর কথা কহিতেছি। এই মনু

অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ কশ্যপো গৌতমস্তথা ॥ ১০৫
ভরদ্বাজস্তথা যোগী বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্।
জমদগ্নিশ্চ সপ্তৈতে সাম্প্রতং যে মহর্ষয়ঃ ॥১০৬
কৃত্বা ধর্ম্মব্যবস্থানং প্রযান্তি পরমং পদম্।
সাবর্ণ্যস্য প্রবক্ষ্যামি মনোর্ভাবি তথান্তরম্ ॥
অশ্বত্থামা শরদ্বাংশ্চ কৌষিকো গালবস্তথা।
শতানন্দঃ কাশ্যপশ্চ রামশ্চ ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০৮
ধৃতির্বরীয়ান্ যবসুঃ সুবর্ণো ধৃতিরেব চ।
বরিষ্ণুর্বীর্য্যঃ সুমতির্বসুঃ শুক্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১০৯
ভবিষ্যস্যার্কসাবর্ণের্মনোঃ পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
রৌচ্যাদয়স্তথান্যেঽপি মনবঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
রুচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো রৌচ্যো নাম ভবিষ্যতি
মনুর্ভূতিসুতস্তদ্বদ্ভৌত্যো নাম ভবিষ্যতি ॥১১১
ততস্তু মেরুসাবর্ণির্ব্রহ্মসূনুর্মনুঃ স্মৃতঃ।
ঋভুশ্চ ঋতুধামা চ বিষ্বক্সেনো মনুস্তথা ॥১১২
অতীতানাগতাশ্চৈব মনবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বর্ষাণাং যুগসাহস্রমেভির্ব্যাপ্তং নরাধিপ ॥ ১১৩
স্বে স্বেঽন্তরে সর্ব্বমিদং সমুৎপাদ্য চরাচরম্।
কল্পক্ষয়ে নিবৃত্তে তু মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ ॥১১৪
অমী যুগসহস্রান্তে বিনশ্যন্তি পুনঃপুনঃ।
ব্রহ্মাদ্যা বিষ্ণুসাযুজ্যং ততো যাস্যন্তি বৈ নৃপ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে মন্বন্তর-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

বহুভির্ধরণী ভুক্তা ভূপালৈঃ শ্রূয়তে পুরা।
পার্থিবাঃ পৃথিবীযোগাৎ পৃথিবী কস্য যোগতঃ
কিমর্থঞ্চ কৃতা সংজ্ঞা ভূমেঃ সা পারিভাষিকী।
গৌরিতীয়ঞ্চ সংজ্ঞা বা ভুবঃ কস্মাদ্ব্রবীহি মে

পুলস্ত্য উবাচ।

পুরা কৃতযুগস্যাসীদঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ।
মৃত্যোস্তু দুহিতা তেন পরিণীতাতিদুর্ম্মুখী ॥ ৩
সুনীথা নাম তস্যাস্তু বেনো নাম সুতঃ পুরা।

বৈবস্বত নামে অভিহিত। এই মনুর সময়ে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভারদ্বাজ, বিশ্বামিত্র এবং জমদগ্নি,—সপ্তর্ষি হইয়াছেন। ইঁহারা ধর্ম্মব্যবস্থা করিয়া পরমপদে প্রয়াণ করিবেন। এক্ষণে ভবিষ্য সাবর্ণ্য মন্বন্তর বলিতেছি। এই মন্বন্তরে অশ্বত্থামা, শরদ্বান্, কৌষিক, গালব, শতানন্দ, কাশ্যপ এবং রাম সপ্তর্ষি। ধৃতি, বরীয়ান্, যবসু, সুবর্ণ, ধৃতি, বরিষ্ণুবীর্য্য, সুমতি, বসু, শুক্র, এবং বীর্য্যবান্, ইঁহারা ভবিষ্য অর্কসাবর্ণি মনুর পুত্র। রৌচ্যাদি অন্যান্য মনুগণও কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। রুচিপ্রজাপতির পুত্র রৌচ্য এবং ভূতির পুত্র ভৌত্য নামে মনু প্রাদুর্ভূত হইবেন। অনন্তর ব্রহ্মপুত্র মেরুসাবর্ণি, ঋভু, ঋতুধাম ও বিষ্বক্সেন নামে কতিপয় মনুর অধিকার হইবে। এই আমি অতীত অনাগত মনুগণের বিবরণ বলিলাম। যুগসহস্র-কাল এই সকল মনুর অধিকার। ইঁহারা স্ব স্ব মন্বন্তরে এই চরাচর বিশ্ব উৎপাদন করিয়া পরে কল্পক্ষয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন। যুগসহস্রান্তে এই সকল মনু বারম্বার বিনাশ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা প্রভৃতি বিষ্ণু-সাযোজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১০১—১১৫।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—শুনিতে পাই, পুরাকালে বহু রাজা পৃথিবী ভোগ করিয়াছেন। পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ বশতঃ তাঁহাদিগের পার্থিব নাম হইয়াছে, কিন্তু পৃথিবী নাম কাহার সম্বন্ধে উৎপন্ন হইল? ভূমির এই পারিভাষিকী সংজ্ঞা কি নিমিত্ত করা হইল এবং তাঁহার গো-সংজ্ঞাই বা কি জন্য হইয়াছিল? তাহা আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—পুরাকালে সত্যযুগে অঙ্গ নামে এক প্রজাপতি ছিলেন, তিনি মৃত্যুদুহিতা, সুনীথার পাণিগ্রহ করেন। সুনীথা অতি

অধর্ম্মনিরতঃ কামী বলবান্ বসুধাধিপঃ ॥ ৪
লোকস্যাধর্ম্মকর্ম্মাণি পরস্ত্রীধ্যাপহারকঃ।
অথ তস্য প্রসিদ্ধ্যর্থং জগদর্থং মহর্ষিভিঃ ॥ ৫
অনুনীতোঽপি ন দদাবভয়ঞ্চাত্মভয়ং ততঃ।
শাপেন মারয়িত্বৈনমরাজকভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৬
মমন্থু র্ব্রাহ্মণাস্তস্য বলাদ্দেহমকল্মষাঃ।
তৎকায়ান্মথ্যমানাত্তু জনিতা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৭
শরীরে মাতুরংশেন কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভাঃ।
পিতুরংশস্য সঙ্গেন ধার্ম্মিকো ধর্ম্মকারকঃ ॥ ৮
উৎপন্নো দক্ষিণাদ্ধস্তাৎ সধনুঃ সশরো গদী।
দিব্যতেজোময়ঃ পুত্রঃ সরত্নকবচাঙ্গদঃ ॥ ৯
পৃথুরেবাভবন্নাম্না স চ বিষ্ণুরজায়ত।
স বিপ্রৈরভিষিক্তঃ সংস্তপঃ কৃত্বা সুদুষ্করম্ ॥ ১০
বিষ্ণোর্বরেণ সর্ব্বস্য প্রভুত্বমগমৎ প্রভুঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং নির্দ্ধর্ম্মং বীক্ষ্য ভূতলম্ ॥ ১১
দেগ্ধুমেবোদ্যতঃ কোপাচ্ছরেণামিতবিক্রমঃ।
ততো গোরূপমাস্থায় ভূঃ পলায়িতুমুদ্যতা ॥ ১২
পৃষ্ঠে ত্বধাগমত্তস্যাঃ পৃথুঃ সেষুশরাসনঃ।
ততঃ স্থিত্বৈকদেশে তু কিং করোমীতি
চাব্রবীৎ ॥ ১৩
পৃথুরপ্যবদদ্বাক্যমীপ্সিতং দেহি সুব্রতে।
সর্ব্বস্য জগতঃ শীঘ্রং স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৪
তথেতি চাব্রবীদ্ভূমির্দুদোহ স নরাধিপঃ।
স্বকে পাণৌ পৃথুর্বৎসং কৃত্বা স্বায়ম্ভুবং মনুম্ ॥ ১৫
তদন্নমভবদ্দুগ্ধং প্রজা জীবন্তি যেন তু।
ততস্তু ঋষিভির্দুগ্ধা বৎসঃ সোমস্তদাভবৎ ॥ ১৬
দোগ্ধা বাচস্পতিরভূৎ পাত্রং বেদস্তপো রসঃ।
দেবৈশ্চ বসুধা দুগ্ধা মরুদ্দোগ্ধা তদাভবৎ ॥ ১৭
ইন্দ্রো বৎসঃ সমভবৎ ক্ষীরমূর্জ্জস্বলং বলম্।

ধর্ম্মশীলা ছিলেন। সুনীথার গর্ভে অঙ্গপ্রজাপতির বেন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বেন অধর্ম্মনিরত, কামী ও বলবান্; সে বসুধাধিপ হইয়াও লোকের প্রতি অধর্ম্মাচরণ করিত এবং পরনারী হরণ করিয়া লইত। অনন্তর মহর্ষিগণ জগতের উপকারার্থ তাহার স্বভাবশোধনের জন্য তাহাকে অনেক অনুনয় করিলেন; কিন্তু সেই অসৎস্বভাব বেন কিছুতেই অভয় প্রদান করিল না। তখন নিষ্পাপ ব্রাহ্মণগণ অভিশাপ দ্বারা তাহাকে ধ্বংস করিলেন এবং অরাজকভয়ে ভীত হইয়া সবলে তাহার দেহ মন্থন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার মথ্যমান দেহ হইতে কতকগুলি ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইল। বেনের দেহে তদীয় মাতার অংশে জন্ম হইল বলিয়া ঐ সকল ম্লেচ্ছ কৃষ্ণাঞ্জনবৎ প্রভাসম্পন্ন হইল। আর বেনের পিতার অংশে তদীয় দক্ষিণ হস্ত হইতে এক ধার্ম্মিক ধর্ম্মপালক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। ইনি দিব্যতেজোময়, ইহাঁর হস্তে ধনু, শর ও গদা এবং গাত্রে রত্নকবচ। এই পুত্রের নাম হইল পৃথু। এই পৃথু সাক্ষাৎ বিষ্ণু। পৃথু বিপ্রগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া কঠোর তপস্যা করিলেন

বিষ্ণুর বরে তিনি সর্ব্বজগতের প্রভু হইয়া উঠিলেন। পৃথু জগতের প্রভু হইয়া দেখিলেন, ভূতলে স্বাধ্যায় বষট্কার নাই, ধর্ম্মব্যবস্থা নাই! ইহা দেখিয়া অমিতবিক্রম পৃথু রাজা ক্রোধভরে শরদ্বারা ভূতল ভেদ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভূমি গোরূপ ধারণ করিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। ১—১২। পৃথু সশর-শরাসন হস্তে তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। তখন ভূমি এক স্থানে অবস্থিত হইয়া কহিলেন,—রাজন্! আমি কি করিব? পৃথু কহিলেন,—সুব্রতে! তুমি চরাচর সর্ব্ব জগতের অভীপ্সিত বিষয় দান কর। ভূমি বলিলেন তথাস্তু। তখন নরপতি পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বীয় হস্তে ভূমি দোহন করিলেন। তাহাতে দুগ্ধরূপ অন্ন উৎপন্ন হইল। সেই অন্ন দ্বারা প্রজাগণ জীবন ধারণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঋষিগণ দোহন করিলেন; ইহাতে চন্দ্র বৎস, বাচস্পতি দোগ্ধা, বেদ পাত্র, এবং তপস্যা দোহন-রস হইল। অতঃপর দেবগণ বসুধাকে দোহন করিলেন। এই দোহনে দোগ্ধা হইলেন মরুৎ, ইন্দ্র হইলেন বৎস, ঊর্জ্জস্বল বল হইল

দেবানাং কাঞ্চনং পাত্রং পিতৃণাং রাজতং তথা ॥ ১৮
অন্তকশ্চাভবদ্দোগ্ধা যমো বৎসঃ স্বধা রসঃ।
বিলঞ্চ পাত্রং নাগানাং তক্ষকো বৎসকোঽভবৎ
বিষং ক্ষীরং ততো দোগ্ধা ধৃতরাষ্ট্রোঽভবৎ পুনঃ
অসুরৈরপি দুগ্ধেয়মায়সে শক্রপীড়নম্ ॥ ২০
পাত্রে মায়ামভূদ্বৎসঃ প্রাহ্লাদিস্তু বিরোচনঃ।
দোগ্ধা ত্রিমূর্দ্ধা তত্রাসীন্মায়া যেন প্রবর্ত্তিতা ॥২১
যক্ষৈশ্চ বসুধা দুগ্ধা পুরান্তর্দ্ধানমীপ্সুভিঃ।
কৃত্বা বিশ্বাবসুং বৎসং মণিমন্তং মহীপতে ॥২২
প্রেতরক্ষোগণৈর্দুগ্ধা বসারুধিরমুল্বণম্।
রৌপ্যনাভোঽভবদ্দোগ্ধা সুমালী বৎস এব চ
গন্ধর্বৈশ্চ পুনর্দুগ্ধা বসুধা সাপ্সরোগণৈঃ।
বৎসং চিত্ররথং কৃত্বা গন্ধান্ পদ্মদলে তথা ॥২৪
দোগ্ধা বসুরুচির্নামাথর্ববেদস্য পারগঃ।
গিরিভির্বসুধা দুগ্ধা রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২৫
ঔষধানি চ দিব্যানি দোগ্ধা মেরুর্মহীধরঃ।
বৎসোঽভূদ্ধিমবাংস্তত্র পাত্রং শৈলময়ং পুনঃ ॥
বৃক্ষৈশ্চ বসুধা দুগ্ধা ক্ষীরং ছিন্নপ্ররোহণম্।
পালাশপাত্রে দোগ্ধা তু শালঃ পুষ্পবনাকুলঃ ॥২৭
প্লক্ষোঽভবত্ততো বৎসঃ সর্ববৃক্ষবনাধিপঃ।
এবমন্যৈশ্চ বসুধা তথা দুগ্ধা যথেচ্ছতঃ ॥ ২৮
আয়ুর্দ্ধনানি সৌখ্যঞ্চ পৃথৌ রাজ্যং প্রশাসতি।
ন দারিদ্র্যং তথা রোগী নাধনো ন চ পাপকৃৎ ॥
নোপসর্গা ন চাঘাতঃ পৃথৌ রাজ্যং প্রশাসতি।
নিত্যং প্রমুদিতা লোকা দুঃখশোকবিবর্জ্জিতাঃ ॥
ধনুঃকোট্যা চ শৈলেন্দ্রানুৎসার্য্য স মহাবলঃ।
ভূমণ্ডলং সমং চক্রে লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
ন পুরগ্রামদুর্গাণি ন চায়ুধধরা নরাঃ।
ম্রিয়ন্তে যত্র দুঃখঞ্চ নার্থশাস্ত্রস্য চাদরঃ ॥ ৩২
ধর্ম্মৈকতানাঃ পুরুষাঃ পৃথৌ রাজ্যং প্রশাসতি
কথিতানি চ পাত্রাণি যৎক্ষীরঞ্চ যথা তব ॥ ৩৩

ক্ষীর, এবং পাত্র হইল কাঞ্চন। অনন্তর পিতৃগণ দোহন করেন। তাঁহাদের পাত্র রাজত, দোগ্ধা অন্তক, যম বৎস, এবং রস স্বধা। ইহার পর নাগগণ দোহন করেন। তাঁহাদের পাত্র বিল, বৎস তক্ষক, ক্ষীর বিষ এবং দোগ্ধা ধৃতরাষ্ট্র। অতঃপর অসুরগণও আয়সপাত্রে দোহন করিয়াছিলেন। ইহাতে বৎস প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন, দোগ্ধা ত্রিমূর্দ্ধা এবং দোহনবস্তু মায়া। উক্ত ত্রিমূর্দ্ধা হইতেই মায়াবিস্তার হয়। অনন্তর অন্তর্দ্ধানকামী যক্ষগণ বসুধা দোহন করেন। এই দোহনে বিশ্বাবসু বৎস হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রেত ও রক্ষোগণ বসুধা হইতে প্রচুর বসারুধির দোহন করেন। এই দোহনে রৌপ্যনাভ দোগ্ধা এবং সুমালী বৎস হইয়াছিলেন। পুনর্ব্বার গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক বসুধার দোহন-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই দোহনে বৎস চিত্ররথ, পাত্র পদ্মদল, দোহনবস্তু গন্ধসমূহ, এবং দোগ্ধা অথর্ববেদপারগ বসুরুচি। অনন্তর গিরিগণ বসুধা হইতে বিবিধ রত্ন ও নানাবিধ দিব্যৌষধি দোহন করেন। এই দোহনে পাত্র শৈলময়, বৎস হিমবান্ এবং দোগ্ধা মেরু মহীধর। অতঃপর বৃক্ষগণ বসুধা দোহন করেন। ইহাদের দোহনক্ষীর ছিন্নপ্ররোহণ, পাত্র পালাশ, দোগ্ধা পুষ্পবনাকুল শালবৃক্ষ এবং বৎস সর্ব্ববৃক্ষবনাধিপ প্লক্ষবৃক্ষ। এইরূপে অন্য অনেকেও ইচ্ছানুরূপ বসুধা দোহন করিয়াছিলেন। ১৩—২৮।

পৃথুর রাজ্যশাসনকালে প্রজাগণের আয়ু, ধন ও সৌখ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন কাহারও দারিদ্র্য ছিল না। কোন জন রোগী, নির্দ্ধন বা পাপকারী ছিল না। ফলে পৃথুর রাজ্যকালে পৃথিবীতে কোনই উপসর্গ রহিল না; তৎকালে লোক সকল নিত্য প্রমুদিত ও দুঃখশোকবর্জ্জিত হইল। মহাবল পৃথু ধনুস্কোটি দ্বারা শৈলেন্দ্রকুল সমুৎসারিত করিয়া লোকহিত কামনায় ভূমণ্ডল সমীকৃত করিয়া দিলেন। তৎকালে পুর গ্রাম বা দুর্গ নির্ম্মাণের প্রয়োজন ছিল না। নরগণের অস্ত্র ধারণেরও আবশ্যক রহিল না। পৃথুর রাজত্বে মরণকালেই দুঃখ ছিল। অর্থ শাস্ত্রের আদর ছিল না। পুরুষগণ ধর্ম্মেতেই একান্ত অনুরক্ত

যেষাং যেন রুচিস্তত্র তেভ্যো দত্তং বিজানতা
যজ্ঞশ্রীদেষু সর্ব্বেষু ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥৩৪
দুহিতৃত্বং গতা যস্মাৎ পৃথোঃ পৃথ্বী মহামতে।
তস্যানুসারযোগাচ্চ পৃথিবী বিশ্রুতা বুধৈঃ ॥ ৩৫

ভীষ্ম উবাচ।

আদিত্যবংশমখিলং বদ ব্রহ্মন্ যথাক্রমম্।
সোমবংশঞ্চ তত্ত্বজ্ঞ যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৩৬

পুলস্ত্য উবাচ।

বিবস্বান্ কশ্যপাৎ পূর্ব্বমদিত্যামভবৎ পুরা।
তস্য পত্নীত্রয়ং তদ্বৎ সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা তথা ॥
রৈবতস্য সুতা রাজ্ঞী রেবতং সুষুবে সুতম্।
প্রভা প্রভাতং সুষুবে ত্বাষ্ট্রং সংজ্ঞা তথা মনুম্
যমশ্চ যমুনা চৈব যমজৌ চ বভূবতুঃ।
ততস্তেজোময়ং রূপমসহন্তী বিবস্বতঃ ॥ ৩৯
নারীমুৎপাদয়ামাস স্বশরীরাদনিন্দিতাম্।
ত্বাষ্ট্রী স্বরূপরূপেণ নাম্না চ্ছায়েতি ভামিনী ॥ ৪০
কিং করোমীতি পুরতঃ সংস্থিতাং তামভাষত।
ছায়ে ত্বং ভজ ভর্ত্তারং মদীয়ং তং বরাননে ॥
অপত্যানি মদীয়ানি মাতৃস্নেহেন পালয়।
তথেত্যুক্তা চ সা দেবমগাৎ কামায় সুব্রতা ।৪২
কাময়ামাস দেবোঽপি সংজ্ঞেয়মিতি চাদরাৎ।
জনয়ামাস সাবর্ণিং মনুং মনুস্বরূপিণম্ ॥ ৪৩
সবর্ণত্বাচ্চ সাবর্ণের্মনোর্বৈবস্বতস্য তু।
ততঃ সুতাঞ্চ তপতীং ত্বাষ্ট্রীঞ্চৈব ক্রমেণ তু ।৪৪
ছায়ায়াং জনয়ামাস সংজ্ঞেয়মিতি ভাস্করঃ।
ছায়া স্বপুত্রে ত্বধিকং স্নেহং চক্রে মনৌ তদা।
ন চক্ষমে মনুঃ পূর্ব্বস্তদ্‌যমঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
সন্তর্জ্জয়ামাস তদা পাদমুৎক্ষিপ্য দক্ষিণম্ ॥ ৪৬
শশাপ চ যমং ছায়া ভবতু ক্রিমিসংযুতঃ।
পাদোঽয়মেকো ভবিতা পূয়শোণিতবিস্রবঃ ।৪৭
নিবেদয়ামাস পিতুর্যমঃ শাপেন ধর্ষিতঃ।

ছিল। পৃথিবী দোহনের যে সকল পাত্র এবং যে যেরূপ ক্ষীরের কথা কথিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যাহাতে যাহার রুচি, তাহাকে তাহাই প্রদত্ত হইয়াছিল। হে মহামতে! পৃথ্বী, পৃথুর দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহারই নামানুসারে বুধগণ পৃথ্বীকে পৃথিবী নামে অভিহিত করেন। ভীষ্ম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যথাক্রমে সমগ্র আদিত্যবংশ এবং সোমবংশ-বিবরণ যথাযথ বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে প্রথমে বিবস্বান্ জন্মলাভ করেন। বিবস্বানের তিন পত্নী সংজ্ঞা, রাজ্ঞী, ও প্রভা। রাজ্ঞী রৈবতের পুত্রী, তিনি রেবত নামে এক পুত্র প্রসব করেন। অন্য পত্নী প্রভা প্রভাতকে প্রসব করেন। সংজ্ঞার গর্ভে মনু এবং যম ও যমুনা জন্মগ্রহণ করেন। সংজ্ঞা বিশ্বকর্ম্মার কন্যা; তিনি সূর্য্যের তেজোময় রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় শরীর হইতে এক সুন্দরী নারী উৎপাদন করিলেন। এই নারী সর্ব্বরূপে সংজ্ঞারই অনুরূপা হইলেন। ইঁহার নাম হইল ছায়া। ভামিনী ছায়া সংজ্ঞার পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—আমি কি করিব? সংজ্ঞা কহিলেন,—তুমি আমার ভর্ত্তাকে ভজনা কর। আর আমার যে সকল অপত্য আছে, তাহাদিগকে মাতৃস্নেহে পালন কর। সুব্রতা ছায়া তথাস্তু বলিয়া কামপ্রার্থনায় সূর্য্যসমীপে গমন করিলেন। ২৯—৪২। সূর্য্যদেব তাহাকে সংজ্ঞা মনে করিয়াই সাদরে তাহাতে উপগত হইলেন এবং তাহার গর্ভে মনুর তুল্য সাবর্ণিমনুকে উৎপাদন করিলেন। বৈবস্বতমনুর সমান বর্ণ বলিয়া ইঁহার নাম সাবর্ণি মনু। অনন্তর ভাস্কর সংজ্ঞা জ্ঞানে ছায়ার গর্ভে যথাক্রমে তপতী ও ত্বাষ্ট্রী নাম্নী দুই কন্যা উৎপাদন করিলেন। ছায়া স্বীয় পুত্র সাবর্ণিমনুকেই অধিক স্নেহ করিতেন। বৈবস্বতমনু তাহা সহিয়া থাকিতেন; কিন্তু যমের তাহা সহ্য হইত না। তিনি এই ঘটনায় একদিন ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া দক্ষিণপদ উত্তোলনপূর্ব্বক ছায়াকে তর্জ্জন করিলেন। ইহাতে ছায়া তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, তোমার ঐ পাদ কৃমিযুক্ত হইবে এবং তাহা হইতে পূয-রক্ত নির্গত হইতে

নিষ্কারণমহং শপ্তো মাত্রা দেব সকোপয়া ॥ ৪৮
বালভাবান্ময়া কিঞ্চিদুদ্যতশ্চরণঃ সকৃৎ।
মনুনা বার্য্যমাণাপি মম শাপমদাদ্বিভো ॥ ৪৯
প্রায়ো ন মাতা সাস্মাকমসমা স্নেহতো যতঃ।
দেবোঽপ্যাহ যমং ভূয়ঃ কিং করোমি মহামতে ॥
সৌখ্যাৎ কস্য ন দুঃখং স্যাদথবা কর্ম্মসন্ততিঃ।
অনিবার্য্যা ভবস্যাপি কা কথান্যেষু জন্তুষু ॥৫১
কৃকবাকুস্তব পদে স ক্রিমিং ভক্ষয়িষ্যতি।
খঞ্জশ্চ রুধিরৈশ্চৈব পাদমেতত্তবিষ্যতি ॥ ৫২
এবমুক্তঃ সমাশ্বস্তস্তপস্তীব্রং চকার হ।
বৈরাগ্যাৎ পুষ্করে তীর্থে ফলফেনানিলাশনঃ ॥
পিতামহং সমারাধ্য যাবদ্বর্ষাযুতং পুনঃ।
তপঃপ্রভাবাদ্দেবেশঃ সন্তুষ্টঃ পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৫৪
বব্রে স লোকপালত্বং পিতৃলোকং তথাক্ষয়ম্।
ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকস্যাস্য জগতস্তু পরীক্ষণম্ ॥ ৫৫
এবং স লোকপালত্বমগমৎ পদ্মসম্ভবাৎ।
পিতৃণামাধিপত্যঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মস্য চানঘ ॥ ৫৬
বিবস্বানথ তজ্জ্ঞাত্বা সংজ্ঞায়াঃ কর্ম্ম চেষ্টিতম্।
ত্বষ্টুঃ সমীপমগমদাচচক্ষে স রোষবান্ ॥ ৫৭
তমুবাচ ততস্ত্বষ্টা সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ।
তবাসহন্তী ভগবংস্তেজস্তীব্রং তমোনুদ ॥ ৫৮
বড়বারূপমাস্থায় মৎসকাশমিহাগতা।
নিবারিতা ময়া সা চ ত্বত্তয়েন দিবস্পতে ॥ ৫৯
যস্মাদবিজ্ঞাতমনা মৎসকাশমিহাগতা।
তস্মান্মদীয়ং ভবনং প্রবেষ্টুং ন তবার্হতি ॥ ৬০
এবমুক্তা জগামাশু মরুদেশমনিন্দিতা।
বড়বারূপমাস্থায় ভূতলে সম্প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
তস্মাৎ প্রসাদং কুরু মে যদ্যনুগ্রহভাগহম্।

থাকিবে। শাপগ্রস্ত যম পিতার নিকট গিয়া বলিলেন,—দেব! মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া অকারণে আমায় অভিশাপ দিয়াছেন। আমি বালভাবে আমার একটী চরণ একবার মাত্র উত্তোলন করিয়াছিলাম। হে বিভো! মনু শাপ দিতে নিষেধ করিলেন, তথাচ মাতা আমায় অভিশাপ দিলেন। আমার মনে হয়, ইনি যখন পুত্রগণে অসমান স্নেহ প্রদর্শন করেন, তখন ইনি আমাদের মাতা নহেন। সূর্য্যদেব যমকে বলিলেন,—মহামতে! আমি এ বিষয়ে কি করিব? সুখের পর দুঃখ কাহার না হইয়া থাকে? অথবা কর্ম্মপ্রবাহ এইরূপই। এ গতি ভগবান্ ভবেরও অনিবার্য্য। সুতরাং অন্য প্রাণিসম্বন্ধে আর কথা কি? যাহা হউক তোমার পদস্থ কৃমি কৃকবাকু ভক্ষণ করিবে। আর তোমার পদ খঞ্জ হইলেও সুন্দর হইবে। সূর্য্যদেব এই কথা কহিলে যম আশ্বস্ত হইয়া তীব্র তপস্যা করিলেন। তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইল। তিনি পুষ্করতীর্থে গিয়া ফল ফেন ও অনিল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অযুত বর্ষ যাবৎ তিনি পিতামহ দেবের আরাধনা করিলে তপঃপ্রভাবে পদ্মযোনি প্রসন্ন হইলেন। যম তাঁহার নিকট লোকপালত্ব এবং অক্ষয় পিতৃলোক প্রাপ্তির বর চাহিয়া লইলেন। এতদ্ভিন্ন এই ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক জগতের বিচার পর্য্যবেক্ষণের ভারও প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে যম পদ্মযোনি হইতে লোকপালত্ব এবং পিতৃগণের ও ধর্ম্মাধর্ম্মের আধিপত্য লাভ করিলেন। অনন্তর বিবস্বান্ সংজ্ঞার কর্ম্মচেষ্টা অবগত হইয়া বিশ্বকর্ম্মার সমীপে গমনপূর্ব্বক সক্রোধে সর্ব্ব বিবরণ বলিলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে সান্ত্বপূর্ব্বক কহিলেন,—হে ভগবন্ তমোনুদ! আপনার তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞা বড়বারূপ ধারণপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। আমি ভবদীয় ভয়ে তাহাকে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম, যেহেতু তুমি স্বামীর অজ্ঞাতসারে মৎসকাশে আসিয়াছ, এই কারণ আমার গৃহে তোমার প্রবেশ করা উচিত নহে। আমি এই কথা কহিলে, অনিন্দিতা সংজ্ঞা সত্বর মরুদেশে গমন করিলেন এবং বড়বারূপ অবলম্বনপূর্ব্বক এক্ষণে ভূতলে অবস্থান করিতেছেন। অতএব যদি আমি আপনার অনুগ্রহভাজন হই, তাহা হইলে মৎপ্রতি প্রসাদ বিতরণ করুন। আমি

অপনেষ্যামি তে তেজঃ কৃত্বা যন্ত্রে দিবাকর ॥
রূপং তব করিষ্যামি লোকানন্দকরং প্রভো।
তথেত্যুক্তঃ সরবিণা ভ্রমৌ কৃত্বা দিবাকরম্ ॥৬৩
পৃথক্ চকার তেজশ্চ চক্রং বিষ্ণোঃ প্রকল্পয়ৎ।
ত্রিশূলঞ্চাপি রুদ্রস্য বজ্রমিন্দ্রস্য চাপরম্ ॥ ৬৪
দৈত্যদানবসংহর্ত্তৃ সহস্রকিরণাত্মকম্।
রূপং চাপ্রতিমং চক্রে ত্বষ্টা পদ্ভ্যামৃতে মহৎ ॥
ন শশাক চ তদ্দ্রষ্টুং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ।
অদ্যাপি চ ততঃ পাদৌ ন কশ্চিৎ কারয়েৎ
কচিৎ ॥ ৬৬
যঃ করোতি স পাপিষ্ঠো গতিমাপ্নোতি নিন্দিতাম্
কুষ্ঠরোগমবাপ্নোতি লোকেঽস্মিন্ দুঃখ-
সংস্থিতং ॥ ৬৭
তস্মান্ন ধর্ম্মকামার্থী চিত্রেষ্বায়তনেষু চ।
ন কচিৎ কারয়েৎ পাদৌ দেবদেবস্য ধীমতঃ ॥
ততঃ স ভগবান্ গত্বা ভূর্লোকমমরাধিপঃ।
কাময়ামাস কামার্ত্তো মুখ এব দিবাকরঃ ॥ ৬৯

অশ্বরূপেণ মহতা তেজসা চ সমন্বিতঃ।
সংজ্ঞা চ মনসা ক্ষোভমগমদ্ভয়বিহ্বলা ॥ ৭০
নাসাপুটভ্যামুৎসৃষ্টং পরোঽয়মিতি শঙ্কয়া।
তস্মাথ রেতসো জাতাবশ্বিনাবিতি নঃ শ্রুতম্।
দস্রৌ শ্রুতিত্বাৎ সঞ্জাতৌ নাসত্যৌ নাসিকাগ্রত
জ্ঞাত্বা চিরাচ্চ তং দেবং সন্তোষমগমৎ পরম্।
বিমানেনাগমৎ স্বর্গে পত্ন্যা সহ মুদান্বিতঃ।
সাবর্ণোঽপি মনুর্মেরাবদ্যাপি তপতে তপঃ ॥৭৩
শনিস্তপোবলাচ্চাপি গ্রহাণাং সমতাং গতঃ।
যমুনা তপতী চৈব পুনর্নদ্যৌ বভূবতুঃ ॥ ৭৪
বিষ্টির্ঘোরাত্মিকা তদ্বৎ কালত্বেন ব্যবস্থিতা।
মনোর্বৈবস্বতস্যাপি দশ পুত্রা মহাবলাঃ ॥ ৭৫
ইলস্তু প্রথমস্তেষাং পুত্রেষ্ট্যা সমকল্পি যঃ।
ঈক্ষ্বাকুঃ কুশনাভশ্চ অরিষ্টো ধৃষ্ট এব চ ॥ ৭৬

আপনাকে যন্ত্রে আরোপণ করিয়া আপনার তেজ অপনয়ন করিয়া দিই। হে প্রভো! আপনার লোকানন্দজনক রূপ আমি বিধান করিয়া দিব। রবি সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে ভ্রমি-যন্ত্রে আরোপণ করিয়া তাঁহার তেজ ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। সেই তেজে বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল এবং ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হইল। উক্ত চক্র ত্রিশূল এবং বজ্র সমস্ত দৈত্য-দানবসংহারে সক্ষম ও সহস্রকিরণাত্মক। বিশ্বকর্ম্মা যন্ত্রের সাহায্যে পাদ ব্যতীত দিবাকরের সর্ব্বাঙ্গে অপ্রতিমরূপ উৎপাদন করিলেন। তখন রবির পাদরূপ কেহই অবলোকন করিতে পারিল না। আজ পর্য্যন্তও কেহ কোথাও রবির পাদযুগল প্রস্তুত করে না। যে তাহা করে, সে পাপিষ্ঠ নিন্দিতা গতি প্রাপ্ত হয় এবং জগতে দুঃখ-জনক কুষ্ঠরোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মকামার্থী ব্যক্তি চিত্রে বা আয়তনে কুত্রাপি দেবদেব দিবাকরের পাদযুগল প্রস্তুত করিবে না। যাহা হউক, অনন্তর ভগবান্ দিবাকর অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক মহাতেজে অন্বিত হইয়া কামার্ত্তভাবে ভূতলে গিয়া বড়বারূপিণী সংজ্ঞায় কামাসক্ত হইলেন এবং তাহার মুখেই রেতঃপাত করিলেন। সংজ্ঞা পর পুরুষ আশঙ্কায় ভীতিবিহ্বল হইয়া মনঃক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন এবং নাসাপুট দ্বারা সেই তেজ পরিত্যাগ করিলেন। আমরা শুনি-য়াছি,—অশ্বরূপী সূর্য্যের সেই তেজ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা কর্ণ ও নাসাগ্র হইতে জন্ম লাভ করেন বলিয়া দস্র ও নাসত্য নামে খ্যাতিলাভ করেন। অতঃপর সংজ্ঞা কিছুক্ষণ পরে সূর্য্যদেবকে চিনিতে পারিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। ৪৩—৭২। সূর্য্য প্রীত হইয়া পত্নীসহ বিমানযোগে স্বর্গে গমন করিলেন। সাবর্ণি মনু অদ্যাপি মেরুদেশে তপস্যা করিতেছেন। শনি তপোবলে গ্রহগণের সাম্য প্রাপ্ত হইলেন। যমুনা এবং তপতী দুই নদীরূপে পরিণতা হইল। ঘোরাত্মিকা বিষ্টি কালাকারে অবস্থান করিল। বৈবস্বত মনুর মহাবলপরাক্রম দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইল। মনু পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া এই পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুর অন্যান্য পুত্রের নাম—ইক্ষ্বাকু, কুশনাভ,

নরিষ্যন্তঃ করূষশ্চ শর্য্যাতিশ্চ মহাবলঃ।
পৃষধ্রশ্চাথ নাভাগঃ সর্ব্বে তে দিব্যমানুষাঃ ॥
অভিষিচ্য মনুঃ পূর্ব্বমিলং পুত্রং স ধার্ম্মিকম্।
জগাম তপসে ভূয়ঃ পুষ্করং স তপোবনম্ ॥ ৭৮
অথাজগাম সিদ্ধ্যর্থং তস্য ব্রহ্মা বরপ্রদঃ।
বরং বরয় ভদ্রং তে মানবেন্দ্র যথেপ্সিতম্ ॥ ৭৯
উবাচ স তদা দেবং পদ্মাক্ষং পদ্মজং বিভুম্।
বশে মে ধর্ম্মসংযুক্তাঃ পৃথিব্যাং সর্ব্বপার্থিবাঃ ॥৮০
ভবেয়ুরীশ্বরাঃ স্বামিন্ প্রসাদাত্তব কঞ্জজ।
তথেত্যুক্ত্বা তু দেবেশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৮১
ততোঽযোধ্যাং সমাগত্য সমতিষ্ঠদ্‌যথা পুরা।
অথৈকদা রথারূঢ় ইলো নিজসুতো মনোঃ ॥ ৮২
নির্জ্জগামার্থসিদ্ধ্যর্থমিনপ্রায়াং মহীমিমাম্।
ভ্রমন্ দ্বীপানি সর্ব্বাণি ক্ষ্মাভৃতঃ সম্প্রসাধয়ন্ ॥৮৩
জগামোপবনং শম্ভোরথাকৃষ্টঃ প্রতাপবান্।
কল্পদ্রুমলতাকীর্ণং নাম্না শরবণং মহৎ ॥ ৮৪
রমতে যত্র দেবেশঃ সোমঃ সোমার্দ্ধশেখরঃ।
উময়া সময়স্তত্র পুরা শরবণে কৃতঃ ॥ ৮৫ ॥
পুন্নামসংজ্ঞং যৎকিঞ্চিদাগমিষ্যতি নো বনম্।
স্ত্রীত্বমেষ্যতি তৎসর্ব্বং দশযোজনমণ্ডলে ॥ ৮৬
অজ্ঞাতসময়ো রাজা ইলঃ শরবণং গতঃ।
স্ত্রীত্বং জগাম সহসা বড়বাশ্বোঽভবৎ ক্ষণাৎ ॥৮৭
পুরুষত্বে কৃতং সর্ব্বং স্ত্রীকায়ে বিস্মৃতং ততঃ।
ইলেতি সাভবন্নারী পীনোন্নতঘনস্তনী ॥ ৮৮
উন্নতশ্রোণিজঘনা পদ্মপত্রায়তেক্ষণা।
পূর্ণেন্দুবদনা তন্বী বিলাসিন্যসিতেক্ষণা ॥ ৮৯
পীনোন্নতায়তভুজা নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা।
তনুলোমা সুবদনা মৃদুগদ্গদভাষিণী ॥ ৯০
শ্যামা গৌরেণ বর্ণেন তম্রতাম্রনখাঙ্কুরা।
কার্ম্মুকভ্রূযুগোপেতা হংসবারণগামিনী ॥ ৯১
ভ্রমমাণা বনে তস্মিন্ চিন্তয়ামাস ভামিনী।
কো মে পিতা বা ভ্রাতা বা কো মে মাতা
ভবেদিহ ॥ ৯২

অরিষ্ট, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, করূষ, শর্য্যাতি, মহাবল পৃষধ্র এবং নাভাগ। ইহাঁরা সকলেই দিব্য-মানুষ। মনু জ্যেষ্ঠ পুত্র ধার্ম্মিক ইলকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া তপস্যার্থ পুষ্কর তপোবনে গমন করেন। কালক্রমে বরদাতা ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যার সিদ্ধিদানার্থ আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মানবেন্দ্র! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। মনু তখন সেই পদ্মলোচন পদ্মজন্মা বিভুকে বলিলেন,—হে স্বামিন্! ভবৎপ্রসাদে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাই ধর্ম্মপথে থাকিয়া আমার বশতাপন্ন হউন। দেবেশ ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর মনু অযোধ্যায় আসিয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা মনুপুত্র ইল, রথারোহণপূর্ব্বক অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত এই পৃথিবীভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সমস্ত দ্বীপ, সমস্ত পর্ব্বত ভ্রমণ করিলেন। ক্রমে রথবেগে আকৃষ্ট হইয়া প্রতাপবান্ ইল কোন এক কল্পদ্রুমলতাকীর্ণ উপবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এই উপবন বহু বিস্তৃত; ইহার স্বামী ভগবান্ শম্ভু। ইহা শরবণ নামে বিখ্যাত। দেবদেব চন্দ্রশেখর উমার সহিত এই শরবণে রমণ করেন। তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন,—যদি কোন পুরুষ আমাদের এই বনে আগমন করে, তবে সে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে। দশ যোজনবিস্তৃত বনভূমি মধ্যে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু রাজা ইল এই নিয়ম না জানিয়া শরবণে গমন করেন। গমনমাত্র তিনি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার অশ্বও বড়বা হইয়া যায়।৭৩—৮৭। ইল পুরুষাবস্থায় যে কিছু করিয়াছিলেন; স্ত্রীরূপে তৎসমস্ত ভুলিয়া গেলেন। তিনি ইলা নামে পীনোন্নতঘনস্তনী নারী হইলেন। তাহাঁর শ্রোণি-জঘন উন্নত, নয়ন পদ্মপত্রবৎ আয়ত, বদন পূর্ণেন্দুসদৃশ, ভুজযুগল পীনায়ত এবং কেশপাশ নীলকুঞ্চিত; তিনি তন্বী, বিলাসিনী, অসিতাক্ষী, তনুলোমশালিনী, সুবদনা, মৃদু গদ্গদভাষিণী, নবযৌবনবতী, গৌরাঙ্গী, সূক্ষ্ম তাম্র নখাঙ্কুরশালিনী, কার্ম্মুকবৎ ভ্রূযুগশোভিনী এবং হংস ও গজেন্দ্রগামিনী। এহেন রূপশালিনী ভামিনী ইলা সেই বনে

কস্য ত্বেমিহং দত্তা কিয়দ্বর্ষাস্মি ভূতলে।
চিন্তয়ন্তী চ দদৃশে সোমপুত্রেণ সাঙ্গনা। ৯৩
ইলা রূপসমাক্ষিপ্তমনসা বরবর্ণিনী।
বুধস্তদাপ্তয়ে যত্নমকরোৎ কামপীড়িতঃ। ৯৪
বিশিষ্টাকারবান্মুণ্ডী সকমণ্ডলুপুস্তকঃ।
বেণুদণ্ডকৃতাবেশঃ পবিত্রকখনিত্রকঃ। ৯৫
দ্বিজরূপঃ শিখী ব্রহ্ম নিগদন্ কর্ণকুণ্ডলী।
বটুভিশ্চার্থিভির্যুক্তঃ সমিৎপুষ্পকুশোদকৈঃ।৯৬
কালেঽন্বিষ্যন্ ততস্তস্মিন্নাজুহাব স তামিলাম্।
বহির্বনস্যান্তরিতঃ কিল পাদপমণ্ডপে। ৯৭
সসম্ভ্রমমকস্মাচ্চ সোপালম্ভমিবাভবৎ।
ত্যক্তাগ্নিহোত্রশুশ্রূষাং ক গতা মন্দিরান্মম। ৯৮
ইয়ং বিহারবেলা তে অতিক্রামতি সাম্প্রতম্।
এহ্যেহি পৃথুসুশ্রোণি সম্ভ্রান্তা কেন হেতুনা। ৯৯

ইয়ং সায়ন্তনী বেলা বিহারস্যেহ বর্ত্ততে।
কৃতোপলেপনং পুষ্পৈরলঙ্কুরু গৃহং মম॥ ১
সাত্রবীদ্বিস্মৃতাহঞ্চ সর্ব্বমেব তপোধন।
আত্মানং ত্বাঞ্চ ভর্ত্তারং কু.ঞ্চ বদ মেঽনঘ॥
বুধঃ প্রোবাচ তাং তন্বীমিলা ত্বং বরবর্ণিনি।
অহঞ্চ কামুকো নাম বহুবিদ্যো বুধঃ স্মৃতঃ।১০২
তেজস্বিনঃ কুলে জাতঃ পিতা মে ব্রাহ্মণাধিপঃ
ইতি সা তস্য বচনাৎ প্রবিষ্টা বুধমন্দিরম্। ১০৩
রত্নস্তম্ভসমাকীর্ণং দিব্যমায়াবিনির্ম্মিতম্।
ইলা কৃতার্থমাত্মানং মেনে তস্তবনে স্থিতা।১০৪
অহো বৃত্তমহোরূপমহো ধনমহো কুলম্।
মম চাস্য চ ভর্ত্তুর্বা অহো লাবণ্যমুত্তমম্॥১০৫
রেমে চ সা তেন সমমতিকালমিলা বনে।
সর্ব্বভোগময়ে গেহে যথেন্দ্রভবনে তথা॥ ১০৬
অথান্বিষ্যন্তো রাজানং ভ্রাতরস্তস্য মানবাঃ।
ইক্ষ্বাকুপ্রমুখা জগ্মুস্তদা শরবণান্তিকম্॥ ১০৭

ভ্রমণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কে আমার পিতা, কে ভ্রাতা, এবং কে আমার রক্ষাকর্ত্তা? কোন্ ভর্ত্তার করে আমি অর্পিত হইয়াছি? কত বর্ষই বা এ ভূমণ্ডলে আমি অবস্থান করিতেছি? ইলা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এই অবস্থায় চন্দ্রনন্দন বুধ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ইলার রূপে বুধের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বুধ কামার্ত্ত হইয়া তাহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুধ মুণ্ডিতমস্তক, বিশিষ্টাকারশালী; তাঁহার হস্তে কমণ্ডলু, পুস্তক, বেণুদণ্ড, পবিত্র ও খনিত্র। তিনি দ্বিজরূপী, মুখে বেদোচ্চারণকারী; তাঁহার মস্তকে শিখা ও কর্ণে কুণ্ডল; তিনি বহু বিদ্যার্থী জনে পরিবৃত, তাঁহার হস্তে সমিৎ, পুষ্প, কুশ, উদক। এহেন বুধ বনের বাহিরে পাদপমণ্ডপের অন্তরালে থাকিয়া সেই ইলাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেই আকস্মিক আহ্বান যেন সম্ভ্রম ও উপালম্ভ সহকারেই হইতে লাগিল। বুধ বলিতে লাগিলেন,—হে সুশ্রোণি! অগ্নিহোত্র-সেবা পরিত্যাগ করিয়া আশ্রম হইতে কোথায় গিয়াছিলে? এক্ষণে বিহার-বেলা অতিক্রান্ত হইতেছে। এস এস, কি কারণে সম্ভ্রান্ত হইতেছ? এই সায়ংকাল বিহার-বেলা। তুমি পুষ্প দ্বারা ভূষিত হইয়া আমার গৃহ অলঙ্কৃত কর। ইলা কহিলেন,—তপোধন! আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি, আমি কে, আপনি কে, ভর্ত্তা কে এবং কোন্ কুলের আমি স্ত্রী, তাহা আমার নিকট আপনি বলুন। বুধ সেই সুন্দরীকে বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি! তোমার নাম ইলা, আমি বহু বিদ্যাসম্পন্ন কামুক বুধ। জন্ম আমার তেজস্বি-কুলে। পিতা আমার দ্বিজরাজ। ইলা এই কথার পর বুধ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।৮৮—১০৩। ঐ মন্দির রত্নস্তম্ভসমূহে সমাকীর্ণ এবং দিব্য মায়ায় বিনির্ম্মিত। ইলা সেই মন্দিরে থাকিয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। আহা আমার ভর্ত্তার এবং আমার কি বৃত্তি, কি রূপ, কি ধন, কি কুল, কি লাবণ্য! এইরূপে ভোগমুগ্ধ ইলা সেই ইন্দ্রভবনবৎ সর্ব্বভোগময় গৃহে বুধের সহিত বহুকাল রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ রাজা ইলকে অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে

ততস্তে দদৃশুঃ সর্ব্বে বড়বামগ্রতঃ স্থিতাম্।
রত্নপর্য্যস্তকিরণৈর্দীপ্যমানামনুত্তমাম্ ॥ ১০৮
বস্প্রাপ্য প্রত্যভিজ্ঞানাৎ সর্ব্বে বিস্ময়মাগতাঃ।
অয়ং চন্দ্রপ্রভো নাম বাজী তস্য মহাত্মনঃ ॥১০৯
অগাদ্বড়বারূপমুত্তমং কেন হেতুনা।
ততস্তু মৈত্রাবরুণিং পপ্রচ্ছুঃ স্বপুরোহিতম্ ॥১১০
কিমেতদিত্যভূচ্চিত্রং বদ যোগবিদাংবর।
বসিষ্ঠোহপ্যব্রবীৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা তং ধ্যানচক্ষুষা ॥
সময়ঃ শম্ভুদয়িতাকৃতঃ শরবণে পুরা।
যঃ পুমান্ প্রবিশেচ্চাত্র স নারীত্বমবাপ্স্যতি ॥
অয়মশ্বোহপি নারীত্বমগাদ্রাজ্ঞা সহৈব তু।
ইলঃ পুরুষতামেতি যথাসৌ ধনদোপমঃ ॥ ১১৩
তথৈব যত্নঃ কর্ত্তব্য আরাধ্য চ পিনাকিনম্।
ততস্তে মানবা জগ্মুর্যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১১৪
তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ।
তাবূচতুরলঙ্ঘ্যোয় সময়ঃ কিং নু সাম্প্রতম্ ॥ ১১৫
ইক্ষ্বাকোরশ্বমেধেন যৎ ফলং স্যাত্তদাবয়োঃ।
দত্বা কিম্পুরুষো বীরঃ স ভবিষ্যত্যসংশয়ম্ ॥
তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে জগ্মুর্বৈবস্বতাত্মজাঃ।
ইষ্ট্বাশ্বমেধেন তত ইলা কিম্পুরুষোহভবৎ ॥১১৭
মাসমেকং পুমান্ বীরঃ স্ত্রীত্বং মাসমভূৎ পুনঃ।
বুধস্য ভবনে তিষ্ঠন্নিলো গর্ভধরোহভবৎ ॥১১৮
অজীজনৎ পুত্রমেকমনেকগুণসংযুতম্।
বুধ উৎপাদ্য তং পুরুং স স্বর্গমগমৎ পুনঃ ॥ ১১৯
ইলস্য নাম্না তদ্বর্ষমিলাবৃতমভূত্তদা।
সোমার্কবংশজো রাজা ইলোহভূদ্বংশবর্দ্ধনঃ ॥
এবং পুরূরবাঃ পুরোরভবদ্বংশবর্দ্ধনঃ।
ইক্ষ্বাকুরর্কবংশস্য তথৈবোক্তো নরেশ্বরঃ ॥১২১
ইলঃ কিম্পুরুষত্বে চ সুদ্যুম্ন ইতি চোচ্যতে।
পুনঃ পুত্রত্রয়মভূৎ সুদ্যুম্নস্যাপরাজিতম্ ॥ ১২২

সেই শরবণের নিকট উপস্থিত হইলেন; তাঁহারা দেখিলেন, একটা বড়বা সম্মুখে রহিয়াছে। রত্নসজ্জার কিরণচ্ছটায় তাহার দেহ দীপ্তি পাইতেছে। এ হেন বড়বাকে সম্মুখে পাইয়া প্রত্যভিজ্ঞান হেতু তাঁহারা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন; ভাবিলেন, মহাত্মা ইলরাজের এই চন্দ্র নামক অশ্ব। এ অশ্ব কিরূপে উত্তম বড়বারূপ ধারণ করিল? তখন তাঁহারা পুরোহিত বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে যোগবিদ্বর! একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আপনি ইহার গূঢ়তত্ত্ব আমাদের নিকট বলুন। বশিষ্ঠ ধ্যাননেত্রে সর্ব্ব বিষয় অবলোকন করিয়া কহিলেন,—পুরাকালে শম্ভুপ্রিয়া শরবণে এই নিয়ম করিয়াছিলেন, যে পুরুষ এই বনে প্রবেশ করিবে, সে নারীত্ব প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং রাজার সহিত এই অশ্বও নারীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব ধনদপ্রতিম ইল রাজা যাহাতে পুনরায় পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, পিনাকপাণির আরাধনা করিয়া তোমরা সেইরূপই যত্ন কর। অনন্তর মনুপুত্রগণ দেব মহেশ্বরসমীপে গমন করিলেন, এবং বিবিধ স্তোত্র পাঠ করিয়া হরপার্ব্বতীর সন্তোষ জন্মাইলেন। তাঁহারা মনুপুত্রগণকে বলিলেন,—আমাদের কৃত নিয়ম ব্যর্থ হইবে কিরূপে? তবে ইক্ষ্বাকুকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞে যে ফল হইবে, তাহা আমাদিগকে অর্পণ করিলে নিশ্চয় এই বীর ইল রাজা কিম্পুরুষ হইতে পারিবেন। তখন মনুপুত্রগণ সকলেই 'তথাস্তু' বলিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করায় ইলা কিম্পুরুষ হইলেন। তিনি এক মাস পুরুষ এবং এক মাস স্ত্রী হইতে লাগিলেন। বুধভবনে অবস্থানকালে ইল গর্ভধারণ করেন। ১০৪—১১৮। সেই গর্ভে এক বহু গুণান্বিত পুত্র উৎপাদিত হইল। বুধ পুত্র উৎপাদন করিয়া স্বর্গে গমন করেন। এই পুত্র পুরু নামে অভিহিত হয়। ইলের নামানুসারে ঐ দেশ ইলাবৃত বর্ষ নামে খ্যাতি লাভ করে। রাজা ইল চন্দ্র এবং সূর্য্য এই উভয় বংশেরই বংশধর ছিলেন। এইরূপে পুরূরবা পুরুবংশধর হন এবং ইক্ষ্বাকু সূর্য্যবংশবর্দ্ধন হইয়াছিলেন। ইল কিম্পুরুষাবস্থায় সুদ্যুম্ন নামে অভিহিত

উৎকলোঽথ গয়স্তদ্বদ্ধরিতাশ্বশ্চ বীর্য্যবান্।
উৎকলস্যোৎকলা নাম গয়স্য তু গয়া পুরী ॥১২৩
হরিতাশ্বস্য দিগ্ যাম্যা সংখ্যাতা কুরুভিঃ সহ।
প্রতিষ্ঠানেঽভিষিচ্যাথ স পুরূরবসং সুতম্ ॥১২৪
জগামেলাবৃতং ভোক্তুং দিব্যং বর্ষং ফলাশনঃ।
ইক্ষ্বাকুর্জ্যেষ্ঠদায়াদো মধ্যদেশমবাপ্তবান ॥১২৫
নরিষ্যন্তস্য পুত্রোঽভূচ্ছুক্রো নাম মহাবলঃ।
নাভাগাদম্বরীষস্তু ধৃষ্টস্য তু সুতত্রয়ম্ ॥ ১২৬
ধৃষ্টকেতুঃ স্বধর্ম্মাখ্যো রণধৃষ্টশ্চ বীর্য্যবান্।
আনর্ত্তো নাম শর্য্যাতেঃ সুকন্যা চৈব দারিকা ॥
আনর্ত্তস্যাভবৎ পুত্রো রোচমানঃ প্রতাপবান্।
আনর্ত্তো নাম দেশোঽভূন্নগরী চ কুশস্থলী ॥
রোচমানস্য রেবোঽভূদ্রেবাদ্রৈবত এব চ।
ককুদ্মী চাপরঃ নাম জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্য চ ॥১২৯
রেবতী তস্য সা কন্যা ভার্য্যা রামস্য বিশ্রুতা।
করূষাচ্চৈব কারূষা বহবঃ প্রথিতা ভুবি ॥ ১৩০

পৃষধ্রো গোবধাচ্ছূদ্রো গুরুশাপাদজায়ত।
ইক্ষ্বাকুপুত্রো নাম্নাথ বিকুক্ষির্নিমিদণ্ডকাঃ ॥ ১৩১
শ্রেষ্ঠাঃ পুত্রশতস্যাসন্ পঞ্চাশচ্চাথ কথ্যতাঃ।
মেরোরুত্তরতস্তে তু জাতাঃ পার্থিবসত্তমাঃ ॥
চত্বারিংশত্তথাষ্টৌ চ শতমধ্যে চ যেঽভবন্।
মেরোর্দক্ষিণতশ্চৈব রাজানস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
জ্যেষ্ঠাৎ ককুৎস্থনামাভূৎ সুতস্তস্য সুযোধনঃ।
তস্য পুত্রঃ পৃথুর্নাম বিশ্বস্তস্য পৃথোঃ সুতঃ ॥১৩২
আর্দ্রস্তস্য চ পুত্রোঽভূদ্যুবনাশ্বস্ততোঽভবৎ।
যুবনাশ্বস্য পুত্রোঽভূচ্ছাবস্তো নাম বীর্য্যবান্।
নির্ম্মিতা যেন শাবস্তী হ্যঙ্গদেশে নরাধিপ।
শাবস্তাদ্বৃহদশ্বোঽভূৎ কুবলাশ্বস্ততোঽভবৎ।
ধুন্ধুমারত্বমগমদ্ধুন্ধুং হত্বা সুরং পুরা।
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ো জাতা দৃঢ়াশ্বো. ঘৃণিরেব চ ॥১৩৩
কপিলাশ্বশ্চ বিখ্যাতো ধৌন্ধুমারিঃ প্রতাপবান্
দৃঢ়াশ্বস্য প্রমোদস্তু-হর্য্যশ্বস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ১৩৪
হর্য্যশ্বস্য নিকুম্ভোঽভূৎ সংহতাশ্বস্ততোঽভবৎ।
অক্রতাশ্বো রণাশ্বশ্চ সংহতাশ্বসুতাবভৌ ॥ ১৩৫

হইতেন। সুদ্যুম্নের আরও তিন পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম—উৎকল, গয় এবং হরিতাশ্ব। উৎকলের উৎকলা নাম্নী এবং গয়ের গয়া নাম্নী পুরী ছিল। হরিতাশ্ব সমস্ত দক্ষিণ দিকের অধিপতি হইয়াছিলেন। সুদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠানপুরে পুত্র পুরূরবাকে অভিষিক্ত করিয়া দিব্য ইলাবৃত বর্ষ ভোগ করিবার নিমিত্ত গমন করেন। ইক্ষ্বাকু মধ্যদেশ প্রাপ্ত হন। নরিষ্যন্তের শুক নামে এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। নাভাগ হইতে অম্বরীষ জন্মগ্রহণ করেন। ধৃষ্টের তিন পুত্র, যথা—ধৃষ্টকেতু, স্বধর্ম্মা এবং বীর্য্যবান্ রণধৃষ্ট। শর্য্যাতের আনর্ত্ত নামে এক পুত্র ও সুকন্যা নামে এক কন্যা হয়। আনর্ত্তের পুত্র প্রতাপবান রোচমান্; আনর্ত্ত দেশ তাঁহার রাজ্য এবং কুশস্থলী তাঁহার রাজধানী ছিল। রোচমানের পুত্র রেব, রেবের পুত্র রৈবত। এই রৈবতের অন্য নাম ককুদ্মী। শত পুত্র মধ্যে এই ককুদ্মীই জ্যেষ্ঠ। ককুদ্মীর কন্যার নাম রেবতী। রেবতী বলরামের সহধর্ম্মিণী। করূষ হইতে বহু কারূষগণ উৎপন্ন হইয়া ভূতলে খ্যাতি লাভ করে। পৃষধ্র গোবধ হেতু গুরুর শাপে শূদ্র হইয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণের নাম বিকুক্ষি, নিমি এবং দণ্ডক। তাঁহার শত পুত্র মধ্যে পঞ্চাশৎ পুত্রই শ্রেষ্ঠ। এই সকল পুত্র মেরুর উত্তরদিকে রাজা হইয়াছিলেন।১১৯—১৩২। অন্য পঞ্চাশৎ পুত্রের মধ্যে অষ্টচত্বারিংশৎ পুত্র মেরুর দক্ষিণ দিকে রাজা হন। ইক্ষ্বাকুর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের কাকুস্থ নামে এক পুত্র হয়। কাকুস্থের পুত্র সুযোধন। তাঁহার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিশ্ব, বিশ্বের পুত্র আর্দ্র, তৎপুত্র যুবনাশ্ব, তৎপুত্র শাবস্ত। এই শাবস্ত রাজাই অঙ্গদেশে শাবস্তী পুরী নির্ম্মাণ করেন। শাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র কুবলাশ্ব; এই কুবলাশ্ব ধুন্ধু নামক অসুরকে নিহত করিয়া ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হন। ধুন্ধুমারের তিন পুত্র—দৃঢাশ্ব, ঘৃণি এবং প্রতাপবান কপিলাশ্ব। দৃঢাশ্বের পুত্র প্রমোদ, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব।

যুবনাশ্বো রণাশ্বস্য মান্ধাতা চ ততোঽভবৎ।
মান্ধাতুঃ পুরুকুৎসোঽভূদ্ধর্ম্মসেতুশ্চ পার্থিবঃ॥
মুচুকুন্দশ্চ বিখ্যাতঃ শক্রমিত্রঃ প্রতাপবান্
পুরুকুৎসস্য পুত্রোঽভূদ্দুঃসহো নর্ম্মদাপতিঃ॥১৪১
সম্ভূতিস্তস্য পুত্রোঽভূত্ত্রিধন্বা চ ততোঽভবৎ।
ত্রিধন্বনঃ সুতো জাতস্ত্রয্যারুণ ইতি স্মৃতঃ॥ ১৪২
তস্য সত্যব্রতো নাম তস্মাৎ সত্যরথঃ স্মৃতঃ।
তস্য পুত্রো হরিশ্চন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রাচ্চ রোহিতঃ॥
রোহিতাচ্চ বৃকো জাতো বৃকাদ্বাহুরজায়ত।
সগরস্তস্য পুত্রোঽভূদ্রাজা পরমধার্ম্মিকঃ॥ ১৪৪
দ্বে ভার্য্যে সগরস্যাপি প্রভা ভানুমতী তথা।
তাভ্যামারাধিতঃ পূর্ব্বমৌর্ব্বাগ্নিঃ পুত্রকাময়া॥
ঔর্ব্বস্তুষ্টস্তয়োঃ প্রাদাদ্যথেষ্টং বরমুত্তমম্।
একা ষষ্টিসহস্রাণি সুতমেকং তথাপরা॥ ১৪৬
অগৃহ্ণাদ্বংশকর্ত্তারং প্রভাগৃহ্ণাদ্বহূন্ সুতান্।
একং ভানুমতীপুত্রমগৃহ্ণাদসমঞ্জসম্॥ ১৪৭
ততঃ ষষ্টিসহস্রাণি সুষুবে যাদবী প্রভা।
খনন্তঃ পৃথিবীং দগ্ধা বিষ্ণুনা যেঽশ্বমার্গণে॥ ১৪৮
অসমঞ্জস্য তনয়ো হ্যংশুমান্নাম বিশ্রুতঃ।
তস্য পুত্রো দিলীপস্তু দিলীপাত্তু ভগীরথঃ॥১৪৯
যেন ভাগীরথী গঙ্গা তপঃ কৃত্বাবতারিতা।
ভগীরথস্য তনয়ো নাভাগ ইতি বিশ্রুতঃ॥ ১৫০
নাভাগস্যাম্বরীযোঽভূৎ সিন্ধুদ্বীপস্ততোঽভবৎ।
তস্যাযুতায়ুঃ পুত্রোঽভূদৃতুপর্ণস্ততোঽভবৎ॥১৫১
তস্য কল্মাষপাদস্তু সর্ব্বকর্ম্মা ততঃ স্মৃতঃ।
তস্যানরণ্যঃ পুত্রোঽভূন্নিঘ্নস্তস্য সুতোঽভবৎ॥
নিঘ্নপুত্রাবুভৌ জাতাবনমিত্ররঘূত্তমৌ।
অনমিত্রো বনমগাদরিনাশকৃতে নৃপ॥ ১৫৩
রঘোরভূদ্দিলীপস্তু দিলীপাচ্চাপ্যজস্তথা।
দীর্ঘবাহুরজাজ্জাতঃ প্রজাপালস্ততোঽভবৎ॥
ততো দশরথো জাতস্তস্য পুত্রচতুষ্টয়ম্।
নারায়ণাত্মকাঃ সর্ব্বে রামস্তস্যাগ্রজোঽভবৎ॥
রাবণান্তকরস্তদ্বদ্রঘূণাং বংশবর্দ্ধনঃ।
বাল্মীকির্যস্য চরিতং চক্রে ভার্গবসত্তমঃ॥১৫৬
তস্য পুত্রঃ কুশো নাম ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধনঃ।
অতিথিস্তু কুশাজ্জাতো নিষধস্তস্য চাত্মজঃ॥১৫৭
নলস্তু নিষধাজ্জাতো নভাস্তস্মাদজায়ত।
নভসঃ পুণ্ডরীকোঽভূৎ ক্ষেমধন্বা ততঃ পরম্॥

সংহতাশ্বের দুই পুত্র—অকৃতাশ্ব এবং রণাশ্ব। রণাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব, তৎপুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস, ধর্ম্মসেতু, মুচুকুন্দ এবং শক্রমিত্র। পুরুকুৎসের পুত্র নর্ম্মদা-পতি দুঃসহ, তৎপুত্র সম্ভূতি, তৎপুত্র ত্রিধন্বা। ত্রিধন্বার পুত্র ত্রয্যারুণ, তৎপুত্র সত্যব্রত, তৎপুত্র সত্যরথ, তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র রোহিত। রোহিতের পুত্র বৃক, তৎপুত্র বাহু, বাহুর পুত্র পরম ধার্ম্মিক রাজা সগর। সগরের দুই ভার্য্যা; নাম—প্রভা ও ভানুমতী। ইঁহারা পুত্র কামনায় ঔর্ব্বের আরাধনা করেন। ঔর্ব্ব তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে ঈপ্সিত বর দান করেন। সেই বরপ্রভাবে ভানুমতী একমাত্র বংশকর পুত্র এবং যাদবনন্দিনী প্রভা ষষ্টিসহস্র পুত্র লাভ করেন। ভানু-মতীর একমাত্র পুত্র অসমঞ্জা। প্রভার ষষ্টি-সহস্র পুত্র অশ্বান্বেষণার্থ পৃথিবি খনন করিয়া বিষ্ণুকোপে দগ্ধ হইয়াছিল। অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্, তৎপুত্র দিলীপ। দিলীপ হইতে ভগীরথ জন্ম গ্রহণ করেন। এই ভগীরথ তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে ভূতলে অবতারণ করেন। সেই হইতে গঙ্গা ভাগী-রথী নামে বিখ্যাত হন। ভগীরথের পুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অনরণ্য, তৎপুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের দুই পুত্র—অনমিত্র এবং রঘু। অন-মিত্র শত্রুনাশার্থ বনগমন করেন। রঘু হইতে দ্বিতীয় দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন। দিলীপের পুত্র অজ, তৎপুত্র দীর্ঘবাহু, তৎ-পুত্র প্রজাপাল, তৎপুত্র দশরথ। দশরথের চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই চারি পুত্রই নারায়ণাত্মক। ইহাদের মধ্যে রাম জ্যেষ্ঠ ইনি রাবণান্তকর এবং রঘুকুলের বংশবর্দ্ধন; ভার্গবশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি ইঁহার চরিত রচনা করেন।১৩৩-১৫৬। রামের পুত্র ইক্ষ্বাকুকুলভূষণ কুশ। কুশের পুত্র অতিথি, তৎপুত্র নিষধ, তৎপুত্র নল, নলের পুত্র নভঃ। নভের পুত্র

তস্য পুত্রোঽভবদ্বীরো দেবানীকঃ প্রতাপবান্।
অহীনগুস্তস্য সুতঃ সহস্রাশ্বস্ততঃ পরঃ॥ ১৫৯
ততশ্চন্দ্রাবলোকস্তু তারাপীড়স্ততোঽভবৎ।
তস্যাত্মজশ্চন্দ্রগিরিশ্চন্দ্রস্তস্য সুতোঽভবৎ॥১৬০
শ্রুতায়ুরভবত্তস্মাদ্ভারতে যো নিপাতিতঃ।
নলৌ দ্বাবেব বিখ্যাতৌ বংশে যস্য বিশেষতঃ॥
বীরসেনসুতস্তদ্বন্নৈষধশ্চ নরাধিপঃ॥ ১৬২
এতে বিবস্বতো বংশে রাজানো ভূরিদক্ষিণাঃ
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবাঃ প্রাধান্যেন প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে আদিত্য-
বংশকথনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পিতৄণাং বংশমুত্তমম্।
রবেশ্চ শ্রাদ্ধদেবস্য সোমস্য চ বিশেষতঃ॥ ১
পুলস্ত্য উবাচ।
হন্ত তে কথয়িষ্যামি পিতৄণাং বংশমুত্তমম্।
স্বর্গে পিতৃগণাঃ সপ্ত ত্রয়স্তেষামমূর্ত্তয়ঃ। ২
মূর্ত্তিমন্তোঽথ চত্বারঃ সর্ব্বেষামমিতৌজসাম্।
অমূর্ত্তয়ঃ পিতৃগণা বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ। ৩
যজন্তি যান্ দেবগণা বৈরাজা ইতি বিশ্রুতাঃ।
যে বৈ তে যোগবিভ্রষ্টাঃ প্রাপুর্লোকান্
সনাতনান্। ৪
পুনর্ব্রহ্মদিনান্তে তু জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
সম্প্রাপ্য তাং স্মৃতিং ভূয়ো যোগং সাংখ্য-
মনুত্তমম্। ৫
সিদ্ধিং প্রয়ান্তি যোগেন পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভাম্।
যোগিনামেব দেয়ানি তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি দাতৃভিঃ। ৬
এতেষাং মানসী কন্যা পত্নী হিমবতো মতা।
মৈনাকস্তস্য দায়াদঃ ক্রৌঞ্চস্তস্য সুতোঽভবৎ। ৭
ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ স্মৃতো যেন চতুর্থো ঘৃতসংবৃতঃ।
মেনা তু সুষুবে তিস্রঃ কন্যা যোগবতীস্ততঃ। ৮
উমৈকপর্ণাপর্ণা চ তীব্রব্রতপরায়ণাঃ।

পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা। ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, তৎপুত্র অহীনগু, তৎপুত্র সহস্রাশ্ব। সহস্রাশ্বের পুত্র চন্দ্রাবলোক, তৎপুত্র তারাপীড়, তৎপুত্র চন্দ্রগিরি, তাহার পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রের পুত্র শ্রুতায়ু; এই শ্রুতায়ু ভারতযুদ্ধে নিহত হন। ইহাঁর বংশে দুই জন নল জন্মগ্রহণ করেন; একজন বীরসেন-পুত্র, অপর জন নিষধাত্মজ। ইহাঁরা সকলেই সূর্য্যবংশীয় ভূরিদক্ষিণ রাজা। ইক্ষ্বাকুবংশ-জাত এই সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামই এ অধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইল। ১১৭—১৬৩।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—ভগবন্! আমি পিতৃগণের, রবির, শ্রাদ্ধদেবের বিশেষতঃ সোমের বংশবিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। পুলস্ত্য কহিলেন,—অহো তোমার নিকট আমি পিতৃগণের উত্তম বংশবৃত্তান্ত বলিতেছি। স্বর্গে সপ্ত পিতৃগণ বিদ্যমান। তাঁহাদের তিনজন অমূর্ত্ত এবং চারিজন মূর্ত্তিবিশিষ্ট। এই শেষোক্ত পিতৃগণই সমস্ত অমিততেজা ব্যক্তির পিতা। বৈরাজ প্রজাপতির পিতৃগণই অমূর্ত্ত, দেবগণ যাঁহাদিগকে যজন করেন, তাঁহারাই উক্ত নামে বিখ্যাত। এই বৈরাজগণই যোগভ্রষ্ট হইয়া সনাতন লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরে ব্রহ্মদিনাবসানে পুনরায় তাঁহারা ব্রহ্মবাদী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে আবার পূর্ব্বস্মৃতিলাভে উত্তম সাংখ্যযোগ প্রাপ্ত হইয়া যোগবলে পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এই জন্যই দাতৃগণের যোগিগণকে শ্রাদ্ধ দান কর্ত্তব্য। এই পিতৃগণের মানসী কন্যা হিমালয়ের পত্নী মেনা। মৈনাক তাঁহার পুত্র; মৈনাকের পুত্র ক্রৌঞ্চ। ১—৭। এই ক্রৌঞ্চ হইতেই ঘৃতসাগরবেষ্টিত ক্রৌঞ্চ দ্বীপ বিখ্যাত। মেনা পুত্র ব্যতীত তিনটী যোগবতী কন্যা প্রসব করেন। তাঁহাদের নাম উমা, পর্ণা এবং অপর্ণা। এই

রুদ্রস্যৈকা ভৃগোশ্চৈকা জৈগীষব্যস্য চাপরা ॥৯
দত্তা হিমবতা বালাঃ সর্ব্বলোকতপোঽধিকাঃ।
পিতৃণাং লোকসঙ্গীতং কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ ॥ ১০
লোকাঃ সোমপথা নাম যত্র মারীচনন্দনাঃ।
বর্ত্তন্তে যেন পিতরো যান্ দেবা ভাবয়ন্ত্যলম্ ॥
অগ্নিষাত্তা ইতি খ্যাতা যজ্বানো যত্র সংস্থিতাঃ।
অচ্ছোদা নাম তেষাস্তু কন্যাভূদ্বরবর্ণিনী ॥ ১২
অচ্ছোদঞ্চ সরস্তত্র পিতৃভির্নির্ম্মিতং পুরা।
অচ্ছোদাথ তপশ্চক্রে দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৩
আজগ্মুঃ পিতরস্তুষ্টা দাস্যন্তঃ কিল তে বরম্।
দিব্যরূপধরাঃ সর্ব্বে দিব্যমাল্যানুলেপনাঃ ॥ ১৪
সর্ব্বে প্রধানা বলিনঃ কুসুমায়ুধসন্নিভাঃ।
তন্মধ্যেঽমাবসুং নাম পিতরং বীক্ষ্য সাঙ্গনা ॥
বব্রে বরার্থিনী সঙ্গং কুসুমায়ুধপীড়িতা।

যোগাদ্ভ্রষ্টা তু সা তেন ব্যভিচারেণ ভামিনী ॥
ধরাং ন স্পৃশতে পূর্ব্বং প্রয়াতাথ ভুবস্তলে।
তথৈবামাবসুর্যোঽয়মিচ্ছাং চক্রে ন তাং প্রতি
ধৈর্য্যেণ তস্য সা লোকে অমাবস্যেতি বিশ্রুতা।
পিতৃণাং বল্লভা যস্মাদ্দত্তস্যাক্ষয়কারিকা ॥ ১৮
অচ্ছোদাধোমুখী দীনা লজ্জিতা তপসঃ ক্ষয়াৎ
সা পিতৄন্ প্রার্থয়ামাস পুনরাত্মসমৃদ্ধয়ে ॥ ১৯
বিলজ্জমানা পিতৃভিরিদমুক্তা তপস্বিনী।
ভবিষ্যমথ চা...ক্য দেবকার্য্যঞ্চ তে তদা ॥ ২০
ইদমূচুর্ম্মহাভাগাঃ প্রসাদশুভয়া গিরা।
দিবি দিব্যশরীরেণ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥
তেনৈব তৎকর্ম্মফলং ভুজ্যতে বরবর্ণিনি।
সদ্যঃ ফলন্তি কর্ম্মাণি দেবত্বে প্রেত্য মানুষে ॥
তস্মাত্ত্বং সুকৃতং কৃত্বা প্রাপ্স্যসে প্রেত্য যৎফলম্
অষ্টাবিংশে ভবিত্রী ত্বং দ্বাপরে মৎস্যযোনিজা ॥

তিনকন্যাই তীব্র ব্রতপরায়ণা। ইহাদের মধ্যে একজন রুদ্রের অন্যজন ভৃগুর এবং অপরজন জৈগীষব্যের পত্নী হইয়াছিলেন। হিমালয় উক্ত জামাতৃত্রয়ের করে স্বীয় প্রখ্যাততপোধিকা ঐ তিনটী কন্যা অর্পণ করেন। এক্ষণে পিতৃগণের লোকসঙ্গীত শ্রবণ কর। সোমপথ নামে যে সকল প্রসিদ্ধ লোক বিদ্যমান, ভগবান্ মরীচিনন্দন পিতৃগণ সেই লোকে বাস করেন। দেবগণ ঐ সকল লোকের সেবা করিয়া থাকেন। অগ্নিষাত্তা নামে বিখ্যাত যজ্বা পিতৃগণ ঐ লোকে বাস করেন। অচ্ছোদা নামে তাঁহাদের এক সুন্দরী কন্যা ছিল। পূর্ব্বে পিতৃগণ তাহার নামানুসারে অচ্ছোদ নামে এক সরোবর নির্ম্মাণ করেন। অচ্ছোদা দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া তাহাকে বরদানার্থ আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই দিব্য রূপধারী, দিব্য মালা ও দিব্য অনুলেপনযুত, সকলেই প্রধান বলশালী এবং সকলেই মন্মথপ্রতিম। বরার্থিনী সুন্দরী অচ্ছোদা সেই সকল পিতৃগণ মধ্যে অমাবসু নামে পিতৃপুরুষকে দর্শনপূর্ব্বক কামপীড়িত হইয়া মনে মনে তাঁহার সঙ্গ কামনা করিল। সেই ব্যভিচারফলে ভামিনী অচ্ছোদা যোগভ্রষ্টা হইল। পূর্ব্বে তিনি ধরা স্পর্শ করিতেন না; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে ভূতলে প্রয়াণ করিতে হইল। অচ্ছোদা যাঁহার সঙ্গ কামনা করিয়াছিল, সেই অমাবসু স্বীয় ধৈর্য্যবলে তাহার পাণি গ্রহণেচ্ছা করিলেন না। তাই সে তখন হইতে পিতৃগণের প্রীতিকরী দত্ত বস্তুর অক্ষয় ফলজননী অমাবাস্যা নামে লোকে বিখ্যাত হইল। অচ্ছোদা তপস্যাক্ষয়ে লজ্জিত হইয়া অধোমুখে দীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। সে পুনরায় আত্মসমৃদ্ধি লাভের জন্য পিতৃগণের নিকট প্রার্থনা করিল মহাভাগ পিতৃগণ ভাবী দেবকার্য্যের বিষয় আলোচনা করিয়া সেই তপস্বিনীকে প্রসঙ্গ-পূত বাক্যে বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি! স্বর্গে বুধগণ দিব্যদেহে যে কিছু কর্ম্ম করেন, সেই দেহ দ্বারাই সেই কর্ম্মফল তাঁহারা ভোগ করিয়া থাকেন। দেবত্বে কৃতকর্ম্মের ফল সদ্যই ফলে, পরন্তু মনুষ্যত্বে উহা জন্মান্তরে ফলিয়া থাকে। ৮—২২। অতএব তুমি সুকৃত করিয়া জন্মান্তরে তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। অষ্টা-

ব্যতিক্রমাৎ পিতৃণাং তু কষ্টং কুলমবাপ্স্যসি।
তস্মাদ্ রাজ্ঞো বসোঃ কন্যা ত্বমবশ্যং ভবিষ্যসি
কন্যাত্বে দেবলোকাংস্থান্ পুনঃ প্রাপ্স্যসি-
দুর্লভান্।
পরাশরস্য বীর্য্যেণ পুত্রমেকমবাপ্স্যসি ॥ ২৫
দ্বীপে তু বদরীপ্রায়ে বাদরায়ণমচ্যুত।
স বেদমেকং বহুধা বিভজিষ্যতি তে সুতঃ ॥
পৌরবস্যাত্মজৌ দ্বৌ তু সমুদ্রাংশস্য শান্তনোঃ।
বিচিত্রবীর্য্যস্তনয়স্তথা চিত্রাঙ্গদো নৃপঃ ॥ ২৭
ইমাবুৎপাদ্য তনয়ৌ ক্ষেত্রজৌ তস্য ধীমতঃ।
প্রোষ্ঠপদ্যষ্টকা ভূয়ঃ পিতৃলোকে ভবিষ্যসি ॥২৮
নাম্না সত্যবতী লোকে পিতৃলোকে তথাষ্টকা।
আয়ুরারোগ্যদা নিত্যং সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ২৯
ভবিষ্যসি পরে লোকে নদীত্বঞ্চ গমিষ্যসি।
পুণ্যতোয়া সরিচ্ছ্রেষ্ঠা লোকেষচ্ছোদনামিকা ॥
ইত্যুক্ত্বা সা গণৈস্তেষা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সাপ্যাপ চারিত্রফলং ময়া যদুদিতং পুরা ॥ ৩১
বিভ্রাজো নাম যে চান্যে দিবি সন্তি সুবর্চ্চসঃ।
লোকা বর্হিষদো যত্র পিতরঃ সন্তি সুব্রতাঃ ॥ ৩২
যত্র বর্হিষি যুক্তানি বিমানানি সহস্রশঃ।
সঙ্কল্পপাদপা যত্র তিষ্ঠন্তি ফলদায়িনঃ ॥৩৩
যদভ্যুদয়শালাসু মোদন্তে শ্রাদ্ধদায়িনঃ।
যে দানবাসুরগণা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৩৪
যক্ষরক্ষোগণাস্তে চ যজন্তি দিবি দেবতাঃ।
পুলস্ত্যপুত্রাঃ শতশস্তপোযোগবলান্বিতাঃ ॥ ৩৫
মহাত্মানো মহাভাগা ভক্তানামভয়ঙ্করাঃ।
এতেষাং পীবরী কন্যা মানসী দিবি বিশ্রুতা ॥
যোগিনী যোগমাতা চ তপশ্চক্রে সুদারুণম্।
প্রসন্নো ভগবাংস্তস্যা বরং বব্রে তু সা ততঃ।
যোগবন্তং সুরূপঞ্চ ভর্ত্তারং বিজিতেন্দ্রিয়ম্।
দেহি দেব প্রসন্নস্ত্বং যদি তে বদতাং বর ॥ ৩৬

বিংশ দ্বাপর যুগে তোমাকে মৎস্যযোনিজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। পিতৃগণের নিকট ব্যভিচারহেতু তুমি নীচ কুল লাভ করিবে। এই জন্মের পর তুমি বসুরাজের কন্যা হইবে। কন্যা অবস্থায় পুনরায় দুর্লভ দেবলোক লাভ করিতে পারিবে। পরাশরের বীর্য্যে তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। ঐ পুত্র বদরীবহুল দ্বীপে উৎপন্ন হইবে বলিয়া বাদরায়ণ নামে বিখ্যাত হইবে। বাদরায়ণ একই বেদ বহুভাগে বিভক্ত করিবেন। তুমি পৌরবাত্মজ শান্তনুরাজের বিচিত্রবীর্য্য এবং চিত্রাঙ্গদ নামে দুইটী ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিয়া পুনরায় পিতৃলোকে প্রোষ্ঠপদী অষ্টকা নামে খ্যাতিলাভ করিবে। তুমি মর্ত্ত্যলোকে সত্যবতী এবং পিতৃলোকে অষ্টকা নাম ধারণপূর্ব্বক আয়ু আরোগ্য এবং নিত্য সর্ব্বকামফলপ্রদা রূপে বিখ্যাত হইবে। পরবর্ত্তী লোকে তুমি অচ্ছোদা নামে পুণ্যতোয়া সরিদ্বরা নদীরূপে বিরাজ করিবে। পিতৃগণ অচ্ছোদাকে এই কথা কহিয়া তৎকালে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অচ্ছোদাও পূর্ব্বোক্তরূপ চারিত্রফল ভোগ করিল। স্বর্গে বিভ্রাজ নামে অন্য যে তেজোময় লোক আছে, তথায় বর্হিষদ নামে পিতৃগণ বাস করিয়া থাকেন। ঐ লোকে বর্হিউপরি সহস্র সহস্র বিমান বিরাজ করিতেছে। তথায় সঙ্কল্পপাদপ সকল ফলদাতৃরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। উহাতে অভ্যুদয়শালী শ্রাদ্ধদাতৃগণ বিহার করিতেছেন। তথায় যে সকল দানব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ ও রাক্ষস আছে, তাঁহারা স্বর্গবাসী দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ঐ স্থানে তপস্যা ও যোগবলান্বিত শত শত পুলস্ত্যপুত্র আছেন। তাঁহারা সকলেই মহাত্মা, মহাভাগ এবং ভক্তগণের অভয়দাতা। ইঁহাদের মানসী কন্যা পীবরী নামে বিখ্যাতা। ২৩—৩৬। ঐ কন্যা যোগিনী এবং যোগমাতা। তিনি অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যায় ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন। পীবরী তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—হে বক্তৃবর! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে যোগযুক্ত জিতেন্দ্রিয়, সুরূপ ভর্ত্তা

উবাচ দেবো ভবিতা ব্যাসপুত্রো যদা শুকঃ।
ভবিত্রী তস্য ভার্য্যা ত্বং যোগাচার্য্যস্য সুব্রতা॥
ভবিষ্যতি চ তে কন্যা কৃত্বী নামাথ যোগিনী।
পাঞ্চালপতয়ে দেয়া সাত্বতায় তু সা তদা॥ ৪০
জননী ব্রহ্মদত্তস্য যোগসিদ্ধান্তগা স্মৃতা।
কৃষ্ণো গৌরশ্চ শম্ভুশ্চ ভবিষ্যন্তি চ তে সুতাঃ॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেষু বিমানেষপি পাবনাঃ।
কিং পুনঃ শ্রাদ্ধদা বিপ্রা ভক্তিমন্তঃ ক্রিয়ান্বিতাঃ
গৌর্নাম কন্যা যেষান্তু মানসী দিবি রাজতে।
সুকন্যা দয়িতা পত্নী সাধ্যানাং কীর্ত্তিবর্দ্ধিনী॥৪৩
মরীচিগর্ভনামানো লোকে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে।
পিতরো যত্র তিষ্ঠন্তি হবিষ্মন্তোহঙ্গিরঃসুতাঃ॥৪৪
তীর্থশ্রাদ্ধপ্রদা যান্তি যত্র ক্ষত্রিয়সত্তমাঃ।
রাজ্ঞান্তু পিতরস্তে বৈ স্বর্গভোগফলপ্রদাঃ॥ ৪৫
এতেষাং মানসী কন্যা যশোদা নাম বিশ্রুতা।
পত্নী যাংশুমতঃ শ্রেষ্ঠা স্নুষা পঞ্চজনস্য চ॥ ৪৬

জনস্যথ দিলীপস্য ভগীরথপিতামহী।
লোকাঃ কামদুঘা নাম কামভোগফলপ্রদাঃ॥
সুস্বধা নাম পিতরো যত্র তিষ্ঠন্তি তে সুতাঃ।
আজ্যপা নাম লোকেষু কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
পুলহাগ্রজদায়াদা বৈশ্যাস্তান্ ভাবয়ন্তি হ।
যত্র শ্রাদ্ধকৃতঃ সর্ব্বে পশ্যন্তি যুগপদ্গতাঃ॥ ৪৯
মাতৃভ্রাতৃপিতৃস্বসৃ-সখিসম্বন্ধিবান্ধবান্।
অপি জন্মাযুতৈর্দৃষ্টাননুভূতান্ সহস্রশঃ॥ ৫০
এতেষাং মানসী কন্যা বিরজা নাম বিশ্রুতা।
সা পত্নী নহুষস্যাসীদ্যযাতের্জ্জননী তথা॥ ৫১
এষাষ্টকাভবৎপশ্চাদ্ ব্রহ্মলোকগতা সতী।
ত্রয় এতে গণাঃ প্রোক্তাশ্চতুর্থন্তু বদাম্যহম্॥ ৫২
লোকাঃ সুমনসো নাম ব্রহ্মলোকোপরি স্থিতাঃ
সোমপা নাম পিতরো যত্র তিষ্ঠন্তি শাশ্বতম্॥৫৩
ধর্ম্মমূর্ত্তিধরাঃ সর্ব্বে পরতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ।
উৎপন্নাঃ প্রলয়ান্তে তু ব্রহ্মত্বং প্রাপ্য যোগিনঃ

প্রদান করুন। ভগবান্ বলিলেন,—যৎকালে ব্যাসপুত্র শুক জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন তুমি সেই যোগাচার্য্যের সুব্রতা ভার্য্যা হইবে। কৃত্বী নামে তোমার এক যোগিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। পাঞ্চালপতি সাত্বত তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন। তোমার ঐ যোগসিদ্ধান্তগামিনী কন্যা ব্রহ্মদত্তের জননী হইবেন। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণ, গৌর, ও শম্ভু নামে তোমার তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই অতি পবিত্র পুত্রত্রয় সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ বিমানসমূহে বিরাজ করিবে। পরন্তু যাঁহারা ভক্তিমান্ ক্রিয়াশীল শ্রাদ্ধদাতা বিপ্র, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? কীর্ত্তিমতী সুকন্যা সাধ্যগণের প্রিয় পত্নী। মার্ত্তণ্ডমণ্ডল লোকে মরীচিগর্ভ নামে পিতৃগণ অবস্থান করেন। অঙ্গিরোনন্দন হবিষ্মন্তগণও ঐ লোকে বিরাজমান। তীর্থশ্রাদ্ধপ্রদ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ উক্ত লোকে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। তাঁহারাই রাজগণের স্বর্গভোগ-ফলপ্রদ পিতৃগণ। ইঁহাদের মানসী কন্যা যশোদা নামে বিখ্যাতা। যশোদা অংশুমানের পত্নী, পঞ্চজনের প্রধান পুত্রবধূ ও দিলীপের জননী এবং ভগীরথের পিতামহী। কামদুঘা নামে লোক সকল কামভোগ ফল প্রদান করে। ঐ সকল লোকে সুস্বধা নামে পিতৃগণ বাস করেন। ইঁহারা কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র; লোকে আজ্যপ নামে বিখ্যাত। পুলহাগ্রজজন্মা বৈশ্যগণ ইঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধকারিগণ যুগপৎ ঐ লোকে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব মাতা, ভ্রাতা, পিতা, স্বসা, সখা, সম্বন্ধী, বান্ধব, এমন কি অযুত জন্মান্তর দৃষ্ট বা অনুভূত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়া থাকেন। ৩৭—৫০। উল্লিখিত পিতৃগণের মানসী কন্যা বিরজা নামে বিখ্যাতা। ইনি নহুষের পত্নী এবং যযাতির জননী। ইনিই পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে গিয়া অষ্টকা হইয়াছিলেন। এই আমি ত্রিবিধ পিতৃগণের কথা কহিলাম,—অতঃপর চতুর্থ পিতৃগণের বার্ত্তা বলিতেছি। সুমনা নামে লোক ব্রহ্মলোকোপরি অবস্থিত। সোমপা নামে পিতৃগণ নিত্য ঐ লোকে অবস্থান করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মমূর্ত্তিধর এবং

কৃত্বা সৃষ্ট্যাদিকং সর্ব্বে মানসে সাম্প্রতং স্থিতাঃ
নর্ম্মদা নাম তেষান্তু কন্যা তোয়বহা সরিৎ ॥ ৫৫
ভূতানি পুনতী যাতু পশ্চিমোদধিগামিনী।
তেভ্যঃ সর্ব্বত্র মনুজাঃ প্রজাসর্গে চ নির্ম্মিতম্ ॥
জ্ঞাত্বা শ্রাদ্ধানি কুর্ব্বন্তি ধর্ম্মভাবেন সর্ব্বদা।
সর্ব্বদা তেভ্য এবাস্য প্রসাদাদ্‌যোগসন্ততিঃ ॥৫৭
পিতৃণামাদিসর্গে তু শ্রাদ্ধমেবং বিনির্ম্মিতম্।
সর্ব্বেষাং রাজতং পাত্রমথবা রাজতান্বিতম্ ॥৫৮
দত্তং স্বধাং পুরোধায় পিতৄন্ প্রীণাতি সর্ব্বদা।
আগ্নীধ্রসোমপাভ্যাস্ত কার্য্যমাপ্যায়নং বুধৈঃ ॥৫৯
অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণৌ বাথ জলেঽপি বা
অজাকর্ণেঽশ্বকর্ণে বা গোষ্ঠে বাথ শিবান্তিকে ॥
পিতৄণামমলং স্থানং দক্ষিণা দিক্ প্রশস্যতে।
প্রাচীনাবীতমুদকং তিলসন্ত্যাগমেব চ ॥ ৬১
খড়্গিনামামিষঞ্চৈবমন্নং শ্যামাকশালয়ঃ।
যব-নীবারমুদেগক্ষু-শুক্লপুষ্পফলানি চ ॥ ৬২
বল্লভানি প্রশস্তানি পিতৄণামিহ সর্ব্বদা।
দর্ভা মাষঃ ষষ্টিকান্নং গোক্ষীরং-মধুসর্পিষী ॥ ৬৩
শস্তানি চ প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধে বর্জ্জ্যানি যানি চ।
মসূরশণনিস্পাবা রাজমাষাঃ কুলুত্থকাঃ ॥ ৬৪
পদ্মবিল্বার্কধুস্তুর-পারিভদ্রাটরূষকাঃ।
ন দেয়াঃ পিতৃকার্য্যেষু পয়শ্চাজাবিকং তথা ॥ ৬৫
কোদ্রবোদারবরট-কপিত্থং মধুকাতসী।
এতান্যপি ন দেয়ানি পিতৃভ্যঃ শ্রিয়মিচ্ছতা ॥ ৬৬
পিতৄন্ প্রীণাতি যো ভক্ত্যা তে পুনঃ প্রীণয়ন্তি তম্।
যচ্ছন্তি পিতরঃ পুষ্টিং স্বাস্থ্যারোগ্যং প্রজাফলম্
দেবকার্য্যাদপি পুনঃ পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে।
দেবতাভ্যঃ পিতৄণাস্ত পূর্ব্বমাপ্যায়নং স্মৃতম্ ॥
শীঘ্রপ্রসাদাস্ত্বক্রোধা নিঃসঙ্গাঃ স্থিরসৌহৃদাঃ।
শান্তাত্মানঃ শৌচপরাঃ সততং প্রিয়বাদিনঃ ॥ ৬৯
ভক্তানুরক্তাঃ সুখদাঃ পিতরঃ পর্ব্বদেবতাঃ।

ব্রহ্মারও পরবর্ত্তী; উক্ত পিতৃগণ প্রলয়ান্তে উৎপন্ন হইয়া যোগাবলম্বনে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। সম্প্রতি সকলেই তাঁহারা সৃষ্টি-ব্যাপারাদি নির্ব্বাহ করিয়া মানস সরোবরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের নর্ম্মদা নাম্নী কন্যা জলবাহিনী নদীরূপে বিরাজ-মানা। তিনি ভূতবৃন্দকে পবিত্র করিয়া পশ্চিম সাগরে মিলিত হইয়াছেন। মনুজগণ উক্ত পিতৃগণ হইতে সর্ব্বত্র প্রজাসৃষ্টিবিস্তার জানিতে পারিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবে তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। তাঁহাদের প্রসাদেই যোগসন্ততি হয়। আদিসর্গে এইরূপেই পিতৃ-গণের শ্রাদ্ধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমুদায় পিতৃ-গণের পাত্র রাজত অথবা রাজতান্বিত। রজত পাত্রে এবং স্বধা দানে সর্ব্বদা পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করিবে। বুধগণ আগ্নীধ্র এবং সোমপ-দ্বারা তাঁহাদের আপ্যায়ন করিবেন। অগ্নির অভাবে ব্রাহ্মণের হস্ত, জল, অজাকর্ণ, অশ্ব-কর্ণ, গোষ্ঠ এবং শিবান্তিকই পিতৃগণের নির্ম্মল স্থান। পিতৃকার্য্যে দক্ষিণ দিক্‌ই প্রশস্ত। প্রাচীনাবীত, উদক, তিল, খড়্গিমাংস, শ্যামাক, শালিঅন্ন, যব, নীবার, মুদ্গ, ইক্ষু, শুক্ল পুষ্প, শুক্ল ফল, এই সকল সর্ব্বদা পিতৃপ্রিয় এবং পিতৃকার্য্যে প্রশস্ত। দর্ভ, মাষ, ষষ্টিকান্ন, গোক্ষীর, মধু এবং ঘৃত, এই সকলও পিতৃ-কার্য্যে প্রশস্ত। এক্ষণে শ্রাদ্ধে যে যে বস্তু বর্জ্জনীয়, তাহাই বলিতেছি। মসূর, শণ, নিস্পাব, রাজমাষ, কুলুত্থক, পদ্ম, বিল্ব, অর্ক, ধুস্তুর, পারিভদ্র, অটরূষক এবং আজাবিক দুগ্ধ, এই সকল পিতৃকার্য্যে বর্জ্জনীয়। কোদ্রব, বরট, কপিত্থ, মধুক এবং অতসী, এই কয় দ্রব্যও শ্রীকামী ব্যক্তি পিতৃগণকে অর্পণ করি-বেন না। ৫১—৬৬। যিনি ভক্তিভরে পিতৃ-গণের প্রীতিবিধান করেন, পিতৃগণও পুনরায় তাঁহাকে প্রীত করিয়া থাকেন। পিতৃগণ প্রীত হইয়া পুষ্টি, আরোগ এবং প্রজা ফল প্রদান করেন, দেবকার্য্য হইতেও পিতৃকার্য্য বিশিষ্ট। সুতরাং দেবতাদিগেরও অগ্রে পিতৃগণের আপ্যায়ন করিতে হয়। পিতৃগণ পর্ব্বদেবতা-স্বরূপ; তাঁহারা আশু প্রসাদযুক্ত, ক্রোধহীন, সঙ্গহীন, স্থিরসৌহার্দ্দ, শান্তচিত্ত, শৌচনিষ্ঠ, সর্ব্বদা প্রিয়বাদী, ভক্তানুরক্ত, এবং সুখপ্রদ।

হবিষ্মতামাধিপত্যে শ্রাদ্ধদেবঃ স্মৃতো রবিঃ ॥৭০
এতদ্ধি সর্ব্বমাখ্যাতং পিতৃবংশানুকীর্ত্তনম্ ।
পুণ্যং পবিত্রমারোগ্যং কীর্ত্তনীয়ং নৃভিঃ সদা ॥
ভীষ্ম উবাচ।
শ্রুত্বৈতদখিলং ভূয়ঃ পরা ভক্তিরুপস্থিতা।
শ্রাদ্ধকালং বিধিঞ্চৈব শ্রাদ্ধমেব তথৈব চ ॥ ৭২
শ্রাদ্ধেষু ভোজনীয়া যে শ্রাদ্ধবর্জ্জ্যা দ্বিজাতয়ঃ।
কস্মিন্ বাসরভাগে তু পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধমারভেৎ ॥
অন্নং দত্তং কথং যান্তি শ্রাদ্ধে বৈ ব্রহ্মবিত্তম।
বিধিনা কেন কর্ত্তব্যং কথং প্রীণাতি তান্ পিতৄন্
পুলস্ত্য উবাচ।
কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন চ।
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্ ॥৭৫
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং শ্রাদ্ধমুচ্যতে
নিত্যং তাবৎ প্রবক্ষ্যামি অর্ঘ্যাবাহনবর্জ্জিতম্ ॥
অদৈবতং বিজানীয়াৎ পার্ব্বণং পর্ব্বসু স্মৃতম্।
পার্ব্বণং ত্রিবিধং প্রোক্তং শৃণু যত্নান্মহীপতে ॥
পার্ব্বণে যে নিয়োজ্যাস্ত তান্ শৃণুষ নরাধিপ।
পঞ্চাগ্নিঃ স্নাতকশ্চৈব ত্রিসৌপর্ণঃ যড়ঙ্গবিৎ ॥৭৮
শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়সুতো বিধিবাক্যবিশারদঃ।
সর্ব্বজ্ঞো বেদবান্মন্ত্রী জ্ঞানবংশকুলান্বিতঃ ॥ ৭৯
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুঃ শ্রুতেষন্যেষু সংস্থিতঃ।
পুরাণবেত্তা ব্রহ্মজ্ঞঃ স্বাধ্যায়ী জপতৎপরঃ ॥ ৮৬
ব্রহ্মভক্তঃ পিতৃপরঃ সূর্য্যভক্তোঽথ বৈষ্ণবঃ।
ব্রাহ্মণো যোগনিষ্ঠাত্মা বিজিতাত্মা সুশীলবান্ ॥
এতে তোষ্যাঃ প্রযত্নেন বর্জ্জনীয়ানিমান্ শৃণু।
পতিতস্তৎসুতঃ ক্লীবঃ পিশুনো ব্যঙ্গরোগিতঃ ॥
সর্ব্বে তে শ্রাদ্ধকালে তু ত্যাজ্যা বৈ ধর্ম্মদর্শিভিঃ
পূর্ব্বেদ্যুরপরেদ্যুর্বা বিনীতাংশ্চ নিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৮৩
নিমন্ত্রিতাংশ্চ পিতর উপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজান্।
বায়ুভূতা নিগচ্ছন্তি তথাসীনানুপাসতে ॥ ৮৪
দক্ষিণং জানু চালভ্য বামং পাত্য নিমন্ত্রয়েৎ।

হবিষ্মান্ পিতৃগণের আধিপত্যে রবিই শ্রাদ্ধদেব হইয়াছিলেন। এই আমি সমুদয় পিতৃবংশানুকীর্ত্তন করিলাম। ইহা পুণ্য, পবিত্র, আরোগ্যপ্রদ; নরগণ সর্ব্বদা ইহা কীর্ত্তন করিবেন। ভীষ্ম কহিলেন,—ভগবন্। এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া পিতৃগণের উপর আমার ভক্তি উপস্থিত হইয়াছে। অতএব শ্রাদ্ধকাল, শ্রাদ্ধবিধি, শ্রাদ্ধবিবরণ, কোন্ বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, কিরূপে পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন, কোন্দিনে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধারম্ভ কর্ত্তব্য, শ্রাদ্ধে কিরূপে অন্নদান করিতে হয়, এবং কি কি করিলে শ্রাদ্ধে পিতৃগণ প্রীতিলাভ করেন, তাহা আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—পিতৃগণের প্রীতি উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া অন্নাদি, উদক, দুগ্ধ, মূল বা ফল দ্বারা অহরহ শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধ ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য। অগ্রে নিত্য শ্রাদ্ধের কথা কহিতেছি। নিত্য শ্রাদ্ধে অর্ঘ্য, আবাহন বা দৈবপক্ষ নাই। পর্ব্বকৃত শ্রাদ্ধের নাম পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ। পার্ব্বণ ত্রিবিধ। হে নরাধিপ! পার্ব্বণে যাহাদিগকে নিয়োগ করিতে হয়, এক্ষণে তাঁহাদের কথা শ্রবণ কর। পঞ্চাগ্নি, স্নাতক, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গবিৎ, শ্রোত্রিয়, বিধিবাক্যবিশারদ, শ্রোত্রিয়সুত, সর্ব্বজ্ঞ, বেদবান্, মন্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানযুক্ত ও বংশকুলান্বিত, ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, অন্যান্য সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, পুরাণবেত্তা, ব্রহ্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়ী, জপনিষ্ঠ, ব্রহ্মভক্ত, পিতৃপরায়ণ, সূর্য্যভক্ত, বিষ্ণুভক্ত বা যোগনিষ্ঠ, বিজিতাত্মা, সুশীলবান্ ব্রাহ্মণকে সযত্নে এই ব্যাপারে নিয়োগ করিবে। পরন্তু শ্রাদ্ধকালে যাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহাদের বিষয় শ্রবণ কর। পতিত, পতিতের পুত্র, ক্লীব, পিশুন, বিকলাঙ্গ, বা রোগী ইহাদিগের সকলকেই ধর্ম্মদর্শিগণ শ্রাদ্ধকালে বর্জ্জন করিবেন। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন বা তৎপূর্ব্বদিন বিনীত ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে। ৬৭—৮৩। পিতৃগণ নিমন্ত্রিত দ্বিজগণেই আবিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহারা বায়ুভূত হইয়া গমন করেন এবং উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণে আশ্রয় লইয়া থাকেন। বাম জানু পাতিয়া দক্ষিণ জানু স্পর্শপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-

অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ সুস্নাতৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
ভবিতব্যং ভবদ্ভিশ্চ ময়া চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
পিতৃযজ্ঞং বিনির্ব্বর্ত্ত্য তর্পণাখ্যন্তু যোঽগ্নিমান্ ॥৮৬
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমিন্দুক্ষয়ে তথা।
গোময়েনানুলিপ্তে তু দক্ষিণাপ্লবনস্থলে ॥ ৮৭
শ্রাদ্ধং সমারভেদ্ভক্ত্যা গোষ্ঠে বা জলসন্নিধৌ।
অগ্নিমান্নির্বপেৎ পিত্র্যং চরুং বা শক্তুমুষ্টিভিঃ ॥
পিতৃভ্যো নির্ব্বপামীতি সর্ব্বং দক্ষিণতো ন্যসেৎ
অভিঘার্য্য ততঃ কুর্য্যান্নির্বাপত্রয়মগ্রতঃ ॥ ৮৯
তে বিতস্ত্যায়তাঃ কার্য্যাশ্চতুরঙ্গুলবিস্তৃতাঃ।
দর্ব্বীত্রয়ঞ্চ কুর্ব্বীত খাদিরং রজতান্বিতম্ ॥ ৯০
রত্নিমাত্রং পরিশ্লক্ষ্ণং হস্তাকারাগ্রমুত্তমম্।
উদপাত্রাণি কাংস্যঞ্চ মেক্ষণঞ্চ সমিৎকুশম্ ॥৯১
তিলপাত্রাণি সদ্বাসো গন্ধধূপানুলেপনম্।
আহরেদপসব্যঞ্চ সর্ব্বং দক্ষিণতঃ শনৈঃ ॥ ৯২
এবমাসাদ্য তৎসর্ব্বং ভবনস্যোত্তরেঽন্তরে।
গোময়েনানুলিপ্তায়াং গোমূত্রেণ চ মণ্ডলম্ ॥৯৩
সাক্ষতাভিঃ সপুষ্পাভিরদ্ভিঃ সব্যাপসব্যবৎ।
বিপ্রাণাং ক্ষালয়েৎ পাদাবভিবন্দ্য পুনঃপুনঃ।
আসনেষূপবিষ্টেষু দর্ভবৎসু বিধানতঃ।
উপস্পৃষ্টোদকান্ বিপ্রানুপবেশ্যানুমন্ত্রয়েৎ ॥ ৯৫
দ্বৌ দৈবে পিতৃকৃত্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।
ভোজয়েদীশ্বরোঽপীহ ন কুর্য্যাদ্বিস্তরং বুধঃ ॥ ৯৬
দৈবপূর্ব্বং নিবেদ্যাথ বিপ্রানর্ঘ্যাদিনা বুধৈঃ।
অগ্নৌ কুর্য্যাদনুজ্ঞাতো বিপ্রৈর্বিপ্রো যথাবিধি।
স্বগৃহ্যোক্তেন বিধিনা কালে কৃত্বা সমস্ততঃ।
অগ্নীষোমযমাভ্যান্তু কুর্য্যাদাপ্যায়নং বুধঃ ॥ ৯৮
দক্ষিণাগ্নৌ প্রণীতেন স এবাগ্নির্দ্বিজোত্তমঃ।
যজ্ঞোপবীতান্নির্বর্ত্ত্য ততঃ পর্য্যুক্ষণাদিকম্ ॥ ৯৯
প্রাচীনাবীতিনা কার্য্যমেতৎ সর্ব্বং বিজানতা।
লব্ধা তস্মাদ্বিশেষেণ পিণ্ডান্ কুর্ব্বীত চোদকম্

দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিবে—আপনারা এই শ্রাদ্ধ কর্ম্মে অক্রোধন, শুচি, সুস্নাত ও ব্রহ্মবাদী হইবেন। আমিও ঐরূপ হইয়া শ্রাদ্ধ করিব। এইরূপ নিমন্ত্রণ করিয়া সাগ্নিক শ্রাদ্ধকর্ত্তা তর্পণাখ্য পিতৃযজ্ঞ সমাধানপূর্ব্বক অমাবস্যাদিনে পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ করিবে। গোময়-লিপ্ত দক্ষিণাপ্লবন স্থানে, গোষ্ঠে বা জলপ্রান্তে ভক্তির সহিত শ্রাদ্ধারম্ভ করিবে। সাগ্নিক ব্যক্তি পিত্র্যচরু নির্ব্বপণ করিবে, কিম্বা শক্তুমুষ্টিসমূহ দ্বারা 'আমি পিতৃগণকে নির্ব্বপন করিতেছি', এই বলিয়া তৎসমস্ত দক্ষিণদিকে বিন্যাস করিবে। পরে অভিঘারানন্তর অগ্রভাগে নির্ব্বাপত্রয় করিবে; উহা চতুরাঙ্গুলি বিস্তৃত এবং বিতস্তিপ্রমাণ আয়ত করিতে হইবে। খদিরকাষ্ঠ দ্বারা তিনটী দর্ব্বী প্রস্তুত করিবে; উহা রজতান্বিত, রত্নিমাত্র এবং অতিশ্লক্ষ্ণ হইবে। উহার অগ্রভাগ উত্তম হস্তাকারে প্রস্তুত করিবে। উদকপাত্র, কাংস্যমেক্ষণ, সমিৎ, কুশ, তিল-পাত্র, বস্ত্র, গন্ধ, ধূপ, অনুলেপন, এই সকল দ্রব্য অপসব্য ক্রমে ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকে আহরণ করিবে। এইরূপে ভবনের উত্তর অংশে গোময়লিপ্ত ভূভাগে সমস্ত বস্তু আসাদন করিয়া সাক্ষত সপুষ্প জল দ্বারা সব্যাপসব্য ক্রমে বিপ্রগণের পাদক্ষালন ও তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ অভিবাদন করিবে। অনন্তর বিপ্রগণ দর্ভযুক্ত আসনে যথাবিধি উপবিষ্ট হইয়া উদক স্পর্শ করিলে তাঁহা-দিগকে উপবেশনানন্তর আমন্ত্রণ করিবে। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিও দৈবে দুইটী, পৈত্রে তিনটী অথবা উভয় পক্ষেই এক একটী মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন, ইহার অতিরিক্ত করিবেন না। ৮৪—৯৬। শাস্ত্রজ্ঞ-গণ অগ্রে দৈবপক্ষে বিপ্রগণকে অর্ঘ্যাদি নিবেদন করিয়া অগ্নৌকরণ করিবেন, পরে বিপ্রগণের যথাবিধি অনুজ্ঞা লইয়া স্বগৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে যথাকালে কর্ম্মা-রম্ভ করত অগ্নি ও সোমকে প্রণীতোদক দ্বারা দক্ষিণাগ্নিতে আপ্যায়ন করিবে। এই দক্ষিণাগ্নিই শ্রাদ্ধে প্রধান ব্রাহ্মণ। অনন্তর যজ্ঞোপবীত নিবর্ত্তন করিয়া পর্য্যুক্ষণাদি যাব-তীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। ফলে বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমস্ত কার্য্যই প্রাচীনাবীতী হইয়া

দদ্যাদুদকপাত্রেণ সলিলং সব্যপাণিনা।
দদ্যাৎ সর্ব্বং প্রযত্নেন দম্ভযুক্তো বিমৎসরঃ ॥১০১
বিধায় রেখাং যত্নেন নির্বপেদবনেজনম্।
দক্ষিণাভিমুখঃ কুর্য্যাত্ততো দর্ভান্নিধায় বৈ ॥ ১০২
নিধায় পিণ্ডমেকৈকং সর্ব্বং দর্ভোপরি ক্রমাৎ।
নির্ব্বপেদথ দর্ভেষু নামগোত্রাদ্যকীর্ত্তনৈঃ ॥ ১০৩
তেষু দর্ভেষু তং হস্তং বিস্মৃজ্যাল্লেপভাগিনাম্।
তথৈব চ জপং কুর্য্যাৎ পুনঃ প্রত্যবনেজনম্ ॥
জলযুক্তং নমস্কৃত্য গন্ধধূপার্চ্চনাদিভিঃ।
এবমাবাহ্য তৎসর্ব্বং বেদমন্ত্রৈর্যথোদিতৈঃ ॥১০৫
একাগ্নিরেক এবাত্তির্নির্ব্বপেদ্দার্ব্বিকাং তথা।
ততঃ কৃত্বা নরো দদ্যাৎ পিতৃভ্যস্ত কুশান্ বুধঃ
ততঃ পিণ্ডাদিকং কুর্য্যাদাবাহনবিসর্জ্জনম্।
ততো গৃহীত্বা পিণ্ডেভ্যো মাত্রাঃ সর্ব্বাঃ ক্রমেণ তু ॥ ১০৭
তানেব বিপ্রান্ প্রথমমাশয়িত্বা চ মানবঃ।
বর্ণয়ন্ ভোজয়েদন্নমিষ্টং পূতঞ্চ সর্ব্বদা ॥ ১০৮
বর্জ্জয়েৎ ক্রোধপরতাং স্মরন্নারায়ণং হরিম্।
তৃপ্তান্ জ্ঞাত্বা পুনঃ কুর্য্যাদ্বিকিরং সার্ব্ববর্ণিকম্ ॥
বিধৃত্য সোদকং অন্নং সতিলং প্রক্ষিপেদ্ভুবি।
আচান্তেষু পুনর্দদ্যাজ্জলং পুষ্পাক্ষতোদকম্ ॥
স্বধাবাচনকং সর্ব্বং পিণ্ডোপরি সমাচরেৎ।
দেবাদ্যন্তং প্রকুর্ব্বীত শ্রাদ্ধনাশোঽন্যথা ভবেৎ
বিসৃজ্য বিপ্রান্ প্রণতস্তেষাং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্
দক্ষিণাং দিশমাকাঙ্ক্ষন্ পিতৄনুদ্দিশ্য মানবঃ ॥
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন ॥ ১১৪
এতদগ্নিমতঃ প্রোক্তমবাহার্য্যন্তু পার্ব্বণম্।

সমাধা করিবে। পরে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের অবশিষ্ট দ্রব্য লইয়া তদ্দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিবে এবং সব্য হস্ত দ্বারা উদকপাত্র হইতে জল দান করিবে। এই সকল দ্রব্যই দাম্ভ ও মাৎসর্য্য হীন হইয়া অতি যত্নে প্রদান করিবে। অনন্তর সযত্নে রেখা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি অবনেজন জল অর্পণ করিবে। পরে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দর্ভসমূহ স্থাপনপূর্ব্বক যথাক্রমে এক একটী পিণ্ড দর্ভোপরি রাখিয়া নাম গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক স্থাপিত দর্ভোপরি নির্ব্বপণ করিবে। অনন্তর লেপভাগী পিতৃগণের প্রীতির জন্য সেই সমস্ত দর্ভোপরি হস্ত নিমার্জ্জনপূর্ব্বক 'বসন্তায়' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া পুনঃ প্রত্যবনেজন করিবে। অতঃপর নমস্কারপূর্ব্বক গন্ধধূপাদি উপকরণ দ্বারা পিণ্ড পূজা করিবে। এইরূপে যথোক্ত বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারাই আবাহনাদি সমস্ত কার্য্য করিবে। পরে নর পিণ্ডোপরি পিতৃগণকে কুশসমূহ দান করিবে। অনন্তর পিণ্ডাদির উপর পিতৃগণের আবাহন ও বিসর্জ্জন করিবে। পরে ক্রমশঃ পিণ্ডসমূহ হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া প্রথমে বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে। তদনন্তর ইষ্ট পূত অন্নের গুণ বর্ণন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে তাহা ভোজন করিতে দিবে। শ্রাদ্ধকালে ক্রোধপরতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিবে; নারায়ণ হরিস্মরণ করিবে; ব্রাহ্মণগণের পরিতৃপ্তি হইয়াছে জানিয়া পরে অন্য সর্ব্ববর্ণকে অন্ন বিতরণ করিবে। সতিল সোদক অন্ন গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবে। আচমনের পর পুনরায় পুষ্পাক্ষতযুত উদক দান করিবে। পিণ্ডোপরি স্বধাবাচন করিবে। এই সকল কার্য্য দৈব পক্ষ হইতে পর পর সমাপন করিবে, অন্যথা শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে। অনন্তর প্রণতভাবে বিপ্রগণকে বিসর্জ্জন দিয়া পরে তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিবে। পরে দক্ষিণাভিমুখে পিতৃগণের উদ্দেশে এইরূপ প্রার্থনা করিবে—আমাদের বংশে দাতৃগণ, বেদসমূহ এবং সন্ততি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, আমাদের শ্রদ্ধা লোপ না হউক, দেয় দ্রব্য আমাদের বহু হউক, আমাদের অন্ন প্রচুর হউক, আমরা যেন বহু অতিথি লাভ করি। আমাদের নিকট প্রার্থয়িতা অনেক হউক, আমরা যেন কাহাকেও কিছু প্রার্থনা করি না। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অমাবস্যায়

যথেন্দুসংক্ষয়ে তদ্বদন্যত্রাপি নিগদ্যতে ॥ ১১৫
পিণ্ডাংস্তু গোহজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা।
বপ্রান্তে বাথ বিকিরেদ্দাপোভিরথ বাপয়েৎ ॥
পত্নীন্তু মধ্যমং পিণ্ডং প্রাশয়েদ্বিনয়ান্বিতাম্।
আধত্ত পিতরো গর্ভং পুত্রসন্তানবর্দ্ধনম্ ॥ ১১৭
তাবন্নির্ব্বাপণং তিষ্ঠেদ্যাবদ্বিপ্রা বিসর্জ্জিতাঃ।
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যান্নিবৃত্তঃ পিতৃকর্ম্মণঃ ॥১১৮
ইষ্টৈঃ সহ ততঃ শান্তো ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্ ॥
পুনর্ভোজনমধ্বানং যানমায়াসমৈথুনম্।
শ্রাদ্ধকৃচ্ছ্রাদ্ধভুগ্ যো বা সর্ব্বমেতদ্বিবর্জ্জয়েৎ।
স্বাধ্যায়ং কলহঞ্চৈব দিবাস্বপ্নঞ্চ সর্ব্বদা ॥ ১২০
অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং ত্রিবর্ণস্যেহ নির্ব্বপেৎ।
কন্যাকুম্ভবৃষস্থেঽর্কে কৃষ্ণপক্ষেষু সর্ব্বদা ॥ ১২১
যত্র যত্র প্রদাতব্যং সপিণ্ডীকরণাত্মকম্।
তত্রানেন বিধানেন দেয়মগ্নিমতা সদা ॥ ১২২

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদীরিতম্।
শ্রাদ্ধং সাধারণং নাম ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥১২৩
অয়নে বিষুবে চৈব অমাবস্যার্কসংক্রমে।
অমাবস্যাষ্টকাকৃষ্ণপক্ষপঞ্চদশীষু চ ॥ ১২৪
আর্দ্রামঘারোহিণীষু দ্রব্যব্রাহ্মণসঙ্গমে।
গজচ্ছায়াব্যতীপাতে বিষ্টিবৈধৃতিবাসরে ॥
বৈশাখস্য তৃতীয়া যা নবমী কার্ত্তিকস্য চ।
পঞ্চদশী তু মাঘস্য নভস্যে চ ত্রয়োদশী ॥ ১২৬
যুগাদয়ঃ স্মৃতা হ্যেতাঃ পিতৃপক্ষোপকারিকাঃ।
তথা মন্বন্তরাদৌ চ দেয়ং শ্রাদ্ধং বিজানতা ॥১২৭
অশ্বযুঙ্নবমী চৈব দ্বাদশী কার্ত্তিকে তথা।
তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ ॥ ১২৮
ফাল্গুনস্য ত্বমাবাস্যা পৌষস্যৈকাদশী তথা।
আষাঢ়স্যাপি দশমী মাঘমাসস্য সপ্তমী ॥ ১২৯
শ্রাবণে চাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা।
কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈব জ্যৈষ্ঠে পঞ্চদশী সিতা
মন্বন্তরাদয়স্ত্বেতা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ ॥ ১৩০

যেরূপে অন্বাহার্য্য পার্ব্বণ করিবেন, এই আমি তাহা কহিলাম, এইরূপ শ্রাদ্ধবিবরণ অন্যত্রও কীর্ত্তিত হইয়াছে। গো, অজ, বিপ্র, অগ্নি বা জলে পিণ্ডসমূহ অর্পণ করিবে। অথবা বপ্রান্তে বিকিরণ বা জল দ্বারা বাপন করিবে। বিনয়ান্বিতা পত্নীকে মধ্যম পিণ্ড ভোজন করাইবে। ইহাতে পিতৃগণ পুত্র-সন্তানবর্দ্ধন গর্ভ আধান করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-বিসর্জ্জন হয়, তাবৎ কাল পিণ্ড যথাস্থানে থাকিবে। অনন্তর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পিতৃকার্য্য হইতে বিরত হইয়া বৈশ্বদেব কর্ম্ম করিবেন। পরে শান্ত-ভাবে প্রিয়জন সহ পিতৃসেবিত অন্ন ভোজন করিবেন। পুনর্ভোজন, পথপর্য্যটন, যানারোহণ, আয়াস, মৈথুন, বেদপাঠ, কলহ এবং দিবাস্বপ্ন এই সকল কার্য্য শ্রাদ্ধকর্ত্তা এবং শ্রাদ্ধভোক্তা উভয়েরই বর্জ্জনীয়। ত্রিবর্ণই এইরূপ বিধানে শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিবে। আশ্বিন, ফাল্গুন বা জ্যৈষ্ঠ মাস অথবা সমুদায় কৃষ্ণপক্ষ—ইহার যে কোন কালেই সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সপিণ্ডীকরণাত্মক শ্রাদ্ধ করুন, উল্লিখিত বিধানেই করিবেন। অতঃ-পর ব্রহ্মোক্ত ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ সাধারণ শ্রাদ্ধবিধান বলিতেছি। অয়নে, বিষুবে, অমাবস্যাদিনে, রবিসংক্রমণে, অষ্টকায়, কৃষ্ণপক্ষে, পূর্ণিমায়, আর্দ্রা মঘা ও রোহিণী-নক্ষত্রে, শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য এবং ব্রাহ্মণ-সমাগমে, গজচ্ছায়ায়, ব্যতীপাত বিষ্টি ও বৈধৃতিদিনে, বৈশাখের তৃতীয়া, কার্ত্তিকের নবমী, মাঘের পূর্ণিমা, ও শ্রাবণের ত্রয়োদশী তিথিতে বিজ্ঞব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবেন। উক্ত দিন সকল পিতৃপক্ষের উপকারক যুগাদ্যা বলিয়া বিখ্যাত। যুগাদ্যার ন্যায় মন্বন্তরাদিতেও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবেন। ৯৭—১২৭। আশ্বিনে নবমী, কার্ত্তিকে দ্বাদশী, চৈত্রী ও ভাদ্রী তৃতীয়া, ফাল্গুনের অমাবস্যা, পৌষী একাদশী, আষাঢ়ের দশমী, মাঘী সপ্তমী, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ় কার্ত্তিক ফাল্গুন ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা, এই সকল মন্বন্তরা; এই সকল দিনে শ্রাদ্ধ করিলে,

পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রয়তো মনুষ্যঃ ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥ ১৩১
বৈশাখ্যামুপবাসেষু তথোৎসবমহালয়ে ॥ ১৩২
তীর্থায়তনগোষ্ঠেষু-দ্বীপোদ্যানগৃহেষু চ ।
বিবিক্তেষূপলিপ্তেষু শ্রাদ্ধং দেয়ং বিজানতা ।
বিপ্রান্ পূর্ব্বে পরে চাহ্নি বিনীতাত্মা নিমন্ত্রয়েৎ
শীলবৃত্তগুণোপেতান্বয়রূপসমন্বিতান্ ॥ ১৩৪
দ্বৌ দৈবে পিতৃকৃত্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা ।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রকুর্ব্বীত বিস্তরম্
বিশ্বদেবান্ যবৈঃ পুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্যাসনপূর্ব্বকম্ ।
পূরয়েৎ পাত্রযুগ্মন্তু স্থাপ্যং দর্ভপবিত্রকে ॥ ১৩৬
শন্নো দেবীত্যপঃ কুর্য্যাদ্যবোঽসীতি যবানপি ।
গন্ধপুষ্পৈস্তু সম্পূজ্য বিশ্বান দেবান্ প্রতি
ন্যসেৎ ॥ ১৩৭
বিশ্বে দেবা স ইত্যাভ্যামাবাহ্য বিকিরেদ্যবান্
যবোঽসি ধান্যরাজস্ত্বং বারুণো মধুমিশ্রিতঃ ॥
নির্ণুদঃ সর্ব্বপাপানাং পবিত্র ঋষিসংস্তুতঃ ।
গন্ধপুষ্পৈরলঙ্কৃত্য যা দিব্যেত্যর্ঘ্যমুৎসৃজেৎ ॥
অভ্যর্চ্চ্য গন্ধাদ্যুৎসৃজ্য পিতৃযজ্ঞং সমারভেৎ
দর্ভাসনাদি কৃত্বাদৌ ত্রীণি পাত্রাণি চার্চ্চয়েৎ ॥
সপবিত্রাণি কৃত্বাদৌ শন্নো দেবীত্যপঃ ক্ষিপেৎ
তিলোঽসীতি তিলান্ কুর্য্যাদ্গন্ধপুষ্পাদিকং পুনঃ
পাত্রং বনস্পতিময়ং তথা পর্ণময়ং পুনঃ ।
রাজতং বা প্রকুর্ব্বীত তথা সাগরসম্ভবম্ ॥১৪২
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং পিতৄণাং পাত্রমুচ্যতে ।
রজতস্য কথা বাপি দর্শনং দানমেব চ ॥ ১৪৩
রাজতৈর্ভাজনৈরেষাং পিতৄণাং রজতান্বিতৈঃ ।
বার্য্যপি শ্রদ্ধয়া দত্তমক্ষয়ায়োপকল্পতে ॥ ১৪৪
অদ্যাপি পিতৃপাত্রেষু পিতৄণাং রাজতান্বিতম্ ।
শিবনেত্রোদ্ভবং যস্মাদুত্তমং পিতৃবল্লভম্ ॥

তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। মানব সংযত ভাবে এই সকল দিনে তিলমিশ্র পানীয় মাত্র দান করিলেও সহস্রবর্ষের শ্রাদ্ধ করা হয়; পিতৃগণ এই রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তীর্থ, দেবায়তন, গোষ্ঠ, দ্বীপ, উদ্যান, গৃহ, এবং অন্যান্য পূত উপলিপ্ত স্থানে বিজ্ঞজন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন। বিনীতাত্মা ব্যক্তি শীলবৃত্তগুণসম্পন্ন,রূপ ও বয়োযুক্ত বিপ্রগণকে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন বা শ্রাদ্ধের দিন নিমন্ত্রণ করিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা সম্পত্তিশালী হইলেও দৈবে দুইটী, পৈত্রে তিনটী অথবা উভয়পক্ষেই এক একটী মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন, ইহার অধিক ব্রাহ্মণ কিছুতেই ভোজন করাইবেন না। বিশ্বদেবগণকে আসন দানান্তে অর্চ্চনা করিয়া যব ও পুষ্প দ্বারা পাত্রযুগ্ম পূরণ করিবে এবং দর্ভ পবিত্রোপরি স্থাপন করিবে। 'শন্নো দেবী'ত্যাদি মন্ত্রে জল দিবে এবং 'যবোঽসি' ইত্যাদি মন্ত্রে যব বিকিরণ করিবে। পরে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া বিশ্বদেবগণকে স্থাপন করিবে। 'বিশ্বে দেবাস' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া আবাহনান্তে যবসমূহ বিকিরণ করিবে। হে যব! তুমি ধান্যরাজ, বরুণদৈবত, মধুমিশ্রিত, সর্ব্বপাপনাশক এবং পবিত্র ঋষিজনস্তুত; এই বলিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করত 'যা দিব্যা' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য উৎসর্গ করিবে। অনন্তর অর্চ্চনান্তে গন্ধাদি দানপূর্ব্বক পিতৃযজ্ঞ আরম্ভ করিবে। অগ্রে দর্ভাসনাদি কল্পনা করিয়া সপবিত্র তিনটী পাত্র অর্চ্চনা করিবে এবং 'শন্নো দেবী'ত্যাদি মন্ত্রে জল ক্ষেপণ করিবে। 'তিলোঽসি' ইত্যাদি মন্ত্রে তিল এবং পুনর্ব্বার গন্ধ-পুষ্প দান করিবে। বনস্পতিময়, পর্ণময়, রজতময় বা সাগরজাত পাত্র প্রস্তুত করিবে।১২৮—১৪২। পিতৃগণের পক্ষে সৌবর্ণ, রাজত বা তাম্র পাত্র বিহিত। রজতের কথা, রজত দর্শন বা দানও পিতৃকার্য্যে প্রশস্ত। রজতভাজনে কিম্বা রজতান্বিত পাত্রে শ্রদ্ধার সহিত পিতৃগণকে বারি প্রদান করিলেও তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। অদ্যাপি যাবতীয় পাত্র মধ্যে রজতপাত্রই পিতৃগণের প্রীতিকর বলিয়া নিরূপিত; ইহা শিবনেত্রোদ্ভব, তাই উত্তম

এবং পাত্রাণি সঙ্কল্প্য যথালাভং বিমৎসরঃ।
যা দিব্যেতি পিতুর্নামগোত্রে দর্ভান্ করে ক্ষিপেৎ
পিতৄনাবাহয়িষ্যামি তথেত্যুক্তঃ স তৈঃ পুনঃ।
উশন্তস্ত্বা তথায়ান্তু ঋগ্‌ভ্যামাবাহয়েৎ পিতৄন্॥
যা দিব্যেত্যর্ঘ্যমুৎসৃজ্য দদ্যাদ্ গন্ধাদিকং ততঃ
বস্ত্রোত্তরং দর্ভপূর্ব্বং দত্বা সংশ্রয়মাদিতঃ॥ ১৪৮
পিতৃপাত্রে নিধায়াথ ন্যুব্জমুত্তরতো ন্যসেৎ।
পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি নিধায় পরিবেষয়েৎ॥১৪৯
তত্রাপি পূর্ব্বতঃ কুর্য্যাদগ্নিকার্য্যং বিমৎসরঃ।
উভাভ্যামপি হস্তাভ্যামাহৃত্য পরিবেষয়েৎ॥
উশন্তস্ত্বেতি তং দর্ভং পাণিভক্তং বিশেষতঃ।
গুণান্বিতৈশ্চ শাকাদ্যৈর্নানাভক্ষ্যৈস্তথৈব চ॥
অন্নঞ্চ সদধি ক্ষীরং গোঘৃতং শর্করান্বিতম্।
মাংসং প্রীণাতি বৈ সর্ব্বান্ পিতৄনিত্যাহ পদ্মজঃ
দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীন্ মাসান্
হারিণেন তু।
ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ॥১৫৩
বারাহস্য তু মাংসেন ষণ্মাসং তৃপ্তিরুত্তমা।
সপ্ত লোহস্য মাংসেন তথাষ্টাবাজকেন তু॥১৫৪
পৃষতস্য তু মাংসেন তৃপ্তির্মাসান্ নবৈব তু।
দশমাংসাশ্চ তৃপ্যন্তে বরাহমহিষামিষৈঃ॥ ১৫৫
শশকূর্ম্ময়োস্তু মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু।
সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন বা॥ ১৫৬
শৌকরেণ তু তৃপ্যন্তে মাসান পঞ্চদশৈব তু।
বাধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী॥১৫৭
কালশাকেন চানন্ত্যং খড়্গমাংসেন চৈব হি।
যৎকিঞ্চিৎ মধুনা মিশ্রং গোক্ষীরং দধি পায়সম্
দত্তমক্ষয়মিত্যাহুঃ পিতরঃ পর্ব্বদেবতাঃ॥ ১৫৯
স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যং পুরাণাখ্যিলানি চ।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্করুদ্রাণাং স্তবানি বিবিধানি চ।
ইন্দ্রেশসোমসূক্তানি পাবমানীশ্চ শক্তিতঃ॥
বৃহদ্রথন্তরং তত্র জ্যেষ্ঠসামাথ রৌরবম্।
তথৈব শান্তিকাধ্যায়ং মধু-ব্রাহ্মণমেব চ॥ ১৬১
মণ্ডলব্রাহ্মণং তদ্বৎ প্রীতিকারি চ যৎপুনঃ।

এবং পিতৃপ্রিয়। বিমৎসর শ্রাদ্ধকর্ত্তা এইরূপে যথালাভ পাত্র কল্পনা করিয়া 'যা দিব্যা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে পিতার নাম গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের করে দর্ভাসন দান করিবে। অনন্তর 'আমি পিতৃগণকে আবাহন করিব' এই কথা কহিলে, শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সে ব্যাপারে অনু-জ্ঞাত হইয়া 'উশন্তস্ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ-পূর্ব্বক পিতৃগণের আবাহন করিবে। পরে 'যা দিব্যা' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য উৎসর্গ করিয়া পরে গন্ধাদি দান করিবে। অগ্রে দর্ভ দিবে, পরে বস্ত্র দান করিবে। অনন্তর সংশ্রয়-জল পিতৃপাত্র হইতে পর পর ঢালিয়া পুনরায় পিতৃপাত্রেই স্থাপনপূর্ব্বক ন্যুব্জভাবে উত্তরদিকে রাখিবে। 'পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' এই বলিয়া উক্তপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক অন্নপরিবেশ-নাদি কার্য্য করিবে। এই কার্য্যের পূর্ব্বে অগ্নিকার্য্য করিতে হইবে। উভয় হস্তে আহরণ করিয়া অন্নপরিবেশন করিবে। অন্ন দধি, ক্ষীর, গোঘৃত ও শর্করান্বিত এবং গুণান্বিত শাকাদি বিবিধ ভক্ষ্যযুক্ত করিয়া দিবে। পদ্মযোনি বলিয়াছেন, মাংস সমস্ত পিতৃগণেরই তৃপ্তিজনক। মৎস্য-মাংসে পিতৃগণের দুইমাস, হরিণমাংসে তিনমাস, ঔরভ্র মাংসে চারিমাস, শকুনমাংসে পাঁচ মাস, বরাহমাংসে ছয়মাস, লোহমাংসে সাত মাস, অজমাংসে আট মাস, পৃষতমাংসে নয় মাস, বরাহ ও মহিষমাংসে দশমাস, শশক ও কূর্ম্মমাংসে একাদশ মাস, গব্যদুগ্ধ বা পায়স দ্বারা সংবৎসর, শৌকর দুগ্ধে পঞ্চদশ মাস, বাধ্রীণস মাংসে দ্বাদশ বর্ষ, এবং কালশাক ও খড়্গমাংসে অনন্তকাল তৃপ্তি হইয়া থাকে। পর্ব্বদেব পিতৃগণ বলিয়াছেন,—মধুমিশ্র গোক্ষীর দধি বা পায়স যাহা কিছু পিতৃ-গণকে প্রদত্ত হয়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। ১৪৩—১৫৯। শ্রাদ্ধে স্বাধ্যায় শ্রবণ করাইবে ; এতদ্ভিন্ন নিখিল পুরাণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য্য ও রুদ্রের বিবিধ স্তব, ইন্দ্র-সূক্ত ও সোমসূক্ত, পাবমানী সূক্ত, বৃহ-দ্রথন্তর, জ্যেষ্ঠসাম, শান্তিকাধ্যায়, মধুব্রাহ্মণ, মণ্ডলব্রাহ্মণ, এতদ্ভিন্ন বিপ্রগণের প্রী

বিপ্রাণামাত্মনশ্চাপি তৎসর্ব্বং সমুদীরয়েৎ ॥১৬২
ভারতাধ্যয়নং কার্য্যং পিতৃণাং পরমপ্রিয়ম্।
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু ভোজ্যতোয়াদিকং নৃপ॥
সার্ব্ববর্ণিকমন্নাদ্যমানয়েৎ সাবধারণম্।
সমুৎসৃজেদ্ ভুক্তবতামগ্রতো বিকিরান্ ভুবি॥
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-
র্ন চাপি মিত্রং ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়াতু যোগায় যতো যতস্তে ॥১৬৬
অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলভাগিনাম্।
উচ্ছিষ্টভাগধেয়ানাং দর্ভেষু বিকিরাসনম্॥ ১৬৭
তৃপ্তান্ জ্ঞাত্বোদকং দদ্যাৎ সকৃদ্বিকিরণে তথা
বিপ্রলিপ্তমহীপৃষ্ঠে গোশকৃন্মূত্রবারিণা॥ ১৬৮
নিধায় দর্ভান্ বিধিবৎ দক্ষিণাগ্রান্ প্রযত্নতঃ।
সর্ব্ববর্ণবিধানেন পিণ্ডাংশ্চ পিতৃযজ্ঞবৎ॥ ১৬৯

অবনেজনপূর্ব্বস্তু নামগোত্রস্তু মানবঃ।
উক্ত্বা পুষ্পাদিকং দত্ত্বা কৃত্বা প্রত্যবনেজনম্॥
জ্ঞাত্বাপসব্যং সব্যেন পাণিনা ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্।
পিতৃবৎ মাতৃকং কার্য্যং বিধিবৎ দর্ভপাণিনা॥
দীপপ্রজ্বালনং তদ্বৎ কুর্য্যাৎ পুষ্পার্চ্চনং বুধঃ।
তথাচান্তেষু চাচম্য দদ্যাচ্চাপঃ সকৃৎ সকৃৎ ॥১৭২
তথা পুষ্পাক্ষতান্ পশ্চাদক্ষয্যোদকমেব চ।
সতিলং নামগোত্রেণ দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ দক্ষিণাম্
গোভূহিরণ্যবাসাংসি ভব্যানি শয়নানি চ;
দদ্যাদ্যদিষ্টং বিপ্রাণামাত্মনঃ পিতুরেব চ॥
বিত্তশাঠ্যেন রহিতঃ পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহেৎ।
ততঃ স্বধাবাচনকং বিশ্বদেবেষু চোদকম্ ॥১৭৫
দত্ত্বাশীঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ দ্বিজেভ্যোঽপি যথা বুধঃ
অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু সন্ত্বিত্যুক্তঃ পুনর্দ্বিজৈঃ।
গোত্রং তথা বর্দ্ধতাস্তু তথেত্যুক্তশ্চ তৈঃ পুনঃ।

আত্মার যাহা কিছু প্রীতিকর, তৎসমস্ত শ্রাদ্ধে পাঠ করিবে। শ্রাদ্ধে ভারতাধ্যয়ন করিতে হইবে, ইহা পিতৃগণের পরমপ্রিয়। হে নৃপ! বিপ্রগণের ভোজন কার্য্য শেষ হইলে সার্ব্ববর্ণিক অন্নাদি আনয়ন করিবে এবং কৃত-ভোজন বিপ্রগণের অগ্রে ভূতলে তাহা নিক্ষেপ করিয়া বলিবে—মদীয় কুলে যে সকল জীব অগ্নিদগ্ধ বা অদগ্ধ হইয়াছে, তাহারা এই ভূমিদত্ত অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুক এবং তৃপ্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হউক। যাহাদের মাতা পিতা বন্ধু মিত্র নাই, অন্নসংস্থান নাই, তাহাদের তৃপ্তির জন্য ভূতলে আমি অন্নদান করিলাম। তাহারা সুখলোকে প্রয়াণ করুক। যে সকল স্বকুল-জাত অসংস্কৃত অবস্থায় প্রমীত, যাহারা সংসারত্যাগী, এবং যাহারা উচ্ছিষ্টভাগার্হ, দর্ভোপরিই তাহাদের বিকিরাসন প্রদেয়। অনন্তর তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত জানিয়া সকৃৎ জল দান করিবে। পরে গোময়-গোমূত্র দ্বারা পরিলিপ্ত মহীপৃষ্ঠে যথাবিধি দক্ষিণাগ্র দর্ভ-সমূহ স্থাপন করিয়া নাম গোত্র উল্লে-খনান্তে অবনেজনপূর্ব্বক পুষ্পাদি দান ও পুনঃ প্রত্যবনেজন করিয়া সর্ব্ববর্ণের বিধান অনুযায়ী পিতৃযজ্ঞবৎ পিণ্ড প্রদান করিবে এবং সব্য পাণিদ্বারা তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। পিতৃশ্রাদ্ধের ন্যায় মাতৃশ্রাদ্ধও দর্ভপাণি হইয়া যথাবিধি করিবে। দীপ প্রজ্বালন এবং পুষ্পার্চ্চনও সেইরূপ করিতে হইবে। পরে আচমন করিয়া এক একবার জল দান করিবে এবং পুষ্পাক্ষত দান করিয়া পরে নাম গোত্র উল্লেখনান্তে সতিল অক্ষয্যোদক প্রদান করিবে। অনন্তর যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। ১৬০—১৭৩। গো, ভূ, হিরণ্য, বস্ত্র, শুভশয্যা এবং বিপ্রগণের নিজের ও পিতার যাহা প্রিয় বস্তু, তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। এই কার্য্যে বিত্তশাঠ্য না করিয়া পিতৃগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে। অনন্তর স্বধাবাচনান্তে বিশ্বদেবগণকে উদক দান-পূর্ব্বক দ্বিজগণের নিকট হইতে আশীঃ প্রতিগ্রহ করিবে। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিবেন, 'অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু', দ্বিজগণ বলিবেন, 'সন্তু'। শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিলেন, 'গোত্রং

স্বস্তিবাচনকং কুর্য্যাৎ পিণ্ডামুদ্ধৃত্য ভক্তিতঃ ॥
উচ্ছেষণন্তু তত্তিষ্ঠেৎ যাবদ্বিপ্রবিসর্জ্জনম্।
ততো গৃহবলিং কুর্য্যাদিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥
উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিহ্মস্যাশঠস্য চ।
দাসবর্গস্য তৎপিণ্ডং ভাগধেয়ং প্রচক্ষতে ॥১৭৯
পিতৃভির্নির্ম্মিতং পূর্ব্বমেতদাপ্যায়নং সদা।
অব্রতানামপুত্রাণাং স্ত্রীণামপি নরাধিপ ॥ ১৮০
ততঃ স্থানাগ্রতঃ স্থিত্বা প্রতিগৃহ্যাম্বুপাত্রিকাম্।
বাজেবাজেতি চ জপন্ কুশাগ্রেণ বিসর্জ্জয়েৎ ॥
বহিঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ পদান্যষ্টাবনুব্রজেৎ।
বন্ধুবর্গেণ সহিতঃ পুত্রভার্য্যাসমন্বিতঃ ॥ ১৮২
নিবৃত্য প্রণিপত্যাথ প্রযুজ্যাগ্নিং সমন্ত্রবিৎ।
বৈশ্বদেবং প্রকুর্ব্বীত নৈত্যিকং বলিমেব চ ॥
ততস্তু বৈশ্বদেবান্তে সভৃত্যসুতবান্ধবঃ।
ভুঞ্জীতাতিথিসংযুক্তঃ সর্ব্বং পিতৃনিষেবিতম্ ॥
এতচ্চানুপনীতোহপি কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষু পর্ব্বসু।
শ্রাদ্ধং সাধারণং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৮৫
ভার্য্যাবিরহিতোহপ্যেতৎ প্রবাসস্থোহপি ভক্তিমান্।
শূদ্রোহপ্যমন্ত্রকং কুর্য্যাদনেন বিধিনা নৃপ।
তৃতীয়মাভ্যুদয়িকং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং বিধীয়তে ॥১৮৬
উৎসবানন্দসংস্কারে যজ্ঞোদ্বাহাদিমঙ্গলে।
মাতরঃ প্রথমং পূজ্যাঃ পিতরস্তদনন্তরম্ ॥১৮৭
ততো মাতামহা রাজন্ বিশ্বে দেবাস্তথৈব চ।
প্রদক্ষিণোপচারেণ দধ্যক্ষতফলোদকৈঃ ॥১৮৮
প্রাঙ্মুখো নির্ব্বপেৎ পিণ্ডান্ পূর্ব্বাংশ্চৈব পুরাতনান্।
সম্পন্নমিত্যভ্যুদয়ে দদ্যাদর্ঘ্যং দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥১৮৯
যুগ্মা দ্বিজাতয়ঃ পূজ্যা বস্ত্রাকল্পাম্বরাদিভিঃ।
তিলকার্য্যং যবৈঃ কার্য্যং তচ্চ সর্ব্বানুপূর্ব্বিকম্।
মঙ্গল্যানি চ সর্ব্বাণি বাচয়েদ্দ্বিজপুঙ্গবান্।
এবং শূদ্রোহপি সামান্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ সর্ব্বদা।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্দানানি বৈ বুধঃ ॥ ১৯১

নো বর্দ্ধতাং ; দ্বিজগণ বলিবেন, 'বর্দ্ধতাম্'। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক পিণ্ড উত্তোলন করিয়া স্বস্তিবাচন পাঠ করিবে। পরন্তু ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জনপর্য্যন্ত পিণ্ডশেষ থাকিবে। অতঃপর গৃহবলি প্রদান করিবে, ইহাই ধর্ম্ম-ব্যবস্থা। ভূমিগত পিণ্ডশেষ অজিহ্ম অশঠ দাসবর্গের ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে নরাধিপ! অব্রত, অপুত্রক স্ত্রীগণের ইহাই আপ্যায়ন বলিয়া পিতৃগণ বিধান করিয়াছেন। অনন্তর স্থানাগ্রে থাকিয়া অম্বুপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক 'বাজে বাজে' ইত্যাদি মন্ত্র জপান্তে কুশাগ্র দ্বারা বিসর্জ্জন দিবে। পরে বাহিরে প্রদক্ষিণ করিয়া বন্ধুবর্গ ও ভার্য্যাপুত্র সহ অষ্টপদ অনুগমন করিবে। পরে নিবৃত্ত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি অগ্নি-প্রজ্বালনান্তে বৈশ্বদেব ও নৈত্যিক বলি প্রদান করিবে। বৈশ্বদেব ক্রিয়া সমাধানান্তে ভৃত্য, সুত, বান্ধব ও অতিথিবর্গসহ সমস্ত পিতৃনিষেবিত বস্তু ভোজন করিবে। অনুপনীত ব্যক্তিও পর্ব্বে পর্ব্বে এই সর্ব্বকামফলপ্রদ সাধারণ শ্রাদ্ধ করিবে।১৭৪—১৮৫। হে নৃপ! ভার্য্যাবিরহিত প্রবাসস্থ এবং শূদ্র ব্যক্তিও ভক্তিযুক্ত হইয়া উল্লিখিত বিধি অনুসারে অমন্ত্রক শ্রাদ্ধ করিবে। তৃতীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, উহা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নামে অভিহিত। উৎসব, আনন্দ, সংস্কার, যজ্ঞ ও বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে এই এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধে প্রথমে মাতৃগণকে এবং পরে পিতৃগণকে পূজা করিবে। অনন্তর মাতামহ ও বিশ্বদেবগণের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। প্রদক্ষিণক্রমে দধি, অক্ষত ও ফলোদক দ্বারা এই অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বমুখ হইয়া পিণ্ডদান করিতে হইবে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে 'পিণ্ড সম্পন্ন' বলিয়া প্রশ্ন করিবে এবং দুই দুই ব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দান করিবে। বস্ত্রাদি দ্বারা যুগ্ম যুগ্ম ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে তিলস্থানে যব ব্যবহার করিবে, সমস্ত মাঙ্গল্য বাচন করিবে। এইরূপে বিজ্ঞ শূদ্র জনও নমস্কাররূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া সামান্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ

দানং প্রধানং শূদ্রস্য ইত্যাহ ভগবান্ প্রভুঃ।
দানেন সর্ব্বকামাপ্তিস্তস্য সঞ্জায়তে যতঃ ॥ ১৯২

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে প্রথমে স্বষ্টিখণ্ডে
সাধারণাভ্যুদয়কীর্ত্তনং নাম
নবমোহধ্যায়ঃ ॥৯॥

দশমোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ।

একোদ্দিষ্টং ততো বক্ষ্যে যদুক্তং ব্রহ্মণা পুরা।
মৃতে পুত্রৈর্যথা কার্য্য মাশৌচঞ্চ পিতুর্যদি ॥ ১
দশাহং শাবমাশৌচং ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
ক্ষত্রিয়েষু দশ দ্বে চ পক্ষং বৈশ্যেষু চৈব হি ॥ ২
শূদ্রেষু মাসমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
নৈশমাচূড়মাশৌচং ত্রিরাত্রং পরতঃ স্মৃতম্ ॥ ৩
জননেহপ্যেবমেব স্যাৎ সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বদা।
অস্থিসঞ্চয়নাদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে ॥ ৪
প্রেতায় পিণ্ডদানং তু দ্বাদশাহং সমাচরেৎ।
পাথেয়ং তস্য তৎ প্রোক্তং যতঃ প্রীতিকরং
মহৎ ॥ ৫
যস্মাৎ প্রেতপুরং প্রেতো দ্বাদশাহেন নীয়তে।
গৃহে পুত্রকলত্রঞ্চ দ্বাদশাহং প্রপশ্যতি ॥ ৬
তস্মান্নিধেয়মাকাশে দশরাত্রং পয়স্তথা।
সর্ব্বদাহোপশাস্ত্যর্থমধ্বশ্রমবিনাশনম্ ॥ ৭
ততস্ত্বেকাদশাহেহপি দ্বিজানেকাদশৈব তু।
গোত্রাদিসূতকান্তে চ ভোজয়েন্মনুজো দ্বিজান্
দ্বিতীয়েহহ্নি পুনস্তদ্বদেকোদ্দিষ্টং সমাচরেৎ।
নাবাহনাগ্নৌকরণং দৈবহীনং বিধানতঃ ॥ ৯
একং পবিত্রমেকোহর্ঘ একঃ পিণ্ডো বিধীয়তে।
উপতিষ্ঠতামিতি বদেদ্দেয়ং পশ্চাত্তিলোদকম্ ॥
স্বস্তি ক্রূয়াদ্বিপ্রকরে বিসর্গে চাভিরম্যতাম্।
শেষং পূর্ব্ববদত্রাপি কার্য্যং বেদবিদো বিদুঃ ॥১১
অনেন বিধিনা সর্ব্বমন্বমাসং সমাচরেৎ।

দান কার্য্য করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন, শূদ্রের দান কার্য্যই প্রধান। দান দ্বারাই তাহারা সর্ব্বকামপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।১৮৬-১৯২

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।৯।

দশম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—পূর্ব্বে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, অনন্তর সেই একোদ্দিষ্টবিধি এবং পিতার মরণে পুত্রগণ যেরূপে অশৌচ পালন করিবে, তাহা এক্ষণে বলিতেছি। শাবাশৌচ ব্রাহ্মণের দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ, এবং শূদ্রের এক মাস হইবে। সর্ব্ববর্ণের সপিণ্ড মধ্যেই এইরূপ অশৌচ বিহিত। চূড়া পর্য্যন্ত একরাত্র এবং চূড়াকার্য্যের পর ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। জননেও এইরূপ অশৌচ হইয়া থাকে। সর্ব্ব বর্ণের অশৌচব্যবস্থা এইরূপ। অস্থিসঞ্চয়নের পর অঙ্গস্পর্শ বিহিত। দ্বাদশাহ পর্য্যন্ত প্রেতকে পিণ্ড দান করিবে। প্রেত প্রেতপুরে দ্বাদশাহে নীত হইয়া থাকে, এই জন্য ঐ পিণ্ড উহার প্রীতিকর পাথেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট। প্রেত দ্বাদশাহ পর্য্যন্ত গৃহস্থ পুত্র কলত্রাদি অবলোকন করে। এই জন্য দশ রাত্র পর্য্যন্ত আকাশে সর্ব্বদাই উপশমন ও পথশ্রম নিবারণের জন্য পয়োদান করিতে হয়। অনন্তর একাদশাহে একাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। গোত্রাদির সূতকাশৌচ হইলে, সেই অশৌচের পরই ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে একোদ্দিষ্ট করিবে। এই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে আবাহন, অগ্নৌকরণ বা দৈবপক্ষ নাই। ইহাতে এক পবিত্র, এক অর্ঘ্য এবং একমাত্র পিণ্ড বিহিত। এই শ্রাদ্ধে বাক্যশেষে 'উপতিষ্ঠতাং' বলিবে, পশ্চাৎ তিলোদক দান করিবে। ব্রাহ্মণহস্তে দান করিলে, ব্রাহ্মণ তাহা স্বস্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং বিসর্জ্জনে 'অভিরম্যতাং' বলিবেন। এই শ্রাদ্ধের শেষভাগ পূর্ব্বোক্ত শ্রাদ্ধের ন্যায় করিতে হইবে,ইহাই বেদবিদ্গণের অভিমত।১—১১।
এইরূপ বিধি অনুসারে প্রতিমাসেই শ্রাদ্ধ

মৃতকান্তে দ্বিতীয়েহহ্নি শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম্
কাঞ্চনং পুরুষং তদ্বৎ ফলবস্ত্রসমন্বিতম্।
প্রপূজ্য দ্বিজদাম্পত্যং নানাভরণভূষিতম্ ॥১৩
উপবেশ্য তু শয্যায়াং মধুপর্কং ততো দদেৎ।
রজতস্য তু পাত্রেণ দধিদুগ্ধসমন্বিতম্ ॥ ১৪
অস্থি ললাটিকং গৃহ্য সূক্ষ্মং কৃত্বা বিমিশ্রয়েৎ।
পায়য়েদ্দ্বিজদাম্পত্যং পিতৃভক্ত্যা সমন্বিতঃ ॥১৫
এব এব বিধির্দৃষ্টঃ পার্ব্বতীয়ৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
তেন দুষ্টা তু সা শয্যা ন গ্রাহ্যা দ্বিজসত্তমৈঃ ॥১৬
গৃহীতায়াং তু তস্যাং হি পুনঃ সংস্কারমর্হতি।
বেদে চৈব পুরাণে চ শয্যা সর্ব্বত্র গর্হিতা ॥ ১৭
গ্রহীতারশ্চ জায়ন্তে সর্ব্বে নরকগামিণঃ।
গ্রথিতাং বস্ত্রজালেন শয্যাং দাম্পত্যসেবিতাম্
যে স্পৃশন্তি ন জানন্তঃ সর্ব্বে নরকগামিণঃ।
নবশ্রাদ্ধে ন ভোক্তব্যং ভুক্তা চান্দ্রায়ণং চরেৎ
পিতৃভক্ত্যা তু পুত্রাণাং কার্য্যমেব সদা ভবেৎ
বৃষোৎসর্গঞ্চ কুর্ব্বীত দেয়া চ কপিলা শুভা ॥২০
উদকুম্ভশ্চ দাতব্যো ভক্ষ্যভোজ্যফলান্বিতঃ।
যাবদব্দং নরশ্রেষ্ঠ সতিলোদকপূর্ব্বকম্ ॥ ২১
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে সপিণ্ডীকরণং ভবেৎ।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং প্রেতঃ পার্ব্বণভুগ্ যতঃ ॥ ২২
বৃদ্ধিপূর্ব্বেষু কার্য্যেষু গৃহস্থস্য ভবেত্ততঃ।
সপিণ্ডীকরণং শ্রাদ্ধং দেবপূর্ব্বং নিয়োজয়েৎ ॥২৩
পিতৃনাবাহয়েত্তত্র পৃথক্ প্রেতং বিনির্দ্দিশেৎ।
গন্ধোদকতিলৈর্যুক্তং কুর্য্যাৎপাত্রচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৪
অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ।
তদ্বৎ সঙ্কল্প্য চতুরঃ পিণ্ডান্ পিতৃপরস্তদা ॥ ২৫
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যামন্ত্যন্তু বিভজেত্ত্রিধা।
অনেন বিধিনা চার্ঘ্যং পূর্ব্বমেব প্রদাপয়েৎ ॥ ২৬
ততঃ পিতৃত্বমাপন্নঃ স চতুর্থস্তদা স্বয়ং।
অগ্নিষ্বাত্তাদিমধ্যে তু প্রাপ্নোত্যমৃতমুত্তমম্ ॥২৭
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং পৃথক্ তস্মৈ ন দীয়তে।
পিতৃষ্বেব চ দাতব্যং তৎপিণ্ডং যেষু সংস্থিতম্।
ততঃ প্রভৃতি সংক্রান্তাবুপরাগাদিপর্ব্বসু।

করিবে। অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে বিলক্ষণা শয্যা দান করিবে। নানাভরণভূষিত দ্বিজ-দম্পতিকে পূজাপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন করাইয়া রজতপাত্রে দধি-দুগ্ধান্বিত মধুপর্ক দান করিবে। মৃতব্যক্তির ললাটাস্থি গ্রহণ-পূর্ব্বক সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধুপর্কে মিশাইবে এবং পিতৃভক্ত শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাহা দ্বিজদম্পতিকে পান করাইবে। এই বিধি পার্ব্বতীয় দ্বিজোত্তম-গণ মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট। এই কারণে উক্ত বিল-ক্ষণা শয্যা দোষযুক্ত হয়; তাই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ঐ শয্যা গ্রহণ করেন না। উহা গ্রহণ করিলে পুনর্ব্বার সংস্কারসম্পন্ন হইতে হয়। কি বেদে, কি পুরাণে, সর্ব্বত্রই এই শয্যা গর্হিত। ইহা গ্রহণে নরগণ সকলেই নরকভাগী হয়। দাম্পত্য-সেবিত ধনান্বিত শয্যা যাহারা অজ্ঞাতসারেও গ্রহণ করে, তাহারাও সকলে নরকভাগী হয়। নবশ্রাদ্ধে ভোজন করিবে না, করিলে চান্দ্রায়ন করিতে হয়। পিতৃভক্তি বশতঃ পুত্রগণের ইহাই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। অতঃপর বৃষোৎসর্গ করিতে হয়, ইহাতে শুভ কপিলা দান কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন সংবৎসর পর্য্যন্ত তিলোদকযুক্ত ভক্ষ্য-ভোজ্য-ফলান্বিত উদকুম্ভ দানও বিহিত। সংবৎসর পূর্ণ না হইলে সপিণ্ডীকরণের পর গৃহস্থের বৃদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যে প্রেত পার্ব্বণভাগী হয়। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ দৈবপূর্ব্বক করিতে হইবে। এই কার্য্যে পিতৃগণকে আবাহন করিবে এবং প্রেতপক্ষ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিবে। গন্ধ জল ও তিল-যুক্ত চারিটী পাত্র করিবে, অর্ঘ্যার্থ পিতৃপাত্রে প্রেতপাত্র মিশাইবে। এই প্রকার পিণ্ড চতুর্দ্ধা কল্পনা করিয়া পিতৃভক্ত পুত্র 'যে সমানা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া উহার তিন ভাগ আনয়ন করিবে এবং এই বিধি অনু-সারে অগ্রে অর্ঘ্যদান করিবে। অনন্তর প্রেত পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃ-পুরুষ-গণমধ্যে উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইবে ।১২—২৭। সপিণ্ডীকরণের পর তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে প্রেতপিণ্ডদান করিবে না, পিতৃগণ মধ্যেই তৎপিণ্ড প্রদান করিবে। সেই অবধি সংক্রান্তিতে, গ্রহণাদি পর্ব্বসমূহে এবং সাংবৎ-

ত্রিপিণ্ডমাচরেচ্ছ্রাদ্ধমেকোদ্দিষ্টং মৃতেঽহনি ॥২৯
একোদ্দিষ্টং পরিত্যজ্য মৃতাহে যঃ সমাচরেৎ।
সদৈবং পিতৃহা স স্যাত্তথা ভ্রাতৃবিনাশকঃ ॥ ৩০
মৃতাহে পার্ব্বণং কুর্ব্বন্নধো যাতি স মানবঃ।
সম্পৃক্তে স্বর্গতীভাবে প্রেতমোক্ষো যতো ভবেৎ ॥
আমশ্রাদ্ধং তদা কুর্য্যাদ্বিধিজ্ঞঃ শ্রাদ্ধনস্ততঃ।
তেনাগ্নৌকরণং কুর্য্যাৎপিণ্ডাংস্তেনৈব নির্ব্বপেৎ
ত্রিভিঃ সপিণ্ডীকরণং মাসৈক্যে ত্রিতয়ে তথা।
যদা প্রাপ্স্যতি কালেন তদা মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
মুক্তোঽপি লেপভাগিত্বং প্রাপ্নোতি কুশমার্জ্জনাৎ।
লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাস্ত্রয়ঃ স্যুঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সপিণ্ডাঃ সপ্তপুরুষাঃ ॥৩৪

ভীষ্ম উবাচ।

কথং হব্যানি দেয়ানি কব্যানি চ জনৈরিহ।
গৃহ্নন্তি পিতৃলোকে বা প্রায়ঃ কে কৈর্নিগদ্যতে
যদি মর্ত্ত্যে দ্বিজো ভুঙ্ক্তে হূয়তে যদিবানলে।
শুভাশুভাত্মকাঃ প্রেতাস্তদন্নং ভুঞ্জতে কথম্ ॥৩৬

পুলস্ত্য উবাচ।

বসুস্বরূপাঃ পিতরো রুদ্রাশ্চৈব পিতামহাঃ ॥ ৩৭
প্রপিতামহাস্তথাদিত্যা ইত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ
নাম গোত্রং পিতৄণান্তু প্রাপকং হব্যকব্যয়োঃ ॥
শ্রাদ্ধস্য মন্ত্রতত্ত্বমুপলভ্যেত ভক্তিতঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাদয়স্তেষামাধিপত্যে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩৯
নামগোত্রাস্তদাদেশা ভবন্ত্যন্তরগামপি।
প্রাণিনঃ প্রীণয়ন্ত্যেতদর্হণং সমুপাগতম্ ॥ ৪০
দিব্যো যদি পিতা মাতা শুক্রঃ কর্ম্মানুযোগতঃ।
তস্যান্নমমৃতং ভূত্বা দিব্যত্বেঽপ্যনুগচ্ছতি ॥ ৪১
দৈত্যত্বে ভোগরূপেণ পশুত্বেঽপি তৃণং ভবেৎ
শ্রাদ্ধান্নং বায়ুরূপেণ নাগত্বেঽপ্যুপতিষ্ঠতি ॥ ৪২
পানং ভবতি যক্ষত্বে রাক্ষসত্বে তথামিষম্।
দানবত্বে তথা পানং প্রেতত্বে রুধিরোদকম্।
মনুষ্যত্বেঽন্নপানাদি নানাভোগবতাং ভবেৎ ॥৪৩
রতিশক্তিঃ স্ত্রিয়ঃ কান্তাভোজ্যমেষাং ভোজনশক্তিতা
দানশক্তিঃ সবিভবা রূপমারোগ্যমেব চ।

সরিক একোদ্দিষ্টদিনে ত্রিপিণ্ড শ্রাদ্ধই বিহিত হইয়াছে। একোদ্দিষ্ট পরিত্যাগ করিয়া মৃতাহে যে ব্যক্তি দৈবপক্ষযুক্ত শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃঘাতী ও ভ্রাতৃঘাতী হইয়া থাকে। মৃতাহে পার্ব্বণ করিলে নর অধোগামী হয়। মৃত ব্যক্তির যখন প্রেতত্বমুক্তি হয়, তখন বিধিজ্ঞ শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাহার উদ্দেশে আমশ্রাদ্ধ করিবেন। যৎকালে পিতামহাদি ত্রিপুরুষের সহিত সপিণ্ডীকরণ হইয়া যায়, তখন প্রেত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মুক্ত হইয়া কুশমার্জ্জনীয় লেপভাগী হয়। বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে তিন পুরুষ লেপভাগী, অধস্তন তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী। পিণ্ডদাতা সপ্তম, তাহাকে লইয়া সপ্ত পুরুষ সপিণ্ড। ভীষ্ম কহিলেন,—জনগণ কিরূপে হব্য কব্য প্রদান করে, পিতৃলোকে বা কে কে তাহা গ্রহণ করেন? মর্ত্ত্যে যদি ব্রাহ্মণভোজন করে বা অনলে হোম করে, তবে শুভাশুভাত্মক প্রেতগণ কিরূপে সে অন্ন ভোজন করে? পুলস্ত্য কহিলেন,—পিতৃগণ বসুস্বরূপ, পিতামহগণ রুদ্রস্বরূপ এবং প্রপিতামহগণ আদিত্যস্বরূপ; ইহাই বৈদিকী শ্রুতি। পিতৃগণের নাম-গোত্রই হব্য কব্যের প্রাপক। লোক ভক্তিভরে শ্রাদ্ধের তত্ত্ব মন্ত্রার্থ হইতে উপলব্ধি করিবে। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ সমুদায় পিতৃপুরুষের আধিপত্যে অধিষ্ঠিত। কর্ম্মানুসারে পিতা মাতা যদি দিব্য-দেহ হন, তাহা হইলে তৎপুত্রপ্রদত্ত অন্ন অমৃত হইয়া তাঁহাদের দিব্য ভোগ হয়। পিতৃগণ পশু হইলে তৃণরূপে এবং দৈত্য হইলে তদনুযায়ী ভোগরূপে তাঁহাদের নিকট শ্রাদ্ধান্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ পিতৃগণ নাগ হইলে বায়ুরূপে, যক্ষ হইলে পানরূপে, রাক্ষস হইলে আমিষরূপে, দানব হইলে পানীয়াকারে, প্রেত হইলে রুধিরোদকরূপে এবং মনুষ্য হইলে অন্নপানাদি নানা ভোগরূপে শ্রাদ্ধান্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।২৮—৪৩ রতিশক্তি, কমনীয় স্ত্রী, ভোজনশক্তি, বিভব

শ্রাদ্ধং পুণ্যমিদং প্রোক্তং ফলং ব্রহ্মসমাগমঃ ।
আয়ুঃ পুত্রান্ ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং
সুখানি চ ।
প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং প্রীতাঃ পিতৃগণা নৃপ ॥৪৬
শ্রূয়তে চ পুরা মোক্ষং প্রাপ্তাঃ কৌশিকসূনবঃ ।
পঞ্চভির্জন্মসম্বন্ধৈঃ প্রাপ্তা ব্রহ্ম পরং পদম্ ॥ ৪৭

ভীষ্ম উবাচ ।

কথং কৌশিকদায়াদাঃ প্রাপ্তা যোগমনুত্তমম্ ।
পঞ্চভির্জন্মসম্বন্ধৈঃ কথং কর্ম্মক্ষয়োঽভবৎ ॥ ৪৮

পুলস্ত্য উবাচ ।

কৌশিকো নাম ধর্ম্মাত্মা কুরুক্ষেত্রে মহানৃষিঃ ।
নামতঃ কর্ম্মতস্তস্য পুত্রাণাং তন্নিবোধ মে ॥৪৯
স্বসৃপঃ ক্রোধনো হিংস্রঃ পিশুনঃ কবিরেব চ ।
বাগ্দুষ্টঃ পিতৃবর্ত্তী চ গর্গশিষ্যাস্তদাভবন্ ॥ ৫০
পিতর্য্যুপরতে তেষামভূদ্দুর্ভিক্ষমুল্বণম্ ।
অনাবৃষ্টিশ্চ মহতী সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী ॥ ৫১
গর্গাদেশাদ্বনে দোগ্ধ্রীং রক্ষন্তি চ তপোধনাঃ
খাদামঃ কপিলামেতাং বয়ং ক্ষুৎপীড়িতা ভৃশম্।
ইতি চিন্তয়তাং পাপং লঘুঃ প্রাহ তদানুজঃ।
যদ্যবশ্যমিয়ং বধ্যা শ্রাদ্ধরূপেণ যোজ্যতাম্ ॥ ৫২
শ্রাদ্ধে নিযোজ্যমানায়াং পাপং নশ্যতি
নো ভবেৎ।
এবং কুর্ব্বিত্যনুজ্ঞাতঃ পিতৃবর্ত্তী তদানুজৈঃ।
চক্রে সমাহিতঃ শ্রাদ্ধমুপযুজ্যাথ তাং পুনঃ।
দ্বৌ দৈবে ভ্রাতরৌ কৃত্বা পিত্র্যে ত্রীংশ্চাপরান্
ক্রমাৎ ॥ ৫৫
তথৈকমতিথিং কৃত্বা শ্রাদ্ধদঃ স্বয়মেব তু।
চকার মন্ত্রবচ্ছ্রাদ্ধং স্মরন্ পিতৃপরায়ণঃ ॥ ৫৬
তদা গত্বাবিশঙ্কাস্তে গুরবে চ ন্যবেদয়ন।
ব্যাঘ্রেণ নিহতা ধেনুর্বৎসোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।
এবং সা ভক্ষিতা ধেনুঃ সপ্তভিস্তৈস্তপোধনৈঃ।
বৈদিকং বলমাশ্রিত্য ক্রূরে কর্ম্মণি নির্ভয়াঃ ॥ ৫৮

ও দানশক্তি, রূপ এবং আরোগ্য—এই সকল শ্রাদ্ধপুণ্য বলিয়া অভিহিত। এই পুণ্যের ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি। হে নৃপ! পিতৃগণ প্রীত হইয়া আয়ু, পুত্র, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ তথা রাজ্য সমস্ত প্রদান করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, পুরাকালে কৌশিকনন্দনগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পঞ্চ জন্মের সম্বন্ধ অনুসারে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ভীষ্ম কহিলেন,—কিরূপে কৌষিক নন্দনগণ উত্তম যোগ প্রাপ্ত হন এবং কিরূপেই বা তাঁহাদের পঞ্চজন্মসঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় হয়? পুলস্ত্য কহিলেন,—কুরুক্ষেত্রে কৌষিক নামে এক ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের নাম ও কর্ম্ম আমার নিকট শ্রবণ করুন। কৌষিকপুত্রগণের নাম যথা—স্বসৃপ, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, বাগ্দুষ্ট ও পিতৃবর্ত্তী। ইহারা গর্গের শিষ্য ছিলেন। পিতা কৌষিকের মৃত্যু হইলে একদা দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী ঘোর অনাবৃষ্টি হইতে থাকে। তপোধন কৌষিকনন্দনগণ গর্গের আদেশে এই সময় বনমধ্যে তাঁহার হোমধেনু রক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহারা একদিন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্থির করিলেন—আমরা এই কপিলাকে ভক্ষণ করিব। তখন তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কহিলেন—যদি অবশ্যই এই কপিলাকে বধ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাকে শ্রাদ্ধ কার্য্যে নিয়োগ করা যাউক। শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিলে এই ব্যাপারে আমাদের কোনই পাপ হইবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃবর্ত্তী এই কথা কহিলে অন্যান্য ভ্রাতারা তাহাতে অনুমোদন করিলেন। তখন কনিষ্ঠ সমাহিত হইয়া সেই কপিলামাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাক্রমে দুই জন দৈবে, তিন জন পিতৃপক্ষে, এবং এক জন ভ্রাতাকে অতিথি কল্পনা করিয়া কনিষ্ঠ স্বয়ং শ্রাদ্ধকর্ত্তা হইলেন এবং শ্রাদ্ধবিধি স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য করিলেন ।৪৪-৫৬ অনন্তর অশঙ্কিত ভাবে গুরুর নিকট গিয়া বলিলেন,—ব্যাঘ্র ধেনুটিকে নিহত করিয়াছে, এই তাহার বৎস গ্রহণ করুন! এইরূপে সেই সপ্ততপোধন গুরুর ধেনু ভক্ষণ করি-

ততঃ কালে প্রনষ্টাস্তে ব্যাধা দশপুরেঽভবন্।
জাতিস্মরত্বং প্রাপ্তাস্তে পিতৃভাবেন ভাবিতাঃ
তত্র বিজ্ঞায় বৈরাগ্যং প্রাণাংস্তৎসৃজ্য ধর্ম্মতঃ।
লোকৈরবীক্ষ্যমাণাস্তে তীর্থাস্তেঽনশনেন তু ॥
সঞ্জাতা মৃগরূপাস্তে সপ্ত কালঞ্জরে গিরৌ।
প্রাপ্তবিজ্ঞানযোগাস্তে তত্যজুস্তাং নিজাং তনুম্
মম্রুঃ প্রপতনেনাথ জাতবৈরাগ্যমানসাঃ।
মানসে চক্রবাকাস্তে সঞ্জাতাঃ সপ্ত যোগিনঃ ॥৬২
নামতঃ কর্ম্মতঃ সর্ব্বে সুমনাঃ কুসুমো বসুঃ।
চিত্তদর্শী সুদর্শী চ জ্ঞাতা জ্ঞানস্য পারগঃ। ৬৩
জ্যেষ্ঠানুরক্তাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে সপ্তৈতে যোগপাবনাঃ
যোগভ্রষ্টাস্ত্রয়স্তেষাং বভূবুশ্চলচেতসঃ ॥ ৬৪
দৃষ্ট্বা বিভ্রাজমানং তমণুহং স্ত্রীভিরন্বিতম্।
ক্রীড়ন্তং বিবিধৈর্ভোগৈর্মহাবলপরাক্রমম্ ॥ ৬৫

পঞ্চালাধিপসম্ভূতং প্রভূতবলবাহনম্।
রাজ্যকামোঽভবত্তেকস্তেষাং মধ্যে জলৌকসাম্
পিতৃবর্ত্তী চ যো বিপ্রঃ শ্রাদ্ধকৃৎ পিতৃবৎসলঃ।
অপরৌ মন্ত্রিণৌ দৃষ্ট্বা প্রভূতবলবাহনৌ ॥ ৬৭
মন্ত্রিত্বে চক্রতুশ্চেচ্ছামস্মিন্মর্ত্ত্যে দ্বিজোত্তমৌ
বিভ্রাজপুত্রস্ত্বেকোঽভূদ্ব্রহ্মদত্ত ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬৮
মন্ত্রিপুত্রৌ তথা চৈব পুণ্ডরীকসুবালকৌ।
ব্রহ্মদত্তোঽভিষিক্তস্তু কাম্পিল্যে নগরোত্তমে ॥
পঞ্চালরাজো বিক্রান্তঃ শ্রাদ্ধকৃৎ পিতৃবৎসলঃ।
যোগবিৎ সর্ব্বজন্তূনাং চিত্তবেত্তাভবত্তদা ॥ ৭০
তস্য রাজ্ঞোঽভবদ্ভার্য্যা সুদেবস্যাত্মজা তদা।
সন্নতির্নাম বিখ্যাতা কপিলা যাভবৎ পুরা ॥ ৭১
পিতৃকার্য্যে নিযুক্তত্বাদভবদ্ব্রহ্মবাদিনী।
তয়া চকার সহিতঃ স রাজ্যং রাজনন্দনঃ ॥ ৭২

লেন। তাঁহারা এই ক্রূরকর্ম্ম করিয়াও বৈদিক বলের আশ্রয়ে নির্ভয়ে রহিলেন। অনন্তর কালক্রমে প্রনষ্ট হইয়া তাঁহারা দশপুরে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। এই ব্যাধগণ জাতিস্মর হইলেন, তাঁহাদের জন্মান্তরীয় পিতৃভক্তি অক্ষুণ্ণ রহিল। ক্রমে তাঁহারা বৈরাগ্যমাহাত্ম্য বুঝিলেন, এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া তীর্থান্তে লোকলোচনের অগোচরে অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কালঞ্জর পর্ব্বতে সপ্ত মৃগ হইয়া জন্ম লইলেন। এই জন্মে যোগপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগ করিলেন,—বৈরাগ্যযুক্ত মনে ভৃগুপতনে তাঁহাদের মৃত্যু হইল। পরে সেই সপ্তযোগী মানসসরোবরে চক্রবাক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। কর্ম্মানুসারে এ জন্মে তাঁহাদের নাম হইল—সুমনা, কুসুম,বসু, চিত্তদর্শী, সুদর্শী, জ্ঞাতা ও জ্ঞানপারগ। এই যোগপূত সপ্ত ভ্রাতাই শ্রেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠানুরক্ত। ইঁহাদের মধ্যে তিন ভ্রাতা চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ যোগভ্রষ্ট হইলেন। একদা প্রভূত-বলবাহন মহাবল-পরাক্রম পাঞ্চালরাজ বিভ্রাজমান অণুহ নরপতিকে স্ত্রীগণ ও অন্যান্য বিবিধ ভোগসহ ক্রীড়া করিতে দেখিয়া সেই জলচারী চক্রবাকগণের মধ্যে একজন রাজ্যসুখভোগে অভিলাষী হইলেন। যাঁহার এইরূপ অভিলাষ হইল, অনেক জন্ম পূর্ব্বে তাঁহারই নাম ছিল পিতৃবর্ত্তী; এই পিতৃবর্ত্তীই পিতৃবৎসল শ্রাদ্ধকর্ত্তা ছিলেন। অপর যে দুই ভ্রাতা যোগভ্রষ্ট হইলেন,—অণুহরাজের প্রভূত বলবাহনান্বিত মন্ত্রিদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহারা রাজমন্ত্রী হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই পূর্ব্বে মর্ত্ত্যে দ্বিজোত্তম ছিলেন। এ জন্মে তাই রাজ্যকামী ভ্রাতা বৈভ্রাজরাজ অণুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অপর ভ্রাতৃদ্বয় পুণ্ডরীক ও সুবালক নামে দুই মন্ত্রিপুত্র হইয়া জন্মিলেন। কাম্পিল্য নামক শ্রেষ্ঠ নগরে ব্রহ্মদত্ত রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ব্রহ্মদত্ত পাঞ্চালদেশের বিক্রমশালী রাজা। তিনি পিতৃবৎসল শ্রাদ্ধকর্ত্তা, যোগবিৎ এবং সর্ব্বজন্তুর চিত্তাভিজ্ঞ ছিলেন। ৫৭—৭০। সুদেবনন্দিনী সন্নতি ব্রহ্মদত্তের ভার্য্যা হইলেন। এই সন্নতিই জন্মান্তরে সেই কপিলা ছিলেন। তিনি পিতৃকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া এ জন্মে ব্রহ্মবাদিনী রাজভার্য্যা হইলেন। রাজনন্দন ব্রহ্মদত্ত তাঁহার

কদাচিদ্গত উদ্যানং তয়া সহ স পার্থিবঃ।
দদর্শ কীটমিথুনমনঙ্গকলহান্বিতম্ ॥ ৭৩
পিপীলিকামধোবক্ত্রাং পুরতঃ কীটকামুকঃ।
পঞ্চবাণাভিতপ্তাঙ্গঃ সগদ্গদমুবাচ হ ॥ ৭৪
ন ত্বয়া সদৃশী লোকে কামিনী বিদ্যতে ক্বচিৎ।
মধ্যে ক্ষীণাতিজঘনা বৃহদ্বক্ত্রাতিগামিনী ॥ ৭৫
সুবর্ণবর্ণসদৃশী সদ্বক্ত্রা চারুহাসিনী।
আলক্ষ্যতে চ বদনং গুড়শর্করবৎসলম্ ॥ ৭৬
ভোক্ষ্যসে ময়ি ভুক্তে ত্বং স্নাসি স্নাতে তথা ময়ি
প্রোষিতে ময়ি দীনা ত্বং ক্রুদ্ধে চ ভয়চঞ্চলা ॥
কিমর্থং বদ কল্যাণি সদাধোবদনা স্থিতা।
সা তমাহ জলৎকোপা কিমালপসি রে শঠ ॥৭৮
ত্বয়া মোদকচূর্ণন্তু মাং বিহায়াপি ভক্ষিতম্।
প্রাদাস্ত্বং তদতিক্রম্য মামন্যস্যৈ সমন্মথঃ ॥ ৭৯
পিপীলিক উবাচ।
ত্বৎসাদৃশ্যান্ময়া দত্তমন্যস্যৈ বরবর্ণিনি।
তদেকমপরাধং মে ক্ষন্তুমর্হসি ভামিনি ॥ ৮০
নৈবং পুনঃ করিষ্যামি ত্যজ কোপঞ্চ সুস্তনি।
স্পৃশামি পাদৌ সত্যেন প্রণতস্য প্রসীদ মে।
রুষ্টায়াং ত্বয়ি সুশ্রোণি মৃত্যুর্মে পুরতো ভবেৎ
তুষ্টায়াং ত্বয়ি কামোক্ষ পূর্ণাঃ সর্ব্বমনোরথাঃ ॥৮২
পূর্ণচন্দ্রোপমং বক্ত্রং স্বাদেহমৃতরসোপমম্।
নির্ভরং পিব সুশ্রোণি কামাসক্তস্য মে সদা।
এতন্মত্বা শুভে কার্য্যা সর্ব্বদা তু কৃপা ময়ি ॥৮৩
ইতি সা বচনং শ্রুত্বা প্রসন্না চাভবত্ততঃ।
আত্মানমর্পয়ামাস মোহনায় পিপীলিকা ॥ ৮৪
ব্রহ্মদত্তোঽপি তৎসর্ব্বং জ্ঞাত্বা সস্ময়মাহসৎ।
সর্ব্বসত্ত্বরুতজ্ঞানী প্রভাবাৎ পূর্ব্বকর্ম্মণঃ ॥ ৮৫
ভীষ্ম উবাচ।
কথং সর্ব্বরুতজ্ঞোঽভূদ্ব্রহ্মদত্তো নরাধিপঃ।

এই ভার্য্যার সহিত রাজ্য করিতে লাগিলেন। একদা ব্রহ্মদত্ত ভার্য্যার সহিত উদ্যানভ্রমণে বহির্গত হইলেন; সেখানে গিয়া দেখিলেন এক কীটদম্পতি কলহ করিতেছে। একটা পিপীলিকা অধোমুখে রহিয়াছে, আর তাহার সম্মুখে একটা মদনতপ্ত কীটকামুক সগদ্গদ বাক্যে বলিতেছে—প্রিয়ে! তোমার তুল্য কামিনী এ সংসারে নাই, তোমার কটীতট ক্ষীণ, জঘন অতি বিপুল, বদনমণ্ডল সুবৃহৎ; তুমি অতিক্রত গমন করিতে পার; তোমার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, মুখখানি সুন্দর, তোমার হাস্য অতি মনোহর। তোমার গুড়শর্করলোলুপ বদন দেখা যাইতেছে। আমি ভোজন করিলে তুমি ভোজন কর, স্নান করিলে স্নান করিয়া থাক, আমি প্রোষিত হইলে, তুমি দীনভাবে অবস্থান কর, আমি ক্রুদ্ধ হইলে তুমি ভয়চঞ্চল হইয়া থাক। হে কল্যাণি! বল, কি জন্য এক্ষণে তুমি অধোবদনে রহিয়াছ? জলিতকোপা পিপীলিকা বলিল,—রে শঠ! তুমি কি আলাপ করিতেছ! আমাকে ত্যাগ করিয়া একাকী তুমি মোদকচূর্ণ খাইয়াছ; এবং আমাকে অতিক্রম করিয়া তুমি কামাকুল চিত্তে অন্য প্রিয়াকে তাহা দিয়াছ। পিপীলক কহিল,—অয়ি বরবর্ণিনি! তোমাকে মনে করিয়াই আমি অন্যকে তাহা দিয়াছিলাম। ভামিনি! তুমি আমার সেই একটী মাত্র অপরাধ ক্ষমা কর। হে সুস্তনি! আমি এরূপ আর করিব না; তুমি কোপ পরিহার কর। আমি তোমার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আমি প্রণত হইতেছি, মৎপ্রতি প্রসন্ন হও। হে সুশ্রোণি! তুমি যদি রাগ কর, তাহা হইলে তোমার অগ্রেই আমার মৃত্যু ঘটিবে; আর যদি তুষ্টা হও, তবে আমার সব মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে সুন্দরি! কামাসক্ত আমি, আমার সুধাসদৃশ স্বাদযুক্ত পূর্ণচন্দ্রোপম বক্ত্র তুমি নির্ভরভাবে পান কর। অয়ি শুভে! আমার এই অবস্থা জানিয়া সর্ব্বদাই তুমি আমার প্রতি কৃপা কর।৭১—৮৩। পিপীলিকা এই কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইল এবং মোহনার্থ সেই কীটকামুককে আত্মসমর্পণ করিল। রাজা ব্রহ্মদত্ত এই সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়া সবিস্ময়ে হাস্য করিলেন। তিনি পূর্ব্বকর্ম্মপ্রভাবে

তচ্চাপি চাভবৎ কুত্র চক্রবাকচতুষ্টয়ম্ ॥ ৮৬
তন্মে কথয় সর্ব্বজ্ঞ কুলে কস্য চ সুব্রতম্ ॥ ৮৭

পুলস্ত্য উবাচ।

তস্মিন্নেব পুরে জাতাশ্চক্রবাকা অথো নৃপ ॥৮৮
বৃদ্ধদ্বিজস্য দায়াদা বিপ্রা জাতিস্মরা বুধাঃ।
ধৃতিমাংস্তত্ত্বদর্শী চ বিদ্যাবর্ণতপোঽধিকঃ ॥ ৮৯
নামতঃ কর্ম্মতশ্চৈব সুদরিদ্রস্য তে সুতাঃ।
তপসে বুদ্ধিরভবত্তেষাং বৈ দ্বিজজন্মনাম্ ॥ ৯০
যাস্যামঃ পরমাং সিদ্ধিমূচুস্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
ততস্তেষাং বচনং শ্রুত্বা সুদরিদ্রো মহাতপাঃ ॥৯১
উবাচ দীনয়া বাচা কিমেতদিতি পুত্রকাঃ।
অধর্ম্ম এব বঃ পুত্রা পিতা তানিত্যুবাচ হ ॥৯২
বৃদ্ধং পিতরমুৎসৃজ্য দরিদ্রং বনবাসিনম্।
ক নু ধর্ম্মোঽত্র ভবিতা মাং ত্যক্ত্বাগতিমেব চ।
উচুস্তে কল্পিতা বৃত্তিস্তব তাত বচঃ শৃণু।
ব্রতমেতৎ পুরা রাজ্ঞঃ স তে দাস্যতি পুষ্কলম্।
ধনং গ্রামসহস্রাণি প্রভাতে পঠতস্তব ॥ ৯৪
কুরুক্ষেত্রে তু যে বিপ্রা ব্যাধা দশপুরে তু যে।
কালঞ্জরে মৃগা ভূতাশ্চক্রবাকাশ্চ মানসে ॥ ৯৫
ইত্যুক্তা পিতরং জগ্মুস্তে বনং তপসে পুনঃ।
বৃদ্ধোঽপি স দ্বিজো রাজন্ জগাম স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥
অণুহো নাম বৈভ্রাজঃ পঞ্চালাধিপতিঃ পুরা ॥
পুত্রার্থী দেবদেবেশঃ পদ্মযোনিং পিতামহম্।
আরাধয়ামাস বিভুং তীব্রব্রতপরায়ণঃ ॥ ৯৮
ততঃ কালেন মহতা তুষ্টস্তস্য পিতামহঃ।
বরং বরয় ভদ্রন্তে হৃদয়েঽভীপ্সিতং নৃপ ॥ ৯৯

অণুহ উবাচ।

পুত্রং মে দেহি দেবেশ মহাবলপরাক্রমম্।
পারগং সর্ব্ববিদ্যানাং ধার্ম্মিকং যোগিনাং বরম্

সর্ব্বজন্তুরই কৃতাভিজ্ঞ ছিলেন। ভীষ্ম কহিলেন,—নরাধিপ ব্রহ্মদত্ত কিরূপে সর্ব্বজন্তুর কৃতাভিজ্ঞ হইলেন? আর সেই, সুব্রত চক্রবাকচতুষ্টয় বা কোথায় কোন্ কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন? হে সর্ব্বজ্ঞ! তাহা আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপ! সেই ব্রহ্মদত্তের পুরেই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে সেই চক্রবাকচতুষ্টয় জন্ম লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কুমার হইয়া জন্মিবার পর তাঁহারা জাতিস্মর পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পিতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধৃতিমান্, তত্ত্বদর্শী এবং বিদ্যা, বর্ণ ও তপস্যায় সমুন্নত হইয়াও নামে এবং কর্ম্মে তিনি সুদরিদ্র ছিলেন। চক্রবাকচতুষ্টয় সেই সুদরিদ্র পিতার পুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বুদ্ধি তপস্যাতেই নিবিষ্ট হইয়াছিল। সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বলিলেন, আমরা পরম সিদ্ধি লাভ করিব। তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া সুমহাতপা পিতা সুদরিদ্র দীন বচনে বলিলেন,—বৎসগণ! তোমরা এ কি করিতেছ? ইহা তোমাদের পক্ষে অধর্ম্ম হইবে। বৃদ্ধ দরিদ্র পিতাকে বনবাসে পরিত্যাগ করিলে, কোথায় তোমাদের ধর্ম্মরক্ষা হইবে? আর আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমরা কোন গতিই বা প্রাপ্ত হইবে? পুত্রগণ কহিল,—তাত! আপনার বৃত্তি আমরা কল্পনা করিয়াছি, শ্রবণ করুন। অর্থাৎ রাজার পূর্ব্ববিবরণ প্রভাতে আপনি পাঠ করিতে থাকিলে, তিনি আপনাকে বিপুল ধন এবং বহু সহস্র গ্রাম প্রদান করিবেন। আপনি পাঠ করিবেন—কুরুক্ষেত্রে যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা দশপুরে ব্যাধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন; পরে কালঞ্জরে মৃগ হইয়া মানস সরোবরে চক্রবাক হইয়াছিলেন। পুত্রগণ পিতাকে এই কথা বলিয়া পুনরায় তপস্যার্থ বনগমন করিলেন। হে রাজন্! তখন সেই বৃদ্ধ দ্বিজও স্বার্থ সাধনার্থ প্রস্থান করিলেন। এই সময় বৈভ্রাজরাজ অণুহ পঞ্চাল দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি পুত্রকামনায় কঠোর ব্রতপরায়ণ হইয়া দেবদেবেশ পদ্মযোনির আরাধনা করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল পরে পিতামহ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।৮৪—৯৯। অণুহ কহিলেন,—হে দেবেশ! আমাকে একটী মহাবল-পরাক্রম পুত্র প্রদান

সর্ব্বসত্ত্বরুতজ্ঞং মে দেহি যোগিনমাত্মজম্ ।
এবমস্ত্বিতি বিশ্বাত্মা তমাহ পরমেশ্বরঃ ॥ ১০১
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
ততঃ স তস্য পুত্রোঽভূদ্ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্ ॥
সর্ব্বসত্ত্বানুকম্পী চ সর্ব্বসত্ত্ববলাধিকঃ ।
সর্ব্বসত্ত্বরুতজ্ঞশ্চ সর্ব্বসত্ত্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ১০৩
অথ সত্ত্বেন যোগাত্মা স পিপীলিকমাগতঃ ।
যত্র তৎকীটমিথুনং রমমাণমবস্থিতম্ ॥ ১০৪
ততঃ সা সন্নতির্দৃষ্ট্বা প্রহসন্তং সুবিস্মিতম্ ।
কিমপ্যাশঙ্কমানা সা তমপৃচ্ছন্নরেশ্বরম্ ॥ ১০৫

সন্নতিরুবাচ ।

অকস্মাদতিহাসোঽয়ং কিমর্থমভবন্নৃপ ।
হাস্যহেতুং ন জানামি যদকালে কৃতং ত্বয়া ।
অবদদ্রাজপুত্রোঽসৌ তং পিপীলিকভাষিতম্ ।
রাগবদ্বিরসোৎপন্নমেতদ্ধাস্যং বরাননে ॥ ১০৭
ন চান্যৎ কারণং কিঞ্চিদ্ধাস্যস্যেহেতুঃ শুচিস্মিতে ।
ন সামন্যত তং দেবী প্রাহালীকমিদং তব ॥
অহমেবেহ হসিতা ন জীবিষ্যে ত্বয়াধুনা ।
কথং পিপীলিকালাপং মর্ত্ত্যো বেত্তি সুরাদৃতে ।
তস্মাত্ত্বয়াহমেবাদ্য হসিতা কিমতঃ পরম্ ।
ততো নিরুত্তরো রাজা জিজ্ঞাসুস্তদ্বচো হরেঃ ।
আস্থায় নিয়মং তস্থৌ সপ্তরাত্রমকল্মষঃ ।
স্বপ্নান্তে প্রাহ তং ব্রহ্মা প্রভাতে পর্য্যটন্ পুরম্
বৃদ্ধদ্বিজোত্তমাদ্বাক্যং সর্ব্বং জ্ঞাস্যতি তে প্রিয়া
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে ব্রহ্মা প্রভাতে চ নৃপঃ পুরাৎ ।
নির্গচ্ছন্ মন্ত্রিসহিতঃ সভার্য্যো বৃদ্ধমগ্রতঃ ।
গদন্তং বিপ্রমায়ান্তং বৃদ্ধকঃ স দদর্শ হ ॥ ১১৩

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যে বিপ্রমুখ্যাঃ কুরুজাঙ্গলেষু
ব্যাধাস্তথা দাশপুরে মৃগাশ্চ ।
কালঞ্জরে সপ্ত চ চক্রবাকা
যে মানসে তেঽত্র বসন্তি সিদ্ধাঃ ॥ ১১৪

করুন। ঐ পুত্র যেন সর্ব্ববিদ্যায় পারগ, প্রধান যোগী, ধার্ম্মিক, এবং সর্ব্বপ্রাণীর রুতাভিজ্ঞ হয়। আমাকে এমনই একটী পুত্র সন্তান প্রদান করুন। বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর বলিলেন, এবমস্তু। এই কথার পর তিনি সর্ব্বসমক্ষে অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর অণুহ-রাজের ব্রহ্মদত্ত নামে প্রতাপবান্ পুত্র উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মদত্ত সর্ব্বজীবে অনুকম্পাশালী, সর্ব্বপ্রাণিমধ্যে বলাধিক, সর্ব্বপ্রাণীর রুতাভিজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রাণীর প্রভু হইয়াছিলেন। তিনি যোগাত্মা ছিলেন, তাই যেখানে কীট-দম্পতি রমণ করিতেছিল, সেইখানে একটি পিপীলিকাকারে তিনি অবস্থান করেন। অনন্তর সন্নতি রাজা ব্রহ্মদত্তকে সুবিস্মিত এবং হসিত অবলোকন করিয়া কোন একটা বিষয়ের আশঙ্কা করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নৃপ! অকস্মাৎ আপনার এই উচ্চ হাস্য কেন হইল? এই অকালকৃত হাস্যহেতু আমি কিছুই বুঝিতেছি না। তখন রাজপুত্র পিপীলিকার উক্তি ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—অয়ি বরাননে! আমার এই হাস্য রাগযুক্ত হইলেও বিরসোৎপন্ন। আমার এই হাস্যের অন্য কোনই হেতু নাই। কিন্তু রাজমহিষী সে কথা বিশ্বাস করিলেন না, তিনি বলিলেন,—তোমার এ অলীক কথা, আমাকেই তুমি উপহাস করিয়াছ, অতএব এ প্রাণ আর ধারণ করিব না। দেব ব্যতীত মর্ত্ত্যজন কিরূপে পিপীলিকার আলাপ বুঝিবে? সুতরাং নিশ্চয় আমার জন্য তুমি হাস্য করিয়াছ। অনন্তর রাজা নিরুত্তর হইয়া তদ্বাক্য জানিবার জন্য সপ্তরাত্র নিয়মা-বলম্বনে অবস্থান করিলেন। একদিন স্বপ্ন-যোগে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, তুমি প্রভাতে নগর ভ্রমণ করিতে থাকিলে তোমার প্রিয়া এক বৃদ্ধ দ্বিজোত্তমের বাক্যে সকলই অবগত হইতে পারিবেন। এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর রাজা, মন্ত্রী ও ভার্য্যার সহিত প্রভাতে নগর হইতে নির্গত হইলেন এবং বচনাবৃত্তিকারী বৃদ্ধকে আসিতে দেখিলেন। ১০০—১১৩। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিতেছিলেন,—যে কুরুজাঙ্গলবাসী বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ দশপুরে ব্যাধ ও কালঞ্জরে মৃগ হইয়া পরে মানস সরোবরে

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য স পপাত শুচান্বিতঃ।
জাতিস্মরত্বমগমত্তৌ চ মন্ত্রিবরাত্মজৌ ॥ ১১৫
কামশাস্ত্রপ্রণেতা তু বাভ্রব্যঃ স তু বালকঃ।
পঞ্চাল ইতি লোকেষু বিশ্রুতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥
পুণ্ডরীকোঽপি ধর্ম্মাত্মা বেদশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ।
ভূত্বা জাতিস্মরৌ শোকাৎ পতিতাবগ্রতস্তথা ॥
হা বয়ং কর্ম্মবিভ্রষ্টাঃ কামতঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ।
এবং বিলপ্য বহুশস্ত্রয়স্তে যোগপারগাঃ ॥ ১১৮
বিস্ময়াচ্ছ্রাদ্ধমাহাত্ম্যমভিনন্দ্য পুনঃপুনঃ।
স তু তস্মৈ ধনং দত্ত্বা প্রভূতগ্রামসংযুতম্ ॥১১৯
বিসৃজ্য ব্রাহ্মণং তঞ্চ বৃদ্ধং ধনমদান্বিতম্।
আত্মীয়ং নৃপতিঃ পুত্রং নৃপলক্ষণসংযুতম্ ॥১২০
বিষ্বক্সেনাভিধানঞ্চ রাজা রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ
মানসে সলিলে সর্ব্বে ততস্তে যোগিনাং বরাঃ
ব্রহ্মদত্তাদয়স্তস্মিন্ পিতৃভক্তা বিমৎসরাঃ।
সন্নতিশ্চাভবদ্ধৃষ্টা ময়ৈব তব দর্শিতম্ ॥ ১২২
রাজন্ যোগফলং সর্ব্বং যদেতদভিলক্ষ্যতে।
তথেতি প্রাহ রাজাপি পুরস্তাদভিনন্দয়ন্ ॥১২৩
ত্বৎপ্রসাদাদিদং সর্ব্বং ময়ৈবং প্রাপ্যতে ফলম্।
ততস্তে যোগমাস্থায় সর্ব্ব এব বনৌকসঃ।
ব্রহ্মরন্ধ্রেণ পরমং পদমাপুস্তপোবলাৎ ॥ ১২৫
এবমায়ুর্ধনং বিদ্যাং স্বর্গমোক্ষসুখানি চ।
প্রযচ্ছন্তি সুতং রাজ্যং নৃণাং তুষ্টাঃ পিতামহাঃ
ইদঞ্চ পিতৃমাহাত্ম্যং ব্রহ্মদত্তস্য বৈ নৃপ।
দ্বিজেভ্যঃ শ্রাবয়েদ্বিদ্বান্ শৃণোতি পঠতেঽপি বা
কল্পকোটিশতং সাগ্রং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে পিতৃমাহাত্ম্যকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

সপ্তচক্রবাক হইয়াছিলেন, সেই সিদ্ধগণ সকলেই এ পুরে বাস করিতেছেন। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া শোকে ভূপতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ জাতিস্মরত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার মন্ত্রিপুত্রযুগলের মধ্যে একজন কামশাস্ত্রপ্রণেতা ও স্বয়ং সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। ইঁহার নাম বাভ্রব্য সুবালক। ইনি পঞ্চাল নামে সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অপরজন বেদশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তাঁহার নাম পুণ্ডরীক। এই মন্ত্রিযুগলও তৎক্ষণাৎ জাতিস্মর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহারা বিলাপ করিতে লাগিলেন,—আহা, আমরা কামতঃ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিলাম, এক্ষণে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম। এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া সেই তিন যোগপারগ ভ্রাতা সবিস্ময়ে পুনঃপুনঃ শ্রাদ্ধমাহাত্ম্য অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ধন এবং প্রভূত গ্রাম অর্পণ করিলেন। পরে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া বিষ্বক্সেন নামক রাজলক্ষণযুত স্বীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মদত্তাদি পিতৃভক্ত যোগিশ্রেষ্ঠগণ মানস সরোবরে পুনরায় প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মদত্ত-মহিষী সন্নতি হৃষ্ট হইয়া কহিলেন,—রাজন্! তুমি এই যে যোগফল এক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতেছ, ইহা আমিই তোমাকে দেখাইয়াছি। রাজা সে কথার অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, হাঁ তুমিই ইহা দেখাইয়াছ! তোমার প্রসাদেই এই সব যোগফল আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। অনন্তর তাঁহারা সকলেই বনবাসী হইলেন, যোগাবলম্বন করিলেন এবং তপোবলে ব্রহ্মরন্ধ্রপথে প্রাণবায়ু পরিহার করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে পিতামহগণ পরিতুষ্ট হইয়া নরগণের আয়ু, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ, পুত্র, রাজ্য সকলই প্রদান করিয়া থাকেন। হে নৃপ! এই ব্রহ্মদত্তের পিতৃমাহাত্ম্য বিদ্বান্ ব্যক্তি বিপ্রগণকে শ্রবণ করাইলে অথবা স্বয়ং শুনিলে বা পাঠ করিলে কোটিশত-কল্পাধিককাল ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকেন। ১১৪—১২৮।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

কস্মিন্ বাসরভাগে তু শ্রাদ্ধী শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ
তীর্থেষু কেষু বৈ শ্রাদ্ধং কৃতং বহুফলং দ্বিজ ॥ ১

পুলস্ত্য উবাচ।

তীর্থন্তু পুষ্করং নাম যত্তু শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতম্।
সর্ব্বেষাং দ্বিজমুখ্যানাং মনোরথমিব স্থিতম্ ॥ ২
তত্র দত্তং হুতং জপ্তমনন্তং ভবতি ধ্রুবম্।
পিতৃণাং বল্লভং নিত্যমৃষীণাং পরমং মতম্ ॥ ৩
নন্দাথ ললিতা তদ্বত্তীর্থং মায়াপুরী শুভা।
তথা মিত্রপদং রাজংস্ততঃ কেদারমুত্তমম্ ॥ ৪
গঙ্গাসাগরমিত্যাহুঃ সর্ব্বতীর্থময়ং শুভম্।
তীর্থং ব্রহ্মসরস্তদ্বচ্ছতদ্রুসলিলং শুভম্ ॥ ৫
তীর্থন্তু নৈমিষং নাম সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্।
গঙ্গোদ্ভেদস্তু গোমত্যাং যত্রোদ্ভূতঃ সনাতনঃ ॥ ৬
তথা যজ্ঞবরাহস্তু দেবদেবশ্চ শূলধৃক্।
যত্র তৎ কাঞ্চনং দানমষ্টাদশভুজো হরঃ ॥ ৭
নেমিস্তু ধর্ম্মচক্রস্য শীর্ণা যত্রাভবৎ পুরা।
তদেতন্নৈমিষারণ্যং সর্ব্বতীর্থনিষেবিতম্ ॥ ৮
দেবদেবস্য তত্রাপি বরাহস্য চ দর্শনম্।
যঃ প্রযাতি স পূতাত্মা নারায়ণপুরং ব্রজেৎ ॥ ৯
কোকামুখং পরং তীর্থমিন্দ্রমার্গোঽপি লক্ষ্যতে
অথাপি পিতৃতীর্থন্তু ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ১০
পুষ্করারণ্যসংস্থোঽসৌ যত্র দেবঃ পিতামহঃ।
বিরিঞ্চিদর্শনং শ্রেষ্ঠমপবর্গফলপ্রদম্ ॥ ১১
কৃতং নাম মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপনিষূদনম্।
যত্রাদ্যো নারসিংহস্তু স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ॥ ১২
তীর্থমিক্ষুমতী নাম পিতৃণাঞ্চ শুভাবহা।
তুষ্যন্তি পিতরো নিত্যং গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ॥ ১৩
কুরুক্ষেত্রং মহাপুণ্যং যত্র মার্গোঽপি লক্ষ্যতে
অদ্যাপি পিতৃতীর্থন্তু সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৪
নীলকণ্ঠমিতি খ্যাতং পিতৃতীর্থং নরাধিপ।
তথা ভদ্রসরঃ পুণ্যং সরো মানসমেব চ ॥ ১৫
মন্দাকিনী তথাচ্ছোদা বিপাশা চ সরস্বতী।

একাদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—শ্রাদ্ধকর্ত্তা কোন্ দিনে শ্রাদ্ধ করিবে এবং কোন্ কোন্ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেই বা বহু ফল হইয়া থাকে? পুলস্ত্য কহিলেন,—পুষ্করতীর্থ শ্রেষ্ঠতম তীর্থ, উহা সমস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের মনোরথের ন্যায় অবস্থিত। সেখানে দান, হোম, জপ, যাহা কিছু করা যায়, সকলই অনন্ত হইয়া থাকে। ঐ তীর্থ পিতৃগণের নিত্য প্রিয় এবং ঋষিগণেরও পরম প্রিয়। নন্দা, ললিতা এবং শুভা মায়াপুরী, ইহারাও ঐরূপ উত্তম তীর্থ। মিত্রপদ এবং কেদার এ দুইটী তীর্থও শ্রেষ্ঠ তীর্থ। গঙ্গাসাগর-সঙ্গম সর্ব্বতীর্থময় বলিয়া কথিত। ব্রহ্মসরোবর, এবং শতদ্রুসলিল, এ দুইটী তীর্থও ঐরূপ শুভতীর্থ। নৈমিষ নামক তীর্থ সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ। ঐ স্থানে গোমতীজলে সনাতন গঙ্গোদ্ভেদ হইয়াছে। যজ্ঞবরাহ দেব এবং অষ্টাদশভুজ দেবদেব শূলপাণি, তথায় বিরাজ করেন। পুরাকালে ধর্ম্মচক্রের নেমি যথায় শীর্ণ হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্বতীর্থসেবিত নৈমিষারণ্য। দেবদেব বরাহের তথায় দর্শন লাভ হয়। যে ব্যক্তি সেখানে প্রয়াণ করে, সে পূতাত্মা হইয়া নারায়ণপুরে গমন করিয়া থাকে। পরম তীর্থ কোকামুখ, ইন্দ্রমার্গ, ইহা অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার পিতৃতীর্থ। এখানে পিতামহ দেব পুষ্করারণ্যে অবস্থান করিতেছেন। এখানে বিরিঞ্চি-দর্শনে অপবর্গ ফল লাভ হয়। মহাপুণ্যজনক কৃততীর্থ সর্ব্বপাপহর। এখানে আদি নরসিংহ স্বয়ং জনার্দ্দন অবস্থিত। ইক্ষুমতী তীর্থ পিতৃগণের শুভাবহ। এখানে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে পিতৃগণ নিত্য সন্তোষলাভ করেন। মহাপুণ্য কুরুক্ষেত্র, এখানে অদ্যাপি পিতৃলোকমার্গ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অত্রত্য পিতৃতীর্থ সর্ব্বকামফলপ্রদ। ১—১৪। হে নরাধিপ! নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত পিতৃতীর্থ আছে। এইরূপ পবিত্র ভদ্রসর, মানস সরোবর, মন্দাকিনী, অচ্ছোদা, বিপাশা,

সর্ব্বমিত্রপদং তদ্বদ্বৈদ্যনাথং মহাফলম্ ॥ ১৬
ক্ষিপ্রা নদী তথা পুণ্যা তথা কালঞ্জরং শুভম্।
তীর্থোদ্ভেদং হরোদ্ভেদং গর্ভভেদং মহালয়ম্ ॥
ভদ্রেশ্বরং বিষ্ণুপদং নর্ম্মদাদ্বারমেব চ।
গয়াপিণ্ডপ্রদানেন সমাহ্যাহুর্ম্মহর্ষয়ঃ ॥ ১৮
এতানি পিতৃতীর্থানি সর্ব্বপাপহরাণি চ।
স্মরণাদপি লোকানাং কিমু শ্রাদ্ধপ্রদায়িনাম্ ॥১৯
ওঙ্কারং পিতৃতীর্থস্তু কাবেরী কপিলোদকম্।
সম্ভেদশ্চণ্ডবেগায়াং তথৈবামরকণ্টকম্ ॥ ২০
কুরুক্ষেত্রাচ্চ দ্বিগুণং তস্মিন্ স্নানাদিকং ভবেৎ
শুক্রতীর্থন্তু বিখ্যাতং তীর্থং সোমেশ্বরং পরম্ ॥
সর্ব্বব্যাধিহরং পুণ্যং ফলং কোটিগুণাধিকম্।
শ্রাদ্ধে দানে তথা হোমে স্বাধ্যায়ে চাপি সন্নিধৌ ॥ ২২
কায়াবরোহণং নাম দেবদেবস্য শূলিনঃ।
অবতারং রোচমানং ব্রাহ্মণাবসথে শুভে ॥ ২৩
জাতং তৎ সুমহাপুণ্যং তথা চর্ম্মণ্বতী নদী।

সরস্বতী, মিত্রপদ, মহাফলদায়ক বৈদ্যনাথ, পবিত্র ক্ষিপ্রা নদী, শুভ কালঞ্জর পর্ব্বত, তীর্থোদ্ভেদ, হরোদ্ভেদ, গর্ভভেদ, মহালয়, ভদ্রেশ্বর, বিষ্ণুপদ, নর্ম্মদাদ্বার, এবং গয়া, এই সকল পিতৃতীর্থ সর্ব্বপাপহর। মহর্ষিগণ বলেন, পিণ্ডদানে উক্ত সকল তীর্থই তুল্যফলপ্রদ। এই সকল তীর্থ স্মরণ করিলেও মানবের পাপনাশ হয়, পরন্তু যাহারা এই তীর্থসমূহে শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাহাদের কথা আর কি কহিব? ওঙ্কার, কাবেরী ও কপিলাজল, চণ্ডবেগা নদীতে উহাদের সম্মিলন-স্থান এবং অমরকণ্টক, এই সকল পিতৃতীর্থ। অমরকণ্টকে স্নানাদি করিলে কুরুক্ষেত্র হইতেও দ্বিগুণ ফল হয়। বিখ্যাত শুক্র তীর্থ এবং সোমেশ্বর তীর্থ সর্ব্বব্যাধিহর, পবিত্র তীর্থ। ইহাদের সান্নিধ্যে শ্রাদ্ধ, দান, হোম, ও বেদপাঠ কোটীগুণাধিক ফলদায়ক। কায়াবরোহণ নামে আর একটী উত্তম তীর্থ আছে। এখানে ব্রাহ্মণগৃহে দেবদেব শূলপাণির উজ্জ্বল অবতার হইয়াছিল, তাই উহা মহাপুণ্যজনক তীর্থরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। চর্ম্মণ্বতী, শূলতাপী, পয়োষ্ণী, পয়োষ্ণীসঙ্গম, মহৌষধী, চারণা, নাগতীর্থপ্রবর্ত্তিনী মহাবেণা, মহাশাল, গোমতী, বরুণা, অগ্নিতীর্থ, ভৈরব, ভৃগুতুঙ্গ, অনুত্তম গৌরীতীর্থ, নারকতীর্থ, বস্ত্রেশ্বর তীর্থ, পাপহর তীর্থ, বেত্রবতী নদী, মহারুদ্র, মহালিঙ্গ, দশার্ণা মহানদী, শতরুদ্রা, শতাহ্বা, অঙ্গারবাহিকা, অম্বদ, শোণ ও ঘর্ঘর, কালিকা এবং শুভা নদী পিতরা, এই সমস্তই পিতৃতীর্থ; ইহারা স্নান-দানে প্রশস্ত। এই সমুদায় তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, অনন্ত ফল হয়।১৫—৩০ শতাবটা, জ্বালা, শরদ্বী, কৃষ্ণতীর্থ, দ্বারকা, উদকসরস্বতী, মালাবতী, গিরিকর্ণিকা, ধূতপাপতীর্থ, গোকর্ণ, গজকর্ণ, শুভা চক্রনদী, শ্রীশৈল, শাকতীর্থ, নারসিংহ, মাহেন্দ্র, পুণ্যা

শূলতাপী পয়োষ্ণী চ পয়োষ্ণীসঙ্গমস্তথা ॥ ২৪
মহৌষধী চারণা চ নাগতীর্থপ্রবর্ত্তিনী।
মহাবেণা নদী পুণ্যা মহাশালস্তথৈব চ ॥ ২৫
গোমতী বরুণা তদ্বত্তীর্থং হৌতাশনং পরম্।
ভৈরবং ভৃগুতুঙ্গঞ্চ গৌরীতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ২৬
তীর্থং বৈনায়কং নাম বস্ত্রেশ্বরমনুত্তমম্।
তথা পাপহরং নাম পুণ্যা বেত্রবতী নদী ॥ ২৭
মহারুদ্রং মহালিঙ্গং দশার্ণা চ মহানদী।
শতরুদ্রা শতাহ্বা চ তথা পিতৃপদং পুরম্ ॥ ২৮
অঙ্গারবাহিকা তদ্বন্নদৌ দ্বৌ শোণঘর্ঘরৌ।
কালিকা চ নদী পুণ্যা পিতরা চ নদী শুভা ॥২৯
এতানি পিতৃতীর্থানি শস্যন্তে স্নানদানয়োঃ।
শ্রাদ্ধমেতেষু যদ্দত্তং তদনন্তফলং স্মৃতম্ ॥ ৩০
শতাবটা নদী জ্বালা শরদ্বী চ নদী তথা।
দ্বারকা কৃষ্ণতীর্থঞ্চ তথা হ্যুদকসরস্বতী ॥ ৩১
নদী মালবতী নাম তথা চ গিরিকর্ণিকা।
ধূতপাপং তথা তীর্থং সমুদ্রে দক্ষিণে তথা ॥৩২
গোকর্ণো গজকর্ণশ্চ তথা চক্রনদী শুভা।
শ্রীশৈলং শাকতীর্থঞ্চ নারসিংহমতঃপরম্ ॥ ৩৩
মহেন্দ্রঞ্চ তথা পুণ্যা পুণ্যা চাপি মহানদী।
এতেষপি সদা শ্রাদ্ধমনন্তফলদং স্মৃতম্ ॥ ৩৪

দর্শনাদপি পুণ্যানি সদ্যঃ পাপহরাণি বৈ।
তুঙ্গভদ্রা নদী পুণ্যা তথা চক্ররথীতি চ ॥ ৩৫
ভীমেশ্বরঃ কৃষ্ণবেণা কাবেরী চাঞ্জনা নদী।
নদী গোদাবরী পুণ্যা ত্রিসন্ধ্যাপূর্ণমুত্তমম্ ॥ ৩৬
তীর্থং ত্রৈয়ম্বকং নাম সর্ব্বতীর্থনমস্কৃতম্।
যত্রাস্তে ভগবান্ ভীমঃ স্বয়মেব ত্রিলোচনঃ ॥৩৭
শ্রাদ্ধমেতেষু সর্ব্বেষু দত্তং কোটিগুণং ভবেৎ।
স্মরণাদপি পাপানি ব্রজন্তি শতধা নৃপ ॥ ৩৮
শ্রীপর্ণা চ নদী পুণ্যা ব্যাসতীর্থমনুত্তমম্।
তথা মৎস্যনদী কারা শিবধারা তথৈব চ ॥ ৩৯
ভবতীর্থঞ্চ বিখ্যাতং পুণ্যতীর্থঞ্চ শাশ্বতম্।
পুণ্যং রামেশ্বরং তদ্বদ্বেণাপুরমলং পুরম্ ॥ ৪০
অঙ্গারকঞ্চ বিখ্যাতমাত্মদর্শমলম্বুষম্।
বৎসরাতেশ্বরং তদ্বত্তথা গোকামুখং পরম্ ॥ ৪১
গোবর্দ্ধনং হরিশ্চন্দ্রং পুরশ্চন্দ্রং পৃথূদকম্।
সহস্রাক্ষং হিরণ্যাক্ষং তথা চ কদলী নদী ॥ ৪২
নামধেয়ানি চ তথা তথা সৌমিত্রিসঙ্গতম্।
ইন্দ্রনীলং মহানাদং তথা চ প্রিয়মেকলম্ ॥ ৪৩
এতান্যপি সদা শ্রাদ্ধে প্রশস্তান্যধিকানি চ।
এতেষু সর্ব্বদেবানাং সান্নিধ্যং পঠ্যতে যতঃ ॥
দানমেতেষু সর্ব্বেষু ভবেৎ কোটিশতাধিকম্ ॥
বাহুদা চ নদী পুণ্যা তথা সিদ্ধবটং শুভম্ ॥ ৪৫
তীর্থং পাশুপতঞ্চৈব নদী পর্য্যটিকা তথা।
শ্রাদ্ধমেতেষু সর্ব্বেষু দত্তং কোটিশতোত্তরম্ ॥৪৬
তথৈব পঞ্চতীর্থঞ্চ যত্র গোদাবরী নদী।
যুক্তা লিঙ্গসহস্রেণ সব্যেতরজলাবহা ॥ ৪৭
জামদগ্ন্যস্য তত্তীর্থং মোদায়তনমুত্তমম্।
প্রতীকস্য ভয়াৎ সিদ্ধা যত্র গোদাবরী নদী ॥৪৮
তীর্থং তদ্ধব্যকব্যানামপ্সরোগণসংযুতম্।
শ্রাদ্ধাগ্নিদানকার্য্যঞ্চ তত্র কোটিশতাধিকম্ ॥ ৪৯
তথা সহস্রলিঙ্গঞ্চ রাঘবেশ্বরমুত্তমম্।
সেন্দ্রকীলা নদী পুণ্যা তত্র শক্রো গতঃ পুরা ॥
নিহত্য নমুচিং মিত্রং তপসা স্বর্গমাপ্তবান্।
তত্র দত্তং নরৈঃ শ্রাদ্ধমনন্তফলদং ভবেৎ ॥ ৫১
পুষ্করং নাম বৈ তীর্থং শালগ্রামং তথৈব চ।
শোণপাতশ্চ বিখ্যাতো যত্র বৈশ্বানরাশ্রয়ঃ ॥৫২

নামে বিখ্যাতা পুণ্যকরী মহানদী, এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেও তাহা অনন্ত ফলজনক হয়। এই তীর্থসমূহ দর্শন করিলেও সদ্য পাপ নাশ হয় এবং পুণ্য হইয়া থাকে। পবিত্র তুঙ্গভদ্রা নদী, চক্ররথী, ভীমেশ্বর, কৃষ্ণবেণা, কাবেরী, অঞ্জনা, গোদাবরী এবং ভগবান্ ত্রিলোচন ভীম যেখানে বিরাজমান সেই তীর্থনমস্কৃত ত্রৈয়ম্বক তীর্থ; এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ দান করিলে কোটীগুণ ফল হয়। হে নৃপ! এই তীর্থসমূহের নাম স্মরণেও পাপরাশি শতদিকে পলায়ন করিয়া থাকে। পুণ্যনদী শ্রীপর্ণা, অনুত্তম ব্যাসতীর্থ, মৎস্যনদী কারা, শিবধারা, বিখ্যাত ভবতীর্থ, পুণ্যতীর্থ শাশ্বত, পুণ্য রামেশ্বর, বেণাপুর, অলংপুর, অঙ্গারক, আত্মদর্শ, অলম্বুষ, বৎসরাতেশ্বর, গোকামুখ, গোবর্দ্ধন, হরিশ্চন্দ্র, পুরশ্চন্দ্র, পৃথূদক, সহস্রাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, কদলীনদী, সৌমিত্রিসঙ্গম, ইন্দ্রনীল, মহানাদ, এবং প্রিয়মেকল, এই সকল তীর্থও শ্রাদ্ধকার্য্যে সমধিক প্রশস্ত। যেহেতু এই তীর্থসমূহে সর্ব্বদেবতারই সদা সান্নিধ্য কীর্ত্তিত। উক্ত তীর্থসমূহে দান করিলে কোটিশতাধিক ফল হয়। পবিত্র বাহুদা নদী, শুভ সিদ্ধবট, পাশুপত তীর্থ এবং পর্য্যটিকা নদী, এই সকল তীর্থে দান করিলে কোটিশতাধিক পুণ্যসঞ্চয় হয়। গোদাবরী-নিকটস্থ পঞ্চতীর্থ, সব্যেতর জলবাহিনী লিঙ্গ-সহস্রযুতা গোদবরী নদী এবং মোদায়তন—উত্তম তীর্থ। শেষোক্ত স্থান জামদগ্ন্যতীর্থ এবং হব্যকব্যতীর্থ নামে পরিচিত। এই তীর্থ অপ্সরোগণ দ্বারা পরিবৃত। স্থানে শ্রাদ্ধ বা অগ্নিকার্য্য যাহা কিছু করা হয়, সকলই কোটিশতাধিক ফল প্রদান করে। ৩১—৪৯। সহস্রলিঙ্গ তীর্থ, রাঘবেশ্বর তীর্থ, এবং সেন্দ্র-কীলা নদী এই তিন শ্রেষ্ঠতীর্থ। ইহার শেষোক্ত তীর্থে ইন্দ্র পূর্ব্বে গিয়াছিলেন, এবং নমুচিকে নিহত করিয়া তপোবলে স্বর্গ-লাভ করিয়াছিলেন। এইখানে শ্রাদ্ধ দান করিলে নরগণ অনন্তফল প্রাপ্ত হইয়া

তীর্থং সারস্বতঞ্চৈব স্বামিতীর্থং তথৈব চ।
মলন্দরা নদী পুণ্যা কৌশিকী চন্দ্রকা তথা ॥৫৩
বিদর্ভা চাথ বেগা চ পয়োষ্ণী প্রাঙ্মুখাপরা।
কাবেরী চোত্তরাঙ্গা চ তথা জালন্ধরো গিরিঃ ॥
এতেষু শ্রাদ্ধতীর্থেষু শ্রাদ্ধমানন্ত্যমশ্নুতে।
লোহদণ্ডং তথা তীর্থং চিত্রকূটস্তথৈব চ ॥ ৫৫
দিব্যং সর্ব্বত্র গঙ্গায়াস্তথা নদ্যাস্তটং শুভম্।
কুব্জাম্রকং তথা তীর্থমুর্ব্বশীপুলিনং তথা ॥ ৫৬
সংসারমোচনং তীর্থং তথৈব ঋণমোচনম্।
এতেষু পিতৃতীর্থেষু শ্রাদ্ধমানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ৫৭
অট্টহাসং তথা তীর্থং গৌতমেশ্বরমেব চ।
তথা বসিষ্ঠতীর্থঞ্চ ভারতঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৫৮
ব্রহ্মাবর্ত্তং কুশাবর্ত্তং হংসতীর্থং তথৈব চ।
পিণ্ডারকঞ্চ বিখ্যাতং শঙ্খোদ্ধারং তথৈব চ ॥৫৯
ভাণ্ডেশ্বরং বিল্বকঞ্চ নীলপর্ব্বতমেব চ।
তথা চ বদরীতীর্থং সর্ব্বতীর্থেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৬০
বসুধারাহ্বয়ং তীর্থং রামতীর্থং তথৈব চ।
জয়ন্তী বিজয়া চৈব শুক্লতীর্থং তথৈব চ ॥ ৬১
এষু শ্রাদ্ধপ্রদাতারঃ প্রয়ান্তি পরমং পদম্।
তীর্থং মাতৃগৃহং নাম করবীরপুরং তথা ॥ ৬২
সপ্তগোদাবরং নাম সর্ব্বতীর্থেশ্বরেশ্বরম্।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যমনন্তফলমীপ্সুভিঃ ॥ ৬৩
কীকটেষু গয়া পুণ্যা পুণ্যং রাজগৃহং বনম্।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং নদী পুণ্যা পুনঃপুনা ॥ ৬৩
বিষয়ারাধনং পুণ্যং নদী যা তু পুনঃপুনা।
যত্র গাথা বিচরতি ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৬৫
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৬৬
এষা গাথা বিচরতি তীর্থেম্বায়তনেষু চ।
সর্ব্বে মনুষ্যা রাজেন্দ্র কীর্ত্তয়ন্তঃ সমাগতাঃ ॥৬৭
কিমস্মাকং কুলে কশ্চিৎ গয়াং যাস্যতি যঃ সুত
প্রীণয়িষ্যতি তান্ গত্বা সপ্তপূর্ব্বাংস্তথাপরান্ ॥
মাতামহানামপ্যেবং শ্রুতিরেষা চিরন্তনী।
গঙ্গায়ামস্থিনিচয়ং গত্বা ক্ষেপ্স্যতি যঃ সুতঃ।
তিলৈঃ সপ্তাষ্টভির্বাপি দাস্যতে চ জলাঞ্জলিম্।
অরণ্যত্রিতয়ে বাপি পিণ্ডদানং করিষ্যতি ॥ ৭০
প্রথমং পুষ্করারণ্যে নৈমিষে তদনন্তরম্।

থাকে। পুষ্কর, শালগ্রাম, শোণপাত, বৈশ্বানরাশয়, সারস্বত, স্বামিতীর্থ, পুণ্যা মলন্দরা, কৌশিকী, চন্দ্রকা, বিদর্ভা, বেণা, পয়োষ্ণী, কাবেরী, উত্তরাঙ্গা ও জালন্ধর গিরি, এই সকল শ্রাদ্ধতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, অনন্ত ফল লাভ হয়। লোহদণ্ড, চিত্রকূট, গঙ্গার সমস্ত স্থান, শুভ নদীতট, কুব্জাম্রক, উর্ব্বশীপুলিন, সংসারমোচন ও ঋণমোচন, এই সকল পিতৃতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে অনন্ত ফল ফলে। অট্টহাস, গৌতমেশ্বর, বশিষ্ঠতীর্থ, ভরততীর্থ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুশাবর্ত্ত, হংসতীর্থ, পিণ্ডারক, শঙ্খোদ্ধার, ভাণ্ডেশ্বর, বিল্বক, নীলপর্ব্ব, বদরীতীর্থ, বসুধারা, রামতীর্থ, জয়ন্তী, বিজয়া, এবং শুক্লতীর্থ, এই সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ দান করিয়া নরগণ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাতৃগৃহ, করবীরপুর, এবং সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ সপ্তগোদাবর, এই সকল তীর্থে অনন্ত ফলকামী ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দান করিবেন। কীকট দেশের মধ্যে গয়া, রাজগৃহ বন, চ্যবনাশ্রম, পুনঃপুনা নদী এবং বিষয়ারাধন পুণ্যস্থান। এ স্থানে যে পুনঃপুনা নদীর কথা বলা হইল, তথায় ব্রহ্মোক্ত এইরূপ গাথা প্রচারিত আছে যে, বহু পুত্র কামনা করিবে; কেননা বহু পুত্র হইলে একজনও অন্ততঃ গয়ায় যাইবে, অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে পারিবে কিম্বা নীল বৃষ উৎসর্গ করিবে। এই গয়াতীর্থ সমস্ত তীর্থ এবং আয়তনে বিচরণ করিয়া থাকেন। সমস্ত মনুষ্যই এইরূপ কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে গয়ায় আগমন করে যে, আমাদের কুলজাত কেহ কি গয়ায় যাইবে? যে পুত্র তথায় গমন করিবে, সে উর্দ্ধতন সপ্ত এবং অধস্তন সপ্ত পুরুষকে প্রীত করিতে পারিবে। ৫০—৬৮। মাতামহগণ সম্বন্ধেও এইরূপ সনাতনী শ্রুতি প্রচলিত আছে। যে পুত্র গয়ায় গিয়া অস্থিনিচ নিক্ষেপ করিবে, সপ্ত বা অষ্ট তিল দ্বারা জলাঞ্জলি দিবে, কিম্বা অরণ্যত্রয়ে গমন করিয়া পিণ্ডদান করিবে অর্থাৎ প্রথমে পুষ্করারণ্যে

ধর্ম্মারণ্যং পুনঃ প্রাপ্য শ্রাদ্ধং ভক্ত্যা প্রদাস্যতি
গয়ায়াং ধর্ম্মপৃষ্ঠে বা সরসি ব্রহ্মণস্তথা।
গয়াশীর্ষবটে চৈব পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্‌ ॥ ৭২
ব্রজন্‌ কৃত্বা নিবাপং যস্ত্বধ্বানং পরিসর্পতি।
নরকস্থান্‌ পিতৃন্‌ সোঽপি স্বর্গং নয়তি সত্বরম্‌ ॥
কুলে তস্য ন রাজেন্দ্র প্রেতো ভবতি কশ্চন।
প্রেতত্বং মোক্ষভাবঞ্চ পিণ্ডদানাচ্চ গচ্ছতি ॥ ৭৪

একো মুনিস্তাম্রকরাগ্রহস্তো
হ্যাম্রেষু মূলে সলিলং দদাতি।
আম্রাশ্চ সিক্তাঃ পিতরশ্চ তৃপ্তা
একা ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রসিদ্ধা ॥ ৭৫

গয়ায়াং পিণ্ডদানস্য নান্যদ্দানং বিশিষ্যতে।
একেন পিণ্ডদানেন তৃপ্তাস্তে মোক্ষগামিনঃ ॥

ধান্যপ্রদানং প্রবরং বদন্তি
বস্ত্রপ্রদানঞ্চ তথা মুনীন্দ্রাঃ।
গয়াসু তীর্থেষু নরৈঃ প্রদত্তং
তদ্ধর্ম্মহেতুং প্রবরং বদন্তি ॥ ৭৭

সর্ব্বাত্মনা সুরুচিনা মহাচলমহানদী।
যে তু পশ্যন্তি তাং গত্বা মানসে দক্ষিণোত্তরে।
প্রণম্য দ্বিজমুখ্যেভ্যঃ প্রাপ্তং তৈর্জ্জন্মনঃ ফলম্‌
যদ্‌যদিচ্ছন্তি বৈ মর্ত্ত্যাস্তত্তদাপ্নোত্যসংশয়ম্‌ ॥ ৭৯
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তস্তীর্থানাং সংগ্রহো ময়া।
বাগীশোঽপি ন শক্নোতি বিস্তরাৎ কিমু মানুষঃ
সত্যং তীর্থং দয়া তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
বর্ণাশ্রমাণাং গেহেঽপি তীর্থং শম উদাহৃতম্‌ ॥
যেষু তীর্থেষু যচ্ছ্রাদ্ধং তৎ কোটিগুণমিষ্যতে।
গয়ায়াং যত্তু বৈ শ্রাদ্ধং তচ্ছ্রাদ্ধমপবর্গদম্‌ ॥ ৮২
যস্মাৎ তস্মাৎ প্রযত্নেন তীর্থে শ্রাদ্ধং বিধীয়তে
প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্‌ সঙ্গবস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্ণস্ততঃ পরম্‌ ॥ ৮৩
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৮৪

পরে নৈমিষারণ্যে এবং তৎপশ্চাৎ ধর্ম্মারণ্যে গিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে; এমন সন্তান কি আমাদিগের জন্মিবে? গয়ায় ধর্ম্মপৃষ্ঠে, ব্রহ্মসরোবরে, এবং গয়াশিরোবটে শ্রাদ্ধদান করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিবাপদানার্থ যাইবার জন্য পথ পরিক্রম করে, সেও তাহার নরকস্থ পিতৃপুরুষদিগকে স্বর্গে উপনীত করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! তাহার কুলে কেহই প্রেত হয় না; পিণ্ডদানের ফলে তাহার প্রেতত্ব অপগত হয় এবং সে মোক্ষভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক মুনি তাম্রপাত্রকরে আম্রমূলে জলদান করেন, তাহাতে আম্র সিক্ত হইয়াছিল এবং তাঁহার পিতৃগণও তৃপ্ত হইয়াছিলেন, সেই হইতেই একই ক্রিয়া যে দ্ব্যর্থসাধক হইতে পারে; ইহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। গয়ায় পিণ্ডদান ভিন্ন অন্য দান প্রশস্ত নহে। একটী মাত্র পিণ্ডদানেই পিতৃগণ এখানে তৃপ্ত হইয়া মোক্ষগামী হন। মুনীন্দ্রগণ ধান্য এবং বস্ত্রদানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। অপিচ প্রধান তীর্থ গয়ায় ধর্ম্মার্থ নরগণ যাহা দান করে, তাহাও সর্ব্বোত্তম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাহারা দক্ষিণোত্তর মানসে গিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণে মহানদী অবলোকন করে, তাহারা জন্মফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এমন কি মানব এই তীর্থ দর্শনাদি করিয়া যাহা যাহা কামনা করে, তাহাই নিশ্চয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই আমি সংক্ষেপে তীর্থসংগ্রহ বলিলাম,—ইহা বিস্তৃতরূপে বলিবার শক্তি বাগধিপতিরও নাই, মানুষের কথা আর কি বলিব? সত্য তীর্থ, দয়া তীর্থ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তীর্থ এবং বর্ণাশ্রমিগণের গৃহে শমও তীর্থ বলিয়া কথিত। ৬৯—৮১। যে যে তীর্থেই শ্রাদ্ধ করা হয়, কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। গয়াক্ষেত্রে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা অপবর্গপ্রদ হইয়া থাকে। অতএব প্রযত্নক্রমে তীর্থেই শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল, তৎপরে তিন মুহূর্ত্তের নাম সঙ্গব, তৎপরে মধ্যাহ্ন তিন মুহূর্ত্ত, তাহার পরই অপরাহ্ণ তিন মুহূর্ত্ত, পরে তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ন। এই সায়াহ্নে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। কেন না, ইহা রাক্ষসী বেলা;

অহ্নো মুহূর্ত্তা ব্যাখ্যাতা দশ পঞ্চ চ সর্ব্বদা।
তত্রাষ্টমো মুহূর্ত্তো যঃ স কালঃ কুতপঃ স্মৃতঃ ॥
মধ্যাহ্নাৎ সর্ব্বদা যস্মান্মন্দীভবতি ভাস্করঃ।
তস্মাদনন্তফলদস্তত্রারম্ভো বিশিষ্যতে ॥ ৮৬
খড়্গপাত্রঞ্চ কুতপস্তথা নৈপালকম্বলম্।
রূপ্যং দর্ভাস্তিলা গাবো দৌহিত্রশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ॥
পাপং কুৎসিতমিত্যাহুস্তস্য সন্তাপকারিণঃ।
অষ্টাবেতে যতস্তস্মাৎ কুতপা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥
ঊর্দ্ধং মুহূর্ত্তাৎ কুতপান্মুহূর্ত্তঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
মুহূর্ত্তপঞ্চকং চৈব স্বধাবাচনমিষ্যতে ॥ ৮৯
বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতাঃ কুশাঃ কৃষ্ণতিলাস্তথা।
শ্রাদ্ধস্য লক্ষণং কালমিতি প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৯০
তিলোদকাঞ্জলির্দেয়ো জলান্তে তীর্থবাসিভিঃ।
সদর্ভহস্তেনৈকেন গৃহে শ্রাদ্ধং গমিষ্যতি ॥৯১
পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
ব্রহ্মণা চৈব কথিতং তীর্থশ্রাদ্ধানুকীর্ত্তনম্ ॥৯২
শৃণোতি যঃ পঠেদ্বাপি শ্রীমান্ সঞ্জায়তে নরঃ ॥
শ্রাদ্ধকালে চ বক্তব্যং তথা তীর্থনিবাসিভিঃ।
সর্ব্বপাপোপশান্ত্যর্থমলক্ষ্মীনাশনং মতম্ ॥ ৯৪

ইদং পবিত্রং যশসো নিধান-
মিদং মহাপাতকনাশনঞ্চ।
ব্রহ্মার্করুদ্রৈরভিপূজিতঞ্চ
শ্রাদ্ধস্য মাহাত্ম্যমুশন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥ ৯৫

ইতি শ্রীপাদ্মপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে শ্রাদ্ধ-প্রকরণং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

সোমবংশঃ কথং জাতঃ কথয়াত্র বিশারদ।
তদ্বংশে কে তু রাজানো বভূবুঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ ॥

পুলস্ত্য উবাচ।

আদিষ্টো ব্রহ্মণা পূর্ব্বমত্রিঃ সর্গবিধৌ পুরা।
অনন্তরং নাম তপঃ সৃষ্ট্যর্থং তপ্তবান্ বিভুঃ ॥২
যদানন্দকরং ব্রহ্ম ভগবন্ ক্লেশনাশনম্।
ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রসূর্য্যাণামভ্যন্তরমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩

এই বেলা সর্ব্বকর্ম্মেই গর্হিতা। দিবসে পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত সর্ব্বদাই ব্যাখ্যাত; তন্মধ্যে অষ্টম মুহূর্ত্ত কালই কুতপ। মধ্যাহ্নের পর নিয়তই ভাস্কর মন্দীভূত হইয়া থাকেন; সুতরাং তাৎকালিক শ্রাদ্ধারম্ভ অনন্তফলপ্রদ বলিয়া প্রশস্ত। খড়্গপাত্র, কুতপ, নেপাল-দেশীয় কম্বল, রূপ্য, দর্ভ, তিল, গো এবং অষ্টম দৌহিত্র, ইহারা কু—কুৎসিত অর্থাৎ পাপের তাপ জন্মায় বলিয়া কুতপ নামে বিখ্যাত। কুতপ মুহূর্ত্তের পর চারি পাঁচ মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বধাবাচন কর্ত্তব্য। কুশ এবং কৃষ্ণতিলসমূহ বিষ্ণুদেহ হইতে সমুদ্ভূত। মনীষিগণ শ্রাদ্ধের কাল ও লক্ষণ উল্লিখিত প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন। তীর্থবাসিগণ তিলোদকাঞ্জলি দান করিবে। দর্ভপাণি হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে। এই ব্রহ্মকথিত তীর্থশ্রাদ্ধবিবরণ পুণ্য, পবিত্র, আয়ুষ্য এবং সর্ব্বপাপহর। যে নর ইহা শ্রবণ এবং পাঠ করে, সে শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে। তীর্থবাসিগণ সর্ব্বপাপ উপশমের নিমিত্ত শ্রাদ্ধকালে ইহা পাঠ করিবেন। ইহা পাঠে অলক্ষ্মী নাশ হয়। ইহা পবিত্র, যশোনিধান, এবং মহাপাতকহর। ব্রহ্মা, অর্ক ও রুদ্রগণ-পরিপূজিত এই শ্রাদ্ধমাহাত্ম্য বিজ্ঞগণ সর্ব্বদাই কামনা করিয়া থাকেন। ৮২—৯৫।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—হে বিজ্ঞবর! কিরূপে সোমবংশ উৎপন্ন হইল? এবং কোন্ কোন্ যশস্বী রাজা এ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—পূর্ব্বে ব্রহ্মা অত্রিকে সৃষ্টিকার্য্যে আদেশ করিলেন। অত্রি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন। সংযমনিষ্ঠ অত্রি—যাহা আনন্দকর ক্লেশহর, ব্রহ্ম-রুদ্র-ইন্দ্র সূর্য্যেরও অভ্যন্তরবর্ত্তী অতীন্দ্রিয় ব্রহ্ম

শান্তিং কৃত্বাত্মমনসা তদত্রিঃ সংযমে স্থিতঃ।
মাহাত্ম্যং তপসো বাপি পরমানন্দকারকম্ ॥ ৪
যস্মাদ্বংশপতিঃ সাক্ষাৎ সময়ে তদধিষ্ঠিতঃ।
তং দৃষ্ট্বাচষ্ট সোমেন তস্মাৎ সোমোঽভবদ্বিভুঃ
অথ সুস্রাব নেত্রাভ্যাং জলং তত্রাত্রিসম্ভবম্।
দ্যোতয়দ্বিশ্বমখিলং জ্যোৎস্নয়া সচরাচরম্ ॥ ৫
তদ্দিশো জগৃহুস্তত্র স্ত্রীরূপেণ সদ্বচ্ছয়াঃ।
গর্ভো ভূয়োদরে তাসাং স্থিতঃ সোঽপ্য-
ত্রিসম্ভবঃ ॥ ৭
আশাশ্চ মুমুচুর্গর্ভমশক্তা ধারণে ততঃ।
সমাদায়াথ তং গর্ভমেকীকৃত্য চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৮
যুবানমকরোদ্‌ব্রহ্মা সর্ব্বায়ুধধরং নরম্।
স্যন্দনেঽথ স হস্তেন বেদশক্তিময়ে প্রভুঃ ॥৯
আরোপ্য লোকমনয়দাত্মীয়ং স পিতামহঃ।
ততো ব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তং হ্যস্মৎস্বামী ভবত্বয়ম্
ঋষিভির্দেবগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিস্তথৈব চ।
স্তূয়মানস্য তস্যাভূদধিকং মহদন্তরম্ ॥ ১১

তেজো বিতানাদভবদ্ভুবি দিব্যৌষধীগণঃ।
তদ্দীপ্তিরধিকা তস্মাদ্রাত্রৌ ভবতি সর্ব্বদা ॥১২
তেনৌষধীশঃ সোমোঽভূদ্দ্বিজেষ্বপি হি গণ্যতে
বেদধামা রসশ্চায়ং যদিদং মণ্ডলং শুভম্ ॥১৩
ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে চৈব শুক্লে কৃষ্ণে চ সর্ব্বদা।
বিংশতিঞ্চ তথা সপ্ত দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ।
রূপলাবণ্যসংযুক্তাস্তস্মৈ কন্যাঃ সুবর্চ্চসঃ।
ততঃ শক্তিসহস্রাণাং সহস্রাণি দশৈব তু ॥ ১৫
তপশ্চকার শীতাংশুর্বিষ্ণুধ্যানৈকতৎপরঃ।
ততস্তুষ্টশ্চ ভগবাংস্তস্মৈ নারায়ণো হরিঃ ॥ ১৬
বরং বৃণীষ চোবাচ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ।
ততো বব্রে বরং সোমঃ শক্রলোকে যজাম্যহম্
প্রত্যক্ষমেব ভোক্তারো ভবন্তু মম মন্দিরে।
রাজসূয়ে সুরগণা ব্রহ্মাদ্যা যে চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ১৮
রক্ষঃপালঃ সুরোঽস্মাকমাস্তাং শূলধরো হরঃ।
তথেত্যুক্তঃ সমাজহ্রে রাজসূয়ন্তু বিষ্ণুনা ॥ ১৯

বস্তু, তাহাই মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তপস্যার মাহাত্ম্য বাস্তবিকই পরমানন্দকর। যেহেতু স্বয়ং বংশপতি অত্রিদেহে অধিষ্ঠিত হইলেন। সোমদেব তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাতে আবিষ্ট হইলেন। তাই অত্রি হইতে সোমের উৎপত্তি হইয়াছিল। অত্রির নেত্রযুগল হইতে জলক্ষরণ হয়। উহা জ্যোৎস্না-প্রভায় চরাচর সর্ব্ববিশ্ব বিদ্যোতিত করিয়া তুলে। দিক্‌সমূহ স্ত্রীরূপে উহা গ্রহণ করেন। তখন সেই অত্রিনন্দন গর্ভরূপে তাহাদের উদরে অবস্থান করিলেন। দিক্‌সকল গর্ভধারণে অক্ষম হইয়া তাহা মোচন করেন, চতুর্ম্মুখ সেই গর্ভ গ্রহণ করিয়া একত্র করিলেন এবং এক সর্ব্বায়ুধ-ধর যুবা পুরুষ করিয়া লইলেন। অনন্তর তিনি সেই পুরুষকে বেদশক্তিময় স্যন্দনে স্বহস্তে আরোপণ করিয়া নিজলোকে লইয়া গেলেন। তখন ব্রহ্মর্ষিগণ বলিলেন,—ইনি আমাদের প্রভু হউন। এই সময় ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল রূপ হইল। তদীয় তেজোবিস্তারে ভূতলে দিব্যৌষধিগণ প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহার দীপ্তি রাত্রিকালেই অধিক হইতে লাগিল। তাই সোমদেব ওষধিপতি হইলেন, দ্বিজগণমধ্যেও তিনি সম্মান লাভ করিলেন। ঐ যে শুভ চন্দ্রমণ্ডল, উহা বেদাধার অমৃতস্বরূপ।১—১৩। শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষে যথাক্রমে উহা বর্দ্ধিত এবং ক্ষীণ হইয়া থাকে। দক্ষ প্রজাপতি সোমদেবকে রূপলাবণ্যশালিনী সপ্তবিংশতি সুন্দরী কন্যা প্রদান করেন। অনন্তর শীতাংশুদেব বিষ্ণুধ্যানে একনিষ্ঠ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণ হরি তাহাতে তুষ্ট হইলেন এবং সেই পরমাত্মা জনার্দ্দন বলিলেন,—তুমি বরগ্রহণ কর। অনন্তর সোমদেব এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমি ইন্দ্রলোকে যজ্ঞ করিব। আমার অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে ব্রহ্মাদি চতুর্ব্বিধ সুরগণ প্রত্যক্ষভাবে মদীয় মন্দিরে ভোজন করিবেন। শূলধর হর আমার যজ্ঞরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। হরি বলিলেন তথাস্তু। তখন সোমদেব রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করি-

হোতাত্রিভৃগুরধ্বর্য্যুরুদ্গাতা চ চতুর্ম্মুখঃ।
ব্রহ্মত্বমগমত্তস্য উপদ্রষ্টা হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ২০
সদস্যাঃ সর্ব্বদেবাস্তু রাজসূয়বিধিঃ স্মৃতঃ।
বসবোঽধ্বর্য্যবস্তদ্বদ্বিশ্বে দেবাস্তথৈব চ ॥ ২১
ত্রৈলোক্যং দক্ষিণা তেন ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ
প্রতিপাদিতা।
সোমঃ প্রাপ্যাথ দুষ্প্রাপ্যমৈশ্বর্য্যং সৃষ্টিসৎকৃতম্
সপ্তলোকৈকনাথত্বং প্রাপ্তঃ স্বতপসা তদা ॥ ২২
কদাচিদুদ্যানগতামপশ্য-
দনেকপুষ্পাভরণোপশোভাম্।
বৃহন্নিতম্বস্তনভারখেদাং
পুষ্পাবভঙ্গেঽপ্যতিদুর্ব্বলাঙ্গীম্ ॥ ২৩
ভার্য্যাঞ্চ তাং দেবগুরোরনঙ্গ-
বাণাভিরামায়তচারুনেত্রাম্।
তারাং স তারাধিপতিঃ স্মরার্ত্তঃ
কেশেষু জগ্রাহ বিবিক্তভূমৌ ॥ ২৪
সাপি স্মরার্ত্তা সহ তেন রেমে
তদ্রূপকান্ত্যা হৃতমানসৈব।
চিরং বিহৃত্যাথ জগাম তারাং
বিধুর্গৃহীত্বা স্বগৃহং ততোঽপি ॥ ২৫
ন তৃপ্তিরাসীৎ স্বগৃহেঽপি তস্য
তারানুরক্তস্য সুখাগমেষু।
বৃহস্পতিস্তদ্বিরহাগ্নিদগ্ধ-
স্তদ্ধ্যাননিষ্ঠৈকমনা বভূব ॥ ২৬
শশাক শাপং ন চ দাতুমস্মৈ
ন মন্ত্রশস্ত্রাগ্নিবিষৈরনেকৈঃ।
তস্যাপকর্ত্তুং বিবিধৈরুপায়ৈ-
র্নৈবাভিচারৈরপি বাগধীশঃ ॥ ২৭
স যাচয়ামাস ততস্তু দেবং
সোমং স্বভার্য্যার্থমনঙ্গতপ্তঃ ॥ ২৮
স যাচ্যমানোঽপি দদৌ ন ভার্য্যাং
বৃহস্পতেঃ কামবশেন মোহিতঃ।
মহেশ্বরেণাথ চতুর্ম্মুখেন
সাধ্যৈর্মরুদ্ভিঃ সহ লোকপালৈঃ ॥ ২৯
দদৌ যদা তাং ন কথঞ্চিদিন্দু-
স্তদা শিবঃ ক্রোধপরো বভূব।

লেন। এই যজ্ঞে অত্রি হোতা হইলেন। ভৃগু অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা উদ্গাতা ও ব্রহ্মা, স্বয়ং হরি উপদ্রষ্টা এবং অন্যান্য দেবগণ সদস্য কার্য্যে ব্রতী হইলেন। রাজসূয়-বিধিঅনুসারেই কার্য্যারম্ভ হইল। অষ্টবসু এবং বিশ্বদেবগণও অধ্বর্য্যু কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই যজ্ঞে সোমদেব এই ত্রৈলোক্যই দক্ষিণাদান করিয়াছিলেন। তিনি তপোবলে দুষ্প্রাপ্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন এবং সপ্তলোকের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। একদা তারাধিপতি চন্দ্র উদ্যান মধ্যে বহু পুষ্পাভরণভূষিতা সুরগুরুভার্য্যা তারাকে দেখিলেন। তারা বৃহন্নিতম্বা এবং স্তনভারখিন্না; যেন পুষ্পভঙ্গেও দুর্ব্বলদেহা; তাঁহার নয়নযুগল অনঙ্গবাণবৎ রম্যায়ত; চন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়াই কামার্ত্ত হইলেন এবং সেই নির্জ্জন প্রদেশে কেশপাশে ধারণ করিলেন। তারার চিত্তও চন্দ্রের কান্তিচ্ছটায় অপহৃত হইয়াছিল। তিনিও কামার্ত্তা হইয়া চন্দ্রসহ রমণ করিতে লাগিলেন। নিশাকর তারাসহ বহুকাল রমণ করিয়া পরে তাঁহাকে লইয়া গৃহে গেলেন। তারানুরক্ত চন্দ্র স্বীয় গৃহেও তৎসহ রমণ করিয়া সুখভোগে চরমতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। এদিকে বৃহস্পতি তারাবিরহানলে দগ্ধ হইয়া তাহারই ধ্যানে একনিষ্ঠ হইলেন। তিনি চন্দ্রকে শাপদানে সমর্থ হইলেন না কিম্বা মন্ত্র, শস্ত্র, অগ্নি, বিষ বা অভিচারাদি অন্য কোন উপায়েও তাঁহার কোন অপকার করিতে পারিলেন না। তিনি অনঙ্গতপ্ত হইয়া চন্দ্রের নিকট স্বীয় ভার্য্যা প্রার্থনা করিলেন। কামমোহিত চন্দ্র বৃহস্পতির প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। মহেশ্বর, চতুরানন, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, লোকপালগণ—একে একে সকলেই প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কাহারও কথায় চন্দ্র তারা অর্পণ করিলেন না।১৪—২৯। যখন কিছুতেই তারাপ্রাপ্তি হইল না, তখন শিব ক্রোধাবিষ্ট হই-

যো বামদেবঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যা-
মনেকরুদ্রার্চ্চিতপাদপদ্মঃ ॥ ৩০
ততঃ সশিষ্যো গিরিশঃ পিনাকী
বৃহস্পতেঃ স্নেহবশানুবদ্ধঃ।
ধনুর্গৃহীত্বাজগবং পুরারি-
র্জগাম ভূতেশ্বরসিদ্ধজুষ্টঃ ॥ ৩১
যুদ্ধায় সোমেন বিশেষদীপ্ত-
স্তৃতীয়নেত্রানলভীমবক্ত্রঃ।
সহৈব জগ্মুশ্চ গণেশ্বরাণাং
বিংশাধিকা ষষ্টিরথোহগ্রমূর্ত্তিঃ ॥ ৩২
যক্ষেশ্বরাণাং স গণৈরনেকৈ-
র্যুতোহগাৎ স্যন্দনসংস্থিতানাম্।
বেতালযক্ষোরগকিন্নরাণাং
পদ্মেন চৈকেন তথার্বুদানাম্ ॥ ৩৩
লক্ষৈস্ত্রিভির্দ্বাদশভী রথানাং
সোমোহপ্যগাত্তত্র বিবৃদ্ধমন্যুঃ।
শনৈশ্চরাঙ্গারকবৃদ্ধতেজা
নক্ষত্রদৈত্যাসুরসৈন্যযুক্তঃ ॥ ৩৪
জগ্মুর্ভয়ং সপ্ত তথৈব লোকা
ধরা বনদ্বীপসমুদ্রগর্ভাঃ।
স সোমমেবাভ্যগমৎ পিনাকী
গৃহীতদীপ্তাস্ত্রবিশালবহ্নিঃ ॥ ৩৫
অথাভবদ্ভীষণভীমসোম-
সৈন্যদ্বয়স্যাথ মহাহবোহসৌ।
অশেষসত্ত্বক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ-
স্তীক্ষ্ণপ্রধানোজ্জ্বলনৈকরূপঃ ॥ ৩৬
শস্ত্রৈরথান্যোন্যমশেষসৈন্যং
দ্বয়োর্জগাম ক্ষয়মুগ্রতীক্ষ্ণৈঃ।
পতন্তি শস্ত্রাণি তথোজ্জ্বলানি-
স্বর্ভূমিপাতালমলং দহন্তি ॥ ৩৭
রুদ্রঃ ক্রোধাদ্‌ব্রহ্মশিরো মুমোচ
সোমোহপি সোমাস্ত্রমমোঘবীর্য্যম্।
তয়োর্নিপাতেন সমুদ্রভূম্যো-
রথান্তরিক্ষস্য চ ভীতিরাসীৎ ॥ ৩৮
তদা সুযুদ্ধং জগতাং ক্ষয়ায়
প্রবৃদ্ধমালোক্য পিতামহোহপি।
ততঃ প্রবিশ্যাথ কথঞ্চিদেব
নিবারয়ামাস সুরৈঃ সহৈব ॥ ৩৯

লেন। এই শিব রুদ্রগণার্চ্চিতপাদপদ্ম বামদেব নামে পৃথিবীতলে প্রথিত। ইনি গিরিশ, ইনিই পিনাকপাণি; ইনি বৃহস্পতির স্নেহানুরক্ত হইয়া শিষ্যগণসহ যৎকালে আজগব ধনু গ্রহণপূর্ব্বক চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন, তখন তৃতীয়-নেত্রানলে ইঁহার বক্ত্র অতি ভীষণ হইল, মহাদেব অত্যন্ত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ভূতেশ্বর এবং সিদ্ধগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মহাদেব উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বহুসংখ্যক গণেশ্বর ও যক্ষেশ্বর এবং পদ্ম ও অর্ব্বুদসংখ্যক বেতাল, যক্ষ, উরগ ও কিন্নর রথারূঢ় হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইল। তখন চন্দ্রও ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া দ্বাদশাধিক ত্রিলক্ষ রথসহ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। শনৈশ্চর ও অঙ্গারক দ্বারা তাঁহার তেজ বর্দ্ধিত হইল। তিনি নক্ষত্র ও দৈত্যসেনা দ্বারা অন্বিত হইলেন। তৎকালে ধরা, বন, দ্বীপ ও সাগরগর্ভ সপ্তলোক ভীত হইল। পিনাকপাণি দীপ্তাস্ত্র গ্রহণ করিয়া চন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর ভীষণ চন্দ্রসৈন্য ও মহাদেবসৈন্যের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে বহু প্রাণীর সংহার হইতে লাগিল। যুদ্ধ ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষের তীক্ষ্ণ ভীষণ বাণবর্ষণে উভয় পক্ষের অগণিত সৈন্য বিনষ্ট হইল। উজ্জ্বল উজ্জ্বল শস্ত্র সকল পতিত হইতে লাগিল, তাহাতে স্বর্গ, ভূমি ও পাতালতল দগ্ধ হইল। রুদ্র ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র মোচন করিলেন, চন্দ্র অমোঘবীর্য্য সোমাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই উভয় অস্ত্রপাতে সমুদ্র ভূমি ও অন্তরীক্ষ ভীতিসঙ্কুল হইল। ৩০—৩৮। সেই ঘোর যুদ্ধে জগতের ধ্বংস হইবে মনে করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা তখন সুরগণসহ অতি কষ্টে সেই সমরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক উভয় পক্ষকে নিবারণ করিলেন;

অকারণং কিং ক্ষয়কৃজ্জনানাং
সোম ত্বয়াসীদমকার্য্যকার্য্যম্ ।
যস্মাৎ পরস্ত্রীহরণায় সোম
ত্বয়া কৃতং যুদ্ধমতীব ভীমম্ ॥ ৪০
পাপগ্রহস্ত্বং ভবিতা জনেষু
পাপোহস্থলং বহ্নিমুখাশিনাং ত্বম্ ।
ভার্য্যামিমামর্পয় বাক্‌পতেস্ত্বং
প্রমাণয়ন্নেব মদীয়বাচম্ ॥ ৪১
তথেতি চোবাচ হিমাংশুমালী
যুদ্ধাদপাক্রামদতঃ প্রশান্তঃ ।
বৃহস্পতিস্তামথ গৃহ্য তারাং
হৃষ্টো জগাম স্বগৃহঞ্চ রুদ্রঃ ॥ ৪২
পুলস্ত্য উবাচ ।
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে দ্বাদশাদিত্যসন্নিভঃ ।
দিব্যপীতাম্বরধরো দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥ ৪৩
তারোদরবিনিষ্ক্রান্তঃ কুমারঃ সূর্য্যসন্নিভঃ ।
সর্ব্বার্থশাস্ত্রবিদ্বিদ্বান্ হস্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৪৪
নাম যদ্রাজপুত্রোহয়ং বিশ্রুতো রাজবৈদ্যকঃ ।
রাজ্ঞঃ সোমস্য পুত্রত্বাদ্রাজপুত্রো বুধঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৫
জনানাস্ত স তেজাংসি সর্ব্বাণ্যেবাক্ষিপদ্বলী ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তত্র চাজগ্মুর্দেবা দেবর্ষিভিঃ সহ ॥ ৪৬
বৃহস্পতিগৃহে সর্ব্বে জাতকর্ম্মোৎসবে তদা ।
পপ্রচ্ছুস্তে সুরাস্তারাং কেন জাতঃ কুমারকঃ ॥
ততঃ সা লজ্জিতা তেষাং ন কিঞ্চিদবদত্তদা ।
পুনঃপুনস্তদা পৃষ্টা লজ্জয়ন্তী বরাঙ্গনা ॥ ৪৮
সোমস্যেতি চিরাদাহ ততোহগৃহ্ণাদ্বিধুঃ সুতম্ ।
বুধ ইত্যকরোন্নাম প্রাদাদ্রাজ্যঞ্চ ভূতলে ॥ ৪৯
অভিষেকং ততঃ কৃত্বা প্রদানমকরোদ্বিভুঃ ।
গ্রহমধ্যং প্রদায়াথ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিভির্যুতঃ ॥ ৫০
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
ইলোদরে চ ধর্ম্মিষ্ঠং বুধঃ পুত্রমজীজনৎ ॥ ৫১
অশ্বমেধশতং সাগ্রমকরোদ্যঃ স্বতেজসা ।

চন্দ্রকে বলিলেন,—চন্দ্র ! তুমি অকারণ কেন লোকক্ষয় করিতেছ ? কেন এই অকার্য্যের তুমি অনুষ্ঠাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছ ? হে সোম ! যেহেতু পরনারীহরণের জন্য তুমি ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছ, এই নিমিত্ত লোকে তুমি পাপ-গ্রহ হইয়া থাকিবে এবং দেবগণেরও তুমি পাপস্বরূপ হইবে। আমার বাক্যের গৌরব রক্ষা করিয়া তুমি বাক্‌পতির ভার্য্যা বাক্-পতিকে অর্পণ কর। হিমাংশুমালী চন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি তারাকে গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। রুদ্রও সহর্ষে প্রস্থান করিলেন। পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সংবৎসরান্তে তারার উদর হইতে এক সূর্য্য-সন্নিভ কুমার উৎপন্ন হইলেন। ঐ কুমার দিব্য পীতাম্বরধর এবং দিব্যাভরণে ভূষিত। উহার প্রভা দ্বাদশাদিত্যবৎ সমুজ্জ্বল। এই কুমার সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, এবং হস্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। ইনি রাজবৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত এবং রাজা সোমের পুত্র বলিয়া রাজপুত্র বুধ নামে অভিহিত। বলবান্ বুধ জন্মিবা-মাত্র জনগণের তেজোরাশি যেন দূরীভূত করিয়া দিলেন। তখন বুধের জাতকর্ম্মোৎ-সব উপলক্ষে ব্রহ্মাদি সুরগণ ও দেবর্ষিগণ বৃহস্পতিগৃহে আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই তারাকে জিজ্ঞাসিলেন, এই কুমার কাহার বীর্য্যে জন্মিয়াছেন ? তখন তারা লজ্জায় তাঁহাদের কথার কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। তাঁহারা পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে সেই বরাঙ্গনা অনেকক্ষণ পরে সলজ্জভাবে বলিলেন—চন্দ্রের। অনন্তর চন্দ্র সেই পুত্র গ্রহণ করিলেন এবং তাহার বুধ এই নাম প্রদান করিয়া তাহাকে ভূতলে রাজ্য প্রদান করিলেন। ব্রহ্মর্ষিগণসহ ব্রহ্মা তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া গ্রহগণমধ্যে স্থান প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি সর্ব্ব জনসমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। বুধ ইলার উদরে এক ধর্ম্মিষ্ঠ পুত্র উৎপাদন করিলেন। ৩৯—৫১। এই পুত্র স্বীয় তেজে শতাধিক অশ্বমেধ যজ্ঞ

পুরূরবা ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ৫২
হিমবচ্ছিখরে রম্যে সমারাধ্য পিতামহম্।
লোকৈশ্বর্য্যমগাদ্রাজন্ সপ্তদ্বীপপতিস্তদা ॥ ৫৩
কেশিপ্রভৃতয়ো দৈত্যাস্তদ্‌ভৃত্যত্বং সমাগতাঃ।
উর্ব্বশী যস্য পত্নীত্বমগমদ্রূপমোহিতা ॥ ৫৪
সপ্তদ্বীপা বসুমতী সশৈলবনকাননা।
ধর্ম্মেণ পালিতা তেন সর্ব্বলোকহিতৈষিণা ॥ ৫৫
চামরগ্রহণা কীর্ত্তিঃ স্বয়ঞ্চৈবাঙ্গবাহিকা।
ব্রহ্মপ্রসাদাদ্দেবেন্দ্রো দদাবর্দ্ধাসনং তদা ॥ ৫৬
ধর্ম্মার্থকামান্ ধর্ম্মেণ সমবেতোহভ্যপালয়ৎ।
ধর্ম্মার্থকামাস্তং দ্রষ্টুমাজগ্মুঃ কৌতুকান্বিতাঃ ॥ ৫৭
জিজ্ঞাসবস্তচ্চরিতং কথং পশ্যতি নঃ সমম্।
ভক্ত্যা চক্রে ততস্তেষামর্ঘ্যপাদ্যাদিকং ততঃ ॥
আসনত্রয়মানীয় দিব্যং কনকভূষণম্।
নিবেশ্যাথাকরোৎ পূজামীষদ্ধর্ম্মেহধিকাং পুনঃ ॥
অগ্যতুস্তৌ চ কামার্থাবতি কোপং নৃপং প্রতি।
অর্থঃ শাপমদাত্তস্মৈ লোভাত্বং নাশমেষ্যসি ॥
কামোহপ্যাহ তবোন্মাদো ভবিতা গন্ধমাদনে।
কুমারবনমাশ্রিত্য বিয়োগাচ্চোর্ব্বশীভবাৎ ॥ ৬১
ধর্ম্মোহপ্যাহ চিরায়ুস্ত্বং ধার্ম্মিকশ্চ ভবিষ্যসি।
সন্ততিস্তব রাজেন্দ্র যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ৬২
শতশো বৃদ্ধিমায়াতি ন নাশং ভুবি যাস্যতি।
ষষ্টিং বর্ষাণি চোন্মাদ উর্ব্বশীকামসম্ভবঃ ॥ ৬৩
অচিরাদেব ভার্য্যাপি বশমেষ্যতি চাপ্সরাঃ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধুঃ সর্ব্বে রাজা রাজ্যং তদাবহৎ।
অহন্যহনি দেবেন্দ্রং দ্রষ্টুং যাতি পুরূরবাঃ।
কদাচিদারুহ্য রথং দক্ষিণাম্বরচারিণা ॥ ৬৫
সার্দ্ধং শক্রেণ সোহপশ্যন্নীয়মানামথাম্বরে।
কেশিনা দানবেন্দ্রেণ চিত্রলেখামথোর্ব্বশীম্ ॥ ৬৬
তং বিনির্জ্জিত্য সমরে বিবিধায়ুধপাতনৈঃ।

করিয়াছিলেন। ইহাঁর নাম পুরূরবা; ইনি সর্ব্বলোকের সম্মানভাজন ছিলেন। পরে হিমালয়ের রম্য শিখরে পিতামহকে আরাধনা করিয়া সর্ব্বলোকৈশ্বর্য্য লাভ করেন এবং সপ্তদ্বীপের অধিপতি হন। কেশী প্রভৃতি দৈত্যগণ পুরূরবার ভৃত্য হইয়াছিল। তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া উর্ব্বশী তদীয় ভার্য্যা হইয়াছিলেন। সেই সর্ব্বলোকহিতৈষী পুরূরবা এই সশৈলজলকাননা সপ্তদ্বীপবতী বসুধা ধর্ম্মানুসারে পালন করেন। তাঁহার চামরগ্রহণা কীর্ত্তি নিজেই অঙ্গবাহিকা ছিল। ব্রহ্মার প্রসাদে ইন্দ্র তাঁহাকে অর্দ্ধাসন প্রদান করেন। তিনি ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে, ধর্ম্মানুসারে সমানভাবে পালন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম কৌতুকান্বিত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিল। রাজার চরিত্র কিরূপ? কিরূপে তিনি আমাদিগকে সমান দেখেন? ইহা জানিবার অভিপ্রায়েই ধর্ম্মার্থকামের আগমন হইল। রাজা পুরূরবা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অর্ঘ্য পাদ্যাদি প্রদান করিলেন। কনকমণ্ডিত দিব্য আসনত্রয় আনীত হইল। তিনি ধর্ম্মার্থ-কামকে তাহাতে উপবেশন করাইয়া ধর্ম্মকেই কিঞ্চিৎ অধিক পূজা করিলেন। তখন কাম এবং অর্থ রাজার প্রতি কোপান্বিত হইল। অর্থ রাজাকে অভিশাপ দিল—তুমি লোভ-বশতঃ নাশ প্রাপ্ত হইবে। কাম কহিল—গন্ধমাদনে কুমারবন আশ্রয়পূর্ব্বক উর্ব্বশী-বিয়োগে তোমার উন্মাদ হইবে। ধর্ম্ম কহিলেন,—তুমি চিরায়ু থাকিয়া ধার্ম্মিক হইবে। হে রাজেন্দ্র! আচন্দ্র নক্ষত্র: তোমার সন্ততি শত শত শাখায় ভূতলে বৃদ্ধি পাইবে, কখনও নাশ প্রাপ্ত হইবে না। উর্ব্বশী-কামজাত উন্মাদ ষষ্টি বর্ষ পর্য্যন্ত থাকিবে, পরে অচির-কাল মধ্যেই অপ্সরা তোমার বশীভূত হইবে। এই কথা কহিয়া ধর্ম্মার্থকাম অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাজা রাজ্য করিতে লাগিলেন। ৫২—৬৪। তিনি প্রত্যহ দেবেন্দ্রকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিতেন। একদা দানবেন্দ্র কেশী চিত্রলেখা ও উর্ব্বশীকে হরণ করিয়া অম্বরপথে লইয়া যাইতেছিল। ইন্দ্র ও পুরূরবা তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন পুরূরবা সমরে কেশী দানবকে বিবিধ আয়ুধপাতে জয় করিয়া ইন্দ্রকে উর্ব্বশী দান করেন। ঐ

পুরা শক্রোঽপি সমরে যেন বজ্রী বিনির্জ্জিতঃ।
মিত্রত্বমগমত্তেন প্রাদাদিন্দ্রায় চোর্ব্বশীম্।
ততঃ প্রভৃতি মিত্রত্বমগমৎ পাকশাসনঃ॥ ৬৮
সর্ব্বলোকেঽতিশয়িতং পুরূরবসমেব তম্।
প্রাহ বজ্রী তু সন্তুষ্টো নীয়তামিয়মেব চ॥ ৬৯
সা পুরূরবসঃ প্রীত্যৈ চাগায়চ্চরিতং মহৎ।
লক্ষ্মীস্বয়ংবরং নাম ভরতেন প্রবর্ত্তিতম্॥ ৭০
মেনকাং চোর্ব্বশীং রম্ভাং নৃত্যধ্বমিতি চাদিশৎ
ননর্ত্ত সলয়ং তত্র লক্ষ্মীরূপেণ চোর্ব্বশী॥ ৭১
সা পুরূরবসং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তী কামপীড়িতা।
বিস্মৃতাভিনয়ং সর্ব্বং যৎ পুরাতনচোদিতম্॥৭২
শশাপ ভরতঃ ক্রোধাদ্বিয়োগাত্তস্য ভূতলে।
পঞ্চপঞ্চাশদব্দানি লতাভূতা ভবিষ্যসি॥ ৭৩
ততস্তমূর্ব্বশী গত্বা ভর্ত্তারমকরোচ্চিরম্।
শাপানুভবনান্তে চ উর্ব্বশী বুধসূনুনা॥ ৭৪
অজীজনৎ সুতানষ্টৌ নামতস্তান্নিবোধ মে।
আয়ুর্দৃঢ়ায়ুর্বশ্যায়ুর্বলায়ুর্ধৃতিমান্ বসুঃ॥ ৭৫
দিব্যজায়ুঃ শতায়ুশ্চ সর্ব্বে দিব্যবলৌজসঃ।
আয়ুষো নহুষঃ পুত্রো বৃদ্ধশর্ম্মা তথৈব চ॥ ৭৬
রজির্দম্ভো বিশাখশ্চ বীরাঃ পঞ্চ মহারথাঃ।
রজেঃ পুত্রশতং জজ্ঞে রাজেয়া ইতি বিশ্রুতম্
রজিরারাধয়ামাস নারায়ণমকল্মষম্।
তপসা তোষিতো বিষ্ণুর্বরং প্রাদান্মহীপতেঃ॥
দেবাসুরমনুষ্যাণামভূৎ স বিজয়ী তদা।
অথ দেবাসুরং যুদ্ধমভূদ্বর্ষশতত্রয়ম্॥ ৭৯
প্রহ্লাদশক্রয়োর্ভীমং ন কশ্চিৎ বিজয়ী তয়োঃ
ততো দেবাসুরৈঃ পৃষ্টঃ পৃথগ্দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ॥৮০
অনয়োর্বিজয়ী কঃ স্যাদ্রজির্যত্রেতি সোঽব্রবীৎ
জয়ায় প্রার্থিতো রাজা সহায়স্ত্বং ভবস্ব নঃ॥৮১
দৈত্যৈঃ প্রাহ যদি স্বামী বো ভবামি ততস্বলম্

কেশী দানব পূর্ব্বে বজ্রধারী ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিল। এক্ষণে এই পরাজয়ে ইন্দ্রের সহিত পুরূরবার মিত্রতা হইল। সেই দিন হইতে ইন্দ্র পুরূরবার মিত্র হইলেন। তিনি তুষ্ট হইয়া সর্ব্বলোকাতিশায়ী পুরূরবাকে বলিলেন, তুমি এই উর্ব্বশীকে লইয়া যাও। উর্ব্বশী পুরূরবার প্রীতির জন্য ভরত মুনি-প্রণীত লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নামক গীতাভিনয় আরম্ভ করিল। মেনকা উর্ব্বশী এবং রম্ভা নৃত্য করিতে আদিষ্ট হইল। উর্ব্বশী লয়সহকারে লক্ষ্মীর সাজে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু পুরূরবাকে দেখিয়া সে কামার্ত্ত হইল। পূর্ব্বে যে অভিনয়ের বিষয় তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, উর্ব্বশী তখন তাহা ভুলিয়া গেল। এই ব্যাপারে ভরত মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এই অভিশাপ দিলেন যে, তুই পুরূরবার বিরহে পঞ্চপঞ্চাশৎ বৎসর ভূতলে লতা হইয়া থাকিবি। মুনির শাপ ফলিল। বুধ-নন্দন ভরতের শাপভোগের পর উর্ব্বশী গিয়া পুরূরবাকে ভর্ত্তৃপদে বরণ করিল। উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার অষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। যথা—আয়ু, দৃঢ়ায়ু, বশ্যায়ু, বলায়ু, ধৃতিমান, বসু, দিব্যজায়ু এবং শতায়ু। এই পুত্রগণ সকলেই দিব্য বলবীর্য্যশালী। আয়ুর পুত্র নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রজি, দম্ভ ও বিশাখ। এই পঞ্চ আয়ু-পুত্রই বীর মহারথ। রজির শত পুত্র; তাঁহারা রাজেয় নামে বিখ্যাত। ৬৫—৭৭। রজি শুদ্ধসত্ত্ব নারায়ণের আরাধনা করেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া নারায়ণ তাঁহাকে বর দান করিয়াছিলেন। সেই বরপ্রভাবে রজি রাজা দেবাসুর-মনুষ্যগণের বিজয়ী হইয়াছিলেন। অনন্তর একদা তিনশতবর্ষ যাবৎ দেবাসুর-যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে প্রহ্লাদ এবং ইন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে পরস্পর ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারিতেছিলেন না। তখন দেবাসুরগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই উভয় বীরের মধ্যে কে বিজয়ী হইবেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—রজিরাজা যে পক্ষে আছেন, সেই পক্ষ বিজয়ী হইবে। তখন দৈত্যগণ রাজাকে প্রার্থনা করিল—রাজন্! আপনি আমাদের সহায় হউন। রাজা বলিলেন—হাঁ, যদি তোমাদের প্রভু হইতে পারি, তাহা

নাসুরৈঃ প্রতিপন্নং তৎপ্রতিপন্নং সুরৈস্তদা ॥
স্বামী ভব ত্বমস্মাকং বলং নাশয় বিদ্বিষঃ।
ততো বিনাশিতাঃ সর্ব্বে যেঽবধ্যা বজ্রপাণিনঃ
পুত্রত্বমগমত্তুষ্টস্তস্যেন্দ্রঃ কর্ম্মণা ততঃ।
দত্ত্বেন্দ্রায় পুরা রাজ্যং জগাম তপসে রজিঃ ॥৮৪
রজিপুত্রৈস্তদাচ্ছিন্নং বলাদিন্দ্রস্য বৈ যদা।
যজ্ঞভাগশ্চ রাজ্যঞ্চ তপোবলগুণান্বিতৈঃ ॥ ৮৫
রাজ্যভ্রষ্টস্ততঃ শক্রো রজিপুত্রনিপীড়িতঃ।
প্রাহ বাচস্পতিং দীনঃ পীড়িতোঽস্মি রজেঃ সুতৈঃ ॥ ৮৬
ন যজ্ঞভাগো রাজ্যং মে পীড়িতস্য বৃহস্পতে।
রাজ্যলাভায় মে যত্নং বিধৎস্ব ধিষণাধিপ ॥ ৮৭
ততো বৃহস্পতিঃ শক্রমকরোদ্বলদর্পিতম্।
গ্রহশান্তিবিধানেন পৌষ্টিকেন চ কর্ম্মণা ॥ ৮৮
গত্বাথ মোহয়ামাস রজিপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ।
জিনধর্ম্মং সমাস্থায় বেদবাহ্যং স ধর্ম্মবিৎ ॥ ৮৯

বেদত্রয়ীপরিভ্রষ্টাংশ্চকার ধিষণাধিপঃ।
বেদবাহ্যান্ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্ ॥৯০
জঘান শক্রো বজ্রেণ সর্ব্বান্ ধর্ম্মবহিষ্কৃতান্।
নহুষস্য প্রবক্ষ্যামি পুত্রান্ সপ্তৈব ধার্ম্মিকান্ ॥
যতির্যযাতিঃ শর্য্যাতিরুত্তরঃ পর এব চ।
অযতির্বিযতিশ্চৈব সপ্তৈতে বংশবর্দ্ধনাঃ ॥ ৯২
যতিঃ কুমারভাবেঽপি যোগী বৈখানসোঽভবৎ
যযাতিরকরোদ্রাজ্যং ধর্ম্মৈকশরণঃ সদা ॥ ৯৩
শর্ম্মিষ্ঠা তস্য ভার্য্যাভূৎ দুহিতা বৃষপর্ব্বণঃ।
ভার্গবস্যাত্মজা চৈব দেবযানী চ সুব্রতা ॥ ৯৪
যযাতেঃ পঞ্চ দায়াদাস্তান্ প্রবক্ষ্যামি নামতঃ।
দেবযানী যদুং পুত্রং তুর্ব্বসুঞ্চাপ্যজীজনৎ ॥ ৯৫
তথা দ্রুহ্যমনুং পুরুং শর্ম্মিষ্ঠাজনয়ৎ সুতান্।
যদুঃ পুরুশ্চ ভরতস্তৌ বৈ বংশবিবর্দ্ধনৌ ॥ ৯৬
পুরোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি পার্থিব
যদোস্তু যাদবা জাতা যত্র তৌ বলকেশবৌ ॥

হইলে আমি তোমাদের সহায় হইব। অসুরেরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তখন সুরগণ তাঁহাকে প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিলেন, বলিলেন—আপনি আমাদের স্বামী হউন এবং শত্রুবল নাশ করুন। অনন্তর রজিরাজা বজ্রপাণিরও অবধ্য অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। এই ঘটনায় তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহার পুত্র হইলেন। রাজা রজি ইন্দ্রকে রাজ্য দান করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন। রজিরাজের তপোবলান্বিত অন্যান্য পুত্রগণ বলপূর্ব্বক ইন্দ্রের যজ্ঞভাগ এবং রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। তখন রজি-পুত্রনিপীড়িত রাজ্যভ্রষ্ট ইন্দ্র দীনভাবে বৃহস্পতিকে বলিলেন,—গুরো! রজিপুত্রগণ কর্ত্তৃক আমি নিপীড়িত হইয়াছি। আমার যজ্ঞভাগ এবং রাজ্য তাহারা হরণ করিয়াছে। হে বাচস্পতে! আপনি আমার রাজ্যলাভের জন্য যত্ন করুন। অনন্তর বৃহস্পতি গ্রহশান্তি ও পৌষ্টিক কর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রকে বলদর্পিত করিলেন এবং নিজে রজিপুত্রগণের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিলেন।

বৃহস্পতি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও স্বার্থসাধনার্থ জৈনধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক রজিপুত্রগণকে বেদত্রয় হইতে বিচ্যুত করিলেন। ইন্দ্র জানিতে পারিলেন, —রজিপুত্রগণ বেদবহিষ্কৃত, হেতুবাদান্বিত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। ইহা জানিয়া তিনি বজ্রাঘাতে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। এক্ষণে নহুষের সপ্ত ধার্ম্মিক পুত্রের কথা বলিতেছি। ঐ পুত্রগণের নাম যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, উত্তর, পর, অযতি ও বিযতি। ইহাদের মধ্যে যতি কৌমার অবস্থাতেই বৈখানসব্রত গ্রহণপূর্ব্বক যোগী হইয়াছিলেন। যযাতি একমাত্র ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া রাজ্যপালন করেন। বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা এবং ভার্গবনন্দিনী সুব্রতা দেবযানী তাঁহার ভার্য্যা ছিলেন।৭৮—৯৪। যযাতির পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের নাম বলিতেছি—দেবযানী, যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। দ্রুহ্য, অনু, এবং পুরু শর্ম্মিষ্ঠাগর্ভে উৎপন্ন হন। যদু, এবং পুরু—ইঁহারা বংশবর্দ্ধন ছিলেন। হে পার্থিব! তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ সেই পুরু বংশবার্ত্তা আমি পরে বলিব।

ভারাবতারণার্থায় পাণ্ডবানাং হিতায় চ।
যদোঃ পুত্রা বভূবুশ্চ পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ ॥৯৮
সহস্রজিৎ তথা জ্যেষ্ঠঃ ক্রোষ্টানিলোঽঞ্জিকো
রঘুঃ।
সহস্রজিতো দায়াদঃ শতজিন্নাম পার্থিবঃ ॥ ৯৯
শতজিতশ্চ দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব তথা তালহয়শ্চ যঃ ॥ ১০০
হৈহয়স্য তু দায়াদো ধর্ম্মনেত্রঃ প্রতিশ্রুতঃ।
ধর্ম্মনেত্রস্য কুন্তিস্তু সংহতস্তস্য চাত্মজঃ ॥১০১
সংহতস্য তু দায়াদো মহিষ্মান্ নাম পার্থিবঃ।
আসীন্মহিষ্মতঃ পুত্রো ভদ্রসেনঃ প্রতাপবান ॥
বারাণস্যামভূদ্রাজা কথিতঃ পূর্ব্বমেব হি।
ভদ্রসেনস্য পুত্রস্তু দুর্দ্দমো নাম ধার্ম্মিকঃ ॥ ১০৩
দুর্দ্দমস্য সুতো ভীমো ধনকো নাম বীর্য্যবান্।
ধনকস্য সুতা হ্যাসন্ চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥
কৃতাগ্নিঃ কৃতবীর্য্যশ্চ কৃতধর্ম্মা তথৈব চ।
কৃতৌজাশ্চ চতুর্থোঽভূৎ কৃতবীর্য্যাচ্চ
সোঽর্জ্জুনঃ ॥ ১০৫
জাতো বাহুসহস্রেণ সপ্তদ্বীপেশ্বরো নৃপঃ।
বর্ষাযুতং তপস্তেপে দুশ্চরং পৃথিবীপতিঃ ॥১০৬
দত্তমারাধয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যোঽত্রিসম্ভবম্।
তস্মৈ দত্তো বরান্ প্রাদাচ্চতুরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
পূর্ব্বং বাহুসহস্রন্তু স বব্রে রাজসত্তমঃ।
অধর্ম্মং ধ্যায়মানস্য ভীতিশ্চাপি নিবারণম্ ॥১০৮
যুদ্ধেন পৃথিবীং জিত্বা ধর্ম্মেণাবাপ্য বৈ বলম্।
সংগ্রামে বর্ত্তমানস্য বধশ্চৈবাধিকাদ্ভবেৎ ॥১০৯
এতেনেয়ং বসুমতী সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
সপ্তোদধিপরিক্ষিপ্তা ক্ষাত্রেণ বিধিনা জিতা ॥
জজ্ঞে বাহুসহস্রঞ্চ ইচ্ছতস্তস্য ধীমতঃ।
সর্ব্বে যজ্ঞা মহাবাহোস্তস্যাসন্ ভূরিদক্ষিণাঃ ॥
সর্ব্বে কাঞ্চনযূপাস্তে সর্ব্বে কাঞ্চনবেদিকাঃ।
সর্ব্বে দেবৈশ্চ সম্প্রাপ্তা বিমানস্থৈরলঙ্কৃতৈঃ ॥
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ নিত্যমেবাপি সেবিতাঃ।
যস্য যজ্ঞে জগৌ গাথা গন্ধর্ব্বো নারদস্তথা ॥

যদুর বংশধরেরা যাদব নামে বিখ্যাত। ভূভার হরণ এবং পাণ্ডবগণের হিতের নিমিত্ত এই বংশেই রাম এবং কেশব জন্মগ্রহণ করেন। যদুর দেবকুমারোপম পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের নাম সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নীল, অঞ্জিক ও রঘু। সহস্রজিতের পুত্র রাজা শতজিৎ। শতজিতের তিনটী পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের নাম হৈহয়, হয়, এবং তালহয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, তৎপুত্র কুন্তি, তৎপুত্র সংহত; সংহতের পুত্র রাজা মহিষ্মান্। মহিষ্মানের পুত্র প্রতাপবান্ ভদ্রসেন; ইনি বারাণসীতে রাজা হইয়াছিলেন। ভদ্রসেনের পুত্র ধার্ম্মিক দুর্দ্দম; তৎপুত্র বীর্য্যবান্ ধনক; ধনকের লোকবিশ্রুত চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের নাম কৃতাগ্নি, কৃতবীর্য্য, কৃতধর্ম্মা এবং কৃতৌজা। ইহাঁদের মধ্যে কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন; ইনি সহস্রবাহুশালী সপ্ত দ্বীপাধিপতি রাজা। এই রাজা কার্ত্তবীর্য্য অযুত বর্ষ যাবৎ কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যা করিয়া কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম দত্তাত্রেয় তাঁহাকে চারিটী বর প্রদান করেন। রাজসত্তম প্রথম বরে বাহুসহস্র প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা অধর্ম্মচিন্তাকারী ব্যক্তির ভীতি উৎপাদন ও অধর্ম্মনিবারণ; তৃতীয় ও চতুর্থ বর প্রার্থনা,—যুদ্ধ করিয়া পৃথিবী জয়, ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন, এবং সংগ্রামে আপনা অপেক্ষা অধিক বলশালীর হস্তে নিধন। এইরূপে বরপ্রাপ্ত কার্ত্তবীর্য্য সপ্ত সাগর ও সপ্তদ্বীপ-পত্তনমালিনী বসুমতী যুদ্ধে জয় করিলেন।৯৫—১১০। তাঁহার ইচ্ছামাত্র বাহুসহস্র উৎপন্ন হইত। সেই মহাবাহু রাজা ভূরিদক্ষিণান্বিত বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত সমস্ত যজ্ঞই কাঞ্চনযূপ ও কাঞ্চন বেদিকাযুক্ত; বিমানস্থ অলঙ্কৃত সর্ব্বদেব, সর্ব্ব গন্ধর্ব্ব, এবং যাবতীয় অপ্সরা আসিয়া নিত্য ঐ সকল যজ্ঞ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রা..র কার্ত্তবীর্য্যের মাহাত্ম্য দেখিয়

কার্ত্তবীর্য্যস্থ রাজর্ষের্মহিমানং নিরীক্ষ্য সঃ।
ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্থ গতিং যাস্থন্তি পার্থিবাঃ॥
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ।
সপ্তদ্বীপানমুচরন্ বেগেন পবনোপমঃ॥ ১১৫
পঞ্চাশীতি সহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ নরাধিপঃ।
সপ্তদ্বীপপৃথিব্যাশ্চ চক্রবর্ত্তী বভূব হ॥ ১১৬
স এব পশুপালোঽভূৎ ক্ষেত্রপালঃ স এব হি।
স এব বৃষ্ট্যা পর্জ্জন্যো যোগিত্বাদর্জ্জুনোঽভবৎ॥
যোঽসৌ বাহুসহস্রেণ জ্যাঘাতকঠিনত্বচা।
ভাতি রশ্মিসহস্রেণ শারদেনেব ভাস্করঃ॥১১৮
এষ নাম মনুষ্যেষু মাহিষ্মত্যাং মহাদ্যুতিঃ।
এষ বেগং সমুদ্রস্থ প্রাবৃট্‌কালে ভজেত বৈ॥
ক্রীড়তে স্বসুখায়ৈব প্রতিস্রোতো মহীপতিঃ।
ললনাঃ ক্রীড়তা তেন প্রতিবদ্ধোর্ম্মিমালিনী॥
ঊর্ম্মিভ্রূকুটিমালা সা শঙ্কিতাভ্যেতি নর্ম্মদা।
এষ এব মনোর্বংশে হ্যবগাহেন্মহার্ণবম্॥ ১২১
করেণোদ্ধৃত্য বেগন্তু কামিনীপ্রীণনেন তু।
তস্য বাহুসহস্রেণ ক্ষোভ্যমাণে মহোদধৌ॥১২২
ভবন্তি লীনা নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্থা মহাসুরাঃ।
তদূরুক্ষোভচকিতা অমৃতোৎপাদশঙ্কিতাঃ।
নতা নিশ্চলমূর্দ্ধানো ভবন্তি চ মহোরগাঃ।
এষ ধন্বী চ চিক্ষেপ রাবণং প্রতি সায়কান্।
এষ ধন্বী ধনুর্গৃহ্য উৎসিক্তং পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
লঙ্কেশং মোহয়িত্বা তু সবলং রাবণং বলাৎ।
নির্জ্জিত্য বদ্ধা স্বানীয় মাহিষ্মত্যাং ববন্ধ তম্।
ততো গতোঽহং তস্যাগ্রে অর্জ্জুনং সম্প্রসাদয়ন্
মুমোচ রাজন্ পৌত্রং মে সখ্যং কৃত্বা চ পার্থিবঃ
তস্য বাহুসহস্রস্য বভূব জ্যাতলস্বনঃ।
যুগান্তাগ্নেঃ প্রবৃত্তস্য যথা জ্যাতলনিঃস্বনঃ॥১২৭
অহো বলং বিধের্বীর্য্যং ভার্গবঃ স যদাচ্ছিনৎ।
মৃধে সহস্রং বাহূনাং হেমতালবনং যথা॥ ১২৮

প্রসিদ্ধ গন্ধর্ব্ব নারদ, এই গাথা গান করিয়াছিলেন যে, যজ্ঞ, দান,তপস্যা, বিক্রম বা শাস্ত্রজ্ঞানবলে অন্য কোন রাজাই কর্ম্মবীর্য্যরাজের গতি লাভ করিবেন না; ইহা নিশ্চয়ই। সেই নরপতি বেগে পবনোপম ছিলেন। তিনি পঞ্চাশীতিসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সপ্ত দ্বীপ পরিক্রম করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনিই পশুপাল, তিনিই ক্ষেত্রপাল, তিনিই বৃষ্টিহেতু পর্জ্জন্য এবং তিনিই যোগিত্ব-হেতু অর্জ্জুন ছিলেন। তিনি শরৎকালীন সহস্ররশ্মিমালী ভাস্করের ন্যায় জ্যাঘাতকঠিনীকৃত বাহুসহস্র দ্বারা বিরাজ করিতেন। সেই মহাদ্যুতিশালী রাজা মনুষ্যলোকে মাহিষ্মতীপুরে রাজত্ব করেন। তিনি বর্ষাকালে সমুদ্রবেগ ধারণ করিতেন। জলক্রীড়ায় তাঁহার সুখোদয় হইত। তিনি ললনাগণসহ নর্ম্মদার প্রতিস্রোতে ক্রীড়া করিতেন। ক্রীড়া করিতে করিতে ঊর্ম্মিমালিনী নর্ম্মদাকে তিনি বাহুসমূহ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেন। নর্ম্মদা ঊর্ম্মিরূপ ভ্রূকুটি ভঙ্গী করিয়া যেন শঙ্কিত হইয়াই তখন বাহিত হইত। মনুবংশে রাজা কার্ত্তবীর্য্যই কেবল কামিনীপ্রীণনার্থ কর, দ্বারা বেগ ধারণ করিয়া মহার্ণবে অবগাহন করিতেন। তাঁহার বাহুসহস্র দ্বারা মহার্ণব বিক্ষুব্ধ হইতে থাকিলে পাতালস্থ মহাসুরগণ ভয়ে নিশ্চেষ্টভাবে লুক্কায়িত হইত। তদীয় বিষম বিক্ষোভে চকিত হইয়া মহোরগগণ স্থির মস্তকে নত হইয়া থাকিত। কার্ত্তবীর্য্য অদ্বিতীয় ধন্বী ছিলেন। তিনি রাবণের প্রতি সায়কসমূহ নিক্ষেপ করেন। রাবণ গর্ব্বিত ছিল; ধন্বী কার্ত্তবীর্য্য ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চ শরে লঙ্কাপতিকে সবলে মোহিত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে জয় করিয়া বন্দী অবস্থায় মাহিষ্মতীপুরে আনয়নপূর্ব্বক বন্ধন করিয়াছিলেন। অনন্তর আমি গিয়া অর্জ্জুনকে প্রসাদিত করিলে তিনি আমার পৌত্রকে মোচন করিয়া তৎসহ সখ্য স্থাপন করেন। যুগান্তবহ্নি প্রজ্বলিত হইলে পৃথিবীতল হইতে যেরূপ শব্দ হয়, তেমনি সেই সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যের বাহুসহস্র হইতে জ্যাতলধ্বনি উত্থিত হইত। ১১১—১২৭। অহো বিধাতার কি বলবীর্য্য! ভৃগুনন্দন পরশুরাম সমরে হেমতালবনের ন্যায়

ধঃ বসিষ্ঠশ্চ সংক্রুদ্ধো হ্যর্জ্জুনং শপ্তবান্ বিভুঃ ॥
যস্মাদ্বনং প্রদগ্ধং তে বিশ্রুতং মম হৈহয় ।
তস্মাত্তে দুষ্কৃতং কর্ম্ম কৃতমন্যো হনিষ্যতি ॥১৩০
ছিত্বা বাহুসহস্রং তে প্রমথ্য তরসা বলী ।
তপস্বী ব্রাহ্মণস্ত্বাং বৈ বধিষ্যতি স ভার্গবঃ ॥১৩১
তস্য রামোহথ হন্তাসীন্মুনিশাপেন ধীমতঃ ।
তস্য পুত্রশতং হ্যাসীৎ পঞ্চ তত্র মহারথাঃ ॥১৩২
কৃতাস্ত্রা বলিনঃ শূরা ধর্ম্মাত্মানো মহাবল ।
শূরসেনশ্চ শূরশ্চ ধৃষ্টো বৈ কৃষ্ণ এব চ ॥ ১৩৩
জয়ধ্বজঃ স বৈ কর্ত্তা অবন্তিশ্চ রসাপতিঃ ।
জয়ধ্বজস্য পুত্রস্তু তালজঙ্ঘো মহাবলঃ ॥ ১৩৪
তস্য পুত্রাঃ শতান্যেব তালজঙ্ঘা ইতি স্মৃতাঃ ।
তেষাং পঞ্চ কুলান্যাসন্ হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্
বীতিহোত্রাশ্চ সঞ্জাতা ভোজাশ্চাবন্তয়স্তথা ।
তুণ্ডকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
বীতিহোত্রসুতশ্চাপি অনন্তো নাম বীর্য্যবান্ ।
দুর্জ্জয়স্তস্য পুত্রস্তু বভূবামিত্রকর্ষণঃ ।
সদ্ভাবেন মহারাজঃ প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥ ১৩৭
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ ।
যেন সাগরপর্য্যন্তা ধনুষা নির্জ্জিতা মহী ॥ ১৩৮
যস্তস্য কীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥১৩৯
কার্ত্তবীর্য্যস্য যো জন্ম কথয়েদিহ ধীমতঃ ।
যথা যষ্টা যথা দাতা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১৪০

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে যদুবংশ-
কীর্ত্তনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ ।

ক্রোষ্টোঃ শৃণু ত্বং রাজেন্দ্র বংশমুত্তমপূরুষম্ ।
যস্যান্ববায়ে সম্ভূতো বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ ॥ ১
ক্রোষ্টোরেবাভবৎ পুত্রো বৃজিনীবান্ মহাযশাঃ
তস্য পুত্রোহভবৎ স্বাতিঃ কুশঙ্কুস্তৎসুতোহভবৎ
কুশঙ্কোরভবৎ পুত্রো নাম্না চিত্ররথোহস্য তু ।

সেই বাহুসহস্র ছেদন করেন। বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে অভিশাপ দিয়া বলিয়াছিলেন, আমার এই বিখ্যাত বন তুই দগ্ধ করিলি, এই হেতু তোর যে দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইল, তাহার ফলে অপর কেহ তোর বধ সাধন করিবে। বলবান্ তপস্বী ব্রাহ্মণ ভার্গব সবলে তোর বাহুসহস্র ছেদন ও মর্দ্দন করিয়া তোর প্রাণ সংহার করিবেন। মুনিবর বশিষ্ঠের সেই অভিশাপে পরশুরাম তাহার সংহার সাধন করেন। কার্ত্তবীর্য্যের শত পুত্র, তন্মধ্যে পাঁচজন মহারথ; সেই পঞ্চ মহারথের নাম শূরসেন, শূর, ধৃষ্ট, কৃষ্ণ এবং জয়ধ্বজ; ইঁহারা সকলেই কৃতাস্ত্র, বলবান্, শূর এবং ধর্ম্মাত্মা। জয়ধ্বজের পুত্র বলবান তালজঙ্ঘ। তাঁহার শত পুত্র তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত। এই তালজঙ্ঘ হৈহয়গণের পঞ্চকুলে বীতিহোত্র, ভোজ, অবন্তি, তুণ্ডকের ও বিক্রান্ত তালজঙ্ঘগণ প্রসিদ্ধ। বীতিহোত্রের পুত্র বীর্য্যবান্ অনন্ত; তাঁহার পুত্র অমিত্রকর্ষী দুর্জ্জয়। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সদ্ভাবে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন। তিনি সহস্র বাহু ধারণ করিতেন এবং এই সসাগরা মহী ধনুর্ব্বাণসাহায্যে জয় করিয়াছিলেন। যে মানব প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, তাহার বিত্তনাশ হয় না; সে নষ্ট দ্রব্য পুনরায় লাভ করিয়া থাকে। যিনি ভূতলে কার্ত্তবীর্য্যের জন্মবার্ত্তা বিবৃত করেন, তিনি যাগশীল ও দাতা ব্যক্তির ন্যায় স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকেন। ২২৮—২৪০।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে রাজন্! যাঁহার বংশে বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন, ক্রোষ্টুর সেই উত্তম বংশবিবরণ শ্রবণ করুন। ক্রোষ্টুর পুত্র মহাযশা বৃজীনীবান্; তাঁহার পুত্র স্বাতি, তৎপুত্র কুশঙ্কু; তাঁহার পুত্র

শশবিন্দুরিতি খ্যাতশ্চক্রবর্ত্তী বভূব হ ॥ ৩
অত্রানুবংশশ্লোকোঽয়ং গীতস্তস্য পুরাভবৎ।
শশবিন্দোস্তু পুত্রাণাং শতানামভবচ্ছতম্।
ধীমতাং চারুরূপাণাং ভূরিদ্রবিণতেজসাম্ ॥ ৪
তেষাং শতপ্রধানানাং পৃথুসাহ্বা মহাবলাঃ ॥ ৫
পৃথুশ্রবাঃ পৃথুযশাঃ পৃথুতেজাঃ পৃথুদ্ভবঃ।
পৃথুকীর্ত্তিঃ পৃথুমতো রাজানঃ শশবিন্দবঃ ॥ ৬
শংসন্তি চ পুরাণজ্ঞাঃ পৃথুশ্রবসমুত্তমম্।
ততশ্চাস্যাভবন্ পুত্রাঃ উশনা শত্রুতাপনঃ ॥ ৭
পুত্রশ্চোশনসস্তস্য শিনেয়ুর্নাম সত্তমঃ।
আসীৎ শিনেয়োঃ পুত্রো যঃ স রুক্মকবচো মতঃ
নিহত্য রুক্মকবচো যুদ্ধে যুদ্ধবিশারদঃ।
ধন্বিনো-বিবিধৈর্বাণৈরবাপ্য পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৯
অশ্বমেধেঽদদাদ্রাজা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাম্।
জজ্ঞে তু রুক্মকবচাৎ পরাবৃৎ পরবীরহা ॥ ১০
তৎপুত্রা জজ্ঞিরে পঞ্চ মহাবীর্য্যপরাক্রমাঃ।
রুক্মেষুঃ পৃথুরুক্মশ্চ জ্যামঘঃ পরিঘো হরিঃ ॥ ১১
পরিঘঞ্চ হরিঞ্চৈব বিদেহেঽস্থাপয়ৎ পিতা।
রুক্মেষুরভবদ্রাজা পৃথুরুক্মস্তথাশ্রয়ঃ ॥ ১২
তাভ্যাং প্রব্রাজিতো রাজ্যাৎ জ্যামঘো-
হবসদাশ্রমে।
প্রশান্তশ্চাশ্রমস্থস্ত ব্রাহ্মণেন বিবোধিতঃ ॥ ১৩
জগাম ধনুরাদায় দেশমন্যং ধ্বজী রথী।
নর্ম্মদাতট একাকী কেবলং বৃত্তিকর্শিতঃ ॥ ১৪
ঋক্ষবন্তং গিরিং গত্বা মুক্তমন্যৈরুপাবিশৎ।
জ্যামঘস্যাভবদ্ভার্য্যা শৈব্যা পরিণতা সতী ॥ ১৫
অপুত্রোঽপ্যভবদ্রাজা ভার্য্যামন্যামচিন্তয়ন্।
তস্যাসীদ্বিজয়ো যুদ্ধে তত্র কন্যামবাপ সঃ ॥ ১৬
ভার্য্যামুবাচ সন্ত্রাসাৎ স্নুষেয়ন্তে শুচিস্মিতে।
এবমুক্তাব্রবীদেনং কস্য কেঽয়ং স্নুষেতি বৈ।

চিত্ররথ; তৎপুত্র শশবিন্দু; ইনি চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। ইহাঁর সম্বন্ধে পূর্ব্বে এইরূপ অনুবংশ-শ্লোক গীত হইয়াছে যে, শশবিন্দুর শত শত পুত্র* উৎপন্ন হইয়াছিল, ঐ পুত্রগণ সকলেই ধীমান্, চারুমূর্ত্তি, এবং ভূরিদ্রবিণ-তেজা; ইহাদের মধ্যে শতপুত্র প্রধান; এই শত পুত্রের মধ্যে আবার যাহারা পৃথু নামক তাঁহারা মহাবল-পরাক্রম। পৃথু-শ্রবা, পৃথুযশা, পৃথুতেজা, পৃথুদ্ভব ও পৃথু-কীর্ত্তি প্রভৃতি পৃথুমান্ পুত্রগণই শশবিন্দু-বংশীয় রাজা বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁদের মধ্যে পুরাণজ্ঞগণ পৃথুশ্রবাকেই উত্তম বলিয়া প্রশংসা করেন। এই পৃথুশ্রবার বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করে; শত্রুতাপন উশনা তাহাদের অন্যতম। এই উশনার পুত্র শিনেয়ু; শিনেয়ুর পুত্র রুক্মকবচ। ইনি যুদ্ধবিশারদ ছিলেন। ইনি যুদ্ধে বিবিধ বাণে ধনুর্দ্ধারী-দিগকে নিহত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনু-ষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পৃথিবী দক্ষিণা দিয়াছিলেন। রুক্মকবচের পুত্র পরবীরহা পরাবৃৎ। ইহাঁর মহাবীর্য্য পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের নাম রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি। পিতা পরাবৃৎ ইহাদের মধ্যে পরিঘ ও হরিকে বিদেহ রাজ্যে স্থাপন করেন। রুক্মেষু রাজা হইলেন; পৃথুরুক্ম তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলেন। জ্যামঘ উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কোন আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবোধিত হইলেন এবং প্রশান্তভাবে আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃত্তিকর্শিত জ্যামঘ ধনু গ্রহণ-পূর্ব্বক রথধ্বজ লইয়া একাকী নর্ম্মদাতটে গমন করিলেন। তথায় অন্যের অনধিকৃত ঋক্ষ-বান্ পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জ্যামঘের ভার্য্যার নাম শৈব্যা; তিনি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন। জ্যামঘ অপুত্রক; তাই তাঁহার মনে মনে ভার্য্যান্তর গ্রহণের সঙ্কল্প ছিল। কোন একটা যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন; তাহাতে একটা কন্যাও তাঁহার জয়লব্ধ হইয়াছিল। ১—১৬। তিনি কন্যা পাইয়া ত্রাসভরে ভার্য্যাকে বলিলেন,—শুচিস্মিতে! এই রাজ-কন্যা তোমার পুত্রবধূ। এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী কহিলেন,—এ কন্যা কাহার স্নুষা হইবে?

রাজোবাচ।

যস্তে জনিষ্যতে পুত্রস্তস্য ভার্য্যা ভবিষ্যতি।
তস্যাঃ সা তপসোহগ্রেণ কন্যায়াঃ সম্প্রসূয়ত ॥
পুত্রং বিদর্ভং সুভগং শৈব্যা পরিণতা সতী।
রাজপুত্র্যাস্ত বিদ্বাংসৌ স্নুষায়াং ক্রথকৌশিকৌ
লোমপাদং তৃতীয়ন্তু পুত্রং পরমধার্ম্মিকম্।
পশ্চাদ্বিদর্ভোহজনয়চ্ছূরং রণবিশারদম্ ॥ ২০
লোমপাদাত্মজো বভ্রুর্ধৃতিস্তস্য তু চাত্মজঃ।
কৌশিকস্যাত্মজশ্চেদিস্তস্মাচ্চৈদ্যনৃপাঃ স্মৃতাঃ
ক্রথো বিদর্ভপুত্রো যঃ কুন্তিস্তস্যাত্মজোহভবৎ
কুন্তের্ধৃষ্টস্ততো জজ্ঞে ধৃষ্টাৎ সৃষ্টঃ প্রতাপবান্
সৃষ্টস্য পুত্রো ধর্ম্মাত্মা নিবৃত্তিঃ পরবীরহা।
নিবৃত্তিপুত্রো দাশার্হো নাম্না স তু বিদূরথঃ ॥২৩
দাশার্হপুত্রো ভীমস্ত ভীমাজ্জীমূত উচ্যতে।
জীমূতপুত্রো বিকৃতিস্তস্য ভীমরথঃ সুতঃ ॥ ২৪
অথ ভীমরথস্যাপি পুত্রো নবরথঃ কিল।
তস্য চাসীদ্দশরথঃ শকুনিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৫
তস্মাৎ করম্ভস্তস্মাচ্চ দেবরাতো বভূব হ।
দেবক্ষত্রোহভবদ্রাজা দেবরাতান্মহাযশাঃ ॥২৬
দেবগর্ভসমো জজ্ঞে দেবক্ষত্রস্য নন্দনঃ।
মধুর্নাম মহাতেজা মধোঃ কুরুবশঃ স্মৃতঃ ॥ ২৭
আসীৎ কুরুবশাৎ পুত্রঃ পুরুহোত্রঃ প্রতাপবান্
অংশুর্জজ্ঞেহথ বৈদর্ভ্যাং দ্রবন্ত্যাং পুরুহোত্রতঃ
বেত্রকী ত্বভবদ্ভার্য্যা অংশোস্তস্যাং ব্যজায়ত।
সাত্বতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ সাত্বতাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৯
ইমাং বিসৃষ্টিং বিজ্ঞায় জ্যামঘস্য মহাত্মনঃ।
প্রজাবানেতি সাযুজ্যং রাজ্ঞঃ সোমস্য ধীমতঃ ॥
সাত্বতান্ সত্ত্বসম্পন্না কৌশল্যা সুষুবে সুতান্।
তেষাং সর্গাশ্চ চত্বারো বিস্তরেণৈব তান্ শৃণু ॥
ভজমানস্য সৃঞ্জয্যাং ভাজনামা সুতোহভবৎ।
সৃঞ্জয়স্য সুতায়াস্ত ভাজকাস্ত ততোহভবন্ ॥ ৩২
তস্য ভাজস্য ভার্য্যে দ্বে সুষুবাতে সুতান্ বহূন্
নেমিঞ্চ কৃকণঞ্চৈব বৃষ্ণিং পরপুরঞ্জয়ম্ ॥ ৩৩
তে ভাজকাঃ স্মৃতা যস্মাদ্ভজমানাদ্বিজজ্ঞিরে।
দেবাবৃধঃ পৃথুর্নাম মধূনাং মিত্রবর্দ্ধনঃ ॥ ৩৪

রাজা কহিলেন,—তোমার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, এই কন্যা তাহার ভার্য্যা হইবে। অনন্তর সেই কন্যার কঠোর তপস্যায় শৈব্যা পরিণত বয়সে বিদর্ভ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্রের ঔরসে রাজ-কন্যার গর্ভে ক্রথ-কৌশিক নামে দুই বিদ্বান্ পুত্র উৎপন্ন হয়। বিদর্ভের তৃতীয় পুত্র পরম ধার্ম্মিক লোমপাদ; তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রণবিশারদ শূর। লোমপাদের পুত্র বভ্রু, তৎপুত্র ধৃতি। কৌশিকের পুত্র চেদি; এই চেদি হইতেই চৈদ্যরাজগণের প্রতিষ্ঠা। বিদর্ভের ক্রথ নামে যে পুত্র ছিলেন, তাঁহার পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট, ধৃষ্টের পুত্র প্রতাপ-বান্ সৃষ্ট; তৎপুত্র পরবীরঘাতী ধর্ম্মাত্মা নিবৃত্তি; নিবৃত্তির পুত্র দাশার্হ, ইনি বিদূরথ নামে বিখ্যাত। দাশার্হের পুত্র ভীম, তৎপুত্র জীমূত; তৎপুত্র বিকৃতি, তৎপুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র নবরথ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র শকুনি, তৎপুত্র করম্ভ, তৎপুত্র দেবরাত, তৎপুত্র মহা-যশা দেবক্ষত্র, তৎপুত্র দেবগর্ভ সম মহাতেজা মধু; মধুর পুত্র কুরুবশ, তৎপুত্র প্রতাপবান্ পুরুহোত্র; বিদর্ভনন্দিনী দ্রবন্তীর গর্ভে পুরুহোত্র হইতে অংশু নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। অংশু বেত্রকীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে অংশু হইতে সাত্বতগণের কীর্ত্তি-বর্দ্ধন, সত্ত্বগুণসম্পন্ন সাত্বতের জন্ম হয়। প্রজাবান্ মহাত্মা জ্যামঘের এই সৃষ্টিবিস্তার অবগত হইয়া মনুষ্য সোমরাজের সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। সত্ত্বসম্পন্না কৌশল্যা সাত্বতগণকে প্রসব করেন। এই সাত্বগণের চারি বংশ, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করুন। ১৭—৩১। সৃঞ্জয়-সুতা সৃঞ্জয়ীর গর্ভে ভজমানের ভাজ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই ভাজ হইতে ভাজকগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ভাজের দুই ভার্য্যা; ভার্য্যা-দ্বয়ের গর্ভে তাঁহার বহু পুত্র উৎপন্ন হয়। উক্ত পুত্রগণের নাম নেমি, কৃকণ, এবং পর-পুরঞ্জয় বৃষ্ণি। ইঁহারা ভজমান হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভাজক নামে বিখ্যাত। মধুগণের

অপুত্রস্ত্বভবদ্রাজা চচার পরমং তপঃ।
পুত্রঃ সর্ব্বগুণোপেতো মম ভূয়াদিতি স্পৃহন্ ॥৩৫
সংযোজ্য কৃষ্ণমেবাথ পর্ণাশায়া জলং স্পৃশন্।
সা তোয়স্পর্শনাত্তস্য সান্নিধ্যং নিম্নগা হ্যগাৎ ॥
কল্যাণং চরতস্তস্য শুশোচ নিম্নগা ততঃ।
চিন্তয়াথ পরীতাত্মা জগামাথ বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৭
ভূত্বা গচ্ছাম্যহং নারী যস্যামেবংবিধঃ সুতঃ।
জায়েত তস্মাদদ্যাহং ভবাম্যস্য সুতপ্রদা ॥ ৩৮
অথ ভূত্বা কুমারী সা বিভ্রতী পরমং বপুঃ।
জ্ঞাপয়ামাস রাজানং তামিয়েষ নৃপস্ততঃ ॥ ৩৯
অথ সা নবমে মাসি সুষুবে সরিতাংবরা।
পুত্রং সর্ব্বগুণোপেতং বভ্রুং দেবাবৃধাৎ পরম্ ॥
অত্র বংশে পুরাণজ্ঞা ব্রুবন্তীতি পরিশ্রুতম্!
গুণান্ দেবাবৃধস্যাথ কীর্ত্তয়ন্তো মহাত্মনঃ ॥ ৪১
বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ।
ষষ্টিঃ শতঞ্চ পুত্রাণাং সহস্রাণি চ সপ্ততিঃ ॥ ৪২
এতেঽমৃতত্বং সংপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি।
যজ্ঞদানতপোধীমান্ ব্রহ্মণ্যঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ ॥৪৩
রূপবাংশ্চ মহাতেজা ভোজোঽভবৎ মৃতকাবতী
শরকান্তস্য দুহিতা সুষুবে চতুরঃ সুতান্ ॥ ৪৪
কুকুরং ভজমানঞ্চ শ্যামং কম্বলবর্হিষম্।
কুকুরস্যাত্মজো বৃষ্টির্বৃষ্টেস্ত তনয়ো ধৃতিঃ ॥ ৪৫
কপোতরোমা তস্যাপি তিত্তিরিস্তস্য চাত্মজঃ।
তস্যাসীদ্বহুপুত্রস্ত বিদ্বান্ পুত্রো নরিঃ কিল ॥৪৬
খ্যায়তে তস্য নামান্যচ্চন্দনোদকদুন্দুভিঃ।
অস্যাসীদভিজিৎ পুত্রস্ততো জাতঃ পুনর্ব্বসুঃ।
অপুত্রো হ্যভিজিৎ পূর্ব্বমৃষিভিঃ প্রেরিতো মুনি
অশ্বমেধন্তু পুত্রার্থমাজুহাব নরোত্তমঃ ॥ ৪৮
তস্য মধ্যে বিচরতঃ সভামধ্যাৎ সমুত্থিতঃ।
অন্ধস্তু বিদ্বান্ ধর্ম্মজ্ঞো যজ্ঞদাতা পুনর্ব্বসুঃ ॥৪৯
তস্যাসীৎ পুত্রমিথুনং বসোশ্চারিজিতঃ কিল।
আহুকশ্চাহুকীচৈব খ্যাতামতিমতাং বর ॥ ৫০
ইমাংশ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকাংশ্চাতিরসাত্মকান্।
সোপাসঙ্গানুকর্ষাণাং তনুত্রাণাং বরূথিনাম্।

মিত্রবর্দ্ধন রাজা দেবাবৃধ অপুত্রক হওয়ায় একটী গুণবান্ পুত্র কামনায় কৃষ্ণধ্যানপূর্ব্বক পর্ণাশা নদীর জল স্পর্শ করত পরম তপস্যা করিতে লাগিলেন। জল স্পর্শনে নদী তাঁহার সন্নিহিতা হইল এবং সেই কল্যাণ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী রাজার জন্য শোক প্রকাশ করিল। অনন্তর চিন্তাযুক্ত হইয়া নদী স্থির করিল, আমি নারী হইয়া ইহাঁর নিকট যাইব, আমারই গর্ভে এবম্বিধ পুত্র উৎপন্ন হইবে। অতএব আমিই ইহাঁর পুত্রদায়িনী হইব। নদী এইরূপ স্থির করিয়া সুন্দরী কুমারীরূপে রাজাকে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইল। রাজা তাহাকে কামনা করিলেন। নবম মাসে সরিদ্বরা এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নাম সর্ব্বগুণসম্পন্ন বভ্রু। আমাদের শুনা আছে, পুরাণজ্ঞগণ মহাত্মা দেবাবৃধের গুণরাশি বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার বংশসম্বন্ধে বলিয়া থাকেন, দেবাবৃধ দেবতুল্য এবং তৎপুত্র বভ্রু মনুষ্যসমাজে শ্রেষ্ঠ। এই দুই পিতাপুত্র হইতে সপ্ততিসহস্র ষষ্টিশত পুত্র অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বভ্রুর পুত্র—যজ্ঞ-দান-তপোরত, ব্রহ্মণ্য, সুদৃঢ়ব্রত, রূপবান্, ধীমান্, মহাতেজা ভোজ। ভোজের পত্নী শরকান্ত-দুহিতা অমৃতকাঙ্ক্ষী চারি পুত্র প্রসব করেন, তাহাদের নাম—কুকুর, ভজমান, শ্যাম এবং কম্বলবর্হী; কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, তৎপুত্র ধৃতি, তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র তিত্তিরি। এই তিত্তিরির বহুপুত্রশালী বিদ্বান্ পুত্র নরি। এই নরির অপর নাম চন্দনোদক-দুন্দুভি; ইহাঁর পুত্র অভিজিৎ, তৎপুত্র পুনর্ব্বসু। অভিজিৎ অপুত্রক ছিলেন। তিনি ঋষিগণের প্রেরণায় পুত্রার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; যজ্ঞসভামধ্যে বিচরণকালে তন্মধ্য হইতে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম পুনর্ব্বসু; পুনর্ব্বসু অন্ধ, কিন্তু বিদ্বান্, ধর্ম্মজ্ঞ এবং যজ্ঞানুষ্ঠাতা ছিলেন ।৩২—৪৯। তাঁহার এক মিথুন সন্তান উৎপন্ন হয়। উহারা আহুক এবং আহুকী নামে বিখ্যাত। এই সম্বন্ধে কতিপয় অতি-রসাত্মক শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যথা—

রথানাং মেঘঘোষাণাং সহস্রাণি দশৈব তু ॥
নাসত্যবাদিনো ভোজা নাযজ্ঞা নাসহস্রদাঃ।
নাশুচির্নাপ্যবিদ্বাংসো ন ভোজাদধিকোঽভবৎ ॥
আহুকাত্তমন্বপ্রাপ্ত ইত্যেষোঽন্বয় উচ্যতে ॥ ৫৩
আহুকশ্চাপ্যবন্তীষু স্বসারং চাহুকীং দদৌ।
আহুকস্যৈব দুহিতা পুত্রৌ দ্বৌ সমসূয়ত ॥ ৫৪
দেবকং চোগ্রসেনঞ্চ দেবগর্ভসমাবুভৌ।
দেবকস্য সুতাশ্চৈব জজ্ঞিরে ত্রিদশোপমাঃ ॥ ৫৫
দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেবরক্ষিতঃ।
তেষাং স্বসারঃ সপ্তৈব বসুদেবায় তা দদৌ ॥৫৬
দেবকী শ্রুতদেবা চ যশোদা চ শ্রুতিশ্রবা।
শ্রীদেবা চোপদেবা চ সুরূপা চেতি সপ্তমী ॥ ৫৭
নবোগ্রসেনস্য সুতাঃ কংসস্তেষাঞ্চ পূর্ব্বজঃ।
ন্যগ্রোধস্তু সুনামা চ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ সুভূশ্চ যঃ ॥৫৮
অন্যস্তু রাষ্ট্রপালশ্চ বদ্ধমুষ্টিঃ সমুষ্টিকঃ। ৫৯

দশসহস্র সুসজ্জিত মেঘনির্ঘোষী রথ এবং দশসহস্র বর্ম্মপরিহিত রথী আহুকের পরিকর ছিল। ভোজগণ মধ্যে কেহ অসত্যবাদী, যজ্ঞ-অননুষ্ঠাতা, অসহস্রদাতা, অশুচি বা অবিদ্বান্ ছিল না। ভোজ আহুক হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ ছিল না; আহুক পর্য্যন্তই ভোজবংশের এই সকল মহৎ গুণ ছিল এবং এই আহুক হইতেই এই বংশের অবসান। আহুক তাহার ভগিনী আহুকীকে অবন্তী-রাজকরে প্রদান করেন। আহুকের কন্যা দুই পুত্র প্রসব করে। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম দেবক এবং উগ্রসেন। দেবকের দেব-তুল্য বহু পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের নাম—দেববান্, উপদেব, সুদেব এবং দেবরক্ষিত। ইহাদের সপ্ত ভগ্নী; সাত জনকেই দেবক বসুদেব-করে সম্প্রদান করেন। ইহাদের নাম—দেবকী, শ্রুতদেবা, যশোদা, শ্রুতিশ্রবা, শ্রীদেবা, উপদেবা ও সুরূপা। উগ্রসেনের নয় পুত্র; কংস তাহাদের জ্যেষ্ঠ। কংসের অন্যান্য ভ্রাতৃগণের নাম—ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, সুভু,

তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাসন্ কংসা কংসবতী তথা।
সুরভী রাষ্ট্রপালী চ কঙ্কা চেতি বরাঙ্গনাঃ ॥
উগ্রসেনঃ সহাপত্যো ব্যাখ্যাতঃ কুকুরোদ্ভবঃ ॥
ভজমানস্য পুত্রোঽভূদ্রথিমুখ্যো বিদূরথঃ।
রাজাধিদেবঃ শূরশ্চ বিদূরথসুতোঽভবৎ ॥ ৬১
রাজাধিদেবস্য সুতৌ জজ্ঞাতে বীরসম্মতৌ।
ক্ষত্রব্রতেঽতিনিরতৌ শোণাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ ॥৬২
শোণাশ্বস্য সুতাঃ পঞ্চ শূরা রণবিশারদাঃ।
শমী চ রাজশর্ম্মা চ নির্মুক্তঃ শত্রুজিচ্ছুচিঃ ॥ ৬৩
শমীপুত্রঃ প্রতিক্ষত্রঃ প্রতিক্ষত্রস্য চাত্মজঃ।
প্রতিক্ষত্রসুতো ভোজো হৃদীকস্তস্য চাত্মজঃ।
হৃদীকস্যাভবন্ পুত্রা দশ ভীমপরাক্রমাঃ ॥ ৬৪
কৃতবর্ম্মাগ্রজস্তেষাং শতধন্বা চ সত্তমঃ।
দেবার্হশ্চ সুভানুশ্চ ভীষণশ্চ মহাবলঃ ॥ ৬৫
অজাতশ্চ বিজাতশ্চ করকশ্চ করন্ধমঃ।
দেবার্হস্য সুতো বিদ্বান্ জজ্ঞে কম্বলবর্হিষঃ ॥ ৬৬
অসমৌজাস্ততস্তস্য সমৌজাশ্চ সুতাবুভৌ।
অজাতপুত্রস্য সুতৌ প্রজায়েতে সমৌজসৌ ॥

রাষ্ট্রপাল, বদ্ধমুষ্টি ও মুষ্টিক। ইহাদের পঞ্চ ভগিনী ছিল। তাহাদের নাম—কংসা, কংস-বতী, সুরভী, রাষ্ট্রপালা ও কঙ্কা। সন্তান সন্ততি সহ কুকুরকুলোদ্ভব উগ্রসেনের বিবরণ বর্ণিত হইল। ভজমানের পুত্র রথিপ্রবর বিদূরথ। বিদূরথের পুত্র বীর রাজাধিদেব। রাজাধিদেবের দুই পুত্র—শোণাশ্ব ও শ্বেত-বাহন। ইঁহারা বীরসম্মত ও ক্ষত্রব্রত-নিরত ছিলেন। শোণাশ্বের রণবিশারদ পঞ্চপুত্র ছিল। তাহাদের নাম —শমী, রাজ-শর্ম্মা, নির্মুক্ত, শত্রুজিৎ ও শুচি। শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র ভোজ, তৎপুত্র হৃদীক। হৃদীকের ভীমপরাক্রম দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। ৫০—৬৪। এই পুত্রগণের জ্যেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা; অন্যান্য পুত্রগণের নাম—শতধন্বা, দেবার্হ, সুভানু, ভীষণ, অজাত, বিজাত, করক ও করন্ধম। দেবার্হের পুত্র বিদ্বান্ কম্বলবর্হিষ। তৎ-পুত্র অসমৌজা, তৎপুত্র সমৌজা; অসমৌজা অগ্রে অপুত্রক ছিলেন, পরে সমৌজা নামে

সমৌজঃপুত্রা বিখ্যাতাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
সুদংশশ্চ সুবংশশ্চ কৃষ্ণ ইত্যনুনামতঃ ॥ ৬৮
অন্ধকানামিমং বংশং যঃ কীর্ত্তয়তি নিত্যশঃ।
আত্মনো বিপুলং বংশং প্রজামাপ্নোত্যয়ং ততঃ
গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ ক্রোষ্টোর্ভার্য্যে বভূবতুঃ
গান্ধারী জনয়ামাস সুমিত্রং মিত্রবৎসলম্ ॥
মাদ্রী যুধাজিতং পুত্রং ততো বৈ দেবমীঢ়ুষম্।
অনমিত্রং শিনিঞ্চৈব পঞ্চাত্র কৃতলক্ষণাঃ ॥ ৭১
অনমিত্রসুতো নিম্নো নিম্নস্যাপি চ দ্বৌ সুতৌ
প্রসেনশ্চ মহাবীর্য্যঃ শক্তিসেনশ্চ তাবুভৌ ॥
স্যমন্তকং প্রসেনস্য মণিরত্নমনুত্তমম্।
পৃথিব্যাং মণিরত্নানাং রাজেতি সমুদাহৃতম্ ॥
হৃদি কৃত্বা সুবহুশো মণিং তং স ব্যরাজত।
মণিরত্নং যযাচেঽথ রাজার্থং শৌরিরুত্তমম্ ॥
গোবিন্দশ্চ ন তং লেভে শক্তোঽপি ন জহার সঃ।
কদাচিন্মৃগয়াং যাতঃ প্রসেনস্তেন ভূষিতঃ ॥৭৫

বিলে শব্দং স শুশ্রাব কৃতং সত্ত্বেন কেনচিৎ।
ততঃ প্রবিশ্য স বিলং প্রসেনো হ্যক্ষমাসদৎ।
ঋক্ষঃ প্রসেনঞ্চ তথা ঋক্ষঞ্চাপি প্রসেনজিৎ।
আসাদ্য যুযুধাতে তৌ পরস্পরজয়েচ্ছয়া ॥৭৭
হত্বা ঋক্ষঃ প্রসেনঞ্চ ততস্তং মণিমাদদাৎ।
প্রসেনস্তু হতং শ্রুত্বা গোবিন্দঃ পরিশঙ্কিতঃ
সত্রাজিতা তু তদ্ভ্রাত্রা যাদবৈশ্চ তথাপরৈঃ
গোবিন্দেন হতো নূনং প্রসেনো মণিকারণাৎ
প্রসেনস্তু গতোঽরণ্যং মণিরত্নেন ভূষিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা নিজঘানাথ ন ত্যজন্তং স্যমন্তকম্ ॥৮০
জঘানৈবাপ্রদানেন শত্রুভূতঞ্চ কেশবঃ।
ইতি প্রবাদঃ সর্ব্বত্র খ্যাতঃ সত্রাজিতা কৃতঃ ॥৮১
অথ দীর্ঘেণ কালেন মৃগয়াং নির্গতঃ পুনঃ।
যদৃচ্ছয়া চ গোবিন্দো বিলাভ্যাসমথাগমৎ ॥৮২
ততঃ শব্দং যথাপূর্ব্বং স চক্রে ঋক্ষরাড়বলী।

তাঁহার দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সমৌজার পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র বিখ্যাত। তাহাদের নাম—সুদংশ, সুবংশ এবং কৃষ্ণ। অন্ধকগণের এই বিপুল বংশবার্ত্তা নিত্য যিনি কীর্ত্তন করেন, তিনি বিপুল বংশ ও বহু প্রজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গান্ধারী ও মাদ্রী নামে ক্রোষ্টুর দুই ভার্য্যা ছিলেন। তন্মধ্যে গান্ধারীর পুত্র মিত্রবৎসল সুমিত্র, মাদ্রীর পুত্র যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ুষ, অনমিত্র ও শিনি। এই পঞ্চ পুত্রই লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনমিত্রের পুত্র নিম্ন; নিম্নের দুই পুত্র—প্রসেন ও মহাবীর্য্য শক্তিসেন। প্রসেনের স্যমন্তক নামে এক উত্তম মণিরত্ন ছিল। উহা পৃথিবী মধ্যে মণিরত্নসমূহের রাজা। প্রসেন ঐ মণিরত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভাশালী ছিলেন। শৌরি গোবিন্দ রাজার জন্য ঐ উত্তম মণিরত্ন প্রার্থনা করেন; কিন্তু প্রার্থনা করিয়াও প্রাপ্ত হন না, পরন্তু সামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি তাহা হরণ করেন নাই। একদা প্রসেন সেই স্যমন্তক-ভূষিত হইয়া মৃগয়ায় গমন করেন। সেখানে বিলমধ্যে একটা প্রাণী শব্দ করায় তাহা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। অনন্তর প্রসেন সেই বিলে প্রবেশ করিয়া একটা ঋক্ষকে দেখিতে পাইলেন। তখন ঋক্ষ প্রসেনকে এবং প্রসেন ঋক্ষকে প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর জিগীষাবশে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। যুদ্ধে ঋক্ষ প্রসেনকে নিহত করিয়া সেই মণি গ্রহণ করিল। প্রসেন নিহত হইয়াছেন শুনিয়া গোবিন্দ শঙ্কিত হইলেন। প্রসেনের ভ্রাতা সত্রাজিৎ এবং অন্যান্য যাদবগণ সকলেই আশঙ্কা করিলেন,—নিশ্চয়ই মণির নিমিত্ত গোবিন্দ প্রসেনকে নিহত করিয়াছেন। প্রসেন মণিরত্নে ভূষিত হইয়া অরণ্যে গিয়াছিল। সে মণি প্রদান করে নাই, এই জন্য গোবিন্দ তাহাকে দেখিয়া নিহত করিয়াছেন। মণি না দেওয়ায় প্রসেন কেশবের শত্রুস্বরূপ হইয়াছিল। তাই কেশব তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। সত্রাজিৎকৃত এইরূপ প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ৬৫—৮১। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে গোবিন্দ যদৃচ্ছাক্রমে মৃগয়ায় নির্গত হইয়া সেই বিলসমীপে গমন করি-

শব্দং শ্রুত্বা তু গোবিন্দঃ খড়্গপাণিঃ প্রবিশ্য চ
অপশ্যজ্জাম্ববন্তঞ্চ ঋক্ষরাজং মহাবলম্।
ততস্তূর্ণং হৃষীকেশস্তমৃক্ষমতিরংহসা ॥ ৮৪
জাম্ববন্তং স জগ্রাহ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
দৃষ্টা চৈনং তথা বিষ্ণুং কর্ম্মভির্বৈষ্ণবীং তনুম্ ॥
তুষ্টাব ঋক্ষরাজোঽপি বিষ্ণুসূক্তেন সত্বরম্।
ততস্তু ভগবাংস্তুষ্টো বরেণ সমরোচয়ৎ ॥ ৮৬

জাম্ববানুবাচ।

ইষ্টং চক্রপ্রহারেণ ত্বত্তো মে মরণং শুভম্।
কন্যা চেহয়ং মম সুতা ভর্ত্তারং ত্বামবাপ্নুয়াৎ ॥৮৭
যোহয়ং মণিঃ প্রসেনাত্তু হত্বা চৈবাপ্তবানহম্।
স ত্বয়া গৃহ্যতাং নাথ মণিরেষোঽহত্র বর্ত্ততে ॥৮৮
ইত্যুক্তো জাম্ববন্তং বৈ হত্বা চক্রেণ কেশবঃ।
কৃতকার্য্যো মহাবাহুঃ কন্যাং চৈবাদদৌ তদা ॥
ততঃ সত্রাজিতে চৈতন্মণিরত্নং স বৈ দদৌ।
যল্লব্ধমৃক্ষরাজাচ্চ সর্ব্বযাদবসন্নিধৌ ॥ ৯০
তেন মিথ্যাপ্রবাদেন সন্তপ্তোহয়ং জনার্দ্দনঃ
ততস্তে যাদবাঃ সর্ব্বে বাসুদেবমথাব্রুবন্ ॥ ৯১
অস্মাকং মনসি হ্যাসীৎ প্রসেনস্তু ত্বয়া হতঃ।
একৈকস্যাস্তু সুন্দর্য্যো দশ সত্রাজিতঃ সুতাঃ ॥
সত্যোৎপন্নাঃ সুতাস্তস্য শতমেকঞ্চ বিশ্রুতাঃ।
বিখ্যাতাশ্চ মহাবীর্য্যা ভঙ্গকারশ্চ পূর্ব্বজঃ ॥ ৯৩
সত্যা ব্রতবতী স্বপ্না ভঙ্গকারস্য পূর্ব্বজা।
সুষুবুস্তাঃ কুমারাংশ্চ শিনীবালঃ প্রতাপবান্ ॥
অভঙ্গো যুযুধানশ্চ শিনিস্তস্যাত্মজোঽভবৎ।
তস্মাদ্‌যুগন্ধরঃ পুত্রাঃ শতং তস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
অনমিত্রাহ্বয়ো যো বৈ বিখ্যাতো বৃষ্ণিবংশজঃ
অনমিত্রাৎ শিনির্জজ্ঞে কনিষ্ঠো বৃষ্ণিনন্দনঃ ॥৯৬
অনমিত্রাচ্চ সঞ্জজ্ঞে বৃষ্ণিবীরো যুধাজিতঃ।
অন্যৌ চ তনয়ৌ বীরাবৃষভশ্চিত্র এব চ ॥ ৯৭
ঋষভঃ কাশিরাজস্য সুতাং ভার্য্যামনিন্দিতাম্।

লেন। সেখানে বলবান্ ঋক্ষরাজ সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই শব্দ করিতেছিলেন। গোবিন্দ সেই শব্দ শুনিয়া খড়্গহস্তে বিলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহাবলশালী ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে অবলোকন করিলেন। গোবিন্দের চক্ষু ক্রোধারক্ত হইল। তিনি সত্বর সবেগে জাম্ববান্‌কে আক্রমণ করিলেন। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ বিষ্ণুকে অবলোকন করিয়া বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা সেই বৈষ্ণবী তনুর স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর লইতে বলিলেন। জাম্ববান্ কহিল, আপনার চক্রপ্রহারে আপনা হইতে আমার মরণ প্রার্থনীয়। পরন্তু আমার এই কন্যার আপনি ভর্ত্তা হউন। আমি প্রসেনকে হত্যা করিয়া এই যে মণি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাও আপনি গ্রহণ করুন। এই সেই মণি এখানে রহিয়াছে। জাম্ববান্ এই কথা কহিলে, মহাবাহু কেশব তাহাকে চক্র দ্বারা নিহত করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন এবং তাহার কন্যাকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর গোবিন্দ সে স্থান হইতে আসিয়া সর্ব্ব যাদব সমীপে সত্রাজিৎকে ঋক্ষরাজের নিকট লব্ধ সেই মণিরত্ন প্রদান করিলেন। জনার্দ্দন মিথ্যাপবাদে সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তখন যাদবগণ সকলেই বাসুদেবকে বলিলেন, আমাদের মনে হইয়াছিল, তুমিই প্রসেনকে নিহত করিয়াছ। সত্রাজিতের দশ স্ত্রী, তাহাদের এক একজনের দশ দশটী পুত্র হইয়াছিল। সমষ্টিতে তাঁহার এক শত পুত্র এবং একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে॥ সত্রাজিতের উক্ত পুত্রগণ সকলেই বিখ্যাত এবং মহাবীর্য্যসম্পন্ন। এই সকল পুত্রের মধ্যে ভঙ্গকার জ্যেষ্ঠ। কন্যা সত্যভামা ভঙ্গকারেরও পূর্ব্বজাতা। সত্রাজিতের পত্নীগণ শিনীবাল, অভঙ্গ এবং যুযুধান প্রভৃতি কুমারগণকে প্রসব করেন। যুযুধানের পুত্র শিনি; শিনির পুত্র যুগন্ধর। এই যুগন্ধরের শত পুত্র বিখ্যাত। বৃষ্ণিবংশে অনমিত্র নামে যে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারও শিনি নামে এক পুত্র হইয়াছিল। এই শিনি বৃষ্ণিনন্দনগণ মধ্যে কনিষ্ঠ। ৮২—৯৬। অনমিত্রের আরও তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম বৃষ্ণিবীর যুধাজিত; অপর দুই বীর পুত্রের নাম

জয়ন্তশ্চ জয়ন্তীঞ্চ শুভাং ভার্য্যামবিন্দত ॥ ৯৮
জয়ন্তস্য জয়ন্ত্যাং বৈ পুত্রঃ সমভবত্ততঃ।
সদা যজ্ঞাতিধীরশ্চ শ্রুতবানতিথিপ্রিয়ঃ ॥ ৯৯
অক্রূরঃ সুষুবে তস্মাৎ সুদক্ষো ভূরিদক্ষিণঃ।
রত্নকন্যা চ শৈব্যা চ অক্রূরস্তামবাপ্তবান্ ॥১০০
পুত্রানুৎপাদয়ামাস একাদশ মহাবলান্।
উপলম্ভং সদালম্ভমুৎকলঞ্চার্য্যশৈশবম্ ॥ ১০১
সুধীরঞ্চ সদা যক্ষং শত্রুঘ্নং বারিমেজয়ম্।
ধর্ম্মদৃষ্টিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ সৃষ্টিমৌলিং তথৈব চ ॥ ১০২
সর্ব্বে চ প্রতিহর্ত্তারো রত্নানাং জজ্ঞিরে চ তে।
অক্রূরাচ্ছূরসেনায়াং সুতৌ দ্বৌ কুলনন্দনৌ ॥
দেববানুপদেবশ্চ জজ্ঞাতে দেবসম্মতৌ।
অশ্বিন্যাং ত্রিচতুঃ পুত্রাঃ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ ॥১০৪
অশ্বগ্রীবোঽশ্ববাহুশ্চ সুপার্শ্বকগবেষণৌ।
রিষ্টনেমিঃ সুবর্চ্চা চ সুধর্ম্মা মৃদুরেব চ।
অভূমির্বহুভূমিশ্চ শ্রবিষ্ঠাশ্রবণে স্ত্রিয়ৌ ॥ ১০৫

ইমাং মিথ্যাভিশপ্তিং যো বেদ কৃষ্ণস্য বুদ্ধিমান্
ন স মিথ্যাভিশাপেন অভিগম্যশ্চ কেনচিৎ।
ঐক্ষ্বাকী সুষুবে পুত্রং শূরমদ্ভুতমীঢ়ুষম্ ॥ ১০৭
মীঢ়ুষাজ্জজ্ঞিরে শূরা ভোজায়াং পুরুষা দশ।
বসুদেবো মহাবাহুঃ পূর্ব্বমানকদুন্দুভিঃ। ১০৮
দেবভাগস্তথা জজ্ঞে তথা দেবশ্রবাঃ পুনঃ।
অনাবৃষ্টিং কুনিশ্চৈব নন্দিশ্চৈব সকৃদ্‌যশাঃ ॥১০৯
শ্যামঃ শমীকঃ সপ্তাখ্যঃ পঞ্চ চাস্য বরাঙ্গনাঃ।
শ্রুতকীর্ত্তিঃ পৃথা চৈব শ্রুতদেবী শ্রুতশ্রবাঃ।
রাজাধিদেবী চ তথা পঞ্চৈতা বীরমাতরঃ।
বৃদ্ধস্য শ্রুতদেবী তু কারুষং সুষুবে নৃপম্ ॥১১১
কৈকয়াচ্ছ্রুতকীর্ত্তেস্তু জজ্ঞে সন্তর্দ্দনো নৃপঃ।
শ্রুতশ্রবসি চৈদ্যস্য সুনীথঃ সমপদ্যত ॥ ১১২
রাজাধিদেব্যাঃ সম্ভূতো ধর্ম্মাস্তয়বিবর্জ্জিতঃ।
শূরঃ সখ্যেন বদ্ধোঽসৌ কুন্তিভোজে পৃথাং
দদৌ ॥ ১১৩

ঋষভ ও চিত্র। ঋষভ সুন্দরী কাশিরাজ-নন্দিনীর পাণি গ্রহণ করেন। চিত্রের নামান্তর জয়ন্ত। তিনি জয়ন্তী নাম্নী সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করেন। জয়ন্তীর গর্ভে জয়ন্তের এক পুত্র হয়। ঐ পুত্র যাগশীল, ধীর, শাস্ত্রজ্ঞ এবং অতিথিপ্রিয় ছিলেন। ইহাঁর অক্রূর নামে এক ভূরিদক্ষিণ সুদক্ষ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। অক্রূর রত্নকন্যা শৈব্যার পাণিগ্রহণ করেন। শৈব্যার গর্ভে অক্রূরের মহাবল-পরাক্রম একাদশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ঐ পুত্রগণের নাম—উপলম্ভ, সদালম্ভ, উৎকল, আর্য্যশৈশব, সুধীর, সদাযক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমেজয়, ধর্ম্মদৃষ্টি, ধর্ম্ম ও সৃষ্টিমৌলি! এই পুত্রগণ সকলেই রত্নপ্রতিহর্ত্তা ছিল। অক্রূর হইতে শূর-সেনীর গর্ভে আরও দুইটী কুলনন্দন পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এই পুত্রদ্বয় দেব-প্রতিম; ইহাদের নাম দেববান্ ও উপদেব। এতদ্ভিন্ন অশ্বিনীর গর্ভে অক্রূরের আরও কতিপয় সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের নাম—পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শ্ব, গবেষণ, রিষ্টনেমি, সুবর্চ্চা, সুধর্ম্মা, মৃদু, অভূমি, ও বহুভূমি; কন্যা—শ্রবিষ্ঠা এবং শ্রবণা! যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের এই মিথ্যাভিশপ্তি জানেন, তিনি কখন কাহারও মিথ্যাভিশাপের বিষয়ীভূত হন না। ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে অদ্ভুতকর্ম্মা বীর মীঢ়ুষ জন্ম গ্রহণ করেন। মীঢ়ুষ হইতে ভোজার গর্ভে দশটী বীরপুত্র উৎপন্ন হয়। এই সকল পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাবাহু বসুদেব; ইহাঁর অপর নাম আনকদুন্দুভি। অন্যান্য পুত্রগণের নাম—দেবভাগ, দেবশ্রবা, অনাধৃষ্টি, কুনি, নন্দি, সকৃদ্‌যশা, শ্যাম, শমীক, ও সপ্তাখ্য। ইহা ভিন্ন তাঁহার পাঁচটী শ্রেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। তাঁহাদের নাম—শ্রুতকীর্ত্তি, পৃথা, শ্রুতদেবী, শ্রুতশ্রবা, এবং রাজাধি-দেবী। এই পঞ্চ কন্যাই বীরজননী। শ্রুত-দেবী কারূষনামক নরপতির জননী। কৈকয় হইতে শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দ্দন রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রুতশ্রবার গর্ভে চৈদ্যরাজের সুনীথ নামক পুত্র উৎপন্ন হয়।৯৭—১১২। ধর্ম্ম হইতে রাজাধিদেবীর গর্ভে ভীতিহীন শূর জন্ম গ্রহণ করেন। মীঢ়ুষ সৌখ্যবদ্ধ হইয়া কুন্তী-

এবং কুন্তীসমাখ্যা চ বসুদেবস্বসা পৃথা।
কুন্তিভোজোঽদদাত্তাস্ত পাণ্ডোর্ভার্য্যামনিন্দিতাম্
পাণ্ডর্থেঽসূত দেবী সা দেবপুত্রান্ মহারথান্॥
ধর্ম্মাদ্যুধিষ্ঠিরো জজ্ঞে বাতাজ্জজ্ঞে বৃকোদরঃ।
ইন্দ্রাদ্ধনঞ্জয়শ্চৈব শক্রতুল্যপরাক্রমঃ॥ ১১৫
যোঽসৌ ত্রিপুরুষাজ্জতস্ত্রিভিরংশৈর্মহারথঃ।
দেবকার্য্যকরশ্চৈব সর্ব্বদানবসূদনঃ॥ ১১৬
অবধ্যাশ্চাপি শক্রস্য দানবা যেন ঘাতিতাঃ।
স্থাপিতঃ স তু শক্রেণ লব্ধবর্চ্চাস্ত্রিবিষ্টপে॥১১৭
মাদ্রবত্যাস্ত জনিতাবশ্বিনাবিতি নঃ শ্রুতম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ রূপসত্ত্বগুণান্বিতৌ॥ ১১৮
রোহিণী পৌরবী নাম ভার্য্যা চানকদুন্দুভেঃ।
লেভে চেষ্টং সুতং রামং সারণঞ্চ রণপ্রিয়ম্॥
দুর্দ্ধরং দমনঞ্চৈব পিণ্ডারকমহাহনুম্॥ ১২০
অথ মায়া স্বমাবাস্যা দেবকী যা ভবিষ্যতি।
তস্যাং জজ্ঞে মহাবাহুঃ পূর্ব্বস্তু স প্রজাপতিঃ॥
অনুজাতাভবৎ কৃষ্ণা সুভদ্রা ভদ্রভাষিণী।
বিজয়ো রোচমানশ্চ বর্দ্ধমানশ্চ দেবলঃ॥ ১২২
এতে সর্ব্বে মহাত্মান উপদেব্যাং প্রজজ্ঞিরে।
অগাবহং মহাত্মানং বৃহদ্দেবী ব্যজায়ত॥ ১২৩
বৃহদ্দেব্যাং স্বয়ং জজ্ঞে মন্দকো নাম নামতঃ।
সপ্তমং দেবকীপুত্রং রেমন্তং সুষুবে সুতম্॥
গবেষণং মহাভাগং সংগ্রামেষ্বপরাজিতম্।
শ্রুতদেব্যা বিহারে তু বনে বিচরতা পুরা॥১২৫
বৈশ্যায়াং সমধাচ্ছৌরিঃ পুত্রং কৌশিকমগ্রজম্
শ্রুতন্ধরা তু রাজ্ঞী তু সৌরগন্ধপরিগ্রহঃ॥ ১২৬
পুত্রঞ্চ কপিলঞ্চৈব বসুদেবাত্মজো বলী।
জনানাঞ্চ বিষাদোঽভূৎ প্রথমঃ স ধনুর্দ্ধরঃ॥
সৌভদ্রশ্চাভবশ্চৈব মহাসত্ত্বৌ বভূবতুঃ।
দেবভাগসুতশ্চাপি প্রস্তাবঃ সবুধঃ স্মৃতঃ॥ ১২৮
পণ্ডিতং প্রথমং বাহুর্দেবশ্রবসমুত্তমম্।

ভোজকে পৃথানাম্নী কন্যা দান করেন। এই রূপে বসুদেবভগ্নী পৃথা কুন্তিভোজের নামানুসারে কুন্তী নামে বিখ্যাতা হন। কুন্তী-ভোজ অনিন্দিতা পৃথাকে পাণ্ডুর ভার্য্যারূপে অর্পণ করেন। পৃথা পাণ্ডুর জন্য তিনটী মহারথ দেবপুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, পবন হইতে বৃকোদর এবং ইন্দ্র হইতে ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম ধনঞ্জয় পৃথার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ধনঞ্জয় ত্রি-পুরুষ হইতে তিন অংশে উৎপন্ন, দেবকার্য্য-কারী এবং সর্ব্ব দানবঘাতী। যে সকল দানব ইন্দ্রেরও অবধ্য, ধনঞ্জয় তাহাদিগকেও বিনাশ করেন। ইন্দ্র সেই তেজস্বী বীর পুত্রকে স্বর্গে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, পাণ্ডুর অন্য স্ত্রী মাদ্রবতী অশ্বিনী-কুমারযুগল হইতে নকুল ও সহদেব নামে রূপ-সত্ত্ব-গুণান্বিত দুই পুত্র প্রসব করেন। পৌরবী রোহিণী বসুদেবের ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রণ-প্রিয় রাম ও সারণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার আরও তিন পুত্র হইয়াছিল, তাহাদের নাম—দুর্দ্ধর, দমন, পিণ্ডারক মহাহনু। যিনি বসুদেব-ভার্য্যা দেবকী হইয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। বসুদেব পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন। ভদ্রভাষিণী সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের অনুজা। বসুদেবের উপ-দেবী নামে যে পত্নী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে বিজয়, রোচমান, বর্দ্ধমান ও দেবল জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা ছিলেন। বৃহদ্দেবীর গর্ভে মহাত্মা অগাবহ উৎপন্ন হন। ১১৩-১২৩। বৃহদ্দেবীর গর্ভে মন্দক নামে আর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। বসুদেব পূর্ব্বে বনবিহারকালে শ্রুতদেবীর গর্ভে সংগ্রামে অপরাজেয় মহাভাগ গবেষণকে উৎ-পাদন করেন। বৈশ্যার গর্ভে বসুদেবের কৌশিক নামে এক পুত্র হইয়াছিল। রাজ্ঞী শ্রুতন্ধরার গর্ভে বসুদেবের কপিল নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র বলবান্ ও সর্ব্বপ্রথম ধনুর্দ্ধর ছিল। ইহার জন্য জনগণের বিষাদ উপস্থিত হয়। ইহা ভিন্ন সৌভদ্র এবং অভব নামে দুই মহাসত্ত্বশালী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবভাগের পুত্র প্রস্তাব; ইনি জনসমাজে বিজ্ঞ বলিয়া পরি-

ইক্ষ্বাকুকুলতো যস্য মনস্বিন্যা যশস্বিনী ॥ ১২৯
নিবৃত্তশত্রুঃ শত্রুঘ্নঃ শ্রদ্ধা তস্মাদজায়ত।
গণ্ডূষায়ামপত্যানি কৃষ্ণস্তুষ্টঃ শতং দদৌ ॥ ১৩০
সন্দেশস্ত মহাভাগং বীর্য্যবন্তং মহাবলম্।
রন্তিপালশ্চ রন্তিশ্চ নন্দনস্য সুতাবুভৌ ॥ ১৩১
শমীকপুত্রাশ্চত্বারো বিক্রান্তাঃ সুমহাবলাঃ।
বিরজশ্চ ধনুশ্চৈব ব্যোমস্তস্য সসৃঞ্জয়ঃ ॥ ১৩২
অনপত্যোঽভবদ্ব্যোমঃ সৃঞ্জয়স্য ধনঞ্জয়ঃ।
যো জায়মানো ভোজত্বং রাজর্ষিত্বমবাপ্তবান্ ॥
কৃষ্ণস্য জন্মাভ্যুদয়ং যঃ কীর্ত্তয়তি নিত্যশঃ।
শৃণোতি বা নরো নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে
অথ দেবো মহাদেবঃ পূর্ব্বং কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বিহারার্থং সদেবোঽসৌ মানুষেষ্বপ্যজায়ত ॥
দেবক্যাং বসুদেবেন তপসা পুষ্করেক্ষণঃ।
চতুর্বাহুস্তু সঞ্জাতো দিব্যরূপো জনাশ্রয়ঃ ॥১৩৬

শ্রীবৎসলক্ষণং দেবং দৃষ্ট্বা দেবৈঃ সলক্ষণম্।
উবাচ বসুদেবস্তং রূপং সংহর বৈ প্রভো ॥
ভীতোঽহং দেব কংসস্য ততস্ত্বেতদ্ব্রবীমি তে
মম পুত্রা হতাস্তেন শ্রেষ্ঠাঃ ষড়ভীমবিক্রমাঃ।
বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং সংহরদচ্যুতঃ।
অনুজ্ঞাপ্য তু তং শৌরির্নন্দগোপগৃহেঽনয়ৎ।
দত্বা তং নন্দগোপায় রক্ষতামিতি চাব্রবীৎ।
অতস্তু সর্ব্বকল্যাণং যাদবানাং ভবিষ্যতি ।১৪০
অয়ন্তু গর্ভো দেবক্যা যাবৎ কংসং হনিষ্যতি।
তাবৎ পৃথিব্যাং ভবিতা ক্ষেমো ভারাপহঃ পরঃ
যে বৈ দুষ্টাস্তু রাজানস্তাংস্তু সর্ব্বান্ হনিষ্যতি
কৌরবাণাং রণে ভূতে সর্ব্বক্ষত্রসমাগমে ।১৪২
সারথ্যমর্জ্জুনস্যায়ং স্বয়ং দেবঃ করিষ্যতি।
নিঃক্ষত্রিয়াং ধরাং কৃত্বা ভোক্ষ্যতে শেষতাং গতাম্।
সর্ব্বং যদুকুলঞ্চৈব দেবলোকং নয়িষ্যতি ।১৪৩

চিত ছিলেন। দেবশ্রবার পণ্ডিত নামে প্রথম পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ইক্ষ্বাকুকুল-জাতা মনস্বিনীর গর্ভে তাঁহার অন্য পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রের নাম শত্রুঘ্ন, ইনি শত্রুবিরহিত ছিলেন। ইঁহা হইতে শ্রদ্ধার জন্ম হয়। কৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া গণ্ডূষার গর্ভে শত পুত্র লাভের বর প্রদান করেন। রন্তিপাল এবং রন্তি নামে নন্দনের দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। শমীকের মহাবল-পরাক্রান্ত চারি পুত্র; তাহাদের নাম—বিরজ, ধনু, ব্যোম ও সৃঞ্জয়। এই সকল পুত্রের মধ্যে ব্যোম নিঃসন্তান ছিলেন। সৃঞ্জয়ের ধনঞ্জয় নামে এক পুত্র হয়। ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভোজত্ব এবং রাজর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি নিত্য নিত্য কৃষ্ণের এই জন্মাভ্যুদয় কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। দেবদেব কৃষ্ণ পূর্ব্বে বিহারার্থ মানুষলোকে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব-দেবকীর তপোবলে তিনি তাঁহাদের পুত্র হইয়াছিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ চতুর্ব্বাহু জনার্দ্দন দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক জন্ম-গ্রহণ করেন। শ্রীবৎস-চিহ্নিত দেবদেবকে দেখিয়া বসুদেব কহিলেন,—প্রভো! আপনি আপনার এই রূপ সম্বরণ করুন। হে দেব! আমি কংস হইতে ভীত হইয়াই আপনাকে এই কথা কহিতেছি। আমার ছয়টী ভীমবিক্রম শ্রেষ্ঠ পুত্রকে কংস নিহত করিয়াছে। বসুদেবের বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ রূপ সংবরণ করিলেন। বসুদেব তাঁহার সম্মতি লইয়া তাঁহাকে নন্দগোপগৃহে লইয়া গেলেন। তিনি তাঁহাকে নন্দগোপের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন,—ইহাকে রক্ষা কর। এই পুত্র হইতেই যাদবগণের সর্ব্বকল্যাণ সাধিত হইবে।১২৪—১৪০। দেবকীর গর্ভজাত এই পুত্র যৎকালে কংসকে নিহত করিবেন, তখনই পৃথিবীর পরম মঙ্গল হইবে। যত যত দুষ্ট রাজা আছে, এই পুত্রের হস্তে তাহাদের সকলেরই বিনাশ হইবে। সর্ব্বক্ষত্রপরিবৃত কৌরব-রণক্ষেত্রে স্বয়ং ইনি অর্জ্জুনের সারথ্য কার্য্য করিবেন। ইনি ধরা নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ভোগ করিবেন এবং সমুদায় যদুকুলকে ইনি

ভীষ্ম উবাচ।
ক এষ বসুদেবস্তু দেবকী কা যশস্বিনী।
নন্দগোপশ্চ কশ্চৈব যশোদা কা মহাব্রতা॥১৪৪
যা বিষ্ণুং পোষিতবতী যাং স মাতেত্যভাষত
যা গর্ভং জনয়ামাস যা চৈনং সমবর্দ্ধয়ৎ॥ ১৪৫
পুলস্ত্য উবাচ।
পুরুষঃ কশ্যপশ্চাসাবদিতিস্তৎপ্রিয়া স্মৃতা॥ ১৪৬
কশ্যপো ব্রহ্মণোহংশস্তু পৃথিব্যা অদিতিস্তথা।
নন্দো দ্রোণঃ সমাখ্যাতো যশোদাথ ধরাভবৎ
অথ কামান্ মহাবাহুর্দেবক্যাঃ সমপূরয়ৎ।
যে তয়া কাঙ্ক্ষিতাঃ পূর্ব্বমজাৎ তস্মান্মহাত্মনঃ॥
অচিরং স মহাদেবঃ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।
মোহয়ন্ সর্ব্বভূতানি যোগাদ্‌যোগী সমাযযৌ॥
নষ্টে ধর্ম্মে তথা জজ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে বিভুঃ।
কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম্॥ ১৫০
রুক্মিণী সত্যভামা চ সত্যা নাগ্নজিতী তথা।
সুমিত্রা চ তথা শৈব্যা গান্ধারী লক্ষ্মণা তথা॥
সুভীমা চ তথা মাদ্রী কৌশল্যা বিজয়া তথা।
এবমাদীনি দেবানাং সহস্রাণি চ ষোড়শ॥ ১৫২
রুক্মিণী জনয়ামাস পুত্রান্ শৃণু বিশারদান্।
চারুদেষ্ণং রণে শূরং প্রদ্যুম্নঞ্চ মহাবলম্॥১৫৩
সুচারুং চারুভদ্রঞ্চ সদশ্বং হ্রস্বমেব চ।
সপ্তমং চারুগুপ্তঞ্চ চারুভদ্রঞ্চ চারুকম্॥ ১৫৪
চারুহাসং কনিষ্ঠঞ্চ কন্যাং চারুমতীং তথা।
জজ্ঞিরে সত্যভামায়া ভানুর্ভীমরথঃ ক্ষণঃ॥ ১৫৫
রোহিতো দীপ্তিমাংশ্চৈব তাম্রবন্ধো জলন্ধমঃ।
চতস্রো জজ্ঞিরে তেষাং স্বসারশ্চ যবীয়সীঃ॥
জাম্ববত্যাঃ সুতো জজ্ঞে সাম্বশ্চৈবাতিশোভনঃ
সৌরশাস্ত্রস্য কর্ত্তা বৈ প্রতিমামন্দিরস্য চ॥ ১৫৭
মূলস্থানে নিবেশশ্চ কৃতস্তেন মহাত্মনা।
তুষ্টেন দেবদেবেন কুষ্ঠরোগো বিনাশিতঃ॥
সুমিত্রং চারুমিত্রঞ্চ মিত্রবিন্দা ব্যজায়ত।
মিত্রবাহুঃ সুনীথশ্চ নাগ্নজিত্যাং বভূবতুঃ॥ ১৫৯
এবমাদীনি পুত্রাণাং সহস্রাণি নিশাময়।
অশীতিশ্চ সহস্রাণাং বাসুদেবসুতাস্তথা॥ ১৬০

দেবলোকে লইয়া যাইবেন। ভীষ্ম কহিলেন,—কে এই বসুদেব? কে যশস্বিনী দেবকী? কে নন্দ-গোপ? এবং যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ মাতা বলিয়া ডাকিতেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে লালন পালন করিয়াছিলেন, সেই মহাব্রতা যশোদাই বা কে? পুলস্ত্য কহিলেন,—কশ্যপ প্রজাপতির প্রিয়া ছিলেন অদিতি; কশ্যপ ব্রহ্মার অংশ; নন্দ দ্রোণ নামে বিখ্যাত এবং যশোদা সাক্ষাৎ ধরা দেবী। ভগবানের নিকট পূর্ব্বে অদিতিরূপে দেবকী যে সকল কামনা করিয়াছিলেন, মহাবাহু দেবদেব তাঁহার সেই সকল কামনা পূরণ করেন। যোগাবলম্বী দেবদেব যোগবলে সর্ব্ব প্রাণীকে মোহিত করিয়া মানুষী তনু আশ্রয় করেন। জগতের ধর্ম্মভাব নষ্ট হইলে বিষ্ণু ধর্ম্ম-ব্যবস্থা ও অসুরগণের বিনাশের জন্য বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নাগ্নজিতী, সুমিত্রা, শৈব্যা, গান্ধারী, লক্ষ্মণা, সুভীমা, মাদ্রী, কৌশল্যা ও বিজয়া প্রভৃতি তাঁহার ষোড়শ সহস্র মহিষী ছিল। রুক্মিণী যে সকল সুদক্ষ পুত্র উৎপাদন করেন, এক্ষণে তাহাদের নাম শ্রবণ করুন। চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, সুচারু, চারুভদ্র, সদশ্ব, হ্রস্ব, চারুগুপ্ত, চারুক, ও চারুহাস এবং কন্যা চারুমতী, এই সকল রুক্মিণীর সন্তান-সন্ততি। ভানু, ভীমরথ, ক্ষণ, রোহিত, দীপ্তিমান, তাম্রবন্ধ, ও জলন্ধম ইহাঁরা সত্যভামার পুত্র; এতদ্ভিন্ন সত্যভামার চারিটী কন্যা সন্তানও জন্মিয়াছিল। এই কন্যাগণ সকলেই পুত্রগণের কনিষ্ঠ। জাম্ববতীর পুত্র অতি সুন্দর শাম্ব; ইনি সৌরশাস্ত্রপ্রণেতা এবং প্রতিমা ও মন্দিরকর্ত্তা। এই মহাত্মা মূলস্থানে বাসস্থাপন করেন। দেবদেব তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ১৪১—১৫৮। মিত্রবিন্দা সুমিত্র ও চারুমিত্র নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। নাগ্নজিতীর গর্ভে মিত্রবাহু ও সুনীথ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে বাসুদেবের সহস্র সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সমষ্টিতে

প্রদ্যুম্নস্ত চ দায়াদো বৈদর্ভ্যাং বুদ্ধিসত্তমঃ।
অনিরুদ্ধো রণে যোদ্ধা জজ্ঞেহস্ত মৃগকেতনঃ ॥
কাম্যা সুপার্শ্বতনয়া সাম্বাল্লেভে তরস্বিনম্।
সত্বপ্রকৃতয়ো দেবাঃ পরাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
তিস্রঃ কোট্যঃ প্রবীরাণাং যাদবানাং মহাত্মনাম্
ষষ্টিঃ শতসহস্রাণি বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥ ১৬৩
দেবাংশাঃ সর্ব্ব এবেহ উৎপন্নাস্তে মহৌজসঃ।
দেবাসুরে হতা যে বা অসুরাস্ত মহাবলাঃ ॥
ইহোৎপন্না মনুষ্যেষু বাধন্তে সর্ব্বমানবান্।
তেষামুদ্ধরণার্থায় উৎপন্না যাদবে কুলে ॥ ১৬৫
কুলানাং শতমেকঞ্চ যাদবানাং মহাত্মনাম্।
বিষ্ণুস্তেষাং প্রণেতা চ প্রভুত্বে চ ব্যবস্থিতঃ।
নিদেশস্থায়িনস্তস্য ঋধ্যন্তে সর্ব্বযাদবাঃ ॥ ১৬৬

ভীষ্ম উবাচ।

সপ্তর্ষয়ঃ কুবেরশ্চ যক্ষো মণিধরস্তথা।
সাত্যকির্নারদশ্চৈব শিবো ধন্বন্তরিস্তথা ॥ ১৬৭
আদিদেবস্তথা বিষ্ণুরেভিস্ত সহ দৈবতৈঃ।
কিমর্থং সহ সম্ভূতাঃ সুরসম্ভূতয়ঃ ক্ষিতৌ ॥ ১৬৮
ভবিষ্যাঃ কতি বা চাস্য প্রাদুর্ভাবা মহাত্মনঃ।
সর্ব্বক্ষেত্রেষু সর্ব্বেষু কিমর্থমিহ জায়তে ॥ ১৬৯
যদর্থমিহ সম্ভূতো বিষ্ণুর্বৃষ্ণ্যন্ধকে কুলে।
পুনঃপুনর্মনুষ্যেষু তন্মে ত্বং ব্রূহি পৃচ্ছতঃ ॥ ১৭০

পুলস্ত্য উবাচ।

শৃণু ভূপ প্রবক্ষ্যামি রহস্যাতিরহস্যকম্।
যথা দিব্যতনুর্বিষ্ণুর্মানুষেষিহ জায়তে ॥ ১৭১
যুগান্তে তু পরাবৃত্তে কালে প্রশিথিলে প্রভুঃ।
দেবাসুরমনুষ্যেষু জায়তে হরিরীশ্বরঃ ॥ ১৭২
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যস্ত্রৈলোক্যস্য প্রশাসিতা।
বলিনাধিষ্ঠিতে চৈব পুনর্লোকত্রয়ে ক্রমাৎ ॥ ১৭৩
সখ্যমাসীৎ পরমকং দেবানামসুরৈঃ সহ।
যুগাখ্যা দশ সম্পূর্ণা আসীদব্যাকুলং জগৎ।
নিদেশস্থায়িনশ্চাপি তয়োর্দেবাসুরাঃ স্বয়ম্।
বদ্ধো বলির্বিমর্দ্দোঽয়ং সুসংবৃত্তঃ সুদারুণঃ।

বাসুদেব অশীতি সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। বৈদভীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের বুদ্ধিমান্ বিখ্যাত যোদ্ধা অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ মৃগধ্বজ ছিলেন। সুপার্শ-তনয়া কাম্যার গর্ভে শাম্বের তরস্বী নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে পাঁচজন সত্ত্ব-প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ দেব ছিলেন। বীর্য্যশালী মহাত্মা যাদবগণের মধ্যে তিন কোটী ষষ্টি সহস্র যাদব বীর্য্যবান্ ও মহাবল-পরাক্রম বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহারা সকলেই দেবাংশ-জাত এবং সকলেই মহাতেজস্বিরূপে উৎপন্ন। দেবাসুরসংগ্রামে যে সকল মহাবল অসুর নিহত হইয়াছিল, তাহারা এ জগতে উৎপন্ন হইয়া সমুদয় মানবের উৎপীড়ন করিতেছিল। তাহাদেরই উদ্ধারের জন্য মহাত্মা যাদবগণের একশত কুল উৎপন্ন হইয়াছিল। বিষ্ণু ইহাদের নেতা এবং প্রভু ছিলেন। বিষ্ণুর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া যাদবগণ সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ভীষ্ম কহিলেন,—সপ্তর্ষিগণ, কুবের, যক্ষ মণিধর, সাত্যকি, নারদ, শিব, ধন্বন্তরি, এবং আদিদেব বিষ্ণু, ইহাঁদের সহিত অন্যান্য দেবগণ কিজন্য ভূতলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? মহাত্মা বিষ্ণুর ভবিষ্যতেই বা আর কত অবতার হইবে? বিষ্ণু সর্ব্বক্ষেত্রে কি নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করেন? তিনি মনুষ্যলোকে যে নিমিত্ত পুনঃপুনঃ জন্ম লয়েন এবং যে জন্য তিনি এই বৃষ্ণি ও অন্ধক কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—ভূপ। দিব্যদেহ বিষ্ণু যেরূপে এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন, সেই রহস্যাতিরহস্যাত্মক কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। কাল শিথিল হইলে যুগান্তের আবর্ত্তনে ভগবান্ হরি—দেব, অসুর ও মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। দৈত্য হিরণ্যকশিপু ত্রৈলোক্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেই বলবান্ অসুর কর্ত্তৃক ক্রমে এই লোকত্রয় অধিকৃত হইলে অসুরগণ সহ দেবগণের সখ্যবন্ধন ঘটিয়াছিল। এই সখ্যের ফলে পূর্ণ দশযুগ যাবৎ এই জগৎ শান্তিময় ছিল। দেব ও অসুরগণ সকলেই হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞাবহ ছিলেন। কিন্তু বলির বন্ধন ঘটিলে

দেবানামসুরাণাঞ্চ ঘোরঃ ক্ষয়করো মহান্ ।
কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থাঞ্চ জায়তে মানুষেষ্বিহ ॥ ১৭৬
ভৃগোঃ শাপনিমিত্তন্তু দেবাসুরকৃতে তদা ॥ ১৭৭

ভীষ্ম উবাচ ।

কথং দেবাসুরকৃতে হরির্দেহমবাপ্তবান্ ।
দেবাসুরং যথা বৃত্তং তন্মে কথয় সুব্রত ॥ ১৭৮

পুলস্ত্য উবাচ ।

তেষাং জয়নিমিত্তং বৈ সংগ্রামাঃ স্যুঃ সুদারুণাঃ ।
অবতারা দশ দ্বৌ চ শুদ্ধা মন্বন্তরে স্মৃতাঃ ।
নামধেয়ং সমাসেন শৃণু তেষাং বিবক্ষিতম্ ॥
প্রথমো নারসিংহস্তু দ্বিতীয়শ্চাপি বামনঃ ।
তৃতীয়স্তু বরাহশ্চ চতুর্থোঽমৃতমন্থনঃ ॥ ১৮০
সংগ্রামঃ পঞ্চমশ্চৈব সুঘোরস্তারিকাময়ঃ ।
ষষ্ঠো হ্যাড়ীবকাখ্যশ্চ সপ্তমস্ত্রৈপুরস্তথা ॥ ১৮১
অষ্টমশ্চান্ধকবধো নবমো বৃত্রঘাতনঃ ।
ধ্বজশ্চ দশমস্তেষাং হালাহলস্ততঃপরম্ ॥ ১৮২
প্রথিতো দ্বাদশস্তেষাং ঘোরঃ কোলাহলস্তথা ।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো নরসিংহেন সূদিতঃ ॥ ১৮৩
বামনেন বলির্বদ্ধস্ত্রৈলোক্যাক্রমণে পুরা ।
হিরণ্যাক্ষো হতো দ্বন্দ্বে প্রতিবাদে তু দৈবতৈঃ
দংষ্ট্রয়া তু বরাহেণ সমুদ্রস্থো দ্বিধা কৃতঃ ।
প্রহ্লাদো নির্জ্জিতো যুদ্ধে ইন্দ্রেণামৃতমন্থনে ॥
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্নিত্যমিন্দ্রবধোদ্যতঃ ।
ইন্দ্রেণৈব চ বিক্রম্য নিহতস্তারকাময়ে ॥ ১৮৬
অশক্নুবৎসু দেবেষু ত্রিপুরং সোঢ়ুমাসুরম্ ।
মোহয়িত্বামৃতে পীতে গোরূপেণাসুরারিণা ॥
নাসন্ জীবয়িতুং শক্যা ভূয়ো ভূয়ো মৃতাসুরাঃ
নিহতা দানবাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যে ত্র্যম্বকেণ তু ॥
অসুরাশ্চ পিশাচাশ্চ দানবাশ্চান্ধকে বধে ।
হতা দেবমনুষ্যৈস্তে পিতৃভিশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥ ১৮৯
সম্পৃক্তো দানবৈর্বৃত্রো ঘোরে কোলাহলে হতঃ
তদা বিষ্ণুসহায়েন মহেন্দ্রেণ নিপাতিতঃ ॥ ১৯০

পর দেব ও অসুরগণের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সংঘর্ষে দেবাসুরগণের অতিমাত্র ক্ষয় সাধিত হইয়াছিল। এই সময় ভৃগুর শাপবশে দেবাসুরগণের নিমিত্ত ধর্ম্ম-ব্যবস্থা করিতে বিষ্ণু মানুষলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। ভীষ্ম কহিলেন,—দেবাসুর-নিমিত্ত কিরূপে হরি দেহ লাভ করেন এবং কিরূপেই বা দেবাসুরযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল? হে সুব্রত! তাহা আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবাসুরগণের পরস্পর জয়ের নিমিত্ত দারুণ সংগ্রাম হইয়াছিল। এই সকল সংগ্রাম উপলক্ষে প্রতি মন্বন্তরে ভগবানের দ্বাদশ অবতার হয়। প্রথম নারসিংহ, দ্বিতীয় বামন এবং তৃতীয় বরাহ অবতার। চতুর্থ অবতার অমৃত মন্থনে, পঞ্চম ভীষণ তারকাময় সংগ্রামে, ষষ্ঠ আড়ীবকযুদ্ধে, সপ্তম ত্রিপুর-সংগ্রামে, অষ্টম অন্ধক-বধে, নবম বৃত্র-বধে, দশম ধ্বজনিমিত্ত, একাদশ হালাহল-যুদ্ধে, এবং দ্বাদশ অবতার ভীষণ কোলাহল-সংগ্রামে হইয়াছিল। ভগবান্ নরসিংহরূপে দৈত্য হিরণ্যকশিপুর প্রাণ সংহার করেন। বামন অবতারে ভগবান্ পূর্ব্বে ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন। বরাহ অবতারে হিরণ্যাক্ষ নিহত হইয়াছিল। বরাহদেব দংষ্ট্রা দ্বারা সমুদ্রস্থ হিরণ্যাক্ষকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। অমৃতমন্থনে ইন্দ্র প্রহ্লাদকে জয় করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ-নন্দন বিরোচন নিত্য ইন্দ্রবধে উদ্যত ছিল। ইন্দ্র বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে তারকাময় সংগ্রামে নিহত করেন। দেবগণ আসুরিক ত্রৈপুর দুর্গের প্রভাব সহ্য করিতে অক্ষম হইলে অসুরারি হরি মোহ জন্মাইয়া গোরূপে ত্রিপুরদুর্গস্থ অমৃতসরোবর পান করেন। তজ্জন্য তখন দৈত্যগুরু মৃত অসুরগণকে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও বাঁচাইতে পারেন না। ভগবান্ ত্র্যম্বক তখন ত্রৈলোক্যস্থ যাবতীয় দানবের বিনাশ সাধন করেন। অন্ধক-বধ ব্যাপারে দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের চেষ্টায় বহু অসুর পিশাচ ও দানব নিহত হইয়াছিল। দানবগণপরিবৃত বৃত্রাসুর ঘোর কোলাহল সমরে নিহত হয়। ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্যে তাহার সংহার সাধন করেন। ১৫৯—১৯০।

হতস্ততো মহেন্দ্রেণ মায়াচ্ছন্নস্তু যোগবিৎ।
বজ্রেণ ক্ষণমাবিশ্য বিপ্রচিত্তিঃ সহানুগঃ ॥ ১৯১
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব সংযুক্তাঃ কৃৎস্নশস্তু তে।
এতে দেবাসুরা বৃত্তাঃ সংগ্রামা দ্বাদশৈব তু ॥
দেবাসুরক্ষয়করাঃ প্রজানাঞ্চ হিতায় বৈ।
হিরণ্যকশিপু রাজা বর্ষাণামর্ব্বুদং বভৌ ॥ ১৯৩
দ্বিসপ্ততিং তথান্যানি নিযুতান্যধিকানি তু।
অশীতিঞ্চ সহস্রাণি ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যবানভূৎ ॥
পর্য্যায়েণ তু রাজাভূদ্বলির্বর্ষার্ব্বুদং পুনঃ।
ষষ্টিঞ্চৈব সহস্রাণি নিযুতানি চ বিংশতিম্ ॥ ১৯৫
বলিরাজ্যাধিকারে তু যাবৎকালশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
তাবৎকালন্তু প্রহ্লাদো নির্বৃতো হ্যসুরৈঃ সহ ॥
জয়ার্থমেতে বিজ্ঞেয়া অসুরাণাং মহৌজসঃ।
ত্রৈলোক্যমিদমব্যগ্রং মহেন্দ্রেণানুপাল্যতে ॥
অসম্পন্নমিদং সর্ব্বং যাবদ্বর্ষাযুতং পুনঃ।
পর্য্যায়েণৈব সম্প্রাপ্তে ত্রৈলোক্যং পাকশাসনে
ততোহসুরান্ পরিত্যজ্য যজ্ঞো দেবানগচ্ছত।

বিপ্রচিত্ত মায়াচ্ছন্ন ও যোগজ্ঞ ছিল। মহেন্দ্র বজ্রাঘাতে অনুচরগণ সহ তাহার বিনাশ সাধন করেন। যতবার সংগ্রাম হইয়াছে, দৈত্য-দানবগণ ততবারই সম্মিলিত ভাবে ছিল। এইরূপে দেবাসুরসংগ্রাম দ্বাদশবার হইয়াছিল। সকল বারের যুদ্ধেই অসংখ্য দৈত্য ও অসুর বিনষ্ট হইয়াছে। প্রজাগণের হিত নিমিত্ত রাজা হিরণ্যকশিপু এক অর্ব্বুদ দ্বিসপ্ততিনিযুত অশীতিসহস্র বর্ষ কাল ত্রৈলোক্যের অধিপতিরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। পর্য্যায়ক্রমে পরে বলি রাজা হুলেন। তাঁহার রাজত্বকাল এক অর্ব্বুদ বিংশতিনিযুত ষষ্টিসহস্র বর্ষ। বলির যে রাজ্যকাল কীর্ত্তিত হইল, তাবৎ কাল প্রহ্লাদ অসুরগণ সহ নির্বৃতভাবে ছিলেন। অসুরগণের মধ্যে উল্লিখিত মহাতেজা অসুরগণই জগজ্জয়ে ব্যগ্র হইয়াছিল। এই ত্রৈলোক্যের শান্তিযুক্ত অবস্থায় ইন্দ্র ইহাকে পালন করেন। অযুতবর্ষ যাবৎ এই ত্রৈলোক্য শান্তিবর্জ্জিত ছিল। পরে পর্য্যায়ক্রমে পাকশাসন

যজ্ঞে দেবানথ গতে দিতিজাঃ কাব্যমব্রুবন্ ॥

দৈত্যা উচুঃ।

হৃতং মঘবতা রাজ্যং ত্যক্তা যজ্ঞঃ সুরান্ গতঃ
স্থাতুং ন শক্নুমো হ্যত্র প্রবিশামো রসাতলম্।
এবমুক্তোহব্রবীদেতান্ বিষণ্ণান্ সান্ত্বয়ন্ গিরা।
মা ভৈষ্ট ধারয়িষ্যামি তেজসা স্বেন বোহসুরাঃ।
মন্ত্রাশ্চৌষধয়শ্চৈব ধরায়াং যত্তু বর্ত্ততে।
ময়ি তিষ্ঠতি তৎসর্ব্বং পাদমাত্রং সুরেষু বৈ।
তৎসর্ব্বঞ্চ প্রদাস্যামি যুষ্মদর্থে ধৃতং ময়া ॥ ২০২
ততো দেবাস্তু তান্ দৃষ্ট্বা ধৃতান্ কাব্যেন ধীমতা ॥ ২০৩
অমন্ত্রয়ন্ত দেবা বৈ সংবিগ্নাস্তজ্জিগীষয়া।
কাব্যো হ্যেষ ইদং সর্ব্বং ব্যাবর্ত্তয়তি নো বলাৎ
সাধু গচ্ছামহে তূর্ণং যাবন্ন চ্যাবয়েত বৈ।
প্রসহ্য জিত্বা শিষ্টাংস্তু পাতালং প্রাপয়ামহে।

ইহার শাসনভার প্রাপ্ত হন। তখন যজ্ঞ অসুরগণকে পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের নিকট উপস্থিত হন। যজ্ঞ দেবগণের সমীপে গমন করিলে, দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন,—ইন্দ্র আমাদের রাজ্য হরণ করিয়াছেন, যজ্ঞ সুরগণের নিকট গমন করিয়াছে; আমরা এক্ষণে এ রাজ্যে থাকিতে পারিতেছি না; রসাতলে প্রবেশ করি। দৈত্যগণ এই কথা কহিলে শুক্র সেই বিষণ্ণ দৈত্যগণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—হে অসুরগণ! ভয় করিও না; আমি স্বীয় তেজে তোমাদিগকে রক্ষা করিব। এই ধরাতলে যে কিছু মন্ত্রৌষধি আছে, তৎসমস্তই আমার বিদিত। সুরগণ তাহার এক চতুর্থাংশ অবগত। আমি তোমাদের নিমিত্ত ঐ সকল মন্ত্রৌষধি ধারণ করিতেছি; তোমাদিগকে তাহা প্রদান করিব। ১৯১—২০২। অনন্তর দেবগণ অসুরগণকে ধীমান্ শুক্র কর্ত্তৃক সুরক্ষিত দেখিয়া উদ্বিগ্নমনে মন্ত্রণা করিলেন,—শুক্রাচার্য্য দেখিতেছি, আমাদের সমস্ত আয়োজন সবলে উল্টাইয়া দিবেন। তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু করিতেছেন না, ততক্ষণের মধ্যে সত্বর

ততো দেবাস্ত সংরব্ধা দানবানুপসৃত্য হ।
ততস্তে বধ্যমানাস্তৈঃ কাব্যমেবাভিদুদ্রুবুঃ ॥২০৮
ততঃ কাব্যস্ত তান্ দৃষ্টা তূর্ণং দেবৈরভিদ্রুতান্
রক্ষাকার্য্যেণ সংস্থৃত্য দেবেভ্যস্তান্ সুরার্দ্দিতান্
কাব্যং দৃষ্টা স্থিতং দেবা নির্ব্বিশঙ্কাস্ত তে জহুঃ
ততঃ কাব্যোঽনুচিন্ত্যাথ ব্রহ্মণো বচনং হিতম্ ॥
তানুবাচ ততঃ কাব্যঃ পূর্ব্ববৃত্তমনুস্মরন্।
ত্রৈলোক্যং বো হৃতং সর্ব্বং বামনেন ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ ॥ ২০৯
বলির্বদ্ধো হতো জম্ভো নিহতশ্চ বিরোচনঃ।
মহাসুরা দ্বাদশসু সংগ্রামেষু সুরৈর্হতাঃ ॥ ২১০
তৈস্তৈরুপায়ৈর্ভূয়িষ্ঠা নিহতাস্ত প্রধানতঃ।
কেচিচ্ছিষ্টাশ্চ যূয়ং বৈ যুদ্ধং নাস্তীতি মে মতম্
নীতয়ো বো বিধাতব্যা উপাসে কালপর্য্যয়াৎ।

যাস্যাম্যহং মহাদেবং মন্ত্রার্থং বিজয়াবহম্ ॥ ২১২
অপ্রতীপাংস্ততো দেবান্ মন্ত্রান্ প্রাপ্য মহেশ্বরাৎ।
যোৎস্যামহে পুনর্দ্দেবৈস্ততঃ প্রাপ্স্যথ বৈ জয়ম্
ততস্তে কৃতসংবাদা দেবানূচুস্তদাসুরাঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা বয়ং সর্ব্বে নিঃসন্নাহা রথৈর্ব্বিনা।
বয়ং তপশ্চরিষ্যামঃ সংবৃতা বল্কলৈস্তথা ॥ ২১৪
দেবাস্তেষাং বচঃ শ্রুত্বা সত্যাভিব্যাহৃতং ততঃ
ততো ন্যবর্ত্তয়ন্ সর্ব্বে বিজ্বরা মুদিতাশ্চ তে ॥
ন্যস্তশস্ত্রেষু দৈত্যেষু বিনিবৃত্তাস্তদা সুরাঃ ॥ ২১৬
ততস্তানব্রবীৎ কাব্য উপাধ্বং তপসি স্থিতাঃ।
নিরুৎসিক্তাস্তপোযুক্তাঃ কালং কার্য্যার্থসাধকম্
পিতুরাশ্রমসংস্থা বৈ মাং প্রতীক্ষথ দানবাঃ।
তানুদ্দিশ্যাসুরান্ কাব্যো মহাদেবং প্রপদ্যত ॥

গিয়া আমরা আক্রমণ করিব এবং হঠাৎ অবশিষ্ট অসুরগণকে জয় করিয়া পাতালে প্রেরণ করিব। এইরূপ মন্ত্রণার পর দেবগণ সক্রোধে দানবগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন দানবগণ দেবগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সত্বর শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিল। অনন্তর শুক্র দেবগণ কর্তৃক অভিদ্রুত দেখিয়া রক্ষা-প্রক্রিয়ায় দেবগণ হইতে দানবগণের রক্ষা সাধন করিলেন। দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে অসুরগণের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া নির্ভয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। অনন্তর শুক্র ব্রহ্মার হিতবচন চিন্তা করিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক অসুরগণকে কহিলেন,—বামনদেব ত্রিপদ আক্রমণে তোমাদের ত্রৈলোক্য রাজ্য হরণ করিয়াছেন। বলি বন্দী হইয়াছেন। জম্ভ এবং বিরোচন নিহত হইয়াছে। দ্বাদশটী ভীষণ সংগ্রামে সুরগণ প্রবলপরাক্রম অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবগণের অবলম্বিত সেই সেই উপায়ে প্রধান প্রধান অসুরেরা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা কতিপয় অসুর মাত্র অবশিষ্ট আছ। সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহ একরূপ মিটিয়া গিয়াছে বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। এক্ষণে কতকগুলি নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। কালের পরিবর্ত্তনে আমি এখন উপাসনায় নিবিষ্ট হইব। আমার একটা মন্ত্রলাভের প্রয়োজন হইয়াছে, সে জন্য আমি বিজয়াবহ মহাদেবের নিকট গমন করিব। এ অবস্থায় দেবগণ তোমাদের প্রতিকূল হইবেন না। আমি মহেশ্বরের নিকট হইতে মন্ত্রলাভ করিয়া পুনরায় দেবগণসহ যুদ্ধারম্ভ করাইব, তাহা হইলেই তোমরা জয়লাভ করিতে পারিবে। শুক্রের এই কথার পর অসুরগণ সুরগণকে সংবাদ পাঠাইয়া বলিল,—আমরা শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, আমাদের রথ নাই, যুদ্ধসজ্জা নাই। আমরা বল্কল পরিধান করিয়া তপস্যা করিব। দেবগণ অসুরগণের কথা শুনিয়া বুঝিলেন, ইহারা সত্য কথাই কহিয়াছে। তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত ও মুদিত হইলেন।২০৩—২১৫। দৈত্যগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। দেবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর শুক্র অসুরগণকে কহিলেন,—তোমরা তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক উপাসনা-কার্য্যে নিরত হও, মাৎসর্য্য পরিত্যাগ কর, তপস্যাবলম্বনে কাল কাটাইতে থাক। হে দানবগণ! আমার

শুক্র উবাচ।

মন্ত্রানিচ্ছাম্যহং দেব যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ।
পরাভবায় দেবানামসুরাণাং জয়ায় চ ॥ ২১৯
এবমুক্তোঽব্রবীদ্দেবো ব্রতং ত্বং চর ভার্গব।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু কণধূমমধঃশিরাঃ ॥ ২২০
যদি পাস্যসি ভদ্রন্তে ততো মন্ত্রানবাপ্স্যসি।
তথেতি সমনুজ্ঞাপ্য শুক্রস্তু ভৃগুনন্দনঃ ॥ ২২১
পাদৌ সংস্পৃশ্য দেবস্য বাঢ়মিত্যব্রবীদ্বচঃ।
ব্রতং চরাম্যহং দেব ত্বয়াদিষ্টোঽদ্য বৈ প্রভো
আদিষ্টো দেবদেবেন কৃতবান্ ভার্গবো মুনিঃ।
তদা তস্মিন্ গতে শুক্রে অসুরাণাং হিতায় বৈ
মন্ত্রার্থে তন্নুতে কাব্যো ব্রহ্মচর্য্যং মহেশ্বরাৎ।
তদ্বুদ্ধা নীতিপূর্ব্বং বৈ রাজন্যাস্তু তদা সুখম্ ॥

অস্মিংশ্ছিদ্রে তদামর্ষাদ্দেবাস্তানভিদুদ্রুবুঃ
দংশিতাঃ সাযুধাঃ সর্ব্বে বৃহস্পতিপুরঃসরাঃ ॥
দৃষ্ট্বাসুরগণা দেবান্ প্রগৃহীতায়ুধান্ পুনঃ।
উৎপেতুঃ সহসা সর্ব্বে সংত্রস্তাস্তান্ বচোঽব্রুবন্
দৈত্যা উচুঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা বয়ং দেবা আচার্য্যে ব্রতমাস্থিতে।
দত্ত্বা ভবন্তস্ত্বভয়ং সম্প্রাপ্তা নো জিঘাংসয়া ॥
অনমর্ষা বয়ং সর্ব্বে ত্যক্তশস্ত্রাশ্চ সংস্থিতাঃ।
চীরকৃষ্ণাজিনধরা নিষ্ক্রিয়া নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ২২৮
রণে বিজেতুং দেবাংশ্চ ন শক্ষ্যামঃ কথঞ্চন।
অযুদ্ধেন প্রপৎস্যামঃ শরণং কাব্যমাতরম্ ॥২২৯
জ্ঞাপয়ামঃ কৃচ্ছ্রমিদং যাবন্নাভ্যেতি নো গুরুঃ।
নিবৃত্তে চ তথা শুক্রে যোৎস্যামো দংশিতায়ুধাঃ

পিতার আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক তোমরা আমার প্রতীক্ষা করিবে। শুক্র এই কথা কহিয়া অসুরগণের হিতসাধনোদ্দেশে মহাদেবের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—হে দেব! বৃহস্পতি যে সকল মন্ত্র জানেন না, আমি এইরূপ কতকগুলি মন্ত্র আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি। দেবগণের পরাভব এবং অসুরগণের বিজয়ই আমার এই সকল মন্ত্রলাভের উদ্দেশ্য। শুক্র এই কথা কহিলে, মহাদেব কহিলেন,—হে ভার্গব! তুমি একটী ব্রতাচরণ কর। যদি পূর্ণ সহস্র বর্ষ যাবৎ অধোদিকে মস্তক রাখিয়া কণ-ধূমপান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি মন্ত্র সকল লাভ করিতে পারিবে। ভৃগুনন্দন শুক্র সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন,—এবং দেবদেবের পাদযুগল ধারণপূর্ব্বক 'বাঢ়ং' এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন,—হে প্রভো দেবদেব! আপনি আমাকে যেরূপ ব্রতাচরণের উপদেশ দিলেন, আমি এক্ষণে সেইরূপ ব্রতই করিব। বস্তুতই ভার্গব মুনি দেবদেবের আদেশে ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেন। অসুরগণের হিতসাধনার্থ তিনি প্রস্থান করিয়া মহেশ্বরের নিকট হইতে মন্ত্রলাভার্থ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন।

দেবগণ শুক্রাচার্য্যের এই নীতি অবগত হইয়া সেই অবকাশে ক্রোধবশে অসুরগণকে আক্রমণ করিলেন। তৎকালে বৃহস্পতিপ্রমুখ সমস্ত দেবই সাযুধ ও সুসজ্জিত হইয়া আসিলেন। অসুরেরা দেবগণকে আয়ুধহস্তে আসিতে দেখিয়া সন্ত্রস্তচিত্তে সহসা উত্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিল। দৈত্যগণ কহিল,—আমাদের আচার্য্য ব্রতনিষ্ঠ হইয়াছেন। আমরা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমরা আমাদিগকে অভয় দিয়া কেন আবার জিঘাংসাবশে উপস্থিত হইয়াছ? আমরা সকলেই অমর্ষহীন হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছি। চীর ও কৃষ্ণাজিন আমাদের পরিধান হইয়াছে। আমরা নিষ্ক্রিয় ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়াছি। দেবগণকে রণে জয় করিতে কিছুতেই আমরা পারিব না। এই বলিয়া অসুরগণ পরস্পর পরামর্শ করিল,—আমরা যুদ্ধ না করিয়া শুক্রমাতার শরণাপন্ন হই। আমাদের গুরু যতদিনে ফিরিয়া না আইসেন, তাবৎ আমরা আমাদের এই সঙ্কট অবস্থা শুক্রমাতাকে জানাইয়া তাঁহার আশ্রয়ে থাকি। গুরু প্রত্যাগমন করিলে পুনরায় আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিব। ২১৫—২৩০।

এবমুক্তা চ তেঽস্মোষ্মং শরণং কাব্যমাতরম্।
প্রাপদ্যস্ত ততো ভীতাস্তেভ্যোঽদাদভয়ন্তু সা ॥
ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজত দানবাঃ
মৎসন্নিধৌ বর্ত্ততাং বো ন ভীর্ভবিতুমর্হতি ॥
তয়াভিরক্ষিতাংস্তাংশ্চ দৃষ্ট্বা দেবাস্তদাসুরান্।
অভিজগ্মুঃ প্রসহ্যৈতানবিচার্য্য বলাবলম্ ॥ ২৩৩
ততস্তান্ বধ্যমানাংস্তু দেবৈর্দৃষ্ট্বাসুরাংস্তদা।
দেবী ক্রুদ্ধাব্রবীদ্দেবান্ নিদ্রয়া মোহয়াম্যহম্।
সংভৃত্য সর্ব্বসম্ভারান্ নিদ্রাং সা ব্যসৃজত্তদা।
তস্তম্ভ দেবী চ বলাদ্‌যোগযুক্তা তপোধনা ॥
ততস্তং স্তম্ভিতং দৃষ্ট্বা ইন্দ্রং দেবাশ্চ মূঢ়বৎ।
প্রাদ্রবন্ত ততো ভীতা ইন্দ্রং দৃষ্ট্বা বশীকৃতম্।
গতেষু সুরসঙ্ঘেষু বিষ্ণুরিন্দ্রমভাষত ॥ ২৩৬

বিষ্ণুরুবাচ।

মাং ত্বং প্রবিশ ভদ্রস্তে রক্ষিষ্যে ত্বাং সুরোত্তম
এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ ॥ ২৩৭
বিষ্ণুসংরক্ষিতং দৃষ্ট্বা দেবী ক্রুদ্ধা বচোঽব্রবীৎ
এষ ত্বাং বিষ্ণুনা সার্দ্ধং দহামি মঘবন্ বলাৎ।
মিষতাং সর্ব্বভূতানাং দৃশ্যতাং মে তপোবলম্
তয়াভিভূতৌ তৌ দেবাবিন্দ্রবিষ্ণূ বভূবতুঃ।
কথং মুচ্যেয় সহিতো বিষ্ণুরিন্দ্রমভাষত ॥ ২৪০
ইন্দ্রোঽব্রবীজ্জহি হ্যেনাং যাবন্মৌ ন দহেৎ প্রভো।
বিশেষেণাভিভূতোঽস্মি জহীমাং জহি মা চিরম্
ততঃ সমীক্ষ্য বিষ্ণুস্তাং স্ত্রীবধে কৃচ্ছ্রমাস্থিতঃ।
অভিধ্যায় ততঃ শক্রমাপন্নং সত্বরং প্রভুঃ ॥২৪২
ততঃ স ত্বরয়া যুক্তঃ শীঘ্রকারী ভয়ান্বিতঃ।
জ্ঞাত্বা বিষ্ণুস্ততস্তস্যাঃ ক্রূরং দেব্যাশ্চিকীর্ষিতম্
ক্রুদ্ধশ্চ চক্রমাদায় শিরশ্চিচ্ছেদ বৈ ভয়াৎ।
তং দৃষ্ট্বা স্ত্রীবধং ঘোরং চুক্রোধ ভৃগুরীশ্বরঃ।

অসুরেরা এইরূপ পরামর্শ করিয়া দেবগণের ভয়ে শুক্রমাতার শরণাপন্ন হইল। শুক্রমাতা তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন,—দানবগণ! ভয় করিও না, ভয় করিও না; ভয় পরিত্যাগ কর। আমার কাছে থাকিতে তোমাদের ভয়ের কারণ কিছুই নাই। দেবগণ দেখিলেন, শুক্রমাতা অসুরগণের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহারা বলাবল বিচার না করিয়াই সহসা অসুরগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন দেবগণ কর্ত্তৃক অসুরগণকে আক্রান্ত দেখিয়া দেবী শুক্রমাতা ক্রোধভরে দেবগণকে বলিলেন,—আমি তোমাদিগকে নিদ্রাবেশে মোহিত করিব। এই বলিয়া তিনি সর্ব্বসম্ভার পূরিয়া ঘোরনিদ্রা সৃজন করিলেন। তপস্বিনী যোগাবলম্বিনী শুক্রজননী স্বীয় প্রভাবে ইন্দ্রকে তখন স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রকে স্তম্ভিত দেখিয়া দেবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র বশীকৃত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা ভয়ে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। দেবগণ পলায়নপরায়ণ হইলে বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে সুরোত্তম! তুমি আমার দেহে প্রবেশ কর, তোমার মঙ্গল হইবে, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। বিষ্ণু এই কথা কহিলে,পুরন্দর তাঁহার দেহে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রকে রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া, দেবী ক্রোধভরে বলিলেন,—মঘবন্! আমার তপোবল অবলোকন কর, এই আমি এখনই তোমাকে সর্ব্বজনসমক্ষে বিষ্ণুর সহিত দগ্ধ করিতেছি। এইরূপে ইন্দ্র এবং বিষ্ণু দেবী কর্ত্তৃক অভিভূত হইলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন,—কিরূপে এক্ষণে দেবীর কোপ হইতে উভয়ে মুক্ত হইতে পারি? ২৩১—২৪০। ইন্দ্র কহিলেন,—প্রভো! যাবৎ এই দেবী আমাদিগকে দগ্ধ না করেন, তাবৎ আপনি ইঁহাকে সংহার করুন। বলিতে কি, আমি একান্তই অভিভূত হইয়াছি, সুতরাং সত্বরই ইঁহাকে সংহার করুন। বিষ্ণু দেখিলেন, স্ত্রীবধ করা অতি গর্হিত; ভাবিলেন, ইন্দ্রও এক্ষণে একান্ত বিপন্ন; সুতরাং তিনি তখন উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সেই দেবীর ক্রূর চেষ্টা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভয়বশতঃ চক্র গ্রহণপূর্ব্বক দেবীর মস্তক ছেদন করিয়া

ততো হি শপ্তো ভৃগুণা বিষ্ণুর্ভার্য্যাবধে কৃতে॥

ভৃগুরুবাচ।

যস্ময়া জানতা ধর্ম্মমবধ্যা স্ত্রী নিসূদিতা।
তস্মাৎ ত্বং সপ্তকৃত্বো হি মানুষেষূপযাস্যসি॥
ততস্তেনাভিশাপেন নষ্টে ধর্ম্মে পুনঃপুনঃ।
লোকস্য চ হিতার্থায় জায়তে মানুষেম্বিহ॥ ২৪৬
অথ ব্যাহৃত্য বিষ্ণুং স তদাদায় শিরঃ স্বয়ম্।
সমানীয় ততঃ কায়ং পাণৌ গৃহ্যেদমব্রবীৎ॥২৪৭

ভৃগুরুবাচ।

এষা ত্বং বিষ্ণুনা দেবি হতা সঞ্জীবয়াম্যহম্॥২৪৮
যদি কৃৎস্নো ময়া ধর্ম্মো জ্ঞায়তে চরিতোঽপি বা
তেন সত্যেন জীবস্ব যদি সত্যং ব্রবীম্যহম্॥
ততস্তাং প্রোক্ষ্য শীতাদ্ভির্জীবজীবেতি সো-
ঽব্রবীৎ।
ততোঽভিব্যাহৃতে তস্মিন্ দেবী সঞ্জীবিতা তদ

ততস্তাং সর্ব্বভূতানি দৃষ্ট্বা সুপ্তোত্থিতামিব।
সাধুসাধ্বিতি দৃষ্টৈব বচস্তাঃ সর্ব্বতোঽব্রুবন্॥
এবং প্রত্যাহৃতা তেন দেবী সা ভৃগুণা তদা।
মিষতাং দৈবতানাং হি তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥
অসম্ভ্রান্তেন ভৃগুণা পত্নী সঞ্জীবিতা পুনঃ।
দৃষ্ট্বা চেন্দ্রো নালভত শর্ম্ম কাব্যভয়াৎ পুনঃ॥
প্রজাগরে ততশ্চেন্দ্রো জয়ন্তীমিদমব্রবীৎ।
সন্ধিকামোঽভ্যধাদ্বাক্যং স্বাং কন্যাং পাকশাসনঃ

ইন্দ্র উবাচ।

এষ কাব্যো হ্যনিন্দ্রায় ব্রতং চরতি দারুণম্।
তেনাহং ব্যাকুলঃ পুত্রি কৃতো মতিমতা দৃঢ়ম্॥
তৈস্তৈর্মনোঽনুকূলৈশ্চ উপচারৈরতন্দ্রিতা।
আরাধয় তথা পুত্রি যথা তুষ্যেত স দ্বিজঃ॥২৫৬
গচ্ছ ত্বং তস্য দত্তাসি প্রযত্নং কুরু মৎকৃতে।
এবমুক্তা জয়ন্তী সা বচঃ সংগৃহ্য বৈ পিতুঃ॥২৫৭

ফেলিলেন। সেই ভীষণ স্ত্রীবধ ব্যাপার দেখিয়া ভগবান্ ভৃগু ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন,—বিষ্ণো! তুমি অধর্ম্ম জানিয়াও অবধ্যা স্ত্রী বধ করিলে, এই কার্য্যের জন্য তোমাকে সপ্তবার মানুষলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ভৃগুর সেই অভিশাপ দিবার পর যখন যখন ধর্ম্মহানি হইতেছিল, সেই সেই সময়েই লোকহিতার্থ ভগবান্ বিষ্ণু মানুষলোকে পুনঃ-পুন জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। এদিকে বিষ্ণুর প্রতি অভিশাপ প্রয়োগ করিয়া পত্নীর সেই ছিন্নমুণ্ড ও দেহ আনয়নপূর্ব্বক হস্তে লইয়া ভৃগু সগর্ব্বে বলিলেন,—দেবি! বিষ্ণু তোমাকে নিহত করিয়াছেন,—আমি তোমাকে সঞ্জীবিত করিতেছি। যদি সমস্ত ধর্ম্ম ও সমস্ত সুচরিত আমার বিদিত থাকে, আর যদি আমি এতাবৎকাল সত্যবাক্য বলিয়া আসিয়া থাকি, তবে সেই সত্যবলে তুমি জীবিত হও। এই বলিয়া ভৃগু মৃত পত্নীকে শীতল জলে প্রোক্ষণ করিলেন এবং বারদ্বয় 'জীব জীব' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। ভৃগুর মুখ হইতে সেই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র

তৎকালে দেবী জীবিত হইয়া উঠিলেন। তখন সর্ব্বপ্রাণী তাঁহাকে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় দেখিয়া চারিদিক্ হইতে 'সাধু সাধু' ধ্বনি করিয়া উঠিল। এইরূপে ভৃগুপত্নী ভৃগু কর্ত্তৃক পুনরায় প্রত্যানীত হইলে দর্শক দেবগণের নিকট তাহা অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। ২৪১—২৫২। ভৃগু অসম্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহার পত্নীকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিলেন, ইহা দেখিয়া ইন্দ্র শুক্রাচার্য্যের ভয়ে অন্তরে শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না; শয়ন করিয়াও তাঁহার নিদ্রাসুখ হইতে লাগিল না; তিনি জাগরিত অবস্থায় সন্ধিকামনায় একদা স্বীয় কন্যা জয়ন্তীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—পুত্রি! শুক্রাচার্য্য ইন্দ্রত্ব লোপ করিবার জন্য কঠোর ব্রতাচরণে নিযুক্ত; সেই বুদ্ধিমান আচার্য্যের কার্য্যে আমি ব্যাকুল হইয়াছি। অতএব সেই দ্বিজ যাহাতে তুষ্টি লাভ করেন তুমি গিয়া সেই সেই মনঃপ্রিয় উপচার দ্বারা অনলস ভাবে তাঁহার আরাধনা কর। তুমি যাও, তাঁহাকেই তোমায় দান করিলাম, তুমি আমার হিতের জন্য চেষ্টা কর। ইন্দ্র জয়ন্তীকে এই কথা কহিলে, যেখানে শুক্রা-

অগচ্ছদ্‌যত্র ঘোরং স তপো হ্যারভ্য তিষ্ঠতি।
তং দৃষ্ট্বা চ পিবন্তং সা কণধূমমধোমুখম্ ॥২৫৮
যক্ষেণ পাত্যমানঞ্চ কুণ্ডধারেণ পাবনম্।
দৃষ্ট্বা তং যতমানন্ত দেবী কাব্যমবস্থিতম্॥
শক্রপঘাতৈ শ্রাম্যন্তং দুর্ব্বলস্থিতিমাস্থিতম্।
পিত্রা যথোক্তং বাক্যং সা কাব্যে কৃতবতী তদা
গীর্ভিশ্চৈবানুকূলাভিঃ স্তুবন্তী বল্গুভাষিণী।
গাত্রসংবাহনৈঃ কালে সেবমানা ত্বচঃ সুখৈঃ।
ব্রতচর্য্যানুকূলাভিরুপাস্য বহুলাঃ সমাঃ ॥ ২৬১
পূর্ণে ধূমব্রতে তস্মিন্ ঘোরে বর্ষসহস্রকে।
বরেণ ছন্দয়ামাস শিবঃ প্রীতোঽভবত্তদা ॥২৬২
মহেশ্বর উবাচ।
এতদ্‌ব্রতং ত্বয়ৈকেন চীর্ণং নান্যেন কেনচিৎ।
তস্মাদ্ বৈ তপসা বুদ্ধ্যা শ্রুতেন চ বলেন চ॥
তেজসা চ সুরান্ সর্ব্বাংস্ত্বমেকোঽভিভবিষ্যসি
যচ্চ কিঞ্চিন্ময়ি ব্রহ্মন্ বিদ্যতে ভৃগুনন্দন ॥ ২৬৪
প্রতিদাস্যামি তৎসর্ব্বং ত্বয়া বাচ্যং ন কস্যচিৎ
কিং ভাষিতেন বহুনা অবধ্যস্ত্বং ভবিষ্যসি॥
তান্ দত্ত্বা তু বরাংস্তস্মৈ ভার্গবায় পুনঃপুনঃ।
প্রজেশত্বং ধনেশত্বমবধ্যত্বং চ বৈ দদৌ॥ ২৬৬
এতান্ লব্ধ্বা বরান্ কাব্যঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
এবমাভাষ্য দেবেশমীশ্বরং নীললোহিতম্॥
প্রজ্ঞাম্বিতস্ততস্তস্মৈ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতোঽভবৎ।
ততঃ সোঽন্তর্হিতে দেবে জয়ন্তীমিদমব্রবীৎ॥
কস্য ত্বং সুভগে কা বা দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা
মহতা তপসা যুক্তা কিমর্থং মাং জিগীষসি॥ ২৬৯
অনয়া সংস্থিতা ভক্ত্যা প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
স্নেহেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতোঽস্মি বরবর্ণিনি॥

চার্য্য ঘোর তপস্যা করিতেছিলেন, পিতার বচনানুসারে জয়ন্তী সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন, কুণ্ডধার নামে এক যক্ষ ধূমোদ্গার করিতেছে, আর শুক্রাচার্য্য অধোমুখে সেই পবিত্র কণ-ধূম পান করিতেছেন। তিনি স্বকার্য্য সাধনে অত্যন্ত যত্নবান রহিয়াছেন, শত্রুর উচ্চাটন কার্য্যে তাঁহার শ্রান্তি হইয়াছে; তিনি দুর্ব্বল ভাবে অবস্থান করিতেছেন। দেবী জয়ন্তী শুক্রাচার্য্যের এই অবস্থা দেখিয়া পিতা যেরূপ যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। সুভাষিণী জয়ন্তী মধুর বাক্যে আচার্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন; যথাকালে স্পর্শানুকূল গাত্রসংবাহনাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, এইরূপে ব্রতচর্য্যার অনুকূল ক্রিয়াসমূহ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া জয়ন্তী বহু বৎসর যাপন করিলেন। ক্রমে সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে কঠোর ধূমব্রত সমাপ্ত হইল। তখন শিব প্রীত হইয়া শুক্রাচার্য্যকে বরগ্রহণে প্ররোচিত করিলেন। মহেশ্বর কহিলেন,—এই কঠোর ব্রত একমাত্র তুমিই অনুষ্ঠান করিতে পারিলে। অন্য কেহই এ ব্রত আচরণ করিতে পারে নাই। অতএব তপস্যা, বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, বল ও তেজো দ্বারা তুমিই একমাত্র সমস্ত দেবকে অভিভূত করিবে। সুতরাং হে ভৃগুনন্দন! আমার নিকট যে সকল গুপ্ত বিদ্যা আছে, তোমাকে আমি তৎসমস্তই দান করিতেছি। কিন্তু অন্য কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিও না। এ সম্বন্ধে অধিক বলিব কি? তুমি অবধ্য হইবে। মহেশ্বর আচার্য্যকে এই সকল বর প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রজেশত্ব, ধনেশত্ব এবং অবধ্যত্ব বর পুনঃপুন দান করিলেন।২৫৩—২৬৬। প্রজ্ঞাম্বিত শুক্রাচার্য্য এই সকল বর লাভ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং দেবদেবেশ নীললোহিতকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক তৎপদে প্রণাম করিলেন। অনন্তর দেবদেব অন্তর্দ্ধান করিলে শুক্র জয়ন্তীকে কহিলেন,—হে সুভগে! কে তুমি? কাহার তুমি? আমি দুঃখিত হইলে, কেন তুমি দুঃখিতা হইতেছ? তুমি মহা-তপস্যায় অম্বিত হইয়া কি জন্য আমায় জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? অয়ি বরবর্ণিনি! তোমার এই ভক্তি, এই বিনয়, এই দম, এবং এই

কিমিচ্ছসি বরারোহে কস্তে কামঃ সমুদ্যতঃ ॥
তং তে সম্পাদয়াম্যদ্য যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ।
এবমুক্তাব্রবীদেনং তপসা জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ২৭২
চিকীর্ষিতং হি মে ব্রহ্মংস্তং বৈ বদ যথাতথম্ ।
এবমুক্তোঽব্রবীদেনাং দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥
ময়া সহ ত্বং সুশ্রোণি শতবর্ষাণি ভামিনি ।
সর্ব্বভূতৈরদৃশ্যাস্তঃ সম্প্রযোগমিহেচ্ছসি ॥ ২৭৪
দেবি ইন্দীবরশ্যামে বরার্হে বামলোচনে ।
এবং বৃণোষি কামাংস্ত্বং দদে বৈ বল্গুভাষিতে ॥
এবং ভবতু গচ্ছাব গৃহং মে মত্তকাশিনি ।
ততঃ স গৃহমাগম্য জয়ন্ত্যা সহ চোশনা ॥ ২৭৬
তয়া সহাবসদ্দেব্যা শতবর্ষাণি ভার্গবঃ ।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মায়য়া সংশিতব্রতঃ ॥২৭৭
কৃতার্থমাগতং জ্ঞাত্বা শুক্রং সর্ব্বে দিতেঃ সুতাঃ
অভিজগ্মুর্গৃহং তস্য মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ ॥২৭৮
গতা যদা ন পশ্যন্তি মায়য়া সংবৃতং শুক্রম্ ।
লক্ষণং তস্য চাবুদ্ধা নাদ্যাগচ্ছতি নো গুরুঃ ॥
এবং তে স্বানি ধিষ্ণ্যানি গতাঃ সর্ব্বে যথাগতাঃ
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে গত্বাঙ্গিরসমব্রুবন্ ॥২৮০
দানবালয়ে তু ভগবান্ গত্বা তত্র চ তাং চমূম্।
মোহয়িত্বাত্মবশগাং ক্ষিপ্রমেব তথা কুরু ॥২৮১
ধিষণস্তান্ সুরানাহ এবমেব ব্রজাম্যহম্ ।
তেন গত্বা দানবেন্দ্রঃ প্রহ্লাদো বৈ বশীকৃতঃ।
শুক্রো ভূত্বা স্থিতস্তত্র পৌরোহিত্যং চকার সঃ
স্থিতো বর্ষশতং সাগ্রমুশনা তাবদাগতঃ ॥ ২৮৩
দস্যুপুত্রৈস্ততো দৃষ্টঃ সভায়াস্তু বৃহস্পতিঃ ।
উশনা এক এবাত্র দ্বিতীয়ঃ কিমিহাগতঃ ॥২৮৪
সুমহৎ কৌতুকং চাত্র ভবিতা বিগ্রহো দৃঢ়ম্।

স্নেহ গুণে আমি প্রীতি হইয়াছি। হে বরারোহে। তুমি কি অভিলাষ করিতেছ? তোমার এক্ষণে কি কামনা উপস্থিত! তোমার কাম্য বিষয় যদিও দুষ্কর হউক, আমি তাহা সম্পাদন করিব। শুক্র এই কথা কহিলে জয়ন্তী কহিলেন,—আমার অভিপ্রায় কি, তাহা আপনি তপোবলেই অবগত হউন। হে ব্রহ্মন্! আমার চিকীর্ষিত কি, তাহা আপনিই যথাযথ বলুন। জয়ন্তী এই কথা কহিলে, শুক্র দিব্য নেত্রে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে সুশ্রোণি! তুমি আমার সহিত শত বর্ষ যাবৎ সর্ব্বভূতের অদৃশ্যভাবে বিহার ইচ্ছা করিতেছ। অয়ি বামলোচনে, দেবি! এই সকল কাম্যই তোমার অভীপ্সিত হইতেছে। হে সুভাষিণি! আমি তোমাকে তোমার কাম্য বর প্রদান করিতেছি। অয়ি মত্তকাশিনি! এইরূপই হউক, চল আমরা গৃহে গমন করি। অনন্তর শুক্রাচার্য্য জয়ন্তী সহ স্বীয় গৃহে আগমন করিয়া শত বর্ষ বাস করিতে লাগিলেন। সেই সংশিতব্রত ভার্গব মায়াবলে সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া রহিলেন। এ দিকে অসুরগণ শুক্র কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য সহর্ষে তদীয় গৃহে গমন করিল; তাহারা সেখানে গিয়া যখন সেই মায়াবৃত শুক্রকে দেখিতে পাইল না এবং তাঁহার অবস্থিতির লক্ষণও কিছুই বুঝিল না, তখন তাহারা স্থির করিল,—"শুক্র এখনও আগমন করেন নাই। এইরূপ স্থির করিয়া অসুরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর দেবগণ গিয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন,—ভগবন্! দানবালয়ে গমন করুন। সেখানে গিয়া সমুদায় দানবী চমূকে মোহিত করিয়া শীঘ্র তাহাদিগকে বশীভূত করুন।২৬৬—২৮১। বৃহস্পতি দেবগণকে কহিলেন,—এই আমি গমন করিতেছি। এই বলিয়া তিনি গিয়া প্রথমে দানবেন্দ্র প্রহ্লাদকে বশীভূত করিলেন এবং শুক্ররূপে সেই স্থানে অবস্থান করিয়া তথায় পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন। এইভাবে বৃহস্পতি তথায় শতাধিক বর্ষ যাপন করিলেন। অনন্তর শুক্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দস্যুপুত্রগণ দেখিল, সভামধ্যে শুক্র রহিয়াছেন। তাহারা আলোচনা করিল, শুক্র একমাত্র, তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কে আসিলেন? ইহা তো বড়ই কৌতুক উপস্থিত। নিশ্চয়ই

কিং বদিষ্যন্তি লোকোঽয়ং দ্বারি যোঽয়ং ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৮৮
সভায়ামাস্থিতো যোঽয়ং গুরুঃ কিং নো বদিষ্যতি।
এবং প্রজল্পতাং তেষাং দনূনাং কবিরাগতঃ ॥
স্বরূপধারিণং তত্র দৃষ্ট্বাসীনং বৃহস্পতিম্।
উবাচ বচনং ক্রুদ্ধঃ কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥ ২৮৭
শিষ্যান্ মোহয়সে মে ত্বং যুক্তং সুরগুরোস্তব।
মূঢ়াস্তে ত্বাং ন জানন্তি ত্বন্মায়ামোহিতা ধ্রুবম্
তন্ন যুক্তং তব ব্রহ্মন্ পরশিষ্যপ্রধর্ষণম্।
ব্রজ ত্বং দেবলোকং স্বং তিষ্ঠ ধর্ম্মমবাপ্স্যসি ॥
শিষ্যো হি মে কচঃ পূর্ব্বং হতো দানবপুঙ্গবৈঃ
বিদ্যার্থী তনয়ো ব্রহ্মংস্তবাযোগ্যাগতিস্ত্বিহ ॥
শ্রুত্বা তু তস্য তদ্বাক্যং স্মিতং কৃত্বাবদদ্গুরুঃ।

সন্তি চোরাঃ পৃথিব্যাং যে পরদ্রব্যাপহারিণঃ।
এবংবিধা ন দৃষ্টাশ্চ রূপদেহাপহারিণঃ ॥ ২৯১
বৃত্রঘাতেন চেন্দ্রস্য ব্রহ্মহত্যা পুরাভবৎ।
লোকায়তিকশাস্ত্রেণ ভবতা সা তিরস্কৃতা ॥ ২৯২
জানামি ত্বামাঙ্গিরসং দেবাচার্য্যং বৃহস্পতিম্।
মদ্রূপধারিণং প্রাপ্তং সর্ব্বে পশ্যত দানবাঃ ॥
এষ বো মোহনায়ালং প্রাপ্তো বিষ্ণুবিচেষ্টিতৈঃ
তদেনং শৃঙ্খলৈর্বদ্ধা ক্ষিপেত লবণার্ণবে ॥২৯৪
পুনরেবাব্রবীচ্ছুক্রঃ পুরোধায়ং দিবৌকসাম্।
মোহিতা নূনমেতেন ক্ষয়ং যাস্যথ দানবাঃ ॥
ভো অহং দানবেন্দ্রেহ বঞ্চিতোঽস্মি দুরাত্মনা।
কিমর্থং ভবতা ত্যক্তঃ কৃতশ্চান্যঃ পুরোহিতঃ ॥
দেবাচার্য্যোঽঙ্গিরঃ পুত্র এষ এব বৃহস্পতিঃ।
বঞ্চিতোঽসি ন সন্দেহো হিতার্থস্তু দিবৌকসাম্
ত্যজস্বৈনং মহাভাগ শক্রপক্ষজয়াবহম্ ॥ ২৯৮

একটা প্রবল বিগ্রহ ঘটিবে। দ্বারদেশে ইনি কে আসিয়া উপস্থিত? লোকে কি বলিবে? সভাস্থানে যিনি রহিয়াছেন, সেই গুরু আমাদিগকে কি বলিবেন? অসুরগণ এইরূপ বলাবলি করিতেছে, ইতি মধ্যে শুক্র আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ-রূপধারী বৃহস্পতিকে তথায় অবলোকন করিয়া সক্রোধে কহিলেন,—কি জন্য তুমি হেথায় আগমন করিয়াছ? তুমি সুরগুরু হইয়া আমার শিষ্যবর্গকে মোহিত করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে সঙ্গত কার্য্যই বটে। তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া মূঢ় লোকেরাই তোমায় জানিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, ব্রহ্মন্! পরশিষ্য বিগড়াইয়া দেওয়া তোমার পক্ষে উচিত নহে। অতএব তুমি দেবলোকে গিয়া অবস্থান কর, তাহা হইলেই তোমার ধর্ম্মলাভ হইবে। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে তোমার পুত্র কচ বিদ্যার্থী হইয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকে দানবপুঙ্গবেরা বিনাশ করিয়াছিল। আর তুমি তাহার পিতা, সুতরাং তোমার আবার এখানে আসিয়া এরূপ আচরণ সঙ্গত নহে। শুক্রের এইবাক্য শুনিয়া দেবগুরু হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—

যাহারা পরদ্রব্য অপহরণ করে, পৃথিবীতে এরূপ চোর অনেক আছে; কিন্তু এরূপ চোর কখনও দেখি নাই, যাহারা রূপ এবং দেহ পর্য্যন্ত হরণ করিতে পারে? পূর্ব্বে বৃত্রবধে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইয়াছিল। তুমিই না লোকায়তিক শাস্ত্রের আলোচনায় তাহা দূরীকৃত করিয়াছিলে! তুমি অঙ্গিরার নন্দন দেবাচার্য্য বৃহস্পতি; তোমাকে আমি বিলক্ষণ জানি। দানবগণ! তোমরা সকলে দেখ, এই ব্যক্তি আমার রূপ ধারণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। বিষ্ণুর চেষ্টায় এ ব্যক্তি তোমাদের মোহোৎপাদনের জন্য উপস্থিত। অতএব ইহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লবণসাগরে নিক্ষেপ কর।২৮২—২৯৪। শুক্র পুনর্ব্বার বলিলেন,—দানবগণ! এই ব্যক্তি দেবগণের পুরোহিত। ইহার চেষ্টায় মোহিত হইয়া নিশ্চয়ই তোমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। ভো দানবেন্দ্র! আমি দুরাত্মা বৃহস্পতি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলাম। কি জন্য তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরোহিত করিলে! ইনি আঙ্গিরার পুত্র দেবাচার্য্য বৃহস্পতি। দেবগণের হিতের জন্য নিশ্চয়ই

অহুশিষ্যা ভয়াদ্‌যাতঃ পূর্ব্বমেবমহং প্রভো।
জলমধ্যে স্থিতঃ পীতো মহাদেবেন শম্ভুনা ॥
উদরস্থস্য মে জাতং সাগ্রং বর্ষশতং কিল।
উদরাচ্ছুক্ররূপেণ শিশ্নেনাহং বিসর্জ্জিতঃ ॥ ৩০০
বরদঃ প্রাহ মাং দেবঃ শুক্রেষ্টং ত্বং বরং বৃণু।
ময়া বৃতো বরঃ রাজন্ দেবদেবঃ পিনাকধৃক্ ॥
মনসা চিন্তিতা হ্যর্থা মানসে যে স্থিতা বরাঃ।
ভবন্তু ময়ি তে সর্ব্বে প্রাসাদাত্তব শঙ্কর ॥ ৩০২
এবমস্থিতি দেবেন প্রেষিতোহস্মি তবান্তিকম্
তাবদত্রাভবচ্ছায়ং পুরোধাস্তে বৃহস্পতিঃ ॥ ৩০৩
দৃষ্টঃ সত্যং দানবেন্দ্র ময়োক্তং ত্বং নিশাময়।
বৃহস্পতিস্তদা বাক্যং প্রহ্লাদং প্রত্যভাষত ॥
নাহমেতং প্রজানামি দেবং বা দানবং নরম্।
মদ্রূপধারিণং রাজন্ বঞ্চনার্থং তবাগতম্ ॥৩০৫

ততস্তে দানবাঃ সর্ব্বে সাধুসাধ্বিতিবাদিনঃ।
পুরোধাঃ পৌর্ব্বিকো মোহস্ত যো বা কো বা ভবত্বিতি ॥ ৩০৬
নানেন কার্য্যমস্মাকং যাতু ছেয় যথাগতঃ।
সক্রোধমশপৎ কাব্যো দানবেন্দ্রান্ সমাগতান্
ত্যক্তো যথাহং যুষ্মাভিস্তথা সর্ব্বাংশ্চিরাদিব।
গতশ্রীকান্ গতপ্রাণান্ পশ্যেহয়ং দুঃখজীবিকান্
সুঘোরামাপদং প্রাপ্তা ন চিরাদেব সর্ব্বশঃ।
এবমুক্তা গতঃ কাব্যো যদৃচ্ছাতস্তপোবনম্।
তস্মিন্ গতে ততঃ শুক্রে স্থিতস্তত্র বৃহস্পতিঃ।
পালয়ন্ দানবাংস্তত্র কিঞ্চিৎকালমতিষ্ঠত ॥৩১০
ততো বহুতিথে কালে ব্যতিক্রান্তে নরেশ্বর।
সম্ভূয় দানবাঃ সর্ব্বে পর্য্যপৃচ্ছংস্তদা গুরুম্ ॥ ৩১১
সংসারেহস্মিন্নসারে তু কিঞ্চিজ্জ্ঞানং প্রযচ্ছ নঃ

তোমাকে ইনি প্রতারিত করিয়াছেন। তাই বলি, হে মহাভাগ! তোমাদের শত্রুপক্ষীয় ভয়াবহ এই পুরোহিতকে পরিত্যাগ কর। হে দৈত্যপ্রভো! তোমাকে আমি পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া নির্ভয়ে জলমধ্যে গিয়া অবস্থান করিতেছিলাম। মহাদেব শম্ভু আমাকে পান করিয়া ফেলেন। তাঁহার উদর মধ্যে আমি শতাধিক বর্ষ যাপন করি। পরে তাঁহার শিশ্নপথে শুক্ররূপে তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন এবং মৎপ্রতি বরপ্রদ হইয়া আমায় বলেন, শুক্র! তুমি ইষ্টবর প্রার্থনা কর। আমি তখন দেবদেব পিনাকপাণির নিকট আমার প্রার্থনা জানাইয়া বলিলাম,—হে শঙ্কর! আমি মনে মনে যে সকল বিষয়ের চিন্তা করি, আপনার প্রসাদে তৎসমস্তই আমার সফল হউক। তিনি মৎপ্রার্থনায় 'এবমস্তু' বলিয়া আপনার নিকট আমায় প্রেরণ করেন। কিন্তু আমি আসিবার মধ্যেই দেখিতেছি বৃহস্পতি তোমাদের পুরোহিত হইয়াছেন। হে দানবেন্দ্র! আমার এ উক্তি সত্য বলিয়াই অবধারণ করিবে। তখন শুক্ররূপী বৃহস্পতি প্রহ্লাদকে বলিলেন,—ইনি দেব, দানব, কিম্বা মানব, ইহাঁকে আমি জানি না। রাজন্! এ ব্যক্তি আমার রূপ ধারণ করিয়া আপনাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই আসিয়াছে। অনন্তর দানবেরা সকলেই এক বাক্যে তাঁহার কথায় সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিল, ইনি যে কোন জনই হউন, ইনিই আমাদের পূর্ব্বাগত পুরোহিত। এই আগন্তুক পুরোহিত দ্বারা আমাদের প্রয়োজন নাই। এ পুরোহিত যথাস্থানে চলিয়া যাউক। তখন শুক্র সক্রোধে উপস্থিত দানবেন্দ্রগণকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন,—তোরা আমায় পরিত্যাগ করিলি! তোদের এই অপরাধে অচিরেই দেখিব, তোরা শ্রীভ্রষ্ট, দুঃখজীবী ও বিগতজীবন হইবি। অতি ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হওয়াতে অচিরেই তোদের এইরূপ অবস্থা ঘটিবে। শুক্র এই কথা কহিয়া যদৃচ্ছাক্রমে তপোবনে গমন করিলেন। ২৯৫—৩০৯। শুক্র চলিয়া গেলে বৃহস্পতি তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি দানবগণের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কিয়ৎকাল তথায় রহিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল। একদা দানবগণ

যেন মোক্ষং ব্রজামশ্চ প্রসাদাত্তব সুব্রত ॥ ৩১২
ততঃ সুরগুরুঃ প্রাহ কাব্যরূপী তদা গুরুঃ।
মমাপ্যেষা মতিঃ পূর্ব্বং যা যুষ্মাভিরুদাহৃতা ॥
ক্ষণং কুর্ব্বন্তু সহিতাঃ শুচীভূয় সমাহিতাঃ।
জ্ঞানং বক্ষ্যামি বো দৈত্যা অহংবৈ
মোক্ষদায়ি যৎ॥ ৩১৪
এষা শ্রুতিবৈদিকী যা ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা।
বৈশ্বানরপ্রসাদাত্তু দুঃখদা প্রাণিনামিহ ॥ ৩১৫
যজ্ঞশ্রাদ্ধং কৃতং ক্ষুদ্রৈরৈহিকস্বার্থতৎপরৈঃ।
যে স্বমী বৈষ্ণবা ধর্ম্মা যে চ রুদ্রকৃতাস্তথা ॥ ৩১৬
কুধর্ম্মা দারসহিতৈর্হিংসাপ্রায়াঃ কৃতাহিতৈঃ।
অর্দ্ধনারীশ্বরো রুদ্রঃ কথং মোক্ষং গমিষ্যতি ॥
বৃতো ভূতগণৈর্ভূরি ভূষিতশ্চাস্থিভিস্তথা।
ন স্বর্গো নৈব মোক্ষোঽত্র লোকাঃ ক্লিশ্যন্তি
বৈ তথা ॥৩১৮

হিংসায়ামাস্থিতো বিষ্ণুঃ কথং মোক্ষং গমিষ্যতি
রজোগুণাত্মকো ব্রহ্মা স্বাং সৃষ্টিমুপজীবতি ॥
দেবর্ষয়োঽথ যে চান্যে বৈদিকং পক্ষমাশ্রিতাঃ।
হিংসাপ্রায়াঃ সদা ক্রূরা মাংসাদাঃ পাপকারিণঃ
সুরাস্থ মদ্যপানেন মাংসাদা ব্রাহ্মণাস্বমী।
ধর্ম্মেণানেন কঃ স্বর্গং কথং মোক্ষং গমিষ্যতি ॥
যচ্চ যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম স্মার্ত্তং শ্রাদ্ধাদিকং তথা।
তত্র নৈবাপবর্গোঽস্তি যত্রৈষা শ্রূয়তে শ্রুতিঃ ॥
যজ্ঞং কৃত্বা পশুং হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গো নরকঃ কেন গম্যতে ॥
যদি ভুক্তমিহান্যেন তৃপ্তিরন্যস্য জায়তে।
দদ্যাৎ প্রবসতঃ শ্রাদ্ধং ন স ভোজনমাহরেৎ ॥
আকাশগামিনো বিপ্রাঃ পতিতা মাংসভক্ষণাৎ
তেষাং ন বিদ্যতে স্বর্গো মোক্ষো নৈবেহ
দানবাঃ ॥ ৩২৫

মিলিত হইয়া শুক্রকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে সুব্রত! আমরা এই অসার সংসারে অবস্থান করিতেছি, যাহাতে ভবৎপ্রসাদে আমরা মোক্ষ লাভ করিতে পারি, আপনি সেজন্য আমাদিগকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রদান করুন। তখন শুক্ররূপী বৃহস্পতি বলিলেন,—তোমরা যাহা বলিলে, এরূপ অভিমত পূর্ব্বেই আমার হইয়াছিল। যাহা হউক তোমরা সকলে শুচি ও সমাহিত হইয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান কর। আমি তোমাদিগকে মোক্ষদায়ক জ্ঞান উপদেশ করিব। এই যে ঋক্, যজু ও সাম সংজ্ঞক বৈদিকী শ্রুতি আছে, বৈশ্বানরের অর্থাৎ জঠরানলের প্রসাদেই ইহার অবস্থিতি। বস্তুতঃ প্রাণিগণের ইহা দুঃখদায়ক। ঐহিক স্বার্থপর নীচ জনেরাই যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ কার্য্যের প্রবর্ত্তক। সংসারে যে বৈষ্ণব এবং সৌর ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, ঐ সকল হিংসাপ্রায় কুধর্ম্ম; কতকগুলি সস্ত্রীক লোক কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত। দেখ, রুদ্র অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া কিরূপে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন? তিনি ভূতগণে পরিবৃত, এবং যথেষ্ট অস্থিমালায় ভূষিত; সুতরাং তৎসেবী লোক সকল কেবল ক্লেশই অনুভব করে; তাহাদের ভাগ্যে স্বর্গ বা মোক্ষ কিছুই ঘটে না। বিষ্ণু হিংসাকার্য্যে নিরত; তিনিই বা কিরূপে মোক্ষ লাভ করিবেন? ব্রহ্মা রজোগুণাত্মক, নিজের সৃষ্টিই তাঁহার উপজীবিকা। বৈদিক পক্ষাবলম্বী অন্য যে সকল দেবর্ষি আছেন, তাঁহারাও হিংসাবহুল, ক্রূর, মাংসাশী ও নিত্য পাপকারী। এতদ্ভিন্ন দেব বা ব্রাহ্মণেরাও মদ্যপায়ী ও মাংসাশী। সুতরাং ইহাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম দ্বারা কে কিরূপে স্বর্গ বা মোক্ষ লাভ করিবে? শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত যে সকল যজ্ঞাদি ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম আছে, তাহাতে অপবর্গ লাভ নাই। এ সম্বন্ধে এই প্রকার প্রবাদ শুনা যায় যে, যজ্ঞ করিয়া পশু মারিয়া রুধিরকর্দ্দম প্রস্তুত করিয়া যদি স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে নরকে যাইবে কে? ৩০৯—৩২৩। যদি একজনে ভোজন করিলে অন্যের তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসী ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধদান করিলে, তাহার কি অপর খাদ্য আহরণ করিতে হয় না? দানবগণ! বিপ্রগণ আকাশগামী ছিল, তাহারা মাংসভক্ষণে পতিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের স্বর্গ কিম্বা মোক্ষ কিছুই

জাতস্য জীবিতং হ্যস্তোরিষ্টং সর্ব্বস্য জায়তে।
আত্মমাংসোপমং মাংসং কথং খাদেত পণ্ডিতঃ
যোনিজাশ্চ কথং যোনিং সেবন্তে জন্তবস্ত্বমী।
মৈথুনেন কথং স্বর্গং যাস্যন্তে দানবেশ্বর।
মৃদ্ভস্মনা যত্র শুদ্ধিস্তত্র শুদ্ধিশ্চ কা ভবেৎ॥ ৩২৭
বিপরীততমং লোকং পশ্য দানব যাদৃশম্।
বিণ্মূত্রস্য কৃতোৎসর্গে শিশ্নাপানে তু শোধনম্॥
ন সম্ভারোহস্তি বদনে মৃদা তোয়েন বা পুনঃ।
ভুক্তে বা ভোজনে রাজন্ কথং নাপান-
শিশ্নয়োঃ॥ ৩২৯
ক্রিয়তে শোধনং তদ্বিপরীতা স্থিতিস্ত্বিয়ম্।
যত্র প্রক্ষালনং প্রোক্তং তত্র তে নৈব কুর্ব্বতে
তারাং বৃহস্পতের্ভার্য্যাং হৃত্বা সোমঃ পুরা গতঃ
তস্যাং জাতো বুধঃ পুত্রো গুরুর্জগ্রাহতাং পুনঃ
গৌতমস্য মুনেঃ পত্নীমহল্যাং নাম নামতঃ।
অগৃহ্লাত্তাং স্বয়ং শক্রঃ পশ্য ধর্ম্মো যথাবিধঃ॥

এতদন্যচ্চ জগতি দৃশ্যতে পাপদায়কম্।
এবংবিধো যত্র ধর্ম্মঃ পরমার্থো মতস্তু কঃ॥ ৩৩৩
বদস্ব ত্বং দানবেন্দ্র বদ ভূয়ো বদামি তে।
গুরোস্তু গদিতং শ্রুত্বা পরমার্থান্বিতং বচঃ।
জাতকৌতূহলাস্তত্র বিবিক্তাশ্চ ভবার্ণবাৎ॥ ৩৩৪

দানবা উচুঃ।

দীক্ষয়স্ব গুরো সর্ব্বান্ প্রপন্নান্ ভক্তিতঃ স্থিতান্
যেন বৈ ন পুনর্মোহং ব্রজামস্তব শাসনাৎ।
সুবিরক্তাঃ স্ম সংসারে শোকমোহপ্রদায়িনি।
উদ্ধরস্ব গুরো সর্ব্বান্ কেশাকর্ষেণ কূপতঃ।
কস্য দেবস্য শরণং গচ্ছামো ব্রাহ্মণোত্তম।
দৈবতঞ্চ প্রপন্নানাং প্রকাশয় মহামতে।
স্মরণেনোপবাসেন ধ্যানধারণয়া তথা॥ ৩৩৮
পূজোপহারে চ কৃতে অপবর্গস্তু লভ্যতে।
বিরক্তাঃ স্ম কুটুম্বে তু ভূয়ো নাত্র যতামহে।

নাই। জন্মিবা মাত্র জীবন সর্ব্বজন্তুরই প্রিয় হইয়া থাকে। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি আত্ম-মাংসোপম অন্যমাংস কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? এই সকল প্রাণী যোনি হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে যোনি-সেবা করে? হে দানবেশ্বর! মৈথুন দ্বারা কিরূপে স্বর্গলাভ হইবে? মৃত্তিকা এবং ভস্ম দ্বারা যথায় শুদ্ধি হয়, সেখানে শুদ্ধি কিরূপ হইয়া থাকে? হে দানব! লোকের বিপরীত ব্যবহার দেখ! যে স্থান হইতে বিষ্ঠা এবং মূত্র ফেলিয়া দিতে হয়, লোকে মৃত্তিকা জল দ্বারা সেই অপান এবং শিশ্নেরই শোধন করিয়া থাকে। পরন্তু যে পথে মল ও মূত্রের উপাদান উদরে প্রবেশ করে, মৃত্তিকা ও জলদ্বারা সেই মুখের তো তেমন শোধন লোকে করে না। সুতরাং এ কেমন বিপরীত ব্যবহার! যেখানে প্রক্ষালন করা উচিত, সেখানে তাহারা করে না। চন্দ্র বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার গর্ভে বুধ জন্মিলেন। বৃহস্পতি আবার সেই তারাকেই গ্রহণ করিলেন। গৌতম মুনির পত্নী অহল্যা; স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করেন। সুতরাং দেখ, এ ধর্ম্ম কি প্রকার? জগতে এইরূপ এবং অন্যরূপ অনেক পাপকর কার্য্য দেখা যায়। ধর্ম্ম যেখানে এই প্রকার, সেখানে আর পরমার্থ কি? হে দানবেন্দ্র! আমি বারবার জিজ্ঞাসা করি, তুমিই বল; এখানে পরমার্থ কি? গুরুর এই পরমার্থান্বিত বাক্য শুনিয়া জাতকৌতূহল দানবদল ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইবার জন্য বলিল,—গুরো! আমরা ভক্ত, আপনার শরণাপন্ন, আমাদিগকে দীক্ষা দান করুন। ভবৎশাসনে পুনরায় আমরা যেন মোহপ্রাপ্ত না হই, আপনি তাহাই করিয়া দিন। ৩২৪—৩৩৫। এই শোকমোহদায়ক সংসারে আমরা বিরক্ত হইয়াছি। কেশাকর্ষণে কূপ হইতে যেমন উদ্ধার করে, তেমনি আমাদিগকে উদ্ধার করুন। হে ব্রাহ্মণবর! আমরা কোন্ দেবের শরণ লইব? আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। স্মরণে, উপবাসে, ধ্যানে, ধারণায় এবং পূজোপহারে অপবর্গ লব্ধ হইয়া থাকে। আমরা কুটুম্বজনে বিরক্ত হইয়াছি। পুনরায়

এবমুক্তস্তু গুরুশ্ছন্নরূপী ... ([illegible])

এবমুক্তেব গুরুশ্ছন্নৈস্তৈরুক্তো দনুপুঙ্গবৈঃ।
চিন্তয়ামাস তৎকার্য্যং কথমেতৎ করোম্যহম্॥
কথমেতে ময়া পাপাঃ কর্ত্তব্যা নরকৌকসঃ।
বিড়ম্বনাচ্ছ্রুতের্বাহ্যাস্ত্রৈলোক্যে হাস্যকারিণঃ॥
ইত্যুক্তা ধিষণো রাজংশ্চিন্তয়ামাস কেশবম্।
তস্য তচ্চিন্তিতং জ্ঞাত্বা মায়ামোহং জনার্দ্দনঃ।
সমুৎপাদ্য দদৌ তস্য প্রাহ চেদং বৃহস্পতিম্॥
মায়ামোহোঽয়মখিলাংস্তান্ দৈত্যান্
মোহয়িষ্যতি।
ভবতা সহিতঃ সর্ব্বান্ বেদমার্গবহিষ্কৃতান্॥ ৩৪৩
এবমাদিশ্য ভগবানন্তর্দ্ধানং জগাম হ॥ ৩৪৪
তপস্যভিরতান্ সোঽথ মায়ামোহো
গতোঽসুরান্।
তেষাং সমীপমাগত্য বৃহস্পতিরুবাচ হ॥ ৩৪৫
অনুগ্রহার্থং যুষ্মাকং ভক্ত্যা প্রীতস্ত্বিহাগতঃ।
যোগী দিগম্বরো মুণ্ডো বর্হিপত্রধরো হ্যয়ম্॥৩৪৬
ইত্যুক্তে গুরুণা পশ্চাৎ মায়ামোহোঽব্রবীদ্বচঃ
ভো ভো দৈত্যাধিপতয়ঃ প্রক্রান্ত তপসি স্থিতাঃ
ঐহিকার্থন্তু পারক্যং তপসঃ ফলমিচ্ছথ॥৩৪৭
দানবা ঊচুঃ।
পারক্যধর্ম্মলাভায় তপশ্চর্য্যা হি নো মতা।
অস্মাভিরিয়মারব্ধা কিংবা তত্র বিবক্ষিতম্॥৩৪৮
দিগম্বর উবাচ।
কুরুধ্বং মম বাক্যানি যদি মুক্তিমভীপ্সথ।
আর্হতং সর্ব্বমেতচ্চ মুক্তিদ্বারমসংবৃতম্॥৩৪৯
ধর্ম্মাদ্বিমুক্তেরর্হোঽয়ং নৈতস্মাদপরঃ পরঃ।
অত্রৈবাবস্থিতাঃ স্বর্গং মুক্তিং চাপি গমিষ্যথ॥
এবং প্রকারৈর্বহুভির্মুক্তিদর্শনবর্জ্জিতৈঃ।
মায়ামোহেন তে দৈত্যা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ॥
ধর্ম্মায়ৈতদধর্ম্মায় সদেতদসদিত্যপি।
বিমুক্তয়ে ত্বিদং নৈতদ্ বিমুক্তিং সম্প্রযচ্ছতি॥
পরমার্থোঽয়মত্যর্থং পরমার্থো ন চাপ্যয়ম্।
কার্য্যমেতদকার্য্যং হি নৈতদেতৎ স্ফুটস্ত্বিদম্॥

আর তাহাতে আসক্ত হইব না। প্রচ্ছন্নরূপী দেবগুরু দানবগণের এই কথায় চিন্তা করিলেন, আমি এই কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিব? কিরূপে আমি এই পাপিষ্ঠদিগকে নরকবাসী করিব? কিরূপ বিড়ম্বনায় ইহাদিগকে বেদবহির্ভূত করিয়া ত্রৈলোক্যে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিব। বৃহস্পতি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কেশবকে চিন্তা করিলেন। জনার্দ্দন তাঁহার চিন্তার বিষয় অবগত হইয়া মায়ামোহ উৎপাদনপূর্ব্বক বৃহস্পতিকে দান করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, এই মায়ামোহ নিখিল দৈত্যের মোহোৎপাদন করিবে এবং আপনার সহিত ইহাদের সকলকেই বেদবহির্ভূত করিয়া দিবে। ভগবান্ এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এদিকে সেই মায়ামোহ তপোনিরত অসুরগণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বৃহস্পতি অসুরগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া প্রীতিভরে এই মুণ্ডিতমস্তক বর্হিপত্রধর যোগী দিগম্বর পুরুষ আগমন করিয়াছেন। গুরু এই কথা কহিলে, পরে মায়ামোহ বলিলেন,—ভো ভো দৈত্যাধিপতিগণ! বল, তোমরা তপস্যায় থাকিয়া ঐহিক বা পারত্রিক কি তপস্যাফল ইচ্ছা করিয়াছ? দানবগণ কহিল,—পারত্রিক ধর্ম্মলাভের জন্য তপস্যাচরণই আমাদের অভিপ্রায়। আমরা সেইরূপ তপশ্চরণই আরম্ভ করিয়াছি। তোমার এ-ক্ষেত্রে বক্তব্য কি? ৩৩৬-৩৪৮। দিগম্বর কহিল,—যদি মুক্তি পাইতে চাও, তবে আমার বাক্য পালন কর। সমস্ত আর্হত ধর্ম্মই অপাবৃত মুক্তি-দ্বার; আর্হতই মুক্তিদাতা; ইহা অপেক্ষা পরম পুরুষ অপর কেহই নাই। এই আর্হত-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াই স্বর্গ বা মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। মুক্তিপ্রাপক-জ্ঞানোপদেশবর্জ্জিত এই এই প্রকার বহুবিধ উপদেশ দ্বারা মায়ামোহ কর্ত্তৃক দৈত্যগণ বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইল। ইহা ধর্ম্মের কারণ, ইহা অধর্ম্মমূলক, ইহা সৎ, ইহা অসৎ, ইহা মুক্তির কারণ, ইহা মুক্তিপ্রাপক নহে, ইহাই পরমার্থ, ইহা পরমার্থ নহে, ইহা কার্য্য, ইহা অকার্য্য, ইহা অব্যক্ত,

দিগ্বাসসামযং ধর্ম্মোঽধর্ম্মোঽযং বহুবাসসাম্।
ইত্যনেকার্থবাদাংস্তু মায়ামোহেন তে যতঃ।
উক্তাস্ততোঽখিলা দৈত্যাঃ স্বধর্ম্মাং স্ত্যাজিতা নৃপ॥ ৩৫৫
অর্হধ্বং মামকং ধর্ম্মং মায়ামোহেন তে যতঃ।
উক্তাস্তমাশ্রিতা ধর্ম্মমার্হতাস্তেন তেঽভবন্॥
ত্রয়ীমার্গং সমুৎসৃজ্য মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
কারিতাস্তন্ময়া হ্যাসংস্তথান্যে তৎপ্রবোধিতাঃ
তৈরপ্যন্যে পরেতৈশ্চ তৈরন্যোন্যৈস্তথাপরে।
নমোঽর্হতে চেতি সর্ব্বে সঙ্গমে স্থিরবাদিনঃ॥
অল্পৈরহোভিঃ সন্ত্যক্তা তৈর্দৈত্যৈঃ প্রায়শস্ত্রয়ী
পুনশ্চ রক্তাম্বরধৃক্ মায়ামোহো জিতেক্ষণঃ।
সোঽন্যানপ্যসুরান্ গত্বা উচেঽন্যন্মধুরাক্ষরম্॥
স্বর্গার্থং যদি বো বাঞ্ছা নির্ব্বাণার্থায় বা পুনঃ।
তদলং পশুঘাতাদিদুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত॥ ৩৬১
বিজ্ঞানময়মেতদ্বৈ অশেষমধিগচ্ছত।
বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্ বুধৈরেবমিহোদিতম্।
জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থতৎপরম্।
রাগাদিদুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে॥ ৩৬৩
নানাপ্রকারং বচনং স তেষাং যুক্তিযোজিতম্
তথা তথাবদদ্ধর্ম্মং তত্যজুস্তে যথা যথা॥ ৩৬৪
কেচিদ্বিনিন্দাং বেদানাং দেবানামপরে নৃপ।
যজ্ঞকর্ম্মকলাপস্য তথা চান্যে দ্বিজন্মনাম্॥ ৩৬৫
নৈতদ্যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্ম্মায় জায়তে।
হবীংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়ার্হন্তি কোবিদাঃ॥
নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন কিংবা তত্র ন হন্যতে॥ ৩৬৬
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্যেন চেদ্যদি।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং প্রবসতো ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ॥
যজ্ঞৈরনেকৈর্দ্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে।
শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্ পশুঃ।

ইহা পরিস্ফুট, ইহা দিগম্বরগণের ধর্ম্ম, আর ইহা বহুবস্ত্রপরিহিত ব্যক্তিগণের অধর্ম্ম, মায়ামোহ এইরূপ নানার্থবাদ বলিলে নিখিল দৈত্যই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। মায়ামোহ বলিল,—তোমরা মদীয় ধর্ম্মই ভজনা কর। এই কথা কহিলে দৈত্যগণ সেই ধর্ম্মই আশ্রয় করিল এবং তদবধি তাহারা আর্হত নামে পরিচিত হইল। অসুরেরা মায়ামোহের প্রেরণায় ত্রয়ীমার্গ পরিত্যাগ করিলে অন্যান্য অনেকেই সেইরূপ জ্ঞানোপদেশ লাভ করিল। তাহারা অন্য অনেককে এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা অপর অনেককে সেই উপদেশ শিখাইল। এইরূপে সকলেই তাহারা পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎকালে 'নমঃ অর্হতে' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যে প্রায় সকল দৈত্যই ত্রয়ীধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। তখন মায়ামোহ পুনরায় রক্তাম্বর পরিধান করিয়া অন্যান্য অসুরগণের নিকট গমনপূর্ব্বক মধুরাক্ষরে বলিল,—স্বর্গ বা নির্ব্বাণলাভের জন্য যদি তোমাদের বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে পশুঘাতাদি দুষ্টধর্ম্ম পালনে ফল কি? তোমরা বুঝিয়া দেখ, এই বিজ্ঞানময় ধর্ম্মই অশেষরূপে অবগত হও। আমি যাহা বলিলাম জগতের বুধগণ এই কথাই বলিয়াছেন! এই জগৎ নিরাধার, ভ্রান্তিজ্ঞানতৎপর, এবং রাগাদি দোষদুষ্ট হইয়া ভবসঙ্কটে অতিমাত্র ভ্রমণ করিতেছে। মায়ামোহ অসুরদিগকে যুক্তিযোজিত নানাপ্রকার বাক্য এরূপভাবে বলিল,—যাহাতে তাহারা অবিলম্বেই স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদনিন্দা, কেহ দেবনিন্দা, কেহ যজ্ঞকর্ম্মকলাপের এবং কেহ ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিতে লাগিল।৩৪৯—৩৬৫। কেহ কহিল,—হিংসা করিলে ধর্ম্ম হয়, এ বাক্য যুক্তিসহ নহে। ঘৃতরাশি অনলে দগ্ধ হয়, ফল প্রাপ্ত হয় কোবিদকুল। যজ্ঞহত পশুর জন্য যদি স্বর্গপ্রাপ্তি বিহিত হয়, তবে যজমান কেন স্বীয় পিতাকে নিহত করে না! একজনে ভোজন করিলে যদি অপরের তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসীর জন্য শ্রাদ্ধ করিলে, কৈ প্রবাসীরা তাহা গ্রহণ করে না? বহু যজ্ঞ করিয়া দেবত্ব পাইয়া ইন্দ্র তাহা ভোগ করেন একথাও অযৌক্তিক, শমী প্রভৃতি কাষ্ঠ যদি পবিত্র বস্তু হয়, তবে

জনাশ্রদ্ধেয়মিত্যেতদবগম্য তু তদ্বচঃ।
উপেক্ষ্য শ্রেয়সে বাক্যং রোচতাং যন্ময়েরিতম্
ন হ্যাপ্তবাদা নভসো নিপতন্তি মহাসুরাঃ।
যুক্তিমদ্বচনং গ্রাহ্যং ময়ান্যৈশ্চ ভবদ্বিধৈঃ॥ ৩৮১

দানবা ঊচুঃ।

তত্ত্ববাদে বয়ং সর্ব্বে প্রপন্নাস্তব ভক্তিতঃ।
কুরুষ্বানুগ্রহঞ্চাদ্য প্রসন্নোঽসি যদি প্রভো॥
সম্ভারানাহরামোঽদ্য দীক্ষাযোগ্যাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
প্রসাদাত্তব যেনাশু মোক্ষো হস্তগতো ভবেৎ
ততস্তানব্রবীৎ সর্ব্বান্মায়ামোহোঽসুরাংস্তদা।
প্রপন্নঃ শাসনং হ্যেষ মদীয়ো গুরুরগ্র্যধীঃ॥
দীক্ষাং দাস্যতি যুষ্মাকং নিদেশান্মম সত্তমঃ।
এতান্ দীক্ষয় ভো ব্রহ্মন্ বচনান্মম পুত্রকান্॥
গতে মোহে দানবাস্তে ভার্গবং বাক্যমব্রুবন্।
দেহি দীক্ষাং মহাভাগ সর্ব্বসংসারমোচনীম্॥

তথেত্যাহোশনা দৈত্যান্ গচ্ছামো নর্ম্মদাং স্থ
ভো ভোস্ত্যজত বাসাংসি দীক্ষাং কারয়ি-
তাস্মি বঃ॥ ৩৭৭

এবন্তে দানবা ভীষ্ম ভৃগুরূপেণ ধীমতা।
আঙ্গিরসেন তে তত্র কৃতা দিগ্বাসসোঽসুরাঃ॥
বর্হিপিচ্ছধ্বজং তেষাং গুঞ্জিকাচারুমালিকাম্।
দত্ত্বা চকার তেষান্তু শিরসো লুঞ্চনং ততঃ।
কেশস্যোৎপাটনঞ্চৈব পরমং ধর্ম্মসাধনম্॥ ৩৭৯
ধনানামীশ্বরো দেবো ধনদঃ কেশলুঞ্চনাৎ।
সিদ্ধিং পরমিকাং প্রাপ্তঃ সদাবেষস্য ধারণাৎ॥
নিত্যত্বং লভ্যতে হ্যেবং পুরা প্রাহার্হতঃ স্বয়ম্
বালোৎপাটেন দেবত্বং মানুষৈর্লভ্যতে ত্বিহ॥
কিং ন কুর্ব্বীত তত্তস্মান্মহাপুণ্যপ্রদং যতঃ॥
মনোরথো হি দেবানাং লোকে বৈ মানুষেকদা
অস্মিন্ স্থাভারতে বর্ষে জন্ম নঃ শ্রাবকে কুলে

পত্রভোজী পশুও তো শ্রেষ্ঠ। এই সকল বাক্য লোকের অশ্রদ্ধেয়, তাহা বুঝিয়া এবং তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া মৎকথিত এই শ্রেয়োনিমিত্ত বাক্যে আস্থা স্থাপন কর। মহাসুরগণ! আপ্তবাক্য সকল আকাশ হইতে নিপতিত হয় না। আমিই বলি, আর অন্যেই বলুক, ভবদ্বিধ ব্যক্তিগণের পক্ষে যুক্তিযুক্ত বাক্যই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দানবগণ কহিল,—আমরা সকলে ভক্তিপূর্ব্বক তত্ত্ববাদার্থই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে প্রভো! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদের প্রতি এখন অনুগ্রহ বিতরণ করুন। আমরা অদ্য দীক্ষার উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিব। ভবৎপ্রসাদে মোক্ষ আমাদের সত্বর যেন করায়ত্ত হয়। তখন মায়ামোহ অসুরগণকে বলিলেন,—এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মদীয় গুরু সমস্ত শাস্ত্রশাসন অবগত আছেন। ইনি তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবেন। হে ব্রহ্মন্! আমার বচনানুসারে এই পুত্রগণকে তুমি দীক্ষা প্রদান কর। মোহ অপগত হইলে দানবগণ ভৃগু-ভার্গবকে বলিল,—মহাভাগ! আপনি আমাদিগকে সংসারতারিণী দীক্ষা দান করুন। ছদ্ম-ভার্গব 'তথাস্তু' বলিয়া অসুরগণকে বলিলেন, চল আমরা নর্ম্মদাতীরে যাই। তিনি আরও বলিলেন, ভো ভো দৈত্যগণ! তোমরা স্ব স্ব পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ কর, আমি তোমাদিগকে দীক্ষা দান করিব। হে ভীষ্ম! এইরূপে সেই দানব ও অসুরগণ শুক্ররূপী বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দিগম্বরীকৃত হইল। বৃহস্পতি তাহাদিগকে বর্হি-পিচ্ছ-ধ্বজ ও গুঞ্জিকানির্ম্মিত চারুমালা প্রদান করিয়া তাহাদের শিরোমুণ্ডন করিয়া দিলেন। কেশোৎপাটনই পরম ধর্ম্মসাধন। দেব ধনদ কেশলুঞ্চন হেতুই ধনেশ্বর হইয়াছেন। সর্ব্বদা এইরূপ বেশ ধারণেই লোক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে স্বয়ং অর্হত বলিয়াছেন, এইরূপেই লোক নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানুষেরা কেশোৎপাটনেই দেবত্ব লাভ করে। সুতরাং এরূপ কার্য্য যখন মহাপুণ্য-প্রদ, তখন লোকে তাহা করে না কেন? ৩৬৬—৩৮১। দেবগণের মনের অভিপ্রায় এই যে, কবে এই ভারতবর্ষে মানুষলোকে শ্রাবক-কুলে আমাদের জন্ম হইবে? কবে আমরা

তপসা যুক্তমহেহস্মান্ বৈ কেশোৎপাটনপূর্ব্বকম্
তীর্থঙ্করাশ্চতুর্ব্বিংশত্তথা তৈশ্চ পুরস্কৃতাঃ।
ছায়া কৃতং ফণীন্দ্রেণ ধ্যানমার্গপ্রদর্শকম্ ॥৩৮৪
স্তবন্তং মন্ত্রবাদেন স্বর্গো হস্তগতোঽর্হতম্।
মোক্ষো বা ভবিতা নূনং বিচারঃ কোঽত্র কথ্যতে
কদা স্যামর্ষয়ো ভূত্বা সূর্য্যাগ্নিসমতেজসঃ।
জপ্ত্বা বিরাগিণশ্চৈব মন্ত্রপঞ্চাঙ্গকং তথা ॥ ৩৮৬
তথা তপস্যতাং মৃত্যুং গতানাং কালপর্য্যয়াৎ।
পাষাণেন শিরো ভগ্নং ভবতে পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥
অরণ্যে নির্জ্জনে বাসঃ কদা বৈ ভবিতা হি নঃ
কর্ণজপ্যং শ্রাবকাশ্চ করিষ্যন্তি সমাহিতাঃ ॥৩৮৮
ভো ভো ঋষেহন্যেন গন্তব্যং মোক্ষগামী যতো
ভবান্।
লব্ধানি যানি স্থানানি ভূয়োবৃত্তিকরাণি চ।
ত্যাজ্যানি তেন চৈতানি সত্যমেবব চোদিনঃ ॥
অস্মদীয়েন তপসা নিয়মৈর্বিবিধৈস্তথা।
ব্রজধ্বং চোত্তমং স্থানং মোক্ষমার্গঞ্চ যং বুধাঃ
বিন্দন্তি ভক্তিভাবেন তপোযুক্তাস্তপস্বিনঃ।
অক্ষেষু নিগ্রহো যত্র দয়া ভূতেষু সর্ব্বদা।
তত্তপো ধর্ম্মমিত্যুক্তং সর্ব্বা চান্যা বিড়ম্বনা ॥৩৯২
জ্ঞাত্বৈতত্তবতা সাধ্যং গন্তব্যং পরমং পদম্।
যাং বৈ তীর্থঙ্করা যাতা যাং গতিং যোগিনো
গতাঃ। ৩৯৩
এবং বৈ দেবতাঃ পূর্ব্বং বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
মনোরথাভিলাষাংস্তে চিন্তয়ন্তো দিবানিশম্।
যদ্যেষণা বৈ যুষ্মাকং সংসারবিরতৌ কৃতা।
পরিত্যজধ্বং দারাণি স্বর্গমার্গার্গলানি চ। ৩৯৫
যস্যাং যোনৌ পিতা যাতস্তাং যোনিং সেবসে
কথম্।
আত্মমাংসোপমং মাংসং কথং খাদন্তি জন্তবঃ।
ততস্তে দানবা ভীষ্ম উচুঃ সর্ব্বে গুরুং বচঃ।
দীক্ষস্ব নো মহাভাগ ক্ষণকানগ্রতঃ স্থিতান্।

সেখানে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেশোৎপাটন-পূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হইব? কবে চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করগণ আমাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন? কবে আমরা ফণীন্দ্র কর্ত্তৃক কৃতচ্ছায় ধ্যানমার্গপ্রদর্শক, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্তবনকারী অর্হত দেবকে দেখিব? তাহাতে আমাদের স্বর্গ বা মোক্ষ নিশ্চয় হস্তগত হইবে, এ বিষয়ে আর বিচার্য্য কি আছে? কবে এই পৃথিবীতে আমরা সূর্য্যাগ্নি-সমতেজা ঋষি হইয়া পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র জপ করিতে করিতে বিরাগী হইব? কবে তপস্যা করিতে করিতে কালব্যত্যয়ে আমাদের মৃত্যু ঘটিবে এবং পুণ্যকর্ম্মী-দিগের মস্তক পাষাণে ভগ্ন হইয়া যাইবে? নির্জ্জন অরণ্য প্রদেশে কবে আমরা বাস করিতে পারিব ও শ্রাবকগণ সমাহিত হইয়া কবে আমাদিগকে এই কথা শুনাইবেন যে, ভো ভো ঋষে! তুমি মোক্ষ-পথাবলম্বী হইয়াছ; অন্য কোথাও যাইও না। তুমি যে সকল বৃত্তিকর স্থান লাভ করিয়াছ, সে সমুদায় পরিত্যাগ কর, ইহাই আমাদের সত্য বাক্য। আমাদের তপস্যা এবং বিবিধ নিয়ম দ্বারা, হে বুধগণ! তোমরা উত্তম স্থান মোক্ষমার্গে প্রয়াণ কর। তপো-নিরত তপস্বিগণ জানেন—ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহ এবং সর্ব্বদা ভূতবর্গে দয়া, ইহাই তপোধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত; এতদ্ভিন্ন অন্য সকলই বিড়ম্বনা। অতএব তুমিও ইহাই সাধনার বিষয় অবগত হইয়া পরম পদে গমন করিবে। তীর্থঙ্করগণ ঐ গতি লাভ করিয়াছেন, যোগিগণও ঐ গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যে সকল দেবতা বিদ্যাধর বা মহোরগ সর্ব্বদা মনোভীষ্ট চিন্তা করেন তাঁহারাও ঐ গতি লাভ করিয়াছেন। যদি তোমাদের সংসার বিরামে এষণা থাকে, তাহা হইলে স্বর্গ-মার্গের অর্গলস্বরূপ দারসকল পরিত্যাগ কর। ৩৮২—৩৯৫। যে যোনিতে পিতা জন্মিয়াছেন, সেই যোনি কিরূপে সেবা করিতেছ? প্রাণি-গণ কিরূপে আত্মমাংসোপম অন্যমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে? অনন্তর দানবগণ সকলেই গুরুকে কহিল,—হে মহাভাগ! আমরা আপনার সম্মুখস্থ বালকবৃন্দ, আমাদিগকে দীক্ষা দান

তথা কৃত্বা স তানাহ সময়েন পুরোহিতঃ ।
প্রণামো নান্যদেবেষু কর্ত্তব্যো বঃ কদাচন ॥
একস্থানে যদা ভক্তং ভোক্তব্যং করসম্পুটে ।
তত্র স্থানে স্থিতং তোয়ং কেশকীটবিবর্জ্জিতম্
তুল্যং প্রিয়াপ্রিয়ং কার্য্যং নান্যদৃষ্টিহতং ক্বচিৎ ।
ভোক্তব্যমেতেন বিধো আচারেণ তথা কুরু
ভবধ্বংসহিতা যূয়স্তে তথা মোক্ষভাগিনঃ ॥
এবমুক্তা সনিয়মান্ কৃত্বা তান্ দনুপুঙ্গবান্ ।
জগাম ধিষণো রাজন্ দেবলোকং দিবৌকসাম্
আচচক্ষে স তৎসর্ব্বং দানবানাঞ্চ কারিতম্ ।
ততস্তে ত্বসুরাজগ্মুর্নর্ম্মদামভিতোবসন্ ॥৪০৩
দৃষ্টা তান্ দানবাংস্তত্র প্রহ্লাদেন বিনাকৃতান্
দেবরাজস্ততোহৃষ্টো নমুচিং প্রাহ বৈ বচঃ ॥
হিরণ্যাক্ষং যজ্ঞহনং ধর্ম্মঘ্নং বেদনিন্দকম্ ।
রাক্ষসং ক্রূরকর্ম্মাণং প্রঘসং বিঘসং তথা ॥ ৫০৫
মুচিঞ্চৈব তথা বাণং বিরোচনমথাপি বা ।
মহিষাক্ষং বাষ্কলঞ্চ প্রচণ্ডং চণ্ডকং তথা ॥৪০৬
রোচমানং তথাত্যুগ্রং সুষেণং দানবোত্তমম্
এতান্ দৃষ্টা তথা চান্যান্ দানবেন্দ্রানথাব্রবীৎ

ইন্দ্র উবাচ ।

দানবেন্দ্রাঃ পুরা জাতাঃ কৃতং রাজ্যং ত্রিবিষ্টপে
ইদানীং কথমেবেদং ব্রতং বেদবিলোপকম্ ॥
ভবদ্ভিঃ কর্ত্তুমারব্ধং নগ্নমুণ্ডি কমণ্ডলু ।
ময়ূরধ্বজধারিত্বং কথঞ্চৈবেহ তিষ্ঠথ ॥ ৪০৯

দানবা ঊচুঃ ।

ত্যক্তাঃ সর্ব্বাসুরভাবা ঋষিধর্ম্মে বয়ং স্থিতাঃ ।
ধর্ম্মবৃদ্ধিকরং কর্ম্ম চরামঃ সর্ব্বজন্তুষু ॥ ৪১০
ত্রৈলোক্যরাজ্যমখিলং ভুঙ্ক্ষ শক্র ব্রজস্ব চ ।
তথেতি চোক্তা মঘবা পুনর্যাতস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥
এবং তে মোহিতাঃ সর্ব্বে ভীষ্ম দেবপুরোধসা
নর্ম্মদাসরিতং প্রাপ্য স্থিতা দানবসত্তমাঃ ॥৪১২

করুন। তখন শুক্ররূপী বৃহস্পতি তাহাদিগকে দীক্ষিত করিলেন এবং শপথ গ্রহণ করাইয়া কহিলেন,—তোমরা কখন দেবতান্তরকে প্রণাম করিবে না। যৎকালে একস্থানে অন্নাহার করিবে, তখন সেইখানেই করসম্পুটে কেশ-কীটবর্জ্জিত জল পান করিবে। ভোজ্য পানীয় অন্যে যাহাতে দেখিতে না পায়, তাহা করিবে এবং প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয়ে তুল্য ব্যবহার করিবে। এইরূপ আচারে ভোজন করিতে হয়; তোমরাও তাহা করিবে। তোমরা সকলে মিলিত হইয়া থাকিবে, এইরূপেই মোক্ষভাগী হইবে। হে রাজন্! বৃহস্পতি দনুপুঙ্গবগণকে এই সকল নিয়ম উপদেশ দিয়া দেবলোকে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া দানবগণের সেই সকল কার্য্য বর্ণন করিলেন। অনন্তর অসুরেরা গিয়া নর্ম্মদার উভয় তীরে বাস করিতে লাগিল। তথায় প্রহ্লাদবর্জ্জিত অন্যান্য দানবগণকে অবলোকন করিয়া দেবরাজ হৃষ্টচিত্তে নমুচিকে হিরণ্যাক্ষ, যজ্ঞহা, ধর্ম্মঘ্ন, বেদ-নিন্দক, রাক্ষস, ক্রূরকর্ম্মা, প্রঘস, বিঘস, মুচি, বাণ, বিরোচন, মহিষাক্ষ, বাষ্কল, প্রচণ্ড, চণ্ডক, অত্যুগ্র রোচমান, ও দানবোত্তম সুষেণ, এই সকল এবং অন্যান্য দানব-গণকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—হে দানবেন্দ্রগণ! তোমরা পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গে রাজত্ব করিয়াছ; এক্ষণে এ কি বেদ-বিলোপী ব্রত তোমরা করিতে আরম্ভ করি-য়াছ? তোমরা নগ্ন হইয়াছ, মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ, কমণ্ডলু ও ময়ূরধ্বজ ধারণ করিয়াছ, এই অবস্থায় কেন এখানে অবস্থান করি-তেছ? ৩৯৬—৪০৯। দানবগণ কহিল,—আমরা সমস্ত আসুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া ঋষিধর্ম্মে অবস্থান করিতেছি। সমস্ত প্রাণীকে আমরা ধর্ম্মবৃদ্ধিকর কর্ম্মের উপদেশ দিয়া বেড়াইতেছি। হে শক্র! তুমি এই নিখিল ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিতে থাক, স্বর্গে গমন কর। ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। হে ভীষ্ম! এইরূপে দেবপুরোহিত কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া দানবেরা নর্ম্মদাতীরে অবস্থান করিতে

জ্ঞাত্বা শুক্রেণ তে সর্ব্বে বৃত্তান্তমনুবোধিতাঃ।
তদা ত্রৈলোক্যহরণে চক্রুঃ ক্রুরাং পুনর্মতিম্॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে অবতার-চরিতং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

কথং ত্রিপুরুষাজ্জাতো হর্জ্জুনঃ পরবীরহা।
কথং কর্ণশ্চ কানীনঃ সূতজঃ পরিকীর্ত্তাতে॥ ১
বৈরং তয়োঃ কথম্ভূতং নিসর্গাদেব তদ্বদ।
বৃহৎ কৌতূহলং মহ্যং তত্ত্ববান্ বক্তুমর্হতি॥ ২

পুলস্ত্য উবাচ।

ছিন্নে বক্ত্রে পুরা ব্রহ্মা ক্রোধেন মহতাবৃতঃ।
ললাটে স্বেদমুৎপন্নং গৃহীত্বাতাড়য়দ্ভুবি॥ ৩
স্বেদতঃ কুণ্ডলী জজ্ঞে সধনুষ্কো সহেষুধিঃ।
সহস্রকবচী বীরঃ কিং করোমীত্যুবাচ হ॥ ৪
তমুবাচ বিরিঞ্চিস্তু দর্শয়ন্ রুদ্রমোজসা।
হন্যতামেষ দুর্ব্বুদ্ধির্জায়তে ন যথা পুনঃ॥ ৫
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ধনুরুদ্যম্য পৃষ্ঠতঃ।
সম্প্রতস্থে মহেশস্য বাণহস্তোঽতিরৌদ্রদৃক্॥ ৬
দৃষ্ট্বা পুরুষমত্যুগ্রং ভীতস্তস্য ত্রিলোচনঃ।
অপক্রান্তস্ততো বেগাদ্বিষ্ণোরাশ্রমমভ্যগাৎ॥ ৭
ত্রাহি ত্রাহীতি মাং বিষ্ণো নরাদস্মাচ্চ শত্রুহন্
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পাপো ম্লেচ্ছরূপো ভয়ঙ্করঃ।
যথা হন্যান্ন মাং ক্রুদ্ধস্তথা কুরু জগৎপতে॥ ৮
হুঙ্কারধ্বনিনা বিষ্ণুর্মোহয়িত্বা তু তং নরম্।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং যোগাত্মা বিশ্বদৃক্ প্রভুঃ
তত্র প্রাপ্তং বিরূপাক্ষং সান্ত্বয়ামাস কেশবঃ।
ততঃ স প্রণতো ভূমৌ দৃষ্টো দেবেন বিষ্ণুনা।

বিষ্ণুরুবাচ।

পৌত্রো হি মে ভবান্ রুদ্র কং তে কামং করোম্যহম্॥ ১১

লাগিল। শুক্র এই সকল বিবরণ অবগত হইয়া অসুরগণকে সমস্ত ঘটনা বুঝাইলেন। অসুরেরা তখন হইতে ত্রৈলোক্য হরণার্থ পুনরায় প্রবল আগ্রহ করিতে লাগিল। ৪১০—৪১৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—পরবীরঘাতী অর্জ্জুন কিরূপে ত্রিপুরুষ হইতে জন্ম লইলেন? সূতনন্দন কর্ণই বা কিরূপে কানীন নামে পরিচিত হইলেন? কিরূপে উঁহাদের নৈসর্গিক বৈরিভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল? তাহা আপনি বলুন। আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। আপনি উহা প্রকাশ করিয়া বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—পুরাকালে মুণ্ড ছিন্ন হইলে ব্রহ্মা মহাক্রোধে ললাটোৎপন্ন স্বেদবিন্দু গ্রহণ করিয়া ভূতলে তাড়ন করিয়াছিলেন। সেই স্বেদবিন্দু হইতে সহস্রকবচ, কুণ্ডল, মহেষুধি ও শরাসনধারী এক পুরুষ আবির্ভূত হইয়া বলিল,—আমি আপনার কি করিব? ব্রহ্মা রুদ্রকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—এই দুর্ব্বুদ্ধি রুদ্রকে বিনাশ কর, এ যেন আর উৎপন্ন হইতে না পারে। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া সেই অতি রৌদ্রনেত্র পুরুষ ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক বাণহস্তে মহেশের দিকে ধাবিত হইল। ত্রিলোচন সেই অত্যুগ্র পুরুষকে অবলোকন করিয়া সভয়ে পলায়নপূর্ব্বক বেগে বিষ্ণুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া বলিলেন,—হে শত্রুঘাতিন্! বিষ্ণো! এই বিকট পুরুষ হইতে আমায় পরিত্রাণ করুন! ব্রহ্মা এই ম্লেচ্ছরূপী ভয়ঙ্কর পাপপুরুষকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই পুরুষ ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাতে আমাকে বধ করিতে না পারে, আপনি এক্ষণে তাহাই করুন! ১—৮। সর্ব্বভূতের অদৃশ্য যোগাত্মা বিশ্বদ্রষ্টা বিষ্ণু তখন হুঙ্কার রবে সেই পুরুষকে মোহিত করিয়া তথাগত বিরূপাক্ষকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অনন্তর ত্রিলোচন ভূতলে প্রণত হইলেন, বিষ্ণু তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—হে

দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং ভিক্ষাং দেহীত্যুবাচ হ।
কপালং দর্শয়িত্বাগ্রে প্রজ্বলংস্তেজসোৎকটম্ ॥
কপালপাণিং সম্প্রেক্ষ্য রুদ্রং বিষ্ণুরচিন্তয়ৎ।
কোহন্যো যোগ্যো ভবেদ্ভিক্ষুর্ভিক্ষাদানস্য
সাম্প্রতম্ ॥ ১৩
যোগ্যোঽয়মিতি সঞ্চিন্ত্য দক্ষিণং ভুজমার্পয়ৎ।
তদ্বিভেদাতিতীক্ষ্ণেন শূলেন শশিশেখরঃ ॥ ১৪
প্রাবর্ত্তত ততো ধারা শোণিতস্য বিভোর্ভুজাৎ
জাম্বুনদরসাকারা বহ্নিজ্বালেব নির্ম্মিতা ॥ ১৫
নিপপাত কপালান্তঃ শম্ভুনা সা প্রভিক্ষিতা।
ঋজ্বী বেগবতী তীব্রা স্পৃশন্তী ত্বম্বরং জবাৎ ॥
পঞ্চাশদ্যোজনা দৈর্ঘ্যাদ্বিস্তারাদ্দশযোজনা।
দিব্যং বর্ষসহস্রং সা সমুবাহ হরের্ভুজাৎ ॥ ১৭
ইয়ন্তং কালমীশোঽসৌ ভিক্ষাং জগ্রাহ ভিক্ষুকঃ
দত্তা নারায়ণেনাথ কাপালে পাত্র উত্তমে ॥ ১৮

ততো নারায়ণঃ প্রাহ শম্ভুং পরমিদং বচঃ।
সম্পূর্ণং বা নবা পাত্রং তব বৈ পরমেশ্বর ॥ ১৯
সতোয়াম্বুদনির্ঘোষং শ্রুত্বা বাক্যং হরের্হরঃ।
শশিসূর্য্যাগ্নিনয়নঃ শশিশেখরশোভিতঃ ॥ ২০
কপালে দৃষ্টিমাবেশ্য ত্রিভির্নেত্রৈর্জনার্দ্দনম্।
অঙ্গুল্যা ঘটয়ন্ প্রাহ কপালং পরিপূরিতম্ ॥ ২১
শ্রুত্বা শিবস্য তাং বাণীং বিষ্ণুর্ধারাং সমাহরৎ ॥
পশ্যতোঽথ হরেরীশঃ স্বাঙ্গুল্যা রুধিরং তদা।
দিব্যবর্ষসহস্রঞ্চ দৃষ্টিপাতৈর্মমন্থ সঃ ॥ ২৩
মথ্যমানে ততো রক্তে কলিলং বুদ্বুদং ক্রমাৎ
বভূব চ ততঃ পশ্চাৎ কিরীটী সশরাসনঃ ॥ ২৪
বদ্ধতূণীরযুগলো বৃষস্কন্ধোঽঙ্গুলিত্রবান্।
পুরুষো বহ্নিসঙ্কাশঃ কপালে সম্প্রদৃশ্যতে ॥ ২৫
তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রাহ রুদ্রমিদং বচঃ।
কপালে ভব কো বায়ং প্রাদুর্ভূতোঽভবন্নরঃ ॥ ২৬

রুদ্র! তুমি আমার পৌত্র; বল, আমি তোমার কোন্ কামনা পূরণ করিব? রুদ্র স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইলেন। তিনি নারায়ণ দেবকে দেখিয়া সম্মুখে কপাল প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,—আমাকে ভিক্ষা প্রদান করুন। বিষ্ণু রুদ্রকে কপালপাণি অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন,—ভিক্ষাদানের যোগ্য কে আর অন্যঃভিক্ষু আছে? ইনিই সর্ব্বথা ভিক্ষা দানের যোগ্য; ইহা স্থির করিয়া বিষ্ণু তাঁহাকে দক্ষিণ ভুজ অর্পণ করিলেন। শশিশেখর অতি তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা সেই ভুজ ভেদ করিলেন। তখন বিষ্ণুর ভুজদেশ হইতে জাম্বুনদরসাকারা বহ্নিজ্বালোপমা শোণিত-ধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। ঐ ধারা শম্ভুর ভিক্ষাপাত্রে নিপতিত হইলে, শম্ভু তাহাই ভিক্ষা করিলেন। সেই শোণিতধারা সরল ও বেগবতী; বেগভরে উহা যেন অম্বরকেও স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। উহা দশ যোজন বিস্তার ও পঞ্চাশৎ যোজন দীর্ঘ হইয়া দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত বিষ্ণুর ভুজ হইতে নির্গত হইল। শম্ভু ভিক্ষুক-রূপে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। নারায়ণ উত্তম কপাল পাত্রে উক্ত শোণিতধারা ভিক্ষা দিলেন। পরে তিনি শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার পাত্র পূর্ণ হইয়াছে কি না? হরির সেই সজল-জলদরবোপম বাক্য শুনিয়া শশি-সূর্য্যাগ্নি-নেত্র, শশিশেখর-শোভিত শম্ভু স্বীয় নেত্রত্রয়পাতে কপালে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অঙ্গুলি দ্বারা আলোড়ন করিয়া জনার্দ্দনকে কহিলেন,—পাত্র পূর্ণ হইয়াছে। ৯—২১। শিবের সেই বাণী শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু শোণিতধারা সংহৃত করিয়া লইলেন। অনন্তর হরির সমক্ষেই ঈশান দেব, দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত অঙ্গুলি দ্বারা সেই শোণিত মন্থন করিলেন। সেই মথিত শোণিত হইতে ক্রমে কলল ও বুদ্বুদ জন্মিল। সেই বুদ্বুদ পশ্চাৎ বহ্নিপ্রতিম পুরুষাকারে কপালে পরিদৃষ্ট হইল। ঐ পুরুষ কিরীটী, শরাসন ও তূণীরযুগলধারী, বৃষস্কন্ধ, এবং অঙ্গুলিত্রবান্ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে দেখিয়া রুদ্রকে বলিলেন,—হে ভব! আপনার কপালে কে এই নর প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন?

বচঃ শ্রুত্বা হরেরীশস্তমুবাচ বিভো শৃণু।
নরো নামৈষ পুরুষঃ পরমাস্ত্রবিদাং বরঃ।
ভবতোক্তো নর ইতি নরস্তস্মাদ্ভবিষ্যতি॥ ২৭
নরনারায়ণৌ চোভৌ যুগে খ্যাতৌ ভবিষ্যতঃ।
সংগ্রামে দেবকার্য্যেষু লোকানাং পরিপালনে
এষ নারায়ণসখো নরস্তস্মাদ্ভবিষ্যতি।
অথাসুরবধে সাহ্যং তব কর্ত্তা মহাদ্যুতিঃ॥ ২৯
মুনির্জ্ঞানপরীক্ষায়াং জেতা লোকে ভবিষ্যতি।
তেজোঽধিকমিদং দিব্যং ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ
তেজসো ব্রহ্মণো দীপ্তাদ্ভুজস্য তব শোণিতাৎ
মম দৃষ্টিনিপাতাচ্চ ত্রীণি তেজাংসি যানি তু।
তৎসংযোগসমুৎপন্নঃ শত্রুং যুদ্ধে বিজেষ্যতি॥
অবধ্যা যে ভবিষ্যন্তি দুর্জ্জয়া অপি চাপরে।
শক্রস্য চামরাণাঞ্চ তেষামেষ ভয়ঙ্করঃ॥ ৩২
এবমুক্তা স্থিতঃ শম্ভুর্বিস্মিতশ্চ হরিস্তদা॥ ৩৩
কপালস্থঃ স তত্রৈব তুষ্টাব হরকেশবৌ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় তদা বীর উদারধীঃ। ৩৪
কিং করোমীতি তৌ প্রাহ ইত্যুক্তা প্রণতঃ স্থিতঃ। ৩৫
তমুবাচ হরঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মণা যেন তেজসা।
সৃষ্টো নরো ধনুষ্পাণিস্ত্বমেনন্তু নিষূদয়॥ ৩৬
ইত্থমুক্তাঞ্জলিধরং স্তবন্তং শঙ্করো নরম্।
তথৈবাঞ্জলিসম্বদ্ধং গৃহীত্বা চ করদ্বয়ম্। ৩৭
উদ্ধৃত্যাথ কপালাত্তং পুনর্বচনমব্রবীৎ।
স এব পুরুষো রৌদ্রো যো ময়া বেদিতস্তব। ৩৮
বিষ্ণুহুঙ্কাররচিত-মোহনিদ্রাং প্রবেশিতঃ।
বিবোধয়ৈনং ত্বরিতমিত্যুক্তান্তর্দধে হরঃ। ৩৯
নারায়ণস্য প্রত্যক্ষং নরেণানেন বৈ তদা।
বামপাদহতঃ সোঽপি সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ। ৪০
ততো যুদ্ধং সমভবৎ স্বেদরক্তজয়োর্মহৎ।
বিস্ফারিতধনুঃশব্দং নাদিতাশেষভূতলম্। ৪১
কবচং স্বেদজস্যৈকং রক্তজেন দ্বপাকৃতম্।

হরির বাক্য শুনিয়া ঈশ্বর কহিলেন,—হে বিভো! শ্রবণ করুন, এই 'নর' নামক পুরুষ; ইনি পরমাস্ত্রবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ। আপনি নর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ইনি 'নর নামেই পরিচিত হইবেন। যুগভেদে নর ও নারায়ণ এই উভয় পুরুষ খ্যাতি লাভ করিবেন। সংগ্রামে. দেবকার্য্যে এবং লোক-সমূহের পরিপালনে নারায়ন এই নরের সখা হইবেন। এই নর অসুরবধ ব্যাপারে আপনার সাহায্য করিবেন। ইনি মুনি হইয়া জ্ঞানপরীক্ষায় জগতে জয়ী হইবেন। ব্রহ্মার এই দিব্য পঞ্চম মস্তক তেজোধিক-রূপে বিরাজ করিবে। ব্রহ্মার দীপ্ত প্রভায়, আপনার শোণিতে, এবং আমার দৃষ্টিপাতে যে তিনটী তেজ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই তিন তেজের সমবায়ে সমুৎপন্ন বলিয়া ইনি যুদ্ধে শত্রু জয় করিতে সমর্থ হইবেন। ইন্দ্রের কিম্বা অন্যান্য অমরগণেরও যাহারা অবধ্য, এবং যাহারা একান্তই দুর্জ্জয় হইবে, তাহা-দের পক্ষে এই নর ভীতিজনক হইবেন। শম্ভু এই কথা কহিয়া অবস্থিত হইলে হরি বিস্মিতভাবে রহিলেন। তখন কপালস্থ নর বীর মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া হরি ও কেশ-বের স্তব করিলেন এবং বলিলেন,—আমি আপনাদের কোন্ আদেশ পালন করিব? এই কথা কহিয়া সেই উদারবুদ্ধি নর প্রণতভাবে অবস্থান করিলেন। তখন শ্রীমান্ হর তাহাকে কহিলেন,—ব্রহ্মা নিজ তেজে এক ধনুষ্পাণি পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি ইহাকে বিনাশ কর। শঙ্কর সেই স্তুতিকারী অঞ্জলিধারী নরকে এই কথা কহিয়া তদীয় অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে কপাল হইতে উঠাইলেন এবং পুনর্ব্বার বলি-লেন,—আমি যাহার কথা কহিয়াছি, এই সেই রৌদ্র পুরুষ বিষ্ণুর হুঙ্কারকৃত মোহনিদ্রায় নিদ্রিত; তুমি সত্বর ইহার চৈতন্য সম্পাদন কর। এই কথা কহিয়া হর অন্তর্দ্ধান করিলেন। ২২—৩৯। তখন নর, নারায়ণের সমক্ষেই সেই পুরুষকে বামপদে আহত করিলেন। পদাহত হইয়া সেই প্রবল পুরুষ উত্থিত হইল। তখন স্বেদজ ও রক্তজ পুরুষ পরস্পর মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাদের বিস্ফারিত ধনুঃ-

এবং সমেতয়োর্যুদ্ধে দিব্যং বর্ষদ্বয়ং তয়োঃ।
যুধ্যতোঃ সমতীতঞ্চ স্বেদরক্তজয়োর্নৃপ ॥ ৪২
রক্তজং দ্বিভুজং দৃষ্ট্বা স্বেদজঞ্চৈব সঙ্গতৌ।
বিচিন্ত্য বাসুদেবোঽগাদ্ব্রহ্মণঃ সদনং পরম্ ॥
সসম্ভ্রমমুবাচেদং ব্রহ্মাণং মধুসূদনঃ।
রক্তজেনাদ্য ভো ব্রহ্মন্ স্বেদজোঽয়ং
নিপাতিতঃ ॥ ৪৪
শ্রুত্বৈতদাকুলো ব্রহ্মা বভাষে মধুসূদনম্।
হরেঽন্যজন্মনি নরো মদীয়ো জীবতাদয়ম্ ॥ ৪৫
তথা তুষ্টোঽব্রবীত্তঞ্চ বিষ্ণুরেবং ভবিষ্যতি।
গত্বা তয়ো রণমপি নিবার্য্যাহ চ তাবুভৌ ॥ ৪৬
অন্যজন্মনি ভবিতা কলিদ্বাপরয়োর্ম্মিথঃ।
সন্ধৌ মহারণে জাতে তত্রাহং যোজয়ামি বাম্
বিষ্ণুনা তু সমাহূয় গ্রহেশ্বরসুরেশ্বরৌ।
উক্তাবিমৌ নরৌ ভদ্রৌ পালনীয়ৌ মমাজ্ঞয়া ॥
সহস্রাংশো স্বেদজোঽয়ং স্বকীয়োঽংশো
ধরাতলে।
দ্বাপরান্তেঽবতার্য্যোঽয়ং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে
যদূনান্তু কুলে ভাবী শূরো নাম মহাবলঃ।
তস্য কন্যা পৃথা নাম রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥ ৫০
উৎপৎস্যতি মহাভাগা দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
দুর্ব্বাসাস্তু বরং তস্যৈ মন্ত্রগ্রামং প্রদাস্যতি ॥৫১
মন্ত্রেণানেন যং দেবং ভক্ত্যা আবাহয়িষ্যতি।
দেবি তস্য প্রসাদাত্তু তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৫২
সা চ স্বামুদয়ে দৃষ্ট্বা সাভিলাষা রজস্বলা।
চিন্তাভিপন্না তিষ্ঠন্তী ভজিতব্যা বিভাবসো ॥৫৩
তস্যা গর্ভে স্বয়ম্ভাবী কানীনঃ কুন্তিনন্দনঃ।
ভবিষ্যতি সুতো দেব দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৫৪
তথেতি চোক্তা প্রোবাচ তেজোরাশির্দিবাকরঃ
পুত্রমুৎপাদয়িষ্যামি কানীনং বলগর্ব্বিতম্ ॥ ৫৫
যস্য কর্ণেতি বৈ নাম লোকঃ সর্ব্বো বদিষ্যতি।
মৎপ্রসাদাদস্য বিষ্ণো বিপ্রাণাং ভাবিতাত্মনঃ

শব্দে সমগ্র ভূতল নিনাদিত হইল। ক্রমে স্বেদজ পুরুষের একটী কবচ রক্তজ পুরুষ নষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে যুধ্যমান অবস্থায় স্বেদজ ও রক্তজ পুরুষের দিব্য দুই বর্ষ অতীত হইয়া গেল; দ্বিভুজ রক্তজ ও স্বেদজ পুরুষকে যুদ্ধাসক্ত দেখিয়া বাসুদেব চিন্তাক্রান্ত মনে ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন এবং সসম্ভ্রমে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভো ব্রহ্মন্! অদ্য রক্তজ পুরুষ কর্ত্তৃক স্বেদজ পুরুষ নিপাতিত হইল। ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে মধুসূদনকে বলিলেন,—হে হরে! এই মদীয় স্বেদজ নর জন্মান্তরে জীবন ধারণ করিবে। বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—তাহাই হইবে। তখন ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়েই রণক্ষেত্রে গিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন; বলিলেন, কলি-দ্বাপরের সন্ধি সময়ে যখন মহাসমর উপস্থিত হইবে, তখন আমি তোমাদিগকে সেই সমরে নিযুক্ত করিব। বিষ্ণু গ্রহেশ্বর এবং সুরেশ্বরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আমার আজ্ঞায় এই দুই শ্রেষ্ঠ নরকে পালন করিবে। হে সহস্রাংশো! এই স্বেদজ পুরুষকে দ্বাপরান্তে ধরাতলে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অবতারিত করিবে। ইনি ভবিষ্যতে যদুকুলে মহাবল শূর নামে জন্ম গ্রহণ করিবেন। ইঁহার পৃথা নামে এক পরমসুন্দরী কন্যা দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য ভূতলে উৎপন্ন হইবে। দুর্ব্বাসা ঋষি তাহাকে বর এবং মন্ত্রগ্রাম প্রদান করিবেন। তিনি সেই মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক যে দেবতাকেই আবাহন করিবেন, তাঁহার প্রসাদেই ইঁহার পুত্রলাভ হইবে। পৃথা আপনাকেই উদয়কালে অবলোকন করিয়া রজস্বলা অবস্থায় সকামভাবে চিন্তা করিতে থাকিবেন। হে বিভাবসো! আপনি তৎকালে তাঁহাকে ভজনা করিবেন। তাঁহার গর্ভে ভাবী কানীন কুন্তিনন্দন দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য উৎপন্ন হইবেন।৪০—৫৪। তেজোরাশি দিবাকর 'তথাস্তু' বলিয়া পুনরায় বলিলেন,—আমি বলবান্ কানীন পুত্র উৎপাদন করিব, সমস্ত লোকে তাহাকে কর্ণ নামে অভিহিত করিবে। হে বিষ্ণো! আমার প্রসাদে এই

অদেয়ং নাস্তি বৈ লোকে বশ্ব কিঞ্চিচ্চ কেশব
এবম্প্রভাবঞ্চৈবৈনং জনয়ে বচনাত্তব ॥ ৫৭
এবমুক্তা সহস্রাংশুর্দেবং দানবঘাতিনম্।
নারায়ণং মহাত্মানং তত্রৈবান্তর্দধে রবিঃ ॥ ৫৮
অদর্শনং গতে দেবে ভাস্করে বারিতস্করে।
বৃদ্ধশ্রবসমপ্যেবমুবাচ প্রীতমানসঃ ॥ ৫৯
সহস্রনেত্র রক্তোত্থো নরোঽয়ং মদনুগ্রহাৎ।
স্বাংশভূতো দ্বাপরান্তে যোক্তব্যো ভূতলে ত্বয়া
যদা পাণ্ডুর্মহাভাগঃ পৃথাং ভার্য্যামবাপ্স্যতি।
মাদ্রীঞ্চাপি মহাভাগ তদাঽরণ্যং গমিষ্যতি ॥ ৬১
তস্যাপ্যরণ্যসংস্থস্য মৃগঃ শাপং প্রদাস্যতি।
তেন চোৎপন্নবৈরাগ্যঃ শতশৃঙ্গং গমিষ্যতি ॥
পুত্রানভীপ্সন্ ক্ষেত্রোত্থান্ ভার্য্যাং স প্রবদিষ্যতি।
অনীপ্সন্তী তদা কুন্তী ভর্ত্তারং সা বদিষ্যতি ॥
নাহং মর্ত্ত্যস্য বৈ রাজন্ পুত্রানিচ্ছে কথঞ্চন।
দৈবতেভ্যঃ প্রসাদাচ্চ পুত্রানিচ্ছে নরাধিপ ॥৬৪
প্রার্থয়িষ্যে ত্বয়া শক্র কুন্ত্যা দেয়ো নরস্ততঃ।
বচসা চ মদীয়েন এবং কুরু শচীপতে ॥ ৬৫
অথাব্রবীত্তদা বিষ্ণুং দেবেশো দুঃখিতো বচঃ।
অস্মিন্মন্বন্তরেঽতীতে চতুর্বিংশতিকে যুগে ॥৬৬
অবতীর্য্য রঘুকুলে গৃহে দশরথস্য চ।
রাবণস্য বধার্থায় শান্ত্যর্থঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥ ৬৭
রামরূপেণ ভবতা সীতার্থমটতা বনে।
মৎপুত্রো হিংসিতো দেব সূর্য্যপুত্রহিতার্থিনা।
বালিনামপ্লবঙ্গেন্দ্রঃ সুগ্রীবার্থে ত্বয়া যতঃ।
দুঃখেনানেন তপ্তোঽহং গৃহ্ণামি ন সুতং নরম্।
অগৃহ্ণানঞ্চ দেবেন্দ্রং কারণান্তরবাদিনম্।
হরিঃ প্রোচে সুনাসীরং ভুবো ভারাবতারণে।
অবতারং করিষ্যামি মর্ত্ত্যলোকে স্বহং প্রভো।
সূর্য্যপুত্রস্য নাশার্থং জয়ার্থমাত্মজস্য তে।
সারথ্যঞ্চ করিষ্যামি নাশং কুরুকুলস্য চ ॥ ৭১

ভাবিতাত্মা কর্ণের বিপ্রগণকে অদেয় কিছুই থাকিবে না। আপনার বচনানুসারে এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন পুত্রই উৎপাদন করিব। সহস্ররশ্মি দিবাকর দানবঘাতী নারায়ণ দেবকে এই কথা কহিয়া তৎকালে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ভাস্করদেব দর্শন-পথের অতীত হইলে নারায়ণ প্রীতমনে ইন্দ্রকেও ঐরূপ কথা কহিলেন। নারায়ণ বলিলেন,—হে সহস্রনেত্র! এই 'নর' নামক পুরুষ আমার অনুগ্রহে মদীয় রক্ত হইতে উত্থিত হইয়াছেন। ইনি আমার অংশভূত; দ্বাপরশেষে ইহাঁকে আপনি ভূতলে উৎপাদন করিবেন। যৎকালে মহাভাগ পাণ্ডু রাজা পৃথা ও মাদ্রীনাম্নী ভার্য্যা লাভ করিয়া অরণ্যে গমন করিবেন, তখন অরণ্যবাসকালে এক মৃগ তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিবে। তাহাতে বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় পাণ্ডু শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিবেন। সেখানে গিয়া তিনি ক্ষেত্রজ পুত্রকামনায় ভার্য্যাকে অনুরোধ করিবেন। কুন্তী তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভর্ত্তাকে বলিবেন,—রাজন্! আমি কোন মানব হইতে পুত্র ইচ্ছা করি না। দেবতাগণের প্রসাদে আমি পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি। হে শক্র! কুন্তী যদি তৎকালে আপনাকে প্রার্থনা করেন,—তাহা হইলে আপনি এই নরকে প্রদান করিবেন। হে শচীপতে! আমার বাক্যে আপনি ইহাই করিবেন। তখন দেবাধিপতি দুঃখিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—এই মন্বন্তরের অবসানে চতুর্ব্বিংশতিতম যুগে আপনি রাবণের বধ ও দেবগণের শান্তির নিমিত্ত রঘুকুলে দশরথ-গৃহে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সীতান্বেষণার্থ বনভ্রমণকালে সূর্য্যনন্দন সুগ্রীবের হিতকামনায় মৎপুত্র বালি নামক বানরেন্দ্রকে নিহত করিয়াছেন, এই জন্য আমি পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া এই নর নামক পুত্রকে আর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না।৫৫-৬৯। দেবেন্দ্র এইরূপ কারণান্তর উল্লেখ করিয়া যখন নরকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না, তখন হরি দেবেন্দ্রকে বলিলেন,—ভূমির ভারলাঘব করিবার জন্য সূর্য্যপুত্রের নাশ ও আপনার পুত্রের জয়ের কারণ আমি মর্ত্ত্য-

ততো হৃষ্টোঽভবচ্ছক্রো বিষ্ণুবাক্যেন তেন হ
প্রতিগৃহ্য নরং হৃষ্টঃ সত্যং চাস্তু বচস্তব ॥ ৭৩
এবমুক্তা বরং দেবঃ প্রেষয়িত্বাচ্যুতঃ স্বয়ম্।
গত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মাণং প্রাহ বৈ পুনঃ
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
আবাং কার্য্যস্য করণে সহায়ৌ চ তব প্রভো।
স্বয়ং কৃত্বা পুনর্নাশং কর্ত্তুং দেব ন বুধ্যসে ॥৭৫
কৃতং জুগুপ্সিতং কর্ম্ম শম্ভুমেতং জিঘাংসতা।
ত্বয়া চ দেবদেবস্য সৃষ্টঃ কোপেন বৈ পুমান্॥
শুদ্ধ্যর্থমস্য পাপস্য প্রায়শ্চিত্তং পরং কুরু।
গৃহ্ণন্ বহ্নিত্রয়ং দেব অগ্নিহোত্রমুপাহর ॥ ৭৭
পুণ্যতীর্থে তথা দেশে বনে বাপি পিতামহ।
স্বপত্ন্যা সহিতো যজ্ঞং কুরুষ্বাস্মৎপরিগ্রহাৎ ॥
সর্ব্বে দেবাস্তথাদিত্যা রুদ্রাশ্চাপি জগৎপতে।
আদেশং তে করিষ্যন্তি যতোঽস্মাকং ভবান্
প্রভুঃ ॥ ৭৯
একো হি গার্হপত্যোঽগ্নির্দক্ষিণাগ্নির্দ্বিতীয়কঃ।
আহবনীয়স্তু তৃতীয়স্তু ত্রিকুণ্ডেষু প্রকল্পয় ॥ ৮০
বর্ত্তুলে ত্বর্চ্চয়াত্মানং মামথো ধন্বরাকৃতৌ।
চতুষ্কোণে হরং দেবমৃগ্‌যজুঃসামনামভিঃ ॥ ৮১
অগ্নীমুৎপাদ্য তপসা পরামৃদ্ধিমবাপ্য চ।
দিব্যং বর্ষসহস্রং তু হুত্বাগ্নীন্ শময়িষ্যসি ॥ ৮২
অগ্নিহোত্রাৎ পরং নান্যৎ পবিত্রমিহ পঠ্যতে।
সুকৃতেনাগ্নিহোত্রেণ প্রশুধ্যন্তি ভুবি দ্বিজাঃ।
পন্থানো দেবলোকস্য ব্রাহ্মণৈর্দর্শিতাস্ত্বমী ॥৮৩
একোঽগ্নিঃ সর্ব্বদা ধার্য্যো গৃহস্থেন দ্বিজন্মনা।
বিনাগ্নিনা দ্বিজেনেহ গার্হস্থ্যং তু লভ্যতে ॥৮৪

ভীষ্ম উবাচ।

যোঽসৌ কপালাদুৎপন্নো নরো নাম ধনুর্দ্ধরঃ।
কিমেষ মাধবাজ্জাত উতাহোস্বেন কর্ম্মণা।

লোকে অবতার স্বীকার করিব এবং নরের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কুরুকুলের বিনাশ সাধন করিব। তখন বিষ্ণুর বাক্যে দেবেন্দ্র সম্মত হইলেন এবং নরকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আপনার বাক্য সত্য হউক। এইরূপ বাক্যালাপের পর পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুত স্বয়ং নরকে প্রেরণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন,—আপনি এই চরাচর ত্রৈলোক্য সৃষ্টি করিয়াছেন; আমরা অর্থাৎ আমি এবং শম্ভু আপনার কার্য্যকরণে সহায় মাত্র। অতএব হে প্রভো! আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না, নিজে সৃষ্টি করিয়া নিজেই তাহা সংহার করিতেছেন। এই শম্ভুকে হিংসা করিতে উদ্যত হইয়া আপনি অতি জুগুপ্সিত কর্ম্ম করিয়াছেন। দেবদেবের প্রতি কোপ বশতঃ আপনা কর্ত্তৃক এক পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছে। এই পাপের শুদ্ধির নিমিত্ত আপনি প্রায়শ্চিত্ত করুন। হে পিতামহ! পুণ্যতীর্থে কিম্বা পুণ্য অরণ্যে আপনি অগ্নিত্রয় গ্রহণ করিয়া অগ্নিহোত্র আহরণ করুন এবং পত্নীর সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। সমস্ত দেব, আদিত্য ও রুদ্র, সকলেই আপনার আদেশ পালন করিবেন; কেননা, আমাদের উপর আপনারই যে একমাত্র প্রভুত্ব। আপনি তিনটী বিভিন্ন কুণ্ডে প্রথম গার্হপত্য, দ্বিতীয় দক্ষিণাগ্নি এবং তৃতীয় আহবনীয় এই ত্রিবিধ অগ্নি স্থাপন করুন। পরে ঋক্ যজু ও সাম মন্ত্রে বর্ত্তুলকুণ্ডে আপনাকে ধনুরাকৃতিকুণ্ডে আমাকে এবং চতুষ্কোণ কুণ্ডে হরদেবকে অর্চ্চনা করুন। আপনি তপোবলে অগ্নি উৎপাদনপূর্ব্বক পরম সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত আহুতি প্রদানান্তে অগ্নিত্রয় প্রশমিত করিবেন। অগ্নিহোত্র হইতে পরম পবিত্র অন্য কিছুই নাই। ভূতলে সম্যক্ অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র দ্বারা দ্বিজগণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ দেবলোকের এই সকল পথই প্রদর্শন করিয়াছেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এক অগ্নি সর্ব্বদাই ধারণ করিবেন। অগ্নি ব্যতীত দ্বিজ ব্যক্তি গার্হস্থ্যফল লাভ করিতে পারেন না।৭০—৮৪। ভীষ্ম কহিলেন,—সেই যে কপালপাত্র হইতে নর নামক ধনুর্দ্ধর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন, ইনি কি স্বীয়কর্ম্মফলে

উত রুদ্রেণ জনিতো যথ বা বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৮৫
ব্রহ্মন্ হিরণ্যগর্ভোঽয়মণ্ডজাতশ্চতুর্ম্মুখঃ।
অদ্ভুতং পঞ্চমং তস্য বক্ত্রং তৎকথমুত্থিতম্ ॥
সত্ত্বে রজো ন দৃশ্যেত ন সত্ত্বং রজসি ক্বচিৎ ॥
সত্ত্বস্থো ভগবান্ ব্রহ্মা কথমুদ্রেকমাদধাৎ।
মূঢ়াত্মনা নরো যেন হন্তুং হি প্রহিতো হরম্ ॥৮৮

পুলস্ত্য উবাচ।

মহেশ্বরহরী চৈতৌ দ্বাবেব সৎপথি স্থিতৌ।
তয়োরবিদিতং নাস্তি সিদ্ধাসিদ্ধং মহাত্মনোঃ॥৮৯
ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং বক্ত্রমূর্দ্ধমাসীন্মহাত্মনঃ।
ততো ব্রহ্মাভবন্মূঢ়ো রজসা চোপবৃংহিতঃ ॥৯০
ততোঽয়ং তেজসা সৃষ্টিমমন্যত ময়া কৃতা।
মত্তোঽন্যো নাস্তি বৈ দেবো যেন সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্তিতা ॥ ৯১
সহদেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ পশুপক্ষিমৃগাকুলাঃ।
এবং মূঢ়ঃ স পঞ্চাস্যো বিরিঞ্চিরভবৎ পুনঃ ॥
প্রাথক্ত্রং মুখ্যমেতস্য ঋগ্বেদস্য প্রবর্ত্তকম্।
দ্বিতীয়ং বদনং তস্য যজুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তকম্ ॥ ৯৩
তৃতীয়ং সামবেদস্য অথর্ব্বার্থং চতুর্থকম্ ॥ ৯৪
সাঙ্গোপাঙ্গেতিহাসাংশ্চ সরহস্যান সসংগ্রহান্।
বেদানধীতে বক্ত্রেণ পঞ্চমেনোর্দ্ধচক্ষুষা ॥ ৯৫
তস্যাসুরসুরাঃ সর্ব্বে বক্ত্রস্যাদ্ভুতবর্চ্চসঃ।
তেজসা ন প্রকাশন্তে দীপাঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
স্বপুরেষ্বপি সোদ্বেগা ব্যবর্ত্তন্ত বিচেতসঃ।
ন কশ্চিদ্‌গণয়েচ্চান্যং তেজসাক্ষিপতে পরান্।
নাভিগন্তুং ন চ দ্রষ্টুং পুরস্তাদ্বোপসর্পিতুম্।
শেকুস্ত্রস্তাঃ সুরাঃ সর্ব্বে পদ্মযোনিং মহাপ্রভম্
অভিভূতমিবাত্মানং মন্যমানা হতত্বিষঃ।
সর্ব্বে তে মন্ত্রয়ামাসুর্দেবতা হিতমাত্মনঃ ॥ ৯৯
গচ্ছামঃ শরণং শম্ভুং নিস্তেজসোঽস্য তেজসা দেবা উচুঃ।
নমস্তে সর্ব্বসত্ত্বেশ মহেশ্বর নমো নমঃ।

মাধব হইতেই জাত অথবা রুদ্রকর্তৃক বুদ্ধি-পূর্ব্বক উৎপাদিত? হে ব্রহ্মন্! চতুর্ম্মুখ হিরণ্যগর্ভ অণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত পঞ্চম বক্ত্র কিরূপে উত্থিত হইয়াছিল? অধিকসত্ত্ব অবস্থায় রজোগুণ দৃষ্ট হয় না এবং অধিক রাসজ অবস্থাতেও সত্ত্বগুণ কখন দৃষ্টিগোচর হয় না, ভগবান্ ব্রহ্মা অধিকসত্ত্বস্থ; কিরূপে তাঁহার অধিক রাজস-ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল? কেন তিনি মূঢ়াত্মার ন্যায় হরসংহারের জন্য এক নর প্রেরণ করিয়াছিলেন? পুলস্ত্য কহিলেন,—মহেশ্বর এবং হরি উভয়েই সৎপথাবলম্বী। সেই দুই মহাত্মার সিদ্ধাসিদ্ধ কিছুই অবিদিত নাই। মহাত্মা ব্রহ্মার পঞ্চম বক্ত্র উর্দ্ধদিকে অবস্থিত ছিল। ব্রহ্মা রজোগুণে উপবৃংহিত হইয়া মূঢ় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আমিই স্বীয় প্রভাবে সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছি, আমা ভিন্ন অন্য এমন কোন দেব নাই, যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন। দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, পশু, পক্ষী ও মৃগাদি আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। পঞ্চাস্য বিরিঞ্চি এই ভাবিয়াই মূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম মুখ ঋগ্‌বেদের, দ্বিতীয় মুখ যজুর্ব্বেদের, তৃতীয় মুখ সামবেদের এবং চতুর্থ মুখ অথর্ব্ব-বেদের প্রবর্ত্তক। তিনি পঞ্চম মুখ দ্বারা সাঙ্গোপাঙ্গ সরহস্য সেতিহাস বেদ সকল অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার পঞ্চম মুখের চক্ষু উর্দ্ধদিকে ছিল। যেমন দীপসমূহ সূর্য্যো-দয়ে প্রকাশ পায় না, তেমনি সুর অসুর সকলেই সেই অদ্ভুততেজা বদনের তেজে প্রকাশমান হইতে পারিতেন না। তাঁহারা তাঁহার তেজে স্বস্ব পুরেও উদ্বিগ্ন ও অচৈতন্য হইয়া থাকিতেন। কেহই কাহাকে গণনা করিত না, সে তেজে অপর সকলেই অভি-ভূত হইয়া পড়িতেন। সুরগণ সে তেজে সন্ত্রস্ত হইয়া মহাপ্রভু পদ্মযোনির সম্মুখে বা সমীপে যাইতে অথবা তাঁহাকে অবলোকন করিতে পারিতেন না। তাঁহারা হতপ্রভ হইয়া নিজেকে অভিভূতবৎ মনে করিতেন। তখন দেবগণ সকলে মিলিয়া আত্মহিত মন্ত্রণা করত কহিলেন,—ব্রহ্মার পঞ্চম মুখের তেজে আমরা নিস্তেজ হইয়াছি। অতএব এক্ষণে

জগদ্‌যোনে পরং ব্রহ্ম ভূতানাং ত্বং সনাতনঃ
প্রতিষ্ঠা সর্ব্বজগতাং ত্বং হেতুর্ব্বিষ্ণুনা সহ ॥১০১
এবং সংস্তূয়মানোঽসৌ দেবর্ষিপিতৃদানবৈঃ।
অন্তর্হিত উবাচেদং দেবাঃ প্রার্থয়তেপ্সিতম্ ॥
দেবা উচুঃ।
প্রত্যক্ষদর্শনং দত্বা দেহি দেব যথেপ্সিতম্।
কৃত্বা কারুণ্যমস্মাকং বরশ্চাপি প্রদীয়তাম্ ॥১০৩
যদস্মাকং মহদ্বীর্য্যং তেজ ওজঃ পরাক্রমঃ।
তৎসর্ব্বং ব্রহ্মণা গ্রস্তং পঞ্চমাস্যস্য তেজসা ॥১০৪
বিনেশুঃ সর্ব্বতেজাংসি ত্বৎপ্রসাদাৎপুনঃ প্রভো
জায়তে তু যথা পূর্ব্বং তথা কুরু মহেশ্বর ॥১০৫
ততঃ প্রসন্নবদনো দেবৈশ্চাপি নমস্কৃতঃ।
জগাম যত্র ব্রহ্মাসৌ রজোঽহঙ্কারমূঢ়ধীঃ ॥১০৬
স্তুবন্তো দেবদেবেশং পরিবার্য্য সমাবিশন্।
ব্রহ্মা তমাগতং রুদ্রং ন জজ্ঞে রজসাবৃতঃ ॥১০৭
সূর্য্যকোটিসহস্রাণাং তেজসা রঞ্জয়ন্ জগৎ।
তদাদৃশ্যত বিশ্বাত্মা বিশ্বসৃগ্বিশ্বভাবনঃ ॥ ১০৮
সপিতামহমাসীনং সকলং দেবমণ্ডলম্।
অভিগম্য ততো রুদ্রো ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ॥
অহোঽতিতেজসা বক্ত্রমধিকং দেব রাজতে।
এবমুক্ত্বাট্টহাসঞ্চ মুমোচ শশিশেখরঃ ॥ ১১০
বামাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রেণ ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ।
চকর্ত্ত কদলীগর্ব্ভং নরঃ কররুহৈরিব ॥ ১১১
বিচ্ছিন্নস্তু শিরঃ পশ্চাত্তবহস্তস্থিদং তদা।
গ্রহমণ্ডলমধ্যস্থো দ্বিতীয় ইব চন্দ্রমাঃ ॥ ১১২
করোৎক্ষিপ্ত কপালেন ননর্ত্ত চ মহেশ্বরঃ।
শিখরস্থেন সূর্য্যেণ কৈলাস ইব পর্ব্বতঃ ॥ ১১৩
ছিন্নে বক্ত্রে ততো দেবা হৃষ্টাস্তং বৃষভধ্বজম্।
তুষ্টুবুর্বিবিধৈস্তোত্রৈর্দেবদেবং কপর্দ্দিনম্ ॥১১৪

দেব শম্ভুর শরণাপন্ন হই। দেবগণ কহিলেন,—হে সর্ব্বসত্ত্বেশ্বর! আপনাকে নমস্কার করি। হে মহেশ্বর! আপনাকে বারম্বার নমস্কার। হে জগদ্‌যোনে! আপনি পরম ব্রহ্ম, আপনিই ভূতগণের নিত্য প্রতিষ্ঠা, এবং আপনিই বিষ্ণুসহ সর্ব্বজগতের হেতু। দেব ঋষি পিতৃ-দানবাদি কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া শম্ভু অন্তর্হিত অবস্থাতেই বলিলেন,—দেবগণ! অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। দেবগণ কহিলেন,—হে দেব! আপনি প্রত্যক্ষত দর্শন দান করিয়া যথেপ্সিত বর প্রদান করুন। আপনি আমাদিগের প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করুন। হে প্রভো! আমাদের যে কিছু বল বীর্য্য তেজ ওজঃ ও পরাক্রম ছিল, তৎসমস্তই ব্রহ্মা তাঁহার পঞ্চম বদনের তেজে গ্রাস করিয়াছেন। আমাদের সমস্ত তেজ বিনষ্ট হইয়াছে। হে মহেশ্বর! আপনার প্রসাদে আমাদের সেই তেজ পূর্ব্ববৎ যাহাতে হইতে পারে, তাহাই আপনি করুন। অনন্তর যেখানে ব্রহ্মা রাজস অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, দেবগণ-নমস্কৃত প্রসন্নবক্ত্র শম্ভু সেই স্থানে গমন করিলেন। দেবগণ দেবদেবকে পরিবেষ্টন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। রুদ্র ব্রহ্মার সম্মুখে আসিলেন; কিন্তু রজোগুণাবৃত ব্রহ্মা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। রুদ্র দেখিলেন, বিশ্বাত্মা বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বভাবন ব্রহ্মা কোটি সহস্র সূর্য্য-তেজে বিশ্ব বিদীপিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া পিতামহ সহ সমাসীন নিখিল দেবমণ্ডলসমীপে অভিগমনপূর্ব্বক দেবদেব রুদ্র বলিলেন,—অহো, কি অধিক তেজে ব্রহ্মবক্ত্র বিরাজ করিতেছে! এই কথা কহিয়া চন্দ্রশেখর তখন এক অট্টহাস্য করিলেন এবং লোকে যেমন নখরদ্বারা কদলীগর্ভ কর্ত্তন করে, তেমনি বামাঙ্গুষ্ঠ নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার পঞ্চম শিরঃকর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। ৯৯—১১১। ব্রহ্মার সেই বিচ্ছিন্ন মস্তক তখন মহাদেবহস্তে অবস্থিত হইয়া গ্রহমণ্ডলমধ্যস্থ দ্বিতীয় চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজ করিল। মহেশ্বর কর দ্বারা কপালপাত্র উৎক্ষিপ্ত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন শিখরস্থ সূর্য্য দ্বারা কৈলাসশৈলের শোভার ন্যায় তিনি শোভা ধারণ করিলেন। ব্রহ্মার বদন ছিন্ন হইলে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া বিবিধ স্তবে দেবদেব কপর্দ্দীর স্তব

দেবা উচুঃ।

নমঃ কপালিনে নিত্যং মহাকালস্য কালিনে।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তায় সর্ব্বভোগপ্রদায়িনে ॥ ১১৫
নমো হর্ষবিলাসায় সর্ব্বদেবময়ায় চ।
কল্পৌ সংহারকর্ত্তা ত্বং মহাকালঃ স্মৃতো হ্যসি ॥
ভক্তানামার্ত্তিনাশস্ত্বং দুঃখান্তস্তেন চোচ্যসে।
শং করোষ্যাশু ভক্তানাং তেন ত্বং শঙ্করঃ স্মৃতঃ
ছিন্নং ব্রহ্মশিরো যস্মাত্ত্বং কপালং বিভর্ষি চ।
তেন দেব কপালী ত্বং স্তুতো হ্যদ্য প্রসীদ নঃ
এবং স্তুতঃ প্রসন্নাত্মা দেবান্ প্রস্থাপ্য শঙ্করঃ।
স্থানি ধিষ্ণ্যানি ভগবাংস্তত্রৈবাসীন্মুদান্বিতঃ ॥
বিজ্ঞায় ব্রহ্মণো ভাবং ততো বীরস্য জন্ম চ।
শিরো বীরস্য বাক্যাত্তু লোকানাং কোপশান্তয়ে
শিরস্যঞ্জলিমাধায় তুষ্টাবাথ প্রণম্য তম্।
তেজোনিধি পরং ব্রহ্ম জ্ঞাতুমিত্থং প্রজাপতিম্
নিরুক্তসূক্তরহস্যৈর্ঋগ্‌যজুঃসামভাষিতৈঃ ॥ ১২১

রুদ্র উবাচ।

অপ্রমেয় নমস্তেঽস্তু পরমস্য পরাত্মনে ॥ ১২২
অদ্ভুতানাং প্রসূতিস্ত্বং তেজসাং নিধিরক্ষয়ঃ।
বিজয়াদ্বিশ্বভাবস্ত্বং সৃষ্টিকর্ত্তা মহাদ্যুতে ॥ ১২৩
ঊর্দ্ধবক্ত্র নমস্তেঽস্তু সত্ত্বাত্মক ধরাত্মক।
জলশায়িন্ জলোৎপন্ন জলাশয় নমোঽস্তু তে।
জলজোৎফুল্লপত্রাক্ষ জয় দেব পিতামহ।
ত্বয়া হ্যুৎপাদিতঃ পূর্ব্বং সৃষ্ট্যর্থমহমীশ্বরঃ ॥ ১২৫
যজ্ঞাহুতিসদাহার যজ্ঞাঙ্গেশ নমোঽস্তু তে।
স্বর্ণগর্ভ পদ্মগর্ভ দেবগর্ভ প্রজাপতে ॥ ১২৬
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারঃ স্বধা ত্বং পদ্মসম্ভব।
বচনেন তু দেবানাং শিরশ্ছিন্নং ময়া প্রভো।
ব্রহ্মহত্যাভিভূতোঽস্মি মাং ত্বং পাহি জগৎপতে
ইত্যুক্তো দেবদেবেন ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ১২৮

ব্রহ্মোবাচ।

সখা নারায়ণো দেবঃ স ত্বাং পূতং করিষ্যতি।

করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—আপনি কপালী, আপনি মহাকালেরও কাল, আপনাকে নমস্কার। আপনি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশালী সর্ব্বভোগদায়ী, হর্ষবিলাসী, সর্ব্বদেবময়, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সংহারকর্ত্তা মহাকাল, আপনি ভক্তবৃন্দের আর্ত্তিনাশন; তাই আপনাকে দুঃখান্ত নামে অভিহিত করা হয়। আপনি ভক্তবৃন্দের আশু শঙ্কর, তাই আপনাকে শঙ্কর বলা হয়। আপনি ব্রহ্মশিরশ্ছেদন করিয়াছেন, কপাল ধারণ করিয়াছেন, এই জন্য আপনি কপালী, আপনি স্তুত হইয়া অদ্য আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। প্রসন্নাত্মা শঙ্কর এইরূপে স্তুত হইয়া দেবগণকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং ভগবান্ তিনি মুদান্বিত হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। অনন্তর মহাদেব লোকসমূহের বাক্যে ব্রহ্মশিরঃপরিত্যাগ করিলেন এবং ব্রহ্মার মনোভাব ও সেই বীরপুরুষের জন্ম উপলব্ধিপূর্ব্বক তদীয় কোপশান্তির নিমিত্ত মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনান্তে প্রণাম করিয়া তেজোনিধি পরব্রহ্ম প্রজাপতিকে জানিবার অভিপ্রায়ে ঋক্ যজু ও সাম-বেদোক্ত নিরুক্ত সূক্ত রহস্য দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। রুদ্র কহিলেন—হে অপ্রমেয়! আপনি পরাৎপরাত্মা, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি অদ্ভুতসমূহের উৎপত্তিস্থান এবং অক্ষয় তেজোনিধি। হে মহাদ্যুতে! আপনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। হে ঊর্দ্ধবক্ত্র! আপনি সত্ত্বাত্মক, ধরাত্মক, আপনাকে নমস্কার। হে জলশায়িন্! হে জলোৎপন্ন! হে জলালয়! আপনাকে নমস্কার করি। হে উৎফুল্লপদ্মপত্রাক্ষ! হে পিতামহ! আপনার জয় হউক। আপনিই পূর্ব্বে সৃষ্টিনিমিত্ত আমাকে ঈশ্বররূপে উৎপাদন করিয়াছেন। যজ্ঞাহুতিই আপনার নিত্য আহার। হে যজ্ঞাঙ্গেশ! আপনাকে নমস্কার। হে স্বর্ণগর্ভ, পদ্মগর্ভ, দেবগর্ভ, প্রজাপতে! আপনি যজ্ঞ, আপনি বষট্‌কার, আপনি স্বধা, আপনি পদ্মজন্মা; হে প্রভো! দেবগণের বচনানুসারে আমি আপনার মস্তক ছেদন করিয়া ব্রহ্মহত্যায় অভিভূত হইয়াছি। হে জগৎপতে! আমাকে পরিত্রাণ করুন। দেবদেব এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা বলিলেন,—

কীর্ত্তনীয়স্তয়া ধন্যঃ স মে পূজ্যঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥
অনুধ্যাতোঽসি বৈ নূনং তেন দেবেন বিষ্ণুনা
যেন তে ভক্তিরুৎপন্না স্তোতুং মাং
মতিরুত্থিতা ॥ ১৩০
শিরশ্ছেদাৎ কপালী ত্বং সোমসিদ্ধান্তকারকঃ।
কোটীঃ শতঞ্চ বিপ্রাণামুদ্ধর্ত্তাসি মহাত্মতে ॥১৩১
ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্য্যা নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে।
অভাষ্যাঃ পাপিনঃ ক্রূরা ব্রহ্মঘ্নাঃ পাপকারিণঃ ॥
বৈতানিকা বিকর্ম্মস্থা ন তে ভাষ্যাঃ কথঞ্চন।
তৈশ্চ দৃষ্টৈস্তথা কার্য্যং ভাস্করস্যাবলোকনম্ ॥
অঙ্গস্পর্শে কৃতে রুদ্র সচৈলো জলমাবিশেৎ।
এবং শুদ্ধিমবাপ্নোতি পূর্ব্বং দৃষ্টাং মনীষিভিঃ ॥
স ভবান্ ব্রহ্মহন্তাসি শুদ্ধ্যর্থং ব্রতমাচর।
চীর্ণে ব্রতে পুনর্ভূয়ঃ প্রাপ্স্যসি ত্বং বরান্ বহূন্
এবমুক্ত্বা গতো ব্রহ্মা রুদ্রস্তন্নাভিজজ্ঞিবান্ ॥১৩৬
অচিন্তয়ত্তদা বিষ্ণুং ধ্যানগত্যা ততঃ স্বয়ম্।
লক্ষ্মীসহায়ং বরদং দেবদেবং সনাতনম্ ॥ ১৩৭

রুদ্র উবাচ।

অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৩৮
পরং পরাণামমৃতং পুরাণং
পরাৎপরং বিষ্ণুমনন্তবীর্য্যম্।
স্মরামি নিত্যং পুরুষং বরেণ্যং
নারায়ণং নিষ্প্রতিমং পুরাণম্ ॥ ১৩৯
পরাৎপরং পূর্ব্বজমুগ্রবেগং
গম্ভীর গম্ভীরধিয়াং প্রধানম্।
নতোঽস্মি দেবং হরিমীশিতারম্। *
পরাপরেশং পুরুষং বিশালম্ ॥ ১৪০
নারায়ণং স্তৌমি বিশুদ্ধভাবং
পরাপরং সূক্ষ্মমিদং সসর্জ্জ।
সদা স্থিতত্বাৎ পুরুষপ্রধানং
শান্তং প্রধানং শরণং মমাস্তু ॥ ১৪১

সখা নারায়ণ দেব তোমাকে পবিত্র করিবেন। সেই ধন্য পুরুষ তোমার কীর্ত্তনীয় এবং আমারও নিত্য পূজ্য। নিশ্চয়ই সেই বিষ্ণুদেব কর্ত্তৃক তুমি অনুধ্যাত হইয়াছ, তাই আমাকে স্তব করিবার জন্য তোমার ভক্তি ও মতি হইয়াছে। শিরশ্ছেদন করায় তুমি সোমপানপ্রচারক কপালী এবং কোটি শত বিপ্রের উদ্ধারকর্ত্তা হইলে। এই কার্য্যের জন্য ব্রহ্মহত্যা ব্রত আচরণ কর, ইহার পক্ষে আর কোনই ব্রত নাই। পাপী, পাপকারী, ক্রূর, ব্রহ্মঘ্ন, বৈতানিক, বিকর্ম্মস্থ, এই সকল ব্যক্তির সহিত কদাচ আলাপ করিতে নাই। ইহাদিগকে দেখিয়া শুদ্ধির নিমিত্ত সূর্য্যদর্শন করিবে। হে রুদ্র! ইহাদের অঙ্গস্পর্শ করিলে সবস্ত্র জলাবগাহন করিতে হয়। এইরূপ করিলেই মনীষিগণের মতে শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তুমি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ। শুদ্ধির নিমিত্ত ব্রতাচরণ কর। ব্রত অনুষ্ঠিত হইলে, পুনরায় তুমি বহু বর প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন। রুদ্র তাহা জানিতে পারিলেন না। তখন তিনি ধ্যানযোগে বিষ্ণুকে চিন্তা করিলেন। লক্ষ্মীযুক্ত বরদ, সনাতন দেবদেবকে চিন্তা করিয়া দেবদেব ত্রিলোচন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত দ্বারা প্রণত হইয়া শঙ্খচক্র-গদাধর দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন।১১২—১৩৭। রুদ্র কহিলেন,—হে অনন্তবীর্য্য! আপনি পরাপর, অমৃত, পুরাণ, পরাৎপর বিষ্ণু, আপনাকে আমি নিত্যই স্মরণ করি। যিনি বরেণ্য পুরুষ, নারায়ণ, নিষ্প্রতিম, পুরাণপুরুষ, পরাৎপর, পূর্ব্বজ, উগ্রবেগ, গম্ভীর, গম্ভীরবুদ্ধিশালিগণের প্রধান, আমি সেই ঈশান হরিদেবকে নমস্কার করি। তিনি পরাপরেশ, বিশাল পুরুষ, নারায়ণ, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। তিনি বিশুদ্ধ স্বভাব, পরাপর ও সূক্ষ্মরূপী; তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি নিত্যস্থিত প্রধান পুরুষ, তিনি শান্ত এবং প্রধান, তিনি আমার

* অতঃপরং "পরাৎপরং ধামপরঞ্চ ধাম, পরাপরং তৎপরমঞ্চ ধামে" ত্যধিকঃ পাঠো মুদ্রিতপুস্তকসম্মতঃ।

নারায়ণং বীতমলং পুরাণং
পরাৎপরং বিষ্ণুমপারপারম্।
পুরাতনং নীতিমতাং প্রধানং
ধৃতিক্ষমাশান্তিপরং ক্ষিতীশম্॥ ১৪২
শুভ্রং সদা স্তৌমি মহানুভাবং
সহস্রমূর্দ্ধানমনেকপাদম্।
অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং
ক্ষরাক্ষরং ক্ষীরসমুদ্রনিদ্রম্॥ ১৪৩
নারায়ণং স্তৌমি পরং পরেশং
পরাৎপরং যত্রিদশৈরগম্যম্।
ত্রিসর্গসংস্থং ত্রিহুতাশনেত্রং
ত্রিতত্ত্বলক্ষ্যং ত্রিলয়ং ত্রিনেত্রম্॥ ১৪৪
নমামি নারায়ণমপ্রমেয়ং
কৃতে সিতং তৎপরতশ্চ রক্তম্।

* * *

কলৌ চ কৃষ্ণং তমথো নমামি॥ ১৪৫
সসর্জ্জ যো বক্ত্রত এব বিপ্রান্
ভুজান্তরাৎ ক্ষত্রমথোরুযুগ্মাৎ।
বিশঃ পদাগ্রাচ্চ তথৈব শূদ্রান্ *
নমামি তং বিশ্বতনুং পুরাণম্॥ ১৪৬

সূক্ষ্মমূর্ত্তিং মহামূর্ত্তিং বিদ্যামূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্।
কবচং সর্ব্বদেবানাং নমস্তে বারিজেক্ষণম্॥
সহস্রশীর্ষং দেবেশং সহস্রাক্ষং মহাভুজম্।
জগৎ সংব্যাপ্য তিষ্ঠন্তং নমস্তে পরমেশ্বরম্॥১৪৮
শরণ্যং শরণং দেবং বিষ্ণুং জিষ্ণুং সনাতনম্।
নীলমেঘপ্রতীকাশং নমস্তে শার্ঙ্গপাণিনম্॥
শুদ্ধং সর্ব্বগতং নিত্যং ব্যোমরূপং সনাতনম্।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তং নমস্তে সর্ব্বগং হরিম্।
ন চাত্র কিঞ্চিৎ পশ্যামি ব্যতিরিক্তং তবাচ্যুত।
ত্বন্ময়ঞ্চ প্রপশ্যামি সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্॥ * ১৫১
ইতীরিতস্তেন সনাতনঃ স্বয়ং
পরাৎপরস্তস্য বভূব দর্শনে।
রথাঙ্গপাণির্গরুড়াসনো গিরিং
বিদীপয়ন্ ভাস্করবৎ সমুত্থিতঃ॥ ১৫২

আশ্রয়দাতা হউন। তিনি নির্ম্মল নারায়ণ, পরাৎপর, অপারপার, পুরাণ, বিষ্ণু, তিনি পুরাতন, নীতিমদ্‌গণের প্রধান, ধৃতি ক্ষমা ও শান্তিনিষ্ঠ, ক্ষিতীশ, শুভ্র, মহানুভাব, সহস্রমূর্দ্ধা, অনেকপাদ, তাঁহাকে আমি স্তব করি। তিনি অনন্তবাহু, শশিসূর্য্য-নেত্র, ক্ষরাক্ষর, ক্ষীরাব্ধিনিদ্রিত, পরাৎপর, পরেশ, ত্রিদশজনের অপ্রাপ্য, পরম নারায়ণ, তাঁহাকে আমি স্তব করি। তিনি ত্রিসর্গসংস্থ, ত্রিহুতাশ-নেত্র, ত্রিতত্ত্বলক্ষ্য, ত্রিলয় এবং ত্রিনেত্র; তিনি অপ্রমেয় নারায়ণ, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। তিনি সত্যযুগে সিত, দ্বাপরে রক্ত এবং কলিতে কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহাকে নমস্কার। তিনি স্বীয় বক্ত্র হইতে বিপ্রগণকে, ভুজান্তর হইতে ক্ষত্রিয়জাতিকে, উরুযুগল হইতে বৈশ্যগণকে এবং পাদাগ্র হইতে শূদ্রগণকে উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, পুরাণ, তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি সূক্ষ্মমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, বিদ্যামূর্ত্তি ও অমূর্ত্তির এবং তিনিই সর্ব্বদেবের কবচ, আমি সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে নমস্কার করি। তিনি সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, দেবেশ, মহাভুজ, তিনিই এই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত পরমেশ্বর, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। আমি শরণ্য, শরণ, নীলমেঘপ্রতীকাশ, বিষ্ণু, জিষ্ণু-সনাতন দেব, শার্ঙ্গপাণিকে নমস্কার করি। যিনি শুদ্ধ, সর্ব্বগত, নিত্য, ব্যোমস্বরূপ, সনাতন, ভাবাভাববর্জ্জিত, সর্ব্বগত হরি, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। হে অচ্যুত! এ জগতে তোমা ব্যতীত আমি কিছুই দেখিতেছি না। এই চরাচর সমস্তই আমি ত্বন্ময় দেখিতেছি। ১৩৮—১৫১। রুদ্র এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে পরাৎপর সনাতন হরি স্বয়ং তাঁহার দর্শনপথে আবির্ভূত হইলেন। তিনি গরুড়াসনে সমাসীন, তাঁহার হস্তে রথাঙ্গ, এই অবস্থায় তিনি সেই ভূধর বিদীপিত করিয়া ভাস্করবৎ

* "পরাৎপরং পারগমপ্রমেয়ম্" মিত্যপি পুস্তকান্তরসম্মতোঽধিকঃ পাঠঃ।

* "এবন্তু বদতস্তস্য রুদ্রস্য পরমেষ্ঠিনঃ" ইত্যয়মপ্যধিক পাঠঃ ক্বচিল্লভ্যতে।

বরং বৃণীষ্বেতি সনাতনোঽব্রবীদ্
বরস্তবাহং বরদঃ সমাগতঃ।
ইতীরিতে রুদ্রবরো জগাদ
মমাতিশুদ্ধির্ভবিতা সুরেশ ॥ ১৫৩
ন চাস্য পাপস্য হরং হি চান্যং
সংদৃশ্যতেঽহগ্রাস্থ ঋতে ভবন্তম্ ॥ ১৫৪
ব্রহ্মহত্যাভিভূতস্য তনুর্মে কৃষ্ণতাং গতা।
শবগন্ধশ্চ মে গাত্রে লৌহস্যাভরণানি মে ॥
কথং মে ন ভবেদেবমেতদ্রূপং জনার্দ্দন।
কিং করোমি মহাদেব যেন মে পূর্ব্বিকা তনুঃ।
ত্বৎপ্রসাদেন ভবিতা তন্মে কথয় চাচ্যুত ॥ ১৫৬
বিষ্ণুরুবাচ।
ব্রহ্মবধ্যা পরা চোগ্রা সর্ব্বকষ্টপ্রদা পরা।
মনসাপি ন কুর্ব্বীত পাপস্যাস্য তু ভাবনাম্ ॥
ভবতা দেব বাক্যেন নিষ্ঠা চৈষা নিবোধিতা ॥
ইদানীং ত্বং মহাবাহো ব্রহ্মণোক্তং সমাচর।
ভস্ম সর্ব্বাণি গাত্রাণি ত্রিকালং ঘর্ষয়েস্তনৌ।
শিখায়াং কর্ণয়োশ্চৈব করে চাস্থীনি ধারয় ॥ ১৫৯
এবঞ্চ কুর্ব্বতো রুদ্র কষ্টং নৈব ভবিষ্যতি ॥ ১৬০
সন্দিশ্যৈবং স ভগবাংস্ততোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ।
লক্ষ্মীসহায়ো গতবান্ রুদ্রস্তং নাভিজজ্ঞিবান্
কপালপাণির্দেবেশঃ পর্য্যটন্ বসুধামিমাম্।
হিমবন্তং সমৈনাকং মেরুণা চ সহৈব তু ॥ ১৬২
কৈলাসং সকলং বিন্ধ্যং নীলঞ্চৈব মহাগিরিম্
কাঞ্চীং কাশীং তাম্রলিপ্তাং মগধামাবিলাং তথা
বৎসগুল্মঞ্চ গোকর্ণং তথা চৈবোত্তরান্ কুরূন্
ভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ বর্ষং হৈরণ্যকং তথ ॥ ১৬৪
কামরূপং প্রভাসঞ্চ মহেন্দ্রঞ্চৈব পর্ব্বতম্।
ব্রহ্মহত্যাভিভূতোঽসৌ ভ্রমংস্ত্রাণং ন বিন্দতি ॥
ত্রপান্বিতঃ কপালস্তু পশ্যন্ হস্তগতং সদা।
করৌ বিধুন্বন্ বহুশো বিক্ষিপংশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥
যদাস্য ধুন্বতো হস্তৌ কপালং পততে ন তু।
তদাস্য বুদ্ধিরুৎপন্না ব্রতঞ্চৈতৎ করোম্যহম্ ॥

সমুত্থিত হইলেন এবং সেই সনাতন পুরুষ কহিলেন,—আমি বরদাতা উপস্থিত হইয়াছি, আমার নিকট বর গ্রহণ কর। তিনি এই কথা কহিলে রুদ্রদেব কহিলেন,—হে সুরেশ! যাহাতে আমার অতিশয় শুদ্ধি হইতে পারে, আপনি তাহাই করুন। আমি আপনা ব্যতীত এই পাপহরণক্ষম—অপর কাহাকেও দেখিতেছি না। ব্রহ্মহত্যায় অভিভূত হওয়ায় দেহ আমার কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। আমার গাত্রে শবগন্ধ এবং লৌহাভূরণ বিরাজ করিতেছে। হে জনার্দ্দন! কি করিলে আমার এইরূপ রূপ না হয় এবং যাহাতে আমার পূর্ব্বরূপ উপস্থিত হইতে পারে, এ জন্য হে মহাদেব! আমাকে কি করিতে হইবে বলুন। হে অচ্যুত! আপনার প্রসাদেই আমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে। বিষ্ণু বলিলেন,—ব্রহ্মহত্যা অতি ভীষণ পাপ; উহা সর্ব্বকষ্টের উৎপাদক। এইজাতীয় পাপের ভাবনা মন দ্বারাও করিতে নাই। কিন্তু আপনি দেবগণের বাক্যে উহার কার্য্যতই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। হে মহাবাহো! এক্ষণে আপনি ব্রহ্মোক্ত ব্রত আচরণ করুন। আপনি ত্রিসন্ধ্যা সর্ব্বগাত্রে ভস্ম ঘর্ষণ করুন, এবং গলে, শিখায়, কর্ণযুগলে ও করে অস্থিনিচয় ধারণ করুন। হে রুদ্র! এইরূপ করিলে আপনার কোনই কষ্ট হইবে না। ভগবান্ লক্ষ্মীপতি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রুদ্র তাঁহার অন্তর্দ্ধান ব্যাপার জানিতে পারিলেন না। তখন সেই কপালপাণি দেবেশ এই বসুন্ধরা পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রহ্মহত্যায় অভিভূত হইয়া হিমাচল, মৈনাক, মেরু, কৈলাস, বিন্ধ্য মহাগিরি, নীলাচল, কাশী, কাঞ্চী, তাম্রলিপ্ত, মগধ, বৎসগুল্ম, গোকর্ণ, উত্তরকুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, হৈরণ্যক, কামরূপ, প্রভাস এবং মহেন্দ্রপর্ব্বত প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিয়াও পরিত্রাণ পাইলেন না। ১৫২—১৬৫। নিজের হস্তে কপাল দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই তিনি লজ্জিতভাবে করদ্বয় বিধুননপূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহু ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তিনি হস্তধুনন করিলেও যখন সেই কপাল কিছুতেই পতিত হইল না, তখন তাঁহার মতি

মদীয়েনৈব মার্গেণ দ্বিজা যাস্যন্তি সর্ব্বতঃ।
ধ্যাত্বৈবং সুচিরং দেবো বসুধাং বিচচার হ॥
পুষ্করন্তু সমাসাদ্য প্রবিষ্টোঽরণ্যমুত্তমম্।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানামৃগরবাকুলম্॥ ১৬৯
দ্রুমপুষ্পভরামোদ-বাসিতং যৎ সুবায়ুনা।
বুদ্ধিপূর্ব্বমিব ন্যস্তৈঃ পুষ্পৈর্ভূষিতভূতলম্॥ ১৭০
নানাগন্ধরসৈরন্যৈঃ পক্কাপক্কৈঃ ফলৈস্তথা।
বিবেশ তরুবৃন্দেন পুষ্পামোদাভিনন্দিতঃ॥১৭১
অত্রারাধয়তো ভক্ত্যা ব্রহ্মা দাস্যতি মে বরম্।
ব্রহ্মপ্রসাদাৎ সম্প্রাপ্তং পৌষ্করং জ্ঞানমীপ্সিতম্
পাপঘ্নং দুষ্টশমনং পুষ্টিশ্রীবলবর্দ্ধনম্॥ ১৭২
এবং বৈ ধ্যায়তস্তস্য রুদ্রস্যামিততেজসঃ।
আজগাম ততো ব্রহ্মা ভক্তিপ্রীতোঽথ কঞ্জজঃ
উবাচ প্রণতং রুদ্রমুত্থাপ্য চ পুনর্গুরুঃ॥ ১৭৪
দিব্যব্রতোপচারেণ সোঽহমারাধিতস্ত্বয়া।
ভবতা শক্যমাত্যর্থং মম দর্শনকাঙ্ক্ষয়া॥ ১৭৫
ব্রতস্থা মাং হি পশ্যন্তি মনুষ্যা দেবতাস্তথা।
তদিচ্ছয়া প্রযচ্ছামি বরং যৎ প্রবরং বরম্॥১৭৬
সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং ব্রতং যস্মাদিসেবিতম্।
মনোবাক্কায়ভাবৈশ্চ সন্তুষ্টেনান্তরাত্মনা।
কং দদামি চ বৈ কামং বদ তোহস্তে যথেপ্সিতম্

রুদ্র উবাচ।

এষ এবাদ্য ভগবন্ সুপর্য্যাপ্তো মহাবরঃ।
যদ্দৃষ্টোঽসি জগদ্বন্দ্য জগৎকর্ত্তর্নমোঽস্তু তে,
মহতা যজ্ঞসাধ্যেন বহুকালার্জ্জিতেন চ।
প্রাণব্যয়করেণ স্বং তপসা দেব দৃশ্যতে॥ ১৭৭
ইমং কপালং দেবেশ ন করাৎ পতিতং বিভো
অপাকরা ঋষীণাঞ্চ চর্য্যেয়া কুৎসিতা বিভো।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ ব্রতঞ্চেদং কৃতং কাপালিকন্তু যৎ
সিদ্ধমেতৎ প্রসন্নস্য মহাব্রতমিহোচ্যতাম্।
পুণ্যপ্রদেশে যস্মিংস্তু ক্ষিপামীদং বদস্ব মে।

হইল—আমি ব্রতাচরণ করিব। বিপ্রগণ আমারই পথানুবর্ত্তন করিবেন। দেবদেব কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার বসুধা বিচরণ করিলেন। ক্রমে পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইয়া তিনি এক উত্তম অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই অরণ্য নানাদ্রুমলতাকীর্ণ, নানা-মৃগরবে মুখরিত এবং মৃদুমন্দ বায়ুভরে তরু-পুষ্পামোদে সুবাসিত। অরণ্যে পুষ্পপুঞ্জ যেন বুদ্ধিপূর্ব্বকই বিন্যস্ত হইয়া বনভূমি ভূষিত করিয়াছে। এখানে নানাগন্ধরসযুত বিবিধ পক্কাপক্ক ফল সুশোভিত। রুদ্রদেব এই অরণ্যে পুষ্পামোদে অভিনন্দিত হইয়া তরুবৃন্দ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশানন্তর ভাবিলেন,—এইখানে ভক্তি-পূর্ব্বক আরাধনা করিলে ব্রহ্মা আমাকে বর দান করিবেন। ব্রহ্মার প্রসাদেই পাপঘ্ন, দুষ্টদমন, পুষ্টিশ্রীবলবর্দ্ধনকর, ঈপ্সিত পৌষ্কর জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। অমিততেজা রুদ্র এইরূপ ধ্যান করিতে থাকিলে ভক্তিপ্রীত পদ্মজন্মা ব্রহ্মা সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং প্রণত রুদ্রকে উত্থাপিত করিয়া বলিলেন,—তুমি আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অতিমাত্র শ্রদ্ধার সহিত দিব্য ব্রতোপচার দ্বারা আমাকে আরা-ধনা করিয়াছ। ব্রতস্থ দেব এবং মনুষ্যগণও আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, তোমার ইচ্ছানুসারে আমি উত্তম বর প্রদান করিতেছি। তুমি সর্ব্বকামসিদ্ধির জন্য মন বাক্য ও কায় দ্বারা সন্তুষ্টচিত্তে ব্রতাচরণ করিয়াছ, অতএব বল, তোমাকে আমি কোন্ অভীষ্ট বর প্রদান করিব? ১৬৯—১৭৭। রুদ্র কহি-লেন,—হে ভগবন্ জগদ্বন্দ্য! আপনাকে আমি যে দেখিতে পাইলাম, ইহাই অদ্য আমার পক্ষে সুপর্য্যাপ্ত মহাবর। হে জগৎ-পতে! আপনাকে নমস্কার করি। হে দেব! যজ্ঞসাধ্য বহুকালার্জ্জিত প্রাণান্তকর মহা-তপস্যাবলেই আপনি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। হে বিভো! হে দেবেশ! এই কপাল আমার কর হইতে পতিত হইতেছে না। এই ব্রতচর্য্যা ঋষিগণের লজ্জাকর এবং কুৎসিত; তথাপি ভবৎপ্রসাদে আমি সেই কাপালিক ব্রত করিয়াছি। আমি আপনার শরণাপন্ন! আপনি বলুন আমার এই মহাব্রত সিদ্ধ হইয়াছে। আমি কোন্ পুণ্যপ্রদেশে ইহা

পূতো ভবামি যেনাহং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
ব্রহ্মোবাচ।
অবিমুক্তং ভগবতঃ স্থানমস্তি পুরাতনম্।
কপালমোচনং তীর্থং তব তত্র ভবিষ্যতি॥ ১৮৩
অহঞ্চ ত্বং স্থিতস্তত্র বিষ্ণুশ্চাপি ভবিষ্যতি॥১৮৪
দর্শনে ভবতস্তত্র মহাপাতকিনোঽপি যে।
তেঽপি ভোগান্ সমশ্নন্তি বিশুদ্ধা ভবনে মম॥
বরণাপি অসী চাপি যে নদ্যৌ সুরবল্লভে।
অন্তরালে তয়োঃ ক্ষেত্রে বধ্যা ন বিশতি কচিৎ
তীর্থানাং প্রবরং তীর্থং ক্ষেত্রাণাং প্রবরং তব
আ দেহপতনাদ্ যে তু ক্ষেত্রং সেবন্তি মানবাঃ
তে মৃতা হংসযানেন দিবং যান্ত্যকুতোভয়াঃ।
পঞ্চক্রোশপ্রমাণেন ক্ষেত্রং দত্তং ময়া তব॥১৮৮
ক্ষেত্রমধ্যাদ্‌যদা গঙ্গা গমিষ্যতি সরিৎপতিম্।
তদা সা মহতী পুণ্যা পুরী রুদ্র ভবিষ্যতি॥১৮৯
পুণ্যা চোদঙ্মুখী গঙ্গা প্রাচী চাপি সরস্বতী।
উদঙ্মুখী যোজনে দ্বে গচ্ছতে জাহ্নবী নদী॥
তত্র বৈ বিবুধাঃ সর্ব্বে ময়া সহ সবাসবাঃ।
আগতা বাসমেষ্যন্তি কপালং তত্র মোচয়॥১৯১
তস্মিংস্তীর্থে তু যে গত্বা পিণ্ডদানেন বৈ পিতৄন্
শ্রাদ্ধেস্তু প্রীণয়িষ্যন্তি তেষাং লোকোঽক্ষয়ো
দিবি॥ ১৯২
বারাণস্যাং মহাতীর্থে নরঃ স্নাতো বিমুচ্যতে।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপাদ্গমনাদেব মুচ্যতে॥ ১৯৩
তত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থানামুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
ত্যজন্তি তত্র যে প্রাণান্ প্রাণিনঃ প্রণতাস্তব
রুদ্রত্বং তে সমাসাদ্য মোদন্তে ভবতা সহ॥১৯৪
তত্রাপি হি তু যদ্দত্তং দানং রুদ্র যতাত্মনা।
স্যান্মহচ্চ ফলং তস্য ভবিতা ভাবিতাত্মনঃ॥
স্বাঙ্গস্ফুটিতসংস্কারং তত্র কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
তে রুদ্রলোকমাসাদ্য মোদন্তে সুখিনঃ সদা॥

ক্ষেপণ করিব, এবং কিরূপে আমি পুণ্যাত্মা ঋষিগণের চক্ষে পূত হইব, তাহা আমায় বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—অবিমুক্ত নামে প্রাচীন ভগবৎস্থান আছে। সেখানে তোমার কপাল-মোচন হওয়ায় উক্ত স্থান কপালমোচন তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আমি, তুমি এবং বিষ্ণু, আমরা তিনজনেই তথায় অবস্থিত হইব। ঐ তীর্থে তোমার দর্শন লাভে মহাপাতকী ব্যক্তিরাও বিশুদ্ধ হইয়া মদীয় ভবনে বিবিধ ভোগ উপভোগ করিবে। বরণা এবং অসী এই উভয় নদীই দেবপ্রিয়; উক্ত নদীদ্বয়ের অন্তরালে ক্ষেত্রমধ্যে ব্রহ্মহত্যা কদাচ প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই স্থান তীর্থ-সমূহের মধ্যে প্রবর তীর্থ এবং ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে প্রবর ক্ষেত্র। যে সকল মানব দেহপতন পর্য্যন্ত এই ক্ষেত্র সেবা করে, তাহারা মরণান্তে হংসযানারোহণে অকুতোভয়ে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আমি এখানে তোমায় পঞ্চক্রোশ-পরিমিত ক্ষেত্র প্রদান করিলাম। হে রুদ্র! এই ক্ষেত্রমধ্য দিয়া গঙ্গা যখন সাগরে গমন করিবেন, তখন ইহা পবিত্রা মহতী পুরী হইবে। যথায় পবিত্র গঙ্গা ও প্রাচী সরস্বতী উত্তরাভিমুখে দুই যোজন পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছেন, তথায় আমার সহিত বাসবাদি বিবুধগণ আসিয়া বাস করিবেন, তুমি ঐ স্থানে কপাল মোচন কর। উক্ত তীর্থে গমন করিয়া যাহারা পিণ্ডদানে ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পিতৃগণের পরিতৃপ্তি সাধন করে, স্বর্গে তাহাদের অক্ষয় লোক হইয়া থাকে। মহাতীর্থ বারাণসীতে স্নান করিয়া নর মুক্তি লাভ করে এবং তথায় গমনমাত্রেই সপ্ত জন্মকৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ হইয়া থাকে। ১৭৮—১৯৩। ঐ তীর্থ সর্ব্বতীর্থ মধ্যে উত্তম তীর্থ বলিয়া অভিহিত। যে সকল প্রাণী তোমার প্রতি প্রণত হইয়া তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহারা রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিত বিহার করিবে। হে রুদ্র! সংযতাত্মা ব্যক্তি ঐ ক্ষেত্রে যাহা কিছু দান করিবেন, তাহাতে তাঁহার মহাফল হইবে। ঐ ক্ষেত্রের কোনও অংশ স্ফুটিত হইলে যে সকল নর তাহার সংস্কার সাধন করিবে, তাহারা রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা সুখ-ভোগে বিহার করিতে থাকিবে। ঐ ক্ষেত্রে

তত্র পূজা জপো হোমঃ কৃতো ভবতি দেহিনাম্
অনন্তফলদঃ স্বর্গো রুদ্রভক্তিযুতাত্মনঃ ॥ ১৯৭
তত্র দীপপ্রদানে তু জ্ঞানচক্ষুর্ভবেন্নরঃ ॥ ১৯৮
অব্যঙ্গং তরুণং সৌম্যং রূপবন্তঞ্চ গোসুতম্।
যোঽঙ্কয়িত্বা মোচয়তি স যাতি পরমং পদম্ ॥
পিতৃভিঃ সহিতো মোক্ষং গচ্ছন্তে নাত্র সংশয়ঃ
অথ কিং বহুনোক্তেন যত্তত্র ক্রিয়তে নরৈঃ।
কর্ম্ম ধর্ম্মং সমুদ্দিশ্য তদনন্তফলং ভবেৎ ॥ ২০১
স্বর্গাপবর্গয়োর্হেতুস্তদ্ধি তীর্থং মতং ভুবি।
স্নানাজ্জপাত্তথা হোমাদনন্তফলসাধনম্ ॥ ২০২
গত্বা বারাণসীতীর্থং ভক্ত্যা রুদ্রপরায়ণাঃ।
যে তত্র পঞ্চতাং প্রাপ্তা মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ
বসবঃ পিতরো জ্ঞেয়া রুদ্রাশ্চৈব পিতামহাঃ।
প্রপিতামহাস্তথাদিত্যা ইত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ
ত্রিবিধঃ পিণ্ডদানায় বিধিরুক্তো ময়ানঘ।
মানবৈঃ পিণ্ডদানন্তু কার্য্যমত্রাগতৈঃ সদা ॥ ২০৫
পিণ্ডদানঞ্চ তত্রৈব স্বপুত্রৈঃ কার্য্যমাদরাৎ।
সুপুত্রাস্তে পিতৃণাঞ্চ ভবন্তি সুখদায়কাঃ ॥২০৬
প্রোক্তং তীর্থং ময়া তুভ্যং দর্শনাদপি মুক্তিদম্
স্নাত্বা তু সলিলে তত্র মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥২০৭
বিমুক্তো ব্রহ্মহত্যায়াস্তত্র রুদ্র যথাসুখম্।
অবিমুক্তে ময়া দত্তে তিষ্ঠ ত্বং ভার্য্যয়া সহ ॥২০৮

রুদ্র উবাচ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তেষহং বিষ্ণুনা সহ।
তিষ্ঠামি ভবতোক্তেন বর এষ বৃতো ময়া ॥
অহং দেবো মহাদেব আরাধ্যো ভবতা সদা।
বরং দাস্যামি তে চাহং সন্তুষ্টেনান্তরাত্মনা।
বিষ্ণোশ্চাহং প্রদাস্যামি বরাংশ্চ মনসীপ্সিতান্
সুরাণাং চৈব সর্ব্বেষাং মুনীনাং ভবিতাত্মনাম্
অহং দাতা অহং যাচ্যো নান্যো ভাব্যঃ কথঞ্চন

ব্রহ্মোবাচ।

এবং করিষ্যেঽহং রুদ্র যদ্বয়োক্তং বচঃ শুভম্।

পূজা জপ ও হোম করিলে, দেহিগণের অনন্ত ফলদায়ক স্বর্গ লাভ হইবে। যে নর রুদ্র-ভক্তিযুক্ত হইয়া তথায় দীপ দান করিবে, তাহার জ্ঞানচক্ষু লাভ হইবে। অব্যঙ্গ, তরুণ, রূপসম্পন্ন, সৌম্য গোবৎসকে অঙ্কিত করিয়া যে ব্যক্তি তথায় মোচন করিবে, তাহার পরমপদ লাভ হইবে; সে পিতৃগণ সহ নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করিবে। এ বিষয়ে আর অধিক বলিব কি? ধর্ম্মোদ্দেশে নরগণ তথায় যে কোন কর্ম্ম করিবে, তাহাই অনন্ত ফলজনক হইবে। ভূতলে উক্ত তীর্থই স্বর্গাপবর্গের হেতু। ঐ স্থানে স্নানে জপে হোমে অনন্ত ফল হয়। যে সকল রুদ্রানুরক্ত ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া বারাণসী তীর্থে গমনপূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারাই প্রকৃত ভক্তলোক। বসুগণকে পিতৃপুরুষ, রুদ্রগণকে পিতামহ এবং আদিত্যগণকে প্রপিতামহ বলিয়া জানিবে, ইহাই বৈদিকী শ্রুতি। হে অনঘ। আমি ত্রিবিধ পিণ্ডদানবিধি বলিয়াছি। মনুষ্যগণ এই স্থানে আসিয়া সর্ব্বদা পিণ্ড প্রদান করিবে।১৯৪-২০৫। যে সকল পুত্র এই স্থানে আসিয়া সাদরে পিণ্ডপ্রদান করে, তাহারা পিতৃগণের সুখপ্রদ সুপুত্র হইয়া থাকে। আমি তোমার নিকট এই তীর্থবার্ত্তা বলিলাম, ইহা দর্শনেও মুক্তি প্রদান করে। এই তীর্থজলে স্নান করিয়া মানব জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে রুদ্র। এক্ষণে তুমি ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইয়া মৎপ্রদত্ত অবিমুক্তক্ষেত্রে ভার্য্যাসহ যথাসুখে অবস্থান কর। রুদ্র কহিলেন,—পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, আপনার কথামত আমি সেই সমস্ত তীর্থেই বিষ্ণুসহ বাস করিব, ইহাই আপনার নিকট আমি বর গ্রহণ করিলাম। আমি, দেব মহাদেব, এবং আপনি—আমরাই সকলের নিত্য আরাধ্য। আমি সন্তুষ্টচিত্তে আপনাকে বর প্রদান করিব। অপিচ বিষ্ণুকেও আমি মনোভীষ্ট বিবিধ বর প্রদান করিব। সমস্ত সুর ও সমস্ত ভাবিতাত্মা মুনির আমিই একমাত্র প্রার্থনীয়; আমিই তাঁহাদের বরদাতা; অন্য কেহই তাঁহাদের কদাচ ধ্যেয় নহে। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে রুদ্র! আমি ভবৎকথিত সমস্ত

নারায়ণশ্চ তে বাক্যং কর্ত্তা সর্ব্বং ন সংশয়ঃ ॥
বিসৃজ্যৈবং তদা রুদ্রং ব্রহ্মা চান্তরধীয়ত।
বারাণস্যাং মহাদেবো গত্বা তীর্থং স্ববেশয়ৎ ॥

ইতি শ্রীপদ্মে মহাপুরাণে প্রথমে সৃষ্টি-খণ্ডে রুদ্রস্য ব্রহ্মবধ্যানাশশ্চতু-র্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

কিং কৃতং ব্রহ্মণা ব্রহ্মন্ প্রেষ্য বারাণসীপুরীম্
জনার্দ্দনেন কিং কর্ম্ম শঙ্করেণ চ যন্মুনে ॥ ১
কথং যজ্ঞঃ কৃতস্তেন কস্মিংস্তীর্থে বদস্ব মে।
কে সদস্যা ঋত্বিজশ্চ সর্ব্বাংস্তান্ প্রব্রবীহি মে
কে দেবাস্তর্পিতাস্তেন এতন্মে কৌতুকং মহৎ ॥৩
পুলস্ত্য উবাচ।
শ্রীনিধানং পুরং মেরোঃ শিখরে রত্নচিত্রিতম্।
অনেকাশ্চর্য্যনিলয়ং বহুপাদপসঙ্কুলম্ ॥ ৪
বিচিত্রধাতুভিশ্চিত্রং স্বচ্ছস্ফটিকনির্ম্মলম্।
লতাবিতানশোভাঢ্যং শিখিশব্দবিনাদিতম্ ॥ ৫
মৃগেন্দ্ররববিত্রস্ত-গজযূথসমাকুলম্।
নির্ঝরাম্বুপ্রপাতোত্থ-শীকরাসারশীতলম্ ॥ ৬
বাতাহততরুব্রাত-প্রসন্নাপানচিত্রিতম্।
মৃগনাভিবরামোদ-বাসিতাশেষকাননম্ ॥ ৭
লতাগৃহরতিশ্রান্ত-সুপ্তবিদ্যাধরাধ্বগম্।
প্রগীতকিন্নরব্রাত-মধুরধ্বনিনাদিতম্ ॥ ৮
তস্মিন্নেকবিন্যাস-শোভিতাশেষভূমিকম্।
বৈরাজং নাম ভবনং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৯
তত্র দিব্যাঙ্গনোদ্গীত-মধুরধ্বনিনাদিতা।
পারিজাততরূৎপন্ন-মঞ্জরীদামমালিনী ॥১০
রত্নরশ্মিসমূহোত্থ-বহুবর্ণবিচিত্রিতা।
বিন্যস্তস্তম্ভকোটিস্থ নির্ম্মলাদর্শশোভিতা ॥১১

শুভ বাক্যই পালন করিব, নারায়ণও আপনার সমস্ত বাক্য নিশ্চয় পালন করিবেন। ব্রহ্মা এই বলিয়া রুদ্রকে বিদায় দিলেন এবং নিজে তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। মহাদেব বারাণসীধামে গমন করিয়া স্বীয় তীর্থে বাস করিতে লাগিলেন।২০৬—২১৪।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা বারাণসীপুরে প্রবাস করিয়া জনার্দ্দন ও শঙ্করসহ কি করিলেন? হে মুনে! তিনি কোন্ তীর্থে কিরূপে যজ্ঞ করিয়াছিলেন? তাহা আমার নিকট বলুন। ঐ যজ্ঞে কে কে সদস্য ছিলেন, এবং কোন্ কোন্ দেব তর্পিত হইয়াছিলেন, ইহাও আমার নিকট বলুন; শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—সুমেরুশিখরে শ্রীনিধান নামে এক নগর আছে। উহা নানাশ্চর্য্য-নিলয়, নানা পাদপসঙ্কুল, বিবিধ বিচিত্র ধাতু-চিত্রিত, স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ সুনির্ম্মল, লতাবিতান-শোভিত, এবং ময়ূরনাদ-নাদিত। ঐ পুরে মৃগেন্দ্ররবে বিত্রস্ত হইয়া গজযূথগণ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, নির্ঝর জলের প্রপাতোত্থিত শীকরাসারে উহার নানা স্থান শীতল হইতেছে, বাতাহত তরুনিকরের মধ্যস্থিত স্বচ্ছ আপানসমূহে উহা চিত্রিত রহিয়াছে। ঐ পুরের বহু বন মৃগনাভিগন্ধে আমোদিত হইতেছে। বিদ্যাধর পথিকেরা ঐ স্থানের লতাগৃহসমূহে রতিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে; সঙ্গীতরত কিন্নরগণের মধুর নাদে ঐ স্থান নাদিত হইতেছে। তথায় পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার বৈরাজনামে বহু বিন্যাস-ভূষিত বহুভূমিক ভবন বিরাজিত। ১—৯। ঐ ভবনমধ্যে কান্তিমতী নামে দেবগণের শুভদায়িনী সভা বিরাজমানা। ঐ সভা দিব্যাঙ্গনাগণের মধুর সঙ্গীতরবে নাদিত, পারিজাততরুর মঞ্জরীদামে মণ্ডিত, রত্নরাজির প্রভাপুঞ্জোত্থিত বহুবর্ণ দ্বারা বিচিত্রিত—সুবিন্যস্ত কোটিস্তম্ভে রাজিত, নির্ম্মল আদর্শ-

অপ্সরোনৃত্যবিন্যাস-বিলাসোল্লাসলাসিতা।
বহ্বাতোদ্যসমুৎপন্ন-সমূহস্বননাদিতা॥ ১২
লয়তালযুতানেক-গীতবাদিত্রশোভিতা।
সভা কান্তিমতীনাম দেবানাং শর্ম্মদায়িকা॥ ১৩
ঋষিসঙ্ঘসমাযুক্তা মুনিবৃন্দনিষেবিতা।
দ্বিজাতিসামশব্দেন নাদিতানন্দদায়িনী॥ ১৪
তস্যাং নিবিষ্টো দেবেশঃ সন্ধ্যাসক্তঃ পিতামহঃ
ধ্যায়তি স্ম পরং দেবং যেনেদং নির্ম্মিতং জগৎ
ধ্যায়তো বুদ্ধিরুৎপন্না কথং যজ্ঞং করোম্যহম্।
কস্মিন্ স্থানে ময়া যজ্ঞঃ কার্য্যঃ কুত্র ধরাতলে॥
কাশীপ্রয়াগস্তুঙ্গা চ নৈমিষং শৃঙ্খলং তথা।
কাঞ্চীভদ্রা দেবিকা চ কুরুক্ষেত্রং সরস্বতী॥১৭
প্রভাসাদীনি তীর্থানি পৃথিব্যামিহ মধ্যতঃ।
ক্ষেত্রাণি পুণ্যতীর্থানি সন্তি যানীহ সর্ব্বশঃ।
মদাদেশাচ্চ রুদ্রেণ কৃতান্যন্যানি ভূতলে॥ ১৮
যথাহং সর্ব্বদেবেষু আদিদেবো ব্যবস্থিতঃ।
তথা চৈকং পরং তীর্থমাদিভূতং করোম্যহম্॥
অহং যত্র সমুৎপন্নঃ পদ্মং তদ্বিষ্ণুনাভিজম্।
পুষ্করং প্রোচ্যতে তীর্থমৃষিভির্বেদপাঠকৈঃ॥২০
এবং চিন্তয়তস্তস্য ব্রহ্মণস্তু প্রজাপতেঃ।
মতিরেষা সমুৎপন্না ব্রজাম্যেষ ধরাতলে॥ ২১
প্রাক্স্থানং স সমাসাদ্য প্রবিষ্টস্তদ্বনোত্তমম্।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানাপুষ্পোপশোভিতম্।
নানাপক্ষিরবাকীর্ণং নানামৃগগণাকুলম্।
দ্রুমপুষ্পভরামোদৈর্বাসয়দ্যৎসুরাসুরান্।
বুদ্ধিপূর্ব্বমিব ন্যস্তৈঃ পুষ্পৈর্ভূষিতভূতলম্॥ ২৩
নানাগন্ধরসৈঃ পক্বাপক্বৈশ্চ ষড়্‌তুজৈঃ।
ফলৈঃ সুবর্ণরূপাঢ্যৈর্ঘ্রাণদৃষ্টিমনোহরৈঃ॥ ২৪
জীর্ণং পত্রং তৃণং যত্র শুষ্ককাষ্ঠফলানি চ।
বহিঃ ক্ষিপতি জাতানি মারুতোঽনুগ্রহাদিব॥২৫
নানাপুষ্পসমূহানাং গন্ধমাদায় মারুতঃ।
শীতলো বাতি খং ভূমিং দিশো যত্রাভিবাসয়ন্

সমূহে সুশোভিত, অপ্সরাগণের নৃত্যভঙ্গিমার বিলাসোল্লাসে লাসিত, বহুবিধ বাদ্যরবোত্থিত একতান নাদে নাদিত, এবং লয়-তালযুক্ত বহুগীতবাদিত্রে মুখরিত। ঐ সভায় ঋষি ও মুনিগণ বিরাজ করেন। উহা দ্বিজাতিগণের সাম-রবে নিনাদিত হইয়া সকলেরই আনন্দদান করে। ঐ সভামধ্যে পিতামহ সন্ধ্যাসক্ত হইয়া সমাসীন; সেই বিশ্ববিধাতা পরমদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার বুদ্ধি হইল—আমি কিরূপে ভূতলের কোন্ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব?—কাশী, প্রয়াগ, তুঙ্গা, নৈমিষ, শৃঙ্খল, কাঞ্চী, ভদ্রা, দেবিকা, কুরুক্ষেত্র, সরস্বতী, এবং প্রভাসাদি নানাতীর্থ, অন্যান্য নানাক্ষেত্র ও নানা পুণ্যতীর্থ এই পৃথিবীমধ্যে বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন রুদ্র কর্ত্তৃক আরও অনেক মদাদেশ নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি যেরূপ সর্ব্বদেবমধ্যে আদিদেবরূপে অবস্থিত, সেইরূপ একটী আদিভূত পরম তীর্থ আমি নির্ম্মাণ করিব। আমি যেখানে উৎপন্ন হইয়াছি সেই পদ্ম বিষ্ণুনাভিজাত। বেদপাঠক ঋষিগণ উহাকে পুষ্করতীর্থ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, সহসা ধরাতলে যাইবার তাঁহার মতি হইল। তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই উত্তম বনে প্রবেশ করিলেন। ঐ বন নানা দ্রুমলতায় আকীর্ণ, নানা পুষ্পসমূহে শোভিত, নানা পক্ষিরবে পরিব্যাপ্ত, এবং নানা মৃগগণে সমাকুলিত। উহা তরুপুষ্পপুঞ্জের আমোদ-ভরে সুরাসুরগণকে আমোদিত করিতেছে। ঐ স্থান যেন বুদ্ধিপূর্ব্বক বিন্যস্ত পুষ্পপুঞ্জে ভূষিত হইতেছে। ঐ স্থানে সর্ব্বঋতুজাত নানা গন্ধরসযুত সুবর্ণরূপী, পক্বাপক্ব, ঘ্রাণ ও নেত্র লোভনীয় বহুতর ফল বিরাজিত। ১০—২৪। ঐ বনে যে কিছু জীর্ণ পত্র, তৃণ, শুষ্ক কাষ্ঠ ও শুষ্ক ফল থাকে, বায়ু যেন অনুগ্রহ করিয়াই তাহা উহার বাহিরে নিক্ষেপ করে। শীতল বায়ু নানা পুষ্পগন্ধ গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানের আকাশ, ভূতল ও দিক্‌সমূহ সুবাসিত করত প্রবাহিত হইতেছে। ঐ

হরিতস্নিগ্ধনিশ্ছিদ্রৈরকীটকবনোৎকটৈঃ।
বৃক্ষৈরনেকসংজ্ঞৈর্ভূষিতং শিখরান্বিতৈঃ ॥ ২৭
অরোগৈর্দর্শনীয়ৈশ্চ সুবৃত্তৈঃ কৈশ্চিদুজ্জ্বলৈঃ।
কুটুম্বমিব বিপ্রাণামৃত্বিগ্‌ভির্ভাতি সর্ব্বতঃ ॥ ২৮
শোভন্তে ধাতুসঙ্কাশৈরঙ্কুরৈঃ প্রাবৃতা দ্রুমাঃ।
কুলীনৈরিব নিশ্ছিদ্রৈঃ স্বগুণৈঃ প্রাবৃতা নরাঃ ॥
পবনাবিদ্ধশিখরৈঃ স্পৃশন্তীব পরস্পরম্।
আজিঘ্রন্তীব চান্যোহন্যং পুষ্পশাখাবতংসকাঃ ॥
নাগবৃক্ষাঃ ক্বচিৎ পুষ্পৈর্দ্রুমবানীরকেসরৈঃ।
নয়নৈরিব শোভন্তে চঞ্চলৈঃ কৃষ্ণতারকৈঃ ॥ ৩১
পুষ্পসম্পন্নশিখরাঃ কর্ণিকারদ্রুমাঃ ক্বচিৎ।
যুগ্মযুগ্মা দ্বিধা চেহ শোভন্ত ইব দম্পতী ॥ ৩২
সুপুষ্পপ্রভবাটোপৈঃ সিন্ধুবারদ্রুপঙ্‌ক্তয়ঃ।
মূর্ত্তিমত্য ইবাভান্তি পূজিতা বনদেবতাঃ ॥ ৩৩
ক্বচিৎ ক্বচিৎ কুন্দলতাঃ সপুষ্পাভরণোজ্জ্বলাঃ।
দিক্ষু বৃক্ষেষু শোভন্তে বালচন্দ্রা ইবোচ্ছ্রিতাঃ ॥
সর্জ্জার্জ্জুনাঃ ক্বচিত্তাম্ভি বনোদ্দেশেষু পুষ্পিতাঃ
ধৌতকৌশেয়বাসোভিঃ প্রাবৃতাঃ পুরুষা ইব ॥
অতিমুক্তকবল্লীভিঃ পুষ্পিতাভিস্তথা দ্রুমাঃ।
উপগূঢ়া বিরাজন্তে স্বনারীভির্বিব প্রিয়াঃ ॥ ৩৬
অপরস্পরসংসক্তৈঃ সালাশোকাশ্চ পল্লবৈঃ।
হস্তৈর্হস্তান্ স্পৃশন্তীব সুহৃদশ্চিরসংগতাঃ ॥ ৩৭
ফলপুষ্পভরানম্রাঃ পনসাঃ সরলার্জ্জুনাঃ।
অন্যোন্যমর্চ্চয়ন্তীব পুষ্পৈশ্চৈব ফলৈস্তথা ॥ ৩৮
মারুতাবেগসংশ্লিষ্টৈঃ পাদপাঃ সালবাহুভিঃ।
অভ্যাসমাগতং লোকং প্রতিভাবৈরিবোত্থিতাঃ
পুষ্পাণামবরোধেন সুশোভার্থং নিবেশিতাঃ।
বসন্তমংগাশাদ্য পুরুষান্ স্পর্দ্ধয়ন্তি হি ॥ ৪০
পুষ্পশোভাভরনতৈঃ শিখরৈর্বায়ুকম্পিতৈঃ।
নৃত্যন্তীব নরাঃ প্রীতাঃ স্রগলঙ্কৃতশেখরাঃ ॥ ৪১

বনে নানানামীয় নানা বৃক্ষ আছে। ঐ সকল বৃক্ষ হরিত স্নিগ্ধ নিশ্ছিদ্র অকীটদুষ্ট ও বিবিধ শিখরান্বিত। উহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষ নীরোগ, দর্শনীয়, সুবৃত্ত এবং সমুজ্জ্বল ভাবে চারিদিকে অবস্থিত হওয়ায় ঐ বন যেন বিপ্রগণের ঋত্বিকগণ-পরিবৃত কুটুম্বের ন্যায় প্রতিভাত। তত্রত্য দ্রুমগণ ধাতুপ্রতিম অঙ্কুরসমূহ দ্বারা পরিবৃত হইয়া নির্দ্দোষ কুলীনগণাবৃত গুণী মানবগণের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উহারা বায়ুবাহিত শিখরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে যেন স্পর্শ করিতেছে এবং পুষ্পিত শাখাসমূহে ভূষিত হইয়া পরস্পরের যেন আঘ্রাণ লইতেছে। কোথাও নাগবৃক্ষগণ কৃষ্ণতারকান্বিত চঞ্চল নয়ননিভ পুষ্প ও দ্রুম-বানীর-কেশর দ্বারা শোভা পাইতেছে। কোথাও পুষ্পিতশিখর কর্ণিকার বৃক্ষগণ যুগ্ম-যুগ্ম দম্পতির ন্যায় বিরাজ করিতেছে। কোথাও সিন্ধুবারাখ্য বৃক্ষাবলী স্বীয় উত্তম পুষ্প জন্য গর্ব্বভরে মূর্ত্তিমতী পূজিতা বনদেবতার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। কোথাও কোথাও সুপুষ্পাভরণোজ্জ্বলা কুন্দলতা সকল দিকে দিকে বৃক্ষ মধ্যে উদিত বালচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোন কোন বনপ্রদেশে সর্জ্জার্জ্জুন বৃক্ষসকল পুষ্পিত হইয়া ধৌত কৌশেয় বস্ত্র-পরিহিত পুরুষগণের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। কোথাও দ্রুমগণ পুষ্পিত অতিমুক্তকবল্লী দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া স্ব স্ব প্রেয়সী-পরিবৃত প্রিয়জনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথাও সাল ও অশোকতরুগণ অপরস্পর-সংযুক্ত পল্লবসমূহ দ্বারা চিরসঙ্গত সুহৃদের ন্যায় যেন হস্ত দ্বারা হস্ত স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ২৫—৩৭। সরল ও অর্জ্জুন বৃক্ষগণ ফল-পুষ্প ভরে নম্র হইয়া যেন পুষ্প ও ফল দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে অর্চ্চনা করিতেছে। কোথাও পাদপগণ বায়ুবেগ-সংশ্লিষ্ট সাল-বাহু দ্বারা যেন সমীপাগত জনের অভ্যর্থনার জন্যই উত্থিত হইয়াছে। উহারা পুষ্প ধারণ করায় যেন শোভার্থই সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং বসন্তোৎসবকালে পুষ্পভূষিত পুরুষগণের সহিতই স্পর্দ্ধা করিতেছে। উহাদের পুষ্পভারাবনত শিখরসকল বায়ুভরে কম্পিত হওয়ায় মনে হইতেছে যেন মানবকুল প্রফুল্ল হইয়া মাল্যমণ্ডিত-মস্তকে নৃত্য করিতেছে।

পুন্নাগ্রপবনক্ষিপ্তাঃ পুষ্পাবলিযুতা দ্রুমাঃ।
সবল্লীকাঃ প্রনৃত্যন্তি মানবা ইব সপ্রিয়াঃ ॥ ৪২
সপুষ্পনতবল্লীভিঃ পাদপাঃ ক্বচিদাবৃতাঃ।
ভান্তি তারাগণৈশ্চিত্রৈঃ শরদীব নভস্তলম্ ॥ ৪৩
দ্রুমাণামথ বাগ্রেষু পুষ্পিতা মালতীলতাঃ।
শেখরা ইব শোভন্তে রচিতা বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪
হরিতাঃ কাঞ্চনচ্ছায়াঃ ফলিতাঃ পুষ্পিতা দ্রুমাঃ
সৌহৃদং দর্শয়ন্তীব নরাঃ সাধুসমাগমে ॥ ৪৫
পুষ্পকিঞ্জল্ককপিলা গতাঃ সর্ব্বদিশাসু চ।
কদম্বপুষ্পস্য জয়ং ঘোষয়ন্তীব ষট্পদাঃ ॥ ৪৬
ক্বচিৎ পুষ্পাসবক্ষীবাঃ সম্পতন্তি ততস্ততঃ।
পুংস্কোকিলগণা বৃক্ষ-গহনেষ্বিব সপ্রিয়াঃ ॥ ৪৭
শিরীষপুষ্পসঙ্কাশাঃ শুকা মিথুনশঃ ক্বচিৎ।
কীর্ত্তয়ন্তি গিরশ্চিত্রাঃ পূজিতা ব্রাহ্মণা যথা ॥৪৮
সহচারিস্বসংযুক্তা ময়ূরাশ্চিত্রবর্হিণঃ।
বনান্তেষ্বপি নৃত্যন্তি শোভন্ত ইব নর্ত্তকাঃ ॥৪৯
কূজন্তঃ পক্ষিসঙ্ঘাতা নানারুতবিরাবিণঃ।
কুর্ব্বন্তি রমণীয়ং বৈ রমণীয়তরং বনম্ ॥ ৫০
নানামৃগগণাকীর্ণং নিত্যং প্রমুদিতাণ্ডজম্।
তদ্বনং নন্দনসমং মনোহৃষ্টিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫১
পদ্মযোনিস্তু ভগবাংস্তথারূপং বনোত্তমম্।
দদর্শাদর্শবদ্দৃষ্ট্যা সৌম্যয়া পাবয়ন্নিব ॥ ৫২
তা বৃক্ষপঙ্ক্তয়ঃ সর্ব্বা দৃষ্ট্বা দেবং তথাগতম্।
নিবেদ্য ব্রহ্মণে ভক্ত্যা মুমুচুঃ পুষ্পসম্পদঃ ॥৫৩
পুষ্পপ্রতিগ্রহং কৃত্বা পাদপানাং পিতামহঃ।
বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বঃ পাদপানিত্যুবাচ সঃ ॥ ৫৪
এবমুক্তা ভগবতা তরবো নিরবগ্রহাঃ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে নমস্কৃত্বা বিরিঞ্চিনম্ ॥ ৫৫
বরং দদাসি চেদ্দেব প্রপন্নজনবৎসল।
ইহৈব ভগবন্নিত্যং বনে সন্নিহিতো ভব ॥ ৫৬
এষ নঃ পরমঃ কামঃ পিতামহ নমোঽস্তু তে।

কোথাও পুষ্পাবলীযুত বল্লীবেষ্টিত পাদপগণ পবনভরে আন্দোলিত হইয়া যেন প্রণয়িনী-সহ প্রিয় জনের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। কোথাও পাদপগণ পুষ্পযুক্ত প্রণত বল্লীসমূহে আবৃত হইয়া যেন শরৎকালীন বিচিত্র তারা-গণাবৃত নভস্তলের ন্যায় প্রতিভাত হই-তেছে। কোথাও দ্রুমসমূহের মস্তকোপরি পুষ্পিত মালতী-লতা সকল যেন বুদ্ধিপূর্ব্বক রচিত শেখরসমূহের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথাও হরিতবর্ণ কাঞ্চনকান্তি দ্রুমগণ ফলিত পুষ্পিত হইয়া সাধুসমাগমে নরগণের ন্যায় সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিতেছে। ঐ স্থানে কোথাও পুষ্প-কিঞ্জল্ক-কপিল ষট্পদকুল সর্ব্বদিকে গমন করিয়া যেন কদম্বপুষ্পেরই জয় ঘোষণা করিতেছে। কোথাও পুষ্পা-সবমত্ত পুংস্কোকিলকুল প্রিয়াগণসহ বৃক্ষ-গহন মধ্যে ইতস্ততঃ সম্পতিত হইতেছে। কোথাও শিরীষপুষ্পনিভ শুকদম্পতিগণ অর্চ্চিত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও বিচিত্রপক্ষ ময়ূরগণ সহচরসহ বনান্তে নৃত্য করিয়া নর্ত্তকবৃন্দের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথাও নানা-রববিরাবী পক্ষিকুল কূজন করিয়া ঐ রম-ণীয় বন আরও রমণীয় করিতেছে। ঐ বন নানা মৃগগণে আকীর্ণ। তথায় অণ্ডজ-গণ নিত্য প্রমুদিত; উহা নন্দনবনের ন্যায় মনের আনন্দবর্দ্ধন। ভগবান্ পদ্মযোনি আদর্শবৎ স্বচ্ছ সুন্দর দৃষ্টিপাত দ্বারা যেন পবিত্র করিয়াই তথাবিধ উত্তম বন অবলোকন করিলেন।৩৮—৫২। তখন তত্রত্য বৃক্ষগণ সক-লেই সেই দেববরকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে নিবেদনপূর্ব্বক স্ব স্ব পুষ্পসম্পদ্ বর্ষণ করিল। পিতামহ পাদপগণের প্রদত্ত সেই সকল পুষ্পসম্পদ্ প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা বর গ্রহণ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, নিরুপদ্রব পাদপগণ সকলেই অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বলিল, হে দেব,—আশ্রিতবৎসল! আপনি যদি আমাদিগকে বরপ্রদান করেন,তবে হে ভগবন্! আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি এই বনেই নিত্য সন্নিহিত হউন। ইহাই আমাদের পরমকাম্য; পিতামহ! আপনাকে নমস্কার করি! হে

ত্বং চেদ্বসসি দেবেশ বনেঽস্মিন্ বিশ্বভাবন।
সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নানাং বাঞ্ছিতামুত্তমং বরম্ ॥৫৮
বরকোটিভিরন্যাভিরলং নো দীয়তাং বরম্।
সন্নিধানেন তীর্থেভ্য ইদং স্যাৎ প্রবরং মহৎ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
উত্তমং সর্ব্বক্ষেত্রাণাং পুণ্যমেতদ্ভবিষ্যতি।
নিত্যং পুষ্পফলোপেতা নিত্যসুস্থিরযৌবনাঃ ॥
কামগাঃ কামরূপাশ্চ কামরূপফলপ্রদাঃ।
কামসন্দর্শনাঃ পুংসাং তপঃসিদ্ধ্যুজ্জ্বলা নৃণাম্।
শ্রিয়া পরময়া যুক্তা মৎপ্রসাদাৎ ভবিষ্যথ ॥৬১
এবং স বরদো ব্রহ্মা অনুজগ্রাহ পাদপান্।
স্থিত্বা বর্ষসহস্রন্তু পুষ্করং প্রাক্ষিপদ্ভুবি ॥ ৬২
ক্ষিতির্নিপতিতা তেন ব্যকম্পত রসাতলম্।
বিবশাস্তত্যজুর্বেলাং সাগরাঃ ক্ষুভিতোর্ম্ময়ঃ ॥৬৩
শক্রাশনিহতানীব ব্যাঘ্রব্যালাবৃতানি চ।
শিখরাণ্যপ্যশীর্য্যন্ত পর্ব্বতানাং সহস্রশঃ ॥ ৬৪
দেবসিদ্ধবিমানানি গন্ধর্ব্বনগরাণি চ।

প্রচেলুর্বভ্রমুঃ পেতুর্বিবিশুশ্চ ধরাতলম্ ॥ ৬৫
কপোতমেঘাঃ খাৎ পেতুঃ পুটসঙ্ঘাতদর্শিনঃ।
জ্যোতির্গণাংশ্ছাদয়ন্তো বভূবুস্তীব্রভাস্করাঃ ॥
মহতা তস্য শব্দেন মূকান্ধবধিরীকৃতম্।
বভূব ব্যাকুলং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥
সুরাসুরাণাং সর্ব্বেষাং শরীরাণি মনাংসি চ।
অবসেদুশ্চ কিমিতি কিমিত্যেতন্ন জজ্ঞিরে ॥৬৮
ধৈর্য্যমালম্ব্য সর্ব্বেঽথ ব্রহ্মাণঞ্চাপ্যলোকয়ন্।
ন চ তে তমপশ্যন্ত কুত্র ব্রহ্মা গতো হ্যভূৎ ॥৬৯
কিমর্থং কম্পিতা ভূমির্নিমিত্তোৎপাতদর্শনম্ ॥৭০
তাবদ্বিষ্ণুর্গতস্তত্র যত্র দেবা ব্যবস্থিতাঃ।
প্রণিপত্য ইদং বাক্যমুক্তবন্তো দিবৌকসঃ ॥ ৭১
কিমেতদ্ভগবন্ ব্রূহি নিমিত্তোৎপাতদর্শনম্।
ত্রৈলোক্যং কম্পিতং যেন সংযুক্তং কালধর্ম্মণা

বিশ্বভাবন দেবেশ! আপনি এই বনে বাস করুন। আমরা সর্ব্বপ্রাণে প্রপন্ন হইয়া এইরূপ উত্তম বরই বাঞ্ছা করিতেছি। আমাদিগকে এই বরই প্রদান করুন; অন্য কোটি কোটি বরও আমাদের নিকট নিষ্প্রয়োজন। আপনার সন্নিধানে এই স্থান সর্ব্বতীর্থ হইতে প্রবর ও প্রধান হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন,—আমার প্রসাদে এই স্থান সর্ব্বক্ষেত্র মধ্যে উত্তম ও পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে এবং তোমরা সকলে নিত্য পুষ্পফলান্বিত, নিত্য স্থিরযৌবন, কামগ, কামরূপী,কামরূপ-ফলপ্রদ, কামসন্দর্শন, মানবগণের তপঃসিদ্ধিদায়ক ও পরম শোভাসম্পন্ন হইয়া থাকিবে। বরদাতা ব্রহ্মা এইরূপে পাদপগণকে অনুগৃহীত করিয়া তথায় সহস্রবর্ষ অবস্থানপূর্ব্বক ভূতলে পুষ্কর নিক্ষেপ করিলেন। পুষ্কর ভূতলে পতিত হইলে রসাতল কম্পিত হইল। ক্ষুভিতোর্ম্মি সাগরসকল বিবশভাবে কূল পরিত্যাগ করিল। ব্যাঘ্র-ব্যালপরিবৃত পর্ব্বতসমূহের সহস্র সহস্র শিখর ইন্দ্রাশনিহতবৎ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। দেব ও সিদ্ধগণের বিমান ও গন্ধর্ব্বনগর সকল প্রচলিত, ভ্রমিত ও পতিত হইয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। মেঘপ্রতিম কপোতবৃন্দ পক্ষপুট সকল প্রদর্শন করিয়া আকাশ হইতে পতিত হইল। তীব্র ভাস্করগণ অন্যান্য জ্যোতিঃপুঞ্জ আচ্ছাদন করিয়া রহিল। সেই পুষ্করপতনের মহাশব্দে নিখিল চরাচর বিশ্ব ব্যাকুল ও মূকান্ধবধিরীকৃত হইল। সুর ও অসুর সকলেরই শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহারা এ কি হইল, এ কি হইল! বলিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা তখন ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা কোথায় গিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, কি জন্য ভূমি কম্পিত হইতেছে এবং কেন এই অনিমিত্ত উৎপাত দেখা যাইতেছে! ৫৩—৭০। ইতিমধ্যে বিষ্ণু দেবগণের অবস্থিতি স্থানে গমন করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—ভগবন্! কি নিমিত্ত এই উৎপাত দর্শন হইতেছে, তাহা বলুন। কালধর্ম্মযুক্ত ত্রৈলোক্য কি নিমিত্ত কম্পিত হইতেছে?

জাতকল্পাবসানন্তু ভিন্নমর্য্যাদসাগরম্ ।
চত্বারো দিগ্‌গজাঃ কিন্তু বভূবুরচলাশ্চলাঃ ॥
সমাবৃতা ধরাকস্মাৎ সপ্তসাগরবারিণা ।
উৎপত্তির্নাস্তি শব্দস্য ভগবন্নিষ্প্রয়োজনা ॥ ৭৪
যাদৃশো বা শ্রুতঃ শব্দো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি
ত্রৈলোক্যমাকুলং যেন চক্রে রৌদ্রেণ চোদ্যতা
শুভোঽশুভো বা শব্দোঽয়ং ত্রৈলোক্যস্য
দিবৌকসাম্ ।
ভগবন্ যদি জানাসি কিমেতৎ কথয়স্ব নঃ ॥৭৬
এবমুক্তোঽব্রবীদ্বিষ্ণুঃ পরমেণানুভাবিতঃ ।
মা ভৈষ্ট মরুতঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং চাত্র কারণম্ ।
নিশ্চয়েনানুবিজ্ঞায় বক্ষ্যাম্যেষ যথাবিধম্ ॥৭৭
পদ্মহস্তো হি ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
ভূপ্রদেশে পুণ্যরাশৌ যজ্ঞং কর্ত্তুং ব্যবস্থিতঃ ॥
অবরোহে পর্ব্বতানাং বনে চাতীব শোভনে ।
কমলং তস্য হস্তাত্তু পতিতং ধরণীতলে ॥ ৭৯
তস্য শব্দো মহানেষ যেন যূয়ং প্রকম্পিতাঃ ।
তত্রাসৌ তরুবৃন্দেন পুষ্পামোদাভিনন্দিতঃ ॥৮০
অনুগৃহ্যাথ ভগবান্ বনং তৎ সমুপাগতম্ ।
জগতোঽনুগ্রহার্থায় বাসং তত্রাবরোচয়ৎ ॥ ৮১
পুষ্করং নাম তত্তীর্থং ক্ষেত্রং স্বয়মুত্তমেব চ ।
জনিতং তদ্ভগবতা লোকানাং হিতকারিণা ॥৮২
ব্রহ্মাণং তত্র বৈ গত্বা তোষয়ধ্বং ময়া সহ ।
আরাধ্যমানো ভগবান্ প্রদাস্যতি বরান্ বরান্ ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ সহ তৈর্দেবদানবৈঃ ।
জগাম তদ্বনোদ্দেশং যত্রাস্তে স তু কঞ্জজঃ ।
প্রহৃষ্টাস্তুষ্টমনসঃ কোকিলালাপলাপিতাঃ ।
পুষ্পোচ্চয়োজ্জ্বলং শস্তং বিবিধৈর্ব্রহ্মণো বনম্ ।
সম্প্রাপ্তং সর্ব্বদেবৈস্তু বনং নন্দনসন্নিভম্ ।
পদ্মিনীমৃগপুষ্পাঢ্যং সমৃদ্ধং শুশুভে তদা ॥ ৮৬
প্রবিশ্যাথ বনং দেবাঃ সর্ব্বপুষ্পোপশোভিতম্ ।
ইহ দেবোঽস্তীতি দেবা বভ্রমুশ্চ দিদৃক্ষবঃ ।

যেন কল্পাবসান উপস্থিত হইল ! সাগর সকল স্ব স্ব মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছে ! অবিচল দিগ্‌গজচতুষ্টয় চঞ্চল হইয়াছে । কি নিমিত্ত বসুন্ধরা সপ্তসাগরজলে সমাবৃত হইয়াছে ? হে ভগবন্ ! এই শব্দোৎপত্তির কোনই প্রয়োজন ছিল না, এ যেরূপ শব্দ হইয়াছে, এরূপ পূর্ব্বে হয় নাই এবং পরেও বুঝি হইবে না । এই ভীষণ শব্দ ত্রৈলোক্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে । ইহা ত্রৈলোক্য ও স্বর্গবাসীদিগের শুভ বা অশুভসূচক শব্দ সমুত্থিত হইল । হে ভগবন্ ! যদি আপনি তাহা জানিয়া থাকেন, তবে আমাদের নিকট বলুন । দেবগণ এই কথা কহিলে, বিষ্ণু বলিলেন,—দেবগণ ! তোমরা ভয় করিও না । এই শব্দের কারণ শ্রবণ কর । আমি নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া যথাযথ বলিতেছি । লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পদ্মহস্ত ; তিনি পরিত্রতম ভূপ্রদেশে পর্ব্বতাবরোহে অতীব সুন্দর বনে যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । তাঁহার হস্তস্থিত কমল ধরাতলে পতিত হইয়াছে । ইহা সেই কমলপতনের শব্দ ; ইহাতেই আপনারা কম্পিত হইয়াছেন । সেই ভগবান্ তরুবৃন্দ কর্ত্তৃক পুষ্পামোদে অভিনন্দিত হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই মৃগপক্ষিপরিবৃত বনে বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছেন । জগতের হিতকারী ভগবান্ ব্রহ্মা জগদ্‌বাসীর প্রতি অনুগ্রহ বিতরণের জন্য পুষ্কর নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থ উৎপাদন করিয়াছেন । অতএব আপনারা আমার সহিত আসিয়া ব্রহ্মাকে তথায় পরিতুষ্ট করুন । তিনি আরাধিত হইয়া আপনাদিগকে উত্তম বর প্রদান করিবেন । ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা কহিয়া সমস্ত দেব ও দানববৃন্দসহ সেই ব্রহ্মাধিষ্ঠিত বনোদ্দেশে গমন করিলেন । তথায় তাঁহারা কোকিলালাপে অভ্যর্থিত হইয়া হৃষ্ট ও তুষ্টচিত্তে ব্রহ্মার সেই পুষ্পপুঞ্জসমৃদ্ধ প্রশস্ত বনে প্রবিষ্ট হইলেন ।৭১—৮৫। সেই নন্দনপ্রতিম—পদ্মিনী, মৃগ ও অন্যান্য পুষ্পযুক্ত বনপ্রদেশে দেবগণ উপস্থিত হইলে উহা তখন সমধিক সমৃদ্ধি সংস্কারে শোভা পাইতে লাগিল । দেবগণ সেই বিবিধ পুষ্পশোভিত বনে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মা এই

মৃগয়ন্তস্ততস্তে তু সর্ব্বদেবাঃ সবাসবাঃ।
অদৃষ্টস্য বনস্যান্তং ন তে দদৃশুরাশুগাঃ ॥ ৮৮
বিচিন্বদ্ভিস্তদা দেবং দৈবৈর্বায়ুর্বিলোকিতঃ।
স তানুবাচ ব্রহ্মাণং ন দ্রক্ষ্যথ তপো বিনা ॥৮৯
তদা খিন্না বিচিন্বন্তস্তস্মিন্ পর্ব্বতরোধসি।
দক্ষিণে চোত্তরে চৈব অন্তরালে পুনঃপুনঃ ॥৯০
বায়ুক্তং হৃদয়ে কৃত্বা বায়ুস্তানব্রবীৎ পুনঃ ॥ ৯১
ত্রিবিধো দর্শনোপায়ো বিরিঞ্চেরস্য সর্ব্বদা।
শ্রদ্ধাজ্ঞানেন তপসা যোগেন চ নিগদ্যতে ॥৯২
সকলং নিষ্কলং চৈব দেবং পশ্যন্তি যোগিনঃ।
তপস্বিনস্তু সকলং জ্ঞানিনো নিষ্কলং পরম্ ॥৯৩
সমুৎপন্নে তু বিজ্ঞানে মন্দশ্রদ্ধো ন পশ্যতি।
ভক্ত্যা পরময়া ক্ষিপ্রং ব্রহ্ম পশ্যন্তি যোগিনঃ ॥
দ্রষ্টব্যো নির্ব্বিকারোঽসৌ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা নিত্যযুক্তাঃ পিতামহম্।
তপশ্চরত ভদ্রং বো ব্রহ্মারাধনতৎপরাঃ ॥ ৯৫
ব্রাহ্মীং দীক্ষাং প্রপন্নানাং ভক্তানাঞ্চ
দ্বিজন্মনাম্।
সর্ব্বকালং স জানাতি দাতব্যং দর্শনং ময়া ॥৯৬
বায়োস্তু বচনং শ্রুত্বা হিতমেতদবেত্য চ।
ব্রহ্মেচ্ছাবিষ্টমতয়ো বাক্‌পতিঞ্চ ততোঽব্রুবন্ ॥
প্রজ্ঞানবিবুধাস্মাকং ব্রাহ্মীং দীক্ষাং বিধৎস্ব নঃ
স দিদীক্ষয়িষুঃ ক্ষিপ্রমমরান্ ব্রহ্মদীক্ষয়া।
বেদোক্তেন বিধানেন দীক্ষয়ামাস তান্ গুরুঃ ॥
বিনীতবেশাঃ প্রণতা অন্তেবাসিত্বমাযযুঃ।
ব্রহ্মপ্রসাদং সম্প্রাপ্তাঃ পৌষ্করং জ্ঞানমীরিতম্ ॥
যজ্ঞং চকার বিধিনা ধিষণোঽধ্বর্য্যুসত্তমঃ।
পদ্মং কৃত্বা মৃণালাঢ্যং পদ্মদীক্ষাপ্রয়োগতঃ ॥

থানে আছেন, এই- জ্ঞানে তাঁহার দর্শনাভিলাষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সবাসব দেবগণ ব্রহ্মাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সত্বর পরিক্রম করিয়াও সেই বনের শেষ সীমা দেখিতে পাইলেন না। দেবগণ ব্রহ্মাকে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রথমে বায়ুকে অবলোকন করিলেন। বায়ু দেবগণকে বলিলেন,—তপস্যা ব্যতীত ব্রহ্মাকে তোমরা দেখিতে পাইবে না। তখন তাঁহারা বায়ুর উক্তি হৃদয়ে অবধারণ করিয়া খিন্ন মনে সেই পর্ব্বততটে দক্ষিণে, উত্তরে, অন্তরালে—নানাদিকে পুনঃপুনঃ অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। তখন বায়ু পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিলেন, দেবগণ! ব্রহ্মার দর্শনলাভের ত্রিবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জ্ঞান, তপস্যা ও যোগ, ইহাই সেই উপায়ত্রয়। যোগিগণ স-কল ও নিষ্কল রূপে সেই দেবের দর্শন লাভ করেন। তপস্বিগণ তাঁহাকে স-কলরূপে দেখিতে পান, আর জ্ঞানিগণ তাঁহাকে নিষ্কলরূপে অবলোকন করেন। সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি তাঁহার দর্শন্ লাভ করিতে পারে না। যোগিগণ পরম ভক্তির বলে সত্বর তাঁহার দর্শন লাভ করেন। সেই নির্ব্বিকার প্রধানপুরুষেশ্বর সকলেরই দ্রষ্টব্য। অতএব হে দেবগণ! আপনারা কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা নিত্যযুক্ত হইয়া ব্রহ্মারাধনায় তৎপর হউন এবং পিতামহদেবের সন্তোষার্থ তপস্যাচরণ করুন। ব্রহ্মা জানেন, যাঁহারা ব্রাহ্মী দীক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদাই তাঁহার দর্শন দান করিতে হইবে।৮৬—৯৬। দেবগণ বায়ুর বাক্য শুনিয়া তাহাই হিতকর বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং ব্রাহ্মী দীক্ষা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বাচস্পতিকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মজ্ঞ দেব! আপনি আমাদিগের ব্রাহ্মী দীক্ষা সম্পাদন করুন। বৃহস্পতি দেবগণকে ব্রাহ্মী দীক্ষায় দীক্ষিত করিবার বাসনায় বেদোদিত বিধি অনুসারে তাঁহাদিগকে দীক্ষা দান করিলেন। দেবগণ বিনীতবেশে প্রণত হইয়া বৃহস্পতির শিষ্য হইলেন এবং দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মার প্রসাদ লাভ করিলেন। তাঁহাদের নিকট পৌষ্কর জ্ঞান বর্ণিত হইল। এই উপলক্ষে বৃহস্পতি নিজে প্রধান অধ্বর্য্যু হইয়া বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিলেন। তিনি পদ্মদীক্ষার প্রয়োগানুসারে একটা মৃণালযুক্ত পদ্ম প্রস্তুত করিয়া

অনুজগ্রাহ দেবাংস্তান্ সুরেচ্ছাপ্রেরিতো মুনিঃ
তেভ্যো দদৌ বিবেকিভ্যঃ স বেদোক্ত-
বিধানবিৎ।
দীক্ষাঃ বৈ বিস্ময়ং ত্যক্ত্বা বৃহস্পতিরুদারধীঃ ॥
একমগ্নিঞ্চ সংস্কৃত্য মহাত্মা ত্রিদিবৌকসাম্।
প্রাদাদাঙ্গিরসস্তুষ্টো জাপ্যং বেদোদিতং তু যৎ
ত্রিসুপর্ণং ত্রিমধু চ পাবমানীঞ্চ পাবনীম্।
স হি জাপ্যাদিকং সর্ব্বমশিক্ষয়দুদারধীঃ ॥১০৪
আপো হিষ্ঠেতি যৎ স্নানং ব্রাহ্মং তৎ
পরিপঠ্যতে।
পাপঘ্নং দুষ্টশমনং পুষ্টিশ্রীবলবর্দ্ধনম্ ॥ ১০৫
সিদ্ধিদং কীর্ত্তিদঞ্চৈব কলিকল্মষনাশনম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রাহ্মং স্নানং সমাচরেৎ ॥
কুর্ব্বন্তো মৌনিনো দান্তা দীক্ষিতাঃ
ক্ষপিতেন্দ্রিয়াঃ।
সর্ব্বে কমণ্ডলুযুতা মুক্তকক্ষাক্ষমালিনঃ ॥ ১০৭
দণ্ডিনশ্চীরবস্ত্রাশ্চ জটাভিরতিশোভিতাঃ।
স্নানাচারাসনরতাঃ প্রযত্নধ্যানধারিণঃ ॥ ১০৮
মনো ব্রহ্মণি সংযোজ্য নিয়তাহারকাঙ্ক্ষিণঃ।
অতিষ্ঠন্ দর্শনালাপ-সঙ্গধ্যানবিবর্জ্জিতাঃ ॥১০৯
এবং ব্রতধরাঃ সর্ব্বে ত্রিকালং স্নানকারিণঃ।
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তা বিধিনা পরমেণ চ ॥ ১১০
কালেন মহতা ধ্যানাদ্দেবজ্ঞানমনোগতাঃ।
ব্রহ্মধ্যানাগ্নিনির্দগ্ধা যদা শুদ্ধৈকমানসাঃ ॥ ১১১
অবির্বভূব ভগবান্ সর্ব্বেষাং দৃষ্টিগোচরঃ ॥১১২
তেজসাপ্যায়িতাস্তস্য বভূবুর্ভ্রান্তচেতসঃ।
ততোঽবলম্ব্য তে ধৈর্য্যমিষ্টং দেবং যথাবিধি।
ষড়ঙ্গবেদযোগেন হৃষ্টচিত্তাশ্চ তৎপরাঃ ॥১১৩
শিরোগতৈরঞ্জলিভিঃ শিরোভিশ্চ মহীং গতাঃ
তুষ্টুবুঃ সৃষ্টিকর্ত্তারং স্থিতিকর্ত্তারমীশ্বরম্ ॥ ১১৪
দেবা ঊচুঃ।
ব্রহ্মণে ব্রহ্মদেহায় ব্রহ্মণ্যায়াজিতায় চ।

সুরগণের প্রেরণায় তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিলেন। বেদোক্ত বিধিজ্ঞ উদারধী বৃহস্পতি বিস্ময়বর্জ্জন করিয়া সেই সকল বিবেকী দেবকে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। সেই মহাত্মা গুরু একমাত্র অগ্নিসংস্কার করিয়া সন্তুষ্টমনে দেবগণকে বেদোক্ত মন্ত্র প্রদান করিলেন। ত্রিসুপর্ণ, ত্রিমধু, পাবমানী ও পাবনী প্রভৃতি যে কিছু বৈদিক জাপ্য আছে, তৎসমস্তই উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিলেন। আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রে যে স্নান, তাহা ব্রাহ্মস্নান বলিয়া কীর্ত্তিত। উক্ত স্নান পাপঘ্ন, দুষ্টপ্রশমন, পুষ্টি শ্রী ও বলবৃদ্ধিকর, সিদ্ধি ও কীর্ত্তিপ্রদ এবং নিখিল কলিকলুষনাশন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নেই ব্রাহ্ম স্নান আচরণ করিবে। দেবগণ দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্ম-স্নান করিতে লাগিলেন। সকলেই মৌনী দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইলেন; সকলেই কমণ্ডলুধারণ করিলেন, সকলেরই হাতে অক্ষমালা শোভা পাইতে লাগিল। সকলেই দণ্ডী, চীর-পরিধায়ী ও জটা-মণ্ডিত হইলেন। তাঁহারা স্নান ও আচারনিষ্ঠ হইয়া আসন অভ্যাস করিলেন এবং প্রযত্নপূর্ব্বক ধ্যান ধারণা করিতে লাগিলেন। সকলেরই মন ব্রহ্মে নিয়োজিত হইল, সকলেই নিয়তাহার ও নিবৃত্তলোভ হইলেন। এইরূপ অবস্থায় সমস্ত দেবই দর্শন, আলাপ, সঙ্গ ও অন্য চিন্তা-বিহীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপ ব্রত ধারণ করিয়া সকলেই ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে লাগিলেন। এই ভাবে পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক বহুকাল ধ্যান করায় তাঁহাদের অন্তরে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইল। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়া যৎকালে শুদ্ধ ও একাগ্রচিত্ত হইলেন, তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন। ৯৭—১১২। তাঁহার তেজে আপ্যায়িত হইয়া দেবগণ সকলেই ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে একাগ্রভাবে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা ভূতল স্পর্শ করত ষড়ঙ্গ বেদযোগে সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তা ইষ্টদেবতার যথাবিধি স্তব করিতে লাগি-

নমস্কুর্ম্মঃ সুনিয়তাঃ ক্রতুবেদপ্রদায়িনে ॥ ১১৫
লোকানুকম্পিনে দেব সৃষ্টিরূপায় বৈ নমঃ ॥১১৬
ভক্তানুকম্পিনেঽত্যর্থং বেদজাপ্যস্তুতায় চ।
বহুরূপস্বরূপায় রূপাণাং শতধারিণে ॥ ১১৭
সাবিত্রীপতয়ে দেব গায়ত্রীপতয়ে নমঃ।
পদ্মাসনায় পদ্মায় পদ্মবক্ত্রায় তে নমঃ ॥ ১১৮
বরদায় বরাহায় কূর্ম্মায় চ মৃগায় চ।
জটামকুটযুক্তায় স্রুবস্রুচনিধারিণে ॥ ১১৯
মৃগাঙ্কমৃগধর্ম্মায় ধর্ম্মনেত্রায় তে নমঃ।
বিশ্বেনাম্নেঽথ বিশ্বায় বিশ্বেশায় নমো নমঃ ॥১২০
ধর্ম্মনেত্রত্রাণমস্মাদধিকং কর্ত্তুমর্হসি।
বাঙ্মনঃকায়ভাবৈস্ত্বাং প্রপন্নাঃ স্মঃ পিতামহ ॥
এবং স্তুতস্তদা দেবৈর্ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
প্রদাস্যামি স্মৃতো বাঢ়মমোঘং দর্শনং হি বঃ ॥
ব্রুবন্তু বাঞ্ছিতং পুত্রাঃ প্রদাস্যামি বরান্ বরান্।
এবমুক্তা ভগবতা দেবা বচনমব্রুবন্ ॥ ১২৩
এষ এবাদ্য ভগবন্ সুপর্য্যাপ্তো মহান্ বরঃ।
জনিতো নঃ সুশব্দোঽয়ং কমলং ক্ষিপতা ত্বয়া
কিমর্থং কম্পিতা ভূমির্লোকাশ্চাকুলিতাঃ কৃতাঃ
নৈতন্নিরর্থকং দেব উচ্যতামত্র কারণম্ ॥ ১২৫

ব্রহ্মোবাচ।

যুষ্মদ্ধিতার্থমেতদ্বৈ পদ্মং বিনিহিতং ময়া।
দেবতানাঞ্চ রক্ষার্থং শ্রূয়তামত্র কারণম্ ॥ ১২৬
অসুরো বজ্রনাভোঽয়ং বালজীবাপহারকঃ।
অবস্থিতস্ত্বধিষ্ঠায় রসাতলতলাশ্রয়ম্ ॥ ১২৭
যুষ্মদাগমনং জ্ঞাত্বা তপস্যাস্নিহিতায়ুধান্।
হন্তুকামো দুরাচারঃ সেন্দ্রানপি দিবৌকসঃ ॥১২৮
ঘাতঃ কমলপাতেন ময়া তস্য বিনির্ম্মিতঃ।
স রাজ্যৈশ্বর্য্যদর্পিষ্ঠস্তেনাসৌ নিহতো ময়া ॥১২৯
লোকেঽস্মিন্ সময়ে ভক্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ
মৈব তে দুর্গতিং যান্তু লভন্তাং সুগতিং পুনঃ ॥

লেন। দেবগণ কহিলেন,—আমরা সুনিয়ত হইয়া ব্রহ্মদেহ, ব্রহ্মণ্য, অজিত, ক্রতুবেদপ্রদ, লোকানুকম্পী, সৃষ্টিরূপী ব্রহ্মদেবকে নমস্কার করি। তুমি ভক্তানুকম্পী, বেদজাপ্যস্তুত, বহুরূপ, শত শত রূপধারী, সাবিত্রীপতি ও গায়ত্রীপতি, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি পদ্মাসন, পদ্ম, পদ্মবক্ত্র, তোমাকে নমস্কার। তুমি বরদ, বরাহ, কূর্ম্ম, মৃগ, জটামুকুটযুক্ত, স্রুবস্রুক্‌ধারী, মৃগাঙ্ক, মৃগধর্ম্ম, ধর্ম্মনেত্র, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিশ্বনামা, বিশ্ব, বিশ্বেশ, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে পিতামহ! আমরা বাক্য মন ও কায়দ্বারা ভক্তিভরে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে ধর্ম্মনেত্র! তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে পরিত্রাণ কর। দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া ব্রহ্মবিদ্বর ব্রহ্মা তখন বলিলেন, আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে আমার অমোঘ দর্শন প্রদান করিব। হে পুত্রগণ! তোমরা বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাদিগকে উত্তম উত্তম বর প্রদান করিব। ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! অদ্য ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট মহাবর যে, আপনি ভূতলে কমল ক্ষেপণ করিয়া আমাদের নিকট এক সুশব্দ উত্থাপন করিয়াছেন। কিজন্য ভূমি কম্পিত হইল এবং কি নিমিত্তই বা লোক সকল আকুল করিয়া তুলিল? হে দেব! এই শব্দ নিরর্থক নহে, এ বিষয়ে কারণ কি বলুন।১১৩—১২৫। ব্রহ্মা কহিলেন, তোমাদের হিতের জন্য—তোমাদের রক্ষার্থ এই পদ্ম আমি নিক্ষেপ করিয়াছি, এ বিষয়ের কারণ শ্রবণ কর। বজ্রনাভ নামে এক অসুর আছে, ঐ অসুর বালকদিগের জীবাপহারক; সে রসাতলবাস আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। তোমরা সকলে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তপস্যায় নিবিষ্ট হইয়াছ। তোমাদের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া ঐ দুরাচার অসুর ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেবকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আমি কমলপাত দ্বারা তাহাকে একটা আঘাত প্রদান করিয়াছি। ঐ অসুর রাজ্যৈশ্বর্য্যে দর্পিষ্ঠ হইয়াছিল, আমি তাঁহাকে নিহত করিয়াছি। এ জগতে এ সময় ভক্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দুর্গতি প্রাপ্ত না হউন, তাঁহারা সুগতিলাভ করুন। হে দেবগণ!

দেবানাং দানবানাঞ্চ মনুষ্যোরগরক্ষসাম্।
ভূতগ্রামস্য সর্ব্বস্য সমোঽহস্মি ত্রিদিবৌকসঃ॥
যুষ্মদ্ধিতার্থং পাপোঽসৌ ময়া মন্ত্রেণ ঘাতিতঃ।
প্রাপ্তঃ পুণ্যকৃতান্ লোকান্ কমলস্যাস্য দর্শনাৎ
যন্ময়া পদ্মমুক্তন্তু তেনেদং পুষ্করং ভুবি।
খ্যাতং ভবিষ্যতে তীর্থং পাবনং পুণ্যদং মহৎ
পৃথিব্যাং সর্ব্বজন্তূনাং পুণ্যদং পরিপঠ্যতে।
কৃতো হ্যনুগ্রহো দেবা ভক্তানাং ভক্তিমিচ্ছতাম্
বনেঽস্মিন্নিত্যবাসেন বৃক্ষৈরভ্যর্থিতেন চ।
মহাকালো বনেঽত্রাগাদাগতস্য মমানঘাঃ।
তপস্যতাঞ্চ ভবতাং মহজ্জ্ঞানং প্রদর্শিতম্॥
কুরুধ্বং হৃদয়ে দেবাঃ স্বার্থঞ্চৈব পরার্থকম্।
ভবদ্ভির্দর্শনীয়ন্তু নানারূপধরৈর্ভুবি॥ ১৩৬
দ্বিষন্ বৈ জ্ঞানিনং বিপ্রং পাপেনৈবার্দ্দিতো নরঃ।
ন বিমুচ্যেত পাপেন জন্মকোটিশতৈরপি॥ ১৩৭

বেদাঙ্গপারগং বিপ্রং ন হন্যান্ন চ দূষয়েৎ।
একস্মিন্নিহতে যস্মাৎ কোটির্ভবতি ঘাতিতা।
একং বেদান্তগং বিপ্রং ভোজয়েচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তস্য ভুক্তা ভবেৎ কোটির্বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ
যঃ পাত্রপূরণীং ভিক্ষাং যতীনাস্তু প্রযচ্ছতি।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো নাসৌ দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ।
যথাহং সর্ব্বদেবানাং জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ পিতামহঃ।
তথা জ্ঞানী সদা পূজ্যো নির্ম্মমো নিষ্পরিগ্রহঃ।
সংসারবন্ধমোক্ষার্থং ব্রহ্মগুপ্তমিদং ব্রতম্।
ময়া প্রণীতং বিপ্রাণামপুনর্ভবকারণম্॥ ১৪২
অগ্নিহোত্রমুপাদায় যস্ত্যজেদজিতেন্দ্রিয়ঃ।
রৌরবং স প্রয়াত্যাশু প্রণীতো যমকিঙ্করৈঃ।
লোকযাত্রাবিতণ্ডশ্চ ক্ষুদ্রং কর্ম্ম করোতি যঃ।
সরাগচিত্তঃ শৃঙ্গারী নারীজনধনপ্রিয়ঃ॥ ১৪৪
একভোজী সুমিষ্টাশী কৃষিবাণিজ্যসেবকঃ।

দেব, দানব, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস এবং অন্যান্য ভূতগ্রাম সকলের নিকটই তুল্য। তাই তোমাদের হিতের নিমিত্ত আমি ঐ পাপিষ্ঠ অসুরকে নিহত করিয়াছি। কিন্তু ঐ অসুর কমল দর্শনে পুণ্যার্জ্জিত লোক সকল প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যে পদ্ম মোচন করিয়াছি, তাহাতেই এই স্থান ভূতলে পুষ্কর নামে পুণ্যপ্রদ পবিত্র মহাতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। এই তীর্থ পৃথিবীতে সর্ব্ব-প্রাণীরই পুণ্যদাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। আমি বৃক্ষগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া এই বনে নিত্য বাস করত ভক্তিলিপ্সু ভক্তগণের প্রতি মহানুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি। হে অনঘগণ! এই বনে আসিবার পর আমার দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। তোমরা তপস্যা করায় তোমাদিগকে মহৎ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছি। হে দেবগণ! তোমরা এক্ষণে স্বার্থকে পরার্থ বলিয়া বিবেচনা কর। ভূতলে নানারূপ ধরিয়া তোমরা ইহা দর্শন করিবে। নর জ্ঞানী জনকে দ্বেষ করিলে পাপ দ্বারাই পীড়িত হইয়া থাকে। শত-কোটি জন্মেও তাহার পাপমুক্তি হয় না। বেদান্তপারগ ব্রাহ্মণকে নিহত বা দোষস্পৃষ্ট করিবে না; কারণ একজন নিহত হইলে তাহাতে কোটিজনের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া একটী মাত্র বেদান্ত-বেদী বিপ্রকেও ভোজন করাইবে। কারণ তাদৃশ ব্রাহ্মণভোজনে কোটি বিপ্রভোজ-নের ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যতি-গণকে পাত্রপূরণী ভিক্ষা প্রদান করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, কদাচ দুর্গতি লাভ করে না। আমি যেমন সর্ব্বদেব মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ পিতামহ, তেমনি প্রাণিগণমধ্যে নির্ম্মম নিষ্পরিগ্রহ-জ্ঞানী জনই সর্ব্বদা পূজা-স্পদ। আমি বিপ্রগণের পুনর্জ্জন্ম-নিবৃত্তিকর এই ব্রহ্মগুপ্ত ব্রত সংসারবন্ধ-মোচনের জন্য প্রণয়ন করিয়াছি।১২৬—১৪২। অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়া যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তাহা পরি-ত্যাগ করে, সে যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক নীত হইয়া রৌরব নরকে পাতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি লোকযাত্রার বিঘ্নজনক, ক্ষুদ্র কর্ম্ম-কারী, রাগযুক্ত-চিত্ত, কামুক, নারী ও অর্থ-প্রিয়, একাকী ভোজনকারী, একাকী মিষ্ট-

অবেদো বেদনিন্দী চ পরভার্য্যাঞ্চ সেবতে ॥
ইত্যাদিদোষদুষ্টৌ যস্তস্য সম্ভাষণাদপি ।
নরো নরকগামী স্যাদ্যশ্চ সদ্ব্রতদূষকঃ ॥ ১৪৬
অসন্তুষ্টং ভিন্নচিত্তং দুর্ম্মতিং পাপকারিণম্ ।
ন স্পৃশেদঙ্গসঙ্গেন স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যতি ॥১৪৭
এবমুক্ত্বা স ভগবান্ ব্রহ্মা দৈবতরৈঃ সহ ।
ক্ষেত্রং নিবেশয়ামাস যথাবৎ কথয়ামি তে ॥১৪৮
উত্তরে চন্দ্রনদ্যাস্তু প্রাচী যাবৎ সরস্বতী ।
পূর্ব্বন্তু নন্দনাৎ কৃৎস্নং যাবৎ কল্পং স পুষ্করম্ ॥
বেদী হ্যেষা কৃতা যজ্ঞে ব্রহ্মণা লোককারিণা ॥
জ্যেষ্ঠন্তু প্রথমং জ্ঞেয়ং তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্
খ্যাতং তদ্ব্রহ্মদৈবত্যং মধ্যমং বৈষ্ণবং তথা ॥
কনিষ্ঠং রুদ্রদৈবত্যং ব্রহ্মা পূর্ব্বমকারয়ৎ ।
আদ্যমেতৎ পরং ক্ষেত্রং গুহ্যং বেদেষু পঠ্যতে
অরণ্যং পুষ্করাখ্যন্তু ব্রহ্মা সন্নিহিতঃ প্রভুঃ ।
অনুগ্রহো ভূমিভাগে কৃতো বৈ ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥
অনুগ্রহার্থং বিপ্রাণাং সর্ব্বেষাং ভূমিচারিণাম্ ।
সুবর্ণবজ্রপর্য্যন্তা বেদিকাঙ্কা মহী কৃতা ॥ ১৫৪
বিচিত্রকুট্টিমা রত্নৈঃ কারিতা সর্ব্বশোভনা ।
রমতে তত্র ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥১৫৫
বিষ্ণুরুদ্রৌ তথা দেবৌ বসবোঽপ্যশ্বিনাবপি ।
মরুতশ্চ মহেন্দ্রেণ রমন্তে চ দিবৌকসঃ ॥ ১৫৬
এতত্তে তথ্যমাখ্যাতং লোকানুগ্রহকারণম্ ।
সংহিতানুক্রমেণাত্র মন্ত্রৈশ্চ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৫৭
বেদান্ পঠন্তি যে বিপ্রা গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ ।
বসন্তি ব্রহ্মসামীপ্যে সর্ব্বে তেনানুভাবিতাঃ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

ভগবন্ কেন বিধিনা হ্যরণ্যে পুষ্করে নরৈঃ ।
ব্রহ্মলোকমভীপ্সদ্ভির্বস্তব্যং ক্ষেত্রবাসিভিঃ ॥১৫৯
কিং মনুষ্যৈরুত স্ত্রীভিরুত বর্ণাশ্রমান্বিতৈঃ ।
বসদ্ভিঃ কিমনুষ্ঠেয়মেতৎ সর্ব্বং ব্রবীহি মে ॥

পুলস্ত্য উবাচ ।

নরৈঃ স্ত্রীভিশ্চ বস্তব্যং বর্ণাশ্রমনিবাসিভিঃ ।

ভোজী, কৃষি-বাণিজ্য-সেবক, বেদহীন, বেদনিন্দক, পরভার্য্যাসেবী ও সদ্ব্রতদূষক—ঈদৃশ নানা দোষদুষ্ট বিপ্রের সহিত সম্ভাষণেও নর নরকগামী হইয়া থাকে। অসন্তুষ্ট ভিন্নমতি দুর্ম্মতি বা পাপকারী ব্যক্তিকে অঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করিতে নাই; দৈবাৎ স্পর্শ করিলে স্নান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া অমরগণসহ একযোগে যেরূপে ক্ষেত্রসন্নিবেশ করিলেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি। চন্দ্রনদীর উত্তরে প্রাচী সরস্বতী পর্য্যন্ত এবং নন্দনের পূর্ব্বভাগ যাবৎ সমুদায় স্থানই পুষ্করক্ষেত্র। লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথমে ত্রিলোকপাবন জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থ, ইহা ব্রহ্মদৈবত; মধ্যম পুষ্কর বিষ্ণুদৈবত এবং কনিষ্ঠ পুষ্কর রুদ্রদৈবত; ব্রহ্মা এই পুষ্করক্ষেত্র পূর্ব্বেই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বেদে ইহা আদ্য পরম গুহ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিপঠিত। পুষ্কর নামে যে অরণ্য আছে, তাহাতে ব্রহ্মা নিত্য সন্নিহিত। ব্রহ্মা এই ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া ভূতলে অপার অনুগ্রহ বিস্তার করিয়াছেন। তিনি ভূতলচারী যাবতীয় বিপ্রের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই মহীকে সুবর্ণবজ্রপর্য্যন্তা বেদিকাঙ্কিতা করিয়া লইয়াছেন। রত্নরাজি দ্বারা উহার সর্ব্বস্থান শোভিত করা হইয়াছে এবং উহার সর্ব্বত্র বিচিত্র কুট্টিম বিরাজ করিতেছে। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় বিহার করিতেছেন। বিষ্ণু, রুদ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল ও মরুদ্গণ প্রভৃতি দেবগণ মহেন্দ্রসহ পুষ্করে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই আমি লোকানুগ্রহহেতু পুষ্করতীর্থের তথ্য তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। যে সকল বিপ্র এই স্থানে সংহিতানুক্রমে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যথাবিধি বেদ পাঠ করে বা গুরুশুশ্রূষায় নিরত হইয়া ব্রহ্মসমীপে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মানুভাবিত হইয়া থাকেন। ১৪৩—১৫৮। ভীষ্ম কহিলেন,—ভগবন্! কোন্ বিধি অনুসারে ব্রহ্মলোকৈষী ক্ষেত্রবাসী নরগণ পুষ্করে বাস করিবেন; অপিচ, বর্ণাশ্রমান্বিত নরনারীগণ এখানে বাস করিয়া

স্বধর্ম্মাচারনিরতৈর্দম্ভমোহবিবর্জ্জিতৈঃ॥ ১৬১
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মভক্তৈর্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
অনসূয়ুভিরক্রূরৈঃ সর্ব্বভূতহিতে রতৈঃ॥১৬২
ভীষ্ম উবাচ।
কিং কুর্ব্বাণো নরঃ কর্ম্ম ব্রহ্মভক্তঃ ইহোচ্যতে।
কীদৃশা ব্রহ্মভক্তাশ্চ স্মৃতা নৃণাং বদস্ব মে॥১৬৩
পুলস্ত্য উবাচ।
ত্রিবিধা ভক্তিরুদ্দিষ্টা-মনোবাক্কায়সম্ভবা।
লৌকিকী বৈদিকী চাপি ভবেদাধ্যাত্মিকী তথা
ধ্যানধারণয়া বুদ্ধ্যা বেদার্থস্মরণে হি যৎ।
ব্রহ্মপ্রীতিকরী চৈষা মানসী ভক্তিরুচ্যতে॥১৬৫
মন্ত্রবেদনমস্কারৈরগ্নিশ্রাদ্ধাদিচিন্তনৈঃ।
জাপৈশ্চাবশ্যকৈশ্চৈব বাচিকী ভক্তিরিষ্যতে॥
ব্রতোপবাসনিয়মৈশ্চিত্তেন্দ্রিয়নিরোধিভিঃ।
কৃচ্ছ্রৈঃ সান্তপনৈশ্চান্যৈস্তথা চান্দ্রায়ণাদিভিঃ॥
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসৈশ্চ তথা চান্যৈঃ শুভব্রতৈঃ।
কায়িকী ভক্তিরাখ্যাতা ত্রিবিধা তু দ্বিজন্মনাম্
গোঘৃত-ক্ষীরদধিভী রত্নদীপকুশোদকৈঃ।
গন্ধৈর্ম্মাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্ধাতুভিশ্চোপপাদিতৈঃ।
ঘৃতগুগ্‌গুলুধূপৈশ্চ কৃষ্ণাগরুসুগন্ধিভিঃ।
ভূষণৈর্হেমরত্নাঢ্যৈশ্চিত্রাভিঃ স্রগ্‌ভিরেব চ॥১৭,
নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ সর্ব্বরত্নোপহারকৈঃ।
ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানৈশ্চ যা পূজা ক্রিয়তে নরৈঃ
পিতামহং সমুদ্দিশ্য ভক্তিঃ সা লৌকিকী মতা।
বেদমন্ত্রহবির্যোগৈর্ভক্তির্যা বৈদিকী মতা॥ ১৭২
দর্শে বা পৌর্ণমাস্যাং বা কর্ত্তব্যমগ্নিহোত্রকম্।
প্রশস্তং দক্ষিণাদানং পুরোডাশং চরুক্রিয়া।
ইষ্টির্ধৃতিঃ সোমপানাং যজ্ঞিয়ং কর্ম্ম সর্ব্বশঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামজাপ্যানি সংহিতাধ্যয়নানি চ।
ক্রিয়ন্তে বিধিমুদ্দিশ্য সা ভক্তির্বৈদিকীষ্যতে।
অগ্নিভূম্যনিলাকাশাম্বুনিশাকরভাস্করম্।
সমুদ্দিশ্য কৃতং কর্ম্ম তৎসর্ব্বং ব্রহ্মদৈবতম্॥১৭৮
আধ্যাত্মিকী তু দ্বিবিধা ব্রহ্মভক্তিঃ স্থিতা নৃপ।

কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন? এই সমুদায় আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী নর-নারীগণ স্বধর্ম্মাচারে নিরত, দম্ভ-মোহবর্জ্জিত, কর্ম্ম মন ও বাক্যে ব্রহ্ম-ভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াবিরহিত, অনীচ ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া এই ক্ষেত্রে বাস করিবেন। ভীষ্ম কহিলেন,—নর কি কর্ম্ম করিলে জগতে ব্রহ্মভক্ত হয়? ব্রহ্মভক্তগণ জনসমাজে কি প্রকার আচারনিষ্ঠ হইয়া থাকে? তাহা আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—ভক্তি তিন প্রকার—মানসী, বাচিকী ও কায়িকী এবং লৌকিকী, বৈদিকী ও আধ্যাত্মিকী। ধ্যান ধারণা ও বুদ্ধিপূর্ব্বক বেদার্থ স্মরণে যে ব্রহ্মপ্রীতিকরী ভক্তি উদ্রিক্ত হয়, তাহা মানসী বলিয়া কথিত। মন্ত্র-জ্ঞান, সর্ব্ববিধ সংস্কার, হোম, শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান এবং আবশ্যকীয় জপাদি দ্বারা যে ভক্তি হয়, তাহার নাম বাচিকী ভক্তি। ইন্দ্রিয়-নিরোধকর ব্রত, উপবাস, নিয়ম, কৃচ্ছ্র, সান্তপন ও অন্যান্য চান্দ্রায়ণাদি এবং ব্রহ্ম কূর্চ্চ উপবাস ও অন্যবিধ শুভব্রত দ্বারা যে ভক্তি জন্মে, তাহার নাম কায়িকী ভক্তি। গোঘৃত, ক্ষীর, দধি, রত্নদীপ, কুশোদক, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ ধাতুদ্রব্য, ঘৃত, গুগ্‌গুলু, ধূপ, সুগন্ধি কৃষ্ণাগুরু, হেমরত্নযুত ভূষণ, বিচিত্র মাল্য, নৃত্য, বাদিত্র, গীত, সর্ব্বরত্নের উপহার এবং ভক্ষ্য ভোজ্য ও অন্নপান দ্বারা নরগণ কর্ত্তৃক পিতামহ উদ্দেশে যে পূজা করা হয়, তাহার নাম লৌকিকী ভক্তি। বেদমন্ত্র পাঠে ঘৃতাহুতি দিয়া যে যাগ করা হয়, তাহাতেই বৈদিকী ভক্তি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। বিধাতার উদ্দেশে যে দর্শে বা পূর্ণিমায় কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্র, প্রশস্ত দক্ষিণা দান, পুরোডাশ, চরুক্রিয়া, ইষ্টি, ধৃতি, সোমপ-গণের সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞীয় কর্ম্ম, ঋক্ যজু ও সামমন্ত্র জপ এবং সংহিতা-অধ্যয়ন করা হয়, তাহা বৈদিকী ভক্তি নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।১৫৯—১৭৪। অগ্নি, ভূমি, অনিল, আকাশ, জল, নিশাকর এবং ভাস্কর উদ্দেশে যে কিছু কর্ম্ম করা হয়, তৎসমস্তই ব্রহ্মদৈবত বলিয়া জানিবে। হে নৃপ! আধ্যাত্মিকী ভক্তি দুই প্রকার। এক

সাংখ্যাখ্যা যোগজা চাস্যা বিভাগং তত্র মে শৃণু
চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি প্রধানাদীনি সংখ্যয়া ॥
অচেতনানি ভোগ্যানি পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥১৭৭
চেতনঃ পুরুষো ভোক্তা ন কর্ত্তা তস্য কর্ম্মণঃ ॥
আত্মানিত্যোঽব্যয়শ্চৈব অধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ
অব্যক্তঃ পুরুষো নিত্যঃ কারণঞ্চ পিতামহঃ ॥
তত্ত্বসর্গো ভাবসর্গো ভূতসর্গশ্চ তত্ত্বতঃ।
সংখ্যয়া পরিসংখ্যায় প্রধানঞ্চ গুণাত্মকম্ ॥ ১৮০
সাধর্ম্ম্যমানমৈশ্বর্য্যং প্রধানঞ্চ বিধর্ম্মি চ।
কারণত্বঞ্চ ব্রহ্মত্বং কার্য্যত্বমিদমুচ্যতে ॥ ১৮১
প্রযোজ্যত্বং প্রধানস্য বৈধর্ম্ম্যমিদমুচ্যতে।
সর্ব্বত্র কর্ত্তৃ সদ্ব্রহ্ম পুরুষস্যাপ্যকর্ত্তৃতা ॥ ১৮২
চেতনত্বং প্রধানে চ সাধর্ম্ম্যমিদমুচ্যতে।
তত্ত্বান্তরঞ্চ তত্ত্বানাং কর্ম্মকারণমেব চ ॥ ১৮৩
প্রয়োজনঞ্চ নৈযোজ্যমৈশ্বর্য্যং তত্ত্বসংখ্যয়া।
সংখ্যান্তীত্যুচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বিনিশ্চিত্যার্থচিন্তকৈঃ
ইতি তত্ত্বস্য সম্ভারং তত্ত্বসংখ্যা চ তত্ত্বতঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বাধিকং চাপি শ্রুত্বা তত্ত্বং বিদুর্বুধাঃ।
সাংখ্যকৃদ্ভক্তিরেষা চ সদ্ভিরাধ্যাত্মিকীকৃতা ॥১৮৫
যোগজামপি ভক্তানাং শৃণু ভক্তিং পিতামহে
প্রাণায়ামপরো নিত্যং ধ্যানবান্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ভৈক্ষ্যভক্ষী ব্রতী বাপি সর্ব্বপ্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ঃ
ধারণং হৃদয়ে কুর্য্যাদ্ ধ্যায়মানঃ প্রজেশ্বরম্ ॥
হৃৎপদ্মকর্ণিকাসীনং রক্তবক্ত্রং সুলোচনম্।
পরিতো দ্যোতিতমুখং ব্রহ্মসূত্রকটীতটম্ ॥১৮৮
চতুর্ব্বক্ত্রং চতুর্ব্বাহুং বরদাভয়হস্তকম্।
যোগজা মানসী সিদ্ধির্ব্রহ্মভক্তিঃ পরা স্মৃতা ॥

সাংখ্যভক্তি, অন্য যোগজ ভক্তি; ইহার বিভাগ আমার নিকট শ্রবণ কর। প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক তত্ত্ব অচেতন এবং পুরুষের ভোগ্য; আর এই প্রকৃতির অতীত পঞ্চবিংশক পুরুষ চেতন; তিনিই ভোক্তা, পরন্তু স্বয়ং সেই নিত্য পরিণামবর্তী কর্ম্মময়ী প্রকৃতির কর্ত্তা নহেন। আত্মা নিত্য অব্যয় অধিষ্ঠাতা ও প্রয়োজক; অপিচ অব্যক্ত নিত্য পুরুষ; আবার তিনিই জগতের কারণরূপী পিতামহ-পদবাচ্য। ১৭৫—১৭৯। আমি গণিত দ্বারা গণনা করিয়া বলিতেছি,—ত্রিগুণাত্মিকা তত্ত্বরূপিণী প্রকৃতির পরিণামভূত কারণ-স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে তত্ত্বসর্গ, ভাবসর্গ ও ভূতসর্গ এই ত্রিবিধ সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয়। পরিমাণ ও ঐশ্বর্য্য এই দুইটীর সাধর্ম্ম্য এবং কারণত্ব ও ব্রহ্মত্ব এই দুইটীর বৈধর্ম্ম্য প্রকৃতিতে অবস্থিত। আর কার্য্যত্ব ও প্রয়োজ্যত্ব এই দুইটীরও বৈধর্ম্ম্য-প্রকৃতিনিষ্ঠ জানিবে। সদ্রূপ ব্রহ্মপুরুষের সর্ব্বত্রই কর্ত্তৃত্ব আছে; পরন্তু প্রকৃতিনিষ্ঠ চেতনত্বে পুরুষের সাধর্ম্ম্য আছে বলিয়া উক্ত হয়। তত্ত্বসমূহের সংখ্যা অনুসারে একটী তত্ত্ব অন্য তত্ত্বের কারণ, আবার সেই তত্ত্বটীই কোনও তত্ত্বের কার্য্য,—প্রকৃতির পরিণামগত ভেদবাহুল্যে এইরূপে প্রকৃতি কখনও প্রয়োজকরূপে আবার কখনও প্রযোজ্যরূপে লক্ষিত হন; ইহাই প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য। অর্থ-চিন্তাকুশল প্রাজ্ঞগণ এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি বহুধা অভিব্যক্ত হইলেও বিশেষ বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রকৃতির পরি-ণামেরও যে একটা সংখ্যা আছে; একথা বলিয়াছেন। পণ্ডিতেরা ব্রহ্মতত্ত্বাপেক্ষাও অধিক আদরণীয় তত্ত্বনিচয়ের বাহুল্য ও সংখ্যা যথাযথ শ্রবণ করিয়া তত্ত্বসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকেন। তত্ত্ববিচারপরায়ণ সাধুগণ এই জ্ঞানশাস্ত্রালোচনামূলক ভক্তিকে আধ্যাত্মিকী ভক্তিরূপে স্থির করিয়াছেন। ১৮০—১৮৫। পিতামহ-দেবভক্তগণের যে যোগজা ভক্তি হয়, বলিতেছি শ্রবণ কর। নিত্যপ্রাণায়ামপরায়ণ, ধ্যাননিষ্ঠ ও নিয়তেন্দ্রিয় হইবে, ভৈক্ষ্যভোজী বা ব্রতস্থ হইয়া ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের প্রত্যাহার করত হৃদয়ে ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণা করিবে; ঐ অবস্থায় ব্রহ্মাকে এইরূপে ধ্যান করিতে থাকিবে;—ব্রহ্মা প্রজাপতি, তিনি হৃৎপদ্মকর্ণিকায় সমাসীন, রক্তবদন, সুলোচন, সর্ব্বদিকে দ্যোতিতমুখ, কটিতটে ব্রহ্মসূত্রধারী, চতুরানন, চতুর্ব্বাহু, বরদ ও

য এবং ভক্তিমান্ দেবে ব্রহ্মভক্তঃ স উচ্যতে।
বৃত্তিঞ্চ শৃণু রাজেন্দ্র যা স্মৃতা ক্ষেত্রবাসিনাম্॥
স্বয়ং দেবেন বিপ্রাণাং বিষ্ণ্বাদীনাং সমাগমে।
কথিতা বিস্তরাৎ পূর্ব্বং সর্ব্বেষাং তত্র সন্নিধৌ॥
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নিঃসঙ্গা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
বন্ধুবর্গে চ নিস্নেহাঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনাঃ॥ ১৯২
ভূতানাং কর্ম্মভির্নিত্যৈর্বিবিধৈরভয়প্রদাঃ।
প্রাণায়ামপরা নিত্যং পরধ্যানপরায়ণাঃ॥ ১৯৩
যাজিনঃ শুচয়ো নিত্যং যতিধর্ম্মপরায়ণাঃ।
সাংখ্যযোগবিধিজ্ঞাশ্চ ধর্ম্মজ্ঞাশ্ছিন্নসংশয়াঃ॥১৯৪
যজন্তে বিধিনানেন যে বিপ্রাঃ ক্ষেত্রবাসিনঃ।
অরণ্যে পৌষ্করে তেষাং মৃতানাং সৎফলং শৃণু
ব্রজন্তি তে সুদুষ্প্রাপং ব্রহ্মসাযুজ্যমক্ষয়ম্।
যৎ প্রাপ্য ন পুনর্জ্জন্ম লভন্তে মৃত্যুদায়কম্॥১৯৬
পুনরাবর্ত্তনং হিত্বা ব্রাহ্মীং বিদ্যাং সমাস্থিতাঃ
পুনরাবৃত্তিরন্যেষাং প্রপঞ্চাশ্রমবাসিনাম্॥ ১৯

গার্হস্থ্যবিধিমাশ্রিত্য ষট্‌কর্ম্মনিরতঃ সদা।
জুহোতি বিধিনা সম্যঙ্মন্ত্রৈর্যত্নো নিমন্ত্রিতঃ॥ ১৯৮
অধিকং ফলমাপ্নোতি সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বলোকেষু চাপ্যস্য গতির্ন প্রতিহন্যতে॥১৯৯
দিব্যৈশ্বর্য্যযোগেন স্বারূঢ়ঃ সপরিগ্রহঃ।
বালসূর্য্যপ্রকাশেন বিমানেন সুবর্চ্চসা॥ ২০০
বৃতঃ স্ত্রীণাং সহস্রৈশ্চ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।
বিচরত্যনিবার্য্যেণ সর্ব্বলোকান্ যদৃচ্ছয়া॥২০১
স্পৃহণীয়তমঃ পুংসাং সর্ব্বধর্ম্মোত্তমো ধনী।
স্বর্গচ্যুতঃ প্রজায়েত কুলে মহতি রূপবান্। ২০২
ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মভক্তশ্চ সর্ব্ববিদ্যার্থপারগঃ।
তথৈব ব্রহ্মচর্য্যেণ গুরুশুশ্রূষণেন চ। ২০৩
বেদাধ্যয়নসংযুক্তো ভৈক্ষ্যবৃত্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নিত্যং সত্যব্রতে যুক্তঃ স্বধর্ম্মেষপ্রমাদবান্।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধেন সর্ব্বাকামাবলম্বিনা।
সূর্য্যেণেব দ্বিতীয়েন বিমানেনানিবারিতঃ।

অভয়হস্ত। যোগজা মানসী সিদ্ধি, ইহাই পরম ব্রহ্মভক্তি। যে ব্যক্তি ব্রহ্মদেবে এইরূপ ভক্তিযুক্ত, তিনিই ব্রহ্মভক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে ক্ষেত্রবাসিগণের বৃত্তি শ্রবণ করুন। ইহা বিষ্ণু প্রভৃতি দেব ও বিপ্রগণের সমীপে স্বয়ং ব্রহ্মদেব পূর্ব্বে বিস্তৃত-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রবাসী যে সকল বিপ্র নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নিঃসঙ্গ, নিষ্পরিগ্রহ, বন্ধুবর্গে স্নেহবিরহিত, লোষ্ট্র প্রস্তর ও কাঞ্চনে তুল্যদর্শী, বিবিধ কর্ম্মদ্বারা ভূতবৃন্দের অভয়প্রদ, নিত্যপ্রাণায়ামপরায়ণ, পরমব্রহ্ম-ধ্যাননিষ্ঠ, যাগশীল, শুচি, নিত্য যতিধর্ম্মনিরত, সাংখ্যযোগবিধিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও ছিন্নসংশয় হইয়া উল্লিখিত বিধি অনুসারে অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা পৌষ্করারণ্যে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া যে সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। যাহা প্রাপ্ত হইলে, মৃত্যুদায়ক পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয় না, তাঁহারা সেই সুদুষ্প্রাপ্য অক্ষয় ব্রহ্মসাযুজ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং পুনরাবৃত্তি পরিহার করিয়া ব্রাহ্মী বিদ্যায় অবস্থান করেন। অন্য প্রপঞ্চাশ্রমবাসীদিগেরই পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যে ষট্‌কর্ম্মনিরত ব্যক্তি গার্হস্থ্য বিধি আশ্রয় করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি যত্নে সম্যক্ হোম করেন, তিনি সর্ব্বদুঃখ-বর্জ্জিত হইয়া অধিক ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সর্ব্বলোক মধ্যে কুত্রাপি ইহাঁর গতি প্রতিহত হয় না। তিনি দিব্য ঐশ্বর্য্যযোগে অন্বিত ও পরিগ্রহযুক্ত হইয়া বালসূর্য্যপ্রতিম সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্ত্রীসহস্র সমভি-ব্যাহারে স্বচ্ছন্দগমনে অপ্রতিহতভাবে সর্ব্ব-লোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।১৮৬—২০১। ঐ ব্যক্তি স্বর্গচ্যুত হইয়াও মহাকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে তিনি সকলেরই স্পৃহণীয়, সর্ব্বধর্ম্মোত্তম, ধনী, পরম রূপবান্, ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্ম-ভক্ত ও সর্ব্ববিদ্যায় পারগ হইয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুশুশ্রূষায় নিরত হইয়া বেদাধ্যয়নে নিহত হন, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্য সত্যব্রতে নিরত হন, স্বীয় ধর্ম্মে অবহিত হইয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ—দ্বিতীয় সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল বিমানে স্বচ্ছন্দভাবে ভ্রমণ করেন।

গুহ্যকা নাম ব্রহ্মাখ্যগণাঃ পরমসম্মতাঃ।
অপ্রমেয়বলৈশ্বর্য্যা দেবদানবপূজিতাঃ॥ ২০৬
তেষাং স সমতাং যাতি তুল্যৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ।
দেবদানবমর্ত্ত্যেষু ভবত্যনিয়তায়ুধঃ॥২০৭
বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ।
এবমৈশ্বর্য্যসংযুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥২০৮
উষিত্বাসৌ বিভূত্যৈবং যদা প্রচ্যবতে পুনঃ।
বিষ্ণুলোকাৎ স্বকৃত্যেন স্বর্গস্থানেষু জায়তে॥
পুষ্করারণ্যমাসাদ্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্থিতঃ।
অভ্যাসেন তু দেবানাং বসতে ম্রিয়তেঽপি বা
মৃতোঽসৌ যাতি দিব্যেন বিমানেন স্বতেজসা
পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশেন শশিবৎ প্রিয়দর্শনঃ॥ ২১১
রুদ্রলোকং সমাসাদ্য গুহ্যকৈঃ সহ মোদতে।
ঐশ্বর্য্যং মহদাপ্নোতি সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ॥
ভুক্ত্বা যুগসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ১১
প্রচ্যুতস্তু পুনস্তস্মাদ্রুদ্রলোকাৎ ক্রমেণ তু।
নিত্যং প্রমুদিতস্তত্র ভুক্ত্বা সুখমনাময়ম্॥১১৪
দ্বিজানাং সদনে দিব্যে কুলে মহতি জায়তে।
মানুষেষু স ধর্ম্মাত্মা সুরূপো বাক্‌পতির্ভবেৎ॥
স্পৃহণীয়বপুঃ স্ত্রীণাঃ মহাভোগপতির্বলী।
সর্ব্বলোকেষু চাপ্যস্য গতির্ন প্রতিহন্যতে॥২১৬
বানপ্রস্থসমাচারী গ্রাম্যৌষধিবিবর্জ্জিতঃ।
শীর্ণপর্ণফলাহারঃ পুষ্পমূলাম্বুভোজনঃ॥ ২১৭
কাপোতেনাশ্মকুট্টেন দন্তোলূখলিকেন চ।
বৃত্ত্যুপায়েন জীবেত চীরবল্কলবাসসা॥ ২১৮
জটী ত্রিষবণস্নায়ী ত্যক্তদোষস্তু দণ্ডবান্।
কৃচ্ছ্রব্রতপরো যস্তু শ্বপচো যদি বা পরঃ॥ ২১৯
জলশায়ী পঞ্চতপা বর্ষাস্বভ্রাবগাহকঃ।
কীটকণ্টকপাষাণভূম্যাস্তু শয়নং তথা॥ ২২০
স্থানবীরাসনরতঃ সংবিভাগী দৃঢ়ব্রতঃ।
অরণ্যৌষধিভোক্তা চ সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ॥২২১
নিত্যং ধর্ম্মার্জ্জনরতো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ

গুহ্যক নামে যে সকল পরমোত্তম ব্রহ্মাখ্যগণ আছে, তাহারা অপ্রমেয় বলৈশ্বর্য্যে অন্বিত এবং দেব ও দানবগণ কর্ত্তৃক পূজিত। পূর্ব্বোক্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তি ইহাঁদের সমান ঐশ্বর্য্যভাগী হইয়া সমত্ব লাভ করেন। এইরূপ ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া তিনি দেব দানব ও মানব মধ্যে সর্ব্বদাই উদ্যতায়ুধ থাকেন এবং কোটি-সহস্র কোটিশত বর্ষকাল বিষ্ণুলোকে বিহার করেন। এইরূপ বিভূতির সহিত তথায় বাস করিয়া যৎকালে তিনি স্বীয় কর্ম্মফলে বিষ্ণুলোক হইতে বিচ্যুত হন, তখন পুনরায় স্বর্গলোকে তাঁহার জন্ম হয়! যে ব্যক্তি পুষ্করারণ্যে আসিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান-পূর্ব্বক বেদাভ্যাস : করিতে থাকেন, তাদৃশ ক্ষেত্রবাসীর মৃত্যু ঘটিলে তিনি দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া পূর্ণচন্দ্রোজ্জ্বল স্বীয় তেজে চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শন হইয়া রুদ্রলোকে উপনীত হন এবং গুহ্যকগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। তাঁহার মহৈশ্বর্য্য লাভ হয়; তিনি সর্ব্ব জগতের প্রভু হইয়া সহস্রযুগ সুখ-ভোগান্তে রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকেন। পুনরায় রুদ্রলোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া দিব্য দ্বিজসদনে মহাকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সেই অবস্থায় অনাময় সুখভোগ করিয়া নিত্য প্রমোদিত হইয়া থাকেন। সেই ধর্ম্মাত্মা মানুষ-লোকে আসিয়া রূপবান্ ও বাক্‌পতি হন। তাঁহার দেহ স্ত্রীজনের স্পৃহণীয় হয়। তিনি মহা ভোগপতি ও বলবান্ হইয়া থাকেন। তাঁহার গতি সর্ব্বলোকে অপ্রতিহত হইয়া থাকে।২০২—২১৬। এইক্ষেত্রে যিনি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গ্রাম্যৌষধি বর্জ্জন করেন, শীর্ণ পর্ণ ও ফলাহার করেন, পুষ্প মূল ও জল মাত্র ভোজন করেন, চীর বল্কল পরি-ধান করেন, কাপোত অশ্মকুট্ট ও দন্তলূখলিক বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করেন, এবং চণ্ডাল বা অপর যে কেহ হউক, যদি জটাধারী, ত্রিষবণস্নায়ী, দোষহীন, দণ্ডধারী, কৃচ্ছ্রব্রত-নিরত জলশায়ী, পঞ্চতপা, বর্ষায় অভ্রাব-গাহক, কীটকণ্টকপ্রস্তরময় ভূতলে শয়ান, বীরাসনরত, দৃঢ়ব্রত, অরণ্যৌষধি-ভোক্তা, সর্ব্বভূতের অভয়প্রদ, নিত্য ধর্ম্মার্জ্জনরত, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন এবং

ব্রহ্মভক্তঃ ক্ষেত্রবাসী পুষ্করে বসতে মুনিঃ ॥২২২
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী স্বারামো বিগতস্পৃহঃ।
যশ্চাত্র বসতে ভীষ্ম শৃণু তস্যাপি যা গতিঃ ॥
তরুণার্কপ্রকাশেন বেদিকাস্তম্ভশোভিনা।
ব্রহ্মভক্তো বিমানেন যাতি কামপ্রচারিণাম্ ॥
বিরাজমানো নভসি দ্বিতীয় ইব চন্দ্রমাঃ ॥ ২২৫
গীতবাদিত্রনৃত্যজ্ঞৈর্গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
অপ্সরোভিঃ সমাযুক্তো বর্ষকোটিশতান্যসৌ ॥
যস্য কস্যাপি দেবস্য লোকং যাত্যনিবারিতঃ।
ব্রহ্মণোঽনুগ্রহেণৈব তত্র তত্র বিরাজতে ॥২২৭
ব্রহ্মলোকাচ্চ্যুতশ্চাপি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
বিষ্ণুলোকাৎ পরিভ্রষ্টো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি
তস্মাদপি চ্যুতঃ স্থানাদ্দ্বীপেষু স হি জায়তে।
স্বর্গেষু চ তথান্যেষু ভোগান্ ভুক্ত্বা যথেপ্সিতান্
ভুক্তৈশ্বর্য্যং ততস্তেষু পুনর্মর্ত্ত্যেষু জায়তে।

রাজা বা রাজপুত্রো বা জায়তে ধনবান্ সুখী।
সুরূপঃ সুভগঃ কান্তঃ কীর্ত্তিমান্ ভক্তিভাবিতঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বা ক্ষেত্রবাসিনঃ
স্বধর্ম্মনিরতা রাজন্ সুবৃত্তাশ্চিরজীবিনঃ ॥ ২৩২
সর্ব্বাত্মনা ব্রহ্মভক্তা ভূতানুগ্রহকারিণঃ।
পুষ্করে তু মহাক্ষেত্রে যে বসন্তি মুমুক্ষবঃ ॥ ২৩৩
মৃতাস্তে ব্রহ্মভবনং বিমানৈর্যান্তি শোভনৈঃ।
অপ্সরোগণসংঘুষ্টৈঃ কামগৈঃ কামরূপিভিঃ ॥
অথবা সর্ব্বদীপ্তাগ্নৌ স্বশরীরং জুহোতি যঃ।
ব্রহ্মধ্যায়ী মহাসত্ত্বঃ স ব্রহ্মভবনং ব্রজেৎ ॥১৩৪
ব্রহ্মলোকেঽক্ষয়স্তস্য শাশ্বতো বিভবৈঃ সহ।
সর্ব্বলোকোত্তমো রম্যো ভবতীষ্টার্থসাধকঃ ॥
পুষ্করে তু মহাপুণ্যে প্রাণান্ যে সলিলেঽত্যজন্
তেষামপ্যক্ষয়ো ভীষ্ম ব্রহ্মলোকো মহাত্মনাম্ ॥
সাক্ষাৎ পশ্যন্তি তে দেবং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্।

যে ব্রহ্মভক্ত মুনিবৃত্তি অবলম্বনে পুষ্করে বাস করেন, সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করেন, এবং আত্মারাম ও বীতস্পৃহ হইয়া এইক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকেন, হে ভীষ্ম! তাঁহার কিরূপ গতি হয়, শ্রবণ কর। তাদৃশ ব্রহ্মভক্ত ব্যক্তি বেদিকা ও স্তম্ভ-শোভিত বালার্ক-প্রভ দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া যে-কোন দেব-লোকে অপ্রতিহতভাবে বিচরণ করেন। তিনি তৎকালে দ্বিতীয় চন্দ্রমার ন্যায় আকাশে বিরাজ করিতে থাকেন। গীত বাদিত্র ও নৃত্যাভিজ্ঞ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহাকে কোটিশত বর্ষকাল পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। ব্রহ্মার অনুগ্রহে তিনি তাঁহার অভীপ্সিত সেই সেই লোকে বিরাজ করিতে পারেন। ব্রহ্মলোক হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে পরে তাঁহার বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে। বিষ্ণুলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি রুদ্র-লোকে গমন করেন। অনন্তর রুদ্রলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বর্গে বা অন্যান্য দ্বীপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যথেপ্সিত ভোগৈশ্বর্য্য সকল উপভোগান্তে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। মর্ত্ত্যে তিনি রাজা বা রাজপুত্র অথবা সুখী ধনাধিপতি হন। এই জন্মে তিনি সুরূপ, সুভগ, কমনীয়, কীর্ত্তিমান এবং ভক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যাঁহারাই স্বধর্ম্ম-রত ও সদ্বৃত্তিযুক্ত হইয়া পুষ্করক্ষেত্রে বাস করুন, সকলেই চিরজীবী হইয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রাণে ব্রহ্মভক্ত ও প্রাণি-জনের প্রতি অনুগ্রহকারী হন! যে সকল মুমুক্ষু ব্যক্তি মহাক্ষেত্র পুষ্করে বাস করেন, তাঁহারা মরণান্তে অতিসুন্দর বিমানে ব্রহ্মভবনে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। ঐ বিমান অপ্সরো-গণের গীতমুখরিত, কামগ এবং কামরূপী। ২১৭—২৩৪। অথবা যিনি দীপ্তানলে স্বীয় দেহ আহুতি প্রদান করেন, তাদৃশ ব্রহ্মধ্যায়ী মহা-সত্ত্ব ব্যক্তি ব্রহ্মভবনে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বিভূতিযুক্ত সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ হয়। ঐ সর্ব্বলোকোত্তম লোক তাঁহার পক্ষে রম্য এবং ইষ্টার্থসাধক হইয়া থাকে। মহা-পুণ্য পুষ্করে যাহারা সলিলে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাদৃশ মহাত্মগণের অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ হয়। তাঁহারা রুদ্র বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবসহ সর্ব্বদুঃখহর ব্রহ্মদেবকে সাক্ষাৎ অব-

সর্ব্বামরযুতং দেবং রুদ্রবিষ্ণুগণৈর্যুতম্ ॥ ১৩৮
অনাশকে মৃতাঃ শূদ্রাঃ পুষ্করে তু বনে নরাঃ ।
হংসযুক্তৈস্ততো যান্তি বিমানৈরর্কসমপ্রভৈঃ ।
নানারত্নসুবর্ণাঢ্যৈর্দৃঢ়ৈর্গন্ধাধিবাসিতৈঃ ।
অনৌপম্যগুণৈর্যুক্তৈরপ্সরোগীতনাদিতৈঃ ॥২৩৯
পতাকাধ্বজবিন্যস্তৈর্নানাঘণ্টানিনাদিতৈঃ ।
বহ্বাশ্চর্য্যসমোপেতৈঃ ক্রীড়াবিজ্ঞানশালিভিঃ ॥
সুপ্রভৈর্গুণসম্পন্নৈর্ময়ূরবরবাহিভিঃ ।
ব্রহ্মলোকে নরা ধীরা রমন্তেঽনাশকে মৃতাঃ ॥
তত্রোষিত্বা চিরং কালং ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ।
ধনী বিপ্রকুলে ভোগী জায়তে মর্ত্ত্যমাগতঃ ॥
কারীষীং সাধয়েদ্ যস্তু পুষ্করে তু বনে নরঃ ।
সর্ব্বলোকান্ পরিত্যজ্য ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি
ব্রহ্মলোকে বসেত্তাবদ্ যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ
নৈব পশ্যতি মর্ত্ত্যং হি ক্লিশ্যমানং স্বকর্ম্মভিঃ ॥
গতিস্তস্যাপ্রতিহতা তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা ;
স পূজ্যঃ সর্ব্বলোকেষু যশো বিস্তারয়ন্ বশী ॥
সদাচারবিধিপ্রজ্ঞঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোহরঃ ।
নৃত্যবাদিত্রগীতজ্ঞঃ সুভগঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ২৪৭
নিত্যমম্লানকুসুমো দিব্যাভরণভূষিতঃ ।
নীলোৎপলদলশ্যামো নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ ॥ ২৪৮
অজঘন্যা সুমধ্যাশ্চ সর্ব্বসৌভাগ্যপূরিতাঃ ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যগুণোপেতা যৌবনেনাতিগর্ব্বিতাঃ ॥২৪৯
স্ত্রিয়ঃ সেবন্তি তত্রস্থাঃ শয়নে রময়ন্তি চ ।
বীণাবেণুনিনাদৈশ্চ সুপ্তঃ সম্প্রতিবুধ্যতে ॥২৫০
মহোৎসবসুখং ভুঙ্ক্তে হ্যপ্রাপ্যমকৃতাত্মভিঃ ।
প্রসাদাদেব দেবস্য ব্রহ্মণঃ শুভকারিণঃ ॥ ২৫১

ভীষ্ম উবাচ ।

আচারাঃ পরমা ধর্ম্মাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মপরায়ণাঃ ।
স্বধর্ম্মাচারনিরতা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তীতি নৈতচ্চিত্রং মতং মম ॥

লোকন করেন। যে সকল শূদ্র পুষ্করারণ্যে অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা হংসযুক্ত বিমানসমূহে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐ সকল বিমান সূর্য্যপ্রভ, নানা রত্ন ও সুবর্ণযুক্ত, দৃঢ়, গন্ধাধিবাসিত, অনুপম-গুণযুত, অপ্সরোগণের গীতমুখরিত, ধ্বজপতাকাশোভিত, নানা ঘণ্টানাদিত, বহু আশ্চর্য্যযুক্ত, ক্রীড়া ও বিজ্ঞানশালী, সুপ্রভ, গুণসম্পন্ন এবং ময়ূরবরগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া থাকে। অনশনে মৃত ধীর নরগণ ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকেন। তথায় চিরকাল বাস করিয়া এবং বিবিধ ইষ্টভোগ উপভোগ করিয়া মর্ত্ত্যে আগমনপূর্ব্বক বিপ্রকুলে ধনী ও ভোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি পুষ্করে ভস্মভূষিত হইয়া থাকে, সে সর্ব্বলোক পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া থাকে। পাপক্ষয় পর্য্যন্ত ঐ লোকে তাহার বাস হয়। স্বীয় কর্ম্মক্লিষ্ট মর্ত্ত্য দেহ তিনি কখন অবলোকন করেন না। তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ সর্ব্বদিকেই তাঁহার অপ্রতিহত গতি হয়। তিনি সর্ব্বলোকের পূজ্য হইয়া সর্ব্বত্র যশোবিস্তার করেন। তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ই সুন্দর হয়, তিনি সদাচারবিধি অবগত হন এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন; তাঁহার ব্যবহৃত কুসুমদাম নিত্য অম্লান থাকে। তিনি নৃত্য বাদিত্র ও গীতজ্ঞ, সুভগ, প্রিয়দর্শন, দিব্যাভরণভূষিত, নীলোৎপলদলবৎ শ্যামবর্ণ এবং নীলকুঞ্চিত কেশশালী হইয়া থাকেন।২৩৫—২৪৮। সর্ব্ব সৌভাগ্য ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যগুণশালিনী, একান্ত যৌবনগর্ব্বিতা, সুমধ্যা সুন্দরী রমণীগণ তাঁহার নিকট থাকিয়া সর্ব্বদা সেবা করে এবং শয়নে তাঁহাকে রমণ করাইয়া থাকে। তিনি প্রসুপ্ত হইয়া বীণাবেণুনিনাদে প্রতিবুদ্ধ হইয়া থাকেন। অকৃতাত্মব্যক্তিগণ যেরূপ মহোৎসব-সুখ ভোগ করিতে পারে না, শুভকর্ত্তা দেবদেব ব্রহ্মার প্রসাদে তাহা তিনি ভোগ করেন। ভীষ্ম কহিলেন,—সদাচারই পরম ধর্ম্ম; সুতরাং যাঁহারা ক্ষেত্রধর্ম্মপরায়ণ হইয়া জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয়ভাবে স্বধর্ম্মাচারে নিরত থাকেন, তাঁহারা যে ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করিবেন, ইহাতে আমার

অসংশয়ক গচ্ছন্তি লোকানমন্যানপি দ্বিজাঃ।
বিনা পয়োপবাসেন তথৈব নিয়মেন চ ॥ ২৫৩
স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো মৃগাঃ।
মূকা জড়াশ্চবধিরাস্তপোনিয়মবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৫৪
তেষাং বদ গতিং বিপ্র পুষ্করে যে ব্যবস্থিতাঃ ॥
পুলস্ত্য উবাচ।
স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ।
পুষ্করে তু মৃতা ভীষ্ম ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে ॥
শরীরৈর্দিব্যরূপৈশ্চ বিমানৈ রবিসপ্রভৈঃ।
দিব্যব্যূহসমাযুক্তৈঃ সুবর্ণবরকেতনৈঃ ॥ ২৫৭
সুবর্ণবজ্রসোপানমণিস্তম্ভবিভূষিতৈঃ।
সর্ব্বকামোপভোগাঢ্যৈঃ কামগৈঃ কামরূপিভিঃ
নানারসাঢ্যং গচ্ছন্তি স্ত্রীসহস্রসমাকুলাঃ।
ব্রহ্মলোকং মহাত্মানো লোকানন্যান্
যথেপ্সিতান্ ॥ ২৫৯
ব্রহ্মলোকাচ্চ্যুতাশ্চাপি ক্রমাদ্ দ্বীপেষু যান্তি তে
কুলে মহতি বিস্তীর্ণে ধনী ভবতি স দ্বিজঃ ॥
তির্য্যগ্‌যোনিগতা যেতু সর্পকীটপিপীলিকাঃ।
স্থলজা জলজাশ্চৈব স্বেদাণ্ডোদ্ভিজ্জরায়ুজাঃ।
সকামা বাপ্যকামা বা পুষ্করে তু বনে মৃতাঃ।
সূর্য্যপ্রভবিমানস্থা ব্রহ্মলোকং প্রয়ান্তি তে।২৬
কলৌ যুগে মহাঘোরে প্রজাঃ পাপসমীরিতাঃ।
নান্যেনাস্মিন্নুপায়েন ধর্ম্মঃ স্বর্গশ্চ লভ্যতে।২৬
বসন্তি পুষ্করে যে তু ব্রহ্মার্চ্চনরতা নরাঃ।
কলৌ যুগে কৃতার্থাস্তে ক্লিশ্যন্ত্যন্যে নিরর্থকাঃ।
রাত্রৌ করোতি যৎপাপং নরঃ পঞ্চভিরিন্দ্রিয়ৈঃ
কর্ম্মণা মনসা বাচা কামক্রোধবশানুগঃ।২৬৪
প্রাতঃ স জলমাসাদ্য পুষ্করে তু পিতামহম্।
অভিগম্য শুচির্ভূত্বা তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
উদয়েঽর্কস্য চারভ্য যাবদ্দর্শনমূর্দ্ধগম্।
মানসাখ্যে প্রসক্তিস্ত্যা ব্রহ্মযোগে হরেদঘম্।
দৃষ্ট্বা বিরিঞ্চিং মধ্যাহ্নে নরঃ পাপাৎ
প্রমুচ্যতে।

আশ্চর্য্যবোধ কিছুই হইতেছে না। নিশ্চয়ই উপবাসাদি নিয়ম ব্যতীতও পুষ্করবাসী দ্বিজগণ অন্যান্য উত্তমলোকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল স্ত্রী, ম্লেচ্ছ, শূদ্র, পক্ষী, পশু, মৃগ, মূক, জড়, অন্ধ ও বধির প্রাণী তপস্যা ও নিয়মবর্জ্জিত হইয়া এই পুষ্করে বাস করে, তাহাদের কি গতি হয়? বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—যে সকল স্ত্রী, ম্লেচ্ছ, শূদ্র, পশু, পক্ষী ও মৃগগণ পুষ্করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারাও দিব্য দেহ ধারণ করিয়া রবিপ্রভ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া থাকে। তাহাদের উক্ত বিমান দিব্য ব্যূহযুক্ত, শ্রেষ্ঠ সুবর্ণকেতনশালী, সুবর্ণ ও হীরক-সোপান-মণ্ডিত, মণিস্তম্ভবিভূষিত, সর্ব্ববিধ কামোপভোগান্বিত, কামগ, ও কামরূপী। বিমানারূঢ় মহাত্মগণ স্ত্রী-সহস্র-পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে এবং অন্যান্য ঈপ্সিতলোকে গমন করেন। পরে ব্রহ্মলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমশঃ নানা দ্বীপে জন্ম লইয়া থাকেন। তাহারা সুবিখ্যাত মহাকুলে ধনী দ্বিজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যাহারা তির্য্যগ্‌যোনিগত—সর্প, কীট, পিপীলিকা, স্থলজ, জলজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ, তাহারা সকাম বা অকামই হউক, পুষ্করারণ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সূর্য্যপ্রভ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। মহাঘোর কলিযুগে সকল প্রজাই পাপাক্রান্ত। এ যুগে ধর্ম্ম বা স্বর্গ লাভের অন্য উপায় নাই। যে সকল নর ব্রহ্মার্চ্চনে নিরত হইয়া পুষ্করে বাস করে, কলিযুগে তাহারাই কৃতার্থ; অন্যে কেবল নিরর্থক ক্লেশ ভোগ করে।২৪৯—২৬৪। কামক্রোধবশগত নর পঞ্চেন্দ্রিয় এবং কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা রাত্রিতে যে পাপার্জ্জন করে, প্রভাতে পুষ্করজলে অবগাহন করিলে সেই পাপ হইতে তাহার মুক্তি হইয়া থাকে; সে তখন পবিত্র হইয়া ব্রহ্মলোকগমনের যোগ্য হয়। সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড দর্শন পর্য্যন্ত ব্রহ্মযোগে মানসে ব্রহ্মচিন্তা করত পাপহরণ করিবে। নর মধ্যাহ্নে বিরিঞ্চি দর্শন করিয়া পাপ

মধ্যাহ্নাস্তময়ান্তং যদিন্দ্রিয়ৈঃ পাপমাচরেৎ ।
পিতামহস্য সন্ধ্যায়াং দর্শনাদেব মুচ্যতে ॥ ২৬৮
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ সর্ব্বান্ ভুঞ্জানোঽপি সকামতঃ
যঃ পুষ্করে ব্রহ্মভক্তো নিবসেত্তপসিস্থিতঃ ॥২৬৯
পুষ্করারণ্যমধ্যস্থো মিষ্টান্নাস্বাদভোজনঃ ।
ত্রিকালমপি ভুঞ্জানো বায়ুভক্ষসমো মতঃ ॥২৭০
বসন্তি পুষ্করে যে তু নরাঃ সুকৃতকর্ম্মিণঃ ।
তে লভন্তে মহাভোগান্ ক্ষেত্রস্যাস্য প্রভাবতঃ
যথা মহোদধেস্তুল্যো ন চান্যোঽস্তি জলাশয়ঃ ॥
তথা বৈ পুষ্করস্যাপি সমং তীর্থং ন বিদ্যতে ॥
পুষ্করারণ্যসদৃশং তীর্থং নাস্ত্যধিকং গুণৈঃ ।
অথ তেঽস্মান্ প্রবক্ষ্যামি ক্ষেত্রে যেঽস্মিন্
ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৭৩
বিষ্ণুনা সহিতাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রাদ্যাশ্চ দিবৌকসঃ ।
জগবক্ত্রঃ কুমারশ্চ রেবন্তঃ সদিবাকরঃ ॥ ২৭৪
শিবদূতী তথা দেবী কন্যা ক্ষেমঙ্করী সদা ।
অলং তপোভির্নিয়মৈঃ সুক্রিয়ার্চ্চনকারিণাম্ ॥
ব্রতোপবাসকর্ম্মাণি কৃত্বান্যত্রমহান্ত্যপি ।
জ্যেষ্ঠে তু পুষ্করারণ্যে যস্তিষ্ঠতি নিরুদ্যমঃ ॥
লভতে সর্ব্বকামিত্বং যোঽত্রৈবাস্তে দ্বিজঃ সদা
পিতামহসমং যাতি স্থানং পরমমব্যয়ম্ ॥ ২৭৭
কৃতে দ্বাদশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন তু ।
মাসেন দ্বাপরে ভীষ্ম অহোরাত্রেণ তৎকলৌ ॥
ফলং সম্প্রাপ্যতে লোকে ক্ষেত্রেঽস্মিংস্তীর্থ-
বাসিভিঃ ।

ইত্যেবং দেবদেবেন পুরোক্তং ব্রহ্মণা মম ॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ ক্ষেত্রমস্তীহ ভূতলে ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেনারণ্যমেতৎ সমাশ্রয়েৎ ॥২৮০
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ ।
যথোক্তকারিণঃ সর্ব্বে গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ॥
একস্মিন্নাশ্রমে ধর্ম্মং যোঽনুতিষ্ঠেদ্যথাবিধি ।
অকামদ্বেষসংযুক্তঃ সং পরত্র মহীয়তে ॥ ২৮২
চতুষ্পথা হি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণেহ প্রতিষ্ঠিতা ।
এতামাশ্রিত্য নিঃশ্রেণীং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
আয়ুষোঽপি চতুর্ভাগং ব্রহ্মচার্য্যনসূয়কঃ ।

হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মধ্যাহ্ন হইতে অস্তময় পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পাপাচরণ করা হয়, সন্ধ্যাকালে পিতামহ-দর্শনেই তাহা হইতে মুক্তি ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্মভক্ত ব্যক্তি পুষ্করে বাস করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ কামত ভোগ করিলেও তপস্বী হইয়া থাকেন; আর পুষ্করারণ্যের মধ্যে থাকিয়া সন্ধ্যাত্রয় মিষ্টান্ন ভোজন করিতে থাকিলেও তিনি বায়ুভক্ষ সদৃশ হন। কোন তীর্থই পুষ্করারণ্যের তুল্য নহে। পুষ্করারণ্যের তুল্য বা ইহা অপেক্ষা গুণাধিক তীর্থও নাই। অনন্তর তোমার নিকট এই ক্ষেত্রস্থ দেব-দেবীগণের নাম বলিতেছি। বিষ্ণুর সহিত ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেব, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, রেবন্ত, দিবাকর, শিবদূতী এবং কন্যা ক্ষেমঙ্করী দেবী সর্ব্বদা এখানে অবস্থিত। সুক্রিয়াশীল অর্চ্চনাকারী-দিগের পুঞ্জ পুঞ্জ তপস্যা ও নিয়মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। অন্যত্র বিপুল ব্রতোপবাস কর্ম্ম করিয়াও যে দ্বিজ জ্যেষ্ঠ পুষ্করারণ্যে নিত্য নিরুদ্যমভাবে বাস করেন, তিনি সর্ব্ব-কামফল লাভ করিয়া থাকেন এবং অন্তে পিতামহ সম পরম অব্যয় স্থানে গমন করেন। এইক্ষেত্রে তীর্থবাসিগণ কৃতযুগে দ্বাদশবর্ষে, ত্রেতায় একবর্ষে, দ্বাপরে এক মাসে এবং কলিযুগে এক অহোরাত্রেই উক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে ভীষ্ম! দেবদেব ব্রহ্মা পুরাকালে আমার নিকট ইহা বলিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতীর্থ ভূতলে আর নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই পুষ্করারণ্যের আশ্রম লইবে।২৬৫—২৮০। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষুক যাঁহারাই হউন, যথোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানে সকলেই পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কাম ও দ্বেষহীন হইয়া একটী মাত্র আশ্রমধর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠান করে, সে পরকালে সুখে বিহার করিয়া থাকে। এখানে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চতুষ্পথা সোপানশ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া নর ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকে। ধর্ম্মার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি

গুরৌ বা গুরুপুত্রে বা বসেদ্ধর্ম্মার্থকোবিদঃ ॥
কর্ম্মাতিরেকেণ গুরোরধ্যেতব্যং বুভূষতা ॥২৮৫
দক্ষিণানাং প্রদাপী স্যাদাহূতো গুরুমাশ্রয়েৎ।
জঘন্যশায়ী পূর্ব্বং স্যাদুত্থায়ী গুরুবেশ্মনি ॥২৮৬
যচ্চ শিষ্যেণ কর্ত্তব্যং কার্য্যমাসেবনাদিকম্।
কৃতমিত্যেব তৎসর্ব্বং কৃত্বা তিষ্ঠেত্তু পার্শ্বতঃ॥২৮৭
কিঙ্করঃ সর্ব্বকারী চ সর্ব্বকর্ম্মসু কোবিদঃ।
শুচির্দক্ষো গুণোপেতো. ব্রূয়াদিষ্টমথোত্তরম্ ॥
চক্ষুষা গুরুমব্যগ্রো নিরীক্ষেত জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নাভুক্তবতি চাশ্নীয়াদপীতবতি নো পিবেৎ।
ন তিষ্ঠতি তথাসীত ন সুপ্তে নৈব সবিশেৎ ॥
উত্তানাভ্যাঞ্চ পাণিভ্যাং পাদাবস্য মৃদু স্পৃশেৎ
দক্ষিণং দক্ষিণেনৈব সব্যং সব্যেন পীড়য়েৎ ॥
অভিবাদ্য গুরুং ব্রূয়াদভিধাং স্বাং ব্রবন্নিতি।
ইদং করিষ্যে ভগবন্নিদঞ্চাপি ময়া কৃতম্ ॥২৯১
ইতি সর্ব্বঞ্চ বিজ্ঞাপ্য নিবেদ্য গুরবে ধনম্।
কুর্য্যাৎ কৃতঞ্চ তৎসর্ব্বমাখ্যেয়ং গুরবে পুনঃ।
যাংশ্চ গন্ধান্ রসান্ বাপি ব্রহ্মচারী ন সেবতে
সেবেত তান্ সমাবৃত্য ইতি ধর্ম্মেষু নিশ্চয়ঃ।
যে কেচিদ্বিস্তরেণোক্তা নিয়মা ব্রহ্মচারিণঃ।
তান্ সর্ব্বাননুগৃহ্নীয়াদ্ভক্তঃ শিষ্যশ্চ বৈ গুরোঃ।
স এব গুরবে প্রীতিমুপকৃত্য যথাবলম্।
অগ্রাম্যেষ্বাশ্রমেষ্বেব শিষ্যো বর্ত্তেত কর্ম্মণা।
বেদং বেদৌ তথা বেদান্ বেদার্থাংশ্চ তথা দ্বিজঃ।
ভিক্ষাভুগপ্যধঃশায়ী সমধীত্য গুরোর্ম্মুখাৎ ॥২৯৪
বেদব্রতোপযোগী চ চতুর্থাংশেন যো গতঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্বা সমাবর্ত্তেদ্‌যথাবিধি ॥২৯৫

অসূয়াহীন হইয়া স্বীয় আয়ুষ্কালের চতুর্ভাগের এক ভাগ ব্রহ্মচারী অবস্থায় অতিবাহিত করিবে; তদবস্থায় গুরু বা গুরুপুত্রের নিকট বাস করিতে হইবে, গুরুর কর্ম্মাধিক্য ঘটিলেও জ্ঞানার্থী শিষ্য তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবেন; গুরুদক্ষিণা দান করিবেন এবং গুরুকর্ত্তৃক আহূত হইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইবেন। গুরুর শয়নের পশ্চাৎ শয়ন করিবে, গুরু উত্থিত হইবার পূর্ব্বেই নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিবে। শিষ্যের কর্ত্তব্য যে কিছু সেবাদি কার্য্য সমস্তই নির্ব্বাহ করিবে। গুরু কোন কার্য্যের আদেশ করিলে, 'করাই হইয়াছে' বলিয়া কার্য্য সাধনপূর্ব্বক গুরুর পার্শ্বে উপস্থিত হইবে। সর্ব্বকর্ম্মকারী কিঙ্করবৎ সর্ব্বকর্ম্মাভিজ্ঞ, শুচি, দক্ষ, গুণান্বিত শিষ্য গুরুকে প্রিয়তম উত্তর প্রদান করিবে। জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী অব্যগ্রভাবে গুরুকে দর্শন করিবে, গুরুর আহার না হইলে আহার করিবে না; তিনি পান না করিলে, পান করিবে না; গুরু দণ্ডায়মান থাকিলে উপবেশন করিবে না এবং তিনি না শুইলে শয়ন করিবে না। উত্তান পাণিদ্বয় দ্বারা গুরুর পাদযুগল মৃদুভাবে স্পর্শ করিবে। দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ এবং বাম হস্তে বাম পদ সংবাহন করিবে, গুরুকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বীয় নাম কীর্ত্তন করিবে। 'ভগবন্! আমি ইহা করিয়াছি, উহা পরে করিব। এই বলিয়া সকল বৃত্তান্তই গুরুকে জানাইবে; ধন নিবেদন করিবে এবং তাঁহার আদিষ্ট যাবতীয় কার্য্যই নির্ব্বাহ করিবে, করিয়া তাহা আমূলতঃ গুরুর নিকট বলিবে। ব্রহ্মচারী যাবতীয় গন্ধ এবং রস বর্জ্জন করিবেন এবং সমাবর্ত্তন করিয়া তাহা সেবা করিবেন। ইহাই হইল ধর্ম্মনিশ্চয়; ব্রহ্মচারিসম্বন্ধে এই যে কিছু নিয়ম বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত হইল, ব্রহ্মচারী এই সকল নিয়ম গুরুর নিকট হইতে ক্রমশঃ উপদেশ লইয়া পালন করিবে এবং যথাশক্তি গুরুর প্রীতি উৎপাদন করিয়া অগ্রাম্য আশ্রমসমূহে বাস করিবে। ২৮১—২৯৫। এক বেদ, দুই বেদ বা তিন বেদ এবং বেদার্থ সকল গুরুমুখে অধ্যয়ন করিয়া ভিক্ষাভোজী ও অধঃশায়ী হইয়া কালাতিপাত করিবে। পরে বেদব্রতানুষ্ঠানের উপযোগী হইয়া স্বীয় বিভবের চতুর্থাংশ গুরুকে দক্ষিণা দানপূর্ব্বক যথাবিধি সমাবর্ত্তন করিবে।

ধর্ম্মাবিবৈর্যুক্তো দারৈরগ্নীনাবাহ্য পূজয়েৎ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং গৃহমেধী সমাচরেৎ ॥২৯৮
গৃহস্থবৃত্তয়ঃ পূর্ব্বং চতস্রো মুনিভিঃ কৃতাঃ।
কুশূলধান্যা প্রথমা কুম্ভীধান্যা দ্বিতীয়কা ॥ ২৯৯
অশ্বস্তনী তৃতীয়োক্তা কাপোত্যথ চতুর্থিকা।
তাসাং পরাপরা শ্রেষ্ঠা ধর্ম্মতো লোকজিত্তমা ॥
ষট্‌কর্ম্মবর্ত্তকস্ত্বেকস্ত্রিভিরন্যঃ প্রসর্পতে।
দ্বাভ্যামেকশ্চ চতুর্থশ্চ দ্বিজঃ স ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥৩০১
গৃহমেধিব্রতাদন্যন্মহত্তীর্থং ন চক্ষতে।
নাত্মার্থে পাচয়েদন্নং ন বৃথা ঘাতয়েৎ পশুম্ ॥
প্রাণী বা যদি বাপ্রাণী সংস্কারাদ্‌যজ্ঞমর্হতি।
ন দিবা প্রস্বপেজ্জাতু ন পূর্ব্বাপররাত্রয়োঃ ॥ ৩ ৩
ন ভুঞ্জীতান্তরাকালে নানৃতঞ্চ বদেদিহ।
নচানশ্নন্ বসেদ্বিপ্রো গৃহে কশ্চিদপূজিতঃ।
তথাস্যাতিথয়ঃ পূজ্যা হব্যকব্যবহাঃ স্মৃতাঃ ॥৩০৪
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতা শ্রোত্রিয়া বেদপারগাঃ।
স্বকর্ম্মজীবিনো দান্তাঃ ক্রিয়াবন্তস্তপস্বিনঃ ॥৩০৫
তেষাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চাপ্যর্হণার্থং বিধীয়তে ॥
ন স্বৈরং সম্প্রযাতস্য স্বধর্ম্মাপগতস্য চ।
অপবিদ্ধাগ্নিহোত্রস্য গুরোর্বালীককারিণঃ ॥৩০৭
অসত্যাভিনিবেশস্য নাধিকারোঽস্তি কর্ম্মণোঃ
সংবিভাগোঽত্র ভূতানাং সর্ব্বেষামেব শিষ্যতে
তথৈবাপচমানেভ্যঃ প্রদেয়ং গৃহমেধিনা।
বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যং চামৃতভোজনঃ ॥
অমৃতং যজ্ঞশেষং স্যাদ্ভোজনং হবিষা সমম্।
সংভুক্তশেষং যোঽশ্নাতি তমাহুর্বিঘসাশিনম্ ॥
স্বদারনিরতো দান্তো দক্ষোঽত্যর্থং জিতেন্দ্রিয়ঃ
ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যমাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ ॥
বৃদ্ধবালাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ।
মাত্রা পিত্রা চ জামাত্রা ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥৩১২

পরে ধর্ম্মানুসারে দার পরিগ্রহ করিয়া অগ্নি আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। ক্রমে জীবিত-কালের দ্বিতীয়ভাগ গৃহমেধী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকিবে। মুনিগণ চারি প্রকার গৃহস্থবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম কুশূল-ধান্যা, দ্বিতীয় কুম্ভীধান্যা, তৃতীয় অশ্বস্তনী এবং চতুর্থ কাপোতী। এই সকল গৃহস্থ-বৃত্তির মধ্যে পর পর বৃত্তি শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম্মানু-সারে লোকজয়ের উত্তম উপায়ভূত। গৃহস্থ দ্বিজ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই ষট্ কর্ম্ম করিয়া—বানপ্রস্থ দ্বিজ যজন, অধ্যয়ন ও দান করিয়া এবং ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ভিক্ষু যজন ও অধ্যয়ন করিয়া জীবন যাপন করিবেন। গৃহমেধি-তীর্থ অপেক্ষা অন্য কোন মহাতীর্থ নাই। এই তীর্থে বিপ্র কেবল আত্মার্থে অন্ন পাক করিবেন না, বৃথা পশু হিংসা করিবেন না, প্রাণী হউক, বা অপ্রাণী হউক, সংস্কার দ্বারা তাহাকে যজ্ঞার্হ করিয়া লইবেন। দিবসে কিম্বা পূর্ব্ব বা অপর রাত্রে কখন নিদ্রা যাইবে না। সন্ধ্যাকালে আহার করিবে না, কখন অসত্য কথা কহিবে না এবং অপূজিত হইয়া কোন গৃহে ভোজ-নার্থ বাস করিবে না। অতিথি হব্য-কব্য-বহ, সুতরাং গৃহস্থ ব্যক্তি অতিথিসেবা করিবে। বেদবিদ্যাব্রতস্নাত বেদপারগ শ্রোত্রিয় ও স্বকর্ম্মজীবী, দমগুণাবলম্বী ক্রিয়াবান্ তপস্বিগণের অর্চ্চনার্থ হব্য-কব্য বিহিত। অসারকর্ম্মকারী, স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট, অগ্নিহোত্রহীন, গুরুর নিকট মিথ্যা ব্যবহারী বা অসত্যাভি-নিবেশী ব্যক্তির হব্য-কব্যে অধিকার নাই। গার্হস্থ্য আশ্রমে অন্নপাক করিয়া সর্ব্বপ্রাণীকে বিভাগ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহারা অন্ন পাক করে না, গৃহস্থ তাহাদিগকে অন্ন দান করিবেন। গৃহস্থ নিত্য বিঘসাশী হইবে, নিত্য অমৃতভোজন করিবে। যজ্ঞশেষই অমৃত; এই অমৃতভোজন হুতাশনের তুল্য। যে ব্যক্তি সংভুক্তশেষ ভোজন করে, মুনিগণ তাহাকে বিঘসাশী বলিয়া থাকেন। ২৯৬—৩১০। গৃহস্থ স্বদারনিরত, দান্ত, দক্ষ ও সাতিশয় জিতে-ন্দ্রিয় হইবেন। ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, মাতা, পিতা, জামাতা, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্য্যা, দুহিতা এবং দাসবর্গের সহিত

এতান্ বিমুচ্য সংবাদান্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এতৈর্জ্জিতৈস্তু জয়তি সর্ব্বলোকান্নসংশয়ঃ ॥ ৩১৩
আচার্য্যো ব্রহ্মলোকেশঃ প্রাজাপত্যে প্রভুঃ পিতা।
অতিথিঃ সর্ব্বলোকেশ ঋত্বিগ্ বেদাশ্রয়ঃ প্রভুঃ
জামাতাপ্সরসাং লোকে জ্ঞাতয়ো বৈশ্বদেবিকাঃ
সম্বন্ধিবান্ধবা দিক্ষু পৃথিব্যাং মাতৃমাতুলৌ ॥৩১৫
বৃদ্ধবালাতুরাশ্চৈব আকাশে প্রভবিষ্ণবঃ।
পুরোধা ঋষিলোকেশঃ সংশ্রিতাঃ সাধ্যলোকপাঃ
অশ্বিলোকপতির্বৈদ্যো ভ্রাতা তু বসুলোকপঃ।
চন্দ্রলোকেশ্বরী ভার্য্যা দুহিতাপ্সরসাং গৃহে ॥
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যাপুত্রৌ স্বকা তনুঃ
কায়স্থা দাসবর্গাশ্চ দুহিতা কৃপণং পরম্।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেন্নিত্যমসংজ্বরঃ ॥ ৩১৯
গৃহধর্ম্মরতো বিদ্বান্ ধর্ম্মনিষ্ঠো জিতক্লমঃ।
নারভেদ্বহুকার্য্যাণি ধর্ম্মবান্ কিঞ্চিদারভেৎ ॥৩২০

গৃহস্থবৃত্তয়স্তিস্রস্তাসাং নিঃশ্রেয়সং পরম্।
পরম্পরং তথৈবাহুশ্চাতুরাশ্রম্যমেব চ ॥ ৩২১
যথোক্তা নিয়মাস্তেষাং সর্ব্বং কার্য্যং বুভূষুণা।
কুম্ভধান্যৈরুঞ্ছশিলৈঃ কাপোতীং বৃত্তিমাশ্রিতৈঃ
যস্মিংশ্চৈতে বসন্ত্যর্থাস্তদ্রাষ্ট্রমভিবর্দ্ধতে।
পূর্ব্বাংস্তথা দশ পরান্ পুনাতি চ পিতামহান্।
গৃহস্থবৃত্তিমপ্যেতাং বর্ত্তয়েদ্যো গতব্যথঃ।
স চক্রধরলোকানাং সমানাং প্রাপ্নুয়াদ্গতিম্।
জিতেন্দ্রিয়াণামথবা গতিরেষা বিধীয়তে।
স্বর্গলোকো গৃহস্থানাং প্রতিষ্ঠানিয়তাত্মনাম্।
ব্রহ্মণাভিহিতা শ্রেণী হ্যেষা যস্যাঃ প্রমুচ্যতে।
দ্বিতীয়াং ক্রমশঃ প্রাপ্য স্বর্গলোকে মহীয়তে।
তৃতীয়ামপি বক্ষ্যামি বানপ্রস্থাশ্রমং শৃণু ॥ ৩২৭
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।

বিবাদ করিতে নাই। ইহাঁদের সহিত কোনরূপ বিবাদ না করিলে গৃহস্থ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এই সকলকে এই উপায়ে জয় করিলে, গৃহস্থ ব্যক্তি নিশ্চয়ই সর্ব্বলোক-জয়ে সমর্থ হইয়া থাকেন। আচার্য্য ব্রহ্মলোকের, পিতা প্রাজাপত্য লোকের, অতিথি সর্ব্বলোকের, ঋত্বিক্ বেদস্থানের, জামাতা অপ্সরোলোকের, জ্ঞাতিগণ বিশ্বদেবের, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ দিক্‌সমূহের, মাতা ও মাতুল পৃথিবীর, বৃদ্ধ বালক ও আতুরগণ আকাশের, পুরোহিত ঋষিলোকের, আশ্রিতগণ সাধ্যলোকের, বৈদ্য অশ্বিলোকের এবং ভ্রাতা বসুলোকের অধীশ্বর ; এতদ্ভিন্ন ভার্য্যা চন্দ্রলোকের, দুহিতা অপ্সরোগৃহের প্রভু। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্য্যা পুত্রও আত্মতনু, দাসবর্গ শরীরস্থ এবং দুহিতা একান্ত করুণাপাত্র ; সুতরাং এই সমুদায় কর্ত্তৃক অধিক্ষিপ্ত হইয়াও অননুতপ্তভাবে নিত্য সহ্য করিয়া থাকিবে। গৃহস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন, ক্লান্তি জয় করিবেন, একদা বহুকার্য্য আরম্ভ করিবেন না, কিন্তু ধর্ম্মযুক্ত হইয়া অল্প কার্য্যারম্ভ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থ-বৃত্তিসমূহের মধ্যে তিনটী বৃত্তি এবং পর পর চতুরাশ্রই পরম নিঃশ্রেয়সকর। চতুরাশ্রমের যে সকল নিয়ম উক্ত হইয়াছে, গৃহস্থ সেই সমস্ত নিয়মই প্রতিপালন করিবেন। তিনি কুম্ভীধান্য ও উঞ্ছশিলজীবী হইবেন এবং কাপোতী বৃত্তি আশ্রয় করিবেন। যে মানবে এই সকল নিয়ম অবস্থিত, তিনি যে রাজ্যে বাস করেন সেই রাজ্যও সমৃদ্ধিশীল হয়। তিনি পূর্ব্বাপর দশ পুরুষ পবিত্র করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্যথাবিরহিত হইয়া উল্লিখিত গৃহস্থবৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি বিষ্ণুলোক সমূহের তুল্য গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩১১—৩২৪। অথবা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ যে গতিলাভ করেন, তাঁহার পক্ষে সেই গতিই বিহিত হইয়া থাকে। নিয়তাত্মা গৃহস্থগণের স্বর্গলোকেই প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে পদ্ধতি বিহিত হইয়াছে, ইহা হইতেই তাহাদের মুক্তি হইয়া থাকে। মানব ব্রহ্মবিহিত দ্বিতীয় আশ্রম ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিহার করে। অনন্তর ব্রহ্মবিহিত তৃতীয় পদ্ধতি—বানপ্রস্থাশ্রমের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গৃহস্থ যখন স্বীয় বলীপলিত

অপত্যস্যৈব চাপত্যং বনমেব তদাশ্রয়েৎ ॥৩২৮
গৃহস্থব্রতখিন্নানাং বানপ্রস্থাশ্রমৌকসাম্।
শ্রূয়তাং ভীষ্ম তদ্রস্তে সর্ব্বলোকাশ্রয়াত্মনাম্ ॥
দীক্ষাপূর্ব্বং নিবৃত্তানাং পুণ্যদেশনিবাসিনাম্।
প্রজ্ঞাবলযুক্তানাং পুংসাং সত্যশৌচক্ষমাবতাম্ ॥
তৃতীয়মায়ুষো ভাগং বানপ্রস্থাশ্রমে বসন্।
তানেবাগ্নীন্ পরিচরেদ্‌যজমানো দিবৌকসঃ।
নিয়তো নিয়তাহারো বিষ্ণুভক্তিপ্রসক্তিমান ॥
তদাগ্নিহোত্রমাত্রাণি যজ্ঞাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ।
অকৃষ্টং বৈ ব্রীহিযবং নীবারং বিঘসানি চ ॥৩৩২
গ্রীষ্মে হবিষ্যং প্রায়চ্ছেৎ সমাঘেষপি পঞ্চসু।
বানপ্রস্থাশ্রমেঽপ্যেতাশ্চতস্রো বৃত্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
সদ্যঃপ্রভক্ষকাঃ কেচিৎ কেচিন্মাসিকসঞ্চয়ান।
বার্ষিকান্ সঞ্চয়ান্ কেচিৎ কেচিদ্দ্বাদশবার্ষিকান্
কুর্ব্বন্ত্যতিথিপূজার্থং যজ্ঞতন্ত্রার্থমেব চ ॥৩৩৫
অভ্রাবকাশা বর্ষাসু হেমন্তে জলসংশ্রয়াঃ।
গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিতপসঃ শরদ্যমৃতভোজনাঃ ॥৩৩৬
ভূমৌ বিপরিবর্ত্তন্তে তিষ্ঠন্তি প্রপদৈরপি।
স্থানাসনে চ বর্ত্তন্তে বসনেষপি সংস্থিতে।
দন্তোলূখলিনঃ কেচিদশ্মকুট্টাস্তথাপরে ॥৩৩৭
শুক্লপক্ষে পিবন্ত্যেকে যবাগূং ক্বথিতাং ক্বচিৎ।
কৃষ্ণপক্ষে পিবন্ত্যেকে ভুঞ্জতে চ যথাগমম্ ॥৩৩৮
মূলৈরেকে ফলৈরেকে জলৈরেকে দৃঢ়ব্রতাঃ।
বর্ত্তয়ন্তি যথান্যায়ং বৈখানসধৃতব্রতাঃ ॥৩৩৯
এতাশ্চান্যাশ্চ বিবিধা দীক্ষাস্তেষাং মনস্বিনাম্
চতুর্থশ্চোপনিষদো ধর্ম্মঃ সাধারণো মতঃ ॥৩৪০

এবং অপত্যেরও অপত্য দর্শন করিবেন, তখন বনমধ্যে আশ্রয় লইবেন। হে ভীষ্ম! যে গৃহস্থেরা গার্হস্থ্যনিয়ম পালনে খিন্ন হইয়াছেন, এবং বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বনে অভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলিতেছি। গৃহস্থাশ্রমাবলম্বনে যাঁহারা সর্ব্বলোকের আশ্রয়রূপে আত্মাকে নিয়োগ করিয়াছেন, বিবিধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া শেষে নিবৃত্তিকামী হইয়াছেন, এবং পুণ্যপ্রদেশে বাস করিয়া প্রজ্ঞাবল সত্য শৌচ ও ক্ষমাগুণে সমন্বিত হইয়াছেন, তাঁহারা আয়ুর তৃতীয়ভাগ বানপ্রস্থাশ্রমে বাস করিয়া অতিবাহিত করিবেন। তখন তিনি নিয়তাহার ও সংযতচিত্ত হইয়া পূর্ব্বাশ্রমের অগ্নি-পরিচর্য্যা এবং দেবার্চ্চনা করত ক্রমশঃ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্ হইবেন। তৎকালে তিনি যজ্ঞনিষ্পাদনোপযোগী দ্রব্যসম্ভার ও অগ্নিহোত্র মাত্রই নিজের সঙ্গে লইয়া যাইবেন। মাঘমাস হইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত পাঁচমাস কাল হবিষ্যান্ন দ্বারা অতিথি-সেবা করিবেন। বানপ্রস্থাশ্রমেও এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তি আছে। কেহ কেহ সদ্যঃসমুপার্জ্জিত খাদ্য ভক্ষণ করেন, কেহ কেহ একমাসোপযোগী খাদ্য সঞ্চয় করেন, কেহ কেহ বা একবর্ষোপযোগী অন্ন সঞ্চয় করেন, আর অপর কেহ কেহ দ্বাদশবর্ষ চলিতে পারে এমন খাদ্যের সংস্থান—অতিথিপূজা ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান নিমিত্ত করিয়া থাকেন। বানপ্রস্থাশ্রমী বর্ষাকালে অনাবৃতস্থানবাসী, হেমন্ত-কালে জলাশ্রয়ী, গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ ও শরৎকালে অমৃত অর্থাৎ যজ্ঞাবশিষ্ট খাদ্য-ভোজী হইবে। ৩২৫—৩৩৬। এতদ্ভিন্ন সতত ভূতলেই শয়নোপবেশনাদি করিবে; অথবা পদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে;—ফলতঃ স্থান আসন ও বসনাদি থাকিলেও যতদূর সম্ভব কঠোরতা দ্বারা দেহশোষণ করিবে। বানপ্রস্থদিগের মধ্যে কেহ কেহ দন্তোলূখলী অর্থাৎ দন্তের সাহায্যেই কেবলমাত্র চর্ব্বণ দ্বারা ভক্ষণ করেন; আর কেহ কেহ অশ্মকুট্ট অর্থাৎ প্রস্তরে নিষ্পেষণ করিয়া তাহাই ভক্ষণ করেন, কেহ কেহ বা শুক্লপক্ষে আর কেহ বা যথাসম্ভব কৃষ্ণপক্ষে পক্ব যবাগূমাত্র ভোজন করিয়া থাকেন। বৈখানসব্রতধারী কেহ মূলদ্বারা, কেহ ফলদ্বারা, আর কোন কোন দৃঢ়ব্রত ব্যক্তি কেবলমাত্র জলদ্বারাই জীবনযাপন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সেই সমস্ত মনস্বী বনবাসীদিগের এই সকল এবং আরও নানারূপ দীক্ষা বিহিত

বানপ্রস্থো গৃহস্থশ্চ সততোহস্তপ্রবর্ত্তনে।
তস্মিন্নেব যুগে তাত বিপ্রৈঃ সর্ব্বার্থদর্শিভিঃ॥
অগস্ত্যশ্চ সপ্তর্ষয়ো মধুচ্ছন্দো গবেষণঃ।
সাঙ্কৃতিঃ সদিবো ভাণ্ডির্যবপ্রোথো হ্যথর্ব্বণঃ॥
অহোবীর্য্যস্তথা কাম্যঃ স্থাণুর্মেধাতিথির্বুধঃ।
মনোবাকঃ শিনীবাকঃ শূন্যপালোহকৃতব্রণঃ॥
এতে কর্ম্মসু বিত্তাংসস্ততঃ স্বর্গমুপাগমন্।
এতে প্রত্যক্ষধর্ম্মাণস্তথা যাযাবরা গণাঃ॥৩৪৪
ঋষীণামুগ্রতপসাং ধর্ম্মনৈপুণ্যদর্শিনাম্।
সুরেশ্বরং সমারাধ্য ব্রাহ্মণা বনমাশ্রিতাঃ॥৩৪৫
অপাস্তোপরতা মায়াং ব্রাহ্মণা বনমাশ্রিতাঃ।
অনক্ষত্রাস্তথাধৃষ্যা দৃশ্যন্তে প্রোষিতা গণাঃ॥
জরয়া তু পরিদ্যূনা ব্যাধিনা পরিপীড়িতাঃ।
চতুর্থং ত্বাশ্রমং শেষং বানপ্রস্থাশ্রমাদ্যযুঃ॥৩৪৭

সদ্যস্কারী সুনির্বাপ্য সর্ব্ববেদান্ সদক্ষিণান্।
আত্মযাজী সৌম্যমতিরাত্মক্রীড়াত্মসংশ্রয়ঃ॥৩৪৮
আত্মন্যগ্নিং সমাধায় ত্যক্ত্বা সর্ব্বপরিগ্রহম্।
সদ্যস্কশ্চ যজেদ্যজ্ঞানিষ্টিশ্চৈবেহ সর্ব্বদা॥৩৪৯
সদৈব যাজিনাং যজ্ঞানাত্মনীজ্যা প্রবর্ত্ততে।
ত্রীনেবাগ্নীংস্ত্যজেৎ সম্যগাত্মন্যেবাত্মনা কণাৎ
প্রাপ্নুয়াদ্যেন বা যচ্চ তৎপ্রাশ্নীয়াদকুৎসয়ন্।
কেশলোমনখান্যস্যেৎ বানপ্রস্থাশ্রমে রতঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং সদ্যঃ পূতো গচ্ছতি কর্ম্মভিঃ।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো যো দত্ত্বা প্রব্রজেদ্দ্বিজঃ।
লোকাস্তেজোময়াস্তস্য প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে।
সুশীলবৃত্তো ব্যপনীতকল্মষো
নচেহ নামুত্র চ রন্তুমীহতে।

আছে। চতুর্থ ধর্ম্ম উপনিষৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান—সর্ব্ব সাধারণেরই বিহিত। ৩৩৭—৩৪০। হে তাত! সেই যুগে সর্ব্বার্থদর্শী বিপ্রগণ বানপ্রস্থ ও গৃহস্থকে নিজেরা উপবৃংহিত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস আশ্রমস্থ জনগণের জীবিকার সহায় করিয়াছেন। অগস্ত্য, সপ্তর্ষি, মধুচ্ছন্দঃ, গবেষন, সদিব, ভাণ্ডি, যবপ্রোথ, অথর্ব্বণ, অহোবীর্য্য, কাম্য, স্থাণু, মেধাতিথি, বুধ, মনোবাক, শিনীবাক, শূন্যপাল, অকৃতব্রণ, কর্ম্মকাণ্ডে সুপণ্ডিত এই সমস্ত মহর্ষিরা তারপর ক্রমে স্বর্গবাসী হইয়াছেন। ধর্ম্মনৈপুণ্যদর্শী উগ্রতপা ঋষিদিগের মধ্যে প্রত্যক্ষ ধর্ম্মাচারী এই সকল মহর্ষি, আর যাযাবরগণ সকল, আর ব্রাহ্মণগণ, ইহাঁরা সকলে বনাশ্রয়ে থাকিয়া সুরেশ্বরের আরাধনা করেন এবং তাহারই ফলে ক্রমে মায়াকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উপরত হইয়াছেন। সেই বনাশ্রয়ী ব্রাহ্মণগণ বিষয়োপরতি নিবন্ধন নিয়ত ব্রহ্মভাবাপন্ন থাকা জন্য তিথি-নক্ষত্র-বিচারাতীত ও সাংসারিক সুখ-দুঃখ দ্বারা অনাক্রমণীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন; ক্রমে বন-প্রবাসে বয়োবৃদ্ধিবশে জরাদ্বারা আক্রান্ত ও ব্যাধি দ্বারা নিগৃহীত হইয়া সেই সকল বনবাসী ঋষিরা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেন। সর্ব্বদেবার্চ্চনা ও সর্ব্ব যজ্ঞদক্ষিণান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আত্মাতেই অগ্নি সমাধানপূর্ব্বক সর্ব্ব পরিগ্রহ-বর্জ্জী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তিনি আত্মযাজী আত্মরতি আত্মসংশ্রয় আত্মক্রীড় ও সদ্যঃ-সঞ্চয়ী হইবেন। বানপ্রস্থাশ্রমী মানবও সদ্যঃসঞ্চয়ী হইয়া যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনা সর্ব্বদাই করিবেন। যাহারা সদা যজন করেন, তাঁহাদের আত্মাতেই ইজ্যা প্রবৃত্ত হয়। তখন তিনি অগ্নিত্রয় পরিহারপূর্ব্বক আত্মাতেই আত্মানন্দ লাভে সমর্থ হন। যাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সেই পরম বস্তুর বিষয় জানা যায়, তাহাকে—সে নীচ জন হইলেও তৎপ্রতি কিছুমাত্র অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়া সাদরে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিবে। বানপ্রস্থাশ্রমরত মানব কেশ লোম ও নখ ধারণ করিবে। ৩৪১—৩৫১। মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা পবিত্র হইয়া সদ্যই আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিয়া থাকে। যে দ্বিজ সর্ব্বভূতকে অভয় দানপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, মরণান্তে তিনি তৈজস লোকে অনন্ত কাল বাস করিতে পারেন। সুশীল সদ্বৃত্ত নিষ্পাপ ইহ-পরলোকে

অরোষমোহো গতসন্ধিবিগ্রহঃ
স চেন্নদাসীনবদাত্মচিন্তয়া ॥ ৩৫৩
যমেষু চৈবাস্তগতেষু চাব্যথঃ
স্বশাস্ত্রশূন্যো হৃদি নাত্মবিভ্রমঃ।
ভবেদযত্নৈগতিরাত্মযাজিনী
নিঃসংশয়ো ধর্ম্মপরো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৫৪
অতঃপরং শ্রেষ্ঠমতীব সদ্গুণৈ-
রধিষ্ঠিতং ত্রীনতিবর্ত্ত্য চাশ্রমান্।
চতুর্থমুক্তং পরমাশ্রমং শৃণু
প্রকীর্ত্ত্যমানং পরমং পরায়ণম্ ॥ ৩৫৫
প্রাপ্য সংস্কারমেতাভ্যামাশ্রমাভ্যাং ততঃ পরম্
যৎকার্য্যং পরমাত্মার্থং তত্ত্বমেকমনাঃ শৃণু ॥৩৫৬
কাষায়ং ধারয়িত্বা তু শ্রেণীস্থানেষু চ ত্রিষু।
যো ব্রজেচ্চ পরং স্থানং পারিব্রাজ্যমনুত্তমম্ ॥
তদ্ভাবনেন সন্ন্যস্য বর্ত্তনং শ্রূয়তাং তথা।
এক এব চরেদ্ধর্ম্মং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্ ॥ ৩৫৮
একশ্চরতি যঃ পশ্যন্ন জহাতি ন হীয়তে।
অনগ্নিরনিকেতশ্চ গ্রামং ভিক্ষার্থমাশ্রয়েৎ ॥৩৫৯
অশ্বস্তনবিধানঃ স্যান্মুনির্ভাবসমন্বিতঃ।
লঘ্বাশী নিয়তাহারঃ সকৃদন্নং নিষেবয়েৎ ॥ ৩৬০
কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
উপেক্ষা সর্ব্বভূতানামেতাবদ্ভিক্ষুলক্ষণম্ ॥ ৩৬১
যস্মিন্ বাচঃ প্রবিশন্তি কূপে প্রাপ্তা মৃতা ইব।
ন বক্তারং পুনর্যান্তি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥
নৈব পশ্যেন্ন শৃণুয়াদবাচ্যং জাতু কস্যচিৎ।
ব্রাহ্মণানাং বিশেষেণ নৈতদ্ব্রূয়াৎ কথঞ্চন ॥ ৩৬৩
যদ্ব্রাহ্মণস্যানুকূলং তদেব সততং বদেৎ।
তূষ্ণীমাসীত নিন্দায়াং কুর্ব্বন্ ভৈষজ্যমাত্মনঃ ॥

রতি... া, অরোষ, নির্ম্মোহ, বিবাদ বা মিলনে রুচিরহিত, আত্মচিন্তায় বিষয়োদাসীন, আত্মবৃত্তি সংযমে বা পরবৃত্তি সংযমে দুঃখবোধরহিত, এবং হৃদয়ে আত্মবিভ্রমরাহিত্য নিবন্ধন "ইহা স্বশাস্ত্র, উহা পরশাস্ত্র" ইত্যাকার ভেদবুদ্ধির অভাবহেতু তত্তৎ শাস্ত্রের অনধীন, নিঃসংশয়, ধর্ম্মপর, জিতেন্দ্রিয় এবং আত্মযাজী হইয়া তিনি সুখদুঃখাগমে অবিচালিত থাকিবেন। অতঃপর তিনি আশ্রমত্রয়ের পরবর্ত্তী অতীব শ্রেষ্ঠ সদ্গুণাধিষ্ঠান পরপুরুষের প্রাপ্তিকামী জনগণের পরমাবলম্বন সর্ব্বোত্তম চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবেন। সেই সন্ন্যাসের বিবরণ আমি যাহা কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমবিধি প্রতিপালন করিয়া তাহার ফলে ব্রহ্মবিষয়ক সংস্কার লাভান্তে পরমাত্মপ্রাপ্তি নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি একমনে শুন। তদর্থে তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন শ্রেণীতে আর ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম স্থানে—সর্ব্বদা কাষায় বসন পরিধানপূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাস অবলম্বনে নিরন্তর ব্রহ্মভাবনায় সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া যে ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা শুন। তিনি সিদ্ধিলাভার্থ নিঃসহায়ে একাকীই ধর্ম্মাচরণ করিবেন। যিনি ব্রহ্মদৃষ্টি সহকারে একাকী বিচরণ করেন, তিনি কদাচ ব্রহ্ম হইতে চ্যুত হন না, কিম্বা ব্রহ্মও তাঁহার অন্তর হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি অগ্নি ও নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার্থ গ্রাম আশ্রয় করিবেন। তিনি ব্রহ্মভাবে ভাবুক ও মুনি হইবেন আর পরদিনের জন্যও কিছুমাত্র সঞ্চয় করিবেন না। একবার মাত্র আহার করিবেন পরন্তু লঘুভোজী হইবেন এবং ক্রমশঃ আহারসংযমে যত্ন করিবেন। ৩৫২—৩৬০। কপাল ধারণ, বৃক্ষমূলে বাস, কুবসন ব্যবহার, একাকী অবস্থান ও সর্ব্বভূতে উপেক্ষা এইগুলি ভিক্ষুর লক্ষণ। কূপ পতিত মৃত ব্যক্তির ন্যায় যাহাতে বাক্য সকল প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় বক্তাদিগের নিকট প্রতিগমনে সমর্থ হয় না, তিনিই কৈবল্যকর চতুর্থাশ্রমে বাস করিবার যোগ্য। কেহ কোন অবাচ্য বলিলে বা অকার্য্য করিলেও তিনি তাহা শুনিবেন না বা দেখিবেন না। বিশেষতঃ সেই অকার্য্য বা অবাচ্যের কর্ত্তা ব্রাহ্মণ হইলে সর্ব্বদা তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিবেন। যাহা ব্রাহ্মণগণের অনুকূল সতত তাহাই

যেন পূর্ণমিবাকাশং ভবত্যেকেন সর্ব্বদা।
শূন্যং যেন সমাকীর্ণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
যেন কেন চিদাচ্ছিন্নো যেন কেন চিদাশিতঃ।
যত্র ক্বচনশায়ী চ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৩৬৬
অহেরিব জনাদ্ভীতঃ সুহৃদো নরকাদিব।
কুণপাদিব নারীভ্যস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
ন হৃষ্যেত বিষীদেত মানিতোঽমানিতস্তথা।
সর্ব্বভূতেষভয়দস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৩৬৮
নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব নিরীক্ষেত নির্দ্দেশং কৃষকো যথা॥
অনভ্যাহতচিত্তশ্চ দান্তশ্চাহতধীস্তথা।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যোঽনরো গচ্ছেত্ততো দিবম্
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো ভূতানামভয়ং যতঃ।
তস্য দেহবিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন॥৩৭১
যথা নাগপদেহন্যানি পদানি পদগামিনাম্।
সর্ব্বাণ্যেবাবলীয়ন্তে তথা জ্ঞানানি চেতসি॥
এবং সর্ব্বমহিংসায়াং ধর্ম্মোঽর্থশ্চ মহীপতে।
মৃতঃ স নিত্যং ভবতি যোঽহিংসাং প্রতিপদ্যতে
অহিংসকস্ততঃ সম্যগ্ ধৃতিমান্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
শরণ্যঃ সর্ব্বভূতানাং গতিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্।
এবং প্রজ্ঞানতৃপ্তস্য নির্ভয়স্য মনীষিণঃ।
ন মৃত্যুরধিকো ভাবঃ সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।
বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গেভ্যো মুনিরাকাশবৎ স্থিতঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়করঃ শান্তস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৩৭৬
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মো রত্যর্থমেব চ।
অহোরাত্রাদি পুণ্যার্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ
নিবারিতসমারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্।
অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ

বলিবেন; আর ব্রাহ্মণের নিন্দাস্থলে চুপ করিয়া থাকিবেন; কারণ এইরূপ করাই তাঁহার ভবব্যাধিনাশের ঔষধসেবা স্বরূপ। একক হইলেও যাহা দ্বারা শূন্য আকাশ সর্ব্বদা পূর্ণ সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়, দেবতারা তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন। যিনি যে-কোন ব্যক্তি দ্বারা উৎপীড়িত অথবা ভোজনাদি দ্বারা অনুগৃহীত এবং যে-কোন স্থানে শয়ন করিয়া প্রীত হন, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলেন। যিনি জনগণকে সর্পবৎ, সুহৃদ্‌গণকে নরকবৎ ও নারীগণকে কুণপবৎ অনিষ্টকর বোধে পরিহার করেন, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি মানিত বা বিমানিত হইয়া হৃষ্ট বা দুঃখিত হন না, পরন্তু সর্ব্বভূতেই অভয় দান করেন, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। তিনি জীবনের বা মরণের অভিনন্দন করিবেন না, কিন্তু কৃষকের ন্যায় কেবলমাত্র বিধি-নির্দ্দিষ্ট কালেরই প্রতীক্ষা করিবেন।—৩৭০। যে মনুষ্যের চিত্ত বিষয় দ্বারা অভ্যাহত ও বুদ্ধি বিহত না হয়, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরে স্বর্গে গমন করেন। যিনি সর্ব্বভূতে অভয় দেন, আর যাঁহা হইতে সর্ব্বভূত অভয় প্রাপ্ত হয়, তিনি দেহবিমুক্ত হইলে কাহারও নিকট হইতেই তাঁহার ভয় থাকে না। হস্তীর পদচিহ্নে যেমন অপর সমস্ত পদচিহ্নই বিলীন হয়, তদ্রূপ সমস্ত অজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞের চিত্তে বিলীন হইয়া যায়। রাজন্! অহিংসায়ও এইরূপ সর্ব্বধর্ম্ম ও অর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে; যে অহিংসা অবলম্বন করে সে মরণান্তে ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। অতএব অহিংসক, ধৃতিমান্, সম্যক্ নিয়তেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতের আশ্রয়দাতা হইয়া সেই ব্রাহ্মণ সর্ব্বোত্তমা গতি লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানে পরিতৃপ্ত নির্ভয় মনীষীর মৃত্যু কোনও নূতন ভাবান্তরের জনক হয় না, পরন্তু তিনি অমৃতত্বই লাভ করেন। যিনি সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত ও মুনি হইয়া আকাশবৎ সর্ব্বভূতের মিত্ররূপে অবস্থান করেন, সেই শান্ত ব্যক্তি বিষ্ণুর প্রিয়কারী; দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যাঁহার জীবন ধর্ম্মার্থ, ধর্ম্ম যাঁহার আনন্দার্থ, আর অহোরাত্র যাঁহার পুণ্যার্থ—দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যাঁহার কোন কার্য্যেই সমারোহ নাই, যিনি কাহাকেও নমস্কার বা স্তুতি করেন না, যাঁহার

সর্ব্বাণি ভূতানি সুখং রমন্তে
সর্ব্বাণি দুঃখানি ভৃশংভবন্তি।
তেষাং ভবোৎপাদনজা ন খেদাঃ
কুর্য্যাত্তু কর্ম্মাণি চ শ্রদ্দধানাঃ ॥ ৩৭৯
দানং হি ভূতাভয়দক্ষিণায়াঃ
সর্ব্বাণি দানান্যধিতিষ্ঠতীহ।
তৈক্ষ্ণ্যা তন্নং যঃ প্রথমং জুহোতি
সোঽনন্তমাপ্নোত্যভয়ং প্রজাভ্যঃ ॥ ৩৮০
উত্তানমাস্যেন হবির্জুহোতি
অনন্তমাপ্নোত্যভিতঃ প্রতিষ্ঠাম্।
তস্যাঙ্গসঙ্গাদভি নিষ্কৃতঞ্চ
বৈশ্বানরং সর্ব্বমিদং প্রপেদে ॥ ৩৮১
প্রাদেশমাত্রং হৃদভিশ্রুতং যৎ
তস্মিন্ প্রাণেনাত্মযাজী জুহোতি।
তস্যাগ্নিহোত্রে হুতমাত্মসংস্থং
সর্ব্বেষু লোকেষু সদৈবতেষু ॥ ৩৮২
দেবং বিধাতুং ত্রিবৃতং সুবর্ণং
যে বৈ বিদুস্তং পরমার্থভূতম্।
তে সর্ব্বভূতেষু মহীয়মানা
দেবাঃ সমর্থা অমৃতং ব্রজন্তি ॥ ৩৮৩
বেদাংশ্চ বেদ্যঞ্চ বিধিঞ্চ কৃৎস্ন-
মথো নিরুক্তং পরমার্থতাঞ্চ।
সর্ব্বং শরীরাত্মনি যঃ প্রবেদ
তস্যাভি সর্ব্বে প্রচরন্তি নিত্যম্ ॥ ৩৮৪
ভূমাবসক্তং দিবি চাপ্রমেয়ং
হিরণ্ময়ং তঞ্চ স মণ্ডলান্তে।
প্রদক্ষিণং দক্ষিণমন্তরিক্ষে
যো বেদ নাপ্যাত্মনি দীপ্তরশ্মিঃ ॥৩৮৫
আবর্ত্তমানঞ্চ বিবর্ত্তমানং
ষণ্নেমি যদ্দ্বাদশারং ত্রিপর্ব্ব।
যস্যেদমাস্যং পরিপাতি বিশ্বং
তৎকালচক্রং নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৩৮৬
যতঃ প্রসাদং জগতঃ শরীরং
সর্ব্বাংশ্চ লোকানধিগচ্ছতীহ।

জ্ঞান অক্ষীণ বিত্ত কর্ম্ম ক্ষীণ—দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে বৈধকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহাদিগকে পাইয়া সর্ব্বভূত সুখী হয় এবং যাঁহারা সমস্ত দুঃখ অক্লেশেই অনুভব করেন, তাঁহাদিগের পুনর্জ্জন্মজনিত খেদ কদাচ হয় না। ভূতগণের প্রতি অভয়দান সর্ব্বদানকেই অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। ক্রুদ্ধ হইলে প্রথমেই যিনি প্রজাগণের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, তিনি অনন্ত কালের নিমিত্তই অভয়পদ প্রাপ্ত হন। যিনি উত্তান-শায়ী হইয়া হৃদয়স্থ ব্রহ্মাগ্নিতে মুখপথেই হবিঃ হোম করেন, তিনি সর্ব্বতঃ অনন্ত প্রতিষ্ঠা-ভাজন হন। এই জগৎ তদীয় অঙ্গসঙ্গপূত বলিয়াই বৈশ্বানরকে প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকে। যাহা হৃদয়ে প্রাদেশমাত্ররূপে বিরাজ-মান সেই প্রাণেই আত্মযাজী ব্যক্তি হোম করিয়া থাকেন। সদৈবত সর্ব্বলোক মধ্যে তাঁহারই অগ্নিহোত্র-হোম আত্মসংস্থ। যাঁহারা আপনাকে সেই মহাযশাঃ ত্রিবৃৎপদবাচ্য পরমার্থ দেব স্বরূপে পরিণত করিতে কামনা করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূত মধ্যে লব্ধকাম ও সম্মানিত হইয়া শেষে অমৃতপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেদ, বেদ্য, বিধি, সমস্ত নিরুক্ত ও পরমার্থতত্ত্ব যিনি নিজ শরীরে নিজ আত্মায়ই অবগত হন, সমস্তই তাঁহার নিয়ত অনুকূল হইয়া থাকে। যিনি ভূতলে অনাসক্ত, দ্যুলোকে অপ্রমেয়, এবং জগ-ন্মণ্ডলের অন্তর্ভাগে যিনি হিরণ্ময় পুরুষ, আর যিনি অন্তরীক্ষে দক্ষিণে ও বামে অথচ আত্মাতে থাকিয়াও যেন নাই, এমন দীপ্তরশ্মি পরম বস্তুকে যিনি জানেন; যাহা অচেতন, বিবর্ত্তনযুক্ত, ছয়টী নেমিসমন্বিত, যাহার দ্বাদশটী অর, তিনটী পর্ব্ব, যাহার মুখভাগ এই বিশ্বের পালন করে, সেই কালচক্র তাদৃশ জ্ঞানী জনের বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত রহি-য়াছে। ৩৭৯—৩৮৬। এতাদৃশ মহাজনের নিকট জগতের সমস্ত প্রাণীই প্রসাদ লাভ করে, এবং দেবতারাও তাঁহার নিকট

তস্মিন্ হি সন্তর্পয়তীহ দেবান্
স বৈ বিমুক্তো ভবতীহ নিত্যম্ ॥ ৩৮৭
তেজোময়ো নিত্যমতঃ পুরাণো
লোকে ভবত্যর্থভয়াদুপৈতি।
ভূতানি যস্মান্ন ভয়ং ব্রজন্তি
ভূতেভ্যো যো নোদ্বিজতে কদাচিৎ ॥ ৩৮৮
অগর্হণীয়ো ন চ গর্হতেঽন্যান্
স বৈ বিপ্রঃ প্রবরং স্বাত্মনীক্ষেৎ।
বিনীতমোহোঽপ্যপনীতকল্মষো
ন চেহ নামুত্র চ যোঽর্থমৃচ্ছতি ॥ ৩৮৯
অরোষমোহঃ সমলোষ্টকাঞ্চনঃ
প্রহীণশোকো গতসন্ধিবিগ্রহঃ।
অপেতনিন্দাস্তুতিরপ্রিয়াপ্রিয়-
শ্চরন্নুদাসীনবদেব ভিক্ষুঃ ॥ ৩৯০

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ক্ষেত্র-
বাসমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চদশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সম্যক্ তৃপ্তি প্রাপ্ত হন; তিনিও স্বয়ং বিমুক্ত সেই নিত্য পরমাত্মায় বিলীন হইয়া থাকেন। যিনি তেজোময়, নিত্যাভিমত, পুরাণ, মুক্তিলাভার্থ সাধারণ লোকেরা যাঁহার আশ্রয় লয়, ভূতনিচয় যাঁহার নিকট ভয় পায় না, যিনি নিজেও ভূতবর্গের নিকট হইতে কদাচ উদ্বিগ্ন হন না, অনিন্দনীয়, অপরের নিন্দা করেন না, নির্ম্মোহ, নিষ্পাপ, ইহ পর কোন কালেই যিনি কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, রোষরহিত, মোহশূন্য, লোষ্টকাঞ্চনে সম-জ্ঞানী, শোকবিরহিত ও মিত্রতা বা শত্রুতা করিতে যিনি অনিচ্ছুক, যিনি কাহারও নিন্দা বা স্তুতি করেন না, যাঁহার প্রিয়াপ্রিয় নাই এবং যিনি সর্ব্বথা উদাসীনবৎ বিচরণ করিয়া কালাতিপাত করেন; সেই ভিক্ষু সন্ন্যাসী নিজ আত্মাতেই সেই পরম পদার্থ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।৩৮৭—৩৯০

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।১৫।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

যদেতৎ কথিতং ব্রহ্মংস্তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
কমলস্যাভিপাতেন তীর্থং জাতং ধরাতলে।১
তত্রস্থেন ভগবতা বিষ্ণুনা শঙ্করেণ চ।
যৎ কৃতং মুনিশার্দ্দুল তৎসর্ব্বং পরিকীর্ত্তয়॥২
কথং যজ্ঞো হি দেবেন বিষ্ণুনা তত্র কারিতঃ।
কে সদস্যা ঋত্বিজশ্চ ব্রাহ্মণাঃ কে সমাগতাঃ।৩
কে ভাগাস্তস্য যজ্ঞস্য কিং দ্রব্যং কা চ দক্ষিণা
কা বেদী কিং প্রমাণঞ্চ কৃতং তত্র বিরিঞ্চিনা॥৪
যো যাজ্যঃ সর্ব্বদেবানাং বেদৈঃ সর্ব্বত্র পঠ্যতে
কঞ্চ কামমভিধ্যায়ন্ বেধা যজ্ঞং চকার হ।৫
যথাসৌ দেবদেবেশো হ্যজরশ্চামরশ্চ হ।
তথা চৈবাক্ষয়ঃ স্বর্গস্তস্য দেবস্য দৃশ্যতে॥৬
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং দত্তঃ স্বর্গো মহাত্মনা।

ষোড়শ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার কমল-পতনে ধরাতলে যে তীর্থ উৎপন্ন হইয়াছিল, আপনি এই যে তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, ঐ তীর্থে থাকিয়া বিষ্ণু এবং শঙ্কর পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিলেন, হে মুনিবর! তৎ-সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ বিরিঞ্চি দেব কিরূপে তথায় যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন? তাঁহার যজ্ঞে কে কে সদস্য এবং ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন? কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করিয়াছিলেন? উক্ত যজ্ঞে কি কি ভাগ কল্পিত, কিরূপ দ্রব্য সম্ভার এবং কিরূপ দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল? ঐ যজ্ঞের বেদী কিপ্রমাণের ও কিরূপ করা হইয়াছিল? যিনি সর্ব্বদেবের যাজ্য এবং বেদসমূহের সদা স্তুত্য, সেই বিধাতা কি কামনা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন? ঐ দেবদেব যেরূপ অজর এবং অমর, সেইরূপ তাঁহার স্বর্গবাসও অক্ষয় দৃষ্ট হয়।১—৬ ঐ মহাত্মা দেব অন্য দেবগণকে স্বর্গ দান করিয়াছেন।

অগ্নিহোত্রার্থমুৎপন্না বেদা ওষধয়স্তথা ॥ ৭
যে চান্যে পশবো ভূমৌ সর্ব্বে তে যজ্ঞকারণাৎ
সৃষ্টা ভগবতানেন ইত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥৮
তদত্র কৌতুকং মহৎ শ্রুত্বেদং তব ভাষিতম্ ।
যং কামমধিকৃত্যৈকং যৎ ফলং যাঞ্চ ভাবনাম্
কৃতশ্চানেন বৈ যজ্ঞঃ সর্ব্বং শংসিতুমর্হসি ॥৯
শতরূপা চ যা নারী সাবিত্রী সা হিহোচ্যতে ।
ভার্য্যা সা ব্রহ্মণঃ প্রোক্তা ঋষীণাং জননী
চ সা ॥ ১০
পুলস্ত্যাদ্যান্মুনীন্ সপ্ত দক্ষাদ্যাংস্ত প্রজাপতীন্
স্বায়ম্ভুবাদীংশ্চ মনূন্ সাবিত্রী সমজীজনৎ ॥ ১১
ধর্ম্মপত্নীন্তু তাং ব্রহ্মা পুত্রিণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়ঃ ।
পতিব্রতাং মহাভাগাং সুব্রতাং চারুহাসিনীম্
কথং সতীং পরিত্যজ্য ভার্য্যামন্যামবিন্দত ॥ ১৩
কিংনাম্নী কিংসমাচারা কস্য সা তনয়া বিভোঃ
ক্ব সা দৃষ্টা হি দেবেন কেন চাস্য প্রদর্শিতা ॥১৪
কিংরূপা সা তু দেবেশী দৃষ্টা চিত্তবিমোহিনী ।
যান্তু দৃষ্ট্বা স দেবেশঃ কামস্য বশমেয়িবান্ ॥ ১৫
বর্ণতো রূপতশ্চৈব সাবিত্র্যাস্ত্বধিকা মুনে ।
যা মোহিতবতী দেবং সর্ব্বলোকেশ্বরং বিভুম্ ॥
যথা গৃহীতবান্ দেবো নারীং তাং
লোকসুন্দরীম্ ।
যথা প্রবৃত্তো যজ্ঞোঽসৌ তথা সর্ব্বং প্রকীর্ত্তয় ॥
তাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণঃ পার্শ্বে সাবিত্রী কিং চকার হ
সাবিত্র্যাস্তু তদা ব্রহ্মা কান্তু বৃত্তিমবর্ত্তত ॥ ১৮
সন্নিধৌ কানি বাক্যানি সাবিত্রী ব্রহ্মণা তদা ।
উক্তাপ্যুক্তবতী ভূয়ঃ সর্ব্বং শংসিতুমর্হসি ॥১৯
কিং কৃতং তত্র যুষ্মাভিঃ কোপো বাথ
ক্ষমাপি বা ।
যৎ কৃতং তত্র যদ্দৃষ্টং যত্তবোক্তং ময়া ত্বিহ ॥২০
বিস্তরেণেহ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পরমেষ্ঠিনঃ ।

বেদ এবং ওষধি সকল অগ্নিহোত্রার্থই উৎপন্ন হইয়াছে। ভূতলে অন্য যে কিছু পশু আছে, ঐ ভগবান্ তৎসমুদায়কে যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই ত বৈদিকী শ্রুতি আছে। পরন্তু আপনার কথা শুনিয়া আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। অতএব ঐ ভগবান্ বিধাতা যেরূপ কামনায়, যে ফল আকাঙ্ক্ষায়—যে অভিপ্রায়ে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা আমূলতঃ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। শতরূপা নামে যে নারী ছিলেন, তিনিই সাবিত্রী নামে অভিহিতা। এই সাবিত্রী ব্রহ্মার ভার্য্যা এবং ঋষিগণের জননী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা। ইনি পুলস্ত্যাদি মুনিগণকে দক্ষাদি প্রজাপতিগণকে এবং স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপ্রিয় ব্রহ্মা এই পুত্রবতী, পতিব্রতা, মহাভাগা, সুব্রতা, চারু-হাসিনী, ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিলেন? তাঁহার সেই ভার্য্যার নাম ও বৃত্তান্ত কি? তিনি কাহার তনয়া? কোথায় কিরূপে দেবদেব তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন? কে তাঁহাকে দেখাইল? সেই দেবেশী কিরূপ রূপবতী? কিরূপে তিনি ব্রহ্মার চিত্তবিমোহন করিলেন যে, ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া কামের বশীভূত হইয়া পড়িলেন? হে মুনে! তিনি রূপে এবং গুণে নিশ্চয়ই সাবিত্রী অপেক্ষা অধিক, যেহেতু সর্ব্বলোকেশ্বর প্রভুকেও তিনি মোহিত করিয়াছিলেন। সেই লোকসুন্দরী নারীকে ব্রহ্মা যেরূপে গ্রহণ করিলেন এবং যেরূপে তাঁহার যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইল, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। সাবিত্রী সেই নূতন ভার্য্যাকে ব্রহ্মার পার্শ্বে দেখিয়া কি করিয়া-ছিলেন? ব্রহ্মাই বা সাবিত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? সাবিত্রীকে কি কি বাক্য বলিয়াছিলেন? সাবিত্রীই বা তাহার কিরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন? তাহা সমস্তই আমার নিকট বলুন। আপনারাই বা তথায় তখন কি করিলেন? ক্রোধ বা ক্ষমা যাহাই করিয়াছিলেন এবং যাহাই দেখিয়াছিলেন, আর আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, সমস্তই বিস্তৃতরূপে বলুন। সেই পরমেষ্ঠীর সর্ব্বকর্ম্ম এবং তদনু-

শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষেণ বিধের্যজ্ঞবিধিঃ পরম্ ॥
কর্ম্মণামানুপূর্ব্ব্যঞ্চ প্রারম্ভো হোত্রমেব চ।
হোতুর্ভক্ষো যথার্চ্চাপি প্রথমা কস্য কারিতা ॥২২
কথঞ্চ ভগবান্ বিষ্ণুঃ সাহায্যং কেন কীদৃশম্।
অমরৈর্ব্বা কৃতং যচ্চ তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২৩
দেবলোকং পরিত্যজ্য কথং মর্ত্ত্যমুপাগতঃ।
গার্হপত্যঞ্চ বিধিনা অন্বাহার্য্যঞ্চ দক্ষিণম্ । ২৪
অগ্নিমাহবনীয়ঞ্চ বেদীঞ্চৈব তথা স্রুবম্।
প্রোক্ষণীয়ং স্রুচঞ্চৈব আবভৃথ্যং তথৈব চ ॥২৫
অগ্নীংস্ত্রীংশ্চ যথা চক্রে হব্যভাগবহান্ হি বৈ।
হব্যাদাংশ্চ সুরাংশ্চক্রে কব্যাদাংশ্চ পিতৄনপি ॥
ভাগার্থং যজ্ঞবিধিনা যে যজ্ঞা যজ্ঞকর্ম্মণি।
যূপান্ সমিৎ কুশং সোমং পবিত্রং পরিধীনপি
যজ্ঞিয়ানি চ দ্রব্যাণি যথা ব্রহ্মা চকার হ।
বিবভ্রাজ পুরা যশ্চ পারমেষ্ঠ্যেন কর্ম্মণা ॥ ২৮
ক্ষণা নিমেষাঃ কাষ্ঠাশ্চ কলাস্ত্রৈকাল্যমেব চ।
মুহূর্ত্তাস্তিথয়ো মাসা দিনং সংবৎসরস্তথা ॥ ২৯
ঋতবঃ কালযোগাশ্চ প্রমাণং ত্রিবিধং পুরা।
আয়ুঃ ক্ষেত্রাণ্যপচয়ং লক্ষণং রূপসৌষ্ঠবম্ ॥ ৩০
ত্রয়ো বর্ণাস্ত্রয়ো লোকা ত্রৈবিদ্যং পাবকাস্ত্রয়ঃ।
ত্রৈকাল্যং ত্রীণি কর্ম্মাণি ত্রয়ো বর্ণাস্ত্রয়ো গুণাঃ
সৃষ্টা লোকাঃ পরাঃ যষ্টা যে চাপ্যনহন্তেজসা
যা গতির্ধর্ম্মযুক্তানাং যা গতিঃ পাপকর্ম্মণাম্।
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য প্রভবশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
চাতুর্ব্বিদ্যস্য যো বেত্তা চাতুরাশ্রম্যসংশ্রয়ঃ ॥৩১
যঃ পরং শ্রূয়তে জ্যোতির্যঃ পরং শ্রূয়তে তপঃ
যঃ পরং পরতঃ প্রাহ পরং যঃ পরমাত্মবান্ ॥ ৩২
সেতুর্যো লোকসেতূনাং মেধ্যো যো মেধ্য-
কর্ম্মণাম্।
বেদ্যো যো বেদবিদুষাং যঃ প্রভুঃ প্রভবাত্মনাং
অসুভূতশ্চ ভূতানামগ্নিভূতোঽগ্নিবর্চ্চসাম্।
মনুষ্যাণাং মনোভূতস্তপোভূতস্তপস্বিনাম্ ॥৩৩
বিনয়ো নয়বৃত্তীনাং তেজস্তেজস্বিনামপি।
ইত্যেতৎসর্ব্বমখিলান্ সৃজন্ লোকপিতামহঃ।

স্থিত পরম যজ্ঞবিধি আমি সম্পূর্ণরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। কর্ম্মসমূহের আনুপূর্ব্ব্য, ও প্রারম্ভ, হোতার কার্য্য ও ভক্ষ্য, এবং প্রথমে কাহার অর্চ্চনা হইয়াছিল? ভগবান্ বিষ্ণু কিরূপে কাহার দ্বারা কি সাহায্য করিয়াছিলেন? অন্যান্য অমরগণই বা ঐ যজ্ঞে কে কি করিয়াছিলেন? আপনি তাহা বলুন। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে মর্ত্ত্যে আগমন করিলেন? এবং কিরূপে যথাবিধি গার্হপত্য দক্ষিণ ও আহবনীয় এই ত্রিবিধ অগ্নিতে অন্বাহার্য্য সমাপন করেন? এবং কিরূপে বেদী স্রুব প্রোক্ষণীয় স্রুচে আবভৃথ্য ও হব্যভাগবহ অগ্নিত্রয় স্থাপন করিলেন? তিনি কিরূপে সুরগণকে হব্যভোক্তা ও পিতৃগণকে কব্যভোক্তা করিলেন? সেই যজ্ঞকর্ম্মে তৎকর্ত্তৃক ভাগার্থ কত যজ্ঞ কল্পিত হইল? এবং যিনি পূর্ব্বে পারমেষ্ঠ্য কর্ম্মে বিশেষরূপে বিরাজ করিতেন, সেই ব্রহ্মা উক্ত যজ্ঞে যূপ, সমিৎ, কুশ, সোম, পবিত্র, পরিধি ও যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী কিরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন?

ক্ষণ, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, কালত্রয়, মুহূর্ত্ত, তিথিসমূহ মাসসমূহ, দিন, সংবৎসর, ঋতু, কালযোগ, ত্রিবিধপ্রমাণ, আয়ু, ক্ষেত্র, অপচয়, লক্ষণ, রূপসৌষ্ঠব, তিন বর্ণ, তিন লোক, ত্রৈবিদ্য, তিন অগ্নি, ত্রিসন্ধ্যা, তিন কর্ম্ম, তিন বর্ণ, তিনগুণ, পরমোত্তম লোকসকল এবং অন্যান্য মহাপ্রাণদিগকে যে সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিয়াছেন; ধার্ম্মিকগণের যিনি গতি, পাপকর্ম্মাদিগের যিনি আশ্রয়, চাতুর্ব্বর্ণ্যের যিনি প্রভব ও রক্ষক, যিনি চাতুর্ব্বিদ্য-বেত্তা, যিনি চতুরাশ্রমের আশ্রয়, যিনি পরম জ্যোতিঃ ও পরম তপঃ বলিয়া বিশ্রুত, যিনি পরাৎপর, যিনি পরমাত্মবান্, যিনি লোকসেতুসমূহের সেতু, মেধ্যকর্ম্মসমূহের মেধ্য, বেদবিদ্বান্গণের বেদ্য, প্রভবাত্মগণের যিনি প্রভু, যিনি ভূতগণের প্রাণভূত, অগ্নিতেজঃপুঞ্জের অগ্নিভূত, মনুষ্যগণের মনোভূত, ও তপস্বিগণের তপোভূত; যিনি নয়বৃত্তিসমূহের বিনয় এবং তেজস্বিগণের তেজ, এইরূপে যিনি

যজ্ঞাদগতিং কামৈষচ্ছৎ কথং যজ্ঞে মতিঃ কৃতা।
এষ মে সংশয়ো ব্রহ্মন্নেষ মে সংশয়ঃ পরঃ ॥৩৮
আশ্চর্য্যঃ পরমো ব্রহ্মা দেবৈর্দৈত্যৈশ্চ পঠ্যতে।
কর্ম্মণাশ্চর্য্যভূতোঽপি তত্ত্বতঃ স ইহোচ্যতে ॥৩৯

পুলস্ত্য উবাচ।

প্রশ্নভারো মহানেষ ত্বয়োক্তো ব্রহ্মণশ্চ যঃ।
যথাশক্তি তু বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং তৎপরং যশঃ ॥
সহস্রাস্যং সহস্রাক্ষং সহস্রচরণঞ্চ যম্।
সহস্রশ্রবণং চৈব সহস্রকরমব্যয়ম্ ॥ ৪১
সহস্রজিহ্বং সাহস্রং সহস্রপরমং প্রভুম্।
সহস্রদং সহস্রাদিং সহস্রভুজমক্ষয়ম্ ॥ ৪২
হবনং সবনং চৈব হব্যং হোতারমেব চ।
পাত্রাণি চ পবিত্রাণি বেদীং দীক্ষাং চরুং স্রুবম্
স্রুকসোমমবভৃথৈচ্চেব প্রোক্ষণীং দক্ষিণাং ধনম্।
অধ্বর্য্যুং সামগং বিপ্রং সদস্যান্ সদনং সদঃ ॥৪৪
যূপং সমিৎকুশং দর্ব্বী চমসোলূখলানি চ।
প্রাগ্বংশং যজ্ঞভূমিঞ্চ হোতারং বন্ধনঞ্চ যৎ ॥ ৪৫
হ্রস্বাতিপ্রমাণানি প্রমাণস্থাবরাণি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি বাজাশ্চ স্থণ্ডিলানি কুশাস্তথা ॥৪৬
মন্ত্রং যজ্ঞঞ্চ হবনং বহ্নিভাগং ভবঞ্চ যম্।
অগ্রেভুজং হোমভুজং শুভার্চ্চিষমুদায়ুধম্ ॥ ৩৭
আহুর্বেদবিদো বিপ্রা যো যজ্ঞঃ শাশ্বতঃ প্রভুঃ
যাং পৃচ্ছসি মহারাজ পুণ্যাং দিব্যামিমাং
কথাম্ ॥ ৪৮

যদর্থং ভগবান্ ব্রহ্মা ভূমৌ যজ্ঞমথাকরোৎ।
হিতার্থং সুরমর্ত্ত্যানাং লোকানাং প্রভবায় চ ॥
ব্রহ্মাথ কপিলশ্চৈব পরমেষ্ঠী তথৈব চ।
দেবাঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব ত্র্যম্বকশ্চ মহাযশাঃ ॥ ৫০
সনৎকুমারশ্চ মহানুভাবো
মনুর্মহাত্মা ভগবান্ প্রজাপতিঃ।
পুরাণদেবোঽথ তথা প্রচক্রে
প্রদীপ্তবৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ ॥ ৫১
পুরা কমলজাতস্য স্বপতস্তস্য কোটরে।
পুষ্করে যত্র সম্ভূতা দেবা ঋষিগণাস্তথা ॥ ৫২
এষ পৌষ্করকো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
পুরাণং কথ্যতে যত্র বেদস্মৃতিসুসংহিতম্ ॥ ৫৩

অখিল চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই লোক-পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ হইতে কিরূপ গতিলাভের ইচ্ছা করিয়াছিলেন? কি জন্য তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানের মতি হইয়াছিল? হে ব্রহ্মন্! ইহাই আমার সংশয়—শুধু সংশয় নহে, পরম সংশয়। দেব ও দৈত্যগণ ব্রহ্মাকে পরমাশ্চর্য্যরূপে কীর্ত্তন করেন। তিনি কর্ম্মদ্বারা আশ্চর্য্যভূত এবং তত্ত্ববিচারেও, তিনি আশ্চর্য্যরূপেই কীর্ত্তিত। ৭—৩৯। পুলস্ত্য কহিলেন,—তুমি ব্রহ্মবিষয়ক এই যে মহান্ প্রশ্নভারের অবতারণা করিলে, আমি যথাশক্তি তাহার উত্তর কহিতেছি, তুমি সেই পরম যশোবার্ত্তা শ্রবণ কর। যিনি সহস্রাস্য সহস্রাক্ষ সহস্রচরণ সহস্রকর সহস্রজিহ্ব সহস্রপরম সহস্র অব্যয় প্রভু সহস্রদ সহস্রাদি সহস্রভুজ ও অক্ষয়, যিনি হবন সবন হব্য হোতা পাত্র পবিত্র বেদি দীক্ষা চরু স্রুব স্রুক্ সোম অবভৃৎ প্রোক্ষণী দাক্ষিণা ধন অধ্বর্য্যু সামগ ব্রহ্মা সদস্য সদন সদ যূপ সমিধ কুশ দর্ব্বী চমস উলূখল প্রাগ্বংশ যজ্ঞভূমি হোতা ও বন্ধন, আর যাঁহাকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ পরিমাণসাধক বৃক্ষ, প্রায়শ্চিত্ত বাজ স্থণ্ডিল কুশ মন্ত্র যজ্ঞ হবন বহ্নিভাগ ভব চয় অগ্রেভুক্ হোমভুক্ শুভার্চ্চি উদায়ুধ ইত্যাদি নামে বেদবিদ্ বিপ্রগণ উল্লেখ করেন,—হে মহারাজ! আপনি যে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই যজ্ঞই শাশ্বতপ্রভু; সেই যজ্ঞ সম্বন্ধেই এই পুণ্যা দিব্যা কথা প্রচলিত হইয়াছে। দেবতা সপ্তর্ষি মহাযশা ত্র্যম্বক, মহানুভাব সনৎকুমার, মহাত্মা মনু, এবং প্রদীপ্তাগ্নিসমতেজা ভগবান্ পুরাণদেব প্রজাপতি যেভাবে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি।৪০—৫১। পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে ব্রহ্মা যখন নারায়ণের নাভি-কমলমধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, যে নাভিকমল হইতে দেবতা ও ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; সেই মহাকমলমধ্যে বিরিঞ্চির সৃষ্টিবিষয়ে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। সেই

বরাহস্য শ্রুতিমুখঃ প্রাদুর্ভূতো বিরিঞ্চিনঃ।
সহায়ার্থং সুরশ্রেষ্ঠো বারাহং রূপমাস্থিতঃ ॥ ৫৪
বিস্তীর্ণং পুষ্করে কৃত্বা তীর্থং কোকামুখং হি তৎ
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুহস্তশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥৫৫
অহোরাত্রেক্ষণো দিব্যো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবাতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্ ॥
সত্যধর্ম্মময়ঃ শ্রীমান্ কর্ম্মবিক্রমসৎকৃতঃ ॥ ৫৭
প্রায়শ্চিত্তনখো ধীরঃ পশুজানুর্মখাকৃতিঃ।
উদ্গাত্রস্ত্রো হোমলিঙ্গো ফলবীজমহৌষধিঃ।
বায়ুন্তরাত্মা মন্ত্রাস্থিরাপস্ফিক্ সোমশোণিতঃ ॥
বেদস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাতিবেগবান্।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্নানাদীক্ষাভিরর্চ্চিতঃ ॥
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাসত্রময়ো মহান্।
উপাকর্ম্মেষ্টিরুচিরঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ ॥ ৬০
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশৃঙ্গমিবোচ্ছ্রিতঃ।
সর্ব্বলোকহিতাত্মা যো দংষ্ট্রয়াভ্যুজ্জহার গাম্ ॥

ততঃ স্বস্থানমানীয় পৃথিবীং পৃথিবীধরঃ।
ততো জগাম নির্ব্বাণং পৃথিবীধারণাঙ্কয়িঃ ॥৬২
এবমাদিবরাহেণ ধৃত্বা ব্রহ্মহিতার্থিনা।
উদ্ধৃতা পুষ্করে পৃথ্বী সাগরাম্বুগতা পুরা ॥ ৬৩
বৃতঃ শমদমাভ্যাং যো দিব্যে কোকামুখে বিভুঃ
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈর্মরুদ্ভির্দৈবতৈঃ সহ।
রুদ্রৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষরাক্ষসকিন্নরৈঃ ॥ ৬৫
দিগ্‌ভির্বিদিগ্‌ভিঃ পৃথিবীনদীভিঃ সহ সাগরৈঃ
চরাচরগুরুঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাংবরঃ ॥ ৬৬
উবাচ বচনং কোকামুখং তীর্থং ত্বয়া বিভো।
পালনীয়ং সদা গোপ্যং রক্ষা কার্য্যা মখে বিভু
এবং করিষ্যে ভগবংস্তদা ব্রহ্মাণমুক্তবান্।
উবাচ তং পুনর্ব্রহ্মা বিষ্ণুং দেবং পুরঃস্থিতম্ ॥৬৮
ত্বং হি মে পরমো দেবস্ত্বং হি মে পরমো গুরুঃ
ত্বং হি মে পরমং ধাম শক্রাদীনাং সুরোত্তম।

সময়েই বেদ-স্মৃতি-সংহিতাসমূহের শৃঙ্খলা-সাধিত হইয়াছিল। সেই শ্রুতিমুখ বরাহ-দেবের প্রাদুর্ভাবকালই পৌষ্কর নামে প্রসিদ্ধ। তিনি তখন কোকামুখ নামক বিস্তীর্ণ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যোগী তিনি তখন বেদপাদ যূপদংষ্ট্র ক্রতুহস্ত চিতীমুখ অগ্নিজিহ্ব দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষ মহাতপা অহোরাত্রেক্ষণ দিব্যবেদাঙ্গশ্রুতিভূষণ আজ্যনাস স্রুবতুণ্ড সামঘোষস্বন মহান্ সত্যধর্ম্মময় শ্রীমান্ কর্ম্ম-বিক্রমসৎকৃত প্রায়শ্চিত্তনখ ধীর পশুজানু মখাকৃতি উদ্গাত্রন্ত্র হোমলিঙ্গ ফলবীজমহৌ-ষধি, বায়ুন্তরাত্মা মন্ত্রাস্থি আপস্ফিক্ সোম-শোণিত বেদস্কন্ধ হবির্গন্ধ হব্যকব্যবেগবান্ প্রাগ্বংশকায় দ্যুতিমান্ নানাদীক্ষার্চ্চিত দক্ষিণাহৃদয় মহাসত্রময় মহান্ মূর্ত্তিতে তখন প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন উপাকর্ম্ম তাঁহার মনোহর ওষ্ঠ ও প্রবর্গ্য সকল আবর্ত্তবৎভূষণ হইয়াছিল। তিনি ছায়া পত্নীকে লইয়া মণিশৃঙ্গের ন্যায় অভ্যু-খিত হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বলোকের হিতার্থী সেই মহাত্মা দংষ্ট্রদ্বারা পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ৫২—৬১। অতঃপর সেই পৃথিবীধর হরি পৃথিবীকে স্বস্থানে আনয়নপূর্ব্বক স্থাপনান্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পুরাকালে পুষ্কর কল্পে এইরূপে আদি বরাহদেব ব্রহ্মার হিতকামনায় সাগরজলমগ্না ধরণীর উদ্ধার সাধন করিয়া-ছিলেন। তখন আদিত্য বসু সাধ্য মরুৎ দেবতা রুদ্র বিশ্বদেব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর দিক্ বিদিক্ পৃথিবী নদী সাগর—ইঁহারা সকলে সেই শমদমসম্পন্ন মহাবরাহকে সেই দিব্য কোকামুখ ক্ষেত্রে ধরণীধরহে বরণ করিয়া-ছিলেন। চরাচরগুরু ব্রহ্মবিদ্বর ব্রহ্মা তখন বলিয়াছিলেন,—হে বিভো! আপনি যেন এই গোপ্য কোকামুখ তীর্থকে প্রতিপালন করেন এবং যত্নে যেন তাহার রক্ষা বিধান করেন। তখন ভগবান্ কহিলেন যে আমি তাহাই করিব। তারপর ব্রহ্মা আবার সেই পুরোবর্ত্তী বিষ্ণুদেবকে কহিলেন,—আপনি আমার পরম দেব, আপনি আমার পরমগুরু, আপনি আমার পরম ধাম এবং হে সুরোত্তম! আপ-নিই আমার ও শক্রাদি দেবগণের পরম

উৎফুল্লামলপদ্মাক্ষ শত্রুপক্ষক্ষয়াবহ।
যথা যজ্ঞে ন মে ধ্বংসো দানবৈশ্চ বিধীয়তে।
তথা ত্বয়া বিধাতব্যং প্রণতস্য নমোঽস্তু তে ॥৭০
বিষ্ণুরুবাচ।
ভয়ং ত্যজস্ব দেবেশ ক্ষয়ং নেষ্যামি দানবান্॥
যে চান্যে বিঘ্নকর্ত্তারো যাতুধানাস্তথাসুরাঃ।
ঘাতয়িষ্যাম্যহং সর্ব্বান্ স্বস্তি তিষ্ঠ পিতামহ ॥ ৭২
এবমুক্ত্বা স্থিতস্তত্র সাহায্যেন কৃতক্ষণঃ।
প্রববুশ্চ শিবা বাতাঃ প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ ॥৭৩
সুপ্রভাণি চ জ্যোতীংষি চন্দ্রং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্
ন বিগ্রহং গ্রহাশ্চক্রুঃ প্রসেদুশ্চাপি সিন্ধবঃ ॥৭৪
নীরজস্কা ভূমিরাসীৎ সকলাহ্লাদদাস্ত্বপঃ।
জগ্মুঃ স্বমার্গং সরিতো নাপি চুক্ষুভুরর্ণবাঃ ॥৭৫
আসন্ শুভানীন্দ্রিয়াণি নরাণামন্তরাত্মনাম্।

আশ্রয়। হে উৎফুল্লামলপদ্মাক্ষ! হে শত্রুপক্ষক্ষয়কর! আমি আপনার চরণে প্রণত, আমার যজ্ঞে যাহাতে দানবেরা আসিয়া কোনও বিভ্রাট ঘটাইতে না পারে, আপনি তাহার বিধান করুন। আপনাকে নমস্কার। বিষ্ণু কহিলেন,—হে দেবেশ! তুমি ভয় পরিহার কর। আমি দানবদিগের ক্ষয় করিব। আর যাহারা যাতুধান ও অসুরাদি বিঘ্নকারী আছে, আমি সকলেরই বধ বিধান করিব, হে পিতামহ! তুমি স্বস্তিযুক্ত হইয়া থাক। বিষ্ণু এই বলিয়া তখন তথায় ব্রহ্মার সাহায্যার্থ সমুৎসুকভাবে অবস্থিত হইলেন। তখন সেখানে সুখকর বায়ু প্রবাহিত হইল। দশদিক্ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও তখন সুপ্রভ হইয়া চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। গ্রহগণ তখন পরস্পর বিগ্রহ পরিত্যাগ করিলেন। সাগর সকলও তখন প্রশান্তভাব ধারণ করিল। ভূমি নীরজস্কা ও জলসকল সকলাহ্লাদপ্রদ হইল। সরিৎসমূহ নিজ নিজ গন্তব্যপথে প্রবাহিত হইতে লাগিল আর সমুদ্রনিচয়ও ক্ষোভ পরিবর্জ্জন করিল। নরগণের অন্তরাত্মা ও ইন্দ্রিয়সমুদায় সুপ্রসন্ন

মহর্ষয়ো বীতশোকা বেদানুচ্চৈরবাচয়ন্ ॥ ৭৬
যজ্ঞে তস্মিন্ হবিঃপাকে শিবা আসংশ্চ পাবকাঃ
প্রবৃত্তধর্ম্মসদ্বৃত্তা লোকা মুদিতমানসাঃ ॥ ৭৭
বিষ্ণোঃ সত্যপ্রতিজ্ঞস্য শ্রুত্বারিনিধনা গিরঃ।
ততো দেবাঃ সমায়াতা দানবা রাক্ষসৈঃ সহ ॥৭৮
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ সর্ব্বে তত্রাগতাঃ ক্রমাৎ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব নাগা বিদ্যাধরা গণাঃ ॥ ৭৯
বানস্পত্যাশ্চৌষধয়ো যচ্চেচ্ছেদ্যচ্চ নেহতি।
ব্রহ্মাদেশাদ্বায়ুনা তেন আনীতাঃ সর্ব্বতো দিশঃ
যজ্ঞপর্ব্বতমাসাদ্য দক্ষিণামভিতো দিশম্।
সুরা উত্তরতঃ সর্ব্বে মর্য্যাদাপর্ব্বতে স্থিতাঃ ॥ ৮১
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব মুনয়ো বেদপারগাঃ।
পশ্চিমাং দিশমাস্থায় স্থিতাস্তত্র মহাক্রতৌ ॥৮২
সর্ব্বে দেবনিকায়াশ্চ দানবাশ্চাসুরা গণাঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা সুপ্রীতাস্তে পরস্পরম্।

হইল। মহর্ষিগণ নিরুদ্বেগে বেদোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই যজ্ঞে হবিঃপাককালে অগ্নিসমস্তও খুব উত্তমরূপে জ্বলিতে লাগিল। লোক সকলের প্রবৃত্তি ধর্ম্মে ও সৎকর্ম্মে অনুরক্ত হইল। সকলেই অন্তরে সমধিক আনন্দ ভোগ করিতে লাগিল। সত্যপ্রতিজ্ঞ বিষ্ণুর সেই শত্রুনিধনবিষয়ক বাক্য শুনিয়া লোকসকলের এইরূপ পরিবর্ত্তন তখন ঘটিয়াছিল। তখন তথায় দেবতারা আসিলেন, দানবেরাও রাক্ষসগণসহ উপস্থিত হইল। আর ভূত প্রেত পিশাচেরাও সকলেই সেখানে ক্রমে ক্রমে সমাগত হইল। গন্ধর্ব্ব অপ্সরা নাগ বিদ্যাধর বনস্পতি ওষধি প্রভৃতি যাহারা ক্রিয়াশীল আর যাহারা নিষ্ক্রিয় সকলই ব্রহ্মার আদেশে সকল দিক্ হইতে বায়ু কর্ত্তৃক আনীত হইল। ৬২—৮০। ইহারা সকলে সেই যজ্ঞপর্ব্বতে যাইয়া দক্ষিণদিকে অবস্থান করিল। আর দেবতারা সকলে উত্তরদিকে মর্য্যাদাপর্ব্বতে স্থিত হইলেন। গন্ধর্ব্ব অপ্সরা ও বেদপারগ মুনিগণ ইঁহারা সেই মহাযজ্ঞে পশ্চিমদিকে বিরাজমান হইলেন। তখন সেখানে সমস্ত দেবদল, দানব-

ঋষীন্ পর্য্যচরন্ সর্ব্বেহশুশ্রূষন্ ব্রাহ্মণাংস্তথা ॥
ঋষয়ো ব্রহ্মর্ষয়শ্চ দ্বিজা দেবর্ষয়স্তথা।
রাজর্ষয়ো মুখ্যতমাঃ সমায়াতাঃ সমন্ততঃ ॥ ৮৪
কতমশ্চ সুরোহপ্যত্র ক্রতৌ যাজ্যো ভবিষ্যতি
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব তত্রায়াতা দিদৃক্ষবঃ ॥ ৮৫
ব্রাহ্মণা ভোক্তুকামাশ্চ সর্ব্বে বর্ণানুপূর্ব্বশঃ।
স্বয়ঞ্চ বরুণো রত্নং দক্ষশ্চান্নং স্বয়ং দদৌ ॥ ৮৬
আগত্য বরুণো লোকাৎ পক্বং চান্নং স্বতো-
হপচৎ ॥ ৮৭
বায়ুর্ভক্ষবিকারাংশ্চ রসপাচী দিবাকরঃ।
অন্নপাচনকৃৎ সোমো মতিদাতা বৃহস্পতিঃ ॥ ৮৮
ধনদানং ধনাধ্যক্ষো বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
সরস্বতী নদাধ্যক্ষো গঙ্গাদেবী সনর্ম্মদা ॥ ৮৯
যাশ্চান্যাঃ সরিতঃ পুণ্যাঃ কূপাশ্চৈব জলাশয়াঃ
পল্বলানি তটাকানি কুণ্ডানি বিবিধানি চ ॥ ৯০
প্রস্রবাণি চ মুখ্যানি দেবখাতান্যনেকশঃ।
জলাশয়ানি সর্ব্বাণি সমুদ্রাঃ সপ্তসংখ্যকাঃ। ৯১
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্।
সপ্তলোকাঃ সপাতালাঃ সপ্তদ্বীপাঃ সপত্তনাঃ।
বৃক্ষা বল্ল্যঃ সতৃণানি শাকানি চ ফলানি চ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
সবিগ্রহাণি ভূতানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যানি চ।
বেদভাষ্যাণি সূত্রাণি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঞ্চ যৎ ॥ ৯২
অমূর্ত্তং মূর্ত্তিমত্যস্থং মূর্ত্তদৃশ্যং তথাখিলম্।
এবং কৃতে তথাস্মিংস্তু যজ্ঞে পৈতামহে তদা।
দেবানাং সন্নিধৌ তত্র ঋষিভিশ্চ সমাগমে।
ব্রহ্মণো দক্ষিণে পার্শ্বে স্থিতো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ
বামপার্শ্বে স্থিতো রুদ্রঃ পিনাকী বরদঃ প্রভুঃ।
ঋত্বিজাং চাপি বরণং কৃতং তত্র মহাত্মনা।
ভৃগুর্হোতা বৃতস্তত্র পুলস্ত্যোহধ্বর্য্যুসত্তমঃ। ৯৩
তত্রোদ্গাতা মরীচিস্তু ব্রহ্মা বৈ নারদঃ কৃতঃ।
সনৎকুমারাদয়ো যে সদস্যাস্তত্র তেহভবন্।
প্রজাপতয়ো দক্ষাদ্যা বর্ণা ব্রাহ্মণপূর্ব্বকাঃ।

দল ও অসুরদল পরস্পর বৈরামর্ষ পরিহার-পূর্ব্বক সুপ্রীত মনে ঋষি ও ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ঋষি দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি ও মুখ্যতম ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইলেন। এই যজ্ঞে কোন্ দেবতা যাজ্য হইবেন? ঔৎসুক্যবশে ইহা জানিবার জন্য পশুপক্ষীরাও সেই যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিল। ভোজনার্থী ব্রাহ্মণেরা এবং অপরাপর বর্ণও যথাক্রমে আগমন করিল। বরুণ সেই যজ্ঞে রত্নরাজি এবং প্রজাপতি দক্ষ খাদ্যশস্য তণ্ডুলাদি প্রদান করিলেন। বরুণ নিজলোক হইতে আসিয়া স্বয়ংই অন্ন-পাক করিতে লাগিলেন। বায়ু বিবিধ ভক্ষ্য বিকার তরকারি আর দিবাকর নানাপ্রকার সূপ এবং সোম অনেকবিধ মিষ্টান্ন পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃহস্পতি মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। ধনপতি বিবিধ ধনদান ও বস্ত্রদানে প্রবৃত্ত রহিলেন।৮১—৮৮। আর নদপতি সিন্ধু এবং দেবী সরস্বতী গঙ্গা ও নর্ম্মদা প্রভৃতি নদী আর যেসকল পুণ্য কূপ, পল্বল, তড়াগ, বিবিধ কুণ্ড, প্রধান প্রধান প্রস্রবণ, অনেকানেক দেবখাত ও সমস্ত প্রধান জলাশয়, আর লবণ ইক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ ও জলময় সপ্তসাগরও তথায় উপস্থিত হইলেন। সপ্ত পাতাল, সপ্তদ্বীপ ও সমস্ত পত্তনাদিসহ সপ্তলোক আর বৃক্ষ, বল্লী, তৃণ, শাক ও সমস্ত ফল,—এবং পৃথিবী বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ এই পঞ্চভূতও মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তথায় সমবেত হইল। যতকিছু ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদভাষ্য, এবং ব্রহ্মনির্ম্মিত সূত্র—ইহারাও সকলেই সেই যজ্ঞস্থলে অমূর্ত্ত হইলেও মূর্ত্তদৃশ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজিত রহিল। পিতামহের সেই যজ্ঞ এইভাবে মহাসমারোহে প্রবৃত্ত হইল। ব্রহ্মা দেবগণের সম্মুখভাবে ঋষিগণমধ্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সনাতন বিষ্ণু এবং বামপার্শ্বে বরদাতা প্রভু পিনাকী বিরাজিত রহিলেন। মহাত্মা ব্রহ্মা তখন ঋত্বিগ্‌বর্গের বরণ করিলেন। ভৃগু হোতা, পুলস্ত্যপ্রধান অধ্বর্য্যু, মরীচি উদ্গাতা, নারদ ব্রহ্মা, এবং সনৎকুমারাদি ব্রহ্মচারীবাদ সদস্য

ব্রহ্মণশ্চ সমীপে তু কৃতা ঋত্বিগ্‌বিকল্পনা ॥ ৯৯
বস্ত্রৈরাভরণৈর্যুক্তাঃ কৃতা বৈশ্রবণেন তে।
অঙ্গুলীয়ৈঃ সকটকৈর্মকুটৈর্ভূষিতা দ্বিজাঃ ॥১০০
চত্বারো দ্বৌ দশান্তে চ তত্রাসন্ ষোড়শর্ত্বিজঃ।
ব্রাহ্মণাঃ পূজিতাঃ সর্ব্বে প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥
অনুগ্রাহ্যো ভবদ্ভিস্তু সর্ব্বৈরস্মিন্ ক্রতাবিহ।
পত্নী মমৈষা সাবিত্রী যূয়ং মে শরণং দ্বিজাঃ।
বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় ব্রহ্মণঃ শীর্ষমুণ্ডনম্।
যজ্ঞে তু বিহিতং তস্য কারিতং দ্বিজসত্তমৈঃ ॥
আতসেয়ানি বস্ত্রাণি দম্পত্যর্থে তথা দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মঘোষেণ তে বিপ্রা নাদয়ানাস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥
পালয়ন্তো জগচ্চেদং ক্ষত্রিয়াঃ সায়ুধাঃ স্থিতাঃ
ভক্ষ্য প্রকারান্ বিবিধান্ বৈশ্যাস্তত্র প্রচক্রিরে
রসবাহুল্যযুক্তঞ্চ ভক্ষ্যং ভোজ্যং কৃতং ততঃ ॥
অশ্রুতং প্রাগদৃষ্টঞ্চ দৃষ্ট্বা তুষ্টঃ প্রজাপতিঃ।
প্রাগ্‌বাটেতি দদৌ নাম বৈশ্যানাং সৃষ্টিকৃদ্বিভুঃ
দ্বিজানাং পাদশুশ্রূষা শূদ্রৈঃ কার্য্যা সদা দ্বিহ।
পাদপ্রক্ষালনং ভোজ্যমুচ্ছিষ্টস্য প্রমার্জ্জনম্ ॥
তেঽপি চক্রুস্তদা তত্র তেভ্যো ভূয়ঃ পিতামহঃ
শুশ্রূষার্থং ময়া যূয়ং তুরীয়ে তু পদে কৃতাঃ ॥
দ্বিজানাং ক্ষত্রবন্ধূনাং বন্ধূনাঞ্চ ভবদ্বিধৈঃ।
ত্রিভ্যঃ শুশ্রূষণা কার্য্যেত্যুক্তা ব্রহ্মা তথা-
করোৎ ॥ ১১০

দ্বারাধ্যক্ষং তথা শক্রং বরুণং রসদায়কম্।
বিত্তপ্রদং বৈশ্রবণং পবনং গন্ধদায়িনম্ ॥ ১১১
উদ্যোতকারিণং সূর্য্যং প্রভুত্বে মাধবঃ স্থিতঃ
সোমঃ সোমপ্রদস্তেষাং বামপক্ষপথাশ্রিতঃ ॥
সুসংকৃতা চ পত্নী সা সাবিত্রী চ বরাঙ্গনা।
অধ্বর্য্যুণা সমাহূতা এহি দেবি ত্বরান্বিতা ॥১১৩

পদে বৃত হইলেন। দক্ষ প্রজাপতি প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণাদিবর্ণের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ ব্রহ্মার সমীপে থাকিয়া বিভিন্ন ঋত্বিকের কার্য্য করিতে লাগিলেন। ধনদাতা ধনপতি ইহা-দিগকে বসনভূষণে বিভূষিত করিয়া দিলেন; সেই দ্বিজগণ অঙ্গুরীয় বলয় ও মুকুট দ্বারা বিভূষিত হইলেন।৮৯—১০০। সেই মহাযজ্ঞে চারিজন দুইজন ও দশজন সমুদয়ে ষোড়শ-জন প্রধান্ ঋত্বিক্ বৃত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা সমাগত সকল ব্রাহ্মণকেই প্রণিপাতপুরঃসর যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এই যজ্ঞে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন; এই আমার পত্নী সাবিত্রী। আপনারাই আমার অব-লম্বন। অতঃপর সেই যজ্ঞে দ্বিজসত্তমগণ বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া আনিয়া ব্রহ্মার শীর্ষমুণ্ডন করাইলেন। দ্বিজগণের অনুমোদনে ব্রহ্মা সাবিত্রী ক্ষৌম বসন পরিধান করিলেন। দ্বিজগণ ব্রহ্মঘোষদ্বারা স্বর্গ পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া তুলিলেন। ক্ষত্রিয়গণ জগতের রক্ষা বিধানার্থ সায়ুধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। বৈশ্যগণ বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যের সমা-বেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এমন সকল মনোহর রসপূরিত ভক্ষ্য প্রস্তুত করিলেন, যাহা ইতিপূর্ব্বে কেহ দেখে নাই, বা যাহার নামও শুনে নাই। প্রজাপতি তাহা দেখিয়া তুষ্ট হইলেন এবং বৈশ্যদিগকে 'প্রাগবাট' নামে অভিহিত করিলেন। সৃষ্টি-কর্ত্তা বিভু "শূদ্রের এ যজ্ঞে দ্বিজগণের পাদ-সেবাই সতত কর্ত্তব্য" এইরূপ আদেশ প্রচার করিলেন। শূদ্রগণও তখন সেখানে দ্বিজ-গণের পাদপ্রক্ষালন, উচ্ছিষ্টমার্জ্জন, এবং প্রসাদভক্ষণ সানন্দমনে করিতে লাগিল। পিতামহ পুনরায় তাহাদিগকে কহিলেন,—আমি তোমাদিগকে দ্বিজগণের শুশ্রূষা করণার্থ চতুর্থ পদে নিযুক্ত করিলাম। তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন জাতির শুশ্রূষা করিবে।১০১—১১০। সেই যজ্ঞে ইন্দ্র দ্বার-পাল, বরুণ রসদাতা, কুবের ধনপ্রদ, পবন গন্ধদাতা, সূর্য্য আলোককর্ত্তা, এবং নারায়ণ সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলেন। সোম সেই ঋত্বিক্‌গণের বামভাগে থাকিয়া তাঁহাদিগকে সোমপ্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর অধ্বর্য্যু সৎকার সহকারে বরাঙ্গনা সাবিত্রীকে আহ্বান করি-

উত্থিতাশ্চাগ্নয়ঃ সর্ব্বে দীক্ষাকাল উপাগতঃ।
ব্যগ্রা সা কার্য্যকরণে স্ত্রীস্বভাবেন নাগতা ॥১১৪
ইহ বৈ ন কৃতং কিঞ্চিদ্দ্বারে বৈ মণ্ডনঃ ময়া।
ভিত্ত্যাং বৈ চিত্রকর্ম্মাণি স্বস্তিকং প্রাঙ্গণে ন তু
প্রক্ষালনঞ্চ ভাণ্ডানাং ন কৃতং কিমপি স্থিহ।
লক্ষ্মীরদ্যাপি নায়াতা পত্নী নারায়ণস্য যা। ১১৬
অগ্নেঃ পত্নী তথা স্বাহা ধূম্রোর্ণা তু যমস্য তু।
বারুণী বৈ তথা গৌরী বায়োর্বৈ সুপ্রভা তথা
ঋদ্ধির্বৈশ্রবণী ভার্য্যা শম্ভোর্গৌরী জগৎপ্রিয়া
মেধা শ্রদ্ধা বিভূতিশ্চ অনসূয়া ধৃতিঃ ক্ষমা।
গঙ্গা সরস্বতী চৈব নাদ্যায়াতাশ্চ কন্যকাঃ ॥১১৯
ইন্দ্রাণী চন্দ্রপত্নী তু রোহিণী শশিনঃ প্রিয়া ॥১২০
অরুন্ধতী বসিষ্ঠস্য সপ্তর্ষীণাঞ্চ যা স্ত্রিয়ঃ।
অনসূয়াত্রিপত্নী চ তথান্যাঃ প্রমদা ইহ। ১২১
বধ্বো দুহিতরশ্চৈব সখ্যো ভগিনিকাস্তথা।
নাদ্যাগতাস্তু তাঃ সর্ব্বা অহং তাবৎ স্থিতা
চিরম্ ॥১২২

নাহমেকাকিনী যাস্যে যাবন্নায়ান্তি তা স্ত্রিয়ঃ।
ব্রূহি গত্বা বিরিঞ্চিন্তু তিষ্ঠ তাবন্মুহূর্ত্তকম্ ॥১২৩
সর্ব্বাভিঃ সহিতা চাহমাগচ্ছামি ত্বরান্বিতা।
সর্ব্বৈঃ পরিবৃতঃ শোভাং দেবৈঃ সহ মহামতে।
ভবান্ প্রাপ্নোতি পরমাং তথাহন্তু ন সংশয়ঃ।
বদমানাং তথাধ্বর্য্যুস্ত্যক্ত্বা ব্রহ্মাণমাগতঃ। ১২৪
সাবিত্রী ব্যাকুলা দেব প্রসক্তা গৃহকর্ম্মণি।
সখ্যো নাভ্যাগতা যাবত্তাবন্নাগমনং মম। ১২৫
এবমুক্তোঽস্মি বৈ দেব কালশ্চাপ্যতিবর্ত্ততে।
যত্তেঽদ্য রুচিতং তাবত্তৎ কুরুষ পিতামহ।
এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ কোপসমন্বিতঃ।
পত্নীঞ্চান্যাং মদর্থে বৈ শীঘ্রং শক্র ইহানয়। ১২৬
যথা প্রবর্ত্ততে যজ্ঞঃ কালহীনো ন জায়তে।
তথা শীঘ্রং বিধৎস্ব ত্বং নারীং কাঞ্চিদুপানয়।

লেন,—"দেবি! দীক্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে, অগ্নি সকলও উত্থিত হইয়াছেন, আপনি সত্বর আগমন করুন।" পরন্তু সাবিত্রীদেবী স্ত্রীস্বভাববশে কার্য্যব্যগ্রা ছিলেন, সুতরাং তিনি যজ্ঞস্থলে যাইতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন,—আমি এই দ্বার কিছুমাত্র মণ্ডিত করি নাই; ভিত্তিতে চিত্র কর্ম্ম করা হয় নাই; প্রাঙ্গণে স্বস্তিক রচনা করা হয় নাই; এখনও ভাণ্ডসকল প্রক্ষালন করা হয় নাই; নারায়ণপত্নী লক্ষ্মী এখনও আইসেন নাই; অগ্নিপত্নী স্বাহা, যমপত্নী ধূম্রোর্ণা, বরুণানী গৌরী, বায়ুজায়া সুপ্রভা, কুবের-ভার্য্যা ঋদ্ধি, শিবপত্নী জগৎপ্রিয়া গৌরী, এবং মেধা, শ্রদ্ধা, বিভূতি অনসূয়া, ধৃতি, ক্ষমা, গঙ্গা, সরস্বতী প্রভৃতি কন্যকাগণ এখনও আইসেন নাই। ইন্দ্রাণী, শশলাঞ্ছন চন্দ্রের প্রিয়া পত্নী রোহিণী, বসিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, সপ্তর্ষিদিগের পত্নীগণ, অত্রিজায়া অনসূয়া প্রভৃতি রমণীগণ, বধূগণ, কন্যাগণ, ভগিনীগণ, সখীগণ ইঁহারা সকলে এখনও আইসেন নাই; আমি অনেকক্ষণ যাবৎ ইঁহাদিগের অপেক্ষা করিতেছি। আমি একাকিনী যাইতে পারিব না; যতক্ষণ ইঁহারা না আইসেন, তুমি যাইয়া ব্রহ্মাকে তাবৎ মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিতে বল। আমি সকলের সঙ্গে মিলিয়া সত্বরই যাইতেছি। হে মহামতে! আপনি সর্ব্ব দেবগণে পরিবৃত হইয়া পরম শোভা পাইতেছেন, আমি কিন্তু এখনও সেরূপ হই নাই। সাবিত্রী এইরূপ বলিতে থাকিলে অধ্বর্য্যু আসিয়া ব্রহ্মারে কহিলেন,—হে দেব! সাবিত্রী গৃহকার্য্যে বিশেষ ব্যগ্রা রহিয়াছেন। তিনি কহিলেন যে, যতক্ষণে আমার সখীরা আগমন না করেন, তাবৎ আমি যজ্ঞস্থলে যাইতে পারিব না। হে দেব! তিনি আমাকে এই কথা কহিলেন; পরন্তু এদিকে কালও অতীত হইতেছে। এক্ষণে হে দেব পিতামহ! আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তখন ইন্দ্রকে আদেশ করিলেন,—হে শক্র! তুমি আমার জন্য আর একটী পত্নী শীঘ্র আনয়ন কর, যাহাতে যজ্ঞ প্রবৃত্ত হয়, কাল অতিক্রান্ত না হয়, সত্বর তদ্রূপ বিধান কর। যে কোন একটী

যাবদ্ যজ্ঞসমাপ্তির্মে বর্ণে স্বাং মা কৃথা মনঃ।
ভূয়োঽপি তাং প্রমোক্ষ্যামি সমাপ্তৌ তু
ক্রতোরিহ ॥ ১৩০
এবমুক্তস্তদা শক্রো গত্বা সর্ব্বং ধরাতলম্।
স্ত্রিয়ো দৃষ্টাশ্চ যাস্তেন সর্ব্বাঃ পরপরিগ্রহাঃ।
আভীরকন্যা রূপাঢ্যা সুনাসা চারুলোচনা ॥১৩১
ন দেবী ন চ গন্ধর্ব্বী নাসুরী ন চ পন্নগী।
ন চাস্তি তাদৃশী কন্যা যাদৃশী সা বরাঙ্গনা ॥ ১৩২
দদর্শ তাং সুচার্ব্বঙ্গীং শ্রিয়ং দেবীমিবাপরাম্।
সংক্ষিপন্তীং মনোবৃত্তি-বিভবং রূপসম্পদা ॥ ১৩৩
যদ্যত্তু বস্তু সৌন্দর্য্যাদ্বিশিষ্টং লভ্যতে ক্বচিৎ।
তত্তচ্ছরীরসংলগ্নং তন্বঙ্গ্যা দদৃশে বরম্ ॥ ১৩৪
তাং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস যদ্যেষা কন্যকা ভবেৎ!
তস্মত্তঃ কৃতপুণ্যোঽহন্তো ন দেবো ভুবি বিদ্যতে
যোষিদ্রত্নমিদং সেয়ং সভাগ্যায়াং পিতামহঃ।
সরাগো যদি বা স্যাত্তু সফলশ্চেষ মে শ্রমঃ ॥১৩৬
নীলাভ্রকনকাম্ভোজবিদ্রুমাভাং দদর্শ তাম্।
ত্বিষং সংবিভ্রতীমঙ্গৈঃ কেশগণ্ডেক্ষণাধরৈঃ ॥
মন্মথাশোকবৃক্ষস্য প্রোদ্ভিন্নাং কলিকামিব।
প্রদগ্ধহৃচ্ছয়েনৈব নেত্রবহ্নিশিখোৎকরৈঃ ॥১৩৮
ধাত্রা কথং হি সা সৃষ্টা প্রতিরূপমপশ্যতা।
কল্পিতা চেৎ স্বয়ং বুদ্ধ্যা নৈপুণ্যস্য গতিঃ পরা ॥
উত্তুঙ্গাগ্রাবিমৌ সৃষ্টৌ যেন্মে সম্প্রশ্রুতঃ সুখম্।
পয়োধরৌ নাতি চিত্রং কস্য সঞ্জায়তে হৃদি ॥
রাগোপহতদেহোঽয়মধরো যদ্যপি স্ফুটম্।
তথাপি সেবমানস্য নির্ব্বাণং সম্প্রযচ্ছতি ॥১৪১
বহন্তিরপি কৌটিল্যমলকৈঃ সুখমর্প্যতে।
দোষোঽপি গুণবত্তাতি ভূরিসৌন্দর্য্যমাশ্রিতঃ ॥
নেত্রয়োর্ভূষিতাবস্তাবাকর্ণাভ্যাসমাগতৌ।

নারী লইয়া আইস। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের বিচারে মনোযোগ করিও না। যতক্ষণ যজ্ঞ সম্পন্ন না হয়, তাবৎ কালের জন্যই একটী রমণীর প্রয়োজন; যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তাহাকে আবার পরিত্যাগ করিব। ১১১—১৩০। এই আদেশ পাইয়া শক্র অবিলম্বে যাইয়া সমগ্র ধরাতল পরিভ্রমণপূর্ব্বক যত রমণী দেখিলেন সে সকলই পরপরিগৃহীতা; মনোমত কুমারী একটীও পাইলেন না। পরে তিনি এক সুনাসা চারুলোচনা সুন্দরী আভীরকন্যা অবলোকন করিলেন। দেখিলেন—দেবী গন্ধর্ব্বী অসুরী পন্নগী ইহাদিগের মধ্যে সেই বরাঙ্গনার ন্যায় রূপসম্পন্না অন্য কন্যা নাই। দেখিলেন যেন অপরা লক্ষ্মীর ন্যায় সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী স্বকীয় রূপসম্পদে জনগণের মনোবৃত্তিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে। যেখানে যেখানে যে যে বস্তুর যাহা যাহা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য তৎসমস্তই যেন সেই কৃশাঙ্গীর অঙ্গে সংলগ্ন রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ইন্দ্র চিন্তা করিলেন,—ইনি যদি কন্যা হন, তবে আমা অপেক্ষা আর কেহ পুণ্যবান্ নাই; ইহা বুঝিব। এটী রমণীরত্ন; এই ভাগ্যবতীর প্রতি যদি পিতামহ সানুরাগ হন, তবে আমার এই পরিশ্রম সফল হয়। ইন্দ্র দেখিলেন,—সেই কন্যা যেন কেশ গণ্ড নেত্র ও অধর এই সমস্ত অঙ্গদ্বারা নীলমেঘ কনকপদ্ম ও বিদ্রুমের কান্তি ধারণ করিতেছেন। হরনয়নানলের শিখাসমূহে কন্দর্প দগ্ধ হইলে তৎসহ দগ্ধীভূত তদীয় অশোকবৃক্ষের প্রোদ্ভিন্না কালিকার ন্যায় সেই কন্যাকে দেখিয়া শক্র ভাবিলেন, বিধাতাতো ইহার কোনও প্রতিরূপ আদর্শ দেখিতে পান নাই; তবে তিনি কি প্রকারে ইহাকে সৃষ্টি করিলেন? তিনি যদি নিজ বুদ্ধিদ্বারা ইহার এই রূপের কল্পনা করিয়া থাকেন, তবে ইহাই তাঁহার সৃষ্টিনৈপুণ্যের চরম নিদর্শন। যাহা দেখিয়া আমার যথেষ্ট সুখ হইতেছে, সেই ঐ উত্তুঙ্গাগ্র সুবর্ত্তুল পয়োধরযুগল দেখিলে কাহার হৃদয়ে বিস্ময়ের বিকাশ না হয়? যদিও ইহাঁর এই অধর, স্পষ্টই রাগোপহত, তথাপি সে স্বীয় সেবককে নির্ব্বাণ দান করিয়া থাকে।১৩১—১৪১। ইহাঁর অলকেরা কৌটিল্য বহন করিলেও দর্শককে যে সুখ প্রদান করে, তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রচুর সৌন্দর্য্যের আশ্রয়ে থাকিয়া দোষও গুণবৎ প্রকাশ

কারণাস্তাবচৈতন্যং প্রবদন্তি হি তদ্বিদঃ ॥ ১৪৩
কর্ণয়োর্ভূষণে নেত্রে নেত্রয়োঃ শ্রবণাবিমৌ।
কুণ্ডলাঞ্জনয়োরত্র নাবকাশোঽস্তি কশ্চন ॥১৪৪
ন তদ্যুক্তং কটাক্ষাণাং যদ্দ্বিধাকরণং হৃদি।
তব সম্বন্ধিনো যেঽত্র কথন্তে দুঃখভাগিনঃ ॥
সর্ব্বসুন্দরতামেতি বিকারঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
বৃদ্ধেক্ষণশতানাস্তু দৃষ্টমেষা ময়া ধনম্ ॥ ১৪৬
ধাত্রা কৌশলসীমেয়ং রূপোৎপত্তৌ সুদর্শিতা
করোত্যেষা মনো নৃণাং সস্নেহং কৃতিবিভ্রমৈঃ
এবং বিমৃশতস্তস্য তদ্রূপাপহৃতত্বিষঃ।
নিরস্তরোদ্গতৈশ্ছন্নমভবৎ পুলকৈর্বপুঃ ॥ ১৪৮
তাং বীক্ষ্য নবহেমাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্।

পায়। নেত্রযুগলের অন্তভাগদ্বয় কর্ণযুগলের যে সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, যাঁহারা রহস্যজ্ঞ, তাঁহারা বলেন যে, উহাদিগেরও চৈতন্যসত্তা আছে বলিয়া কর্ণযুগলের সহিত প্রীতিবন্ধনার্থই উহারা ওরূপ করিয়াছে। উহাঁর কর্ণযুগলের ভূষণ নয়নদ্বয়, আর নয়নদ্বয়ের ভূষণ কর্ণযুগল; ইহারা পরস্পর সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছে; কুণ্ডল বা অঞ্জনের এস্থলে কোনও সৌন্দর্য্যবিধানের অবকাশ নাই। অয়ি বালে! তোমার কটাক্ষনিচয়ের পক্ষে ইহা সঙ্গত নহে যে, যাহারা তোমার সম্পর্কিত, ইহারা তাহাদিগের হৃদয় দ্বিধা করে। বস্তুতঃ তোমার সম্পর্কিত জনেরা কিজন্য দুঃখভাগী হয়? বুঝিলাম প্রাকৃত গুণজনিত সমস্ত বিকারই সুন্দর হইয়া থাকে। বৃদ্ধের শতনেত্রের ধন এই আমি দেখিলাম! বিধাতা ইহাঁর রূপসৃষ্টিতেই তদীয় রচনাকৌশলের সীমা স্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কন্যা স্বীয় আকৃতিবিভ্রম দ্বারা নরগণের মন সস্নেহ করিয়া তুলে। সেই কন্যার রূপ দর্শনে ইন্দ্র এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন; কিন্তু পুলকাঙ্কুরোদ্গম হেতু সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন হওয়ায় তাঁহার দেহকান্তি একান্ত বিলুপ্ত হইয়া পড়িল। সেই নব-হেমাভা কন্যাকে দেখিয়া ইন্দ্র ভাবিতে

দেবানামথ যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্। ১৪৯
নানা দৃষ্টা ময়া নার্য্যো নেদৃশী রূপসম্পদা ॥
ত্রৈলোক্যান্তর্গতং যদ্যদ্বস্তু তত্তৎপ্রধানতঃ।
সমাদায় বিধাত্রাস্যাঃ কৃতা রূপস্য সংস্থিতিঃ।

ইন্দ্র উবাচ।

কাসি কস্য কুতশ্চ ত্বমাগতা সুভ্রু কথ্যতাম্।
একাকিনী কিমর্থঞ্চ বীথীমধ্যেষু তিষ্ঠসি। ১৫২
যান্যেতান্যঙ্গসংস্থানি ভূষণানি বিভর্ষি চ।
নৈতানি তব ভূষায়ৈ ত্বমেতেষাং হি ভূষণম্।
ন দেবী ন চ গন্ধর্ব্বী নাসুরী ন চ পন্নগী।
কিন্নরী দৃষ্টপূর্ব্বা বা যাদৃশী ত্বং সুলোচনে ॥১৫৪
উক্তা ময়াপি বহুশঃ কস্মাদ্দৎসে হি নোত্তরম্।
ত্রপান্বিতা তু সা কন্যা শক্রং প্রোবাচ বেপতী
গোপকন্যা ত্বহং বীর বিক্রীণামীহ গোরসম্।
নবনীতমিদং শুদ্ধং দধি চেদং বিমণ্ডকম্ ॥১৫৬

লাগিলেন যে, দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব নাগ রাক্ষস ইহাদিগের নানা নারী আমি দেখিয়াছি, কিন্তু রূপসম্পদে ঈদৃশী গরীয়সী যোষিৎ আমি আর দেখি নাই। বিধাতা ত্রৈলোক্যে যাহা যাহা প্রধান বস্তু আছে, তৎসমস্তের সংগ্রহ করিয়া ইহাঁর রূপের সংস্থান করিয়াছেন ১৪২—১৫১। ইন্দ্র কহিলেন,—অয়ি সুভ্রু! তুমি কে? কাহার? কোথা হইতেই বা আসিয়াছ? কিজন্যই বা একাকিনী পথমধ্যে রহিয়াছ? তাহা বল। তুমি যে তোমার অঙ্গে অলঙ্কার সকল ধারণ করিতেছ, এগুলি তোমার ভূষণের কারণ হয় নাই, পরন্তু তুমিই এ সকলের ভূষণ হইয়াছ। অয়ি সুলোচনে! তুমি যেমন, এরূপ রমণী দেবী গন্ধর্ব্বী অসুরী পন্নগী বা কিন্নরীদিগের মধ্যেও আমি ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। আমি বার বার জিজ্ঞাসা করিলেও তুমি কি জন্য উত্তর দিতেছ না? ইন্দ্রের এই সমস্ত কথা শুনিয়া সেই কন্যা সলজ্জভাবে কম্পিত কায়ে ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে বীর! আমি গোপকন্যা, এখানে আমি দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া থাকি। এই বিশুদ্ধ নবনীত, আর এই দেখুন মণ্ডহীন

দধ্না চৈবাত্র তক্রেণ রসেনাপি পরন্তপ।
অর্থী যেনাসি তদ্ব্রহি প্রগৃহ্নীষ যথেপ্সিতম্॥
এবমুক্তস্তদা শক্রো গৃহীত্বা তাং করে দৃঢ়ম্।
অনয়ত্তাং বিশালাক্ষীং যত্র ব্রহ্মা ব্যবস্থিতঃ॥
নীয়মানা তু সা তেন ক্রোশন্তী পিতৃমাতরৌ।
হা তাত মাতর্হাভ্রাতর্নয়ত্যেষ নরো বলাৎ॥১৫৯
যদিবাস্তি ময়া কার্য্যং পিতরং মে প্রযাচয়।
স দাস্যতি হি মাং নূনং ভবতঃ সত্যমুচ্যতে॥
কাহি নাভিলষেৎকন্যা ভর্ত্তারং ভক্তিবৎসলম্
নাদেয়মপি তে কিঞ্চিৎ পিতুর্ম্মে ধর্ম্মবৎসল॥
প্রসাদয়ে তং শিরসা মাং স তুষ্টঃ প্রদাস্যতি।
পিতুশ্চিত্তমবিজ্ঞায় যদ্যাত্মানং দদামি তে॥১৬২
ধর্ম্মো হি বিপুলো নশ্যেত্তেন ত্বাং ন প্রসাদয়ে
ভবিষ্যামি বশে তুভ্যং যদি তাতঃ প্রদাস্যতি
ইত্থমাভাষ্যমাণস্তু তদা শক্রোঽনয়চ্চ তাম্।
ব্রহ্মণঃ পুরতঃ স্থাপ্য প্রাহাস্যার্থে ময়াবলে।
আনীতাসি বিশালাক্ষি মা শুচো বরবর্ণিনি॥
গোপকন্যামসৌ দৃষ্ট্বা গৌরবর্ণাং মহাদ্যুতিম্।
কমলামেব তাং মেনে পুণ্ডরীকনিভেক্ষণাম্॥
তপ্তকাঞ্চনসদ্ভিত্তিসদৃশাপীনবক্ষসম্।
মত্তেভহস্তবৃত্তোরুং রক্তোত্তুঙ্গনখত্বিষম্॥১৬৭
তং দৃষ্ট্বামন্যতাত্মানং সাপি মন্মথগোচরম্।
তৎপ্রাপ্তিহেতুকধিয়া গতচিত্তেব লক্ষ্যতে॥
প্রভুত্বমাত্মনো দানে গোপকন্যাপ্যমন্যত॥১৬৮
যদ্যেষ মাং সুরূপত্বাদিচ্ছত্যাদাতুমাগ্রহাৎ।
নাস্তি সীমন্তিনী কাচিন্মত্তো ধন্যতরা ভুবি॥
অনেনাহং সমানীতা যচ্চক্ষুর্গোচরং গতা।

দধি। হে পরন্তপ! আপনার দধি তক্র অথবা দুগ্ধ যাহা আবশ্যক তাহা বলুন এবং যথেচ্ছ গ্রহণ করুন। শক্র এই কথা শুনিয়া সেই বিশালাক্ষী কন্যাকে দৃঢ়ভাবে করে ধরিয়া যেখানে ব্রহ্মা ছিলেন, তথায় লইয়া চলিলেন। তখন সেই কন্যা শক্রকর্তৃক নীয়মানা হইয়া উচ্চরবে পিতা-মাতার উল্লেখ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল;—হা তাত! হা মাতঃ। হা ভ্রাতঃ! এই মানব আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। আমা দ্বারা যদিই তোমার কোন কার্য্য থাকে, তবে তুমি আমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি নিশ্চয়ই আমায় প্রদান করিবেন! আমি আপনার কাছে ইহা সত্যই বলিতেছি। ১৫২—১৬০। অনুরাগবশীভূত ভর্ত্তাকে কোন্ কন্যাই বা অভিলাষ না করে? হে ধর্ম্ম-বৎসল! আমার পিতারও আপনাকে কিছুই অদেয় নাই। আমি পিতার পদে মস্তকদ্বারা প্রণতি করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিব; তিনি তুষ্ট হইয়া আমায় দান করিবেন। পিতার মনোভাব না জানিয়া যদি আমি আত্মদান করি, তবে বিপুল ধর্ম্ম নষ্ট হইবে; সেই জন্যই আত্মদান দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিতেছি না। যদি পিতা সম্প্রদান করেন, তাহা হইলেই আমি আপনার বশীভূতা হইব। সেই গোপকন্যা এইরূপ নানাকথা কহিতে থাকিলেও ইন্দ্র তাহাকে লইয়া গিয়া ব্রহ্মার অগ্রভাগে স্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন,—"অয়ি বিশালাক্ষি অবলে! তুমি ইঁহারই জন্য আনীতা হইয়াছ। হে বর-বর্ণিনি! শোক করিও না।" ব্রহ্মাও সেই গৌরবর্ণা মহাদ্যুতি পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা গোপ-কন্যাকে দেখিলেন যে, তাহার বক্ষঃস্থল তপ্তকাঞ্চন-ভিত্তিবৎ পীন, উরুদ্বয় মত্ত করি-করবৎ সুবৃত্ত, অঙ্গুলিগুলি উত্তুঙ্গ ও আরক্ত। এইরূপ দেখিয়া ব্রহ্মা তাহাকে কমলা বলিয়াই মনে করিলেন। সেই গোপকন্যাও ব্রহ্মাকে দেখিয়া আপনাকে মন্মথের গোচরীভূত করিলেন। তখন বোধ হইল যেন সে, ব্রহ্মাকে পাইবার জন্য তাহার চিত্তকে প্রেরণ করায় গতচিত্তাই হইয়াছে। তখন সেই গোপকন্যাও আত্মদানে নিজ প্রভুত্ব আছে বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, যদি ইনি আমাকে সুরূপা দেখিয়া আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বুঝিব যে, আমা অপেক্ষা আর কোন সীমন্তিনীই ভূতলে ধন্যতরা নাই। ইনি

অস্য ত্যাগে ভবেন্মৃত্যুরত্যাগে জীবিতং সুখম্
ভবেয়মপমানাচ্চ ধিগ্রূপা দুঃখদায়িনী ॥ ১৭০
দৃশ্যতে চক্ষুষানেন যাপি যোষিৎ প্রসাদতঃ।
সাপি ধন্যা ন সন্দেহঃ কিং পুনর্যাং পরিষজেৎ
জগদ্রূপমশেষং হি পৃথক্ সঞ্চারমাশ্রিতম্।
লাবণ্যং তদিহৈকস্থং দর্শিতং বিশ্বযোনিনা ॥১৭৩
অস্যোপমা স্মরঃ সাধ্বী মন্মথস্য ত্বিষোপমা।
তিরস্কৃতশ্চ শোকোঽয়ং পিতা মাতা ন কারণম্
যদি মাং নৈষ আদত্তে স্বল্পং ময়ি ন ভাষতে।
অস্যানুস্মরণান্মৃত্যুঃ প্রভবিষ্যতি শোকজঃ ॥
অনাগসি চ পত্ন্যাস্ত ক্ষিপ্রং যাতোঽয়মীদৃশঃ।

আমাকে আনিয়াছেন, এবং আমি ইহাঁর চক্ষুর্গোচর হইয়াছি। এক্ষণে যদি ইনি আমাকে ত্যাগ করেন তবে আমার মৃত্যু ঘটিবে; আর যদি ত্যাগ না করেন, তবে আমার জীবন সুখময় হইবে। ইনি যদি ত্যাগ করেন তবে সেই অপমানে আমার রূপও নিন্দনীয় এবং দুঃখদায়ক হইবে; নিঃসন্দেহ। ১৬১—১৭০। ইনি যে নারীকে সপ্রসাদ দৃষ্টিতে দেখেন, সেও ধন্যা, সন্দেহ নাই; যাহাকে ইনি আলিঙ্গন করিবেন, তাহার কথা আর কি বলিব? জগতের অশেষরূপ পৃথক্ পৃথক্ আশ্রয়ে অবস্থিত হইলেও বিশ্বযোনি বোধ হয় সমগ্র লাবণ্য ইহাঁর শরীরেই একত্র করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। কামদেবই ইহাঁর উপমাস্থল; ইহাঁর মনোহর কান্তিও মন্মথ-কান্তিবৎ প্রতিভাত। নারীজনের সুখসাধন পক্ষে পিতামাতাই মুখ্য কারণ নহে। অতএব ইহাঁকে দেখিয়া আমার পিতৃমাতৃ-বিরহ জন্য শোক নিরাকৃত হইল। ইনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন, কিম্বা যদি আমাকে অল্প-মাত্রও সম্ভাষণ না করেন, তাহা হইলে ইহাঁর শোকে ইহাঁকেই ভাবিতে ভাবিতে আমার মৃত্যু ঘটিবে। আমি কোনও অপরাধ করি নাই; আর ইনি আমাকে পত্নী করিবার জন্যই আনিয়াছেন; কিন্তু এখনও আমি ইহাঁর পত্নী হই নাই, তথাপি সহসা ইহাঁর

কুচযোর্মণিশোভায়ৈ শুদ্ধাম্বুজসমদ্যুতিঃ।
মুখমস্য প্রপশ্যন্ত্যা মনো মে ধ্যানমাগতম্ ॥ ১৭৬
অস্যাঙ্গস্পর্শসংযোগং ন চেত্ত্বং বহুমন্যসে।
স্পৃশন্নটসি তর্হি ত্বং শরীরং বিতথং পরম্ ॥১৭৭
অথবাস্য ন দোষোঽস্ত যদৃচ্ছাচারকো হ্যসি।
মুষিতঃ স্মর নূনং ত্বং সংরক্ষ স্বাং প্রিয়াং রতিম্
ত্বত্তোঽপি দৃশ্যতে যেন রূপেণায়ং স্মরাধিকঃ।
মমানেন মনোরত্ন-সর্ব্বস্বঞ্চ হৃতং দৃঢ়ম্ ॥ ১৭৯
শোভা যা দৃশ্যতে বক্ত্রে সা কুতঃ শশলক্ষ্মণি।
নোপমা সকলঙ্কস্য নিষ্কলঙ্কেন শস্যতে ॥ ১৮০
সমানভাবতাং যাতি পঙ্কজং নাস্য নেত্রয়োঃ।
কোপমা জলশঙ্খেন প্রাপ্তা শ্রবণশঙ্খয়োঃ ॥
বিদ্রুমোঽপ্যধরস্যাস্য লভতে নোপমাং ধ্রুবম্।

আমার প্রতি যেরূপ অনুরাগ দেখা যাই-তেছে, তাহাতে মনে হয়, এই নির্ম্মল কমল-প্রভ ব্রহ্মা অবশ্যই মদীয় কুচযুগলের মণি-শোভা সম্পাদন করিবেন। ইহাঁর মুখ দেখিতে দেখিতে আমার মন নিশ্চল হইয়া পড়িতেছে। হে মন! তুমি যদি ইহাঁর অঙ্গ স্পর্শজ বিশিষ্ট সংযোগ—মহান্ গৌরবের কারণ বলিয়া না বুঝ, তবে তুমি বৃথা শরীর স্পর্শ করিয়া ভ্রমণ করিতেছ। অথবা তুমি যদৃচ্ছাচার বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং তোমার দোষ দিই না। হে কাম! তুমিই নিশ্চয় হৃতসর্ব্বস্ব হইলে! তুমি নিজ প্রিয়া রতিকে রক্ষা কর! যেহেতু তোমা অপেক্ষাও ইহাঁকে সমধিক রূপবান্ দেখিতেছি। আর ইনি আমার সর্ব্বস্ব মনোরত্ন অপহরণ করিয়াছেন। ১৭১—১৭৯। ইহাঁর মুখমণ্ডলে যে শোভা দেখা যায়, শশাঙ্কে তাহা কোথায়? নিষ্ক-লঙ্কের সহিত কখনই সকলঙ্কের উপমা সঙ্গত হয় না। কমল, ইহাঁর নয়নযুগলের সমা-নতা প্রাপ্ত হয় নাই; আর ইহার শ্রবণ-শঙ্খের উপমাই বা জলশঙ্খে কোথায়? বিদ্রুম ইহাঁর অধরের উপমা লাভ করিতে পারে নাই; কারণ, বিদ্রুম নীরস আর এই অধর, জগদ্বিশ্বাসকালীন কম্পনছলে

আত্মন্যমৃতং হ্যেষ সংস্রবংশ্চেষ্টতে ধ্রুবম্ ॥১৮২
যদি কিঞ্চিচ্ছুভং কর্ম্ম জন্মান্তরশতৈঃ কৃতম্।
তৎপ্রসাদাৎ পুনর্ভর্ত্তা ভবত্বেষ মমেপ্সিতঃ ॥
এবং চিন্তাপরাধীনা যাবৎ সা গোপকন্যকা।
তাবদ্ব্রহ্মা হরিং প্রাহ যজ্ঞার্থং সত্বরং বচঃ ॥
দেবী চৈষা মহাভাগা গায়ত্রী নামতঃ প্রভো।
এবমুক্তে তদা বিষ্ণুর্ব্রহ্মাণং প্রোক্তবানিদম্ ॥
তদেনামুদ্বহস্বাদ্য ময়া দত্তাং জগৎপ্রভো।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বিকল্পং মা কৃথাশ্চিরম্ ॥
অমুং গৃহাণ দেবাদ্য অস্যাঃ পাণিমনাকুলম্।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন উপযেমে পিতামহঃ ॥১৮৭
তামবাপ্য তদা ব্রহ্মা জগাদাধ্বর্য্যুসত্তমম্।
কৃতা পত্নী ময়া হ্যেষা সদনে মে নিবেশয় ॥১৮৮
মৃগশৃঙ্গধরা বালা ক্ষৌমবস্ত্রাবগুণ্ঠিতা।
পত্নীশালাং তদা নীতা ঋত্বিগ্‌ভির্বেদপারগৈঃ ॥
ঔদুম্বরেণ দণ্ডেন প্রাবৃতো মৃগচর্ম্মণা।
মহাধ্বরে তদা ব্রহ্মা ধাম্না স্বেনৈব শোভতে ॥
প্রারব্ধং ততো হোত্রং ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
ভৃগুণা সহিতৈঃ কর্ম্ম বেদোক্তং তৈঃ কৃতং তদা
তথা যুগসহস্রন্তু স যজ্ঞঃ পুষ্করেঽভবৎ ॥১৯২

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে
ব্রহ্মণো গায়ত্রীপরিগ্রহো নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

তস্মিন্ যজ্ঞে কিমাশ্চর্য্যং তদাসীদ্দ্বিজসত্তম।
কথং রুদ্রঃ স্থিতস্তত্র বিষ্ণুশ্চাপি সুরোত্তমঃ ॥ ১
গায়ত্র্যা কিং কৃতং তত্র পত্নীত্বে স্থিতয়া তয়া।
আভীরৈঃ কিং সুবৃত্তৈজ্ঞ্জাত্বা তৈশ্চ কৃতং মুনে

আত্মস্থ অমৃতক্ষরণ করিতেছে, সন্দেহ নাই। আমি যদি অতীত শত শত জন্মে কিছুমাত্র সৎকর্ম্ম করিয়া থাকি, তবে তাহার ফলেই ইনি আমার অভীপ্সিত ভর্ত্তা হউন। সেই গোপতনয়া যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, তখন ব্রহ্মা সত্বর যজ্ঞসম্পাদনার্থ হরিকে কহিলেন,—হে প্রভো! এই মহাভাগা দেবী; ইহাঁর নাম গায়ত্রী। এই কথা শুনিয়া তখন বিষ্ণু ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে জগৎপ্রভো! তবে আপনি অদ্য ইহাঁকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করুন; এ সম্বন্ধে বিকল্প বা বিলম্ব করিবেন না; আমি ইহাঁকে সম্প্রদান করিতেছি। এই আপনি অনাকুল চিত্তে ইহাঁর পাণিগ্রহণ করুন। বিষ্ণু এই বলিয়া গায়ত্রীর হস্ত ব্রহ্মহস্তে প্রদান করিলে ব্রহ্মাও গান্ধর্ব্ব বিবাহপদ্ধতি অনুসারে তাহাঁকে বিবাহ করিলেন। ব্রহ্মা তখন সেই গায়ত্রীকে পত্নী পাইয়া প্রধান অধ্বর্য্যুকে কহিলেন,—আমি এই পত্নী পরিগ্রহ করিয়াছি, তুমি ইহাকে মদীয় সদনে স্থাপন কর। অতঃপর বেদপারগ ঋত্বিক্‌বর্গের কথানুসারে সেই বালা গায়ত্রী ক্ষৌমবসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া মৃগশৃঙ্গ ধারণপূর্ব্বক পত্নীশালায় নিবিষ্টা হইলেন। ব্রহ্মা তখন মৃগচর্ম্মে প্রাবৃত হইয়া উদুম্বর দণ্ডধারণপূর্ব্বক সেই মহাযজ্ঞে স্বীয় প্রভায় অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। অতঃপর সেই যজ্ঞ প্রারব্ধ হইল; বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তখন ভৃগুর সহিত বেদোক্ত কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেইভাবে সেই যজ্ঞ সেই পুষ্কর-ক্ষেত্রে সহস্র যুগ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত ছিল।১৮০—১৯২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! সেই যজ্ঞে কোন্ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল? সেখানে রুদ্র কিভাবে ছিলেন? সুরোত্তম বিষ্ণুই বা কিভাবে ছিলেন? সেই গায়ত্রীই বা ব্রহ্মার পত্নীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কি করিলেন? হে মুনে! সুবৃত্ত আভীরগণই বা

এতদ্বৃত্তং সমাচক্ষ্ব যথা বৃত্তং যথা কৃতম্।
আভীরৈর্ব্রহ্মণা চাপি যমৈতৎ কৌতুকং মহৎ ॥৩

পুলস্ত্য উবাচ।

তস্মিন্ যজ্ঞে যদাশ্চর্য্যং বৃত্তমাসীন্নরাধিপ।
কথয়িষ্যামি তৎসর্ব্বং শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ ॥ ৪
রুদ্রস্তু মহদাশ্চর্য্যং কৃতবান্ বৈ সদোগতঃ।
নিন্দ্যরূপধরো দেবস্তত্রায়াদ্দ্বিজসন্নিধৌ।
বিষ্ণুনা ন কৃতং কিঞ্চিৎ প্রাধান্যে স যতঃ স্থিতঃ। ॥ ৫
নাশস্তু গোপকন্যায়া জ্ঞাত্বা গোপকুমারকাঃ।
গোপ্যশ্চ তাস্তথা সর্ব্বা আগতা ব্রহ্মণোঽন্তিকম্
দৃষ্ট্বা তাং মেখলাবদ্ধাং যজ্ঞসীমব্যবস্থিতাম্।
হা পুত্রীতি তদা মাতা পিতা হা পুত্রিকেতি চ ॥
স্বসেতি বান্ধবাঃ সর্ব্বে সখ্যঃ সখ্যেন হা সখি।
কেন ত্বমিহ চানীতা অলক্তাক্তা তু সুন্দরী ॥৬
শাটীং নিবৃত্তাং কৃত্বা তু কেন যুক্তা চ কম্বলী।
কেন চেয়ং জটা পুত্রি রক্তসূত্রাবকল্পিতা। ॥৯
এবংবিধানি বাক্যানি শ্রুত্বোবাচ স্বয়ং হরিঃ।

শ্রীহরিরুবাচ।

ইহ চাস্মাভিরানীতা পত্ন্যর্থং বিনিযোজিতা।
ব্রহ্মণালম্বিতা বালা প্রলাপং মা কৃথাস্ত্বিহ ॥১১
পুণ্যা চৈষা সুভাগ্যা চ সর্ব্বেষাং কুলনন্দিনী।
পুণ্যা চেন্ন ভবত্যেষা কথমাগচ্ছতে সদঃ ॥১২
এবং জ্ঞাত্বা মহাভাগ ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
কন্যৈষা তে মহাভাগা প্রাপ্তা দেবং বিরিঞ্চিনম্
যোগিনো যোগযুক্তা যে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
ন লভন্তে প্রার্থয়ন্তস্তাং গতিং দুহিতা গতা ॥১
ধর্ম্মবন্তং সদাচারং ভবন্তং ধর্ম্মবৎসলম্।

এই বৃত্তান্ত জানিয়া কি করিল? আর আভীরগণ বা ব্রহ্মা—ইঁহারা তখন যে যেমন বলিয়াছিলেন, এবং যে যেমন করিয়াছিলেন, যথাযথ বর্ণন করুন। এই বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমার মহা কৌতূহল জন্মিয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নরাধিপ! সেই যজ্ঞে যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমি তৎসমস্ত বলিতেছি, হে নৃপ! আপনি তাহা একমনে শ্রবণ করুন। রুদ্র সেই সভামধ্যে একটী মহাশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন; তিনি এক নিন্দনীয় রূপ ধারণ করিয়া সেই সভায় ব্রহ্মগণসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু সে সভায় কোন কথাই বলেন নাই, কারণ সেখানে তাঁহারই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল! সেই গোপকন্যা অপহৃতা হইয়াছে, এ ঘটনা জানিতে পারিয়া গোপকুমারগণ এবং সমস্ত গোপীরা ব্রহ্মার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন যে, গায়ত্রী মেখলা ধারণ করিয়াছেন, এবং সেই যজ্ঞস্থলে আসীনা রহিয়াছেন। দেখিয়াই তাঁহার মাতা হা পুত্রি! পিতা হা পুত্রিকে! বান্ধবেরা হা ভগিনি! এবং সখীরা সখ্যবশতঃ হা সখি। বলিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক—"কে তোমাকে এখানে আনিয়াছে? অলক্তাক্তা—সুন্দরী তুমি, তোমার শাটী ফেলিয়া কে তোমায় কম্বলধারিণী করিয়াছে? কেইবা তোমার মস্তকে রক্তসূত্রগ্রথিতা জটা কল্পনা করিয়াছে? তাহাদিগের এবম্বিধ বাক্য সকল শুনিয়া হরি স্বয়ং তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন! ১—১০। শ্রীহরি কহিলেন,—ওহে গোপ! তুমি এখানে বৃথা প্রলাপ করিও না। ইনি পুণ্যবতী সৌভাগ্যশালিনী এবং কুলের ও বন্ধুজনের আনন্দবর্দ্ধিনী; এই বালাকে আমরা এখানে আনিয়াছি, এবং ব্রহ্মার পত্নীত্বে নিয়োগ করিয়াছি; ইনিও ব্রহ্মাকেই অবলম্বন করিয়াছেন। ইনি যদি পুণ্যবতীই না হইবেন, তাহা হইলে এ সভায় আসিবেন কেন? হে মহাভাগ! তুমি এই সমস্ত জানিয়া অতঃপর আর শোক করিও না। তোমার এই মহাভাগা কন্যা দেব বিরিঞ্চিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্ঞানযোগী, কর্ম্মযোগী ও বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা প্রার্থনা করিয়াও যাহা লাভ করিতে পারেন না, তোমার এই দুহিতা সেই গতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমাকে আমি ধার্ম্মিক সদাচারবান্ ও ধর্ম্মবৎসল জানিয়া

ময়া জ্ঞাত্বা ততঃ কন্যা দত্তা চৈষা বিরঞ্চয়ে।
অনয়া তারিতো গচ্ছ দিব্যান্ লোকান্
মহোদয়ান॥ ১৫
যুষ্মাকঞ্চ কুলে চাপি দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
অবতার করিষ্যেঽহং সা ক্রীড়া তু ভবিষ্যতি
যদা নন্দপ্রভৃতয়ো হ্যবতারং ধরাতলে।
করিষ্যন্তি তদা চাহং বসিষ্যে তেষু মধ্যতঃ ॥১৭
যুষ্মাকং কন্যকাঃ সর্ব্বা বসিষ্যন্তি ময়া সহ।
তত্র দোষো ন ভবিতা ন দ্বেষো ন চ মৎসরঃ
করিষ্যন্তি তদা গোপা ভয়ঞ্চ ন মনুষ্যকাঃ।
ন চাস্যা ভবিতা দোষঃ কর্ম্মণানেন কর্হিচিৎ ॥১৯
শ্রুত্বা বাক্যং তদা বিষ্ণোঃ প্রণিপত্য যযুস্তদা।
এবমেষ বরো দেব যো দত্তো ভবিতা হি মে॥
অবতারঃ কুলেঽস্মাকং কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসাধনঃ।
ভবতো দর্শনাদেব ভবামঃ স্বর্গবাসিনঃ ॥ ২১

শুভদা কন্যকা চৈষা তারিণী মে কুলৈঃ সহ।
এবং ভবতু দেবেশ বরদানং বিভো তব ॥ ২২
অনুনীতাস্তদা গোপাঃ স্বয়ং দেবেন বিষ্ণুনা।
ব্রহ্মণাপ্যেবমেবস্তু বামহস্তেন ভাষিতম্ ॥ ২৩
ত্রপান্বিতা দর্শনে তু বন্ধূনাং বরবর্ণিনী।
কৈরহস্ত সমাখ্যাতা যেনেমং দেশমাগতাঃ ॥ ২৪
দৃষ্ট্বা তু তাংস্ততঃ প্রাহ গায়ত্রী গোপকন্যকা।
বামহস্তেন তান্ সর্ব্বান্ প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥
অত্র চাহং স্থিতা মাতর্ব্রহ্মাণং সমুপাগতা।
ভর্ত্তা লব্ধো ময়া দেবঃ সর্ব্বস্যাদ্যো জগৎপতিঃ
নাহং শোচ্যা ভবত্যা তু ন পিত্রা ন চ বান্ধবৈঃ
সখীগণশ্চ মে যাতু ভগিন্যো দারকৈঃ সহ।
সর্ব্বেষাং কুশলং বাচ্যং স্থিতাস্মি সহ দৈবতৈঃ

তোমার কন্যাটীকে আনিয়া ব্রহ্মাকে সম্প্রদান করিয়াছি। এই কন্যাদ্বারাই সংসারসাগরে ত্রাণ পাইয়াছ, এক্ষণে তুমি মহোদয়যুক্ত দিব্যলোক সকলে যাইয়া বাস কর। আমি দেবকার্য্য সাধনার্থ তোমাদিগের কুলে অবতীর্ণ হইয়া সেই প্রসিদ্ধ রাসক্রীড়া করিব। যখন নন্দপ্রভৃতি ধরাতলে অবতার গ্রহণ করিবেন, আমিও তখনই তাহাদিগের মধ্যে বাস করিব। তোমাদের বংশের কন্যাগণ তখন আমার সহিত বাস করিবে; পরন্তু তাহাতে কোনও দোষ হইবে না বা গোপগণের দ্বেষ বা মাৎসর্য্যও হইবে না। আর তখন গোপগণের কেন, সমস্ত মনুষ্যেরই ভয়নিবৃত্তি হইবে। এই গায়ত্রীর এই কার্য্যেও তোমাদের কুলে কিছুমাত্র দোষস্পর্শ ঘটিবে না। গোপগণ বিষ্ণুর সেই বাক্য শুনিয়া বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।১১—২০। যাওয়ায় সময় কহিল,—হে দেব! তাহাই হউক, আপনি যাহা বর দিলেন, তাহাই হউক। আমাদের কুলে আপনি ধর্ম্মোৎ-পাদক অবতার করিবেন। আমরা আপনার দর্শনেই স্বর্গবাসসুখে সুখী হই-য়াছি। আমার শুভদায়িনী এই কন্যকা আমায় কুলের সহিত ত্রাণ করিল। হে দেবেশ! আপনার যেমন বর-দান, তাহাই হউক। দেবদেব বিষ্ণু তখন অপরাপর গোপগণকেও অনুনয় দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। ব্রহ্মাও বামহস্ত নাড়িয়া "তাহাই হইবে" ইত্যাদি বলিয়া সেই গোপগণকে অনুনয় করিয়া বিদায় দিলেন। গোপতনয়া গায়ত্রী সেই বন্ধুগণকে দেখিয়া প্রথমত লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, কাহার নিকট ইহারা সংবাদ পাইল যে আমি এখানে আসিয়াছি! এইরূপ ভাবিয়া পরে বন্ধুগণকে বামহস্ত চালনা সহকারে প্রণিপাতপুরঃসর কহিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ মাতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—হে মাতঃ! আমি এখানে ব্রহ্মার আশ্রয়ে আসিয়া রহিয়াছি। আমি সকলের আদ্যপুরুষ জগৎপতি দেব ব্রহ্মাকে ভর্ত্তা পাইয়াছি। অতএব আমি আপনার কিম্বা পিতার অথবা বান্ধবগণের কাহারই শোকের পাত্র নহি। সুতরাং আমার সখীগণ ও ভগিনীগণ, বালকদিগের সহিত যাউক। আমি এখানে দেবগণের সহিত কুশলে আছি; এই সংবাদ সকলকে বলিবেন।

গতেষু তেষু সর্ব্বেষু গায়ত্রী সা সুমধ্যমা।
ব্রহ্মণা সহিতা রেজে যজ্ঞবাটং গতা সতী ॥২৯
যাচিতো ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মা বরান্নো দেহি চেপ্সিতান
যথেপ্সিতং বরং তেষাং তদা ব্রহ্মাপ্যযচ্ছত ॥
তথা দেব্যা চ গায়ত্র্যা দত্তং তচ্চানুমোদিতম্।
সা তু যজ্ঞে স্থিতা সাধ্বী দেবতানাং সমীপগা
দিব্যং বর্ষশতং সাগ্রং স যজ্ঞো ববৃধে তদা ॥ ৩১
যজ্ঞবাটং কপর্দ্দী তু ভিক্ষার্থং সমুপাগতঃ।
বৃহৎ কপালং সংগৃহ্য পঞ্চমুণ্ডৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৩২
ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ সদস্যৈশ্চ দূরাত্তিষ্ঠন জুগুপ্সিতঃ।
কথং ত্বমিহ সম্প্রাপ্তো নিন্দিতো বেদবাদিভিঃ
এবং প্রোৎসার্য্যমাণোঽপি নিন্দ্যমানঃ স
তৈর্দ্বিজৈঃ।
উবাচ তান্ দ্বিজান্ সর্ব্বান্ স্মিতং কৃত্বা মহেশ্বরঃ
অত্র পৈতামহে যজ্ঞে সর্ব্বেষাং তোষদায়িনি।
কশ্চিত্ত্বৎসার্য্যতে নৈব ঋতে মাং দ্বিজসত্তমাঃ।
উক্তঃ স তৈঃ কপর্দ্দী তু ভুক্ত্বা চান্নং ততো ব্রজ
কপর্দ্দিনা চ তে উক্তা ভুক্ত্বা যাস্যামি ভো
দ্বিজাঃ।
এবমুক্ত্বা নিষণ্ণঃ স কপালং ন্যস্য চাগ্রতঃ।
তেষাং নিরীক্ষ্য তৎকর্ম্ম চক্রে কৌটিল্যমীশ্বরঃ
মুক্ত্বা কপালং ভূমৌ তু তান্ দ্বিজানবলোকয়ন
উবাচ পুষ্করং যামি স্নানার্থং দ্বিজসত্তমাঃ।৩৮
তূর্ণং গচ্ছেতি তৈরুক্তঃ স গতঃ পরমেশ্বরঃ।
বিয়ৎস্থিতঃ কৌতুকেন মোহয়িত্বা দিবৌকসঃ।
স্নানার্থং পুষ্করং যাতে কপর্দ্দিনি দ্বিজাতয়ঃ।
কথং হোমোঽত্র ক্রিয়তে কপালে সদসি স্থিতে
কপালাস্তান্তশৌচানি পুরা প্রাহ প্রজাপতিঃ

অতঃপর সেই গোপগণ প্রস্থান করিলে সুমধ্যমা গায়ত্রী সেই যজ্ঞবাটে ব্রহ্মার সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন। তারপর ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমাদিগকে অভীপ্সিত বর দান করুন। ব্রহ্মাও তখন তাঁহাদিগকে যথেচ্ছ বর প্রদান করিলেন।২১—৩০। গায়ত্রী দেবীও সেই ব্রহ্মদত্ত বরে অনুমোদন করিলেন। সেই সাধ্বী সেই যজ্ঞে সেই দেবগণসমীপে অবস্থিতা রহিলেন। সেই যজ্ঞ কিঞ্চিদধিক দিব্যসহস্র বৎসর প্রবর্ত্তিত রহিল। ইতিমধ্যে একদা শঙ্কর পঞ্চমুণ্ডে অলঙ্কৃত হইয়া বৃহৎ-কপালপাত্র-হস্তে সেই স্থলে ভিক্ষার্থ সমাগত হইলেন। তাহা দেখিয়া তিনি দূরে থাকিতে থাকিতেই ঋত্বিক্‌গণ ও সদস্যবর্গ তাঁহাকে নিন্দাসহকারে কহিল যে, বেদবাদিগণের নিন্দার পাত্র তুমি এখানে আসিয়াছ কেন? সেই দ্বিজগণ এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে নিন্দাসহকারে নিরাকৃত করিতে থাকিলেও মহেশ্বর ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক কহিলেন,—“হে দ্বিজসত্তমগণ! পিতামহের এই যজ্ঞ সকলেরই সন্তোষদায়ক; ইহাতে আমি ভিন্ন অপর কেহই এরূপ নিরাকৃত হয় নাই।” তখন দ্বিজগণ কহিলেন যে, তবে তুমি এখানে অন্ন ভোজন করিয়া তার পর যাঁও। কপর্দ্দী শঙ্করও তদুত্তরে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—“হে দ্বিজগণ! তাহাই হউক, আমি এখানে ভোজন করিয়াই যাইব।” এই বলিয়া তিনি সেখানে ভূতলে সম্মুখভাগে কপালপাত্র রাখিয়া উপবেশন করিলেন। সেই পরমেশ, দ্বিজগণের এইরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের সহিত একটু কৌটিল্য করিতে অভিলাষী হইলেন! তিনি ভূতলে কপালপাত্র রাখিয়া উঠিয়াই দ্বিজগণকে অবলোকন করিতে করিতে কহিলেন,—“হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি পুষ্করে স্নান করিতে যাই।” তদুত্তরে তাঁহারা “শীঘ্র যাও” বলিলে সেই পরমেশ্বর তত্রত্য দেবগণকেও মোহিত করিয়া কৌতুকবশে তত্রত্য আকাশেই অদৃশ্যাকারে রহিলেন।৩১—৩৯। সেই জটিল ভিক্ষু পুকরে স্নান করিতে গেল, দেখিয়া দ্বিজগণ তখন হোম করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই যজ্ঞবাটে কপালপাত্র রহিয়াছে। দেখিয়া “সভামণ্ডপে কপাল রহিয়াছে, যজ্ঞ করা কিরূপে? যেহেতু প্রজাপতি বলিয়া

বিপ্রোঽভ্যধাৎ সদস্যেকঃ কপালমুৎক্ষিপাম্যহম্
উদ্ধৃতন্তু সদস্যেন প্রক্ষিপ্তং পাণিনা স্বয়ম্।
তাবদন্যৎ স্থিতং তত্র পুনরেব সমুদ্ধৃতং ॥ ৪২
এবং দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং বিংশতিস্ত্রিংশদপ্যহো।
পঞ্চাশচ্চ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা ॥ ৪৩
এবং নান্তঃ কপালানাং প্রাপ্যতে দ্বিজসত্তমৈঃ
নত্বা কপর্দ্দিনং দেবং শরণং সমুপাগতাঃ ॥ ৪৪
পুষ্করারণ্যমাসাদ্য জপ্যৈশ্চ বৈদিকৈর্ভৃশম্।
তুষ্টুবুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে তাবত্তুষ্টো হরঃ স্বয়ম্ ॥৪৫
ততঃ সন্দর্শনং প্রাদাদ্দ্বিজানাং ভক্তিতঃ শিবঃ
উবাচ তাংস্ততো দেবো ভক্তিনম্রান্
দ্বিজোত্তমান্ ॥৪৬

পুরোডাশস্য নিষ্পত্তিঃ কপালং ন বিনা ভবেৎ
কুরুধ্বং বচনং বিপ্রা ভাগঃ স্বিষ্টকৃতো মম ॥৪৭
এবং কৃতে কৃতং সর্ব্বং মদীয়ং শাসনং ভবেৎ
তথেত্যূচুর্দ্বিজাঃ শম্ভুং কুর্ম্মো বৈ তব শাসনম্ ॥
কপালপাণিরাহেশো ভগবন্তং পিতামহম্ ॥ ৪৯
বরং বরয় ভো ব্রহ্মন্ হৃদি যত্তে প্রিয়ং স্থিতম্
সর্ব্বং তব প্রদাস্যামি অদেয়ং নাস্তি মে প্রভো

ব্রহ্মোবাচ।

ন তে বরং গ্রহীষ্যামি দীক্ষিতোঽহং সদঃস্থিতঃ
সর্ব্বকামপ্রদশ্চাহং যো মাং প্রার্থয়তে দ্বিহ ॥ ৫১
এবং বদন্তং বরদং ক্রতৌ তস্মিন পিতামহম্।
তথেতি চোক্তা রুদ্রঃ স বরনস্মাদযাচত ॥ ৫২
ততো মন্বন্তরেঽতীতে পুনরেব প্রভুঃ স্বয়ম্।
ব্রহ্মোত্তরং কৃতং স্থানং স্বয়ং দেবেন শম্ভুনা ॥৫৩
চতুর্ষ্বপি হি বেদেষু পরিনিষ্ঠাং গতো হি যঃ ॥

যে,কপাল পর্য্যন্ত অশুচি।” এই বলিয়া তাঁহারা গোলযোগ করিতে লাগিলেন। তখন সভামধ্যে একজন ব্রাহ্মণ উঠিয়া কহিলেন যে, আমি ঐ কপাল ফেলিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি স্বয়ং স্বহস্তে সেই কপাল উঠাইয়া ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, সেখানে অন্য একটা কপাল রহিয়াছে। তখন তিনি সে কপালটাও উঠাইয়া ফেলিয়া দিলেন; কিন্তু দেখা গেল যে, তখনও তথায় অন্য কপাল রহিয়াছে। সেই সদস্য তাহাও উঠাইয়া ফেলিয়া দিলেন। তিনি এই ভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমে বিংশতি কপাল উৎক্ষেপ করিলেন, তথাপি তথায় কপাল দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে ত্রিংশৎ, পঞ্চাশৎ, শত, সহস্র, অযুত কপাল উৎক্ষেপ করিয়াও তত্রত্য কপালের অন্ত পাইলেন না। তখন সেই দ্বিজসত্তমগণ, দেব কপর্দ্দী শঙ্করকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পুষ্করারণ্যে যাইয়া বৈদিক জপ্যদ্বারা তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। শঙ্করও তখন তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সেই দ্বিজগণের ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং সেই ভক্তিবিনম্র বিপ্রগণকে কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! তোমরা আমার বাক্য পালন কর। এখন হইতে কপাল ব্যতীত পুরোডাশ নিষ্পন্ন হইবে না; আর আমার জন্য স্বিষ্টকৃৎ ভাগ নির্দ্দিষ্ট রহিল। তোমরা এরূপ করিলেই আমার সমস্ত শাসন পালন করা হইবে। তখন দ্বিজগণও “তাহাই হইবে; আমরা আপনার আদেশ পালন করিব।” এই কথা সেই শম্ভুকে কহিলেন। কপালপাণি মহেশ্বর তখন ভগবান ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তোমার হৃদয়ে যাহা অভিলাষ আছে, তুমি সেই বর আমার নিকট প্রার্থনা কর। প্রভো! আমি সমস্তই দিব, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। ৪০—৫০। ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি দীক্ষিত হইয়া এই যজ্ঞসভায় রহিয়াছি; সুতরাং তোমার নিকট বর লইব না। বিশেষতঃ এখন এখানে আমার নিকট যে যাহা চাহে, আমি তাহারই সর্ব্বকামপ্রদ। সেই যজ্ঞে বরদাতা পিতামহ এইরূপ বলিতে থাকিলে, সেই রুদ্রদেব, ‘তাহাই হউক’ বলিয়া তাঁহারই নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর এক মন্বন্তর কাল সেই যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে পর একদা ভগবান্ শঙ্কর চতুর্ব্বেদে দৃঢ় সিদ্ধান্ত-

তস্মিন্ কালে তদা দেবো নগরস্যাবলোকনে
সম্ভাষণে দ্বিজানাঞ্চ কৌতুকেন সদোগতঃ ॥ ৫৫
তেনৈবোন্মত্তবেষেণ হুতশেষে মহেশ্বরঃ।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মণঃ সদ্ম দৃষ্টো দেবৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ ॥
প্রহসন্তি চ কেঽপ্যেনং কেচিন্নির্ভর্ৎসয়ন্তি চ।
অপরে পাংশুভিঃ সিঞ্চন্ত্যুন্মত্তং তথা দ্বিজাঃ
লোষ্টৈশ্চ লগুড়ৈশ্চান্যে শুম্মিণো বলগর্ব্বিতাঃ।
প্রহরন্তি স্মোপহাসং কুর্ব্বাণা হস্তসংবিদম্ ॥৫৮
ততোঽন্যে বটবস্তত্র জটাস্বাগৃহ্য চাস্তিকম্।
পৃচ্ছন্তি ব্রতচর্য্যান্তং কেনৈষা তে নিদর্শিতা ॥৫৯
অত্র বামাঃ স্ত্রিয়ঃ সন্তি তাসামর্থে ত্বমাগতঃ।
কেনৈষা দর্শিতা চর্য্যা গুরুণা পাপদর্শিনা।
যেন চোন্মত্তবদ্বাক্যং বদন্মধ্যে প্রধাবসি ॥ ৬০
শিশ্নং মে ব্রহ্মণো রূপং ভগঞ্চাপি জনার্দ্দনঃ।
উপ্যমানমিদং বীজং লোকঃ ক্লিশ্যতি চান্যথা।
ময়ায়ং জনিতঃ পুত্রো জনিতোঽহমনেন চাপ্যহম্
মহাদেবকৃতে সৃষ্টিঃ সৃষ্টা ভার্য্যা হিমালয়ে ॥৬২
উমা দত্তা তু রুদ্রস্য কস্য সা তনয়া বদ।
মূঢ়া যূয়ং ন জানীথ বদতাং ভগবাংস্ত যঃ ॥৬৩
ব্রহ্মণা ন কৃতা চর্য্যা দর্শিতা নৈব বিষ্ণুনা।
গিরিশেনাপি দেবেন ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন তু ॥ ৬৪
কথং নিন্দার্হসে দেবং বধ্যোঽস্মাকং ত্বমদ্য বৈ
এবং তৈর্হন্যমানস্তু ব্রাহ্মণৈস্তত্র শঙ্করঃ ॥ ৬৫
স্মিতং কৃত্বাব্রবীৎ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণান্নৃপসত্তম।
কিং মাং ন বিথ ভো বিপ্রা উন্মত্তং নষ্টচেতনম্
যূয়ং কারুণিকাঃ সর্ব্বে মিত্রভাবে ব্যবস্থিতাঃ ॥৬৬

বুদ্ধিসম্পন্ন জনৈক পূর্ব্ববৎ উন্মত্ত সন্ন্যাসীর বেশে নগরাবলোকন চ্ছলে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই ব্রহ্মযজ্ঞস্থলে যাইয়া উপনীত হইলেন। সেই প্রভু শম্ভু কৌতুকবশে সেখানে সভামধ্যে যাইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন হোম শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তত্রত্য দ্বিজগণ ও দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া কেহ উপহাস কেহ বা ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন; আর কোন কোন দ্বিজ সেই উন্মত্তবেশ মহেশের প্রতি ধূলিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন দর্পশালী বলগর্ব্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে হস্তসঙ্কেতে নির্দ্দেশ সহকারে উপহাসপূর্ব্বক লোষ্ট ও লগুড় দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। আবার কতগুলি বালক আসিয়া তাঁহার জটা ধরিয়া টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, তোমায় এই ব্রতচর্য্যা কে শিখাইয়াছে? এখানে চপলা রমণীরা আছেন, তুমি বুঝি তাঁহাদিগকে ভুলাইতে আসিয়াছ! তোমার কোন্ পাপ-প্রবর্ত্তক গুরু তোমায় এই ব্রতচর্য্যা শিখাইয়াছে?—যেজন্য তুমি উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বলিতে বলিতে সভ্যজন মধ্যে দোড়াদৌড়ি করিতেছ। ৫১—৬১। ভগবান্ কহিলেন,—আমার শিশ্নই ব্রহ্মার রূপ, আর জনার্দ্দনই ভগস্বরূপ। আমি সেই ভগে বীজ বপন করিয়া থাকি। যাহারা ইহা (ভগে বীজ বপন—গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন) না করে তাহারাই কষ্ট পাইয়া থাকে। আমি এই পুত্র ব্রহ্মাকে উৎপাদন করিয়াছি, আবার ইনিও আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাদেব রুদ্রের জন্য হিমালয়ে তাঁহার ভার্য্যা সৃষ্টি করিয়া পরে সেই উমা কন্যা আমিই রুদ্রকে সম্প্রদান করিয়াছি। তোমরা বল দেখি, সেই উমা প্রকৃতপক্ষে কাহার তনয়া? তোমরা মূঢ় তাই বৃথা কথা বলিতেছ, আমিই তোমাদিগের ভগবান্। ব্রহ্মা এ ব্রতচর্য্যা করেন নাই, বিষ্ণুও এ ব্রতচর্য্যা উপদেশ দেন নাই, ব্রহ্মহত্যাকারী দেব গিরিশও ইহার উপদেষ্টা নহেন। সেই উন্মত্তের এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ মহাক্রোধে "কি, তুমি দেবদেবের নিন্দা করিতেছ? তুমি আজি আমাদিগের বধ্য হইলে।' বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। হে নৃপসত্তম! শঙ্কর তখন একটু হাসিয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! তোমরা আমাকে কি উন্মত্ত জ্ঞানশূন্য বলিয়া বুঝিতেছ না? তোমরা সকলে কারুণিক, তোমরা আমার মিত্রভাবে

বদমানমিদং ছদ্ম-ব্রহ্মরূপধরং হরম্ ।
মায়য়া তস্য দেবস্য মোহিতাস্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥
কপর্দ্দিনং নিজঘ্নুস্তে পাণিপাদৈশ্চ মুষ্টিভিঃ ।
দণ্ডৈশ্চাপি চ কীলৈশ্চ উন্মত্তবেষধারিণম্ ॥ ৬৮
পীড্যমানস্ততৈস্তস্তু দ্বিজৈঃ কোপমথাগমৎ ।
ততো দেবেন তে শপ্তা যূয়ং বেদবিবর্জ্জিতাঃ ॥
ঊর্দ্ধজটাঃ ক্রতুভ্রষ্টাঃ পরদারোপসেবিনঃ ।
বেশ্যায়াস্তু রতা দ্যূতে পিতৃমাতৃবিবর্জ্জিতাঃ ॥
ন পুত্রঃ পৈতৃকং বিত্তং বিদ্যাং বাপি গমিষ্যতি
সর্ব্বে চ মোহিতাঃ সন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতাঃ ॥
রৌদ্রীং ভিক্ষাং সমশ্নন্তু পরপিণ্ডোপজীবিনঃ ।
আত্মানং বর্ত্তয়ন্তশ্চ নির্ম্মমা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭২
কৃপার্পিতা তু যৈর্বিপ্রৈরুন্মত্তে ময়ি সাম্প্রতম্ ।
তেষাং ধনঞ্চ পুত্রাশ্চ দাসীদাসমজাবিকং ॥৭৩
কুলোৎপন্নাশ্চ বৈ নার্য্যো ময়ি তুষ্টে ভবন্ত্বিহ ॥

অবস্থান কর। উন্মত্ত জটিল ব্রাহ্মণরূপী হর সেই ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ কহিতে থাকিলে, তৎকালে ব্রাহ্মণগণ তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত দণ্ডপ্রহার ও কীলদ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। শঙ্কর দ্বিজগণ কর্ত্তৃক এইরূপ পীড্যমান হইয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং সেই দ্বিজগণকে অভিশাপ দিলেন যে, এখন হইতে তোমরা বেদবর্জ্জিত, ঊর্দ্ধজটাধারী, ক্রতুভ্রষ্ট, পরদাররত, বেশ্যাসেবী, দ্যূতপর, পিতৃমাতৃরহিত, মোহাচ্ছন্ন, এবং ক্ষীণ-সর্ব্বেন্দ্রিয় হইবে। কোন পুত্রই আর পৈতৃক বিদ্যা বা বিভবের অধিকারী হইবে না। তোমরা দাতার ক্লেশকরী রৌদ্রী ভিক্ষা ভোজন করিবে; সকলেই পরপিণ্ডোপজীবী হইবে। আর নির্ম্মম ও ধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া কোনমতে আত্মপ্রতিপালনে সমর্থ হইবে। ৬২—৭২। আমি উন্মত্ত, সম্প্রতি যেসকল বিপ্র আমার প্রতি কৃপার্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ধন, পুত্র, দাসদাসী, ছাগ-মেষাদি পশু, এবং সৎকুলজা শোভনা রমণীসকল আমার সন্তোষের ফলে হউক।" ঈশ্বর

এবং শাপং বরং চৈব দত্তান্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ ।
গতো দ্বিজা গতে দেবে মত্বা তং শঙ্করং প্রভুম্
অন্বিষ্যন্তোঽপি যত্নেন ন চাপশ্যন্ত তে যদা ।
তদা নিয়মসম্পন্নাঃ পুষ্করাণ্যমাগতাঃ ॥ ৭৬
স্নাত্বা জ্যেষ্ঠসরো বিপ্রা জেপুস্তে শতরুদ্রিয়ম্ ।
জাপ্যাবসানে দেবস্তানশরীরগিরাব্রবীৎ ॥
অনৃতং ন ময়া প্রোক্তং স্বৈরেষপি কৃতঃ পুনঃ ।
আগতে নিগ্রহে ক্ষেমং ভূয়োঽপি করবাণ্যহম্
শান্তা দান্তা দ্বিজা যে তু ভক্তিমন্তো ময়ি স্থিরাঃ
ন তেষাং ছিদ্যতে বেদো ন ধনং নাপি সন্ততিঃ
অগ্নিহোত্ররতা যে চ ভক্তিমন্তো জনার্দ্দনে ।
পূজয়ন্তি চ ব্রহ্মাণং তেজোরাশিং দিবাকরম্ ॥
নাশুভং বিদ্যতে তেষাং যেষাং সাম্যে স্থিতা-
মতিঃ ।
এতাবদুক্ত্বা বচনং তূষ্ণীম্ভূতস্ত সোঽভবৎ ॥৮১

এইরূপ শাপ ও বরদান করিয়া সহসা অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন তত্রত্য দ্বিজগণ তাঁহাকে শম্ভু শঙ্কর বলিয়া বুঝিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন তাঁহারা পুষ্করারণ্যে যাইয়া নিয়ম গ্রহণ করিলেন। সেই বিপ্রগণ জ্যেষ্ঠ সরোবরে স্নান করিয়া শতরুদ্রিয় জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শতরুদ্রিয়পাঠের পর দেব শঙ্কর তাহাদিগকে অশরীরিণী বাণীতে বলিলেন,—আমি কদাচ পরিহাস কালেও ইতিপূর্ব্বে মিথ্যা বলি নাই; কাহাকেও নিগ্রহ করিবার সময়ে আর কথা কি? যে দ্বিজগণ শান্ত দান্ত এবং আমাতে স্থিরভক্তিসম্পন্ন তাঁহাদিগের ধন, বেদ বা সন্ততিবিচ্ছেদ ঘটিবে না। যাঁহারা অগ্নিহোত্ররত, যাহারা জনার্দ্দনে ভক্তিমান্, আর যাহারা ব্রহ্মার পূজা করে, ও তেজোরাশি দিবাকরের অর্চ্চনা করে, আর যাঁহাদিগের সাম্যে মতি বিন্যস্তা রহিয়াছে, তাঁহাদিগের কোনও অশুভ হইতে পারে না। সেই ভগবান্ এই পর্য্যন্ত বলিয়া

লব্ধা বরং সপ্রসাদং দেবদেবান্মহেশ্বরাৎ।
আজগ্মুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে যত্র দেবঃ পিতামহঃ ॥
বিরিঞ্চিং সংহিতাজাপ্যৈস্তোষয়স্তোঽগ্রতঃ স্থিতাঃ।
তুষ্টস্তানব্রবীদ্ব্রহ্মা মত্তোঽপি ব্রিয়তাং বরঃ ॥
ব্রহ্মণস্তেন বাক্যেন হৃষ্টাঃ সর্ব্বে দ্বিজোত্তমাঃ।
কো বরো যাচ্যতাং বিপ্রাঃ পরিতুষ্টে পিতামহে
অগ্নিহোত্রাণি বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
সান্তানিকাশ্চ যে লোকা বরদানাস্তবন্ত নঃ ॥ ৮৫
এবং প্রজল্পতাং তত্র বিপ্রাণাং কোপমাবিশৎ
কে যূযং কেঽত্র প্রবরা বয়ং শ্রেষ্ঠাস্তথা পরে ॥
নেতি নেতি তথা বিপ্রা দ্বিজাংস্তাংস্তত্র সংস্থিতান্।
ব্রহ্মোবাচাভিসম্প্রেক্ষ্য ব্রাহ্মণান্ ক্রোধপূরিতান্
যস্মাদ্‌যূয়ং ত্রিভির্ভাগৈঃ সভায়াং বাহ্যতঃ স্থিতাঃ
তস্মাদামুষ্মিকো গুল্মো হ্যেকো ভবতু বো দ্বিজাঃ
উদাসীনাঃ স্থিতা যে তু উদাসীনা ভবন্তু তে।
সায়ুধা বদ্ধনিস্ত্রিংশা যোদ্ধুকামা ব্যবস্থিতাঃ।
কৌশিকেতি গণো নাম তৃতীয়ো ভবতু দ্বিজাঃ
ত্রিধা বদ্ধ মিদং স্থানং সর্ব্বং যুস্মদ্ভবিষ্যতি।
বাহ্যতো লোকশব্দেন প্রোচ্যমানাঃ প্রজাদিভিঃ
অবিক্রেয়মিদং স্থানং বিষ্ণুঃ পালয়িতা ধ্রুবম্।
ময়া দত্তং চিরস্থায়ি অভঙ্গঞ্চ ভবিষ্যতি। ৯২
এবমুক্তা তদা ব্রহ্মা সমাপ্তিং তামবৈক্ষত।
ব্রাহ্মণাঃ সহিতাস্তে তু ক্রোধামর্ষসমন্বিতাঃ।
অতিথিং ভোজয়ানাশ্চ বেদাভ্যাসরতাশ্চ তে।
এতচ্চ পরমং ক্ষেত্রং পুষ্করং ব্রহ্মসংস্থিতম্।

তূষ্ণীম্ভূত হইলেন।—৮১। দ্বিজগণ দেব-দেব মহেশ্বরের নিকট তদীয় অনুগ্রহের সহিত বরলাভ করিয়া সকলে মিলিয়া পিতামহের নিকট আসিলেন। আসিয়া মিলিতভাবে জাপ্যোচ্চারণ দ্বারা তাঁহার সন্তোষ সাধন করতঃ তদীয় অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মাও তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে, আমার নিকটও তোমরা বর গ্রহণ কর। দ্বিজোত্তমগণ ব্রহ্মার সেই বাক্যে হৃষ্ট হইয়া সকলেই পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, হে বিপ্রগণ! পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এখন ইঁহার নিকট কি বর গ্রহণ করা যায়? অগ্নিহোত্র বেদ সকল ও বিবিধ শাস্ত্র দ্বারা লভ্য এবং সান্তানিক লোক সকল ব্রহ্মার বরদানে আমাদিগের লাভ হউক। বিপ্রগণ এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তখন "তোমরা কে? কোন্ প্রবর? আমরা শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি এবং 'না না; তাহা নহে" ইত্যাদি প্রতিবাদ সেই দ্বিজগণমধ্যে মহা ক্ষোভ উৎপাদন করিল। ব্রহ্মা তখন সেই ব্রাহ্মণগণকে ক্রোধে পূরিত দেখিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! যেহেতু তোমরা এই সভায় প্রকাশ্যতঃ তিন দলে তিন ভাগ হইয়া রহিয়াছ, সেই জন্য তোমাদিগের সমষ্টি ব্রাহ্মণসমাজকে আমি তিন ভাগে বিভাগ করিয়া দিতেছি,—যাহারা এখন মূল প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহারা 'আমুষ্মিক' নামে গণ, আর যাহারা উদাসীন ছিলে, তাহারা উদাসীন, এবং যাহারা তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য আয়ুধধারণ ও খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহারা কৌশিকগণ, এই তিন গণে তোমাদিগকে বদ্ধ করিলাম। ত্রিধাবদ্ধ এই স্থানও সমস্তই তোমাদিগের হইল। ৮২—৯০। এখানকার প্রজাবর্গকে বাহ্যতঃ 'লোক' শব্দে অভিহিত করিলেও সাধারণ লোক অপেক্ষা অত্রত্য প্রজাবর্গের এই বিশেষত্ব আমি বিধান করিলাম। বিষ্ণুই তোমাদিগকে এখানে পালন করিবেন। পরন্তু তাহাও সাধারণের অবিক্রেয় হইবে। মৎপ্রদত্ত এই স্থান চিরস্থায়ী, কদাচ ইহার ভঙ্গ হইবে না। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া যজ্ঞ সমাপন বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তদবধি সেই ব্রাহ্মণগণ ক্রোধ ও অক্ষমার বশবর্ত্তী, অতিথিসেবাপরায়ণ ও বেদাভ্যাসনিরত হইয়া বাস করিতে লাগিল। এই পরম ক্ষেত্র পুষ্করই ব্রহ্মক্ষেত্র;

তত্রস্থা যে দ্বিজাঃ শান্তা বসন্তি ক্ষেত্রবাসিনঃ।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদ্ব্রহ্মলোকে ভবিষ্যতি॥
কোকামুখে কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে ঋষিসঙ্গমে।
বারাণস্যাং প্রভাসে চ তথা বদরিকাশ্রমে ॥৯৬
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
রুদ্রকোট্যাং বিরূপাক্ষে মিত্রস্যাপি তথা বনে॥
তীর্থেষেতেষু সর্ব্বেষু সিদ্ধির্যা দ্বাদশাব্দিকী।
প্রাপ্যতে মানবৈর্ষেকে যণ্মাসাদ্রাজসত্তম ॥৯৮
পুষ্করে তু ন সন্দেহো ব্রহ্মচর্য্যমনা যদি।
তীর্থানাং পরমং তীর্থং ক্ষেত্রাণামপি চোত্তমম্।
সদা তু পূজিতং পূজ্যৈর্ভক্তিযুক্তৈঃ পিতামহে॥
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সাবিত্র্যা ব্রহ্মণা সহ।
বাদো যথাদ্ভুতস্তু পরিহাসকৃতো মহান্॥ ১০০
সাবিত্রীগমনে সর্ব্বা আগতা দেবযোষিতঃ ॥১০১
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না বিষ্ণুপত্নী যশস্বিনী।
আমন্ত্রিতা তদা লক্ষ্মীস্তত্রায়াতা ত্বরান্বিতা ॥১০২

মদিরা চ মহাভাগা যোগনিদ্রা বিভূতিদা।
শ্রীঃ কমলালয়া ভূতিঃ কীর্ত্তিঃ শ্রদ্ধা মনস্বিনী।
পুষ্টিতুষ্টিপ্রদা যা তু দেব্যা এতাঃ সমাগতাঃ॥
সতী যা দক্ষতনয়া উমেতি পার্ব্বতী শুভা।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী দেবী স্ত্রীণাং সৌভাগ্য-
দায়িনী॥ ১০৪
জয়া চ বিজয়া চৈব মধুচ্ছন্দামরাবতী।
সুপ্রিয়া জনকান্তা চ সাবিত্র্যা মন্দিরে শুভে॥
গৌর্য্যা সহ সমায়াতাঃ সুবেষাভরণান্বিতাঃ॥১০৬
পুলোমদুহিতা চৈব শক্রাণী চ সহাপ্সরাঃ।
স্বহা চাপি স্বধায়াতা ধূমোর্ণা চ বরাননা॥ ১০৭
যক্ষী তু রাক্ষসী চৈব গৌরী চৈব মহাধনা।
মনোজবা বায়ুপত্নী ঋদ্ধিশ্চ ধনদপ্রিয়া॥ ১০৮
দেবকন্যাস্তথায়াতা দানব্যো দনুবল্লভাঃ।
সপ্তর্ষীণাং মহাপত্ন্য ঋষীণাঞ্চ বরাঙ্গনাঃ॥ ১০৯
এবং ভগিন্যো দুহিতা বিদ্যাধরীগণাস্তথা।
রাক্ষস্যঃ পিতৃকন্যাশ্চ তথান্যা লোকমাতরঃ।

এই ক্ষেত্রে যে সকল দ্বিজ শান্তভাবে বাস করিবে, ব্রহ্মলোকে তাহাদিগের কিছুমাত্র দুর্লভ থাকিবে না। ইহলোকে কোকামুখে, কুরুক্ষেত্রে, নৈমিষে, ঋষিসঙ্গমে, বারাণসীতে, প্রভাসে, বদরিকাশ্রমে, গঙ্গাদ্বারে, প্রয়াগে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, রুদ্রকোটীতে, বিরূপাক্ষে, মিত্রবনে—এই সকল তীর্থে দ্বাদশ বর্ষে যাহা লাভ হয়, হে রাজসত্তম! এখানে মানবগণ সেই সিদ্ধি ছয় মাসেই লাভ করিতে পারে। পুষ্করে এইরূপ ফলই পাওয়া যায়, যদি মানব ব্রহ্মচর্য্যে মনোযোগী থাকে। ইহা তীর্থনিচয় মধ্যে পরম তীর্থ এবং ক্ষেত্রসমূহ মধ্যেও উত্তম। যাহারা পিতামহ ব্রহ্মার প্রতি ভক্তিমান্ তাঁহারা সদাই এই স্থানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অতঃপর আমি ব্রহ্মার সহিত সাবিত্রীর পরিহাসবশে যে মহাবিবাদ ঘটিয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিতেছি। ৯১—১০০। সাবিত্রী দেবী যজ্ঞে যাইবেন বলিয়া সমস্ত দেবপত্নীরা সেখানে আসিলেন। ভৃগুঋষির খ্যাতিনাম্নী পত্নীতে সমুৎপন্না যশস্বিনী বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবী আমন্ত্রিত হইয়া সত্বর তথায় আসিলেন। মহাভাগা মদিরা, বিভূতিদা যোগনিদ্রা, শ্রী, কমলালয়া ভূতি, কীর্ত্তি, মনস্বিনী শ্রদ্ধা, তুষ্টিপ্রদা পুষ্টি এই সকল দেবী তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন। যিনি দক্ষনন্দিনী সতী, যাঁহাকে উমা শুভা পার্ব্বতী বলে, যিনি নারীগণের সৌভাগ্যদায়িনী, আর জয়া, বিজয়া, মধুচ্ছন্দা, অমরাবতী, সুপ্রিয়া, জনকান্তা, ইঁহারাও সুবেশাভরণে সজ্জিত হইয়া গৌরীর সহিত সেই শুভ সাবিত্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। পুলোমদুহিতা শক্রাণী অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া, আর স্বাহা, স্বধা, বরাননা ধূমোর্ণা, যক্ষী, রাক্ষসী, মহাধনা গৌরী, বায়ুপত্নী মনোজবা, ধনদপ্রিয়া ঋদ্ধি, অপরাপর দেবকন্যাগণ, বহু দানবী ও দানবতনয়াগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। সপ্তর্ষিপত্নীগণ অপরাপর নানা ঋষির পত্নী, তনয়া ও ভগিনীগণ; আর বিদ্যাধরীগণ, রাক্ষসীগণ, পিতৃকন্যাগণ, অন্যান্য লোকমাতৃগণ—সকলেই

বধূভিঃ সখুষাভিশ্চ সাবিত্রী গন্তুমিচ্ছতি ॥১১০
অদিত্যাদ্যাস্তথা সর্ব্বা দক্ষকন্যাঃ সমাগতাঃ।
তাভিঃ পরিবৃতা সাধ্বী ব্রহ্মাণী কমলালয়া ॥১১১
কাচিন্মোদকমাদায় কাচিচ্ছূর্পং বরাননা।
ফলপূরিতমাদায় প্রয়াতা ব্রহ্মণোঽন্তিকম্ ॥ ১১২
আঢ়কীঃ সহনিষ্পাবা গৃহীত্বান্যাস্তথাপরা।
দাড়িমানি বিচিত্রানি মাতুলিঙ্গানি শোভনা ॥
করীরাণি তথা চান্যা গৃহীত্বা কমলানি চ।
কৌসুম্ভকং জীরকঞ্চ খর্জ্জূরমপরা তথা ॥ ১১৪
উত্তমান্যপরাদায় নারিকেলানি সর্ব্বশঃ।
দ্রাক্ষয়া পূরিতং কাচিৎপাত্রং শৃঙ্গাটকং তথা ॥
কর্পূরাণি বিচিত্রাণি জম্বুকানি শুভানি চ।
অক্ষোটামলকান্ গৃহ্য জম্বীরাণি তথাপরা ॥
বিল্বানি পরিপক্বানি চিপিটানি বরাননা।
কার্পাসতূলিকাশ্চান্যা বস্ত্রং কৌসুম্ভকং তথা ॥
এবমাদ্যানি চান্যানি কৃত্বা শূর্পে বরাননাঃ।
সাবিত্র্যা সহিতাঃ সর্ব্বাঃ সম্প্রাপ্তাঃ সহসা শুভাঃ

আসিয়া সেখানে মিলিত হইলেন। সাবিত্রী এই সমস্ত বধূগণে পরিবৃত হইয়া সেই ব্রহ্মযজ্ঞে যাইবার অভিলাষ করিলেন। অদিতি প্রভৃতি সমস্ত দক্ষকন্যাগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধ্বী কমলবাসিনী ব্রহ্মাণী এই সমস্ত সখী ও স্নুষাজনে পরিবৃত হইয়া যাইতে উদ্যম করিলেন।১০১—১১১। তাঁহাদিগের কেহ কেহ মোদক, কেহ শূর্প এবং কোন বরাননা রমণী ফলপূরিত পাত্র লইয়া, কেহ নিষ্পাবযুক্ত আঢ়কী লইয়া, কেহ বিচিত্র দাড়িম সকল, কোন শোভনা মাতুলিঙ্গনিচয়, কেহ করীর, কেহ কমল সকল, কেহ কুসুম্ভবীজ, কেহ জীরক, কেহ খর্জ্জুর, কেহ উত্তম নারিকেল, কেহ দ্রাক্ষাপূরিত পাত্র, কেহ শৃঙ্গাটক, কেহ কর্পূর, কেহ বিচিত্র শুভ জম্বুক, কেহ অক্ষোট, কেহ আমলক, কেহ জম্বীর, কেহ পরিপক্ক বিল্ব, কোন বরাননা চিপিটক, কেহ কার্পাস-তূলিকা, কেহ কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্র, এইরূপ আরও নানাবিধ দ্রব্য শূর্পে করিয়া লইয়া সেই সমস্ত বরাননাগণ সাবিত্রীর সহিত

সাবিত্রীমাগতাং দৃষ্ট্বা ভীতস্তত্র পুরন্দরঃ।
অধোমুখঃ স্থিতো ব্রহ্মা কিমেষা মাং বদিষ্যতি
ত্রপান্বিতৌ বিষ্ণুরুদ্রৌ সর্ব্বে চান্যে দ্বিজাতয়ঃ।
সভাসদস্তথা ভীতাস্তথা চান্যে দিবৌকসঃ ॥১১
পুত্রাঃ পৌত্রা ভাগিনেয়া মাতুলা ভ্রাতরস্তথা।
ঋভবো নাম যে দেবা দেবানামপি দেবতাঃ।
বৈলক্ষ্যেঽবস্থিতাঃ সর্ব্বে সাবিত্রী কিং বদিষ্যতি
ব্রহ্মপার্শ্বে স্থিতা তত্র কিন্তু বৈ গোপকন্যকা।
মৌনীভূতা তু শৃণ্বানা সর্ব্বেষাং বদতাং গিরঃ।
অধ্বর্য্যুণা সমাহূতা নাগতা বরবর্ণিনী।
শক্রেণান্যাহৃতাভীরা দত্তা সা বিষ্ণুনা স্বয়ম্ ॥
অনুমোদিতা চ রুদ্রেণ পিত্রা দত্তা স্বয়ং তথা।

সহসা যাইয়া সেই ব্রহ্মযজ্ঞক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সাবিত্রীকে সমাগত দেখিয়া পুরন্দর ভীত হইলেন, ব্রহ্মাও "ইনি আমাকে কি বলিবেন?" ভাবিয়া অধোমুখে রহিলেন। আর বিষ্ণু ও রুদ্র উভয়েই এবং অপরাপর ব্রাহ্মণগণ সকলেই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। সেখানে সভাসদ্ আর আর যে সকল দেবতা ছিলেন এবং পুত্র পৌত্র ভাগিনেয় মাতুল ভ্রাতৃগণ ও দেবতাদিগেরও দেবতা ঋভু নামক দেবগণ—ইঁহারা সকলেই সাবিত্রী কি বলিবেন, ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ১১২—১২১। গোপকন্যা গায়ত্রী কিন্তু তখন ব্রহ্মার পার্শ্বেই ছিলেন, তিনি সকলে যাহা বলিতেছিল তাহাই মৌনভাবে শুনিতেছিলেন। অধ্বর্য্যু তাঁহাকে আহ্বান করিলেও সেই বরবর্ণিনী সেখানে গমন করিলেন না। তখন সকলেই চিন্তা করিতেছিল যে, এই গোপকন্যাকে ব্রহ্মা, সাবিত্রীর পরিবর্ত্তে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছেন, শক্র ইঁহাকে আনয়ন করিয়াছেন, স্বয়ং বিষ্ণু ইঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, রুদ্র একার্য্যে অনুমোদন করিয়াছেন; পরন্তু ইঁহার পিতা সম্প্রদান করেন নাই, বা ইনি নিজেও ব্রহ্মাকে আত্মদান করেন নাই; সুতরাং ইনি এযজ্ঞে কিপ্রকারে পত্নীকার্য্য করিবেন?

কথং সা ভবিতা যজ্ঞে সমাপ্তিং বা
ব্রজেৎ কথম্।
এবং চিন্তয়তাং তেষাং প্রবিষ্টা কমলালয়া ॥১২৫
বৃতো ব্রহ্মা সদস্যৈস্তু ঋত্বিগ্‌ভির্দৈবতৈস্তথা।
হূয়তে চাগ্নিস্তত্র ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥ ১২৬
পত্নীশালাস্থিতা গোপী চৈণশৃঙ্গা সমেখলা।
ক্ষৌম-বস্ত্রপরীধানা ধ্যায়ন্তী প রমং পদম্ ॥ ১২৭
পতিব্রতা পতিপ্রাণা প্রাধান্যে চ নিবেশিতা।
রূপান্বিতা বিশালাক্ষী তেজসা ভাস্করোপমা ॥
দ্যোতয়ন্তী সদস্তত্র সূর্য্যস্যেব যথা প্রভা ॥১২৯
জ্বলমানং তথা বহ্নিং শ্রয়ন্তে ঋত্বিজস্তথা।
পশূনামিহ গৃহ্ণাণা ভাগং স্বস্বচরোর্মুদা ॥ ১৩০
যজ্ঞভাগার্থিনো দেবা বিলম্বাদ্ব্রুবতে-তদা।
কালহীনং ন কর্ত্তব্যং কৃতং ন ফলদং যতঃ।
বেদেষ্বেবমধীকাষো দৃষ্টঃ সর্ব্বৈর্মনীষিভিঃ ॥১৩১
প্রাবর্গ্যে ক্রিয়মাণে তু ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
ক্ষীরদ্বয়েন সংযুক্ত-শৃতেনাধ্বর্য্যুণা তথা ॥ ১৩২
উপহূতেনাগতেন চাহূতেষু দ্বিজন্মসু।
ক্রিয়মাণে তথা ভক্ষ্যে দৃষ্টা দেবী রুষান্বিতা ॥
উবাচ দেবী ব্রহ্মাণং সদোমধ্যে তু মৌনিনম্।
কিমেতদ্ যুজ্যতে দেব কর্ত্তুমেতদ্বিচেষ্টিতম্ ॥
মাং পরিত্যজ্য যৎকামাৎ কৃতবানসি কিল্বিষম্
ন তুল্যা পাদরজসা মমৈষা যা শিরঃকৃতা ॥ ১৩৫
যদ্বদন্তি জনাঃ সর্ব্বে সঙ্গতাঃ সদসি স্থিতাঃ।
আজ্ঞামীশ্বরভূতানাং তাং কুরুষ যদীচ্ছসি ॥
ভবতা রূপলোভেন কৃতং লোকবিগর্হিতম্।
পুত্রেষু ন কৃতা লজ্জা পৌত্রেষু চ ন তে প্রভো
কামকারকৃতং মন্ষ্য এতৎ কর্ম্ম বিগর্হিতম্ ॥১৩৭
পিতামহোঽসি দেবানামৃষীণাং প্রপিতামহঃ।
কথং ন তে ত্রপা জাতা আত্মনঃ পশ্যতস্তনুম্ ॥
লোকমধ্যে কৃতং হাস্যমহঞ্চাপকৃতা প্রভো।

আর এ যজ্ঞই বা কি প্রকারে সমাপ্ত হইবে? সকলে যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখনই কমলালয়া সাবিত্রী দেবী তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, ব্রহ্মা সদস্য ঋত্বিক্ ও দেবগণে পরিবৃত রহিয়াছেন, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে হোম করিতেছেন; পত্নীশালায় মৃগশৃঙ্গধরা সমেখলা ক্ষৌমবসনপরিধানা, পরমপদ-ধ্যানপরায়ণা, পতিব্রতা পতিপ্রাণা বিশালাক্ষী রূপবতী গায়ত্রী গোপী সূর্য্যসমতেজে সেই সভা উজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছেন। ঋত্বিকগণ স্ব স্ব হবনীয় চরুসমূদয়ের জন্য পশুভাগ সকল লইয়া ববিকরপ্রভ অনলের আশ্রয় লইতেছেন।১২১--২৩০। যজ্ঞভাগার্থী দেবগণ কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, কালাতিক্রম করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু অকালকৃত কর্ম্ম ফলপ্রদ হয় না। বেদে এইরূপ বিধানই আছে; ইহা সমস্ত মনীষীরাই জানেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ প্রাবর্গ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন,—অধ্বর্য্যু দ্বিবিধ ক্ষীর পাক করিয়া তাহাতে মিশাইয়া দিলেন। বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সাবিত্রী দেবী যখন দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণেরা আহ্বান করিলেও গায়ত্রী সেখানে গমন করিলেন না; তখন তিনি সকোপে সেই সভামধ্যগত মৌনী ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে দেব! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কামবশে এই যে পাপ কার্য্য করিয়াছেন; ইহা কি আপনার যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? এ গোপী আমার পদধূলীরও তুল্য নহে। আপনি ইহাকে মস্তকে স্থাপন করিলেন।১৩১—১৩৫। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই সভায় মিলিত, ঈশ্বরবৎ সম্মানার্হ সদস্যবর্গ যাহা বলেন, সেই আদেশ পালন করুন। হে প্রভো! আপনি রূপের লোভে পড়িয়া এই লোকবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন; পরন্তু ইহাতে পুত্র পৌত্রাদি হইতেও লজ্জিত হন নাই। আপনার এই বিগর্হিত কার্য্য কামকারকৃত বলিয়াই মনে করি। আপনি দেবগণের পিতামহ এবং ঋষিগণের প্রপিতামহ। আপনি নিজের শরীরের দিকে চাহিয়াও লজ্জিত হন নাই কেন? প্রভো! ইহাতে আপনি লোকমধ্যে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন;

যদ্যেষ তে স্থিরো ভাবস্তিষ্ঠ দেব নমোঽস্তু তে
অহং কথং সখীনান্তু দর্শয়িষ্যামি বৈ মুখম্।
ভর্ত্তা মে বিধৃতা পত্নী কথমেতদহং বদে ॥১৪০

ব্রহ্মোবাচ।

ঋত্বিগ্‌ভিস্ত্বরিতশ্চাহং দীক্ষাকালাদনন্তরম্।
পত্নীং বিনা ন হোমোঽত্র শীঘ্রং পত্নীমিহানয় ॥
শক্রেণৈষা সমানীতা দত্তেয়ং মম বিষ্ণুনা।
গৃহীতা চ ময়া সুভ্রু ক্ষমস্বৈতং ময়া কৃতম্ ॥১৪২
ন চাপরাধং ভূয়োঽন্যং করিষ্যে তব সুব্রতে।
পাদয়োঃ পতিতস্তেঽহং ক্ষমস্বেহ নমোঽস্তু তে

পুলস্ত্য উবাচ।

এবমুক্তা তদা ক্রুদ্ধা ব্রহ্মাণং শপ্তুমুদ্যতা ॥ ১৪৪
যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং গুরবো যদি তোষিতাঃ
সর্ব্বব্রহ্মসমূহেষু স্থানেষু বিবিধেষু চ ॥ ১৪৫
নৈব তে ব্রাহ্মণাঃ পূজাং করিষ্যন্তি কদাচন।
ঋতে তু কার্ত্তিকীমেকাং পূজাং সাংবৎসরীং ত
করিষ্যন্তি দ্বিজাঃ সর্ব্বে মর্ত্ত্যানান্যত্র ভূতলে।
এতদ্‌ব্রহ্মাণমুক্তাহ শতক্রতুমুপস্থিতম্। ১৪৭
ভো ভোঃ শক্র ত্বয়ানীতা আভীরী

ব্রহ্মণোঽন্তিকম্।

যস্মাত্তে ক্ষুদ্রকং কর্ম্ম তস্মাত্বং লপ্স্যসে ফলম্
যদা সংগ্রামমধ্যে ত্বং স্থাতা শক্র ভবিষ্যসি।
তদা ত্বং শত্রুভির্বদ্ধো নীতঃ পরমিকাং দশাম্।
অকিঞ্চনো নষ্টসত্ত্বঃ শত্রূণাং নগরে স্থিতঃ।
পরাভবং মহৎপ্রাপ্য ন চিরাদেব মোক্ষ্যসে।
শক্রং শপ্ত্বা তদা দেবী বিষ্ণুং বাক্যমথাব্রবীৎ
ভৃগুবাক্যেন তে জন্ম যদা মর্ত্ত্যে ভবিষ্যতি।
ভার্য্যাবিয়োগজং দুঃখং তদা ত্বং তত্র ভোক্ষ্যসে
হৃতা তে শত্রুণা পত্নী পরে পারে মহোদধেঃ।
ন চ ত্বং জ্ঞাস্যসে নীতাং শোকোপহতচেতনঃ

আর আমারও অপকার সাধন করিয়াছেন। হে দেব! ইহাই যদি আপনার স্থির অভিপ্রায়, তাহা হইলে আপনি থাকুন আপনাকে নমস্কার! কিন্তু আমি কিরূপে সখীদিগকে মুখ দেখাইব? আমার ভর্ত্তা অন্যপত্নী গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা আমি কেমন করিয়া বলিব?১৩৬—১৪০। ব্রহ্মা কহিলেন,—দীক্ষাকালের পর ঋত্বিকেরা কহিলেন যে, পত্নী ভিন্ন হোম হয় না। অতএব সত্বর এখানে পত্নী আনয়ন করুন। এই কথার পর যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ শক্র ইহাঁকে আনয়ন করিয়াছেন, বিষ্ণু ইহাঁকে আমায় সম্প্রদান করিয়াছেন, হে সুভ্রু! আমিও গ্রহণ করিয়াছি। অয়ি সুব্রতে! আমি এই যাহা করিয়াছি, তুমি আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর। আর কখনও কোন অপরাধ করিব না। আমি তোমার পদে পতিত, আমায় ক্ষমা কর; তোমায় নমস্কার করি। পুলস্ত্য কহিলেন,—ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধা সাবিত্রী ব্রহ্মাকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন,—আমার যদি সঞ্চিত কিছু তপস্যা থাকে, যদি আমি গুরুবর্গের সন্তোষ সাধন করিয়া থাকি, তাহা হইলে সমস্ত ব্রাহ্মণসভায়, এবং বিবিধ স্থানেও কেবল কার্ত্তিকী সাংবৎসরী পূজা ব্যতীত ব্রাহ্মণেরা কদাচ আপনার পূজা করিবেন না!—মর্ত্ত্য দ্বিজগণ ঐ বার্ষিকী পূজা ব্যতীত আর কখনও ভূতলে আপনার পূজা করিবেন না। ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া সমীপস্থ শতক্রতুকে কহিলেন,—ওহে, ওহে শক্র! তুমি এই আভীরীকে ব্রহ্মার নিকট আনিয়াছ; তা তুমি যেমন ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিয়াছ, তাহার ফল পাইবে। হে শক্র! তুমি যখন সংগ্রাম মধ্যে থাকিবে, তখন শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া চরম দুর্দ্দশা ভোগ করিবে। তুমি সেই শত্রুনগরে অকিঞ্চন সত্ত্বহীন অবস্থায় মহা পরাভব পাইয়া অল্পকাল পরেই আবার মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ১৪১—১৫৩। দেবী সাবিত্রী ইন্দ্রকে এই অভিশাপ দিয়া পরে বিষ্ণুকে কহিলেন,—"ভৃগুবাক্যে যখন তোমার মর্ত্ত্যলোকে জন্ম হইবে, তখন তুমি ভার্য্যাবিয়োগজ দুঃখভোগ করিবে। তোমার পত্নী শত্রুকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া মহোদধির পরপারে অবস্থান করিবেন, পরন্তু তুমি তাহা

ভ্রাত্রা সহ পরং কষ্টামাপদং প্রাপ্য দুঃখিতঃ ॥
যদা যদুকুলে জাতঃ কৃষ্ণ সংজ্ঞো ভবিষ্যসি।
পশূনাং দাসতাং প্রাপ্য চিরকালং ভ্রমিষ্যসি ॥
অথাহ রুদ্রং কুপিতা যদা দারুবনে স্থিতঃ।
তদা হ্যমৃষয়ঃ ক্রুদ্ধাঃ শাপং দাস্যন্তি বৈ হর ॥
ভো ভোঃ কাপালিক ক্ষুদ্র স্ত্রীরস্মাকং জিহীর্ষসি
তদেতদ্দর্পিতং তেঽদ্য ভূমৌ লিঙ্গং পতিষ্যতি
বিহীনঃ পৌরুষেণ ত্বং মুনিশাপাচ্চ পীড়িতঃ।
গঙ্গাদ্বারে স্থিতা পত্নী সা ত্বামাশ্বাসয়িষ্যতি ॥
অগ্নে ত্বং সর্ব্বভক্ষোঽসি পূর্ব্বং পুত্রেণ মে কৃতঃ
ভৃগুণা ধর্ম্মনিত্যেন কথং দগ্ধং দহাম্যহম্ ॥১৫৮
জাতবেদঃ স রুদ্রস্ত্বাং রেতসা প্লাবয়িষ্যতি।
অমেধ্যেষু চ তে-জিহ্বা অধিকং প্রজ্বলিষ্যতি

ব্রাহ্মণানৃত্বিজঃ সর্ব্বান্ সাবিত্রী বৈ শশাপ হ
প্রতিগ্রহার্থাগ্নিহোত্রা বৃথাটিন্যাশ্রমাস্তথা।
সদা তীর্থানি ক্ষেত্রাণি লোভাদেব ভজিষ্যথ ॥
পরান্নেষু সদা তৃপ্তা অতৃপ্তাঃ স্বগৃহেষু চ।
অযাজ্যযাজনং কৃত্বা কুৎসিতস্য প্রতিগ্রহম্ ॥
বৃথা ধনার্জ্জনং কৃত্বা ব্যয়ঞ্চৈব তথা বৃথা।
প্রেতানাং তেন প্রেতত্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ
এবং শক্রং তথা বিষ্ণুং রুদ্রং বৈ পাবকং তথা
ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণাংশ্চৈব সর্ব্বাংস্তা নাশপদ্রুষা ॥
শাপং দত্ত্বা তথা তেষাং নিষ্ক্রান্তা সদসস্তথা।
জ্যেষ্ঠং পুষ্করমাসাদ্য তদা সা চ ব্যবস্থিতা ॥১৬৩
লক্ষ্মীঃ প্রাহ সতীঃ হাস্য শক্রভার্য্যাং
বরাননাম্ ॥ ১৬৫
যুবতীস্তাস্তথোবাচ নাত্র স্থাস্যামি সংসদি।
তত্র চাহং গমিষ্যামি যত্র শ্রোষ্যে ন চ ধ্বনিম্
ততস্তাঃ প্রমদাঃ সর্ব্বাঃ প্রযাতাঃ স্বনিকেতনম্

জানিতে পারিবে না; শোকেই অপহৃত-চেতন হইয়া থাকিবে, বিশেষতঃ তখন ভ্রাতার সহিত নিরতিশয় শোকে মহাকষ্ট পাইবে। আবার যখন তুমি যদুকুলে জন্মিয়া কৃষ্ণ নামে খ্যাত হইবে, তখনও তুমি পশুপালক হইয়া দীর্ঘকাল মহাক্লেশ ভোগ করিবে।” এই বলিয়া পরে সাবিত্রী দেবী, সকোপে রুদ্র-দেবকে কহিলেন,—“হে হর! যখন আপনি দারুবনে বাস করিবেন, তখন ঋষিগণ আপনাকে এই শাপ দিবেন যে, ওহে ক্ষুদ্রাশয় কাপালিক! তুমি আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে অপহরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ; অতএব তোমার সেই উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত লিঙ্গ ভূপতিত হইবে। আপনি মুনিগণের এই অভিশাপ ফলে পৌরুষহীন ও দুঃখিত হইবেন; পরে আপনার গঙ্গাদ্বারনিবাসিনী পত্নী আপনাকে আশ্বাস দানে শান্ত করিবেন।” হে পাবক! তুমি তো ইতিপূর্ব্বেই আমার ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র ভৃগুর শাপে সর্ব্বভক্ষ্য হইয়াছ; সুতরাং দগ্ধকে দগ্ধ করিয়া আমার আর ফল কি? তথাপি বলিতেছি,—হে জাতবেদঃ! রুদ্রদেব তোমাকে রেতঃ দ্বারা আপ্লাবিত করিবেন এবং অমেধ্য বস্তু-সংযোগে তোমার জিহ্বা অধিক জ্বলিবে।

১৫৪—১৫৯। তারপর সাবিত্রীদেবী তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকে অভিশাপ দিলেন যে, তোমরা বৃথাপ্রতিগ্রহ, বৃথা-অগ্নিহোত্র এবং বৃথা-বনাশ্রমী হইবে। আর সতত তীর্থ ও পুণ্য ক্ষেত্রাদির আশ্রয় কেবল লোভবশীভূত হইয়াই করিবে। সদা পরান্নতৃপ্ত ও স্বগৃহবাসে অসন্তুষ্ট হইবে। তোমরা অযাজ্যযাজন, নিন্দিত প্রতিগ্রহ, বৃথা ধনার্জ্জন প্রভৃতির ফলে প্রেততুল্য,—সুতরাং প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই। দেবী সাবিত্রী এইরূপে ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র,পাবক,ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণগণ—ইঁহাদের সকলকেই রোষবশে অভিশাপ দিলেন। তিনি তত্রত্য অপরাপর লোকদিগকেও অভিশাপ দিয়া সেই সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুষ্করে যাইয়া অব-স্থানপূর্ব্বক বরাননা লক্ষ্মী সতী শচী প্রভৃতি যুবতীগণকে কহিলেন যে, আমি এ সভায় থাকিব না; আমি এমন স্থানে যাইব যেখানে এ যজ্ঞের ধ্বনি শ্রুতিগোচর না হয়। সাবিত্রীর এ কথায় সেই রমণীরা কেহই তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলেন না;

সাবিত্রী কুপিতা তাসামপি শাপায় চোদ্যতা।
যস্মাম্মাস্ত পরিত্যজ্য গতাস্তা দেবযোষিতঃ।
তাসামপি তথা শাপং প্রদাস্যে কুপিতা ভৃশম্
নৈকত্র বাসো লক্ষ্যাস্ত ভবিষ্যতি কদাচন।
ক্ষুদ্রা সা চলচিত্তা চ মূর্খেষু চ বসিষ্যতি ॥ ১৬৯
ম্লেচ্ছেষু পার্ব্বতীয়েষু কুৎসিতেষ্বকুৎস্থিতে তথা
মূর্খেষু চাবলিপ্তেষু অভিশপ্তে দুরাত্মনি।
এবংবিধে নরে স্যাত্তে বসতিঃ শাপকারিতা ॥
শাপং দত্বা ততস্তস্যা ইন্দ্রাণীমশপত্তদা ॥ ১৭১
ব্রহ্মহত্যাগৃহীতেন্দ্রে পত্যৌ তে দুঃখভাগিনি।
নহুষোহপহৃতে রাজ্যে দৃষ্ট্বা ত্বাং যাচয়িষ্যতি ॥
অহমিন্দ্রঃ কথং চৈষা নোপস্থাস্যতি বালিশা।
সর্ব্বান্ দেবান্ হনিষ্যামি ন লপ্স্যেহহং শচীং
যদি ॥ ১৭৩

নষ্টা ত্বঞ্চ তদা ত্রস্তা বাক্‌পতের্দুঃখিতা গৃহে।
বসিষ্যসে দুরাচারে মম শাপেন গর্ব্বিতে। ১৭৪
দেবভার্য্যাসু সর্ব্বাসু তদা শাপমযচ্ছত।
ন চাপত্যকৃতাং প্রীতিমেতাঃ সর্ব্বা লভিষ্যথ।
দহ্যমানা দিবারাত্রৌ বন্ধ্যাশব্দেন দূষিতাঃ।
গৌর্য্যপ্যেবং তদা শপ্তা সাবিত্র্যা বরবর্ণিনী।
রুদমানা তু সা দৃষ্টা বিষ্ণুনা চ প্রসাদিতা।
মা রোদীস্ত্বং বিশালাক্ষি এহ্যাগচ্ছ সদা শুভে
প্রবিশ্য চ সভাং দেহি মেখলাং ক্ষৌমবাসসী।
গৃহাণ দীক্ষাং ব্রহ্মাণি পাদৌ চ প্রণমামি তে।
এবমুক্তাব্রবীদেনং ন করোমি বচস্তব।
তত্র চাহং গমিষ্যামি যত্র শ্রোষ্যে ন বৈ ধ্বনিম্
এতাবদুক্ত্বা সারুহ্য তস্মাৎ স্থানাদ্‌গিরৌ স্থিতা

পরন্তু সকলেই স্ব স্ব ভবনে প্রতিগমনে সমুদ্যত হইলেন। তাহাতে সাবিত্রী দেবী কুপিতা হইয়া তাঁহাদিগকেও রোষবশে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। সাবিত্রী কহিলেন,—যেহেতু অমরনারীগণ আমাকে ফেলিয়া স্ব স্ব ভবনে চলিলেন; তজ্জন্য আমি মহাকুপিত হইয়াছি, সুতরাং আমি তাঁহাদিগকেও অভিশাপ দিব। আমার বাক্যে লক্ষ্মীর কদাচ একস্থানে দীর্ঘকাল বাস ঘটিবে না। তিনি ক্ষুদ্রাশয়া চঞ্চলা হইবেন এবং মূর্খজনেই বাস করিবেন। ম্লেচ্ছ, পার্ব্বত্যজাতি, কুৎসিত, অকুৎসিত, নির্ব্বোধ, দুরাত্মা, ইত্যাদিরূপ নরেই—অয়ি কমলে! আমার শাপের ফলে তোমার বাস হইবে।১৬০—১৭০। সাবিত্রী লক্ষ্মীকে এই শাপ দিয়া ইন্দ্রাণীকেও শাপ দিলেন। কহিলেন,—তোমার পতি ইন্দ্র যখন ব্রহ্মহত্যা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মহাক্লেশ ভোগ করিবেন, যখন ইন্দ্ররাজ্য নহুষ কর্ত্তৃক অপহৃত হইবে; তখন তোমাকে দেখিয়া নহুষ তোমায় প্রার্থনা করিবেন,—বলিবেন, আমি ইন্দ্র হইয়াছি, অতএব এই অল্পমতি ইন্দ্রাণী কি জন্য আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেছে না? আমি সমস্ত দেবগণকে হত্যা করিব,—যদি শচীকে না পাই। এই কথা শুনিয়া তখন তুমি ত্রাসে ও দুঃখে আকুল হইয়া বাচস্পতির ভবনে যাইয়া লুকাইয়া থাকিবে। অয়ি গর্ব্বিতে দুরাচারে! আমার শাপে তোমার এই ফল লাভ হইবে। অতঃপর সাবিত্রী সমস্ত দেবপত্নীর উদ্দেশেও অভিশাপ দিলেন যে, তোমরা কেহই সন্তান-জন্য প্রীতি অনুভব করিতে পারিবে না; পরন্তু দিবারাত্রি 'বন্ধ্যা' শব্দে নিন্দিত হইয়া মনস্তাপে দহ্যমান হইবে। সাবিত্রী দেবী, বরবর্ণিনী গৌরীকেও এইরূপ শাপ দিয়া ক্রোধে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কহিলেন,—অয়ি ব্রহ্মাণি! আসুন, আপনি রোদন করিবেন না, অয়ি বিশালাক্ষি সদাশুভে সাবিত্রি! আসুন, সভায় প্রবেশ করিয়া মেখলা ও ক্ষৌমবসনযুগল পরিধান করুন; হে ব্রহ্মাণি! আপনি দীক্ষা গ্রহণ করুন, আমি আপনার চরণযুগলে প্রণতিপূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি। বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী দেবী কহিলেন,—আমি তোমার কথামত কাজ করিব না, আমি এমন স্থানে যাইব, যেখানে এই যজ্ঞের শব্দ

বিষ্ণুস্তদগ্রতঃ স্থিত্বা বদ্ধা চ করসম্পুটম্।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ ॥১৮১

বিষ্ণুরুবাচ।

সর্ব্বগা সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টব্যা সর্ব্বতোঽদ্ভূতা।
সদসচ্চৈব যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যং তন্ন বিনা ত্বয়া ॥ ১৮২
তথাপি যেষু স্থানেষু দ্রষ্টব্যা সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ।
স্মর্ত্তব্যা ভূতিকামৈর্ব্বা তৎ প্রবক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ
সাবিত্রী পুষ্করে নাম তীর্থানাং প্রবরে শুভে।
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী নৈমিষে লিঙ্গধারিণী ॥
প্রয়াগে ললিতা দেবী কামুকা গন্ধমাদনে।
মানসে কুমুদা নাম বিশ্বকায়া তথাম্বরে ॥ ১৮৫
গোমন্তে গোমতী নাম মন্দরে কামচারিণী।
মদোৎকটা চৈত্ররথে জয়ন্তী হস্তিনাপুরে ॥
কাম্যকুব্জে তথা গৌরী রম্ভা মলয়পর্ব্বতে।
একাম্রকে কীর্ত্তিমতী বিশ্বা * বিশ্বেশ্বরে তথা ॥

কর্ণিকে পুরুহস্তেতি কেদারে মার্গদায়িকা।
নন্দা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকালিকা ॥১৮৮
স্থাণীশ্বরে ভবানী তু বিল্বকে বিল্বপত্রিকা।
শ্রীশৈলে মাধবী দেবী ভদ্রা ভদ্রেশ্বরে তথা ॥
জয়া বরাহশৈলে তু কমলা কমলালয়ে।
রুদ্রকোট্যাস্তু রুদ্রাণী কালী কালঞ্জরে তথা ॥
মহালিঙ্গে তু কপিলা কর্কোটে মঙ্গলেশ্বরী।
শালগ্রামে মহাদেবী শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া ॥১৯১
মায়াপুর্য্যাং কুমারী তু সন্তানে ললিতা তথা।
উৎপলাখ্যা সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা
গয়ায়াং মঙ্গলা নাম বিমলা পুরুষোত্তমে।
বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ॥ ১৯৩
নারায়ণী সুপার্শ্বে তু ত্রিকূটে ভদ্রসুন্দরী।
বিপুলে বিপুলা নাম কল্যাণী মানসাচলে ॥১৯৪
কোটবী কোটিতীর্থে তু সুগন্ধা মাধবীবনে।
কুব্জাম্রকে ত্রিসন্ধ্যা তু গঙ্গাদ্বারে হরিপ্রিয়া ॥১৯৫
শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে।
রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্তু রাধা বৃন্দাবনে তথা ॥ ১৯৬

শুনিতে না হয়। এই কথা বলিয়াই সাবিত্রী দেবী তত্রত্য গিরিবরে আরোহণ করিয়া উপবিষ্টা হইলেন। তখন বিষ্ণুও তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি করে পরমভক্তিসহকারে প্রণত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।১৭১—১৮০। বিষ্ণু কহিলেন,—তুমি সর্ব্বভূতেই দ্রষ্টব্যা, সর্ব্বগা ও সর্ব্বপ্রকারেই অদ্ভুতা, সৎ বা অসৎ যাহা কিছু দৃশ্য আছে, তাহার কিছুই তোমা ছাড়া নহে; তথাপি সিদ্ধিকামী জনগণের পক্ষে তুমি যে যে স্থানে দ্রষ্টব্যা, এবং ভূতিকামীদিগের স্মর্ত্তব্যা,আমি তোমার সম্মুখে তোমার সেই সকল বিশেষ অধিষ্ঠান স্থানের কীর্ত্তন করিতেছি। তীর্থপ্রবর পুষ্করে সাবিত্রী নামে, বারানসীতে বিশালাক্ষী, নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে ললিতাদেবী, গন্ধমাদনে কামুকা, মানসে কুমুদা, অম্বরে বিশ্বকায়া, গোমন্তে গোমতী, মন্দরে কামচারিণী, চৈত্ররথবনে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কাম্যকুব্জে গৌরী, মলয়াচলে রম্ভা, একাম্রকাননে কীর্ত্তিমতী, বিশ্বেশ্বরে বিশ্বা, কর্ণিকপুরে পুরুহস্তা, কেদারে মার্গদায়িকা, হিমালয়ে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকালিকা,স্থাণীশ্বরে ভবানী, বিল্বকে বিল্বপত্রিকা, শ্রীশৈলে মাধবী দেবী, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা, বরাহগিরিতে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটীতে রুদ্রাণী, কালঞ্জরে কালী, মহালিঙ্গে কপিলা, এবং কর্কোটে মঙ্গলেশ্বরী নামে তুমি প্রখ্যাতা হইবে। ১৮১—১৯০। আর তুমি শালগ্রামক্ষেত্রে মহাদেবী, শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া, মায়াপুরীতে কুমারী,সন্তানে ললিতা,সহস্রাক্ষে উৎপলাক্ষী, হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা, গয়ায় মঙ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা ; বিপাশায় অমোঘাক্ষী, পুণ্যবর্দ্ধনে পাটলা, সুপার্শ্ব গিরিতে নারায়ণী, ত্রিকূটে ভদ্রসুন্দরী, বিপুলে বিপুলা, মানসাচলে কল্যাণী, কোটিতীর্থে কোটবী, মাধবীবনে সুগন্ধা, কুব্জাম্রকে ত্রিসন্ধ্যা, গঙ্গাদ্বারে হরিপ্রিয়া, শিবকুণ্ডে শিবানন্দা, দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারবতীতে রুক্মিণী, বৃন্দাবনে রাধা,

---

* বিশ্বা বিশ্বেশ্বরীতি চ পাঠঃ।

দেবকী মথুরায়াস্তু পাতালে পরমেশ্বরী।
চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যনিবাসিনী॥
সহ্যাদ্রাবেকবীরা তু হরিশ্চন্দ্রে তু চন্দ্রিকা।
রমণা রামতীর্থে তু যমুনায়াং মৃগাবতী॥ ১৯৮
করবীরে মহালক্ষ্মীরুমাদেবী বিনায়কে।
অরোগা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী।
অভয়া পুষ্পতীর্থে তু অমৃতা বিন্ধ্যকন্দরে॥ ১৯৯
মাণ্ডব্যে মাণ্ডবী দেবী স্বাহা মাহেশ্বরে পুরে।
বেগলে তু প্রচণ্ডাথ চণ্ডিকামরকণ্টকে॥ ২০০
সোমেশ্বরে বরারোহা প্রভাসে পুষ্করাবতী।
দেবমাতা সরস্বত্যাং পারাপারে তটে স্থিতা॥
মহালয়ে মহাপদ্মা পয়োষ্ণ্যাং পিঙ্গলেশ্বরী।
সিংহিকা কৃতশৌচে তু কার্ত্তিকেয়ে তু শঙ্করী॥
উৎপলাবর্ত্তকে লোলা সুভদ্রা সিন্ধুসঙ্গমে।
উমা সিদ্ধবনে লক্ষ্মীরনঙ্গা ভরতাশ্রমে॥ ২০৩
জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিষ্কিন্ধ্যপর্ব্বতে।
দেবদারুবনে পুষ্টির্মেধা কাশ্মীরমণ্ডলে॥ ২০৪
ভীমাদেবী হিমাদ্রৌ চ তুষ্টির্বস্ত্রেশ্বরে তথা।
কপালমোচনে শ্রদ্ধা মাতা কায়াবরোহণে॥ ২০৫
শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনির্নাম ধৃতিঃ পিণ্ডারকে তথা।
কালা তু চন্দ্রভাগায়ামচ্ছোদে সিদ্ধিদায়িনী।
বেণায়ামমৃতা দেবী বদর্য্যামুর্ব্বশী তথা।
ঔষধী চোত্তরকুরৌ কুশদ্বীপে কুশোদকা। ২০৬
মন্মথা হেমকূটে তু কুমুদে সত্যবাদিনী।
অশ্বত্থে বন্দনীয়া তু নিধির্বৈশ্রবণালয়ে। ২০৭
গায়ত্রী বেদবদনে পার্ব্বতী শিবসন্নিধৌ।
দেবলোকে তথেন্দ্রাণী ব্রহ্মাস্যে তু সরস্বতী।
সূর্য্যবিম্বে প্রভা নাম মাতৄণাং বৈষ্ণবী তথা।
অরুন্ধতী সতীনাস্তু রামাসু চ তিলোত্তমা। ২০৮
চিত্তে ব্রহ্মকলা নাম শক্তিঃ সর্ব্বশরীরিণাম্।
এতদুক্ত্যা ময়া প্রোক্তং নামাষ্টশতমুত্তমম্। ২০৯
অষ্টোত্তরঞ্চ তীর্থানাং শতমেতদুদাহৃতম্।
যো জপেৎ শৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যেষু তীর্থেষু যঃ কৃত্বা স্নানং পশ্যেন্নরোত্তমঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ কল্পং ব্রহ্মপুরে বসেৎ। ২১০

মথুরায় দেবকী, পাতালে পরমেশ্বরী, চিত্রকূটে সীতা, বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যনিবাসিনী, সহ্যপর্ব্বতে একবীরা, হরিশ্চন্দ্রে চন্দ্রিকা, রামতীর্থে রমণা, যমুনায় মৃগাবতী, করবীরে মহালক্ষ্মী, বিনায়কে উমা দেবী, বৈদ্যনাথে অরোগা, মহাকালে মহেশ্বরী, পুষ্পতীর্থে অভয়া, বিন্ধ্যকন্দরে অমৃতা, মাণ্ডব্যাশ্রমে মাণ্ডবী মাহেশ্বরপুরে স্বাহাদেবী, বেগলে প্রচণ্ডা, ও অমরকণ্টকে তুমি চণ্ডিকা নামে বিখ্যাতিলাভ করিবে। ১৯১—২০০। তুমি সোমেশ্বরে বরারোহা, প্রভাসে পুষ্করাবতী, সরস্বতীর উভয় তটে দেবমাতা, মহালয়ে মহাপদ্মা, পয়োষ্ণীতে পিঙ্গলেশ্বরী, কৃতশৌচে সিংহিকা, কার্ত্তিকেয় ক্ষেত্রে শঙ্করী, উৎপলাবর্ত্তকে লোলা, সিন্ধুসঙ্গমে সুভদ্রা, সিদ্ধবনে উমা, ভরতাশ্রমে অনঙ্গা লক্ষ্মী, জালন্ধরে বিশ্বমুখী, কিষ্কিন্ধ্য পর্ব্বতে তারা, দেবদারুবনে পুষ্টি, কাশ্মীরমণ্ডলে মেধা, হিমাচলে ভীমা দেবী, বস্ত্রেশ্বরে তুষ্টি, কপালমোচনে শ্রদ্ধা, কায়াবরোহণে মাতা, শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনি, পিণ্ডারকে ধৃতি, চন্দ্রভাগায় কালী, অচ্ছোদে সিদ্ধিদায়িনী, বেণায় অমৃতা দেবী, বদরিকাশ্রমে উর্ব্বশী, উত্তরকুরুতে ঔষধী, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমকূটে মন্মথা, কুমুদে সত্যবাদিনী, অশ্বত্থে বন্দনীয়া, বৈশ্রবণালয়ে নিধি, বেদবদনে গায়ত্রী, শিবসন্নিধানে পার্ব্বতী, দেবলোকে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাস্যে সরস্বতী, সূর্য্যবিম্বে প্রভা, মাতৃগণমধ্যে বৈষ্ণবী, সতীগণমধ্যে অরুন্ধতী, এবং সমস্ত রমণীমধ্যে তিলোত্তমা নামে প্রখ্যাত হইবে। ২০১—২১০। আর সমস্ত শরীরীর শক্তিরূপা তুমি চিত্রক্ষেত্রে ব্রহ্মকলা নামে বিখ্যাত হইবে। আমি এই ভক্তিসহকারে তোমার অষ্টোত্তর শত উত্তম নাম এবং অষ্টোত্তরশত তীর্থের বিবরণ কহিলাম; যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ অথবা পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত যে কোন তীর্থে স্নান করিয়া তত্রত্যা শক্তিমূর্ত্তি যে জন দর্শন করে, সেই নরোত্তম সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া এক

নামাষ্টকশতং যস্তু শ্রাবয়েদ্ব্রহ্মসন্নিধৌ।
পৌর্ণমাস্যামমায়াং বা বহুপুত্রো ভবেন্নরঃ ॥ ২১৪
গোদানে শ্রাদ্ধদানে বা অহন্যহনি বা পুনঃ।
দেবার্চ্চনবিধৌ শৃণ্বন পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥২১৫
এবং স্তুবন্তং সাবিত্রী বিষ্ণুং প্রোবাচ সুপ্রভা।
সম্যক্ স্তুতা ত্বয়া পুত্র ত্বমজয্যো ভবিষ্যসি।
অবতারে সদারস্ত্বং পিতৃমাতৃষু বল্লভঃ ॥২১৬
ইহ চাগত্য যো মাস্তু স্তবেনানেন সংস্তুয়াৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ পরং স্থানং গমিষ্যতি ॥ ২১৭
গচ্ছ যজ্ঞং বিরিঞ্চস্য সমাপ্তিং নয় পুত্রক ॥২১৮
কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে চ ভবিষ্যে চান্নদায়িনী।
সমীপগা স্থিতা ভর্ত্তুঃ করিষ্যে তব ভাষিতম্ ॥
এবমুক্তো গতো বিষ্ণুর্ব্রহ্মণঃ সদ উত্তমম্।

গতায়ামথ সাবিত্র্যাং গায়ত্রী বাক্যমব্রবীৎ ॥২২০
শৃণ্বন্তু বাক্যমৃষয়ো মদীয়ং ভর্ত্তৃসন্নিধৌ।
যদিদং বচ্মাহং তুষ্টা বরদানায় চোদ্যতা ॥২২১
ব্রহ্মাণং পূজয়িষ্যন্তি নরা ভক্তিসমন্বিতাঃ।
তেষাং বস্ত্রং ধনং ধান্যং দারাঃ সৌখ্যং
ধনানি চ ॥ ২২২
অবিচ্ছিন্নং তথা সৌখ্যং গৃহে বৈ পুত্র-পৌত্রকম্
ভুক্ত্বাসৌ সুচিরং কালমন্তে মোক্ষং গমিষ্যতি

পুলস্ত্য উবাচ।

ব্রহ্মাণঞ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য সর্ব্বযত্নৈর্বিধানতঃ।
যৎপুণ্যফলমাপ্নোতি তদেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥২২৪
সর্ব্বযজ্ঞতপোদান-তীর্থবেদেষু যৎফলম্।
তৎফলং কোটিগুণিতং লভেত্তৈতৎপ্রতিষ্ঠয়া ॥
পৌর্ণমাস্যুপবাসস্তু কৃত্বা ভক্ত্যা নরাধিপ।
অনেন বিধিনা যস্তু বিরিঞ্চিং পূজয়েন্নর ॥ ২২৫
প্রতিপদি মহাবাহো স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্।
বিরিঞ্চিং বাসুদেবস্তু ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ বিশেষতঃ ॥

কল্প যাবৎ ব্রহ্মপুরে বাস করিতে পারে। যদি কেহ পুর্ণিমায় বা অমাবস্যায় এই অষ্টোত্তর শত নাম, এখানে ব্রহ্মমূর্ত্তির সন্নিধানে বসিয়া এই সাবিত্রী দেবীকে শ্রবণ করায়, তবে সেই মানব বহু পুত্রবান্ হইবে। চূড়োপনয়নাদি শুভকার্য্যে কিম্বা শ্রাদ্ধকার্য্যে অথবা প্রতিদিন দেবার্চ্চনকালে এই অষ্টোত্তর শতনাম যদি পাঠ বা শ্রবণ করে, তবে সে পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে। বিষ্ণু এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে সুপ্রভা দেবী সাবিত্রী বিষ্ণুকে কহিলেন,—পুত্র! তুমি আমার উপযুক্ত স্তব করিয়াছ, অতএব তুমি যুদ্ধে যখন পত্নীর সহিত অবতীর্ণ হইবে, তখন অজেয় হইবে এবং পিতামাতার অতীব প্রিয়পাত্র হইয়া থাকিবে। যেজন এখানে আসিয়া আমাকে এই স্তব দ্বারা অভিনন্দিত করিবে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরম স্থানে গমন করিবে। হে পুত্রক! যাও তুমি বিধির যজ্ঞ যাহাতে সমাপ্ত হয়, তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। ভবিষ্যৎকালে আমি কুরুক্ষেত্রে এবং প্রয়াগে অন্নদারূপে, পতির সমীপে থাকিয়াই তোমার কথামত কার্য্য করিব। বিষ্ণুকে এইরূপ কহিলে পর বিষ্ণুও তখন ব্রহ্মার উত্তম যজ্ঞক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে সাবিত্রী সভা হইতে বহির্গত হইলে পর গায়ত্রী কহিলেন,—হে ঋষিগণ! আমি এই ভর্ত্তার সাক্ষাতে থাকিয়া সন্তুষ্টমনে বরদানে উদ্যতা হইয়া যাহা বলিতেছি, আপনারা আমার সেই বাক্য শ্রবণ করুন। যে সকল মানব ভক্তিসমন্বিত হইয়া ব্রহ্মাকে পূজা করিবে, তাহাদিগের ভবনে বসন-ভূষণ ধন-ধান্য পুত্রপৌত্র ইত্যাদি যাবতীয় সুখসম্ভার অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। তাহারা সুচিরকাল সুখভোগের পর অন্তে মোক্ষভাজন হইবে। ২১১—২২৩। পুলস্ত্য কহিলেন,—মনুষ্য সর্বযত্ন সহকারে যথাবিধি ব্রহ্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়, তুমি একাগ্র-মনে তাহা শ্রবণ কর। সমস্ত যজ্ঞ তপস্যা দান তীর্থসেবা ও বেদপাঠে যে ফল, তাহার কোটিগুণ অধিক ফল, ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠায় লাভ হইয়া থাকে। হে নরাধিপ! পৌর্ণমাসীতে উপবাস করিয়া যে নর, পরদিন প্রতিপদে এই বিধান অনুসারে ভক্তিসহকারে ব্রহ্মার

কার্ত্তিকে মাসি দেবস্য রথযাত্রা প্রকীর্ত্তিতা ।
যাং কৃত্বা মানবা ভক্ত্যা সংযান্তি ব্রহ্মলোকতাম্
কার্ত্তিকে মাসি রাজেন্দ্র পৌর্ণমাস্যাং চতুর্ম্মুখম্
মার্গেণ ব্রহ্মণা সার্দ্ধং সাবিত্র্যা চ পরন্তপ ॥২২৯
ভ্রাময়েন্নগরং সর্ব্বং নানাবাদ্যসমন্বিতঃ।
স্নাপয়েৎ ভ্রাময়িত্বা তু সলোকং নগরং নৃপ ॥২৩০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাগ্রে শাণ্ডিলেয়ং প্রপূজ্য চ
আরোপয়েদ্রথে দেবং পুণ্যবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥
রথাগ্রে শাণ্ডিলীপুত্রং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ।
ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বা তু কৃত্বা পুণ্যাহমঙ্গলম্ ॥২৩২
দেবমারোপয়িত্বা চ রথে কুর্য্যাৎ প্রজাগরম্ ।
নানাবিধৈঃ প্রেক্ষণিকৈর্ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুষ্কলৈঃ ॥
কৃত্বা প্রজাগরং দেবং প্রভাতে ব্রাহ্মণান্ নৃপ ।
ভোজয়িত্বা যথাশক্তি ভক্ষ্যভোজ্যৈরনেকশঃ ॥
পূজয়িত্বানকং বীর মন্ত্রেণ বিধিবন্নৃপ ।
আজ্যেন তু মহাবাহো পয়সা পায়সেন চ ॥২৩৪
ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বা তু স্বস্ত্যা তু বিধিবন্নৃপ ।
কৃত্বা পুণ্যাহশব্দঞ্চ তস্মাৎ ভ্রাময়েন্নৃপ ॥২৩৫
বিদ্বদ্ভিশ্চতুর্বেদবিদ্ভির্ম্মধ্যেব্রাহ্মণৈ রথম্ ।
বহ্বৃচাথর্ব্বণৈর্বীর ছন্দোগাধ্বর্য্যুভিস্তথা ॥২৩৬
ভ্রাময়েদ্দেবদেবস্য সুরশ্রেষ্ঠস্য তং রথম্ ।
প্রদক্ষিণং পুরং সর্ব্বং মার্গেণ সুসমেন তু ॥২৩৭
ন বোঢ়ব্যো রথো বীর শূদ্রেণ হিতমিচ্ছতা ।
ন চারোহেদ্রথং প্রাজ্ঞো মুক্তৈকং ভোজকং নৃপ ।
ব্রহ্মণো দক্ষিণে পার্শ্বে গায়ত্রীং স্থাপয়েন্নৃপ ।
ভোজকং বামপার্শ্বে তু পুরতঃ পঙ্কজং ন্যসেৎ ।
এবং তূর্য্যনিনাদৈশ্চ শঙ্খশব্দৈশ্চ পুষ্কলৈঃ ।
ভ্রাময়িত্বা রথং বীর পুরং সর্ব্বং প্রদক্ষিণম্ ।
স্বস্থানে স্থাপয়েদ্দেবং দত্ত্বা নীরাজনং বুধঃ ।

অর্চ্চনা করে, সে ব্রহ্মপদভাগী হয়। এই কার্য্যে ঋত্বিগ্‌বর্গ দ্বারা বিরিঞ্চির সহিত বাসুদেবেরও অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহাতে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক যাহার অনুষ্ঠানে মানবগণ ব্রহ্মলোকভাজন হইয়া থাকে, কার্ত্তিক মাসে ব্রহ্মার সেই রথ-যাত্রানুষ্ঠান বিহিত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। হে রাজেন্দ্র! কার্ত্তিক মাসে পৌর্ণমাসীতে সাবিত্রীর সহিত ব্রহ্মাকে বিবিধ বাদ্যোদ্যমের সহিত নানা পথে সমগ্র নগর ভ্রমণ করাইবে। হে পরন্তপ নৃপ! এইরূপে নগর ভ্রমণ করাইয়া নাগরিকবর্গের সহিত তত্রত্য জন-গণের স্নান সম্পাদন হইতে পারে, এমন পরিমাণ জলে ব্রহ্মাকে স্নান করাইবে। প্রথমতঃ ভোজনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিয়া পরে হংসের পূজা করিবে। তারপর মঙ্গলবাদ্যধ্বনি সহকারে দেব ব্রহ্মাকে রথে আরোপণ করিবে। রথাগ্রে হংসের পূজা যথাবিধি করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিপুণ্যাহ-বাচনপূর্ব্বক ব্রহ্মদেবকে রথে আরোপণ করিয়া রাত্রিজাগরণ করিবে। হে নৃপ! বিবিধ দর্শনীয় ব্যাপার ও প্রভূত বেদধ্বনির সহিত রাত্রিজাগরণ করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা যথাশক্তি ব্রাহ্মণ-গণের এবং অপরাপর সমাগত জনগণের সন্তোষ সাধন করিবে। হে বীর নৃপ! বিধিমন্ত্রে ঘৃত দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। হে মহাবাহো! অতঃপর ব্রাহ্মণ-গণ দ্বারা স্বস্তি-পুণ্যাহবাচন করাইয়া সেই পুণ্যাহবাচনান্তে চতুর্ব্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ব্রহ্মার সেই রথ নগরে ভ্রমণ করাইবে। দেবদেব সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার সেই রথ বহ্বৃচ আথর্ব্বণ ছন্দোগ ও অধ্বর্য্যুগণ দ্বারা নগর ভ্রমণ করাইতে হয়। সুসংস্কৃত পথে সেই রথ এমন ভাবে পরিচালিত করিবে যাহাতে সমগ্র নগর পরিক্রমণ করা হয়। হিতাভিলাষী শূদ্রের পক্ষে সেই রথ আকর্ষণ করা নিষিদ্ধ। আর হে রাজন্! ভোজককে রথে আরোপণ না করিয়া কোনও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই রথে আরোহণ করিবেন না। হে নৃপ! ব্রহ্মার দক্ষিণ পার্শ্বে গায়ত্রীকে, বাম পার্শ্বে ভোজককে এবং সম্মুখভাগে পঙ্কজ স্থাপন করিবে।২২৪—২৪০। হে বীর! ধীমান মানব, বহুল তূর্য্য ও শঙ্খধ্বনির সহিত এইভাবে সমগ্র নগরে প্রদক্ষিণ

হ এবং কুরুতে যাত্রাং যো বা তত্রাপি
পশ্যতি।
রথং বা কর্ষয়েদ্‌যস্তু স গচ্ছেৎ ব্রহ্মণঃ পদম্॥
কার্ত্তিকে মাস্যমাবাস্যাং যশ্চ দীপপ্রদীপনম্।
শালায়াং ব্রহ্মণঃ কুর্য্যাৎ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্
গন্ধপুষ্পৈর্নবৈর্বস্ত্রৈরাত্মানং পূজয়েত্তু যঃ।
তস্যাং প্রতিপদায়াস্তু স গচ্ছেৎ ব্রহ্মণঃ পদম্॥
মহাপুণ্যা তিথিরিয়ং বলিরাজ্যপ্রবর্ত্তিনী।
ব্রহ্মণঃ সুপ্রিয়া নিত্যং বালেয়ী পরিকীর্ত্তিতা॥
ব্রহ্মাণং পূজয়েদ্‌যোঽস্যামাত্মানঞ্চ বিশেষতঃ।
স যাতি পরমং স্থানং বিষ্ণোরমিততেজসঃ॥
চৈত্রমাসি মহাবাহো পুণ্যা প্রতিপদাং বরা।
তস্যাং যঃ শ্বপচং স্পৃষ্ট্বা স্নানং কুর্য্যান্নরোত্তমঃ॥
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্নাধয়ো ব্যাধয়ো নৃপ।
ভবন্তি কুরুশার্দ্দূল তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥
দিব্যং নীরাজনং তদ্ধি সর্ব্বরোগবিনাশনম্॥
গোমহিষ্যাদি যৎকিঞ্চিত্তৎসর্ব্বং কর্ষয়েন্নৃপ।
তেন বস্ত্রাদিভিঃ সর্ব্বৈস্তোরণং বাহ্যতো ন্যসেৎ
ব্রাহ্মণানাং তথা ভোজ্যং কুর্য্যাৎ কুরুকুলোদ্বহ
তিস্রো হ্যেতাঃ পুরা প্রোক্তাস্তিথয়ঃ কুরুনন্দন
কার্ত্তিকাশ্বযুজে মাসি চৈত্রে মাসি তথা নৃপ॥
স্নানং দানং শতগুণং কার্ত্তিকে যা তিথির্নৃপ।
বলিরাজস্য শুভদা পশূনাং হিতকারিণী॥ ১৪৫
গায়ত্র্যুবাচ।
যত্ত্বয়ুক্তস্তু তয়া বাক্যং সাবিত্র্যা কমলোদ্ভব।
ন তু তে ব্রাহ্মণাঃ পূজাং করিষ্যন্তি কদাচন॥
মদীয়ন্তু বচঃ শ্রুত্বা যে করিষ্যন্তি চার্চ্চনম্।
ইহ ভুক্ত্বা তু ভোগাংস্তে পরত্র মোক্ষভাগিনঃ
এতাং জ্ঞাত্বা পরাং দৃষ্টিং বরং তুষ্টঃ প্রযচ্ছতি

করাইয়া সেই রথ স্বস্থানে আনয়নপূর্ব্বক নীরাজনদানান্তে স্থাপন করিবে। যে এইরূপ যাত্রা সম্পাদন করে, অথবা যেজন ভক্তি-সহকারে তাহা দর্শন করে, কিম্বা রথ আকর্ষণ করে, সে ব্রহ্মপদলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যায় ব্রহ্মভবনে দীপ প্রদান করে, সেও পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অমাবস্যার পরদিন প্রতিপৎ তিথিতে যে মানব গন্ধপুষ্প নববস্ত্রাদি দ্বারা সর্ব্বভূতের আত্মা ব্রহ্মার অর্চ্চনা করে, সেও ব্রহ্মপদবী প্রাপ্ত হয়। সেই প্রতিপৎ তিথি ব্রহ্মার অতিপ্রীতিকরী; ঐ তিথিতেই বলির রাজ্য আরব্ধ হইয়াছিল; সেই জন্য উহা 'বালেয়ী' নামে প্রসিদ্ধ। যে নর সেই প্রতিপৎ তিথিতে সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মার বিশেষভাবে পূজা করে, সে অমিততেজা বিষ্ণুর পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। হে মহাবাহো! চৈত্র মাসের প্রতিপৎ সমস্ত প্রতিপৎ তিথির শ্রেষ্ঠা। সেই প্রতিপদে যে নরোত্তম চণ্ডালস্পর্শ করিয়া স্নান করে, হে রাজন্! তাহার কিছু-মাত্র দুরিত থাকে না; পরন্তু হে কুরুশার্দ্দূল! তাহার কোন আধিব্যাধিও হয় না। অতএব ঐরূপ স্নান করা কর্ত্তব্য। উহা সর্ব্বরোগবিনা-শন দিব্য নীরাজনস্বরূপ। রাজন্! গো মহি-ষাদি পশুগণ দ্বারা বসনাদি উপচার সকল বাহিত করিবে এবং তদ্দ্বারা মন্দিরদ্বারে একটী তোরণ রচনা করিবে।২৪১—২৫০। হে কুরু-কুলোদ্বহ! তৎকালে ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্য দান করাও কর্ত্তব্য। হে কুরুনন্দন রাজন্! আশ্বিনী কার্ত্তিকী ও চৈত্রী এই তিনটী প্রতিপদ্ তিথি পূর্ব্বে ধর্ম্মকার্য্যে বিহিত হই-য়াছে; পরন্তু তন্মধ্যে কার্ত্তিকী তিথিতেই স্নানদানাদি কার্য্য শতগুণ ফলপ্রদ হয়। সেই প্রতিপদ্ তিথি বলিরাজার প্রিয়া এবং পশুগণের হিতকারিণী বলিয়া জানিবে। গায়ত্রী কহিলেন,—সাবিত্রী কমলজন্মা ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণেরা কদাচ তোমার পূজা করিবে না। আমি তৎসম্বন্ধে এই বলিতেছি যে, যে সকল ব্রাহ্মণ আমার কথা শুনিয়া ইঁহার পূজা করিবে, তাহারা ইহলোকে পরম সুখসম্ভোগান্তে অন্তে মোক্ষলাভ করিবে। ব্রহ্মা সেই সকল ব্রাহ্মণের সূক্ষ্মদৃষ্টি দর্শনে প্রীত হইয়া সেই পূজককে অভিমত বর দিবেন।

শক্রাদয় তে বরং দাস্যে সংগ্রামে শক্রনিগ্রহে
তদা ব্রহ্মা মোচয়িতা গত্বা শক্রনিকেতনম্ ॥২৫৬
অপুত্রং লপ্স্যসে রাজ্যং শত্রুনাশাৎ পরাং মুদম্ ।
অকণ্টকং মহারাজ্যং ত্রৈলোক্যে তে ভবিষ্যতি
মর্ত্ত্যলোকে যদা বিষ্ণো অবতারং করিষ্যসি ।
ভ্রাত্রা সহ পরং দুঃখং স্বভার্য্যাহরণাদিকম্ ॥২৫৮
হত্বা শত্রুং পুনর্ভার্য্যাং লপ্স্যসে সুরসন্নিধৌ ।
গৃহীত্বা তাং পুনা রাজ্যং কৃত্বা স্বর্গং গমিষ্যসি
একাদশসহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ পুনর্দিবম্ ।
খ্যাতিস্তে বিপুলা লোকে অযোধ্যায়াং জনৈঃ সহ
শাশ্বতিকা নাম তেষাং লোকাশ্চাপি
ভাবিতাঃ ।
ত্বয়া তে তারিতা দেব রামরূপেণ মানবাঃ ॥২৬১

গায়ত্রী রুদ্র তথা রুদ্রং বরদা প্রত্যভাষত ।
পতিতেঽপি চ তে লিঙ্গে পূজাং কুর্ব্বন্তি যে
নরাঃ ।
তে পূতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ স্বর্গলোকস্য ভাগিনঃ ।
ন তাং গতিং চাগ্নিহোত্রে ন যজ্ঞৈ বহুদক্ষিণৈঃ
যাং গতিং মনুজা যান্তি তব লিঙ্গস্য পূজনাৎ
গঙ্গাতীরে সদা লিঙ্গং বিল্বপত্রেণ যে হর
পূজয়িষ্যন্তি সুপ্রীতা রুদ্রলোকস্য ভাগিনঃ ।
শাপাদপি সর্ব্বভক্ষ্যো ভবিতা ত্বং তব পাবকঃ ।
ত্বয়ি প্রীতে সুরাঃ সর্ব্বে প্রীতা বৈ নাত্র সংশয়ঃ
ত্বন্মুখেন হবির্দেবৈঃ প্রীতাঃ প্রীতে যদি ক্রতৌ
ভুক্তে নাত্র সন্দেহো বেদোক্তং বচনং যথা ।
গায়ত্রী ব্রাহ্মণাংশ্চাপি সর্ব্বাংশ্চৈবাব্রবীদিদম্
পূজাকং প্রীণনং কৃত্বা সর্ব্বতীর্থেষু মানবাঃ ।

হে শক্র ! আমি তোমাকেও এই বর দিতেছি যে, সংগ্রামে তুমি শত্রুকর্তৃক নিগৃহীত হইলে ব্রহ্মা সেই শত্রুভবনে যাইয়া তোমাকে মোচন করিবেন। তদ্ভিন্ন তুমি শত্রুনাশ করিয়া অপহৃত পুর এবং অকণ্টক মহৎ রাজ্যলাভ ও পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। ত্রৈলোক্যে তোমার আবার অকণ্টক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। গায়ত্রী অতঃপর বিষ্ণুকে কহিলেন,—হে বিষ্ণো ! তুমি যখন মর্ত্ত্যলোকে অবতার করিবে; তখন তুমি তোমার ভ্রাতার সহিত অনেক দুঃখ পাইবে; তোমার পত্নী তখন অপহৃতা হইবেন; কিন্তু তুমিও সেই শত্রুকে সংহার করিয়া সুরগণ-সমক্ষেই আবার সেই ভার্য্যা লাভ করিবে। সেই ভার্য্যাকে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎকাল রাজ্যভোগের পর স্বর্গবাসী হইবে। তুমি তখন একাদশ সহস্র বৎসর মর্ত্ত্যলোকে বাস করিয়া স্বর্গগমন করিবে; পরন্তু লোকে তোমার প্রজারঞ্জন বিষয়ক বিপুলা সুখ্যাতি চিরকাল গ্রথিত থাকিবে। হে দেব ! অযোধ্যাবাসী বিষয়াসক্ত মানবেরা যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের ফলে যে সমস্ত লোক পূর্ব্বে অর্জ্জন করিয়া রাখিবে, তুমি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগের পরিত্রাণ বিধান করিবে।২৫১—২৬১। অতঃপর বরদা গায়ত্রী রুদ্রদেবকে কহিলেন,—তোমার লিঙ্গ পতিত হইলেও যাহারা তোমার সেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, তাহারা সেই পুণ্য-কর্ম্মফলে পবিত্র হইয়া স্বর্গলোকের অধিকারী হইবে। অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানে কিম্বা ক্রতুসম্পাদনে বা অন্য কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানেও সে গতি পাওয়া যায় না, যাহা তোমার লিঙ্গ পূজায় লাভ হইবে। যাহারা গঙ্গাতীরে প্রভূতে প্রতিদিন বিল্বপত্র দ্বারা তোমার লিঙ্গ পূজা করিবে, তাহারা রুদ্রলোকভাগী হইবে। ইহার পর গায়ত্রী অগ্নিকে কহিলেন,—হে অগ্নে ! তুমি সাবিত্রীর শাপে সর্ব্বভক্ষ্য হইলেও সকলেরই পাবনকারী হইবে। বেদবাক্যের ন্যায় তোমার পবিত্রতা নষ্ট হইবে না। তুমি প্রীত হইলেই সুরগণ প্রীত হইবেন। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। দেবগণ তোমার মুখ দ্বারাই হবি ভোজন করিবেন এবং তোমার প্রীতি-তেই প্রীতি অনুভব করিবেন। ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া কহিলাম, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পরে গায়ত্রী সেই ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন,—মানবগণ সর্ব্বতীর্থে

পদং সর্ব্বে গমিষ্যন্তি বৈরাজাখ্যাং ন সংশয়ঃ
অন্নপ্রকারান্ বিবিধান্ দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
শ্রাদ্ধেষু প্রীণনং কৃত্বা দেবদেবা ভবন্তি তে॥
যে চ বৈ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠস্তেষামাস্যে দিবৌকসঃ।
ভুঞ্জতে চ হবিঃ ক্ষিপ্রং কব্যঞ্চৈব পিতামহাঃ
যূয়ং হি ধারণে শক্তাস্ত্রৈলোক্যস্য ন সংশয়ঃ।
প্রাণায়ামেন চৈকেন সর্ব্বে পূতা ভবিষ্যথ॥২৭১
বিশেষাৎ পুষ্করে স্নাত্বা মাং জপ্ত্বা বেদমাতরম্
প্রতিগ্রহকৃতান্ দোষান্ন প্রাপ্স্যথ দ্বিজোত্তমাঃ॥
পুষ্করে চান্নদানেন প্রীতাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোট্যাঃ
ফলমবাপ্স্যতে॥২৭৩
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি দুষ্কৃতানি কৃতানি চ।
করিষ্যন্তি নরাঃ সর্ব্বে দত্ত্বা যুষ্মৎকরে ধনম্॥
মদীয়েন তু জাপ্যেন পূজনীয়স্ত্রিভিঃ কৃতৈঃ।
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥২৭৫
দশভির্জন্মভির্জাতং শতেন চ পুরা কৃতম্।
ত্রিযুগেন সহস্রেণ গায়ত্রী হন্তি কিল্বিষম্॥২৭৬
এবং জ্ঞাত্বা সদা পূজ্যা জাপ্যে তু মম বৈ কৃতে
ভবিষ্যথৈবং ন সন্দেহো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
প্রণবেন ত্রিমাত্রেণ সার্দ্ধং জপ্ত্বা বিশেষতঃ।
পূতাঃ সর্ব্বে ন সন্দেহো জপ্ত্বা মাং শিরসা সহ॥
অষ্টাক্ষরাস্থিতা চাহং জগদ্ব্যাপ্তং ময়া ত্বিদম্।
মাতাহং সর্ব্ববেদানাং পদৈঃ সর্ব্বৈরলঙ্কৃতা॥
জপ্ত্বা মাং ভক্তিতঃ সিদ্ধিং যাস্যন্তি দ্বিজসত্তমাঃ
প্রাধান্যং মম জাপ্যেন সর্ব্বেষাং বো ভবিষ্যতি
গায়ত্রীসারমাত্রোঽপি বরং বিপ্রঃ সুসংযতঃ।
নাযন্ত্রিতশ্চতুর্ব্বেদী সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥২৮

তোমাদিগের প্রীতিবিধান করিয়া সকলেই বৈরাজাখ্য পদ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। বিবিধ খাদ্য দ্রব্য, নানাবিধ দান ও শ্রাদ্ধে ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দ্বারা তোমাদিগের প্রীতি-সাধন করিয়া মানবগণ দেবগণেরও দেবত্ব-ভাজন হইবে। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, দেবতারা তাঁহাদিগের মুখ দ্বারাই হব্য ভোজন করিয়া থাকেন, আর পিতৃগণও তাঁহাদিগের মুখেই কব্য ভক্ষণ করেন; তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; তোমরা ত্রৈলোক্য ধারণে সমর্থ; তোমরা সকলেই একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারাই পবিত্রতা লাভ করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! বিশেষতঃ তোমরা পুষ্করে স্নান করিয়া, বেদমাতা আমি, আমাকে জপ করিলে আর প্রতিগ্রহজন্য দোষে লিপ্ত হইবে না। পুষ্করে অন্নদান করিলে সর্ব্ব দেবতা প্রীত হইবেন; সেখানে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল লাভ হইবে। নরগণ সকলে তোমাদিগের হস্তে কিঞ্চিৎ ধন দান করিয়া ব্রহ্মহত্যাদি ঘোরতর পাতকনিকরের অনুষ্ঠান করিলেও তাহারা সেই পাপে পরিত্রাণ পাইবে; তিন বার মাত্র মদীয় মন্ত্র জপ করিলেই তাহারা সকলের পূজনীয় হইবে; তিন বার মাত্র মদীয় মন্ত্র জপ করিলেই তাহারা ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্তি পাইবে। গায়ত্রীর দশ-বার জপে দশজন্মজনিত, শতবার জপে তৎপূর্ব্বানুষ্ঠিত বহুজন্মকৃত এবং সহস্র জপে ত্রিযুগ যাবৎ আচরিত পাতকসমষ্টি বিনষ্ট হইবে। তোমরা ইহা জানিয়া আমার মন্ত্র জপ করিয়া সতত পূত হইতে পারিবে; ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই, বা এ সম্বন্ধে আর কোন বিচার করিবারও আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ আমাকে ত্রিমাত্র প্রণবের সহিত এবং শিরোভাগের সহিত জপ করিলে সকলেই পবিত্র হইবে; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি অষ্টাক্ষরা; আমিই এই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি; আমি সর্ব্ব পদে অলঙ্কৃতা এবং সর্ব্ব দেবতার মাতা। দ্বিজসত্তমগণ, ভক্তি সহকারে আমাকে জপ করিলেই সিদ্ধি লাভ করিবে। আমার জপের ফলেই তোমাদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।২৭২—২৮০। সুসংযত বিপ্র যদি গায়ত্রীমাত্র-সারও হন, তিনিও ভাল, পরন্তু চতুর্ব্বেদী যদি অসংযত—সর্ব্বভুক্ সর্ব্ববিক্রয়ী

ঋত্বিভিরেব সাবিত্র্যা শাপো দত্তঃ সদস্যথ।
অত্র দত্তং হুতঞ্চাপি সর্ব্বমক্ষয়কারকম্ ॥ ২৮২
দত্তো বরো ময়া তেন যুষ্মাকং দ্বিজসত্তমাঃ।
অগ্নিহোত্রপরা বিপ্রাস্ত্রিকালং হোমদায়িনঃ।
স্বর্গন্তে তু গমিষ্যন্তি সৈকবিংশতিভিঃ কুলৈঃ ॥
এবং শক্রস্য বিষ্ণোশ্চ রুদ্রস্য পাবকস্য চ ॥২৮৪
ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গায়ত্রী বরমুত্তমম্।
তস্মিন্ দৈব পুষ্করে দত্ত্বা ব্রহ্মণঃ পার্শ্বগাভবৎ ॥
চারণৈশ্চ তদাখ্যাতং লক্ষ্ম্যা দৈব শাপকারণম্।
যুবতীনাঞ্চ সর্ব্বাসাং শাপান্ জ্ঞাত্বা পৃথক্‌পৃথক্
লক্ষ্ম্যাশ্চৈব বরং প্রাদাদ্গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ॥
অকুৎসিতান্ সদা সর্ব্বান্ কুর্ব্বতী ধনশোভনা।
শোভিষ্যসে ন সন্দেহঃ সর্ব্বেভ্যঃ প্রীতিদায়িনী
যে ত্বয়া বীক্ষিতাঃ পুত্রি সর্ব্বে তে পুণ্যভাজনাঃ
পরিত্যক্তাস্ত্বয়া যে তু সর্ব্বে তে দুঃখভাগিনঃ।
তেষাং জাতিঃ কুলং শীলং ধর্ম্মশ্চৈব বরাননে।
সভায়াস্তে চ শোভন্তে দৃশ্যন্তে চৈব পার্থিবৈঃ।
অর্থিভিশ্চৈব তেষান্তু করিষ্যন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
সৌজন্যন্তেষু কুর্ব্বন্তি ত্বং নো ভ্রাতা পিতা গুরুঃ
বান্ধবোঽসি ন সন্দেহো ন জীবেমঃ ত্বয়া বিনা
ত্বয়ি দৃষ্টে প্রসন্না মে দৃষ্টির্ভবতি শোভনা।
মনঃ প্রসীদতেঽত্যর্থং সত্যং সত্যং বদামি তে
এবংবিধানি বাক্যানি ত্বদ্দৃষ্টা যে নিরীক্ষিতাঃ
সজ্জনাস্তে তু শ্রোষ্যন্তি জনানাং প্রীতিদায়কাঃ
ইন্দ্রত্বং নহুষঃ প্রাপ্য দৃষ্ট্বা ত্বাং যাচয়িষ্যতি।
ত্বদ্দৃষ্টো তু হতঃ পাপো হ্যগস্ত্যবচনাৎ এবম্।

হন, তথাচ তিনি উত্তম নহেন। যেহেতু সাবিত্রী সভামধ্যে এই দ্বিজগণকে অভিশাপ দিয়াছেন, অতএব আমি বলিতেছি,— এই স্থানে দান হোম সমস্তই অক্ষয় ফলজনক হইবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! আমিও সেই জন্যই তোমাদিগকে বরদান করিলাম। যে সকল বিপ্র অগ্নিহোত্রপরায়ণ হইয়া ত্রিকালে হোমানুষ্ঠান করিবে, তাহারা অতীত পিতৃকুলের সপ্তপুরুষ, অতীত মাতৃকুলের সপ্তপুরুষ, এবং অনাগত আত্মীয় সপ্তপুরুষ এই একবিংশতি পুরুষের সহিত স্বর্গগামী হইবে। গায়ত্রী দেবী সেই পুষ্করে, ইন্দ্র বিষ্ণু রুদ্র পাবক ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ উত্তম বর দানান্তে ব্রহ্মার পার্শ্বগামিনী হইলেন। অতঃপর লক্ষ্মীর ও অপরাপর দেববধূগণের প্রতি দেবী সাবিত্রী যে শাপ দিয়াছিলেন, চারণগণ সে কথা কহিলে গায়ত্রী দেবী তখন তাহাদিগের শাপের বিষয় পৃথক্‌ভাবে জ্ঞাত হইলেন এবং ক্রমে লক্ষ্মীকে ও অন্যান্য দেবীদিগকেও বরদান করিলেন। ব্রহ্মপ্রিয়া গায়ত্রী তখন লক্ষ্মীকে এই বর দিলেন যে, যাহারা কুৎসিত, তুমি ধনপ্রভাবে তাহাদিগকেও সতত অকুৎসিত করিয়া সকলের প্রীতিসাধনসহকারে শোভা পাইবে, সন্দেহ নাই। পুত্রি! যাহারা তোমাদ্বারা অবলোকিত হইবে, সেই জনগণ পুণ্য দ্বারা দীপ্তিমান্ হইবে; আর যাহারা তোমাদ্বারা পরিত্যক্ত তাহারা সকলেই দুঃখভাগী হইবে। বরাননে! তোমার কৃপাভাজন জনগণেরই জাতি কুল শীল ও ধর্ম্মোন্নতি ঘটিবে। তাহারাই সভায় শোভা পাইবে এবং রাজগণ তাহাদিগের প্রতিই লক্ষ্য রাখিবেন। আর দ্বিজোত্তমগণ তাহাদিগের নিকটই যাচক হইবেন ।২৮১—২৯০। তুমি যাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিবে, সেই সজ্জনগণ নিয়তই শ্রোতার শ্রুতিসুখকর চাটুবাক্য সকল শ্রবণ করিবে। 'আপনিই আমাদিগের ভ্রাতা পিতা গুরু এবং বান্ধব; ইহাতে সন্দেহ নাই ; আপনি ভিন্ন আমি বাঁচিব না। আপনাকে দেখিলেই আমার দৃষ্টি প্রসন্না ও শোভনা হয়; আর মনও অত্যন্ত প্রসন্নতালাভ করে; আমি ইহা আপনাকে সত্য সত্যই বলিতেছি।" এইরূপ বাক্যই তাঁহারা যাচকবর্গের মুখে নিয়ত শ্রবণ করিবেন। লক্ষ্মীকে এই সকল কথা বলিয়া পরে শচীকে কহিলেন যে, 'নহুষ রাজা ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া তোমাকে দেখিয়া প্রার্থনা করিবে বটে, কিন্তু সেই পাপী তোমার ক্রোধদৃষ্টি-

সর্পত্বং সমনুপ্রাপ্য প্রার্থয়িষ্যতি তং তু সঃ ।
সর্পেণাহং বিনষ্টোঽস্মি শরণং মে মুনে ভব ॥
হ্যাকোন কেন তস্মাসৌ নৃপস্য ভগবানৃষিঃ ।
কৃত্বা মনসি কারুণ্যমিদং বাক্যং বদিষ্যতি ॥২৯৬
উৎপৎস্যতে কুলে রাজা ত্বদীয়ে কুলনন্দনঃ ।
সর্পরূপধরং দৃষ্ট্বা স তে শাপং হি ছেৎস্যতি ।
তদা ত্বং সর্পতাং ত্যক্ত্বা পুনঃ স্বর্গং গমিষ্যসি ॥
অশ্বমেধে কৃতে চ ত্বং ভর্ত্রা সহ পুনর্দিবম্ ।
প্রাপ্স্যসে বরদানেন মদীয়েন সুলোচনে ॥২৯৮

পুলস্ত্য উবাচ ।

দেবপত্ন্যস্তদা সর্ব্বাস্তুষ্টয়া পরিভাষিতাঃ ।
অপত্যৈরপি হীনানাং নৈব দুঃখং ভবিষ্যতি ।
গৌরী চৈব তু গায়ত্র্যা তদা সাপি বিবোধিতা
সংস্থিতা পরিতোষেণ বরান্ দত্ত্বা মনস্বিনী ।
সমাপ্তিং তস্য যজ্ঞস্য কাঙ্ক্ষন্তী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ॥
বরদাস্তাং তথা দৃষ্ট্বা গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।
প্রণিপত্য তদা রুদ্রঃ স্তুতিমেতাং চকার হ ॥

রুদ্র উবাচ ।

নমোঽস্তু তে বেদমাতরষ্টাক্ষরবিশোধিতে ।
গায়ত্রী দুর্গতরণী বাণী সপ্তবিধা তথা ॥ ৩০৩
সর্ব্বাণি স্তুতিশাস্ত্রাণি গাথাশ্চ নিখিলাস্তথা ।
অক্ষরাণি চ সর্ব্বাণি লক্ষণানি তথৈব চ ॥ ৩০৪
ভাষ্যাদিসর্ব্বশাস্ত্রাণি যে চান্যে নিয়মাস্তথা ।
অক্ষরাণি চ সর্ব্বাণি ত্বন্তু দেবি নমোঽস্তু তে ॥
শ্বেতা ত্বং শ্বেতরূপাসি শশাঙ্কেন সমাননা ।
বিভ্রতী বিপুলৌ বাহূ কদলীগর্ভকোমলৌ ॥৩০৬
এণশৃঙ্গং করে গৃহ্য পঙ্কজঞ্চ সুনির্ম্মলম্ ।
বসানা বসনে ক্ষৌমে রক্তেনোত্তরবাসসা ॥ ৩০৭
শশিরশ্মিপ্রকাশেন হারেণোরসি রাজিতা ।
দিব্যকুণ্ডলপূর্ণাভ্যাং কর্ণাভ্যাং সুবিভূষিতা ॥
চন্দ্রসাপত্ন্যভূতেন মুখেন ত্বং বিরাজসে ।

তেই হতপ্রায় হইয়া শেষে অগস্ত্য মুনির বাক্যে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইবে। তখন সে অগস্ত্য মুনির নিকট প্রার্থনা করিবে যে,'আমি সর্পবশে বিনষ্ট হইলাম! হে মুনে! আপনি আমায় রক্ষা করুন।' নহুষের এইরূপ প্রার্থনায় ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি করুণাপূর্ণ মনে এই বাক্য বলিবেন যে, তোমার বংশে যুধিষ্ঠির নামে রাজা জন্মিবেন, তিনি তোমার বংশের উৎকর্ষ সাধন করিবেন; তিনি তোমাকে সর্পরূপে দেখিয়া তোমার শাপ মোচন সাধন করিবেন। তখন তুমি সর্পরূপ ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বর্গে যাইতে পারিবে।' এই বলিয়া গায়ত্রী দেবী পুনরায় শচী দেবীকে কহিলেন,—অয়ি সুলোচনে! আমার বরদানের ফলে তার পর তুমিও আবার অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া পতির সহিত স্বর্গলাভ করিতে পারিবে।২৯১—২৯৮। পুলস্ত্য কহিলেন,—অতঃপর গায়ত্রী দেবী সন্তুষ্টচিত্তে দেবপত্নীদিগকে কহিলেন যে,—'তোমরা সন্তানহীন হইলেও তজ্জন্য তোমাদের দুঃখ হইবে না।' তার পর সাবিত্রী, গৌরী দেবীকেও বিবিধ মধুর বচনে বরদানে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। মনস্বিনী গৌরী দেবীও তাহাতে সন্তোষলাভ করিলেন। ব্রহ্মপ্রিয়া গায়ত্রী সেই যজ্ঞের সমাপ্তি কামনায় এই ভাবে সকলকে বরদানে সন্তুষ্ট করিলেন। তখন রুদ্রদেব, বেদমাতা গায়ত্রী দেবীকে এইরূপ বরদান করিতে দেখিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক এই স্তুতিবচনে স্তব করিতে লাগিলেন। ২৯৯—৩০২। রুদ্র কহিলেন,—হে অষ্টাক্ষর-বিশোধিতে বেদমাতঃ! তোমায় নমস্কার! হে দেবি! তুমিই গায়ত্রী, দুর্গতরণী, সপ্তবিধ বাণী, সমস্ত স্তুতিশাস্ত্র, নিখিলগাথা, সমস্ত অক্ষর, সকল লক্ষণ, সমস্ত ভাষ্য, সমস্ত শাস্ত্র এবং সমস্ত নিয়ম ও তুমি; হে দেবি। তোমাকে নমস্কার। তুমি শ্বেতা, শ্বেতরূপা, তোমার মুখখানি শশাঙ্কসদৃশ, বাহুযুগল কদলীগর্ভসম কোমল ও বিপুল; তুমি হস্তে মৃগশৃঙ্গ ও সুনির্ম্মল পদ্ম ধারণ করিতেছ; ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়াছ এবং রক্তবর্ণ উত্তরীয় ব্যবহার করিতেছ। তোমার বক্ষঃস্থল শশিরশ্মিসম কান্তিশালী হারদ্বারা শোভিত, কর্ণদ্বয়ে দিব্য কুণ্ডল বিরাজিত; চন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল তোমার

মকুটেনাতিশুভ্রেণ কেশবন্ধেন শোভিতা। ৩০৯
ভুজগাভোগসদৃশৌ ভুজৌ তে ভূষণং দিবঃ।
স্তনৌ তে রুচিরৌ দেবি বর্তুলৌ সমচূচুকৌ॥
জঘনেনাতিশুভ্রেণ ত্রিবলীভঙ্গদর্পিতা।
সুমধ্যবর্ত্তিনী নাভির্গম্ভীরা শুভদর্শিনী॥ ৩১১
বিস্তীর্ণজঘনা দেবী সুশ্রোণী চ বরাননে।
সুজাতরুরুজানুযুগ্মা সুজানুচরণা তথা॥ ৩১২
ত্রৈলোক্যধারিণী সা ত্বং ভুবি সত্যোপযাচনা।
ভবিষ্যসি মহাভাগে বরদা বরবর্ণিনী॥ ৩১৩
পুষ্করে চ কৃতা যাত্রা দৃষ্ট্বা ত্বাং সঞ্জনিষ্যতি।
জ্যৈষ্ঠে মাসি পৌর্ণমাস্যামগ্র্যাং পূজাঞ্চ লপ্স্যসে
যে চ ত্বাং ত্বৎপ্রভাবজ্ঞাঃ পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎপুত্রতো ধনতোঽপি বা
কান্তারেষু নিমগ্নানামটব্যাং বা মহার্ণবে।
দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্।
ত্বং সিদ্ধিঃ শ্রীধৃতিঃ কীর্ত্তির্হ্রীর্বিদ্যা সন্নতির্মতিঃ
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা কালরাত্রিস্তথৈব চ।
অম্বা চ কমলা মাতব্রহ্মাণী ব্রহ্মচারিণী।
জননী সর্বদেবানাং গায়ত্রী পরমাঙ্গনা॥ ৩১৮
জয়া চ বিজয়া চৈব পুষ্টিস্ত্বঞ্চ ক্ষমা দয়া।
সাবিত্র্যবরজা চাসি সদা চেষ্টা পিতামহে॥ ৩১৯
বহুরূপা বিশ্বরূপা সুনেত্রা ব্রহ্মচারিণী।
সুরূপা ত্বং বিশালাক্ষী ভক্তানাং পরিরক্ষিণী।
নগরেষু চ পুণ্যেষু আশ্রমেষু বরাননে।
বাসস্তব মহাদেবি বনেষূপবনেষু চ॥ ৩২১
ব্রহ্মস্থানেষু সর্বেষু ব্রহ্মণো বামতঃ স্থিতা।
দক্ষিণেন তু সাবিত্রী মধ্যে ব্রহ্মা পিতামহঃ।
অন্তর্বেদী চ যজ্ঞানামৃত্বিজাঞ্চাপি দক্ষিণা।
সিদ্ধিস্ত্বং হি নৃপাণাঞ্চ বেলা সাগরজা মতা।
ব্রহ্মচারিণি যা দীক্ষা শোভা চ পরমা মতা।
জ্যোতিষাঞ্চ প্রভা দেবী লক্ষ্মীর্নারায়ণে স্থিতা

অত্যন্ত শোভিত করিয়াছে। আর মুকুট ও বিশেষভাবে বদ্ধ কেশবন্ধ দ্বারাও তুমি বিশেষ শোভা পাইতেছ। তোমার ফণি-ফণাসদৃশ করদ্বয় সুরলোকের আভরণস্বরূপ; হে দেবি! তোমার স্তনযুগল বর্তুল ও সমচুচুকবিশিষ্ট বলিয়া রুচিরাকার; তোমার মধ্যদেশবর্ত্তিনী গম্ভীরা ও শুভদর্শিনী নাভি, অতি শুভ্র জঘন ও ত্রিবলী ভঙ্গিমাদ্বারা দর্প-প্রকাশ করিতেছে। হে বরাননে দেবি! তোমার জঘন প্রদেশ বিস্তীর্ণ, শ্রোণী প্রদেশও মনোরম। উরুযুগল সুবৃত্ত ও সুগঠিত, জানু ও চরণদ্বয়ও অতীব সুন্দর। হে মহাভাগে! তুমিই ত্রৈলোক্যধারিণী। এতাদৃশী তুমি, ভূতলে বরবর্ণিনী, বরদা, সত্যস্বরূপা এবং সকলের প্রার্থনার পাত্র হইবে। এই পুষ্করে তোমাকে দেখিলেই তাহার যাত্রা করা হইবে। আর তুমি জ্যৈষ্ঠমাসে পৌর্ণমাসী তিথিতে মহতীপূজা প্রাপ্ত হইবে। তোমার প্রভাবজ্ঞ যে সকল মানব তোমাকে পূজা করিবে, তাহাদিগের ধনপুত্রাদিবিষয়ক কোনও অভাব থাকিবে না। দুর্গম বনে, কান্তারে বা মহার্ণবে যাহারা নিমগ্ন, কিম্বা যাহারা দস্যুগণ দ্বারা নিরুদ্ধ, সেই সকল মনুষ্যের তুমিই পরমা গতি। তুমিই সিদ্ধি শ্রী ধৃতি কীর্ত্তি হ্রী বিদ্যা সন্নতি মতি সন্ধ্যা রাত্রি প্রভা নিদ্রা ও কালরাত্রি। হে মাতঃ! তুমিই অম্বা কমলা ব্রহ্মাণী ও ব্রহ্মচারিণী; তুমিই সর্ব্বদেবতার জননী পরমাঙ্গনা গায়ত্রী; তুমিই জয়া, বিজয়া, পুষ্টি, ক্ষমা, দয়া এবং সাবিত্রীর অবরজা হইলেও পিতামহের সতত ইষ্টবিধায়িনী। তুমি বহুরূপা, বিশ্বরূপা, সুরূপা, সুনেত্রা, বিশালাক্ষী ও ভক্তগণের পরিরক্ষিণী ব্রহ্মচারিণী।৩০৩—৩২০। অয়ি বরাননে! পুণ্যনগরে, আশ্রমে, বনে ও উপবনে এবং সমস্ত ব্রহ্মস্থানে তুমি বাস করিবে। তুমি ব্রহ্মার বামে এবং সাবিত্রী ব্রহ্মার দক্ষিণে বিরাজ করিবেন; পিতামহ ব্রহ্মা মধ্যভাগে থাকিবেন। তুমি যজ্ঞসমূহের অন্তর্বেদী, ঋত্বিক্‌বর্গের দক্ষিণা, রাজগণের সিদ্ধি, সাগরের বেলা, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মদীক্ষা, সুন্দর পদার্থনিচয়ের সৌন্দর্য্য, জ্যোতিঃপদার্থ সক-

ক্ষমাসিদ্ধির্মুনীনাঞ্চ নক্ষত্রাণাঞ্চ রোহিণী।
রাজদ্বারেষু তীর্থেষু নদীনাং সঙ্গমেষু চ ॥ ৩২৫
পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রে চ বুদ্ধির্নীত্যাং ক্ষমা ধৃতিঃ।
উমাদেবী চ নারীণাং শ্রূয়সে বরবর্ণিনী ॥ ৩২৬
ইন্দ্রস্য চারুদৃষ্টিত্বং সহস্রনয়নোপগা।
ঋষীণাং ধর্ম্মবুদ্ধিত্বং দেবানাঞ্চ পরায়ণম্ ॥ ৩২৭
কর্ষকাণাঞ্চ সীতা ত্বং ভূতানাং ধরণী তথা।
স্ত্রীণামবৈধব্যকরী ধনধান্যপ্রদা সদা ॥৩২৮
ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়ঞ্চৈব পূজিতা শময়িষ্যসি ॥
তথা তু কার্ত্তিকে মাসি পৌর্ণমাস্যাং সুপূজিতা
সর্ব্বকামপ্রদা দেবী ভবিষ্যসি শুভপ্রদে ॥ ৩৩০
যশ্চেদং পঠতে স্তোত্রং শৃণুয়াদ্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিং লভতে নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

গায়ত্র্যুবাচ।

ভবিষ্যত্যেবমেবস্তু যত্ত্বয়া পুত্র ভাষিতম্।
বিষ্ণুনা সহিতঃ সর্ব্ব-স্থানেষ্বেব ভবিষ্যসি ॥ ৩৩

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে সাবিত্রী-
বিবাদ-গায়ত্রীবরপ্রদানং নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ শ্রুতবানস্মি তত্ত্বতঃ।
অভিষেকস্তু গায়ত্র্যাঃ সদস্যত্র তথা কৃতম্ ॥ ১
বিরোধশ্চৈব সাবিত্র্যা শাপদানং তথা কৃতম্।
বিষ্ণুনা চ যথা দেবী সর্ব্বস্থানেষু কীর্ত্তিতা ॥ ২
গায়ত্রী চাপি রুদ্রেণ স্তুতা চ বরবর্ণিনী।
তং ব্রহ্মাপ্রতিমাত্মানং বিস্তরেণ পিতামহম্ ॥৩
প্রহৃষ্টানি চ রোমাণি প্রশান্তঞ্চ মনো মম।
শ্রুত্বা মে পরমা প্রীতিঃ কৌতূহলমথৈব হি ॥৪
নারায়ণস্তু ভগবান্ কৃত্বা তাং পরমাঞ্চ বৈ।

নের প্রভা, নারায়ণের লক্ষ্মী, মুনিগণের ক্ষমাসিদ্ধি এবং নক্ষত্রমধ্যে তুমিই রোহিণী বলিয়া নিরূপিত। রাজদ্বারে, তীর্থে ও নদী-সঙ্গমেও তুমিই সেই সেই বিশিষ্ট শক্তিরূপে বিরাজমানা রহিয়াছ। তুমি পূর্ণচন্দ্রে পূর্ণিমা ও নীতিতে ক্ষমা ধৃতি ও বুদ্ধিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ। নারীবর্গের মধ্যে তুমিই বর-বর্ণিনী উমাদেবী। ইন্দ্রের যে সহস্রনয়নগতা চারু দৃষ্টি, তাহাও তুমি। তুমি ঋষিদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং তুমিই দেবগণের শান্তিদায়িনী মনীষা। তুমি কর্ষকদিগের সীতা ও পঞ্চ-ভূতের মধ্যে ক্ষিতিরূপে বিদ্যমানা। তুমি পূজিতা হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে সতত অবৈধব্য ধন-ধান্য দান এবং তাহাদিগের ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয় নিবারণ করিবে। অয়ি শুভ-প্রদে। কার্ত্তিক মাসে পৌর্ণমাসীতে তুমি সুপূজিতা হইলে, হে দেবি! তুমি সর্ব্বকাম প্রদান করিবে। যে নর বারম্বার এই স্তব পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিবে, সে নিশ্চয় সর্ব্ব-বাঞ্ছিত লাভ করিবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। শঙ্করের এই কথা শুনিয়া গায়ত্রী কহিলেন,—পুত্র! তুমি যাহা যাহা বলিলে, তৎসমস্ত ঐরূপই হইবে। আর সেই সকল স্থানে তুমিও বিষ্ণুর সহিত নিয়ত বাস করিবে। ৩২১—৩৩২।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি এই অতি অদ্ভুত বৃত্তান্ত যথাযথ শুনিলাম; এই পুষ্কর ক্ষেত্রে গায়ত্রীর অভিষেক, সাবিত্রীর সহিত ব্রহ্মার বিরোধ, সাবিত্রীর অভিশাপ প্রদান, সাবিত্রী যে সকল স্থানে থাকিবেন, বিষ্ণু কর্ত্তৃক সেই সকল স্থানের উল্লেখ, রুদ্র-কর্ত্তৃক বরবর্ণিনী গায়ত্রীদেবীর স্তব এবং অপ্রতিমাত্মা পিতামহ ব্রহ্মার চরিত্র, সবিস্তরে শুনিয়াছি এবং তাহাতে আমার লোমসকল হৃষ্ট ও মন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে। ইহা শ্রবণে আমার পরমা প্রীতি ও মহা কৌতূহল হইয়াছে। ভগবান নারায়ণ,

ব্রহ্মপত্ন্যাঃ স্তুতিং ভক্ত্যা স্তুত্বা তাং পর্ব্বতোপরি
উবাচ বচনং বিষ্ণুস্তুষ্টিপুষ্টিপ্রদায়কম্ ।
শ্রীমতী হ্রীমতী চৈব যা চ দেবীশ্বরী তথা ॥ ৬
এতদেব শ্রুতং ব্রহ্মংস্তববক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতম্ ।
উত্তরং তত্র যদ্বৃত্তং যচ্চ তস্মিন্ স্থলে কৃতম্ ॥ ৭
আনুপূর্ব্ব্যা চ তৎসর্ব্বং ভগবান্ বক্তুমর্হতি ।
শ্রুতেন মে দেহশুদ্ধির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮

পুলস্ত্য উবাচ ।

যজতঃ পুষ্করে তস্য দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ ।
শৃণু রাজন্নিদং চিত্রং পূর্ব্বমেব যথা কৃতম্ ।
আদৌ কৃতযুগে তস্মিন্ যজমানে পিতামহে ॥ ৯
মরীচিরঙ্গিরাশ্চৈব পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
দক্ষঃ প্রজাপতিশ্চৈব নমস্কারং প্রচক্রিরে ॥১০
বিদ্যোতমানাঃ পুরুষাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ।
উপনৃত্যন্তি দেবেশং বিষ্ণুমপ্সরসাং গণাঃ ॥ ১১
ততো গন্ধর্ব্বতূর্য্যৈস্তু প্রতিনন্দ্য বিহায়সি ।

সেই ব্রহ্মপত্নী দেবী গায়ত্রীকে উত্তম স্তব করিয়া পর্ব্বতোপরি স্থাপনপূর্ব্বক তুষ্টি-পুষ্টি-প্রদায়ক বাক্য কহিয়াছিলেন। বিষ্ণু বলিয়াছিলেন যে, এই গায়ত্রীই শ্রীমতী হ্রীমতী দেবী ঈশ্বরী। ব্রহ্মন্! আপনার মুখোচ্চারিত এই পর্য্যন্ত বিবরণই শুনিয়াছি; পরন্তু তার পর যাহা হইয়াছিল, সেস্থলে অপর যে যাহা করিয়াছিল; আপনি ভগবান্, এ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বীক্রমে আমার নিকট বলুন। উহা শুনিলে নিশ্চয়ই আমার দেহশুদ্ধি হইবে। ১—৮। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন্! সেই পুষ্করক্ষেত্রে দেবদেব পরমেষ্ঠী যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে সেই আদি সত্যযুগে যে বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। তৎকালে মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু ও দক্ষ প্রজাপতি—ইঁহারা বিষ্ণুকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন। সর্ব্বাভরণভূষিত সমুজ্জলবেশ পুরুষগণ বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিল এবং অপ্সরারা সেই বিভুকে নৃত্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। তার পর গন্ধর্ব্বপ্রবর তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব-তূর্য্য দ্বারা আকাশে

বহুভিঃ সহ গন্ধর্ব্বৈঃ প্রগায়তি চ তুম্বুরুঃ ॥ ১২
মহাশ্রুতিশ্চিত্রসেন উর্ণায়ুরনঘস্তথা ।
গোমায়ুঃ সূর্য্যবর্চ্চাশ্চ সোমবর্চ্চাশ্চ কৌরব ॥১৩
যুগপচ্চ তৃণায়ুশ্চ নন্দিশ্চিত্ররথস্তথা ।
ত্রয়োদশঃ শালিশিরাঃ পর্জ্জন্যশ্চ চতুর্দ্দশঃ ॥১৪
কলিঃ পঞ্চদশশ্চাত্র তারকশ্চাত্র ষোড়শঃ ।
হাহা হূহূশ্চ গন্ধর্ব্বো হংসশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ ॥১৫
ইত্যেতে দেবগন্ধর্ব্বা উপগায়ন্তি তে বিভুম্ ।
তথৈবাপ্সরসো দিব্যা উপনৃত্যন্তি তং বিভুম্ ।
ধাতার্য্যমা চ সবিতা বরুণোংংশো ভগস্তথা ।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা পর্জ্জন্য এব চ ।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা জ্বলন্তো দীপ্ততেজসঃ
চক্রুস্তস্মিন্ সুরেশাশ্চ নমস্কারং পিতামহে ॥১৮
মৃগব্যাধশ্চ শর্ব্বশ্চ নির্ঋতিশ্চ মহাযশাঃ ।
অজৈকপাদহির্ব্বধ্নঃ পিনাকী চাপরাজিতঃ ॥ ১৯
ভবো বিশ্বেশ্বরশ্চৈব কপর্দ্দী চ বিশাম্পতে ।
স্থাণুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রাস্তত্রাবতস্থিরে ॥ ২০
অশ্বিনৌ বসবশ্চাষ্টৌ মরুতশ্চ মহাবলাঃ ।
বিশ্বে দেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ তস্মিন্ প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ

থাকিয়াই তাঁহাকে অভিনন্দিত করত বহু গন্ধর্ব্বের সহিত অতি উত্তম গান করিতে লাগিল। মহাশ্রুতি, চিত্রসেন, উর্ণায়ু, অনঘ, গোমায়ু, সূর্য্যবর্চ্চা, সোমবর্চ্চা, যুগপৎ, তৃণায়ু, নন্দি, চিত্ররথ, শালিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি, তারক, হাহা হূহূ, এবং মহাদ্যুতি হংস,—এই সকল দেবগন্ধর্ব্ব সেই বিভুকে গান দ্বারা অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। দিব্য অপ্সরারাও নৃত্যদ্বারা তাঁহার প্রীতিউৎপাদনে যত্ন করিতে লাগিল। ধাতা, অর্য্যমা, সবিতা, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পর্জ্জন্যাদি—দ্বাদশ আদিত্য তেজঃসমুজ্জল দেহে সেখানে যাইয়া পিতামহকে প্রণাম করিলেন। মৃগব্যাধ, শর্ব্ব, মহাযশা নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহির্ব্বধ্ন, অপরাজিত পিনাকী, ভব, বিশ্বেশ্বর, কপর্দ্দী, স্থাণু, ভগবান্ ভব,—এই সমস্ত রুদ্রেরাও সেই সভায় বিরাজিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, মহাবল মরুদ্গণ,

শেষাদ্যাশ্চ মহানাগা বাসুকিপ্রমুখাস্তথা ॥ ২২
কার্কোটঃ কম্বলশ্চাপি তক্ষকশ্চ মহাবলঃ।
এতে নাগা মহাত্মানস্তস্মৈ প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ॥
তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ গরুড়শ্চ মহাবলঃ।
বারুণিশ্চৈবারুণিশ্চ বৈনতেয়া ব্যবস্থিতাঃ ॥২৪
নারায়ণশ্চ ভগবান স্বয়মাগত্য লোকবান্।
প্রাহ লোকগুরুং শ্রীমান্ সহ সর্ব্বৈর্মহর্ষিভিঃ ॥২৫
ত্বয়া ততমিদং সর্ব্বং ত্বয়া সৃষ্টং জগৎপতে।
তস্মাল্লোকেশ্বরশ্চাসি পদ্মযোনে নমোঽস্তু তে
যদত্র তে ময়া কার্য্যং কর্ত্তব্যঞ্চ তদাদিশ।
এবং প্রোবাচ ভগবান্ সার্দ্ধং দেবর্ষিভিঃ প্রভুঃ
নমস্কৃত্য সুরেশায় ব্রহ্মণেঽব্যক্তজন্মনে ॥ ২৮
স চ তত্র স্থিতো ব্রহ্মা তেজসা ভাসয়ন্ দিশঃ।
শ্রীবৎসলোমসংচ্ছন্নো হেমসূত্রেণ রাজতা ॥ ২৯
সুরর্ষিপ্রতিমঃ শ্রীমান্ স্বয়ম্ভূর্ভূতভাবনঃ।

শুচিরোমা মহাবক্ষাঃ সর্ব্বতেজোময়ঃ প্রভুঃ ॥৩০
যো গতিঃ পুণ্যশীলানামগতিঃ পাপকর্ম্মণাম্।
যোগসিদ্ধা মহাত্মানো যং বিদুর্লোকমুত্তমম্ ॥৩১
যস্যাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং যমাহুর্দেবসত্তমম্।
যং প্রাপ্য শাশ্বতং বিপ্রা নিয়তা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ
জন্মনো মরণাচ্চৈব মুচ্যন্তে যোগভাবিতাঃ ॥৩২
যদেতত্তপ ইত্যাহুঃ সর্ব্বাশ্রমনিবাসিনঃ।
সেবং সেবং যতাহারা দুশ্চরং ব্রতমাস্থিতাঃ ॥৩৩
যোঽনন্ত ইতি নাগেষু প্রোচ্যতে সর্ব্বযোগিভিঃ
সহস্রমূর্দ্ধা রক্তাক্ষঃ শেষাদিভিরনুত্তমৈঃ ॥ ৩৪
যো যজ্ঞ ইতি বিপ্রেন্দ্রৈরিজ্যতে স্বর্গলিপ্সুভিঃ
নানাস্থানগতিঃ শ্রীমানেকঃ কবিরনুত্তমঃ ॥ ৩৫
যং দেবং বেত্তি বেত্তারং যজ্ঞভাগপ্রদায়িনম্।
বৃষাগ্নিসূর্য্যচন্দ্রাক্ষং দেবমাকাশবিগ্রহম্ ॥ ৩৬
তং প্রপদ্যামহে দেবং ভগবান্ শরণার্থিনঃ।

বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ,—ইহারাও সকলে সেই ব্রহ্মার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিকরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯—২১। অনন্ত প্রভৃতি মহানাগগণ, বাসুকি প্রমুখ সর্প, কার্কোট, কম্বল, এবং মহাবল তক্ষক,—এই সমস্ত মহাত্মা নাগগণ সেখানে ব্রহ্মার সমক্ষে সাঞ্জলিবন্ধনে অবস্থিত রহিলেন। তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, মহাবল গরুড়, বারুণি, ও আরুণি,—এই সকল বৈনতেয়ও তথায় উপস্থিত হইলেন। লোকপালক ভগবান্ শ্রীমান্ নারায়ণও সমস্ত মহর্ষিগণের সহিত সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং লোকগুরু ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে জগৎপতে! আপনিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহার বিস্তার সাধনও করিয়াছেন। অতএব হে পদ্মযোনে! আপনিই লোকেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। এই স্থলে আমাদ্বারা আপনার যে কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহার আদেশ করুন। প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতা ও ঋষিগণের সহিত অব্যক্তজন্মা সুরেশ্বর ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া এইরূপ কহিলেন। মনোহর-বক্ষঃস্থলস্থ লোমরাজিদ্বারা সমাচ্ছন্ন স্বর্ণসূত্রদ্বারা শোভমান, ভূত-ভাবন, স্বয়ম্ভূ, শুচিরোমা, মহাবক্ষা, সর্ব্বতেজোময়, প্রভু শ্রীমান্ ব্রহ্মা তখন সেখানে দেবর্ষিবৎ শোভা পাইতে লাগিলেন। ২২—২৯। যিনি পুণ্যশীলগণের গতি, পাপকর্ম্মাদিগের অগতি, যোগসিদ্ধ মহাত্মারা যাঁহাকে উত্তম লোক বলিয়া জানেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অষ্টগুণ; যাহাকে সকলেই দেবসত্তম বলিয়া থাকে, যিনি শাশ্বত; মোক্ষকামী নিয়মবান্ বিপ্রগণ যোগভাবিত হইয়া যাঁহাকে পাইয়া জন্ম এবং মরণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন; যাঁহাকে সর্ব্বাশ্রমনিবাসীরাই তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং যাঁহার সেবা করিতে করিতে আহার সংযমসহকারে দুশ্চর ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন; সমস্ত যোগিগণ যাঁহাকে নাগগণমধ্যে সহস্রমস্তক রক্তাক্ষ ও শেষাদি অনুচরগণে সমাবৃত অনন্ত বলিয়া উল্লেখ করেন; স্বর্গাভিলাষী বিপ্রেন্দ্রগণ যজ্ঞ নামে যাঁহার অনুষ্ঠান করেন; যিনি নানাস্থানগতি, শ্রীমান এবং অনুত্তম কবি, যে দেবকে যজ্ঞভাগপ্রদ ও বেত্তা বলিয়া সকলেই জানে; যিনি ধর্ম্মস্বরূপ, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি যাহার চক্ষুঃস্বরূপ, যিনি আকাশ-

শরণ্যং শরণং দেবং সর্ব্বদেবভবোদ্ভবম্ ॥ ৩৭
ঋষীণাঞ্চৈব স্রষ্টারং লোকানাঞ্চ সুরেশ্বরম্।
প্রিয়ার্থঞ্চৈব দেবানাং সর্ব্বস্য জগতঃ স্থিতৌ ॥
কব্যং পিতৃণামুচিতং সুরাণাং হব্যমুত্তমম্।
যেন প্রবর্ত্তিতং সর্ব্বং তং নতাঃ স্মঃ সুরোত্তমম্ ॥
ত্রেতাগ্নিনা তু যজতা দেবেন পরমেষ্ঠিনা।
যথা সৃষ্টিঃ কৃতা পূর্ব্বং যজ্ঞসৃষ্টিস্তথা পুনঃ ॥ ৪০
তথা ব্রহ্মাপ্যনন্তেন লোকানাং স্থিতিকারিণা
অধ্যাস্যমানো ভগবান্ বৃদ্ধোঽপ্যথ চ বুদ্ধিমান্ ॥
যজ্ঞবাটমচিন্ত্যাত্মাগতস্তত্র পিতামহঃ।
ধনাঢ্যৈর্ঋত্বিজৈঃ পূর্ণং সদস্যৈঃ পরিপালিতম্ ॥
গৃহীতচাপেন তদা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
দৈত্যদানবরাজানো রাক্ষসানাং গণাঃ স্থিতাঃ
আত্মানমাত্মনা চৈব চিন্তয়ামাস বৈ ক্রতুম্।
চিন্তয়িত্বা যথাতত্ত্বং যজ্ঞং যজ্ঞঃ সনাতনঃ।
বরণং তত্র ভগবান্ কারয়ামাস ঋত্বিজাম্ ॥ ৪৪

ভৃগ্বাদ্যা ঋত্বিজশ্চাপি যজ্ঞকর্ম্মবিচক্ষণাঃ।
চক্রুর্বহ্বৃচমুখ্যাশ্চ শ্লোকং পুণ্যং যদক্ষরম্ ॥ ৪৫
শুশ্রুবুস্তে মুনিশ্রেষ্ঠা বিততে তত্র কর্ম্মণি ॥ ৪৬
যজ্ঞবিদ্যা বেদবিদ্যা পদক্রমবিদাং তথা।
ঘোষেণ পরমর্ষীণাং সা বভূব নিনাদিতা ॥ ৪৭
যজ্ঞসংস্তরবিদ্ভিশ্চ শিক্ষাবিদ্ভিস্তথা দ্বিজৈঃ।
শব্দনির্ব্বচনার্থজ্ঞৈঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদৈঃ ॥ ৪৮
মীমাংসাহেতুবাক্যজ্ঞৈঃ কৃতা নানাবিধা মখে।
তত্র তত্র চ রাজেন্দ্র নিয়তান্ সংশিতব্রতান্।
জপহোমপরান্ মুখ্যান্ দদৃশুস্তত্র বৈ দ্বিজান্।
যজ্ঞভূমৌ স্থিতস্তস্যাং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সুরাসুরগুরুঃ শ্রীমান সেব্যমানঃ সুরাসুরৈঃ।
উপাসতে চ তত্রৈনং প্রজানাং পতয়ঃ প্রভুম্।

বিগ্রহ, এবং যিনি ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত, শরণার্থিগণের শরণ্য, সকলের আশ্রয়ভূত, সর্ব্বদেবতার সংসারজন্মের কারণ, সেই দেবকে আমরা আশ্রয় করি। যে সুরেশ্বর, সমগ্র জগতের স্থিতিবিধানার্থ এবং দেবগণের প্রিয়বিধান কামনায় ঋষিদিগকে ও লোকসকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর যিনি পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধক যথোচিত কব্য ও দেবলোকের প্রীতিবিধায়ক উত্তম হব্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই সুরোত্তমকে আমরা নমস্কার করি। যিনি ত্রেতাগ্নি দ্বারা উপাসনা করিতে করিতেই পূর্ব্বে যজ্ঞসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অচিন্ত্যাত্মা পিতামহ বৃদ্ধ অথচ বুদ্ধিমান ভগবান্ ব্রহ্মা ক্রমে সেই যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিলেন। সেই যজ্ঞস্থল তখন ধনবান্ ঋত্বিক্ ও সদস্যগণে পরিপূর্ণ এবং ধনুর্দ্ধর প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরিপালিত হইতেছিল। তখন সেখানে দৈত্য দানব রাজা ও রাক্ষসগণ সকলেই সুস্থ ভাবে অবস্থান করিতেছিল। ৩০—৪৩। সনাতন যজ্ঞমূর্ত্তি ব্রহ্মা তখন মনে মনে আত্মচিন্তা করিয়া অল্পকাল মধ্যেই যথাযথ যজ্ঞবিষয়ে চিন্তা করিলেন এবং সেই ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্য ঋত্বিক্‌বর্গের বরণ কার্য্য সমাহিত করিলেন। ভৃগু প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ সকলেই যজ্ঞকার্য্যে বিচক্ষণ; তখন তথায় বহ্বৃচপ্রধানগণ যাহা যাহা বলিতে লাগিলেন, সেই সকল পুণ্যবাণী তাঁহারা শুনিলেন এবং সেই মুনিশ্রেষ্ঠগণ সেই যজ্ঞ কার্য্য আরব্ধ হইলে তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তখন সেই যজ্ঞভূমি যজ্ঞবিদ্যায় বেদবিদ্যায় ও পদক্রমবিদ্যায় যাঁহারা পারদর্শী সেই সমস্ত পরমর্ষিগণের তত্তৎশাস্ত্রের উচ্চ ঘোষণায় নিনাদিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা যজ্ঞের পাত্রাদিস্থাপনবিধানজ্ঞ, যাঁহারা শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, যাঁহারা শব্দার্থ নির্ব্বচনে কুশল, যাঁহারা সর্ব্ববিদ্যায়ই পারদর্শী, যাঁহারা মীমাংসা শাস্ত্রে পণ্ডিত, আর যাঁহারা হেতুবাদ (তর্কপ্রধান শাস্ত্র—ন্যায়দর্শনাদি) শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহারা সেই যজ্ঞে নানাবিধ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! বিশেষ বিশেষ স্থানে নিয়ত সংশিতব্রত জপহোমপরায়ণ দ্বিজগণ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। লোকপিতামহ সুরাসুরগুরু শ্রীমান ব্রহ্মা সেই যজ্ঞস্থলে সুরাসুরগণে সেব্যমান হইয়া অবস্থিত

দক্ষো বসিষ্ঠঃ পুলহো মরীচিশ্চ দ্বিজোত্তমঃ।
অঙ্গিরা ভৃগুরত্রিশ্চ গৌতমো নারদস্তথা ॥ ৫২
বিদ্যমানমন্তরীক্ষং বায়ুস্তেজো জলং মহী।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ॥ ৫৩
বিকৃতশ্চ বিকারশ্চ যচ্চান্যৎ কারণং মহৎ।
ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার এব চ ॥ ৫৪
শব্দঃ শিক্ষা নিরুক্তঞ্চ কল্পশ্ছন্দঃসমন্বিতাঃ।
আয়ুর্ব্বেদধনুর্ব্বেদৌ মীমাংসা গণিতং তথা।
হস্ত্যশ্বজ্ঞানসহিতা ইতিহাসসমন্বিতাঃ ॥ ৫৫
এতৈরঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চ বেদাঃ সর্ব্বে বিভূষিতাঃ।
উপাসন্তে মহাত্মানং সহোঙ্কারং পিতামহম্ ॥ ৫৬
তপশ্চ ক্রতবশ্চৈব সঙ্কল্পঃ প্রাণ এব চ।
এতে চান্যে চ বহবঃ পিতামহমুপস্থিতাঃ ॥ ৫৭
অর্থো ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ দ্বেষো হর্ষশ্চ সর্ব্বদা ॥ ৫৮
শুক্রো বৃহস্পতিশ্চৈব সম্বর্ত্তো বুধ এব চ।
শনৈশ্চরশ্চ রাহুশ্চ গ্রহাঃ সর্ব্বে তথৈব চ ॥ ৫৯
মরুতো বিশ্বকর্ম্মা চ পিতরশ্চাপি ভারত।
দিবাকরশ্চ সোমশ্চ ব্রহ্মাণং পর্য্যুপাসতে ॥ ৬০

গায়ত্রী দুর্গতরণী বাণী সপ্তবিধা তথা।
অক্ষরাণি চ সর্ব্বাণি নক্ষত্রাণি তথৈব চ ॥ ৬১
ভাষ্যাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি দেহবন্তি বিশাম্পতে।
ক্ষণা লবা মুহূর্ত্তাশ্চ দিনং রাত্রিস্তথৈব চ ॥ ৬২
অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ ঋতবঃ সর্ব্ব এব চ।
উপাসন্তে মহাত্মানং ব্রহ্মাণং দৈবতৈঃ সহ ॥ ৬৩
অন্যাশ্চ দেব্যঃ প্রবরা হ্রীঃ কীর্ত্তির্দ্যুতিরেব চ।
প্রভা ধৃতিঃ ক্ষমা ভূতির্নীতির্বিদ্যা মতিস্তথা ॥ ৬৪
শ্রুতিঃ স্মৃতিস্তথা কান্তিঃ শান্তিঃ পুষ্টিস্তথা ক্রিয়া
সর্ব্বাশ্চাপ্সরসো দিব্যা নৃত্য-গীতবিশারদাঃ।
উপতিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাণং সর্ব্বাস্তা দেবমাতরঃ ॥ ৬৫
বিপ্রচিত্তিঃ শিবিঃ শঙ্কুরয়ঃশঙ্কুস্তথৈব চ।
বেগবান্ কেতুমানুগ্রঃ সোগ্রো ব্যগ্রো
মহাসুরঃ ॥ ৬৬
পরিঘঃ পুষ্করশ্চৈব সাম্বোঽশ্বপতিরেব চ।
প্রহ্লাদোঽথ বলিঃ কুম্ভঃ সংহ্লাদো গগনপ্রিয়ঃ
অনুহ্রাদো হরিহরৌ বরাহশ্চ কুশো রজঃ।

রহিলেন। ৪৪—৫০। দক্ষ, বসিষ্ঠ, পুলহ, দ্বিজোত্তম মরীচি, অঙ্গিরা, ভৃগু, অত্রি, গৌতম ও নারদ এই সমস্ত প্রজাপতিরাও সেখানে সেই প্রভু ব্রহ্মার উপাসনা করিতে লাগিলেন। আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, কারণ বিকৃত ও বিকার, যাহা কিছু মহৎ, ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চারি বেদ, শব্দ, শিক্ষা, নিরুক্ত, কল্প, ছন্দঃ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, মীমাংসা, গণিত, হস্তিবিদ্যা, অশ্ববিদ্যা, ইতিহাস,—বেদ সকল এই সকল অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত বিভূষিত হইয়া সেই সভায় যাইয়া সেই মহাত্মা ওঙ্কারসহায় পিতামহের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তপ ক্রতু সঙ্কল্প প্রাণ ইহারা এবং আরও অনেক মহাত্মা সেই পিতামহের উপাসনা করিতে লাগিলেন। অর্থ ধর্ম্ম কাম, দ্বেষ ও হর্ষ, শুক্র, বৃহস্পতি, সংবর্ত্ত, বুধ, শনৈশ্চর, রাহু—এই সকল গ্রহ; হে ভারত! আর মরুদ্গণ, বিশ্বকর্ম্মা, পিতৃগণ, দিবাকর, সোম, ইহাঁরাও ব্রহ্মার উপাসনা করিতে লাগিলেন। ৫১—৬০। দুর্গতরণী গায়ত্রী, সপ্তবিধা বাণী, সমস্ত অক্ষর, সমস্ত নক্ষত্র, সমস্ত ভাষ্য, সকল শাস্ত্র, হে বিশাম্পতে! ইহারা সকলে দেহ ধারণ করিয়া তথায় থাকিয়া ব্রহ্মার উপাসনা করিতে লাগিলেন। ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, সমস্ত ঋতু, ইহারা সকলেও দেবগণ-সহ মহাত্মা ব্রহ্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হ্রী কীর্ত্তি দ্যুতি প্রভা ধৃতি ক্ষমা ভূতি নীতি বিদ্যা মতি শ্রুতি স্মৃতি কান্তি শান্তি পুষ্টি ক্রিয়া, ইহাঁরাও অন্যান্য দেবীগণের সহিত এবং নৃত্য-গীত-বিশারদা অপ্সরারা আর সমস্ত দেবমাতৃগণ, তখন সেই ব্রহ্মার উপাসনা করিতে লাগিলেন। বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কু, অয়ঃশঙ্কু, বেগবান্, কেতুমান্, উগ্র, সোগ্র, মহাসুর ব্যগ্র, পরিঘ, পুষ্কর, সাম্ব, অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, বলি, কুম্ভ, সংহ্লাদ, গগন প্রিয়, অনুহ্রাদ হরি, হর, বরাহ, কুশ, রজ,

যোনিভক্ষো বৃষপর্ব্বা লিঙ্গভক্ষোঽথ বৈ কুরুঃ ॥
নিষ্প্রভঃ সপ্রভঃ শ্রীমাংস্তথৈব চ নিরূদরঃ।
একচক্রো মহাচক্রো দ্বিচক্রঃ কুলসম্ভবঃ ॥ ৬৯
শরভঃ শলভশ্চৈব ক্রপথঃ ক্রাপথঃ ক্রথঃ।
বৃহৎস্থিতির্ম্মহাজিহ্বঃ শঙ্কুকর্ণো মহাধ্বনিঃ ॥ ৭০
দীর্ঘজিহ্বোঽর্কনয়নো মৃড়কায়ো মৃড়প্রিয়ঃ।
বায়ুর্গরিষ্ঠো নমুচিঃ শম্বরো বিজ্বরো বিভুঃ ॥ ৭১
বিষ্বক্‌সেনশ্চন্দ্রহন্তা ক্রোধবর্দ্ধন এব চ।
কালকঃ কালকান্তশ্চ কুণ্ডদঃ সমরপ্রিয়ঃ ॥ ৭২
গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ প্রলম্বো নরকঃ পৃথুঃ।
ইন্দ্রতাপনবাতাপী কেতুমান্ বলদর্পিতঃ ॥ ৭৩
অসিলোমা সুলোমা চ বাস্কলিঃ প্রমদো মদঃ।
শৃগালবদনশ্চৈব কেশী চ শরদস্তথা ॥ ৭৪
একাক্ষশ্চৈব রাহুশ্চ বৃত্রঃ ক্রোধবিমোক্ষণঃ ॥৭৫
এতে চান্যে চ বহবো দানবা বলবর্দ্ধনাঃ।
ব্রহ্মাণং পর্য্যুপাসন্ত ছাক্যং চেদমথোঽচিরে ॥৭৬
ত্বয়া সৃষ্টাঃ স্ম ভগবংস্ত্রৈলোক্যং ভবতা হি নঃ
দত্তং সুরবরশ্রেষ্ঠ দেবেভ্যশ্চাধিকাঃ কৃতাঃ ॥৭৭
ভগবন্নিহ কিং কুর্ম্মো যজ্ঞে তব পিতামহ।
যদ্ধিতং তব্দদাস্মাকং সমর্থাঃ কার্য্যনির্ণয়ে ॥৭৮
কিমেভিস্তে বরাকৈশ্চ অদিতের্গর্ভসম্ভবৈঃ।
দেবতৈর্নিহতৈঃ সর্ব্বৈঃ পরাভূতৈশ্চ সর্ব্বদা ॥৭৯
পিতামহোঽসি সর্ব্বেষামস্মাকং দৈবতৈঃ সহ।
তব যজ্ঞসমাপ্তৌ চ পুনরস্মাসু দৈবতৈঃ ॥৮০
শ্রিয়ং প্রতি বিরোধশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ইদানীং প্রেক্ষণং কুর্ম্মঃ সহিতাঃ সর্ব্বদানবৈঃ ॥৮১

পুলস্ত্য উবাচ।

সগর্ব্বন্তু বচস্তেষাং শ্রুত্বা দেবো জনার্দ্দনঃ।
শক্রেণ সহিতঃ শম্ভুমিদমাহ মহাযশাঃ ॥৮২
বিঘ্নং প্রকর্ত্তুং বৈ রুদ্র আয়াতা দনুপুঙ্গবাঃ।
ব্রহ্মণামন্ত্রিতাশ্চেহ বিঘ্নার্থং প্রযতন্তি তে ॥৮৩
অস্মাভিস্ত্ব ক্ষমা কার্য্যা যাবদ্‌যজ্ঞঃ সমাপ্যতে।

যোনিভক্ষ, বৃষপর্ব্বা, লিঙ্গভক্ষ, কুরু, নিষ্প্রভ, সুপ্রভ, শ্রীমান্, নিরূদর, একচক্র, মহাচক্র, দ্বিচক্র, কুলসম্ভব, শরভ, শলভ, ক্রপথ, ক্রাপথ, ক্রথ, বৃহৎস্থিতি, মহাজিহ্ব, শঙ্কুকর্ণ, মহাধ্বনি, দীর্ঘজিহ্ব, অর্কনয়ন, মৃড়কায়, মৃড়প্রিয়, বায়ু, গরিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, বিজ্বর, বিভু, বিষ্বক্‌সেন, চন্দ্রহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, কালক, কালকান্ত, কুণ্ডদ, সমরপ্রিয়, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, প্রলম্ব, নরক, পৃথু, ইন্দ্রতাপন, বাতাপি, বলদর্পিত কেতুমান্, অসিলোমা, সুলোমা, বাস্কলি, প্রমদ, মদ, শৃগালবদন, কেশী, শরদ, একাক্ষ, রাহু, বৃত্র, ক্রোধবিমোক্ষণ, ইহারা এবং অপরাপর বলদৃপ্ত বহু দানব তথায় আসিয়া ব্রহ্মার উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা তখন এই বাক্য কহিলেন,—হে সুরবরশ্রেষ্ঠ! হে ভগবন্! আপনিই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনিই ত্রৈলোক্য আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন হে ভগবন্! ইহাতে আপনি দেবগণ অপেক্ষাও আমাদিগকে অধিক সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন; হে পিতামহ! আমরা আপনার এই যজ্ঞে আসিয়াছি; যে কর্ম্ম করিলে উপকার হইতে পারে, আপনি আমাদিগকে তেমন কার্য্যে নিয়োগ করুন; আমরা কর্ম্ম সম্পাদনে বিশেষ সমর্থ। এই অদিতিগর্ভজ বরাক পরাজিত হতপ্রায় দেবতাবর্গের দ্বারা আপনার কোন্ কার্য্য হইবে? দেবতাদিগের এবং আমাদের সকলেরই আপনি পিতামহ; আপনার এই যজ্ঞসমাপ্তি হইলে আবার আমাদিগের সহিত দেবতাদিগের ঐশ্বর্য্য লইয়া নিশ্চয়ই বিরোধ ঘটিবে, সংশয় নাই। আমরা ইদানীং সর্ব্বদানবগণ সহ মিলিত হইয়া তাহারই লক্ষণ লক্ষ্য করিতেছি। ৬১—৮১। পুলস্ত্য কহিলেন,—মহাযশা দেব জনার্দ্দন, দানবগণের সেই সগর্ব্ব বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া শঙ্করকে যাইয়া কহিলেন,—হে রুদ্র! দানবপুঙ্গবগণ এখানে বিঘ্ন করিতে আসিয়াছে; ব্রহ্মা উঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, পরন্তু উঁহারা এখানে আসিয়া এই যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব যতক্ষণ যজ্ঞ সমাপ্ত না হয়, তাবৎ

সমাপ্তে তু ক্রতাবস্মিন্ যুদ্ধং কার্য্যং দিবৌকসাম্
যথা নির্দানবা ভূমিস্তথা কার্য্যং ত্বয়া বিভো।
জয়ার্থঞ্চেহ শক্রস্য ভবতা চ ময়া সহ ॥ ৮৫
দ্বিজানাং পরিবেষ্টারো মরুতঃ পরিকল্পিতাঃ।
দানবানাং ধনং যচ্চ গৃহীত্বা তদ্ যজামহে ॥ ৮৬
অভ্যাগতেষু বিপ্রেষু দুঃখিতেষু জনেষ্বিহ।
বয়ং তস্য করিষ্যামো দাসভাবে নিবেশিতাঃ ॥
বদন্তমেবং তং বিষ্ণুং ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
এতে দনুসুতাঃ ক্রুদ্ধা যুষ্মাকমপি নেপ্সিতাঃ ॥৮৮
ভবতা চ ক্ষমা কার্য্যা রুদ্রেণ সহ দৈবতৈঃ।
কৃতে যুগাবসানে তু সমাপ্তিঞ্চ ক্রতৌ গতে ॥
ময়া চ প্রেষিতা যূয়মেতে চ দনুপুঙ্গবাঃ।
সন্ধির্বা বিগ্রহো বাপি সর্ব্বৈঃ কার্য্যস্তদৈব হি ॥

পুলস্ত্য উবাচ।

পুনস্তান্ দানবান্ ব্রহ্মা বাক্যমাহ স্বয়ং প্রভুঃ।
দানবৈর্ন বিরোধোঽত্র যজ্ঞে মম কথঞ্চন।
মৈত্রভাবস্থিতা যূয়মস্মৎকার্য্যে চ নিত্যশঃ ॥ ৯১

দানবা ঊচুঃ।

সর্ব্বমেতৎ করিষ্যামঃ শাসনং তে পিতামহ।
অস্মাকমনুজা দেবা ভয়ং তেষাং ন বিদ্যতে ॥

পুলস্ত্য উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তদা তেষাং পরিতুষ্টঃ পিতামহঃ ॥৯৩
মুহূর্ত্তং তিষ্ঠতাং তেষামৃষিকোটিরুপাগতা।
শ্রুত্বা পৈতামহং যজ্ঞং তেষাং পূজাঞ্চ কেশবঃ।
আসনানি দদৌ তেষাং তদা দেবঃ পিনাকধৃক্
বশিষ্ঠোঽর্ঘ্যং দদৌ তেষাং ব্রহ্মণা পরিচোদিতঃ।
গামর্ঘঞ্চ ততো দত্ত্বা পৃষ্ট্বা কুশলমব্যয়ম্।
নিবেশং পুষ্করে দত্ত্বা স্থীয়তামিতি চাব্রবীৎ ॥
ততস্ত ঋষয়ঃ সর্ব্বে জটাজিনধরাস্তথা।
শোভয়ন্তঃ সরঃশ্রেষ্ঠং গঙ্গামিব দিবৌকসঃ ॥৯৭

আমাদিগের ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য; তারপর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে উঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই দেবগণের কর্ত্তব্য হইবে। বিভো! শক্রের জয়ের জন্য আপনি আমার সহিত এমন কর্ম্ম করিবেন যাহাতে ভূমি নির্দানবা হয়। দ্বিজবর্গের পরিবেশনের জন্য কতি-পয় দেবতা নিযুক্ত হইয়াছেন। এখানে যে সকল দরিদ্র ব্রাহ্মণ বা দীনজন আসিবেন, তাঁহাদিগকে—দানবেরা যে ধন যজ্ঞের সাহায্য নিমিত্ত আনিয়াছে, আমরাই যজ্ঞিয় কর্ম্মকর দাসভাবে নিযুক্ত রহিয়াছি বলিয়া সেই সমস্ত ধনই দান করিব। বিষ্ণু এইরূপ কথা কহিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা সেখানে যাইয়া বিষ্ণুকে কহিলেন,—এই দনুনন্দনগণ ক্রুদ্ধ রহিয়াছেন, আর ইঁহারা আপনা-দিগেরও অভিমত নহেন, পরন্তু আপনি রুদ্র ও দেবগণের সহিত ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যুগাবসানে যখন এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে, যখন আমি দানবগণকে এবং দেব-গণকে বিদায় দিব, তখনই আপনারা পরস্পর সন্ধি বা বিগ্রহ যাহা হয় করিবেন। ৮২—৯০। পুলস্ত্য কহিলেন,—অতঃপর আবার প্রভু ব্রহ্মা স্বয়ং সেই দানবগণকে কহিলেন,—দানবগণ! তোমরা আমার এই যজ্ঞে কোন প্রকারেই কোন বিরোধ করিও না। আমার কার্য্যে তোমরা নিয়তই তো মৈত্রভাব অবলম্বন করিয়া থাক। দানবগণ কহিলেন,—হে পিতা-মহ! আমরা আপনার এই সমস্ত আদেশই প্রতিপালন করিব। দেবগণ আমাদিগের অনুজ, সুতরাং তাহাদিগের কোনও ভয় নাই। পুলস্ত্য কহিলেন,—পিতামহ ব্রহ্মা দানবগণের এই কথা শুনিয়া পরিতুষ্ট হই-লেন। অতঃপর মুহূর্ত্তমধ্যে কোটি সংখ্যক ঋষি পিতামহের সেই যজ্ঞবার্ত্তা শুনিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কেশব তাঁহাদিগের পূজার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, দেব পিনাকধৃক্ তাঁহাদিগকে আসন সকল দান করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে বসিষ্ঠ তাঁহাদিগকে অর্ঘ্যদান করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে গো এবং অর্ঘ্যদান করিয়া শারীরিক ও মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পুষ্করক্ষেত্রে তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া "আপনারা অবস্থান করুন" এই কথা কহিলেন। তার পর সেই জটাজিনধারী

মুণ্ডাঃ কাষায়িণশ্চৈকে দীর্ঘশ্মশ্রুধরাঃ পরে।
বিরলৈর্দশনৈঃ কেচিচ্চিপিটাক্ষাস্তথা পরে ॥৯৮
বৃহত্তনূদরাঃ কেঽপি কেকরাক্ষাস্তথা পরে।
দীর্ঘকর্ণা বিকর্ণাশ্চ কর্ণৈশ্চ ত্রুটিতাস্তথা ॥ ৯৯
দীর্ঘকালা বিকালাশ্চ স্নায়ুচর্ম্মাবগুণ্ঠিতাঃ।
নির্গতকোদরং তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
দৃষ্ট্বা তু পুষ্করং তীর্থং দীপ্যমানং সমন্ততঃ।
তীর্থলোভান্নরব্যাঘ্র তস্য তীরে ব্যবস্থিতাঃ ॥
বালখিল্যা মহাত্মানো হ্যশ্মকুট্টাস্তথা পরে।
দন্তোলূখলিনশ্চান্যে সম্প্রক্ষালাস্তথা পরে ॥১০২
বায়ুভক্ষা জলাহারাঃ পর্ণাহারাস্তথা পরে।
নানানিয়মযুক্তাশ্চ তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ ॥ ১০৩
সরস্তস্মিন্ মুখং দৃষ্ট্বা সুরূপাস্তাঃ ক্ষণাদভূঃ।
কিমেতদিতিচিন্ত্যাথ নিরীক্ষ্য চ পরস্পরম্ ॥১০৪
অস্মিংস্তীর্থে দর্শনেন মুখস্যেহ সুরূপতা।
মুখদর্শনমিত্যেব নাম কৃত্বা তু তাপসাঃ ॥ ১০৫
স্নাতা নিয়মযুক্তাশ্চ সুরূপাস্তে তদাভবন্।
দেবপুত্ত্রোপমা জাতা অনৌপম্যগুণান্বিতাঃ।
শোভমানা নরশ্রেষ্ঠাস্থিতাঃ সর্ব্বে বনৌকসঃ।
যজ্ঞোপবীতমাত্রেণ ব্যভজংস্তীর্থমঞ্জসা ॥ ১০৭
জুহুবুশ্চাগ্নিহোত্রাণি চক্রুশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
চিন্তয়ন্তো হি রাজেন্দ্র তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ॥১০৮
ন যাস্যামোঽপরং তীর্থং জ্যেষ্ঠভাবে স্থিতং সরঃ
জ্যেষ্ঠপুষ্করমিত্যেব নাম চক্রুর্দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১০৯
তত্র কুক্তান্ বহূন্ দৃষ্ট্বা স্থিতাংস্তীর্থসমীপতঃ।
বভূবুর্বিস্মিতাস্তত্র জনা যে চ সমাগতাঃ ॥ ১১০
দত্ত্বা দানং দ্বিজাতিভ্যো ভাণ্ডানি বিবিধানি চ
শ্রুত্বা সরস্বতীং প্রাচীং স্নাতুকামা দ্বিজা গতাঃ

ঋষিগণ তদ্রূত্য সরোবরে গঙ্গায় দেবগণের ন্যায় যাইয়া শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কেহ মুণ্ড, কেহ কাষায়বসনধারী, কেহ দীর্ঘশ্মশ্রুধর, কেহ দশনশূন্য, কেহ চিপিটাক্ষ, কেহ বহৎশরীর, কেহ মহোদর, কেহ কেকরাক্ষ, কেহ দীর্ঘকর্ণ, কেহ বিকর্ণ, কেহ ছিন্নকর্ণ, কেহ দীর্ঘকার্পাসবসনধারী, কেহ কার্পাসবসনহীন, কেহ স্নায়ু ও চর্ম্মদ্বারা অবগুণ্ঠিত, আর কোন কোন ভাবিতাত্মা মুনির উদর যেন নির্গত হইয়া পড়িয়াছে। ৯১—১০০। হে নরব্যাঘ্র! সেই মুনিগণ, তখন সেই পুষ্কর তীর্থ দেখিয়া তীর্থলোভে সেই সরোবরের তীরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বালখিল্যগণ, অশ্মকুট্টগণ, দন্তোলূখলী, সম্প্রক্ষাল, বায়ুভক্ষ, জলাহার, পর্ণাহার, আর কেহ কেহ নানানিয়মযুক্ত এবং কেহ বা স্থণ্ডিলশায়ী এই সমস্ত মহর্ষি সেই সরোবরে যাইয়া জলের দিকে চাহিয়া যেমন নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিলেন,—অমনি তাঁহাদিগের মুখসকল সুন্দরাকার হইল। তাঁহারা তখন 'এ কি?' বলিয়া পরস্পরে মুখ দেখাদেখি করিয়া বলিলেন যে, এই সরোবরেরই উক্ত মহিমা। তাঁহারা ইহা বুঝিয়া কহিলেন যে, যেহেতু এই তীর্থে মুখ দেখিলে মুখের সুরূপতা হয়, অতএব এই সরোবরের "মুখদর্শন" এই নাম হইল। তাঁহারা এই বলিয়া সেই সরোবরের 'মুখদর্শন' নাম রাখিয়া নিয়ম সহকারে সেই সরোবরে স্নান করিলেন। তাহাতে তাঁহারা সকলেই সুরূপ হইলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! তখন দেবপুত্ত্রোপম অনৌপম্যগুণান্বিত হইয়া সেই বনবাসী ঋষিরা শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সেখানে যজ্ঞোপবীতপ্রমাণে সেই তীর্থ ভাগ করিয়া লইয়া বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং অগ্নিহোত্র-হোমাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা তখন ইহাও চিন্তা করিতেছিলেন যে, যেহেতু এই সরোবরই আমাদিগকে জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, অতএব আমরা এই তীর্থ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব না। এইরূপ ভাবিয়া সেই তপোদগ্ধকিল্বিষ মহর্ষিরা সেই সরোবরের "জ্যেষ্ঠ পুষ্কর" নাম নির্ব্বাচন করিলেন। সেখানে যে সকল জনগণ সমাগত হইয়াছিল, তাহারা সেই তীর্থসমীপে বহু কুব্জ লোক দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া পড়িল। ১০১—১১০। দ্বিজগণ সেখানে

সরস্বতী তীর্থবরা নানাদ্বিজগণৈর্যুতা।
বদরেঙ্গুদকাশ্মর্য্য-প্লক্ষাশ্বত্থবিভীতকৈঃ ॥ ১১২
পৌলোমৈশ্চ পলাশৈশ্চ করীরৈঃ পীলুভিস্তথা।
সরস্বতীতীররুহৈর্ধবনৈঃ স্যন্দনৈস্তথা ॥ ১১৩
কপিত্থৈঃ করবীরৈশ্চ বিল্বৈরাম্রাতকৈস্তথা।
অতিমুক্তকষণ্ডৈশ্চ পারিজাতৈশ্চ শোভিতা ॥
কদম্ববনভূয়িষ্ঠা সর্ব্বসত্ত্বমনোরমা।
বায়ুভুক্ফলপর্ণাদৈর্দন্তোলূখলিকৈরপি ॥ ১১৫
তথাশ্মকুট্টমুখ্যৈশ্চ বরিষ্ঠৈর্মুনিভির্বৃতা।
স্বাধ্যায়ঘোষসংঘুষ্টা মৃগযূথশতাকুলা।
অহিংসৈর্ধর্ম্মপরমৈস্তথা চাতীবশোভিতা ॥ ১১৬
সুপ্রভা কাঞ্চনাখ্যা চ প্রাচী নন্দা বিশালকা।
স্রোতোভিঃ পঞ্চভিস্তত্র বর্ত্ততে পুষ্করে নদী ॥
পিতামহস্য সদসি বর্ত্তমানে মহীতলে।
বিততে যজ্ঞবাটে তু স্বাগতেষু দ্বিজাদিষু ॥ ১১৮
পুণ্যাহঘোষৈর্ব্বিততৈর্দেবানাং নিয়মৈস্তথা।
দেবেষু চৈব ব্যগ্রেষু তস্মিন্ যজ্ঞবিধৌ তদা ॥
তত্র চৈব মহারাজ দীক্ষিতে চ পিতামহে।
যজতস্তস্য সত্রেণ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনা ॥ ১২০
মনসা চিন্তিতা হ্যর্থা ধর্ম্মার্থকুশলাস্তথা।
উপতিষ্ঠন্তি রাজেন্দ্র দ্বিজাতীংস্তত্র তত্র হ ॥ ১২১
জগুশ্চ দেবগন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
বাদিত্রাণি চ দিব্যানি বাদয়ামাসুরঞ্জসা ॥ ১২২
তস্য যজ্ঞস্য সম্পত্ত্যা তুতুষুর্দেবতা অপি।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কিমু মানুষযোনয়ঃ ॥ ১২৩
বর্ত্তমানে তথা যজ্ঞে পুষ্করস্থে পিতামহে।
অব্রুবন্নৃষয়ো ভীষ্ম তদা তুষ্টাঃ সরস্বতীম্ ॥ ১২৪
সুপ্রভাং নাম রাজেন্দ্র নাম্না চৈব সরস্বতীম্ ॥
তে দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে বেগযুক্তাং সরস্বতীম্।
পিতামহং ভাসয়ন্তীং ক্রতুং তে বহু মেনিরে ॥

ব্রাহ্মণবর্গকে ধন ও বিবিধ দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক সরস্বতী তীর্থ উহার নিকটেই অবস্থিত; ইহা শুনিতে পাইয়া স্নান করিবার অভিলাষে তথায় গমন করিলেন। তীর্থবরা সরস্বতী বিবিধ বিপ্রদলে সমাকীর্ণা। বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মর্য্য, প্লক্ষ, অশ্বত্থ, বিভীতক, পৌলোম, পলাশ, করীর, পীলু, ধবন, স্যন্দন, কপিত্থ, করবীর, বিল্ব, আম্রাতক প্রভৃতি বৃক্ষ এবং অতিমুক্ত, পারিজাত বনে সেই সরস্বতীর তীরভাগ সুশোভিত; পরন্তু উহা কদম্ববন-বহুল। সর্ব্ববিধ জন্তু বিচরণ করে বলিয়া উহা অতি মনোরম। ঐ স্থান বায়ুভুক্, জলমাত্র-পায়ী, ফলভোজী, পত্রাশী, দন্তোলূখলিক, মুখ্য-মুখ্য অশ্মকুট্ট ও অপরাপর বরিষ্ঠ মুনিজনে সমাবৃত। সেই তীরভাগ স্বাধ্যায়ঘোষে মুখরিত ও শত শত মৃগযূথে সমাকুল। কত অহিংসক পরম ধার্ম্মিক সাধুজনে উহা অতীব শোভিত। সুপ্রভা, কাঞ্চনা, প্রাচী, নন্দা, বিশালা,—সরস্বতী পুষ্করে এই নামে বিখ্যাত পাঁচটী স্রোতধারা প্রবহমাণা। পিতা-মহ যখন মর্ত্ত্যলোকে সভা করিয়া বসিয়া-ছেন, যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, সমাগত ব্রাহ্মণ-গণকে যাজ্ঞিকেরা অভ্যর্থনা করিতেছেন, পুণ্যাহঘোষ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিয়াছে; দেবগণ বিবিধ নিয়মানুসারে যজ্ঞিয় কার্য্য সকল সম্পাদন জন্য ব্যগ্রভাবে চারিদিকে বিচরণ করিতেছেন, পিতামহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, সমস্ত কার্য্যসমৃদ্ধি দ্বারা যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে, এবং হে রাজেন্দ্র! যখন যজ্ঞে বৃত দ্বিজগণের সঙ্কল্পানুরূপ কাম্যদ্রব্য সমস্ত আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, আর হে মহারাজ! দেবগন্ধর্ব্বগণ যখন বিবিধ গান করিতেছেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে, বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতেছে, বিশে-ষতঃ সেই যজ্ঞের সমৃদ্ধি দেখিয়া কর্ম্মকর দেবতারাও উত্তমরূপেই সম্পন্ন হইবে ভাবিয়া সন্তোষলাভ করিতেছেন, এবং মানুষের কথা আর কি বলিব? সেই দেবতারাও পরম বিস্ময়ান্বিত হইতেছেন, অপিচ যখন সেই পুষ্করে যজ্ঞক্ষেত্রে বিরাজমান থাকিয়া বিষ্ণু যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তখন হে কুরুশার্দ্দূল ভীষ্ম! তত্রত্য ঋষিগণ তুষ্ট হইয়া সরস্বতীকে আদেশ করিয়াছিলেন।১১১-১২৪।
হে রাজেন্দ্র! সেই মুনিগণের আদেশ অনু-

এবমেষা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা পুষ্করেষু সরস্বতী।
পিতামহার্থং সম্ভূতা তুষ্ট্যর্থঞ্চ মনীষিণাম্ ॥ ১২৭
পুণ্যস্য পুণ্যতাকারি-পঞ্চস্রোতাঃ সরস্বতী।
সুপ্রভা নাম রাজেন্দ্র নাম্না চৈব সরস্বতী ॥
যত্র তে মুনয়ঃ শান্তা নানাস্বাধ্যায়বাদিনঃ।
তে সমাগত্য ঋষয়ঃ সস্মরুর্বৈ সরস্বতীম্ ॥১২৯
সাভিধ্যাতা মহাভাগা ঋষিভিঃ সত্রযাজিভিঃ।
সমাস্থিতা দিশং পূর্ব্বাং ভক্তিপ্রীতা মহানদী।
প্রাচী পূর্ব্বাবহা নাম্না মুনিবন্দ্যা সরস্বতী ॥১৩০
ইদমন্যন্মহারাজ শৃণ্বাশ্চর্য্যবরং ভুবি।
ক্ষতো মঙ্কণকো বিপ্রঃ কুশাগ্রেণেতি নঃ শ্রুতম্
ক্ষতাৎ কিল করে তস্য রাজন
শাকরসোঽস্রবৎ।
স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টঃ প্রনৃত্তবান্ ॥১৩২

ততস্তস্মিন্ প্রনৃত্তে তু স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ।
প্রানৃত্যত জগৎ সর্ব্বং তেজসা তস্য মোহিতম্
শক্রাদিভিঃ সুরৈ রাজন্ ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ
বিজ্ঞপ্তস্তত্র বৈ ব্রহ্মা নায়ং নৃত্যেত্তথা কুরু।
আদিষ্টো ব্রহ্মণা রুদ্র ঋষেরর্থে নরাধিপ।
নায়ং নৃত্যেদ্যথা ভীম তথা ত্বং বক্তুমর্হসি ॥১৩৩
গত্বা রুদ্রো মুনিং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টমতীব হি।
ভো ভো বিপ্রর্ষভ ত্বং হি নৃত্যসে কেন হেতুনা
নৃত্যমানেন ভবতা জগৎ সর্ব্বঞ্চ নৃত্যতি।
তেনায়ং বারিতঃ প্রাহ নৃত্যন্ বৈ মুনিসত্তমঃ।
মুনিরুবাচ।
কিং ন পশ্যসি মে দেব করাচ্ছাকরসোঽস্রবৎ।
তস্ত দৃষ্ট্বা প্রনৃত্তোঽহং হর্ষেণ মহতা বৃতঃ ॥১৩৬

সারে সরস্বতী নদী সেই পিতামহের যজ্ঞের শোভা ও সাহায্য বিধানার্থ সুপ্রভা নামে স্রোতদ্বারা সেই যজ্ঞক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে মুনিগণও সেই যজ্ঞের সমধিক সম্মান করিয়াছিলেন। এইরূপেই সেই সরিদ্বরা সরস্বতী পুষ্করক্ষেত্রে পিতামহের ও মনীষিগণের সন্তোষ সাধনার্থ প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। সেই পঞ্চস্রোতা সরস্বতী পুণ্যেরও পুণ্যকরী। বিশেষতঃ সুপ্রভ সরস্বতী অতীব পবিত্রা। পুষ্করে নানাবিধ স্বাধ্যায়পাঠক শান্ত মুনিগণ সকলে মিলিত হইয়া যেখানে সরস্বতীকে স্মরণ করিয়াছিলেন, মহাভাগা মুনিবন্দ্যা মহানদী সরস্বতী, সেই সত্রযাজী মুনিগণ কর্ত্তৃক অভিধ্যাতা হইয়া ভক্তিপ্রীতচিত্তে পূর্ব্বদিকে সেই ঋষিগণের সান্নিধ্যে গমন কামনায় প্রাচীনাম্নী পূর্ব্ববহা স্রোতঃশাখা বিস্তার করিলেন। ১২৫—১৩০। হে মহারাজ! ভূতলে এই আর একটী অতিআশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর। আমরা শুনিয়াছি যে, মঙ্কণক নামে এক তাপস বিপ্র সেই সরস্বতীর তীরে বাস করিত। একদা কুশাগ্রাঘাতে তাহার হস্ত ক্ষত হওয়ায় সেই ক্ষতস্থান হইতে শাকরস ক্ষরিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সে হৃষ্টচিত্ত হইয়া অত্যন্ত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার নৃত্যবেগে স্থাবর জঙ্গম সমগ্র জগৎই নৃত্য করিতে লাগিল, কারণ সেই মুনির তাদৃশ তপোমাহাত্ম্য ছিল। তাঁহার তেজে মোহিত হইয়াই জগৎ ঐরূপ নৃত্য করিতেছিল। তাহা দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং হে রাজন্! তপোধন ঋষিগণ মিলিত হইয়া যাইয়া ব্রহ্মাকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, এই মুনি যাহাতে নৃত্য না করেন, আপনি তাহা করুন। হে নরাধিপ! ব্রহ্মা তজ্জন্য রুদ্রকে কহিলেন,—হে ভীমদেব! সেই মঙ্কণকমুনি যাহাতে আর নৃত্য না করেন আপনি তাহা করুন। ১৩১—১৩৫। ব্রহ্মার এই কথানুসারে রুদ্রদেব সেখানে যাইয়া সেই মঙ্কণক বিপ্রকে কহিলেন,—ওহে! ওহে বিপ্রর্ষে! তুমি কি কারণে এত নৃত্য করিতেছ? তুমি নৃত্য করিতেছ বলিয়া এই দেখ, সমগ্র জগৎ নৃত্য করিতেছে। রুদ্র কর্ত্তৃক এইরূপ উক্তিতে নৃত্য ব্যাপারে বারিত হইয়া নৃত্যপরায়ণ মঙ্কণক মুনিসত্তম, সেই রুদ্রদেবকে কহিলেন,—হে দেব! আপনি কি দেখিতেছেন না—যে আমার হাত হইতে শাকরস ক্ষরিত হইতেছে।

তং প্রহস্যাব্রবীদ্দেবো মুনিং রাগেণ মোহিতম্
অহং ন বিস্ময়ং বিপ্র গচ্ছামীহ প্রপশ্য মাম্ ॥
এবমুক্তো মুনিশ্রেষ্ঠো মহাদেবেন কৌরব।
ধ্যায়মানস্তদা কোঽয়ং প্রতিষিদ্ধোঽস্মি যেন হি
অঙ্গুল্যগ্রেণ রাজেন্দ্র স্বাঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতস্তথা।
ততো ভস্ম ক্ষতাত্তস্মান্ নির্গতং হিমপাণ্ডুরম্ ॥
তদ্‌দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতশ্চাসৌ প্রাহ তৎপাদয়োঃ পতন্
নান্যদ্দেবাদহং মন্যে রুদ্রাৎ পরতরং মহৎ ॥
চরাচরস্য জগতো গতিস্ত্বমসি শূলধৃক্।
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং বদন্তীহ মনীষিণঃ ॥ ১৪৩
ত্বামেব সর্ব্বং বিশতি পুনরেব যুগক্ষয়ে ॥ ১৪৪
দেবৈরপি ন শক্যস্ত্বং পরিজ্ঞাতুং ময়া কুতঃ।
ত্বয়ি সর্ব্বে চ দৃশ্যন্তে সুরব্রহ্মাদয়োঽপি যে ॥
সর্ব্বস্ত্বমসি দেবানাং কর্ত্তা কারয়িতা চ যঃ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরাঃ সর্ব্বে ভবন্তীহাকুতোভয়াঃ
এবং স্তুত্বা মহাদেবমৃষিশ্চ প্রণতোঽব্রবীৎ।
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন তপো ন ক্ষীয়তে ত্বিহ ॥
ততো দেবঃ প্রীতমনাস্তমৃষিং পুনরব্রবীৎ।
তপস্তে বর্দ্ধতাং বিপ্র মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা ॥ ১৪৮
প্রাচীমেবেহ বৎস্যামি ত্বয়া সার্দ্ধমহং সদা।
সরস্বতী মহাপুণ্যা ক্ষেত্রে চাস্মিন্ বিশেষতঃ।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৪৯
সরস্বত্যুত্তরে তীরে যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্।
প্রাচীতটে জাপ্যপরো ন চেহ ম্রিয়তে পুনঃ ॥
স্নাপ্লুতো বাজিমেধস্য ফলমাপ্স্যতি পুষ্কলম্ ॥
নিয়মৈশ্চোপবাসৈশ্চ কর্শয়ন্ দেহমাত্মনঃ।
জলাহারো বায়ুভক্ষঃ পর্ণাহারশ্চ তাপসঃ ॥ ৫২

আমি উহা দেখিয়া মহাহর্ষে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতেছি। রাগমোহিত সেই মঙ্কণকমুনিকে তখন মহাদেব হাস্যসহকারে কহিলেন,—হে বিপ্র! আমি ইহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই। তুমি আমাকে দেখ। হে কৌরব! মহাদেব এই কথা কহিলে সেই মুনিবর তখন ভাবিতে লাগিলেন যে, আমাকে নৃত্য করিতে নিষেধ করিতেছে, এই ব্যক্তি কে? হে রাজেন্দ্র! এই সময়ে রুদ্রদেব অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ তাড়না করিলেন, তাহাতে তখন সেই অঙ্গুষ্ঠ হইতে হিমশুভ্র ভস্ম বহির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই দ্বিজ লজ্জিত হইয়া তদীয় পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন,—রুদ্র হইতে শ্রেষ্ঠতর মহান্ বলিয়া আমি আর কোন দেবতাকেই মনে করি না। হে শূলধৃক্! এই চরাচর জগতের তুমিই গতি। মনীষিগণ বলেন যে, তুমিই এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ। আবার যুগান্তকালে তোমাতেই এই সমস্ত প্রবেশ করিয়া থাকে। দেবতারাও তোমাকে পরিজ্ঞাত নহেন, আমি আর তোমায় জানিব কিরূপে? ব্রহ্মাদি যে সকল দেবতা—ইঁহারা সকলেই তোমাতে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সর্ব্বস্বরূপ তুমি দেবগণেরও কর্ত্তা ও কারয়িতা। এ জগতে দেবতারা সকলে তোমারই প্রসাদে অকুতোভয় হইয়া থাকেন। মঙ্কণক ঋষি মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার তপস্যা যেন ইহলোকে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়। অতঃপর দেব শঙ্কর প্রীত মনে সেই ঋষিকে কহিলেন,—হে বিপ্র! তোমার তপস্যা আমার প্রসাদে সহস্রগুণ বৃদ্ধিলাভ করুক। হে বিপ্র! আমি এই প্রাচী সরস্বতীর তীরেই তোমার সহিত সর্ব্বদা বাস করিব। মহাপুণ্যা সরস্বতী এই ক্ষেত্রে আরও বিশেষ পুণ্যকরী হইলেন। সরস্বতীর উত্তরতীরে যে জন নিজ দেহ বিসর্জ্জন করিবে, ইহ-পর কোন লোকেই তাহার কিছুমাত্র অভাব থাকিবে না। ১৩৬—১৫০। এই প্রাচী সরস্বতীর তটে জপপরায়ণ মানব, দেহপাতের পর আর ইহলোকে মৃত্যুগ্রস্ত হয় না; যাহারা এই প্রাচীতে স্নান করে তাহারা অশ্বমেধাধিক ফললাভ করিয়া থাকে। এখানে যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিয়ম উপবাসাদি দ্বারা দেহ ক্ষীণ করেন, যিনি জলাহার বায়ুভক্ষণ বা পত্রাহার দ্বারা

তথা স্থণ্ডিলশায়ী চ যে চান্যে নিয়মাঃ পৃথক্।
করোতি যো দ্বিজশ্রেষ্ঠো নিয়মাংস্তান্ ব্রতানি চ
স যাতি শুদ্ধদেহশ্চ ব্রহ্মণঃ পরমং পদম্ ॥ ১৫৩
তস্মিংস্তীর্থে তু যৈর্দত্তং তিলমাত্রন্তু কাঞ্চনম্।
মেরুদানসমং তৎ স্যাৎ পুরা প্রাহ প্রজাপতিঃ
তস্মিংস্তীর্থে তু যে শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি হি মানবাঃ
একবিংশকুলোপেতাঃ স্বর্গং যাস্যন্তি তে নরাঃ ॥
পিতৃণাঞ্চ শুভং তীর্থং পিণ্ডেনৈকেন তর্পিতাঃ।
ব্রহ্মলোকং গমিষ্যন্তি স্বপুত্রেণেহ তারিতাঃ।
ভূয়শ্চান্যং ন চেচ্ছন্তি মোক্ষমার্গং ব্রজন্তি তে ॥
প্রাচীনত্বং সরস্বত্যা যথা ভূতং শৃণুষ্ব তৎ ॥১৫৭
সরস্বতী পুরা প্রোক্তা দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ সবাসবৈঃ
তটং ত্বয়া প্রয়াতব্যং প্রতীচ্যাং লবণোদধেঃ।
বড়বাগ্নিমিমং নীত্বা সমুদ্রে নিক্ষিপস্ব হ।
এবং কৃতে সুরাঃ সর্ব্বে ভবন্তি ভয়বর্জ্জিতাঃ ॥
অন্যথা বাড়বাগ্নিস্তু দহতে স্বেন তেজসা।
তস্মাদ্রক্ষস্ব বিবুধানেতস্মাদচিরাদ্ভয়াৎ ॥ ১৬০
মাতেব ভব সুশ্রোণি সুরাণামভয়প্রদা। ১৬১
এবমুক্তা তু সা দেবী বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
আহ নাহং স্বতন্ত্রাস্মি পিতা মে বিদ্যতাং স্বরাট্
তদাজ্ঞাকারিণী নিত্যং কুমারীহ ধৃতব্রতা।
পিত্রাদেশাদ্বিনা নাহং পদমেকমপি ক্বচিৎ।
গচ্ছামি তস্মাৎ কোঽপ্যন্য উপায়শ্চিন্ত্যতামহো
তদাশয়ং বিদিত্বাহুস্তে সমেত্য পিতামহম্।
নান্যেন শক্যতে নেতুং বড়বাগ্নিঃ পিতামহ ॥১৬৪
অদৃষ্টদোষাং মুক্ত্বৈকাং কুমারীং তনয়াং তব।
সরস্বতীং সমানীয় ক্রোড়ে বরবর্ণিনীম্।
শিরস্যাঘ্রায় সস্নেহমুবাচাথ সরস্বতীম্ ॥ ১৬৬
মাঞ্চ দেবি সুরাঃ প্রাহুঃ স ত্বং ব্রূহি যশস্বিনীং

দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, যিনি স্থণ্ডিলশায়ী অথবা যিনি অপরাপর যে সমস্ত নিয়ম আছে, তাহা পালন করিয়া তপস্যা করেন, কিম্বা ব্রতাদি অনুষ্ঠান করেন, তিনি শুদ্ধদেহ হইয়া ব্রহ্মার পরমপদ প্রাপ্ত হন। প্রজাপতি পুরাকালে বলিয়াছেন,—সেই তীর্থে যদি কেহ তিলপ্রমাণ কাঞ্চনও দান করে, তবে তাহা মেরুদান তুল্য ফলপ্রদ হয়। সেই তীর্থে যে সকল মানব শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তাহারা একবিংশতি কুলের সহিত স্বর্গবাসী হয়। উহা পিতৃগণের পরম তীর্থ; সেখানে পিতৃলোক নিজ পুত্র প্রদত্ত একটীমাত্র পিণ্ডদ্বারা তর্পিত হইয়া সংসার ক্লেশ হইতে তারিত—ব্রহ্মলোকগামী হন। তাঁহারা মোক্ষমার্গ প্রাপ্ত হন বলিয়া পুনরায় আর অন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। সরস্বতীর প্রাচীনত্ব যে প্রকারে হইয়াছে, তদ্বিবরণ শ্রবণ কর। পুরাকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে মিলিয়া সরস্বতীকে কহিলেন যে, এই বড়বাগ্নি লইয়া পশ্চিম দিকে লবণসাগরের তটভূমি পর্য্যন্ত তোমার যাইতে হইবে। তুমি সেখানে যাইয়া এই বড়বাগ্নিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। তুমি এরূপ করিলে দেবতারা সকলে ভয়বর্জ্জিত হইবেন, নচেৎ বড়বাগ্নি স্বীয়তেজে সমস্ত দাহ করিয়া ফেলিবে। অতএব তুমি অবিলম্বে এই ভয় হইতে বিবুধগণকে রক্ষা কর। অয়ি সুশ্রোণি! তুমি সুরগণের মাতার মত অভয়প্রদা হও। ১৫১—১৬১। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এইরূপ কহিলে দেবী সরস্বতী কহিলেন,—আমি স্বাধীনা নহি। আমি কুমারী;এ সম্বন্ধে আমার পিতার নিকট প্রার্থনা করুন। আমি সেই স্বরাট্ পিতার আজ্ঞাকারিণী ধৃতব্রতা কুমারী; আমি পিতার আদেশ ব্যতীত কুত্রাপি এক পদও যাইব না। অতএব এ বিষয়ে বরং অন্য উপায় চিন্তা করুন। বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ, সরস্বতীর অভিপ্রায় বুঝিয়া পিতামহের নিকট যাইয়া কহিলেন,—হে পিতামহ! আপনার তনয়া অদৃষ্টদোষা কুমারী সরস্বতী ব্যতীত অপর কেহই বড়বাগ্নিকে সাগরে লইয়া যাইতে সমর্থ নহে। ব্রহ্মা দেবগণের এই কথা শুনিয়া বরবর্ণিনী সরস্বতীকে ডাকিয়া আনিয়া ক্রোড়ে করিয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক সস্নেহে কহিলেন,—অয়ি দেবি! দেবগণ আসিয়া আমাকে কহিলেন যে, আপনি যশস্বিনী সরস্বতীকে বলুন, যাহাতে সেই সরস্বতী

নীত্বা বিনিক্ষিপেদেনং বাড়বং লবণাম্বুনি ॥ ১৬৭
পিতুর্বাক্যং হি তচ্ছ্রুত্বা বিযুক্তা কুররী যথা।
পিত্রা তদৈব সা কন্যা রুরুদে দীনমানসা ॥ ১৬৮
শোভতে তন্মুখং তস্যাঃ শোকবাষ্পাবিলেক্ষণম্
সিতং বিকসিতং তদ্বৎ পদ্মং তোয়কণোক্ষিতম্
তত্তথাবিধমালোক্য পিতামহপুরঃসরাঃ।
বিবুধাঃ শোকভাবস্য সর্ব্বে বশমুপাগতাঃ ॥ ১৭০
সংস্তভ্য হৃদয়ং তস্যাঃ শোকসন্তাপিতং তদা।
পিতামহস্তামুবাচ মা রোদীর্নাস্তি তে ভয়ম্ ॥
মানলাভশ্চ ভবিতা তব দেবানুভাবতঃ।
নীত্বা ক্ষারোদমধ্যে তু ক্ষিপস্ব জ্বলনং সুতে ॥
এবমুক্তা তু সা বালা বাষ্পাকুলিতলোচনা।
প্রণম্য পদ্মজন্মানং গচ্ছাম্যুক্তবতী তু সা ॥
মা ভৈরুক্তা পুনর্দেবৈস্ত পিত্রা চাপি তথৈব সা।
ত্যক্ত্বা ভয়ং হৃষ্টমনাঃ প্রয়াতুং সমবস্থিতা ॥ ১৭৪
তস্যাঃ প্রয়াণসময়ে শঙ্খদুন্দুভিনিস্বনৈঃ।
মঙ্গলানাঞ্চ নির্ঘোষৈর্জগদাপূরিতং শুভৈঃ ॥
সিতাম্বরধরা ধন্যা সিতচন্দনমণ্ডিতা।
শরদম্বুজসচ্ছায়-তারহারবিভূষিতা ॥ ১৭৬
সম্পূর্ণচন্দ্রবদনা পদ্মপত্রায়তেক্ষণা।
শুভাং কীর্ত্তিং সুরেশস্য পূরয়ন্তী দিশো দশ ॥
স্বতেজসা তজ্জগন্তি স্বতঃ ভাসয়জ্জগৎ।
অনুব্রজন্তী তাং গঙ্গা তয়োক্তা বরবর্ণিনী ॥
দ্রক্ষ্যামি ত্বাং পুনরহং প্রয়াসি কুত্র মে সখি।
এবমুক্তা তু সা গঙ্গা প্রোবাচ মধুরাং গিরম্ ॥
যদৈব যাস্যসি প্রাচীং দিশং মাং পশ্যসে শুভে
বিবুধৈস্ত্বং পরিবৃতা দর্শনং ভব সংশ্রয়ে।
উদঙ্মুখী তদা ভূত্বা ত্যজ শোকং শুচিস্মিতে ॥
অহং চোদঙ্মুখী পুণ্যা স্বস্ত প্রাচী সরস্বতি ॥

এই বাড়বাগ্নি লইয়া গিয়া লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করে। পিতার এই কথা শুনিয়া কন্যা সরস্বতী তখন বিযুক্তা কুররীর ন্যায় দীনমানসে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখখানি শোকাশ্রু দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় জলকণাব্যাপ্ত বিকসিত সিতসরসিজবৎ শোভা ধারণ করিল। সরস্বতীর তাদৃশ রোদন দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই তখন শোকের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন।১৬২—১৭০। পরে পিতামহ ব্রহ্মা তদীয় শোকসন্তাপিত হৃদয়ভাবকে স্তম্ভিত করিয়া তাহাকে কহিলেন,—অয়ি কন্যে! তুমি রোদন করিও না; তোমার ভয় নাই। তুমি এই অগ্নিকে লইয়া গিয়া লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ কর, ইহাতে দেবগণের অনুগ্রহে তোমার মান লাভ হইবে। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে সেই বালা সরস্বতী তখন বাষ্পাকুললোচনে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া 'যাইব' এই কথা কহিলেন। তখন দেবগণ এবং ব্রহ্মাও পুনরায় তাহাকে "ভয় নাই" বলিয়া অভয় দান করিলেন। তাহাতে তখন সরস্বতীও ভয় পরিহারপূর্ব্বক হৃষ্টমনে লবণসাগরগমনে উদ্যম করিলেন। তাঁহার গমনসময়ে সমগ্র জগৎ শুভ শঙ্খ-দুন্দুভিধ্বনি ও মঙ্গল-নির্ঘোষে পরিপূরিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মার হৃদয় হইতে সমুদ্ভূতা, সিতবসনধরা, সিতচন্দনচর্চ্চিতা, শারদসরোজসম সৎকান্তি তার-হারে বিভূষিতা, সম্পূর্ণ শশাঙ্কবদনা, কমলদলায়তনয়না, সরস্বতী তখন স্বীয় তেজে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া সুরেশ্বরের শুভা কীর্ত্তি দ্বারা দশদিক্ পূরিত করিতে করিতে লবণসাগরাভিমুখে প্রস্থিতা হইলেন। গঙ্গাদেবীও তখন তাঁহার অনুগমন করিতেছিলেন। সরস্বতী বরবর্ণিনী গঙ্গাদেবীকে কহিলেন,—সখি! তুমি কোথায় যাইতেছ? তোমায় আবার কখন দেখিতে পাইব? গঙ্গাদেবী এই কথা শুনিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন,—শুভে! তুমি যখন আবার পূর্ব্বদিকে আসিবে, তখন আমায় দেখিতে পাইবে। এই বলিয়া গঙ্গাদেবী উত্তরমুখী হইলেন এবং আবার কহিলেন,—অয়ি শুচিস্মিতে! তুমি তো দেবগণে পরিবৃতা রহিয়াছ; তোমার দর্শনই আমি কামনা করি। তুমি শোক পরিত্যাগ কর। ১৭১—১৮০। অয়ি সরস্বতি! তুমি যেখানে পুণ্যা প্রাচী হইয়াছ, আর আমি যেখানে উদঙ্মুখী হই-

তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং স্নানদানেন সুব্রতে।
শ্রাদ্ধদানে তথা নিত্যং পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥
যে করিষ্যন্তি মনুজা বিমুক্তাস্ত ঋণৈস্ত্রিভিঃ।
মোক্ষমার্গং গমিষ্যন্তি বিচারো নাত্র বিদ্যতে ॥
তামুবাচ ততো গঙ্গা পুনর্দর্শনমস্তু তে।
গচ্ছ স্বমালয়ং ভদ্রে স্মর্ত্তব্যাহং ত্বয়ানঘে ॥ ১৮৪
যমুনাপি তথৈবং সা গায়ত্রী চ মনোরমা।
সাবিত্র্যা সহিতাঃ সর্ব্বাঃ সখীং সম্প্রেষয়ংস্তথা
ততো বিসৃজ্য তান্ দেবান্নদী ভূত্বা সরস্বতী।
উতর্থ্যাশ্রমপদ উদ্ভূতা সা মনস্বিনী ॥ ১৮৬
অধস্তাৎ প্লক্ষবৃক্ষস্য অবরোপ্য চ তাং তনুম্।
অবতীর্ণা মহাভাগা দেবানাং পশ্যতাং তদা ॥
বিষ্ণুরূপস্তরুঃ সোঽত্র সর্ব্বদেবৈস্তু বন্দিতঃ।
সংসেব্যশ্চ দ্বিজৈর্নিত্যং ফলহেতোর্মহোদয়ঃ ॥
অনেকশাখাবিততশ্চতুর্ম্মুখ ইবাপরঃ ॥ ১৮৯

তৎকোটরকুটীকোটি-প্রবিষ্টানাং দ্বিজন্মনাম্।
শ্রূয়ন্তে বিবিধা বাচঃ সুরাণাং রক্তচেতসাম্।
বনস্পতিরপুষ্পোঽপি পুষ্পিতশ্চোপলক্ষ্যতে।
জাতীচম্পকবৎপুষ্পৈঃ শাখালগ্নৈঃ শুকৈঃ শুভৈঃ
কেতকীভিঃ সুরভিভিরশোভত সরিদ্বরা ॥১৯১
কোকিলাভিঃ সমালেব ফেনকৈঃ পুষ্পিতেব সা
হরেণেব যথা গঙ্গা প্লক্ষেণৈব হি সা তথা ॥১৯২
তত্রাস্তস্থা তদা দেবং প্রোবাচাথ জনার্দ্দনম্।
সমর্পয়স্ব তং বহ্নিং দেবাদেশং করোম্যহম্।
এবমুক্তেন সা তেন প্রত্যুক্তা বিষ্ণুনা তদা।
ন তে দাহভয়ং ত্যাজ্যস্ত্বয়ায়ং বহ্নিরাট্ স্বয়ম্
পশ্চিমং সাগরং নেতুং বাড়বজ্জ্বলনং শুভে।
এবং ক্রমেণ গচ্ছন্ত্যা তদায়ং প্রাপ্স্যতে শুভে

যাছি, হে সুভে! সেখানে স্নানদানে শত ক্রতুজন্য পুণ্য লাভ হইবে। আর শ্রাদ্ধ করিলে তাহা পিতৃলোকের পক্ষে নিত্যই অক্ষয় পুণ্যজনক হইবে। যে সকল মনুষ্য ইহার অনুষ্ঠান করিবে, তাহারা ত্রিবিধ ঋণে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষপথের পথিক হইতে পারিবে; এ বিষয়ে কোন বিচার করিবার নাই। ইহা বলিয়া গঙ্গাদেবী আরও কহিলেন যে, ভদ্রে! তুমি নিজ স্থানে যাও। অনঘে! আমাকে সময়ে স্মরণ করিও। যমুনাদেবী, মনোরমা গায়ত্রীদেবী, এবং সাবিত্রীর সহিত অপরাপর দেবীরা সেই সখী সরস্বতীকে এইভাবে অভিনন্দনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অতঃপর মনস্বিনী সরস্বতীদেবী সেই দেবগণকে বিদায় দিয়া নদীমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক উতথ্যমুনির আশ্রমপদে যাইয়া উদ্গতা হইলেন। সেই মহাভাগা, তখন দেবগণের সমক্ষেই একটা প্লক্ষ বৃক্ষের অধোভাগে যাইয়া নদীরূপে অবতীর্ণা হইলেন। সেই আশ্রমতরু বিষ্ণুরূপী, সর্ব্বদেবতা উহার বন্দন করিয়া থাকেন; আর সেই মহোদয় তরুবর, ফলাশায় দ্বিজগণ কর্তৃকও নিয়ত সেবিত হইয়া থাকে। উহা অনেক শাখা দ্বারা বিস্তৃত, যেন অপর চতুর্ম্মুখের ন্যায় বিরাজমান। উহার কোটরগত কোটি কোটি কুটীমধ্যে অবস্থিত দ্বিজন্মাদিগের ও অনুরক্ত সুরগণের বিবিধ বাক্য সর্ব্বদাই শ্রুত হইয়া থাকে। সেই বনস্পতি অপুষ্প হইলেও শাখাস্থ সুন্দর শুকপক্ষিনিচয় দ্বারা জাতি ও চম্পক বৃক্ষের ন্যায় পুষ্পিতবৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সরিদ্বরা সরস্বতী সুরভি কেতকীকুসুম দ্বারা তখন সবিশেষ শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১৮১—১৯১। তিনি তখন কোকিলমালা দ্বারা মাল্যবতী ও ফেনচয় দ্বারা পুষ্পিতা এবং হর দ্বারা গঙ্গার ন্যায় সেই প্লক্ষ বৃক্ষ দ্বারা পরম শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর দেবী সরস্বতী সেই জলময়ী মূর্ত্তিতে থাকিয়াই দেব জনার্দ্দনকে কহিলেন যে, আমি দেবাদেশ প্রতিপালন করিব; অতএব আমাকে সেই বহ্নি সমর্পণ করুন। সরস্বতী এই কথা কহিলে বিষ্ণু তখন তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—শুভে! এই বহ্নিরাজ বাড়বকে পশ্চিম সাগরে লইয়া যাইতে পথে তুমি দাহভয় ত্যাগ করিও না। অয়ি শুভে! তুমি এইভাবে ইহাকে লইয়া যাইতে যাইতে এই বহ্নিরাজ, তোমার জল

ততস্তং শাতকুম্ভস্থং কৃত্বাসৌ বড়বানলম্।
সমার্পয়ত গোবিন্দঃ সরস্বত্যা মহোদরে ॥১৯৬
সা তং গৃহীত্বা সুশ্রোণী প্রতীচ্যভিমুখী যযৌ।
অন্তর্দ্ধানেন সম্প্রাপ্তা পুষ্করং সা মহানদী ॥
মর্য্যাদাপর্ব্বতে তস্মিন্ সম্ভূতা বিমলা সরিৎ।
পুষ্করারণ্যং বিপুলং সুরসিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ১৯৮
পিতামহেন যত্রাসীদ্ যজ্ঞসত্রং নিষেবিতম্।
সিদ্ধ্যর্থং মুনিমুখ্যানামাগতাসৌ মহানদী ॥১৯৯
যেষু তত্র কৃতো হোমঃ কুণ্ডেষ্বাসীদ্বিরিঞ্চিনা।
তানি সর্ব্বাণি সংপ্লাব্য তোয়েনাপ্যুদ্গতা হি সা
তত্র ক্ষেত্রে মহাপুণ্যা পুষ্করে সা তথোত্থিতা।
তেন তৎপূরণং প্রোক্তং বায়ুনা জগদায়ুষা ॥
সাপি তৎক্ষেত্রমাসাদ্য পুণ্যং পুণ্যা মহানদী।
সরস্বতী স্থিতা দেবী মর্ত্ত্যানাং পাপনাশিনী ॥
তত্র যে শুভকর্ম্মাণঃ পুষ্করস্থাং সরস্বতীম্।
পশ্যন্তি তে ন পশ্যন্তি সুঘোরাং তামধোগতিম্
যঃ পুনস্তত্র ভাবেন নরঃ স্নানং সমাচরেৎ।
স ব্রহ্মলোকমাসাদ্য ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥ ২০৪
যস্তু দদ্যাত্তত্র দধি ব্রাহ্মণায় মনোরমম্।
সোঽপ্যগ্নিলোকমাসাদ্য ভুঙ্ক্তে ভোগান্ সুশোভনান্ ॥ ২০৫
বরং প্রাবরণং যোঽপি ভক্ত্যা দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে
সোঽপি সম্বস্ত্রদানস্য ফলং দশগুণং লভেৎ ॥
জ্যেষ্ঠকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যঃ সন্তর্পয়তে পিতৄন্।
স তানুদ্ধরতে সর্ব্বান্নরকাদপি শুদ্ধধীঃ ॥ ২০৭
ক্ষেত্রে পৈতামহে পূতে পুণ্যাং প্রাপ্য সরস্বতীম্।
নরঃ কিং প্রার্থয়েদন্যত্তীর্থং ব্রহ্মসুতোঽব্রবীৎ
তস্মাৎ সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতঃ প্রাপ্নোতি যৎফলম্।
তৎসর্ব্বং প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যো জ্যেষ্ঠকুণ্ডে সকৃৎপ্লুতঃ
কিমত্র বহুনোক্তেন ক্ষেত্রং তীর্থং গতিঃ শুভা

পান করিয়া ফেলিবেন। বিষ্ণু এই কথা বলিয়া স্বর্ণময় কুম্ভ মধ্যে সেই বাড়ব বহ্নিকে স্থাপনপূর্ব্বক সরস্বতীর মহাজলরাশি মধ্যে নিহিত করিলেন। সেই সুশ্রোণী মহানদী, সেই বাড়বাগ্নি লইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; এবং সেখানে অন্তর্ধান করিয়া পুষ্করে যাইয়া অভিব্যক্তা হইলেন। তত্রত্য মর্য্যাদা পর্ব্বতে যাইয়া সেই বিমলা সরিৎ আবির্ভূতা হইলেন। পরে সেই মহানদী মুনিমুখ্যগণের বাসনাসিদ্ধি বিধানার্থ—পিতামহ যেখানে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, সেই সুরসিদ্ধনিষেবিত বিপুল পুষ্করারণ্যে যাইয়া উপনীতা হইলেন। তিনি সেখানে বিরিঞ্চি যে সকল কুণ্ডে হোম করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত হোমকুণ্ড, জল দ্বারা আপ্লাবিত করিয়া উদ্গতা হইলেন। ১৯২—২০০। সেই পুষ্কর মহাক্ষেত্রে মহাপুণ্যা সরস্বতী যে সকল কুণ্ডে উত্থিতা হইলেন, জগতের আয়ুঃস্বরূপ বায়ু, সেই সকল কুণ্ড ধূলিজালে পূরণ করিয়া ফেলিলেন। সেই পুণ্যা মহানদী দেবী সরস্বতী, সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যগণের পাপনাশিনীরূপে সেখানেই অবস্থিতা হইলেন। যে সকল শুভকর্ম্মা ব্যক্তি সেই পুষ্করস্থা সরস্বতীকে দর্শন করে, তাহারা আর ঘোরা অধোগতি প্রাপ্ত হয় না। যে নর সেখানে ভক্তি সহকারে স্নানাচরণ করে, সে ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মার সহিত আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হয়। সেখানে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে মনোরম দধি দান করে, সেও অগ্নিলোকে যাইয়া সুশোভন ভোগ্য উপভোগে সমর্থ হয়। যে জন ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজাতিকে শ্রেষ্ঠ প্রাবরণ দান করে, সে সেই সম্বস্ত্রদানের দশগুণ ফল-প্রাপ্ত হয়। যে নর জ্যেষ্ঠকুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করে, সেই শুদ্ধবুদ্ধি মানব তাহার সমস্ত পিতৃলোককেই নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মনন্দন বলিয়াছেন যে, পিতামহের সেই পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যা সরস্বতীকে প্রাপ্ত হইয়া মানব কি আর অপর তীর্থের আকাঙ্ক্ষা করে? অতএব সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, মানব জ্যেষ্ঠকুণ্ডে একবার মাত্র স্নান করিলেই তৎসম

যেনৈতত্ত্রিতয়ং প্রাপ্তং প্রাপ্তা তেন গতিঃ পরা
কালে ক্ষেত্রে তথা তীর্থে স্নাত্বা হুত্বাপি তত্র যঃ
প্রযচ্ছতে দ্বিজায়ার্থং সোঽনন্তং সুখমশ্নুতে ॥
কার্ত্তিকে মাসি শুক্লে চ বৈশাখে শশিভূষণে।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ কালে চ কুরুজাঙ্গলে ॥
ক্ষেত্রেষ্বেতেষু তীর্থানি যান্যুক্তানি মুনীশ্বরৈঃ
তেষাং পুণ্যতমং তীর্থমিদমাহ পিতামহঃ ॥ ২১৩
কুণ্ডে তু মধ্যমে স্নাত্বা কার্ত্তিক্যাং যঃ পুমান্
দ্বিজে।
প্রযচ্ছেত্ চাপি দ্রব্যং সোঽশ্বমেধমবাপ্নুয়াৎ ॥
এবং কনিষ্ঠকেঽপ্যত্র কুণ্ডে স্নাত্বা সমাধিনা।
যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রায় সুরূপামপি শালিকাম্ ॥
স প্রয়াতি নরঃ ক্ষিপ্রমগ্নিলোকং মনোরমম্।
ত্রিঃসপ্তকুলসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে তত্র মহাফলম্ ॥

প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিয়া কি হইবে ?—পুষ্করক্ষেত্র, সরস্বতী তীর্থ ও কর্ত্তব্য সদ্বুদ্ধি—এই তিনটী যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার পরম গতিই লব্ধ হইয়াছে।২০১-২১০। যোগ্যকালে পুষ্করক্ষেত্রে সরস্বতী তীর্থে যে জন স্নান ও হোম করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্থ দান করে, সে অনন্তকাল সুখসম্ভোগে সমর্থ হয়। কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষে; বৈশাখ মাসে পূর্ণিমায় আর কুরুজাঙ্গল প্রদেশে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণকালে স্নান দানাদি করিলে যে ফল, এবং এই সকল স্থানে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তৎসমস্তে সেই সেই কালে স্নান দানাদি করিলে যে ফল হয়, এই তীর্থে ততোধিক ফল লাভ হয় ; এ নিমিত্ত পিতামহ সেই সমস্ত তীর্থের মধ্যে এই তীর্থকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে পুরুষ, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় মধ্যমকুণ্ডে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে কোন দ্রব্য দান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। এইরূপ এখানকার কনিষ্ঠ-কুণ্ডে স্নান করিয়াও যে জন সমাহিত মনে ব্রাহ্মণকে সুন্দর গৃহ সম্প্রদান করে, সে সে অল্পকাল মধ্যেই মনোরম অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয় এবং সেখানে একবিংশতি অতীতা-

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গমনায় মতিঃ স্থিরা।
পুরুষেণ তু কর্ত্তব্যা পুষ্করাবাপ্তয়ে শুভা ॥ ২১৭
পুষ্করারণ্যমাসাদ্য প্রাচী যত্র সরস্বতী।
মতিঃ স্মৃতিঃ শুভা প্রজ্ঞা মেধাবুদ্ধির্দয়া পরা।
সরস্বত্যাশ্চ পর্য্যায়াঃ ষড়েতে সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ততঃ প্রভৃতি যত্রাসৌ প্রাচীভূতা সরস্বতী।
তত্রাম্বু তজ্জলং যেঽপি পশ্যন্তি তটসংস্থিতাঃ।
তেঽপ্যশ্বমেধস্য ফলং লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
যোঽবতীর্য্য পুনস্তত্র কশ্চিৎ স্নানং সমাচরেৎ।
নরঃ সমাধিযুক্তো বৈ ব্রহ্মণোঽনুচরো ভবেৎ।
শাকাদিনাপি হি পিতৄন্ যস্তত্রার্চ্চয়তে নরঃ।
সোঽপ্যেতি বিপুলান্ ভোগাংস্তেষামেবানু-
ভাবতঃ। ২২০
যে পুনর্বিধিনা তত্র শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
তে নয়ন্তি পিতৄন্ স্বর্গং নরকাদপি দুঃখদাৎ।
তৃপ্যন্তি পিতরস্তস্য যস্তত্র কুশমিশ্রিতম্।

নাগত পুরুষের সহিত মহাসুখ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব সকল পুরুষের পক্ষেই পুষ্কর প্রাপ্তি কামনায় তথায় গমন বিষয়ে শুভ অভিলাষ পোষণ করা কর্ত্তব্য। পুষ্করারণ্যে যেখানে প্রাচী সরস্বতী প্রবহমানা তত্রত্যা সরস্বতী মতি স্মৃতি প্রজ্ঞা মেধা বুদ্ধি ও দয়া এই ছয়টী নামে প্রসিদ্ধা। সরস্বতী যেখানে প্রাচী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেখানে সেই প্রাচীর জল যাহারা তটে থাকিয়া অবলোকনও করে, তাহারাও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। ২১১—২২০। যে নর সেখানে সমাহিত হইয়া অবতরণপূর্ব্বক স্নান করে, সে ব্রহ্মার অনুচর হইতে পারে। যে নর সেখানে শাকাদি দ্বারাও পিতৃগণের অর্চ্চনা করে, সেও সেই পিতৃগণের কৃপায় বিপুল ভোগ উপভোগে সমর্থ হয়। যে সকল মানব সেখানে বিধানানুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তাহারা পিতৃগণকে অতি কষ্টপ্রদ নরক হইতেও উদ্ধার করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করিয়া থাকে। সেখানে স্নানান্তে যে জন কুশ-

স্নাত্বা প্রযচ্ছতে তোয়ং পূতং তেষাং
তিলান্বিতম্ ॥ ২২৪
সর্ব্বেষামেব তীর্থানামিদমেবাধিকং স্মৃতম্।
আদিতীর্থমিদং তস্মাত্তীর্থানাং ভুবি বিশ্রুতম্ ॥
ধর্ম্মাপবর্গয়োঃ ক্রীড়ানিধিভূতমবস্থিতম্।
সরস্বত্যা পুনশ্চৈব সমেতং গুণবত্তরম্ ॥ ২২৫
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং চতুর্ণামপি দায়কম্।
যেঽপ্যত্র মলনাশায় পুমাংসো বিবিশুর্জলম্ ॥
গোপ্রদানসমং তেষাং সুখেনৈব ফলং ভবেৎ
সুবর্ণদানেন সমমেবমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ২২৮
তর্পণাৎ পিণ্ডদানাচ্চ নরকেষ্বপি সংস্থিতাঃ।
স্বর্গং প্রয়ান্তি পিতরস্তত্র পুত্রেণ তারিতাঃ ॥
পুষ্করেঽপি সরস্বত্যাং যে পিবন্তি জলং জনাঃ
তে লভন্তেঽক্ষয়ান্ লোকান্ ব্রহ্মবিষ্ণেশ-
বন্দিতান্ ॥ ২৩০
স্বর্গনিশ্রেণিকাভূতা পুষ্করে চ সরস্বতী।
সা পুণ্যবদ্ভিঃ সম্প্রাপ্তুং পুষ্টিঃ শক্যা মহানদী ॥

মিশ্রিত সতিল পবিত্র জল দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। এই আদিতীর্থ—সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভূতলে সেই জন্যই বিখ্যাত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও মোক্ষের বিলাস-ক্ষেত্ররূপে ভূতলে এই তীর্থ বর্ত্তমান। পরন্তু সরস্বতীর সহিত যুক্ত হইয়া ইহা আরও গুণবত্তর—ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গেরই প্রদায়ক হইয়াছে। যে সকল পুরুষ এই তীর্থে মলক্ষালনার্থ জল মধ্যে প্রবেশ করে, তাহারা অনায়াসেই গোপ্রদান-সম পুণ্যভাজন হয়; কিন্তু মনীষিজনেরা বলেন যে, উহাতে সুবর্ণদান সম পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। এখানে তর্পণ ও পিণ্ডদান করিলে, নরকস্থ পিতৃগণ সেই পুত্র দ্বারা তারিত হইয়া স্বর্গে গমন করে। পুষ্করক্ষেত্রে সরস্বতীর জল যে সকল মানব পান করে, তাহারা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিববন্দিত অক্ষয়লোক লাভ করে।২২১—২৩০। পুষ্করক্ষেত্রে সরস্বতী স্বর্গসোপান-পংক্তিরূপে বিরাজমানা;

মুনিভির্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞৈস্তত্র তত্র নিষেবিতা।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র সা দেবী পবিত্রা সর্ব্বতঃ স্থিতা ॥
পুষ্করে তু বিশেষেণ পূতাৎ পূততমা হি সা।
নদী সরস্বতী পুণ্যা সুলভা জগতি স্থিতা।
দুর্লভা সা কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে পুষ্করে তথা ॥
তত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থানাং প্রবরং বিহিতং ভুবি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং চতুর্ণামপি সাধকম্ ॥২৩৪
প্রাচীং সরস্বতীং প্রাপ্য যোঽন্যত্তীর্থং হি মার্গতে
স করস্থং সমুৎসৃজ্য হ্যমৃতং বিষমিচ্ছতি ॥ ২৩৫
জ্যেষ্ঠে জ্যেষ্ঠা প্রয়াগস্য মধ্যমে মধ্যমা স্মৃতা।
প্রদক্ষিণং ততো গচ্ছেৎ কনীয়াংসং বিচক্ষণঃ
ত্রিষপ্যেতেষু স্নায়ীত কুর্য্যাচ্চাপি প্রদক্ষিণম্ ॥
প্রযচ্ছতি পিতৃভ্যো যস্তোয়ং তেষাং
তিলান্বিতম্।
তেঽপি তুষ্টাঃ পুনস্তস্য প্রযচ্ছন্ত্যমিতং ফলম্

সেই জন্য পুণ্যবান্ জনেরাই উঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ সেই সেই স্থানে সরস্বতী নদীর সেবা করেন; তজ্জন্য বুঝা যায় যে, সেই মহানদী সেই সকল স্থানেই পবিত্রা, পরন্তু পুষ্কর-ক্ষেত্রে বিশেষতঃ পূত হইতেও পূততমা। পুণ্যা সরস্বতী নদী জগতে সুলভা হইয়াই রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি কুরুক্ষেত্রে, প্রভাসে ও পুষ্করে দুর্লভা; এ নিমিত্তই এই পুষ্কর ক্ষেত্র সর্ব্ব তীর্থের প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বিশেষতঃ উহা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গেরই সাধক। যে জন প্রাচী সরস্বতীকে প্রাপ্ত হইয়াও তীর্থান্তরের অন্বেষণ করে, সে করস্থ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষভোজনে কামনা করিয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ প্রয়াগে জ্যেষ্ঠ ফল ও মধ্যম প্রয়াগে মধ্যম ফল লাভ হয়; তার পর বিচক্ষণ মানব প্রদক্ষিণক্রমে কনিষ্ঠ প্রয়াগে যাইবে। যে জন এই তিন স্থানেই স্নান প্রদক্ষিণ ও সতিল জল দ্বারা পিতৃতর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অমিত সুখ-সৌভাগ্য ফল প্রদান করিয়া থাকেন। মানব

যঃ স্নাত্বা প্রযতো নিত্যং ততঃ পশ্যেৎ
পিতামহম্।
অনুলোমবিলোমাভ্যাং তথা ব্যস্তসমস্তয়োঃ
স্নাতব্যং পুষ্করে নিত্যং ব্রহ্মলোকমভীপ্সিতা ॥
ত্রীণি শৃঙ্গাণি শুভ্রাণি ত্রীণি প্রস্রবণানি চ।
পুষ্করাণি প্রসিদ্ধানি ন বিদ্মস্তত্র কারণম্ ॥ ২৪০
কনীয়াংসং মধ্যমঞ্চ তৃতীয়ং জ্যেষ্ঠপুষ্করম্।
শৃঙ্গশব্দাভিধানানি শুভপ্রস্রবণানি চ ॥ ২৪১
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সঙ্কল্পৈস্ত ফলং নরঃ।
যস্তত্র সন্ত্যজেদ্দেহং মোক্ষং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্
প্রযতঃ সংযতস্তস্মাং স্নাত্বা দদ্যাদ্বিজে শুভাম্
গামেকাং মন্ত্রপূতাঞ্চ লোকানাপ্নোতি মোক্ষদান্
কিমত্র বহুনোক্তেন রাত্রাবপি হি যোহর্থিনে।
অর্থং প্রযচ্ছতে স্নাত্বা সোহনন্তং সুখমশ্নুতে ॥
তত্র দানং প্রশংসন্তি তিলানাং মুনিসত্তমাঃ।
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং স্নানঞ্চ বিহিতং সদা ॥ ২৪৫

পিণ্যাকেন গুড়েনাপি পিণ্ডং যোহত্র প্রযচ্ছতি
পিতৄণাং প্রযতো ভূত্বা পিতৃলোকং স গচ্ছতি
পুষ্করারণ্যমাসাদ্য পুনস্তস্মাৎ সরস্বতী।
অন্তর্দ্ধানং গতা গন্তুং প্রবৃত্তা পশ্চিমামুখী ॥ ২৪৭
নাতিদূরে ততস্তস্য পুষ্করস্য সুশোভনা।
খর্জ্জুরবনমাসাদ্য ফলপুষ্পোপশোভিতম্ ॥ ২৪৮
তত্রোষিত্বা পুনর্দেবী বনে মুনিমনোরমে।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সিদ্ধচারণসেবিতে ॥ ২৪৯
নন্দা নাম সরিচ্ছ্রেষ্ঠা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
মীননক্রঝষোপেতা বিমলোদকপূরিতা ॥ ২৫০

সূত উবাচ।

অথ দেবব্রতঃ প্রাহ কিমন্যা সা সরিদ্বরা ॥ ২৫১
এতন্মে কৌতুকং ব্রহ্মন্নন্দাশব্দা সরস্বতী।
যথা ভূতা যেন কৃতা কারণেন সরিদ্বরা ॥ ২৫২
এবমুক্তে পুলস্ত্যঃ স ভীষ্মায়ৈতৎপুরাতনম্।
আখ্যাতুমুপচক্রাম নন্দা নাম যতঃ স্মৃতম্ ॥ ২৫৩

প্রযতভাবে প্রতিদিন সেখানে স্নান করিয়া পিতামহকে দর্শন করিবে। ব্রহ্মলোকাভিলাষী মানব সেই পুষ্করে প্রতিদিন অনুলোম-বিলোমে এবং ব্যস্ত-সমস্তভাবে স্নান করিবে। তিনটী শুভ্র শৃঙ্গ ও তিনটী প্রস্রবণ—পুষ্কর নামে প্রসিদ্ধ। এরূপ প্রসিদ্ধির কারণ আমরা জানি না। কনিষ্ঠ মধ্যম জ্যেষ্ঠ এই তিনটী শৃঙ্গপদবাচ্য; এই তিনটী এবং প্রস্রবণ তিনটী—ইহারা সঙ্কল্পমাত্রেই মানবগণকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করে। ২৩১—২৪২। সেখানে যে জন দেহত্যাগ করে সে নিশ্চয়ই মোক্ষভাজন হয়। যে ব্যক্তি সংযমসহকারে প্রযতভাবে স্নানান্তে ব্রাহ্মণকে একটী গো মন্ত্রসহকারে দান করে সে মোক্ষপ্রদ লোক সকল প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে অধিক বলিয়া আর ফল কি? এখানে রাত্রিকালেও স্নানান্তে যে জন যাচক জনে ধন বিতরণ করে, সেও অনন্ত সুখের অধিকারী হয়। মুনিসত্তমগণ সেখানে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে বিহিত স্নান ও তিলক দানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এখানে প্রযত হইয়া গুড়মিশ্র পিণ্যাক দ্বারা পিতৃলোককে পিণ্ড দান করে, সে পিতৃলোকভাগী হয়। সরস্বতী পুষ্করারণ্য হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমনে প্রবৃত্তা হইয়া কিয়দ্দূর যাইয়াই অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তার পর সেই সুশোভনা নদী অনতিদূরস্থ ফল-পুষ্পোপশোভিত খর্জ্জুরবনে গমন করিলেন। সেই মুনিমনোরম, সর্ব্বঋতুকুসুমে আকীর্ণ, সিদ্ধচারণসেবিত খর্জ্জুরবনে যাইয়া নন্দা নামে বিখ্যাতা হইলেন। সেই নদী বহু নক্র, অনেক বৃহৎ মৎস্য ও প্রচুর ক্ষুদ্র মীনে সমুপেত। ২৪৩—২৫০। সূত কহিলেন,—অতঃপর দেবব্রত ভীষ্ম কহিলেন,—সেই সরিদ্বরা কি অন্যা? ব্রহ্মন্! সরস্বতী যে প্রকারে, যৎকর্ত্তৃক যে কারণে নন্দা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিবরণ জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতুক জন্মিয়াছে! ভীষ্ম এই কথা কহিলে পুলস্ত্য মুনি যে কারণে সরস্বতীর 'নন্দা' নাম হইয়াছিল, সেই পুরাতন কাহিনী কহিতে আরম্ভ করিলেন।—

ক্ষত্রব্রতধরো নিত্যমাসীদ্রাজা প্রভঞ্জনঃ।
প্রবৃত্তোঽহসৌ মৃগান্ হন্তুং বনে তস্মিন্ মহাবলঃ
স দদর্শ ততস্তস্মিন মৃগীং গুল্মান্তরে স্থিতাম্।
মার্গণেন সুতীক্ষ্ণেন তাং বিব্যাধ পুরোগতাম্
সা বিলোক্য দিশঃ সর্ব্বাস্তং দৃষ্ট্বা শরপাণিনম্।
আহ কিং তে কৃতং মূঢ় ত্বয়ৈতৎ কর্ম্ম দুষ্করম্॥
স্তনং তাবৎ প্রযচ্ছামি সুতস্যাধোমুখী স্থিতা।
মাংসলোভেন বিদ্ধাঽহস্তরসা হ্যকুতোভয়া॥২৫৭
পিবন্তং শুপ্তবৎসঞ্চ গূঢ়মৈথুনমাগতম্।
এবংবিধং মৃগং রাজন্ন হন্যাৎ প্রাজ্ঞয়া শ্রুতম্॥
স্তনন্তু তনয়স্যাস্য প্রযচ্ছন্তী ত্বয়া হতা।
বাণেনাশনিকল্পেন নির্দ্দোষা বনমাগতা॥ ২৫৯
তস্মাত্ত্বমপি দুর্ব্বুদ্ধে ক্রব্যাদত্বমবাপ্স্যসি।
বনেঽস্মিন্ কণ্টকাকীর্ণে ব্যাঘ্ররূপং ক্ষমাপ্নুহি॥
শাপপ্রদানং শ্রুত্বৈবং স রাজা পুরতঃ স্থিতঃ।
প্রোবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তাং মৃগীং ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ
স্তনন্তু তনয়স্যেহ প্রযচ্ছন্তী ন মে মতা।
অজ্ঞানেন হতা ভদ্রে প্রসীদ সুসমাধিনা॥ ২৬২
ব্যাঘ্ররূপমহং ত্যক্ত্বা প্রাপ্স্যামি মানুষং কদা।
এবংবিধস্য শাপস্য বিমোক্ষং শংস মে মৃগি॥
এবমুক্তে মৃগী তস্য প্রোবাচ বচনং শুভম্॥ ২৬৪
রাজন্নব্দশতান্তে তু শাপস্যাগতয়া গবা।
নন্দয়া সহ সংবাদমাসাদ্যান্তো ভবিষ্যতি॥ ২৬৫
মৃগোক্তে বচনে রাজা ব্যাঘ্র এবাভবত্তদা।
নখদংষ্ট্রায়ুধোপেতো ব্যাঘ্ররূপোঽতিভীষণঃ॥
তত্রাসৌ ভক্ষয়ন্নাস্তে মৃগান্ হত্বা চতুষ্পদঃ।
দ্বিপদানপি তত্রস্থান্ কালেন ক্রমযোজিতান্॥
এবং তত্র বনে তস্য সংবৎসরশতং গতম্।
আত্মানং নিন্দমানস্য মৃগমাংসানি খাদতঃ॥২৬৮

পুরাকালে প্রভঞ্জন নামে এক ক্ষত্র ব্রতাপরায়ণ রাজা ছিলেন। সেই মহাবল রাজা একদা মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই বনে যাইয়া উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি সম্মুখভাগে লতাগুল্মমধ্যে এক মৃগীকে দেখিতে পাইয়া সুতীক্ষ্ণবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। সেই মৃগী বাণাহতা হইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া সম্মুখে সেই রাজাকে বাণহস্তে দেখিতে পাইয়া কহিল,—"মূঢ়! তুমি এ কি দুষ্কর কর্ম্ম করিলে! দেখ, আমি আমার শাবককে স্তনদান করিতেছি, অধোমুখে নির্ভয়ে রহিয়াছি, তুমি মাংসলোভে সহসা আমাকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছ। রাজন্! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, জলপানব্যগ্র, অথবা শাবকরক্ষণতৎপর কিম্বা গূঢ়ভাবে মৈথুনপ্রবৃত্ত—এই সকল অবস্থাপন্ন মৃগ হন্তব্য নহে। আমি নিরপরাধা; এই বনে আসিয়া সন্তানকে স্তন্যদান করিতেছিলাম, তুমি অশনিসম বাণ দ্বারা আমাকে আঘাত করিলে! অতএব রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমিও ক্রব্যাদত্ব প্রাপ্ত হও; এই কণ্টকাকীর্ণ বনে ব্যাঘ্ররূপ লাভ কর।" ২৫১—২৬০। রাজা এইরূপ শাপপ্রদান শুনিয়া পুরোভাগে কৃতাঞ্জলিকরে অবস্থানপূর্ব্বক ব্যথিতচিত্তে সেই মৃগীকে কহিলেন,—ভদ্রে। তুমি যে সন্তানকে স্তন্য দান করিতেছিলে, আমি তাহা জানিতাম না, আমি অজ্ঞান বশতই তোমায় আঘাত করিয়াছি, তুমি একটু চিত্ত স্থির করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও। মৃগি! আমি কোন্ সময় আবার ব্যাঘ্ররূপ পরিত্যাগ করিয়া মানুষরূপ প্রাপ্ত হইব? তোমার এইরূপ অভিশাপের বিমোক্ষপ্রক্রিয়া আমাকে বল। রাজা এই কথা কহিলে সেই মৃগী তখন রাজাকে শুভবাক্যে কহিল,—রাজন্! শত বৎসরান্তে যখন নন্দানাম্নী গাভীর সহিত তোমার কথোপকথন হইবে, তখনই তোমার এই শাপের অন্ত হইবে, জানিও। মৃগী এই কথা কহিলে পর তখনই সেই রাজা ব্যাঘ্ররূপে পরিণত হইলেন; তিনি নখ-দংষ্ট্রায়ুধ অতি ভীষণ ব্যাঘ্রমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সেই বনেই চতুষ্পদ পশুগণকে ও কালক্রমাগত দ্বিপদদিগকে ভক্ষণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। সেই রাজা এইভাবে মনে মনে আত্মনিন্দা করত মৃগাদিমাংস ভক্ষণ দ্বারা জীবনাতিপাত করিয়া শত

কদাহং মানুষং ভাবং গমিষ্যামীদৃশঃ পুনঃ।
কুৎসিতং ন করিষ্যামি বিয়োগকরণং মহৎ।
কুর্ব্বতা মাংসলোভেন মৃগয়াং পরিধাবতা।
আপদা সহিতং প্রাপ্তং মানুষাণাং ভয়াবহম্।
দর্শনং দুঃখদং মহ্যং মৃগাণাং মানুষৈঃ সহ। ২৭০
পাপেন পাপতাং নীতো হ্যপাপেঽপি
সতাং কুলে।
উৎপন্নো বিকৃতিং নীতঃ পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্
তস্মান্মে সুকৃতং নাস্তি হিংসাপ্যেকা বিগর্হিতা
তয়া তু প্রাপ্যতে দুঃখং ন চ মোক্ষো ভবিষ্যতি
কথং মে ভবিতা মোক্ষঃ কথং সত্যা মৃগী ভবেৎ
গতে বর্ষশতে তস্য বসতস্তদ্বনে তদা।
আয়াতং গোকুলং কালে যবসোদককারণাৎ।
গোবাটবাটীসংস্থানং তত্তত্র সমবস্থিতম্।
বনোপকণ্ঠে মন্থানরবেণাপূরিতঞ্চ বহ। ২৭৪
কীটৈর্গোপৈঃ সমাকীর্ণং পাদপৈরপি তদ্বনম্
নিশি বংশরবোপেতঃ গোপীনাঞ্চ শুভপ্রদম্।
এবন্তু বসতস্তস্য খর্জ্জুরবনসন্নিধৌ।
হৃষ্টা তুষ্টা চ পুষ্টা চ নন্দা বৈ নাম নামতঃ।
গোমণ্ডলস্য সা মুখ্যা হংসবর্ণা ঘটস্তনী। ২৭৭
দীর্ঘঘোণা বিভক্তাঙ্গী বন্ধুরাঙ্গী তমস্বতা।
নীলকণ্ঠা শুভগ্রীবা ঘণ্টানাদস্বনা। ২৭৮
সা চ যূথস্য সর্ব্বস্য পুরশ্চরতি নির্ভয়া।
ঘাসস্থানং চরেচ্ছন্নং গত্বৈকা চ যথাসুখম্।
যথেষ্টকামা সুরভী স্বচ্ছন্দং চরতি বৈ তৃণম্। ২৭৯
রোহিতো নাম তত্রাস্তে পর্ব্বতঃ সরিত্তটে।
অনেককন্দরদরীগুহাসর্ব্বনিষেবিতঃ। ২৮০

বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তিনি মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন যে, আমি আবার কবে সেই মানুষভাব লাভ করিতে পারিব? মানুষদেহ লাভ করিতে পারিলে আর কদাচ এইরূপ অতি কুৎসিত হিংসা কার্য্য করিব না। মাংসলোভে মৃগয়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই মানুষভয়াবহ আপৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন মৃগ বা মানুষগণের পক্ষে আমার দর্শনও দুঃখপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে। ২৬১—২৭০। আমি নিষ্পাপ সৎকুলে জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু পাপ দ্বারা পাপদশা প্রাপ্ত হইয়াছি; কালের বিপর্য্যয় কিরূপ দেখ; কাল আমার কেমন বিকৃতি ঘটাইয়াছে! আমার কিছুমাত্র সুকৃত নাই। সেই জন্যই এই হিংসা আমার বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে! অথচ এই হিংসা দ্বারা দুঃখই লাভ হয়; মোক্ষ লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। কি প্রকারে আমার মোক্ষ হইবে? কিরূপেই বা সেই মৃগী সত্যভাষিণী হইবে? এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে সেই বনেই তাঁহার শত বৎসর অতীত হইয়া গেল। একদা ঘাস-জলের প্রাচুর্য্য ছিল বলিয়া সেই বনে এক বৃহৎ গো-পাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেখানেই গোয়াল ও গোচর ভূমি নিরূপিত হইল; সেই বনের নিকটেই গোপদলের আবাস সন্নিবেশিত হইল; দধিমন্থনরবে সেই বন আপূরিত হইয়া উঠিল। মত্ত গোপদলে সেই পাদপচ্ছন্ন বনও সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। সেখানে রাত্রিকালে বংশীধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই বন গোপীগণের আনন্দ-বিধায়ক হইয়াছিল। সেই খর্জ্জুরবনসমীপে সেই গোপ-গোপাল সকল এই ভাবে বাস করিতে লাগিল। সেই গোপাল মধ্যে গোমণ্ডলের মুখ্যা, হংসবর্ণা, ঘটস্তনী, দীর্ঘনাসা, সুবিভক্তাঙ্গী, যথাযোগ্য বন্ধুরকায়া, কোমলত্বক্‌শালিনী, নীলকণ্ঠা, শুভগ্রীবা, ঘণ্টারাজিবৎ মধুর স্বরবতী, নির্ভয়ে যূথাগ্রচারিণী নন্দানাম্নী এক ধেনু যথাসুখে একাকিনী বিচরণপূর্ব্বক গুপ্তঘাস সকল সন্ধান করিয়া ভক্ষণ করিয়া বেড়াইত। দেখিলে বোধ হইত যেন সুরভিই যথেচ্ছ গুপ্তঘাসে বিচরণ করিতেছে। ২৭১—২৭৯। সেখানে সরিৎতটে রোহিত নামে এক পর্ব্বত ছিল; তাহার বহু কন্দর দরী ও গুহা * ছিল এবং তাহাতে

---

* কন্দর—ক্ষুদ্র, গুহা—বৃহৎ, দরী—দুরধিগম্যা।

তস্য পূর্বোত্তরে ভাগে ঘোরে তৃণসমাকুলে।
সঙ্কটে বিষমে দুর্গে ভৈরবে লোমহর্ষণে ॥ ২৮১
মৃগসিংহসমাকীর্ণে বহুশ্বাপদসেবিতে।
বল্লীবৃক্ষাদিগহনে শিবাশতনিনাদিতে ॥ ২৮২
দুর্গেঽস্মিন্ বসতে রৌদ্রঃ কামরূপী ভয়ঙ্করঃ।
দ্বীপী শোণিতদিগ্ধাংসো ঘোরদংষ্ট্রো নখায়ুধঃ ॥
নন্দো নাম স ধর্ম্মাত্মা স চ গোপীহিতে রতঃ ॥
অচ্ছিন্নাগ্রৈস্তৃণৈর্দীর্ঘৈর্গোধনং পরিরক্ষতি ॥২৮৪
তস্য যূথপরিভ্রষ্টা সা নন্দা তৃণলিপ্সয়া।
চরন্তী ব্যাঘ্রপুরতঃ সা ধেনুঃ প্রত্যুপস্থিতা ॥২৮৫
অভ্যদ্রবচ্চ তাং দ্বীপী তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
অদ্য বিহিতো ভক্ষ্যঃ স্বয়ং প্রাপ্তাসি ধেনুকে
দ্বীপিনশ্চ বচঃ শ্রুত্বা নিষ্ঠুরং রোমহর্ষণম্।
গুরুরূপান্বিতং বালং ভদ্রমিন্দুসমপ্রভম্ ॥২৮৭
বৎসং স্মরতি সা ধেনুঃ স্নেহাক্তা গদ্গদাক্ষরম্

দহ্যন্তী পুত্রশোকেন নন্দা সা পুত্রবৎসলা।
রুদন্তী করুণঞ্চৈব নিরাশা পুত্রদর্শনে ॥ ২৮৯
দ্বীপী দৃষ্ট্বা তু তাং ধেনুং ক্রন্দমানাং
সুদুঃখিতাম্।
উবাচ বচনং ঘোরং ধেনুকে কিং প্ররুদ্যতে ॥
দৈবাৎ সুখোপপন্নাসি ভক্ষ্যস্থং মে যদৃচ্ছয়া।
রুদন্ত্যা বা হসন্ত্যা বা তবাত্তং জীবিতং ভবেৎ
বিহিতং ভুজ্যতে লোকে স্বয়ং প্রাপ্তাসি ধেনুকে
মৃত্যুস্তে বিহিতোঽদ্যৈব বৃথা কিমনুশোচসি ॥
পপ্রচ্ছ তাং পুনর্দ্বীপী কিমর্থং রুদিতং ত্বয়া।
কৌতুকঞ্চাত্র মে জাতং মহন্মে কথয়স্ব বৈ ॥২৯৩
ব্যাঘ্রস্য বচনং শ্রুত্বা নন্দা বাক্যমথাব্রবীৎ।
ক্ষন্তুমর্হসি মে নাথ কামরূপিন্নমোঽস্তু তে ॥২৯৪
ত্বাং সমাসাদ্য লোকস্য পরিত্রাণং ন বিদ্যতে।

নানাবিধ প্রাণী বাস করিত। তাহার পূর্ব্বোত্তর দিকে এক ঘোর বিষম দুর্গম ভীষণ লোমহর্ষণ মৃগ-সিংহসমাকীর্ণ, বহুশ্বাপদসেবিত, বৃক্ষলতাগহন, শিবাশতনাদিত, তৃণসমাকুল প্রদেশ ছিল। সেই দুর্গমস্থলে কামরূপী ভয়ঙ্কর ঘোরাকার শোণিত-লিপ্তাংস ঘোরদংষ্ট্র ও তীক্ষ্নখায়ুধ এক ব্যাঘ্র বাস করিত। সেই ব্যাঘ্র ধর্ম্মাত্মা এবং গোপগণের হিতে নিরত। তাহার নাম ছিল—নন্দ। সে সেই অচ্ছিন্নাগ্র দীর্ঘতৃণবহুল প্রদেশে আসিয়া সেই গোপগণের পরিপালন করিত। ২৮০—২৮৪। সেই নন্দা ধেনু যূথভ্রষ্ট হইয়া নবতৃণলিপ্সায় বিচরণ করিতে করিতে যাইয়া সেই নন্দ ব্যাঘ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন সেই ব্যাঘ্র তাহাকে "থাক থাক" বলিয়া তাহার প্রতি অভিদ্রুত হইল; আর কহিল,—ধেনুকে! তুমি আজি আমার বিধাতৃবিহিত ভক্ষ্য, স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ! ব্যাঘ্রের সেই নিষ্ঠুর রোমহর্ষণ কথা শুনিয়া সেই নন্দা ধেনু, পুত্র-দর্শনে নৈরাশ্যবশতঃ বাৎসল্যরসাপ্লুত হইয়া গদ্গদ বচনে বিলাপ সহকারে মনে মনে চন্দ্রসম শুভ্রকান্তি ভদ্র শিশু বৎসকে স্মরণ করিয়া শোক করিতে লাগিল এবং পুত্রশোকে দহ্যমানা হইয়া করুণ রোদন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র সেই নন্দাকে দুঃখিতা ও রোদন করিতে দেখিয়া ঘোর বাক্যে কহিল,—ধেনুকে! রোদন করিতেছ কেন? তুমি অদ্য দৈববশেই অনায়াসে স্বেচ্ছায় আমার খাদ্য-রূপে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, এখন তুমি রোদনই কর আর আনন্দই কর; আজি তোমার জীবন আমার আয়ত্ত জানিও। ধেনুকে! লোকে দৈববিহিতই ভোগ হইয়া থাকে; তুমি আজি স্বয়ং আসিয়াছ; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অদ্যই তোমার মৃত্যু বিহিত হইয়াছে; আর বৃথা কিজন্য অনুশোচনা করিতেছ? ব্যাঘ্র এই কথা কহিয়া পরে আবার নন্দাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তুমি রোদন করিলে কি জন্য? আমার এই বিষয় জানিবার জন্য মহৎ কৌতুক জন্মিয়াছে; তুমি আমাকে ইহার কারণ বল। ২৮৫—২৯৩। ব্যাঘ্রের এই কথা শুনিয়া নন্দা কহিল,—হে নাথ! আমাকে ক্ষমা করুন, হে কামরূপিন্! তোমাকে নমস্কার করি। তোমার নিকটে আসিয়া কোন

জীবিতার্থং ন শোচামি প্রাপ্তব্যং মরণং ময়া।
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন শোচামি মৃগাধিপ ॥২৯৬
দেবৈরপি যথা সর্ব্বৈর্মর্ত্তব্যমবশৈরেবম্।
তস্মাত্তু নাহমেবৈকা ব্যাঘ্র শোচামি জীবিতম্
কিন্তু স্নেহেন বৈ সাধো দুঃখেন রুদিতং ময়া।
অস্তি মে হৃদি সন্তাপস্তঞ্চ ত্বং শ্রোতুমর্হসি ॥২৯৮
প্রথমে বয়সি প্রাপ্তে প্রসূতাহং মৃগাধিপ।
ইষ্টঃ প্রথমজাতশ্চ সুতশ্চ মম বালকঃ। ৯৯
ক্ষীরপায়ী চ মে বৎসস্তৃণং নাদ্যাপি জিঘ্রতি।
স চ গোপকুলে বদ্ধঃ ক্ষুধার্ত্তো মামবেক্ষতে।
তমহঞ্চানুশোচামি কথং জীবিষ্যতে সুতঃ।
তস্মেচ্ছামি স্তনং দাতুং পুত্রস্নেহবশং গতা ॥

পায়য়িত্বা স্তনং বৎসমবলিহ্য চ মূর্দ্ধনি।
সখীনামর্পয়িত্বা তু সন্দিশ্য চ হিতাহিতম্।
পুনঃ প্রত্যাগমিষ্যামি যথেষ্টং ভক্ষয়িষ্যসি।
স নন্দায়া বচঃ শ্রুত্বা মৃগেন্দ্রঃ পুনরব্রবীৎ। ৩০৩
কিং তে পুত্রেণ কর্ত্তব্যং মরণং কিং ন বুধ্যসে।
ত্রস্যন্তি সর্ব্বভূতানি ম্রিয়ন্তে মাং নিরীক্ষ্য চ।
ত্বং পুনঃ কৃপয়াবিষ্টা পুত্র পুত্রেতি ভাষসে।
ন পুত্রা ন তপো দানং ন মাতা ন পিতা গুরুঃ
শক্নুবন্তি পরিত্রাতুং নরং কালপ্রপীড়িতম্ ॥৩০৫
কথং ত্বং গোকুলং গত্বা গোপীজনসমাকুলম্।
বৃষভৈর্নাদিতং দিব্যং বালবৎসবিভূষিতম্।
ভূষণং দেবলোকস্য স্বর্গতুল্যং ন সংশয়ঃ।
নিত্যপ্রমুদিতং দিব্যং সর্ব্বদেবপ্রপূজিতম্।
যৎ পবিত্রং পবিত্রাণাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
যত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থানাং ধন্যানাং ধন্যমুত্তমম্।
সমস্তগুণসম্পন্নমীশ্বরায়তনং মহৎ।

ব্যক্তিরই পরিত্রাণ নাই বটে; কিন্তু আমিও প্রাণের জন্য কাঁদিতেছি না; আমার মরণ যে হইবেই, তাহা জানি; জাত জীব মাত্রেরই নিশ্চয় মৃত্যু হইবে, আর মৃত মাত্রেরই আবার জন্ম হইবে; হে মৃগাধিপ! এই অপরিহার্য্য ব্যাপারে আমি শোক করিতেছি না। হে ব্যাঘ্র! সমস্ত দেবতাও অবশভাবে মৃত্যুর বশীভূত হইবেন, নিশ্চিত; সুতরাং আমি একাকিনী, জীবনের জন্য শোক করিতেছি না। কিন্তু হে সাধো! আমি স্নেহে বাধ্য হইয়া দুঃখবশে রোদন করিয়াছি। আমার হৃদয়ে যে একটা সন্তাপ আছে, তাহা তুমি শ্রবণ কর! হে মৃগাধিপ! আমি প্রথম বয়সে একটী সন্তান প্রসব করিয়াছি; প্রথমজাত বলিয়া সে আমার অতি প্রিয় এবং সে এখনও বালক। অদ্যাপি আমার সেই সন্তান দুগ্ধপানে জীবন ধারণ করে; তৃণ খাইতে পারে না। আমার সেই সন্তান গোপকুলে বদ্ধ রহিয়াছে, সে এখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাহার জন্যই অনুশোচনা করিতেছি যে, আমার সেই সন্তান কি প্রকারে বাঁচিবে? আমি পুত্রস্নেহের বশীভূতা হইয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইতে অভিলাষিণী হইয়াছি, ইচ্ছা করিতেছি যে, তাহাকে স্তন্য পান করাইয়া ও তাহার মস্তকাবলেহন করিয়া সখীদিগের হস্তে তাহাকে অর্পণ করিয়া এবং হিতাহিত উপদেশ দিয়া পুনরায় এখানে প্রত্যাগমন করিব, তখন তুমি আমাকে ইচ্ছানুরূপে ভক্ষণ করিও। ২৯৪—৩০২। নন্দার এই কথা শুনিয়া সেই নন্দ মৃগরাজ কহিল,—তোমার পুত্র তোমার কি করিবে? তুমি কি তোমার উপস্থিত মরণ বুঝিতেছ না? দেখ, আমাকে দেখিয়া সর্ব্বপ্রাণী মহাত্রাসাক্রান্ত এমন কি মৃত্যুগ্রস্ত হয়, আর তুমি কিনা কৃপাবিষ্টা হইয়া 'পুত্র, পুত্র' করিতেছ! পুত্র, তপস্যা, দান, মাতা, পিতা, গুরু, ইঁহারা কেহই কালাক্রান্ত জীবকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। তুমি সেই গোপীজনসমাকুল, বৃষভনাদিত, বালবৎস-বিভূষিত, স্বর্গতুল্য, এমন কি দেবলোকেরও ভূষণস্বরূপ, নিত্যপ্রমুদিত, সর্ব্বদেবপূজিত, পবিত্রনিচয়ের মধ্যে প্রধান পবিত্র, মঙ্গলনিচয়েরও মঙ্গলকর, তীর্থসমূহেরও তীর্থস্বরূপ, ধন্যসমষ্টিরও সর্ব্বোত্তম ধন্যতাসাধক, সমস্ত গুণসম্পন্ন,

যৎ খ্যাতং সর্ব্বতীর্থানাং ভূমির্ষগমন্নুত্তমম্ । ৩০৯
গোপীমন্থনশব্দেন বালবৎসরবেণ চ ।
গবাং হুঙ্কারশব্দেন অলক্ষ্মীঃ প্রতিহন্যতে ॥৩১০
যত্র বৎসাশ্চ হুঙ্কারং কুর্ব্বন্তি মাতৃকাঙ্ক্ষয়া ।
যদ্গোপৈঃ পালিতং শূরৈর্বাহুযুদ্ধকৃতশ্রমৈঃ ॥
প্রগীতনৃত্যসংলাপং নন্দিতাস্ফোটনাদিতম্ ।
ইতস্ততস্থিতৈর্বৎসৈর্নর্দ্যমানং সমন্ততঃ ।
সরোবদ্রাজতে গোষ্ঠং চলদ্ভিরিব পঙ্কজৈঃ ॥৩১৩
তং শ্রীনিকেতনং সৌম্যং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলম্ ।
গোলোকপ্রতিমং দৃষ্টা কথং প্রত্যাগমিষ্যসি ॥
পঞ্চভূতানি মে ভদ্রে পিবন্তু রুধিরং তব ।
ন নির্বিঘ্নানি ভূতানি বাক্যমাত্রেণ করোম্যহম্ ॥
নন্দোবাচ ।

এবং প্রথমবৎসায়া মৃগেন্দ্র শৃণু মে বচঃ ।
দৃষ্টা সখীঃ সুতং বালং গোপাংশ্চ প্রতিপালকান

গোপীজনমুপামন্ত্র্য জননীঞ্চ বিশেষতঃ ।
শপথৈরাগমিষ্যামি যস্তসে যদি মুঞ্চ মাম্ ॥ ৩১৭
যৎ পাপং ব্রহ্মবধ্যায়া পিতৃমাতৃবধেষু চ ।
তেন পাপেন লিপ্যেঽহং যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥
যৎ পাপং লুব্ধকানাঞ্চ ম্লেচ্ছানাং গরদায়িনাম্ ।
তেন পাপেন লিপ্যেঽহং যদ্যহং নাগমে পুনঃ
গোষু বিঘ্নাংশ্চ যে কুর্য্যুঃ স্বপন্তীঃ তাড়য়ন্তি চ ।
তেন পাপেন লিপ্যেঽহং যদ্যহং নাগমে পুনঃ
সকৃদ্দত্বা তু যঃ কন্যাং দ্বিতীয়ে দাতুমিচ্ছতি ।
তস্য পাপেন লিপ্যেঽহং যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥
যস্ত্বনর্হান্ বলীবর্দ্দান্ বিষমে বাহয়েৎ পুমান্ ।
কথায়াং কথ্যমানায়াং বিঘ্নং কারয়তে তু যঃ ।
তেন পাপেন লিপ্যেঽহং যদ্যহং নাগমে পুনঃ
গৃহে যস্যাগতং মিত্রং নিরাশং প্রতিগচ্ছতি ।

ঈশ্বরের মহৎ আয়তন স্বরূপ, সর্ব্বতীর্থ মধ্যে প্রখ্যাত অনুত্তম ভূমি গোকুলে যাইয়া এবং যেখানে নিয়ত গোপীদিগের দধিমন্থনরবে, বালবৎসকুলের নিনাদে ও গোসমূহের হুঙ্কারশব্দে অলক্ষ্মী নিবারিত হইতেছে; বৎসগণ যেখানে মাতাকে পাইবার আশায় করুণ হুঙ্কার করিতেছে, বাহুযুদ্ধে কৃতশ্রম শূর গোপগণ যাহাকে পালন করিতেছে, স্থানে স্থানে গীত নৃত্য আলাপ আনন্দোল্লাস আস্ফোট-ধ্বনি এবং ইতস্ততঃ বিবরণশীল বৎসকুলের উল্লম্ফনাদি দ্বারা যাহা চঞ্চল পঙ্কজাকুল সরোবরবৎ বিরাজমান, সেই শ্রীনিকেতন, হৃষ্টপুষ্ট জনাকুল, গোলোকসম গোষ্ঠ দেখিয়া কি প্রকারে তুমি আবার ফিরিয়া আসিবে? ভদ্রে! আমার দেহগত পঞ্চভূতে তোমার রুধির পান করুক; আমি কেবল বাক্যমাত্রেই আমার পঞ্চভূতকে নির্ব্বিঘ্ন করিতে চাহি না। ৩০৩—৩১৫। নন্দা কহিল,—হে মৃগেন্দ্র! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্যই বটে, কিন্তু আমি প্রথম প্রসূতা, আমার কথা শুন;। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি। আমি যাইয়া সখীবর্গ, আমার শিশু সন্তান, প্রতিপালক গোপদল, গোপীগণ, ও বিশেষতঃ জননী—ইহাদিগকে দেখিয়া শেষ-আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিব; যদি তোমার মত হয়, তবে আমাকে পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মহত্যায় এবং পিতৃ-মাতৃবধে যে পাপ,—আমি পুনরায় ফিরিয়া না আসিলে সেই পাপে লিপ্ত হইব। লুব্ধক ম্লেচ্ছ ও গরদাতাদিগের যে পাপ, আমি আবার ফিরিয়া না আসিলে সেই পাতকে লিপ্ত হইব। যাঁহারা গোরুর পানাহারাদি ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটায় কিম্বা যাহারা নিদ্রিতা গাভীকে তাড়না করে, তাহাদিগের যে পাপ হয়, আমি ফিরিয়া না আসিলে আমার সেই পাপ হইবে। যেজন একবার কন্যাদান করিয়া পুনরায় সেই কন্যা অন্যপাত্রে দান করিতে অভিলাষী হয়,তাহার যে পাপ—আমি ফিরিয়া না আসিলে আমারও সেই পাপ হইবে। যে পুরুষ, বাহনের অনুপযুক্ত বৃষদিগকে বিষম পথে বাহিত করে, আর যেজন কোনও সৎকথা কথ্যমান হইতে থাকিলে তাহাতে বিঘ্ন ঘটায়, তাহার যে পাপ—আমি ফিরিয়া না আসিলে সেই পাপে লিপ্ত হইব। আমি

তস্য পাপেন লিপ্যেঽহহং যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥
ইত্যেতৈঃ পাতকৈর্ঘোরৈরাগমিষ্যাম্যহং পুনঃ।
বচ্চা সম্প্রত্যয়ং ধেনী পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ ॥ ৩২৫

ব্যাঘ্র উবাচ।

সংজাতঃ প্রত্যয়োঽস্মাকং শপথৈর্ধেনুকে তব।
কদাচিত্ত্বমতসে গত্বা মূর্খোঽয়ং বঞ্চিতো ময়া ॥৩২৬
অত্রাপি কেচিদ্বক্ষ্যন্তি শপথে নাস্তি পাতকম্।
কামিনীষু বিবাহেষু গবাং মুক্তৌ তথৈব চ।
প্রাণত্যাগে সমুৎপন্নে শ্রদ্ধাতব্যং ন চ ত্বয়া ॥
লোকেঽস্মিন্নাস্তিকাঃ কেচিন্মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ
ভ্রামযিষ্যন্তি তে চিত্তং চক্রারূঢ়মিব ক্ষণাৎ ॥৩২৮
কুতর্কহেতুযুক্তৈস্তৈরজ্ঞানাবৃতচেতসঃ।
মোহয়ন্তি নরাঃ ক্ষুদ্রা রাগমানবিশারদাঃ ॥ ৩২৯
অতথ্যান্যপি তথ্যানি দর্শয়ন্ত্যতিপেশলাঃ।
সমে নিম্নোন্নতানীব চিত্রকর্ম্মবিদো জনাঃ ॥
প্রায়ঃ কৃতার্থো লোকোঽয়ং মন্যতে নোপকারিণম্।
বৎসঃ ক্ষীরক্ষয়ং দৃষ্ট্বা পরিত্যজতি মাতরম্।
ন তং পশ্যামি লোকেঽস্মিন্ কৃতে প্রতি-করোতি যঃ।
সর্ব্বস্য হি কৃতার্থস্য মতিরন্যা প্রবর্ত্ততে। ৩৩২
ঋষিদেবাসুরনরৈঃ শপথাঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে।
কৃতাঃ পরম্পরং পূর্ব্বং তান্ন মন্যামহে বয়ম্। ৩৩৩
সত্যেনাপি শপেদ্ যস্তু দেবাগ্নিগুরুসন্নিধৌ।
তস্য বৈবস্বতো রাজা ধর্ম্মস্যার্দ্ধং নিকৃন্ততি।
মা তে বুদ্ধির্ভবেদেবং শপথৈরেষ বঞ্চিতঃ।
ত্বয়ৈব দর্শিতং সর্ব্বং যথেষ্টং কুরু সাম্প্রতম্।

নন্দোবাচ।

এবমেব মহাসাধো কস্ত্বাং বঞ্চয়িতুং ক্ষমঃ।
আত্মৈব বঞ্চিতস্তেন যঃ পরং বঞ্চয়িষ্যতি ॥৩৩৬

এই সকল ঘোর পাতকের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি আবার ফিরিয়া আসিব। ব্যাঘ্র নন্দার এই কথা শুনিয়া তাহার বাক্য সত্য বলিয়া বুঝিয়া পুনরায় তাহাকে বলিতে লাগিল ।৩১৬—৩২৫। ব্যাঘ্র কহিল,—ধেনুকে! তোমার শাপথবাণী শুনিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে; কিন্তু তুমি এখান হইতে যাইয়া কিজানি যদি মনে কর যে, আমি ঐ মূর্খটাকে বঞ্চনা করিয়াছি! কেহ কেহ বলেন যে, এমত অবস্থায় শপথ করায় পাতক নাই।—'কামিনী, বিবাহ, গোমোচন এবং প্রাণ-ত্যাগের সম্ভাবনা ঘটিলে মিথ্যা শপথ কথায় দোষ হয় না।' সুতরাং তোমার কথায় শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য নহে। এই সংসারে নাস্তিক মূর্খ ও পণ্ডিতাভিমানী লোক আছে; তাহারা তোমার চিত্তকে চক্রারূঢ় পদার্থের ন্যায় ক্ষণ-মাত্রেই ভ্রামিত করিয়া ফেলিতে পারে। অনুরাগ ও অভিমান খ্যাপনে সুপটু, অজ্ঞানাবৃতচেতা ক্ষুদ্ররুচি নরগণ, কুতর্ক ও যুক্তিজাল দ্বারা সাধারণকে মোহিত করিয়া থাকে। চিত্রকর্ম্মে সুপটু ব্যক্তিরা যেমন সমস্থলেও চিত্রকৌশলে নিম্নোন্নতভাব অভি-ব্যঞ্জিত করে, তদ্রূপ সেই সকল সুচতুর জনেরাও অসত্যকে সত্য এবং সত্যকে অসত্যরূপে প্রকটিত করিয়া থাকে। জগতে প্রায় সকলেই প্রয়োজনসিদ্ধি হইলে আর উপকারীকে গ্রাহ্য করে না; বৎসও স্তন্যপান করা হইলে মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উপকার করিলে প্রত্যুপকার করে, এমন লোক ইহলোকে দেখিতে পাই না; কার্য্যসিদ্ধি হইলে প্রায় সকলেরই বুদ্ধি অন্যপ্রকার হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কার্য্যসাধনার্থ ঋষি দেবতা অসুর ও নরগণ পরস্পর কত শপথ করিয়াছেন; আমরা কিন্তু এখন আর তাহা মানি না। দেবতা অগ্নি ও গুরুর নিকটে যে ব্যক্তি সত্যদ্বারা শপথ করে, বৈবস্বত রাজা তাহার সঞ্চিত ধর্ম্মের অর্দ্ধভাগ কর্ত্তন করিয়া থাকেন। তোমার যেন এমন বুদ্ধি না হয় যে, 'আমি শপথ করিয়া ইহাকে বঞ্চনা করিয়াছি'; ভদ্রে! তুমি নিজেই উহার ফল শপথ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছ; সুতরাং এখন তোমার যাহা ইচ্ছা কর ।৩২৬—৩৩৫। নন্দা কহিল,—হে মহাসাধো! তাহাই বটে, কে তোমাকে বঞ্চনা [illegible]

ধেনুরুবাচ।
ধেনুকে পশ্য গচ্ছ ত্বং পুত্রকং পুত্রবৎসলে।
পায়য়িত্বা স্তনং বৎসমবলিহ্য চ মূর্দ্ধনি ॥ ৩৩৭
মাতরং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা সখীস্বজনবান্ধবান্।
সত্যমেবাগ্রতঃ কৃত্বা শীঘ্রমাগমনং কুরু ॥ ৩৩৮
এবং সা শপথং কৃত্বা ধেনুর্বৈ সত্যবাদিনী।
অনুজ্ঞাতা মৃগেন্দ্রেণ প্রয়াতা পুত্রবৎসলা ॥৩৩৯
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা বেপমানা সুদুঃখিতা।
হম্বারবং প্রমুঞ্চন্তী পতিতা শোকসাগরে ॥৩৪০
করীব চরণগ্রাহং গৃহীতঃ সলিলাশয়ে।
অশক্তা স্বপরিত্রাণে বিলপন্তী মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৪১
সা তত্র গোকুলং প্রাপ্তা হরিন্নদ্যাস্তটে স্থিতম্
শ্রুত্বা বৎসস্ত ক্রোশন্তং পর্য্যধাবত সম্মুখী ॥
উপসৃপ্য চ তং বালং বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণম্।
সম্প্রাপ্য মাতরং বৎসঃ শঙ্কিতঃ পরিপৃচ্ছতি ॥
ন তে পশ্যাম্যহং স্বাস্থ্যং ধৈর্য্যং নৈবাদ্য লক্ষয়ে
উদ্বিগ্না চাপি তে দৃষ্টির্ভীতা চাতীব লক্ষ্যসে ॥

নন্দোবাচ।
পিব পুত্র স্তনং মেহদ্য কারণং যদি পৃচ্ছসি।
অশক্তাহং তবাখ্যাতুং কুরু তৃপ্তিং যথেপ্সিতাম্
অপশ্চিমস্তু তে পুত্র দুর্লভং মাতৃদর্শনম্।
একাহমদ্য মে পীত্বা প্রভাতে কস্য পাস্যসি ॥
ত্বাং ত্যক্ত্বা পুত্র গন্তব্যং শপথৈরাগতা হ্যহম্।
ক্ষুৎক্ষামস্য চ ব্যাঘ্রস্য দাতব্যমাত্মজীবিতম্।
নন্দায়াশ্চ বচঃ শ্রুত্বা বৎসো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪৭

বৎস উবাচ।
অহং তত্র গমিষ্যামি যত্র ত্বং গন্তুমিচ্ছসি ॥৩৪৮
শ্লাঘ্যং মমাপি মরণং ত্বয়া সহ ন সংশয়ঃ।
একাকিনাপি মর্ত্তব্যং ময়ার্ত্তেন ত্বয়া বিনা ॥৩৪৯
যদি মাং সহিতং মাতর্বনে ব্যাঘ্রো হনিষ্যতি।
যা গতির্মাতৃভক্তানাং ধ্রুবং সা মে ভবিষ্যতি

পরকে বঞ্চনা করে, তাহার আত্মাই বঞ্চিত হয়। ব্যাঘ্র কহিল,—অয়ি পুত্রবৎসলে ধেনুকে! যাও তুমি ধর্ম্মকে অগ্রে করিয়া যাইয়া তোমার পুত্রকে দেখিয়া স্তন্য পান করাইয়া, তাহার মস্তকাবলেহন করিয়া, মাতা ভ্রাতা সখী স্বজন ও বান্ধবগণকে দেখিয়া সত্বর আগমন করিও। সেই সত্যবাদিনী ধেনু পুত্রবাৎসল্যে এইরূপ শপথ করিয়া সেই মৃগেন্দ্রের অনুমতি লইয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে দীনভাবে অতি দুঃখে কম্পিতকায়ে হম্বারব করিতে করিতে গোকুলাভিমুখে প্রস্থান করিল। জলাশয়ে গ্রাহদ্বারা গৃহীতচরণ করীর ন্যায়, শোকসাগরপতিতা আত্মত্রাণে অসমর্থা সেই নন্দা, মুহুর্মুহু বিলাপ করিতে করিতে নদীতটস্থ হরিদ্বর্ণ গোকুলে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং স্বীয় বৎসের চিৎকাররব শুনিয়া তদভিমুখে বেগে ধাবিত হইল। নন্দা সেই বাষ্পাবৃতমুখ বৎসের সমীপস্থ হইলে বৎস তখন মাতাকে পাইয়াও শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল যে, আমি তোমার স্বাস্থ্য দেখিতেছি না, তোমার ধৈর্য্যও যেন আজি লক্ষিত হইতেছে না, তোমার দৃষ্টিও আজি উদ্বিগ্ন আর তোমায় অতীব ভীতা বলিয়াও দেখা যাইতেছে। নন্দা কহিল,—পুত্র! তুমি স্তন্য পান কর; আমার এই দশার কারণ যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি তাহা বলিতে অশক্তা; তুমি স্তন্যপানে যথেচ্ছ তৃপ্তিলাভ কর। পুত্র! আমাকে এই যে দেখিতেছ, ইহাই শেষ দর্শন; অতঃপর তোমার পক্ষে মাতৃদর্শন দুর্লভ। আমি একা ধেনু; তুমি এখন আমার স্তন্য পান কর। কিন্তু আগামী প্রভাতে কাহার স্তন্য পান করিবে? পুত্র! তোমায় ছাড়িয়া আমায় যাইতে হইবে; আমি শপথ করিয়া আসিয়াছি; ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রকে আত্ম প্রাণ দান করিতে হইবে। নন্দার এই কথা শুনিয়া বৎস কহিতে লাগিল। ৩৩৬—৩৪৭। বৎস কহিল,—তুমি যেখানে যাইতে চাহিতেছ, আমিও সেখানে যাইব; তোমার সহিত আমার মরণও শ্লাঘ্য; সংশয় নাই। তোমা বিনা আমি একাকী আর্ত্ত হইয়াই মরিব। মাতঃ! আমি তোমার সঙ্গে বনে যাইলে যদি সেই ব্যাঘ্র

তস্মাদবশ্যং যাস্যামি ত্বয়া সহ ন সংশয়ঃ।
অথবা তিষ্ঠ মাতস্ত্বং শপথাঃ সন্তু তে মম ॥ ৩৫১
অনয়া চ বিযুক্তস্য জীবিতে কিং প্রয়োজনম্
অনাথস্য বনে নিত্যং কো মে নাথো ভবিষ্যতি
নাস্তি মাতৃসমো বন্ধুর্বালানাং ক্ষীরজীবিনাম্।
নাস্তি মাতৃসমো নাথো নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ
নাস্তি মাতৃসমঃ স্নেহো নাস্তি মাতৃসমং সুখম্
নাস্তি মাতৃসমো দেব ইহলোকে পরত্র চ ॥৩৫৪
এবং বৈ পরমো ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ।
যে তিষ্ঠন্তি সদা পুত্রাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্

নন্দোবাচ।

মমৈব বিহিতো মৃত্যুর্ন ত্বং পুত্র গমিষ্যসি।
ন চায়মস্তজীবানাং মৃত্যুঃ স্যাদন্যমৃত্যুনা ॥৩৫৬
অপশ্চিমমিমং পুত্র মাতৃসন্দেশমুত্তমম্।
অত্রাতিষ্ঠস্ব মদ্বাক্যাত্ততঃ শুশ্রূষণং পুনঃ ॥ ৩৫৭
জলে স্থলে চ বিচরন্ প্রমাদং তাত মা কুরু।
প্রমাদাৎ সর্ব্বভূতানি বিনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৩৫
ন চ লোভেন চর্ত্তব্যং বিষমস্থং তৃণং ক্বচিৎ।
লোভাদ্বিনাশঃ সর্ব্বেষামিহলোকে পরত্র চ।
সমুদ্রমটবীং পুত্র বিশন্তি লোভমোহিতাঃ।
লোভাদকার্য্যমত্যুগ্রং বিদ্বানপি সমাচরেৎ।
লোভাৎ প্রমাদাদ্বিশ্রম্ভাত্রিভির্নাশো ভবেন্নৃণাম্।
তস্মাল্লোভং ন কুর্ব্বীত ন প্রমাদং ন বিশ্বসেৎ
আত্মা হি সততং পুত্র রক্ষিতব্যঃ প্রযত্নতঃ।
সর্ব্বেভ্যঃ শ্বাপদেভ্যশ্চ ম্লেচ্ছচোরাদিসঙ্কটাৎ
তিরশ্চাং পাপযোনীনামেকত্র বসতামপি।
বিপরীতানি চিত্তানি বিজ্ঞায়স্তে ন পুত্রক ॥ ৩৬৩
নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রধারিণাম্।

আমায় হত্যা করে, তাহা হইলে মাতৃভক্তগণের যে গতি আমারও নিশ্চয়ই সেই গতি লাভ হইবে! অতএব আমি তোমার সঙ্গে অবশ্যই যাইব। ইহাতে সংশয় নাই। অথবা মাতঃ! তুমি থাক! তোমার শপথগুলিও আমাতেই থাকুক; মাতার সহিত বিযুক্ত পুত্রের জীবনে প্রয়োজন কি? তোমা বিনা আমি অনাথ হইলে, এই বনে কে আমার রক্ষক হইবে? স্তন্যপায়ী বালকদিগের মাতার ন্যায় আর বন্ধু নাই; মাতৃসম নাথ নাই; মাতৃতুল্যা গতিও আর নাই; আর মাতৃসমান স্নেহও নাই; কিম্বা মাতৃতুল্য সুখও আর নাই; পরন্তু কি ইহলোকে কি পরলোকে—মাতার মত দেবতাও নাই। এই পরম ধর্ম্ম প্রজাপতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যে সকল পুত্র এই ধর্ম্মের পালন করেন, তাঁহারা পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নন্দা কহিল,—পুত্র! আমারই মৃত্যু বিহিত হইয়াছে, তুমি সেখানে যাইবে কি জন্য? একজনের জন্য যে মৃত্যুবিধান নির্দ্দিষ্ট; তদ্দ্বারা অপরের মৃত্যু হইতে পারে না। পুত্র! এই তোমার শেষ মাতৃসন্দেশ; আমার কথানুসারে এই উত্তম বাক্যে আস্থা স্থাপন কর; তাহাতেই আমার শুশ্রূষা করা হইবে। তাত! জলে বা স্থলে বিচরণকালে যেন কোনরূপ প্রমাদ করিও না; সকল প্রাণীই প্রমাদবশে বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই। দুর্গমস্থানস্থ তৃণভক্ষণে তুমি যেন লোভবশে আসক্ত হইও না; ইহলোকে বা পরলোকে সকলেরই লোভে বিনাশ ঘটিয়া থাকে। পুত্র! লোভমোহিত জনগণ সমুদ্রে এবং অটবীমধ্যেও প্রবেশ করিয়া থাকে। এখন কি লোভবশে বিদ্বান ব্যক্তিও অত্যুগ্র অকার্য্য করিয়া ফেলে। ৩৪৮—৩৬০। লোভ প্রমাদ ও বিশ্বাস এই তিনটী কারণেই নরগণের বিনাশ ঘটিয়া থাকে; অতএব লোভ প্রমাদ বা বিশ্বাস করা যে-সে স্থলে অনুচিত বলিয়া জানিবে। পুত্র! সমস্ত শ্বাপদ এবং ম্লেচ্ছ বা চৌরাদিকৃত বিপদে আত্মাকে প্রযত্ন সহকারে সততই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। হে পুত্রক! তির্য্যক্‌জাতি বা পাপজোনিজ জনগণও যেখানে একত্র বাস করে, তথায় তাহাদেরও চিত্তগত বিরুদ্ধভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; অথচ প্রথমে সে ভাব কিছুই

ন বিশ্বাসস্ত্বয়া কার্য্যঃ স্ত্রীণাং প্রেষ্যজনস্য চ।
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ভয়মুৎপন্নং মূলান্যপি নিকৃন্ততি॥ ৩৬৫
ন বিশ্বসেৎ স্বদেহেঽপি বলিষ্ঠে ভীতচেতসি।
রক্ষ্যস্তি গূঢ়মত্যর্থং সুপ্তো মত্তঃ প্রমাদতঃ॥৩৬৬
গন্ধঃ সর্ব্বত্র সততমাঘ্রাতব্যঃ প্রযত্নতঃ।
গাবঃ পশ্যন্তি গন্ধেন রাজানশ্চারচক্ষুষা॥৩৬৭
নৈকস্তিষ্ঠেদ্বনে ঘোরে ধর্ম্মমেকশ্চ চিন্তয়েৎ।
ন চোদ্বেগস্ত্বয়া কার্য্যঃ সর্ব্বস্য মরণং ধ্রুবম্॥
যথা হি পথিকঃ কশ্চিচ্ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্রম্য চ পুনর্যাতি তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥ ৩৬৯
পুত্র নিত্যং জগৎ সর্ব্বং তত্রৈকঃ শোচসে কথম্

বুঝিতে পারা যায় না। নখী নদী শৃঙ্গী স্ত্রীজাতি ও প্রেষ্যবর্গের প্রতি সমধিক বিশ্বাসস্থাপন কদাচ করিও না। অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বাসীকেও সমধিক বিশ্বাস করিবে না; কারণ বিশ্বাস হইতে যদি ভয়সঙ্ঘটন হয়, তবে তাহা বিশ্বাসকারীকে সমূলেই উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। চিত্ত ভীত হইলে নিজ দেহ বলিষ্ঠ হইলেও তৎপ্রতি বিশ্বাস করিতে নাই; গুপ্ত কথা যাকে-তাকে বলিতে নাই; কারণ মানব সুপ্ত বা মত্ত অবস্থায় অসাবধানতাবশে অতি গোপনীয় কথাও ব্যক্ত করিয়া ফেলে। সকল স্থানে সকল সময়েই সুগন্ধ আঘ্রাণ করা যত্নপূর্ব্বকই কর্ত্তব্য। গোসকল গন্ধ দ্বারা এবং রাজারা চর দ্বারাই অবলোকন করিয়া থাকেন। গভীর অরণ্যে কদাচ একাকী থাকিবে না; কিন্তু একাকীই ধর্ম্মচিন্তা করিবে। তুমি আমার জন্য বিশেষ উদ্বেগ করিও না; যেহেতু সকলেরই নিশ্চয় মরণ ঘটিবে। যেমন পথিকেরা যাইতে যাইতে কোথায়ও ছায়া দেখিয়া সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং বিশ্রামান্তে গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করে, প্রাণিবর্গের সংসারে সমাগমও সেইরূপই। পুত্র! এই সমগ্র জগৎ এই ভাবেই চলিতেছে, সুতরাং তুমি একাকী

তাবৎ শোকমুৎসৃজ্য মদ্বাক্যমনুপালয়॥৩৭০
শিরস্যাঘ্রায় তং পুত্রমবলিহ্য চ মূর্দ্ধনি।
শোকেন মহতাবিষ্টা বাষ্পব্যাকুললোচনা॥ ৩৭১
বিনিঃশ্বসন্তী নাগীব দীর্ঘমুষ্ণং মুহুর্মুহুঃ।
পুত্রহীনং জগচ্ছূন্যং প্রপশ্যন্তীব সাভবৎ॥ ৩৭২
মহাপঙ্কনিমগ্নেব তিষ্ঠন্তী চাবসীদতী।
বিলপ্য নন্দা সা পুত্রমুবাচেদং পুনর্বচঃ॥ ৩৭৩
নাস্তি পুত্রসমঃ স্নেহো নাস্তি পুত্রসমং সুখম্।
নাস্তি পুত্রসমা প্রীতির্নাস্তি পুত্রসমা গতিঃ॥
অপুত্রস্য জগচ্ছূন্যমপুত্রস্য গৃহেঽসুখম্।
পুত্রেণ লভতে লোকমপুত্রো নরকং ব্রজেৎ॥
লোকো বদতি বাক্যানি চন্দনং কিল শীতলম্।
পুত্রগাত্রপরিষ্বঙ্গশ্চন্দনাদতিশীতলঃ॥ ৩৭৬
ইতি পুত্রগুণানুক্তা নিরীক্ষ্য চ পুনঃপুনঃ।
স্বমাতরং সখীর্গোপীস্বরমাণা চ পৃচ্ছতি॥ ৩৭৭

আর কেন শোক করিতেছ? তুমি এখন শোক পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য পালন কর। ৩৬১—৩৭০। সেই নন্দা গাভী, পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ ও মস্তকাবলেহন করিয়া মহা-শোকে সমাবিষ্টা হইয়া বাষ্পাকুললোচনে নাগীর ন্যায় মুহুর্মুহু দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভাবিপুত্রবিরহে জগৎ শূন্যাকার বিবেচনা করিয়া মহা পঙ্কমগ্না গাভীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্না হইয়া পড়িল। নন্দা গাভী এই ভাবে বিলাপ করিয়া পরে পুনরায় পুত্রকে কহিতে লাগিল।—পুত্রের সমান স্নেহভাজন নাই, পুত্রসম সুখকারণ নাই, পুত্রতুল্য প্রীতিহেতু নাই এবং পুত্রের ন্যায় উত্তম গতিও আর নাই। অপুত্রের জগৎ শূন্য, অপুত্রের গৃহে সুখ নাই; পুত্র দ্বারাই স্বর্গাদি উত্তম লোক লাভ হয়; আর অপুত্র ব্যক্তি নরকগামী হইয়া থাকে। লোকে বলিয়া থাকে যে, চন্দনই শীতল; কিন্তু আমার বোধ হয় যে, পুত্র-গাত্রালিঙ্গন চন্দন অপেক্ষাও অধিক শীতল! নন্দা এইরূপে পুত্রগুণের ব্যাখ্যা করিয়া এবং বারংবার পুত্রকে অবলোকন করিয়া

যূথস্যাগ্রে চরন্তীং মামাসসাদ মৃগাধিপঃ।
মুক্তাহং তেন শপথৈঃ পুনর্যাস্যামি তত্র বৈ॥
সুতঞ্চ মাতরঞ্চৈব সখীর্দ্রষ্টুঞ্চ গোকুলম্।
আগতা সত্যবাক্যেন পুনর্যাস্যামি তত্র বৈ॥
মাতঃ ক্ষমস্ব তৎসর্ব্বং দৌঃশীল্যাদি কৃতং মম।
বালস্তবায়ং দৌহিত্রঃ কিমত্রান্যদ্ ব্রবীম্যহম্॥
বিপুলে চম্পকে মাতর্ভদ্রে সুরভি মানিনি।
বসুধারে প্রিয়ানন্দে মহানন্দে ঘটস্রবে॥ ৩৮১
অজ্ঞানাজ্ জ্ঞানতো বাপি যদুক্তং কিঞ্চিদপ্রিয়ম্
তৎক্ষমধ্বং মহাভাগা যচ্চান্যচ্চ কৃতং ময়া॥
সর্ব্বাঃ সর্ব্বগুণোপেতাঃ সর্ব্বলোকস্য মাতরঃ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বপ্রদা নিত্যং রক্ষধ্বং মম বালকম্॥
অনাথং বিকলং দীনং রক্ষধ্বং মম পুত্রকম্।
মাতৃশোকাভিসন্তপ্তং ভগিন্যঃ পালয়িষ্যথ॥
স্বস্মাদনাথমবলং পুত্রবৎ পালয়িষ্যথ।
ক্ষমধ্বঞ্চ মহাভাগা যাস্যামি সত্যসংশ্রয়াৎ।
ন চিন্তা মহতী কার্য্যা সখীভিশ্চ কথঞ্চন।
প্রথমস্যাস্য জাতস্য স্থিতং মরণমগ্রতঃ॥ ৩৮৬
শ্রুত্বা তু নন্দাবচনং মাতা সখ্যশ্চ দুঃখিতাঃ।
বিষাদং পরমং জগ্মুরিদমূচুশ্চ বিস্মিতাঃ॥ ৩৮৭
অহোঽত্র মহদাশ্চর্য্যং যদ্ব্যাঘ্রবচনং ত্বয়া।
প্রকর্ত্তুমুদ্যতং ভীমং নন্দা ত্বং সত্যবাদিনী॥
শপথৈঃ সত্যবাক্যেন বঞ্চয়িত্বা মহাভয়ম্।
নাশনীয়ং প্রযত্নেন ন গন্তব্যং কথঞ্চন॥ ৩৮৯
নন্দেন চৈব গন্তব্যমধর্ম্মঃ ক্রিয়তে ত্বয়া।
যদ্বালং স্বসুতং ত্যক্ত্বা সত্যলোভেন গম্যতে

নিজ মাতাকে, সখীদিগকে ও গোপীবর্গকেও বিদায়-সম্ভাষণ করিতে লাগিল। নন্দা কহিল,—আমি যূথের অগ্রভাগে বিচরণ করিতেছিলাম, তখন আমাকে একটা ব্যাঘ্র আক্রমণ করে। আমি তখন তাহার নিকট বিবিধ শপথ করিয়া এখানে প্রত্যাগমন করিয়াছি; পরন্তু আবার সেখানে যাইব। আমি সেই ব্যাঘ্রের নিকট সত্য করিয়া পুত্র, মাতা, সখীবর্গ এবং গোকুল দেখিতে আসিয়াছি। পুনরায় আমার সেখানে যাইতে হইবে। মাতঃ! তুমি আমার সেই সমস্ত দুর্ব্যবহার ক্ষমা কর। তোমার এই বালক দৌহিত্র রহিল; আমি আর এ সম্বন্ধে অধিক কি বলিব? ৩৭১—৩৮০। অয়ি বিপুলে! চম্পকে! মাতঃ ভদ্রে! সুরভি! মানিনি! বসুধারে! প্রিয়ানন্দে! মহানন্দে! ঘটস্রবে! আমি অজ্ঞানে বা জ্ঞানতঃ যাহা কিছু অপ্রিয় বলিয়াছি, বা করিয়াছি, হে মহাভাগাগণ! তোমরা তাহা ক্ষমা কর। তোমরা সকলেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সকলেই লোকমাতৃস্বরূপা এবং সকলেই সর্ব্বপ্রদাত্রী; তোমরা আমার বালকটীকে রক্ষা করিও। হে ভগিনীগণ! আমার এই মাতৃশোকসন্তপ্ত অনাথ বিকল দীন বালক পুত্রটীকে তোমরা রক্ষা করিও,—বিপদাপদে প্রতিপালন করিও। হে মহাভাগাগণ! আমার পুত্রটী অনাথ এবং অবল; অতএব তোমরা ইহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিও। সত্য করিয়া আসিয়াছি বলিয়া আমি এখন যাই; তোমরা আমায় ক্ষমা কর। হে সখীগণ! আমার এই সন্তানটীকে বাঁচাইবার জন্য তোমাদের বেশী চিন্তা করিতে হইবে না; কারণ বোধ হয় আমার এই সন্তানটী প্রথমজাত বলিয়া অল্পকালেই মরণাপন্ন হইবে।—নন্দার কথা শুনিয়া তাহার মাতা ও সখীরা সকলেই দুঃখিত হইয়া পরম বিষাদে মগ্ন হইল এবং পরে বিস্মিত ভাবে কহিল,—অহো! জগতে ইহা একটা মহাশ্চর্য্য যে, তুমি ব্যাঘ্রের ভীষণ বাক্য প্রতিপালন করিতে উদ্যম করিয়াছ! তুমি নন্দা, প্রকৃতই সত্যবাদিনী। সত্য বাক্যে শপথ করিয়া বঞ্চনাপূর্ব্বক মহাভয় বিনাশ করা যত্ন সহকারেই কর্ত্তব্য; তুমি ভাল করিয়াছ; পরন্তু কোন ক্রমেই তোমার তথায় যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। তোমার বিলম্ব দেখিয়া সেই নন্দ ব্যাঘ্রও চলিয়া যাইবে। তুমি যে, সত্যপালনের লোভে নিজ বালক পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ, ইহাতে তোমার

অত্র গাথা পুরা প্রোক্তা ঋষিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
প্রাণত্যাগে সমুৎপন্নে শপথৈর্নাস্তি পাতকম্॥
উক্তানৃতং ভবেদ্যত্র প্রাণিনাং প্রাণরক্ষণম্।
অনৃতং তত্র সত্যং স্যাৎ সত্যমপ্যনৃতং ভবেৎ
কামিনীষু বিবাহেষু গবাং মুক্তৌ তথৈব চ।
ব্রাহ্মণানাং বিপত্তৌ চ শপথৈর্নাস্তি পাতকম্॥
নন্দোবাচ।
পরেষাং প্রাণরক্ষার্থং বদাম্যেবানৃতং বচঃ।
নাত্মার্থমুৎসহে বক্তুং জীবিতার্থে কথঞ্চন॥ ৩৯৪
একঃ সংশ্লিষ্যতে গর্ভে মরণে ভরণে তথা।
ভুঙ্ক্তে চৈকঃ সুখং দুঃখমতঃ সত্যং বদাম্যহম্
সত্যে প্রতিষ্ঠিতা লোকা ধর্ম্মঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ
উদধিঃ সত্যবাক্যেন মর্য্যাদাং ন বিলঙ্ঘতে॥

বিষ্ণবে পৃথিবীং দত্ত্বা বলিঃ পাতালমাশ্রিতঃ।
ছদ্মনাপি বলির্বদ্ধঃ সত্যবাক্যং নচাত্যজৎ॥৩৯৮
প্রবর্দ্ধমানঃ শৈলেন্দ্রঃ শতশৃঙ্গঃ সমুত্থিতঃ।
সত্যেন সংস্থিতো বিন্ধ্যঃ প্রবন্ধং নাতিবর্ত্ততে
স্বর্গাপবর্গনরকাঃ সত্যবাচি প্রতিষ্ঠিতাঃ।
যস্তু লোপয়তে বাচমশেষস্তেন লোপিতম্॥
যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেণাত্মাপহারিণা॥
যাস্যামি নরকং ঘোরং বিলোপ্যাত্মানমাত্মনা।
তস্য বৈবস্বতো রাজা ধর্ম্মস্যার্দ্ধং নিকৃন্ততি॥
অগাধে সলিলে শুদ্ধে সত্যতীর্থে ক্ষমাহ্রদে।
স্নাত্বা পাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমাং গতিম্॥
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥ ৪০৩

অধর্ম্মাচরণ হইতেছে।৩৮১—৩৯০। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পুরাকালে এইরূপ গাথা গান করিয়াছেন। যথা,—প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা ঘটিলে তখন মিথ্যা শপথে পাতক হয় না। যে ক্ষেত্রে মিথ্যাকথা কহিলে প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা, সেরূপ স্থলে সেই মিথ্যা কথাই 'সত্য' এবং সত্য কথাই 'মিথ্যা' বলিয়া গণ্য হইবে। কামসাধনার্থ কামিনীজনে; বিবাহ ব্যাপারে, গোমোচনার্থ, এবং ব্রাহ্মণের বিপদ্বারণার্থ বহু বহু মিথ্যাশপথ করিলেও তাহাতে পাতক নাই। নন্দা কহিল,—নরের প্রাণ রক্ষণার্থ মিথ্যা বলা আবশ্যক হইলে অবশ্যই চলিত বটে, কিন্তু নিজের জন্য—নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ কোন মতে মিথ্যা বলিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। জীব কি গর্ভে কি মরণে কিবা ভরণে সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থায়ই একাকী সংশ্লিষ্ট হয়, এবং একাকীই সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং পুত্রাদির জন্য মিথ্যা বলায় কোনই স্বার্থ নাই; তবে কেন আমি মিথ্যা বলিব? আমি সত্যই বলিব। সত্যে এই লোকসকল প্রতিষ্ঠিত; ধর্ম্মও সত্যেই প্রতিষ্ঠিত; অধিক কি আমার বোধ-

হয়, সমুদ্র সত্যপালনের জন্যই মর্য্যাদা অতিক্রম করে না। বলিরাজা ছলক্রমে বদ্ধ হইয়াও বিষ্ণুকে পৃথিবী দান করিয়া পাতালে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও সত্যবাক্য পরিহার করেন নাই। বিন্ধ্য শৈলেন্দ্র শত শৃঙ্গপ্রকটন সহকারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অগস্ত্যসমীপে স্বীকৃত বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপালনার্থই অদ্যাপি অবনতমস্তকে রহিয়াছে; মস্তকোত্তোলন করে নাই। স্বর্গ মোক্ষ নরক—এ সকল কেবল সত্য বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সুতরাং সেই বাক্যের যে জন লোপ করে, তৎকর্তৃক কি লোপ করা না হয়? যেজন নিজে বস্তুতঃ একপ্রকার হইলেও লোকের কাছে অন্যাকারে প্রকটিত করে, সেই আত্মাপহারী চোর ব্যক্তির কোন্ পাপ করা না হয়? আমি কি আপনাকে মিথ্যাশপথে আচ্ছাদনপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া শেষে ঘোর নরকে যাইব? যে এরূপ করে যমরাজা তাহার সঞ্চিত ধর্ম্মের অর্দ্ধভাগ কর্ত্তন করিয়া ফেলেন। পাপীরা ক্ষমাস্বরূপ অগাধ স্বচ্ছসলিলপূর্ণ হ্রদে সত্যস্বরূপ ঘাটে নামিয়া স্নান করিলে পাপমুক্ত হইয়া পরমগতিলাভ করিয়া থাকে। সহস্র অশ্বমেধ এবং সত্য এই দুইটী

সত্যং সাধুফলং শ্রুতঞ্চ পরমং ক্লেশাদিভির্ব্বর্জ্জিতং,
সাধূনাং নিকটং সতাং কুলধনং সর্ব্বাশ্রমাণাং ফলম্।
যস্মাত্তং সমবাপ্য গচ্ছতি দিবং সন্ত্যাজ্যতেহসৌ কথং,
লোকৈরত্র সমাগমে প্রতিদিনং সত্যং বদধ্বং ধ্রুবম্॥ ৪০৪

সখ্য উচুঃ।

নন্দে সা ত্বং নমস্কার্য্যা সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
যা ত্বং পরমসত্বেন প্রাণাংস্ত্যজসি দুস্ত্যজান্॥
ক্রমঃ কিং তত্র কল্যাণি যা ত্বং ধর্ম্মধুরন্ধরা।
ত্যাগেনানেন নাপ্রাপ্যং ত্রৈলোক্যে বস্তু কিঞ্চন
অবিয়োগঞ্চ পঞ্চামস্ত্যাগাদস্মাৎ সুতেন হি।
নার্য্যাঃ কল্যাণচিন্তায়া নাপদঃ সন্তি কুত্রচিৎ॥

দৃষ্ট্বা গোপীজনং সর্ব্বং পরিক্রম্য চ গোকুলম্।
নন্দা সম্প্রস্থিতা দেবান্ বৃক্ষাংশ্চাপৃচ্ছ্য সা পুনঃ॥ ৪০৮
ক্ষিতিং বরুণমগ্নিঞ্চ বায়ুং খঞ্চ নিশাকরম্।
দশ দিগ্দেবতা বৃক্ষান্নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ।
সর্ব্বান্ বিজ্ঞাপয়ামাস প্রণিপত্য মুহুর্ম্মুহুঃ॥৪০৯
যে সংশ্রিতা বনে সিদ্ধাঃ সর্ব্বাশ্চ বনদেবতাঃ।
বনে চরন্তঞ্চ তৃণস্তে রক্ষন্তু সুতং মম॥ ৪১০
চম্পকাশোকপুন্নাগাঃ সরলার্জ্জুনকিংশুকাঃ।
শৃণ্বন্তু পাদপাঃ সর্ব্বে সন্দেশং মম বিক্লবম্।
বৎসমেকাকিনং দীনং চরন্তং বিষমে বনে।
রক্ষধ্বং বৎসকং বালং স্নেহাৎ পুত্রমিবৌরসম্
মাত্রা পিত্রা বিহীনঞ্চ অনাথং দীনমানসম্।
বিচরন্তমিমাং ভূমিং ক্রন্দমানং সুদুঃখিতম্।

তুলাদণ্ডে আরোপিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই বিশিষ্ট। সত্যের পরিণাম ফল সাধু, সত্যই পরম শাস্ত্রশিক্ষা, অথচ উহাতে ক্লেশাদি নাই। উহা সাধুবর্গের সান্নিধ্য ঘটাইয়া থাকে। সত্যই সজ্জনগণের কুলক্রমাগত ধন, আর সত্যই সর্ব্বাশ্রমের চরম ফল; যেহেতু মনুষ্য সত্যকে লাভ করিতে পারিলেই স্বর্গগামী হইতে পারে। অতএব এই নিয়ত জন্মমৃত্যু-গতাগতি-প্রবাহাত্মক সংসারে কি প্রকারে সত্যকে পরিত্যাগ করা যায়? তোমরা সকলে সেই অবিনশ্বর সত্য বলিও। নন্দার সখীরা কহিল,—সখি নন্দে! তুমি সুরাসুর সকলেরই নমস্যা; যেহেতু তুমি পরম সত্বগুণপ্রভাবে সত্যপালনার্থ নিজের দুস্ত্যজ প্রাণও পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়াছ। অয়ি কল্যাণি! তুমি স্বয়ংই ধর্ম্মধুরন্ধরা। তোমাকে আমরা আর কি বলিব? তোমার এই আত্মত্যাগ দেখিয়া বেশ বুঝিতেছি যে, এই আত্মত্যাগের ফলে ত্রৈলোক্যে কিছুই তোমার অপ্রাপ্য থাকিবে না; এমনকি তোমার পুত্রের সহিত বিয়োগও ঘটিবে না বলিয়া ই আমরা বুঝিতেছি। কল্যাণচিন্তা নারীগণের কদাচিৎ কুত্রাপি আপদ্ ঘটে না। এই কথার পর সেই নন্দা তত্রত্যা গোপীদিগকে অবলোকন করিয়া সেই গোকুল পরিক্রমান্তে তত্রত্য দেবতা ও বৃক্ষ সমস্তের অভিনন্দন-পূর্ব্বক নন্দ-ব্যাঘ্রের নিকট যাইবার জন্য উদ্যতা হইল। সে তখন ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, নিশাকর, দশ দিক্‌দেবতা, তত্রত্য বৃক্ষনিচয়, নক্ষত্র সকল, গ্রহসমূহ, এই সকলকেই পুনঃপুনঃ প্রণিপাতসহকারে এইরূপ বিজ্ঞাপন করিল,—বনে যে সকল সিদ্ধ বাস করেন, আর যে সকল বনদেবতা আছেন, তাঁহারা বনে তৃণভক্ষণপূর্ব্বক বিচরণকালে আমার সন্তানকে যেন রক্ষা করেন।৩৯১—৪১০। চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, সরল, অর্জ্জুন, কিংশুক, এই সকল পাদপগণও আমার এই সকাতর বাক্য শ্রবণ করুক; আমি বলিতেছি যে, আমার পিতৃমাতৃহীন, অনাথ, দীনমানস, অতি দুঃখে রোদনপর, দীন সন্তান যখন একাকী বিষম বনে কিম্বা এখানে বিচরণ করিবে, তখন তোমরা সেই বাল বৎসকে ঔরস পুত্রের ন্যায় স্নেহসহকারে প্রতিপালন করিও।

তস্মোহ ক্রন্দমানস্থ মৎপুত্রস্থ মহাবনে।
মহাশোকাভিভূতস্থ ক্ষুৎপিপাসাতুরস্থ চ ॥ ৪১৪
শূন্যশ্চৈকাকিনঃ সর্ব্বং জগচ্ছূন্যং প্রপশ্যতঃ।
চরমাণস্থ কর্ত্তব্যং সাম্বুক্রোশৈশ্চ রক্ষণম্ ॥ ৪১৫
সন্দিশ্য নন্দা শীঘ্রৈত্যেবং পুত্রস্নেহবশং গতা।
শোকাগ্নিনা চ সন্দীপ্তা বিচ্ছিন্না পুত্রদর্শনে ॥
বিযুক্তা চক্রবাকীব লতেব পতিতা তরোঃ।
অন্ধেব দৃষ্টিরহিতা প্রস্খলন্তী পদে পদে ॥ ৪১৭
অগচ্ছৎ সা পুনস্তত্র যত্রাসৌ পিশিতাশনঃ।
আস্তে বিস্ফূর্জ্জিতমুখস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভয়াবহঃ ॥
তাবত্তস্থাঃ সুতো বৎস উর্দ্ধপুচ্ছোঽতিবেগবান্
আগত্য মাতুরগ্রেঽসৌ মৃগেন্দ্রস্যাগ্রতোঽভবৎ
আগতঞ্চ সুতং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং তমগ্রতঃ স্থিতম্।
ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা তু সা ধেনুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪২০
ভো ভো মৃগেন্দ্রাগতাহং সত্যধর্ম্মব্রতে স্থিতা
কুরু তৃপ্তিং যথাকামমস্মন্মাংসেন সাম্প্রতম্ ॥
সন্তর্পয়স্ব ভূতানি পিব ত্বং শোণিতং মম।
মৃতায়াস্তু ময়ি ত্বং ভো ভক্ষয়েমন্তু বালকম্ ॥৪২২
দ্বীপ্যুবাচ।
স্বাগতং তব কল্যাণি ধেনুকে সত্যবাদিনী।
ন হি সত্যবতাং কিঞ্চিদশুভং ভবতি কচিৎ ॥
ত্বয়োক্তং ধেনুকে পূর্ব্বং সত্যং প্রত্যাগমে পুনঃ
তেন মে কৌতুকং প্রাপ্তং প্রাপ্তাগচ্ছেৎ
কথং পুনঃ ॥ ৪২৪
তব সত্যপরীক্ষার্থং প্রেষিতাসি ময়া পুনঃ।
অন্যথা মাং সমাসাদ্য জীবন্তী যাস্যসে কথম্ ॥
যচ্চ নঃ কৌতুকং জাতং সত্যস্যান্বেষণে মম।
তস্মাদনেন সত্যেন মুক্তাসি চ ময়াধুনা ॥ ৪২৬
ভগিনী ভবতী মহ্যং ভাগিনেয়ঃ সুতস্তব।

আমার সেই পুত্র, যখন মহাবনে রোদন করিতে থাকিবে, যখন সে আমার অভাবে সহায়হীন হইয়া মহাশোকে অভিভূত হইবে, যখন সে ক্ষুধা-পিপাসায় আতুর হইয়া পড়িবে, যখন সে সর্ব্বজগৎ শূন্যবৎ বোধ করিবে, এবং সে যখন একাকী বিচরণ করিবে, তখন তোমরা সদয় হইয়া তাহাকে রক্ষা করিও। নন্দা পুত্রস্নেহের বশীভূত হইয়া এইরূপ কহিয়া পুত্রদর্শনের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় শোকাগ্নিতে সন্দীপ্তা, সুতরাং বিযুক্ত চক্রবাকী, ও বৃক্ষ হইতে পতিতা লতার ন্যায় ম্লানভাবে দৃষ্টিরহিতার ন্যায় পদে পদে স্খলিত হইতে হইতে যেখানে সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভয়াবহ নন্দ ব্যাঘ্র মুখ ব্যাদান করিয়া বর্ত্তমান, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। নন্দার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সেই বৎসটীও উর্দ্ধপুচ্ছে অতি বেগে মাতার অগ্রভাগে আসিয়া নন্দ-ব্যাঘ্রের সম্মুখভাগে গিয়া দাঁড়াইল। সেই নন্দা ধেনু, বৎসকে সমাগত দেখিয়া মৃত্যুরূপী নন্দ ব্যাঘ্রের প্রতি কহিল,—ওহে, ওহে মৃগেন্দ্র! আমি সত্যধর্ম্মে অবস্থিত, আমি আসিয়াছি, অতএব সম্প্রতি তুমি আমার মাংসদ্বারা যথেচ্ছ তৃপ্তি ভোগ কর। তুমি তোমার পঞ্চভূতের সন্তর্পণ কর, আমার শোণিত পান কর; কিন্তু আমি ম'রলে পরই তুমি আমার এই বালকটীকে ভক্ষণ করিও। ৪১১—৪২২। ব্যাঘ্র কহিল,—অয়ি কল্যাণি ধেনুকে! তুমি সত্যবাদিনী; তোমার সুখে আগমন হইয়াছে তো? যাহারা সত্য পালন করে, কদাচ তাহাদিগের কোন অশুভ হয় না। ধেনুকে! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে, "আমি সত্যই আবার আসিব।" তোমার সেই কথায় আমার একটা কৌতুক হইল যে, "এই ধেনু ফিরিয়া যাইয়া আবার আসিবে কি প্রকারে?" সেই জন্য আমি তোমার সত্য পরীক্ষার্থ তোমাকে এখান হইতে প্রেরণ করিয়াছিলাম। নচেৎ আমার নিকটে আসিয়া জীবিত অবস্থায় ফিরিতে পারিতে কি? আর তোমার সত্যপালন কিরূপ? তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য আমার কৌতুক হইয়াছিল; অতএব আমি তোমাকে সেই সত্যের জন্যই মুক্ত করিয়া দিলাম। শুভে! আমি পাপ কর্ম্মানুষ্ঠানই করিতেছি; পরন্তু তুমি আমাকে এই কার্য্য দ্বারা সদুপদেশ প্রদান করিলে। অদ্য হইতে তুমি

দত্তোপদেশস্তু শুভে মম পাপিষ্ঠকর্ম্মণঃ ॥ ৪২৭
সত্যে প্রতিষ্ঠিতা লোকা ধর্ম্মঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ
সত্যেন গোঃ ক্ষীরধারাং প্রস্রবন্তি হবিঃ প্রিয়াম্
স বৈ ধন্যতমো গোপো যত্বৎক্ষীরেণ জীবতি।
ভূমিপ্রদেশা ধন্যাস্তে সতৃণা বীরুধঃ শুভে ॥৪২৯
তে ধন্যাশ্চ কৃতার্থাশ্চ তৈরেব সুকৃতং কৃতম্।
তৈরাপ্তং জন্মনঃ সারং যে পিবন্তি পয়স্তব ॥
মৃগেন্দ্রঃ প্রত্যয়ং গত্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
প্রত্যাদেশোঽয়মস্মাকং সত্যং দেবৈঃ প্রদর্শিতঃ
সত্যনিষ্ঠাং * গবাং দৃষ্ট্বা ন মে বাঞ্ছাস্তি
জীবিতুম্ ॥ ৪৩২
তৎ করিষ্যাম্যহং কর্ম্ম যেন মুচ্যেয় কিল্বিষাৎ ॥
ময়া জীবসহস্রাণি ভক্ষিতানি শতানি চ।

গতিং কামিহ গচ্ছামি দৃষ্ট্বা গোঃ সত্যমীদৃশম্।
অহং পাপো দুরাচারো নৃশংসো জীবঘাতকঃ।
কাংশ্চ লোকান্ গমিষ্যামি কৃত্বা কর্ম্ম সুদারুণম্
গমিষ্যে পুণ্যতীর্থানি করিষ্যে পাপশোধনম্।
পতিষ্যে গিরিমারুহ্য প্রবেক্ষ্যে বা হুতাশনম্।
ধেনোঽদ্য যন্ময়া কার্য্যং তপঃ পাপাবিশুদ্ধয়ে।
তদাদিশস্ব সংক্ষেপায় কালো বিস্তরস্য তু ॥৪৩৬
ধেনুরুবাচ।
তপঃ কৃতে প্রশংসন্তি ত্রেতায়াং জ্ঞানমেব চ।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে।
সর্ব্বেষামেব দানানামিদমেবৈকমুত্তমম্।
অভয়ং সর্ব্বভূতানাং নাস্তি দানমতঃ পরম্ ॥৪৩৮
চরাচরাণাং ভূতানামভয়ং যঃ প্রযচ্ছতি।
স চ সর্ব্বভয়ান্মুক্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৪৩৯
নাস্ত্যহিংসাসমং দানং নাস্ত্যহিংসাসমং তপঃ

আমার ভগিনী হইলে, তোমার এই সন্তান আমার ভাগিনেয় হইল। সত্যে লোক সকল প্রতিষ্ঠিত। সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সত্যের মহিমায়ই গাভীগণ প্রিয় হবিঃ—ক্ষীরধারা মোচন করিয়া থাকে। তোমার দুগ্ধ দ্বারা যে জীবন ধারণ করে, সেই গোপও ইহলোকে ধন্যতম। শুভে! আর তুমি যে প্রদেশে তৃণ ভক্ষণাদি জন্য বিচরণ কর, সেই সতৃণ ভূমিপ্রদেশও ধন্য এবং তত্রত্য লতা সকলও ধন্য। তাহারাই ধন্য, তাহারাই কৃতার্থ, আর তাহারাই সুকৃতাচরণ করিয়াছে, এবং তাহারাই জন্মগ্রহণের সার ফল প্রাপ্ত হইয়াছে,—যাহারা তোমার দুগ্ধ পান করে ।৪২৩—৪৩০। সেই মৃগেন্দ্র,নন্দা গাভীর সত্যপালন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। ভাবিল, ইহা দেবগণের আমার প্রতি প্রত্যাদেশ; তাঁহারা আমাকে আজি প্রকৃত সত্যপথ প্রদর্শন করিলেন। গোজাতিরও এমন অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া আমার আর জীবনধারণে কামনা নাই। আমি কত শত সহস্র জীব ভক্ষণ করিয়াছি, সেজন্য আমার এখন এমন কার্য্য করা কর্ত্তব্য যাহাতে সেই পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারি। নচেৎ আমার না জানি কোন্ গতি হইবে? একটা গাভীরও এরূপ সত্যনিষ্ঠা, আর আমি দুরাচার পাতকী জীবঘাতী নৃশংস; আমি এই সুদারুণ কর্ম্ম করার ফলে কোন লোকে যাইব? আমি পুণ্যতীর্থনিচয়ে যাইব; পাপের শোধন করিব; সেজন্য আমি পর্ব্বত হইতে পতন কিম্বা হুতাশনেও প্রবেশ করিব। অয়ি ধেনো! অদ্য আমার পক্ষে পাপশোধনের জন্য যে তপস্যা করা আবশ্যক,তুমি সেই সম্বন্ধে আমাকে সংক্ষেপে উপদেশ দেও; বিস্তৃতরূপে বলিবার মত সময় নাই। ৪৩১—৪৩৬। ধেনু কহিল,—সাধু মহাজনেরা সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে একমাত্র দান শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতে অভয়দান,—যত দান আছে তৎসমস্তের মধ্যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নিরূপিত; ইহাপেক্ষা আর কোনও শ্রেষ্ঠদান নাই। যেজন চর অচর সর্ব্বভূতেই অভয়দান করেন, তিনি সর্ব্বভয়মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। অহিংসার সমান দান নাই;

---

* সত্যনিষ্ঠমিতি চ পাঠঃ।

যথা হস্তিপদেঽন্যৎ পদং সর্ব্বং প্রলীয়তে।
সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা ব্যাঘ্র প্রলীয়ন্তে হ্যহিংসয়া ॥৪৪১
যোগবৃক্ষস্য ছায়া যা তাপত্রয়বিনাশিনী।
ধর্ম্মজ্ঞানে চ পুষ্পাণি স্বর্গমোক্ষৌ ফলানি চ ॥
দুঃখার্ত্তাভিভূতস্য ছায়া যোগতরোঃ স্মৃতা।
ন বাধ্যতে পুনর্দুঃখৈঃ প্রাপ্য নির্ব্বাণমুত্তমম্ ॥
ইত্যেতৎ পরমং শ্রেয়ঃ কীর্ত্তিতং তে সমাসতঃ।
জানতৈব ত্বয়া সর্ব্বং কেবলং মাস্তু পৃচ্ছসি ॥

ব্যাঘ্র উবাচ।

অহং মৃগ্যা পুরা শপ্তো ব্যাঘ্ররূপেণ সংস্থিতঃ।
ততঃ প্রাণিবধাৎ সর্ব্বমশেষং মম বিস্মৃতম্ ॥
ত্বৎসম্পর্কোপদেশাভ্যাং সঞ্জাতং স্মরণং পুনঃ
ত্বৎপ্রাপ্যনেন সত্যেন গমিষ্যসি পরাং গতিম্ ॥
তদহং ত্বাং পুনঃ পৃচ্ছে প্রশ্নমেকং হৃদি স্থিতম্
সাগ্রং বর্ষশতং জাতং চিন্তয়ানস্য মে শুভে ॥
ভবত্যা ভাগ্যযোগেন কদাচিৎ স্বর্গশোভনে।
কৃতং ধর্ম্মস্য সংস্থানং সতাং মার্গে প্রতিষ্ঠিতম্
কিং তেঽভিধানং কল্যাণি ব্রূহি মেহত্র সুব্রতে ॥ ৪৪৮

নন্দোবাচ।

মম নন্দেতি সংজ্ঞা তু কৃতা নন্দেন স্বামিনা।
সাম্প্রতং ভক্ষয়ামীতি হ্যতিষ্ঠঃ কেন হেতুনা ॥
নন্দেতি শ্রুত্বা তন্নাম মুক্তশাপঃ প্রভঞ্জনঃ।
পুনর্নৃপত্বমাপন্নো বলরূপসমন্বিতঃ ॥ ৪৫০
এতস্মিন্নন্তরে ধর্ম্মস্তাং জ্ঞাত্বা সত্যবাদিনীম্।
দ্রষ্টুং সমাগতস্তত্র প্রাব্রবীচ্চ পয়স্বিনীম্ ॥ ৪৫১
তব সত্যব্রতাদ্ধৃষ্টো ধর্ম্মোঽহমিহ চাগতঃ ॥ ৪৫২
নন্দে বৃণীষ ভদ্রস্তে বরং বরতমং হি যৎ।
এবমুক্তা হি সা দেবী নন্দা তং প্রার্থয়দ্বরম্ ॥৪৫৩
ত্বদনুভাবাৎ সসুতা গচ্ছামি পদমুত্তমম্।
ভবেদিদং শুভং তীর্থং মুনীনাং ধর্ম্মদায়কম্ ॥
মন্নাম্না চ সরিদিয়ং নন্দা নাম সরস্বতী।

অহিংসার সম তপস্যা নাই। হস্তীর পদ-চিহ্নে যেমন অপরাপর সকল পদচিহ্নই মিলাইয়া যায়, তদ্রূপ হে ব্যাঘ্র! সমস্ত ধর্ম্মই অহিংসার অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। অহিংসা—যোগরূপ বৃক্ষের তাপত্রয়বিনাশিনী ছায়া; ধর্ম্ম ও জ্ঞান তাহার পুষ্প; স্বর্গ ও মোক্ষ উহার ফল; এবম্বিধ যোগতরুর ছায়া আশ্রয় করিলে সে আর দুঃখে অভিভূত হয় না; পরন্তু পরনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। এই তোমার নিকট পরম শ্রেয়স্কর বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম; তুমি তো সকলই জান, তথাপি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। ব্যাঘ্র কহিল,—আমি পূর্ব্বে একটা মৃগী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া এই ব্যাঘ্রমূর্ত্তিতে রহিয়াছি এবং এতকাল প্রাণিবধ করিয়া তাহার ফলে পূর্ব্বের সমস্ত ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি। শুভে! আমার দুরবস্থার কথা চিন্তা করিতে করিতে শত বর্ষের অধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমি আজি আমায় ধর্ম্মসংস্থান করিয়া দিলে; সাধুগণের স্বর্গফলপ্রদ উত্তম পথে আমাকে স্থাপন করিলে! অয়ি কল্যাণি! তোমার নাম কি? আমি সে সম্বন্ধে অজ্ঞ; সুব্রতে! তুমি তাহা আমাকে বল। নন্দা কহিল,—আমার স্বামী নন্দ; আমার নাম রাখিয়াছেন 'নন্দা'। তুমি পূর্ব্বে আমাকে খাইবে বলিয়া এখন খাইতেছ না কিজন্য? রাজা প্রভঞ্জন 'নন্দা' এই নাম শুনিয়া শাপমুক্ত হইলেন। তিনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ বল ও রূপসম্পন্ন রাজমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন।৪৩৭—৪৫০। ইতিমধ্যে ধর্ম্ম, সেই নন্দাগাভীর সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া যেখানে তাহাকে দেখিতে আসিলেন এবং সেই নন্দা-গাভীকে কহিলেন,—নন্দে! তোমার সত্য-ব্রত দেখিয়া আমি হৃষ্টচিত্তে এখানে আসিয়াছি; আমি ধর্ম্ম। তোমার যাহা শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনীয়, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি আমার নিকট তাহা প্রার্থনা কর। ধর্ম্মের এই কথা শুনিয়া নন্দা গাভী তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিল,—আমি যেন আপনার করুণায় পুত্রের সহিত উত্তম গতিলাভ করিতে পারি; আর ইহা যেন মুনিগণের ধর্ম্মসম্পাদক শুভ তীর্থ বলিয়া গণ্য হয়; আর এই সরস্বতী

বরপ্রদানাদ্দেবেশ তদেতৎ প্রার্থিতং ময়া ॥৪৫৫

পুলস্ত্য উবাচ।

সা তৎক্ষণাদ্গতা দেবী স্থানং সত্যবতাং শুভম্
প্রভঞ্জনোঽপি তদ্রাজ্যং সম্প্রাপ্তঃ প্রাগুপার্জ্জিতম্ ॥ ৪৫৬

নন্দা যেন গতা স্বর্গং নন্দাং প্রাপ্য সরস্বতীম্।
তেনাখ্যায়া বুধৈস্তস্যাঃ প্রোক্তা নন্দা সরস্বতী ॥
সরস্বতী পুনস্তস্মাদ্বনাৎ খর্জ্জুরসংজ্ঞিতাৎ।
দক্ষিণেন পুনর্যাতা প্লাবয়ন্তী ধরাতলম্ ॥৪৫৮
আগচ্ছন্নপি যস্তস্যা নাম গৃহ্লাতি মানবঃ।
জীবন্ সুখং স আপ্নোতি মৃতো ভবতি খেচরঃ
তত্র যে শুভকর্ম্মাণস্ত্যজন্তি স্বাং তনুং নরাঃ।
তে বিদ্যাধররাজানো ভবন্তি সুখিনো জনাঃ ॥
নরাণাং স্বর্গনিঃশ্রেণী স্নানাৎ পানাৎ সরস্বতী ॥

নদীও যেন আমার নামে 'নন্দা' বলিয়া খ্যাতিলাভ করে; হে দেবেশ! আপনার বরপ্রদানে এই সকল হউক। আমি এই বরই আপনার নিকট প্রার্থনা করিলাম। পুলস্ত্য কহিলেন,—সেই নন্দা গাভী সত্যবান্-দিগের গম্য শুভলোকে তৎক্ষণাৎ দেবীরূপে গমন করিলেন। আর রাজা প্রভঞ্জনও তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই নন্দাগাভী আনন্দদায়িনী সরস্বতীর নিকটে যাইয়াই স্বর্গগমনে সমর্থা হইয়াছিল; সেইজন্য বুধগণ সেই সরস্বতী-কেও 'নন্দা' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অতঃপর আবার সরস্বতী সেই খর্জ্জুরবন হইতে দক্ষিণ দিকে ভূভাগ প্লাবিত করিতে করিতে প্রবাহিতা হইলেন। যে মানব এই তীর্থে আসিতে আসিতেও সেই 'নন্দা'র নাম কীর্ত্তন করে, সে জীবিতকালেই তাহার ফলে সুখলাভ করে, আর মরণান্তে খেচর হইয়া থাকে। সেখানে যেসমস্ত শুভকর্ম্মা মানব নিজকায় পরিহার করে, তাহারা বিদ্যাধর-গণের রাজা হইয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে।৪৫১—৪৬০। সরস্বতী স্নানে ও পানে নরগণের স্বর্গসোপানসদৃশী; যাহারা

তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বন্তি যেঽষ্টম্যাং সুসমাহিতাঃ।
তে মৃতাঃ স্বর্গমাসাদ্য মোদন্তে সুমনোরমাঃ।
সরস্বতী তদা স্ত্রীণাং তত্র সৌভাগ্যদায়িকা।
উপোষিতা তৃতীয়ায়ামপি সৌভাগ্যভাজনা।
তত্র তদ্দর্শনেনাপি মুচ্যতে পাপসঞ্চয়াৎ। ৪৬২
স্পৃশন্তি যে নরাঃ কেচিৎ তেঽপি জ্ঞেয়া মুনীশ্বরাঃ
রজতস্য প্রদানেন রূপবান্ জায়তে নরঃ ॥৪৬৩
পুণ্যা পুণ্যজলোপেতা নদীয়ং ব্রহ্মণঃ সুতা।
নন্দা নামেতি বিপুলা প্রবৃত্তা দক্ষিণামুখী ॥৪৬৪
গত্বা ততো নাতিদূরং পুনর্যাতা পরাঙ্মুখী।
ততঃ প্রভৃতি সা দেবী প্রসভং প্রকটাস্থিতা।
তস্যাস্তটেষু পুণ্যেষু তীর্থান্যায়তনানি চ।
সংসেবিতানি মুনিভিঃ সিদ্ধৈশ্চাপি সমন্ততঃ।
তেষু সর্ব্বেষু ভবতি ধর্ম্মহেতুঃ সরস্বতী।
স্নানাৎ পানাৎ প্রদানাদ্বা হিরণ্যস্য মহানদী।
হাটকক্ষিতিগৌরীণাং নন্দাতীর্থে মহোদয়ম্।

অষ্টমীতে সুসমাহিতভাবে স্নান করে, তাহারা মরণান্তে স্বর্গে যাইয়া মনোরমাকারে আমোদ উপভোগে সমর্থ হইয়া থাকে। সেখানে সরস্বতী নারীগণের সততই সৌভাগ্যপ্রদা; তথায় তৃতীয়াতে উপবাস করিলেও সৌভাগ্য-দায়িনী হইয়া থাকেন। সেখানে তাহার দর্শনমাত্রেই মানব পাপসঞ্চয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যাহারা সেই নন্দাকে স্পর্শ করে, তাহারাও মুনীশ্বর বলিয়া গণ্য। সেখানে রজত প্রদানে মানব রূপবান্ হয়। সেই পুণ্যা ও পুণ্যরূপসম্পন্না ব্রহ্মসুতা মহানদী সরস্বতী, বিপুলাকারে 'নন্দা' নামে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা হইয়াছেন। সেখান হইতে কিন্তু অনতিদূরে যাইয়াই আবার তিনি পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছেন এবং সেখান হই-তেই আবার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তাকার ধারণ করিয়াছেন। তাহার পুণ্য তটসমূহে সমন্ততঃ মুনি-সিদ্ধ-নিষেবিত বহু তীর্থ ও নানা আয়-তন বর্ত্তমান; তাহাতে সেই নন্দা সরস্বতী ধর্ম্মহেতু হইয়া রহিয়াছেন। সেখানে স্নান পান ও স্বর্ণদান মহাফলজনক। সেখানে

দানং দত্তং নরৈঃ স্নাতৈর্জ্জনয়ত্যক্ষয়ং ফলম্ ॥
ধান্যপ্রদানং প্রবদন্তি শস্তং
বসুপ্রদানঞ্চ তথা মুনীন্দ্রাঃ।
যৈস্তেষু তীর্থেষু নরৈঃ প্রদত্তং
তদ্ধর্ম্মহেতুঃ প্রবরং প্রদিষ্টম্ ॥ ৪৭০
প্রায়োপবেশং প্রয়তঃ প্রযত্নাদ্-
যস্তত্র কুর্য্যাৎ প্রমদা পুমান্ বা।
তীর্থেষু সাযুজ্যমবাপ্য সোঽয়ং
ভুঙ্‌ক্তে ফলং ব্রহ্মগৃহে যথেষ্টম্ ॥ ৪৭১
তস্যোপকণ্ঠে তু মৃতাস্তু যে বৈ
কর্ম্মক্ষয়াৎ স্থাবরজঙ্গমাশ্চ।
তৈশ্চাপি সর্ব্বৈঃ সহসা প্রসহ্য
লভ্যেত যজ্ঞস্য ফলং দুরাপম্ ॥ ৪৭২
ততস্তু সা ধর্ম্মফলপ্রদা ভবে-
জ্জন্মাদিদুঃখার্দ্দিতচেতসাং নৃণাম্।
সর্ব্বাত্মনা পুণ্যফলা সরস্বতী
সেব্যা প্রযত্নাৎ পুরুষৈর্ম্মহানদী ॥ ৪৭৩

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে প্রাচী-
মাহাত্ম্যে নন্দাতীর্থোৎপত্তির্নামাষ্টা-
দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

দান করিয়া স্বর্ণ, ভূমি ও গৌরী কন্যা-দান মহোদয়কর; উহা দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। মুনীন্দ্রগণ সেখানে ধান্য দান ও ধনদান প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করেন। সেই সমস্ত তীর্থে নরগণ যাহা দান করে, তাহা প্রবল ধর্ম্মজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ৪৬১—৪৭০। সেখানে নারী বা পুরুষ, যে কেহ প্রযত্নসহকারে প্রযতভাবে প্রায়োপ-বেশন করে, সে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া ব্রহ্ম-ভবনে তাহার সৎফল যথেচ্ছ উপভোগ করিয়া থাকে। তাহার উপকণ্ঠভাগে যে সকল স্থাবর জঙ্গম কর্ম্মক্ষয়বশে মরণাপন্ন হয়, তাহারা সকলেও সহসা বলপূর্ব্বকই যেন, যজ্ঞের দুর্লভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্মাদিদুঃখে নিপীড়িতচেতা জনগণের পক্ষে এই জন্যই সেই ধর্ম্মফলপ্রদা সরস্বতী মহা-নদী সর্ব্বাত্মনা প্রযত্ন সহকারেই সেবনীয়া; যেহেতু উহার সেবা করিলে পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে। ৪৭১—৪৭৩।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

পুষ্করস্য চ নন্দায়াঃ শ্রুতং মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ঋষিকোটির্যদায়াতা পুষ্করে মুখদর্শনাৎ ॥ ১
সর্ব্বৈঃ সুরূপতা লব্ধা সর্ব্বমেতন্ময়া শ্রুতম্।
যজ্ঞোপবীতৈর্ভক্তানি যানি তানি বদস্ব মে ॥ ২
কথং তীর্থবিভাগস্তু কৃতস্তৈঃ সুমহাত্মভিঃ।
আশ্রমে যানি তীর্থানি কৃতান্যপি মহর্ষিভিঃ ॥ ৩
পদন্যাসঃ কৃতঃ পূর্ব্বং বিষ্ণুনা যজ্ঞপর্ব্বতে।
নাগৈস্তত্র পঞ্চতীর্থং কৃতৈস্তৈস্তু মহাবিষৈঃ ॥ ৪
পিণ্ডপ্রদানবাপী চ কেন পূর্ব্বং বিনির্ম্মিতা।
উদঙ্মুখী ভূমিগতা কথং গঙ্গা সরস্বতী ॥ ৫
ব্রাহ্মণৈর্বেদবিদ্বদ্ভিঃ কথং যাত্রা ত্রিপুষ্করে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—পুষ্করের এবং নন্দার উত্তম মাহাত্ম্য আমি শুনিলাম। আর পুষ্করে যে কোটি ঋষি আসিয়া জলে মুখ দেখিয়া সকলেই সুরূপ হইয়াছিলেন, তাহাও আমি শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা যে যজ্ঞোপ-বীতপ্রমাণে তত্রত্য তীর্থের বিভাগ করিয়া-ছিলেন, আপনি সেই বিবরণ আমাকে বলুন। সেই মহাত্মা মহর্ষিরা নিজ নিজ আশ্রমে যে সকল তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই সমস্তের বিভাগ করিয়াছিলেন কিজন্য? পূর্ব্বে বিষ্ণু সেই যজ্ঞপর্ব্বতে পদন্যাস করিয়াছিলেন। মহাবিষ পঞ্চনাগ সেইখানে পাঁচটী তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বিবরণ এবং তত্রত্য পিণ্ডপ্রদানবাপী পূর্ব্বে কে নির্ম্মাণ করিয়াছিল? আর সেখানে গঙ্গা কিজন্য উত্তরমুখী এবং সরস্বতীই বা কেন ভূমিগতা হইয়াছেন? আর বেদবিদ্বান্

কর্ত্তব্যা যৎফলং তস্যা জায়তে তদ্বদস্ব মে ॥ ৬

পুলস্ত্য উবাচ।

প্রশ্নভারো মহানেষ ভবতা পরিকল্পিতঃ।
তদেকাগ্রমনা ভূত্বা শৃণু তীর্থমহাফলম্ ॥ ৭
যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৮
প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৯
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ১০
ঋষীণাং পরমং গুহ্যমিদং ভরতসত্তম।
পূর্ব্বং যত্র মহারাজ সত্রে পৈতামহে তথা ॥ ১১
যতীনামুগ্রতপসাং যেষাং কোটিঃ সমাগতা।
মুখদর্শনমাশ্রিত্য স্থিতাস্তে জ্যেষ্ঠপুষ্করে ॥ ১২
সুরূপতাং পরাং লব্ধা প্রীতাস্তে মুনিসত্তমাঃ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টা ব্রহ্মদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৩
যজ্ঞোপবীতৈস্তে ভূমিং মাপ্য সর্ব্বে চতুর্দ্দিশম্
কৃত্বা তীর্থবিভাগঞ্চ স্থিতা ভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ১৪
আগমস্তত্র তেষাং তদা তুষ্টঃ পিতামহঃ।
কোটিং কৃত্বা তদা তেষাং মানং দৃষ্ট্বা মনীষিণাম্
অদ্যপ্রভৃতি যুষ্মাকং ধর্ম্মবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি।
ইহাগত্য নরো যো বৈ যদঙ্গং প্রথমং জলে।
প্লাবয়িষ্যতি রূপার্থং রূপিতা তীর্থকারিতা।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো যোজনায়তমণ্ডলে ॥ ১৭
অর্দ্ধযোজনবিস্তারং দৈর্ঘ্যং সার্দ্ধং হি যোজনম্।
এতৎ প্রমাণং তীর্থস্য ঋষিকোটিপ্রবর্ত্তিতম্ ॥ ১৮
গমনাদেব রাজেন্দ্র পুষ্করস্য অরিন্দম।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৯
সরস্বতী মহাপুণ্যা প্রবিষ্টা জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
অভিগচ্ছন্তি রাজেন্দ্র চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশীম্ ॥ ২০

ব্রাহ্মণগণ, ত্রিপুষ্করে কি প্রকারে যাত্রা করিবে? আর তাহার যে ফল হয়, আপনি তাহা আমাকে বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—তুমি এই মহান্ প্রশ্নভারের অবতারণা করিলে; অতএব একাগ্রমনে সেই তীর্থের মহাফল শ্রবণ কর। যাহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মন, সুসংযত, আর যাহার বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে, সে-ই তীর্থফল পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহনিবৃত্ত, যে-কোন-প্রকারেই যে জন সন্তুষ্ট থাকে এবং যে ব্যক্তি অহঙ্কার-রহিত, সে-ই তীর্থফল ভোগ করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! যে জন অক্রোধন, সত্যপরায়ণ, দৃঢ়ব্রত এবং সর্ব্বভূতে আত্মোপম দৃষ্টি-সম্পন্ন, সে তীর্থফল লাভ করিয়া থাকে। ১—১০। হে ভরতসত্তম! এ বৃত্তান্ত ঋষি-গণের পরম গোপনীয়। পূর্ব্বে পিতামহের যজ্ঞে যে উগ্রতপাঃ কোটিসংখ্যক যতি সমা-গত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জ্যেষ্ঠ পুষ্করে যাইয়া মুখদর্শন তীর্থের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদর্শনকামী সেই মুনি-সত্তমগণ, সেখানে পরম সুরূপতা প্রাপ্ত হইয়া মহাহর্ষে আবিষ্ট হইলেন। সেই ভক্তিপরা-য়ণ মহর্ষিগণ সকলেই নিজ নিজ যজ্ঞোপবীত প্রমাণে চতুর্দ্দিকে ভূমি মাপিয়া তীর্থ বিভাগ-পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা এককোটি ভাগে সেই তীর্থের বিভাগ সাধন করিয়াছেন দেখিয়া পিতামহ ব্রহ্মা সেই মনীষিগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেখানে আসিয়া সেই মুনিগণকে কহিলেন,—অদ্য হইতে তোমাদিগের ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই যোজনায়ত তীর্থমণ্ডলে আসিয়া যে মানব রূপ-লাভার্থ প্রথমতঃ যে অঙ্গ জলে প্লাবিত করিবে, তাহার সেই অঙ্গ এই তীর্থের প্রভাবে নিশ্চয়ই সুন্দর হইবে। সেই ঋষিকোটিপ্রবর্ত্তিত তীর্থ বিস্তারে, অর্দ্ধ যোজন এবং দৈর্ঘ্যে সার্দ্ধ যোজন। হে অরিন্দম রাজেন্দ্র! মানব পুষ্করে গমন মাত্রেই রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। জ্যেষ্ঠ পুষ্করে প্রবিষ্টা হইয়া সরস্বতী মহাপুণ্যা হইয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ ও সিদ্ধচারণগণ অভি-

তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
গোমেধঞ্চ তদাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ২১
এবং তীর্থবিভাগস্তু কৃতস্তৈস্তু মহর্ষিভিঃ।
পিতৃন্ দেবাংশ্চ সন্তর্প্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
তত্র স্নাত্বা ভবেন্মর্ত্ত্যো বিমলশ্চন্দ্রমা যথা।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি গতিঞ্চ পরমাং ব্রজেৎ ॥
নৃলোকে দেবদেবস্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
পুষ্করং নাম বিখ্যাতং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২৪
দশকোটিসহস্রাণি তীর্থানাং বৈ মহীপতে।
সান্নিধ্যং পুষ্করে যেষাং ত্রিসন্ধ্যং কুলনন্দন ॥২৫
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্গণাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব নিত্যং সন্নিহিতা বিভোঃ ॥
যত্র দেবাস্তপস্তপ্ত্বা দৈত্যা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
দিব্যযোগা মহারাজ পুণ্যেন মহতান্বিতাঃ ॥ ২৭
মনসাপ্যভিকামস্য পুষ্করাণি মনস্বিনঃ।
পূয়ন্তে সর্ব্বপাপানি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে ॥ ২৮
তস্মিংস্তীর্থে মহারাজ নিত্যমেব পিতামহঃ।
উবাস পরমপ্রীতো দেবদানবসম্মতঃ ॥ ২৯
পুষ্করেষু মহারাজ দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ।
সিদ্ধিঞ্চ সমনুপ্রাপ্তাঃ পুণ্যেন মহতান্বিতাঃ ॥ ৩০
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ
অশ্বমেধাদ্দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৩১
অপ্যেকং ভোজয়েদ্বিপ্রং পুষ্করারণ্যমাশ্রিতঃ।
অন্নেন তেন সম্প্রীতা কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥
তেনাসৌ কর্ম্মণা ভীষ্ম প্রেত্য চেহ চ মোদতে
শাকৈর্ম্মূলৈঃ ফলৈর্বাপি যেন বা বর্ত্তয়েৎ স্বয়ম্।
তদ্বৈ দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ ॥ ৩৪
তেনৈব প্রাপ্নুয়াৎ প্রাজ্ঞো হয়মেধফলং নরঃ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা রাজসত্তম।

গমন করিয়া থাকেন। ১১—২০। মানব সেখানে অভিষেক করিয়া পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইবে। এরূপ করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং সে তাহার কুলের উদ্ধার সাধন করিতে পারে। সেই মহর্ষিরা এইরূপ তীর্থ বিভাগ করিয়াছিলেন। সেখানে পিতৃলোকের ও দেবলোকের তর্পণ সাধন করিলে বিষ্ণুলোকে সসম্মানে বাস করিতে সমর্থ হয়। সেখানে স্নান করিয়া মনুষ্য চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। আর সে পরম গতি—ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকে। এই নরলোকে, পুষ্কর তীর্থ সেই দেবদেবের মহাপাতকনাশন, ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত তীর্থ। হে মহীপতে! সেই পুষ্করে দশ-সহস্র কোটি তীর্থের ত্রিসন্ধ্যায়ই সান্নিধ্য আছে। বিভুর সেই তীর্থে আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ইঁহারা নিয়তই সন্নিহিত রহিয়াছেন। হে মহারাজ! সেখানে দেবতা, দৈত্য ও ব্রহ্মর্ষিগণ তপশ্চরণ করিয়া তাহার ফলে দিব্যযোগসম্পন্ন মহা-পুণ্যসমন্বিত হইয়াছেন। মনস্বী মানব মনে মনেও পুষ্করগমনাভিলাষী হইলে তাহার সমস্ত পাতক দূর হয়। সে সুরলোকে বিহার করিয়া থাকে। হে মহারাজ! সেই তীর্থে পিতামহ ব্রহ্মা প্রতিদিনই দেব-দানবগণের মতানুসারেই বাস করেন। হে মহারাজ! পুষ্করে দেবতা ও ঋষিরা তপস্যাদ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত এবং মহাপুণ্যে সমন্বিত হইয়াছেন।২১—৩০। সেখানে যেজন স্নান করিয়া পিতৃদেবতার অর্চ্চনে রত হয়, সে তাহাতে অশ্বমেধ অপেক্ষাও দশগুণ অধিক ফল লাভ করিয়া থাকে। সেই পুষ্করারণ্য আশ্রয় করিয়া যে ব্যক্তি একটী ব্রাহ্মণকেও অন্নদ্বারা ভোজন করায়, তাহার সেই ভোজনে সেই ব্রাহ্মণ প্রীত হইলে কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল লাভ হইয়া থাকে! হে ভীষ্ম! সে সেই কর্ম্মের ফলে ইহকালে ও পরকালে সুখী হইয়া থাকে। সেখানে শাক, মূল, ফল, যাহা দ্বারাই নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করুক না কেন, শ্রদ্ধাবান্ অসূয়াহীন হইয়া তাহাই ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হে রাজসত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কিম্বা শূদ্র, যে কোন ব্যক্তিই এই কার্য্যের ফলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ

পৈতামহং সরঃ পুণ্যং পুষ্করং নাম নামতঃ।
বৈখানসানাং সিদ্ধানাং মুনীনাং পুণ্যদং হি যৎ
সরস্বতী পুণ্যতমা যস্মাদ্‌যাতা মহার্ণবম্।
আদিদেবো মহাযোগী যত্রাস্তে মধুসূদনঃ।
খ্যাত আদিবরাহেতি নাম্না ত্রিদশপূজিতঃ॥ ৩৭
হীনবর্ণাশ্চ যে বর্ণাস্তীর্থে পৈতামহে গতাঃ।
ন বিযোনিং ব্রজন্তে তে স্নাত্বা তীর্থে মহাত্মনঃ
কার্ত্তিক্যাঞ্চ বিশেষেণ যোঽভিগচ্ছেত্তু পুষ্করম্
ফলং তত্রাক্ষয়ং তস্য ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৩৯
সায়ং প্রাতঃ স্মরেদ্ যস্তু পুষ্করাণি কৃতাঞ্জলিঃ।
উপস্পৃষ্টং ভবেত্তেন সর্ব্বতীর্থে তু কৌরব॥ ৪০
জন্মপ্রভৃতি যৎপাপং স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্য বা।
পুষ্করে স্নানমাত্রেণ সর্ব্বমেতৎ প্রণশ্যতি॥ ৪১
যথা সুরাণাং প্রবরঃ সর্ব্বেষান্তু পিতামহঃ।
তথৈব পুষ্করং তীর্থং তীর্থানামাদিরুচ্যতে॥ ৪২
উষিত্বা দশ বর্ষাণি পুষ্করে নিয়তঃ শুচিঃ।
ক্রতূন্ সর্ব্বানবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি।
যস্তু বর্ষশতং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাসতে।
কার্ত্তিকীং বা বসেদেকাং পুষ্করে সমমেব তু॥ ৪৪
পুষ্করে দুষ্করো হোমঃ পুষ্করে দুষ্করং তপঃ।
পুষ্করে দুষ্করং দানং বাসশ্চৈব সুদুষ্করঃ॥ ৪৫
ব্রাহ্মণো বেদবিদ্বাংস্তু গত্বা বৈ জ্যেষ্ঠপুষ্করম্।
স্নানাদ্ভবেন্মোক্ষভাগী শ্রাদ্ধেন পিতৃতারকঃ।
নামমাত্রোঽপি যো বিপ্রো গত্বা সন্ধ্যামুপাসতে
বর্ষাণি দ্বাদশৈবেহ তেন সন্ধ্যা হ্যুপাসিতা॥ ৪৭
ভবেত্তু নাত্র সন্দেহঃ পুরা প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা।
সাবিত্রীকথিতো দোষঃ কুলে তস্য ন জায়তে।
যা পত্নী দদতে ভর্ত্তুঃ সন্ধ্যোপাস্তিং করিষ্যতঃ
করকেণ তু তাম্রেণ তোয়ং মুক্তা দিবং ব্রজেৎ
ব্রহ্মলোকমনুপ্রাপ্য তিষ্ঠতি ব্রহ্মণো দিনম্॥ ৫০
একাকিনা গতেনাপি সন্ধ্যা বন্দ্যা যথাক্রমম্।

করিয়া থাকে। সিদ্ধ বৈখানস ও মুনিগণের পৈতামহ পুষ্করনামক সরোবর পুণ্যপ্রদায়ক। পুণ্যতমা সরস্বতী যেখান হইতে মহার্ণবে গিয়াছেন। আর আদিদেব মহাযোগী মধুসূদন যেখানে আদি বরাহ নামে বিখ্যাত হইয়া ত্রিদশবর্গের পূজিত হইতেছেন; সেই পিতামহ তীর্থে যদি কোন হীন বর্ণও গমন করে, এবং সেই মহাত্মার তীর্থে স্নান করে, তবে কদাচ তাহার হীন যোনিতে জন্ম হয় না। বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পুষ্করে যেজন গমন করে, তাহার অক্ষয় ফল লাভ হয়; এই কথা আমরা শুনিতে পাই। যেজন কৃতাঞ্জলি হইয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে পুষ্কর স্মরণ করে, হে কৌরব! তাহার সমস্ত তীর্থেই আচমন করা হয়।৩১—৪০। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, জন্মাবধি যত পাতকই করুক, পুষ্করে স্নানমাত্রেই তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিতামহ যেমন সমস্ত দেবতার মধ্যে, তেমনি তীর্থনিচয়ের মধ্যেও পুষ্করই আদি বলিয়া নির্ণীত। দশবৎসর কাল পুষ্করে নিয়ত শুদ্ধিভাবে বাস করিয়া পুষ্কর দর্শন করার ফলে মানব সর্ব্বক্রতুর ফল প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। যেজন সমগ্র শত বৎসর অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে, কিম্বা যে, কেবল কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পুষ্করে বাস করে, তাহাদের উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়। পুষ্করে হোম দুষ্কর, পুষ্করে তপস্যা দুষ্কর; পুষ্করে দান করাও দুষ্কর; পরন্তু বাস করা অতীব দুষ্কর। বেদবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, জ্যেষ্ঠ পুষ্করে যাইয়া স্নান করিলে মোক্ষভাগী আর শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের তারক হয়। যে নাম মাত্রেই ব্রাহ্মণ, সেও যদি পুষ্করে যাইয়া সন্ধ্যা-উপাসনা করে, তৎকর্ত্তৃক দ্বাদশ বৎসর সন্ধ্যা উপাসিত হয়, অর্থাৎ সে দ্বাদশ বৎসর সন্ধ্যা করার ফল প্রাপ্ত হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই; পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু ইহা বলিয়াছেন। সাবিত্রীর অভিশাপজ দোষ কদাচ তাহার কুলে ঘটে না। যে দ্বিজপত্নী পতির সন্ধ্যোপাসনাকালে তাম্র করকে করিয়া সন্ধ্যোপাসনার্থ জল দান করে, সে মরণান্তে স্বর্গগমনে সমর্থা হয়। তারপর সে ব্রহ্মলোকগামিনী হইয়া সেখানে ব্রহ্মার একদিন

পৌষ্করেণাথ তোয়েন ভৃঙ্গারে নিহিতেন তু ॥
তেনাপি দ্বাদশাব্দানি সন্ধ্যোপাস্তা ন সংশয়ঃ ॥
ভবেৎ সমীপগা পত্নী কুর্ব্বতঃ পিতৃতর্পণম্ ।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় গায়ত্র্যা রাজসত্তম ॥ ৫২
পিতৃণাং পরমা তৃপ্তিঃ ক্রিয়তে দ্বাদশাব্দিকী ।
যুগসহস্রং পিণ্ডেন শ্রাদ্ধেনানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ৫৩
এতদর্থং হি বিদ্বাংসঃ কুর্ব্বতে দারসংগ্রহম্ ॥৫৪
তীর্থে গত্বা প্রদাস্যন্তি পিণ্ডান্ বৈ শ্রাদ্ধপূর্ব্বকম্
তেষাং পুত্রা ধনং ধান্যমবিচ্ছিন্না চ সন্ততিঃ ॥
ভবেদ্ধি নাত্র সন্দেহ এতদাহ পিতামহঃ ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
আশ্রমানপি তে বচ্মি শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ ।
অগস্ত্যেন কৃতশ্চাত্র আশ্রমো দেবসম্মতঃ ।
সপ্তর্ষীণাং পুরা চাত্র আশ্রমো দেবসম্মতঃ ॥ ৫৭
ব্রহ্মর্ষীণাং তথা চাত্র মনূনাং পরমস্তথা ।
নাগানাঞ্চ পুরী রম্যা যজ্ঞপর্ব্বতরোধসি ॥ ৫৮
অগস্ত্যস্য মহারাজ প্রভাবমমিতাত্মনঃ ।
কথয়ামি সমাসেন শৃণু ত্বং সুসমাহিতঃ ॥ ৫৯
পূর্ব্বং কৃতযুগে ভীষ্ম দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ।
কালেয়া ইতি বিখ্যাতা গণাঃ পরমদারুণাঃ ॥ ৬০
তে তু বৃত্রং সমাশ্রিত্য দেবান্ হন্তুং সমুদ্যতাঃ
ততো দেবাঃ সমুদ্বিগ্না ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে ॥ ৬১
কৃতাঞ্জলীংস্তু তান্ সর্ব্বান্ পরমেষ্ঠ্যভ্যুবাচ হ ॥
বিদিতং মে সুরাঃ সর্ব্বং যদ্বঃ কার্য্যং চিকীর্ষিতম্
তমুপায়ং প্রবক্ষ্যামি যথা বৃত্রং বধিষ্যথ ॥ ৬৩
দধীচিরিতি বিখ্যাতো মহানৃষিরুদারধীঃ ।
তং গত্বা সহিতাঃ সর্ব্বে বরঞ্চ প্রতিযাচত ॥ ৬৪
স বো দাস্যতি ধর্ম্মাত্মা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ।

বাস করিয়া থাকে। ৪১—৫০। যদি কেহ একাকী যাইয়াও সেই পুষ্কর তীর্থে ভৃঙ্গারে করিয়া জল লইয়া সন্ধ্যাবন্দনা করে, তাহারও দ্বাদশ বৎসর তথায় সন্ধ্যা করার ফল লাভ হয়। হে রাজসত্তম! সেখানে গায়ত্রী দ্বারা পিতৃতর্পণে প্রবৃত্ত হইলে তৎকালে যদি তদীয়া পত্নী তৎসমীপগা হইয়া দক্ষিণ দিকে অবস্থান করে, তবে সেই তর্পণে পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। আর পিণ্ডদান করিলে সহস্রযুগ এবং শ্রাদ্ধ করিলে অনন্তকাল পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। বিদ্বানগণ এই নিমিত্তই দারসংগ্রহ করিয়া থাকেন। পিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, যাহারা পুষ্করতীর্থে যাইয়া শ্রদ্ধানুষ্ঠানান্তে পিণ্ডদান করে, তাহাদিগের পুত্র, ধন, ধান্য এবং অবিচ্ছিন্না সন্ততি লাভ হইয়া থাকে। আর যদি সেখানে পিতৃলোকের ও দেবগণের তর্পণ করে, তবে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রাজন্! এক্ষণে তত্রত্য আশ্রমসমূহের বিবরণ তোমাকে বলিতেছি। মহর্ষি অগস্ত্য সেখানে একটী দেবসম্মত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর সেখানে সপ্তর্ষিগণের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত দেবসম্মত আশ্রমও বিরাজিত। তথায় ব্রহ্মর্ষিগণের ও মনুগণেরও পরম আশ্রম সকল আছে। সেই যজ্ঞপর্ব্বতের প্রান্তভাগে নাগগণের এক রম্যা পুরী বিরাজমানা। হে মহারাজ! অমিতাত্মা অগস্ত্যের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি; তুমি সুসমাহিত মানসে তাহা শ্রবণ কর। হে ভীষ্ম! পূর্ব্বে সত্যযুগে, দানবেরা অতিশয় যুদ্ধদুর্ম্মদ ছিল। কালেয় নামে দৈত্যদিগের একটা দল ছিল; তাহারা পরম দারুণ স্বভাব। ৫১—৬০। তাহারা বৃত্রাসুরের আশ্রয় লইয়া দেবগণকে হনন করিতে উদ্যুক্ত হইল। তাহাতে দেবতারা সমুদ্বিগ্ন হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দেবগণকে কৃতাঞ্জলি দেখিয়া কহিলেন,—হে সুরগণ! তোমাদিগের যে কার্য্য করা অভিলাষ, আমি তাহা সমস্তই জানিতে পারিয়াছি; সুতরাং তজ্জন্য তোমরা যাহাতে সেই বৃত্রকে বিনাশ করিতে পার, আমি তাহার উপায় বলিতেছি। দধীচি নামে বিখ্যাত উদারবুদ্ধি এক মহান্ ঋষি আছেন। তোমরা সকলে যাইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। সেই ধর্ম্মাত্মা সুপ্রীতান্তঃকরণেই তোমাদিগকে

স বাচ্যঃ সহিতৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বজ্রিৎকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৬৫
অস্থীনি প্রযচ্ছস্ব ত্রৈলোক্যহিতকাঙ্ক্ষয়া ।
স শরীরং সমুৎসৃজ্য অস্থীনি প্রদাস্যতি ॥ ৬৬
তস্যাস্থিভির্ম্মহাঘোরং বজ্রং সংক্রিয়তাং দৃঢ়ম্
মহাশত্রুহনং দিব্যং তদস্ত্রমশনিঃ স্মৃতম্ ॥ ৬৭
তেন বজ্রেণ বৈ বৃত্রং বধিষ্যতি শতক্রতুঃ ।
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং তস্মাৎ সর্ব্বং বিধীয়তাম্ ॥
এবমুক্তাস্ততো দেবা অনুজ্ঞাপ্য পিতামহম্ ।
শতক্রতুং পুরস্কৃত্য দধীচেরাশ্রমং যযুঃ ॥ ৬৯
সরস্বত্যাঃ পরে পারে নানাদ্রুমলতাবৃতম্ ।
ষট্পদোদ্গীতনিনদৈরুদ্ঘুষ্টৈঃ সামগৈরিব ॥ ৭০
পুংস্কোকিলরবোন্মিশ্রং জীবঞ্জীবকনাদিতম্ ।
মহিষৈশ্চ বরাহৈশ্চ সৃমরৈশ্চমরৈরপি ॥ ৭১
তত্র তত্রানুচরিতৈঃ শার্দ্দূলভয়বর্জ্জিতৈঃ ।
করেণুভির্বারণৈশ্চ প্রভিন্নকরটামুখৈঃ ॥ ৭২
সরোমাদৈশ্চ ক্রীড়দ্ভিঃ সমন্তাদনুনাদিতম্ ।
সিংহব্যাঘ্রৈর্ম্মহানাদং নদদ্ভিরনুনাদিতম্ ॥ ৭৩
ময়ূরৈশ্চাপি সংলীনৈর্গুহাকন্দরবাসিভিঃ ।
তেষু তেষু চ কুঞ্জেষু নাদিতং সুমনোরমম্ ।
ত্রিবিষ্টপসমপ্রখ্যং দধীচ্যাশ্রমমাগমন্ ॥ ৭৪
তত্রাপশ্যন্ দধীচিং তং দিবাকরসমপ্রভম্ ।
জাজ্বল্যমানং বপুষা যথা লক্ষ্ম্যা চতুর্ভুজম্ ॥ ৭৫
তস্য পাদৌ সুরা রাজন্নভিবন্দ্য প্রণম্য চ ।
অযাচন্ত বরং সর্ব্বে যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥ ৭৬

ততো দধীচিঃ পরমপ্রতীতঃ
সুরোত্তমাংস্তানিদমিত্যুবাচ ।
করোমি যদ্বো হিতমদ্য দেবাঃ
স্বং বাপি দেহং স্বয়মুৎসৃজামি ॥ ৭৭

প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিবেন। তোমরা জয় কামনা করিতেছ ; সকলে মিলিয়া যাইয়া সেই মহর্ষিকে বল যে, আপনি ত্রৈলোক্যের হিতকামনায়, নিজ শরীরাস্থিনিচয় আমাদিগকে প্রদান করুন। তোমাদিগের প্রার্থনায় তিনি নিজ শরীর পরিহার করিয়া স্বীয় অস্থিনিচয় প্রদান করিবেন। তাঁহার সেই অস্থি সমস্ত লইয়া গিয়া তদ্দ্বারা তোমরা মহাঘোর দৃঢ় বজ্র নির্ম্মাণ কর ; সেই অস্ত্র অতি মহৎ শত্রুবিনাশক্ষম দিব্য অশনি নামে প্রসিদ্ধ হইবে। শতক্রতু ইন্দ্র সেই বজ্র দ্বারা বৃত্রকে বিনাশ করিতে পারিবেন। এই আমি তোমাদিগের নিকট বৃত্রবধোপায় সম্পূর্ণ কীর্ত্তন করিলাম ; তোমরা যাইয়া এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন কর। দেবগণ, ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তদীয়ানুজ্ঞা গ্রহণান্তে ইন্দ্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দধীচি মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। সেই আশ্রম সরস্বতীর পরপারে বিরাজমান। উহা নানা দ্রুম-লতা-বৃত। সেখানকার ভ্রমর-গুঞ্জন-রবে বোধ হইতেছিল যেন সামগগণ সাম গান করিতেছে।৬৫—৭০। তথায় পুংস্কোকিলদলের মধুরারাবের সহিত চকোরকুলের নাদ শ্রুত হইতেছিল। মহিষ, বরাহ, সৃমর, চমরাদি জন্তুগণ শার্দ্দূলভয়হীন হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। মদমত্ত বারণগণ, করিণীগণের সহিত বিবিধ শব্দ করিতে করিতে স্থানে স্থানে বিহার করিতেছিল বলিয়া সেই আশ্রম নিরন্তর বৃংহিত শব্দে অনুনাদিত হইতেছিল। স্থানে স্থানে সিংহ ব্যাঘ্রগণ নিনাদ দ্বারা সেই আশ্রম অনুনাদিত করিতেছিল। গুহা ও কন্দরবাসী ময়ূরগণ নানাকুঞ্জে স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে থাকিয়াই নিনাদ দ্বারা সেই আশ্রম মনোহর করিয়া রাখিয়াছিল। দেবগণ সেই সুরলোকসম দধীচির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৭১—৭৪। তাঁহারা সেখানে দেখিলেন, দিবাকরসমপ্রভ দধীচি মুনি রহিয়াছেন ; বোধ হইতেছে যেন লক্ষ্মীর সহিত বাসুদেব বিরাজমান। রাজন্! দেবগণ সকলেই যাইয়া তাঁহার পদে অভিবাদন প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা যেমন বলিয়াছিলেন ; তাহার নিকট তদনুরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। তারপর মুনিবর দধীচি সেই সুরোত্তমগণকে সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন,—হে দেবগণ! আপনাদিগের যাহাতে হিত হয়, আমি তাহাই করিব ; তদর্থে যদি নিজ

তানেবমুক্তা দ্বিপদাং বরিষ্ঠঃ
প্রাণাংস্ততোঽসৌ সহসোৎসসর্জ্জ।
সুরাস্তদস্থীনি সবাসবাস্তে
যথোপযোগং জগৃহুঃ স্ম তস্য ॥ ৭৮
প্রহৃষ্টরূপাশ্চ জয়ায় দেবা-
স্ত্বষ্টারমাসাদ্য তমর্থমূচুঃ।
ত্বষ্টা তু তেষাং বচনং নিশম্য
প্রহৃষ্টরূপঃ প্রযতঃ প্রযত্নাৎ ॥ ৭৯
চকার বজ্রং ভৃশমুগ্রবীর্য্যং
কৃত্বা চ শক্রং তমুবাচ হৃষ্টঃ।
অনেন শস্ত্রপ্রবরেণ দেব
ভস্মীকুরুষ্বাদ্য সুরারিমুগ্রম্ ॥ ৮০
ততো হতারিঃ সগণঃ সুখং ত্বং
প্রশাধি কৃৎস্নং ত্রিদিবং দিবিষ্ঠঃ।
ত্বষ্ট্রা তথোক্তস্তু পুরন্দরশ্চ
বজ্রং প্রহৃষ্টঃ প্রযতো হ্যগৃহ্লাৎ ॥ ৮১
ততঃ স বজ্রেণ যুতো দৈবতৈরভিপূজিতঃ।
আসসাদ ততো বৃত্রং স্থিতমাবৃত্য রোদসী ॥৮২
কালকেয়ৈর্মহাকায়ৈঃ সমন্তাদভিরক্ষিতম্।
সমুদ্যতপ্রহরণৈঃ সশৃঙ্গৈরিব পর্ব্বতৈঃ ॥ ৮৩
ততো যুদ্ধং সমভবদ্দেবানাং সহ দানবৈঃ।
মুহূর্ত্তং ভরতশ্রেষ্ঠ লোকত্রাসকরং মহৎ ॥ ৮৪
উদ্যতৈঃ প্রতিসৃষ্টানাং খড়্গানাং বীরবাহুভিঃ
আসীৎ সুতুমুলঃ শব্দঃ শরীরৈরভিপাটিতৈঃ।
শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিশ্চাপ্যন্তরিক্ষান্মহীতলম্।
তালৈরিব মহীপাল বৃতং তৈরেব দৃশ্যতে ॥৮৬
তে হেমকবচা ভূত্বা কালেয়াঃ পরিঘায়ুধাঃ।
ত্রিদশানভ্যবর্ত্তন্ত দাবদগ্ধা ইব দ্রুমাঃ ॥ ৮৭
তেষাং বেগবতাং বেগং সহিতানাং প্রধাবতাম্
ন শেকুঃ সহিতাঃ সোঢ়ুং তথাস্তে প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৮৮
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতো ভীতান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ
বৃত্রঞ্চ বর্দ্ধমানন্তু কশ্মলং মহদাবিশৎ ॥ ৮৯

দেহ ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। সেই দ্বিপদবরিষ্ঠ দধীচি মুনি, দেবগণকে এই কথা কহিয়াই সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তারপর সুরগণ ইন্দ্রের সহিত তাঁহার অস্থিসকল ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে জয়লাভ কামনায় ত্বষ্টার নিকটে গমন করিলেন এবং সেই অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। ত্বষ্টা সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং প্রযত্ন সহকারে সেই অস্থি দ্বারা অত্যুগ্রাকার ভীষণ বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া সানন্দমনে দেবেন্দ্রকে কহিলেন,—হে দেবেন্দ্র! আপনি আজি এই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র দ্বারা সেই উগ্র সুরারিকে ভস্মীকৃত করুন, তার পর আপনি নিঃশঙ্ক হইয়া সগণে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সমগ্র ত্রিলোক শাসন করিতে থাকুন। ত্বষ্টা এই কথা কহিলে পর পুরন্দর প্রহৃষ্টান্তঃকরণে প্রযতভাবে সেই বজ্র গ্রহণ করিলেন। ৭৮—৮১। অতঃপর মহেন্দ্র সমস্ত দেবতাবর্গ দ্বারা অভিপূজিত হইয়া বৃত্রাসুর যেখানে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান ছিল, সেই স্থানে যাইয়া উপনীত হইলেন। সেখানে সশৃঙ্গ পর্ব্বতবৎ কালকেয় মহাকায় দৈত্যগণ বিবিধ প্রহরণ উদ্যত করিয়া সেই বৃত্রকে রক্ষা করিতেছিল। অতঃপর দানবদলসহ দেবগণের ক্ষণমাত্রেই লোকত্রাসজনক ভয়ানক যুদ্ধ আরব্ধ হইল। তখন বীরগণের সমুদ্যত বাহুবেগে নিক্ষিপ্ত অসির আঘাতে বিদীর্ণ দেহসমূহের তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। হে মহীপাল! অন্তরিক্ষ হইতে তাল ফলের ন্যায় মস্তক সকল পতিত হইতে থাকায় তত্রত্য ভূভাগ আবৃত দেখা যাইতে লাগিল। দাবদগ্ধ দ্রুমসমূহের ন্যায় সেই কালকেয়গণ হেমকবচে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরিঘায়ুধ লইয়া দেবগণের প্রতি ধাবিত হইল। কিন্তু দেবগণ সকলে সমবেত হইয়াও সেই কালকেয়গণ মিলিতভাবে ধাবিত হইলে পর তাহাদিগের বেগ ধারণ করিতে পারিলেন না; ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। সহস্রাক্ষ পুরন্দর, দেবগণকে ভীত এবং পলায়নপরায়ণ এবং বৃত্রকে বর্দ্ধমান দর্শনে মোহাবিষ্ট

তং শক্রং কশ্মলাবিষ্টং দৃষ্টা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
স্বতেজো ব্যদধাচ্ছক্রে বলমস্য বিবর্দ্ধয়ন্॥ ৯০
বিষ্ণুনাপ্যায়িতং শক্রং দৃষ্টা দেবগণাস্তদা।
সর্ব্বে তেজঃ সমাদধ্যুস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ॥৯১
স সমাপ্যায়িতঃ শক্রো বিষ্ণুনা দৈবতৈঃ সহ।
ঋষিভিশ্চ মহাভাগৈর্বলবান্ সমপদ্যত॥ ৯২
জ্ঞাত্বা বলস্থং ত্রিদশাধিপং তং
ননাদ বৃত্রঃ সুমহানিনাদম্।
তস্য প্রণাদেন ধরা দিশশ্চ
খং দ্যৌর্নগাশ্চেতি চচাল সর্ব্বম্॥ ৯৩
ততো মহেন্দ্রঃ পরমাভিতপ্তঃ
শ্রুত্বা রবং ঘোরতরং মহান্তম্।
ভয়েন মগ্নস্ত্বরিতং মুমোচ
বজ্রং মহান্তং খলু তস্য শীর্ষে॥ ৯৪
স শক্রবজ্রাভিহতঃ পপাতঃ
মহাসুরঃ কাঞ্চনমাল্যধারী।
যথা মহাশৈলবরঃ পুরস্তাৎ
সমন্দরো বিষ্ণুকরাৎ প্রমুক্তঃ॥ ৯৫

তস্মিন্ হতে দৈত্যবরে ভয়ার্ত্তঃ
শক্রঃ প্রদুদ্রাব সরঃ প্রবেষ্টুম্।
বজ্রঞ্চ মেনে স্বকারাৎ প্রমুক্তং
বৃত্রং ভয়াচ্চৈব হতং ন পশ্যতি॥ ৯৬
সর্ব্বে চ দেবা মুদিতাঃ প্রহৃষ্টাঃ
সহর্ষয়শ্চৈনমথো স্তবন্তি।
শেষাংশ্চ দৈত্যাংস্ত্বরিতং সমেত্য
জঘ্নুঃ সুরা বৃত্রবধাভিতপ্তান্॥ ৯৭
তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈস্তদানীং
মহাসুরা বায়ুসমানবেগাঃ।
সমুদ্রমেবাবিবিশুর্ভয়ার্ত্তাঃ
প্রবিশ্য চৈবোদধিমপ্রমেয়ম্॥ ৯৮
ঝষাকুলং রত্নসমাকুলঞ্চ
তদা স্ম মন্ত্রং সহিতাঃ প্রচক্রুঃ।
তত্র স্ম কেচিন্মতিনিশ্চয়জ্ঞা-
স্তাংস্তানুপায়ান্ পরিচিন্তয়ন্তঃ॥ ৯৯
ভয়ার্দ্দিতা দেবনিকায়তপ্তা-
স্ত্রৈলোক্যনাশায় মতিং প্রচক্রুঃ।

হইয়া পড়িলেন। সনাতন বিষ্ণু, ইন্দ্রকে মোহাবিষ্ট দর্শনে তাঁহার বলবর্দ্ধন বাসনায় নিজতেজে ইন্দ্রের বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।৮২—৯০। দেবগণ এবং অমল ব্রহ্মর্ষিগণ, তখন ইন্দ্রকে বিষ্ণুতেজে আপ্যায়িত হইতে দেখিয়া সকলেই তাঁহার শরীরে নিজ নিজ তেজ সমাধান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তখন বিষ্ণু দেবগণ ও মহাভাগ ঋষিগণ কর্ত্তৃক তেজো-দানে আপ্যায়িত হইয়া বলবান্ হইলেন। তখন বৃত্রাসুর সেই দেবরাজকে বলবান্ বুঝিয়া এক সুমহান্ নিনাদ করিল। তাহাতে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আকাশ দিক্ ও শৈল সকল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র, সেই ঘোর মহারব শ্রবণে অতীব ভীত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অবিলম্বে তাহার মস্তকে সেই মহাবজ্র প্রহার করিলেন। বিষ্ণুকরচ্যুত মন্দর-গিরির ন্যায় কাঞ্চনমালাধারী বৃত্রাসুর সেই বজ্রাঘাতে ঘোরতর চিৎকার করিয়া পতিত হইল। বৃত্রাসুর এইভাবে নিহত হইল বটে, কিন্তু ভয়ার্ত্ত পুরন্দর, বজ্রপ্রহার করিয়া যখন বুঝিলেন যে, হস্ত হইতে বজ্র বিচ্যুত হইয়াছে, অমনি বৃত্র মরিল কি না, তাহা না দেখিয়াই মানস সরোবরের দিকে বেগে পলায়ন করিলেন। তখন সমস্ত দেবতারা মহর্ষিগণের সঙ্গে মিলিয়া দেব-রাজের স্তুতি করিতে লাগিলেন! আর সকলে তৎপরতার সহিত মিলিতভাবে বৃত্র-শোকক্লিষ্ট অবশিষ্ট দৈত্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। মহাসুরগণ তখন সুরগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া পড়িল এবং বায়ু সমান বেগে যাইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিল। তাহারা সেই মৎস্যরত্নসমাকুল অকূল সাগরে প্রবেশ করিয়া সকলে মিলিয়া মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইল। তার মধ্যে কোন কোন মন্ত্রণাকুশল দৈত্য, নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। শেষে দেবভয়পীড়িত সেই সমস্ত দৈত্য দল, সমগ্র ত্রৈলোক্যনাশের অভিপ্রায়

তেষাস্তু তত্র ক্ষয়কালযোগাদ্-
ঘোরা মতিশ্চিন্তয়তাং বভূব ॥ ১০০
যে সন্তি বিদ্যাতপসোপপন্না-
স্তেষাং বিনাশঃ প্রথমঞ্চ কার্য্যঃ।
লোকাশ্চ সর্ব্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে
তস্মাত্বরধ্বং তপসঃ ক্ষয়ায় ॥ ১০১
যে সন্তি কেচিদ্ধি বসুন্ধরায়াং
তপস্বিনো ধর্ম্মবিদশ্চ তজ্জ্ঞাঃ।
তেষাং বধশ্চ ক্রিয়তাং হি ক্ষিপ্রং
তেষু প্রনষ্টেষু জগদ্বিনষ্টম্ ॥ ১০২
এবং হি সর্ব্বে গতবুদ্ধিভাবা
জগদ্বিনাশে পরমপ্রহৃষ্টাঃ।
দুর্গং সমাশ্রিত্য মহোর্ম্মিমন্তং
রত্নাকরং বারুণমালয়ং স্ম ॥ ১০৩
সমুদ্রং তে সমাসাদ্য বারুণং স্বস্তসাং নিধিম্।
কালেয়াঃ সমপদ্যন্ত ত্রৈলোক্যস্য বিনাশনে ॥
তে রাত্রৌ সমভিক্রুদ্ধা বভক্ষুস্তাংস্তদা মুনীন্।
আশ্রমেষু চ যে সন্তি পুণ্যেষায়তনেষু চ ॥ ১০৪
বসিষ্ঠস্যাশ্রমে বিপ্রা ভক্ষিতাস্তৈর্দুরাত্মভিঃ।
অশীতিঃ শতমষ্টৌ চ বনে চান্যে তপস্বিনঃ ॥১০৬
চ্যবনস্যাশ্রমং গত্বা পুণ্যং দ্বিজনিষেবিতম্।
ফলমূলাশনানাং হি মুনীনাং ভক্ষিতং শতম্ ॥
এবং রাত্রৌ স্ম কুর্ব্বন্তো বিবিশুশ্চার্ণবং দিবা
ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ।
বাতাহারাম্বুভক্ষাশ্চ বিংশতিশ্চ নিষূদিতাঃ ॥১০
এবং ক্রমেণ ভক্ষার্থং মুনীনাং দানবাস্তদা।
নিশায়াং পর্য্যধাবস্ত শক্তা ভুজবলাশ্রয়াৎ ॥
কালেন মহতা তে বৈ জঘ্নুর্মুনিগণান্ বহূন্।
ন চৈতানববুধ্যন্ত মনুজা মনুজাধিপ ॥১১১
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং নষ্টযজ্ঞোৎসবক্রিয়ম্।
জগদাসীন্নিরুৎসাহং কালেয়ভয়পীড়িতম্ ॥
এবং প্রক্ষীয়মাণাস্তে মানবা মনুজেশ্বর।
আত্মত্রাণপরা ভীতাঃ প্রাদ্রবংস্ত দিশো দশ ॥

স্থির করিল; তাহাদের তখন ক্ষয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তাদৃশী ঘোরা বুদ্ধি জন্মিল।৯১—১০০। তাহারা এইরূপ স্থির করিল যে,—তপস্যার প্রভাবেই এই লোকত্রয় বিদ্যমান আছে। অতএব প্রথমতঃ সকলেরই তপস্যাবিনাশার্থ যত্নপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য; আর যাহারা বিদ্যাযুক্ত বা তপস্যান্বিত তাহাদিগকেও বিনাশ করা বিধেয়। এই বসুন্ধরায় যে কেহ তপস্বী ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বা ধার্ম্মিক আছে, সত্বর তাহাদিগের বধসাধন করা হউক; তাহাদের বিনাশেই জগৎ বিনষ্ট হইবে। অসুরগণ সেই মহোর্ম্মি-সমাকুল রত্নাকর বরুণালয়রূপ দুর্গ আশ্রয় পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া এইরূপ স্থির করিয়া পরম হৃষ্ট হইল। সেই কালেয় দৈত্যগণ, বরুণালয় জলধিমধ্যে থাকিয়া ত্রৈলোক্যের বিনাশার্থ যত্ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা রাত্রিকালে বাহির হইয়া যাইয়া পুণ্য আশ্রমে ও আয়তনে যাঁহারা বাস করেন, সেই সকল মুনিকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সেই দুরাত্মারা বসিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া অশীতি এবং তৎ-সন্নিহিত বনমধ্যে অষ্টোত্তর শতসংখ্যক তপ-স্বীকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। দ্বিজগণ-নিষেবিত পুণ্য চ্যবনাশ্রমে যাইয়া একশত ফলমূলাশী মুনিকে ভক্ষণ করিল। ভর-দ্বাজের আশ্রমে যাইয়া সেখানে নিয়মস্থ বাতাহার ও জলমাত্রভক্ষক বিংশতি মুনিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। সেই অসুরেরা রাত্রিকালে এইরূপ করিয়া দিবা ভাগে সাগরে প্রবেশপূর্ব্বক লুক্কায়িত থাকিত। সেই দানবগণ বাহুবল আশ্রয় করিয়া রাত্রিকালে মুনিভক্ষণার্থ লোকালয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। এই ভাবে দীর্ঘ কালে তাহারা বহু মুনিকেই সংহার করিয়া ফেলিল।১০১—১১১। হে মনুজাধিপ! মানবগণ কিন্তু অসুরগণের এই ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না। ক্রমে কিয়ৎকালে জগৎ নিরুৎসাহ, ভয়াকুল, স্বাধ্যায়রহিত, বষট্কারশূন্য, নষ্টযজ্ঞ ও লুপ্তোৎসব হইয়া পড়িল। হে মনুজে-শ্বর! মানবগণ এইরূপে ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ

কেচিদ্বৃক্ষাগ্রমারোহ্য তিষ্ঠন্ত্যাপদরে বিদ্রুতাঃ।
অপরে চ ভয়োদ্বিগ্না তত্যজুঃ প্রাণান্ সবান্ধবান্
কেচিচ্চ মহেষ্বাসাঃ শূরাঃ সমরদর্পিতাঃ।
যুদ্ধার্থিনঃ সদা যত্নং দানবানাং প্রকুর্ব্বতে ॥১১৪
ন দৈত্যেন্দ্রস্বরূপেণ সম্মুখং সমুপাশ্রিতান্।
পরং ন জগ্মুঃ সংযমনীং জগ্মুঃ ক্ষয়মেব চ ॥১১৫
জগত্যেবংবিধে জাতে যজ্ঞোৎসববর্জ্জিতে।
নিরানন্দে পরমোদ্বিগ্নাস্ত্রিদশা মহেশ্বর।
মন্ত্রং সমহেন্দ্রাশ্চ তৎপ্রতীকারং প্রচক্রিরে।
নারায়ণং পুরস্কৃত্য বৈকুণ্ঠেঽপরাজিতম্ ॥ ১১৬
ততো দেবাঃ সমেতাস্তে তমাহুর্ম্মধুসূদনম্।
ত্বং নঃ স্রষ্টা চ গোপ্তা চ ভর্ত্তা চ জগতঃ প্রভো।
ত্বয়া সৃষ্টং জগৎসর্ব্বং যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি।
ত্বয়া ভূমিঃ পুরা নষ্টা সমুদ্রাৎ পুরুষেক্ষণ।
বারাহং রূপমাস্থায় জগদর্থে সমুদ্ধৃতা ॥ ১২০
আদিদৈত্যো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা সূদিতঃ পুরুষোত্তম ॥১২১
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বলিশ্চাপি মহাসুরঃ।
বামনং বপুরাস্থায় ত্রৈলোক্যাদ্‌ভ্রংশিতস্ত্বয়া ॥১২২
অসুরঃ সুমহেষ্বাসো জম্ভ ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
যজ্ঞক্ষোভকরঃ ক্রূরস্ত্বমহেন্দ্রেণ নিপাতিতঃ ॥ ১২৩
এবমাদীনি কর্ম্মাণি যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
অস্মাকং ভয়ভীতানাং ত্বং গতির্ম্মধুসূদন ॥ ১২৪
তস্মাত্ত্বাং দেবদেবেশ লোকার্থং জ্ঞাপয়ামহে।
রক্ষ লোকাংশ্চ দেবাংশ্চ শক্রঞ্চ মহতো ভয়াৎ
ত্বৎপ্রসাদাদ্বর্দ্ধন্তে প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
যথা ভবন্তি সম্বৃদ্ধা হব্যকব্যৈর্দ্দিবৌকসঃ ॥ ১২৫

হইতে থাকিলে পর, আত্মপ্রাণবাসনায় তাহারা ভীতচিত্তে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ভয়ে পলায়মান দ্বিজগণের কেহ কেহ বনভ্রষ্ট হইয়া যাইয়া গিরিগুহায় প্রবেশ করিল; কেহ কেহ ভয়বশে প্রাণ পরিহার করিল; আবার কোন কোন পরমদর্পিত মহাযোদ্ধা সুর—দানবগণের অনুসন্ধানে নিরতিশয় যত্নপরায়ণ হইল। কিন্তু কেহই সেই সাপরাজিত দানবদলের অনুগমন করিতে পারিল না, পরন্তু কেবল ক্ষয় পাইয়া শমনভবনেই গমন করিতে লাগিল। হে মহেশ্বর! দৈত্যগণের এইরূপ অত্যাচারে জগতে যখন যজ্ঞ ও উৎসবক্রিয়াদি বিলুপ্ত হইয়া পড়িল; জগৎ যখন নিরানন্দ শান্তভাব প্রাপ্ত হইল; তখন দেবগণ সকলে মহেন্দ্রের সহিত একত্র মিলিত হইয়া ইহার প্রতিকার বিধানার্থ সভয়ে মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং বৈকুণ্ঠে যাইয়া অপরাজিত নারায়ণের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহারা তখন মিলিতভাবে কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি সমগ্র জগতের ও আমাদিগের স্রষ্টা রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক; যাহা সচল ও যাহা অচল—এতৎ সমস্তই আপনা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। হে পুরুষেক্ষণ! পূর্ব্বে আপনি জগতের কল্যাণ কামনায় বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমুদ্র মধ্য হইতে সমুদ্রমগ্না মহীর উদ্ধার করিয়াছিলেন।১১১—১২০। হে পুরুষোত্তম! আপনি পুরাকালে নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাবীর্য্য আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। মহাসুর বলি, সর্ব্বভূতের অবধ্য ছিল; কিন্তু আপনি তাহাকেও বামনরূপ ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন। জম্ভ নামে বিখ্যাত অসুর মহাযোদ্ধা ও যজ্ঞবিঘ্নকারী ছিল, কিন্তু আপনি সেই ক্রূর অসুরকেও কৌশলে দেবেন্দ্র দ্বারাই বিনাশ করিয়াছেন। আপনার এরূপ কর্ম্ম এতই আছে যে, তাহার সংখ্যাই করা যায় না। হে মধুসূদন! আমরাও ভয়ভীত; এক্ষণে আপনিই আমাদের গতি। হে দেবদেবেশ! এই কারণেই আমরা লোকরক্ষার্থ আপনাকে জানাইতেছি; আপনি এই মহাভয় হইতে এই লোকসকল, দেবগণ ও দেবেন্দ্রকে রক্ষা করুন। আপনার প্রসাদেই চতুর্ব্বিধ প্রজা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; হব্যকব্য দ্বারা দেবতারা বৃদ্ধিলাভ করিলে প্রজাবর্গও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

লোকা হ্যেবং প্রবর্ত্তন্ত অন্যোন্যঞ্চ সমাশ্রিতাঃ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্বিরুদ্বিগ্নাস্ত্বয়ৈব পরিরক্ষিতাঃ ॥ ২২৭
ইদঞ্চ সমনুপ্রাপ্তং লোকানাং ভয়মুত্তমম্।
জানীমো ন চ কেনৈতে বধ্যন্তে ব্রাহ্মণা নিশি
ব্রাহ্মণেষু চ ক্ষীণেষু পৃথিবী ক্ষয়মেষ্যতি ॥১২৯
ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো লোকাঃ সর্ব্বে জগৎপতে
বিনাশং নাধিগচ্ছেয়ুস্ত্বয়া বৈ পরিরক্ষিতাঃ ॥১৩০

বিষ্ণুরুবাচ।

বিদিতং মে সুরাঃ সর্ব্বং প্রজায়াঃ ক্ষয়কারণম্।
ভবতাঞ্চাপি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥
কালকেয়া ইতি খ্যাতা গণাঃ পরমদারুণাঃ।
তে বৃত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষেণ ধীমতা।
জীবিতং পরিরক্ষন্তঃ প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্ ॥১৩২
তে প্রবিশ্যোদধিং ঘোরং নানাগ্রাহসমাকুলম্।
উৎসাদনার্থং লোকস্য রাত্রৌ ঘ্নন্তি মুনীনিহ ॥
ন তু শক্যাঃ ক্ষয়ং নেতুং সমুদ্রান্তর্হিতা হি তে।
সমুদ্রস্য ক্ষয়ে বুদ্ধির্ভবদ্ভিঃ পরিচিন্ত্যতাম্ ॥১৩৪
এতচ্ছ্রুত্বা বচো দেবা বিষ্ণুনা সমুদাহৃতম্।
পরমেষ্ঠিনমাসাদ্য অগস্ত্যস্যাশ্রমং যযুঃ ॥ ১৩৫
তত্রাপশ্যন্মহাত্মানং বারুণং দীপ্ততেজসম্।
উপাস্যমানমৃষিভির্দ্দেবৈরিব পিতামহম্ ॥ ১৩৬
তেঽভিগম্য মহাত্মানং মৈত্রাবরুণিমুত্তমম্।
অপ্রমত্তং তপোরাশিং কর্ম্মভিঃ* স্বৈরনুষ্ঠিতৈঃ ॥

দেবা উচুঃ।

নহুষেণাভিতপ্তানাং লোকানাং ত্বং গতিঃ পুরা
ভ্রংশিতশ্চ সুরৈশ্বর্য্যাল্লোকার্থং লোককণ্টকঃ ॥
ক্রোধাৎ প্রবৃদ্ধঃ স মহান্ ভাস্করস্য নগোত্তমঃ
বচস্তবানতিক্রামন্ বিন্ধ্যঃ শৈলো ন বর্দ্ধতে ॥
তমসাচ্ছাদিতে লোকে মৃত্যুনাভ্যর্দ্দিতাঃ প্রজাঃ

হয়; এইরূপ পরম্পরাশ্রয়ে দেবগণ ও মনুষ্যগণ আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। তাঁহারা আপনার প্রভাবে নিরুদ্বিগ্ন ও আপনার দ্বারাই পরিরক্ষিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি লোক সকলের একটা মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে; জানিনা রাত্রিতে রাত্রিতে কাহারা আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ক্ষীণ হইলে পৃথিবীই ক্ষয় পাইবে। হে মহাবাহো! আপনার প্রসাদে যাহাতে সমস্ত লোক বিনষ্ট না হয়, হে জগৎপতে! আপনার রক্ষণে যাহাতে লোকসকল রক্ষিত হয়, আপনি তাহা করুন। ১২১—১৩০। বিষ্ণু কহিলেন,—হে দেবগণ! প্রজাক্ষয়ের কারণ আমার সমস্তই বিদিত। তোমরা বিগতজ্বর হইয়া শ্রবণ কর; আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। কালকেয় নামে যে বিখ্যাত অতি দারুণ দৈত্যদল আছে; তাহারা বৃত্রাসুরকে ধীমান্ দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া জীবন রক্ষণার্থ সাগরে প্রবেশ করে। বিবিধ ঘোর জলচরনিকরে পরিপূর্ণ সাগরে থাকিয়া তাহারা রাত্রিকালে বাহির হইয়া ভূলোকের উৎসাদন কামনায় মুনিদিগকে বিনাশ করিতেছে। তাহারা সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিলে তাহাদিগের ক্ষয় সাধন করা সম্ভব নহে; অতএব যাহাতে সমুদ্রের ক্ষয় হইতে পারে, তোমরা সেই প্রকার বুদ্ধি উদ্ভাবিত কর। বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া তাঁহার মতানুসারে অগস্ত্যের আশ্রমে যাইয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন,—সেই তপোরাশি মহাত্মা দীপ্ততেজা বারুণ অগস্ত্য ঋষি,দেবগণ দ্বারা পিতামহের ন্যায় ঋষিগণ দ্বারা উপাসিত হইতেছেন। দেবগণ তখন সেই মহাত্মা তপোরাশি, স্বকর্ম্মানুষ্ঠানে সাবধান মিত্রাবরুণনন্দন মুনিবর অগস্ত্যকে কহিলেন,—পূর্ব্বে নহুষ যখন লোক সকলের উপতাপ ঘটাইয়াছিল তখন আপনিই তাহাদের গতি হইয়াছিলেন এবং সেই লোককণ্টককে লোকরক্ষা নিমিত্তই সুরৈশ্বর্য্য হইতে ভ্রংশিত করিয়াছিলেন। বিন্ধ্য শৈলবর, ক্রোধবশে যখন সূর্য্যের গতিরোধার্থ বৃদ্ধি পাইয়া মহাকায় হইয়াছিল, তখন আপনার বাক্যেই তাহার বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়; সে আপনার বাক্য অতিক্রম করে নাই;—আর বৃদ্ধি পায় নাই। লোক

ত্বামেব নাথমাগম্য নির্বৃতিং পরমাং গতাঃ ॥
অস্মাকং ভয়ভীতানাং নিত্যমেব ভবান্ গতিঃ
ততস্বদ্য প্রযাচামস্থাং বরং বরদো হ্যসি ॥ ১৪১

ভীষ্ম উবাচ।

কিমর্থং সহসা বিন্ধ্যঃ প্রবৃদ্ধঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহামুনে ॥১৪২

পুলস্ত্য উবাচ।

অদ্রিরাজং মহাশৈলং মেরুং কনকপর্ব্বতম্।
উদয়েঽস্তময়ে ভানুঃ প্রদক্ষিণমবর্ত্তত ॥ ১৪৩
তং দৃষ্ট্বা তু তদা বিন্ধ্যঃ শৈলঃ সূর্য্যমথাব্রবীৎ
যথা হি মেরুর্ভবতা নিত্যশঃ পরিগম্যতে।
প্রদক্ষিণঞ্চ ক্রিয়তে মামেবং কুরু ভাস্কর ॥১৪৪
এবমুক্তস্ততঃ সূর্য্যঃ শৈলেন্দ্রং প্রত্যভাষত।
নাহমাত্মেচ্ছয়া শৈলং করোম্যেনং প্রদক্ষিণম্ ॥
এষ মার্গঃ প্রদিষ্টো মে যেনেদং নির্ম্মিতং জগৎ
এবমুক্তস্তদা ক্রোধাৎ প্রবৃদ্ধঃ সহসাচলঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মার্গং রোদ্ধুমিচ্ছন্ পরন্তপ ॥ ১৪৭
ততো হি দেবাঃ সহিতাস্তু সর্ব্বে-
সেন্দ্রাঃ সমাগম্য মহাদ্রিরাজম্।
নিবারয়ামাসুরথোৎপতন্তং
ন বৈ স তেষাং বচনং চকার ॥ ১৪৮
ততো হি জগ্মুর্মুনিমাশ্রমস্থং
তপস্বিনাং ধর্ম্মবতাং বরিষ্ঠম্।
অগস্ত্যমত্যদ্ভুতদীপ্তবীর্য্যং
তঞ্চার্থ্যমূচুঃ সহিতাঃ সুরাস্তে ॥ ১৪৯

দেবা ঊচুঃ।

সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মার্গং নক্ষত্রাণাং গতিং তথা।
শৈলরাড়াবৃণোত্যেষ বিন্ধ্যঃ ক্রোধবশানুগঃ।
তং নিবারয়িতুং শক্তো নান্যঃ কশ্চিন্মুনীশ্বর।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিপ্রঃ সুরাণাং শৈলমভ্যগাৎ।
সোঽভিগম্যাব্রবীদ্বিন্ধ্যং সাদরং সমুপস্থিতম্।
মার্গমিচ্ছাম্যহং দত্তং ভবতা পর্ব্বতোত্তম ॥ ১৫২
দক্ষিণামভিগন্তাস্মি দিশং কার্য্যেণ কেনচিৎ।

সকল যখন তমোব্যাপ্ত হইয়া মৃত্যু দ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইতে লাগিল, তখন তাহারা আপনাকেই নাথস্বরূপ পাইয়া পরম নির্বৃতি-ভাজন হইয়াছিল। আমরা ভয়ভীত হইলে নিয়তই আপনি আমাদিগের গতি হইয়া থাকেন; সেইজন্য অদ্যও আমরা আপনার নিকটই বর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমা-দিগকে বরদান করুন! ১৩১—১৪১। ভীষ্ম কহিলেন,—হে মহামুনে! বিন্ধ্য গিরি কিজন্য সহসা ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল? আমি ইহা সবিস্তরে শুনিতে কামনা করি। পুলস্ত্য কহিলেন,—সূর্য্য প্রতিদিন উদয়াস্তকালে স্বর্ণময় গিরিরাজ মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, ইহা দেখিয়া সেই বিন্ধ্য পর্ব্বত একদা সূর্য্যকে কহিল,—হে ভাস্কর! তুমি প্রতিদিন মেরুকে যেমন প্রদক্ষিণ কর, আমাকেও সেইরূপ প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিও। সূর্য্য এই কথা শুনিয়া শৈলবর বিন্ধ্যকে কহিলেন,—আমি নিজের ইচ্ছায় মেরুগিরিকে প্রদক্ষিণ করি না; যিনি এই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনিই আমার ভ্রমণের এই পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন! হে পরন্তপ! এই কথা শুনিয়া বিন্ধ্যগিরি ক্রোধে চন্দ্র-সূর্য্যের পথরোধ কামনায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতঃপর দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া দেবেন্দ্রের সহিত সেই মহাদ্রিরাজের নিকটে যাইয়া তাহাকে বৃদ্ধি পাইতে নিবারণ করি-লেন; কিন্তু বিন্ধ্য তাঁহাদিগের কথা শুনিল না। তখন সুরগণ ধার্ম্মিক তপস্বীদিগের প্রধান, অত্যদ্ভুতদীপ্তবীর্য্য, আশ্রমস্থ আর্য্য-মুনি অগস্ত্যকে যাইয়া কহিতে লাগিলেন। ১৪২—১৪৯। দেবগণ কহিলেন,—হে মুনীশ্বর! শৈলবর বিন্ধ্য, ক্রোধবশীভূত হইয়া চন্দ্র-সূর্য্যের ও নক্ষত্রগণের গতিপথ স্বীয় শরীর বর্দ্ধিত করিয়া রুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। তাহাকে নিবারণ করিতে আপনি ব্যতীত আর কেহই সমর্থ নহে। দ্বিজবর অগস্ত্য দেবগণের সেই কথা শুনিয়া বিন্ধ্য শৈলের নিকটে গমন করিলেন এবং বিন্ধ্য তাঁহার সমীপস্থ হইলে তাহাকে কহি-

যাবদাগমনং মে ত্বাস্তাবত্বং প্রতিপালয়।
নিবৃত্তে ময়ি শৈলেন্দ্র ততো বর্দ্ধস্ব কামতঃ ॥১৫৩
পুলস্ত্য উবাচ।
অদ্যাপি দক্ষিণাদ্দেশাদ্বারুণির্ন নিবর্ত্ততে ॥ ১৫৪
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা বিন্ধ্যো ন বর্দ্ধতে।
অগস্ত্যস্য প্রভাবেন যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥
কালেয়াস্তু যথা রাজন্ সুরৈঃ সর্ব্বৈর্নিষূদিতাঃ।
অগস্ত্যং দ্বারমাসাদ্য তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৫৬
ত্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা মৈত্রাবরুণিরব্রবীৎ।
কিমর্থং সমুপায়াতা বরং মত্তঃ কিমিচ্ছথ ॥ ১৫৭
এবমুক্তাস্তদা তেন দেবাস্তং মুনিমব্রুবন্।
ইচ্ছাম একং বরমদ্ভুতং বয়ং
পিবার্ণবং দেবমুনে মহাত্মন্ ॥ ১৫৮
এবং ত্বয়েচ্ছেম কৃতে মহর্ষে
মহার্ণবং পীয়মানং সমগ্রম্।
ততো বিহন্যাম চ সানুবন্ধং
কালেয়সংজ্ঞং সুরবিদ্বিষাং বলম্ ॥ ১৫৯
ত্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা তথেতি মুনিরব্রবীৎ।
করিষ্যে ভবতাং কামং লোকানাং সুখকারকম্
এবমুক্ত্বা ততোঽগচ্ছৎ সমুদ্রং নিধিমম্ভসাম্।
তপঃসিদ্ধৈশ্চ মুনিভিঃ সার্দ্ধং দেবৈশ্চ সুব্রত ॥
মনুষ্যোরগগন্ধর্ব্বা যক্ষাঃ কিম্পুরুষাস্তথা।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্ ॥ ১৬২
ততোঽভ্যপশ্যৎ সহিতঃ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্।
নৃত্যন্তমিব চোর্ম্মীভির্বল্গন্তমিব বায়ুনা ॥ ১৬৩
হসন্তমিব ফেনৌঘৈঃ স্খলন্তং কন্দরেষু চ।
নানাগ্রাহসমাকীর্ণং নানাদ্বিজগণৈর্যুতম্ ॥ ১৬৪
অগস্ত্যসহিতা দেবাঃ সগন্ধর্ব্বমহোরগাঃ।
ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ সমাসেদুর্মহোদধিম্ ॥ ১৬৫

লেন,—হে পর্ব্বতবর! আমি কোনও কার্য্যে দক্ষিণ দিকে যাইব, তুমি তজ্জন্য আমাকে পথ ছাড়িয়া দেও, ইহাই আমার অভিপ্রায়। হে শৈলেন্দ্র! আমি যাবৎ প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তুমি তাবৎ অপেক্ষা করিও; আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে বর্দ্ধিত হইও। পুলস্ত্য কহিলেন,—অগস্ত্য এই বলিয়া তখন যে দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন, অদ্যাপি তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে; এই আমি বিন্ধ্যগিরি যে কারণে অগস্ত্যের প্রভাবে আর বৃদ্ধি পায় নাই, তাহা সমস্তই তোমাকে কহিলেন। রাজন্! অতঃপর অগস্ত্যের দ্বারা দেবগণ যেরূপে সেই কালকেয়াসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিল, তদ্বিবরণ আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। দেবগণের কথা শুনিয়া অগস্ত্য কহিলেন,—কিজন্য আপনারা আসিয়াছেন? আমার নিকট আপনারা কি বর চাহেন? দেবতারা অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া তখন সেই মুনিবরকে কহিলেন,—হে মহাত্মন্! আমরা একটী অদ্ভুত বর আপনার নিকট চাই; হে দেবমুনে! আপনি সাগর পান করিয়া ফেলুন। আমরা ইহাই চাই। হে মহর্ষে! আপনি এই কার্য্য করিলে,—সমগ্র মহার্ণব আপনি পান করিয়া ফেলিলে, আমরা সেই কালকেয় নামধেয় সুরবৈরিগণকে পরিজনগণসহ বিনাশ করিব। দেবগণের এই কথা শুনিয়া মুনিবর অগস্ত্য কহিলেন,—তাহাই হইবে, আমি আপনাদিগের লোকোপকারক অভিলাষ পূর্ণ করিব। ১৫০—১৬০। হে সুব্রত! অতঃপর মুনিবর অগস্ত্য, তপঃসিদ্ধ মুনিগণ ও দেবগণের সহিত জলধিতে প্রস্থান করিলেন। সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শন মানসে তখন মানুষ উরগ গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নরাদি প্রাণিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। ক্রমে মুনিবর অগস্ত্য যাইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন এবং সেই সকল অনুগামী দেবাদির সহিত ভীষণশব্দকারী সমুদ্র অবলোকন করিলেন। দেখিলেন,—সেই সমুদ্র যেন, ঊর্ম্মিদ্বারা নৃত্য, বায়ুদ্বারা গর্ব্ব ও ফেনরাজিদ্বারা উপহাস করিতেছে এবং কন্দরনিকরে যেন স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। অগস্ত্যের সহিত দেবতা গন্ধর্ব্ব উরগ ও মহাভাগ ঋষিগণ, সেই নানাগ্রাহসমাকীর্ণ ও

সমুদ্রং স-সমাসাদ্য বারুণির্ভগবানৃষিঃ।
উবাচ সহিতান্ দেবানৃষীংস্তাংস্ত সমাগতান্।
পাতুকামঃ সমুদ্রঞ্চ অগস্ত্য ঋষিসত্তমঃ॥ ১৬৬
এষ লোকহিতার্থায় পিবামি বরুণালয়ম্।
ভবতাং যদনুষ্ঠেয়ং তচ্ছীঘ্রং সংবিধীয়তাম্॥
এতাবদুক্তা বচনং মৈত্রাবরুণিরগ্রতঃ।
সমুদ্রমপিবৎ ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ॥ ১৬৮
পীয়মানং সমুদ্রন্তু দৃষ্ট্বা দেবাঃ সবাসবাঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ স্তুতিভিশ্চাপ্যপূজয়ন্॥১৬৯
ত্বং নস্ত্রাতা বিধাতা চ লোকানাং লোকভাবনঃ
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমুৎসেধমুপগচ্ছেৎ সমং জগৎ॥
সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈর্মহাত্মা
গন্ধর্ব্বমুখ্যেষু নদৎসু চৈব।
দিব্যৈশ্চ পুষ্পৈরবকীর্য্যমাণো
মহার্ণবং নিঃসলিলং চকার॥ ১৭১
দৃষ্ট্বা কৃতং নিঃসলিলং মহার্ণবং
সুরাঃ সমস্তাঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ।
প্রগৃহ্য দিব্যানি বরায়ুধানি
তান্ দানবান্ জঘ্নুরদীনসত্বাঃ॥ ১৭২
তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্মহাত্মভি-
র্মহাবলৈর্বেগিভিরুন্নদদ্ভিঃ।
ন সেহিরে বেগবতাং মহাত্মনাং
বেগং তদা ধারয়িতুং দিবৌকসাম্॥ ১৭৩
তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্দানবা ভীমনিঃস্বনাঃ।
চক্রুঃ সুতুমুলং যুদ্ধং মুহূর্ত্তমিব ভারত॥ ১৭৪
তে পূর্ব্বং তপসা দগ্ধা মুনিভির্ভাবিতাত্মভিঃ।
যতমানাঃ পরং শক্ত্যা ত্রিদশৈর্বিনিসূদিতাঃ॥
তে হেমনিষ্কাভরণাঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিণঃ।
নিহতা বহ্বশোভন্ত পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ॥
হতশিষ্টাস্ততঃ কেচিৎ কালেয়দনুজোত্তমাঃ।
বিদার্য্য বসুধাং দেবীং পাতালতলমাশ্রিতাঃ॥

নানা পক্ষিযুক্ত মহোদধি-তীরে যাইয়া উপনীত হইলেন। বরুণনন্দন ভগবান্ ঋষিসত্তম অগস্ত্য, সমুদ্রপান কামনায় সেই সমুদ্রতীরে যাইয়া তত্রাগত মিলিত দেব-ঋষিগণকে কহিলেন,—এই আমি লোকহিত কামনায় বরুণালয় পান করিতেছি। এক্ষণে আপনাদিগের যাহা কর্ত্তব্য শীঘ্র তাহা করুন। মিত্রাবরুণ-তনয় অগস্ত্য, এইমাত্র বলিয়াই ক্রুদ্ধচিত্তে সর্ব্বলোকের সমক্ষে সেই সমুদ্রকে পান করিতে আরম্ভ করিলেন। সবাসব দেবগণ, অগস্ত্য কর্ত্তৃক সমুদ্রকে পীয়মান দেখিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং বিশেষ স্তুতিবাদে তাঁহার অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—আপনি আমাদিগের পরিত্রাতা ও বিধাতা; লোকমধ্যে আপনিই প্রকৃত প্রভাবর্দ্ধক; আপনার প্রসাদে সমস্ত জগৎ সম্যক্ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। ১৬১—১৭০। মহাত্মা অগস্ত্য দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিনন্দিত এবং নিনাদকারী প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক দিব্য কুসুমনিচয়ে অবকীর্য্যমাণ হইতে হইতেই সেই মহার্ণবকে নির্জ্জল করিয়া ফেলিলেন। অদীনসত্ত্ব সুরগণ, অগস্ত্য কর্ত্তৃক মহার্ণব নির্জ্জলীকৃত হইয়াছে দেখিয়া পরম প্রহৃষ্ট হইলেন এবং দিব্য দিব্য শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া কালকেয় দানবগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কালকেয়গণ তখন, মহাবল মহাত্মা বেগবান্ ও সিংহনাদপরায়ণ দেবগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইতে লাগিল। হে ভারত! কালকেয় দানবগণ, তখন বেগবান্ মহাত্মা দেবগণের সেই আক্রমণবেগ সহ্য করিতে পারিল না; তথাপি তাহারা ভীমরবে মুহূর্ত্তকাল সুতুমুল যুদ্ধ করিল। তাহারা ইতিপূর্ব্বেই ভাবিতাত্মা মুনিগণের তপস্যায়ই দগ্ধপ্রায় হইয়াছিল; এক্ষণে পরম যত্ন করিতে থাকিলেও ক্রমে দেবগণের হস্তে নিপাতিত হইতে লাগিল। স্বর্ণাভরণভূষিত কুণ্ডলাঙ্গদধারী, অনেক দানব তখন নিহত হইয়া সেই রণ-স্থলে পুষ্পিত কিংশুক-কুসুমবৎ শোভা পাইতে লাগিল। অতঃপর হতাবশিষ্ট কতিপয় প্রধান কালেয় দানব, তখন বসুধা বিদারণ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ করিল।

নিহতান্ দানবান্ দৃষ্ট্বা ত্রিদশা মুনিপুঙ্গবম্।
তুষ্টুবুর্বিবিধৈর্বাক্যৈরিদঞ্চৈবাব্রুবন্ বচঃ ॥ ১৭৮
ত্বৎপ্রসাদান্মহাভাগ লোকৈঃ প্রাপ্তং মহৎ সুখম্
ত্বত্তেজসা চ নিহতাঃ কালেয়া ভীমবিক্রমাঃ ॥
পূরয়স্ব মহাবিপ্র সমুদ্রং লোকভাবনম্।
যত্ত্বয়া সলিলং পীতং তদস্মিন্ পুনরুৎসৃজ ॥১৮০
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ভগবান্মুনিপুঙ্গবঃ।
জীর্ণং তদ্ধি ময়া তোয়মুপায়োহন্যঃ প্রচিন্ত্যতাম্
পূরণার্থং সমুদ্রস্য ভবদ্ভির্যত্নমাস্থিতৈঃ ॥ ১৮১
এবং শ্রুত্বা তু বচনং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
বিস্মিতাশ্চ বিষণ্ণাশ্চ বভূবুঃ সহিতাঃ সুরাঃ ॥১৮২
পরস্পরমনুজ্ঞাপ্য প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্।
প্রজাঃ সর্ব্বা মহারাজ বিপ্রা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥১৮৩
ত্রিদশা বিষ্ণুনা সার্দ্ধমনুজগ্মুঃ পিতামহম্।
পূরণার্থং সমুদ্রস্য মন্ত্রয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১৮৪
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে সাগরস্য হি পূরণম্।
তানুবাচ সমেতাংস্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥১৮৫
গচ্ছধ্বং বিবুধাঃ সর্ব্বে যথাকামং যথেপ্সিতম্।
মহতা কালযোগেন প্রকৃতিং যাস্যতেহর্ণবঃ ॥
জ্ঞাতীংস্তু কারণং কৃত্বা মহারাজো ভগীরথঃ।
গঙ্গৌঘেন সমুদ্রঞ্চ পুনঃ সম্পূরয়িষ্যতি ॥ ১৮৭
এবং তে ব্রহ্মণা দেবাঃ প্রেষিতা ঋষিসত্তমাঃ।
উবাচ ভগবাংস্তুষ্টস্ত্বগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥ ১৮৮
দেবকার্য্যন্তু ভবতা দানবানাং বিনাশনম্!
যতঃ সন্তারিতা দেবাস্তেন তুষ্টোঽস্মি বৈ মুনে
অভিপ্রেতো বরো যস্তে যাচয়স্ব দদামি তম্ ॥
এবমুক্তস্তদাগস্ত্যঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্।
ইহস্থেন ময়া দেব দেবকার্য্যমিদং কৃতম্ ॥ ১৯১
সর্ব্বাশ্রমাণাং প্রবরো ভবত্বেষ মমাশ্রমঃ।

দেবগণ দানবগণকে নিহত দেখিয়া তখন মুনিপুঙ্গব অগস্ত্যকে বিবিধ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন,—হে মহাভাগ! আপনার প্রসাদে লোক সকল মহৎ সুখপ্রাপ্ত হইল; আপনার তেজেই ভীমবিক্রম কালেয়গণ নিহত হইল। হে বিপ্রবর! এই লোকভাবন সমুদ্রকে এক্ষণে আপনি আবার পরিপূর্ণ করুন; আপনি যে সলিল পান করিয়াছেন, তাহা আবার উদ্গিরণ করিয়া দিউন। ১৭৯—১৮০। দেবগণের এই কথা শুনিয়া মুনিপুঙ্গব ভগবান্ অগস্ত্য কহিলেন,—আমি সে জল জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি; আপনারা সমুদ্রপূরণার্থ যত্নসহকারে উপায়ান্তর চিন্তা করুন। ভাবিতাত্মা অগস্ত্য মহর্ষির সেই কথা শুনিয়া সম্মিলিত সুরগণ বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর সমাগত দেব বিপ্রাদি প্রজাবর্গ পরস্পর অনুজ্ঞা লইয়া সেই মুনি-পুঙ্গবকে প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! বিপ্রগণ তখন নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। আর দেবগণও বিষ্ণুর সহিত সমুদ্রপূরণের মন্ত্রণা করিবার জন্য তদ্বিষয়ক আলাপ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা সেখানে যাইয়া সকলেই কৃতাঞ্জলিকরে সাগরের পূরণ বিষয়ক প্রার্থনা জানাইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তখন তাঁহাদিগকে সমবেত ভাবে কহি-লেন,—হে বিবুধগণ! তোমরা ইচ্ছানুসারে অভিমত স্থানে গমন কর; সুদীর্ঘকালে অর্ণব আবার তাহার স্বাভাবিক ভাব লাভ করিবে। মহারাজ ভগীরথ, জ্ঞাতিগণের জন্য, গঙ্গা-প্রবাহে পুনরায় পরিপূরিত করিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া সেই দেবতা ও ঋষি-সত্তমগণকে বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং সন্তুষ্ট-চিত্তে ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে কহিলেন,—হে মুনে! আপনি মহান্ একটী দেবকার্য্য—দানবগণের বিনাশ সাধন করিয়াছেন; যে হেতু আপনার এই কার্য্যে দেবগণ বিপদে তারিত হইয়াছেন, সেই জন্য আমি তুষ্ট হইয়াছি; আপনার যাহা অভিপ্রায়, সেই বর প্রার্থনা করুন, আমি তাহাই প্রদান করিব। ১৮১—১৯০। অগস্ত্য মুনি, ব্রহ্মার এই এই কথা শুনিয়া প্রণিপাত সহকারে কহি-লেন,—হে দেব! আমি এইখানে থাকিয়া এই দেবকার্য্য সাধন করিয়াছি; অতএব

ত্বয়া চোক্তশ্চ ভগবন্ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
যাত্রান্তু পুষ্করে কৃত্বা ইহাগত্য নরাশ্চ যে।
ইহ কুণ্ডেষু যে স্নানং তর্পণং পিতৃদেবয়োঃ।
অর্চ্চনঞ্চৈব দেবেষু সর্ব্বমক্ষয়কারকম্ ॥ ১৯৩
অর্ঘ্যং চোচ্চাবচং গৃহ্য শস্কুলাপূপকাংস্ততঃ।
দাস্যন্তি দ্বিজমুখ্যেভ্যস্তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে ॥
শ্রাদ্ধেন পিতরস্তৃপ্তা যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১৯৫
কন্দমূলফলৈর্বাপি তর্পয়িষ্যন্তি যো মুনিম্।
সপ্তর্ষিস্থানমাসাদ্য মোদন্তে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥
যজ্ঞপর্ব্বতমারূঢ়ো দৃষ্ট্বা গঙ্গাবিনির্গমম্।
উদঙ্মুখী দেবনদী নির্গতা পুষ্করং প্রতি ॥ ১৯৭
অত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ
অশ্বমেধফলং তস্য ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৮
যদ্যেকং ভোজয়েদ্বিপ্রং কোটির্ভবতি ভোজিতা
অক্ষয়ং হ্যন্নপানঞ্চ অত্র দত্তং মুনীশ্বর ॥ ১৯৯
যো যমিচ্ছতি কামন্তু সর্ব্বং তস্য ভবিষ্যতি।
ন বিযোনিং ব্রজন্ত্যত্র স্নানমাত্রান্নরা ভুবি ॥
স্থানানাং পরমং স্থানং তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্।
ময়া দত্তং মুনিশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২০১
জন্মপ্রভৃতি যৎপাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।
অত্রৈব স্নাতমাত্রস্য সর্ব্বমেতৎ প্রণশ্যতি ॥ ২০২
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
জগামামন্ত্র্য স মুনিমগস্ত্যং মুনিসত্তমম্ ॥ ২০৩
অগস্ত্যোঽপি স্থিতস্তত্র আশ্রমে স্বে পরন্তপ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমোৎপত্তিরেষা তে পরিকীর্ত্তিতা।
সপ্তর্ষীণামাশ্রমাংশ্চ কীর্ত্তয়িষ্যে কুরূদ্বহ ॥ ২০৪
অত্রিশ্চৈব বসিষ্ঠোঽথ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
অঙ্গিরা গৌতমশ্চৈব সুমতিঃ সুমুখস্তথা ॥
বিশ্বামিত্রঃ স্থূলশিরাঃ সম্বর্ত্তশ্চ প্রতর্দ্দনঃ।
রৈভ্যো বৃহস্পতিশ্চৈব চ্যবনঃ কশ্যপো ভৃগুঃ ॥

আমার এই আশ্রম অন্য সকল আশ্রমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হউক; হে ভগবন্! আপনি বলিলেই ইহা হইবে, সংশয় নাই। ব্রহ্মা কহিলেন,— যে সকল মনুষ্য পুষ্করে যাত্রা করিয়া এখানে আসিয়া অত্রত্য কুণ্ডে স্নানান্তে পিতৃদেবতার তর্পণ ও দেবার্চ্চনা করিবে, তাহাদিগের কৃত তৎসমস্ত কার্য্যই অক্ষয় ফলজনক হইবে। এখানে যাহারা উত্তমোত্তম দ্রব্য দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া শস্কুলী ও অপূপ সকল প্রধান প্রধান দ্বিজগণকে দান করিবে। তাহাদিগের স্বর্গে বাস লাভ হইবে। এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ কল্পান্ত পর্য্যন্ত তৃপ্ত থাকিবেন। যদি কেহ কন্দ-মূল-ফল দ্বারা মুনিজনের তৃপ্তি সাধন করে,তবে সে সপ্তর্ষিলোকে যাইয়া সুদীর্ঘ কাল বাস করিতে পারিবে। যে জন, যজ্ঞপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া গঙ্গানির্গম দর্শনপূর্ব্বক সেই দেবনদী যেখানে উত্তমমুখে পুষ্করের দিকে নির্গতা হইয়াছেন, সেখানে স্নানান্তে পিতৃদেবার্চ্চনে নিরত হইবে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইবে, সংশয় নাই। হে মুনীশ্বর! সেখানে অন্ন-পানীয়দানে অক্ষয় ফল হইবে; একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে কোটী-ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফললাভ হইবে। ভূতলে এই স্থানে স্নানমাত্রেই মানব বিযোনি-জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; যে, যে কামনা করিবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে। ১৯১—২০০। হে মুনিবর! আমার বরদানে এই স্থান সকল স্থানের মধ্যেই পরম স্থান এবং তীর্থনিচয়-মধ্যেও উত্তম তীর্থ বলিয়া পরিণত হইবে। স্ত্রীলোকের কিম্বা পুরুষের জন্মাবধি যত পাতকই সঞ্চিত থাকুক, এখানে স্নানমাত্রেই তৎসমস্ত বিনষ্ট হইবে। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, এই কথা বলিয়া মুনিসত্তম অগস্ত্যকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে পরন্তপ! অগস্ত্যও নিজ আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে কুরূদ্বহ! এই আমি তোমার নিকট অগস্ত্যাশ্রমের উৎপত্তিবিবরণ কহিলাম; এক্ষণে সপ্তর্ষিগণের আশ্রমের উৎপত্তিবার্ত্তা বলিতেছি। অত্রি, বসিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, গৌতম, সুমতি, সুমুখ, বিশ্বামিত্র, স্থূলশিরা, সংবর্ত্ত, প্রতর্দ্দন, রৈভ্য,

দুর্ব্বাসা জমদগ্নিশ্চ মার্কণ্ডেয়োঽথ গালবঃ।
উশনাথ ভরদ্বাজো যবক্রীতস্তথা মুনিঃ ॥ ২০৭
স্থুলাক্ষঃ সকলাক্ষশ্চ কণ্বো মেধাতিথিঃ ক্রতুঃ।
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব স্বগন্ধী যবনো দ্বিজঃ ॥ ২০৮
তৃণাম্বুঃ শবলো ধৌম্যঃ শতানন্দোঽকৃতব্রণঃ।
জামদগ্ন্যস্তথা রামো হ্যষ্টকশ্চৈবমাদয়ঃ ॥ ২০৯
কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চৈব পুত্রশিষ্যৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ২১০
এতে তু পুষ্করং প্রাপ্য সপ্তর্ষীণামথাশ্রমে।
বেষ্টিতা নিয়মৈশ্চাপি দয়াযুক্তাস্তপস্বিনঃ ॥ ২১১
আনৃশংস্যং জয়ো ধৈর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমার্জ্জবম্
দয়া দানং জপশ্চৈব সর্ব্বেষাং তৎপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥
ইহ যৎক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে।
জ্ঞাত্বা তদিত্থং মুনয়ঃ পরমার্থপরায়ণাঃ ॥ ২১৩
ন তত্র নাস্তিকা যান্তি ন স্তেনা নাজিতেন্দ্রিয়াঃ
ন নৃশংসা ন পিশুনা ন কৃতঘ্না ন মানিনঃ ॥ ২১৪
সত্যতেজস্বিনঃ শূরা দয়াবন্তঃ ক্ষমাপরাঃ।
যজ্বানো যজ্ঞশীলাশ্চ নিরীহা নিরুপদ্রবাঃ ॥২১৫
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাস্তত্র গচ্ছন্তি পুষ্করে।
ন রোগো ন জরা মৃত্যুর্ভবিতার মহাত্মনাম্ ॥
ন তত্র মূঢ়া বিশন্তি পুরুষা বিষয়াত্মকাঃ।
কামলোভমদদ্রোহ-ক্রোধমোহৈরুপক্রান্তাঃ ॥
তুল্যমানাপমানাশ্চ নির্দ্বন্দ্বাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
ধ্যানযোগপরাশ্চৈব তে তু গচ্ছন্তি পুষ্করম্ ॥
আশ্রমেষু যথোক্তেষু যথোক্তং বৈ দ্বিজাতয়ঃ
যে বর্ত্তন্তে যমং জ্ঞাত্বাং তেষাং লোকা মহোদয়াঃ ॥ ২১৯
যে ন হিংসন্তি ভূতানি কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনৃশংসতরাঃ সন্তঃ সর্ব্বদা চ প্রিয়ংবদাঃ ॥
অগ্নিহোত্ররতা নিত্যং নিত্যঞ্চাতিথিপূজকাঃ।
নিত্যং স্বাধ্যায়বন্তশ্চ নিত্যং স্নানপরায়ণাঃ ॥
মাতৃবৎ স্বসৃবচ্চৈব তথা দুহিতৃবচ্চ হ।
পরদারান্ প্রপশ্যন্তি সততং বিগতস্পৃহাঃ ॥২২২
যেঽধিক্ষিপ্তা ন কুপ্যন্তি ন হিংসন্তি চ হিংসিতাঃ
সমদুঃখসুখাঃ সন্তো মহাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥

বৃহস্পতি, অচ্যবন, কশ্যপ, ভৃগু, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, উশনা, ভরদ্বাজ, যবক্রীতমুনি, স্থুলাক্ষ, সকলাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, ক্রতু, নারদ, পর্ব্বত, স্বগন্ধী, চ্যবন, তৃণাম্বু, শবল, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, জামদগ্ন্য-রাম, অষ্টক ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণ, পুত্র-শিষ্যাদি সহ সেই পুষ্করে সপ্তর্ষিগণের আশ্রমে যাইয়া বিবিধ নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক দয়াপ্রকাশ সহকারে তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন। ২০১—২১১। সেখানে তাঁহাদিগের আনৃশংস্য, জয়, ধৈর্য্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, দান ও জপ,—এই সমস্ত সকলেরই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহকালে যে কর্ম্ম করা যায়, পরকালে তাহারই ফলভোগ হইয়া থাকে। মুনিগণ ইহা বিশেষরূপ জানিতেন বলিয়াই সেখানে যাইয়া তাঁহারা পরমার্থপরায়ণ হইয়াছিলেন। সেখানে নাস্তিক, চোর, অজিতেন্দ্রিয়, নৃশংস, পিশুন, কৃতঘ্ন কিম্বা অভিমানী ব্যক্তিরা যায় না; পরন্তু সেই পুষ্কর ক্ষেত্রে নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার মানবেরাই গমন করিয়া থাকে। তত্রত্য মহাত্মাদিগের রোগ, জরা বা মৃত্যু হয় না। সেখানে কাম-লোভ-মদ-দ্রোহ-ক্রোধ মোহাদি দ্বারা আক্রান্ত বিষয়াসক্ত মূঢ় নরগণ প্রবেশ করিতে পারে না। যাহারা সংযতেন্দ্রিয়, নির্দ্বন্দ্ব ও মানাপমানে তুল্যবুদ্ধি, এবং ধ্যানযোগপরায়ণ, তাহারাই সেই পুষ্করে গমন করে। সেখানে যাহারা যমযাতনা পরিহারার্থ যথোক্ত আশ্রমসমূহে থাকিয়া যথোক্ত আচার পালনপূর্ব্বক বাস করে, তাহাদিগের মহোদয় লোকসকল লাভ হয়। ২১২—২১৯। যাঁহারা বাক্য মন ও কর্ম্মদ্বারা প্রাণিবর্গের হিংসা না করে, যাঁহারা নিতান্ত অনৃশংস, সাধু, ও সর্ব্বদা প্রিয়বাদী, যাঁহারা নিত্য অগ্নিহোত্র-রত, নিয়ত অতিথিসেবাপরায়ণ, নিত্য স্বাধ্যায়-নিষ্ঠ, নিত্য স্নানাসক্ত, ও পরনারীদিগকে সতত নিস্পৃহ চিত্তে মাতৃবৎ ভগিনীবৎ কিম্বা দুহিতৃবৎ অবলোকন করে, যাঁহারা অধিক্ষিপ্ত হইয়াও কুপিত হন না, কিম্বা হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না; যাঁহারা সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান-

তে হি সর্ব্বে প্রপশ্যন্তি পুরা চেরুর্মহীমিমাম্।
সমাধিনা চিন্তয়ন্তো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ২২৪
অথাস্তবদনাবৃষ্টিঃ কদাচিন্মহতী তদা।
কৃচ্ছ্রপ্রায়ো হ্যভূত্তত্র সর্ব্বলোকঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ ॥
ততো নিয়মে লোকেহস্মিংশ্চাত্মানং তে পরীপ্সবঃ।
মৃতং কুমারমাদায় কৃচ্ছ্রপ্রায়াস্তদাপচন্ ॥ ২২৫
অথ পর্য্যচরত্তত্র ক্লিশ্যমানান্ হি তানৃষীন্।
দৃষ্ট্বা রাজা বিষাদার্ত্তঃ প্রোবাচেদং বচস্তদা ॥

রাজোবাচ।

প্রতিগ্রহো ব্রাহ্মণানাং দৃষ্টা বৃত্তিরনিন্দিতা।
তস্মাৎ প্রতিগ্রহান্ মত্তো গৃহ্লীধ্বং মুনিসত্তমাঃ
বরান্ গ্রামান্ ব্রীহিযবান্ রসান্ রত্নানি কাঞ্চনম্
গাশ্চ ধেনূশ্চ তৎসর্ব্বং মা মাংসং পচত দ্বিজাঃ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

রাজন্ প্রতিগ্রহো ঘোরো মধ্বাস্বাদো বিষোপমঃ।
তজ্জানতাং নঃ কস্মাত্ত্বং কুরুষে সম্প্রলোভনম্
দশসূনাসমশ্চক্রী দশচক্রিসমো ধ্বজী।
দশধ্বজিসমা বেশ্যা দশবেশ্যাসমো নৃপঃ ॥ ২৩১
দশসূনাসহস্রাণি যো বাহয়তি শৌণ্ডিকঃ।
তেন তুল্যস্ততো রাজা ঘোরস্তস্য প্রতিগ্রহঃ।
যো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্লাতি ব্রাহ্মণো লোভমোহিতঃ
তামিস্রাদিষু ঘোরেষু নরকেষু স পচ্যতে ॥ ২৩২
তদ্গচ্ছ কুশলং তেহস্তু সহ দানেন পার্থিব।
অন্যেষাং দীয়তামেতদিত্যুক্ত্বা তে বনং যযুঃ।
অথ রাজ্ঞঃ সমাদেশাত্তত্র গত্বাথ মন্ত্রিণঃ।
উদুম্বরাণি ব্যকিরন্ হেমগর্ভাণি ভূতলে ॥ ২৩৩

বান্, সাধু, নিগৃহীতেন্দ্রিয়, আর যাঁহারা পূর্ব্বে এই মহীমণ্ডল বিচরণ করিয়া দেখিয়াছেন; সেই সমস্ত মহাত্মারা এখানে সমাধিযোগে চিন্তা করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোক অবলোকন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে সেই সমস্ত মহর্ষি যখন এইরূপ তপস্যায় নিরত ছিলেন, সেই সময়ে একদা মহতী অনাবৃষ্টি হয়, এবং তাহার ফলে সমগ্র ভূমণ্ডলে জনগণ ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া নিতান্ত কষ্ট পাইতে থাকে। তারপর ক্রমে যখন এই লোক নিরন্ন হইয়া পড়িল, তখন সেই মহর্ষিরা অত্যন্ত ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষণ কামনায় একটী মৃত বালক আনিয়া পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে তৎকালীন রাজা, লোকক্লেশ-নিরাসমানসে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে সেই ক্লিশ্যমান মহর্ষিগণের নিকট উপনীত হইয়া সেই ব্যাপার দেখিয়া বিষাদার্ত্ত চিত্তে তাঁহাদিগকে এই কথা কহিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন,—দেখা গিয়াছে যে, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে প্রতিগ্রহ আনন্দিতা বৃত্তি; অতএব হে মুনিসত্তমগণ! আপনারা আমার নিকট প্রতিগ্রহ করুন। হে দ্বিজগণ! আপনারা ঐ মাংস পাক করিবেন না; শ্রেষ্ঠ গ্রাম, ব্রীহি, যব, রস, রত্ন, কাঞ্চন, গো, ধেনু প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করুন। ২২০—২২৯। ঋষিগণ কহিলেন,—রাজন্! প্রতিগ্রহ একটী ঘোর কার্য্য; উহা মধুসম-মধুরাস্বাদযুক্ত অথচ বিষের ন্যায় পরিণাম-বিরস। আমরা ইহা জানি; অতএব আপনি কিজন্য এ বিষয়ে আমাদিগকে প্রলোভিত করিতেছেন? এক চক্রী—দশ সূনাসম, এক ধ্বজী—দশ চক্রিসম, এক বেশ্যা—দশধ্বজিতুল্য, আর এক রাজা দশ বেশ্যার সমান। বস্তুতঃ যে শৌণ্ডিক, দশসহস্র সূনা পরিচালিত করে, এক রাজা তাহার তুল্য; এজন্য রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করা ঘোর কার্য্য। যে ব্রাহ্মণ লোভমোহিত হইয়া রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করে, সে তামিস্রাদি ঘোর নরকনিচয়ে পতিত হয়। অতএব হে মহারাজ! আপনি আপনার দানীয় দ্রব্য লইয়া যাউন, ইহা অন্যলোকদিগকে দিউন; আপনার মঙ্গল হউক। সেই মুনিগণ এই কথা কহিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর রাজাদেশ অনুসারে তদীয় মন্ত্রিগণ সেখানে যাইয়া হেমগর্ভ উদুম্বর ফল সকল তত্রত্য ভূভাগে বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তার পর

ততো যদৃচ্ছং বিচিন্বন্তো গৃহ্নংশ্চোদুম্বরাণ্যপি।
স্বর্ণানি হি বিদিত্বা তু ন গ্রাহ্যাণ্যত্রিরব্রবীৎ ॥২৩৬
অত্রিরুবাচ।
নাস্মহে মূঢবিজ্ঞানা নাস্মহে মন্দবুদ্ধয়ঃ।
হৈমানীমানি জানীমঃ প্রতিবুদ্ধাঃ স্ম জ্ঞানিনঃ
ইহৈবেদং বসু প্রীত্যৈ প্রেত্য বৈ দুষ্টিতোদয়ম
তস্মান্ন গ্রাহ্যমেবৈতৎসুখমানন্ত্যমিচ্ছতা ॥২৩৮
শতেন গুণিতং নিষ্কং সহস্রেণ সমন্বিতম্।
যস্তান্ত্যতঃ প্রতীচ্ছেৎ স পাপিষ্ঠাং লভতে গতিম্ ॥ ২৩৯
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নূনং নৈকস্য পর্য্যাপ্তমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
তপসাং সঞ্চয়ো যস্য দ্রব্যাণাং যস্য সঞ্চয়ঃ।
তপঃসঞ্চয় এবেহ বিশিষ্টো ধনসঞ্চয়াৎ ॥ ২৪১

ত্যজতঃ সঞ্চয়ান্ সর্ব্বান্ যান্তি নাশমুপদ্রবাঃ।
ন হি সঞ্চয়বান্ কশ্চিদ্ দৃশ্যতে নিরুপদ্রবঃ ॥২৪২
যথা যথা ন গৃহ্লাতি ব্রাহ্মণোঽসৎপ্রতিগ্রহম্।
তথা তস্য হি সন্তোষাদ্ব্রাহ্মং তেজো বিবর্দ্ধতে
অকিঞ্চনত্বং রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ৎ।
অকিঞ্চনত্বমধিকং রাজ্যাদপি হিতাত্মনঃ ॥ ২৪৪
কশ্যপ উবাচ।
অনর্থো ব্রাহ্মণস্যৈষ যদর্থনিচয়ো মহান্।
অর্থৈশ্বর্য্যবিমূঢো হি শ্রেয়সো ভ্রশ্যতে দ্বিজঃ ॥
অর্থসম্পদ্বিমোহায় বিমোহো নরকায় চ।
তস্মাদর্থমনর্থাখ্যং শ্রেয়োর্থী দূরতস্ত্যজেৎ ॥২৪৬
যস্য ধর্ম্মার্থমর্থেহা তস্যানীহা গরীয়সী।
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্ ॥ ২৪৭
যোঽর্থেন সাধ্যতে ধর্ম্মঃ ক্ষয়িষ্ণুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ
যঃ পরার্থে পরিত্যাগঃ সোঽক্ষয়ো মুক্তিলক্ষণঃ

সেই মুনিগণ খাদ্যান্বেষণ করিতে করিতে সেই সমস্ত উদুম্বর ফল গ্রহণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অত্রি মুনি তৎসমস্ত অপেক্ষাকৃত ভারী দেখিয়া উহা অগ্রাহ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। অত্রি কহিলেন,—আমরা মূঢবিজ্ঞান নহি কিম্বা আমরা মন্দবুদ্ধিও নহি; আমরা প্রতিবুদ্ধ ও জ্ঞানী; তাই আমরা জানিয়াছি যে এগুলি স্বর্ণনির্ম্মিত। এই ধন ইহকালেই প্রীতিসাধক; কিন্তু পরকালে উন্নতির প্রতিবন্ধক; অতএব অনন্ত সুখকামী ব্যক্তির পক্ষে ইহা কোন প্রকারেই গ্রাহ্য নহে। শতগুণিত নিষ্ক—সহস্র সুবর্ণসদৃশ; যে জন অপরের নিকট উহা প্রতিগ্রহ করে, তাহার পাপিষ্ঠ-জনোচিতা গতিপ্রাপ্তি হয়। পৃথিবীতে যাহা কিছু ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু বা রমণী আছে, তৎ সমস্ত নিশ্চয়ই একজন লোকেরও পর্য্যাপ্তরূপে ভোগসাধক হয় না; ইহা বুঝিয়া শমাবলম্বন করিবে।২৩০—২৪০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—জগতে তপস্যার সঞ্চয় আর দ্রব্যের সঞ্চয়,—এই দ্বিবিধ সঞ্চয় দেখা যায়, তন্মধ্যে ধনসঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয়ই শ্রেষ্ঠ; সমস্ত সঞ্চয় পরিহার করিলে উপদ্রব সকলই নাশ পায়; কিন্তু কোনও সঞ্চয়ী ব্যক্তিকেই নিরুপদ্রব দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ, যেমন যেমন অসৎ প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হন, তেমন তেমনই তাঁহার সন্তোষের ফলে ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি লাভ করে। পূর্ব্বে রাজ্য ও দারিদ্র্য এই দুইটী তুলাযন্ত্রে মাপিয়া দেখা হইয়াছিল, তাহাতে আত্মহিতকামী মানবের পক্ষে রাজ্য অপেক্ষাও দারিদ্র্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কশ্যপ কহিলেন,—ব্রাহ্মণের যে মহান্ অর্থনিচয় – ইহাই একটা মহান্ অনর্থ; ব্রাহ্মণ অর্থে—ঐশ্বর্য্যে বিমূঢ় হইয়া শ্রেয়োভ্রষ্ট হয়। অর্থ-সম্পদ্ বিমোহের কারণ, আর বিমোহ নরকের হেতু; এ নিমিত্ত শ্রেয়ঃপ্রার্থী ব্যক্তি, সেই অনর্থনামক অর্থকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। যাহার ধর্ম্মার্থ অর্থস্পৃহা, তাহারও অস্পৃহাই গরীয়সী; কারণ কর্দ্দম প্রক্ষালন অপেক্ষা দূরে থাকিয়া উহা স্পর্শ না করাই ভাল। অর্থ দ্বারা যে ধর্ম্মার্জ্জন করা যায়, তাহা ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত; পরন্তু পরার্থে যে পরিত্যাগ তাহাই অক্ষয়

ভরদ্বাজ উবাচ।

জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি
চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্য্যেতে তৃষ্ণৈকা নিরুপদ্রবা।
সূচ্যা সূত্রং যথা বস্ত্রে সমানয়তি সূচকঃ।
তদ্বৎ সংসারসূত্রং হি তৃষ্ণা সূচ্যোপনীয়তে।
যথা শৃঙ্গং রুরোঃ কায়ে বর্দ্ধমানে চ বর্দ্ধতে।
অনন্তপারা দুষ্পূরা তৃষ্ণা দুঃখশতাবহা।
অধর্ম্মবহুলা চৈব তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২৫২

গৌতম উবাচ।

সন্তুষ্টঃ কো ন শক্নোতি ফলেনাপ্যতিবর্ত্তিতুম্
মূঢ় ইন্দ্রিয়লৌল্যেন সঙ্কটান্যবগাহতে ॥ ২৫৩
সর্ব্বত্র সম্পদস্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।
উপানদ্গূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাবৃতেব ভূঃ ॥ ২৫৪
সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥ ২৫৫
অসন্তোষঃ পরং দুঃখং সন্তোষঃ পরমং সুখম্
সুখার্থী পুরুষস্তস্মাৎ সন্তুষ্টঃ সততং ভবেৎ।

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কামং কাময়মানস্য যদি কামঃ সমৃধ্যতি।
অথৈনমপরঃ কামো ভূয়ো বিধ্যতি বাণবৎ।
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ২৫৮
কামানভিলষন্মোহান্ন নরঃ সুখমেধতে।
শ্যেনাসনতরুচ্ছায়াং ব্রজন্নিব কপিঞ্জলঃ ॥ ২৫৯
চতুঃসাগরপর্য্যন্তাং যো ভুঙ্ক্তে পৃথিবীমিমাম্।
তুল্যাশ্মকাঞ্চনো যশ্চ স কৃতার্থো ন পার্থিবঃ।

এবং মুক্তিজনক হয় ।২৪১—২৫০। ভরদ্বাজ কহিলেন,—জীবগণ ক্রমশঃ জীর্ণ হইতে থাকিলে তাহাদিগের কেশ সকল ও দশন-সমুদায়ও জীর্ণ হইতে থাকে; কিন্তু ধনাশা ও জীবনাশা জীবগণ জীর্ণ হইতে থাকিলেও জীর্ণ হয় না। ক্রমশঃ চক্ষুঃ এবং কর্ণ-যুগলও জীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু একমাত্র তৃষ্ণাই নিয়ত নিরুপদ্রবে তরুণতা লাভ করিতে থাকে। তাঁতি যেমন মাকুর সহায়তায় বসনে সূত্রসঞ্চার করে, তদ্রূপ তৃষ্ণা-সূচী দ্বারাই সংসারসূত্র বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। রুরু মৃগের শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন তাহার শৃঙ্গও বৃদ্ধি লাভ করে, তৃষ্ণাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংসারও তদ্রূপই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তৃষ্ণার পার নাই, উহার পূরণ করাও দুঃসাধ্য, বিশেষতঃ উহা শত শত দুঃখে আবৃত এবং বহুল অধর্ম্মযুক্ত; এই জন্যই উহাকে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। গৌতম কহিলেন,—সন্তুষ্ট হইতে পারিলে কোন্ মানব ফলদ্বারা সকলকে অতিক্রম করিতে সমর্থ না হয়? মূঢ় ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়লৌল্য-নিবন্ধন বিবিধ সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকে। যাহার মানস সন্তুষ্ট তাহার সর্ব্বত্রই সম্পদ্ বিরাজমান; পাদুকাপরিহিত ব্যক্তির সমগ্র ভূমিই চর্ম্মাবৃতবৎ অনুভূত হয়। সন্তোষরূপ অমৃতপানে তৃপ্ত শান্তচেতা জনগণের যে সুখ, ধনলোভে ইতস্ততঃ ধাবমান ব্যক্তিবর্গের সে সুখ কোথায়? জগতে অসন্তোষই পরম দুঃখ, আর সন্তোষই পরম সুখ; সেইজন্য সুখার্থী পুরুষ সতত সন্তুষ্ট হইবে। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—কাম্য পদার্থের কামনা করিলে পর যদি কোন প্রকারে সেই কামনা সফলও হয়, তথাপি তার পর আবার অন্য কামনা উদ্ভূত হইয়া বাণের ন্যায় চিত্তকে বিদ্ধ করিতে থাকে। কাম্য বিষয়ের উপভোগে কদাচ কামনার শান্তি হয় না, পরন্তু ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় প্রথমে একটু মন্দীভূত হইয়া ক্ষণপরেই আবার সবিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। শ্যেন পক্ষীর বাস-বৃক্ষের ছায়ায় যাইয়া কপিঞ্জল পক্ষীর ন্যায় নরগণ মোহবশতঃ কামাভিলাষ করিয়া কদাচ সুখ লাভ করিতে পারে না। যিনি এই চতুঃসাগরসীমাবদ্ধা সমগ্রা পৃথিবী ভোগ করেন, তাদৃশ রাজা—আর যিনি কাঞ্চনে ও প্রস্তরে সমদর্শী সন্ন্যাসী,—এই দুই জনের মধ্যে সন্ন্যাসীই কৃতার্থ কিন্তু রাজা কৃতার্থ

জমদগ্নিরুবাচ।

প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্।
যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি
শাশ্বতান্॥ ২৬১

যোঽর্থানিচ্ছেন্নৃপাদ্বিপ্রঃ শোচিতব্যো মহর্ষিভিঃ
ন স পশ্যতি মূঢ়াত্মা নরকে যাতনাভয়ম্॥ ২৬২
প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি ন প্রসজ্যেৎ প্রতিগ্রহে।
প্রতিগ্রহেণ বিপ্রানাং ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি
প্রতিগ্রহসমর্থানাং নিবৃত্তানাং প্রতিগ্রহাৎ।
য এব দদতাং লোকাস্ত এবাপ্রতিগৃহ্নতাম্॥

অরুন্ধত্যুবাচ।

বিসতন্তুর্যথা নিত্যমন্তস্থঃ সততং বিবর্দ্ধতে।
তৃষ্ণা চৈবমনাদ্যন্তা তথা দেহগতা সদা॥ ২৬৫
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং
ত্যজতঃ সুখম্॥২৬৬

চাণ্ডাল উবাচ।

উগ্রাদিতো ভয়াদ্ যস্মাদ্বিভ্যতীমে মহেশ্বরাঃ।
বলীয়সো দুর্ব্বলবত্তস্মাচ্চৈব বিভেম্যহম্॥ ২৬৭

পশুসখ উবাচ।

যদাচরন্তি বিদ্বাংসঃ সদা ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
তদেব বিদুষা কার্য্যমাত্মনো হিতমিচ্ছতা॥ ২৬৮
ইত্যুক্ত্বা হেমগর্ভাণি ত্যক্ত্বা তানি ফলানি বৈ।
ঋষয়ো জগ্মুরন্যত্র সর্ব্ব এব দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৬৯
ততস্তে বিচরন্তো বৈ মধ্যমং পুষ্করং গতাঃ।
দদৃশুঃ সহসা প্রাপ্তং পরিব্রাজং শুনঃসখম্॥
তেনেহ সহিতাস্তত্র গত্বা কিঞ্চিদ্বনান্তরম্।
সরঃ পরমপশ্যন্ত বৃতং পদ্মৈর্জলাশয়ম্॥ ২৭১
নিবিষ্টাঃ সরসস্তীরে চিন্তয়ন্তো গতিং শুভাম্।
শুনঃসখো মুনীন্ সর্ব্বানুবাচ ক্ষুধিতাংস্তদা॥

হইতে পারেন না।২৫১—২৬০। জমদগ্নি কহিলেন;—যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহে সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ করেন না, তিনি দানশীলগণের প্রাপ্য নিত্য লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে বিপ্র, রাজার নিকট অর্থ প্রার্থনা করে সেই মূঢ়াত্মা মানব, নরকে স্বীয় ভবিষ্য-যাতনা-ভীতির বিষয় জানে না। প্রতিগ্রহসমর্থ হইলেও প্রতিগ্রহে প্রসক্ত হইবে না; বিপ্রগণ প্রতিগ্রহ করিলে তাহাদিগের ব্রহ্মতেজ বিনষ্ট হয়। দাতা জনগণের যে লোকে গতি হয়, যাঁহারা প্রতিগ্রহে সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত থাকেন, সেই সমস্ত অপ্রতিগ্রাহী জনগণেরও সেই সকল লোকেই গতি হইয়া থাকে। অরুন্ধতী কহিলেন,—বিসতন্তু যেমন নিয়ত জলমধ্যে থাকিয়াই বিস্তৃতি লাভ করে, আদ্যন্তরহিতা তৃষ্ণাও তেমনই সতত দেহগত থাকিয়াই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিষয়াসক্তমতি জনগণের পক্ষে যাহা দুস্ত্যজ, যাহা দেহ জীর্ণ হইলেও জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তক রোগ-স্বরূপ, সেই তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিলেই প্রকৃত সুখ লাভ হইয়া থাকে। চাণ্ডাল কহিলেন,—যেহেতু ইঁহারা ক্ষমতাশালী হইয়াও শক্তিহীনের ন্যায় এই উগ্র প্রতিগ্রহ হইতে ভয় পাইতেছেন, আমিও সেই জন্যই এই প্রতিগ্রহে ভীত হইতেছি। পশুসখ কহিলেন,—নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান জনগণ যাহা আচরণ করেন, আত্মহিতাভিলাষী শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও তাহাই করা বিধেয়। দৃঢ়ব্রত ঋষিগণ সকলেই এইরূপ বলিয়া সেই হেমগর্ভ ফল সকল পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা বিচরণ করিতে করিতে মধ্যম পুষ্করে যাইয়া উপনীত হইলেন এবং সেখানে সহসা সমাগত শুনঃসখ নামক প্রসিদ্ধ পরিব্রাজককে দেখিতে পাইলেন।২৬১—২৭০। পরে ঋষিগণ সেই শুনঃসখ পরিব্রাজকের সহিত কিয়দ্‌দূরে বনান্তরে যাইয়া উপনীত হইলে পর দেখিলেন, সেখানে একটী পদ্মসমাবৃত বৃহৎ জলাশয় রহিয়াছে। তাঁহারা সেই সরোবরের তীরে সকলেই উপবিষ্ট হইলেন এবং কি উপায়ে এই দুর্ভিক্ষে মঙ্গল লাভ হইতে পারে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন শুনঃসখ মুনি, সেই ক্ষুধার্ত্ত মুনি-

সর্ব্বে বদন্ত গদিতাঃ কীদৃশী ক্ষুৎপ্রবেদনা।
ঋষয়ঃ পতিতাস্তে তু পরিব্রাজং তদা নৃপম্ ॥ *
শক্তিশস্ত্রগদাভিণ্ডিচক্রতোমরশায়কৈঃ।
যাভিতে বেদনা সা তু ক্ষুধয়া নাপি নির্জ্জিতা ॥
শ্বাসকুষ্ঠক্ষয়াতীসারজ্বরাপস্মারশূলকৈঃ।
ব্যাধিভির্জ্জনিতা সাপি ক্ষুধায়া নাধিকা ভবেৎ ॥
বিভূষিতাশ্চ কেয়ূর-মকুটোজ্জ্বলকুণ্ডলাঃ।
ক্ষুধায়াং ন বিরাজন্তে ভবে যে সংস্থিতা নরাঃ ॥
যথা ভূমিগতং তোয়ং রবিরশ্মিভিরাকর্ষতি ॥ ২৭৭
তদ্বচ্ছরীরজা নাড্যঃ শোষ্যন্তে জঠরাগ্নিনা।
ন শৃণোতি ন চাঘ্রাতি চক্ষুষা নৈব পশ্যতি।
দহ্যতে পীড্যতে মূঢ়ঃ ভ্রম্যতে ক্ষুধয়ার্দ্দিতঃ ॥২৭৮
ন পূর্ব্বাং দক্ষিণাঞ্চাপি পশ্চিমাং নোত্তরামপি
ন চাধো নৈব চোর্দ্ধঞ্চ ক্ষুধাবিষ্টো হি বিন্দতি।
মূকত্বং বধিরত্বঞ্চ জড়ত্বমথ পঙ্গুতা।
ভৈরবত্বমমর্য্যাদং ক্ষুধায়াং সম্প্রবর্দ্ধতে ॥ ২৮০
জনকং জননীং পুত্রান্ ভার্য্যাং দুহিতরং তথা
ভ্রাতরং স্বজনং বাপি ত্যজন্তি ক্ষুধয়ার্দ্দিতঃ ॥
ন পিতৄন্ পূজয়েৎ সম্যক্ দেবঞ্চাপি গুরুং তথা
ঋষীনভ্যাগতাংশ্চাপি ক্ষুধাবিষ্টো ন বিন্দতি ॥২৮২
এবমন্নবিহীনস্ত ভবন্ত্যেতানি দেহিনাম্ ॥ ২৮৩
তদেবং সম্প্রযচ্ছেত অন্নং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ব্রহ্মভূতস্ততঃ সোঽথ ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥২৮৪
সুসংস্কৃতঞ্চ যোঽপ্যন্নং দদ্যাদহরহর্দ্বিজে।
যঃ পঠেদন্নদানন্তু শ্রাদ্ধে চৈব বিশেষতঃ ॥ ২৮৫
একাগ্রমানসো ভূত্বা অমাবস্যেন্দুসঙ্ক্ষয়ে।
ভূতোপঘাতসম্পূর্ণে শ্রাদ্ধে শ্রাবয়তে সদা ॥
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবজ্জীবং ন সংশয়ঃ।

গণকে কহিলেন,—আপনারা সকলে বলুন, ক্ষুধার ক্লেশ কিরূপ বোধ হইতেছে? মুনিগণ তখন পুনঃপুনঃ মুনিকে মিলিত ভাবে কহিলেন,—শক্তি শস্ত্র গদা চক্র তোমর বাণাদি দ্বারা আহত হইলে যেরূপ বেদনা হয়, ক্ষুধা যেন সেরূপকেও পরিজিত করিয়াছে। শ্বাস কুষ্ঠ ক্ষয় অতীসার জ্বর অপস্মার শূল প্রভৃতি ব্যাধি দ্বারা যে ক্লেশ জন্মে, বোধ হয় তাহাও ক্ষুধাক্লেশ অপেক্ষা অধিক নহে। যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়া উপস্থিত, সেখানে যাহারা সতত হেম অঙ্গদ মুকুট কেয়ূর কুণ্ডলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত থাকেন সেই সকল ধনী জনগণও ক্ষুধার পীড়ায় কিছুই শোভা প্রাপ্ত হন না। রবিকিরণ যেমন ভূমিগত জল আকর্ষণ করে। শরীরস্থ জাঠর বহ্নিও তেমনই নাড়ীমধ্যগত জলরাশি শোষণ করিয়া থাকে। মানব ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত হইলে ক্রমে তাহার বুদ্ধিবৈকল্য ঘটে; সে অন্তরে অন্তরে দগ্ধপ্রায় হয় এবং শুনিতে দেখিতে বা আঘ্রাণ করিতেও সমর্থ হয় না; পরন্তু ভ্রান্ত হইয়া কষ্টই পাইতে থাকে। ক্ষুধাবিষ্ট মানব, পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর ঊর্দ্ধ অধঃ কোন দিক্ই নির্ণয় করিতে পারে না। মূকতা বধিরতা জড়তা পঙ্গুতা বা ভৈরবত্ব ক্ষুধা দ্বারা অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মনুষ্য ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত হইলে পিতা মাতা পুত্র পত্নী দুহিতা ভ্রাতা কিম্বা সমস্ত আত্মীয়বর্গকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ক্ষুধাবিষ্ট হইলে মানুষের সদসদ্বিবেকশক্তি বিলুপ্ত হয়; তন্নিমিত্ত পিতৃ দেবতা গুরু ঋষি কিম্বা অভ্যাগত পূজাগণেরও সম্যক্ পূজা করিতে পারে না। ইহসংসারে অন্নহীন জনগণের এই প্রকার দশা ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য; এইরূপ অন্নদানের ফলে ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত বিহার করিতে সমর্থ হয়। অতএব সুসংস্কৃত অন্ন প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য। যে জন একাগ্র মনে এই অন্নদানমাহাত্ম্য,—যে অমাবস্যায় চন্দ্রের একান্ত দর্শনাভাব ঘটে সেই অমাবস্যায়, আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে ও বিশেষতঃ সাধারণ শ্রাদ্ধে পাঠ করে,

* অতঃপরম্ 'ঋষয় ঊচুঃ।' ইতি পাঠোঽধিকঃ পুস্তকান্তরেষু ॥।

দেবদ্বিজসমীপস্থোঽন্নস্য দাতা বিমুচ্যতে ॥২৮৭
প্রবুদ্ধো বা প্রমত্তো বা প্রসঙ্গাদাগতোঽপি বা
ভক্ত্যা বিরহিতো বাপি শৃণ্বন্ পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥
দানেন সংযুতা বিপ্রাঃ সুখিনো ধর্ম্মভাগিনঃ ॥
যমো দমো বৈ নিয়মঃ প্রোক্তস্তত্ত্বার্থদর্শিভিঃ।
ব্রাহ্মণানাং বিশেষেণ দমো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
দমস্তেজো বর্দ্ধয়তি পবিত্রো দম উত্তমঃ।
বিপাপ্মা চৈব তেজস্বী পুরুষো দমতো ভবেৎ
যে কেচিন্নিয়মা লোকে যে চ ধর্ম্মাঃ শুভাবহাঃ।
সর্ব্বযজ্ঞফলঞ্চাপি দমস্তেভ্যো বিশিষ্যতে ॥২৯২
তপো যজ্ঞস্তথা দানং দমাদেব প্রবর্ত্ততে।
কিমরণ্যে হ্যদান্তস্য দান্তস্যাপি কিমাশ্রমে।
যত্র যত্র বসেদ্দান্তস্তদরণ্যং মহাশ্রমঃ ॥ ২৯৩

শীলবৃত্তসমেতস্য নিগৃহীতেন্দ্রিয়স্য চ।
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য আশ্রমৈঃ কিং প্রয়োজনম্
বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥ ২৯৫
শুকর্ম্মধর্ম্মার্জ্জিতজীবিতানাং
সদা চ সন্তুষ্য গৃহে রতানাম্।
জিতেন্দ্রিয়াণামতিথিপ্রিয়াণাং
গৃহেঽপি ধর্ম্মো নিয়মস্থিতানাম্ ॥ ২৯৬
ন শব্দশাস্ত্রে নিরতস্য মোক্ষো
ন বর্ণসন্ধে নিরতস্য চৈব।
ন ভোজনাচ্ছাদনতৎপরস্য
ন লোকবৃত্তগ্রহণে রতস্য ॥ ২৯৭
একান্তশীলস্য দৃঢ়ব্রতস্য
সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রীতিনিবর্ত্তকস্য।
অধ্যাত্মযোগে গতমানসস্য
মোক্ষো ধ্রুবং নিত্যমহিংসকস্য ॥ ২৯৮

যাবজ্জীবন তাহার পিতৃলোকের সন্তোষ থাকে। দেব-দ্বিজ সমীপে থাকিয়া অন্নদাতা মানব সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে। এই অন্নদানমাহাত্ম্য যদি কেহ প্রবুদ্ধ প্রমত্ত কিম্বা প্রসঙ্গক্রমে সমাগত হইয়া অথিচ ভক্তি-রহিত হইয়াও শ্রবণ করে, সেও পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। বিপ্রগণ দানের সহিত সংযুক্ত থাকিলেই সুখী ও ধর্ম্মভাগী হইয়া থাকেন। তত্ত্বার্থদর্শী জনগণ সাধারণ মানুষের পক্ষে যম দম ও নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন; তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণগণের জন্য বিশেষরূপে সনাতন দমপালন বিহিত হইয়াছে। ২৭১—২৯০। দম—তেজোবর্দ্ধক, ও উত্তম পবিত্র। পুরুষ—দমপালনের ফলে নিষ্পাপ ও তেজস্বী হইয়া থাকে। লোকে যাহা কিছু নিয়ম ও যাহা কিছু মঙ্গলসাধক ধর্ম্ম আর সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের যাহা যাহা ফল উক্ত হইয়াছে; দম তৎসমস্ত অপেক্ষা বিশিষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত। দম হইতেই তপস্যা যজ্ঞ ও দান প্রবর্ত্তিত হয়। দান্ত ব্যক্তির অরণ্যে কিম্বা অদান্ত মানবের আশ্রমাশ্রয়ে ফল কি? ফলতঃ দান্ত মানব যেখানে যেখানে বাস করেন, সেই সেই স্থানই তাঁহার পক্ষে অরণ্য ও আশ্রমের তুল্য। যিনি সুশীল সদ্বৃত্ত জিতেন্দ্রিয় ও সরলতাযুক্ত, তাঁহার আশ্রমে প্রয়োজন কি? বিষয়ানুরাগী জনগণের বনেও নানা দোষ ঘটিয়া উঠে, আর যিনি কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না, এমন মানবের পক্ষে গৃহে থাকিয়া পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ করাই প্রকৃত তপস্যা; যেহেতু যাঁহার বিষয়ানুরাগ নাই, তাঁহার গৃহই তপোবনস্বরূপ। যাহারা উত্তম ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, সতত সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে বাস করে, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, অতিথিপ্রিয় ও নিয়মবান্, তাঁহাদিগের গৃহে থাকিয়াও ধর্ম্মার্জ্জন হয়। শব্দশাস্ত্রে নিরত, বর্ণাশ্রমাচারপ্রতিপালক, ভোজনাচ্ছাদনপরায়ণ, কিম্বা লোকচরিতানুশীলনে সমাসক্ত জনগণেরই যে মোক্ষলাভ হয়, তাহা নহে; কিন্তু নির্জ্জনবাসী দৃঢ়ব্রত সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রীতিনিবৃত্ত অধ্যাত্মযোগানুরক্ত ও নিয়ত অহিংসক মানবেরই নিশ্চয় মোক্ষলাভ হয়। যাহার

সুখঞ্চ দান্তঃ স্বপিতি সুখেন প্রতিবুধ্যতে।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মনো যস্য প্রবর্ত্ততে ॥২৯৯
ন রথেন সুখং যাতি ন হয়েন ন দন্তিনা।
যথাত্মনা বিনীতেন সুখং যাতি মহাপথে ॥ ৩০০
ন তু ক্রুদ্ধাহিরিঃ স্পৃষ্টঃ সর্পো বাপ্যতিরোষিতঃ
অরির্বা নিত্যসংক্রুদ্ধো যথাত্মা দমবর্জ্জিতঃ ॥৩০১
ন যমং যমমিত্যাহুরাত্মা বৈ যম উচ্যতে।
আত্মা বৈ যমিতো যেন স যমস্তু বিশিষ্যতে ॥
যমো যম ইতি প্রোক্তো বৃথা তু দ্বিজতেজনঃ।
আত্মা বৈ যমিতো যেন যমস্তস্য করোতি কিম্
ক্রব্যাদেভ্যশ্চ ভূতেভ্যোঽদান্তেভ্যশ্চ সদা ভয়ম্
তেষাং বিপ্রতিষেধার্থং দণ্ডঃ সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ॥
দণ্ডো রক্ষতি ভূতানি দণ্ডঃ পালয়তে প্রজাঃ।
নিবারয়তি পাপিষ্ঠান্ দণ্ডো দুর্জ্জয় এব বা ॥৩০৫
শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সর্ব্বভূতভয়াবহঃ।
দণ্ডঃ শাস্তা মনুষ্যাণাং যস্মিন্ ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ
তথাশ্রমেষু সর্ব্বেষু দম এবোত্তমব্রতম্।
তানি লিঙ্গানি বক্ষ্যামি যৈর্দান্ত ইতি কীর্ত্ত্যতে
অকার্পণ্যমপারুষ্যং সন্তোষঃ সুবিধানতা।
অনসূয়া গুরোঃ পূজা দয়া ভূতেষ্বপৈশুনম্ ॥
ষড়্‌ভিরেষ দমঃ প্রোক্ত ঋষিভিঃ শান্তবুদ্ধিভিঃ
দমাধীনৌ ধর্ম্মমোক্ষৌ তথা স্বর্গশ্চ পার্থিব ॥
অপমানে ন কুপ্যেত সম্মানে ন প্রহৃষ্যতি।
সমদুঃখসুখো ধীরঃ স শান্ত ইতি কীর্ত্ত্যতে॥
শেতে সুখং হি শান্তস্তু সুখং হি প্রতিবুধ্যতে
শ্রেয়স্তবমতস্তিষ্ঠেদবমন্তা বিনশ্যতি ॥ ৩১১
অপমানিতস্তু ন ধ্যায়েত্তস্য পাপং কদাচন।
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য পরধর্ম্মং ন দূষয়েৎ ॥ ৩১২
আত্মানম বিজানীয়াৎ পরং দোষৈস্তু নাক্ষিপেৎ

মন, সর্ব্বভূতেই সমভাবে প্রবৃত্ত হয়; সেই দান্তব্যক্তি সুখেই নিদ্রা যায় এবং সুখেই প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। মনুষ্য আত্মা বিনীত হইলে যেমন সুখে মহাপথ অতিক্রম করিতে পারে, রথ অশ্ব বা গজ দ্বারাও তেমন সুখে যাইতে পারে না। ২৯৯—৩০০। অতিক্রুদ্ধ যম, দলিত সর্প কিম্বা নিত্যক্রুদ্ধ রিপুও দম-বর্জ্জিত আত্মার ন্যায় ক্ষতিকর নহে। জ্ঞানীরা যমকে যম বলেন না, পরন্তু আত্মাকেই যম বলিয়া থাকেন। ফলতঃ যিনি আত্মাকে সংযত করিতে পারিয়াছেন তিনিই বিশিষ্ট যমপদবাচ্য। জনগণ 'যম যম' বলিয়া বৃথা উদ্বিগ্ন হয়, যিনি আত্মাকে সংযত করিয়াছেন যম তাঁহার কি করিতে পারে? মাংসাশী এবং অদান্ত জনগণ হইতেই প্রাণিসকলের সতত ভয়; বিধাতা সেই জন্যই উহাদিগের সংযম সাধনার্থ দণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। দণ্ডই প্রাণি-বর্গকে রক্ষা করে, দণ্ডই প্রজাসকলকে পালন করে, আর সেই দুর্জ্জয় দণ্ডই পাপিষ্ঠদিগকে পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখে। যে দণ্ডে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই দণ্ড—শ্যামবর্ণ যুবা, লোহিতলোচন এবং মনুষ্যবর্গের শাসন-কর্ত্তা। আশ্রমসমূহ মধ্যে দমই উত্তম ব্রত। যেসকল চিহ্ন দেখিয়া দান্ত বলিয়া জানিতে পারা যায়, এক্ষণে সেই সকল লক্ষণ তোমার নিকট বলিতেছি। অকার্পণ্য, অপারুষ্য, সন্তোষ, কর্ম্মশৃঙ্খলা প্রতিপালন, অনসূয়া, গুরুসেবা, প্রাণিগণে দয়া, অপিশুনতা,—এই সমস্ত দয়া বলিয়া সপ্তর্ষিগণের ছয়জন শান্ত-বুদ্ধি ঋষির অভিমত। হে পার্থিব! ধর্ম্ম আর মোক্ষ এবং স্বর্গও দয়াধীন বলিয়া জানিও। যিনি অপমানে ক্রুদ্ধ এবং সম্মানে সন্তুষ্ট হন না, যাঁহার সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান, সেই ধীর ব্যক্তিকেই শান্ত বলা যায়। ৩০১---৩১০। শান্ত ব্যক্তি সুখেই নিদ্রাভোগ করে আর সুখেই প্রবুদ্ধ হয়; পরন্তু অব-মন্তা-ব্যক্তিই সেরূপ স্থলে বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব অপমান ঘটিলেও মনুষ্য সুস্থ-শান্ত মনে থাকিবে। এই কারণেই অপমানিত মানব অপমানকর্ত্তার কদাচ অনিষ্টচিন্তা করিবে না। স্বকীয় ধর্ম্মমতের সকল বিধি-ব্যবস্থাই যে, সকল সময় সকলের হিতকর বা রুচিসঙ্গত হয়, তাহা নহে; ইহা বিবেচনা করিয়া পরধর্ম্মের নিন্দায় নিবৃত্ত থাকিবে। আর কেহ কোন দুর্ব্যবহার করিলেও তৎ-

মন্ত্রৈর্হীনং ক্রিয়াভির্বা জন্মনাপ্যথ বা পুনঃ।
দমশ্ছাদয়তে সর্ব্বং হীনমঙ্গং পটো যথা॥ ৩১৩
অধীয়তে নিরর্থস্তে নাভিজানন্তি যে দমম্।
শ্রুতস্য হি দমো মূলং দমো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
যো হ্যাত্মনস্তুলয়তে সুবর্ণস্তুলয়া দমম্।
স তেন ধৃতিমান্ খ্যাতো ন তু দ্রব্যেণ মোহিতঃ
ব্রতানামপি সর্ব্বেষাং দম এব পরায়ণম্॥ ৩১৬
যদ্যধীতে ষড়ঙ্গানি বেদতত্ত্বার্থবিদ্দ্বিজঃ।
দমেন তু বিহীনশ্চ পূজ্যহং নেহ গচ্ছতি॥ ৩১৭
দমেন হীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ।
সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ কুলঞ্চ জন্ম
তীর্থাভিষেকশ্চ নিরর্থকানি॥ ৩১৮
অমৃতস্যেব তৃপ্যেত অপমানস্য যোগবিৎ।
বিষবচ্চ জুগুপ্সেত সম্মানস্য সদা দ্বিজঃ॥ ৩১৯

অপমানাত্তপোবৃদ্ধিঃ সম্মানাচ্চ তপঃক্ষয়ঃ।
অর্চ্চিতঃ পূজিতো বিপ্রো দুগ্ধা গৌরিব গচ্ছতি
পুনরাপ্যায়তে ধেনুঃ সতৃণৈঃ সলিলৈর্যথা।
এবং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ পুনরাপ্যায়তে দ্বিজঃ॥
আক্রোশকসমো লোকে সুহৃদন্যো ন বিদ্যতে
যস্য দুষ্কৃতমাদায় সুকৃতং স্বং প্রযচ্ছতি॥ ৩২২
আক্রোশমানান্ নাক্রোশেন্মন্যুং স্বং
বিনিবর্ত্তয়েৎ।
সন্নিয়ম্য তদাত্মানমমৃতেনাভিষিঞ্চতি॥ ৩২৩
কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
অনপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যং নয়ন্তি পরমাং গতিম্॥ ৩২৪
কামক্রোধৌ বিনির্জ্জিত্য কিমরণ্যে করিষ্যতি।
অভ্যাসেন তু বৈশাস্ত্রং কুলং শীলেন ধার্য্যতে
গুণৈর্মন্ত্রা বিধার্য্যন্তে ক্রোধঃ সত্ত্বেন ধার্য্যতে॥
যস্তু ক্রোধং সমুৎপন্নং সম্বারয়তি চাত্মনঃ।

প্রতি আক্রোশ বাক্যাদি প্রয়োগ না করিয়া সেরূপ স্থলেও আত্মদোষেরই চিন্তা করিবে। বসন যেমন শরীরাবরণ করে, দমও তেমনই মন্ত্র ক্রিয়া ও জন্ম দ্বারা হীন মানবেরও সেই সমস্ত ছিদ্র আবরণ করিয়া রাখে। যাহারা দম জানে না, তাহারা বৃথা অধ্যয়ন করে। দমই শাস্ত্রশিক্ষার মূল; দমই সনাতন ধর্ম্ম। স্বর্ণ দ্রব্যে মোহিত মানবেরা সুবর্ণ ধাতু দ্বারা আত্মাকে তুলা যন্ত্রে তুলনা করিয়া ধৃতিমান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেজন সুবর্ণ অর্থাৎ সুপ্রশস্ত দম দ্বারা আত্মার তুলনা করে, তাহাকেই ধৃতিমান্ তুলাকর্ত্তা বলা যায়। সমস্ত ব্রতের মধ্যে দমই সর্ব্বব্রতের শেষ আশ্রয়। ইহ সংসারে যদি কোন দ্বিজ দমবিহীন হয়, তবে সে ষড়ঙ্গাধ্যায়ী বেদতত্ত্বজ্ঞ হইলেও পূজ্য হইতে পারে না। ছয় অঙ্গের সহিত অধীত বেদ-চতুষ্টয়ও দমহীন মানবের পবিত্রতা সাধনে সক্ষম হয় না; পরন্তু তাহার সাংখ্যজ্ঞান,যোগ, কুলমহিমা, জন্মোৎকর্ষ, ও তীর্থাভিষেক, এতৎ সমস্তই নিরর্থক। যোগবিৎ দ্বিজ অমৃতের ন্যায় অপমান হইতে সন্তোষ লাভ করিবেন; আর সম্মানকে বিষের ন্যায় হেয় বোধ করিবেন। অপমানে তপস্যায় বৃদ্ধি এবং সম্মানে তপস্যার ক্ষয় হয়; যাহার দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে, সেই গাভীর ন্যায় বিপ্রও অর্চ্চিত পূজিত হইয়া নিঃসাররূপে প্রস্থান করে। ৩১১—৩২০। আবার সেই ধেনু যেমন সতৃণ জল দ্বারা আপ্যায়িত হয়, ব্রাহ্মণও তদ্রূপ জপ-হোমাদি দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। যে স্বীয় সুকৃত দানপূর্ব্বক দুষ্কৃত লইয়া যায়, সেই আক্রোশক ব্যক্তির মত জগতে আর কেহ সুহৃদ্ নাই। আক্রোশকারীদিগের প্রতি আক্রোশ করিবে না; পরন্তু স্বকীয় ক্রোধ সম্বরণ করিবে; ওরূপ অবস্থায় আত্মসংযম করিলে আত্মাকে অমৃত দ্বারাই অভিষিক্ত করা হয়। কপাল-পাত্র ব্যবহার, বৃক্ষমূলাশ্রয়, কুবসন ধারণ, একাকী অবস্থান, কোন পদার্থের অপেক্ষা না করা এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন, এই সমস্ত কার্য্য পরম গতি প্রদান করে। কাম-ক্রোধ জয় করিতে পারিলে অরণ্যে যাইয়া প্রয়োজন কি? অভ্যাস দ্বারা শাস্ত্র, শীল দ্বারা কুল, গুণগণ দ্বারা মন্ত্র ও সত্ত্ব দ্বারা ক্রোধকে ধারণ

অক্রোধেন জপেশ্চৈবঃ কশ্চেন সদৃশো ভুবি ॥
যস্তু ক্রোধং সমুৎপন্নং সন্তং সংযম্য তিষ্ঠতি।
তং সংসারতমং মন্যে নাস্মিন্ সীদতি যঃ পুমান্
এষ পৈতামহো গুহ্যো ব্রহ্মরাশিঃ সনাতনঃ ॥
ধর্ম্মস্ত নিয়মো যো হি ময়া তে কথিতো ভৃশম্
অন্যে চ যজ্বনাং লোকা অন্যে চাপি তপস্বিনাম্
অন্যে দমবতাং লোকাস্তে বৈ পরমপূজিতাঃ।
একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে
যদিদং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ ॥ ৩৩০
ন চৈব দোষো মন্তব্যঃ ক্ষমা প্রজ্ঞাবতাং বলম্
প্রশমং যোঽভিজানাতি ইষ্টাপূর্ত্তং মহীয়তে ॥
যৎ ক্রোধযুক্তো জপতি জুহোতি চ যদর্চ্চতি।
সর্ব্বং ক্ষরতি তত্তস্য ভিন্নকুম্ভাদিবোদকম্ ॥৩৩২
দমাধ্যায়মিমং পুণ্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
স ধর্ম্মনাবমারুহ্য দুর্গাণ্যতিতরিষ্যতি ॥ ৩৩৩
দমাধ্যায়মিমং পুণ্যং সততং শ্রাবয়েদ্দ্বিজঃ।
স ব্রহ্মলোকমাপ্নোতি তস্মান্ন চ্যবতে পুনঃ।
শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চৈতৎ প্রধার্য্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।
মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্টবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৩৩৬
পচনং বৈশ্বদেবার্থে পরার্থে যস্য জীবিতম্
এতত্তত্বেচ্ছ সর্ব্বস্বং ধাতূনামিব কাঞ্চনম্ ॥ ৩৩৭
সর্ব্বভূতহিতং রাজন্নধীত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ৩৩৮
এবং বৈ ধর্ম্মসর্ব্বস্বমুক্তা তে তু শুনঃসখম্।
তেনৈব সহিতাঃ সর্ব্বে নিবিষ্টাঃ সরসস্তটে।
সরোঽপশ্যন্ সুবিস্তীর্ণং পদ্মোৎপলজলাবৃতম্
তত্রাবতারং কৃত্বা তে বিসানি চ কলাপশঃ।

করা যায়। যেজন সমুৎপন্ন ক্রোধকে ধারণ করিয়া অক্রুদ্ধ ভাবে বাক্ প্রয়োগ করে, ভূতলে তাহার তুল্য আর কে আছে? যে পুরুষ ক্রোধ উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা অভিভূত না হইয়া তাহাকে অন্তরেই সংযত রাখিতে পারেন, তাঁহাকে সাধুমণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তি বলিয়া মনে করি। এই আমি তোমাকে যে ধর্ম্মের গোপনীয় নিয়ম সকল বিশেষ করিয়া কহিলাম, ইহা ব্রহ্মসৃষ্ট সনাতন তপস্যার রাশি স্বরূপ। যাগকারীদিগের এক লোক, তপস্বীদিগের অন্য লোক এবং দমবানগণেরও অপর লোক; সেই সকলই পরম পূজিত। ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে লোকে প্রতীকারে অসমর্থ মনে করে, ক্ষমাবান্ জনগণের এই একটী মাত্রই দোষ, আর দ্বিতীয় দোষ ঘটিতে পারে না।৩২১—৩৩০। বস্তুত ইহা দোষ নহে, পরন্তু প্রজ্ঞাবান্ জনগণের ক্ষমাই বল। যে জন ক্রোধকালে প্রশমাবলম্বন করিতে জানে, সে তাহারই ফলে ইষ্টাপূর্ত্তের উত্তম ফলভোগে সমর্থ হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা কিছু জপ হোম পূজাদি করা যায়, ভগ্ন কুম্ভ হইতে জলের ন্যায় তৎসমস্তই ক্ষরিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া এই পুণ্য দমাধ্যায় পাঠ করিবে, সে ধর্ম্মরূপ নৌকারোহণে দুর্গম সংসারসাগর পার হইতে পারিবে। যে দ্বিজ এই পুণ্য দমাধ্যায়, সতত অপরকে শ্রবণ করাইবে, সে ব্রহ্মলোক লাভ করিবে, তথা হইতে আর বিচ্যুত হইবে না। তুমি আমার নিকট ধর্ম্মের সার সর্ব্বস্ব উপদেশ শ্রবণ কর এবং ইহা শুনিয়া চিত্তে ধারণ কর; উপদেশটী এই যে, যাহা নিজের প্রতিকূল বলিয়া বোধ হইবে, পরের প্রতি সেই ব্যবহার করিবে না। যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্য লোষ্টবৎ এবং সর্ব্ব প্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই প্রকৃত দর্শনশক্তিসম্পন্ন। ধাতুসমূহমধ্যে কাঞ্চনের ন্যায়, সমস্ত ধর্ম্মাচারের মধ্যে বৈশ্বদেব বলি নির্ব্বাহার্থ অন্নপাক এবং অপরের উপকার সাধনার্থ জীবনধারণ, এই দুইটীই সার সর্ব্বস্ব। রাজন্! সর্ব্ব প্রাণীর হিতসাধন এই দমমাহাত্ম্য অধ্যয়ন করিলে অন্তে মুক্তিভাজন হওয়া যায়। সেই মুনিগণ শুনঃসখ মুনিকে এই সকল বলিয়া তাঁহারই সহিত সেই সরোবরতটে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা সেই সুবিস্তীর্ণ জলপূর্ণ পদ্মোৎপলাচ্ছন্ন সরোবর দেখিয়া তাহাতে

তীরে নিক্ষিপ্য সরসশ্চক্রুঃ পুণ্যাং জলক্রিয়াম্
অথোত্তীর্য্য জলাত্তস্মাত্তে সমেত্য পরস্পরম্।
বিসাস্তেতাস্তপশ্যন্ত ইদং বচনমব্রুবন্॥ ৩৪১

ঋষয় উচুঃ।

কেন ক্ষুধাভিতপ্তানামস্মাকং পাপকর্ম্মণাম্।
নৃশংসেনাপনীতানি বিসান্যাহারকাঙ্ক্ষিণা॥
তে শঙ্কমানাস্বন্যোন্যং পর্য্যপৃচ্ছন্ দ্বিজোত্তমাঃ
চক্রুশ্চ নিশ্চয়ং সর্ব্বে শপথং প্রতি পার্থিব॥৩৪৫

কশ্যপ উবাচ।

সর্ব্বত্র সর্ব্বং হরতু ন্যাসলোপং করোতু চ।
কূটসাক্ষিত্বমভ্যেতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥
দম্ভেন ধর্ম্মং চরতু রাজানং চোপসেবতাম্।
মধুমাংসং সমশ্নাতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥
অনৃতং ভাষতু সদা বিষয়াংশ্চোপসেবতু।
দদাতু কন্যাং শুল্কেন বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥

বসিষ্ঠ উবাচ।

অনৃতৌ মৈথুনং যাতু দিবাস্বপ্নং নিষেবতু।
অন্যোন্যাতিথিতামেতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ
এককূপে বসেদ্ গ্রামে ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ॥
তস্য সালোক্যতাং যাতু বিসস্তৈন্যং
করোতি যঃ॥ ৩৪৮

ভরদ্বাজ উবাচ।

নৃশংসঃ সোহস্তু সর্ব্বেষু সমৃদ্ধ্যা চাপ্যহঙ্কৃতঃ।
মৎসরী পিশুনশ্চৈব বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥
প্রত্যাক্রোশত্বাক্রুষ্টস্তাড়িতস্তাড়িতঃ।
বিক্রীণাতু রসাংশ্চৈব বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥

গৌতম উবাচ।

অতিথিং স্বাগতং প্রাপ্য পাকভেদং করোতু সঃ
শূদ্রান্নঞ্চ সদাশ্নাতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥
দত্ত্বা দানং কীর্ত্তয়তু পরভার্য্যাসু তুষ্যতু।
একাকী মিষ্টমশ্নাতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥

অবগাহনপূর্ব্বক বহুল মৃণাল তুলিয়া স্তবকাকারে নিবদ্ধ করিয়া তীরে নিক্ষেপান্তে কর্ত্তব্য পুণ্য জলক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ৩৩১—৩৪০। তারপর তাঁহারা সকলে জল হইতে তীরে উঠিয়া নিজ নিজ পূর্ব্বোদ্ধৃত মৃণাল স্তবক সমস্ত দেখিতে না পাইয়া পরস্পরে এই কথা কহিতে লাগিলেন,—আমরা পাপী, ক্ষুধায় অভিতপ্ত, কোন্ নৃশংস আহারাকাঙ্ক্ষায় আমাদের মৃণালগুলি অপহরণ করিয়াছে? দ্বিজোত্তমগণ পরস্পরকে সন্দেহ করিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; এবং হে রাজন্! শেষে সকলেই শপথ করিতে স্থিরনিশ্চয় হইলেন। কশ্যপ কহিলেন,—আমাদিগের মধ্যে যে মৃণাল চুরি করিতেছে, সে সর্ব্বত্র সর্ব্বদ্রব্য অপহরণ করুক; গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করুক, এবং কূটসাক্ষিত্ব প্রাপ্ত হউক। যে মৃণালচৌর্য্য করিতেছে, সে দম্ভসহকারে ধর্ম্মাচরণ করুক, রাজোপসেবা করুক এবং অবৈধভাবে মধু-মাংস ভক্ষণ করুক। যে ব্যক্তি মৃণালাপহরণ করিতেছে, সে সদা মিথ্যোক্তি করুক, নিয়ত বিষয়সেবা করুক এবং শুল্ক লইয়া কন্যা দান করুক। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে জন মৃণাল হরণ করিতেছে, সে ঋতু ভিন্ন কালেও স্ত্রীসঙ্গ করুক, দিবানিদ্রার সেবা করুক, এবং পরস্পরে অতিথিভাব গ্রহণ করুক। যে গ্রামে একটী মাত্র কূপ বর্ত্তমান, সেই গ্রামে বাস করে যে বৃষলীপতি ব্রাহ্মণ,তাহার সহিত—যে জন এই মৃণাল হরণ করিতেছে, তাহার একত্র বাস হউক। ভরদ্বাজ কহিলেন,—যে জন মৃণাল চুরি করিতেছে, সে সমৃদ্ধি দ্বারা অহঙ্কারী, অত্যন্ত নৃশংস, মৎসরী ও পিশুনস্বভাব হউক। যে মৃণাল হরণ করিতেছে, সে আক্রোষ্টার প্রতি আক্রোশ ও তাড়িত হইয়া তাড়না করুক আর রসদ্রব্যের বিক্রয় করুক।৩৪১—৩৫০। গৌতম কহিলেন,—যে ব্যক্তি মৃণাল হরণ করিতেছে, অতিথি সমাগত হইলে তাহার জন্য সে পৃথক্ পাক করুক এবং সদা শূদ্রান্ন ভক্ষণ করুক। যে ব্যক্তি মৃণালচৌর্য্য করিতেছে, সে দান করিয়া কীর্ত্তন করুক, পরপত্নীতে সন্তোষ লাভ করুক এবং একাকী মিষ্ট ভোজন করুক।

বিশ্বামিত্র উবাচ।
নিত্যকামপরঃ সোঽস্তু দিবসে চৈব মৈথুনী।
নিত্যন্তু পাতকী চৈব বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥
পরাপবাদং বদতু পরদারাংশ্চ সেবতু।
পরনিন্দারতশ্চাস্তু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥৩৫৪
মাতরং পিতরঞ্চৈব সোঽবমন্যতু দুর্ম্মতিঃ।
স মাতর্যন্যবুদ্ধিঃ স্যাদ্বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥
পরপাকং সদাশ্নাতু পরনারীঞ্চ সেবতু।
বেদবিক্রয়কৃচ্চাস্তু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥
জমদগ্নিরুবাচ।
পরস্য যাতু প্রেষ্যত্বং স তু জন্মনি জন্মনি।
সর্ব্বধর্ম্মক্রিয়াহীনো বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥
শুনঃসখ উবাচ।
ন্যায়েন বেদানধ্যেতু গৃহস্থোঽস্তু প্রিয়াতিথিঃ।
সত্যং বদতু বাজস্রং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥
অগ্নিং জুহোতু বিধিবদ্ যজ্ঞঃ যজতু নিত্যশঃ।
ব্রহ্মণঃ সদনং যাতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ।
ঋষয় উচুঃ।
ইষ্টমেব দ্বিজাতীনাং যদিদং শপথীকৃতম্।
ত্বয়া কৃতং বিসস্তৈন্যং সর্ব্বেষাং নঃ শুনঃসখ॥
শুনঃসখ উবাচ।
ময়া হ্যন্তর্হিতান্যাসন্ বিসানীমানি বো দ্বিজাঃ।
ধর্ম্মঞ্চ শ্রোতুকামেন জানীধ্বং মাঞ্চ বাসবম্॥
অলোভাদক্ষয়া লোকা জিতা বো মুনিসত্তমাঃ
বিমানমধিতিষ্ঠধ্বং গচ্ছামস্ত্রিদশালয়ম্॥ ৩৬২
ততো মহর্ষয়স্তে তু বিজ্ঞায়াথ পুরন্দরম্।
উচুঃ পুরন্দরঞ্চেদং বাক্যং বাক্যবিশারদাঃ॥৩৬৩
ইহাগত্য নরো যস্তু মধ্যমং পুষ্করং বিশেৎ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা লভেদাবশ্যকং ফলম্
দ্বাদশবার্ষিকী দীক্ষা স্মৃতা যা তু বনৌকসাম্।
তস্যাঃ ফলং সমগ্রঞ্চ লভেদিহ ন সংশয়ঃ॥ ৩৬৫
নাসৌ দুর্গতিমাপ্নোতি স্বর্গণৈঃ সহ মোদতে।

বিশ্বামিত্র কহিলেন,—যে মৃণালস্তেয় করিতেছে; সে নিয়ত কামাসক্ত, দিবামৈথুনরত ও সতত পাতককারী হউক। যে মৃণাল চুরি করিতেছে, সে পরকীয় অপবাদ কীর্ত্তন করুক, পরনারী সেবা করুক এবং পরনিন্দাপরায়ণ হউক। যে মৃণালস্তেয় করিতেছে, সেই দুর্ম্মতি মানব, মাতা-পিতাকে অবজ্ঞাত করুক এবং মাতার প্রতিও অন্য জঘন্য বুদ্ধি স্থাপন করুক। যে এই মৃণাল চৌর্য্য করিতেছে, সে সদা পরপাক ভোজন করুক, পরনারী সেবা করুক এবং বেদবিক্রয়কারী হউক। জমদগ্নি কহিলেন,—যে মৃণালচৌর্য্য করিতেছে, সে জন্মে জন্মে পরপ্রেষ্যতা প্রাপ্ত হউক এবং সর্ব্বধর্ম্মক্রিয়ারহিত হউক। শুনঃসখ কহিলেন,—যে ব্যক্তি মৃণালচৌর্য্য করিতেছে,সে ন্যায়ানুসারে বেদাধ্যয়ন করুক, অতিথিপ্রিয় গৃহস্থ হউক এবং অজস্র সত্য ভাষণ করুক। যে ব্যক্তি মৃণালাপহরণ করিতেছে, সে প্রতিদিন যথাবিধি অগ্নিতে হোম করুক, যজ্ঞানুষ্ঠান করুক, এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হউক। ৩৫১—৩৬০। শুনঃসখের এই কথা শুনিয়া সেই ঋষিগণ কহিলেন,—হে শুনঃসখ! তুমি এই যে শপথ করিলে, ইহা দ্বিজাতিবর্গের প্রার্থনীয়; অতএব তুমিই আমাদিগের মৃণাল সকল চুরি করিয়াছ। শুনঃসখ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি ধর্ম্ম শ্রবণ কামনায় আপনাদিগের এই মৃণাল সকল অন্তর্হিত করিয়াছিলাম; আপনারা আমাকে বাসব বলিয়া অবগত হউন। হে মুনিসত্তমগণ! আপনারা এই লোভরাহিত্যের ফলে অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছেন; আপনারা এই বিমানে আরোহণ করুন, চলুন দেবলোকে প্রস্থান করি। এই কথা শুনিয়া সেই বাক্যবিশারদ মুনিগণ তখন শুনঃসখ মুনিকে বাসব বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন;—এখানে আসিয়া যে মনুষ্য মধ্যম পুষ্করে প্রবেশ করিবে এবং ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, সে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইবে। বনবাসীদিগের যে দ্বাদশবার্ষিকী দীক্ষা বিহিত আছে, এখানে তাহার সমগ্র ফলই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সংশয় নাই। সে কোনরূপ

বিবিক্তিস্থানসমাসাদ্য তিষ্ঠেৎ বৈ ব্রহ্মণো দিনম্ ॥
পুলস্ত্য উবাচ।
ইন্দ্রেণ সহ সম্প্রীতাস্তদা জগ্মু স্ত্রিবিষ্টপম্ ॥
এবং বিলোভ্যমানাস্তে লোভৈর্বহুবিধৈরিহ।
নৈব লোভং তথা চক্রুস্তেন জগ্মু স্ত্রিবিষ্টপম্ ॥
ইদং যঃ শৃণুয়ান্নিত্যমৃষীণাং চরিতং শুভম্।
বিমুক্তঃসর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৩৭৯

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে সপ্তর্ষি-সংবাদো নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।
অত্যাশ্চর্য্যবতী রম্যা কথেয়ং পাপনাশিনী।
বিস্তরেণ চ মে ব্রূহি যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ ॥ ১
মাহাত্ম্যং মধ্যমস্যাপি ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
ফলং চান্নস্য কথিতং মাহাত্ম্যঞ্চ দমস্য তু ॥ ২
বিষ্ণুনা চ পদন্যাসঃ কৃতো যত্র মহামুনে।
কনীয়সস্তথোৎপত্তির্যথা কৃতা বদস্ব মে ॥ ৩
পুলস্ত্য উবাচ।
পুরা রথন্তরে কল্পে রাজাসীৎ পুষ্পবাহনঃ।
নাম্না লোকেষু বিখ্যাতস্তেজসা সূর্য্যসন্নিভঃ ॥৪
তপসা তস্য তুষ্টেন চতুর্বক্ত্রেণ ভারত।
কমলং কাঞ্চনং দত্তং যথাকামগমং নৃপ।
সপ্তদ্বীপানি লোকঞ্চ যথেষ্টং বিচরৎ সদা ॥ ৫
কল্পাদৌ তু সমং দ্বীপং তস্য পুষ্করবাসিনা।
লোকেন পূজিতং তস্মাৎ পুষ্করদ্বীপমুচ্যতে ॥ ৬
তদেব ব্রহ্মণা দত্তং যানমস্য ততোঽম্বুজম্।
পুষ্পবাহন ইত্যাহুস্তস্মাত্তং দেবদানবাঃ ॥ ৭
নৌপম্যমস্তীহ জগত্রয়েঽপি
ব্রহ্মাম্বুজস্যস্য চ তস্য রাজ্ঞঃ।

স্বর্গতি ভোগ করিবে না, নিজ পরিজনগণ সহ সুখানুভব করিবে এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মার একদিন বাস করিতে পারিবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—এই কথা বলিয়া তাঁহারা সুপ্রীতচিত্তে তখন ইন্দ্রের সহিত দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। সেই মহর্ষিগণ পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিলেও তাঁহারা লোভবশীভূত হন নাই বলিয়াই তখন দেবলোকে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই শুভ ঋষিচরিত্র প্রতিদিন শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাতকে বিমুক্ত হইয়া অন্তে স্বর্গধামে সদসম্মানে বিহার করিতে পারে। ৩৬১—৩৬৯।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—এই পাপনাশিনী রম্যা কথা অতীব আশ্চর্য্যবতী; আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে ইহা সবিস্তরে যথাযথভাবে বলুন। ঋষিগণ সেই মধ্যম পুষ্করের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আর অন্নদানের ও দমের ফলও কথিত হইয়াছে। কিন্তু হে মহামুনে! বিষ্ণু যেখানে পদন্যাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কনিষ্ঠ পুষ্করের যে প্রকারে উৎপত্তি হইয়াছিল, আমাকে তাহা বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—পূর্ব্বে রথন্তর কল্পে পুষ্পবাহন নামে এক সূর্য্যসম তেজস্বী লোকবিখ্যাত রাজা ছিলেন। হে ভারত মহারাজ! তাঁহার তপস্যায় চতুরানন তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী কামগামী সুবর্ণকমল প্রদান করিয়াছিলেন। কল্পাদিকালে পুষ্কর-বাসী ব্রহ্মা সেই রাজাকে পুষ্করবৎ সুসম একটী দ্বীপ প্রদান করিয়াছিলেন; জনগণও সেই দ্বীপের যথেষ্ট প্রশংসা করিত; সেই জন্য ক্রমে সেই দ্বীপের নাম হইয়াছিল—পুষ্কর দ্বীপ। সেই রাজাকে ব্রহ্মা সেই সম-য়েই সপ্তলোক ও সপ্তদ্বীপভ্রমণার্থ উক্ত পদ্মটী প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা সেই পদ্মে আরোহণ করিয়া সপ্তদ্বীপ ও সপ্তলোকে সতত যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতেন। সেই জন্য দেব দানব সকলেই তাঁহাকে পুষ্পবাহন

তপোদ্ভবাদথ তস্য রাজ্ঞী
নারীসহস্রৈরভিবন্দ্যমানা। ৮
নাম্না চ লাবণ্যবতী বভূব
যা পার্ব্বতী বেষ্টতমা ভবস্য।
তস্যাত্মজানামযুতং বভূব
ধর্ম্মাত্মনামগ্র্যধনুর্দ্ধরাণাম্। ৯
তদাত্মজাংস্তানভিবীক্ষ্য রাজা
মুহুর্মুহুর্বিস্ময়মাসসাদ।
সোঽভ্যাগতং পূজ্য মুনিপ্রবীরং
প্রচেতসং বাক্যমিদং বভাষে। ১০

রাজোবাচ।

কস্মাদ্বিভূতিরচলামরমর্ত্ত্যপূজ্যা
জাতা কথং কমলজাসদৃশী সুরাজ্ঞী।
ভার্য্যা ময়াল্পতপসা পরিতোষিতেন
দত্তং মমাম্বুজগৃহঞ্চ মুনীন্দ্র ধাত্রা। ১১
যস্মিন্ প্রবিষ্টমপি কোটিশতং নৃপাণাং
সামাত্যকুঞ্জররথৌঘজনাবৃতানাম্।
নালক্ষ্যতে ক্ব গতমম্বরগামিভিশ্চ
তারাগণেন্দুরবিরশ্মিভিরপ্যগম্যম্। ১২

তস্মাৎ কিমম্ব জননীজঠরোদ্ভবেন
ধর্ম্মাদিকং কৃতমশেষজনাতিগং যৎ।
সর্ব্বৈর্ময়াথ তনয়ৈরথবানয়াপি
সদ্ভার্য্যয়া তদখিলং কথয় প্রচেতঃ। ১৩
সোঽপ্যবধ্যধাদথ ভবান্তরিতং নিরীক্ষ্য
পৃথ্বীপতেঃ শৃণু তদদ্ভুতহেতুবৃত্তম্।
জন্মাভবত্তবতু লুব্ধকুলেঽপি ঘোরং
জাতস্ত্বমপ্যহুদিনং কিল পাপকারী। ১৪
বপুরপ্যভূত্তব পুনঃ পরুষাঙ্গসন্ধি
দুর্গন্ধি নখকুনপাভরণং সমস্তাৎ।
নো তে সুহৃন্ন সুতবন্ধুজনো ন তাদৃক্
নৈব স্বসা ন জননী চ তদাভিশস্তা। ১৫
আসন্মতা পরমভীষ্টতমাভিমুখ্যা
জাতা মহীশ তব যোষিদিয়ং সুরূপা। ১৬

বলিয়া উল্লেখ করিত। সেই ব্রহ্মাম্বুজবাসী রাজার এই লোকত্রয়ে কিছুই উপমাস্থল ছিল না; তাঁহার তপঃফলে রমণীসহস্রের অতি বন্দনীয়া, শিবের পার্ব্বতীর ন্যায় প্রিয়তমা লাবণ্যবতী নামে রাজ্ঞী হইয়াছিলেন। আর তাঁহার এক অযুত পুত্র জন্মিয়াছিল; তাহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর ও সকলেই ধর্ম্মাত্মা। রাজা সেই পুত্রগণকে দেখিয়া মুহুর্মুহুঃ বিস্ময় প্রাপ্ত হইতেন। একদা মুনিবর প্রচেতা অভ্যাগত হইলে পর রাজা তাঁহাকে যথোচিত অর্চ্চনান্তে এই কথা কহিতে লাগিলেন। ১—১০। রাজা কহিলেন,—হে মুনিবর! আমার এই অমর-নর-পূজিতা অচলা বিভূতি এবং কমলাসমা সুরাজ্ঞী ভার্য্যা কি কারণে লব্ধ হইয়াছে? আর বিধাতাই বা সামান্য তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আমায় কি কারণে এই কমলভবন দান করিয়াছেন? যে কমলে অমাত্য-রথ-কুঞ্জরাদি পরিকর সমেত শতকোটি নৃপতি প্রবেশ করিলেও উহা যে কোথায় লুক্কায়িত থাকে, তাহা আকাশচারীরাও লক্ষ্য করিতে পারে না; আর যে কমলে তারা-চন্দ্র-সূর্য্যাদির কিরণও প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। হে প্রচেতঃ! অতএব আপনি বলুন,—আমি কি পূর্ব্বজন্মে সর্ব্বসাধারণে যাহা করিতে পারে না, এমন কোনও অসাধারণ ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলাম? অথবা আমার এই সাধ্বী ভার্য্যা কিম্বা আমার এই পুত্রগণ তাদৃশ ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিল? আপনি এই বিবরণ সম্যক্ বর্ণন করুন। রাজার এই কথা শুনিয়া প্রচেতা মুনি রাজার জন্মান্তরবৃত্তান্ত জ্ঞাননেত্রে অবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন,—রাজন্! ইহার কারণ সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত, শ্রবণ করুন।—পূর্ব্বে আপনার এক ব্যাধের কুলে জন্ম হইয়াছিল এবং আপনি নিজেও ঘোর পাপকারী হইয়াছিলেন। তখন আপনার শরীর পরুষ অঙ্গসন্ধিসমন্বিত, বিবিধ প্রাণীর নানা অস্থ্যাভরণে ভূষিত এবং দুর্গন্ধে ব্যাপ্ত ছিল। কোনও সুহৃদ্ বন্ধু পুত্র ভগিনী জননী ছিল না,—কিন্তু হে মহীপতে! আপনার এই

অতুদনাবৃষ্টিরতীব ঘোরা
কদাচনাহারনিমিত্তমস্তাম।
ক্ষুৎপীড়য়াখো ভবতাং ন কিঞ্চি-
দ্যাসাদিতং বন্যফলাদি ভক্ষ্যম্ ॥ ১৭
অথাভিদৃষ্টং মহদম্বুজাঢ্যং
সরোবরং পঙ্কপরীতরোধঃ।
পদ্মাস্তথাদায় ততো বহূনি
গতঃ পুরং বৈদিশনামধেয়ম্ ॥ ১৮
তন্মূল্যলাভায় পুরং সমস্তং
ভ্রান্তং ত্বয়া শেষমহস্তদাসীৎ।
ক্রেতা ন কশ্চিৎ কমলেষু জাতঃ
ক্লান্তঃ পরং ক্ষুৎপরিপীড়িতশ্চ ॥ ১৯
উপবিষ্টস্বমেকস্মিন্ সভার্য্যো ভবনাঙ্গনে।
ততো রাত্রৌ ভবাংস্তত্র অশ্রৌষীন্মঙ্গলধ্বনিম্
সভার্য্যস্তত্র গতবান্ যত্রাসৌ মঙ্গলধ্বনিঃ।
তত্র মণ্ডলমধ্যস্থা বিষ্ণোরর্চ্চা বিলোকিতা ॥ ২১
বেশ্যানঙ্গবতী নাম বিভ্রতী দ্বাদশীব্রতম্।
সমাপ্য মাঘমাসস্থ দ্বাদশ্যাং লবণাচলম্ ॥ ২২
স্ববেদয়ত্তু গুরবে শয্যাং চোপস্করান্বিতাম্।
অলঙ্কৃত্য হৃষীকেশং সৌবর্ণং সমমাদরাৎ ॥ ২৩
সা তু দৃষ্টা ততস্তাভ্যামিদঞ্চ পরিচিন্তিতম্।
কিমেভিঃ কমলৈঃ কার্য্যং বরং বিষ্ণুরলঙ্কৃতঃ।
ইতি ভক্তিস্তদা জাতা দম্পত্যোস্ত নরেশ্বর।
তৎপ্রসঙ্গাৎ সমভ্যর্চ্চ্য কেশবং লবণাচলম্।
শয্যা চ পুষ্পপ্রকরৈঃ পূজিতাভূচ্চ সর্ব্বশঃ ॥২৫
অথানঙ্গবতী তুষ্টা তয়োর্ধান্যশতত্রয়ম্।
দীয়তামাদিদেশাথ কলধৌতপলত্রয়ম্ ॥ ২৬
ন গৃহীতং ততস্তাভ্যাং মহাসত্ত্বাবলম্বনাৎ ॥
অনঙ্গবত্যা চ পুনস্তয়োরন্নং চতুর্ব্বিধম্।

পত্নী তখনও আপনার অত্যন্ত প্রিয়া হিতাভিলাষিণী অনুরক্তা ভার্য্যা হইয়াছিলেন। তারপর একদা অতি ঘোরা অনাবৃষ্টি হইল। তাহাতে প্রজাবর্গের আহারসংগ্রহে মহাক্লেশ উপস্থিত হইল। তখন আপনি একদা ক্ষুধার ক্লেশে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়াও কিছু মাত্র খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অতঃপর এক স্থানে একটী পঙ্কজাঢ্য বৃহৎ সরোবর দেখিতে পাইয়া তাহার কর্দ্দমাকূল তীর অতিক্রমপূর্ব্বক তাহাতে অবতরণ করিয়া বহু পদ্ম চয়ন করিলেন এবং সেখান হইতে বৈদিশ নামক দেশান্তরে গিয়াছিলেন। সেখানে সেই পদ্মনিচয় বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহার্থ তুমি প্রায় সকল স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছিলে, কিন্তু কুত্রাপি বিক্রয় করিতে পারিলে না; অথচ ক্রমে বেলা শেষ পাইয়া গেল; কেহই সেই সকল পদ্মের ক্রেতা হইল না। তুমি ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া এক গৃহস্থের গৃহাঙ্গনে সস্ত্রীক উপবেশন করিয়াছিলে। তারপর রাত্রিকালে তুমি সেখানে মঙ্গলধ্বনি শুনিতে পাইলে। ১১—২০। পরে যেখানে সেই মঙ্গলধ্বনি হইতেছিল, তুমি তোমার পত্নীর সহিত সেখানে গমন করিলে এবং তত্রত্য মণ্ডলমধ্যে বিরাজিত বিষ্ণুমূর্ত্তিও দর্শন করিলে। সেখানে অনঙ্গবতী নামে এক বেশ্যা মাঘমাসের দ্বাদশীতে দ্বাদশীব্রত সমাপনপূর্ব্বক যত্ন সহকারে হৃষীকেশকে সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া গুরুকে সোপস্করা শয্যার সহিত লবণাচল দান করিল। সেই ব্যাধদম্পতি সেই ব্যাপার দেখিয়া তখন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, এ পদ্মগুলি দ্বারা আর কোন্ কাজ হইবে? বরং ইহা দ্বারা এই বিষ্ণুমূর্ত্তিকে অলঙ্কৃত করা যাউক। হে নরেশ্বর! তখন সেই ব্যাধদম্পতির এইরূপ ভক্তি জন্মিয়াছিল। সেইজন্য তাহারা তখন সেই কমলরাজিদ্বারা সেইলবণাচল, শয্যা ও বিষ্ণুমূর্ত্তি সমাচ্ছাদিত করিয়া পূজা করিল। ইহাতে অনঙ্গবতী সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কর্ম্মচারীর প্রতি সেই ব্যাধদম্পতীকে তিনশত ধান্য এবং তিনপল স্বর্ণ প্রদান করিবার আদেশ দিল। ব্যাধদম্পতি কিন্তু প্রবল সত্ত্বগুণাবলম্বনে লোভ সংযত রাখিতে পারিল বলিয়া সেই পুরস্কার গ্রহণ করিল না। হে ভূপতে! অতঃপর অনঙ্গবতী তাহাদিগের জন্য চতু-

আনীয় ব্যাস্তুতং চান্নং ভুজ্যতামিতি ভূপতে।
তাভ্যাঞ্চ তদপি ত্যক্তং ভোক্ষ্যাবঃ শ্বো
বরাননে।
প্রসঙ্গাদুপবাসো নৌ তবাদ্যাস্তু শুভাবহঃ ॥২৯
জন্মপ্রভৃতি পাপিষ্ঠাবাবাং দেবি দৃঢ়ব্রতে।
ত্বৎপ্রসঙ্গাত্তবদ্গেহে ধর্মলেশোঽস্তু নাবিহ ॥ ৩০
ইতি জাগরণং তাভ্যাং তৎপ্রসঙ্গাদনুষ্ঠিতম্।
প্রভাতে চ তয়া দত্তা শয্যা সলবণাচলা ॥ ৩১
গ্রামশ্চ গুরবে ভক্ত্যা বিপ্রেভ্যো দ্বাদশৈব তু
বস্ত্রালঙ্কারসংযুক্তা গাবশ্চ কনকান্বিতাঃ ॥ ৩২
ভোজনঞ্চ সুহৃন্মিত্রদীনান্ধকৃপণৈঃ সহ।
তচ্চ লুব্ধকদাম্পত্যং পূজয়িত্বা বিসর্জ্জিতম্ ॥ ৩৩
স ভবান্ লুব্ধকো জাতঃ সপত্নীকো নৃপেশ্বরঃ।
পুষ্করপ্রকরাত্তস্মাৎ কেশবস্য তু পূজনাৎ ॥ ৩৪

বিনষ্টাশেষপাপস্য তব পুষ্করমন্দিরম্।
তস্য সত্যস্য মাহাত্ম্যাদলোভতপসা নৃপ। ৩৫
প্রাদাৎ কামগমং যানং লোকনাথশ্চতুর্ম্মুখঃ।
সন্তুষ্টস্তব রাজেন্দ্র পুষ্করং ত্বং সমাশ্রয়। ৩৬
কল্পং সর্ব্বং সমাসাদ্য বিভূতিদ্বাদশীব্রতম্।
কুরু রাজেন্দ্র নির্ব্বাণমবশ্যং সমবাপ্স্যসি। ৩৭
এতদুক্ত্বা তু স মুনিস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
রাজা যথোক্তঞ্চ পুনরকরোৎ পুষ্পবাহনঃ। ৩৮
ইদমাচরতো রাজন্নখণ্ডব্রততা ভবেৎ। ৩৯
যথা কথঞ্চিৎ কালেন দ্বাদশ দ্বাদশীর্নৃপ।
কর্ত্তব্যা শক্তিতো দেব বিপ্রেভ্যো দক্ষিণা নৃপ
জ্যেষ্ঠে গাবঃ প্রদাতব্যা মধ্যমে ভূমিরুত্তমা।
কনিষ্ঠে কাঞ্চনং দেয়মিত্যেষা দক্ষিণা স্মৃতা।
প্রথমং ব্রহ্মদৈবত্যং দ্বিতীয়ং বৈষ্ণবং তথা।
তৃতীয়ং রুদ্রদৈবত্যং ত্রয়ো দেবাস্থিরু স্থিতাঃ।

বিবিধ উত্তম অন্ন আনাইয়া "তোমরা এই অন্ন ভোজন কর" বলিয়া তাহাদিগকে ভোজনের অনুরোধ করিল। কিন্তু ব্যাধ-দম্পতি সে অন্নও গ্রহণ করিল না; কহিল, —অয়ি বরাননে! অদ্য তোমার সঙ্গবশতঃ আমাদিগেরও শুভাবহ উপবাস হউক, আগামী কল্য ভোজন করিব। হে দৃঢ়ব্রতে দেবি! আমরা জন্মাবধি পাপিষ্ঠ; তোমার সংসর্গে তোমার গৃহে আমাদিগের একটু ধর্ম্ম-লেশ হউক। ২১—৩০। এই বলিয়া সেই বেশ্যাকে নিরস্ত করিয়া ব্যাধদম্পতি সেই রাত্রি সেই বেশ্যার সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গেই অতিবাহিত করিল। পরদিন প্রভাতে সেই বেশ্যা গুরুকে ভক্তি সহকারে লবণাচল সহ শয্যা এবং একখানি গ্রাম দান করিল ও দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকেও দ্বাদশটী বসনভূষণসমন্বিতা স্বর্ণদক্ষিণাযুক্তা গাভী প্রদান করিল। তারপর সুহৃৎ মিত্র দীন অন্ধ কৃপণাদির সহিত সেই ব্যাধদম্পতিকেও যথোচিত অর্চ্চনান্তে, বিদায় করিয়া দিল। সেই ব্যাধ আপনি,—সেই পঙ্কজপ্রকর দ্বারা কেশবার্চ্চনের ফলে এই রাজা এবং আপ-নার সেই পত্নীই এই রাজ্ঞী হইয়াছেন।

হে রাজন্! আপনি সেই যে লোভসংযম মহান্ ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন, সেই সত্য ধর্ম্মের মহিমায়ই আপনার সমস্ত পাতক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সেই জন্য লোকনাথ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে এই পুষ্কর-ভবন —এই কামগামী বিমান প্রদান করিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে সেই বিমানাশ্রয়ে আপনি কল্পকাল বাস করিয়া বিভূতিদ্বাদশী-ব্রতানুষ্ঠান করুন; হে রাজন্! তাহাতে আপনি অবশ্যই নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারি-বেন। এই কথা বলিয়া মুনিবর প্রচেতা সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর রাজা পুষ্করবাহন, যথোক্তরূপে সেই ব্রতাচরণ করিলেন। হে রাজন্! এই ব্রতাচরণের ফলে অখণ্ডব্রততা হয়। মহারাজ! যে কোন প্রকারে দ্বাদশটী দ্বাদশীব্রত করা কর্ত্তব্য; আর তাহাতে শক্তি অনুসারে দেববিপ্রাদিকে দক্ষিণাও দান করিবে। দক্ষিণার বিধান এই যে, প্রধান ঋত্বিক্‌কে গাভী, মধ্যমকে উত্তমা ভূমি এবং কনিষ্ঠকে সুবর্ণ প্রদান করিতে হয়। প্রথমে ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে বিষ্ণু আর তৃতীয়ে রুদ্র,—তিন

ইতি কলুষবিদারণং জনানাং
পঠতি চ যশ্চ শৃণোতি চাপি ভক্ত্যা।
কথয়তি চ স যাতি দেবলোকে
বসতি চ রোমসমানি বৎসরাণি ॥ ৪৩
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
কথিতং যেন রুদ্রেণ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪৪
নক্তমব্দং চরিত্বা তু গবা সার্দ্ধং কুটুম্বিনে।
হৈমং চক্রং ত্রিশূলঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রায় বাসসী ॥
এবং যঃ কুরুতে পুণ্যং শিবলোকে স মোদতে
এতদেব ব্রতং নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪৬
যস্ত্বেকভক্তেন ক্ষিপেদ্ধেনুং বৃষসমন্বিতাম্।
ধেনুং তিলময়ীং দদ্যাৎ স পদং যাতি শাঙ্করম্
এতদ্রুদ্রব্রতং নাম ভয়শোকবিনাশনম্ ॥ ৪৮
যশ্চ নীলোৎপলং হৈমং শর্করাপাত্রসংযুতম্।
একান্তরিতনক্তাশী সমাস্তে বৃষসংযুতম্।
বৈষ্ণবং স পদং যাতি নীলব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥
আষাঢ়াদিচতুর্মাসমভ্যঙ্গং বর্জ্জয়েন্নরঃ।
ভোজনোপস্করং দদ্যাৎ স যাতি ভবনং হরেঃ
জনপ্রীতিকরং নৃণাং প্রীতিব্রতমিহোচ্যতে ॥ ৫০
বর্জ্জয়িত্বা মধৌ যস্তু দধিক্ষীরঘৃতৈক্ষবম্।
দদ্যাদ্বস্ত্রাণি সূক্ষ্মাণি রসপাত্রেণ সংযুতম্ ॥ ৫১
সম্পূজ্য বিপ্রমিথুনং গৌরী মে প্রীয়তামিতি।
এতদ্গৌরীব্রতং নাম ভবানীলোকদায়কম্ ॥ ৫২
পুষ্যাদৌ যস্ত্রয়োদশ্যাং কৃত্বা নক্তমথো পুনঃ।
অশোকং কাঞ্চনং দদ্যাদিক্ষুযুক্তং দশাঙ্গুলম্ ॥
বিপ্রায় বস্ত্রসংযুক্তং প্রদ্যুম্নঃ প্রীয়তামিতি।
কল্পং বিষ্ণুপুরে স্থিত্বা বিশোকঃ স্যাৎ পুনর্নৃপ।
এতৎকাঃ ব্রতং নাম সদা শোকবিনাশনম্ ॥

কার্য্যে এই তিন দেবতা নির্দ্দিষ্ট। জনগণের কলুষবিদারণ এই উপাখ্যান যেজন ভক্তি-সহকারে পাঠ শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে অন্তে দেবলোকে যাইয়া রোমসম-সংখ্যক বৎসর বাস করিতে পারে। ৩১—৪৩। অতঃ-পর ব্রতসমূহের মধ্যে একটী উত্তম ব্রত বলি-তেছি; এই মহাপাতকনাশক ব্রত সেই রুদ্রদেব পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। এক বৎসর যাবৎ নক্তব্রত করিয়া কোনও বহুপরিবার-শালী ব্রাহ্মণকে বসনযুগলের সহিত একটী গাভী ও সুবর্ণনির্ম্মিত একটী চক্র ও ত্রিশূল দান করিবে। যে জন এই পুণ্য ব্রতাচরণ করে সে অন্তে শিবলোকে প্রমুদিত হয়। এই ব্রত মহাপাতকনাশক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। যে জন এক বৎসর যাবৎ প্রতিদিন একা-হারে অতিবাহিত করিয়া ব্রাহ্মণকে বৃষের সহিত একটী ধেনু এবং একটী তিলধেনু সম্প্রদান করে, সে শঙ্করপদলাভে সমর্থ হয়। এই ব্রতের নাম রুদ্রব্রত; ইহা ভয়-শোক-বিনাশক। একদিন উপবাসী থাকিয়া তৎ-পরদিন নক্তভোজী হইবে। এইভাবে এক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর, কোন শর্করা-পূর্ণ পাত্রে একটী সুবর্ণনির্ম্মিত নীলোৎপল স্থাপনপূর্ব্বক একটী বৃষের সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিবে, ইহার ফলে সে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে নীলব্রত বলে। মানব আষাঢ়াদি চারি মাস অভ্যঙ্গ বর্জ্জন করিয়া যদি ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করে, সে হরিভবনে গমন করিতে পারে! এই ব্রত জনপ্রীতিকর; নরগণ মধ্যে ইহা প্রীতিব্রত নামে উক্ত হয়। ৪৪—৫০। যে ব্যক্তি চৈত্র মাসে দধি দুগ্ধ ঘৃত ও ইক্ষুবিকার বর্জ্জনপূর্ব্বক বিপ্রমিথুনের অর্চ্চ-নান্তে একটী রসপূর্ণ পাত্রের সহিত সূক্ষ্ম বসনযুগল তাহাদের প্রত্যেককে "গৌরী আমার প্রতি প্রীত হউন" এই সঙ্কল্প করিয়া দান করে, সে ভবানীলোকে বাস করিতে পারে। ভবানীলোকদায়ক এই ব্রতের নাম ভবানীব্রত। হে নৃপ! যে জন চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে নক্তব্রত করিয়া কাঞ্চননির্ম্মিত দশাঙ্গুলপরিমিত অশোকতরু ইক্ষুযুক্ত করিয়া বসনযুগলের সহিত "প্রদ্যুম্ন আমার প্রতি প্রীত হউন" এইরূপ সঙ্কল্প সহকারে ব্রাহ্মণকে দান করে, সে কল্পকাল বিষ্ণুপুরে বাস করিয়া পরে শোকহীন মুক্তি-পদ প্রাপ্ত হয়। এই ব্রত শোকনাশক ও

আষাঢ়াদিব্রতে যস্তু বর্জ্জয়েন্নয়ঃ ফলাশনম্।
চাতুর্ম্মাস্যে নিবৃত্তে তু ঘটং সর্পিগুড়ান্বিতম্॥
কার্ত্তিক্যাং তৎ পুনর্হৈমং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ
স রুদ্রলোকমাপ্নোতি শিবব্রতমিদং স্মৃতম্॥
বর্জ্জয়েদ্যস্তু পুষ্পাণি হেমন্তে শিশিরাবৃতে।
পুষ্পত্রয়ঞ্চ ফাল্গুন্যাং কৃত্বা শক্ত্যা চ কাঞ্চনম্॥
দদ্যাদ্দ্বিকালবেলায়াং প্রীয়েতাং শিবকেশবৌ।
দত্ত্বা পরং পদং যাতি সৌম্যব্রতমিদং স্মৃতম্।
ফাল্গুনাদিতৃতীয়ায়াং লবণং যস্তু বর্জ্জয়েৎ।
সমাপ্তে শয়নং দদ্যাদ্গৃহং চোপস্করান্বিতম্॥৫৯
সম্পূজ্য বিপ্রমিথুনং ভবানী প্রীয়তামিতি।
গৌরীলোকে বসেৎ কল্পং সৌভাগ্যব্রতমুচ্যতে
সন্ধ্যামৌনং নরঃ কৃত্বা সমাপ্তে ঘৃতকুম্ভকম্।
বস্ত্রযুগ্মং তিলান্ ঘণ্টাং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥৬১
লোকং সারস্বতং যাতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্।
এতৎ সারস্বতং নাম রূপবিদ্যাপ্রদায়কম্॥৬২
লক্ষ্মীমভ্যর্চ্চ্য পঞ্চম্যামুপবাসী ভবেন্নরঃ।
সমাপ্তে হেমকমলং দদ্যাদ্ধেনুসমন্বিতম্॥৬৩
স বৈ বিষ্ণুপদং যাতি লক্ষ্মীঃ স্যাজ্জন্মজন্মনি।
এতল্লক্ষ্মীব্রতং নাম দুঃখশোকবিনাশনম্॥৬৪
কৃত্বোপলেপনং শম্ভোরগ্রতঃ কেশবস্য চ।
যাবদব্দং পুনর্দেয়া ধেনুর্জলঘটৈস্তথা॥৬৫
জন্মাযুতং স রাজা স্যাত্ততঃ শিবপুরং ব্রজেৎ।
এতদায়ুর্ব্রতং নাম সর্ব্বকামপ্রদায়কম্।
অশ্বত্থং ভাস্করং গঙ্গাং প্রণম্যৈকাগ্রমানসঃ।
একভক্তং নরঃ কুর্য্যাদব্দমেকং বিমৎসরঃ॥৬৭
ব্রতান্তে বিপ্রমিথুনং পূজ্যং ধেনুত্রয়ান্বিতম্।

'কামব্রত' নামে সতত প্রসিদ্ধ। আষাঢ় মাস হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ করিয়া তাহাতে ফলভক্ষণ বর্জ্জন করিবে। পরে চাতুর্ম্মাস্য নিবৃত্ত হইলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ঘৃত-গুড়-সমন্বিত সুবর্ণঘট ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই ব্রতের নাম শিবব্রত। ইহার অনুষ্ঠানে রুদ্রলোক লাভ হয়। শিশিরাবৃত হেমন্তকালে পুষ্প ব্যবহার পরিহার করিবে। পরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কাঞ্চন দ্বারা শক্ত্যনুসারে তিনটী পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া 'হরি ও শঙ্কর আমার প্রতি প্রীত হউন' এইরূপ কামনা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। এই ব্রতের নাম সৌম্যব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ লবণ বর্জ্জন করিবে। তারপর বৎসরান্তে "ভবানী আমার প্রতি প্রীত হউন" এই কামনায় বিপ্রদম্পতিকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক পরিচ্ছদ সহ একখানি বাসগৃহ এবং একখানি শয্যা দান করিবে। ইহার নাম সৌভাগ্যব্রত। ইহার ফলে কল্পকাল যাবৎ গৌরীলোকে বাস করিতে পারা যায়। ৫১—৬০। যে মনুষ্য প্রতিদিন সন্ধ্যাকাল হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত মৌনব্রতে থাকিয়া সংবৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে তিলের সহিত বসন-যুগল, একটী ঘণ্টা এবং একটী ঘৃতকুম্ভ দান করে, সে যেখান হইতে সংসারে পুনরাগমন সম্ভব নহে, এমন সারস্বত লোকে গমন করিয়া থাকে। এই সারস্বত নামক ব্রত, রূপ ও বিদ্যাপ্রদায়ক। মনুষ্য শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিয়া সেই দিবস উপবাস করিবে। এইভাবে এক বৎসর ব্রত করিয়া একটী ধেনুর সহিত একটী স্বর্ণ-কমল ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই ব্রত করিলে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হয়। ইহার নাম লক্ষ্মীব্রত। ইহার ফলে দুঃখ-শোক বিনাশ পায় ও জন্মে জন্মে লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। চৈত্র মাসের মহাবিষুবসংক্রান্তিদিনে বিষ্ণুর বা শিবের সম্মুখগতা ভূমি উপলেপন করিবে। বৎসরান্তে একটী ধেনুর সহিত একটী জলঘট ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই ব্রত করিলে মানব অযুত জন্ম যাবৎ রাজা হয় এবং পরে শিবপুরে গমন করে। এই ব্রতের নাম আয়ুর্ব্রত; ইহা সর্ব্বকাম সাধক। মনুষ্য এক বৎসর যাবৎ প্রতিদিন অশ্বত্থ, ভাস্কর ও গঙ্গাকে একাগ্রমনে প্রণামপূর্ব্বক একাহার করিয়া থাকিবে। বিমৎসরচিত্তে এক বৎসর যাবৎ এইরূপ করিয়া ব্রাহ্মণদম্পতিকে অর্চ্চ-

বৃক্ষং হিরণ্ময়ং দদ্যাৎ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ
এতৎ কীর্ত্তিব্রতং নাম ভূতিকীর্ত্তিফলপ্রদম্ ॥
ঘৃতেন স্নপনং কৃত্বা শম্ভোর্বা কেশবস্য বা।
অক্ষতাভিঃ সপুষ্পাভিঃ কৃত্বা গোময়মণ্ডলম্ ॥ ৭০
সমান্তে হেমকমলং তিলধেনুসমন্বিতম্।
শূলমষ্টাঙ্গুলং দদ্যাদ্‌চ্ছিবলোকে মহীয়তে।
সামগায়নকৈশ্চৈব সামব্রতমিহোচ্যতে ॥ ৭১
নবম্যামেকভক্তন্তু কৃত্বা কন্যাশ্চ শক্তিতঃ।
ভোজয়িত্বা সমং দদ্যাদ্ধেমকঞ্চুকবাসসী ॥ ৭২
হৈমং সিংহঞ্চ বিপ্রায় দদ্যাচ্ছিবপদং ব্রজেৎ ॥
জন্মার্ব্বুদং সুরূপং স্যাচ্ছত্রুভিশ্চাপরাজিতঃ।
এতদ্বীরব্রতং নাম নরাণাঞ্চ সুখপ্রদম্ ॥ ৭৪
চৈত্রাদিচতুরো মাসান জলং দদ্যাদ্দয়ান্বিতঃ।
ব্রতান্তে মণিকং দদ্যাদন্নং বস্ত্রসমন্বিতম্ ॥ ৭৫
তিলপাত্রং হিরণ্যঞ্চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
কল্পান্তে ভূতিজননমানন্দব্রতমুচ্যতে ॥ ৭৬
পঞ্চামৃতেন স্নপনং কৃত্বা সংবৎসরং বিভোঃ।
বৎসরান্তে পুনর্দদ্যাদ্ধেনুং পঞ্চামৃতান্বিতাম্ ॥ ৭৭
বিপ্রায় দদ্যাচ্ছঙ্খঞ্চ স পদং যাতি শাঙ্করম্।
রাজা ভবতি কল্পান্তে ধৃতিব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৭৮
বর্জ্জয়িত্বা পুমান্মাংসং ব্রতান্তে গোপ্রদো ভবেৎ
তদ্বদ্ধেমমৃগং দদ্যাৎ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
অহিংসাব্রতমিত্যুক্তং কল্পান্তে ভূপতির্ভবেৎ।
কল্যমুত্থায় বৈ স্নানং কৃত্বা দাম্পত্যমর্চ্চয়েৎ ॥ ৮০
ভোজয়িত্বা যথাশক্তি মাল্যবস্ত্রবিভূষণৈঃ।
সূর্য্যলোকে বসেৎ কল্পং সূর্য্যব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥
আষাঢ়াদিচতুর্ম্মাসং প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নরঃ।

নান্তে তিনটী ধেনুর সহিত একটী হিরণ্ময় বৃক্ষ প্রদান করিবে। এই ব্রতের নাম কীর্ত্তি-ব্রত; ইহা ভক্তি ও কীর্ত্তি প্রদান করে; আর এই ব্রতকারী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। মানব ঘৃতদ্বারা শিবকে বা কেশবকে স্নান করাইয়া গোময়দ্বারা মণ্ডল রচনাপূর্ব্বক তাহাতে পুষ্পাক্ষত দ্বারা পূজা করিবে। পরে বৎসরান্তে কোনও সামগায়ক বিপ্রকে একটী তিলধেনু ও হেমকমলের সহিত স্বর্ণ-নির্ম্মিত অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণ একটী শূল প্রদান করিবে। ইহার নাম সামব্রত; ইহার ফলে মনুষ্য শিবলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে।৬১—৭১। চৈত্রমাসের শুক্লা নবমীতে একাহার করিয়া যথাশক্তি কতিপয় কুমারীকে ভোজন করাইবে; বৎসরান্তে সেই কুমারী-দিগকে স্বর্ণভরণ, কঞ্চুক এবং বসনযুগল এবং একটী ব্রাহ্মণকে হৈমসিংহ প্রদান করিবে। ইহার ফলে শিবপদবী লাভ হয়। এই ব্রতের নাম বীরব্রত; ইহা নরগণের সুখপ্রদ। ইহার অনুষ্ঠানে মনুষ্য অর্ব্বুদ-জন্ম যাবৎ রূপবান্ ও শত্রুবর্গের অপরাজেয় হয়। চৈত্রমাস হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত চারি মাস সদয়ভাবে তৃষ্ণার্ত্তগণকে জলদান করিবে। ব্রতশেষে পাত্রসহ তিল, অন্ন, বসন ও স্বর্ণের সহিত একটী মণিক (জালা) ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার ফলে ব্রহ্ম-লোকে বাস হয়; পরে কল্পান্তকালে সে মুক্তিভাজন হইতে পারে। ইহার নাম আনন্দ ব্রত। এক বৎসর যাবৎ শিবকে প্রতিদিন পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া বৎসরান্তে পঞ্চামৃতের সহিত একটী ধেনু উৎসর্গ করিয়া দিয়া সেই ধেনু ও একটী শঙ্খ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার নাম ধৃতি-ব্রত; ইহার ফলে মনুষ্য শঙ্করপদবী প্রাপ্ত হয় এবং কল্পাবসানে ভূমণ্ডলে রাজা হইতে পারে। কার্ত্তিক মাস হইতে এক বৎসর যাবৎ মাংসভক্ষণ বর্জ্জন করিয়া ব্রতশেষে ব্রাহ্মণকে একটী গাভী ও একটী হৈম মৃগ দান করিবে। এই ব্রত করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং কল্পাবসানে রাজা হওয়া যায়। ইহার নাম অহিংসা ব্রত। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানান্তে বিপ্রদম্পতির অর্চ্চনা করিবে। বৎসরান্তে সেই বিপ্রদম্পতিকে ভোজন করাইয়া মাল্য-বসন-ভূষণ দ্বারা সন্তোষিত করিবে। এই ব্রত করিলে সূর্য্যলোকে বাস করিতে পারা যায়। ইহার নাম সূর্য্যব্রত।৭২—৮১।

বিপ্রায় ভোজনং দত্ত্বা কার্ত্তিক্যাং গোপ্রদো ভবেৎ।
স বৈষ্ণবপদং যাতি বিষ্ণুব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৮২
অয়নাদয়নং যাবদ্বর্জ্জয়েৎ পুষ্পসর্পিষী।
তদন্তে পুষ্পমন্নানি ঘৃতধেন্বা সহৈব তু ॥ ৮৩
দত্ত্বা শিবপদং যাতি বিপ্রায় ঘৃতপায়সম্।
এতচ্ছীলব্রতং নাম শীলারোগ্যফলপ্রদম্ ॥৮৪
যাবৎসমং ভবেদ্যস্তু পঞ্চদশ্যাং পয়োব্রতঃ।
সমান্তে শ্রাদ্ধকৃদ্দদ্যাদ্গাশ্চ পঞ্চ পয়স্বিনীঃ ॥ ৮৫
বাসাংসি চ পিশঙ্গানি জলকুম্ভযুতানি চ।
স যাতি বৈষ্ণবং লোকং পিতৄণাং তারয়েচ্ছতম্
কল্পান্তে রাজরাজেন্দ্র পিতৃব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥
সন্ধ্যাদীপপ্রদো যস্তু ঘৃতৈতৈলং বিবর্জ্জয়েৎ।
সমান্তে দীপকং দদ্যাচ্চক্রং শূলঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥৮৮
বস্ত্রযুগ্মঞ্চ বিপ্রায় স তেজস্বী ভবেন্নরঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি দীপ্তিব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥৮৯
কার্ত্তিকাদিতৃতীয়ায়াং প্রাশ্য গোমূত্রযাবকম্।
নক্তং চরেদব্দমেকমব্দান্তে গোপ্রদো ভবেৎ।
গৌরীলোকে বসেৎ কল্পং ততো রাজা ভবেদিহ।
এতদ্রুদ্রব্রতং নাম সদা কল্যাণকারকম্ ॥ ৯১
বর্জ্জয়েচ্চতুরো মাসান্ যস্তু গন্ধানুলেপনম্।
শুক্তিগন্ধাক্ষতান্ দদ্যাদ্বিপ্রায় সিতবাসসী ॥ ৯২
বারুণং পদমাপ্নোতি দৃঢ়ব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ৯৩
বৈশাখে পুষ্পলবণং বর্জ্জয়েদথ গোপ্রদঃ।
ভূত্বা বিষ্ণুপদে কল্পং স্থিত্বা রাজা ভবেদিহ।
এতচ্ছান্তিব্রতং নাম কীর্ত্তিকামফলপ্রদম্ ॥ ৯৪

আষাঢ় মাস হইতে চারিমাস যাবৎ প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিবে; পরে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া একটী গাভী দান করিবে। এই ব্রত করিলে মনুষ্য বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম বিষ্ণুব্রত। উত্তরায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণায়নারম্ভের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত পুষ্প ও ঘৃত বর্জ্জন করিবে। পরে একটী ঘৃতধেনুর সহিত পুষ্প, বিবিধ অন্ন ও ঘৃতপায়স দান দ্বারা ব্রাহ্মণের সন্তোষ সাধন করিবে। এই ব্রত করিলে শিবপদ লাভ হয়। ইহার নাম শীল ব্রত; ইহা উত্তম শীল ও আরোগ্যপ্রদায়ক। একবৎসর যাবৎ প্রতি পূর্ণিমায় পয়োব্রত করিবে। পরে বর্ষশেষে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণকে পাঁচটী পয়স্বিনী গাভী, একটী জলকুম্ভ ও পিঙ্গলবর্ণ বসন, দান করিবে; এই ব্রতের নাম পিতৃব্রত। এই ব্রত করিলে মনুষ্য শত পিতৃপুরুষের পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে; এবং সে নিজে বৈষ্ণবলোকে বাস করিতে সক্ষম হয় ও কল্পাবসানে ভূতলে রাজরাজেন্দ্র হইতে পারে। সন্ধ্যাকালে রুদ্রপ্রীতিকামনায় ঘৃত দ্বারা একটী দীপ দান করিবে। এই দীপদান কার্য্যে তৈল ব্যবহার পরিহার করিবে। সংবৎসরান্তে সুবর্ণ দ্বারা একটী চক্র ও একটী শূল নির্ম্মাণ করাইয়া বসনযুগলের সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই ব্রত করিলে মনুষ্য তেজস্বী হয় এবং অন্তে রুদ্রলোক লাভ করিতে পারে। এই ব্রত দীপ্তিব্রত নামে প্রসিদ্ধ। ৮২—৮৯। কার্ত্তিক মাস হইতে প্রতি তৃতীয়া তিথিতে গোমূত্র-যাবক আহার করিয়া নক্ত ব্রতাচরণ করিবে। বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে একটী গাভী প্রদান করিবে। মানব এই ব্রতের ফলে কল্পকাল পর্য্যন্ত গৌরীলোকে বাস করিয়া পরে ইহলোকে রাজা হইতে পারে। ইহার নাম রুদ্রব্রত; ইহা সতত কল্যাণকারক। চৈত্রাদি চারিমাস যাবৎ গন্ধানুলেপন বর্জ্জন করিবে। ব্রতশেষে ব্রাহ্মণকে শুক্তি গন্ধ অক্ষত ও শ্বেত বসনযুগল দান করিবে। ইহার নাম দৃঢ়ব্রত। ইহার ফলে মনুষ্য বারুণ পদবীলাভ করিতে পারে। বৈশাখ মাসে পুষ্প ও লবণ বর্জ্জন করিবে। ব্রতান্তে ব্রাহ্মণকে একটী গাভী দান করিবে। ইহার ফলে কল্পকাল যাবৎ বিষ্ণুপদে বাস করিয়া পরে ইহলোকে রাজা হইতে পারে। ইহার নাম শান্তি ব্রত; ইহা কীর্ত্তি ও কাম্যফল প্রদান করিয়া

ব্রহ্মাণ্ডং কাঞ্চনং কৃত্বা তিলরাশিসমন্বিতম্।
ঘৃতেনাগ্নপ্রদো হুত্বা বহ্নিং সন্তর্প্য সদ্বিজম্ ॥৯৫
সম্পূজ্য বিপ্রদাম্পত্যং মাল্যবস্ত্রবিভূষণৈঃ।
শক্তিতস্ত্রিপলাদূর্দ্ধং বিশ্বাত্মা প্রীয়তামিতি ॥ ৯৬
পুণ্যেহহ্নি দদ্যাদ পরে ব্রহ্ম যাত্যপুনর্ভবম্।
এতদ্ব্রহ্মব্রতং নাম নির্ব্বাণফলদং নৃণাম্ ॥ ৯৭
যশোভয়মুখীং দদ্যাৎ প্রভূতযবসান্বিতাম্।
দিনং পয়োব্রতস্তিষ্ঠেৎ স যাতি পরমং পদম্ ॥
এতদ্ বৈ সুব্রতং নাম পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৯৯
ত্র্যহং পয়োব্রতঃ স্থিত্বা কাঞ্চনং কল্পপাদপম্।
পলাদূর্দ্ধং যথাশক্তি তণ্ডুলপ্রস্থসংযুতম্।
দত্বা ব্রহ্মপদং যাতি ভীমব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥১০০
মাসোপবাসী যো দদ্যাদ্ধেনুং বিপ্রায় শোভনাম্
স বৈষ্ণবপদং যাতি ভীমব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ১০১
দদ্যাদ্বিংশৎপলাদূর্দ্ধং মহীং কৃত্বা তু কাঞ্চনীম্।
দিনং পয়োব্রতস্তিষ্ঠেদ্রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥
ধনব্রতমিদং প্রোক্তং সপ্তকল্পশতায়ুগম্।
মহাব্রতমিদং নাম পরমানন্দকারকম্ ॥ ১০৩
মাঘে মাস্যথ চৈত্রে বা গুড়ধেনুপ্রদো ভবেৎ।
গুড়ব্রতং তৃতীয়ায়াং গৌরীলোকে মহীয়তে ॥
পক্ষোপবাসী যো দদ্যাদ্ বিপ্রায় কপিলাদ্বয়ম্
স ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি দেবাসুরসুপূজিতঃ ॥
কল্পান্তে সর্ব্বরাজা স্যাৎ প্রভাব্রতমিদং স্মৃতম্
বৎসরং ত্বেকভক্তাশী সভক্ষ্যজলকুম্ভদঃ।
শিবলোকে বসেৎ কল্পং প্রাপ্তিব্রতমিদং স্মৃতম্
নক্তাশী ত্বষ্টমীষু স্যাদ্ বৎসরান্তে তু ধেনুদঃ।
পৌরন্দরং পুরং যাতি সুগতিব্রতমুচ্যতে ॥১০৮

থাকে। শক্তি অনুসারে তিন পলের অধিক কাঞ্চন দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করাইয়া তিলরাশির সহিত 'বিশ্বাত্মা আমার প্রতি প্রীত হউন' এইরূপ সঙ্কল্প সহকারে কোনও পুণ্যদিনে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই দানের পূর্ব্বে বিপ্রদম্পতিকে মাল্য-বসন-ভূষণাদি দ্বারা অর্চ্চনান্তে ঘৃত দ্বারা বহ্নিতে হোম ও অন্নদ্বারা সেই বিপ্রদম্পতির সন্তোষ সাধন করিতে হয়। ইহার নাম ব্রহ্মব্রত; ইহা নরগণের নির্ব্বাণফলদায়ক। যেজন প্রভূত ঘাসের সহিত উভয়মুখী গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সেই দিন পয়োব্রত করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম সুব্রত; ইহা পুনরাবৃত্তিনিবারক। মনুষ্য তিনদিন পয়োব্রতে অতিবাহিত করিয়া শক্ত্যনুসারে এক পলের অধিক কাঞ্চন দ্বারা একটী কল্পপাদপ নির্ম্মাণ করাইয়া একপ্রস্থ তণ্ডুলের সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিলে ব্রহ্মপদ লাভ হয়; ইহার নাম ভীমব্রত। ৯৫—১০০। যে ব্যক্তি মাসোপবাসী হইয়া মাসান্তে ব্রাহ্মণকে একটী সুলক্ষণা ধেনু দান করে, সে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে ভীম ব্রত বলে। শক্তি অনুসারে বিংশতি পলের অধিক সুবর্ণ দ্বারা পৃথিবী নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে এবং সেই দিন পয়োব্রত করিয়া থাকিবে। এই ব্রত ধনপ্রদ। ইহার ফলে মানুষ সপ্তশত কল্পকাল রুদ্র-লোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। ইহার নাম মহাব্রত। ইহা পরমানন্দদায়ক। মাঘ মাসে ও চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষীয়া তৃতীয়া তিথিতে গুড়ধেনু প্রদান করিবে। ইহার নাম গুড়ব্রত। ইহার ফলে মনুষ্য গৌরীলোকে বাস করিতে পারে। যে ব্যক্তি পক্ষোপবাসী হইয়া ব্রাহ্মণকে দুইটী কপিলা দান করে, সে দেবাসুরবর্গেরও সুপূজিত হয় এবং ব্রহ্মলোকে বাস করিতে পারে আর কল্পান্তে সম্রাট্ হইয়া জন্মলাভ করে। এই ব্রতের নাম প্রভাব্রত। ১০১—১০৬। এক বৎসর যাবৎ প্রতিদিন একাহারে থাকিবে। বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে ভোজ্যের সহিত একটী জলকুম্ভ প্রদান করিবে। এই ব্রত করিলে মনুষ্য শিবলোকে বাস করিতে পারে। ইহাকে প্রাপ্তিব্রত বলে। এক বৎসর যাবৎ প্রতি অষ্টমীতে নক্তব্রত করিবে। বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে একটী ধেনু দান করিবে। ইহাকে সুগতি ব্রত বলে। ইহার ফলে পুরন্দর-

ইন্ধনং যো দদেদ্ বিপ্রে বর্ষাদীংশ্চতুরস্তুতূন্।
ঘৃতধেনুপ্রদোহন্তে চ স পরং ব্রহ্ম গচ্ছতি ॥
বৈশ্বানরব্রতং নাম সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১১০
একাদশ্যান্তু নক্তাশী যশ্চক্রং বিনিবেদয়েৎ।
কৃত্বা সমাপ্তে সৌবর্ণং বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নুয়াৎ।
এতৎ কৃষ্ণব্রতং নাম কল্পান্তে রাজ্যলাভকৃৎ ॥
পায়সাশী সমাপ্তে তু দদ্যাদ্ বিপ্রায় গোযুগম্।
লক্ষ্মীলোকে বসেৎ কল্পমেতদ্দেবীব্রতং স্মৃতম্ ॥
সপ্তম্যাং নক্তভুগ্দদ্যাৎ সমাপ্তে গাং পয়স্বিনীম্
সূর্য্যলোকমবাপ্নোতি ভানুব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥
চতুর্থ্যাং নক্তভুগ্দদ্যাদ্ধেমন্তে গোযুগং তথা।
এতদ্ বৈনায়কং নাম শিবলোকফলপ্রদম্ ॥
মহাফলানি যস্ত্যক্ত্বা চাতুর্ম্মাস্যং দ্বিজাতয়ে।
হৈমানি কার্ত্তিকে দদ্যাদ্ধোমান্তে গোযুগং তথা
এতৎ সৌরব্রতং নাম সূর্য্যলোকফলপ্রদম্ ॥
দ্বাদশ দ্বাদশীর্যস্তু সমাপ্যোপোষণে নৃপ।
গোবস্ত্রকাঞ্চনৈর্বিপ্রান্ পূজয়েচ্ছক্তিতো নরঃ।
পরং পদমবাপ্নোতি বিষ্ণুব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥১১৭
চতুর্দ্দশ্যান্তু নক্তাশী সমাপ্তে গোযুগপ্রদঃ।
শৈবং পদমবাপ্নোতি ত্রৈয়ম্বকমিদং স্মৃতম্ ॥১১৮
সপ্তরাত্রোষিতো দদ্যাদ্ ঘৃতকুম্ভং দ্বিজাতয়ে।
বরব্রতমিদং প্রাহুর্ব্রহ্মলোকফলপ্রদম্ ॥ ১১৯
অসৌ কাশীং সমাসাদ্য ধেনুং দত্তে পয়স্বিনীম্
শক্রলোকে বসেৎ কল্পমিদং মহাব্রতং স্মৃতম্।
মুখবাসং পরিত্যজ্য সমাপ্তে গোপ্রদো ভবেৎ।
বারুণং লোকমাপ্নোতি বারুণব্রতমুচ্যতে ॥১২১

পুরে বাস হয়। বর্ষাদি চারি ঋতুতে ব্রাহ্মণকে ইন্ধন দান করিবে; আর বৎসরান্তে একটী ঘৃতধেনু প্রদান করিবে। ইহার নাম বৈশ্বানর ব্রত। এই ব্রতাচরণ করিলে সর্ব্ব পাতক বিনষ্ট হয় এবং সে অন্তে পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। ১০৭—১১০। প্রতি একাদশীতে নক্তব্রত করিয়া বৎসরান্তে সুবর্ণ দ্বারা একটী চক্র নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার নাম কৃষ্ণ ব্রত। ইহার ফলে মনুষ্যের বিষ্ণুপদ লাভ হয়; তারপর কল্পাবসানে রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এক বৎসর যাবৎ প্রতিদিন পায়স ভোজন করিবে, পরে বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে গোযুগল দান করিবে। এই ব্রত করিলে মানব লক্ষ্মীলোকে কল্প কাল বাস করিতে পারে। ইহার নাম দেবী-ব্রত। প্রতি সপ্তমীতে নক্তব্রত করিবে। পরে বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে একটী পয়স্বিনী গাভী দান করিবে; এই ব্রত করিলে সূর্য্যলোক লাভ হয়। ইহাকে ভানুব্রত বলে। হেমন্ত ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি চতুর্থীতে নক্তব্রত করিবে এবং বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে গোযুগল দান করিবে। এই ব্রতাচরণে শিবলোক লাভ হয়। ইহার নাম বৈনায়ক ব্রত। আষাঢ়াদি মাসচতুষ্টয় যাবৎ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করিবে এবং মহাফল সকল বর্জন করিবে। পরে কার্ত্তিক মাসে ব্রতশেষে বহ্নিতে হোমান্তে কাঞ্চননির্ম্মিত সেই সমস্ত ফল নির্ম্মাণ করাইয়া গোযুগলের সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার নাম সৌরব্রত; ইহার ফলে সূর্য্যলোক লাভ হয়। এক বৎসর যাবৎ দ্বাদশটী দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। পরে বৎসরান্তে যথাশক্তি বিপ্রগণকে গো-বসন-কাঞ্চন দ্বারা পূজা করিবে। ইহার নাম বিষ্ণুব্রত। ইহার ফলে পরম পদপ্রাপ্তি হয়। প্রতি চতুর্দ্দশীতে ব্রত করিবে; পরে বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে গোযুগল দান করিবে। ইহাকে ত্রৈয়ম্বক ব্রত বলে। ইহার ফলে শৈব পদ লাভ হয়। ক্রমানুসারে সপ্তাহ যাবৎ অন্ন-ভোজন বর্জন করিয়া ব্রতান্তে ব্রাহ্মণকে একটী ঘৃতকুম্ভ দান করিবে। ইহাকে বর ব্রত বলে। ইহার ফলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। মনুষ্য কাশীতে যাইয়া ব্রাহ্মণকে একটী পয়স্বিনী গাভী দান করিবে। ইহার ফলে কল্পকাল শক্রলোকে বাস হয়। ইহার নাম মহাব্রত। ১১১—১২০। মুখরঞ্জক দ্রব্য সকল বর্জন করিয়া বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে একটী গো দান করিবে। ইহার নাম বারুণ ব্রত।

চান্দ্রায়ণঞ্চ যঃ কুর্য্যাদ্ধৈমং চন্দ্রং নিবেদয়েৎ।
চন্দ্রব্রতমিদং প্রোক্তং চন্দ্রলোকফলপ্রদম্॥
জ্যৈষ্ঠে পঞ্চতপা যোঽন্তে হেমধেনুপ্রদো দিবম্
যাত্যষ্টমীচতুর্দ্দশ্যো রুদ্রব্রতমিদং স্মৃতম্॥ ২২৩
সকৃদ্বিধানকং কুর্য্যাৎ তৃতীয়ায়াং শিবালয়ে।
সমাপ্তে ধেনুদো যাতি ভবানীব্রতমুচ্যতে॥২২৪
মাঘে নিশ্যার্দ্রবাসাঃ স্যাৎ সপ্তম্যাং গোপ্রদো ভবেৎ।
দিবি কল্পং বসিত্বেহ রাজা স্যাৎ পবনব্রতম্॥
ত্রিরাত্রোপোষিতো দদ্যাৎ ফাল্গুন্যাং ভবনং শুভম্।
আদিত্যলোকমাপ্নোতি ধামব্রতমিদং স্মৃতম্॥
ত্রিসন্ধ্যং পূজ্য দাম্পত্যমুপবাসী বিভূষণৈঃ।

দদন্মোক্ষমবাপ্নোতি মোক্ষব্রতমিদং স্মৃতম্॥
দত্বা সিতদ্বিতীয়ায়ামিন্দৌ লবণভাজনম্।
সমাপ্তে গোপ্রদো যাতি বিপ্রায় শিবমন্দিরম্
কাংস্যং সবস্ত্রং রাজেন্দ্র দক্ষিণাসহিতং তথা।
সমাপ্তে গাঞ্চ যো দদ্যাৎ স যাতি শিবমন্দিরম্
কল্পান্তে রাজরাজঃ স্যাৎ সোমব্রতমিদং স্মৃতম্
প্রতিপৎস্বেকভক্তাশী সমাপ্তে চ ফলপ্রদঃ।
বৈশ্বানরপদং যাতি শিখিব্রতমিদং স্মৃতম্॥ ১৩১
হৈমং পলদ্বয়াদূর্দ্ধং রথমশ্বযুগান্বিতম্।
দদ্যাৎ কৃতোপবাসঃ স দিবি কল্পশতং বসেৎ।
তদন্তে রাজরাজঃ স্যাদশ্বব্রতমিদং স্মৃতম্॥
তদ্বদ্ধৈমরথং দদ্যাৎ করিভ্যাং সংযুতং পুনঃ।
সত্যলোকে বসেৎ কল্পং সহস্রমপি ভূমিপঃ।

ইহার ফলে বরুণলোক লাভ হয়। চান্দ্রায়ণ করিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত একটী চন্দ্র ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার নাম চন্দ্রব্রত; ইহার ফলে চন্দ্রলোক লাভ হয়। সমগ্র জ্যৈষ্ঠমাসে পঞ্চতপা হইয়া ব্রতশেষে অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে ব্রাহ্মণকে একটী হৈম ধেনু দান করিবে। ইহাতে স্বর্গবাস হয়। ইহার নাম রুদ্রব্রত। শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া প্রতি তৃতীয়ায় কোন শিবালয়ে যাইয়া শিবের পূজা করিবে এবং হবিষ্যাশী সংযমী হইয়া একাহারে কাটাইবে। এই-ভাবে এক বৎসর অতীত হইলে, ব্রাহ্মণকে একটী ধেনু দান করিবে। ইহার নাম ভবানী-ব্রত। মাঘ মাসে পূর্ব্বরাত্রি, আর্দ্রবসনে অতিবাহিত করিয়া পরদিন সপ্তমী তিথিতে ব্রাহ্মণকে একটী গো দান করিবে। ইহার নাম পবন ব্রত। ইহার ফলে মনুষ্য এক কল্প কাল স্বর্গে বাস করিয়া ইহলোকে রাজা হইতে পারে। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় পূর্ব্ব তিন দিন উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণকে উত্তম বাসভবন দান করিবে। ইহার নাম ধামব্রত। ইহার ফলে মনুষ্য আদিত্যলোকে বাস করিতে পারে। বিপ্রদম্পতিকে প্রতিদিন উপবাসী থাকিয়া অশন-বসনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।

ব্রতসমাপ্তি হইলে কিছু দানও করিবে। ইহার নাম মোক্ষব্রত। ইহার অনুষ্ঠানে মনুষ্য মোক্ষভাজন হয়। শুক্লপক্ষীয়া দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবারে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মণকে পাত্রের সহিত লবণ দান করিবে। বর্ষশেষে ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। ইহার ফলে শিবলোকে বাস হয়। ইহার নাম সোমব্রত। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্ববৎ সোমবারে দ্বিতীয়া তিথিতে সবস্ত্র কাংস্য পাত্র, দক্ষিণার সহিত দান করিবে। বর্ষশেষে একটী গাভীও দান করিবে। ইহার ফলেও মনুষ্য শিবলোকবাসী এবং কল্পান্তে সম্রাট্ হয়। ইহাকেও সোমব্রত বলে। ১২১—১৩০। প্রতি প্রতিপৎ তিথিতেই একাহার করিবে এবং বর্ষশেষে ব্রাহ্মণকে ফল প্রদান করিবে। ইহার নাম শিখিব্রত। দুই পলের অধিক সুবর্ণ দ্বারা একখানি রথ —দুইটী অশ্বের সহিত নির্ম্মাণ করাইয়া উপ-বাসপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার ফলে সুরলোকে শত কল্প বাস হয়। তার পর সে ভূতলে রাজরাজ হইয়া থাকে। ইহার নাম অশ্বব্রত। পূর্ব্বোক্তরূপ রথ—হস্তিদ্বয়-যুক্ত নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার নাম করিব্রত। ইহার ফলে মনুষ্য

ভবেদিহাগতো ভূম্যাং করিব্রতমিদং স্মৃতম্॥
দশম্যামেকভক্তাশী সমাপ্তে দশধেনুদঃ।
দীপঞ্চ কাঞ্চনং দদ্যাদ্ ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির্ভবেৎ॥
এতদ্বিশ্বব্রতং নাম মহাপাতকনাশনম্॥ ১৩৫
কন্যাদানন্তু কার্ত্তিক্যাং পুষ্করে যঃ করিষ্যতি।
একবিংশদ্‌গণোপেতো ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি
কন্যাদানাৎ পরং দানং নৈব চাস্ত্যধিকং কচিৎ
পুষ্করে তু বিশেষেণ কার্ত্তিক্যান্তু বিশেষতঃ।
বিপ্রায় বিধিবদ্দেয়ং তেষাং
লোকোঽক্ষয়োভবেৎ॥ ১৩৭
তিলপিষ্টময়ং কৃত্বা গজং রত্নসমন্বিতম্।
বিপ্রায় যে প্রযচ্ছন্তি জলমধ্যে স্থিতা নরাঃ॥
তেষাঞ্চৈবাক্ষয়ো লোকো ভবিতাভূতসংপ্লবম্॥
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ব্রতষষ্টি মনুত্তমাম্।
মন্বন্তরশতং সোঽপি গন্ধর্ব্বাধিপতির্ভবেৎ॥

ষষ্টিব্রতং ভারত পুণ্যমেতৎ
তবোদিতং বিশ্বজনীনমদ্য।
শ্রোতুং যদীচ্ছা তব রাজরাজ
শৃণু দ্বিজাতেঃ করণীয়মেতৎ॥ ১৪১
নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং ন বিদ্যতে।
তস্মান্মনোবিশুদ্ধ্যর্থং স্নানমাদৌ বিধীয়তে॥
অনুদ্ধৃতৈরুদ্ধৃতৈর্ব্বা জলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ।
তীর্থং প্রকল্পয়েদ্বিদ্বান্ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ॥ ১৪৩
নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ।
সদর্ভপাণির্বিধিনা আচান্তঃ প্রযতঃ শুচিঃ॥১৪৪
চতুর্হস্তসমাযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ।
প্রকল্প্যাবাহয়েদ্‌গঙ্গামেভির্ম্মন্ত্রৈর্বিচক্ষণঃ॥ ১৪৫
বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্তেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥ ১৪৬
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ তানি তে সন্তি বাহ্নবি।

সহস্র কল্প সত্য লোকে বাস করিয়া পরে ইহ-লোকে রাজা হইয়া থাকে। প্রতি দশমীতে একাহার করিবে এবং বর্ষশেষে কাঞ্চনরচিত একটী দীপ ও দশটী ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার নাম বিশ্বব্রত। ইহার অনুষ্ঠানে মহাপাতক নাশ পায় এবং মনুষ্য ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইতে পারে। যে জন কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পুষ্কর ক্ষেত্রে কন্যাদান করে, সে তদীয় বংশের অতীতানতীত একবিংশতি ব্যক্তির সহিত ব্রহ্মলোকবাসী হয়। কন্যা-দান অপেক্ষা কুত্রাপি কোনও শ্রেষ্ঠ দান নাই! বিশেষতঃ পুষ্করে—পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণকে যথাবিধি দান করা কর্ত্তব্য। তাহাতে দাতা অক্ষয়লোক লাভ করে। তিলপিষ্ট দ্বারা একটী গজ নির্ম্মাণ করিবে; সেই গজে কতিপয় রত্নও যোজনা করিবে। পরে জল-মধ্যে থাকিয়া উহা ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার ফলে মনুষ্য কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিতে পারে। এই মৎকথিত অনুত্তম ষষ্টিসংখ্যক ব্রতবিবরণ যেজন পাঠ বা শ্রবণ করে, সে শত মন্বন্তর যাবৎ গন্ধর্ব্বাধিপতি হইয়া থাকে।১৩১—১৪০। হে ভারত! অদ্য এই তোমার নিকট বিশ্বের মঙ্গলকর পুণ্য-জনক ষষ্টিসংখ্যক ব্রত কীর্ত্তন করিলাম। হে রাজরাজ! আপনার যদি শুনিতে অভিলাষ থাকে, তবে দ্বিজাতির অনুষ্ঠেয় এই বিবরণ আপনি শ্রবণ করুন। স্নান ব্যতীত নির্ম্মলতা বা ভাবশুদ্ধি হয় না; সেই জন্য চিত্তশুদ্ধি বিধানার্থ প্রথমতঃ স্নানেরই বিধান বলিতেছি। অনুদ্ধৃত বা উদ্ধৃত জল দ্বারা স্নান করিবে। বিদ্বান মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি মূলমন্ত্র দ্বারা সেই জলে তীর্থ কল্পনাদি করিবে। "নমো নারায়ণায়" ইহাই হইল মূল মন্ত্র। কুশধারণপূর্ব্বক সংযত চিত্তে যথাবিধি আচমন করিয়া শুচি হইয়া জলমধ্যে একহস্তপ্রমাণ চারি বাহুযুক্ত একটী চতুরস্র কল্পনা করিয়া বিচক্ষণ মানব এই সকল মন্ত্রে গঙ্গার আবাহন করিবে। যথা—তুমি বিষ্ণু-পাদপ্রসূতা, বৈষ্ণবী ও বিষ্ণুসেবাপরায়ণা; সেইজন্য তুমি আমার জন্ম-মরণসাধন পাতক হইতে আমায় পরিত্রাণ কর। বায়ু বলিয়া-ছেন—স্বর্গে মর্ত্ত্যে ও পাতালে সার্দ্ধ ত্রিকোটী

নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
দক্ষা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা ॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ১৫০
সপ্তবারাভিজপ্তেন করসম্পুটযোজিতম্।
মূর্দ্ধ্নি কুর্য্যাজ্জলং ভূয়স্ত্রিচতুঃপঞ্চসপ্তধা ॥ ১৫১
স্নানং কুর্য্যান্মৃদা তদ্বদামন্ত্র্য তু বিধানতঃ।
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥১৫২
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বলোকানাং প্রভবারণি সুব্রতে ॥ ১৫৩
এবং স্নাত্বা ততঃ পশ্চাদাচম্য তু বিধানতঃ।
উত্থায় বাসসী শুভ্রে শুদ্ধে তু পরিধায় বৈ ॥১৫৪

ততস্তু তর্পণং কুর্য্যাত্ত্রৈলোক্যাপ্যায়নায় বৈ।
ব্রহ্মাণং তর্পয়েৎপূর্ব্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতীন্
দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্বকাদয়ঃ ॥ ১৫৬
বিদ্যাধরা জলধরাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাধারাশ্চ যে জীবাঃ পাপধর্ম্মরতাশ্চ যে ॥১৫৭
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া ॥ ১৫৮
কৃতোপবীতো দেবেভ্যো নিবীতী চ ভবেত্ততঃ
মনুষ্যাংস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা ঋষিপুত্রানৃষীংস্তথা ॥ ১৫৯
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলাশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ॥১৬০
মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ॥ ১৭১
দেবব্রহ্মঋষীন্ সর্ব্বাংস্তর্পয়েৎ সাক্ষতোদকৈঃ ॥
অপসব্যং ততঃ কৃত্বা সব্যং জানু চ ভূতলে।
অগ্নিষ্বাত্তাংস্তথা সৌম্যান্ হবিষ্মতস্তথোষ্মপান্ ॥

তীর্থ আছে; পরন্তু হে জাহ্নবি! তৎসমস্তই তোমাতে বর্ত্তমান। দেবলোকে তোমার নন্দিনী, নলিনী, দক্ষা, পৃথ্বী, বিহগা, বিশ্বকায়া, শিবা, সিতা, বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্না, লোকপ্রসাদিনী, ক্ষেমা, জাহ্নবী, শান্তা ও শান্তিপ্রদায়িনী,—এই সকল নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত পবিত্রতাসাধক নাম স্নানকালে কীর্ত্তন করিলে ত্রিপথগা গঙ্গা তথায় সন্নিহিতা হন। ১৪১—১৫০। করযুগল সম্পুটিত করিয়া তাহাতে জল লইয়া মূলমন্ত্রে উহা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তিন বার, চারিবার, পাঁচবার বা সাতবার তদ্দ্বারা স্বীয় মস্তক অভিষিক্ত করিবে। অতঃপর যথাবিধানে মৃত্তিকা আমন্ত্রণ করিয়া তদ্দ্বারা স্নান করিবে। মন্ত্র যথা—অয়ি অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে মৃত্তিকে! আমি যাহা দুষ্কৃত করিয়াছি, তুমি তাহা অপহরণ কর। তুমি শতবাহু বরাহমূর্ত্তি কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃতা হইয়াছ; অয়ি সর্ব্বলোকের উৎপত্তির অরণিস্বরূপে! সুব্রতে! তোমাকে নমস্কার। এই মন্ত্র পাঠের পর স্নান করিয়া যথাবিধি আচমনান্তে তীরে উঠিয়া শুভ্র শুদ্ধ বস্ত্রযুগল পরিধান করিবে। তারপর ত্রৈলোক্যের আপ্যায়ন নিমিত্ত তর্পণ করিবে। প্রথমতঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রকে, পরে ঋষিগণকে তর্পণ করিবে। তারপর "দেবতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ক্রূরজীব, সর্প, সুপর্ণ, তরু, কামপরতন্ত্র পশু, বিদ্যাধর, জলধর, আকাশচর, নিরাধারপ্রাণী, পাপরত, ধর্ম্মাসক্ত প্রভৃতি যে সকল প্রাণী আছে, তাহাদিগের তৃপ্তি সাধনার্থ আমি এই জল প্রদান করিতেছি। উপবীতী হইয়া এই তর্পণ করিয়া পরে নিবীতী হইয়া ভক্তিসহকারে ঋষি ও ঋষিপুত্রাদি মনুষ্যগণের তর্পণ করিবে। সনক, সনন্দ, সনাতন, কাপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ ইঁহারা সকলে মৎপ্রদত্ত এই জল দ্বারা সতত তৃপ্তিলাভ করুন।১৫১—১৬০। মরীচি, অত্রি অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ—এই সকল দেবর্ষির ও ব্রহ্মর্ষির তর্পণ—সাক্ষত জল দ্বারা করিবে। অতঃপর প্রাচীনাবীতী হইয়া বামজানু

সুকালিনো বর্হিষদস্তথা চৈবাজ্যপান্ পুনঃ ।
সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্ ভক্ত্যা সতিলোদকচন্দনৈঃ ॥
সদর্ভপাণির্বিধিনা পিতৄন্ স্বাংস্তর্পয়েত্ততঃ ।
পিত্রাদীন্নামগোত্রেণ তথা মাতামহানপি ॥১৬৫
সন্তর্প্য বিধিবদ্ভক্ত্যা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৬৬
যেঽবান্ধবা বান্ধবা যে যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যেঽপ্যস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ
আচম্য বিধিনা সম্যগালিখেৎ পদ্মমগ্রতঃ ।
সাক্ষতাভিঃ সপুষ্পাভিঃ সতিলারুণচন্দনৈঃ ।
অর্ঘ্যং দদ্যাৎ প্রযত্নেন সূর্য্যনামানুকীর্ত্তনৈঃ ॥
নমস্তে বিশ্বরূপায় নমস্তে বিষ্ণুরূপিণে ।
সর্ব্বদেব নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মম ভাস্কর ।১৬৯
দিবাকর নমস্তেঽস্তু প্রভাকর নমোঽস্তু তে ।
এবং সূর্য্যং নমস্কৃত্য ত্রিঃ কৃত্বা চ প্রদক্ষিণম্ ।
দ্বিজং গাং কাঞ্চনঞ্চৈব দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা গৃহং ব্রজেৎ
স্বগেহস্থাং ততঃ পুণ্যাং প্রতিমাঞ্চাপি পূজয়েৎ
ভোজনঞ্চ ততঃ পশ্চাদ্দ্বিজ পূর্ব্বক কারয়েৎ ।
অনেন বিধিনা সর্ব্ব ঋষয়ঃ সিদ্ধিমাগতাঃ ॥১৭২

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে স্নান-বিধির্নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ ।

আসীৎ পুরা বৃহৎকল্পে ধর্ম্মমূর্ত্তির্জনাধিপঃ ।
সুহৃচ্ছক্রস্য নিহতা যেন দৈত্যাঃ সহস্রশঃ ॥১
সোমসূর্য্যাদয়ো যস্য তেজসা বিগতপ্রভাঃ ।
ভবন্তি শতশো যেন দানবাশ্চ পরাজিতাঃ ॥ ২
যথেচ্ছরূপধারী চ মানুষোঽপ্যপরাজিতঃ ।

ভূতলে পাতিত করিয়া অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য, হবিষ্মৎ, উষ্মপ, সুকালী, বর্হিষদ ও আজ্যপ—এই সমস্ত পিতৃলোকের তর্পণ ভক্তিসহকারে সতিল চন্দনোদক দ্বারা করিবে। ইহার পর কুশহস্ত হইয়া যথাবিধি নাম-গোত্রোল্লেখ-সহকারে পিতা পিতামহাদি স্বীয় পিতৃলোকের তর্পণ করিবে। এইরূপে বিধানানুসারে মাতামহাদিরও তর্পণ করিবে। পরে ভক্তি-সহকারে, এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—যাহারা অবান্ধব, যাহারা বান্ধব, যাহারা জন্মান্তরে বান্ধব ছিল, আর যাহারা আমার নিকট জল আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা সকলেই তৃপ্তিপ্রাপ্ত হউক। অতঃপর আবার আচ-মনান্তে যথাবিধি আত্মসম্মুখভাগে একটী পদ্ম চিত্রিত করিবে। সেই পদ্মে অক্ষত, জল, পুষ্প, তিল ও রক্তচন্দন দ্বারা সূর্য্যের নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রযত্নসহকারে ভাস্করকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অনন্তর "হে ভাস্কর! আপনি বিশ্বরূপ, আপনাকে নমস্কার; আপনি বিষ্ণুরূপী, আপনাকে নমস্কার; হে সর্ব্বদেব! আপনাকে নমস্কার; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে দিবাকর! আপনাকে নমস্কার; প্রভাকর! আপনাকে নমস্কার।" এই বলিয়া সূর্য্যকে তিনবার প্রদক্ষিণান্তে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণ, গো ও কাঞ্চন দর্শন ও স্পর্শ করিয়া গৃহে গমন করিবে। পরে নিজ গৃহস্থিতা পুণ্যা দেব-প্রতিমা প্রজাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বয়ং আহার করিবে। ঋষিগণ সকলেই এই বিধান অনুসারে অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন।১৬১—১৭২।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—পূর্ব্বে বৃহৎকল্পে ধর্ম্ম-মূর্ত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের সুহৃৎ; সহস্র সহস্র দৈত্য তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছিল। সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহগণও তাঁহার তেজে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেন। তিনি শত শতবার দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষ হইলেও যথেচ্ছভাবে রূপধারণ করিতে পারিতেন।

নৃপকোটিসহস্রেণ ন কদাচিৎ সমুচ্যতে ॥ ৩
তস্য ভানুমতী ভার্য্যা সতী ত্রৈলোক্যসুন্দরী
লক্ষ্মীসদৃশরূপেণ নির্জ্জিতামরসুন্দরী ॥ ৪
রাজ্ঞস্তস্যাগ্রমহিষী প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
দশনারীসহস্রাণাং মধ্যে শ্রীরিব রাজতে ॥ ৫
কদাচিদাস্থানগতঃ পপ্রচ্ছ স্বপুরোহিতম্।
বিস্ময়েনাবৃতো নত্বা বসিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥ ৬
ভগবন্ কেন ধর্ম্মেণ মম লক্ষ্মীরনুত্তমা।
কস্মাচ্চ বিপুলং তেজো মচ্ছরীরে সদোত্তমম্

বসিষ্ঠ উবাচ।

পুরা লীলাবতী নাম বেশ্যা শিবপরায়ণা।
তয়া দত্তশ্চতুর্দ্দশ্যাং পুষ্করে লবণাচলঃ।
হেমবৃক্ষামরৈঃ সার্দ্ধং যথাবদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৮
শূদ্রঃ স্বর্ণকারশ্চ কর্ম্মকৃৎ সোঽভবত্তদা।
ভৃত্যো লীলাবতীগেহে তেন হৈমা

বিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৯
তরবো হেমপুষ্পাশ্চ শ্রদ্ধাযুক্তেন পার্থিব।
অতিরূপেণ সম্পন্না ঘটিতাস্তে সুশোভনাঃ ॥১০
ধর্ম্মকার্য্যমিতি জ্ঞাত্বা ন গৃহীতঞ্চ বেতনম্।
উজ্জ্বালিতাশ্চ তে পত্ন্যা সুবর্ণময়পাদপাঃ ॥ ১১
লীলাবতীগৃহে চাপি পরিচর্য্যা চ পার্থিব।
কৃতা তাভ্যামশাঠ্যেন দ্বিজশুশ্রূষণাদিকা ॥ ১২
সা চ লীলাবতী বেশ্যা কালেন মহতানঘ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা জগাম শিবমন্দিরম্ ॥ ১৩
যোঽসৌ স্বর্ণকারশ্চ দরিদ্রোঽপ্যতিসত্ত্ববান্।
ন মূল্যমাদাদ্বেশ্যাতঃ স ভবানিহ সাম্প্রতম্ ॥১৪
সপ্তদ্বীপপতির্জ্জাতঃ সূর্য্যাযুতসমপ্রভঃ ॥ ১৫
যয়া স্বর্ণকারস্য তরবো হেমনির্ম্মিতাঃ।
সম্যগুজ্জ্বলিতাঃ পত্ন্যা সেয়ং ভানুমতী তব ॥

তস্মাল্লোকেষপরাজিতত্ব-
মারোগ্যসৌভাগ্যযুতা চ লক্ষ্মীঃ।

তথাপি তিনি পরাজিত হন নাই। তাঁহার পত্নীর নাম ভানুমতী; সেই সতী ত্রৈলোক্য মধ্যে প্রধান সুন্দরী বলিয়া প্রথিতা ছিলেন। তিনি কমলাসম রূপবৈভবে ত্রৈলোক্যের যাবতীয় সুন্দরীদলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি রাজার পট্টমহিষী ও প্রাণাপেক্ষাও প্রেয়সী ছিলেন। সেই রাজ্ঞী দশ সহস্র নারীমধ্যে লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেন এবং সেই রাজা সহস্রকোটি নৃপতির মধ্যেও সর্ব্বরাজগুণে অতুলনীয় বলিয়া গণ্য হইতেন। একদা রাজা সভায় বসিয়া তদীয় পুরোহিত ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে প্রণতিপূর্ব্বক সবিস্ময়চিত্তে জিজ্ঞাসিলেন যে, ভগবন্! কোন্ ধর্ম্মের ফলে আমার এই অনুত্তমা লক্ষ্মীলাভ ঘটিয়াছে? আর কোন্ কারণেই বা আমার শরীরে সতত এই উত্তম বিপুল তেজ জন্মিয়াছে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—পুরাকালে লীলাবতী নামে এক শিবপরায়ণা বেশ্যা ছিল। সে পূর্ব্বে পুষ্করে চতুর্দ্দশীতে হৈম কল্পতরু ও দেবমূর্ত্তির সহিত, একটী লবণাচল যথাবিধি দান করিয়াছিল। তখন এক শূদ্র সুবর্ণকার সেই লীলাবতীর ভৃত্য ছিল! সে সেই সময়ে লীলাবতীর প্রদত্ত সেই হৈম বৃক্ষ ও দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। হে পার্থিব! সেই শূদ্র, শ্রদ্ধাসহকারে তখন হেমকুসুম সমন্বিত বৃক্ষগুলি যত্নের সহিত অতি মনোহরাকারে নির্ম্মাণ করিয়াছিল; কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য বোধে তাহার পারিশ্রমিক সে লয় নাই। আর হে রাজন্! তোমার পত্নীও তখন সেই লীলাবতীর গৃহেই কর্ম্মকরী ছিলেন। তৎকালে তিনিও সেই সুবর্ণ-তরুসকল উজ্জ্বালিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ সেই সময়ে তোমরা পতিপত্নী উভয়ে অকপট চিত্তে সেই ধর্ম্মকার্য্যে নানা প্রকার সাহায্য, দ্বিজগণের শুশ্রূষাদি করিয়াছিলে। ১—১২। তারপর সেই বেশ্যা লীলাবতী দীর্ঘকালান্তে সর্ব্বপাপ-মুক্তা হইয়া শিবলোকে গমন করিল। হে অনঘ! সেই সুবর্ণকার দরিদ্র হইয়াও সত্ত্বগুণবাহুল্যবশে বেশ্যার নিকট কিছুমাত্র পারিশ্রমিক লয় নাই। সেই সুবর্ণকারই আপনি এখন সূর্য্যাযুতসম তেজস্বী সপ্তদ্বীপপতি হইয়াছেন। আর আপনার যে পত্নী সেই স্বর্ণবৃক্ষগুলি উজ্জ্বালিত করিয়াছিলেন; তিনিই

তস্মাত্ত্বমপ্যত্র বিধানপূর্ব্বং
ধান্যাচলাদীন্নৃপতে কুরুষ্ব ॥ ১৭

পুলস্ত্য উবাচ।

তথেতি সম্পূজ্য স ধর্ম্মমূর্ত্তি-
র্বচো বসিষ্ঠস্য দদৌ চ সর্ব্বান্।
ধান্যাচলাদীন্ বিধিনা স্মরারে-
র্লোকং গতোঽসৌ সুরপূজ্যমানঃ ॥ ১৮
পশ্যেদ্ যদীমাননুপনীয়মানান্
স্পৃশেন্মনুষ্যৈরিহ দীয়মানান্।
শৃণোতি ভক্ত্যাথ মতিং দদাতি
বিকল্মষঃ সোঽপি দিবং প্রয়াতি ॥ ১৯
দুঃস্বপ্নঃ প্রশমমুপৈতি পঠ্যমানৈঃ
শৈলেন্দ্রৈর্ভবভয়ভেদনৈর্মনুষ্যঃ।
যঃ কুর্য্যাৎ কিমু নৃপপুঙ্গবেহ সম্যক্
শান্তাত্মা সকলগিরীন্দ্রসম্প্রদানম্ ॥ ২০

ভীষ্ম উবাচ।

কিমভীষ্ট-বিয়োগ-শোকসঙ্ঘা-
দলমুদ্ধর্ত্তুমুপোষণং ব্রতং বা।
বিভবক্ষয়কারি ভূতলেঽস্মিন্
ভবভীতেরপি সূদনঞ্চ পুংসঃ ॥ ২১

পুলস্ত্য উবাচ।

পরিপৃষ্টমিদং জগৎপ্রিয়ন্তে
বিবুধানামপি দুর্লভং মহত্ত্বাৎ।
তব ভক্তিমতস্তথাপি বক্ষ্যে
ব্রতমিন্দ্রাসুরমানবেষু গুহ্যম্ ॥ ২২
পুণ্যমাশ্বযুজে মাসি বিশোকদ্বাদশীব্রতম্।
দশম্যাং লঘুভুগ্বিদ্বান্ প্রারভেত যমেন তু ॥ ২৩
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ২৪
একাদশ্যাং নিরাহারঃ সম্যগভ্যর্চ্চ্য কেশবম্।
শ্রিয়ঞ্চাভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্ভোক্ষ্যেঽহঞ্চাপরে হনি।
এবং নিয়মকৃৎ সুপ্ত্বা প্রা [illegible] রুত্থায় মানবঃ।
স্নানং সর্ব্বৌষধৈঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চগব্যজলেন তু।
শুভ্রমাল্যাম্বরধরঃ পূজয়েচ্ছ্রীশমুৎপলৈঃ ॥ ২৬

আপনার এই ভানুমতী। হে নৃপতে। আপনি সেই জন্যই নরলোকে অপরাজিত আরোগ্যবান্ সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়াছেন; আর এতাদৃশী মহতী লক্ষীলাভও আপনার ঘটিয়াছে। অতএব আপনিও বিধানানুসারে ধান্যাচলাদি সৎকার্য্য করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—সেই রাজা ধর্ম্মমূর্ত্তি, বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে যথাবিধি ধান্যাচলাদি সমস্ত দান করিলেন এবং তাঁহার ফলে সুরগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া শিবলোকে গমন করিলেন। যদি কেহ উক্ত ধান্যাচলাদি দান করিতে বা গ্রহণ করিতে দেখে কিম্বা উক্ত ধান্যাচলাদি স্পর্শও করে, অথবা ভক্তিসহকারে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ বা উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে অপরকে পরামর্শ দান করে, সেও নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে যায়। এই সকল ভবভয়নাশক পর্ব্বত-দান-বিধান পাঠ করিলে মনুষ্যের দুঃস্বপ্ন-শান্তি হয়। হে নৃপপুঙ্গব! ইহলোকে এই সমস্ত পর্ব্বত-দানের ফলে মনুষ্য অন্তিমে পরম শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৩—২০। ভীষ্ম কহিলেন,—এই সংসারে এমন কোন্ ব্রত বা উপবাস আছে, যাহার অনুষ্ঠানে ইষ্টবিয়োগ শোকাদি নিবৃত্ত হয়, ভবভয় দূরীকৃত হয় এবং বিভবের স্থিরতা জন্মে? পুলস্ত্য কহিলেন,—তুমি এই যাহা প্রশ্ন করিলে, ইহা মহত্ত্বগুণে দেবগণেরও দুর্লভ, এবং জগতেরও প্রিয়; বিশেষতঃ এই ব্রত ইন্দ্রাদি দেবতা, মনুষ্য, অসুরাদি মধ্যেও গোপনীয়। আশ্বিন মাসে পুণ্য বিশোকদ্বাদশী ব্রত আরম্ভ করিবে। বিদ্বান্ মানবের, দশমীতে লঘু আহারে সংযমে থাকিয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। তদর্থে উত্তরমুখে বা পূর্ব্বমুখে নিয়ম গ্রহণ করিবে। যথা—"আমি একাদশীতে অনাহারে থাকিয়া যথাবিধানে সম্যক্ প্রকারে কেশবকে ও লক্ষীকে অর্চ্চনা করিয়া পরদিন ভোজন করিব।" মানব এইরূপ নিয়ম গ্রহণ করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পঞ্চগব্যসহ সর্ব্বৌষধিজলে স্নান

বিশোকায়ি নমঃ পাদৌ জঙ্ঘে চ বরদায় বৈ।
শ্রীশায় জানুনী তদ্বদূরূ চ জলশায়িনে॥ ২৭
কন্দর্পায় নমো গুহ্যং মাধবায় নমঃ কটিম্।
দামোদরায়েত্যুদরং পার্শ্বে চ বিপুলায় বৈ॥ ২৮
নাভিঞ্চ পদ্মনাভায় হৃদয়ং মন্মথায় বৈ।
শ্রীধরায় বিভোর্বক্ষঃ করৌ মধুভিদে নমঃ॥ ২৯
বৈকুণ্ঠায় নমঃ কণ্ঠমাস্যং পদ্মমুখায় বৈ।
নাসামশোকনিধয়ে বাসুদেবায় চাক্ষিণী॥ ৩০
ললাটং বামনায়েতি হরয়ে চ পুনর্ভ্রুবৌ।
অলকং মাধবায়েতি কিরীটং বিশ্বরূপিণে।
নমঃ সর্ব্বাত্মনে তদ্বচ্ছির ইত্যভিপূজয়েৎ॥ ৩১
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দং ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ।
ততস্তু মণ্ডলং কৃত্বা স্থণ্ডিলং কারয়েন্মৃদা॥ ৩২
চতুরস্রং সমন্তাচ্চ রত্নিমাত্রমুদক্প্লবম্।
শ্লক্ষং হৃদ্যঞ্চ পরিতো বপ্রত্রয়সমাবৃতম্॥ ৩৩
ত্রিরঙ্গুলোচ্ছ্রিতা বপ্রাস্তদ্বিস্তারো দ্বিরঙ্গুলঃ।
স্থণ্ডিলস্যোপরিষ্টাত্তু ভিত্তিরষ্টাঙ্গুলা ভবেৎ॥৩৪
নদীবালুকয়া সূর্য্যে লক্ষ্যাঃ প্রতিকৃতিং ন্যসেৎ
স্থণ্ডিলে সূর্য্যমধ্যস্থ-লক্ষ্মীমভ্যর্চ্চয়েদ্বুধঃ॥ ৩৫
নমো দেব্যৈ নমঃ শান্ত্যৈ নমো লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
শ্রিয়ে।
নমস্তুষ্ট্যৈ নমঃ পুষ্ট্যৈ সৃষ্ট্যৈ হৃষ্ট্যৈ নমো নমঃ॥
বিশোকা দুঃখনাশায় বিশোকা বরদাস্তু মে।
বিশোকা মেঽস্তু সম্পত্ত্যৈ বিশোকা সর্ব্বসিদ্ধয়ে
ততঃ শুভ্রাম্বরৈঃ সূর্য্যং বেষ্ট্য সম্পূজয়েৎ ফলৈঃ
ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈস্তদ্বৎ সুবর্ণকমলেন চ॥ ৩৮
রাজতীষু চ পাত্রীষু ন্যসেদ্দর্ভোদকং বুধঃ।
ততস্তু নৃত্যগীতানি কারয়েৎ সকলাং নিশাম্॥
যামত্রয়ে ব্যতীতে তু তত উত্থায় মানবঃ।
অভিগম্য চ বিপ্রাণাং মিথুনানি চ পূজয়েৎ॥৪০
শক্তিতস্ত্রীণি চৈকং বা বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ।

করিয়া শুভ্র মাল্য ও বসন ধারণপূর্ব্বক উৎপল দ্বারা শ্রীপতিকে পূজা করিবে। যথা—পদদ্বয়ে “বিশোকায় নমঃ”, জঙ্ঘাদ্বয়ে “বরদায় নমঃ”, বাহুদ্বয়ে “শ্রীশায় নমঃ”, উরুদ্বয়ে “জলশায়িনে নমঃ”, গুহ্যে “কন্দর্পায় নমঃ”, কটিতে “মাধবায় নমঃ”, উদরে “দামোদরায় নমঃ” পার্শ্বদ্বয়ে “বিপুলায় নমঃ”, নাভিতে “পদ্মনাভায় নমঃ”, হৃদয়ে “মন্মথায় নমঃ”, বক্ষস্থলে “শ্রীধরায় নমঃ”, করদ্বয়ে “মধুভিদে নমঃ”, কণ্ঠে “বৈকুণ্ঠায় নমঃ”, মুখে “পদ্মমুখায় নমঃ, নাসিকায় “অশোকনিধয়ে নমঃ”, নেত্রদ্বয়ে “বাসুদেবায় নমঃ”, ললাটে “বামনায় নমঃ”, ভ্রূদ্বয়ে “হরয়ে নমঃ”, অলকে “মাধবায় নমঃ”, কিরীটে “বিশ্বরূপিণে নমঃ”, মস্তকে “সর্ব্বাত্মনে নমঃ” বলিয়া মাধবের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে ধূপ গন্ধ ও অনুলেপনাদি দ্বারা গোবিন্দের পূজা করিয়া পরে একটী মণ্ডল করিয়া মৃত্তিকায় একটী স্থণ্ডিল রচনা করিবে। চতুর্দ্দিকে অরত্নিপ্রমাণ একটী চতুরস্র করিবে; উহার উত্তরদিক্ কিঞ্চিৎ নিম্ন করিবে। উহা সুমার্জ্জিত সুদৃশ্য ও চারি দিকে বপ্রত্রয়ে সমাবৃত করিবে। সেই সকল বপ্র তিনঅঙ্গুলি উন্নত দুইঅঙ্গুলি বিস্তার হইবে। স্থণ্ডিলের উপরিভাগের ভিত্তি অষ্টাঙ্গুল করিতে হয়। নদীবালুকা দ্বারা একটী সূর্য্যপ্রতিকৃতি রচনা করিয়া তন্মধ্যে একটী লক্ষ্মীপ্রতিমা অঙ্কিত করিবে। তার পর সেই স্থণ্ডিলে সূর্য্যমূর্ত্তির মধ্যগত লক্ষ্মীকে অর্চ্চনা করিবে। পরে “নমো দেব্যৈ”, “নমঃ শান্ত্যৈ”, “নমো লক্ষ্ম্যৈ”, “নমঃ শ্রিয়ৈ”, “নমঃ তুষ্ট্যৈ”, “নমঃ পুষ্ট্যৈ” “নমঃ সৃষ্ট্যৈ” “নমঃ হৃষ্ট্যৈ”,—এই সকল মন্ত্রে পূজান্তে “বিশোকা আমার দুঃখনাশের কারণ হউন, বিশোকা আমার প্রতি বরদা হউন; বিশোকা আমার সম্পত্তির কারণ হউন, বিশোকা আমার সর্ব্বসিদ্ধির হেতুভূত হউন।” এই বলিয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে। অতঃপর শুভ্রবসনে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া নানাবিধ ভক্ষ্য, সুবর্ণকমল ও ফল দ্বারা পূজা করিবে। পরে ধীমান্ মানব রাজত পাত্রনিচয়ে কুশোদক স্থাপন করিবে। তার পর নৃত্য-গীতাদি দ্বারা রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া

শয়নস্থানি পূজ্যানি নমোঽস্তু জলশায়িনে ॥৪১
ততস্তু গীতবাদ্যেন রাত্র্যাং জাগরণে কৃতে।
প্রভাতে চ ততঃ স্নানং কৃত্বা দাম্পত্যমর্চ্চয়েৎ
ভোজয়েচ্চ যথাশক্তি বিত্তশাঠ্যেন বর্জ্জিতঃ ॥
ভক্ত্যা শ্রুত্বা পুরাণানি তদ্দিনঞ্চাতিবাহয়েৎ।
অনেন বিধিনা সর্ব্বং মাসি মাসি সমাচরেৎ।
ব্রতান্তে শয়নং দদ্যাদ্গুড়ধেনুসমন্বিতম্।
সোপধানং সবিশ্রামং স্বাস্তরাবরণং শুভম্ ॥৪৫
যথা লক্ষ্মীর্নরেশ ত্বাং ন পরিত্যজ্য গচ্ছতি।
তথা সুরূপতারোগ্যমশোকঞ্চাস্তু মে সদা ॥৪৬
যথা দেবেন রহিতা ন লক্ষ্মীর্জায়তে ক্বচিৎ।
তথা বিশোকতা মেঽস্তু ভক্তিরগ্র্যা চ কেশবে
মন্ত্রেণানেন শয়নং গুড়ধেনুসমন্বিতম্।

উঠিয়া যাইয়া যথাশক্তি তিনটী বা একটী বিপ্রমিথুনকে বসন মাল্য অনুলেপনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তৎকালে বিপ্রমিথুন শয্যায় থাকিবে; এবং পূজাকার্য্যে "নমোঽস্তু জলশায়িনে" এই মন্ত্র ব্যবহার করিবে। অনন্তর গীত-বাদ্যে রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রভাতে স্নানান্তে আবার একটী বিপ্রদম্পতির পূজা করিবে এবং যথাশক্তি বিত্তশাঠ্য পরিহার সংকারে ভোজন করাইবে। ২১—৪৩। ভক্তিসহকারে পুরাণ শ্রবণ করিয়া সেই দিন অতিবাহিত করিবে। প্রতি-মাসেই এই বিধান অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে। বৎসরান্তে ব্রত শেষ হইলে একটি গুড়ধেনুর সহিত একখানি শয্যা দান করিবে। সেই শয্যা—বিশ্রামাসন, উপাধান, উত্তম আস্তরণ ও শুভ আবরণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। "হে লোকপালক ভগবন্! লক্ষ্মী যেমন আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন না, তদ্রূপ আমারও যেন সুরূপতা আরোগ্য ও শোকহীনতা সতত বর্ত্তমান থাকে। লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুকে ছাড়িয়া থাকেন না, তদ্রূপ আমারও যেন নিরন্তর বিশোকতা এবং কেশবের প্রতি উত্তমা ভক্তি হয়।" ভুক্তিকামী মানব এই মন্ত্রে গুড়ধেনু-

শুর্য্যশ্চ লক্ষ্ম্যা সহিতো দাতব্যো। ভুক্তিমিচ্ছতা
উৎপলং করবীরং বাণ্যম্লানঞ্চৈব কুঙ্কুমম্।
কেতকং সিন্ধুবারঞ্চ মল্লিকা গন্ধপাটলা ॥ ৪৯
কদম্বং কুব্জকং জাতী শস্তান্যেতানি সর্ব্বদা ॥৫০
ভীষ্ম উবাচ।
গুড়ধেনুবিধানঞ্চ সমাচক্ষ্ব মুনীশ্বর।
কিংরূপা কেন মন্ত্রেণ দাতব্যা তদিহোচ্যতাম্।
পুলস্ত্য উবাচ।
গুড়ধেনুবিধানস্য যদ্রূপমিহ যৎফলম্।
তদিদানীং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥৫২
কৃষ্ণাজিনং চতুর্হস্তং প্রাগ্গ্রীবং বিন্যসেদ্ভুবি।
গোময়েনানুলিপ্তায়াং দর্ভানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ ॥৫৩
লঘ্বেণকাজিনং তদ্বৎ বৎসঞ্চ পরিকল্পয়েৎ।
প্রাঙ্মুখীং কল্পয়েদ্ধেনুং মৃদা বা গাং সবৎসকাম্
উত্তমা গুড়ধেনুঃ স্যাৎ সদা ভারচতুষ্টয়ম্।
বৎসং ভারেণ কুর্ব্বীত ভারাভ্যাং মধ্যমা স্মৃতা

যুক্তা শয্যা ও লক্ষ্মীর সহিত সূর্য্য দান করিবে। উৎপল, করবীর, অম্লান কুঙ্কুম, কেতক, সিন্ধুবার, মল্লিকা, গন্ধপাটলা, কদম্ব, কুব্জক ও জাতী কুসুম সর্ব্বদাই এই অর্চ্চনা কার্য্যে প্রশস্ত। ৪৪—৫০। ভীষ্ম কহিলেন,—হে মুনীশ্বর! গুড়ধেনুর বিধানও আমাকে বলুন। উহা কিপ্রকার? কোন্ মন্ত্রেই বা উহা দান করিতে হয়? আমাকে তাহা বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—গুড়ধেনু যে প্রকার ও উহার যাহা ফল, এক্ষণে তাহাই আমি আপনাকে বলিতেছি; উহা সর্ব্বপাপ-বিনাশক। প্রথমতঃ গোময়োপলিপ্ত ভূমিতে প্রচুর কুশ আস্তরণান্তে চারিহস্ত প্রমাণ একখানি কৃষ্ণাজিন পূর্ব্বমুখ করিয়া বিন্যাস করিবে। পরে তাহার পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণাজিন সেই ধেনুর বৎসরূপে কল্পনা করিয়া স্থাপন করিবে। উক্ত ধেনু পূর্ব্বমুখী কল্পিতা হইবে। অথবা মৃত্তিকা দ্বারা ধেনু ও বৎস কল্পনা করিবে। চতুর্ভার পরিমিত গুড় দ্বারা রচিতা হইলে সেই ধেনু উত্তমা, উহার বৎসের পরিমাণ একভার হইবে; দুই ভারে

অর্দ্ধভারেণ বৎসঃ স্যাৎ কনিষ্ঠা ভারকেণ তু।
চতুর্থাংশেন বৎসঃ স্যাদ্ গৃহবিত্তানুসারতঃ ॥৫৬
ধেনুবৎসৌ কৃতৌ চোভৌ সিতসূক্ষ্মাম্বরাবৃতৌ।
শুক্তিকর্ণাবিক্ষুপাদৌ শুচিমুক্তাফলেক্ষণৌ ॥৫৭
সিতসূত্রশিরাজালৌ সিতকম্বল-কম্বলৌ।
তাম্রগণ্ডকপৃষ্ঠৌ দ্বৌ সিতচামরলোমকৌ ॥ ৫৮
বিদ্রুমভ্রূযুগাবেতৌ নবনীতস্তনান্বিতৌ।
কাঞ্চনাক্ষিযুগোপেতাবিন্দ্রনীলকনীনিকৌ ॥ ৫৯
ক্ষৌমপুচ্ছৌ কাংস্যদোহৌ শুভ্রাতিকমনীয়কৌ।
সুবর্ণশৃঙ্গাভরণৌ রাজতাঢ্যখুরৌ চ তৌ ॥ ৬০
নানাফলসমাযুক্তৌ ঘ্রাণগন্ধকরণ্ডকৌ।
ইত্যেবং রচয়িত্বা তু ধূপদীপৈস্তথার্চ্চয়েৎ ॥৬১
যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষবস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু ॥৬২
বিষ্ণোর্বক্ষসি যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা যা চ বিভাবসৌ।
চন্দ্রার্কশক্রশক্তির্যা সা ধেনুর্বরদাস্তু মে ॥ ৬৩
স্বধা ত্বং পিতৃমুখ্যানাং স্বাহা যজ্ঞভুজাং যতঃ।
সর্ব্বপাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥৬৪
এবমামন্ত্র্য তাং ধেনুং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ।
বিধানমেতদ্ধেনূনাং সর্ব্বাসামপি পঠ্যতে ॥ ৬৫
যাস্তু পাপবিনাশিন্যঃ পঠ্যন্তে দশ ধেনবঃ।
তাসাং স্বরূপং বক্ষ্যামি নামানি চ নরাধিপ ॥৬৬
প্রথমা গুড়ধেনুঃ স্যাদ্ ঘৃতধেনুরথাপরা।
তিলধেনুস্তৃতীয়া চ চতুর্থী জলনামিকা ॥ ৬৭
ক্ষীরধেনুঃ পঞ্চমী চ মধুধেনুস্তথাপরা।
সপ্তমী শর্করাধেনুরষ্টমী দধিকল্পিতা ॥ ৬৮
রসধেনুশ্চ নবমী দশমী স্যাৎ স্বরূপতঃ।
কুম্ভাঃ স্যু রসধেনূনামিতরাসাং স্বরাশয়ঃ ॥ ৬৯
সুবর্ণধেনুঞ্চাপ্যত্র কেচিদিচ্ছন্তি মানবাঃ।
নবনীতেন তৈলৈশ্চ তথান্যেঽপি মহর্ষয়ঃ ॥৭০

মধ্যমা ধেনু হয়, তাহার বৎস অর্দ্ধভার দ্বারা প্রস্তুত করিবে; একভার দ্বারা রচিত হইলে তাহা কনিষ্ঠা; উহার বৎস এক ভারের চতুর্থাংশ দ্বারা রচনা করিতে হয়। ফলতঃ সংসার পরিচালনোপযোগী ধনের পরিমাণ বিবেচনায় ইহা করিতে হয়। ধেনু ও বৎস উভয়কেই সূক্ষ্ম শ্বেত বসনে সমাবৃত করিবে। শুক্তিদ্বারা উহাদিগের কর্ণ, ইক্ষু-দ্বারা পদ, শুদ্ধ মুক্তাদ্বারা নয়নান্তর্ভাগ, শ্বেত সূত্রদ্বারা শিরাজাল, শ্বেত কম্বলদ্বারা গল-কম্বল, তাম্রদ্বারা গণ্ড ও পৃষ্ঠভাগ, শ্বেত চামর দ্বারা লোম, বিদ্রুমদ্বারা ভ্রূ, নবনীত দ্বারা স্তন, কাঞ্চনদ্বারা নয়ন-বহির্ভাগ, ইন্দ্রনীলদ্বারা নেত্রতারকা, ক্ষৌমসূত্রদ্বারা পুচ্ছ, কাংস্যদ্বারা দোহনপাত্র, সুবর্ণদ্বারা শৃঙ্গ ও আভরণ, রাজত খুর, বিবিধ ফলদ্বারা নাসিকা ও নাসা-চ্ছিদ্র রচনা করিতে হয়। এইরূপ শুভ্র ও অতি কমনীয় গুড়ধেনু রচনা করিয়া ধূপ-দীপাদি উপচারে উহার অর্চ্চনা করিবে। ৫১—৬১। অতঃপর "যিনি সর্ব্বভূতের নিকট লক্ষ্মী বলিয়া পরিচিতা, যিনি সমস্ত দেবতায় বিরাজিতা, সেই দেবী ধেনুরূপে আমার পাপাপনোদন করুন। যিনি বিষ্ণুর বক্ষঃ-স্থলে লক্ষ্মী, অগ্নিতে যিনি স্বাহারূপে বিরাজমানা, এবং যিনি ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্যেরও শক্তিস্বরূপা, সেই ধেনু আমার প্রতি বরদা হউন। আপনি মুখ্য পিতৃলোকের স্বধা এবং যজ্ঞভোজীদিগের স্বাহা; বিশেষতঃ যেহেতু তুমি সর্ব্বপাতকহরা অতএব আমাকে ভূতি প্রদান করুন।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সেই ধেনু দান করিবে। সমস্ত ধেনুদানেই এই বিধান পঠিত হয়। হে নরাধিপ! শাস্ত্রে যে পাপনাশিনী দশটী ধেনুর বিধান পঠিত হইয়া থাকে, সেই সকলের স্বরূপ ও নাম আমি বলিতেছি। প্রথমা গুড়ধেনু, দ্বিতীয়া ঘৃতধেনু, তৃতীয়া তিলধেনু, চতুর্থী জলধেনু, পঞ্চমী ক্ষীরধেনু, ষষ্ঠী মধুধেনু, সপ্তমী শর্করাধেনু, অষ্টমী দধি-ধেনু, নবমী রসধেনু, আর প্রকৃত ধেনুই দশমী ধেনু বলিয়া জ্ঞাতব্য। তরলপদার্থের ধেনু করিতে হইলে তত্তদ্দ্রব্যপূর্ণ কুম্ভ এবং অপরাপর দ্রব্যের রাশি দ্বারাই ধেনু রচনা করিতে হয়। কোন কোনও ব্যক্তি, সুবর্ণ-ধেনু এবং অনেক মহর্ষি নবনীত-ধেনু ও

এতদেব বিধানং স্যাত্তএবোপস্করাঃ স্মৃতাঃ।
মন্ত্রাবাহনসংযুক্তাঃ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
যথাশ্রদ্ধং প্রদাতব্যা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাঃ ॥৭১
গুড়ধেনুপ্রসঙ্গেন সর্ব্বাস্তব ময়োদিতাঃ।
অশেষযজ্ঞফলদাঃ সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥ ৭২
ব্রতানামুত্তমং যস্মাদ্বিশোকদ্বাদশীব্রতম্।
তদঙ্গত্বেন চৈবাত্র গুড়ধেনুঃ প্রশস্যতে ॥ ৭৩
অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে তথা পুনঃ।
গুড়ধেন্বাদয়ো দেয়া উপরাগাদিপর্ব্বসু ॥ ৭৪
বিশোকদ্বাদশী চৈষা সর্ব্বপাপহরা শুভা।
যামুপোষ্য নরো যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্
ইহ লোকে স সৌভাগ্যমায়ুরারোগ্যমেব চ।
বৈষ্ণবং পুরমাপ্নোতি মরণে স্মরণং হরেঃ ॥৭৬
নবার্ব্বুদসহস্রাণি বর্ষাণ্যপি চ ধর্ম্মবিৎ।
ন শোকদুঃখদৌর্গত্যং তস্য সঞ্জায়তে নৃপ ॥ ৭৭
নারী বা কুরুতে যা তু বিশোকদ্বাদশীমিমাম্।
নৃত্যগীতপরা নিত্যং সাপি তৎফলমাপ্নুয়াৎ।
যস্মাদগ্রে হরের্নৃত্যমনন্তং গীতবাদনম্ ॥ ৭৮
ইতি পঠতি য ইত্থং যঃ শৃণোতীহ সম্যক্,
মধুমুরনরকারেরর্চ্চনং যাথ পশ্যেৎ।
মতিমপি চ জনানাং যো দদাতীন্দ্রলোকে,
স বসতি বিবুধৌঘৈঃ পূজ্যতে কল্পমেকম্ ॥ ৭৯

ভীষ্ম উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি দানমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
যদক্ষয়ং পরে লোকে দেবর্ষিগণপূজিতম্ ॥ ৮০

পুলস্ত্য উবাচ।

মেরোঃ প্রদানং বক্ষ্যামি দশধা নৃপসত্তম।
যৎপ্রদাতানন্তলোকান্ প্রাপ্নোতি সুরপূজিতান্
পুরাণেষু চ বেদেষু যজ্ঞেম্বায়তনেষু চ।
ন তৎফলমধীতেষু কৃতেষ্বিহ যদশ্নুতে ॥ ৮২
তস্মাদ্দানং প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বতানামনুক্রমাৎ ॥৮৩

তৈলধেনু দান করিতে অভিলাষ করেন।
এ সকল ধেনুর বিধান এই কহিলাম; ইহার উপচারও পূর্ব্বোক্তবৎই জানিবে। সতত পর্ব্বে পর্ব্বে শ্রদ্ধানুসারে মন্ত্র প্রয়োগ ও আবাহনাদি সহিত এই সকল ধেনু দান করিতে হয়। এই ধেনুদান ভুক্তি ও মুক্তি দান করিয়া থাকে।৬২--৭১। এই আমি আপনাকে গুড়ধেনু প্রসঙ্গে সমস্ত ধেনুদান-বিধান কহিলাম। এই ধেনুদান কার্য্য অশেষ যজ্ঞ-ফলপ্রদ, সর্ব্বপাপহর ও শুভসম্পাদক। বিশোকদ্বাদশীব্রত সমস্ত ব্রতের মধ্যে প্রধান বলিয়া তাহার অঙ্গীভূত গুড়ধেনু-দানও প্রশস্ত। অয়নসংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ ও গ্রহণাদি পুণ্যপর্ব্বে গুড়-ধেনু প্রভৃতি দান করিতে হয়। মনুষ্য যাহাতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুর সেই পরম পদলাভে সমর্থ হয়, সেই বিশোকদ্বাদশীব্রত পাপহরা ও শুভকরী। ইহার ফলে মানব ইহকালে সৌভাগ্য ও আরোগ্য ভোগ করিয়া মরণকালে হরি-স্মরণ করিতে পারে; এবং তন্নিমিত্ত বিষ্ণুলোক লাভ করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ নৃপ! নবসহস্র অর্ব্বুদ বৎসর যাবৎ তাহার শোক দুঃখ বা কোনপ্রকার দুর্গতি হয় না। যদি কোনও রমণীও নৃত্যগীতাসক্তা হইয়া এই বিশোকদ্বাদশীব্রত করে, তবে সেও নিয়ত পূর্ব্বোক্ত ফললাভে সমর্থা হয়। যেহেতু হরির অগ্রে নৃত্য-গীত-বাদ্য অনন্ত ফলপ্রদ। মধু-মুর-নরকারি হরির এই অর্চ্চনাবিধান যে জন পাঠ বা শ্রবণ কিম্বা উক্ত পূজা অবলোকন করে, অথবা উক্ত কার্য্যে অপরকে পরামর্শ দেয়, সেও বিবুধবর্গে পূজ্যমান হইয়া এক কল্প ইন্দ্রলোকে বাস করিতে পারে। ৭২—৭৯। ভীষ্ম কহিলেন,—হে ভগবন্! পরলোকে যাহা অক্ষয় ফলপ্রদ এবং যাহা দেবর্ষিগণের প্রসংশিত, আমি সেই উত্তম দানমাহাত্ম্য শুনিতে অভিলাষ করি। পুলস্ত্য কহিলেন, —হে নৃপসত্তম! আমি তোমাকে দশবিধ মেরুদান-বিধান বলিতেছি,—যাহার প্রদাতা সুরপূজিত অনন্তলোক লাভ করিয়া থাকে। ইহার অধ্যয়নে যে ফললাভ হয়,পুরাণ বা বেদ অধ্যয়নে কিম্বা যজ্ঞানুষ্ঠান বা তীর্থ ভ্রমণেও সে ফললাভ করা যায় না। অতএব পর্ব্বত-

প্রথমো ধান্যশৈলঃ স্যাদ্দ্বিতীয়ো লবণাচলঃ।
গুড়াচলস্তৃতীয়স্তু চতুর্থো হেমপর্ব্বতঃ॥ ৮৪
পঞ্চমস্তিলশৈলঃ স্যাৎ ষষ্ঠঃ কার্পাসপর্ব্বতঃ।
সপ্তমো ঘৃতশৈলঃ স্যাদ্রত্নশৈলস্তথাষ্টমঃ॥ ৮৫
রাজতো নবমস্তদ্বদ্দশমঃ শর্করাচলঃ।
বক্ষ্যে বিধানমেতেষাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ৮৬
অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে।
শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়ামুপরাগে শশিক্ষয়ে॥ ৮৭
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু দ্বাদশ্যামথবা পুনঃ।
শুক্লায়াং পঞ্চদশ্যাং বা পুণ্যর্ক্ষে বা বিধানতঃ
ধান্যশৈলাদয়ো দেয়াঃ কার্ত্তিক্যাং জ্যেষ্ঠপুষ্করে
তীর্থেষ্বায়তনে বাপি গোষ্ঠে বা ভবনাঙ্গনে॥ ৮৯
মণ্ডপং কারয়েদ্ভক্ত্যা চতুরস্রমুদঙ্মুখম্।
প্রাগুদক্‌প্রবণং পুণ্যং প্রাঙ্মুখং বা বিধানতঃ॥
গোময়েনানুলিপ্তায়াং ভূমাবাস্তীর্য্য বৈ কুশান্।
তন্মধ্যে পর্ব্বতং কুর্য্যাদ্বিষ্কম্ভপর্ব্বতান্বিতম্॥৯১
ধান্যদ্রোণসহস্রেণ ভবেদ্গিরিরিহোত্তমঃ।
মধ্যমঃ পঞ্চশতকৈঃ কনিষ্ঠশ্চ ত্রিভিঃ শতৈঃ॥ ৯২
মেরুর্মহাব্রীহিময়স্তু মধ্যে
সুবর্ণবৃক্ষত্রয়সংযুতঃ স্যাৎ।
মূর্দ্ধন্যবস্থানমথাম্বরেণ
কার্য্যং হ্যনেকঞ্চ পুনর্দ্বিজাগ্র্যৈঃ॥ ৯৩
চত্বারি শৃঙ্গাণি চ রাজতানি
নিতম্বভাগা অপি রাজতাঃ স্যুঃ।
পূর্ব্বেণ মুক্তাফল-বজ্রযুক্তো
যাম্যেন গোমেদক-পদ্মরাগৈঃ॥ ৯৪
পশ্চাচ্চ গারুত্মত-নীলরত্নৈঃ
সৌম্যেন বৈদূর্য্যক-পুষ্পরাগৈঃ।
শ্রীখণ্ডখণ্ডৈরভিতঃ প্রবালৈ-
র্লতান্বিতো মৌক্তিকপ্রস্তরাঢ্যঃ॥ ৯৫
ব্রহ্মাথ বিষ্ণুর্ভগবান্ পুরারি-
র্দিবাকরোঽপ্যত্র হিরণ্ময়ঃ স্যাৎ।
তথেক্ষুবংশাবৃত-কন্দরস্তু
ঘৃতোদকপ্রস্রবণো দিশাসু॥ ৯৬
শুভ্রাম্বরাণ্যম্বুধরাবলিঃ স্যাৎ
পূর্ব্বেণ পীতানি চ দক্ষিণেন।

নিচয়ের দানব্যবস্থা যথাক্রমে বলিতেছি। প্রথম ধান্যাচল, দ্বিতীয় লবণাচল, তৃতীয় গুড়াচল, চতুর্থ হেমাচল, পঞ্চম তিলাচল, ষষ্ঠ কার্পাসাচল, সপ্তম ঘৃতাচল, অষ্টম রত্নাচল, নবম রজতাচল এবং দশম শর্করাচল। অয়ন-সংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ, ত্র্যহস্পর্শ, শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া, গ্রহণ, অমাবস্যা দ্বাদশী প্রভৃতি পুণ্য পর্ব্বদিবসে; বিবাহ-উৎসব-যজ্ঞাদিতে, শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে অথবা পূর্ণিমায় এই সমস্ত অচল দান করিতে হয়। জ্যেষ্ঠ পুষ্করে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ইহা দান করিবে। তীর্থে, আয়তনে, গোষ্ঠে বা গৃহাঙ্গনে ভক্তি সহকারে যথাবিধি এক-খানি চতুরস্র মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। উহা উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ এবং পূর্ব্বোত্তর দিকে ক্রম-নিম্ন সুদৃশ্য হইবে। ৮০—৯০। প্রথ-মতঃ গোময়লিপ্ত ভূমিতে কুশাস্তরণপূর্ব্বক তন্মধ্যে বিষ্কম্ভাচল সহ ধান্যাদির অচল রচনা করিবে। সহস্রদ্রোণ ধান্যে উত্তম, পাঁচশত দ্রোণে মধ্যম ও তিন শত দ্রোণে অধম ধান্যাচল হয়। প্রথমতঃ মধ্যভাগে ধান্যময় একটী পর্ব্বত রচনা করিবে। তন্মধ্যে তিনটী সুবর্ণ-বৃক্ষ স্থাপন করিবে। উক্ত অচলের উপরিভাগে বসন দ্বারা অনেকগুলি অবস্থান-স্থান রচনা করিবে। রজত দ্বারা উহার চারিটী শৃঙ্গ এবং নিতম্ব প্রদেশও রজত দ্বারাই রচনা করিবে। উহার পূর্ব্বদিকে মুক্তা ও হীরক দ্বারা, দক্ষিণদিকে গোমেদ ও পদ্মরাগ দ্বারা, পশ্চিমদিকে মরকত ও নীলরত্ন দ্বারা এবং উত্তরদিকে বৈদূর্য্য ও পুষ্পরাগ দ্বারা এবং অপরাপর দিকে শ্রীখণ্ড-চন্দন দ্বারা পত্রযুক্ত লতা ও মৌক্তিক পাষাণ রচনা করিতে হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ভগবান্ শিব ও দিবাকরমূর্ত্তি—স্বর্ণময় করিবে। উহার কন্দর ইক্ষুবৃক্ষচয় দ্বারা আবৃত করিবে, আর উহার দিকে দিকে ঘৃত দ্বারা প্রস্রবণ রচনাও করিতে হয়। শুভ্র বসন দ্বারা পূর্ব্বদিকে, পীত বস্ত্র দ্বারা দক্ষিণ দিকে,

বাসাংসি পশ্চাদথ কর্ব্বুরাণি
রক্তানি চৈবোত্তরতো ঘনানি ॥ ৯৭
রৌপ্যান্মহেন্দ্রপ্রমুখাংস্তথাষ্টৌ
সংস্থাপ্য লোকাধিপতীন্ ক্রমেণ।
নানাবনালী চ সমন্ততঃ স্যা-
ন্মনোরমং মাল্যবিলেপনঞ্চ ॥ ৯৮
বিতানকঞ্চোপরি পঞ্চবর্ণ-
মম্লানপুষ্পাভরণং সিতঞ্চ ॥ ৯৯
ইত্থং নিবেশ্যামরশৈলমগ্র্যং
মেরোশ্চ বিষ্কম্ভগিরীন্ ক্রমেণ।
তুরীয়ভাগেন চতুর্দ্দিশঞ্চ
সংস্থাপয়েৎ পুষ্পবিলেপনাঢ্যম্ ॥ ১০০
পূর্ব্বেণ মন্দরমনেকফলৈশ্চ যুক্তং
কামেন কাঞ্চনময়েন বিরাজমানম্। *
যাম্যেন গন্ধমদনো বিনিবেশনীয়ো-
গোধূমসঞ্চয়ময়ঃ কলধৌতবাংশ্চ।
হৈমেন যক্ষপতিনা ঘৃতমানসেন
বস্ত্রেণ রাজতবনৈশ্চ স সংযুতঃ স্যাৎ ॥ ১০১
পশ্চাত্তিলাচলমনেকসুগন্ধপুষ্প-
সৌবর্ণপিপ্পলহিরণ্ময়-হংসযুক্তম্।
আকারয়েদ্রজতপুষ্পবনেন তদ্ব-
দ্বস্ত্রান্বিতং দধিসিতোদসরস্তথাগ্রে ॥ ১০২
সংস্থাপ্য তং বিপুলশৈলমথোত্তরেণ
শৈলং সুপার্শ্বমপি মাষময়ং সবস্ত্রম্।
পুষ্পৈশ্চ হেমবটপাদপশেখরং ত-
মাকারয়েৎ কনককেতুবিরাজমানম্ ॥ ১০৩
মাক্ষীকভদ্রসরসা চ বনেন তদ্ব-
দ্রৌপ্যেণ ভাস্বরবিতানযুতং বিধায়।
হোমশ্চতুর্ভিরথ বেদপুরাণবিদ্ভি-
র্দান্তৈরনিন্দ্যচরিতাকৃতিভির্দ্বিজেন্দ্রৈঃ ॥ ১০৪
পূর্ব্বেণ হস্তমিতমত্র বিধায় কুণ্ডং
কার্য্যস্তিলৈর্যবঘৃতেন সমিৎকুশৈশ্চ।
রাত্রৌ চ জাগরমনুদ্ধতগীতরূপৈ-
রাবাহনঞ্চ কথয়ামি শিলোচ্চয়ানাম্ ॥ ১০৫

কর্ব্বুরবর্ণ বসনে পশ্চিম দিকে এবং রক্তবর্ণ বস্ত্রে উত্তরদিকে মেঘাবলি রচনা করিবে। অষ্টদিকে রৌপ্য দ্বারা ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপাল-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিন্যাস করিবে। পরে চারিদিকে বিবিধ বনরাজি রচনা এবং মাল্য ও বিলেপন বিন্যাস দ্বারা উহাকে মনোরম করিবে। উপরিভাগে পঞ্চবর্ণরঞ্জিত, অম্লান-কুসুমাভরণাঢ্য একখানি সিত বিতান বিন্যাস করিবে। এইরূপে প্রধান পর্ব্বত মেরু রচনা করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বিষ্কম্ভাচল নির্ম্মাণ করিবে। উহা মূল পর্ব্বতের চতুর্থাংশ দ্রব্য দ্বারা রচিত ও পুষ্পবিলেপনাঢ্য করিতে হয়। ৯৭—১০০। পূর্ব্বদিকে মন্দরাচল বিন্যাস করিবে। উহাতে অনেক ফল ও কাঞ্চনময় কামমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। দক্ষিণদিকে গোধূমনিচয় দ্বারা গন্ধমাদন পর্ব্বত রচনা করিবে। উহাতে সুবর্ণ-স্থলী, হৈম যক্ষপতিমূর্ত্তি, ঘৃতরচিত মানস সরোবর, রাজত বন এবং বসন স্থাপন করিবে। পশ্চিমদিকে বহু সুগন্ধ কুসুম, হৈম অশ্বত্থ বৃক্ষ, স্বর্ণময় হংস, রাজত পুষ্পবন এবং বসনযুক্ত বিপুল নামক অচল, তিলদ্বারা রচনা করিবে। তাহার অগ্রভাগে দধি দ্বারা শ্বেত সরোবর নির্ম্মাণ করিতে হয়। উত্তর দিকে মাষ দ্বারা সুপার্শ্ব নামক অচল রচনা করিবে। উহাও বসন, কুসুম, হৈম বটবৃক্ষ ও সুবর্ণরচিত কেতু দ্বারা সুশোভিত করিতে হয়। মধু দ্বারা উহার নিকটস্থ ভদ্র নামক সরোবর, রৌপ্যকৃত মনোহর বন ও সমুজ্জ্বল বিতান দ্বারা উহাকে বিমণ্ডিত করিবে। তারপর যাঁহাদের আকৃতি ও চরিত্র নিন্দনীয় নহে এবং যাঁহারা দান্ত ও বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, এমন চারিজন ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইবে। পূর্ব্বদিকে একটী হস্ত-প্রমাণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করাইয়া বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে তিল যব সমিধ কুশ ও ঘৃত দ্বারা

* অত্র শ্লোকার্দ্ধলোপোঽনুমীয়তে, পরমাদর্শেষু ন লভ্যতে।

ওঁং সর্ব্বদেবগণধামনিধে বিরুদ্ধ-
মস্মদ্‌গৃহেষ্বমরপর্ব্বত নাশয়াশু ।
ক্ষেমং বিধৎস্ব কুরু শান্তিমনুত্তমাঞ্চ
সম্পূজিতঃ পরমভক্তিমতা ময়া হি ॥ ১০৬
ত্বমেব ভগবানীশো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দিবাকরঃ ।
মূর্ত্তামূর্ত্তময়ং বীজমতঃ পাহি সনাতন ॥ ১০৭
যস্মাত্ত্বং লোকপালানাং বিশ্বমূর্ত্তেশ্চ মন্দিরম্ ।
রুদ্রাদিত্যবসূনাঞ্চ তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥
যস্মাদশূন্যমমরৈর্নারীভিশ্চ শিরস্তব ।
তস্মান্মামুদ্ধরাস্মাদ্দুঃখসংসারসাগরাৎ ॥ ১০৯
এবমভ্যর্চ্চ্য তং মেরুং মন্দরঞ্চাভিপূজয়েৎ ॥
যস্মাচ্চৈত্ররথেন ত্বং ভদ্রাশ্বেন চ পর্ব্বত ।
শোভসে মন্দর ক্ষিপ্রমতস্তুষ্টিকরো ভব ॥ ১১১
যস্মাচ্চূড়ামণির্জম্বুদ্বীপে ত্বং গন্ধমাদন ।
গন্ধর্ব্বগণশোভাবাংস্ততঃ কীর্ত্তির্দৃঢ়াস্তু মে ॥
যস্মাত্ত্বং কেতুমালেন বৈভ্রাজেন বনেন চ ।
হিরণ্ময়াশ্মশোভাবাংস্তস্মাৎ পুষ্টির্ধ্রুবাস্তু মে ॥
উত্তরৈঃ কুরুভির্যস্মাৎ সাবিত্রেণ বনেন চ ।
সুপার্শ্ব রাজসে নিত্যমতঃ শ্রীরক্ষয়াস্তু মে ॥ ১১৪
এবমামন্ত্র্য তান্ সর্ব্বান্ প্রভাতে বিমলে পুনঃ ।
স্নাত্বা তু গুরবে দদ্যান্মধ্যমং পর্ব্বতোত্তমম্ ।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতান্ দদ্যাদৃত্বিগ্‌ভ্যঃ ক্রমশো নৃপ ॥
গাবো দেয়াশ্চতুর্ব্বিংশদথবা দশ পার্থিব ।
শক্তিতঃ সপ্ত চাষ্টৌ বা পঞ্চ দদ্যাদশক্তিমান্ ॥
একাপি গুরবে দেয়া কপিলাথ পয়স্বিনী ।
পর্ব্বতানমশেষাণামেষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৭
ত এব পূজনে মন্ত্রাস্ত এবোপস্করাঃ স্মৃতাঃ ।

হোম করা বিধেয়। পরে অনুক্ত গীত-বাদ্যাদি-সাহায্যে রাত্রিজাগরণ করিবে। এক্ষণে অচলনিচয়ের আবাহন-বিধি বলিতেছি। যথা—"হে অমরাচল! তুমি সকল দেবগণের প্রভাবের আধার! আমি তোমাকে পরমভক্তি সহকারে পূজা করিলাম। তুমি আমার ভবনে যে সমস্ত বিরুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহার বিনাশ কর; মঙ্গল বিধান কর; অনুত্তমা শান্তি স্থাপিত কর। হে সনাতন! তুমিই জগতের মূর্ত্তামূর্ত্তময় বীজ-স্বরূপ, তুমিই ভগবান্ দিবাকর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। যেহেতু তুমি লোকপালগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ ও বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানেরও বাসমন্দির, সেই জন্য আমাকে শান্তি দান কর; যেহেতু তোমার শিরোভাগ দেব দেবীগণের অভাবে কদাচ শূন্য থাকে না, সেই জন্য প্রার্থনা,—আমাকে এই দুঃখময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার কর।" এই প্রার্থনা সহকারে মেরুর অর্চ্চনা করিয়া পরে মন্দর গিরির পূজা করিবে। ১০১—১১০। "হে মন্দরাচল! যেহেতু তুমি চৈত্ররথ ও ভদ্রাশ্ব উপবন দ্বারা নিরন্তর শোভা প্রাপ্ত হও, অতএব তুমি ত্বরায় আমার তুষ্টি বিধান কর।" "হে গন্ধমাদন! যেহেতু এই জম্বুদ্বীপে তুমি গন্ধর্ব্বগণদ্বারা শোভাশালী হইয়া চূড়ামণির ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছ; অতএব প্রার্থনা—আমার কীর্ত্তি দৃঢ়া হউক।" "হে বিপুলাচল! তুমি কেতুমাল ও বৈভ্রাজ নামক বন দ্বারা এবং হিরণ্ময় প্রস্তরচয় দ্বারা সবিশেষ শোভা পাইতেছ, তোমার কৃপায় আমার স্থিরা পুষ্টি লাভ হউক।" "হে সুপার্শ্বাচল! তুমি নিরন্তর উত্তরকুরু ও সাবিত্র উপবন দ্বারা শোভা পাইতেছ; তোমার করুণায় আমার শ্রী অক্ষয়া হউক।" সেই অচলনিচয়কে এই সকল মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিতে হয়। অতঃপর রাত্রির অবসানে বিমল প্রভাত কালে স্নানান্তে মধ্যম পর্ব্বতটী গুরুকে দান করিবে। হে নৃপ! আর চতুষ্পার্শ্বস্থ বিষ্কম্ভ পর্ব্বত চারিটী যথাক্রমে ঋত্বিক্‌দিগকে প্রদান করিবে। হে পার্থিব! শক্তি অনুসারে চব্বিশটী, দশটী, আটটী, সাতটী কিম্বা পাঁচটী গাভী দাক্ষণা দিবে। পরন্তু নিতান্ত অশক্ত পক্ষে একটী পয়স্বিনী কপিলা গাভী গুরুকে দিবে। সমস্ত পর্ব্বতদানেরই এই বিধি। উহাতে পূর্ব্বোক্ত সেই সকল মন্ত্র এবং সেই সমস্ত উপচার ব্যবহৃত হইবে। আর

গ্রহাণাং লোকপালানাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বতঃ ॥
স্বমন্ত্রৈণৈব সর্ব্বেষু হোমঃ শৈলেষু পঠ্যতে।
উপবাসী ভবেন্নিত্যমশক্তৌ নক্তমিষ্যতে ॥১১৯
বিধানং সর্ব্বশৈলানাং ক্রমশঃ শৃণু পার্থিব।
দানেষু চৈব যে মন্ত্রাঃ পর্ব্বতেষু যথাফলম্ ॥১২০
অন্নং ব্রহ্ম যতঃ প্রোক্তমন্নং প্রাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি জগদন্নেন বর্দ্ধতে ॥ ১২১
অন্নমেব যতো লক্ষ্মীরন্নমেব জনার্দ্দনঃ।
ধান্যপর্ব্বতরূপেণ পাহি তস্মান্নগোত্তম ॥ ১২২
অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাদ্ধান্যময়ং গিরিম্।
মন্বন্তরশতং সাগ্রং দেবলোকে মহীয়তে ॥ ১২৩
অপ্সরোগণগন্ধর্ব্বৈরাকীর্ণেন বিরাজিতঃ।
বিমানেন দিবঃ পৃষ্ঠমায়াতি নৃপসত্তম ॥ ১২৪
কর্ম্মক্ষয়ে রাজরাজ্যমাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ ॥

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি লবণাচলমুত্তমম্।
যৎপ্রদানান্নরো লোকমাপ্নোতি শিবসংযুতম্।
উত্তমঃ ষোড়শদ্রোণৈঃ কর্ত্তব্যো লবণাচলঃ।
মধ্যমশ্চ তদর্দ্ধেন চতুর্ভিরধমঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৭
বিত্তহীনো যথাশক্তি দ্রোণাদূর্দ্ধঞ্চ কারয়েৎ।
চতুর্থাংশেন বিষ্কম্ভপর্ব্বতান্ কারয়েৎ পৃথক্।
বিধানং পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বদা।
তদ্বদ্ধেমময়ং সর্ব্বলোকপালনিবেশনম্ ॥ ১২৯
সরাংসি বনবৃক্ষাদি তদ্বচ্চাত্রান্নিবেশয়েৎ।
কুর্য্যাজ্জাগরমত্রাপি দানমন্ত্রান্নিবোধত ॥ ১৩০
সৌভাগ্যরসসংযুক্তো যতোঽয়ং লবণো রসঃ।
তদাত্মকত্বেন চ মাং পাহি পাপান্নগোত্তম ॥১৩১
যস্মাদন্যে রসাঃ সর্ব্বে নোৎকটা লবণং বিনা।
প্রিয়শ্চ শিবয়োর্নিত্যং তস্মাচ্ছান্তিপ্রদো ভব ॥

গ্রহ, লোকপাল, ও ব্রহ্মাদি দেবগণের নিজ নিজ মন্ত্রেই পূজাদি কার্য্য করিতে হইবে। এই অচলদান কার্য্যে হোমও সকলেরই স্ব স্ব মন্ত্রেই করিতে হইবে। এই কার্য্যে উপবাসীই থাকিবে, অশক্ত পক্ষে নক্ত ব্রতের বিধান অনুসারে ভোজন করিবে। হে রাজন্! এক্ষণে সমস্ত পর্ব্বদানের বিধান ও মন্ত্র সকল এবং উহার ফল, আমি যথাক্রমে বলিতেছি। ১১১—১২০। "হে অচলোত্তম! যেহেতু অন্নই ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হয়, অন্নই প্রাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, অন্ন হইতেই প্রাণিবর্গের উদ্ভব হয়, আর জগৎ অন্ন দ্বারাই বৃদ্ধি লাভ করে, অন্নই লক্ষ্মী এবং অন্নই জনার্দ্দন বলিয়া নির্নীত; অতএব তুমি ধান্যপর্ব্বতরূপে আমাকে রক্ষা কর।" যে জন এই প্রকার প্রার্থনা সহকারে বিধানানুসারে ধান্যাচল দান করে, সে শত মন্বন্তরের অধিক কাল দেবলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। হে নৃপসত্তম! সে অপ্সরোগণাকীর্ণ গন্ধর্ব্বসমন্বিত বিমানারোহণে স্বর্গপৃষ্ঠে বিহার করিয়া থাকে। তারপর কর্ম্মফল ক্ষীণ হইলে ইহ লোকে আসিয়া রাজরাজত্ব প্রাপ্ত হয়; ইহাতে সংশয় নাই। ১২১—১২৫। অতঃপর উত্তম লবণাচলের বিবরণ বলিতেছি,—যাহা প্রদান করিলে মনুষ্য শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ষোড়শ-দ্রোণ পরিমাণ লবণ দ্বারা উত্তম, অষ্ট দ্রোণ দ্বারা মধ্যম আর চারি দ্রোণ দ্বারা অধম লবণাচল হয়। পরন্তু বিত্তহীন ব্যক্তি নিজশক্তি অনুসারে অন্ততঃ এক দ্রোণের অধিক লবণ দ্বারা অচল রচনা করিবে। মূল পর্ব্বতের চতুর্থাংশ পরিমাণে উহার বিষ্কম্ভ পর্ব্বতগুলি করিতে হয়। ব্রহ্মাদি দেবতার বিন্যাস পূজাদি সমস্তই পূর্ব্ববৎ করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় সুবর্ণময় লোকপাল বিন্যাস করিবে। পূর্ব্বের মতই সরোবর বন বৃক্ষাদি সমস্ত বিন্যাস করিতে হয়। ইহাতেও জাগরণ করিতে হয়। দানমন্ত্রগুলি শ্রবণ কর।—"যেহেতু লবণ রস—সমস্ত রসের মধ্যেই সৌভাগ্যগুণশালী,—সকল রসেরই তৃপ্তিসাধকতাজনক; সেই জন্য, হে নগোত্তম! আমি বিপদাপন্ন; তুমি তদাত্মক বলিয়া আমাকে রক্ষা কর। অন্য সমস্ত রসই লবণ ব্যতীত উৎকৃষ্টতা লাভ করে না; আর বিশেষতঃ লবণরস শিব-শিবার প্রিয়; সেই জন্য তুমি আমার

বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতো যস্মদারোগ্যবর্দ্ধনঃ।
তস্মাৎ পর্ব্বতরূপেণ পাহি সংসারসাগরাৎ ॥১৩৩
অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাল্লবণপর্ব্বতম্।
উমালোকে বসেৎকল্পং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ১৩৪
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি গুড়পর্ব্বতমুত্তমম্।
যৎপ্রদানান্নরঃ স্বর্গং প্রাপ্নোতি সুরপূজিতঃ
উত্তমো দশভির্ভারৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্মতঃ।
ত্রিভির্ভারৈঃ কনিষ্ঠঃ স্যাত্তদর্দ্ধেনাল্পবিত্তবান্ ॥
তদ্বদামন্ত্রণং পূজাং হৈমবৃক্ষান্ সুরার্চ্চনম্।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতাংস্তদ্বৎ সরাংসি বনদেবতাঃ ॥১৩৭
হোমং জাগরণন্তদ্বল্লোকপালাধিবাসনম্।
ধান্যপর্ব্বতবৎ কুর্য্যাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৩৮
যথা দেবেষু বিশ্বাত্মা প্রবরোঽয়ং জনার্দ্দনঃ।
সামবেদস্তু বেদানাং মহাদেবস্তু যোগিনাম্ ॥
প্রণবঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং নারীণাং পার্ব্বতী যথা।
তথা রসানাং প্রবরঃ সদৈবেক্ষুরসো মতঃ।
মম তস্মাৎ পরাং লক্ষ্মীং দদাতু গুড়পর্ব্বতঃ ॥
যস্মাৎ সৌভাগ্যদায়িন্যা ধাম ত্বং গুড়পর্ব্বত।
নির্ম্মিতশ্চাসি পার্ব্বত্যা তস্মান্মাং পাহি সর্ব্বদা
অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাদ্গুড়ময়ং গিরিম্।
সম্পূজ্যমানো গন্ধর্ব্বৈর্গৌরীলোকে মহীয়তে ॥
পুনঃ কল্পশতান্তে চ সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যসম্পন্নঃ শত্রুভিশ্চাপরাজিতঃ ॥
অথ পাপহরং বক্ষ্যে সুবর্ণাচলমুত্তমম্।
যস্য প্রদানাদ্ভবনং বৈরিঞ্চং যান্তি মানবাঃ ॥
উত্তমঃ পলসাহস্রো মধ্যমঃ পঞ্চভিঃ শতৈঃ।
তদর্দ্ধেনাধমস্তদ্বদল্পবিত্তোঽপি মানবঃ।
দদ্যাদেকপলাদূর্দ্ধং যথাশক্তি বিমৎসরঃ ॥ ১৪৫
ধান্যপর্ব্বতবৎসর্ব্বং বিদধ্যাদ্রাজসত্তম।
বিষ্কম্ভশৈলাংস্তদ্বচ্চ ঋত্বিগ্ভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥

শান্তিপ্রদ হও। হে লবণ! তুমি বিষ্ণু-দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছ, এবং তুমি আরোগ্যবৃদ্ধি করিয়া থাক; অতএব পর্ব্বতরূপে আমাকে এই সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ কর।" এই প্রার্থনা সহকারে যে মানব যথাবিধি লবণাচল দান করে, সে কল্পকাল উমালোকে বাস করিয়া পরে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।১২৬—১৩৪। অতঃপর উত্তম গুড়াচলের বিবরণ বলিতেছি, যাহা প্রদান করিলে মানব সুরগণের পূজিত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। দশ ভারে উত্তম, পঞ্চ ভারে মধ্যম, তিন ভারে অধম অচল হয়; পরন্তু দরিদ্র অসমর্থ ব্যক্তি তদৰ্দ্ধ পরিমাণ গুড় দ্বারাও অচল রচনা করিবে। আমন্ত্রণ, পূজা, হৈম বৃক্ষাদি স্থাপন, দেবতার্চ্চন, বিষ্কম্ভাচল-বিন্যাস, সরোবর, বন, ও দেবতা-বিন্যাস,হোম, জাগরণ, লোকপাল-গণের বিন্যাস পূজাদি সমস্তই ধান্যাচলবৎ করিবে। পাঠ্য প্রার্থনামন্ত্র যথা,—"দেবগণ-মধ্যে যেমন বিশ্বাত্মা হরি, বেদমধ্যে যেমন সামবেদ, যোগিমধ্যে যেমন মহাদেব, মন্ত্রমধ্যে যেমন প্রণব, এবং নারীমধ্যে যেমন পার্ব্বতী, তদ্রূপ সমস্ত রসের মধ্যেই ইক্ষুরস সতত শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিরূপিত। অতএব এই গুড়াচল আমাকে পরমা লক্ষ্মী প্রদান করুক। হে গুড়াচল! যেহেতু তুমি সৌভাগ্যদায়িনী লক্ষ্মীর বাসস্থল, এবং তুমি পার্ব্বতী দেবী কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছ, অতএব সর্ব্বদা আমাকে পালন কর।" যে জন এই বিধানানুসারে গুড়াচল দান করে, সে গন্ধর্ব্ব-গণে পূজ্যমান হইয়া গৌরীলোকে সসম্মানে শত কল্প বাস করিয়া পরে ইহলোকে সপ্তদ্বীপ-পতি আয়ুষ্মান্ নীরোগ ও শত্রুবর্গের অপরা-জিত রাজা হইয়া থাকে।১৩৫—১৪৩। অতঃ-পর পাপহর সুবর্ণাচলের বিবরণ বলিতেছি; মানব যে উত্তম সুবর্ণাচল দানের ফলে ব্রহ্ম-লোকে বাস করিতে পারে। সহস্র পলে উত্তম, পঞ্চশত পলে মধ্যম, আড়াই শত পলে অধম সুবর্ণাচল হয়; পরন্তু অশক্ত দরিদ্র ব্যক্তি অসূয়াশূন্য মনে এক পলের অধিক সুবর্ণ দ্বারাও করিবে। হে রাজসত্তম! ধান্য-পর্ব্বতের ন্যায়ই ইহার সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। বিষ্কম্ভ পর্ব্বতগুলিও সেই প্রকার ঋত্বিগ্গণকে দিতে হয়। দানকালে পাঠ্য

নমস্তে সর্ব্ববীজায় ব্রহ্মগর্ভায় বৈ নমঃ।
যস্মাদনন্তফলদস্তস্মাৎ পাহি শিলোচ্চয় ॥ ১৪৭
যস্মাদগ্নেরপত্যং ত্বং যস্মাৎ পুত্রো জগৎপতেঃ।
হেমপর্ব্বতরূপেণ তস্মাৎ পাহি নগোত্তম ॥ ১৪৮
অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাৎ কনকপর্ব্বতম্।
স যাতি পরমং ব্রহ্মলোকমানন্দকারকম্ ॥ ১৪৯
তত্র বর্ষশতং তিষ্ঠেত্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি তিলশৈলং বিধানতঃ।
যৎ প্রদানান্নরো যাতি বিষ্ণুলোকমনুত্তমম্ ॥
উত্তমো দশভির্দ্রোণৈর্ম্মধ্যমঃ পঞ্চভিঃ স্মৃতঃ।
ত্রিভিঃ কনিষ্ঠো রাজেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
পূর্ব্ববচ্চাপরং সর্ব্বং বিষ্কম্ভপর্ব্বতাদিকম্।
দানমন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যথা চ নৃপপুঙ্গব ॥ ১৫৩
যস্মান্মধুবধে বিষ্ণোর্দেহস্বেদসমুদ্ভবাঃ।
তিলাঃ কুশাশ্চ মাষাশ্চ তস্মাচ্ছান্তিপ্রদো ভব
হব্যকব্যেষু যস্মাচ্চ তিলা এব হি রক্ষণম্।
লক্ষ্মীঞ্চ কুরু শৈলেন্দ্র তিলাচল নমোঽস্তু তে ॥
ইত্যামন্ত্র্য চ যো দদ্যাত্তিলাচলমনুত্তমম্।
স বৈষ্ণবং পদং যাতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১৫৬
কার্পাসপর্ব্বতশ্চৈব বিংশদ্ভারৈরিহোত্তমঃ।
দশভির্ম্মধ্যমঃ প্রোক্তঃ কনিষ্ঠঃ পঞ্চভির্ম্মতঃ ॥ ১৫৭
ভারেণাল্পধনো দদ্যাদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
ধান্যপর্ব্বতবৎ সর্ব্বমাসাদ্য রাজসত্তম।
প্রভাতায়াঞ্চ শর্ব্বর্য্যাং দদ্যাদিদমুদীরয়েৎ ॥ ১৫৮
ত্বমেবাবরণং যস্মাল্লোকানামিহ সর্ব্বদা।
কার্পাসাদ্রে নমস্তস্মাদঘৌঘধ্বংসনো ভব ॥ ১৫৯
ইতি কার্পাসশৈলেন্দ্রং যো দদ্যাচ্ছর্ব্বসন্নিধৌ।
রুদ্রলোকে বসেৎ কল্পং ততো রাজা ভবেদিহ
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ঘৃতাচলমনুত্তমম্।

প্রার্থনামন্ত্র যথা,—"হে সুবর্ণাচল! তুমি সর্ব্ববীজস্বরূপ ও ব্রহ্মগর্ভ; সেই জন্যই তুমি অনন্ত ফলপ্রদ; অতএব তোমাকে নমস্কার, নমস্কার; আমাকে পালন কর। হে নগোত্তম! যেহেতু তুমি অগ্নির অপত্য; এবং তুমি জগৎপতির সন্তান, অতএব তুমি হেমাচলরূপে আমাকে রক্ষা কর।" এই বিধান অনুসারে যে মানব কাঞ্চনাচল দান করে, সে পরম আনন্দকর ব্রহ্মপুরে যাইয়া শতবর্ষ বাস করিয়া পরে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ১৪৪—১৫০। অতঃপর যাহার প্রদানে মনুষ্য অনুত্তম বিষ্ণুলোকে গমন করে, সেই তিলাচল দানের বিবরণ বিধানতঃ বলিতেছি। দশ দ্রোণ দ্বারা উত্তম, পঞ্চ দ্রোণে মধ্যম আর তিন দ্রোণ দ্বারা কৃত তিলাচল অধম বলিয়া জ্ঞাতব্য। হে রাজেন্দ্র! বিষ্কম্ভাচলাদি সমস্ত কার্য্যই পূর্ব্ববৎ; কেবল দানমন্ত্রে বিশেষ আছে। হে নৃপবর! সেই দানমন্ত্র এক্ষণে বলিতেছি।—"হে তিলাচল! যেহেতু মধু দানবের নিধনকালে বিষ্ণুর শরীরের স্বেদ হইতে তিল কুশ ও মাষ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই জন্য প্রার্থনা করি, তুমি আমার শান্তিদাতা হও। হব্য-কব্যের রক্ষা তিল দ্বারাই সম্পাদিত হয়, হে শৈলেন্দ্র! তুমি আমার লক্ষ্মীবৃদ্ধি কর; তোমাকে নমস্কার করি।" যে জন এইরূপে আমন্ত্রণ করিয়া অনুত্তম তিলাচল দান করে, সেই মানব, যেথান হইতে পুনরায় সংসারে আগমন সম্ভব নহে, সেই বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। বিংশতি ভারে উত্তম, দশ ভারে মধ্যম ও পঞ্চ ভার কার্পাস দ্বারা রচিত হইলে সেই কার্পাস পর্ব্বত অধম বলিয়া জানিবে। দরিদ্র ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য পরিহার সহকারে এক ভার দ্বারাও করিতে পারে। হে রাজসত্তম! ধান্যাচলের ন্যায়ই সমস্ত কার্য্য করিবে। রাত্রি প্রভাত হইলে দান করিবে। এই মন্ত্র তৎকালে পাঠ করিতে হয়। যথা,—"হে কার্পাসাচল! ইহলোকে সমস্ত মনুষ্যের একমাত্র তুমিই আবরণ; সেই জন্য প্রার্থনা, তুমি আমার পাপরাশি বিনাশ কর, তোমাকে নমস্কার।" যে জন রুদ্রসন্নিধানে এই বিধানে কার্পাসাচল দান করে, সে কল্পকাল রুদ্রলোকে বাস করিয়া পরে এই ভূতলে আসিয়া রাজা হইয়া থাকে। ১৫১—১৬০। অতঃপর অনুত্তম ঘৃতা-

তেজোময়ং ঘৃতং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥
বিংশত্যা ঘৃতকুম্ভানামুত্তমঃ স্যাদ্ ঘৃতাচলঃ।
দশভির্মধ্যমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চভিস্ত্বধমঃ স্মৃতঃ ॥১৬২
অল্পবিত্তোঽপি কুর্ব্বীত দ্বাভ্যামিহ বিধানতঃ।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতাংস্তদ্বচ্চতুর্ভাগেন কল্পয়েৎ ॥ ১৬৩
শালিতণ্ডুলপাত্রাণি কুম্ভোপরি নিবেশয়েৎ।
কারয়েৎ সংহতানুচ্চান্ যথাশোভং বিধানতঃ ॥
বেষ্টয়েচ্ছুক্লবাসোভিরিক্ষুদণ্ডফলাদিকৈঃ।
ধান্যপর্ব্বতবৎ সর্ব্বং বিধানমিহ পঠ্যতে ॥ ১৬৫
অধিবাসনপূর্ব্বং হি তদ্বদ্ধোমসুরার্চ্চনম্ ॥ ১৬৬
প্রভাতায়াঞ্চ শর্ব্বর্য্যাং গুরবে বিনিবেদয়েৎ।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতাংস্তদ্বদৃত্বিগ্‌ভ্যঃ শান্তমানসঃ ॥১৬৭
সংযোগাদ্ ঘৃতমুৎপন্নং যস্মাদমৃততেজসঃ।
তস্মাদ্ ঘৃতার্চ্চির্বিশ্বাত্মা প্রীয়তামত্র শঙ্করঃ ॥১৬৮
যস্মাত্তেজোময়ং ব্রহ্ম ঘৃতে চৈব ব্যবস্থিতম্।
ঘৃতপর্ব্বতরূপেণ তস্মান্নঃ পাহি ভূধর ॥ ১৬৯
অনেন বিধিনা দদ্যাদ্ ঘৃতাচলমনুত্তমম্।
মহাপাতকযুক্তোঽপি লোকমায়াতি শাম্ভবম্ ॥
হংসসারসযুক্তেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
বিমানেনাপ্সরোভিশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরৈর্বৃতঃ।
বিচরেৎ পিতৃভিঃ সার্দ্ধং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি রত্নাচলমনুত্তমম্ ॥ ১৭২
মুক্তাফলসহস্রেণ পর্ব্বতঃ স্যাদনুত্তমঃ।
মধ্যমঃ পঞ্চশতিকস্ত্রিশতেনাধমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭৩
চতুর্থাংশেন বিষ্কম্ভপর্ব্বতাঃ স্যুঃ সমন্ততঃ।
পূর্ব্বেণ বজ্রগোমেদৈর্দক্ষিণেনেন্দ্রনীলকৈঃ ॥১৭৪
পুষ্পরাগৈর্যুতঃ কার্য্যো বিদ্বদ্ভির্গন্ধমাদনঃ।
বৈদূর্য্যবিদ্রুমৈঃ পশ্চাৎ সম্মিশ্রো বিপুলাচলঃ ॥
পদ্মরাগৈঃ সসৌবর্ণৈরুত্তরেণাপি বিন্যসেৎ।
ধান্যপর্ব্বতবৎ সর্ব্বমত্রাপি পরিকল্পয়েৎ ॥ ১৭৬

চল-দান প্রকরণ বলিতেছি। ঘৃত—তেজোময় পুণ্যজনক ও মহাপাতকনাশক। বিংশতি কুম্ভ দ্বারা উত্তম, দশ কুম্ভে মধ্যম এবং পঞ্চ কুম্ভ ঘৃত দ্বারা রচিত অচল অধম বলিয়া জ্ঞাতব্য। তবে দরিদ্র ব্যক্তি দুই কুম্ভ ঘৃত দ্বারাও যথাবিধি ঘৃতাচল করিতে পারে। উহার চতুর্থাংশ পরিমাণেই বিষ্কম্ভাচল সকল রচিত হইবে। কুম্ভগুলির উপরিভাগে শালিতণ্ডুলপূর্ণ এক একটী পাত্র স্থাপন করিবে। কুম্ভগুলি এমনভাবে পর পর উচ্চ করিয়া সাজাইয়া রাখিবে যেন দেখিতে সৌন্দর্য্য হয়। পরে তাহাতে ইক্ষুদণ্ড ও ফলাদি দিয়া শুক্ল বসনে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। ধান্যাচলের বিধান অনুসারেই সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। অধিবাসান্তে হোম দেবার্চ্চনাদি সেই প্রকারেই করিবে। রাত্রি প্রভাত হইলে শান্তচিত্তে প্রধান অচল গুরুকে এবং বিষ্কম্ভাচল সকল ঋত্বিক্‌গণকে পূর্ব্ববৎ প্রদান করিবে। পাঠ্য-মন্ত্র যথা—"অমৃত ও তেজের সংযোগে ঘৃত উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ঘৃতার্চ্চি বিশ্বাত্মা শঙ্কর আমার কার্য্যে প্রীতি লাভ করুন। তেজোময় ব্রহ্ম, ঘৃতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, হে ভূধর! সেই জন্য প্রার্থনা, তুমি ঘৃতাচলরূপে আমাকে পরিত্রাণ কর।" যে জন বিধানানুসারে এই অনুত্তম ঘৃতাচল দান করে, সে মহাপাতকী হইলেও শিব-লোকে বাস করিতে সমর্থ হয় এবং কিঙ্কিণী-জালমালী, হংস-সারসযুত বিমানারোহণে সিদ্ধ বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পিতৃলোকের সহিত কল্পকাল যাবৎ বিহার করিতে পারে।১৬১—১৭১। অতঃপর অনুত্তম রত্নাচল-বিবরণ বলিতেছি। সহস্র মুক্তা দ্বারা উত্তম, পঞ্চ শত মুক্তা দ্বারা মধ্যম এবং তিন শত মুক্তায় রচিত হইলে সেই অচল অধম বলিয়া জানিবে। এই মূল পর্ব্বতের চতুর্থাংশ পরিমাণে উহার বিষ্কম্ভাচল সকল হইবে। ধীমান্ মানব, পূর্ব্বদিকে হীরক ও গোমেদ দ্বারা মন্দরাচল, দক্ষিণদিকে ইন্দ্রনীল ও পুষ্পরাগ দ্বারা গন্ধমাদনাচল, বৈদূর্য্য ও বিদ্রুম দ্বারা পশ্চিমদিকে বিপুলাচল এবং পদ্মরাগ ও সুবর্ণ দ্বারা উত্তরদিকে সুপার্শ্বাচল রচনা করিবে। ইহাতে ধান্যপর্ব্বতের ন্যায়ই সকল কার্য্য করিতে হয়; সেই

তদ্বদাবাহনং কৃত্বা বৃক্ষান্ দেবাংশ্চ কাঞ্চনান্।
পূজয়েৎ পুষ্পগন্ধাদ্যৈঃ প্রভাতে ত্বাথবিসর্জ্জনম্
পূর্ব্ববদ্গুরুঋত্বিগ্ভ্য ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৭৭
যথা দেবগণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বরত্নেষ্ববস্থিতাঃ।
ত্বঞ্চ রত্নময়ো নিত্যমতঃ পাহি মহাচল ॥১৭৮
যস্মাদ্রত্নপ্রদানেন তুষ্টিমেতি জনার্দ্দনঃ।
পূজামন্ত্রপ্রসাদেন তস্মান্নঃ পাহি পর্ব্বত ॥ ১৭৯
অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাদ্রত্নময়ং গিরিম্।
স যাতি বৈষ্ণবং লোকমমরেশ্বরপূজিতঃ ॥১৮০
যাবৎকল্পশতং সাগ্রং বসেত্তত্র নরাধিপ।
রূপারোগ্যগুণোপেতঃ সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ
ব্রহ্মহত্যাদিকং কিঞ্চিদত্রামুত্রাথবা কৃতম্।
তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি গিরির্বজ্রাহতো যথা ॥১৮২
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি রৌপ্যাচলমনুত্তমম্।
যৎপ্রদানান্নরো যাতি সোমলোকং নরোত্তম ॥
দশভিঃ পলসাহস্রৈরুত্তমো রজতাচলঃ।
পঞ্চভির্মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধেনাধমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮৩
অশক্তো বিংশতেরূর্দ্ধং কারয়েচ্ছক্তিতঃ সদা।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতাংস্তদ্বত্তুরীয়াংশেন কল্পয়েৎ ॥ ১৮৪
পূর্ব্ববদ্রাজতান্ কুর্য্যান্মন্দরাদীন্ বিধানতঃ।
কলধৌতময়াংস্তদ্বল্লোকেশান্ কারয়েদ্ বুধঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্করুদ্রাংশ্চ নিতম্বোহত্র হিরণ্ময়ঃ।
রাজতঃ স্যাত্তদন্যেষাং পর্ব্বতানাঞ্চ কাঞ্চনম্।
শেষঞ্চ পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাদ্ধোমজাগরণাদিকম্।
দদ্যাত্তদ্বৎ প্রভাতে তু গুরবে রৌপ্যপর্ব্বতম্।
বিষ্কম্ভশৈলানৃত্বিগ্ভ্যঃ পূজ্য বস্ত্রবিভূষণৈঃ।
ইমং মন্ত্রং পঠন্ দদ্যাদ্দর্ভপাণির্বিমৎসরঃ ॥১৮৫
পিতৄণাং বল্লভং যস্মাদিন্দোর্বা শঙ্করস্য চ।
রজতং পাহি তস্মান্নঃ শোকসংসারসাগরাৎ।

প্রকারেই অবাহন করিবে; আর কাঞ্চনকৃত দেবতা ও বৃক্ষসকলেরও সেই প্রণালীতেই পুষ্প গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তারপর সেই প্রকার প্রভাতকালেই বিসর্জ্জন করিয়া গুরুকে ও ঋত্বিগ্‌দিগকে সেই পর্ব্বতগুলি পূর্ব্ববৎ দান করিবে। দানকালে পাঠ্য মন্ত্র যথা—"হে মহাচল! তুমি রত্নময়, যেরূপ দেবগণ সকলে সমস্ত রত্নে বাস করেন, অতএব আমাকে রক্ষা কর। রত্নপ্রদানে জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; এই পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণফলে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।" যে জন এই বিধান অনুসারে রত্নাচল দান করে, সে অমরবরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ! সেখানে শত কল্পাধিক কাল বাস করিয়া পরে ইহলোকে রূপবান্ আরোগ্যবান্ ও গুণবান্ সপ্তদ্বীপপতিত্ব লাভ করে। ইহ জন্মে বা জন্মান্তরেও যদি তাহার ব্রহ্মহত্যাদি পাতক সঞ্চিত হইয়া থাকে, বজ্রাহত গিরিবৎ তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৭২—১৮২। হে নরোত্তম! অতঃপর উত্তম রজতাচলের কথা বলিতেছি;—যাহা প্রদান করিয়া মানব সোমলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। দশ সহস্র পল রজত দ্বারা উত্তম, পঞ্চশত পল দ্বারা মধ্যম ও তদর্দ্ধ পরিমাণ রজতে রচিত হইলে সেই রজতাচল অধম বলিয়া জ্ঞাতব্য। কিন্তু অশক্ত ব্যক্তি শক্ত্যনুসারে অন্ততঃ বিংশতি পলাধিক রজত দ্বারাও করিতে পারে। ইহারও বিষ্কম্ভাচল সকল মূলাচলের চতুর্থাংশ দ্বারা রচনা করিবে। পূর্ব্ববৎ বিধানানুসারে রজত দ্বারা মন্দরাদি পর্ব্বত ও কাঞ্চনদ্বারা লোকপাল সকল নির্ম্মাণ করিবে। আর ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও সূর্য্য মূর্ত্তিও কাঞ্চন দ্বারাই রচিত হইবে; পরন্তু পর্ব্বতের নিতম্ব প্রদেশ রজত দ্বারাই করিতে হয়। কিন্তু অপরাপর পর্ব্বতের নিতম্ব কাঞ্চন দ্বারাই করিতে হয়। হোমজাগরণাদি অন্যান্য সকল কার্য্যই পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে। পূর্ব্ববৎ প্রভাতকালে বসন-ভূষণে পূজাপূর্ব্বক রৌপ্য পর্ব্বতটী গুরুকে এবং বিষ্কম্ভ পর্ব্বতগুলি ঋত্বিকদিগকে দান করিবে। দানকালে কুশহস্ত ও অমৎসর হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা,—হে রজতাচল! রজত —পিতৃগণের, চন্দ্রের ও শঙ্করের প্রীতি-সাধক; অতএব তুমি আমাকে শোক-

ত্বিত্থং নিবেশ্য যো দদ্যাদ্রজতাচলমুত্তমম্।
গবামযুতসাহস্রফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৯১
সোমলোকে স গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরাপ্সরসাং গণৈঃ
পূজ্যমানো বসেদ্বিদ্বান্ যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি শর্করাচলমুত্তমম্।
যস্য প্রদানাদ্বিষ্ণর্ক-রুদ্রাস্তুষ্যন্তি সর্ব্বদা ॥ ১৯৩
অষ্টভিঃ শর্করাভারৈরুত্তমঃ স্যান্মহাচলঃ।
চতুর্ভির্মধ্যমঃ প্রোক্তো ভারাভ্যামধমঃ স্মৃতঃ ॥
ভারেণ চার্দ্ধভারেণ কুর্য্যাদ্‌যঃ স্বল্পবিত্তবান্।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতান্ কুর্য্যাত্তুরীয়াংশেন মানবঃ ॥১৯৫
ধান্যপর্ব্বতবৎ সর্ব্বং হৈমামরসুসংযুতম্।
মেরোরুপরিতঃ স্থাপ্যং হৈমং তত্র তরুত্রয়ম্ ॥
মন্দারঃ পারিজাতশ্চ তৃতীয়ঃ কল্পপাদপঃ।
এতদ্ বৃক্ষত্রয়ং মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বেষ্বপি নিবেশয়েৎ ॥১৯৭
হরিচন্দন-সন্তানৌ পূর্ব্বপশ্চিমভাগয়োঃ।
নিবেশ্যৌ সর্ব্বশৈলেষু বিশেষাচ্ছর্করাচলে ॥১৯৮
মন্দরে কামদেবস্তু প্রত্যগ্‌বক্ত্রঃ সদা ভবেৎ।
গন্ধমাদনশৃঙ্গে তু ধনদঃ স্যাদুদঙ্মুখঃ ॥১৯৯
প্রাঙ্মুখো বেদমূর্ত্তিস্তু হংসঃ স্যাদ্বিপুলাচলে।
হৈমী ভবেৎ সুপার্শ্বে তু সুরভী দক্ষিণামুখী ॥
ধান্যপর্ব্বতবৎ সর্ব্বমাবাহনমথাদিকম্।
কৃত্বাথ গুরবে দদ্যান্মধ্যমং পর্ব্বতোত্তমম্ ॥২০১
ঋত্বিগ্‌ভ্যশ্চতুরঃ শৈলানিমান্মন্ত্রানুদীরয়েৎ ॥২০২
সৌভাগ্যামৃতসারোঽয়ং পরমঃ শর্করাচলঃ।
তস্মাদানন্দকারী ত্বং ভব শৈলেন্দ্র সর্ব্বদা ॥২০৩
অমৃতং পিবতাং যে তু পতিতা ভুবি শীকরাঃ।
দেবানাং তৎসমুত্থস্ত্বং পাহি নঃ শর্করাচল ॥২০৪
মনোভবধনুর্মধ্যাদুদ্ভূতা শর্করা পুনঃ।
তন্ময়োঽসি মহাশৈল পাহি সংসারসাগরাৎ ॥
যো দদ্যাচ্ছর্করাশৈলমনেন বিধিনা নরঃ।

সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ কর।” যে মানব এই প্রকারে রজতাচল বিন্যাস করিয়া দান করে, সে কোটিগোদা জন্য পুণ্য-ভাজন হইয়া থাকে। সেই বিদ্বান্ মানব, সোমলোকে গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও অপ্সরোগণ দ্বারা পূজ্যমান হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিতে পারে।১৮৩—১৯২। যাহা প্রদানের ফলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও সূর্য্যদেব সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, এক্ষণে আমি সেই উত্তম শর্করা-চলের কথা বলিতেছি। অষ্ট ভার শর্করায় উত্তম, চারি ভারে মধ্যম আর দুইভারে অধম শর্করাচল হয়। পরন্তু অল্পধনশালী ব্যক্তি যথাশক্তি এক ভারে কিম্বা অর্দ্ধভার দ্বারাও করিতে পারে। ইহারও বিষ্কম্ভাচল সকল চতুর্থাংশপরিমাণে করিবে। হৈম লোকপালাদি রচনা বা আচ্ছাদন বসনাদি সকল কার্য্যই ধান্যপর্ব্বতবৎ করিতে হয়। মেরুর উপরি ভাগে তিনটী কাঞ্চনতরু স্থাপন করিবে। উহাদিগের নাম—মন্দার, পারি-জাত, ও কল্পপাদপ। এই তিনটী বৃক্ষ সকল অচলদানেই মধ্যপর্ব্বতের মস্তকে বিনিবেশিত করিবে; আর হরিচন্দন ও সন্তান—এই দুইটী বৃক্ষ পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে নিবেশিত করিতে হয়। সকল শৈলদানেই এই বিধান জানিবে; বিশেষতঃ শর্করা-চলে ইহা অবশ্য প্রতিপাল্য। মন্দরে সতত পশ্চিম মুখে কামদেব, গন্ধমাদনে উত্তরমুখে ধনপতি, বিপুলাচলে পূর্ব্বমুখে বেদমূর্ত্তি হংস এবং সুপার্শ্বগিরিতে দক্ষিণমুখী হৈমী সুরভি-মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ১৯৩—২০০। আবা-হনাদি সকল কার্য্যই ধান্যাচলবৎ করিতে হইবে। পরে গুরুকে মধ্যমাচল ও অন্যান্য ঋত্বিক্‌দিগকে বিষ্কম্ভাচল-চতুষ্টয় দান করিবে। দানকালে পাঠ্যমন্ত্র যথা,—“এই শর্করাচল, সৌভাগ্যামৃতের পরম সারস্বরূপ; অতএব হে শৈলেন্দ্র! তুমি সর্ব্বদা আমার আনন্দ-কারী হও। পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনে দেবগণের অমৃতপানকালে ভূতলে যে সকল বিন্দু পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই তোমার উদ্ভব হইয়াছে; হে শর্করাচল! তুমি আমা-দিগকে রক্ষা কর। আবার সময়ান্তরে মনো-ভবের ধনুর মধ্য হইতে শর্করা উদ্ভূতা হইয়া-ছিল; হে মহাশৈল! তুমি সেই শর্করাময়; আমাকে সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ কর।”

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রযাতি ব্রহ্মমন্দিরম্। ২০৬
চন্দ্রসূর্য্যপ্রতীকাশমধিরুহ্যানুজীবিভিঃ।
সহৈব যানমুখ্যেনৈতেন্ততো বিষ্ণুপ্রভো দিবি॥ ২০৭
ততঃ কল্পশতান্তে তু সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যসম্পন্নো যাবজ্জন্মাযুতত্রয়ম্ ॥২০৮
ভোজনং শক্তিতঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বশৈলেষ্বমৎসরঃ
স্বয়ঞ্চাক্ষারলবণমশ্নীয়াত্তদনুজ্ঞয়া।
পর্ব্বতোপস্করান্ সর্ব্বান্ প্রাপয়েদ্ ব্রাহ্মণালয়ম্
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং শৈলদানমনুত্তমম্।
যদন্যদ্রোচতে তুভ্যং তস্মাৎ পৃচ্ছস্ব পার্থিব॥

ভীষ্ম উবাচ।

ভগবন ভবসংসারসাগরোত্তারকারকম্।
কিঞ্চিদ্‌ব্রতং সমাচক্ষ্ব স্বর্গারোগ্যফলপ্রদম্ ॥২১১

পুলস্ত্য উবাচ।

সৌরধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি নাম্না কল্যাণসপ্তমীম্।
বিশোকসপ্তমীং তদ্বত্তৃতীয়াং ফলসপ্তমীম্।
শর্করাসপ্তমীং কুর্য্যাত্তথা কমলসপ্তমীম্।
মন্দারসপ্তমীং ষষ্ঠীং সপ্তমীং শুভসপ্তমীম্॥ ২১৩
সর্ব্বাঃ পুণ্যফলাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষিপূজিতাঃ
বিধানমাসাং বক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ। ২১৪
যদা তু শুক্লসপ্তম্যামাদিত্যস্য দিনং ভবেৎ।
সা তু কল্যাণিনী নাম বিজয়া চ নিগদ্যতে।
প্রাতর্গব্যেন পয়সা স্নানং নদ্যাং সমাচরেৎ।
শুক্লাম্বরধরঃ পদ্মমক্ষতৈঃ পরিকল্পয়েৎ॥ ২১৬
প্রাঙ্মুখোঽষ্টদলং মধ্যে তদ্বদ্ বৃত্তাঞ্চ কর্ণিকাম্।
পুষ্পাক্ষতাভির্দেবেশং বিন্যসেৎ সর্ব্বতঃ ক্রমাৎ
পূর্ব্বেণ তপনায়েতি মার্ত্তণ্ডায়েতি বৈ ততঃ।
যাম্যে দিবাকরায়েতি বিধাত্রে ইতি নৈর্ঋতে।
পশ্চিমে বরুণায়েতি ভাস্করায়েতি চানিলে।
সৌম্যে বিকর্ত্তনায়েতি দেবায়েত্যষ্টমে দলে॥
আদাবন্তে চ মধ্যে চ নমোঽস্তু পরমাত্মনে।

যে মনুষ্য এই বিধান অনুসারে শর্করাচল দান করে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। সেখানে থাকিয়া চন্দ্র-সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল বিমানারোহণে অনুজীবিগণের সহিত বিষ্ণুর ন্যায় সুরলোকে বিহার করিয়া থাকে। পরে শতকল্পান্তে ত্রিশ সহস্র জন্ম যাবৎ আয়ুষ্মান্ ও আরোগ্যবান্ সপ্তদ্বীপপতি হয়। সমস্ত শৈল দানেই অমৎসর মানসে শক্ত্যনুসারে ভোজন করাইতে হয়; এবং সেই সকল ভুক্ত ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা লইয়া অক্ষারলবণ আহার করিতে হয়। এই পর্ব্বতদানের যাহা কিছু উপচার, তৎসমস্ত ব্রাহ্মণভবনে পৌছাইয়া দিবে। হে পার্থিব! এই আমি তোমার নিকট অনুত্তম শৈলদান-বিধান কীর্ত্তন করিলাম; তোমার অপর যাহা ইচ্ছা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার। ২০১—২১০। ভীষ্ম কহিলেন,—ভগবন্! এক্ষণে আমাকে এমন কিছু ব্রতের উপদেশ প্রদান করুন, যাহা সংসারসাগর হইতে উত্তারক, আরোগ্যপ্রদ ও স্বর্গবাসসাধক হয়। পুলস্ত্য কহিলেন,—এক্ষণে তোমাকে সৌরধর্ম্ম বলিতেছি। উহার নাম কল্যাণসপ্তমী, বিশোকসপ্তমী, ফলসপ্তমী, শর্করাসপ্তমী, কমলসপ্তমী, মন্দারসপ্তমী ও শুভসপ্তমী;—এই সাতটী সপ্তমী সকলেই পুণ্যফলপ্রদ ও দেবর্ষিগণের পূজিত। এক্ষণে ইহাদিগের অনুষ্ঠানবিধান যথাবৎ আনুপূর্ব্বীক্রমে বলিতেছি। শুক্লপক্ষীয়া সপ্তমীতে রবিবার হইলে সেই সপ্তমীকে কল্যাণিনী বলা যায়; ইহারই নামান্তর—বিজয়া। প্রাতঃকালে গব্য দুগ্ধ দ্বারা নদীতে যাইয়া স্নান করিবে; পরে শুক্রবসন পরিধানপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে বসিয়া অক্ষত দ্বারা একটী অষ্টদল পদ্ম রচনা করিবে। পদ্মের মধ্যে বৃত্তাকারে কর্ণিকা রচনা করিবে। পরে সেই পদ্ম-মধ্যে দেবেশ সূর্য্যকে পুষ্প অক্ষত ও জল দ্বারা যথাক্রমে বিন্যাস করিয়া পূজা করিবে। যথা,—পূর্ব্বদিকে 'তপনায়', অগ্নিকোণে 'মার্ত্তণ্ডায়', দক্ষিণে 'দিবাকরায়', নৈর্ঋত কোণে 'বিধাত্রে', পশ্চিমে 'বরুণায়', বায়ুকোণে 'ভাস্করায়', উত্তরে 'বিকর্ত্তনায়' আর ঈশান-কোণে অষ্টম দলে 'দেবায়', বলিয়া পূজা করিবে। এই সকল নামের আদিতে ওঙ্কার

মন্ত্রৈরেতৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য নমস্কারান্তদীপিতৈঃ।
শুক্লৈর্বস্ত্রৈঃ ফলৈর্ভক্ষ্যৈর্ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ।
স্থণ্ডিলে পূজয়েদ্ভক্ত্যা গুড়েন লবণেন বৈ ॥
ততো ব্যাহৃতিমন্ত্রেণ বিসৃজ্য দ্বিজপুঙ্গবান্।
শক্তিতস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা গুড়ক্ষীরঘৃতাদিভিঃ ॥
তিলপাত্রং হিরণ্যঞ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥২২৩
এবং নিয়মকৃৎ সুপ্ত্বা প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
কৃতস্নানজপো বিপ্রৈঃ সহৈব ঘৃতপায়সম্ ॥ ২২৪
ভুক্ত্বা চ বেদবিদুষে বৈড়ালব্রতবর্জ্জিতে।
ঘৃতপাত্রং সকনকং সোদকুম্ভং নিবেদয়েৎ ॥
প্রীয়তামত্র ভগবান্ পরমাত্মা দিবাকরঃ।
অনেন বিধিনা সর্ব্বং মাসি মাসি সমাচরেৎ ॥
ততস্ত্রয়োদশে মাসি গাশ্চ দদ্যাত্ত্রয়োদশ।
বস্ত্রালঙ্কারসংযুক্তাঃ স্বর্ণশৃঙ্গীঃ পয়স্বিনীঃ ॥ ২৭২
একামপি প্রদদ্যাচ্চ বিত্তহীনো বিমৎসরঃ।
ন বিত্তশাঠ্যং কুর্ব্বীত যতো মোহাৎ পতত্যধঃ
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাৎ কল্যাণসপ্তমীম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমনন্তমিহ জায়তে ॥ ২২৯
সর্ব্বপাপহরা চেয়ং সর্ব্বদৈবতপূজিতা।
সর্ব্বদুষ্টোপশমনী সদা কল্যাণসপ্তমী ॥ ২৩০
ইমামনন্তফলদাং যস্তু কল্যাণসপ্তমীম্।
শৃণোতি যঃ পঠেচ্চাপি স চ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
বিশোকসপ্তমীং তদ্বদ্বক্ষ্যামি নৃপসত্তম।
যামুপোষ্য নরঃ শোকং ন কদাচিদিহাপ্নুতে ॥
মাঘে কৃষ্ণতিলৈঃ স্নাতঃ পঞ্চম্যাং শুক্লপক্ষতঃ।
কৃতাহারঃ কৃসরয়া দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩৩
উপবাসব্রতং কৃত্বা ব্রহ্মচারী নিশি স্বপেৎ।

ও অন্তে 'নমঃ' শব্দ যোজনা করিয়া পূজা করিতে হয়। আর এই সকল পূজার আদিতে ও অন্তে পদ্মের মধ্যে কর্ণিকায় 'পরমাত্মনে নমঃ' বলিয়া পূজা করিতে হয়। ২১১—২২০। এই সকল মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া পরে স্থণ্ডিলে ভক্তিসহকারে শুক্লবসন ফল ভক্ষ্য ধূপ মাল্য অনুলেপন গুড় এবং লবণ দ্বারা পূজাপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। তারপর ব্যাহৃতিমন্ত্রে ব্রাহ্মণ-প্রবরগণকে বিসর্জ্জন করিয়া শক্ত্যনুসারে গুড় ক্ষীর ঘৃতাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া সন্তোষিত করিবে। অতঃপর স-হিরণ্য তিলপূর্ণ পাত্র ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এইরূপে নিয়মাবলম্বন করিয়া রাত্রিতে নিদ্রিত হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া স্নান জপাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক বিপ্র-গণের সহিতই ঘৃতপায়স ভোজন করিবে। পরে একটী সজল কলসের সহিত সসুবর্ণ ঘৃতপূর্ণ পাত্র লইয়া "এই কার্য্যে পরমাত্মা ভগবান্ দিবাকর আমার প্রতি প্রীত হউন।" এইরূপ সঙ্কল্প সহকারে বেদবিদ্ বিপ্রকে দান করিবে; পরন্তু বিড়ালব্রতীকে কদাচ দিবে না। এই বিধান অনুসারে প্রতি মাসেই সমস্ত কার্য্য করিবে। এই ভাবে দ্বাদশ মাস অতীত হইয়া ত্রয়োদশ মাস প্রবৃত্ত হইলে, ত্রয়োদশটী স্বর্ণশৃঙ্গী পয়স্বিনী গাভী, বসনালঙ্কারযুক্তা করিয়া দান করিবে। যাহার ধনাভাব, সে যথাশক্তি বিমৎসর চিত্তে অন্ততঃ একটী মাত্র গাভীও দান করিবে। একার্য্যে বিত্তশাঠ্য করিতে নাই; মোহবশে কৃপণতা করিলে অধঃপতিত হইতে হয়। যে জন এই বিধান অনুসারে কল্যাণসপ্তমী-ব্রতাচরণ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া সূর্য্য-লোকে সসম্মানে বাস করিয়া থাকে। পরে ইহলোকে জন্মলাভ করিলে তখনও তাহার অনন্ত আয়ু আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এই কল্যাণসপ্তমী সর্ব্বপাপহরা, সর্ব্বদৈবত-পূজিতা ও সর্ব্বদুষ্টোপশমনী। এই অনন্ত-ফলদায়িনী কল্যাণসপ্তমীর বিবরণ যে জন শ্রবণ বা পাঠ করে, সেও পাপমুক্ত হয়। ২২১—২৩১। হে নৃপসত্তম! বিশোকসপ্তমীও এইরূপই। তাহারও বিধান বলিতেছি। ইহাতে উপবাস করিলে মনুষ্য কদাচ শোক-ভাজন হয় না। মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমীতে দন্তধাবনপূর্ব্বক কৃষ্ণতিল দ্বারা স্নানান্তে কৃসরাহারপূর্ব্বক উপবাসব্রতের সঙ্কল্প করিয়া রাত্রিতে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া নিদ্রা

ততঃ প্রভাত উত্থায় কৃতস্নানজপঃ শুচিঃ ॥২৩৪
কৃত্বা তু কাঞ্চনং পদ্মমর্কায়েতি প্রপূজয়েৎ।
করবীরেণ রক্তেন রক্তবস্ত্রযুগেন চ ॥ ২৩৫
যথা বিশোকং ভুবনং ত্বয়ৈবাদিত্য সর্ব্বদা।
তথা বিশোকতা মে স্যাত্ত্বদ্ভক্তিঃ প্রতিজন্ম চ ॥
এবং সম্পূজ্য ষষ্ঠ্যান্তু ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্দ্বিজান্
স্বয়ং সম্প্রাশ্য গোমূত্রমুত্থায় কৃতনৈত্যকঃ ॥২৩৭
সম্পূজ্য বিপ্রান্ যত্নেন গুড়পাত্রসমন্বিতম্।
সবস্ত্রযুগ্মং পদ্মঞ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ২৩৮
অতৈললবণং ভুক্ত্বা সপ্তম্যাং মৌনসংযুতঃ।
ততঃ পুরাণশ্রবণং কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ২৩৯
অনেন বিধিনা সর্ব্বমুভয়োরপি পক্ষয়োঃ।
কুর্য্যাদ্ যাবৎ পুনর্মাঘ-শুক্লপক্ষস্য সপ্তমী ॥ ২৪০

যাইবে। পরদিন প্রাতঃকালে উত্থানপূর্ব্বক স্নান-জপাদি নিত্যকার্য্য সমাহিত করিয়া একটী স্বর্ণপদ্ম বিন্যাস করিবে। পরে সেই পদ্মে রক্ত করবীর কুসুম দ্বারা "ওঁ অর্কায় নমঃ" বলিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবে। এই অর্চ্চনায় রক্ত বসনযুগল দান করিতে হয়। প্রার্থনামন্ত্র যথা,—"হে আদিত্য! এই জগৎ যেমন আপনা দ্বারা নিয়ত শোকরহিত হয়, সেইরূপ বিশোকতা আমারও লাভ হউক। আর প্রতিজন্মেই যেন আপনার প্রতি ভক্তি থাকে।" ষষ্ঠী তিথিতে এইরূপ পূজান্তে ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন করাইয়া সন্তোষিত করিবে। পরে স্বয়ং গোমূত্র পান করিয়া রাত্রি যাপন করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে উত্থানপূর্ব্বক নিত্য ক্রিয়া সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবে। সপ্তমীর দিন প্রাতঃকালে এইরূপে ব্রাহ্মণার্চ্চনের পর পাত্রসহিত গুড় উত্তম বসনযুগল ও সেই স্বর্ণপদ্মটী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। তার পর মৌন-সহকারে তৈল-লবণ-বর্জ্জিত আহার করিয়া পুরাণ শ্রবণ করিবে। ভূতিকামী মানবের পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য। এইরূপ বিধানে পুনরায় মাঘ-শুক্লসপ্তমী পর্য্যন্ত শুক্ল-কৃষ্ণ উভয় পক্ষের সপ্তমীতেই ব্রতাচরণ

ব্রতান্তে কলশং দদ্যাৎ সুবর্ণকমলান্বিতম্।
শয্যাং সোপস্করাং দদ্যাৎ কপিলাঞ্চ পয়স্বিনীম্
অনেন বিধিনা যস্তু বিত্তশাঠ্যেন বর্জ্জিতঃ।
বিশোকসপ্তমীং কুর্য্যাৎ স যাতি পরমাং গতিম্
যাবজ্জন্মসহস্রাণাং সাগ্রং কোটিশতং ভবেৎ।
তাবন্ন শোকমাপ্নোতি রোগদৌর্গত্যবর্জ্জিতঃ।
যং যং কাময়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি পুষ্কলম্।
নিষ্কামং কুরুতে যস্তু স পরং ব্রহ্ম গচ্ছতি ॥২৪৪
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি বিশোকাখ্যান্তু সপ্তমীম্।
সোপীন্দ্রলোকমাসাদ্য ন দুঃখী জায়তে কচিৎ ॥ ২৪৫
অন্যামপি প্রবক্ষ্যামি নাম্না তু ফলসপ্তমীম্।
যামুপোষ্য নরঃ পাপৈর্বিমুক্তঃ স্বর্গভাগ্ ভবেৎ
মার্গশীর্ষে শুভে মাসি পঞ্চম্যাং নিয়তব্রতঃ।
ষষ্ঠীমুপোষ্য কমলং কারয়িত্বা তু কাঞ্চনম্ ॥ ২৪৭

করিবে। ব্রতশেষে সুবর্ণপদ্মের সহিত একটী কলস, উপাধান-আস্তরণাদি সহিত শয্যা ও একটী দুগ্ধবতী কপিলা গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ২৩২—২৪১। যে ব্যক্তি এই বিধান অনুসারে বিত্তশাঠ্য পরিহারপূর্ব্বক বিশোক-সপ্তমীব্রত করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সহস্র কোটিজন্মের অধিক কাল পর্য্যন্ত তাহার রোগ বা দরিদ্রতা হয় না; পরন্তু সে কোনরূপ শোকও প্রাপ্ত হয় না। যাহা যাহা সে কামনা করে, নিশ্চয়ই তৎসমস্ত তাহার সম্পন্ন হয়। আর যে জন নিষ্কামভাবে এই ব্রতাচরণ করে, সে পরব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়। যে নর এই বিশোক-সপ্তমীব্রত-বিবরণ শ্রবণ বা পাঠ করে, সেও ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, এবং কদাচ দুঃখভাজন হয় না। এক্ষণে আর একটী সপ্তমীর বর্ণন করিতেছি, উহার নাম ফল-সপ্তমী। ইহাতে উপবাস করিয়া মনুষ্য পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গভাগী হয়। শুভ মার্গশীর্ষ মাসে পঞ্চমীতে সংযত থাকিয়া ষষ্ঠীতে উপবাস করিবে। ঐ দিন একটী কাঞ্চন-

শর্করাসংযুতং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে ॥ ২৪৭
রূপঞ্চ কাঞ্চনং কৃত্বা ফলস্যৈকস্য ধর্ম্মবিৎ ।
দদ্যাদ্বিকালবেলায়াং ভানুর্মে প্রীয়তামিতি ॥
শক্ত্যা তু বিপ্রান্ সম্পূজ্য সপ্তম্যাং ক্ষীর-
ভোজনম্ ।
কৃত্বা কুর্য্যাৎ ফলত্যাগং যাবৎ স্যাৎ কৃষ্ণসপ্তমী
তামুপোষ্যাথ বিধিবদনেনৈব ক্রমেণ তু ।
তদ্বদ্ধেমফলং দত্ত্বা সুবর্ণকমলান্বিতম্ ।
শর্করাপাত্রসংযুক্তং বস্ত্রমাল্যসমন্বিতম্ ॥ ২৫১
সংবৎসরমনেনৈব বিধিনোভয়সপ্তমীম্ ।
উপোষ্য দদ্যাৎ ক্রমশঃ সূর্য্যমন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥২৫২
ভানুরর্কো রবির্ব্রহ্মা সূর্য্যঃ শক্রো হরিঃ শিবঃ ।
শ্রীমান্ বিভাবসুস্ত্বষ্টা বরুণঃ প্রীয়তামিতি ॥২৫৩
প্রতিমাসঞ্চ সপ্তম্যামেকৈকং নাম কীর্ত্তয়েৎ ।
প্রতিপক্ষং ফলত্যাগমেতৎ কুর্ব্বন্ সমাচরেৎ ॥
ব্রতান্তে বিপ্রমিথুনং পূজয়েদ্বস্ত্রভূষণৈঃ ।
শর্করাকলশং দদ্যাদ্ধেমপদ্মফলান্বিতম্ ॥ ২৫৫
যথা ন বিফলাঃ কামাস্ত্বদ্ভক্তানাং সদা ভবেৎ ।
তথানন্তফলাবাপ্তিরস্তু মে জন্মজন্মনি ॥ ২৫৬
ইমামনন্তফলদাং যঃ কুর্য্যাৎ ফলসপ্তমীম্ ।
ভূতভব্যাংশ্চ পুরুষাংস্তারয়েদেকবিংশতিম্ ॥
যঃ শৃণোতি পঠেদ্বাপি সোঽপি কল্যাণভাগ্
ভবেৎ ॥ ২৫৮
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥২৫৯
সুরাপানাদিকং কিঞ্চিদত্রামুত্র চ বা কৃতম্ ।
তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি যঃ কুর্য্যাৎ ফলসপ্তমীম্
শর্করাসপ্তমীং বক্ষ্যে তদ্বৎ কল্মষনাশিনীম্ ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং যয়ানন্তং প্রজায়তে ॥
মাধবস্য সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং নিয়তব্রতঃ ।

কমল নির্ম্মাণ করাইয়া পরিজনশালী ব্রাহ্মণকে শর্করার সহিত দান করিবে। আর অপরাহ্নে কাঞ্চন দ্বারা কোনও একটী ফল নির্ম্মাণ করাইয়া ধর্ম্মবিদ্ মানব "ভানুদেব আমার প্রতি প্রীত হউন" এই কামনা করিয়া দান করিবে। পরদিন সপ্তমীতে যথাশক্তি ব্রাহ্মণার্চ্চনান্তে পূর্ব্বদিন স্বর্ণনির্ম্মিত যেজাতীয় ফল দান করা হইয়াছে, সেই ফল পরিত্যাগ করিবে। পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষীয়া সপ্তমী পর্য্যন্ত সেই ফল ব্যবহার করিবে না। ২৪২—২৫০। সেই সপ্তমীতেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে উপবাসাদি করিয়া সপাত্র শর্করা, বসন-মাল্যাদির সহিত সুবর্ণ-কমল ও সুবর্ণ-ফল দান করিবে। এই নিয়মানুসারে সংবৎসর যাবৎ উভয় সপ্তমী-তেই উপবাস করিয়া এক একটী স্বর্ণকমল ও এক একটী ফল দান করিবে। এই দানকালে এক একটী সূর্য্যনাম কীর্ত্তন করিতে হয়। ভানু, অর্ক, রবি, ব্রহ্মা, সূর্য্য, শক্র, হরি, শিব, শ্রীমান্, বিভাবসু, ত্বষ্টা, ও বরুণ,—এই সমস্ত সূর্য্যনামের এক একটী নাম প্রতিমাসে উচ্চারণপূর্ব্বক "আমার প্রতি প্রীত হউন" এই কথা বলিবে। আর প্রতিপক্ষেই এক একটী সুবর্ণ-ফল দানপূর্ব্বক সেই ফল বর্জ্জন করিবে। বৎসরান্তে ব্রতশেষে বিপ্র-দম্পতিকে বসনভূষণাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। আর সুবর্ণ-কমলের ও সুবর্ণফলের সহিত শর্করাপূর্ণ একটী কলস ব্রাহ্মণকে দান করিবে। দানকালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা,—"হে অনন্তমূর্ত্তি ভাস্কর আপনার ভক্তদিগের যেমন কোনও কামনা বিফল হয় না, তদ্রূপ আমারও কাম্য ফল লাভ জন্মেজন্মেই হউক।" যে জন, এই অনন্তফলদায়িনী ফলসপ্তমী ব্রত করে, তাহার অতীতানাগত একবিংশতি পুরুষ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। আর যেজন এই বিবরণ শ্রবণ বা পাঠ করে, সেও কল্যাণভাজন হয়,—সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া অন্তে সূর্য্যলোকে সসম্মানে বাস করে। যে জন এই ফল-সপ্তমী ব্রত করে, তাহার সুরাপানাদি যাহা কিছু জন্মান্তরীণ বা ঐহিক পাতক থাকে, সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। ২৫১—২৬০। এক্ষণে যাহার অনুষ্ঠানে অনন্ত আয়ু আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, সেই পাপনাশিনী শর্করা-সপ্তমীর বিধান বলিতেছি। বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথিতে সংযতভাবে

প্রাতঃস্নাত্বা তিলৈঃ শুভ্রৈঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ
স্থণ্ডিলে পদ্মমালিখ্য কুঙ্কুমেন সকর্ণিকম্।
তস্মিন্নমঃ সবিত্রেতি গন্ধপুষ্পং নিবেদয়েৎ ॥২৬৩
স্থাপয়েদুদকুম্ভঞ্চ শর্করাপাত্রসংযুতম্।
শুক্লবস্ত্রৈরলঙ্কৃত্য শুক্লমাল্যানুলেপনৈঃ
স্বর্ণপুষ্পসমাযুক্তং মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ ॥ ২৬৪
বিশ্ববেদময়ো যস্মাদ্বং বেদেষু চ পঠ্যসে।
ত্বমেবামৃতসর্ব্বস্বমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ২৬৫
পঞ্চগব্যং ততঃ পীত্বা স্বপেত্তৎপার্শ্বতঃ ক্ষিতৌ
সৌরসূক্তং জপন্নাস্তে পুরাণশ্রবণেন চ ॥ ২৬৬
অহোরাত্রে গতে পশ্চাদষ্টম্যাং কৃতনৈত্যকঃ।
তৎসর্ব্বং বেদবিদুষে ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥২৬৭
ভোজয়েচ্ছক্তিতো বিপ্রান্ শর্করাঘৃতপায়সৈঃ।
ভুঞ্জীতাতৈললবণং স্বয়মপ্যথ বাগ্যতঃ। ২৬৮
অনেন বিধিনা সর্ব্বং মাসি মাসি সমাচরেৎ।
সংবৎসরান্তে শয়নং শর্করাকলশান্বিতম্। ২৬৯
সর্ব্বোপস্করসংযুক্তং তথৈকাঙ্গাং পয়স্বিনীম্।
গৃহঞ্চ শক্তিমান্ দদ্যাৎ সমস্তোপস্করান্বিতম্।
সহস্রেণাথ নিষ্কাণাং কৃত্বা দদ্যাচ্ছতেন বা।
দশভির্বা ত্রিভির্বাপি নিষ্কেণৈকেন বা পুনঃ।
পদ্মং স্বশক্তিতো দদ্যাৎ পূর্ব্ববন্মন্ত্রপাঠনম্।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত কুর্ব্বন্ দোষান্ সমশ্নুতে
অমৃতং পিবতো বক্ত্রাৎ সূর্য্যস্যামৃতবিন্দবঃ।
সমুৎপেতুর্দ্ধরণ্যাং যে শালিমুদ্গেক্ষবস্তু তে।
শর্করায়া রসস্তস্মাদিক্ষুসারোঽমৃতাত্মবান্।
ইষ্টা রবেরতঃ পুণ্যা শর্করা হব্যকব্যয়োঃ। ২৭১
শর্করাসপ্তমী চেয়ং বাজিমেধফলপ্রদা।

প্রাতঃকালে শ্বেত তিলদ্বারা স্নান করিয়া শুক্ল মাল্য ও অনুলেপন ধারণপূর্ব্বক স্থণ্ডিলে কুঙ্কুম দ্বারা একটী কর্ণিকাযুক্ত অষ্টদল পদ্ম রচনা করিবে। পরে তন্মধ্যে "ওঁ নমঃ সবিত্রে" বলিয়া গন্ধ-পুষ্প দিবে। অনন্তর একটী ঘটের উপর শর্করাপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিয়া শুক্ল বসন, অনুলেপন ও মাল্য দ্বারা সেই ঘট ভূষিত করিয়া উক্ত পদ্মোপরি স্থাপন করিবে। পরে তাহাতে একটী সুবর্ণ-নির্ম্মিত পুষ্প স্থাপনপূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্প দ্বারা সেই ঘটের পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে। যথা—"হে কলস! তুমি বেদেও বিশ্বময় ও বেদময় বলিয়া পঠিত হইয়াছ, তুমিই অমৃত-সর্ব্বস্ব; অতএব আমাকে তুমি শান্তি দান কর।" তারপর পঞ্চগব্য পান করিয়া সেই ঘটের পার্শ্বে থাকিয়াই পুরাণ-পাঠ শ্রবণাদি কিম্বা সৌরসূক্ত জপাদি দ্বারা কালাতিক্রম করিয়া সেই স্থানেই ভূতলে শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিবে। এই ভাবে অহোরাত্র কাটাইয়া পরদিন অষ্টমীতে নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া তৎ-সমস্ত দ্রব্য বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পরে শক্তি অনুসারে সশর্কর ঘৃত-পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং নিজেও তৈল-লবণ বর্জ্জনপূর্ব্বক আহার করিবে। এই নিয়মেই প্রতিমাসে সকল কার্য্য করিবে। তারপর বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে একটী শর্করাপূর্ণ কলস, আস্তরণাদিসহ শয্যা, এবং একটী দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। আর যদি শক্তি থাকে, তবে সমস্ত উপকরণ-সমন্বিত একখানি গৃহ দান করিবে। ২৬৯—২৭০। সামর্থ্য থাকিলে একসহস্র,একশত, দশ, তিন কিম্বা এক নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা একটী পদ্ম নির্ম্মাণ করাইয়া পূর্ব্ববৎ মন্ত্রপাঠাদি-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই কার্য্যে কৃপণতা করিবে না; কৃপণতা করিলে কার্য্যে দোষ ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে সমুদ্রমন্থনের পর অমৃতপানকালে সূর্য্য যখন অমৃত পান করেন, তখন তাঁহার মুখচ্যুত হইয়া কতিপয় অমৃতবিন্দু ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইতেই শালি, মুদ্গ ও ইক্ষু জন্মিয়াছে। অমৃতাত্মক ইক্ষুর সার রসই শর্করা নামে পরিচিত। আর এই জন্যই পুণ্যা শর্করা রবির প্রীতি-করী; বিশেষতঃ শর্করা হব্যকব্যে প্রশস্তা। শর্করাসপ্তমীও সেই জন্যই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রদান করিয়া থাকে। শর্করাসপ্তমী

সর্ব্বরিষ্টোপশমনী পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী ॥ ২৭৫
যঃ কুর্য্যাৎ পরয়া ভক্ত্যা স পরং ব্রহ্ম গচ্ছতি।
কল্পমেকং বসেৎ স্বর্গে ততো যাতি পরং পদম্
ইদমনঘ শৃণোতি যঃ স্মরেদ্বা
পরিপঠতীহ সুরেশ্বরস্য লোকে।
মতিমপি চ দদাতি সোহপি দেবৈ-
রমরপুরে পরিপূজ্যতে মুনীন্দ্রৈঃ ॥ ২৭৭
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি তদ্বৎ কমলসপ্তমীম্।
যস্যাঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেব তুষ্যতীহ দিবাকরঃ ॥২৭৮
বসন্তামলসপ্তম্যাং সুস্নাতো গৌরসর্ষপৈঃ।
তিলপাত্রে চ সৌবর্ণং নিধায় কমলং শুভম্।
বস্ত্রযুগ্মাবৃতং কৃত্বা গন্ধপুষ্পৈরথার্চ্চয়েৎ ॥ ২৭৯
নমস্তে পদ্মহস্তায় নমস্তে বিশ্বধারিণে।
দিবাকর নমস্তেঽস্তু প্রভাকর নমোঽস্তু তে ॥
ততো দ্বিকালবেলায়ামুদকুম্ভসমন্বিতম্।
বিপ্রায় দদ্যাৎ সম্পূজ্য বস্ত্রমাল্যবিভূষণৈঃ ॥

শক্তিতঃ কপিলাং দদ্যাদলঙ্কৃত্য বিধানতঃ।
অহোরাত্রে গতে পশ্চাদষ্টম্যাং ভোজয়েদ্দ্বিজান
যথাশক্তি চ ভুঞ্জীত বিমাংসং তৈলবর্জ্জিতম্ ।
অনেন বিধিনা শুক্লসপ্তম্যাং মাসি মাসি চ।
সর্ব্বং সমাচরেদ্ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। ২৮৪
ব্রতান্তে শয়নং দদ্যাৎ সুবর্ণকমলান্বিতম্।
গাশ্চ প্রদদ্যাচ্ছক্ত্যা তু সবৎসাশ্চ পয়স্বিনীঃ।
ভাজনাসনদীপাদীন্ দদ্যাদিষ্টানুপস্করান্।
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাৎ কমলসপ্তমীম্।
লক্ষ্মীমনন্তামভ্যেতি সূর্য্যলোকে চ মোদতে।
কল্পে কল্পে ততো লোকান্ সপ্ত গত্বা পৃথক্
পৃথক্।
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতস্ততো যাতি পরাং গতিম্

সর্ব্বারিষ্টশমনী ও পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধিনী। যে জন পরম ভক্তিসহকারে শর্করাসপ্তমী ব্রতাচরণ করে, সে স্বর্গলোকে কল্পকাল বাসান্তে পরমপদ প্রাপ্ত হয়,—পরব্রহ্মলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। হে অনঘ রাজন্! সুরেশ্বরের অর্চ্চনাত্মক এই ব্রতের বিধান, যে জন পাঠ, শ্রবণ বা স্মরণ করে, কিম্বা অপরকে করিতে উপদেশ দেয়,সে সুরলোকে সুরবরগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত ও মুনিবরগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া বাস করিতে পারে। ২৭১—২৭৭। যাহার নাম সঙ্কীর্ত্তনমাত্র করিলেও দিবাকর সন্তুষ্ট হন, অতঃপর আমি সেই কমলসপ্তমীর বিধানও পূর্ব্ববৎ বলিতেছি। বসন্তকালে শুক্লপক্ষীয়া সপ্তমীতে গৌরসর্ষপ দ্বারা উত্তমরূপ স্নান করিয়া তিলযুক্ত পাত্রে একটী সুন্দর স্বর্ণকমল স্থাপনপূর্ব্বক বসনযুগল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গন্ধ-পুষ্পযোগে অর্চ্চনা করিবে; মন্ত্র যথা,—"হে দিবাকর! আপনাকে নমস্কার, হে প্রভাকর! আপনাকে নমস্কার; আপনি পদ্মহস্ত, আপনাকে নমস্কার, আপনি বিশ্বের ধারক, আপনাকে নমস্কার।" অতঃপর অপরাহ্নে বসন-ভূষণ-মাল্যাদি দ্বারা শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিয়া একটী জলপূর্ণ কুম্ভের সহিত সেই স্বর্ণকমলাদি দান করিবে। আর যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে যথাবিধি অলঙ্কৃতা করিয়া একটী কপিলা গাভীও দান করিবে। তারপর সেই অহোরাত্র অতীত হইলে পরদিন অষ্টমীতে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অতঃপর নিজেও মাংস ও তৈল বর্জ্জনপূর্ব্বক আহার করিবে। এই বিধান অনুসারে প্রতিমাসেই শুক্লা সপ্তমীতে ভক্তিসহকারে সমস্ত কার্য্য করিবে। এই কার্য্যে কৃপণতা বর্জ্জন করিবে! ব্রত শেষ হইলে একটী সুবর্ণকমল, সমস্ত উপকরণ-পরিচ্ছদের সহিত একখানি শয্যা, এবং শক্তি অনুসারে সবৎসা কতিপয় কপিলা গাভী আর আবশ্যক পাত্র আসন দীপাদি উপচার দান করিবে। যে জন এই বিধান অনুসারে কমলসপ্তমী ব্রত করে, সে অসীমলক্ষ্মীভাজন হইয়া অন্তে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় সানন্দে বিহার করিতে থাকে। তারপর কল্পে কল্পে পৃথক্ পৃথক্ সপ্তলোকে যাইয়া অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া বিহার করিয়া থাকে। অনন্তর সে পরম গতিভাজন হয়। যে জন এই কমলসপ্তমীব্রত ভক্তি-

পঞ্চেদিমাং যঃ শৃণুয়ান্মনুষ্যঃ
পঠেচ্চ ভক্ত্যাথ মতিং দদাতি।
সোঽপ্যত্র লক্ষ্মীমমলামবাপ্য
গন্ধর্ববিদ্যাধরলোকমেতি ॥ ২৮৯
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
সর্ব্বকামপ্রদাং পুণ্যাং নাম্না মন্দারসপ্তমীম্ ॥
মাঘস্যামলপক্ষে তু পঞ্চম্যাং লঘুভুর্ঙ্নরঃ।
দন্তকাষ্ঠং ততঃ কৃত্বা ষষ্ঠীমুপবসেদ্বুধঃ ॥ ২৯১
বিপ্রান্ সম্পূজয়িত্বা তু মন্দারং প্রার্থয়েন্নিশি।
ততঃ প্রভাত উত্থায় কৃত্বা স্নানং পুনর্দ্বিজান্ ॥
ভোজয়েচ্ছক্তিতঃ কুর্য্যান্মন্দারকুসুমাষ্টকম্।
সৌবর্ণং পুরুষং তদ্বৎ পদ্মহস্তং সুশোভনম্ ॥
পদ্মং কৃষ্ণতিলৈঃ কৃত্বা তাম্রপাত্রেঽষ্টপত্রকম্।
হেমমন্দারকুসুমৈর্ভাস্করায়েতি পূর্ব্বতঃ ॥ ২৯৪
নমস্কারেণ তদ্বচ্চ সূর্য্যায়েত্যনলে দলে।
দক্ষিণে ত্বদর্কায় তথার্য্যম্ণে চ নৈর্ঋতে ॥ ২৯৫

পশ্চিমে বেদধাম্নে চ বায়ব্যে চণ্ডভানবে।
পূষ্ণে চোত্তরতঃ পূজ্য আনন্দায়েতি তৎপরম্
কর্ণিকায়াঞ্চ পুরুষঃ স্থাপ্যঃ সর্ব্বাত্মনেঽপ চ।
শুক্লবস্ত্রৈঃ সমাবেষ্ট্য ভক্ষ্যৈর্মাল্যফলাদিভিঃ।
এবমভ্যর্চ্চ্য তৎসর্ব্বং দদ্যাদ্বেদবিদে পুনঃ।
ভুঞ্জীতাতৈললবণং বাগ্‌যতঃ প্রাঙ্মুখো গৃহী।
অনেন বিধিনা সর্ব্বং সপ্তম্যাং মাসি মাসি চ।
কুর্য্যাৎ সংবৎসরং যাবদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
এতদেব ব্রতান্তে তু নিধায় কলশোপরি।
গোভির্বিভবতঃ সার্দ্ধং দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
নমো মন্দারনাথায় মন্দারভবনায় চ।
ত্বং রবে তারয়স্বাস্মানস্মাৎ সংসারসাগরাৎ।
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যান্মন্দারসপ্তমীম্।
বিপাপ্মা স সুখী মর্ত্ত্যঃ কল্পঞ্চ দিবি মোদতে।
ইমামঘৌঘপটল-ভীষণধ্বান্তদীপিকাম্।

সহকারে দর্শন করে, কিম্বা এই ব্রত করিতে অপরকে উপদেশ দেয়, অথবা এই ব্রত-বিধান পাঠ বা শ্রবণ করে, সেও ইহলোকে অমলা লক্ষ্মী লাভ করিয়া দেহান্তে গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর লোক প্রাপ্ত হয়। ২৭৮—২৮৯। অতঃপর আমি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী সর্ব্বকাম-প্রদা, পুণ্যা মন্দারসপ্তমীর বিধান বলিতেছি। মনুষ্য মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমীতে লঘু আহার করিয়া থাকিবে। এই ব্রতে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিতে হয়। পরে বুদ্ধিমান্ মানব ষষ্ঠীতে উপবাস করিবে। ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া রাত্রিতে মন্দারবৃক্ষ-নিকটে প্রার্থনা করিবে। পরদিন প্রভাতে স্নান করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। যথাশক্তি সুবর্ণদ্বারা আটটী মন্দারকুসুম ও একটী পদ্মহস্ত শোভনাকার পুরুষ নির্ম্মাণ করাইবে। কৃষ্ণতিলদ্বারা তাম্রপাত্রে একটী অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হৈম মন্দারকুসুম দ্বারা পদ্মের পূর্ব্ব দলে "ওঁ ভাস্করায় নমঃ", অগ্নিদলে "ওঁ সূর্য্যায় নমঃ", দক্ষিণ দলে "ওঁ অর্কায় নমঃ", নৈর্ঋত দলে "ওঁ অর্য্যম্ণে নমঃ", পশ্চিমদলে "ওঁ দেবধাম্নে নমঃ", বায়ু দলে "ওঁ চণ্ডভানবে নমঃ", উত্তর দলে "ওঁ পূষ্ণে নমঃ", ঈশান দলে "ওঁ আনন্দায় নমঃ", এবং কর্ণিকায় সেই হৈম পুরুষকে শুক্ল বসনে বেষ্টিত করিয়া স্থাপন-পূর্ব্বক "ওঁ সর্ব্বাত্মনে নমঃ" বলিয়া ভক্ষ্য-মাল্য-ফল-গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। এই প্রকার অর্চনা করিয়া তৎসমস্ত বেদ-বিদ্ বিপ্রকে দান করিবে। পরে গৃহী মানব, বাকসংযম সহকারে পূর্ব্বাভিমুখে তৈল-লবণ-রহিত খাদ্য ভক্ষণ করিবে। প্রতিমাসের শুক্লা সপ্তমীতেই এই নিয়ম অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে। সংবৎসর যাবৎ এই ব্রত করিতে হয়। ইহাতে কৃপণতা করিতে নাই। ভূতিকামী মানব এই নিয়মোক্ত দ্রব্য সকলই বর্ষশেষে একটী কলসোপরি স্থাপনপূর্ব্বক শক্তি থাকিলে বহু গাভীর সহিত দান করিবে। ২৯০—৩০০। মন্ত্র যথা,—"হে রবে! তুমিই মন্দারনাথ, তোমাকে নমস্কার; তুমিই মন্দার-ভবন, তোমাকে নমস্কার; তুমি এই সংসার-সাগর হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।" যে মনুষ্য, এই বিধান অনুসারে মন্দারসপ্তমী-

গচ্ছন্ সংগৃহ্য সংসার-শর্ব্বর্য্যাং ন স্খলেন্নরঃ ॥
মন্দারসপ্তমীমেতামীপ্সিতার্থফলপ্রদাম্ ।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
অথান্যামপি বক্ষ্যামি শোভনাং শুভসপ্তমীম্ ।
যামুপোষ্য নরো রোগশোকৌঘাত্তু প্রমুচ্যতে ॥
পুণ্যমাশ্বযুজে মাসি কৃতস্নানজপঃ শুচিঃ ।
বাচয়িত্বা ততো বিপ্রানারভেচ্ছুভসপ্তমীম্ ॥
কপিলাং পূজয়েদ্ভক্ত্যা গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ।
নমামি সূর্য্যসম্ভূতামশেষভুবনালয়াম্ ।
ত্বামহং শুভকল্যাণি স্বশরীরবিশুদ্ধয়ে ॥ ৩০৭
অথ কৃত্বা তিলপ্রস্থং তাম্রপাত্রেণ সংযুতম্ ।
কাঞ্চনং বৃষভং তদ্বদ্বস্ত্রমাল্যগুড়ান্বিতম্ ॥ ৩০৮
সোপধানঞ্চ বিশ্রাম ভাজনাসনসংযুতম্ ।
ফলৈর্নানাবিধৈর্ভক্ষ্যৈর্ঘৃতপায়সসংযুতৈঃ ॥ ৩০৯
দদ্যাদ্দ্বিকালবেলায়ামর্য্যমা প্রীয়তামিতি ।
পঞ্চগব্যঞ্চ সম্প্রাশ্য স্বপেদ্ভূমাবসংস্তরে ॥ ৩১০
ততঃ প্রভাতে সঞ্জাতে ভক্ত্যা সন্তর্পয়েদ্দ্বিজান্
অনেন বিধিনা দদ্যান্মাসি মাসি সদা নরঃ ।
বাসসী বৃষভং হৈমং তদ্বদ্গাং কাঞ্চনোদ্ভবাম্ ॥
সংবৎসরান্তে শয়নমিক্ষুদণ্ডগুড়ান্বিতম্ ।
তাম্রপাত্রে তিলপ্রস্থং সৌবর্ণং বৃষভং তথা ।
দদ্যাদ্বেদবিদে সর্ব্বং বিশ্বাত্মা প্রীয়তামিতি ॥
অনেন বিধিনা বিদ্বান্ কুর্য্যাদ্ যঃ শুভসপ্তমীম্
তস্য শ্রীর্বিমলা কীর্ত্তির্ভবেজ্জন্মনি জন্মনি ॥ ৩১৪
অপ্সরোগণগন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যমানঃ সুরালয়ে ।
বসেদ্গণাধিপো ভূত্বা যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৩১৫
কল্পাদাববতীর্ণশ্চ সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ ॥৩১৬
ভ্রূণহত্যাসহস্রস্য ব্রহ্মহত্যাশতস্য চ ।

ব্রতাচরণ করে, সে নিষ্পাপ ও সুখী হইয়া মরণান্তে কল্পকাল যাবৎ স্বর্গে সুখে বিহার করিতে পারে। সংসারশর্ব্বরীতে এই মন্দারসপ্তমী পাপস্বরূপ গাঢ় অন্ধকারের নাশিনী দীপিকা; এই দীপিকা সংগ্রহ করিয়া যাহারা বিচরণ করে, তাহারা আর সৎপথ-স্খলিত হয় না। বাঞ্ছিতার্থসাধিনী মন্দার-সপ্তমীর বিধানও যে মনুষ্য, পাঠ বা শ্রবণ করে, সেও পাপচয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যাহাতে উপবাস করিয়া নর দুঃখ-শোকরাশি হইতে মুক্ত হয়, এক্ষণে আমি সেই শোভনা শুভসপ্তমীর প্রকরণ বলিতেছি। আশ্বিন মাসে শুভ দিনে ব্রাহ্মণদ্বারা পুণ্যাহ বাচন-পূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধান্তে শুভসপ্তমী ব্রত আরম্ভ করিবে। ভক্তি সহকারে গন্ধ-মাল্য-অনুলেপনাদি দ্বারা একটী কপিলা গাভীর অর্চ্চনা করিবে। পরে প্রণাম করিবে; তাহার মন্ত্র যথা,—'অয়ি শুভে কল্যানি! তুমি সূর্য্যসম্ভূতা এবং অশেষভুবনালয়া, আমি আত্মশরীরশুদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে নমস্কার করি।" অতঃপর একখানি তাম্র-পাত্রে একপ্রস্থ তিল ও একটী কাঞ্চনকৃত বৃষভ—বস্ত্র-মাল্য-গুড়যুক্ত করিয়া এবং উপা-ধান আসন বিশ্রামাধারাদি সহ শয্যা, বিবিধ ফল, ঘৃতপায়স, ও অন্য নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য, অপরাহ্নকালে "অর্য্যমা আমার প্রতি প্রীত হউন" এইরূপ সঙ্কল্প সহকারে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ৩০১—৩১০। পরে পঞ্চগব্য ভক্ষণপূর্ব্বক ভূতলে বিনাশয্যায় শয়ন করিবে। প্রভাতকালে ভক্তি সহকারে বিবিধ ভক্ষ্য দ্বারা বিপ্রবর্গের তৃপ্তিসাধন করিবে। মনুষ্য প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে সপ্তমীতে এই বিধান অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে। একজোড়া বস্ত্র, একটী হৈম বৃষভ, একটী হৈমী গাভী, একখান ইক্ষুদণ্ড, ইক্ষুগুড়, ও একপ্রস্থ কৃষ্ণতিল, তাম্রপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক সেই তাম্রপাত্রের সহিত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে "বিশ্বাত্মা আমার প্রতি প্রীত হউন" এই কামনায় দান করিবে। যে বিদ্বান্ মানব এই বিধান অনুসারে শুভসপ্তমী ব্রত করে, তাহার জন্মে জন্মে বিমলা শ্রী ও কীর্ত্তিলাভ হয়। পরে সে দেহান্তে সুরপুরে যাইয়া গন্ধর্ব্বাপ্স-রোগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া গণাধিপত্য লাভ করিয়া কল্পকাল যাবৎ বাস করে। তার পর নবকল্পারম্ভে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সপ্তদ্বীপপতি হয়। এই শুভসপ্তমী-ব্রতবিধান

নাশায়ালমিয়ং পুণ্যা পঠ্যতে শুভসপ্তমী ॥৩১৭
ইমাং পঠেদ্ যঃ শৃণুয়ান্মুহূর্ত্তং
পশ্যেৎ প্রসঙ্গাদপি দীয়মানম্।
সোঽপ্যত্র সর্ব্বাঘবিমুক্তদেহঃ
প্রাপ্নোতি বিদ্যাধরনায়কত্বম্ ॥ ৩১৮
যাবৎ সমাঃ সপ্ত নরঃ করোতি
যঃ সপ্তমীং সপ্তবিধানযুক্তাম্।
স সপ্তলোকাধিপতিঃ ক্রমেণ
ভূত্বা পদং যাতি পরং মুরারেঃ ॥ ৩১৯

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে পুষ্করমাহাত্ম্যে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জনঃ
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
পর্য্যায়েণ তু সর্ব্বেষামাধিপত্যং কথং ভবেৎ ॥২
ইহলোকে শুভং রূপমায়ুরারোগ্যমেব চ।
লক্ষ্মীশ্চ বিপুলা ব্রহ্মন্ কথং স্যাৎ সুরপূজিত ॥৩

পুলস্ত্য উবাচ।

পুরা হুতাশনঃ সার্দ্ধং মারুতেন মহীতলে।
আদিষ্টঃ পুরুহূতেন বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ॥ ৪
নির্দ্দগ্ধেষু ততস্তেন দানবেষু সহস্রশঃ।
তারকঃ কমলাক্ষশ্চ কালদংষ্ট্রঃ পরাবসুঃ ॥৫
বিরোচনশ্চ সংহ্রাদঃ প্রয়াতাস্তে তদাবসন্।
অন্তঃসমুদ্রমাবিশ্য সন্নিবেশমকুর্ব্বত ॥ ৬
অশক্যা ইতি তেঽপ্যগ্নিমারুতাভ্যামুপেক্ষিতাঃ
ততঃ প্রভৃতি বৈ দেবান্মানুষান্ সভুজঙ্গমান্।
সম্পীড্য চ মুনীন্ সর্ব্বান্ প্রবিশন্তি পুনর্জলম্ ॥৭
এবং যুগসহস্রাণি তে বীরাঃ সপ্তপঞ্চ চ।
জলদুর্গবলাদ্রাজন্ পীড়য়ন্তি জগত্রয়ম্ ॥ ৮

পঠিত হইলে সহস্র ভ্রূণহত্যা ও শত ব্রহ্মহত্যার পাতকও নাশ করিতে পারে। প্রসঙ্গ ক্রমেই হউক আর ভক্তিবশতই হউক, এই শুভসপ্তমী ব্রতের বিধান যেজন মুহূর্ত্তকালও পাঠ বা শ্রবণ কিম্বা ব্রতকালে ক্রিয়মাণ দানাদি দর্শন করে, সেও ইহলোকে সর্ব্বপাতকরহিত হইয়া অন্তে বিদ্যাধরপতিত্ব প্রাপ্ত হয়। যে নর ক্রমাগত সাত বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধ সপ্তমীব্রত করে, সে ক্রমে ক্রমে সপ্তলোকের আধিপত্য লাভ করিয়া পরে মুরারির পরম পদলাভে সমর্থ হয়। ৩১১—৩১৯।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ও সত্যলোক,—এই সাতটী দেবলোক কীর্ত্তিত আছে। হে ব্রহ্মন্! পর্য্যায়ক্রমে এই সমস্ত লোকে আধিপত্য লাভ হইতে পারে কি প্রকারে? হে সুরপূজিত! ইহলোকেই শুভ রূপ, আয়ু ও আরোগ্য লাভ হইতে পারে কিরূপে? পুলস্ত্য কহিলেন,—পূর্ব্বকালে কোন এক সময় দেবরিপুবর্গের বিনাশ সাধনার্থ দেবরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বায়ুর সহিত ভগবান্ হুতাশন মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক দৈত্যদল দগ্ধীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সহস্র সহস্র দানব, সেই অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে পর, তারক, কমলাক্ষ, কালদংষ্ট্র,পরাবসু, বিরোচন, সংহ্রাদ প্রভৃতি কতিপয় দানব, সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যেই বাসস্থান নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিল। তখন অগ্নি ও বায়ু—উহারা যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া উহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন। সেই সময় হইতেই সেই দানবেরা দেবতা মুনি মানুষ নাগাদি প্রাণীদিগকে জলমধ্য হইতে বাহির হইয়া নানা প্রকারে পীড়া প্রদান করিয়া পুনরায় জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মগোপন করিয়া থাকে। রাজন্! জল-

ততঃ পুনরথো বহ্নিমারুতাবমরাধিপঃ।
আদিদেশাচিরাদম্বুনিধিরেষ বিশোষ্যতাম্ ॥ ৯
যস্মাদস্মদ্দ্বিষাং চৈষ শরণং বরুণালয়ঃ।
তস্মাত্বমদ্যৈব শোষমেষ প্রণীয়তাম্ ॥ ১০
তাবূচতুস্ততঃ শক্রং ময়শম্বরসূদনম্।
অধর্ম্ম এষ দেবেন্দ্র সাগরস্য বিনাশনম্ ॥ ১১
যস্মাজ্জীবনিকায়স্য মহতঃ সংক্ষয়ো ভবেৎ।
তস্মাদুপায়মন্যস্ত সমাশ্রয় পুরন্দর ॥ ১২
যস্য যোজনমাত্রেঽপি জীবকোটিশতানি চ।
নিবসন্তি সুরশ্রেষ্ঠ স কথং নাশমর্হতি ॥১৩
এবমুক্তঃ সুরেন্দ্রস্তু ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
উবাচেদং বচো রোষাদমরাবগ্নিমারুতৌ ॥ ১৪
ন ধর্ম্মাধর্ম্মসংযোগং প্রাপ্নুবন্ত্যমরাঃ ক্বচিৎ।
ভবন্তৌ তু বিশেষেণ মহাত্মানৌ চ তিষ্ঠতঃ ॥
যমাজ্ঞা ন কৃতা যস্মান্মারুতেন সমং ত্বয়া।
মুনিব্রতপরো ভূত্বা পরিগৃহ্য কলেবরম্ ॥ ১৬
ধর্ম্মার্থশাস্ত্ররহিতাং যোনিং প্রতি বিভাবসো।
তস্মাদেকেন বপুষা মুনিরূপেণ মানুষে।
মারুতেন সমং লোকে তব জন্ম ভবিষ্যতি ॥১৭
যদা তু মানুষত্বেঽপি ত্বয়া গণ্ডুষশোষিতঃ।
ভবিষ্যত্যুদধির্বহ্নে তদা দেবত্বমাপ্স্যসি ॥ ১৮
ইতীন্দ্রশাপাৎ পতিতৌ তৎক্ষণাত্তৌ মহীতলে
অবাপ্তবন্তৌ দেহে চ কুম্ভাজ্জন্ম ততোঽভবৎ
মিত্রাবরুণয়োর্বীর্য্যে বশিষ্ঠশ্চাগ্রজোঽভবৎ।
ততোঽগস্ত্য উগ্রতপা বভূব মুনিসত্তমঃ ॥ ২০
অস্মাদ্ভ্রাতুঃ স বৈ ভ্রাতা বসিষ্ঠস্যানুজো মুনিঃ

ভীষ্ম উবাচ।

কথঞ্চ মিত্রাবরুণৌ পিতরাবস্য তৌ স্মৃতৌ।
জন্ম কুম্ভাদগস্ত্যস্য যথাভূত্তদ্বদাধুনা ॥ ২২

দুর্গাশ্রয়ে বলবান্ সেই পঞ্চত্রিংশ দানব-বীর এইরূপে বহু সহস্র যুগ যাবৎ ত্রিজগতের মহাপীড়া জন্মাইতে লাগিল। অতঃপর পুনরায় সুররাজ, অচিরকাল মধ্যেই অম্বুধিকে শোষিত করিয়া ফেলিতে সেই বায়ু ও অগ্নির প্রতি আদেশ করিলেন। কহিলেন, "যেহেতু এই বরুণালয়, আমাদিগের শত্রুগণের আশ্রয় হইয়াছে, সেই জন্য অদ্যই ইহাকে তোমরা শুষ্ক করিয়া ফেল!" ১—১০। তখন বায়ু ও বহ্নি, সেই ময়-শম্বর-সূদন ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে দেবেন্দ্র! সাগরকে বিনাশিত করা একটা অধর্ম্ম কার্য্য। যেহেতু সাগর শোষণ করিলে মহান্ জীবসমষ্টির ক্ষয় হইবে; অতএব হে পুরন্দর! আপনি অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করুন। হে সুরবর! যাহার যোজনমাত্র স্থানেও কোটি কোটি জীব বাস করে, তাহার বিনাশ সাধন কি প্রকারে যোগ্য হইতে পারে? এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র, ক্রোধে আরক্তনেত্র হইলেন, এবং রোষবশে সেই অগ্নি-বায়ুকে কহিলেন, —দেবতারা কোন কালেই ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংযোগ লাভ করেন না; বিশেষতঃ তোমরা এই দুই মহাত্মা। যেহেতু তুমি বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া আমার আজ্ঞা পালন করিলে না, হে বিভাবসো! সেইজন্য তুমি, ধর্ম্ম-অর্থ ও শাস্ত্রজ্ঞানবিরহিতা যোনিতে যাইয়া দেহধারণপূর্ব্বক মুনিব্রতপরায়ণ হও। মানুষ মধ্যে মারুতের সহিত একশরীরে মুনিরূপে তোমার জন্ম হইবে। হে বহ্নে! তোমার সেই মানুষাবস্থায়ও যখন তুমি গণ্ডুষ দ্বারা সাগর শোষণ করিবে, তখন তুমি আবার দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্রের এই অভিশাপের ফলে বায়ু ও বহ্নি উভয়েই তৎক্ষণাৎ মহীতলে পতিত হইলেন। তাঁহারা মিত্রাবরুণের বীর্য্যাবলম্বনে কুম্ভ হইতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য নামে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই জন্যই বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য মুনি মিত্রাবরুণনন্দন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁদিগের মধ্যে বশিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ এবং অগস্ত্য কনিষ্ঠ। পরন্তু তপোমহিমায় অগস্ত্য অল্পকালেই মহাতেজস্বী হইয়া উঠিলেন। ১১—২১। ভীষ্ম কহিলেন,—অগস্ত্য মুনির কুম্ভ হইতে কি প্রকারে জন্ম হইল? আর মিত্রাবরুণই বা তাঁহার পিতা হইলেন কি প্রকারে! এক্ষণে আমাদিগকে এই

পুলস্ত্য উবাচ।

পুরা পুরাণপুরুষঃ কদাচিদ্গন্ধমাদনে।
ভূত্বা ধর্ম্মসুতো বিষ্ণুশ্চচার বিপুলং তপঃ ॥ ২৩
তপসা চাস্য ভীতেন বিঘ্নার্থে প্রেষিতাবুভৌ।
শক্রেণ মাধবানঙ্গাবপ্সরোগণসংযুতৌ ॥ ২৪
যদা চ গীতবাদ্যেন ভাবহাবাদিনা হরিঃ।
ন কামমাধবাভ্যাঞ্চ মোহং নেতুমশক্যত।
তদা কামমধুস্ত্রীণাং বিষাদমভজদ্গণঃ ॥ ২৫
সঙ্ক্ষোভায় ততস্তেষামূরুদেশান্নরাগ্রজঃ।
নারীমুৎপাদয়ামাস ত্রৈলোক্যস্যাপি মোহিনীম্
সম্মোহিতাস্তয়া দেবাস্তৌ তু চৈব সুরাবুভৌ।
অপ্সরাণাং সমক্ষং হি দেবানামব্রবীদ্ধরিঃ ॥ ২৭
উর্ব্বশীতি চ নাম্নেয়ং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি
ততঃ কাময়মানেন মিত্রেণাহূয়তোর্ব্বশী।
প্রোক্তা মাং রময়স্বেতি বাঢ়মিত্যব্রবীচ্চ সা ॥
গচ্ছন্তী তু ততঃ সূর্য্যলোকমিন্দীবরেক্ষণা।
বরুণেন বৃতা পশ্চাত্তদ্বচনং তমভাষত ॥ ৩০
মিত্রেণাহং বৃতা পূর্ব্বং মম সূর্য্যঃ পতিঃ প্রভো
উবাচ বরুণশ্চিত্তং ময়ি সন্ন্যস্য গম্যতাম্ ॥ ৩১
গতায়াং বাঢ়মিত্যুক্তা মিত্রঃ শাপমদাদথ।
অদ্যৈব মানুষে লোকে গচ্ছ সোমসুতাত্মজম্
ভজস্বেতি যতো মিথ্যা ধর্ম্ম এষ ত্বয়া কৃতঃ ॥ ৩২
জলকুম্ভে ততো বীর্য্যং মিত্রেণ বরুণেন চ।
প্রক্ষিপ্তমথ সঞ্জাতৌ দ্বাবেব মুনিসত্তমৌ ॥ ৩৩
নিমির্নাম নৃপঃ স্ত্রীভিঃ পুরা দ্যূতমদীব্যত।
তদন্তরেঽভ্যাজগাম বসিষ্ঠো ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥ ৩৪
তস্য পূজামকুর্ব্বাণং শশাপ স মুনির্নৃপম্।

বৃত্তান্ত বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—পুরাকালে পুরাণপুরুষ বিষ্ণু, ধর্ম্মতনয় নারায়ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিপুল তপস্যায় নিরত হইলেন। নারায়ণের তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ, অপ্সরোগণের সহিত সবসন্ত অনঙ্গকে তপোবিঘ্ন বিধানার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেই আশ্রমে যাইয়া গীত-বাদ্য-হাব-ভাবাদি দ্বারা সেই ভগবানের মোহ জন্মাইতে বিপুল যত্ন করিয়াও যখন সফল হইতে পারিল না; তখন কন্দর্প, পরিজন-বর্গের সহিত নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। অতঃপর ভগবান নারায়ণ, কামপক্ষীয়গণের ক্ষোভোৎপাদনার্থ নিজ উরুদেশ হইতে ত্রৈলোক্যমোহিনী একটী রমণী উৎপাদন করিলেন। তদ্দর্শনে কামদেব, বসন্ত ও অপ্সরোগণের সহিত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ, অপ্সরোগণের সমক্ষে কাম ও বসন্তকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—এই রমণী লোকে ‘উর্ব্বশী’ নামে খ্যাতিলাভ করিবে। ইহার পর মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যদেব, সেই উর্ব্বশীকে “আমায় রতিদান কর” বলিয়া কামভাবে প্রার্থনা করিলে, ইন্দী-বরাননা উর্ব্বশী তদুত্তরে “আচ্ছা” বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক সূর্য্যলোকাভিমুখে প্রস্থিতা হইলে পর, বরুণদেবও পথিমধ্যে তাহাকে বরণ করিলেন। তখন উর্ব্বশী কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে সূর্য্য কর্ত্তৃক বৃতা হইয়াছি; সুতরাং হে প্রভো! এক্ষণে সূর্য্যই আমার পতি হইয়াছেন। ২১—৩০। তদুত্তরে বরুণ কহিলেন,—“তুমি আমাতে চিত্ত নিবেশ করিয়া গমন কর।” তখন উর্ব্বশী “আচ্ছা” বলিয়া প্রস্থান করিলে পর মিত্রদেব উর্ব্বশীকে এই অভিশাপ দিলেন—“যেহেতু তুমি মৎ-কর্ত্তৃক প্রথমে বৃতা হইয়াও তোমার প্রতি-পাল্য ধর্ম্ম পালন করিলে না, পরন্তু মিথ্যা কথা কহিলে; সেই জন্য আমার শাপে তুমি অদ্যই মনুষ্যলোকে যাইয়া বুধের পুত্র পুরূরবাকে ভজনা কর।” এই বলিয়া মিত্রদেব একটী জলকুম্ভে বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। বরুণও সেই কুম্ভেই বীর্য্য ত্যাগ করিলেন। তাহাতে দুইটী সন্তান,—দুইজন প্রধান মুনি জন্মগ্রহণ করিলেন। পুরাকালে একদা নিমি নামক রাজা, নারীগণসহ দ্যূতক্রীড়ায় নিরত ছিলেন। তৎকালে তথায় ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ ঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ক্রীড়ারত রাজা অনবধানতাবশে তাঁহার যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলেন না;

বিদেহস্ত্বং ভবস্বেতি শপ্তস্তেনাপ্যসৌ মুনিঃ ॥৩৫
অন্যোন্যশাপাদ্ভয়োর্বিশরীরে তু তেজসী।
জগ্মতুঃ শাপনাশায় ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিম্ ॥ ৩৬
অথ ব্রহ্মসমাদেশাল্লোচনেষবসন্নিমিঃ।
নিমেষাঃ স্যুশ্চ লোকানাং তদ্বিশ্রামায় পার্থিব ॥
বশিষ্ঠোঽপ্যভবত্তস্মিন্ জলকুম্ভে চ পূর্ববৎ ॥
ততো জাতশ্চতুর্বাহুঃ সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
অগস্ত্য ইতি বিখ্যাতঃ শান্তাত্মা ঋষিসত্তমঃ ॥
মলয়স্যৈকদেশে তু বৈখানসবিধানতঃ।
সভার্য্যঃ সংবৃতো বিপ্রৈস্তপশ্চক্রে সুদুষ্করম্ ॥৪০
ততঃ কালেন মহতা তারকাদিনিপীড়িতম্।
জগদ্বীক্ষ্য স কোপেন পীতবান্ বরুণালয়ম্ ॥৪১
ততোঽস্য বরদাঃ সর্ব্বে বভূবুঃ শঙ্করাদয়ঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ বরদানায় জগ্মতুঃ।
বরং বৃণীষ ভদ্রন্তে যশ্চাভীষ্টোঽত্র বৈ মুনে ॥৪২

অগস্ত্য উবাচ।

যাবদ্ব্রহ্মসহস্রাণাং পঞ্চবিংশতিকোটয়ঃ।
বৈমানিকো ভবিষ্যামি দক্ষিণাম্বরবর্ত্মনি ॥ ৪৩
মদ্বিমানোদয়াৎ কুর্য্যাদ্ যঃ কশ্চিৎ পূজনং মম
স সপ্তলোকাধিপতিঃ পর্য্যায়েণ ভবিষ্যতি ॥ ৪৪
মদাশ্রমং পুষ্করে তু মন্নাম্না পরিকীর্ত্তয়েৎ।
স চৈব পুণ্যতাং যাতু বর এষ বৃতো ময়া ॥৪৫
শ্রাদ্ধং যেঽত্র করিষ্যন্তি পিণ্ডপূর্ব্বন্তু ভক্তিতঃ।
তেষাং পিতৃগণাঃ সর্ব্বে ময়া সহ দিবি স্থিতাঃ
এতৎকালং বসিষ্যন্তি এষ এব বরো মম ॥৪৭
এবমস্ত্বিতি তেঽপ্যুক্তা জগ্মুর্দেবা যথাগতম্।

ইহাতে বশিষ্ঠ রুষ্ট হইয়া "তুমি দেহহীন হও" বলিয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন; তখন রাজাও বশিষ্ঠকে "তুমিও বিদেহ হও" বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন। পরস্পরের শাপের ফলে তাঁহারা উভয়েই তখন দেহহীন হইয়া তেজোময় শরীরে শাপপ্রতিকার কামনায় জগৎপতি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। হে রাজন্! অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে নিমি, প্রাণিগণের লোচনে নিমেষরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিমির বিশ্রামার্থই জনগণের নিমেষের সৃষ্টি হইয়াছে। আর বশিষ্ঠও সেই জলকুম্ভে পূর্ববৎ জন্মগ্রহণ করিলেন। বশিষ্ঠের জন্মের পর সেই কুম্ভ হইতে চতুর্ভুজ শান্তচেতা ব্রাহ্মণপ্রধান অগস্ত্য নামে বিখ্যাত ঋষিসত্তম উদ্ভূত হইলেন। তিনি মলয়াচলের কোনও প্রদেশে বৈখানস-ব্রতাবলম্বনে বহু ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া ভার্য্যার সহিত সুদুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৩০—৪০। অতঃপর সুদীর্ঘকাল অতীত হইলে, যখন তারকাদি দৈত্যগণ জগতে মহা উপদ্রব করিতে লাগিল, তখন মহর্ষি অগস্ত্য জগতের মঙ্গল বিধানার্থ সক্রোধে সেই বরুণালয় সমগ্র পান করিয়া ফেলিলেন। তখন শঙ্করাদি দেবগণ সকলেই তাঁহাকে বরদানে সমুদ্যত হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহাকে তখন বর দান করিতে সেখানে আগমন করিলেন। তাঁহারা কহিলেন,—হে মুনে! তোমার মঙ্গল হউক, যাহা তোমার অভীষ্ট, তুমি আমাদিগের নিকট সেই বর গ্রহণ কর। অগস্ত্য কহিলেন,—যাবৎকাল পঞ্চবিংশতি-কোটি-সহস্র ব্রহ্মার পতন না হয়, আমি তাবৎকাল দক্ষিণদিকে আকাশপথে বিমানবিহারী হইয়া থাকিব। মদীয় বিমানোদয় দেখিয়া যে জন আমার পূজা করিবে, সে পর্য্যায়ক্রমে সপ্তলোকের আধিপত্য ভোগ করিতে পারিবে। আর পুষ্করক্ষেত্রে আমার নামে প্রসিদ্ধ আশ্রমের যে ব্যক্তি কীর্ত্তন করিবে, সেও যেন পুণ্যভাজন হয়। আমি এই বর আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলাম। যে ব্যক্তি সেই পুষ্করে আগস্ত্যাশ্রমে ভক্তিসহকারে পিণ্ডদানপূর্ব্বক পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার পিতৃলোক, আমার সহিত আমার স্থিতিকাল-পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হইবে। আমি এই বরই প্রার্থনা করিলাম।" দেবগণ, অগস্ত্যের এই প্রার্থনায় "তাহাই হইবে" বলিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই

তস্মাদর্ঘ্যঃ প্রদাতব্যো হ্যগস্ত্যায় সদা বুধৈঃ ॥ ৪৮

ভীষ্ম উবাচ।

কথমর্ঘ্যপ্রদানঞ্চ কর্ত্তব্যং তস্য বৈ মুনেঃ।
বিধানং যদগস্ত্যস্য পূজনে তদ্বদস্ব মে ॥ ৪৯

পুলস্ত্য উবাচ।

প্রত্যূষসময়ে বিদ্বান্ কুর্য্যাদস্যোদয়ে নিশি।
স্নানং শুক্লতিলৈস্তদ্বচ্ছুক্লমাল্যাম্বরো গৃহী ॥ ৫০
স্থাপয়েদব্রণং কুম্ভং মাল্যবস্ত্রবিভূষিতম্।
পঞ্চরত্নসমাযুক্তং ঘৃতপাত্রেণ সংযুতম্ ॥ ৫১
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং তথৈব
সৌবর্ণমপ্যায়তবাহুদণ্ডম্।
চতুর্ভুজং কুম্ভমুখে নিধায়
ধান্যানি সপ্তাচলসংযুতানি ॥ ৫২
সকাংস্যপাত্রাক্ষতশুক্তিযুক্তং
মন্ত্রেণ দদ্যাদ্দ্বিজপুঙ্গবায়।
উৎক্ষিপ্য কুম্ভোপরি দীর্ঘবাহু-
মনন্তচেতা যমদিঙ্মুখস্থঃ ॥ ৫৩
ধেনুঞ্চ দদ্যাদ্ যদি শক্তিরস্তি
রৌপ্যৈঃ খুরৈর্হেমমুখীং সবৎসাম্।
ধেনুং নরঃ ক্ষীরবতীং প্রণম্য
সবস্ত্রঘণ্টাভরণাং দ্বিজায় ॥ ৫৪
আ সপ্তরাত্রাদুদয়ে নৃপাস্য
দাতব্যমেতৎ সকলং নরেণ।
যাবৎ সমাঃ সপ্ত দশাথবা স্যু-
রথোর্দ্ধমপ্যত্র বদন্তি কেচিৎ ॥ ৫৫
কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে।
প্রত্যব্দঞ্চ ফলত্যাগমেবং কুর্ব্বন্ন সীদতি।
হোমং কৃত্বা ততঃ পশ্চাদ্বর্জ্জয়েন্মানবঃ ফলম্ ॥ ৫৭
অনেন বিধিনা যস্তু পুমানর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
ইমং লোকমবাপ্নোতি রূপারোগ্যফলপ্রদম্।
দ্বিতীয়েন ভুবর্লোকং স্বর্লোকঞ্চ ততঃপরম্।
সপ্তৈব লোকানাপ্নোতি সপ্তার্ঘান্ যঃ প্রযচ্ছতি

অতএই বিজ্ঞজনগণের পক্ষে অগস্ত্যকে সদা অর্ঘ্যদান করা বিধেয়। ভীষ্ম কহিলেন—অগস্ত্য মুনিকে কোন্ বিধান অনুসারে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়? আর অগস্ত্যের পূজার যেরূপ বিধান, এক্ষণে তাহাই আমাকে বলুন। ৪১—৪৯। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাত্রিতে অগস্ত্যের উদয় হইলে, গৃহস্থ মানব, প্রত্যূষ সময়ে শুক্ল তিল দ্বারা স্নান করিয়া শুক্ল মাল্য ও শুক্ল বসন ধারণ করিয়া মাল্য-বস্ত্র-ভূষিত, পঞ্চরত্ন-সংযুক্ত, ও ঘৃতপাত্র-সমন্বিত একটী অব্রণ ঘট স্থাপন করিবে। সেই ঘটের উপরিভাগে একটী সুবর্ণনির্ম্মিত দীর্ঘ চতুর্ব্বাহুযুক্ত অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ পুরুষমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। উহার চারিধারে সাতটী ধান্যাচল নির্ম্মাণ করিবে। আর একখানি কাংস্যপাত্রে অক্ষত ও শুক্ল তিল রাখিয়া দক্ষিণমুখে উপবেশনপূর্ব্বক কুম্ভোপরিস্থ সেই হৈম পুরুষমূর্ত্তিটী অনন্য উপচারের সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যদি শক্তি থাকে তবে রৌপ্যখুরা, হেমমুখী, দুগ্ধবতী, শ্বেতা, সবৎসা গাভী,—মাল্য বস্ত্র বসন ঘণ্টা ভূষণাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিবে। রাজন্! অগস্ত্যের উদয়ে ক্রমশঃ সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত মনুষ্যের এই সমস্তই দান করা কর্ত্তব্য। অথবা সপ্ত বৎসর, কিম্বা দশ বৎসর যাবৎ এই প্রকার অর্ঘ্য দান করিবে। কেহ কেহ বলেন, ইহার অধিক কালও এই কার্য্য করা যাইতে পারে। অর্ঘ্যদানের পর নমস্কার-মন্ত্র যথা,—"হে কাশকুসুমসম শুভ্র, বহ্নি-বায়ুসম্ভূত, মিত্রাবরুণনন্দন, কুম্ভযোনি অগস্ত্য! আপনাকে নমস্কার!" প্রতি বৎসরেই এই কার্য্যে ফলত্যাগ করা বিহিত। এই প্রকার করিলে সে কদাচ অবসাদ-গ্রস্ত হয় না। অতঃপর হোম করিয়া ফল-ভক্ষণেই সেইদিন অতিবাহিত করিবে। যে মনুষ্য এই বিধান অনুসারে অগস্ত্যকে অর্ঘ্য দান করে, সে ইহলোকে রূপ আরোগ্য ও বল প্রাপ্ত হয়। ইহা হইল প্রথমার্ঘ্যের ফল। দ্বিতীয় অর্ঘ্যে ভুবর্লোক, তৃতীয়ে স্বর্লোক, এইরূপে সপ্ত অর্ঘ্য যে জন দান

ইতি পঠতি শৃণোতি যো হি সম্যক্
চরিতমগস্ত্যসমর্চ্চনঞ্চ পশ্যেৎ।
মতিমপি চ দদাতি সোঽপি বিষ্ণো-
র্ভবনগতঃ পরিপূজ্যতেঽমরৌঘৈঃ ॥ ৬০

ভীষ্ম উবাচ।

সৌভাগ্যারোগ্যফলদমমিত্রক্ষয়কারকম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং যচ্চ তন্মে ব্রূহি মহামতে ॥ ৬১

পুলস্ত্য উবাচ।

যদুমায়ৈ পুরা দেব উবাচান্ধকসূদনঃ।
কথাসু সম্প্রবৃত্তাসু ধর্ম্ম্যাসু ললিতাসু চ।
তদিদানীং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥

গৌর্য্যুবাচ।

দত্তঃ শাপো হি সাবিত্র্যা মহ্যং লক্ষ্ম্যৈ সুরেশ্বর
যথা লক্ষ্মীপ্রধানত্বমহং যামি তথা বদ ॥ ৬৩

শঙ্কর উবাচ।

শুশ্রূষাবহিতা দেবি তথৈবাস্ত্বৎ স্বয়ং কৃতম্।
নরাণামথ নারীণামারাধনমনুত্তমম্ ॥ ৬৪

নভস্যে বাথ বৈশাখে পুণ্যে মার্গশিরস্যথ।
শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়াং স্নাতঃ সগৌরসর্ষপৈঃ ॥ ৬৫
গোরোচনং সগোমূত্রং গোদুগ্ধঞ্চ ঘৃতং তথা।
দধিচন্দনসম্মিশ্রং ললাটে তিলকং ন্যসেৎ ॥ ৬৬
সৌভাগ্যারোগ্যকৃদ্ যস্মাৎ সদা চ ললিতা-
প্রিয়ম্ ॥ ৬৭
প্রতিপক্ষং তৃতীয়ায়াং পুমান্ বাপি সুবাসিনী
ধারয়েদ্রক্তবস্ত্রাণি কুসুমানি সিতানি চ ॥ ৬৮
বিধবা শুক্লবস্ত্রং বৈ হ্যেকমেব হি ধারয়েৎ।
কুমারী শুক্লসূক্ষ্মে চ পরিদধ্যাত্তু বাসসী ॥ ৬৯
দেবীঞ্চ পঞ্চগব্যেন ততঃ ক্ষীরেণ কেবলম্।
স্নাপয়েন্মধুনা তদ্বৎ পুষ্পগন্ধোদকেন তু ॥ ৭০
পূজয়েচ্ছুক্লপুষ্পৈশ্চ ফলৈর্নানাবিধৈরপি।
ধান্যলাজাদি-লবণ-গুড়ক্ষীরঘৃতান্বিতৈঃ ॥ ৭১
শুক্লাক্ষততিলৈরর্চ্চা কার্য্যা দেবি সদা বুধৈঃ।
পাদয়োরর্চ্চনং কুর্য্যাৎ প্রতিপক্ষং বরাননে ॥ ৭২

করে, সে ক্রমে সপ্তলোক প্রাপ্ত হয়। যে জন এই অগস্ত্যচরিত পাঠ বা শ্রবণ করে, কিম্বা যদি অগস্ত্যের অর্চ্চনা অবলোকন করে, অথবা এই কার্য্যে অপরকে প্ররোচিত করে, সেও বিষ্ণুপুরে যাইয়া অমরবর্গের পূজা-ভাজন হইয়া থাকে। ৫০—৬০। ভীষ্ম কহিলেন,—হে মহামতে! যাহা সৌভাগ্য-প্রদ, যাহা আরোগ্যকর, যাহা শত্রুনাশক এবং যাহার অনুষ্ঠানে ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়, এমন কোনও ব্রতবিধান আমাকে বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—পূর্ব্বে মনোরম ধর্ম্মকথা প্রসঙ্গে অন্ধকারি শঙ্কর যাহা উমাকে বলিয়াছিলেন, ভোগ-মোক্ষফলদা সেই কথা এক্ষণে আমি তোমাকে বলিতেছি। উমা দেবী কহিলেন,—হে সুরেশ্বর! সাবিত্রী আমাকে ও লক্ষ্মীকে শাপ দিয়াছিলেন। অতএব আমি যাহাতে লক্ষ্মী অপেক্ষা প্রাধান্যলাভ করিতে পারি, আপনি এমন কোনও উপায় আমাকে বলুন। শঙ্কর কহিলেন,—অয়ি দেবি! অবধান সহকারে শ্রবণ কর; নর-নারীবর্গের আত্মকৃত অনুত্তম আরাধন-বিধান বলিতেছি। বৈশাখ ভাদ্র অথবা পুণ্য অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে শ্বেত সর্ষপ দ্বারা স্নানপুর্ব্বক গোরোচনা, গোমূত্র, গোদুগ্ধ, গো-ঘৃত, গো-দধি ও চন্দন একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক রচনা করিবে। ললিতাপ্রিয় এই তিলক সতত সৌভাগ্যকর ও আরোগ্যপ্রদ। পুরুষ বা নারী প্রতি তৃতীয়াতে রক্ত বসন ও শ্বেত পুষ্প ধারণ করিবে। বিধবা রমণী একখানি মাত্র শুক্ল বসনই ধারণ করিবে; আর কুমারী শুক্ল অথচ সূক্ষ্ম বসনযুগল পরিধান করিবে। পরে দেবীকে পঞ্চগব্য, দুগ্ধ, মধু, পুষ্পোদক ও গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইবে।৬১—৭০। অয়ি দেবি! তার পর শুক্ল পুষ্প, নানা-বিধ ফল, এবং লবণ-গুড়-ক্ষীর-ঘৃতসংযুক্ত ধান্য লাজ শুক্ল অক্ষত ও তিল দ্বারা প্রস্তুত বিবিধ খাদ্য প্রদানে সতত অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। অয়ি বরাননে! প্রত্যেক পক্ষেই পাদদ্বয় হইতে আরম্ভ করিয়াই অর্চ্চনা করিতে হয়। যথা,—পাদদ্বয়ে "বর-

বরদায়ৈ নমঃ পাদৌ তথা গুল্ফৌ শ্রিয়ৈ নমঃ।
অশোকায়ৈ নমো জঙ্ঘে পার্ব্বত্যৈ জানুনী তথা। ৭৩
ঊরূ মাঙ্গল্যকারিণ্যৈ বামদেব্যৈ তথা কটিম্।
পদ্মোদরায়ৈ জঠরং নমঃ কণ্ঠে শ্রিয়ৈ নমঃ। ৭৪
করৌ সৌভাগ্যদায়িন্যৈ বাহূ চ সুমুখশ্রিয়ৈ।
মুখং দর্পবিনাশিন্যৈ স্মরদায়ৈ স্মিতং পুনঃ। ৭৫
গৌর্য্যৈ নমস্তথা নাসামুৎপলায়ৈ চ লোচনে।
তুষ্ট্যৈ ললাটমলকং কাত্যায়ন্যৈঃ নমঃ শিরঃ।
নমো গৌর্য্যৈ নমঃ পুষ্ট্যৈ নমঃ কান্ত্যৈ নমঃ শ্রিয়ৈ
রম্ভায়ৈ ললিতায়ৈ চ বামদেব্যৈ নমো নমঃ। ৭৭
এবং সম্পূজ্য বিধিবদগ্রতঃ পদ্মমালিখেৎ।
পত্রৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং ক্রমেণৈব সকর্ণিকম্। ৭৮
পূর্ব্বেণ বিন্যসেদ্গৌরীমপর্ণাঞ্চ ততঃপরম্।
ভবানীং দক্ষিণে তদ্বদ্রুদ্রাণীঞ্চ ততঃ পরম্। ৭৯
বিন্যসেৎ পশ্চিমে ভাগে সৌম্যাং মদনবাসিনীম্।
বায়ব্যে পাটলামুগ্রামুত্তরেণ তথা উমাম্। ৮০
সাধ্যাং পথ্যাং তথা সৌম্যাং মঙ্গলাং কুমুদাং সতীম্।
ভদ্রাঞ্চ মধ্যে সংস্থাপ্য ললিতাং কর্ণিকোপরি
কুসুমৈরক্ষতাদ্ভির্বা নমস্কারেণ বিন্যসেৎ। ৮১
গীতমঙ্গলঘোষঞ্চ কারয়িত্বা সুবাসিনীম্।
পূজয়েদ্রক্তবাসোভী রক্তমাল্যানুলেপনৈঃ। ৮২
সিন্দূরং স্নানচূর্ণঞ্চ তাসাং শিরসি পাতয়েৎ।
সিন্দূরং কুঙ্কুমং স্নানমতীবেষ্টং যতস্ততঃ। ৮৩
তথোপদেষ্টারমপি পূজয়েদ্ যত্নতো গুরুম্।
ন পূজ্যতে গুরুর্যত্র সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ। ৮৪
জপৈশ্চ পূজয়েদ্গৌরীমুৎপলৈরাশ্বিনে সদা।
বন্ধুজীবৈঃ প্রিয়ে পূজ্যা কার্ত্তিকে মাসি যত্নতঃ
জাতীপুষ্পৈর্মার্গশিরে পৌষে পীতৈঃ কুরুণ্টকৈঃ
কুন্দৈঃ কুমুদপুষ্পৈশ্চ দেবীং মাঘেঽপি পূজয়েৎ
সিন্ধুবারেণ জাত্যা বা ফাল্গুনেঽপ্যর্চ্চয়েন্নরঃ।

দায়ৈ নমঃ," গুল্ফদ্বয়ে "শ্রিয়ৈ নমঃ," জঙ্ঘা-যুগলে "অশোকায়ৈ নমঃ", জানুদ্বয়ে "পার্ব্বত্যৈ নমঃ", ঊরুদ্বয়ে "মাঙ্গল্যকারিণ্যৈ নমঃ", কটিতে "বামদেব্যৈ নমঃ", উদরে "পদ্মোদরায়ৈ নমঃ", কণ্ঠে "শ্রিয়ৈ নমঃ", করদ্বয়ে "সৌভাগ্য-দায়িন্যৈ নমঃ", বাহুদ্বয়ে "সুমুখশ্রিয়ৈ নমঃ" মুখে "দর্পবিনাশিন্যৈ নমঃ", হাস্যে "স্মরদায়ৈ নমঃ," নাসিকায় "গৌর্য্যৈ নমঃ," নয়নদ্বয়ে "উৎপলায়ৈ নমঃ", ললাটে "তুষ্ট্যৈ নমঃ", অলকায় "কাত্যায়ন্যৈ নমঃ", এবং মস্তকে "গৌর্য্যৈ নমঃ, পুষ্ট্যৈ নমঃ, কান্ত্যৈ নমঃ, শ্রিয়ৈ নমঃ, রম্ভায়ৈ নমঃ, ললিতায়ৈ নমঃ, বামদেব্যৈ নমঃ", এই প্রকারে যথাবিধি পূজা করিয়া সম্মুখভাগে একটী ষোড়শদল সকর্ণিক পদ্ম অঙ্কিত করিবে। পরে তাহার পূর্ব্বদলে গৌরীকে, অগ্নিদলে অপর্ণাকে, দক্ষিণদলে ভবানীকে, নৈর্ঋতদলে রুদ্রাণীকে, পশ্চিম-দলে সৌম্যাকে, বায়ুদলে মদনবাসিনীকে, উত্তরদলে পাটলাকে এবং ঈশানদলে উগ্রাকে বিন্যাস করিবে। পরে এই অষ্ট দলের ক্রোড়গত ক্ষুদ্র অষ্ট পত্রে যথাক্রমে উমা, সাধ্যা, পথ্যা, সৌম্যা, মঙ্গলা, কুমুদা, সতী ও ভদ্রাকে বিন্যস্ত করিয়া কর্ণিকামধ্যে ললিতা দেবীকে বিন্যাসপূর্ব্বক কুসুমাক্ষতাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া নমস্কার করিবে। ৭১—৮১। তারপর গীত ও মঙ্গলবাদ্য করাইয়া রক্ত-বসন, রক্ত মাল্য ও রক্ত অনুলেপন দ্বারা সধবা রমণীগণের অর্চ্চনা করিবে। তাহা-দিগের মস্তকে সিন্দূর এবং স্নানীয় চূর্ণ প্রদান করিবে; যেহেতু সিন্দূর, কুঙ্কুম ও স্নানীয়চূর্ণ —সধবা রমণীগণের অতীব প্রিয়। অতঃ-পর মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুকেও যত্নসহকারে অর্চ্চনা করিবে; কারণ, যেখানে গুরু অর্চ্চনা হয় না, তথায় সমস্ত কার্য্যই বিফল হইয়া যায়। প্রিয়ে! জপ দ্বারাও সতত সেই গৌরীর অর্চ্চনা বিধান করিবে। আর আশ্বিন মাসে উৎপল দ্বারা, কার্ত্তিক মাসে যত্ন সহকারে বন্ধুজীব দ্বারা, অগ্রহায়ণ মাসে জাতীপুষ্প দ্বারা, পৌষ মাসে পীত কুরুণ্টক দ্বারা, মাঘ মাসে কুন্দ ও কুমুদ কুসুম দ্বারা, ফাল্গুন মাসে সিন্ধুবার বা জাতীপুষ্প দ্বারা,

চৈত্রে তু মল্লিকাশোকৈর্বৈশাখে গন্ধপাটলৈঃ ।
জ্যৈষ্ঠে কমলমন্দারৈরাষাঢ়ে চ স্থলাম্বুজৈঃ ।
মন্দারৈরথ মালত্যা শ্রাবণে পূজয়েৎ সদা ॥ ৮৮
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্
বিল্বপত্রার্ক-কুসুমাম্বুজ-গোশৃঙ্গবারি চ ॥৮৯
পঞ্চগব্যঞ্চ বিল্বঞ্চ প্রাশয়েৎ ক্রমশঃ সদা ।
ভাদ্রপদাদৌ তু প্রাশনং সমুদাহৃতম্ ॥ ৯০
প্রতিপক্ষঞ্চ মিথুনং তৃতীয়ায়াং বরাননে ।
ভোজয়িত্বার্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ ।
পুংসঃ পীতাম্বরে দদ্যাৎ স্ত্রিয়াঃ কৌশেয়বাসসী
নিষ্পাবজীর-লবণমিক্ষুদণ্ড-গুড়ান্বিতাম্ ।
স্ত্রিয়ৈ দদ্যাৎ ফলং পুংসঃ সুবর্ণোৎপলসংযুতম্
যথা ন দেবি দেবস্ত্বাং সম্পরিত্যজ্য গচ্ছতি ।
তথা মামুদ্ধরাশেষ-দুঃখসংসারসাগরাৎ ॥ ৯৪

কুমুদা বিমলা নন্দা ভবানী বসুধা শিবা ।
ললিতা কমলা গৌরী সতী রম্ভাথ পার্ব্বতী ॥৯৫
নভস্যাদিষু মাসেষু প্রীয়তামিত্যুদীরয়েৎ ।
ব্রতান্তে শয়নং দদ্যাৎ সুবর্ণকমলান্বিতম্ ॥ ৯৬
মিথুনানি চতুর্ব্বিংশদ্ দ্বাদশাথ সমর্চ্চয়েৎ ।
অষ্টৌ ষড়্বাথবা ভূয়শ্চতুর্মাসেহথবার্চ্চয়েৎ ॥৯৭
পূর্ব্বং দত্ত্বাথ গুরবে পশ্চাদন্যান্ সমর্চ্চয়েৎ ।
উক্তান   তৈয়ষা সদানন্তফলপ্রদা ॥ ৯৮
সর্ব্বপাপহরা দেবী সৌভাগ্যারোগ্যবর্দ্ধিনী ।
ন চৈনাং বিত্তশাঠ্যেন কদাচিদপি লঙ্ঘয়েৎ ।
নরো বা যদি বা নারী সোপবাসব্রতং
চরেৎ ॥ ৯৯
গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী বাথ রোগিণী ।

চৈত্র মাসে মল্লিকা ও অশোক পুষ্প দ্বারা, বৈশাখে গন্ধপাটল পুষ্প দ্বারা, জ্যৈষ্ঠ মাসে কমল ও মন্দার পুষ্প দ্বারা, আষাঢ়ে স্থলপদ্ম দ্বারা, শ্রাবণে মন্দার ও মালতীপুষ্প দ্বারা গৌরীদেবীর পূজা করিবে। গোমূত্র, গোময়, গোদুগ্ধ, গো-দধি, গো-ঘৃত, কুশোদক, বিল্বপত্র, অর্কপুষ্প, অম্বুজ, গোশৃঙ্গবারি, পঞ্চগব্য ও বিল্বদল,—এই সমস্ত দ্রব্য যথাক্রমে ভাদ্রাদি মাসে ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ৮২—৯০। অয়ি বরাননে! প্রতি মাসের প্রত্যেক পক্ষেই বিপ্রমিথুনকে ভোজন করাইয়া ভক্তি সহকারে বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিবে। পুরুষকে পীত বসনযুগল এবং রমণীকে কৌষেয় বসনদ্বয় প্রদান করিবে। নিষ্পাব, জীরক, লবণ, ইক্ষুদণ্ড এবং গুড়—এই সকল দ্রব্য রমণীকে দিতে হয়; আর সুবর্ণনির্ম্মিত উৎপলের সহিত একটী ফল পুরুষকে প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—"হে দেবি! দেব শঙ্কর, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ কুত্রাপি গমন করেন না বলিয়া আপনি সর্ব্বদাই পতিসৌভাগ্য ভোগ করেন, আমাকে এই অশেষ দুঃখময় সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ করুন।" কুমুদা, বিমলা, নন্দা, ভবানী, বসুধা, শিবা, ললিতা, কমলা, গৌরী, সতী, রম্ভা ও পার্ব্বতী, ভাদ্র প্রভৃতি দ্বাদশ মাসে এই দ্বাদশ নামের এক একটী উচ্চারণ করিয়া 'প্রীত হউন' এই কথা বলিবে। ব্রতশেষে একটী কাঞ্চন-কমলের সহিত একখানি শয্যা প্রদান করিবে। দুই দুইটী করিয়া প্রতি মাসে চব্বিশটী; এক একটী করিয়া প্রতি মাসে দ্বাদশটী; প্রতি তিন মাসে দুই-দুইটী করিয়া মোট আটটী; প্রতি চারি মাসে দুই দুইটী করিয়া মোট ছয়টী; অথবা প্রতি চারি মাসে এক একটী করিয়া মোট তিনটী বিপ্রমিথুনের যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে। প্রথমে যথাযোগ্য উপচারে গুরুর অর্চ্চনা করিয়া পরে অপরাপরের অর্চ্চনা করিতে হয়। সতত অনন্তফলপ্রদা অনন্ত তৃতীয়ার ব্রত এই কথিত হইল। এই তৃতীয়া সর্ব্বপাপহরা এবং সৌভাগ্য ও আরোগ্যবর্দ্ধিনী। কৃপণতাবশে কদাচ এই তৃতীয়া-ব্রতাচরণ করিতে বাধা করিবে না। নর বা নারী উপবাসপূর্ব্বকই এই ব্রত করিবে। গর্ভিণী, নবপ্রসূতা ও কুমারী বা রোগিণী রমণী, উপবাসস্থলে নক্তব্রত বিধানে

যদা শুদ্ধা তদাম্নেন কারয়েৎ প্রয়তা স্বয়ম্ ॥
ইমামনন্তফলদাং যস্তৃতীয়াং সমাচরেৎ।
কল্পকোটিশতং সাগ্রং শিবলোকে মহীয়তে ॥
বিত্তহীনোঽপি কুর্ব্বীত যাবদ্বর্ষমুপোষণম্।
পুষ্পমন্ত্রবিধানেন সোঽপি তৎফলমাপ্নুয়াৎ ॥১০২
নারী বা কুরুতে যা তু আত্মনঃ শুভমিচ্ছতী।
জন্মপৌরুষমাপ্নোতি গৌর্য্যনুগ্রহকারিতম্ ॥১০৩
ইতি পঠতি শৃণোতি বা য ইত্থং
গিরিতনয়াব্রতমিন্দ্রলোকসংস্থঃ।
মতিমপি চ দদাতি যোঽপি দেবৈ-
রমরবধূজনকিন্নরৈঃ স পূজ্যঃ ॥ ১০৪
অন্যামপি প্রবক্ষ্যামি তৃতীয়াং পাপনাশিনীম্
রসকল্যাণিনীমেতাং পুরাকল্পভবা বিদুঃ ॥ ১০৫
মাঘে মাসি তু সম্প্রাপ্য তৃতীয়াং শুক্লপক্ষতঃ।
প্রাতর্গব্যেন পয়সা তিলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ।
স্নাপয়েন্মধুনা দেবীং তথৈবেক্ষুরসেন তু।
গন্ধোদকেন চ পুনঃ পূজনং কুঙ্কুমেন তু ॥ ১০৬
দক্ষিণাঙ্গানি সম্পূজ্য ততো বামানি পূজয়েৎ
ললিতায়ৈ পদং দেব্যা দক্ষগুল্ফং ততো-
হর্চ্চয়েৎ।
জঙ্ঘং জানু তথা শান্ত্যৈ তথৈবোরুং শ্রিয়ৈ নমঃ
মদালসায়ৈ চ কটিমমলায়ৈ তথোদরম্।
স্তনং মদনবাসিন্যৈ কুমুদায়ৈ চ কন্ধরাম্ ॥ ১১.
ভুজং ভুজাগ্রং মাধব্যৈ কমলায়ৈ মুখেক্ষণে।
ভ্রূ-ললাটে চ রুদ্রাণ্যৈ শঙ্করায়ৈ তথালকম্।
মদনায়ৈ ললাটন্তু মোহনায়ৈ পুনর্ভ্রুবম্।
নেত্রং চন্দ্রার্দ্ধধারিণ্যৈ তুষ্ট্যৈ চ বদনং পুনঃ।
উৎকণ্ঠিন্যৈ নমঃ কণ্ঠমমৃতায়ৈ নমস্তনম্।
রম্ভায়ৈ চ ততো বাহুং বিশোকায়ৈ নমঃ করম্
হৃদয়ং মন্মথাহ্বায়ৈ পাটলায়ৈ তথোদরম্।

আহার করিবে। কিন্তু ইহারা যখন অপবিত্রা থাকিবে, তখন অন্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করিয়া ব্রতানুষ্ঠান করিবে। পরন্তু তৎকালে তাহার সংযম সহকারে অবস্থান করা আবশ্যক।৯১—১০০। যে ব্যক্তি, এই অনন্তফলপ্রদ তৃতীয়াব্রত যথাবিধি অনুষ্ঠান করে, সে শতকোটি কল্পাধিককাল শিবলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারে। ধনহীন মানবও যদি এক বৎসর যাবৎ উপবাসপূর্ব্বক পুষ্পাদি অনায়াসলভ্য উপচার দ্বারা এই ব্রতানুষ্ঠান করে, তবে সেও ব্রতফল লাভে সমর্থ হয়। আর যদি কোন রমণী আত্মশুভ কামনায় এই ব্রতানুষ্ঠান করে, তবে সেও গৌরীদেবীর অনুগ্রহে জন্মের সাফল্য প্রাপ্ত হয়। যে জন এই ব্রতের বিবরণ পাঠ বা শ্রবণ করে কিম্বা অপরকে এই ব্রতাচরণ করিতে উপদেশ দেয়, সেও ইন্দ্রলোকে যাইয়া সুর কিন্নর ও অমর নারীজনে সেবিত হইয়া থাকে।১০১—১০৪। এক্ষণে আমি আরও একটী পাপনাশিনী তৃতীয়ার উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বকল্পীয় জনগণ ইহাকে "রসকল্যাণিনী" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। মাঘ মাস উপস্থিত হইলে শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। তদর্থে উক্ত তৃতীয়াতে প্রাতঃকালে তিলচন্দনমিশ্র জলে স্নান করিতে হয়। পরে দেবীকে মধু, ইক্ষুরস ও গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইয়া কুঙ্কুম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়। প্রথমে দক্ষিণাঙ্গ পূজা করিয়া তারপর বামাঙ্গ পূজা করিবে। ১০৫—১০৮। "ওঁ ললিতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণদিকের পদ ও গুল্ফ, "শান্ত্যৈ নমঃ" জঙ্ঘা ও জানু, "শ্রিয়ৈ নমঃ" উরু, "মদালসায়ৈ নমঃ" কটি, "অমলায়ৈ নমঃ" উদর, "মদনবাসিন্যৈ" নমঃ স্তন, "কুমুদায়ৈ নমঃ" কন্ধরা, "মাধব্যৈ নমঃ" বাহু ও কর, "কমলায়ৈ নমঃ" মুখ ও নেত্র,"রুদ্রাণ্যৈ নমঃ"ভ্রূ ও ললাট এবং 'শঙ্করায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে অলকপ্রদেশ অর্চ্চনা করিয়া পরে আবার "মদনায়ৈ নমঃ" বলিয়া বামদিকের ললাট; "মোহনায়ৈ নমঃ" ভ্রূ, "চন্দ্রার্দ্ধধারিণ্যৈ নমঃ" নেত্র, "তুষ্ট্যৈ নমঃ" মুখ, "উৎকণ্ঠিন্যৈ নমঃ" কণ্ঠ,"অমৃতায়ৈ নমঃ" স্তন, "রম্ভায়ৈ নমঃ" বাহু, "বিশোকায়ৈ নমঃ" কর, "মন্মথাহ্বায়ৈ নমঃ" হৃদয়, "পাটলায়ৈ নমঃ"

কটিং সুব্রতবাসিন্যৈ তথোরুং পঙ্কজশ্রিয়ৈ ॥
জানুজঙ্ঘে নমো গৌর্য্যৈ গুল্ফং শান্ত্যৈ
তথার্চ্চয়েৎ।
ধরাধরায়ৈ পাদস্তু বিশ্বকায়ৈ নমঃ শিরঃ ॥ ১১৫
নমো ভবান্যৈ কামিন্যৈ বাসুদেব্যৈ জগচ্ছ্রিয়ৈ
আনন্দদায়ৈ নন্দায়ৈ সুভদ্রায়ৈ নমো নমঃ ॥১১৬
এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্দ্বিজদাম্পত্যমর্চ্চয়েৎ।
ভোজয়িত্বা তথান্নেন মধুরেণ বিমৎসরঃ ॥১১৭
সমোদকং বারিকুম্ভং শুক্লাম্বরযুগদ্বয়ম্।
দত্ত্বা সুবর্ণকমলং গন্ধমাল্যৈরথার্চ্চয়েৎ ॥ ১১৮
প্রীয়তামত্র কুমুদা গৃহ্নীয়াল্লবণব্রতম্।
অনেন বিধিনা দেবীং মাসি মাসি সদার্চ্চয়েৎ ॥
লবণং বর্জ্জয়েন্মাঘে ফাল্গুনে চ গুড়ং পুনঃ।
নবনীতং তথা চৈত্রে বর্জ্জ্যং মধু চ মাধবে ॥১২০
পানীয়ং জ্যৈষ্ঠমাসে তু তথাষাঢ়ে চ জীরকম্।
শ্রাবণে বর্জ্জয়েৎ ক্ষীরং দধি ভাদ্রপদে তথা ॥
ঘৃতমাশ্বযুজে তদ্বদূর্জ্জে বর্জ্জ্যঞ্চ মাক্ষিকম্।

উদর, "সুব্রতবাসিন্যৈ নমঃ" কটী, "পঙ্কজশ্রিয়ৈ নমঃ" উরু, "গৌর্য্যৈ নমঃ" জানু ও জঙ্ঘা, "শান্ত্যৈ নমঃ" গুল্ফ, "ধরাধরায়ৈ নমঃ" পদ, এবং "বিশ্বকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে মস্তক অর্চ্চনা করিবে। পরে সর্ব্বাঙ্গে "ভবান্যৈ নমঃ" "কামিন্যৈ নমঃ", "বাসুদেব্যৈ নমঃ" "জগচ্ছ্রিয়ৈ নমঃ" "আনন্দদায়ৈ নমঃ" "নন্দায়ৈ নমঃ" "সুভদ্রায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে যথাবিধি দেবীর অর্চ্চনা করিয়া বিমৎসর মানসে দ্বিজদম্পতীর যথাশক্তি মধুর অন্নাদি দ্বারা ভোজন করাইয়া অর্চ্চনা করিবে। একটী জলপূর্ণ ঘট—শুক্ল বসনযুগল ও সুবর্ণ-কমলসহ গন্ধ-মাল্যে অর্চ্চনা করিয়া "কুমুদা দেবী আমার এই কার্য্যে প্রীতি লাভ করুন, আমার কৃত লবণ-ব্রত সফল হউক" এইরূপ সঙ্কল্প সহকারে দান করিবে। এই বিধান অনুসারে প্রতি মাসেই দেবীর অর্চ্চনা করিবে। মাঘমাসে লবণ, ফাল্গুনে গুড়, চৈত্রে নবনীত, বৈশাখে মধু, জ্যৈষ্ঠ মাসে পানীয়, আষাঢ়ে জীরক, শ্রাবণে দুগ্ধ, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে ঘৃত,

ধন্যাকং মার্গশীর্ষে তু পৌষে বর্জ্জ্যা চ শর্করা ॥
ব্রতান্তে করকং পূর্ণমেতেষাং মাসি মাসি চ।
দদ্যাদ্বিকালবেলায়াং ভক্ষ্যপাত্রেণ সংযুতম্ ॥
লড্ডুকাঃ সেবকাশ্চৈব সংযাবমথ পূরিকা।
নারিকা ঘৃতপূরাশ্চ পিষ্টপূরা চ নন্দিকী ॥১২৪
ক্ষীরশাকঞ্চ দধ্যন্নং পিণ্ডশাকং তথৈব চ।
মাঘাদৌ ক্রমশো দদ্যাদেতানি করকোপরি
কুমুদা মাধবী রম্ভা সুভদ্রা চ শিবা জয়া।
ললিতা কমলানঙ্গা মঙ্গলা রতিলালসা ॥ ১২৫
ক্রমান্মাঘাদিমাসেষু প্রীয়তামিতি কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বত্র পঞ্চগব্যঞ্চ প্রাশনং সমুদাহৃতম্ ॥ ১২৭
উপবাসী ভবেন্নিত্যমশক্তৌ নক্তমিষ্যতে।
কুর্য্যাদেবমিদং নারী রসকল্যাণিনীব্রতম্ ॥১২৮
পুনর্মাঘে চ সম্প্রাপ্তে শর্করাকলশোপরি।
কৃত্বা তু কাঞ্চনীং গৌরীং পঞ্চরত্নসমন্বিতাম্ ॥
স্বকীয়াঙ্গুষ্ঠমাত্রাঞ্চ সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্।

কার্ত্তিকে মধু, অগ্রহায়ণে ধন্যাক (ধ'নে) ও পৌষে শর্করা বর্জ্জন করিবে। ১০৯—১২২। প্রতিমাসেই ব্রতশেষে ভক্ষ্যপাত্র সহিত একটী 'করক' জলপূর্ণ করিয়া অপরাহ্নকালে প্রদান করিবে। লড্ডুক, সেবক, সংযাব, পূরিকা, নারিকা, ঘৃতপুর, পিষ্টপুর, নন্দিকী, ক্ষীরশাক, দধি, অন্ন, ও পিণ্ডশাক, মাঘাদি মাসে এই সকল দ্রব্যের এক একটী সেই করকের উপরে সাজাইয়া দিতে হয়। কুমুদা, মাধবী, রম্ভা, সুভদ্রা, শিবা, জয়া, ললিতা, কমলা, অনঙ্গা, মঙ্গলা, রতি ও লালসা, মাঘাদি মাসে যথাক্রমে এই সকল দেবীর নাম কীর্ত্তনান্তে "আমার প্রতি প্রীত হউন" এই কথা বলিবে। প্রতি মাসেই ব্রতদিবসে পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হয়। এইরূপ উপবাস করাই বিধি; পরন্তু অশক্ত পক্ষে নক্তব্রত-বিধানে ভোজন করিবে। যে কোন রমণী এই ভাবেই এই 'রসকল্যাণিনী' ব্রত করিবে। সংবৎসরান্তে পুনরায় মাঘ মাস উপস্থিত হইলে একটী শর্করাকলসের উপরিভাগে একটী সুবর্ণনির্ম্মিতা স্বকীয়াঙ্গুষ্ঠপরিমিতা,

চতুর্ভুজামিন্দুযুতাং সিতনেত্রপটাবৃতাম্ ॥ ১৩০
শুক্লগোমিথুনঞ্চৈব স্মুবর্ণাঢ্যং সিতাম্বরম্।
সৌবর্ণং ভাজনং দদ্যাৎ ভবানী প্রীয়তামিতি
অনেন বিধিনা যস্তু রসকল্যাণিনীব্রতম্।
কুর্য্যাচ্চ সর্ব্বপাপেভ্যস্তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে ॥
ভবানাঞ্চ সহস্রস্তু ন দুঃখী জায়তে ক্বচিৎ।
অগ্নিষ্টোমসহস্রেণ যৎফলং তদবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৩
নারী বা কুরুতে যা তু কুমারী বা বরাননে।
বিধবা চ বরাকী বা সাপি তৎফলভাগিনী।
সৌভাগ্যারোগ্যসম্পন্না গৌরীলোকে মহীয়তে
ইতি পঠতি য ইত্থং যঃ শৃণোতি প্রসঙ্গাৎ
সকলকলুষমুক্তঃ পার্ব্বতীলোকমেতি।
মতিমপি চ বিধত্তে যো নরাণাং প্রিয়ার্থং
বিবুধপতিজনানাং লোকগঃ স্যাদমোঘঃ ॥ ১৩৫

অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধরা, চতুর্ভুজা, চন্দ্রশেখরা, সূক্ষ্ম-শ্বেতবসনাবৃতা গৌরীমূর্ত্তি পঞ্চরত্নের সহিত স্থাপন করিবে। এতদ্ব্যতীত "ভবানী দেবী আমার প্রতি প্রীত হউন" এইরূপ সংকল্প করিয়া সুবর্ণভূষিত গোমিথুন এবং শ্বেত বসন সহিত সুবর্ণপাত্র দান করিবে। এই বিধান অনুসারে 'রসকল্যাণিনী' ব্রত করিলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপমুক্ত হওয়া যায়। সে তৎপরে সহস্র সহস্র জন্মেও কদাচ দুঃখী হয় না, পরন্তু এই ব্রতের ফলে সহস্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অয়ি বরাননে! যদি কোন নারী, কোনও কুমারী কিম্বা কোন বিধবা বা অন্তবিধা দুঃখিনী রমণীও এই ব্রত করে,তবে সেও উক্ত প্রকার ফল লাভ করিয়া থাকে। পরে সৌভাগ্যারোগ্যসম্পন্না হইয়া অন্তে গৌরীলোকে যাইয়া বিহার করিতে পারে। যে জন, এই ব্রত-বিধান পাঠ করে, কিম্বা প্রসঙ্গক্রমে শ্রবণ করে, অথবা অপর নরগণকে তাহাদের প্রিয় সাধন কামনায় এই ব্রতাচরণে উপদেশ প্রদান করে, সে সকল পাতকে মুক্ত হইয়া সুরবরগণের বিভিন্ন লোকে দীর্ঘকাল বাস করিয়া পরে পার্ব্বতীলোক প্রাপ্ত হয়; এবং

তথৈবান্যাং প্রবক্ষ্যামি তৃতীয়াং পাপনাশিনীম্
নাম্না চ লোকবিখ্যাতামানন্দকরীমিমাম্ ॥
যদা শুক্লতৃতীয়ায়ামাষাঢ়র্ক্ষং ভবেৎ ক্বচিৎ।
ব্রহ্মর্ক্ষং বাথ চ মঘা হস্তো মূলমথাপি বা ॥১৩৭
দর্ভগন্ধোদকৈঃ স্নানং তদা সম্যক্ সমাচরেৎ।
শুক্লমাল্যাম্বরধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ।
ভবানীমর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা শুক্লপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
মহাদেবঞ্চ সকলমুপবিষ্টং মহাসনে ॥ ১৪০
বাসুদেব্যৈ নমঃ পাদৌ শঙ্করায় নমো হরেঃ।
জঙ্ঘে শোকবিনাশিন্যৈ মানদায় নমঃ প্রভোঃ
রম্ভায়ৈ পূজয়েদূরূ শিবায় চ পিনাকিনঃ।
আনন্দিন্যৈ কটিং দেব্যাঃ শূলিনঃ শূলপাণয়ে।
মাধব্যৈ চ তথা নাভিমথ শম্ভোর্ভবায় বৈ ॥১৪২
স্তনৌ চানন্দকারিণ্যৈ শঙ্করস্যেন্দুধারিণে।
উৎকণ্ঠিন্যৈ নমঃ কণ্ঠং নীলকণ্ঠায় বৈ হরেঃ।
করাবুৎপলধারিণ্যৈ রুদ্রায় জগতঃ প্রভোঃ।

কদাচ তাহার আর সেখান হইতে পতন হয় না। এইরূপ আরও একটী তৃতীয়ার কথা বলিতেছি, উহার নাম অগ্র্যানন্দকরী; উহা লোকে পাপনাশিনী বলিয়া বিখ্যাতা। শুক্লা তৃতীয়ায় যখন পূর্ব্বাষাঢ়া, রোহিণী, মঘা কিম্বা হস্তা অথবা মূলানক্ষত্রের যোগ হইবে, তৎকালে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তদর্থে তখন কুশ-গন্ধোদক দ্বারা যথাবিধানে স্নান করিবে। পরে শুক্ল বসন মাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক "দেবী ভবানী আমার প্রতি প্রীত হউন" এইরূপ সঙ্কল্প সহকারে শুক্ল সুগন্ধি কুসুমসমূহ দ্বারা ভবানীর এবং শক্তি-সমন্বিত মহাদেবের অর্চ্চনা করিবে। ১২৩—১৪০। পদদ্বয়ে "বাসুদেব্যৈ নমঃ", "শঙ্করায় নমঃ"; জঙ্ঘাদ্বয়ে "শোকবিনাশিন্যৈ নমঃ," "মানদায় নমঃ"; উরুদ্বয়ে "রম্ভায়ৈ নমঃ", "শিবায় নমঃ"; কটিতে "আনন্দিন্যৈ নমঃ", "শূলপাণয়ে নমঃ"; নাভিতে "মাধব্যৈ নমঃ", "ভবায় নমঃ"; স্তনদ্বয়ে "আনন্দকারিণ্যৈ নমঃ", "ইন্দুধারিণে নমঃ"; কণ্ঠে "উৎকণ্ঠিন্যৈ নমঃ", "নীলকণ্ঠায় নমঃ"; করদ্বয়ে "উৎপলধারিণ্যৈ নমঃ",

বাহূ চ পরিবর্ত্তিন্যৈ নৃত্যপ্রীতায় বৈ হরেঃ ॥
দেব্যামুখং বিলাসিন্যৈ বৃষভায় পুনর্বিভোঃ।
স্মিতঞ্চ স্মরণীয়ায়ৈ বিশ্ববক্ত্রায় বৈ বিভোঃ ॥
নেত্রে মন্দারবাসিন্যৈ বিশ্বধাম্নে ত্রিশূলিনঃ।
ভ্রুবৌ নৃত্যপ্রিয়ায়ৈ চ শম্ভোর্বৈ পাশশূলিনে ॥
দেব্যা ললাটমিন্দ্রাণ্যৈ বৃষবাহায় বৈ বিভোঃ।
স্বাহায়ৈ মুকুটং দেব্যা বিভোর্গঙ্গাধরায় বৈ ॥
বিশ্বকায়ৌ বিশ্বভুজৌ বিশ্বপাদমুখৌ শিবৌ।
প্রসন্নবরদৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥ ১৪৮
এবং সম্পূজ্য বিধিবদগ্রতঃ শিবয়োঃ পুনঃ।
পদ্মোৎপলানি রজসা নানাবর্ণেন কারয়েৎ।
শঙ্খচক্রে সকটকে স্বস্তিকং শুভকারকম্ ॥১৪৯
যাবন্তঃ পাংশবস্তত্র রজসঃ পতিতা ভুবি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৫০

চত্বারি ঘৃতপাত্রাণি সহিরণ্যানি শক্তিতঃ।
দত্বা দ্বিজায় করকমুদকেন সমন্বিতম্ ॥ ১৫১
প্রতিপক্ষং চতুর্ম্মাসং যাবদেতান্নিবেদয়েৎ ॥১৫২
ততশ্চ চতুরো মাসান্ পূর্ব্ববৎ করকোপরি।
চত্বারি গুড়পাত্রাণি * তিলপাত্রাণ্যনন্তরম্ ॥
গন্ধোদকং পুষ্পবারি চন্দনং কুঙ্কুমোদকম্।
অপক্কং দধি দুগ্ধঞ্চ গোশৃঙ্গোদকমেব চ ॥ ১৫৪
শঙ্খোদকং তথা বারি কুষ্ঠচূর্ণান্বিতং পুনঃ।
উশীরসলিলঞ্চৈব যবচুর্ণোদকং পুনঃ ॥ ১৫৫
তিলোদকঞ্চ সম্প্রাশ্য স্বপেন্মার্গশিরাদিষু।
মাসেষু পক্ষদ্বিতয়ং প্রাশনং সমুদাহৃতম্ ॥ ১৫৬
সর্ব্বত্র শুক্লপুষ্পাণি প্রশস্তানি সদার্চ্চনে।
দানকালে চ সর্ব্বত্র মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ১৫৭
গৌরী মে প্রীয়তাং নিত্যমঘনাশায় মঙ্গলা।
সৌভাগ্যায়াস্তু ললিতা ভবানী সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥

"রুদ্রায় নমঃ"; বাহুদ্বয়ে "পরিবর্ত্তিন্যৈ নমঃ", "নৃত্যপ্রীতায় নমঃ"; মুখে "বিলাসিন্যৈ নমঃ", "বৃষভায় নমঃ"; হাস্তে "স্মরণীয়ায়ৈ নমঃ", "বিশ্ববক্ত্রায় নমঃ"; নেত্রদ্বয়ে "মন্দারবাসিন্যৈ নমঃ", "বিশ্বধাম্নে নমঃ"; ভ্রূদ্বয়ে "নৃত্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ", "পাশশূলিনে নমঃ"; ললাটে "ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ", "বৃষবাহায় নমঃ"; মুকুটে "স্বাহায়ৈ নমঃ", "গঙ্গাধরায় নমঃ"; বলিয়া প্রণবাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া ১৪৮ সংখ্যক মন্ত্রে অঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। মন্ত্রার্থ যথা—"সমগ্র জগৎ যাঁহাদিগের শরীর, যাঁহাদিগের হস্ত দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সমগ্র বিশ্বেই যাঁহাদিগের পাদ বিস্তৃত, যাঁহাদিগের মুখই সমস্ত জগৎ, সেই পরম মঙ্গলময়, সদা সুপ্রসন্ন ও মদীয় অভীষ্টপ্রদ পার্ব্বতী-পরমেশ্বরকে প্রণাম করি।" এই প্রকারে পূজা করিয়া পরে সেই পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের সম্মুখভাগে নানাবর্ণ গুড়িকা দ্বারা বিবিধ পদ্মোৎপলাদি পুষ্প, শঙ্খ, চক্র, বলয়, শুভ লক্ষণসম্পন্ন স্বস্তিকাদি অঙ্কিত করিবে। এই কার্য্যের ফলে ভূতলে যতগুলি ধূলিকণা পতিত হয়, ততসহস্র বর্ষ কাল তাহার শিব-লোকে বাস হয়। ১৪১—১৫০।' অগ্র-হায়ণ মাসে এই ব্রত আরম্ভ করিবে। এক একটী জলপূর্ণ 'করক' প্রদান করিবে। আর প্রথম চারি মাসে এক একটী ঘৃতপূর্ণপাত্র সুবর্ণযুক্ত করিয়া, দ্বিতীয় চারিমাসে এক একটী গুড়পূর্ণ পাত্র সুবর্ণযুক্ত করিয়া এবং তৃতীয় চারিমাসেও এক একটী তিলপূর্ণপাত্র সুবর্ণযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। গন্ধোদক, পুষ্পবারি, চন্দন, কুঙ্কুমোদক, অপক্ক দধি, অপক্ক দুগ্ধ, গোশৃঙ্গোদক, শঙ্খোদক, কুড়-চূর্ণান্বিত জল, উশীর জল, যবচূর্ণোদক, ও তিলোদক, এই দ্বাদশটী দ্রব্য প্রতি মাসে করককে পূর্ণ করিয়া দিতে হয়, এবং প্রতি পক্ষের উক্ত তৃতীয়া তিথিতে কেবলমাত্র তাহাই খাইয়া রাত্রিযাপন করিতে হয়; পূজা-কার্য্যে শুক্ল পুষ্পই সতত প্রশস্ত। ব্রত সম্বন্ধে এইরূপই বিধান উক্ত হইয়াছে। দানকালে প্রতি মাসেই এইমন্ত্র পাঠ করিতে হয়। "গৌরী আমার ব্রতে প্রীত হউন, মঙ্গলা আমার পাপনাশ করুন, ললিতা আমার সৌভাগ্য

---

* 'ঘৃতপাত্রাণী'তি ক্বচিৎ পাঠঃ।

সংবৎসরান্তে লবণং গুড়কুঙ্কুমসংযুতম্।
চন্দনেন যুতং কুম্ভং সহ স্বর্ণাম্বুজেন চ ॥ ১৫৯
উমায়াঃ প্রীতয়ে হৈমং তথদিক্ষুফলৈর্যুতম্।
সাস্তরাবরণাং শয্যাং সবিশ্রামাং নিবেদয়েৎ।
সপত্নীকায় বিপ্রায় গৌরী মে প্রীয়তামিতি ॥
আত্মানন্দকরীং নাম প্রাপ্নুয়াৎ সম্পদং নরঃ।
আয়ুরানন্দসম্পন্নো ন কচিচ্ছোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬১
নারী বা কুরুতে যা তু কুমারী বিধবা তথা।
সাপি তৎফলমাপ্নোতি দেব্যনুগ্রহলালিতা ॥
প্রতিপক্ষমুপোষ্যৈবং মন্ত্রার্চনবিধানতঃ।
রুদ্রাণাং লোকমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥
ইমাং যঃ শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি ভক্তিতঃ।
শক্রলোকং স গত্বা তু পূজ্যতে কল্পসংস্থিতঃ ॥

শঙ্কর উবাচ।

এবংবিধা ভবতি চেন্নারী ব্রতপরায়ণা ॥ ১৬৫
সাবিত্রী তু বরাকী সা তস্যাঃ শাপশ্চ কীদৃশঃ।
ন কাচিদ্গণনা চাস্তি যতস্ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥১৬৬
সা পূর্ব্বস্যাপি বন্দ্যা চ লক্ষ্মীর্বিষ্ণুপ্রতিগ্রহাৎ।
ময়া পূর্ব্বং তবার্থায় দক্ষযজ্ঞশ্চ নাশিতঃ ॥ ১৬৭
লক্ষ্ম্যর্থং বিষ্ণুনা চাপি বারিধির্মথিতঃ পুরা।
আজ্ঞাকরৌ ভবত্যোশ্চ মা কুরুষ্ব ভয়ং কচিৎ ॥
সাবিত্র্যা মাননা কার্য্যা কুপিতায়াঃ প্রসাদনম্।
ময়া চ বিষ্ণুনা চৈব ব্রহ্মণা মানমীপ্সুনা ॥ ১৬৯
গমিষ্যে ব্রহ্মসদনং ত্বঞ্চ তিষ্ঠ বরাননে।
এবমুক্তা গতো রুদ্রো গৌরী তত্র ব্যবস্থিতা ॥
কৃতং যুগং সমগ্রঞ্চ যজ্ঞে তস্মিন্ হুতাশনঃ।
বহংশ্চ হব্যং দেবানাং প্রীণয়ানো জগত্রয়ম্ ॥
ভোজনং দ্বিজমুখ্যেষু ভোগান্ বিদ্যাধরে গণে

বিধান করুন, এবং ভবানী দেবী আমার সর্ব্বকামনা সাধন করুন।” সংবৎসরান্তে কোনও দ্বিজদম্পতিকে অর্চ্চনান্তে উমা দেবীর প্রীতি সাধন মানসে গুড়কুঙ্কুমযুক্ত লবণ, এবং একটী কনককমলান্বিত, চন্দনালিপ্ত ও ইক্ষুদণ্ড ও ফলযুক্ত স্বর্ণকুম্ভ দান করিবে। আর 'গৌরীদেবী আমার প্রতি প্রীত হউন' এই কামনায় আস্তরণ বস্ত্র,মশারি ও বিশ্রামোপাধান (তাকিয়া) যুক্ত একখানি শয্যাও ঐ সঙ্গে দান করিতে হয়। 'আত্মানন্দকরী' নামে খ্যাত এই ব্রত করিলে তাহার ফলে মানব আয়ুষ্মান আরোগ্যবান্ ও সম্পৎশালী হয়; কুত্রাপি তাহার কোনও প্রতিঘাত ঘটে না। কোন নারী, কুমারী কিম্বা বিধবাও যদি এই ব্রত করে, তবে সেও দেবীর অনুগ্রহে লালিত হইয়া উহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হয়। প্রতি পক্ষেই উক্ত তিথিতে মন্ত্র ও অর্চ্চনা-বিধান অনুসারে এই ব্রতাচরণ করিলে রুদ্রলোক লাভ হয়,—যেখান হইতে পুনরায় সংসারে প্রত্যাগমন দুর্লভ। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই ব্রতবিধান স্বয়ং শ্রবণ করে, কিম্বা অপরকে শ্রবণ করায় সেও মরণান্তে শক্রলোকে যাইয়া সসম্মানে কল্পকাল যাবৎ বাস করিতে সমর্থ হয়। ১৫১—১৬৪। শঙ্কর কহিলেন ;—নারী যদি এইরূপ ব্রতরতা হয়, তবে সেই দুর্ভগা সাবিত্রীর অভিশাপে তাহার কোনই ক্ষতি হইবে না। সেই সাবিত্রীর বিষয়ে আর কোন গণনাই করিবার প্রয়োজন নাই। লক্ষ্মী দেবী ত্রৈলোক্যে প্রধানা সুন্দরী, তিনি আমার পূর্ব্বজগণেরও বন্দ্যা, বিশেষতঃ বিষ্ণুর পরিগৃহীতা বলিয়া সমধিক সম্মানার্হা হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমি তোমার জন্য দক্ষযজ্ঞ নাশ করিয়াছিলাম, আর বিষ্ণুও লক্ষ্মীর জন্য সাগর মন্থন করিয়াছিলেন। আমরা উভয়েই তোমাদিগের আজ্ঞাবহ রহিয়াছি ; সুতরাং তুমি কোনপ্রকার ভয় করিওনা। সাবিত্রী দেবী কুপিতা হইয়াছেন, তাঁহার সম্মান করা আমার, বিষ্ণুর কিম্বা সম্মানাভিলাষী ব্রহ্মারও অবশ্য কর্ত্তব্য। অয়ি বরাননে! আমি ব্রহ্মসদনে গমন করি, তুমি এইখানেই অবস্থান কর। রুদ্রদেব এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, গৌরী দেবী সেইখানেই অবস্থিতা রহিলেন।১৬৫—১৭০। অগ্নিদেব সমগ্র সত্যযুগ যাবৎ সেই যজ্ঞের হব্যবহন করিয়া ত্রিজগতের প্রীতি বিধান করিয়াছিলেন। সেই প্রভু

কামাবাপ্তিং মনুষ্যেষু সর্ব্বমেব দদৌ প্রভুঃ ॥
রুদ্রেণোক্তস্তদা বিষ্ণুর্ধর্ম্মাংস্তে ত্বং প্রকীর্ত্তয় ।
গৌরীধর্ম্মান্ সরস্বত্যা ব্রতং যৎ পরিকীর্ত্তিতম্
ইত্যেবমুক্তে রুদ্রেণ বিষ্ণুঃ প্রোবাচ সাদরম্ ।
নাহং ধর্ম্মং খ্যাপয়িষ্যে স্বকীয়ং শঙ্করাধুনা
ভবানাখ্যাতু মাহাত্ম্যং মদীয়ং সুরসত্তম ॥১৭৪
ত্বয়া বৈ কথিতং পূর্ব্বং কৃতে বৈ পাপসংক্ষয়ঃ ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ভবান্ পূতো ভবিষ্যতি

ভীষ্ম উবাচ ।

মধুরা গীর্ভবেৎ কেন ব্রতেন মুনিসত্তম ।
তথৈব জনসৌভাগ্যং মতির্বিদ্যা সুকৌশলম্ ॥
অভেদশ্চাপি দাম্পত্যে সঙ্গো বন্ধুজনেন চ ।
আয়ুশ্চ বিপুলং পুংসাং তন্মে কথয় সত্তম ॥১৭৭

পুলস্ত্য উবাচ ।

সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্ শৃণু সারস্বতং ব্রতম্ ।
যস্য সঙ্কীর্ত্তনে দেব দেবী তুষ্যেৎ সরস্বতী ॥১৭৮
যাবন্তক্তঃ স্তবং কুর্য্যাদেতদ্ব্রতমনুত্তমম্ ।
প্রাথাসরাদৌ সম্পূজ্য দিব্যং স্তবং সমারভেৎ
অথবা রবিবারেণ গ্রহতারাবলেন চ ।
পায়সং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণবাচনম্
শুক্লবস্ত্রাণি দত্ত্বা চ সহিরণ্যানি শক্তিতঃ ।
গায়ত্রীং পূজয়েদ্ভক্ত্যা শুক্লমাল্যানুলেপনৈঃ ॥
যথা ন দেবি ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
ত্বাং পরিত্যজ্য তিষ্ঠেচ্চ তথা ভব বরপ্রদা ॥
বেদশাস্ত্রাণি ধর্ম্মাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥১৮৩
লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টির্জয়া মতিঃ ।
এতাভিঃ পাহি চাষ্টাভির্মূর্ত্তিভির্মাং সরস্বতি ॥
এবং সম্পূজ্য গায়ত্রীং বীণাকমলধারিণীম্ ।
শুক্লপুষ্পাক্ষতৈর্ভক্ত্যা সকমণ্ডলুপুস্তকাম্ ॥

বহ্নিদেব, দ্বিজবরগণের ভোজদ্রব্য, বিদ্যাধরগণের ভোগ্যনিচয় এবং মনুষ্যগণের কাম্য বিষয় সমস্ত দান করিয়াছিলেন। তখন রুদ্রদেব বিষ্ণুকে গৌরী ও সরস্বতীর উপাসনামূলক ব্রতাদি-কীর্ত্তিত ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিতে কহিলে তদুত্তরে বিষ্ণু কহিলেন,—হে শঙ্কর! আমি অধুনা স্বকীয় ধর্ম্ম খ্যাপন করিতে ইচ্ছা করি না। হে সুরসত্তম! আপনিই আমার মাহাত্ম্য-কথা বর্ণন করুন। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, উক্ত ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিলেও পাপক্ষয় হইয়া থাকে; সুতরাং উহা কীর্ত্তন করিয়া আপনিও পবিত্রতা লাভ করিবেন। ১৭১—১৭৫। ভীষ্ম কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! কোন্ ব্রত করিলে বাক্যের মাধুর্য্য জন্মে? আর তদ্রূপ জনসৌভাগ্য, বুদ্ধি, বিদ্যাকৌশল, দাম্পত্যের অবিচ্ছেদ, বন্ধুজনসংসর্গ, এবং জনগণের বিপুল আয়ুঃপ্রাপ্তি হয়, হে মুনিসত্তম! আপনি তাহা আমাকে বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে রাজন্! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন; শুনুন, আমি সারস্বত ব্রত-বিধান বলিতেছি;—যে ব্রতের কীর্ত্তনের ফলেই সরস্বতী দেবী তুষ্ট হইয়া থাকেন। যত কাল এই অনুত্তম ব্রত সমাপ্ত না হয়, তাবৎ দেবীর স্তব করিবে। প্রাতঃকালে গায়ত্রী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া দিব্য স্তব পাঠ করিবে। অথবা গ্রহ তারাদির বলযুক্ত রবিবারে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবে এবং তাঁহাদিগকে পায়স ভোজন করাইবে। আর শক্তি অনুসারে শুক্লমাল্য, শুক্লঅনুলেপন, শুক্ল বসন ও স্বর্ণাভরণাদি উপচার দ্বারা ভক্তি সহকারে গায়ত্রী দেবীকে অর্চ্চনা করিবে। ১৭৬—১৮০। হে দেবি! লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যেমন আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও থাকেন না, আপনি আমার প্রতিও তদ্রূপ বরপ্রদা হউন; অর্থাৎ আমাকে যেন কদাচ পরিত্যাগ করেন না। বেদ, শাস্ত্র, ধর্ম্ম, নৃত্য-গীতাদি যাহা কিছু বিদ্যা তোমার আছে, হে দেবি! আমারও সেই সমস্ত বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ হউক। হে সরস্বতি! লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, জয়া, ও মতি, আপনার এই অষ্টবিধ মূর্ত্তি দ্বারা আমাকে পালন করুন। বীণা-কমলধরা, কমণ্ডলু-পুস্তককরা দেবী গায়ত্রীকে

মৌনব্রতেন ভুঞ্জীত সায়ম্প্রাতশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ১৮৬
পঞ্চম্যাং প্রতিপক্ষঞ্চ গাঞ্চ বিপ্রায় শোভনাম্
তথৈব তণ্ডুলপ্রস্থং ঘৃতপাত্রেণ সংযুতম্ । ১৮৭
ক্ষীরং দদ্যাদ্ধিরণ্যঞ্চ গায়ত্রী প্রীয়তামিতি ।
সন্ধ্যায়াঞ্চ তথা মৌনমেতৎ কুর্ব্বন্ সমাচরেৎ ॥
ন রাত্র্যাং ভোজনং কুর্য্যাদ্ যাবন্মাসাস্ত্রয়োদশ
সমাপ্তে তু ব্রতে দদ্যাদ্ভোজনং শুক্লতণ্ডুলৈঃ ।
দিব্যং বিতানং শয্যাঞ্চ * সিতনেত্রপটান্বিতাম্
চন্দনং বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দধ্যন্নং সুরসং পুনঃ ॥ ১৯০
অথোপদেষ্টারমপি ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্গুরুম্ ।
বিত্তশাঠ্যেন রহিতো বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ ॥
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাৎ সারস্বতং ব্রতম্ ।
সৌভাগ্যমতিযুক্তস্তু সুস্বরকণ্ঠশ্চ জায়তে ।
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৯২
নারী বা কুরুতে যাতু সাপি তৎফলভাগিনী।
ব্রহ্মলোকে বসেদ্রাজন্ যাবৎ কল্পাযুতত্রয়ম্ ।
সারস্বতং ব্রতং যস্তু শৃণুয়াদপি বা পঠেৎ ।
বিদ্যাধরপুরে সোঽপি বসেদব্দাযুতত্রয়ম্ ॥ ১৯৪

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ব্রতাধ্যায়ো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

উক্তপ্রকারে শ্বেতপুষ্পাক্ষতাদি দ্বারা ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া মৌনভাবে সায়ংকালে ভোজন করিবে। প্রতিপক্ষের পঞ্চমীতে এই ব্রত করিতে হয়। ঐ দিন ব্রাহ্মণকে শোভনা গাভী, এক প্রস্থ তণ্ডুল, ঘৃতপাত্র, দুগ্ধ এবং একটু স্বর্ণ 'দেবী গায়ত্রী আমার প্রতি প্রীত হউন' এইরূপ সংকল্প করিয়া দান করিবে। এই কার্য্য করিয়া সেই দিন-রাত্রি মৌন ব্রতেই কাটাইবে। যাবৎ ত্রয়োদশ মাস অতীত না হয়, তাবৎ রাত্রিকালে ভোজন করিবে না। ব্রতসমাপ্তি হইলে ব্রাহ্মণকে শুক্ল তণ্ডুলের ভোজ্য দিবে। একখানি দিব্য বিতান, ও শ্বেত আস্তরণ বসনাদিসহ শয্যা, চন্দন, বস্ত্রযুগল, সুরস দধ্যন্ন, ইত্যাদি উপচার দান দ্বারা ব্রাহ্মণের সন্তোষ সাধন করিবে। অতঃপর উপদেশদাতা গুরুকেও ভক্তি সহকারে কার্পণ্য পরিহারপূর্ব্বক বসন-মাল্যানুলেপন দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। যে মানব এই বিধান অনুসারে এই সারস্বত ব্রত করে, সে সৌভাগ্যবান্ মতিমান ও কলকণ্ঠ হইয়া থাকে। আর সরস্বতার প্রসাদে সে ব্রহ্মলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। আর যদি কোন রমণীও এই ব্রত করে তবে সেও উক্ত প্রকার ফলভাগিনী হয়। অন্তে ব্রহ্মলোকে ত্রি-অযুতকল্প বাস করিতে পারে। যে ব্যক্তি এই সারস্বত ব্রতবিধি শ্রবণ বা পাঠ করে সেও ত্রি-অযুত বৎসর বিদ্যাধর-পুরে বাস করিতে সমর্থ হয়। ১৮১—১৯৪।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২।

* ক্টামিতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ভীষ্ম উবাচ ।

বৈষ্ণবা যে তু বৈ ধর্ম্মা যান্ রুদ্রঃ প্রোক্তবানিহ
তান্মেকথয় বিপ্রেন্দ্র কীদৃশাস্তে ফলন্তু কিম্ ॥১

পুলস্ত্য উবাচ ।

পুরা রথন্তরে কল্পে পরিপৃষ্টো মহাত্মনা ।
মন্দরস্থো মহাদেবঃ পিনাকী ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥ ২
কথমারোগ্যমৈশ্বর্য্যমনন্তমমরেশ্বর ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে—বিপ্রেন্দ্র। পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র যে সকল বৈষ্ণব ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সকল ধর্ম্ম কি প্রকার? তাহার ফলই বা কিরূপ? আপনি তৎ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—পুরাকালে রথন্তর কল্পে একদা মহাত্মা ব্রহ্মা স্বয়ং মন্দর-পর্ব্বতস্থ পিনাকী মহাদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।—হে পরমেশ্বর। নরগণের অল্প তপস্যায় কি

অল্পেন তপসা দেব ভবেন্মোক্ষঃ সদা নৃণাম্ ॥৩
কিং তজ্জ্ঞানং মহাদেব ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ
অল্পকেনাপি তপসা মহাফলমিহোচ্যতাম্ ॥ ৪
ইতি পৃষ্টঃ স বিশ্বাত্মা ব্রহ্মণা লোকভাবনঃ।
উমাপতিরুবাচেদং মনসঃ প্রীতিকারকম্ ॥ ৫

ঈশ্বর উবাচ।

অস্মাদ্রথন্তরাৎ কল্পাদ্ভূয়ো বিংশতিমো যদা।
বারাহো ভবিতা কল্পস্তদা মন্বন্তরে শুভে ॥ ৬
বৈবস্বতাখ্যে সম্প্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্।
দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্ সপ্তবিংশতিমং যদা ॥৭
তস্যান্তে তু মহাতেজা বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
ভারাবতারণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি ॥৮
দ্বৈপায়ন ঋষিস্তত্র রৌহিণেয়োহথ কেশবঃ।
কংসারিঃ কেশিমথনঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ ৯
পুরীং দ্বারবতীং নাম সাম্প্রতং যা কুশস্থলী।
দিব্যানুভাবসংযুক্তামধিবাসায় শার্ঙ্গিনঃ।
স্রষ্টা তদাজ্ঞয়া ব্রহ্মন করিষ্যতি জগৎপতেঃ ॥১০
তস্যাং কদাচিদাসীনঃ সভায়াং সোহমিতদ্যুতিঃ
ভার্য্যাভির্বৃষ্ণিবিশ্বস্তির্ভূরিভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥ ১১
কুরুভির্দেবগন্ধর্বৈরন্বিতঃ কৈটভার্দ্দনঃ।
প্রবৃত্তাসু পুরাণাসু ধর্ম্মসম্বন্ধিনীষু চ ॥ ১২
কথাসু ভীমসেনেন পরিপৃষ্টঃ প্রতাপবান্।
যথা পৃষ্টস্য ধর্ম্মস্য বক্ষ্যত্যস্য চ ভেদদৃক্ ॥ ১৩
ভবিতা স তদা ব্রহ্মন্ কর্ত্তা চৈব বৃকোদরঃ।
প্রবর্ত্তকোঽস্য ধর্ম্মস্য পাণ্ডুস্যুর্ম্মহাবলঃ ॥ ১৪
যস্য তীক্ষ্ণো বৃকো নাম জঠরে হব্যবাহনঃ।
সম্ভাব্যতে সধর্ম্মাত্মা তেন চাসৌ বৃকোদরঃ ॥১৫
অতীব স্বাদশীলশ্চ নাগাযুতবলো মহান্।
ধার্ম্মিকস্যাপ্যশক্তস্য তীব্রাগ্নিত্বাদুপোষণে ॥১৬
ইদং ব্রতমশেষাণাং ব্রতানামধিকং যতঃ।
কথয়িষ্যতি বিশ্বাত্মা বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ॥১৭

প্রকারে নিয়ত আরোগ্য এবং ঐশ্বর্য্য আর অন্তিমে মোক্ষ লাভ হইতে পারে? হে অধোক্ষজ মহাদেব! অল্পমাত্র তপস্যায়ও ইহ লোকে মহাফল হয়, এমন কোন্ ব্রতাদি আছে? তাদৃশ জ্ঞানই বা কি? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা বলুন। লোকভাবন বিশ্বাত্মা উমাপতি, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া এই মনঃপ্রীতিকর সদুত্তর দিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—এই রথ-ন্তর কল্পের পর আবার যখন বিংশ 'বারাহ' কল্প হইবে, তখন যে 'বৈবস্বতা'খ্য সপ্তম মন্ব-ন্তর হইবে, তাহাতে যে সপ্তবিংশ 'দ্বাপর' যুগ হইবে, তাহার অন্তিম ভাগে সপ্তলোকধৃক্ মহাতেজা জনার্দ্দন বাসুদেব বিষ্ণু, ধরাভারা-পহারার্থ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া মূর্ত্তিত্রয় পরিগ্রহ করিবেন। তাঁহাদিগের নাম, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি, রৌহিণেয় বলরাম আর বাসুদেব কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কংসারি, কেশিমথন, কেশব ও ক্লেশ-নাশন নামেও প্রসিদ্ধ। হে ব্রহ্মন্! সেই জগৎপতির বাসের নিমিত্ত স্রষ্টা তাঁহারই আদেশে সম্প্রতি যেস্থান কুশস্থলী বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই স্থানে দিব্যানুভাবভাবিতা দ্বার-বতী নামে প্রখ্যাত পুরী নির্ম্মাণ করিবেন। ১—১০। একদা সেই সভায় অমিতদ্যুতি ভগবান্ কৃষ্ণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তদীয় পত্নীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহি-য়াছেন, ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞকারী সুপণ্ডিত বৃষ্ণি-গণ চারি ধারে যথাযোগ্য আসীন রহিয়া-ছেন; আর কুরুবংশীয়গণ এবং দেব গন্ধ-র্ব্বাদি আরও কতিপয় সভ্যজনে উদ্ভাসিত হইতেছেন, ধর্ম্মবিষয়িণী বিবিধ পুরাণকথার আলোচনা হইতেছে; এমন সময় ভীমসেন এই বিষয়ে প্রতাপবান্ বাসুদেবকে তোমার জিজ্ঞাসিত এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধি প্রযুক্ত প্রশ্ন করিবেন। পরন্তু বৃকোদরের সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ জগদ্গুরু বাসু-দেব এই ধর্ম্মসিদ্ধান্ত বলিবেন। পাণ্ডুতনয় মহাবল ভীমসেনই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। উদরে 'বৃক' নামক তীক্ষ্ণ অগ্নি আছে বলিয়া যিনি জনসমাজে 'বৃকোদর' নামে পরিচিত, সেই ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডুনন্দন স্বাদলুব্ধ, অযুত হস্তিবল-সম্পন্ন এবং মহান্। তিনি ধার্ম্মিক হইয়াও জঠরানলের তীক্ষ্ণতা নিবন্ধনই উপ-

অশেষযজ্ঞফলদমশেষাঘবিনাশনম্।
অশেষদুষ্টশমনমশেষসুরপূজিতম্ ॥ ১৮
পবিত্রাণাং পবিত্রং যন্মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
ভবিষ্যঞ্চ ভবিষ্যাণাং পুরাণানাং পুরাতনম্ ॥

বাসুদেব উবাচ।

যদ্যষ্টমীচতুর্দ্দশ্যোর্দ্বাদশীষু চ ভারত।
অন্যেষপি দিনর্ক্ষেষু ন শক্তস্তমুপোষিতুম্ ॥২০
ততস্তগ্র্যামিমাং ভীম তিথিং পাপপ্রণাশিনীম্
উপোষ্য বিধিনানেন গচ্ছ বিষ্ণোঃ পরং পদম্
মাঘমাসস্ত দশমী যদা শুক্লা ভবেত্তদা।
ঘৃতেনাভ্যঞ্জনং কৃত্বা তিলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥
তথৈব বিষ্ণুমভ্যর্চ্চেৎ নমো নারায়ণায় চ।
কৃষ্ণায় পাদৌ সম্পূজ্য শিরঃ কৃষ্ণাত্মনেতি চ ॥
বৈকুণ্ঠায়েতি বৈ কণ্ঠমুরঃ শ্রীবৎসধারিণে।
শঙ্খিনে গদিনে চৈব চক্রিণে বরদায় বৈ ॥ ২৪
সর্ব্বান্নারায়ণস্যৈবং সংপূজ্যাবাহনক্রমাৎ।
দামোদরায়েত্যুদরং কটিং পঙ্কজনায় বৈ ॥২৫
উরূ সৌভাগ্যনাথায় জানুনী ভূতধারিণে।
নমো নীলায় বৈ জঙ্ঘে পাদৌ বিশ্বভুজে পুনঃ
নমো দেব্যৈ নমঃ শান্ত্যৈ নমো লক্ষ্ম্যৈ নমঃ
শ্রিয়ৈ।
নমস্তুষ্ট্যৈ নমঃ পুষ্ট্যৈ ধৃত্যৈ ব্যুষ্ট্যৈ নমো নমঃ।
নমো বিহঙ্গনাথায় বায়ুবেগায় পক্ষিণে।
বিষপ্রমথনায়েতি গরুড়ঞ্চাভিপূজয়েৎ ॥ ২৮
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দমুমাপতিবিনায়কৌ।
গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈর্ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ২৯
গব্যেন পয়সা সিক্তাং কৃসরামথ পায়সাম্।
সর্পিষা সহ ভুক্ত্বা তু গত্বা স্থানান্তরং পুনঃ ॥৩০
নৈয়গ্রোধং দন্তকাষ্ঠমথবা খাদিরং বুধঃ।
গৃহীত্বা ধাবয়েদ্দন্তানাচান্তঃ প্রাগুদঙ্মুখঃ।

বাসে অসমর্থ। যেহেতু এই ব্রত অশেষ ব্রতের মধ্যে প্রধান, অশেষ যজ্ঞফলপ্রদ, অশেষ পাপনাশক, অশেষ দুষ্টের শান্তি-বিধায়ক, অশেষ সুরপ্রশংসিত, পবিত্রচয় মধ্যে পবিত্র, মঙ্গলসমুদায় মধ্যেও মঙ্গল, ভবিষ্যৎসমূহের মধ্যেও ভবিষ্যৎ স্বরূপ এবং যাহা পুরাতনসমূহের মধ্যেও পুরাতন স্বরূপ, সেই জন্যই বিশ্বাত্মা জগৎপতি বাসুদেব এই ব্রতের বিধান মাহাত্ম্যাদি বর্ণন করিবেন। ১১—১৯। বাসুদেব কহিলেন,—হে ভারত ভীম! তুমি যদি অষ্টমী চতুর্দ্দশী দ্বাদশী প্রভৃতি তিথি নক্ষত্রাদিতে উপবাস করিতে সমর্থ না হও; তবে এই বক্ষ্যমাণ বিধান অনুসারে পাপপ্রণাশিনী শ্রেষ্ঠা মাঘী শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ কর। যখন মাঘ মাসের শুক্লা দশমী হইবে, তখন ঘৃত মাখিয়া তিল দ্বারা স্নান করিবে। পরে 'নমো নারায়ণায়' মন্ত্রে বিষ্ণুকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। যথা পদদ্বয়ে "কৃষ্ণায় নমঃ", মস্তকে "কৃষ্ণাত্মনে নমঃ", কণ্ঠে "বৈকুণ্ঠায় নমঃ", বক্ষঃস্থলে "শ্রীবৎসধারিণে নমঃ", বাম-দিগের উপরের হস্তে "শঙ্খিনে নমঃ," নিম্ন হস্তে "গদিনে নমঃ", দক্ষিণ দিকের উপর হস্তে "চক্রিণে নমঃ, নিম্ন হস্তে "বরদায় নমঃ", যথাবিধানে আবাহনাদিপূর্ব্বক এই ক্রমে অর্চ্চনা করিয়া -উদরে "দামো-দরায় নমঃ," কটিতে "পঙ্কজনায় নমঃ," উরু-দ্বয়ে "সৌভাগ্যনাথায় নমঃ," জানুদ্বয়ে ভূত-ধারণে নমঃ," জঙ্ঘাযুগলে "নীলায় নমঃ," পদদ্বয়ে "বিশ্বভুজে নমঃ," এই বলিয়া পূজা করিয়া পরে "দেব্যৈ নমঃ, শান্ত্যৈ নমঃ, লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, শ্রিয়ৈ নমঃ, তুষ্ট্যৈ নমঃ, পুষ্ট্যৈ নমঃ, ধৃত্যৈ নমঃ, ব্যুষ্ট্যৈ নমঃ",—এই সকল মন্ত্রে উক্তি দেবীগণকে অর্চ্চনা করিবে। পরে "বিহঙ্গনাথায় বায়ুবেগায় পক্ষিণে বিষপ্রমথনায় নমঃ" মন্ত্রে গরুড়কে পূজা করিবে। পরে এইরূপ উমাপতিকে ও বিনা-য়ককেও পূজা করিয়া গন্ধ, মাল্য, ধূপ, নানা-বিধ ভক্ষ্য, গব্যরসসিক্ত কৃশরা, ও ঘৃতসিক্ত পায়স প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপে আহার করিবে। পরে স্থানান্তরে যাইয়া একটু বিশ্রাম করিয়া সায়ন্তন কৃত্য সমাধানের পূর্ব্বে বট বা খদির বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবনপূর্ব্বক আচমনান্তে পূর্ব্বমুখে বা

ক্রমাৎ সায়ন্তনীং কৃত্বা সন্ধ্যামস্তমিতে রবৌ ॥
নমো নারায়ণায়েতি ত্বামহং শরণং গতঃ।
একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য চ কেশবম্ ॥৩২
তাং রাত্রিং সকলাং স্থিত্বা শেষপর্য্যঙ্কশায়িনম্।
সর্পিষা বিশ্বদহনং হুত্বা ব্রাহ্মণপুঙ্গবৈঃ ॥ ৩৩
সহৈব পুণ্ডরীকাক্ষং দ্বাদশ্যাং ক্ষীরভোজনম্।
করিষ্যামি যথাত্মানং নির্ব্বিঘ্নেনাস্তু তচ্চ মে ॥
এবমুক্ত্বা স্বপেদ্ভূমাবিতিহাসকথাং পুনঃ।
শ্রুত্বা প্রভাতে সঞ্জাতে নদীং গত্বা বিশাম্পতে
স্নানং কৃত্বা মুদা তদ্বৎ পাষণ্ডানভিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৬
উপাস্য সন্ধ্যাং বিধিবৎ কৃত্বা চ পিতৃতর্পণ।
প্রণম্য চ হৃষীকেশং শেষপর্য্যঙ্কশায়িনম্ ॥৩৭
গৃহস্য পুরতো ভক্ত্যা মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ।
চতুর্হস্তাং শুভাং কুর্য্যাদ্ বেদীমরিনিষূদন ॥৩৮
চতুর্হস্তপ্রমাণন্তু বিন্যসেৎ তত্র তোরণম্।
মধ্যে চ কলশং তত্র মাষমাত্রেণ সংযুতম্ ॥ ৩৯
ছিদ্রেণ জলসম্পূর্ণমধঃ কৃষ্ণাজিনে স্থিতঃ।
তস্য ধারাঞ্চ শিরসা ধারয়েৎ সকলাং নিশাম্ ॥
ধারাভির্ভূরিভির্ভূরিফলং বেদবিদো বিদুঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ কুরুশ্রেষ্ঠ কারয়েৎ প্রযতো দ্বিজঃ ॥
দক্ষিণে চার্দ্ধচন্দ্রন্তু পশ্চিমে বর্ত্তুলং তথা।
অশ্বত্থপত্রাকারঞ্চ উত্তরেণ তু কারয়েৎ ॥ ৪২
মধ্যে তু পদ্মাকারঞ্চ কারয়েদ্বৈষ্ণবো দ্বিজঃ।
পূর্ব্বতো বেদিকাসংস্থো ন তু যাম্যে চ কল্পয়েৎ ॥ ৪৩
পানীয়ধারাং শিরসি ধারয়েদ্বিষ্ণুতৎপরঃ।
দ্বিতীয়া বেদী দেবস্য তত্র পদ্মং সকর্ণিকম্ ॥৪৪
তস্য মধ্যে স্থিতং দেবং কুর্য্যাদ্বৈ পুরুষোত্তমম্
হস্তমাত্রঞ্চ তৎকুণ্ডং কৃত্বা তত্র ত্রিমেখলম্ ॥ ৪৫

উত্তরমুখে বসিয়া রবি অস্তগামী হইলে পর সান্ধ্যকৃত্য করিয়া পরে প্রার্থনা করিবে। ২০—৩১। "নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া প্রণামান্তে বলিবে,—"আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, আমি একাদশীতে অনাহারে থাকিয়া কেশবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিপ্রবরগণের সহিত সেই দিবারাত্র সম্পূর্ণ অতিবাহিত করিয়া দ্বাদশীতে শেষপর্য্যঙ্কশায়ী সর্ব্বভূতাত্মা পুণ্ডরীকাক্ষ বিশ্বদহনকে ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া সেই বিপ্রবর্গের সহিতই দুগ্ধ ভোজন করিব; যাহাতে এই কার্য্যে আমার কোন প্রকার বিঘ্ন না হয়, অথচ আমার অভিলাষসিদ্ধি হয়, আপনি তাহা করুন।" এই প্রার্থনা করিয়া ভূতলেই শয়ন করিবে এবং ইতিহাসকথা শুনিতে শুনিতেই নিদ্রিত হইবে। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে হে রাজন্! নদীতে যাইয়া সানন্দে স্নান করিবে। অতঃপর পাষণ্ডসংস্রব পরিহার করিবে। পরে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যথাবিধি সন্ধ্যা ও পিতৃতর্পণ করিয়া শেষপর্য্যঙ্কশায়ী হৃষীকেশকে প্রণামপূর্ব্বক বাসভবনের সম্মুখভাগে যত্ন সহকারে একখানি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। হে অরিনিষূদন! তন্মধ্যে একটী চতুর্হস্তপ্রমাণা শুভা বেদি রচনা করিবে, আর চতুর্হস্তপ্রমাণ তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া বেদিতে একখানি কৃষ্ণাজিন বিন্যাস করিয়া তদুপরি একটী মাষপূর্ণ কলস স্থাপন করিবে। জল দ্বারা সেই কলস পূর্ণ করিয়া রাখিবে, কিন্তু জল-নির্গমনার্থ সেই কলসের গাত্রে একটি ছিদ্র করিবে সমস্ত রাত্রি সেই ছিদ্রপথনির্গত ধারা নিজ মস্তকে ধারণ করিবে। বেদবিদ্গণ বহুধারা গ্রহণে বহু ফল হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ব্রতী দ্বিজ, এই জন্য উক্ত ধারা গ্রহণ বিষয়ে সবিশেষ যত্নপরায়ণ হইবেন। ৩২—৪১। দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধচন্দ্র, পশ্চিমে বর্ত্তুল, উত্তর দিকে অশ্বত্থপত্রাকার এবং মধ্যভাগে পদ্মাকার মণ্ডল নির্ম্মাণ করা বৈষ্ণব দ্বিজের পক্ষে বিহিত। বিষ্ণুপরায়ণ ব্রতী মণ্ডপের পূর্ব্ব দিকের বেদিতে থাকিয়াই মস্তক দ্বারা জলধারা গ্রহণ করিবে, পরন্তু দক্ষিণ দিকে থাকিয়া করিবে না। মধ্যভাগে যে দ্বিতীয়া বেদি করা হয়, তন্মধ্যে একটী কর্ণিকা-কেশরাদিযুক্ত পদ্ম রচনা করিবে। দেব পুরুষোত্তমকে তাহারই মধ্যে স্থাপন করিবে। তন্মধ্যে একটী হস্তপ্রমাণ ত্রিমেখ-

যোনিবক্ত্রঃ ততস্তস্মিন ব্রাহ্মণৈর্যবসর্পিষী।
তিলাংশ্চ বিষ্ণুদৈবত্যৈর্মন্ত্রৈরেবানলে হুনেৎ ॥
কৃত্বা তু বৈষ্ণবং সম্যগ্ যাগং তত্র প্রকল্পয়েৎ।
আজ্যধারা মধ্যমে তু কুণ্ডে দদ্যাত্তু যত্নতঃ ॥৪৭
ক্ষীরধারাং দেবদেবে বারিধারাত্মনোপরি।
নিশাবার্দ্ধপ্রমাণাং বৈ ধারামাজ্যস্য পাতয়েৎ।
স্বেচ্ছয়া ক্ষীরজলয়োরবিচ্ছিন্নাঞ্চ শর্ব্বরীম্।
জলকুম্ভান্ যথাশোভং স্থাপয়িত্বা ত্রয়োদশ ॥৪৯
ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈর্যুক্তান সিতবস্ত্রৈরলঙ্কৃতান্।
প্রতানৌদুম্বরৈঃ পাত্রৈঃ পঞ্চরত্নসমন্বিতৈঃ ॥ ৫০
চতুর্ভির্বহ্বৃচৈর্হোমঃ কার্য্যস্তত্র উদঙ্মুখৈঃ।
রুদ্রজাপ্যশ্চতুর্ভিশ্চ যজুর্ব্বেদপরায়ণৈঃ ॥ ৫১
বৈষ্ণবানি চ সামানি চতুর্ভিঃ সামবেদিভিঃ।
এবং দ্বাদশ ৈব বিপ্রান্ বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ ॥
পূজয়েদঙ্গুলীয়ৈশ্চ কটকৈর্হেমসূত্রকৈঃ।
বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥৫৩
উপাধ্যায়স্য চ পুনর্দ্বিগুণং সর্ব্বমেব তু।
এবং ক্ষপাতিবাহ্য বৈ গীতমঙ্গলনিঃস্বনৈঃ ॥৫৪
ততঃ প্রভাতে বিমলে সমুত্থায় ত্রয়োদশ।
গাবো দেয়াঃ কুরুশ্রেষ্ঠ সৌবর্ণশৃঙ্গসংবৃতাঃ ॥৫৫
পয়স্বিন্যঃ শীলবত্যঃ কাংস্যদোহসমন্বিতাঃ।
রৌপ্যখুরাঃ সবৎসাশ্চ চন্দনেনাভিভূষিতাঃ ॥৫৬
তাশ্চ তেষাং ততো দত্ত্বা ভক্ষ্যভোজ্যৈন তর্পিতান্।
কৃত্বা বৈ ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ সূপৈর্নানাবিধৈস্তথা
ভুক্ত্বা চাক্ষারলবণমাত্মনা চ বিসর্জ্জয়েৎ। ৫৭
অনুগম্য পদান্যষ্টৌ পুত্রভার্য্যাসমন্বিতঃ।
প্রীয়তামত্র দেবেশঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥৫৮
এবং গুর্ব্বাজ্ঞয়া কুম্ভান্ গাশ্চৈব শয়নানি চ।

শোষিত যোনি ও মুখাদি সহিত কুম্ভ রচনা করিবে। পরে তাহাতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বিষ্ণুদৈবত্য মন্ত্রে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যব, তিল ও ঘৃত হোম করাইবে। এই ভাবে সেই মধ্যম কুণ্ডে সম্যক্ প্রকারে বৈষ্ণব যাগের অনুষ্ঠান করিবে। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া মধ্যম কুণ্ডে ঘৃতধারা, দেবদেব বিষ্ণুর উপরে দুগ্ধধারা এবং নিজ মস্তকে জলধারা প্রদান করিবে। একটী গোল শিমের অর্দ্ধভাগের ন্যায় স্থূল ধারায় ঘৃত ঢালিতে হয়; কিন্তু দুগ্ধ ও জলের ধারা সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম নাই, ইচ্ছানুসারেই ঢালিতে পারা যায়; কিন্তু সমস্ত ধারাই অবিচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক। শক্তি অনুসারে প্রথম বেদিতে একটী এবং অপরাপর বেদিতে চারিটী করিয়া ১২টী মোট ত্রয়োদশটী জলকলস স্থাপন করিবে; সেই সকল কলসে নানাবিধ ভক্ষ্য, শ্বেত বসন, বিতান, উডুম্বর পাত্র, পঞ্চরত্ন প্রভৃতি স্থাপনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখী চারিজন ঋক্‌বেদী ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম, চারিজন যজুর্ব্বেদী বিপ্র দ্বারা রুদ্রজাপ্য, এবং চারি জন সামবেদী দ্বিজ দ্বারা বৈষ্ণব সাম গান করাইবে। সেই দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে শয্যা বসন মাল্য অনুলেপন কটক হেমসূত্র অঙ্গুলীয়কাদি দ্বারা সন্তোষিত করিবে। এই কার্য্যে কৃপণতা সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে।৪২—৫৩। গুরুকে উক্ত সমস্ত উপচারই দ্বিগুণ করিয়া দিতে হয়। তার পর গীত ও মঙ্গল-বাদ্যাদি সহকারে রাত্রি অতিবাহিত করিবে। পরদিন বিমল প্রাতঃকালে উত্থানপূর্ব্বক ত্রয়োদশটী গাভী উক্ত ত্রয়োদশ বিপ্রকে দান করিবে। হে কুরুবর! সেই সমস্ত গাভী পয়স্বিনী সুশীলা, সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গী ও রৌপ্যভূষিতখুরা, চন্দনলিপ্তগাত্রা, কাংস্যদোহনপাত্রযুক্তা ও সবৎসা হওয়া আবশ্যক। সেই সকল গাভী দান করিয়া পরে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য সূপ দ্বারা তাঁহাদিগকে তর্পিত করিয়া স্বয়ং অক্ষারলবণাহারপূর্ব্বক স্বয়ংই পত্নী পুত্রাদি পরিজনগণ সহ প্রণামাদি দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে। তৎকালে অষ্টপদ তাঁহাদিগের অনুগমন করা বিধেয়। ঐ সমস্ত দানকালে "আমার এই কার্য্যে ভগবান্ ক্লেশনাশন, দেবেশ কেশব প্রীত হউন" এই প্রকার সংকল্প করিতে হয়। গুরুর অনুমতি

বাসাংসি চৈব সর্ব্বেষাং গৃহাণি প্রাপয়েদ্বুধঃ ॥
অভাবে বহুশয্যানামেকামপি সুসংস্কৃতাম্।
শয্যাং দদ্যাদ্গৃহী ভীম সর্ব্বোপস্করসংযুতাম্ ॥
ইতিহাসপুরাণানি বাচয়িত্বা তু বাহয়েৎ।
তদ্দিনং কুরুশার্দ্দূল য ইচ্ছেদ্বিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥৬১
তস্মাত্ত্বং সমাস্থায় ভীমসেন বিমৎসরঃ।
কুরু ব্রতমিদং সম্যক্ স্নেহাদ্গুহ্যং ময়োদিতম্ ॥
ত্বয়া কৃতমিদং বীর ত্বন্নাম্না চ ভবিষ্যতি ॥ ৬৩
সা ভীমদ্বাদশী হ্যেষা সর্ব্বপাপহরা শুভা।
যা তু কল্যাণিনী নাম পুরাকল্পেষু পঠ্যতে ॥ ৬৪

ত্বং চাদিকর্ত্তা ভব শৌকরেঽস্মিন্
কল্পে মহাবীরবরপ্রধান।
যস্যাঃ স্মৃতেঃ কীর্ত্তনতোঽপ্যশেষং
পাপং প্রনষ্টং ত্রিদশাধিপস্য ॥ ৬৫
দৃষ্ট্বা চ তামপ্সরসামভীষ্টাং
বৈশ্যা কৃতামন্যভবান্তরেষু।

জাতাথ সা বৈশ্যকুলোদ্ভবাপি
পুলোমকন্যা পুরুহূতপত্নী ॥ ৬৬
তত্রাপি তস্যাঃ পরিচারিকেয়ং
মম প্রিয়া সম্প্রতি সত্যভামা।
কৃতং পুরা মুঙ্গলমেতদেব
দ্বিজাত্মজা বেদবতী বভূব ॥ ৬৭
অস্যাঞ্চ কল্যাণতিথৌ বিবস্বান্
সহস্রধারেণ সহস্ররশ্মিঃ।
স্নাতঃ পুরা মণ্ডলমেত্য তস্ম-
স্তেজোময়ং খেটপতির্বভূব ॥ ৬৮
ইদমেব কৃতং মহেন্দ্রমুখ্যৈ-
র্বহুভির্দেবসুরারিকোটিভিশ্চ।
ফলমস্যেহ ন শক্যতে হি বক্তুং
যদি জিহ্বাযুতকোটয়ো মুখে স্যুঃ ॥ ৬৯
কলিকলুষবিদারিণীমনন্তা-
মপি কথয়িষ্যতি যাদবেন্দ্রসূনুঃ।
অথ নরকগতান্ পিতৄনথৈষা
হ্যলমুদ্ধর্ত্তুমিহৈব যঃ করোতি ॥ ৭০

অনুসারে এই প্রকার কার্য্য সমস্ত করিয়া পরে সেই ত্রয়োদশটী কুম্ভ, গাভী এবং শয্যা, বসনাদি উপচারনিচয় উক্ত ঋত্বিগ্গণের গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে। হে ভীম! গৃহী মানব, অভাব পক্ষে বহু শয্যা দানে অসমর্থ হইলে সর্ব্বোপকরণযুক্তা সুসংস্কৃতা একখানি শয্যাও দান করিবে। হে কুরুশার্দ্দূল! যিনি বিপুলা লক্ষ্মী কামনা করেন তিনি সেই দিন ইতিহাস পুরাণাদি পাঠ করাইয়া অতিবাহিত করিবেন॥ ৫৪—৬১। হে ভীমসেন! অতএব তুমিও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিমৎসর মনে এই ব্রতানুষ্ঠান কর। আমি তোমাকে স্নেহবশেই এই গোপনীয় ব্রতবিবরণ কহিলাম। হে বীর! তুমি এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে পর ভূতলে ইহা তোমার নামেই ভীমদ্বাদশী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে। এই ভীমদ্বাদশী শুভা সর্ব্বপাপহরা এবং পুরা কল্পে ইহা "কল্যাণিনী" নামেই শাস্ত্রে পঠিত হইয়াছে। যাহার স্মরণে এবং কীর্ত্তনে ত্রিদশপতির অশেষ বাধা প্রনষ্ট হইয়াছিল, হে মহাবীরবরপ্রধান! এই বরাহ কল্পে সেই ব্রতের তুমিই আদিকর্ত্তা হও। পূর্ব্বে কোনও বৈশ্যকন্যা অপ্সরোগণের প্রিয়তর এই ব্রত করিতে দেখিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাহারই ফলে সে জন্মান্তরে পুলোম-দানবের কন্যা ইন্দ্রাণী হইয়াছে। আর সেই বৈশ্যবালার সঙ্গে তৎকালে যে পরিচারিকা ছিল, সে এই আমার প্রিয়া পত্নী সত্যভামা হইয়াছেন। দ্বিজাত্মজা বেদবতী এই ব্রত করিয়াই তাদৃক্ তেজস্বিনী হইয়াছিলেন। বিবস্বান্ দেব, পূর্ব্বে এই কল্যাণ তিথিতে সহস্র ধারায় স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া সহস্ররশ্মি তেজোময় মণ্ডলাকার প্রাপ্ত এবং আকাশচারীদিগের পতিত্বলাভ করিয়াছেন। মহেন্দ্র প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য বহু কোটি সুরাসুর, পূর্ব্বে এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মুখে যদি অযুত-কোটি জিহ্বাও হয় তথাপি ইহার সম্যক ফল কীর্ত্তন করিতে পারা যায় না। কলিকলুষবিদারিণী অনন্ত ফলদায়িনী এই কল্যাণিনী তিথির মাহাত্ম্য, যাদবেন্দ্রনন্দন ভগবান কৃষ্ণ বর্ণন করিবেন।

ইদমনঘ শৃণোতি যশ্চ ভক্ত্যা
পরিপঠতীহ পরোপকারহেতোঃ ।
ইহ পঙ্কজনাভভক্তিমান্ ভবে-
দথ শক্রস্য স পূজ্যতামুপৈতি ॥ ১১
কল্যাণিনী নাম পুরা বিসর্গে
যা দ্বাদশী মাঘসিতেহস্তিপূজ্যা ।
সা পাণ্ডুপুত্রেণ কৃতা ভবিষ্য-
ত্যনন্তপুণ্যানঘ ভীমপূর্ব্বা ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ ।

বর্ণাশ্রমাণাং প্রভবঃ পুরাণেষু ময়া শ্রুতঃ ।
সদাচারশ্চ ভগবন্ ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গবিস্তরৈঃ ॥ ১৩
পণ্যস্ত্রীণাং সমাচারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

তস্মিন্নেব পুরে ব্রহ্মন্ সহস্রাণি তু ষোড়শ ।
বাসুদেবস্য নারীণাং ভবিষ্যন্ত্যম্বুজোদ্ভব ॥
তাভির্বসন্তসময়ে কোকিলালিকুলাকুলে ।
পুষ্পিতোপবনে ফুল্লকহ্লারসরসস্তটে ॥ ১৬
নির্ভরং সহ পত্নীভিঃ প্রশস্তাভিরলঙ্কৃতঃ ।
রমযিষ্যতি বিশ্বাত্মা কৃষ্ণো যদুকুলোদ্বহঃ ॥ ১৭
সুরক্তনয়নঃ শ্রীমান্ মালতীকৃতশেখরঃ ।
গচ্ছন্ সমীপমার্গেণ শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥ ১৮
সাক্ষাৎ কন্দর্পরূপেণ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ।
অনঙ্গশরতপ্তাভিঃ সাভিলাষমবেক্ষিতঃ ॥ ১৯
প্রবৃদ্ধো মন্মথস্তাসাং ভবিষ্যতি যদাত্মনি ।
তদবেক্ষ্য জগন্নাথঃ সর্ব্বজ্ঞো ধ্যানচক্ষুষা ।
স্বয়ং প্রশপ্স্যতি তা যো হরিষ্যন্তি দস্যবঃ ॥ ২০
অপরোক্ষং যতস্ত্বেবং প্রিয়মেতদ্বিচিন্তিতম্ ।
ততঃ প্রসাদিতো দেব ইদং বক্ষ্যতি শার্ঙ্গভৃৎ ।
তাভিঃ শাপাভিতপ্তাভির্ভগবান্ ভূতভাবনঃ* ।
উপদেক্ষ্যত্যনন্তাত্মা ভাবিকল্যাণকারকম্ ॥ ২১
ভবতীনামৃষির্দাল্ভ্যো যদ্ব্রতং কথয়িষ্যতি ।

যে জন ইহলোকে এই ব্রতাচরণ করে, এই কল্যাণিনী তাহার পিতৃগণকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে; সন্দেহ নাই। হে অনঘ! যে জন এই ব্রত-বিধান পাঠ করে, শ্রবণ করে কিম্বা পরোপকার সাধনার্থ অপরকে উপদেশ করে, সে ইহলোকে বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া অন্তিমে ইন্দ্রলোকে যাইয়া ইন্দ্রকৃতা পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে অনঘ ব্রহ্মন্! পূর্ব্ব কল্পে কল্যাণিনী নামে যে একাদশী সম্মানিত হইত, ভবিষ্যৎকালে সেই তিথিই পাণ্ডুপুত্র ভীম দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া অনন্ত পুণ্যদা 'ভৈম্যেকাদশী' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। ৬২—১২। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবন্! বর্ণাশ্রমসমূহের উৎপত্তি এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি সহ সদাচার ও আমি পুরাণোপাখ্যানে শুনিয়াছি, এক্ষণে গ্রাম্য স্ত্রীগণের সমাচার যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বর কহিলেন,—ব্রহ্মন্! পূর্ব্বোক্ত পুরী মধ্যে বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র পত্নী বাস করিতেন। একদা বসন্ত কালে কোকিল ও অলিকুলে সমাকুল কুসুমিত কাননে এবং ফুল্ল কহ্লার-যুত সরসীতটে মালতীকৃতশেখর যদুকুলধুরন্ধর কৃষ্ণাক্ষ শ্রীমান্ বিশ্বাত্মা কৃষ্ণ অলঙ্কৃত হইয়া সেই সকল পত্নীর সহিত নির্ভর ভাবে রমণ করিবেন। তৎকালে সাক্ষাৎ কন্দর্পসদৃশ সর্ব্বাভরণভূষিত, জাম্ববতীসুত শাম্ব তাঁহাদের নিকট দিয়া গমন করিলে কামশর-তাড়িত কৃষ্ণকামিনীগণ তাঁহার প্রতি সকাম দৃষ্টি অর্পণ করিবেন। তাঁহাদের অন্তরে মন্মথানল জ্বলিয়া উঠিবে। সর্ব্বজ্ঞ জগন্নাথ জ্ঞাননেত্রে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিবেন,—যে হেতু মনে মনে তোমরা এই প্রিয়জনকে চিন্তা করিতেছ, অতএব দস্যুগণ তোমাদিগকে হরণ করিয়া লইবে। অনন্তর সেই শাপাভিতপ্ত পত্নীগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া ভূতভাবন ভগবান্ অনন্তাত্মা শার্ঙ্গধারী হরি তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন যে, দাল্ভ্য ঋষি তোমাদিগকে যে 'ব্রতোপদেশ'

* অতঃপরম্—'উত্তরাশ্রিতদাশানামুদ্ধর্ত্তা ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ।' ইত্যয়মধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

ইত্যুক্ত্বা তাঃ পরিত্যজ্য গতোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ ॥
ততঃ কালেন মহতা ভারাবতরণে কৃতে।
নিবৃত্তে মৌষলে তদ্বৎ কেশবে দিবমাগতে ॥৮৪
শূন্যে যদুকুলে সর্ব্বে চৌরৈরপি জিতেঽর্জ্জুনে।
হৃতাসু কৃষ্ণপত্নীষু দাশভোগ্যাসু চার্ব্বুদে ॥৮৫
তিষ্ঠন্তীষু চ দৌর্গত্যসন্তপ্তাসু চতুর্ম্মুখ।
আগমিষ্যতি যোগাত্মা দাল্‌ভ্যো নাম মহাতপাঃ
তাস্তমর্ঘ্যেণ সম্পূজ্য প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ।
লালপ্যমানা বহুশো বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ ॥৮৭
স্মরন্ত্যো বিবিধান্ ভোগান্ দিব্য-
মাল্যানুলেপনান্।
ভর্ত্তারং জগতামীশমনন্তমপরাজিতম্ ॥ ৮৮
দিব্যানুভাবাঞ্চ পুরীং নানারত্নগৃহাণি চ।
দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বান্ দেবরূপান্ কুমারকান্ ॥৮৯
প্রশ্নমেতং করিষ্যন্তি মুনেরভিমুখং স্থিতাঃ ॥ ৯০
দস্যুভির্ভগবন্ সর্ব্বাঃ পরিভুক্তা বয়ং বলাৎ।
স্বধর্ম্মশ্চাবিতোঽস্মাকমস্মিন্নঃ শরণং ভবান্ ॥৯১
আদিষ্টোঽসি পুরা ব্রহ্মন্ কেশবেন চ ধীমতা।
কস্মাদীশেন সংযোগং প্রাপ্য বেশ্যাত্বমাগতাঃ
বেশ্যানামপি যো ধর্ম্মস্তং নো ব্রূহি তপোধন।
কথয়িষ্যেঽত্র দত্তাসাং যদ্দাল্‌ভ্যশ্চৈকিতায়নঃ ॥

দাল্‌ভ্য উবাচ।

জলক্রীড়াবিহারেষু পুরা সরসি মানসে।
ভবতীনাং সগর্ব্বাণাং নারদোঽভ্যাসমাগতঃ ॥
হুতাশনসুতাঃ সর্ব্বা ভবত্যোঽপ্সরসঃ পুরা।
অপ্রণম্যাবলেপেন পরিপৃষ্টঃ স যোগবিৎ ॥ ৯৫
কথং নারায়ণোঽস্মাকং ভর্ত্তা স্যাদিত্যুপাদিশ
তস্মাদ্বরপ্রদানঞ্চ শাপশ্চায়মভূৎ পুরা ॥ ৯৬
শয্যাদ্বয়প্রদানেন মধুমাধবমাসয়োঃ।
সুবর্ণোপস্করোৎসঙ্গং দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষতঃ।

করিবেন, তাহাই ভবিষ্যতে তোমাদের মঙ্গলাবহ হইবে। ভগবান্ হরি এই কথা কহিয়া সেই সকল পত্নীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর বহুকাল পরে মৌষল ব্যাপার নিবৃত্ত, ভারাবতারণ সাধিত, কেশব স্বর্গগত, যদুকুল শূন্য, চোরগণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুন পরাজিত, এবং কৃষ্ণপত্নীগণ হৃত ও দাসজনভোগ্য হইয়া অর্ব্বুদাচলে অবস্থানপূর্ব্বক দুরবস্থায় সন্তপ্ত হইলে, মহাতপা যোগাত্মা দাল্‌ভ্য ঋষি আগমন করিবেন। তখন সেই কৃষ্ণপত্নীগণ তাঁহাকে অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করিয়া বারম্বার প্রণিপাতপূর্ব্বক আপনাদের পূর্ব্বতন দিব্য মাল্যানুলেপনাদি বিবিধ ভোগসুখ, অপরাজিত জগদীশ ভর্ত্তা, অনন্ত দিব্যানুভাবা দ্বারকা পুরী, নানা রত্নপূর্ণ গৃহাবলী এবং দ্বারকাবাসী দেবরূপী কুমারগণকে স্মরণ করিয়া বহুক্ষণ বিলাপ করিবে, এবং তৎপরে মুনির অভিমুখে অবস্থিত হইয়া এইরূপ প্রশ্ন করিবে—ভগবন্! দস্যুগণ আমাদিগের সকলকেই বলপূর্ব্বক উপভোগ করিয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে ধীমান্ কেশবও আপনাকেই আমাদের উপদেষ্টা বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। কেন আমরা ভগবানের সহিত সঙ্গত হইয়াও এক্ষণে বেশ্যাত্ব প্রাপ্ত হইলাম? হে তপোধন! বেশ্যাগণের যে ধর্ম্ম আছে, তাহা আমাদের নিকট বলুন। চৈকিতায়ন দাল্‌ভ্য বলিবেন—আমি বলিতেছি, এই বলিয়া তাহাদের নিকট আমূল সকল ঘটনাই বিবৃত করিবেন। দাল্‌ভ্য ঋষির তাৎকালিক কথা এই যে, পূর্ব্বকালে মানস সরোবরে তোমরা সগর্ব্বে জলক্রীড়া করিতেছিলে; নারদ মুনি এই সময় তোমাদের নিকট আগমন করেন। তোমরা সকলেই হুতাশনসুতা অপ্সরা ছিলে। কিন্তু তৎকালে যোগবিৎ নারদ মুনিকে গর্ব্ব-ভরে প্রণাম না করিয়াই তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে যে, কিরূপে নারায়ণ দেব আমাদের পতি হইতে পারেন, তাহা আপনি উপদেশ করুন। তোমাদের ঐরূপ অবিনয়-জিজ্ঞাসা হেতুই শাপ এবং বর প্রদান হইয়াছিল। ৭৩—৯৬। নারদ বলিয়াছিলেন,—মধু এবং

ভর্ত্তা নারায়ণো নূনং ভবিষ্যত্যন্তজন্মনি ॥ ৯৭
যদকৃত্বা প্রণামং মে রূপসৌভাগ্যমৎসরাৎ।
পরিপৃষ্টোঽস্মি তেনাশু বিয়োগো বো
ভবিষ্যতি ॥৯৮
চৌরৈরপহৃতাঃ সর্ব্বা বেশ্যা ত্বং সমবাপ্স্যথ ॥৯৯
এবং নারদশাপেন কেশবস্য চ শাপতঃ।
বেশ্যাত্বমাগতাঃ সর্ব্বা ভবত্যঃ কামমোহিতাঃ ॥
ইদানীমপি যদ্বক্ষ্যে তচ্ছৃণুধ্বং বরাঙ্গনাঃ ॥১০১
পুরা দৈবাসুরে যুদ্ধে হতেষু শতশঃ সুরৈঃ।
দানবাসুরদৈত্যেষু রাক্ষসেষু ততস্ততঃ ॥ ১০২
তেষাং দারসহস্রাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
পরিণীতানি যানি স্যুর্বলাদ্ভুক্তানি যানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি দেবেশঃ প্রোবাচ বদতাং বরঃ ॥
বেশ্যাধর্ম্মেণ বর্ত্তধ্বমধুনা নৃপমন্দিরে।
ভক্তিমত্যো বরারোহাস্তথা দেবকুলেষু চ ॥
রাজতঃ স্বামিনশ্চাপি জীবিকাঞ্চ প্রলপ্স্যথ।
ভবিষ্যতি চ সৌভাগ্যং সর্ব্বাসামপি শক্তিতঃ।
যঃ কশ্চিচ্ছুল্কমাদায় গৃহমেষ্যতি বঃ সদা।
নিশ্ছদ্মনৈবোপচর্য্যঃ প্রীতিভাবৈরদাম্ভিকৈঃ।
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ পুণ্যেঽহ্নি সমুপস্থিতে।
গোভূহিরণ্যধান্যানি প্রদেয়ানি চ শক্তিতঃ ॥
যদ্ব্রতঞ্চোপদেক্ষ্যামি তৎকুরুধ্বঞ্চ সর্ব্বশঃ।
সংসারোত্তারণায়ালমেতদ্বেদবিদো বিদুঃ ॥
যদা সূর্য্যদিনে হস্তঃ পুষ্যো বাথ পুনর্ব্বসুঃ।
ভবেৎ সর্ব্বৌষধিস্নানং সম্যক্ নারী সমাচরেৎ
তদা পঞ্চশরাত্মা তু হরিঃ সন্নিধিমেষ্যতি।
অর্চ্চয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষমনঙ্গস্যাম্নকীর্ত্তনৈঃ ॥১১১
কামায় পাদৌ সম্পূজ্য জঙ্ঘে বৈ মোহকারিণে
মেঢ্রং কন্দর্পনিধয়ে কটিং প্রীতিমতে নমঃ।
নাভিং সৌখ্যসমুদ্রায় বামনায় তথোদরম্।
হৃদয়ং হৃদয়েশায় স্তনাবাহ্লাদকারিণে ॥ ১১২

মাধব মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে সুবর্ণোপস্করযুক্ত দুইটী শয্যা প্রদান করিলে নারায়ণ দেব নিশ্চয় জন্মান্তরে তোমাদের ভর্ত্তা হইবেন। কিন্তু রূপ সৌভাগ্য ও মাৎসর্য্য বশতঃ তোমরা আমাকে প্রণাম না করিয়া আমার নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছ, সে জন্য সত্বর তাঁহার সহিত তোমাদের বিয়োগ ঘটনা হইবে। চোরগণ তোমাদের সকলকেই অপহরণ করিবে, তখন হইতে তোমরা সকলে বেশ্যাত্ব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে নারদ এবং কেশব উভয়েরই শাপে তোমরা কামমোহিতা বেশ্যা হইবে। হে বরাঙ্গনাগণ! এক্ষণে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণ কর্ত্তৃক শত শত দৈত্য দানব অসুর ও রাক্ষস নিহত হইলে, তাহাদের শত সহস্র রমণী বলপূর্ব্বক ভুক্ত ও পরিণীত হইয়াছিল। তখন দেবেশ বক্তৃবর ইন্দ্র তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, অধুনা তোমরা রাজভবনে বেশ্যাধর্ম্মে এবং দেবকুলে ভক্তি সহকারে বর্ত্তমানপূর্ব্বক স্বামী এবং রাজার নিকট হইতে জীবিকা লাভ করিবে। শক্তি অনুসারে তোমাদের সকলেরই ইহাতে সৌভাগ্য হইবে। যে কেহ শুল্ক লইয়া তোমাদের গৃহে আগমন করিবে, তোমরা অকপট ভাবে প্রীতিপূর্ব্বক তাহার সেবা করিবে। দেব ও পিতৃগণের পুণ্যাহ উপস্থিত হইলে গো, ভূমি, হিরণ্য এবং ধান্য যথাশক্তি দান করিবে। আমি তোমাদিগকে যে ব্রত উপদেশ করিতেছি, তাহা তোমরা সর্ব্ব প্রকারে আচরণ কর। বেদবিদ্‌গণ বলেন, সংসারোদ্ধারের নিমিত্ত এইরূপ ব্রতই শ্রেষ্ঠ। ৯৭—১০৮। যৎকালে রবিবারে হস্তা, পুষ্যা, বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইবে, নারী জন তৎকালে সর্ব্বৌষধি-স্নান করিবে, ঐ সময় পঞ্চশরাত্মা হরি সন্নিহিত হইয়া থাকেন। তখন অনঙ্গ দেবের নামনিচয় কীর্ত্তন করিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ দেবের অর্চ্চনা করিবে।—তাঁহার পাদযুগে কামকে, জঙ্ঘায় মোহকারীকে, মেঢ্রে কন্দর্পনিধিকে, কটিতে প্রীতিমান্‌কে, নাভিতে সৌখ্যসমুদ্রকে, উদরে বামনকে, হৃদয়ে হৃদয়েশকে, স্তনযুগে

উৎকণ্ঠায়েতি বৈ কণ্ঠমাস্যমানন্দকারিণে।
বামাংসং পুষ্পচাপায় পুষ্পবাণায় দক্ষিণম্ ॥ ১১৩
মানসায়েতি বৈ মৌলিং বিলোলায়েতি মূর্দ্ধজম্
সর্ব্বাত্মনে শিরস্তদ্বদ্দেবদেবস্য পূজয়েৎ ॥ ১১৪
নমঃ শিবায় শান্তায় পাশাঙ্কুশধরায় চ।
গদিনে পীতবস্ত্রায় শঙ্খচক্রকরায় চ।
নমো নারায়ণায়েতি কামদেবাত্মনে নমঃ ॥ ১১৫
নমঃ শান্ত্যৈ নমঃ প্রীত্যৈ নমো রত্যৈ নমঃ শ্রিয়ৈ।
নমঃ পুষ্ট্যৈ নমস্তুষ্ট্যৈ নমঃ সর্ব্বার্থসম্পদে ॥ ১১৬
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দমনঙ্গাত্মকমীশ্বরম্।
গন্ধমাল্যৈস্তথা ধূপৈর্নৈবেদ্যেন চ ভামিনী ॥১১৭
ততঃ আহূয় ধর্ম্মজ্ঞং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্
অব্যঙ্গমথ সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পার্চ্চনাদিভিঃ ॥১১৮
শালেয়তণ্ডুলপ্রস্থং ঘৃতপাত্রেণ সংযুতম্।
তস্মৈ বিপ্রায় বৈ দদ্যান্মাধবঃ প্রীয়তামিতি ॥
যথেষ্টাহারসন্তুষ্টমেনং দ্বিজমনুত্তমম্।
রত্যর্থং কামদেবোঽয়মিতি চিত্তে চ ধারয়েৎ ॥

যদ্যদিচ্ছতি বিপ্রেন্দ্রস্তত্তৎ কুর্য্যাদ্বিলাসিনী।
সর্ব্বভাবেন চাত্মানমর্পয়েৎ স্মিতভাষিণী ॥ ১২১
এবমাদিত্যবারেণ সর্ব্বমেতৎ সমাচরেৎ।
তণ্ডুলপ্রস্থদানঞ্চ যাবন্মাসাস্ত্রয়োদশ ॥ ১২২
ততস্ত্রয়োদশে মাসি সম্প্রাপ্তে চাস্য ভামিনী।
বিপ্রস্যোপস্করৈর্যুক্তাং শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম্
সোপধানাং সবিস্তাসাং স্বাস্তরাবরণাং শুভাম্।
দীপিকোপানহচ্ছত্র-পাদুকাসনসংযুতাম্ ॥ ১২৪
সপত্নীকমলঙ্কৃত্য হেমসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ।
সূক্ষ্মবস্ত্রৈঃ সকটকৈর্ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ ॥১২৫
কামদেবং সপত্নীকং গুড়কুম্ভোপরিস্থিতম্।
তাম্রপাত্রাসনগতং হেমনেত্রপটাবৃতম্ ॥ ১২৬
সকাংস্যভাজনোপেতমিক্ষুদণ্ডসমন্বিতম্।
দদ্যাদনেন মন্ত্রেণ তথৈকাং গাং পয়স্বিনীম্ ॥
যথান্তরং ন পশ্যামি কামকেশবয়োঃ সদা।
তথৈব সর্ব্বকামাপ্তিরস্তু বিপ্র সদা মম ॥ ১২৮
তথা চ কাঞ্চনং দেবং প্রতিগৃহ্য দ্বিজোত্তমঃ।

আহ্লাদকারীকে, কণ্ঠে উৎকণ্ঠকে, আননে আনন্দকারীকে, বামস্কন্ধে পুষ্পচাপকে, দক্ষিণস্কন্ধে পুষ্পবাণকে, ললাটে মানসকে মূর্দ্ধজে বিলোলক এবং মস্তকে সর্ব্বাত্মাকে 'নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। বলিবে—শিব শান্ত, পাশাঙ্কুশধর, গদাপাণি, পীতবসন, শঙ্খচক্রধর, নারায়ণ কামদেবাত্মাকে নমস্কার নমস্কার। শান্তি, প্রীতি, রতি, শ্রী, পুষ্টি, তুষ্টি ও সর্ব্বার্থসম্পত্তিকে 'নমো নমঃ' বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে অনঙ্গাত্মক ঈশ গোবিন্দকে গন্ধ মাল্য, ধূপ ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিয়া পরে অবিকলাঙ্গ ধর্ম্মজ্ঞ বেদপারগ ব্রাহ্মণকে আহ্বানপূর্ব্বক গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক 'মাধব প্রীত হউন' এই বলিয়া তাঁহাকে ঘৃতপাত্রযুত শালি-তণ্ডুলপ্রস্থ দান করিবে। পরে রতির নিমিত্ত যথেষ্ট আহারে প্রীত সেই অনুত্তম বিপ্রকে 'ইনিই কামদেব' এইরূপ মনে অবধারণ করিবে। অনন্তর সেই বিপ্রেন্দ্র যাহা যাহা ইচ্ছা করিবেন, বিলাসিনী নারী তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিবে এবং সস্মিতবদনে সর্ব্বভাবেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবে। এইরূপে আদিত্যবারে এই সকল কার্য্য আচরণ করিতে হইবে। ত্রয়োদশ মাস পর্য্যন্ত তণ্ডুলপ্রস্থ দান করিবে।১০৯—১২২। ত্রয়োদশ মাসে বিচক্ষণা ব্রতকারিণী উক্ত বিপ্রকে উপস্কর, উপধান, বিস্তাস, শুভ সুন্দর আস্তরণ, দীপিকা, উপানহ, ছত্র, পাদুকা ও আসনযুক্ত শয্যা দান করিবে। পরে গুড়কুম্ভোপরিস্থিত সপত্নীক কামদেবকে হেমসূত্র, অঙ্গুরীয়ক, সূক্ষ্ম বস্ত্র, কটক, ধূপ, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা অলঙ্কৃত এবং তাম্রপাত্রাসনগত ও হেমনেত্রপটাবৃত করিয়া কাংস্যপাত্র ও ইক্ষুদণ্ড সহ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বিপ্রকে দান করিবে এবং একটী পয়স্বিনী গাভীও অর্পণ করিবে। দানের মন্ত্র যথা:—'আমি যেমন কদাচ কাম ও কেশবের ভেদ দর্শন করি না, তেমনি হে বিপ্র! আমারও সতত সর্ব্বকামপ্রাপ্তি হউক।' দ্বিজসত্তম 'তথাস্তু' বলিয়া

কোদাৎকামোদাদিতি বৈদিকং মন্ত্র মুদীরয়েৎ ॥
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বিসৃজ্য দ্বিজপুঙ্গবম্।
শয্যাসনাদিকং সর্ব্বং ব্রাহ্মণস্য গৃহং নয়েৎ ॥
ততঃ প্রভৃতি যোহন্যোহপি রত্যর্থং গেহমাগতঃ।
সম্মান্য সূর্য্যবারেণ স সম্পূজ্যো ভবেৎ সদা ॥
এবং ত্রয়োদশং যাবৎ মাসমেকং দ্বিজোত্তমম্।
তর্পয়িত্বা যথাকামং প্রেষয়েচ্চৈব মন্দিরম্ ॥
তদনুজ্ঞায় রূপস্থ যাবদন্যদাগমো ভবেৎ।
আত্মনোহপি যদা বিঘ্নং গর্ভসূতকরাজকম্ ॥
দৈবং বা মানুষং বা স্যাদুপরাগেণ বা ততঃ।
সা বারানষ্টপঞ্চাশৎ যথাশক্তি সমর্পয়েৎ ॥ ১৩৪
এতদ্ধি কথিতং সম্যগ্ ভবতীনাং বিশেষতঃ।
স্বধর্ম্মোহয়ং যতো ভাব্যো বেশ্যানামিহ সর্ব্বদা ॥
শয্যায়া ত্যজ্যতে দেব ন কদাচিৎ যথা ভবান্।
শয্যা মমাপ্যশূন্যেয়ং তথাস্তু মধুসূদন ॥ ১৩৬
গীতবাদিত্রনির্ঘোষং দেবদেবস্য কারয়েৎ।
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং বেশ্যাধর্ম্মমশেষতঃ ॥ ১৩৭
পুরুহূতেন যৎপ্রোক্তং দানবীষু পুরা ময়া।
তদিদং সাম্প্রতং সর্ব্বং ভবতীষপি যুজ্যতে।
সর্ব্বপাপপ্রশমনমনন্তফলদায়কম্।
কল্যাণিনীনাং কথিতং তদেতদ্দুশ্চরং ব্রতম্।

করোতি যা শেষমুদগ্রমেতৎ
কল্যাণিনী মাধবলোকসংস্থা।
সা পূজিতা দেবগণৈরশেষৈ-
রানন্দকৃৎস্থানমুপৈতি বিষ্ণোঃ ॥ ১৪১
তপোধনঃ সোহপ্যভিধায় চৈত-
দনঙ্গদানব্রতমঙ্গনানাম্।
স্বস্থানমেষ্যন্তি সমস্তমিত্থং
ব্রতং করিষ্যন্তি চ দেবযোনে ॥ ১৪২

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে
বেশ্যাব্রতকথনং নাম ত্রয়ো-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

কাঞ্চন প্রতিগ্রহণানন্তর 'কোহদাৎ' ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিবেন। অনন্তর বিপ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় দিবে এবং শয্যাসনাদি যে কিছু বস্তু দেওয়া হইয়াছে, তৎসমস্ত ব্রাহ্মণের গৃহে প্রেরণ করিবে। সেই অবধি অপর কোন দ্বিজও যদি রতি নিমিত্ত সূর্য্যবারে গৃহে আগমন করে, তাহা হইলে তাঁহাকেও সদা সম্মান ও পূজা করিতে হইবে। এই নিয়মে ত্রয়োদশ মাস পর্য্যন্ত এক একটী বিপ্রকে যথাকালে পরিতোষিত করিয়া গৃহে প্রেরণ করিবে। তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে যাবতীয় রূপবান্ ব্যক্তি তাগার গৃহে আসিতে থাকিবে। যৎকালে গর্ভ, সন্তানোৎপত্তি, রাজকৃত উপদ্রব, কিম্বা উপরাগ বশত দৈব বা মানুষ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তখন অষ্ট পঞ্চাশৎবার যাবৎ যথাশক্তি উল্লিখিত শয্যাদি দান করিবে। তোমাদের নিকট সম্যক্‌রূপে এই বিশেষ ব্রত কথিত হইল। ইহাই বেশ্যাগণের সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম। 'হে মধুসূদন! আপনি যেমন কদাচ শয্যা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন না, তেমনি আমার এই শয্যাও এক্ষণে অশূন্যা হউক।' এই বলিয়া দেবদেবের প্রীতির জন্য গীত বাদিত্রধ্বনি করিবে। এই আমি তোমাদিগের নিকট বেশ্যাধর্ম্ম অশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। ইন্দ্র পুরাকালে দানবীদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সম্প্রতি তোমাদিগকে তাহাই উপদেশ দিলাম, ইহা সর্ব্বপাপহর এবং অনন্ত ফলপ্রদ। এই দুশ্চর ব্রত তোমাদের ন্যায় কল্যাণিনীদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে নারী এই ব্রত সম্পূর্ণভাবে আচরণ করে, সে কল্যাণভাজন হইয়া মাধবলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। নিখিল দেবগণ কর্ত্তৃক ঐ নারী পুজিত হইয়া বিষ্ণুর আনন্দধামে উপনীত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্। তপোধন দাল্‌ভ্য এই অনঙ্গদান ব্রত কৃষ্ণকামিনীদিগকে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন এবং দস্যুহৃতা কৃষ্ণকামিনীরাও যথাযথভাবে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ১২৩—১৪২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্বিবংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবন্ পুরুষস্যেহ স্ত্রিয়াশ্চ বরদায়কম্।
শোকব্যাধিভয়ং দুঃখং ন ভবেদ্যেন তদ্বদ॥ ১

শঙ্কর উবাচ।

শ্রাবণস্য দ্বিতীয়ায়াং কৃষ্ণায়াং মধুসূদনঃ।
ক্ষীরার্ণবে সপত্নীকঃ সদা বসতি কেশবঃ॥ ২
তস্যাং সম্পূজ্য গোবিন্দং সর্ব্বান্ কামান-
বাপ্নুয়াৎ।
গোভূহিরণ্যদানাদি সপ্তকল্পশতানুগম্॥ ৩
আবাহনাদিকাং পূজাং পূর্ব্ববৎ পরিকল্পয়েৎ।
অশূন্যশয়না নাম দ্বিতীয়াসৌ প্রকীর্ত্তিতা॥ ৪
তস্যাং সম্পূজয়েদ্বিষ্ণুমেভির্মন্ত্রৈর্বিধানতঃ॥ ৫
শ্রীবৎসধারিন্ শ্রীকান্ত শ্রীপতে শ্রীধরাব্যয়।
গার্হস্থ্যং মা প্রণাশং মে যাতু ধর্ম্মার্থকামদম্॥৬
অগ্নয়ো মা প্রণশ্যন্তু দেবতাঃ পুরুষোত্তম।
পিতরো মা প্রণশ্যন্তু মম দাম্পত্যভেদতঃ॥ ৭
লক্ষ্ম্যা বিযুজ্যতে দেবো ন কদাচিদ্ যথা হরিঃ
তথা কলত্রসম্বন্ধো দেব মা মে বিযুজ্যতাম্॥৮
লক্ষ্ম্যা ন শূন্যং বরদ যথা তে শয়নং সদা।
শয্যা মমাপ্যশূন্যাস্তু তথৈব মধুসূদন॥ ৯
গীতবাদিত্রনির্ঘোষান্ দেবদেবস্য কারয়েৎ।
ঘণ্টা ভবেদশক্তস্য সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ॥ ১০
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দমশ্নীয়াত্তৈলবর্জ্জিতম্।
নক্তমক্ষারলবণং যাবত্তু স্যাচ্চতুষ্টয়ম্॥ ১১
ততঃ প্রভাতে সঞ্জাতে লক্ষ্মীপতিসমন্বিতাম্।
দীপান্নভাজনৈর্যুক্তাং শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম্॥
পাদুকোপানহচ্ছত্রচামরাসনসংযুতাম্।
অভীষ্টোপস্করৈর্যুক্তাং শুক্লপুষ্পাম্বরাবৃতাম্॥ ১৩
অব্যঙ্গায় চ বিপ্রায় বৈষ্ণবায় কুটুম্বিনে।
দাতব্যা বেদবিদুষে ন বন্ধ্যাপতয়ে ক্বচিৎ॥ ১৪
তত্রোপবেশ্য দাম্পত্যমলঙ্কৃত্য বিধানতঃ।
পত্ন্যাস্তু ভাজনং দদ্যাদ্ ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিতম্

চতুর্বিবংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবন্! যাহাতে নর-নারী বাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হয় এবং শোক, ব্যাধি-ভয় বা দুঃখ থাকে না, এরূপ উপায় আপনি বলুন। শঙ্কর কহিলেন,—শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথিতে মধুসূদন কেশব সপত্নীক ক্ষীরার্ণবে বাস করেন। সেই দিনে কেশবকে পূজা করিয়া নরনারী সর্ব্ব কামনাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত দিবসে গো, ভূ, ও হিরণ্য দানাদি করিলে, সপ্ত কল্পশত কামফলপ্রদ হয়। এই তিথিতে আবাহনাদি পূজা পূর্ব্বের ন্যায় করিতে হইবে। এই দ্বিতীয়া অশূন্য-শয়না নামে কীর্ত্তিত। ইহাতে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহ দ্বারা যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিবে। মন্ত্র যথা—হে শ্রীবৎসধারিন্! হে শ্রীকান্ত, শ্রীপতে, শ্রীধর, অব্যয়! মদীয় ধর্ম্মার্থ-কামপ্রদ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যেন বিনষ্ট না হয়। হে পুরুষোত্তম! আমার প্রতি অগ্নিসকল ও দেবতাসমূহ যেন প্রসন্ন থাকেন।" আমার পিতৃগণ প্রনষ্ট না হউন। হরিদেব যেমন কদাচ লক্ষ্মী কর্ত্তৃক বিযুক্ত হন না, আমার কলত্রসম্বন্ধও তেমনি অবিযুক্ত থাকুক। হে বরদ! আপনার শয়ন যেমন লক্ষ্মীশূন্য হয় না, আমার শয়নও তেমনি অশূন্য হউক।" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দেবদেবের প্রীতির নিমিত্ত গীতবাদিত্রধ্বনি করিবে। অশক্ত পক্ষে একমাত্র ঘণ্টাই সর্ব্ববাদ্যময়ীরূপে বাদিত হইবে। এইরূপে গোবিন্দকে পূজা করিয়া নক্তব্রতবিধানে অক্ষারলবণ অতৈল আহার করিবে। চারি বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ আহার করিতে হইবে। অতঃপর প্রভাতে লক্ষ্মীপতিসহ বিলক্ষণ শয্যা অবিকলাঙ্গ কুটুম্ব-যুক্ত বেদজ্ঞ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ঐ শয্যা দীপ, অন্ন, ভাজন, পাদুকা, উপানহ, ছত্র, চামর, ও আসন, এবং ঈপ্সিত উপস্কর সকলযুক্ত ও শুক্ল পুষ্পাম্বর দ্বারা আবৃত হইবে। পরন্তু বন্ধ্যাপতিকে ইহা কখন দান করিবে না।১-১৪। উক্ত শয্যায় দ্বিজদম্পতিকে যথাবিধি অলকৃত করিয়া উপবেশন করাইবে, পরে দ্বিজপত্নীকে ভক্ষ্য ভোজ্যান্বিত ভাজন

ব্রাহ্মণস্যাপি সৌবর্ণীমুপস্করসমন্বিতাম্।
প্রতিমাং দেবদেবস্য সোদকুম্ভাং নিবেদয়েৎ॥
এবং যস্তু পুমান্ কুর্য্যাদশূন্যশয়নং হরেঃ।
বিত্তশাঠ্যেন রহিতো নারায়ণপরায়ণঃ॥ ১৭
ন তস্য পত্ন্যা বিরহঃ কদাচিদপি জায়তে।
নারী বা বিধবা ব্রহ্মন্ যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্॥১৮
ন বিরূপৌ ন শোকার্ত্তৌ দম্পতী ভবতঃ ক্বচিৎ
ন পুত্রপশুরত্নানি ক্ষয়ং যান্তি পিতামহ॥ ১৯
সপ্তকল্পসহস্রাণি সপ্তকল্পশতানি চ।
কুর্ব্বন্নশূন্যশয়নং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ।

কথমারোগ্যমৈশ্বর্য্যং মতির্ধর্ম্মস্থিতিঃ সদা।
অব্যঙ্গাথ পরে ভক্তির্বিষ্ণৌ চাপি ভবেৎ কথম্

ঈশ্বর উবাচ।

সাধু ব্রহ্মংস্ত্বয়া পৃষ্টমিদানীং কথয়ামি তে।
বিরোচনস্য সংবাদং ভার্গবস্য চ ধীমতঃ॥ ২২
প্রহ্লাদস্য সুতং দৃষ্ট্বা দ্বিরষ্টপরিবৎসরম্।
তস্য রূপমিদং ব্রহ্মন্ সোঽহসদ্ভৃগুনন্দনঃ॥২৩

সাধু সাধু মহাবাহো বিরোচন শিবং তব।
তত্তথা হসিতং তস্য পপ্রচ্ছ সুরসূদনঃ॥ ২৪
ব্রহ্মন্ কিমর্থমেতত্তে হাস্যং বৈ মামকং কৃতম্।
সাধু সাধ্বিতি মামেবমুক্তবাংস্ত্বং বদস্ব মে॥২৫
তমেবংবাদিনং শুক্রমুবাচ বদতাং বরঃ।
বিস্ময়াদ্ব্রতমাহাত্ম্যাদ্ধাস্যমেতৎ কৃতং ময়া॥২৬
পুরা দক্ষবিনাশায় কুপিতস্য ত্রিশূলিনঃ।
অপতদ্ভীমবক্ত্রস্য স্বেদবিন্দুর্ললাটজঃ॥ ২৭
ভিত্ত্বা স সপ্তপাতালানদহৎ সপ্তসাগরান্।
অনেকবক্ত্রনয়নো জ্বলজ্জ্বলনভীষণঃ।
বীরভদ্র ইতি খ্যাতঃ করপাদাযুতৈর্যুতঃ॥ ২৮
কৃত্বা স যজ্ঞমথনং পুনর্ভূতস্য সংপ্লবঃ।
ত্রিজগদ্দহনাদ্ভূয়ঃ শিবেন বিনিবারিতঃ॥ ২৯
কৃতং ত্বয়া বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্।
ইদানীমলমেতেন লোকদাহেন কর্ম্মণা॥ ৩০
শান্তিপ্রদানাৎ সর্ব্বেষাং গ্রহাণাং প্রথমো ভব।

এবং দ্বিজবরকে দেবদেবের উপস্করান্বিত সৌবর্ণী প্রতিমা উদকুম্ভসহ নিবেদন করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্যবর্জ্জিত ও নারায়ণপরায়ণ হইয়া হরির অশূন্যশয়ন ব্রতাচরণ করে, কখনও তাহার পত্নীবিয়োগ হয় না এবং নারীজন এই ব্রতাচরণে আচন্দ্রতারক বৈধব্যদুঃখ ভোগ করে না। এই ব্রতের প্রভাবে দম্পতি কখন বিরূপ, বা শোকার্ত্ত হয় না। হে পিতামহ! তাহাদের পুত্র পশু বা রত্ন কখনও ক্ষয় পায় না। সপ্তশতাধিক সপ্ত সহস্র কল্পকাল পর্য্যন্ত উহা অক্ষুন্ন থাকে। অশূন্যশয়ন ব্রত করিয়া নরনারী বিষ্ণুলোকে বিহার করে। ব্রহ্মা কহিলেন,—কি করিলে আরোগ্য ঐশ্বর্য্য মতি ধর্ম্মস্থিতি এবং পরমপুরুষ বিষ্ণুতে অবিকল ভক্তি হয়? ঈশ্বর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি এক্ষণে এ বিষয়ে ভার্গব ও বিরোচনের সংবাদ বলিতেছি। একদা ভৃগুনন্দন, প্রহ্লাদের ষোড়শবর্ষীয় পুত্র বিরোচনের রূপ অবলোকন করিয়া হাস্য করিলেন। বলিলেন,—বিরোচন! সাধু সাধু তোমার মঙ্গল হউক। বিরোচন তাঁহার সেই হাস্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত আমাকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিলেন এবং আমাকে সাধু সাধু বলিয়াই বা কেন প্রশংসা করিলেন? তাহা আমার নিকট বলুন। বিরোচন এই কথা কহিলে, বক্তৃবর ভার্গব তাঁহাকে বলিলেন,—বিস্ময়ে—ব্রতমাহাত্ম্য দর্শনে আমি এইরূপ হাস্য করিয়াছি। পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থ কুপিত ভীমবক্ত্র শূলপাণির ললাট হইতে স্বেদবিন্দু ক্ষরিত হইয়াছিল। ১৫—২৭। উহা সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া সপ্ত সাগর দগ্ধ করিতে লাগিল। অনেকবক্ত্রনয়ন, জ্বলিতজ্বলনভীষণ বীরভদ্র অযুত অযুত করচরণ দ্বারা যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া পুনরায় জগতের বিলয় সাধনে উদ্যত হইলে, শিব তাহাকে ত্রিজগৎ দহন হইতে নিবারিত করিয়া কহিলেন,—হে বীরভদ্র! তুমি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছ, এক্ষণে এই লোকদাহ কর্ম্মে প্রয়োজন নাই। তুমি সকলের

প্রহৃষ্টাভিজনাঃ পূজাং করিষ্যন্তি কৃতাত্মনঃ ॥
অঙ্গারক ইতি খ্যাতিং গমিষ্যসি ধরাত্মজ।
দেবলোকে দ্বিতীয়ঞ্চ তব রূপং ভবিষ্যতি ॥৩২
যে চ ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি চতুর্থ্যান্তু দিনে নরাঃ।
রূপমারোগ্যমৈশ্বর্য্যং তেষনন্তং ভবিষ্যতি ॥৩৩
এবমুক্তস্ততঃ শান্তিমগমৎ কামরূপধৃক্।
স জাতস্তৎক্ষণাদ্রাজন্ গ্রহত্বমগমৎ পুনঃ ॥৩৪
স কদাচিত্তবাংস্তস্য পূজার্ঘাদিকমুত্তমম্।
দৃষ্টবান্ ক্রিয়মাণঞ্চ শূদ্রেণ ত্বং ব্যবস্থিতঃ ॥৩৫
তেন ত্বং রূপবান্ জাতো শূরঃ শক্রকুলাশনিঃ ॥
বিবিধা চ রুচির্জাতা যস্মাত্তব বিদূরগা।
বিরোচন ইতি প্রোক্তস্তস্মাত্ত্বাং দেবদানবাঃ ॥৩৭
শূদ্রেণ ক্রিয়মাণস্য ব্রতস্য তব দর্শনাৎ।
ঈদৃশী রূপসম্পত্তিরিতি বিস্মিতবানহম্ ॥ ৩৮
সাধু সাধ্বিতি তেনোক্তমহো মহাত্ম্যমুত্তমম্।
পশ্চাত্তোঽপি ভবেদ্রূপমৈশ্বর্য্যং কিমু কুর্ব্বতঃ ॥ ৩৯
যস্মাচ্চ ভক্ত্যা ধরণীসুতস্য
বিনিন্দ্যমানেন গবাদিদানম্।
আলোকিতং তেন সুরারিগর্ভে
সম্ভূতিরেষা তব দৈত্য জাতা ॥৪০
অথ তদ্বচনং শ্রুত্বা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
প্রহ্লাদনন্দনো বীরঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবম্ ॥৪১

বিরোচন উবাচ।

ভগবংস্তদ্‌ব্রতং সম্যক্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
দীয়মানন্তু যদ্দানং ময়া দৃষ্টং ভবান্তরে।
মাহাত্ম্যঞ্চ বিধিং তস্য যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪২
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বিপ্রঃ প্রোবাচ সাদরম্ ॥

ভার্গব উবাচ।

চতুর্থ্যঙ্গারকদিনে যদা ভবতি দানব।
মৃদা স্নানং তদা কুর্য্যাৎ পদ্মরাগবিভূষিতঃ ॥৪৪
অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবো মন্ত্রং জপেৎ স্নাত উদঙ্মুখঃ।
শূদ্রস্তূষ্ণীং স্মরন্ ভৌমমাস্তাং ভোগবিবর্জ্জিতঃ ॥

শান্তি প্রদান করিয়া গ্রহগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হও। অভিজাতগণ কৃতার্থ ও প্রহৃষ্ট হইয়া তোমার পূজা করিবেন। তুমি ধরাত্মজ অঙ্গারক নামে খ্যাতি লাভ করিবে। দেবলোকে তোমার দ্বিতীয় রূপ হইবে। যাহারা চতুর্থী তিথিতে তোমার পূজা করিবে, তাহাদিগের রূপ, আরোগ্য এবং অখণ্ড ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে। শঙ্কর এই কথা কহিলে, তৎক্ষণাৎ কামরূপী বীরভদ্র শান্ত হইলেন এবং গ্রহত্ব লাভ করিলেন। একদা এক শূদ্র সেই গ্রহবরের পূজা ও অর্ঘ্যদানাদি করিতেছিল, তুমি একনিষ্ঠ ভাবে তাহা অবলোকন করিয়াছিলে। তাই তুমি রূপবান, শত্রু-কুলাশনি অসুর হইয়া উৎপন্ন হইয়াছ। যে হেতু তোমার বিবিধ রুচি বিবিধ দিকে ধাবিত, এই জন্যই দেব-দানবগণ তোমায় বিরোচন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শূদ্র কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ ব্রত অবলোকন করিয়াই তোমার এরূপ রূপসম্পত্তি, হইয়াছে, ইহা ভাবিয়াই আমি বিস্মিত এবং সেই জন্যই 'অহো কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য,' এই ভাবিয়া সাধু সাধু বলিয়াছি। দর্শন করিলেও যখন এরূপ রূপ হয়, তখন ঐ ব্রতাচরণ করিলে যে অত্যধিক রূপ ও ঐশ্বর্য্য হইবে, সে সম্বন্ধে আর কথা কি? যে হেতু ধরাত্মজের প্রীতি উদ্দেশে ভক্তিপূর্ব্বক গবাদি দান করিতে থাকায় তুমি তাহা নিন্দা করিতে করিতে অবলোকন করিয়াছিলে, সেই নিমিত্ত অসুরবংশে তোমার এই জন্ম হইয়াছে। অনন্তর মহাত্মা ভার্গবের বাক্য শুনিয়া প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন পুনরায় ভার্গবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আমি সেই মঙ্গলব্রত সম্যক্ শুনিতে ইচ্ছা করি। জন্মান্তরে আমি যেরূপ দানীয় দ্রব্য দান করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহারও মাহাত্ম্য এবং বিধি আপনি বলুন। ২৮—৪২। বিপ্রবর ভার্গব এই কথা শ্রবণ করিয়া সমাদরে বলিলেন,—হে দানব! মঙ্গলবার চতুর্থী তিথি হইলে, পদ্মরাগ দ্বারা বিভূষিত হইয়া নর মৃত্তিকা স্নান করিবে। স্নানান্তে উত্তরমুখ হইয়া 'অগ্নির্মূর্দ্ধা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ভোগবর্জ্জিত শূদ্র ব্যক্তি তূষ্ণীং ভাবে

অথাস্তমিতে আদিত্যে গোময়েনাম্বুলেপয়েৎ।
প্রাঙ্গণং পুষ্পমালাভিরক্ষতাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৬
তদভ্যর্চ্যালিখেৎ পদ্মং কুঙ্কুমেনাষ্টপত্রকম্।
কুঙ্কুমস্যাপ্যভাবেন রক্তচন্দনমিষ্যতে ॥ ৪৭
চত্বারঃ করকাঃ কার্য্যা ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিতাঃ।
তণ্ডুলৈ রক্তশালেয়ৈঃ পদ্মরাগৈশ্চ সংযুতাঃ ॥
চতুষ্কোণেষু তান্ কৃত্বা ফলানি বিবিধানি চ।
গন্ধমাল্যাদিকং সর্ব্বং তত্রৈব বিনিবেশয়েৎ ॥ ৪৯

সুবর্ণশৃঙ্গীং কপিলামথার্চ্চ্য
রৌপ্যৈঃ খুরৈঃ কাংস্যদোহাং সবস্ত্রাম্।
ধুরন্ধরং রক্তখুরঞ্চ সৌম্যং
ধান্যানি সপ্তাম্বরসংযুতানি ॥ ৫০
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং তথৈব
সৌবর্ণমপ্যায়তবাহুদণ্ডম্।
চতুর্ভুজং হেমময়ঞ্চ তাম্র-
পাত্রে গুড়স্যোপরি সর্পিযুক্তম্ ॥ ৫১
সামস্বরজ্ঞায় জিতেন্দ্রিয়ায়
বাগ্‌রূপশীলান্বয়সংযুতায়।
দাতব্যমেতৎ সকলং দ্বিজায়
কুটুম্বিনে নৈব তু দম্ভযুক্তে ॥ ৫২

ভূমিপুত্র মহাভাগ স্বেদোদ্ভব পিনাকিনঃ।
রূপার্থী ত্বাং প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং
নমোঽস্তু তে ॥ ৫৩
মন্ত্রেণানেন দত্ত্বার্ঘ্যং রক্তচন্দনবারিণা।
ততোঽর্চ্চয়েদ্দ্বিজবরং রক্তমাল্যাম্বরাদিভিঃ ॥ ৫৪
দদ্যাত্তেনৈব মন্ত্রেণ ভৌমং গোমিথুনান্বিতম্।
শয্যাঞ্চ শক্তিমান্ দদ্যাৎ সর্ব্বোপস্করসংযুতাম্
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্য দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্‌গুণবতে দেয়ং দত্তস্যাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৫৫
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা বিসৃজ্য দ্বিজসত্তমম্।
নক্তং ক্ষীরাশনং কুর্য্যাদ্দেবঞ্চাঙ্গারকাষ্টকম্ ॥ ৫৬
চতুরো বাথবা তস্য যৎপুণ্যং তদ্বদামি তে।
রূপসৌভাগ্যসম্পন্নঃ পুমান্ জন্মনি জন্মনি ॥ ৫৭
বিষ্ণৌ বাথ শিবে ভক্তঃ সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ
সপ্তকল্পসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৫৮
তস্মাত্ত্বমপি দৈত্যেন্দ্র ব্রতমেতৎ সমাচর ॥ ৫৯

মঙ্গলকে স্মরণ করিবে। অনন্তর সূর্য্য অস্তমিত হইলে গোময় দ্বারা প্রাঙ্গণ লেপনপূর্ব্বক পুষ্প মালা ও অক্ষতাদি দ্বারা সর্ব্ব দিকে পূজা করিয়া কুঙ্কুমাদি দ্বারা এক অষ্টপত্র পদ্ম অঙ্কিত করিবে। কুঙ্কুমের অভাবে রক্তচন্দন দ্বারা পদ্ম অঙ্কন করিতে হইবে। ভক্ষ্য, ভোজ্য, রক্ত শালি তণ্ডুল ও পদ্মরাগান্বিত চারিটী করক সুসজ্জিত করিয়া চারি কোণে স্থাপনপূর্ব্বক বিবিধ ফল ও গন্ধ মাল্যাদি সর্ব্ব বস্তু সন্নিবেশিত করিবে। তৎপরে রৌপ্যখুরা কংস্যদোহনী সবস্ত্রা সুবর্ণশৃঙ্গী কপিলা ধেনু, রক্তখুরান্বিত ভারবহনক্ষম সুন্দর বৃষভ সপ্তাম্বরযুক্ত বিবিধ ধান্য এবং তাম্রপাত্রে গুড়োপরি স্থাপিত, আয়ত বাহু দণ্ডযুত চতুর্ভুজ হেমময় অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ ঘৃত সহ সামস্বরজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় রূপ-শীলান্বয়শালী কুটুম্বী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পরন্তু দাম্ভিক ব্যক্তিকে কখন দান করিবে না। 'হে পিনাকপাণির স্বেদসংজাত, মহাভাগ, ভূমিপুত্র! আমি রূপার্থী হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, অর্ঘ্য গ্রহণ কর, তোমায় নমস্কার করি।' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রক্তচন্দনবারি দ্বারা অর্ঘ্য দানপূর্ব্বক মাল্য ও অম্বরাদি দ্বারা বিপ্রবরকে অর্চ্চনা করিবে। সমর্থব্যক্তি সর্ব্বোপস্করযুত শয্যা দান করিবে। সংসারে যাহা কিছু ইষ্টতম, যাহা কিছু প্রিয়, দত্ত দ্রব্যের অক্ষয় ফল কামনায় সেই সেই বস্তুই গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অনন্তর প্রদক্ষিণান্তে দ্বিজবরকে বিদায় দিয়া রাত্রিতে ক্ষীরাশন করিবে। এইরূপে অষ্টবার বা চারিবার অঙ্গারকব্রত করিলে, যে পুণ্য হয়, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি। উক্ত ব্রতকারী ব্যক্তি জন্মে জন্মে রূপসৌভাগ্যশালী বিষ্ণু ও শিবের ভক্ত, সপ্তদ্বীপাধীশ্বর হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং সপ্ত সহস্র কল্প কাল রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে। অতএব হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি এই ব্রত

ইত্যেবমুক্তো ভৃগুনন্দনেন
চকার সর্ব্বং ব্রতমেব দৈত্যঃ।
ত্বঞ্চাপি রাজন্ কুরু সর্ব্বমেতদ্
যতোঽক্ষয়ং বেদবিদো বদন্তি॥ ৬০
শৃণোতি যশ্চৈনমনন্যচেতা-
স্তস্যাপি সর্ব্বং ভগবান্ বিধত্তে॥ ৬১

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে অঙ্গারকচতুর্থী-
ব্রতং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

উপবাসেষ্বশক্তস্য তদেব ফলমিচ্ছতঃ।
অনভ্যাসেন রোগাদ্বা কিমিষ্টং ব্রতমুচ্যতাম্॥১

পুলস্ত্য উবাচ।

উপবাসেষ্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে।
যস্মিন্-ব্রতে তদপ্যত্র শ্রূয়তাং বৈ ব্রতং মহৎ
আদিত্যশয়নং নাম যথাবচ্ছঙ্করার্চ্চনম্।
যেষু নক্ষত্রযোগেষু পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥ ৩
যদা হস্তেন সপ্তম্যামাদিত্যস্য দিনং ভবেৎ।
সূর্য্যস্য চাপি সংক্রান্তিস্তিথিঃ সা সার্ব্বকামিকী
উমামহেশ্বরস্যার্চ্চামর্চ্চয়েৎ সূর্য্যনামভিঃ।
সূর্য্যার্চ্চাং শিবলিঙ্গঞ্চ উভয়ং পূজয়েদ্যতঃ॥৫
উমাপতে রবেশ্চাপি ন ভেদঃ ক্বচিদিষ্যতে।
যস্মাত্তস্মান্নৃপশ্রেষ্ঠ গৃহে ভানুং সমর্চ্চয়েৎ॥ ৬
হস্তেন সূর্য্যায় নমোঽস্তু পাদা-
বর্কায় চিত্রাসু চ গুল্ফদেশম্।
স্বাতীষু জঙ্ঘে পুরুষোত্তমায়
ধাত্রে বিশাখাসু চ জানুদেশম্॥ ৭
তথানুরাধাসু নমোঽভিপূজ্যা-
মূরুদ্বয়ঞ্চৈব সহস্রভানোঃ।
জ্যেষ্ঠাস্বনঙ্গায় নমোঽস্তু গুহ্য-
মিন্দ্রায় ভীমায় কটিঞ্চ মূলে॥ ৮
পূর্ব্বোত্তরাষাঢ়যুগে চ নাভিং
ত্বষ্ট্রে নমঃ সপ্ততুরঙ্গমায়।

আচরণ কর। ভৃগুনন্দন এই কথা কহিলে, দৈত্য যথাযথ উক্ত ব্রত আচরণ করিল। হে রাজন্! আপনিও এই সকল ব্রত করুন। বেদবিদ্গণ ইহা অক্ষয় ফলজনক বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করে, ভগবান্ তাহার সকল মঙ্গলই বিধান করিয়া থাকেন। ৪৩—৬১।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—যে ব্যক্তি উপবাসে অশক্ত, অনভ্যস্ত বা রোগযুক্ত, অথচ উক্ত ফললাভেচ্ছু, তাহার পক্ষে ইষ্ট ব্রত কি, তাহা আপনি বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—যাহারা উপবাসে অশক্ত তাহাদের পক্ষে নক্ত ভোজন বিহিত। যে ব্রতে এইরূপ নক্ত ভোজন করিতে হয়, সেই মহাব্রতের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। উক্ত ব্রতের নাম আদিত্যশয়ন; উহাতে শঙ্করের অর্চ্চনা করিতে হয়। পুরাণজ্ঞগণ যে সকল নক্ষত্র যোগাদিতে উক্ত ব্রতাচরণের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বলিতেছি। যৎকালে হস্তানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমী তিথিতে রবিবার বা সূর্য্যসংক্রান্তি ঘটিবে, তখন সেই তিথিই সর্ব্বকামদায়িনী হইবে। ঐ দিনে সূর্য্য-নামসমূহ উচ্চারণ করিয়া উমা-মহেশ্বরের প্রতিমা অর্চ্চনা করিবে। শিবলিঙ্গ এবং সূর্য্যপ্রতিমা উভয়ই তখন পূজনীয়। হে নৃপবর! যেহেতু উমাপতি এবং রবি উভয়ের যখন ভেদ নাই, তখন স্বীয় গৃহে ভানুকেও অর্চ্চনা করিবে।১—৬। হস্তা-নক্ষত্রে শম্ভুর পাদযুগে সূর্য্যকে, চিত্রানক্ষত্রে গুল্ফদেশে অর্ককে, স্বাতীনক্ষত্রে জঙ্ঘাযুগে পুরুষোত্তমকে, বিশাখায় জানুদেশে ধাতাকে, অনুরাধায় উরুযুগলে সহস্রভানুকে, জ্যেষ্ঠায় গুহ্যদেশে অনঙ্গকে, মূলায় কটিদেশে

তীক্ষ্ণাংশবে শ্রবণে চাথ কুক্ষিং
পৃষ্ঠং ধনিষ্ঠাসু বিকর্ত্তনায়। ৯
বক্ষঃস্থলং ধ্বান্তবিনাশনায়
জলাধিপর্ক্ষে প্রতিপূজনীয়ম্।
পূর্ব্বোত্তরাভাদ্রপদদ্বয়ে চ
বাহূ নমশ্চণ্ডকরায় পূজ্যৌ ॥১০
সাম্নামধীশায় করদ্বয়ঞ্চ
সম্পূজনীয়ং নৃপ রেবতীষু।
নখানি পূজ্যানি তথাশ্বিনীষু
নমোঽস্তু সপ্তাশ্বধুরন্ধরায়। ১১
কঠোরধাম্নে ভরণীষু কণ্ঠং
দিবাকরায়েত্যভিপূজনীয়ম্।
গ্রীবাগ্নিপর্ক্ষেঽধরসম্পুটে তু
সম্পূজয়েত্তারত রোহিণীষু। ১২
মৃগেঽর্চ্চনীয়া রসনা পুরারে
রৌদ্রে তু দন্তা হরয়ে নমস্তে।
নমঃ সবিত্রে ইতি শঙ্করস্য
নাসাভি পূজ্যা চ পুনর্ব্বসৌ চ। ১৩
ললাটমস্তোরুহবল্লভায়
পুষ্যেঽলকান্ বেদশরীরধারিণে।
সার্পে চ মৌলিং বিবুধপ্রিয়ায়
মঘাসু কর্ণাবিতি পূজনীয়ৌ। ১৪

পূর্ব্বাসু গোব্রাহ্মণনন্দনায়
নেত্রাণি সম্পূজ্যতমানি শম্ভোঃ।
অথোত্তরাফল্গুনিভে ভ্রুবৌ চ
বিশ্বেশ্বরায়েতি চ পূজনীয়ে। ১৫
নমোঽস্তু পাশাঙ্কুশপদ্মশূল-
কপালসর্পেন্দুধনুর্ধরায়।
গয়াসুরানঙ্গপুরান্ধকাদি-
বিনাশমূলায় নমঃ শিবায়। ১৬
ইত্যাদিকাঙ্গানি চ পূজয়িত্বা
বিশ্বেশ্বরায়েতি শিরোঽভিপূজ্যম্।
অত্রাপি ভোক্তব্যমতৈলমন্ন-
মমাংসমক্ষারমভুক্তশেষম্। ১৭
ইত্যেবং নৃপ নক্তানি কৃত্বা দদ্যাৎ পুনর্ব্বসৌ।
শালেয়তণ্ডুলপ্রস্থমৌড়ম্বরমথো ঘৃতম্। ১৮
সংস্থাপ্য পাত্রে বিপ্রায় সহিরণ্যং নিবেদয়েৎ।
সপ্তমে বস্ত্রযুগ্মন্ত পারণে হ্যধিকং ভবেৎ। ১৯
চতুর্দ্দশে তু সম্প্রাপ্তে পারণে ভারতাদিকে।
ব্রাহ্মণং ভোজয়েদ্ভক্ত্যা গুড়ক্ষীরঘৃতাদিভিঃ।

ইন্দ্রকে ও ভীমকে, পূর্ব্বষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় নাভিদেশে ত্বষ্টাকে ও সপ্তাশ্বকে, শ্রবণায় কুক্ষিদেশে তীক্ষ্ণাংশুকে, ধনিষ্ঠায় পৃষ্ঠদেশে বিকর্ত্তনকে, বারুণ নক্ষত্রে বক্ষঃস্থলে ধ্বান্তবিনাশনকে, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদে বাহুযুগলে চণ্ডকরকে, রেবতীতে করদ্বয়ে সামাধিপতিকে, অশ্বিনীনক্ষত্রে নখরসমূহে সপ্তাশ্বধুরন্ধরকে, ভরণীনক্ষত্রে কণ্ঠদেশে কঠোরধামকে, কৃত্তিকায় গ্রীবাদেশে দিবাকরকে, রোহিণীতে অধরপুটে, মৃগশিরায় রসনায় এবং আর্দ্রায় দন্তসমূহে হরিকে, পুনর্ব্বসুতে নাসাপুটে সবিতাকে ও ললাটে পদ্মপ্রিয়কে, পুষ্যায় অলকা-সমূহে বেদদেহধারীকে, অশ্লেষায় মৌলিদেশে বিবুধপ্রিয়কে, মঘায় কর্ণযুগলে ও পূর্ব্বাদিনক্ষত্রে নেত্রসমূহে গো-ব্রাহ্মণনন্দনকে এবং উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে ভ্রূযুগলে বিশ্বেশ্বরকে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। যিনি পাশ, অঙ্কুশ, পদ্ম, শূল, কপাল, সর্প, ইন্দু ও ধনু ধারণ করেন, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি গয়াসুর, অনঙ্গ, ত্রিপুর, ও অন্ধকাদি অসুর বিনাশের মূলীভূত সেই শিবকে নমস্কার। ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গসমূহের পূজা করিয়া 'বিশ্বেশ্বরায় নমঃ' এই বলিয়া তাঁহার শিরোদেশের পূজা করিবে। এই ব্রতেও মাংস-তৈল-ক্ষারবর্জ্জিত অভুক্তশেষ অন্ন ভোজন করিবে। ৭—১৭। হে নৃপ! এইরূপ নক্তাহার করিয়া পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে দান কার্য্য করিবে। অনন্তর শালেয় তণ্ডুলপ্রস্থ এবং ঘৃতপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক হিরণ্যসহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। সপ্তম দিবসে পারণে বস্ত্রযুগ্ম অধিক দান করিতে হইবে। চতুর্দ্দশ দিনে পারণে গুড় ক্ষীর ও ঘৃতাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক

কৃত্বা চ কাঞ্চনং পদ্মমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।
শুক্রমষ্টাঙ্গুলং তচ্চ পদ্মরাগদলান্বিতম্ ॥ ২১
শয্যাং সুলক্ষণাং কৃত্বা বিরুদ্ধগ্রন্থিবর্জ্জিতাম্।
সোপধানবিতানাঞ্চ স্বাস্তরাবরণাশ্রয়াম্ ॥ ২২
পাদুকোপানহচ্ছত্রচামরাসনদর্পণৈঃ।
ভূষণৈরপি সংযুক্তাং ফলবস্ত্রানুলেপনৈঃ ॥ ২৩
তস্যাং বিধায় তৎপদ্মমলঙ্কৃত্য গুণান্বিতাম্।
কপিলাং বস্ত্রসংযুক্তামতিশীলাং পয়স্বিনীম্ ॥২৪
রৌপ্যখুরাং হৈমশৃঙ্গীং সবৎসাং কাংস্যদোহনাম্
দদ্যান্মন্ত্রেণ তাং ধেনুং পূর্ব্বাহ্ণং নাতি লঙ্ঘয়েৎ
যথৈবাদিত্য শয়নমশূন্যং তব সর্ব্বদা।
কান্ত্যা ধৃত্যা শ্রিয়া পুষ্ট্যা তথা মে সন্তু বৃদ্ধয়ঃ ॥
যথা ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং ত্বদন্যমনঘং বিদুঃ।
তথা মামুদ্ধরাশেষ-দুঃখসংসারসাগরাৎ ॥ ২৭
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণম্য চ বিসর্জ্জয়েৎ।
শয্যাং গবাদি তৎসর্ব্বং দ্বিজস্য ভবনং নয়েৎ ॥

নৈতদ্বিশীলায় ন দাম্ভিকায়
প্রকাশনীয়ং ব্রতমিন্দুমৌলেঃ।
গোবিপ্রদেবর্ষি-বিকর্ম্মযোগিনাং
যশ্চাপি নিন্দামধিকাং বিধত্তে ॥ ২৯
ভক্তায় দান্তায় চ গুহ্যমেত-
দাখ্যেয়মানন্দকরং শিবঞ্চ।
ইদং মহাপাতকিনাং নরাণা-
মঘক্ষয়ং বেদবিদো বদন্তি ॥ ৩০
ন বন্ধুপুত্রৈর্ন ধনৈর্বিযুক্তঃ
পত্নীভিরানন্দকরঃ সুরাণাম্।
নাভ্যেতি রোগং ন চ দুঃখমোহং
যা চাপি নারী কুরুতেঽথ ভক্ত্যা ॥ ৩১
ইদং বসিষ্ঠেন পুরার্জ্জুনেন
কৃতং কুবেরেণ পুরন্দরেণ।
যৎকীর্ত্তনাদপ্যখিলানি নাশ-
মায়ান্তি পাপানি ন সংশয়োঽত্র ॥ ৩২
ইতি পঠতি শৃণোতি বা য ইত্থং
রবিশয়নং পুরুহূতবল্লভঃ স্যাৎ।

ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। অষ্টাঙ্গুলপরিমিত পদ্মরাগদলান্বিত সকর্ণিক কাঞ্চন পদ্ম এবং সুলক্ষণা শয্যা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি পদ্ম স্থাপন করিবে। উক্ত শয্যা বিরুদ্ধ গ্রন্থি-বর্জ্জিত এবং উপাধান, বিতান, সুকোমল আস্তরণ, পাদুকা, উপানহ, ছত্র, চামর, আসন, দর্পণ, ফল, বস্ত্র, অনুলেপন ও ভূষণ দ্বারা অন্বিত করিতে হইবে। অনন্তর গুণান্বিতা সবস্ত্রা, শীলশালিনী, পয়স্বিনী, রৌপ্যখুরা, হেমশৃঙ্গা, কাংস্যদোহনা, সবৎসা কপিলা-ধেনু অলঙ্কৃত করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দান করিবে। এই কার্য্যে পূর্ব্বাহ্ণ লঙ্ঘন করিবে না। "হে আদিত্য! কান্তি, ধৃতি, শ্রী ও পুষ্টি কর্ত্তৃক তোমার শয়ন যেমন সর্ব্বদা অশূন্য, আমার সমৃদ্ধিবৃদ্ধিও সেইরূপ হউক। যেহেতু দেবগণ তোমা ভিন্ন শ্রেয়স্কর অপর কিছুই জানেন না, সেই হেতু তুমিই আমাকে অশেষ দুঃখময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার কর।" অনন্তর প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিবে। শয্যা ও গো প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু দ্বিজভবনে পৌছাইয়া দিবে। যে ব্যক্তি গো, বিপ্র, দেব, ঋষি, ও সৎকর্ম্ম-শীল যোগীদিগের নিন্দা আচরণ করে, অথবা যে ব্যক্তি চরিত্রহীন, দাম্ভিক, তাহাদের নিকট এই শিবব্রত প্রকাশ করিবে না। যিনি ভক্ত ও দান্ত, তাঁহারই নিকট এই আনন্দকর গোপনীয় শিব-ব্রত প্রকাশ করিবে। বেদবিদ্‌গণ বলেন, এই ব্রত মহাপাতকগ্রস্ত নরগণেরও পাপক্ষয় করে। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রত আচরণ করে, তাহার বন্ধু, পুত্র, পত্নী ও ধনবিয়োগ হয় না, সে সর্ব্বদা সুরগণের আনন্দকর হইয়া থাকে। যে নারী ভক্তিভরে এই ব্রত অনুষ্ঠান করে, তাহারও রোগ, দুঃখ বা মোহপ্রাপ্তি হয় না। পুরাকালে বশিষ্ঠ, অর্জ্জুন, কুবের এবং পুরন্দর, এই ব্রত করিয়াছিলেন। এই ব্রতকথা কীর্ত্তনে নিখিল পাপ নষ্ট হয়, এ পক্ষে সংশয় মাত্র নাই। এই রবিশয়ন ব্রত যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করেন,

অপি নরকগতান্ পিতৄনশেষা-
নপি দিবমানয়তীহ যঃ করোতি ॥ ৩৩
অশ্বত্থঞ্চ বটঞ্চৈবোডুম্বরং বৃক্ষমেব চ।
নন্দীশং জম্বুবৃক্ষঞ্চ বিল্বং প্রাহুর্মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৪
মার্গশীর্ষাদিমাসাভ্যাং দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামথ ক্রমাৎ
একৈকং দন্তধবনং বৃক্ষেষ্বেতেষু কারয়েৎ ॥ ৩৫
দদ্যাৎ সমাপ্তে দধ্যন্নং বিতানধ্বজচামরম্।
দ্বিজানামুদকুম্ভাংশ্চ পঞ্চরত্নসমন্বিতান্ ॥ ৩৬
ন বিত্তশাঠ্যং কুর্ব্বীত কুর্ব্বন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে আদিত্যশয়নব্রতং
নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

দীর্ঘায়ুরারোগ্যকুলাতিবৃদ্ধিভি-
র্যুক্তঃ পুমান্ রূপকুলান্বিতঃ স্যাৎ।
মুহুর্মুহুর্জন্মনি যেন সম্যক্
ব্রতং সমাচক্ষ্ব চ শীতরশ্মেঃ ॥ ১

পুলস্ত্য উবাচ।

ত্বয়া পৃষ্টমিদং সম্যগক্ষয়স্বর্গকারকম্।
রহস্যন্তু প্রবক্ষ্যামি যৎ পুরাণবিদো বিদুঃ ॥ ২
রোহিণীচন্দ্রশয়নং নাম ব্রতমিহোচ্যতে।
তস্মিন্নারায়ণস্যার্চ্চামর্চ্চয়েদিন্দুনামভিঃ ॥ ৩
যদা সোমদিনে শুক্লা ভবেৎ পঞ্চদশী ক্বচিৎ।
অথবা ব্রহ্মনক্ষত্রং পৌর্ণমাস্যাং প্রজায়তে ॥ ৪
তদা স্নানং নরঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চগব্যেন সর্ষপৈঃ।
আপ্যায়স্বেতি চ জপেদ্বিদ্বানষ্টশতং পুনঃ ॥ ৫
শূদ্রোঽপি পরয়া ভক্ত্যা পাষণ্ডালাপবর্জ্জিতঃ।
সোমায় বরদায়াথ বিষ্ণবে চ নমো নমঃ ॥ ৬
কৃতজপ্যঃ স্বভবনমাগত্য মধুসূদনম্।
পূজয়েৎ ফলপুষ্পৈশ্চ সোমনামানি কীর্ত্তয়ন্ ॥ ৭
সোমায় শান্তায় নমোঽস্তু পাদা-
বনন্তধাম্নেতি চ জানুজঙ্ঘে।
উরুদ্বয়ং চাপি জলোদরায়
সম্পূজয়েন্মেঢ্রমনঙ্গধাম্নে ॥ ৮

তিনি ইন্দ্রের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন। এই ব্রতকারী ব্যক্তি তাহার নরকগত সমগ্র পিতৃপুরুষকে স্বর্গধামে উপনীত করিয়া থাকে। অশ্বত্থ, বট, উডুম্বর, নন্দীশ, জম্বু এবং বিল্ব, মহর্ষিগণ এই ছয়টী বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। মার্গশীর্ষাদি দুই দুই মাসে যথাক্রমে এই সকল বৃক্ষের এক একটী শাখা লইয়া তদ্দ্বারা দন্তধাবন করিবে। পরে বৎসর পূর্ণ হইলে দ্বিজগণকে দধি, অন্ন, বিতান, ধ্বজ, চামর এবং পঞ্চরত্নান্বিত উদকুম্ভ দান করিবে। এই কার্য্যে বিত্তশাঠ্য করিবে না, করিলে দোষভাগী হইবে। ১৮—৩৭।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—যে ব্রত করিলে জন্মে জন্মে মানব দীর্ঘায়ু, আরোগ্য, কুল, রূপ ও অতি সমৃদ্ধিযুক্ত হয়, চন্দ্রমার সেই ব্রত আপনি সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—তুমি অক্ষয় স্বর্গসাধক ব্রতের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি পুরাণবিদ্‌গণের অভিমত সেই রহস্য ব্রত কীর্ত্তন করিতেছি। রোহিণী-চন্দ্রশয়ন নামে এক ব্রত উল্লিখিত আছে। ঐ ব্রতে চন্দ্রের নামসমূহ উল্লেখ করিয়া নারায়ণপ্রতিমা অর্চ্চনা করিতে হয়। যৎকালে সোমবারে পূর্ণিমা অথবা পূর্ণিমায় রোহিণী নক্ষত্র হইবে, ঐ দিনে নর পঞ্চগব্য ও সর্ষপ দ্বারা স্নান করিবে। পরে অভিজ্ঞ ব্যক্তি 'আপ্যায়স্ব' ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবেন। শূদ্রজন ও পাষণ্ডালাপ-বর্জ্জিত হইয়া পরম ভক্তির সহিত 'সোম বরদ বিষ্ণুকে নমস্কার নমস্কার' এই বলিয়া জপ করত স্বীয় ভবনে আগমনপূর্ব্বক সোম-নামসমূহ কীর্ত্তন করিতে করিতে ফল-পুষ্প দ্বারা মধুসূদনের অর্চ্চনা করিবে। ১—৭। মুরারির পাদযুগে শান্ত সোম, জানু-জঙ্ঘায় অনন্ত-ধাম, উরুদ্বয়ে

নমো নমঃ কামসুখপ্রদায
কটিঃ শশাঙ্কস্য সদার্চনীয়ঃ।
তথোদরং চাপ্যমৃতোদরায়
নাভিঃ শশাঙ্কায় নমোঽভিপূজ্যা॥ ৯
নমোঽস্তু চন্দ্রায় মুখঞ্চ নিত্যং
দন্তা দ্বিজানামধিপায় পূজ্যাঃ।
হাস্যং নমশ্চন্দ্রমসেঽভিপূজ্য-
মোষ্ঠৌ তু কৌমোদবনপ্রিয়ায়॥ ১০
নাসা চ নাথায় বনৌষধীনা-
মানন্দবীজায় পুনর্ভ্রুবৌ চ।
নেত্রদ্বয়ং পদ্মনিভং তথেন্দো-
রিন্দীবরব্যাসকরায় শৌরেঃ॥ ১১
নমঃ সমস্তাধ্বরপূজিতায়
কর্ণদ্বয়ং দৈত্যনিষূদনায়।
ললাটমিন্দোরুদধিপ্রিয়ায়
কেশাঃ সুষুম্নাধিপতেঃ প্রপূজ্যাঃ॥ ১২
শিরঃ শশাঙ্কায় নমো মুরারে-
র্বিশ্বেশ্বরায়াথ নমঃ কিরীটম্।
পদ্মপ্রিয়ে রোচিষি নাম লক্ষ্মী-
সৌভাগ্যসৌখ্যামৃতসাগরায়॥ ১৩
দেবীঞ্চ সম্পূজ্য সুগন্ধিপুষ্পৈ-
র্নৈবেদ্যধূপাদিভিরিন্দুপত্নীম্।
সুপ্ত্বা তু ভূমৌ পুনরুত্থিতোঽথ
স্নাত্বা চ বিপ্রায় হবিষ্যভুক্তঃ॥ ১৪

দেয়ঃ প্রভাতে সহিরণ্যবারি-
কুম্ভো নমঃ পাপবিনাশনায়।
সম্প্রাশ্য গোমূত্রমমাংসমন্ন-
মক্ষারমষ্টাবথ বিংশতিঞ্চ॥ ১৫
গ্রাসাংশ্চ ত্রীন্ সর্পিযুতাননুপোষ্য
ভুক্তেতিহাসং শৃণুয়াম্মুহূর্তম্।
কদম্বনীলোৎপলকেতকানি
জাতিঃ সরোজং শতপত্রিকা চ॥ ১৬
অম্লানপুষ্পাণ্যথ সিন্দুবারং
পুষ্পং পুনর্ভারত মল্লিকায়াঃ।
শুক্লঞ্চ পুষ্পং করবীরপুষ্পং
শ্রীচম্পকং চন্দ্রমসে প্রদেয়ম্॥ ১৭
শ্রাবণাদিষু মাসেষু ক্রমাদেতানি সর্ব্বদা।
যস্মিন্ মাসে ব্রতাদিঃ স্যাত্তৎপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ধরিম্॥
এবং সংবৎসরং যাবদুপোষ্য বিধিবন্নরঃ।
ব্রতান্তে শয়নং দদ্যাচ্ছয়নোপস্করান্বিতম্॥ ১৯
রোহিণীচন্দ্রমিথুনং কারয়িত্বা তু কাঞ্চনম্।
চন্দ্রঃ ষড়ঙ্গুলঃ কার্য্যো রোহিণী চতুরঙ্গুলা॥ ২০

জলোদর, মেঢ্রে অনন্তধাম, কটিদেশে কামসুখপ্রদ, উদরে অমৃতোদর, নাভিতে শশাঙ্ক, মুখে চন্দ্র, দন্তসমূহে দ্বিজাধিপ, হাস্যে চন্দ্রমা, ওষ্ঠদ্বয়ে কৌমুদবনপ্রিয়, নাসিকায় বনৌষধিপতি, ভ্রূযুগে আনন্দবীজ, পদ্মনিভ নেত্রযুগলে ইন্দীবরকরব্যাস, কর্ণযুগলে সমস্ত অধ্বরপূজিত দৈত্যনিষূদন, ললাটে উদধিপ্রিয়, কেশসমূহে সুষমাধিপতি, মস্তকে শশাঙ্ক, এবং কিরীটে বিশ্বেশ্বরকে কান্তিতে পদ্মশ্রী ও সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ্মীসৌভাগ্য সৌখ্যামৃত সাগরকে নমো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর সুগন্ধি পুষ্প, নৈবেদ্য ও ধূপাদি দ্বারা দেবী ইন্দুপত্নীকে পূজা করিয়া হবিষ্যাশন করিবে। পরে ভূতলে শয়ন করিয়া পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক স্নানান্তে প্রভাতে বিপ্রকে 'নমঃ পাপবিনাশনায়' বলিয়া হিরণ্যযুক্ত কুম্ভ দান করিবে। এই ব্রতে উপবাসী থাকিয়া গোমূত্র প্রাশন এবং অমাংস অক্ষার অন্ন অষ্ট বা বিংশতি গ্রাস কিম্বা সঘৃত তিনটী অন্নগ্রাস ভক্ষণ করিবে। অতঃপর ইতিহাস শ্রবণ করিবে। কদম্ব, নীলোৎপল, কেতক, জাতি, সরোজ, শতপত্রিকা, অম্লান পুষ্পরাজি, সিন্ধুবার মল্লিকা, শুক্ল পুষ্প, করবীর, এবং চম্পক, এই সকল পুষ্প শ্রাবণাদি মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসে চন্দ্রমাকে অর্পণ করিবে। ৮—১৭। যে মাসে ব্রতের আরম্ভ হইবে, সেই মাসজাত পুষ্প দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে নর সম্বৎসর যাবৎ উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি ব্রতাচরণ করিবে। ব্রতাবসানে উপস্করান্বিত শয়ন দান করিবে। কাঞ্চনময় রোহিণী-চন্দ্র মিথুন প্রস্তুত করাইয়া পূর্ব্বাহ্নে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহা প্রদান করিবে। চন্দ্র ছয় অঙ্গুল এবং রোহিণী

মুক্তাফলাষ্টকযুতাং সিতনেত্রসমন্বিতাম্।
ক্ষীরকুম্ভোপরি পুনঃ কাংস্যপাত্রাক্ষতান্বিতাম্।
দদ্যান্মন্ত্রেণ পূর্বাহ্নে শালীক্ষুফলসংযুতাম্। ২২
শ্বেতামথ সুবর্ণাস্যাং রৌপ্যখুরসমন্বিতাম্।
সবস্ত্রভাজনাং ধেনুং তথা শয্যাঞ্চ ভাজনম্। ২৩
ভূষণৈর্দ্বিজদাম্পত্যমলঙ্কৃত্য গুণান্বিতম্।
চন্দ্রোঽয়ং বিপ্ররূপেণ সভার্য্য ইতি কল্পয়েৎ। ২৪
যথা তে রোহিণী কৃষ্ণ শয়নং ন ত্যজেদপি।
সোমরূপস্য বৈ তদ্বন্ন মে ভেদো বিভূতিভিঃ।
যথা ত্বমেব সর্ব্বেষাং পরমানন্দমুক্তিদঃ।
ভুক্তির্মুক্তিস্তথা ভক্তিস্ত্বয়ি চন্দ্র দৃঢ়াস্তু মে। ২৬
ইতি সংসারভীতস্য মুক্তিকামস্য চানঘ।
রূপারোগ্যায়ুষামেতদ্বিধায়কমনুত্তমম্।
ইদমেব পিতৃণাঞ্চ সর্ব্বদা বল্লভং নৃপ। ২৭
ত্রৈলোক্যাধিপতির্ভূত্বা সপ্তকল্পশতত্রয়ম্।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্। ২৮
নারী বা রোহিণীচন্দ্রশয়নং যা সমাচরেৎ।
সাপি তৎফলমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্। ২৯
ইতি পঠতি শৃণোতি বা য ইত্থং
মধুমথনার্চ্চনমিন্দুকীর্ত্তনেন।
মতিমপি চ দদাতি সোঽপি শৌরে-
র্ভবনগতঃ পরিপূজ্যতেঽমরৌঘৈঃ। ৩০

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে রোহিণীচন্দ্র-শয়ন-ব্রতং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৬।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

তটাকারামকূপেষু বাপীষু নলিনীষু চ।
বিধিং বদস্ব মে ব্রহ্মন দেবতায়তনেষু চ। ১
কে তত্র ঋত্বিজো বিপ্রা বেদী বা কীদৃশী ভবেৎ
দক্ষিণা বলয়ঃ কালঃ স্থানমাচার্য্য এব চ।
দ্রব্যাণি কানি শস্তানি সর্ব্বমাচক্ষ্ব সুব্রত। ২

চতুরঙ্গুল হইবে। আটটী মুক্তা ফল দ্বারা উক্ত কাঞ্চন প্রতিমার শুভ্র নেত্র প্রস্তুত করিবে। ঐ প্রতিমা কাংস্য পাত্র ও অক্ষত সহ ক্ষীরকুম্ভোপরি স্থাপন করিতে হইবে। পরে শালি, ইক্ষু ও বিবিধ ফল তাঁহার সহিত একত্র করিয়া দিবে। অতঃপর সুবর্ণমুখী, রৌপ্যখুরা বস্ত্র ও শয্যা-ভাজন-যুতা, শ্বেতবর্ণা ধেনু দান করিবে। পরে বিবিধ ভূষণে গুণান্বিত দ্বিজদম্পতিকে অলঙ্কৃত করিয়া 'বিপ্ররূপে ইনিই সভার্য্য চন্দ্র' এইরূপ কল্পনা করিবে। "হে কৃষ্ণ! রোহিণী যেমন চন্দ্ররূপী আপনার শয়ন পরিত্যাগ করেন না, তেমনি বিভূতিসহ আমারও যেন বিচ্ছেদ ঘটে না। হে চন্দ্র! আপনিই সকলের পরমানন্দ ও মুক্তিপ্রদ, আমি সংসারভীত, মুক্তিকামী, সুতরাং আপনাতেই আমার ভুক্তি মুক্তি ও ভক্তি দৃঢ়ভাবে থাকুক।" এই ব্রত রূপ, আরোগ্য এবং আয়ুঃপ্রদ, ইহা পিতৃগণের নিত্য প্রিয়। এই ব্রতাচরণে নর ত্রিলোকপতি হইয়া ত্রিশত সপ্তকল্প কাল পুনরাবৃত্তিদুর্লভ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নারী এই রোহিণী-চন্দ্রশয়নব্রত আচরণ করেন, তিনিও উক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করেন বা ইন্দুনাম কীর্ত্তনে মধুরিপুর অর্চ্চনার কথা শ্রবণ করেন, তাঁহার সুমতি লাভ হয়, তিনি হরিভবনে উপনীত হইয়া অমরনিকর কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ১৮—৩০।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তড়াগ, আরাম, কূপ, দীর্ঘিকা, সরোবর এবং দেবায়তন এই সমুদায়ের প্রতিষ্ঠাবিধি বলুন। ইহাতে কীদৃশ ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্ এবং কিরূপ বেদী করিতে হইবে এবং কিরূপ দক্ষিণা, বলি, কাল, স্থান, আচার্য্য এবং দ্রব্যসামগ্রী এই ব্যাপারে প্রশস্ত? হে সুব্রত! এই সকল

পুলস্ত্য উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাবাহো তটাকাদিষু যো বিধিঃ।
পুরাণেষ্বিতিহাসোঽয়ং পঠ্যতে রাজসত্তম ॥ ৩
প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্লং সম্প্রাপ্তে চোত্তরায়ণে
পুণ্যেঽহ্নি বিপ্রৈঃ কথিতে কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনম্ ॥
অশুভৈর্বর্জ্জিতে দেশে তটাকস্য সমীপতঃ।
চতুর্হস্তাং সমাং বেদীং চতুরস্রাং চতুর্ম্মুখীম্ ॥৫
তথা ষোড়শহস্তঃ স্যান্মণ্ডপশ্চ চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৬
বেদ্যাস্তু পরিতো গর্ত্তা রত্নিমাত্রাস্ত্রিমেখলাঃ।
নব সপ্তাথবা পঞ্চ ঋজুবক্ত্রা নৃপাত্মজ। ৭
বিতস্তিমাত্রা যোনিঃ স্যাৎ ষট্সপ্তাঙ্গুলিবিস্তৃতা
গর্ত্তাশ্চ হস্তমাত্রাঃ স্যুস্ত্রিপর্ব্বোচ্ছ্রিতমেখলাঃ ॥৮
সর্ব্বতস্তু সবর্ণাঃ স্যুঃ পতাকা ধ্বজসংযুতাঃ।
অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষ-বটশাখাকৃতানি তু। ৯
মণ্ডপস্য প্রতিদিশং দ্বারাণ্যেতানি কারয়েৎ।
শুভাস্তত্রাষ্ট হোতারো দ্বারপালাস্তথাষ্ট বৈ ॥১০

অষ্টৌ তু জাপকাঃ কার্য্যা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণান্ মন্ত্রজ্ঞান্ বিজিতেন্দ্রিয়ান্।
কুলশীলসমাযুক্তান্ স্থাপয়েদ্বৈ দ্বিজোত্তমান্ ॥১১
প্রতিগর্ত্তেষু কলসা যজ্ঞোপকরণানি চ।
ব্যজনে চাসনং শুভ্রং তাম্রপাত্রং সুবিস্তরম্ ॥
ততস্ত্বনেকবর্ণাঃ স্যুর্বলয়ঃ প্রতিদৈবতম্।
আচার্য্যঃ প্রক্ষিপেত্তূমাবনুমন্ত্র্য বিচক্ষণঃ ॥ ১৩
অরত্নিমাত্রো যূপঃ স্যাৎ ক্ষীরবৃক্ষবিনির্ম্মিতঃ।
যজমানপ্রমাণো বা সংস্থাপ্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥
হেমালঙ্কারিণঃ কার্য্যাঃ পঞ্চবিংশতি ঋত্বিজঃ ॥
কুণ্ডলানি চ হৈমানি কেয়ূরকটকানি চ।
তথাঙ্গুলিপবিত্রাণি বাসাংসি বিবিধানি চ ॥১৬
দদ্যাৎ সমানি সর্ব্বেষামাচার্য্যে দ্বিগুণং স্মৃতম্।
দদ্যাচ্ছয়নসংযুক্তমাত্মনশ্চাপি যৎ প্রিয়ম্ ॥ ১৭
সৌবর্ণৌ কূর্ম্মমকরৌ রাজতৌ মৎস্যডুণ্ডুভৌ।

আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে মহাবাহো রাজন্! তড়াগাদির প্রতিষ্ঠা-বিধি শ্রবণ কর। হে রাজসত্তম! এ সম্বন্ধে পুরাণসমূহে এইরূপ ইতিহাস পঠিত হইয়া থাকে। উত্তরায়ণকালের শুভ শুক্লপক্ষে বিপ্রগণ নির্দ্দিষ্ট পুণ্যাহে ব্রাহ্মণবাচনপূর্ব্বক অশুভবর্জ্জিত দেশে তড়াগসমীপে চারিহস্ত পরিমিত চতুঃস্র চতুর্ম্মুখী বেদী প্রস্তুত করিবে মণ্ডপ ষোড়শহস্ত এবং চতুর্ম্মুখ হইবে। বেদীর উপর অরত্নিপরিমিত কুণ্ড করিয়া তাহা ঋজু-বক্র ত্রি নব সপ্ত বা পঞ্চ মেখলায় অন্বিত করিবে। কুণ্ডের অভ্যন্তরে ষট্ বা সপ্তাঙ্গুলি বিস্তৃত বিতস্তিমাত্র যোনি থাকিবে। কুণ্ডের খাত হস্তমাত্র, উহার মধ্যস্থ মেখলা ত্রিপর্ব্বোচ্ছ্রিত। সর্ব্বদিকে ধ্বজপতাকা থাকিবে, ঐ ধ্বজপতাকা সকল এই ব্যাপারে অর্চ্চনীয় গ্রহগণের সমানবর্ণ হইবে। মণ্ডপের প্রত্যেক দিকে অশ্বত্থ উডুম্বর প্লক্ষ ও বট-শাখা দ্বারা দ্বারসমূহ প্রস্তুত করিবে। ইহাতে আটজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ হোতা ও আটজন দ্বারপাল এবং আটজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ জাপক হইবেন। ফলে যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠকে এই কার্য্যে ব্রতী করিতে হইবে, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বলক্ষণযুত, মন্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও কুলশীল-সমন্বিত হইবেন। প্রত্যেক কুণ্ডেই কলস, যজ্ঞোপকরণ, ব্যজন, শুভ্র আসন, ও সুবিস্তৃত তাম্রপাত্র থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক দেবোদ্দেশে বহুবর্ণযুত বহু বলি প্রদান করিতে হইবে। বিচক্ষণ আচার্য্য ঐ সকল বলি উৎসর্গ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবেন। ভূতিকামী ব্যক্তি ক্ষীরবৃক্ষময় অরত্নিপরিমিত অথবা যজমান-পরিমাণ যূপ স্থাপন করিবেন। এই কার্য্যে পঁচিশজন ঋত্বিক্‌কে হেমালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবে এবং হেমময় কেয়ূর, কটক অঙ্গুরীয়ক ও বিবিধ বস্ত্র তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। দানীয় দ্রব্য ঋত্বিক্‌গণকে তুল্য পরিমাণে ভাগ করিয়া দিবে, মাত্র আচার্য্য অন্য সকলের দ্বিগুণ দ্রব্য পাইবেন। ইহাতে শয্যা দান করিতে হইবে এবং নিজের যে যে বস্তু প্রিয়, তাহাই দান করিবে। ১—১৭। সুবর্ণময় কূর্ম্ম ও মকর, রজতময় মৎস্য ও

তাম্রৌ কুম্ভীরমণ্ডূকাবায়সঃ শিংশুমারকঃ ॥১৮
এবমাসাদ্য তৎসর্ব্বমাদাবেব বিশাম্পতে।
শুক্রমাল্যাম্বরধরঃ শুক্রগন্ধানুলেপনঃ ॥ ১৯
সর্ব্বৌষধ্যুদকৈঃ সর্ব্বৈঃ স্নাপিতো বেদপারগৈঃ
যজমানঃ সপত্নীকঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ।
পশ্চিমদ্বারমাসাদ্য প্রবিশেদ্ যাগমণ্ডপম্ ॥ ২০
ততো মঙ্গলশব্দেন ভেরীণাং নিঃস্বনেন চ।
রজসা মণ্ডলং কুর্য্যাৎ পঞ্চবর্ণেন তত্ত্ববিৎ ॥ ২১
ষোড়শারং ততশ্চক্রং পদ্মগর্ভং চতুর্ম্মুখম্।
চতুরস্রন্তু পরিতো বৃত্তং মধ্যে সুশোভনম্ ॥২২
বেদ্যাশ্চোপরিতঃ কৃত্বা গ্রহান্ লোকপতীংস্ততঃ
সন্ন্যসেন্মন্ত্রতঃ সর্ব্বান্ প্রতিদিক্ষু বিচক্ষণঃ ॥ ২৩
কলসং স্থাপয়েন্মধ্যে বারুণং মন্ত্রমাশ্রিতম্ ॥ ২৪
ব্রহ্মাণঞ্চ শিবং বিষ্ণুং তত্রৈব স্থাপয়েদ্বুধঃ।
বিনায়কঞ্চ বিন্যস্য কমলামম্বিকাং তথা ॥ ২৫
শান্ত্যর্থং সর্ব্বলোকানাং ভূতগ্রামং ন্যসেত্ততঃ।
পুষ্পভক্ষ্যফলৈর্যুক্তমেবং কৃত্বাধিবাসনম্।

কুম্ভাংশ্চ রত্নগর্ভাংস্তান্ বাসোভিঃ পরিবেষ্টয়েৎ
পুষ্পগন্ধৈরলঙ্কৃত্য দ্বারপালান্ সমন্ততঃ।
যজধ্বমিতি তান্ ব্রূয়াদাচার্য্যমভিপূজয়েৎ ॥ ২৭
বহ্বৃচৌ পূর্ব্বতঃ স্থাপ্যৌ দক্ষিণেন যজুর্ব্বিদৌ
সামগৌ পশ্চিমে স্থাপ্যাবুত্তরেণাপ্য অথর্ব্বণৌ।
উদঙ্মুখো দক্ষিণতো যজমান উপাবিশেৎ ॥২৯
যজধ্বমিতি তান্ ব্রূয়াদ্ যাজকান্ পুনরেব তান্
উৎকৃষ্টমন্ত্রজাপ্যেন তিষ্ঠধ্বমিতি জাপকান্ ॥৩০
এবমাদিশ্য তান্ সর্ব্বান্ সন্ধুক্ষ্যাগ্নিং স মন্ত্রবিৎ।
জুহুয়াদাহুতীর্মন্ত্রৈরাজ্যঞ্চ সমিধস্তথা ॥ ৩১
ঋত্বিগ্‌ভিশ্চৈব হোতব্যং বারুণৈরেব সর্ব্বতঃ।
গ্রহেভ্যো বিধিবদ্ধুত্বা তথেন্দ্রায়েশ্বরায় চ।
মরুদ্ভ্যো লোকপালেভ্যো বিধিবদ্বিশ্বকর্ম্মণে ॥৩২
শান্তিসূক্তঞ্চ রৌদ্রঞ্চ পাবমানঞ্চ মঙ্গলম্।
জপেচ্চ পৌরুষং সূক্তং পূর্ব্বতো বহ্বৃচঃ পৃথক্
শাক্রং রৌদ্রঞ্চ সৌম্যঞ্চ কুষ্মাণ্ডং জাতবেদসম্

ভূশুভ এবং তাম্রনির্ম্মিত কুম্ভীর ও মণ্ডুক, এবং লৌহনির্ম্মিত শিশুমার অগ্রেই প্রস্তুত করাইয়া লইয়া পরে যজমান—শুক্ল মাল্য ও শুক্ল বসন দ্বারা ভূষিত, শুক্ল গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত, এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বৌষধিজলে স্নাপিত হইয়া পত্নী, পুত্র ও পৌত্র সহ পশ্চিম দ্বার দিয়া মঙ্গলধ্বনি ও ভেরীরবের সহিত যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবেন। অনন্তর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা মণ্ডল করিয়া পদ্মগর্ভ চতুর্ম্মুখ ষোড়শার চক্র প্রস্তুত করিবেন। ঐ চক্র চতুরস্র ও তদ্বহিঃ বৃত্ত দ্বারা আবৃত এবং মধ্যে সুশোভন হইবে। বিজ্ঞ ব্যক্তি বেদীর উপরিভাগে চতুর্দ্দিকে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গ্রহ ও লোকপালদিগকে স্থাপন করিবেন। পরে বারুণ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া মধ্য স্থানে কলস স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, বিনায়ক, কমলা, ও অম্বিকাকে বিন্যাস করিবেন এবং সর্ব্বলোকের হিতের জন্য ভূতগ্রাম স্থাপন করিয়া পুষ্প, ভক্ষ্য এবং বিবিধ ফল তৎসহ বিন্যাস করিবেন। এইরূপে অধিবাসানন্তর রত্নগর্ভ কুম্ভসমূহকে পুষ্প ও গন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া দ্বারপালদিগকে অর্চ্চনা করুন, এই কথা কহিয়া আচার্য্যকে অর্চ্চনা করিবে। ঋক্‌বেদী বিপ্রদ্বয়কে পূর্ব্ব দিকে, যজুর্ব্বেদী বিপ্রদ্বয়কে দক্ষিণ দিকে, সামবেদী বিপ্রদ্বয়কে পশ্চিম দিকে এবং অথর্ব্ববেদী বিপ্রদ্বয়কে উত্তর দিকে স্থাপন করিয়া যজমান দক্ষিণ দিকে উত্তরমুখে উপবেশন করিবেন এবং পুনরায় যাজকদিগকে যজ্ঞ এবং জাপকদিগকে উৎকৃষ্ট মন্ত্র জপ করিতে বলিবেন। মন্ত্রজ্ঞ যজমান এইরূপ আদেশ করিয়া অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক সমন্ত্রক আজ্য ও সমিধ আহুতি প্রদান করিবেন। ১৮—৩১। ঋত্বিক্‌গণ সর্ব্ব দিকে বারুণ মন্ত্রে হোম করিবেন। গ্রহগণ, ইন্দ্র, ঈশ্বর, মরুদ্‌গণ, লোকপালগণ ও বিশ্বকর্ম্মার উদ্দেশে যথাবিধি হোম করিয়া পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী ঋক্‌বেদী বিপ্র শান্তিসূক্ত, রৌদ্র, পাবমান, মঙ্গল ও পৌরুষ সূক্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠ করিবেন। দক্ষিণ দিকে যজুর্ব্বেদী

সৌরং সূক্তং জপেয়ুস্তে দক্ষিণেন যজুর্ব্বিদঃ ॥
বৈরাজং পৌরুষং সূক্তং সৌপর্ণং রুদ্রসংহিতম্
শৈশবং পঞ্চনিধনং গায়ত্রং জ্যেষ্ঠসাম চ।
বামদেব্যং বৃহৎসাম রৌরবঞ্চ রথন্তরম্ ॥ ৩৬
গবাং ব্রতং বিকীর্ণঞ্চ রক্ষোঘ্নঞ্চ যমং তথা।
গায়েয়ুঃ সামগা রাজন্ পশ্চিমদ্বারমাশ্রিতাঃ ॥৩৭
আথর্ব্বণাশ্চোত্তরতঃ শান্তিকং পৌষ্টিকং তথা।
জপেয়ুর্মনসা দেবমাশ্রিতা বরুণং প্রভুম্ ॥ ৩৮
পূর্ব্বেদ্যুরভিতো রাত্রাবেবং কৃত্বাধিবাসনম্।
গজাশ্বরথবল্মীকসঙ্গমাদ্ ব্রজগোকুলাৎ।
মৃদমাদায় কুম্ভেষু প্রক্ষিপেদোষধীস্তথা ॥ ৩৯
রোচনাঞ্চ সসিদ্ধার্থাং গন্ধান্ গুগ্‌গুলুমেব চ।
স্নপনং তস্য কর্ত্তব্যং পঞ্চগব্যসমন্বিতম্ ॥ ৪০
পূর্ব্বং কর্ত্তুর্মহামন্ত্রৈরেবং কৃত্বা বিধানতঃ।
অতিবাহ্য ক্ষপামেবং বিধিযুক্তেন কর্ম্মণা ॥৪১
ততঃ প্রভাতে বিমলে সঞ্জাতে তু শতং গবাম্
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাতব্যমষ্টষষ্ট্যথবা পুনঃ।
পঞ্চাশদ্বাথ ষট্‌ত্রিংশৎ পঞ্চবিংশতি বা পুনঃ ॥
ততশ্চাবসরপ্রাপ্তে শুদ্ধে লগ্নে সুশোভনে।
বেদশব্দৈঃ সগান্ধর্ব্বৈর্বাদ্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পুনঃ ॥৪৪
কনকালঙ্কৃতাং কৃত্বা জলে গামবতারয়েৎ।
সামগায় চ সা দেয়া ব্রাহ্মণায় বিশাম্পতে ॥ ৪৫
পাত্রীমাদায় সৌবর্ণীং পঞ্চরত্নসমন্বিতাম্।
ততো নিক্ষিপ্য মকরান্ মৎস্যাদীংশ্চৈব সর্ব্বশঃ
ধৃতাং চতুর্ভির্বিপ্রৈশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
মহানদীজলোপেতাং দধ্যক্ষতবিভূষিতাম্ ॥
উত্তরাভিমুখাং ন্যুব্জাং জলমধ্যে তু কারয়েৎ।
আথর্ব্বণেন সুস্নাতাং পুনর্মায়াং তথৈব চ ॥৪৮
আপো হিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বাগত্য চ মণ্ডপম্।
পূজয়িত্বা সদস্যান্ বৈ বলিং দদ্যাৎ সমন্ততঃ।
পুনর্দিনানি হোতব্যং চত্বারি রাজসত্তম।
চতুর্থীকর্ম্ম কর্ত্তব্যং দেয়ং তত্রাপি শক্তিতঃ ॥৫০
কৃত্বা তু যজ্ঞপাত্রাণি যজ্ঞোপকরণানি চ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যস্তু সমং দদ্যান্মণ্ডপং বিভজেৎ পুনঃ ॥

বিপ্র ঐন্দ্র, রৌদ্র, সৌম্য, কৌষ্মাণ্ড, জাতবেদা ও সৌর সূক্ত জপ করিবেন। পশ্চিম দ্বারাশ্রিত সামবেদিগণ বৈরাজ, পৌরুষ সূক্ত, সৌপর্ণ, শৈশব, পঞ্চনিধন, গায়ত্র, জ্যেষ্ঠ সাম, বামদেব্য, বৃহৎসাম, রৌরব, রথন্তর, গোব্রত, বিকীর্ণ, রক্ষোঘ্ন এবং যমমন্ত্র গান করিবেন। উত্তরদিক্‌স্থিত অথর্ব্ববেদিগণ মনে মনে প্রভু বরুণ দেবকে আশ্রয় করিয়া শান্তিক ও পৌষ্টিক মন্ত্র জপ করিবেন। পূর্ব্ব দিবস রাত্রে এইরূপ অধিবাস করিয়া গজ, অশ্ব, রথ ও বল্মীকসঙ্গম এবং ব্রজগোকুল হইতে মৃত্তিকা লইয়া কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। পরে ওষধি, রোচনা, সিদ্ধার্থ, গন্ধ, গুগ্‌গুলু এবং পঞ্চগব্য দিয়া মহামন্ত্র সঙ্কল্প পাঠপূর্ব্বক প্রথমেই যথাবিধি কর্ম্মকর্ত্তার অভিষেক ক্রিয়া করাইবে। এইরূপে বিহিত কর্ম্ম দ্বারা রাত্র যাপন করিয়া বিমল প্রভাত কালে ব্রাহ্মণদিগকে শত কিম্বা অষ্টষষ্টি, পঞ্চাশৎ, ষট্‌ত্রিংশৎ, অথবা পঞ্চবিংশতি গো প্রদান করিবে।৩২—৪৩। অনন্তর যথাকালে সুশোভন শুদ্ধ কালে বেদধ্বনি, সঙ্গীত ও বিবিধ বাদ্যরব করিতে করিতে কনকালঙ্কৃতা ধেনু জলে নামাইয়া দিবে। পরে সামবেদী ব্রাহ্মণকে ঐ ধেনু দান করিবে। অনন্তর সর্ব্বরত্নসমন্বিত একটা সুবর্ণপাত্র লইয়া তাহাতে মকর মৎস্যাদি নিক্ষেপ করিবে, পরে চারিজন বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ উহা ধারণ করিবেন। ঐ পাত্রের উপর মহনদীজল এবং দধি, ও অক্ষত প্রদান করিতে হইবে। পরে উত্তরমুখ হইয়া ন্যুব্জ ভাবে ঐ পাত্র জলমধ্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর আথর্ব্বণ মন্ত্রে স্নান করাইয়া আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রে ক্ষেপণপূর্ব্বক মণ্ডপে আগমন করিয়া সদস্যবর্গের পূজা বিধানান্তে চতুর্দ্দিকে বলি অর্পণ করিবে। হে রাজসত্তম! পুনর্ব্বার চারি দিবস যাবৎ হোম ও চতুর্থী কর্ম্ম করিয়া উহাতে শক্তি অনুসারে দান করিবে। এইরূপ কার্য্য করিয়া পরে যজ্ঞপাত্র ও যজ্ঞোপকরণ সকল ঋত্বিক্-

হেমপাত্রীঞ্চ শয্যাঞ্চ বিপ্রায় চ নিবেদয়েৎ।
ততঃ সহস্রং বিপ্রাণামথবাষ্টশতং তথা॥ ৫২
ভোজনীয়ং যথাশক্তি পঞ্চাশদ্বাথ বিংশতিঃ।
এবমেষ পুরাণেষু তটাকবিধিরুচ্যতে॥ ৫৩
কূপবাপীষু সর্ব্বাসু তথা পুষ্করিণীষু চ।
এষ এব বিধিদৃ ষ্টঃ প্রতিষ্ঠাসু তথৈব চ॥ ৫৪
মন্ত্রতস্তু বিশেষঃ স্যাৎ প্রাসাদোদ্যানভূমিষু।
অয়ং স্বশক্ত্যাবর্দ্ধেন বিধিদৃ ষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা॥ ৫৫
স্বল্পেষ্বেকাগ্নিবৎ কার্য্যো বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতৈঃ।
প্রাবৃট্কালে স্থিতং তোয়মগ্নিষ্টোমসমং স্মৃতম্
শরৎকালস্থিতং যৎ স্যাত্তদুক্তফলদায়কম্।
বাজপেয়াতিরাত্রাভ্যাং হেমন্তে শিশিরে স্থিতম্
অশ্বমেধসমং প্রাহুর্বসন্তসময়ে স্থিতম্।
গ্রীষ্মেঽপি যৎস্থিতং তোয়ং রাজসূয়াদ্বিশিষ্যতে
এতান্মহারাজ বিশেষধর্ম্মান্
করোতি চোর্ব্ব্যামতিশুদ্ধবুদ্ধিঃ।
স যাতি ব্রহ্মালয়মেব শুদ্ধঃ
কল্পাননেকান্ দিবি মোদতে চ॥ ৫৯
অনেক লোকান্ বিচরন্ স্বরাদীন্
ভুক্ত্বা পরার্দ্ধদ্বয়মঙ্গনাভিঃ।
সহৈব বিষ্ণোঃ পরমং পদং যৎ
প্রাপ্নোতি তদ্‌যোগবলেন ভূয়ঃ॥ ৬০

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে তটাকপ্রতিষ্ঠা-
বিধির্নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

পাদপানাং বিধিং ব্রহ্মন্ যথাবদ্বিস্তরাদ্বদ।
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যং পাদপারোপণং বুধৈঃ॥ ১
যে চ লোকাঃ স্মৃতাঃ যেষাং তানিদানীং
বদস্ব মে॥ ২

গণকে প্রদান করিবে এবং যজ্ঞমণ্ডপ ভাগ করিয়া দিবে। হোমপাত্র এবং শয্যা ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে। অনন্তর সহস্র, অষ্টোত্তরশত, পঞ্চাশৎ বা বিংশতি ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে। পুরাণ সমূহে এইরূপই তড়াগপ্রতিষ্ঠাবিধি কথিত হইয়াছে। কূপ, বাপী, ও পুষ্করিণী প্রভৃতি সমুদয়ের প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে এইরূপই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাসাদ এবং উদ্যানাদি প্রতিষ্ঠায় মান্ত্রিক বিশেষত্ব আছে। এই ব্যাপারে যেরূপ বিভবের প্রয়োজন, অশক্ত পক্ষে তাহার অর্দ্ধেক দ্বারাও কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে; ব্রহ্মা স্বয়ং এ বিধান দিয়াছেন। বিভব অল্প থাকিলে, বিত্তশাঠ্যবর্জ্জিত হইয়া একাগ্নিবৎ কর্ম্ম করিবে। প্রতিষ্ঠিত তড়াগাদিতে প্রাবৃট্ ও শরৎ কালে জল থাকিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সমান ফলদায়ক হয়। হেমন্তে এবং শিশিরে জল থাকিলে বাজপেয় ও অতিরাত্রের তুল্য ফল, বসন্তে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল এবং গ্রীষ্মে জল থাকিলে, রাজসূয় যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফলজনক হয়। মহারাজ! যে অতিশুদ্ধবুদ্ধি মানব ভূতলে এই সকল অতি বিশেষ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার ব্রহ্মভবনে গতি হয় এবং অনেক কল্প কাল ঐ ব্যক্তি স্বর্গে বিহার করে। তড়াগাদি প্রতিষ্ঠাতা মানব পরার্দ্ধদ্বয় কাল রমণীগণ সহ স্বর্গাদি লোকে বিচরণ করিয়া যোগবলে পুনরায় বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৪—৬০।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে পাদপসমূহের যথাযথ প্রতিষ্ঠাবিধি বলুন। বুধগণ কোন্ বিধি অনুসারে পাদপ রোপণ করিবেন? পাদপপ্রতিষ্ঠাতার যে সকল লোক লাভ হইয়া থাকে তাহাও এক্ষণে ব্যক্ত

পুলস্ত্য উবাচ।

পাদপানাং বিধিং বক্ষ্যে তথৈবোদ্যানভূমিষু।
তড়াকবিধিবৎ সর্ব্বং সমাপ্য জগতীশ্বর ॥ ৩
ঋত্বিঙ্মণ্ডপসম্ভারমাচার্য্যং চাপি তদ্বিধম্।
পূজয়েদ্ ব্রাহ্মণাংস্তদ্বদ্ধেমবস্ত্রানুলেপনৈঃ ॥ ৪
সর্ব্বৌষধ্যুদকৈঃ সিক্তান্ দধ্যক্ষতবিভূষিতান্।
বৃক্ষান্ মাল্যৈরলঙ্কৃত্য বাসোভিরভিবেষ্টয়েৎ ॥
সূচ্যা সৌবর্ণয়া কার্য্যং সর্ব্বেষাং কর্ণবেধনম্।
অঞ্জনং চাপি দাতব্যং তদ্বদ্ধেমশলাকয়া ॥ ৬
ফলানি সপ্ত চাষ্টৌ বা কলধৌতানি কারয়েৎ।
প্রত্যেকং সর্ব্ববৃক্ষাণাং বেদ্যাস্তান্যধিবাসয়েৎ ॥
ধূপোঽত্র গুগ্গুলুঃ শ্রেষ্ঠস্তাম্রপাত্রেষ্বধিষ্ঠিতান্।
সপ্তধান্যস্থিতান্ কৃত্বা বস্ত্রগন্ধানুলেপনৈঃ ॥ ৮
কুম্ভান্ সর্ব্বেষু বৃক্ষেষু স্থাপয়িত্বাবনীশ্বর।
পূজয়িত্বা দিনান্তে চ কৃত্বা বলিনিবেদনম্ ॥ ৯
যথাবল্লোকপালানামিন্দ্রাদীনাং বিধানতঃ।
বনস্পতেরধিবাস এবং কার্য্যো দ্বিজাতিভিঃ ॥

ততঃ শুক্লাম্বরধরাং সৌবর্ণকৃতমেখলাম্।
সকাংস্যদোহাং সৌবর্ণশৃঙ্গাভ্যামভিশালিনীম্।
পয়স্বিনীং বৃক্ষমধ্যাদুৎসৃজেদ্গামুদঙ্মুখীম্ ॥ ১১
ততোঽভিষেকমন্ত্রেণ বাদ্যমঙ্গলগীতকৈঃ।
ঋগ্যজুঃসামমন্ত্রৈশ্চ বারুণৈরভিতস্তদা ॥ ১২
তৈরেব কুম্ভৈঃ স্নপনং কুর্য্যুর্ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ ॥ ১৩
স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরো যজমানোঽভিপূজয়েৎ।
গোভির্বিভবতঃ সর্ব্বান্ ঋত্বিজঃ স সমাহিতান্
হেমসূত্রৈঃ সকটকৈরঙ্গুলীয়ৈঃ পবিত্রকৈঃ।
বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ তথোপস্করপাদুকৈঃ ॥১৫
ক্ষীরাভিষেচনং কুর্য্যাদ্যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্।
হোমশ্চ সর্পিষা কার্য্যো যবৈঃ কৃষ্ণতিলৈরপি ॥
পলাশসমিধঃ শস্তাশ্চতুর্থেঽহ্নি তথোৎসবঃ।
দক্ষিণা চ পুনস্তদ্বৎ দেয়া তত্রাপি শক্তিতঃ ॥১৭
যদ্যদিষ্টতমং কিঞ্চিৎ তত্তৎ দদ্যাদমৎসরী।
আচার্য্যে দ্বিগুণং দত্ত্বা প্রণিপত্য ক্ষমাপয়েৎ ॥

করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—উদ্যান ভূমিতে যেরূপে পাদপসমূহের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহার বিধি বলিতেছি। হে জগদীশ্বর! ঋত্বিক্, মণ্ডপ, দ্রব্য সম্ভার, ও আচার্য্য সমস্তই তড়াগবিধির ন্যায় সম্পাদন করিয়া স্বর্ণ, বস্ত্র ও অনুলেপন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিবে। পরে সর্ব্বৌষধিজল-সিক্ত দধি-অক্ষতবিভূষিত বৃক্ষসমূহকে মাল্যরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া বস্ত্রসমূহ দ্বারা বেষ্টন করিবে। অনন্তর সুবর্ণসূচী দ্বারা উহাদের কর্ণবেধ করিয়া স্বর্ণশলাকা দ্বারা কজ্জল দান করিবে। রৌপ্যময় সাত কি আটটী ফল প্রস্তুত করাইয়া প্রত্যেক বৃক্ষের নিম্নে বেদীর উপর এক একটী ফলের অধিবাস করিবে। এই কার্য্যে গুগ্গুল ধূপই প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে সপ্ত ধান্যোপরি অবস্থিত কুম্ভসমূহ বস্ত্র গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা মণ্ডিত করিয়া প্রত্যেক বৃক্ষের মূলে স্থাপন ও সেই সেই কুম্ভে পূজা করিয়া দিনান্তে ইন্দ্রাদি লোকপালসমূহের উদ্দেশে যথাবিধি বলি নিবেদন করিয়া দিবে। দ্বিজাতিগণ এইরূপে বনস্পতির অধিবাস করিবেন। অনন্তর শুক্লাম্বরধরা সুবর্ণমেখলামণ্ডিতা, কাংস্যদোহনা, হেমশৃঙ্গ-শোভিনী পয়স্বিনী ধেনুকে বৃক্ষমধ্য হইতে উত্তরাভিমুখে ছাড়িয়া দিবে। অনন্তর বিপ্র-বরগণ বাদ্য ও মঙ্গলগীতের সঙ্গে সঙ্গে অভিষেক-মন্ত্র, ঋক্ যজু ও সাম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই সকল কুম্ভজল দ্বারা যজমানকে স্নান করাইবেন। স্নানান্তে যজমান শুক্লাম্বর পরিধানপূর্ব্বক সমাহিত ঋত্বিগ্গণকে হেমসূত্র, কটক, অঙ্গুরীয়ক-বস্ত্র, শয্যা, উপস্কর, পাদুকা, এবং বিভবানুসারে ধেনু দান করিয়া অর্চ্চনা করিবেন। ১—১৫। অনন্তর চারি দিবস যাবৎ ক্ষীরা-ভিষেক কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে, যব ঘৃত ও কৃষ্ণ তিল দ্বারা হোম করিবে। হোম ব্যাপারে পলাশ সমিধ্ প্রশস্ত। অনন্তর চতুর্থ দিনে উৎসব অনুষ্ঠান করিবে। পরে শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দান করিবে। যাহা কিছু ইষ্টতম, অমৎসরী হইয়া তাহা দান করিবে। এই কার্য্যে আচার্য্যকে

অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাদ্বৃক্ষোৎসবং বুধঃ।
সর্ব্বান্ কামনবাপ্নোতি তিপদং লানন্তমশ্নুতে ॥১৯
যশ্চৈবমপি রাজেন্দ্র বৃক্ষং সংস্থাপয়েদ্বুধঃ।
সোঽপি স্বর্গে বসেদ্রাজন্ যাবদিন্দ্রাযুতত্রয়ম্ ॥২০
ভূতান্ ভব্যাংশ্চ মনুজাংস্তারয়েদ্রোমসম্মিতান্
পরমাং সিদ্ধিমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভাম্ ॥ ২১
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবঃ।
সোঽপি সম্পূজ্যতে দেবৈর্ব্রহ্মলোকে মহীয়তে
অপুত্রস্য চ পুত্রিত্বং পাদপা এব কুর্ব্বতে।
তীর্থেষু পিণ্ডদানাদীন্ রোপকাণাং দদন্তি তে
যত্নেনাপি চ রাজেন্দ্র অশ্বত্থারোপণং কুরু।
স তে পুত্রসহস্রস্য কৃত্যমেকঃ করিষ্যতি ॥ ২৪
ধনী চাশ্বত্থবৃক্ষেণ অশোকঃ শোকনাশনঃ।
প্লক্ষো যজ্ঞপ্রদঃপ্রোক্তঃ ক্ষীরী চায়ুঃপ্রদঃস্মৃতঃ
জম্বুকী কন্যকাদাত্রী ভার্য্যাদা দাড়িমী তথা।

অশ্বত্থো রোগনাশায় পলাশো ব্রহ্মদস্তথা।
প্রেতত্বং জায়তে পুংসো রোপয়েদ্
যো বিভীতকম্ ॥ ২৬
অঙ্কোলে কুলবৃদ্ধিস্তু খাদিরেণাপ্যরোগিতা।
নিম্বপ্ররোহকাণান্তু নিত্যং তুষ্যেদ্দিবাকরঃ।
শ্রীবৃক্ষে শঙ্করো দেবঃ পাটলায়ান্তু পার্ব্বতী।
শিংশপায়ামপ্সরসঃ কুন্দে গন্ধর্ব্বসত্তমাঃ ॥ ২৮
তিন্তিড়ীকে দাসবর্গা বঞ্জুলে দস্যবস্তথা।
পুণ্যপ্রদঃ শ্রীপ্রদশ্চ চন্দনঃ পনসস্তথা ॥ ২৯
সৌভাগ্যদশ্চম্পকশ্চ করবীরঃ পারদারিকঃ।
অপত্যনাশকস্তালো বকুলঃ কুলবর্দ্ধনঃ ॥ ৩০
বহুভার্য্যা নারিকেলা দ্রাক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
রতিপ্রদা তথা কোলী কেতকী শত্রুনাশিনী।
এবমাদিনগাশ্চান্যে যে নোক্তাস্তেঽপি দায়কাঃ
প্রতিষ্ঠান্তে গমিষ্যন্তি যৈস্তু বৃক্ষাঃ প্ররোপিতাঃ
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে
বৃক্ষারোপণবিধির্নামাষ্টা-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

দ্বিগুণ দক্ষিণা দান করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বিধি অনুসারে বৃক্ষোৎসব করিবেন, তিনি সর্ব্ব কাম প্রাপ্ত হইয়া অন্তে ব্রহ্মপদে উপনীত হইবেন। হে রাজেন্দ্র! যে বিজ্ঞ জন এইরূপে বৃক্ষ স্থাপন করেন তিনি তিন অযুত ইন্দ্রের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন এবং রোমসংখ্যানুসারে ভূত ও ভবিষ্যৎ স্ববংশীয় মনুষ্যগণের উদ্ধার সাধন করেন। পুনরাবৃত্তিরহিত সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত হয়। যে মানব নিত্য ইহা শ্রবণ করেন, বা করান, তিনি দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকেন। অপুত্রক ব্যক্তি এই কার্য্য করিলে পাদপগণই তাহার পুত্রের কার্য্য সাধন করে; তীর্থে তীর্থে রোপণ করিলে পুত্রপ্রদত্ত পিণ্ডদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! আপনি যত্নপূর্ব্বক অশ্বত্থ রোপণ করুন। সেই একমাত্র বৃক্ষ আপনার সহস্র পুত্রের কার্য্য করিবে। অশ্বত্থ ধনপ্রদ, অশোক শোকহর, প্লক্ষ যজ্ঞপ্রদ, ক্ষীরী আয়ুঃপ্রদ, জম্বুকী কন্যাদাত্রী, দাড়িমী ভার্য্যাদাত্রী, অশ্বত্থ রোগনাশক এবং পলাশ বৃক্ষ ব্রহ্মপ্রদ। যে ব্যক্তি বিভীতক বৃক্ষ রোপণ করে, তাহার প্রেতত্ব জন্মিয়া থাকে। অঙ্কোলে কুলবৃদ্ধি, খদিরে রোগনাশ, ও নিম্ব রোপণে দিবাকরের তুষ্টি হয়। শ্রীবৃক্ষে শঙ্কর দেব, পাটলায় পার্ব্বতী, শিংশপায় অপ্সরোগণ, কুন্দে গন্ধর্ব্ববরগণ, তিন্তিড়ী বৃক্ষে দাসবর্গ, ও বঞ্জুলে দস্যুগণ তুষ্ট হইয়া থাকে। চন্দন এবং পনস শ্রীপ্রদ ও পুণ্যপ্রদ, চম্পক সৌভাগ্যজনক, করবীর পরদারাবহ, তাল অপত্যনাশক, বকুল কুলবর্দ্ধন, নারিকেল বহু ভার্য্যাকর, দ্রাক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, কোলী রতিপ্রদা ও কেতকী শত্রুনাশিনী। এই সকল এবং এইরূপ অন্য অনুক্ত বৃক্ষ সকল যাহারা রোপণ করে, তাহারাও প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া থাকে। ১৬—৩২।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ।

তথৈবান্যৎ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
সৌভাগ্যশয়নং নাম যৎ পুরাণবিদো বিদুঃ ॥১
পুরা দগ্ধেষু লোকেষু ভূর্ভুবঃস্বর্মহাদিষু।
সৌভাগ্যং সর্ব্বভূতানামেকস্থমভবৎ তদা ॥ ২
বৈকুণ্ঠং সর্ব্বমাসাদ্য বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলে স্থিতম্।
ততঃ কালেন কিয়তা পুনঃ সর্গবিধৌ নৃপ।
অহঙ্কারাবৃতে লোকে প্রধানপুরুষান্বিতে ॥ ৩
স্পর্দ্ধায়াঞ্চ প্রবৃদ্ধায়াং কমলাসনকৃষ্ণয়োঃ।
পিঙ্গাকারা সমুদ্ভূতা বহ্নিজ্বালাতিভীষণা ॥ ৪
তয়াভিতপ্তস্য হরের্বক্ষসস্তদ্বিনিঃসৃতম্।
যদ্বক্ষঃস্থলমাশ্রিত্য বিষ্ণোঃ সৌভাগ্যমাস্থিতম্
রসরূপং ন তদ্যাবদাপ্নোতি বসুধাতলে।
উৎক্ষিপ্তমন্তরিক্ষাত্তু ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা ॥ ৬
দক্ষেণ পীতমাত্রং তদ্রূপলাবণ্যকারকম্।
বলং তেজো মহজ্জাতং দক্ষস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৭
শেষং যদপতদ্ভূমাবষ্টধা তদ্ব্যজায়ত ॥ ৮
ততস্ত্বোষধয়ো জাতাঃ সপ্ত সৌভাগ্যদায়িকাঃ।
ইক্ষবস্তরুরাজশ্চ নিষ্পাবাঃ শালিধান্যকম্ ॥ ৯
বিকারবচ্চ গোক্ষীরং কুসুম্ভং কুসুমং তথা।
লবণং চাষ্টমং তদ্বৎ সৌভাগ্যাষ্টকমুচ্যতে ॥১০
পীতং যদ্ব্রহ্মপুত্রেণ যোগজ্ঞানবিদা পুরা।
দুহিতা সাভবত্তস্মাৎ যা সতীত্যভিধীয়তে ॥১১
লোকানতীত্য লালিত্যাল্ললিতা তেন চোচ্যতে
ত্রৈলোক্যসুন্দরীং দেবীমুপয়েমে পিনাকধৃক্ ॥
ত্রিবিশ্বসৌভাগ্যময়ীং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাম্।
তামারাধ্য পুমান্ ভক্ত্যা নারী বা কিং ন
বিন্দতি ॥ ১৩

ভীষ্ম উবাচ।

কথমারাধনং তস্যা ললিতায়া মুনে বদ।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—পুরাণবিদ্গণ সৌভাগ্য-শয়ন নামে যে সর্ব্বকামফলপ্রদ অপর এক ব্রতের কথা বলিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি। পুরাকালে ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ও মহর্লোক প্রভৃতি দগ্ধ হইলে সর্ব্বভূতের সৌভাগ্য একস্থ হইয়াছিল। উহা বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। হে নৃপ! অনন্তর কিয়ৎকাল পরে অহঙ্কারাবৃত প্রধানপুরুষান্বিত লোকে পুনরায় সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইল। তখন কমলাসন ও কৃষ্ণের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি পাইলে এক অতি-ভীষণ পিঙ্গাকার বহ্নিজ্বালা প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাতে হরির বক্ষঃস্থল অভিতপ্ত হইলে সেই সৌভাগ্য সেই স্থান হইতে গলিত হইল। যাহা বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা রসাকারে যাবৎ না পৃথিবীতে উপস্থিত হইল, তাবৎ ব্রহ্মপুত্র ধীমান্ দক্ষ অন্তরীক্ষ পথেই উহা পান করিলেন। তিনি পান করিবামাত্র তাঁহার রূপ, লাবণ্য ও প্রবল তেজোবল প্রাদুর্ভূত হইল এবং যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা ভূতলে পতিত হইয়া অষ্টধা উৎপন্ন হইল। অনন্তর সপ্ত সৌভাগ্য-দায়ক ওষধি সকল, তরুরাজ ইক্ষু, নিষ্পাব, শালি ধান্য, বিকারবৎ গোক্ষীর, কুসুম্ভ, কুসুম, এবং লবণ এই আটটী বস্তু জন্মিল। এই আটটীই সৌভাগ্যাষ্টক নামে অভিহিত। যোগজ্ঞানবিৎ ব্রহ্ম-পুত্র দক্ষ পূর্ব্বে উহা পান করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার এক দুহিতা জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ দুহিতাই সতী নামে অভি-হিত। তিনি লালিত্য গুণে লোক সকল অতিক্রম করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার ললিতা নাম হয়। পিনাকপাণি ঐ ত্রিলোক-সুন্দরী ললিতা দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। এই ত্রৈলোক্যসৌভাগ্যময়ী ভুক্তিমুক্তি-দায়িনী দেবীকে ভক্তিভরে আরাধনা করিয়া নর কিম্বা নারী কি না লাভ করিতে পারে? ১—১৩। ভীষ্ম কহিলেন,—মুনে! কিরূপে সেই ললিতা দেবীর আরাধনা করিতে হয়?

যদ্বিধানঞ্চ জগতঃ শান্তয়ে তদ্বদস্ব মে ॥ ১৪
পুলস্ত্য উবাচ।
বসন্তমাসমাসাদ্য তৃতীয়ায়াং জনপ্রিয়ঃ।
শুক্লপক্ষস্য পূর্ব্বাহ্নে তিলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥
তস্মিন্নহনি সা দেবী কিল বিশ্বাত্মনা সতী।
পাণিগ্রহণিকৈর্ম্মন্ত্রৈরুদূঢ়া বরবর্ণিনী ॥ ১৬
তয়া সহৈব বিশ্বেশং তৃতীয়ায়ামথার্চ্চয়েৎ।
ফলৈর্নানাবিধৈর্দীপৈর্ধূপনৈবেদ্যসংযুতৈঃ ॥ ১৭
প্রতিমাং পঞ্চগব্যেন তথা গন্ধোদকেন চ।
স্নাপয়িত্বার্চ্চয়েদ্গৌরীমিন্দুশেখরসংযুতাম্ ॥ ১৮
নমোঽস্তু পাটলায়ৈ তু পাদৌ দেব্যাঃ শিবস্য চ
শিবায়েতি চ সঙ্কীর্ত্ত্য জয়ায়ৈ গুল্ফয়োর্দ্বয়োঃ
ত্র্যম্বকায়েতি রুদ্রস্য ভবান্যৈ জঙ্ঘয়োর্যুগম্।
শিরো রুদ্রেশ্বরায়েতি বিজয়ায়ৈ চ জানুনী ॥ ২০
সঙ্কীর্ত্ত্য হরিকেশায় তথোরূ বরদে নমঃ।
ঈশায়েতি কটিং রত্যৈ শঙ্করায়েতি শঙ্করম্ ॥ ২১
কুক্ষিদ্বয়ঞ্চ কোটব্যৈ শূলিনং শূলপাণয়ে।
মঙ্গলায়ৈ নমস্তভ্যমুদরং চাভিপূজয়েৎ ॥ ২২
সর্ব্বাত্মনে নমো রুদ্রমীশান্যৈ চ কুচদ্বয়ম্।
শিবং বেদাত্মনে তদ্বদ্ রুদ্রাণ্যৈ কণ্ঠমর্চ্চয়েৎ।
ত্রিপুরঘ্নায় বিশ্বেশমনন্তায়ৈ করদ্বয়ম্।
ত্রিলোচনায়েতি হরং বাহূ কালানলপ্রিয়ে ॥ ২৪
সৌভাগ্যভবনায়েতি ভূষণানি সদার্চ্চয়েৎ।
স্বাহাস্বধায়ৈ চ মুখমীশ্বরায়েতি শূলিনম্ ॥ ২৫
অশোকবনবাসিন্যৈ পূজ্যাবোষ্ঠৌ চ ভূতিদৌ।
স্থাণবে চ হরং তদ্বদাস্যং চন্দ্রমুখপ্রিয়ে ॥ ২৬
নমোঽর্দ্ধনারীশহরমসিতাং গীতিনাসিকাম্।
নম উগ্রায় লোকেশং ললিতেতি পুনর্ভ্রুবৌ।
শর্ব্বায় পুরহর্ত্তারং বাসুদেব্যৈ তথালকম্।
নমঃ শ্রীকণ্ঠনাথায় শিবকেশাংস্তথার্চ্চয়েৎ।
ভীমোগ্রভীমরূপিণ্যৈ শিরঃ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ২৮
হরমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ সৌভাগ্যাষ্টকমগ্রতঃ।
স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধনিষ্পাবান্ কুসুম্ভক্ষীরজীরকম্।
তরুরাজেক্ষুলবণং কুস্তুম্বুরুমথাষ্টকম।
দদ্যাৎ সৌভাগ্যকৃদযস্মাৎ সৌভাগ্যাষ্টকমিত্যতঃ
এবং নিবেদ্য তৎ সর্ব্বমগ্রতঃ শিবয়োঃ পুনঃ।
চৈত্রে শৃঙ্গাটকান প্রাশ্য স্বপেদ্ভূমাবরিন্দম ॥ ৩২
পুনঃ প্রভাতে চ তথা কৃতস্নানজপঃ শুচিঃ।

তাঁহার আরাধনাবিধি কি, জগতের শান্তির নিমিত্ত? তাহা আমাকে বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—জন-প্রিয় নর বসন্ত-কালীন শুক্লপক্ষীয়া তৃতীয়া তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে তিল দ্বারা স্নান করিবেন। ঐ দিন বিশ্বাত্মা ভবদেব পাণিগ্রহণিক মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই বরবর্ণিনী সতী দেবীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং নানাবিধ ফল, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা তৃতীয়ার দিন তাঁহার সহিত বিশ্বেশ্বর দেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। চন্দ্র-মৌলি-যুত গৌরী প্রতিমা পঞ্চ গব্য ও গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইয়া গৌরী ও শঙ্করের পদযুগে পাটলা ও শিব, উভয় গুল্ফে শিব ও জয়া, জঙ্ঘাযুগে ত্র্যম্বক ও ভবানী, জানুদেশে বিজয়া ও হরিকেশ, কটি-তটে ঈশ-রতি ও শঙ্কর, কুক্ষিযুগে কোটবী ও শূলপাণি, উদরে মঙ্গলা, কুচ-যুগে, সর্ব্বাত্মা ও ঈশানী, কণ্ঠে বেদাত্মা ও রুদ্রাণী, করদ্বয়ে ত্রিপুরঘ্ন ও অনন্তা, বাহুযুগে ত্রিলোচন ও কালানলপ্রিয়া, ভূষণসমূহে সৌভাগ্য-ভবন, মুখে স্বাহা স্বধা ও ঈশ্বর, ওষ্ঠযুগে অশোকবাসিনী, আস্যে স্থাণু ও চন্দ্রমুখপ্রিয়া, নাসিকায় অর্দ্ধ-নারীশ ও অসিতাঙ্গী, ভ্রূযুগে উগ্রলোকেশ ও ললিতা, অলকায় শর্ব্ব, পুরহর ও বাসুদেবী, শিব-কেশ-পাশে শ্রীকণ্ঠনাথ এবং মস্তকে ভীমোগ্র ভীমরূপিণী, ও সর্ব্বাত্মা হরকে 'নমো নম' বলিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক অগ্রভাগে সৌভাগ্যাষ্টক স্থাপন করিবে। স্নিগ্ধ নিষ্পাব, কুসুম্ভ, ক্ষীর, জীরক, তরুরাজ ইক্ষু, লবণ ও কুস্তুম্বুরু এই সকল দান করিবে। ইহাই সৌভাগ্যজনক বলিয়া সৌভাগ্যাষ্টক নামে অভিহিত। ১৪-৩০। হরগৌরীর অগ্রে এইরূপে উক্ত সৌভাগ্যাষ্টক নিবেদন করিয়া চৈত্রে শৃঙ্গাটক প্রাশনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিবে। পুনরায় প্রভাতে স্নান

সম্পূজ্য দ্বিজদাম্পত্যং মাল্যবস্ত্রবিভূষণৈঃ ॥৩২
সৌভাগ্যাষ্টকসংযুক্তং সৌবর্ণং প্রতিমাদ্বয়ম্।
প্রীয়তাং মেহত্র ললিতা ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥
এবং সংবৎসরং যাবৎ তৃতীয়ায়াং সদা নৃপ।
প্রাশনে দানমন্ত্রে চ বিশেষোহয়ং নিবোধ মে ॥
গোশৃঙ্গাম্বু মধৌ প্রোক্তং বৈশাখে গোময়ং পুনঃ
জ্যৈষ্ঠে মন্দারকুসুমং বিল্বপত্রং শুচৌ স্মৃতম্ ॥
শ্রাবণে দধি সম্প্রাশ্যং নভস্যে তু কুশোদকম্।
ক্ষীরমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে পৃষদাজ্যকম্ ॥
মার্গশীর্ষে তু গোমূত্রং পৌষে সম্প্রাশয়েদ্ ঘৃতম্।
মাঘে কৃষ্ণতিলাংস্তদ্বৎ পঞ্চগব্যঞ্চ ফাল্গুনে ॥৩৮
ললিতা বিজয়া ভদ্রা ভবানী কুমুদা শিবা।
বাসুদেবী তথা গৌরী মঙ্গলা কমলা সতী।
উমা চ দানকালে তু প্রীয়তামিতি কীর্ত্তয়েৎ ॥
তস্মিংস্তু দ্বাদশে মাসি দ্বাদশ্যাং কৃষ্ণমর্চ্চয়েৎ।
তথা লক্ষ্মীঞ্চ তত্রৈব ভর্ত্রা সার্দ্ধমথার্চ্চয়েৎ ॥৪০
পৌর্ণমাস্যামতস্তদ্বৎ সপত্নীকঃ পিতামহঃ।
উপাসনীয়ো বিদুষা পরত্রাভীতিমিচ্ছতা ॥ ৪১
সৌভাগ্যাষ্টকং তদ্বচ্চ দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥
মল্লিকাশোককমলং কদম্বোৎপলপঙ্কজম্।
কুব্জকং করবীরঞ্চ বাণমম্লানপঙ্কজম্।
সিন্ধুবারঞ্চ সর্ব্বেষু মাসেষু কুসুমং স্মৃতম্ ॥ ৪৩
জপা কুসুম্ভকুসুমং মালতী শতপত্রিকা।
যথালাভং প্রশস্তানি করবীরঞ্চ সর্ব্বদা ॥ ৪৪
এবং সংবৎসরং যাবদুপোষ্য বিধিবন্নরঃ।
স্ত্রী চ নক্তং কুমারী চ শিবমভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ ॥
ব্রতান্তে শয়নং দদ্যাৎ সর্ব্বোপস্করসংযুতম্।
উমামহেশ্বরৌ হৈমৌ বৃষভঞ্চ গবা সহ।
স্থাপয়িত্বা চ শয়নং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৪৬
দ্বাদশ্যাং বৎসরস্ত্বেকং মহালক্ষ্ম্যা চ কেশবম্।
ব্রহ্মাণং সহ সাবিত্র্যা পূজয়িত্বা নরস্ত্বিহ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মনসা যমভীপ্সিতান্ ॥
অন্যান্যপি যথাশক্তি মিথুনান্যম্বরাদিভিঃ।
ধান্যালঙ্কারগোদানৈরন্যৈশ্চ ধনসঞ্চয়ৈঃ।

জপ সমাধানান্তে শুচি হইয়া মাল্য, বস্ত্র ও বিভূষণ দ্বারা দ্বিজদম্পতির অর্চ্চনাপূর্ব্বক ললিতা মৎপ্রতি প্রীত হউন, এই বলিয়া সৌভাগ্যাষ্টকযুক্ত সৌবর্ণ প্রতিমাদ্বয় ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে। হে নৃপ! এইরূপে সংবৎসর যাবৎ প্রতি তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিবে; মাসভেদে প্রাশনে এবং দানমন্ত্রে যে বিশেষত্ব আছে, তাহা এক্ষণে আমার নিকট শ্রবণ কর। চৈত্রে গোশৃঙ্গজল, বৈশাখে গোময়, জ্যৈষ্ঠে মন্দারকুসুম, আষাঢ়ে বিল্বপত্র, শ্রাবণে দধি, ভাদ্রে কুশোদক, আশ্বিনে ক্ষীর, কার্ত্তিকে দধিযুক্ত ঘৃত, মার্গশীর্ষে গোমূত্র, পৌষে ঘৃত, মাঘে কৃষ্ণতিল এবং ফাল্গুনে পঞ্চগব্য প্রাশন করিবে। দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে ললিতা, বিজয়া, ভদ্রা, ভবানী, কুমুদা, শিবা, বাসুদেবী, গৌরী, মঙ্গলা, কমলা, সতী, ও উমা প্রীত হউন, এইরূপ কীর্ত্তন করিবে। পরে দ্বাদশ মাসের প্রতি দ্বাদশীতে কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিতে হইবে। ঐ দিন ভর্ত্তা কৃষ্ণের সহিত লক্ষ্মীর ও অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর পরকালে অভয়েচ্ছু বিজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ণিমায় সপত্নীক পিতামহের উপাসনা করিবে এবং ভূতিকামনায় সৌভাগ্যাষ্টক দান করিবে। এই ব্যাপারে মল্লিকা, অশোক, কমল, কদম্ব, উৎপল, চম্পক, কুব্জক, করবীর, বাণ, অম্লানপঙ্কজ, সিন্ধুবার, জপা, কুসুম্ভ, মালতী এবং শতপত্রিকা এই সকল পুষ্প সর্ব্বমাসে যথালাভ প্রশস্ত। এইরূপে সংবৎসর যাবৎ যথাবিধি উপবাস করিয়া নরনারী কিম্বা কুমারী ভক্তিভাবে শিবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক ব্রতান্তে সর্ব্বোপস্করযুত শয্যা, হেমময় উমা-মহেশ্বর, ও বৃষভ সহ ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করিবে।৩১—৪৬। দ্বাদশীতে মহালক্ষ্মীর সহিত কেশবকে এবং সাবিত্রীসহ ব্রহ্মাকে সংবৎসর যাবৎ অর্চ্চনা করিয়া নর অভীপ্সিত সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিত্তশাঠ্যবর্জ্জিত হইয়া নর অমৎসরভাবে অম্বর, ধান্য, অলঙ্কার, ধেনু ও অন্যান্য ধন-

বিত্তশাঠ্যেন রহিতঃ পূজয়েৎকাতবিস্ময়ঃ ॥ ৪৯
এবং করোতি যঃ সম্যক্ সৌভাগ্যশয়নব্রতম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি পদং বা নিত্যমশ্নুতে
ফলমেকঞ্চ চ ত্যাগমেতৎ কুর্ব্বন্ সমাচরেৎ
যশঃ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রতিমাসং নরাধিপ ॥ ৫১
সৌভাগ্যারোগ্যরূপৈশ্চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
ন বিযুক্তো ভবেদ্রাজন্ সৌভাগ্যশয়নপ্রদঃ ॥
যস্তু দ্বাদশ বর্ষাণি সৌভাগ্যশয়নব্রতম্।
করোতি সপ্ত চাষ্টৌ বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
পূজ্যমানো বসেৎসম্যক্ যাবৎ কল্পাযুতং নরঃ।
বিষ্ণোর্লোকমথাসাদ্য শিবলোকগতস্তথা ॥ ৫৪
নারী বা কুরুতে যা তু কুমারী বা নরেশ্বর।
সাপি তৎ ফলমাপ্নোতি দেব্যনুগ্রহলালিতা ॥
শৃণুয়াদপি যশ্চৈব প্রদদ্যাদথবা মতিম্।
সোঽপি বিদ্যাধরো ভূত্বা স্বর্গলোকে চিরং বসেৎ ॥৫৬

রাশি দ্বারা অন্যান্য দম্পতিরও যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে যথা-বিধি সৌভাগ্যশয়নব্রত আচরণ করে, সে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া নিত্য পদ লাভ করিয়া থাকে। এই ব্রতকারী ব্যক্তি একটী ফল পরিত্যাগ করিয়া ব্রতাচরণ করিবেন। হে নরাধিপ! প্রতিমাসে এইরূপ করিলে নর যশ ও কীর্ত্তি লাভ করে এবং সে কখন সৌভাগ্য, আরোগ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভূষণ-বর্জ্জিত হয় না। যে ব্যক্তি দ্বাদশ অষ্ট বা সপ্ত বর্ষ পর্য্যন্ত সৌভাগ্যশয়ন ব্রত আচরণ করে, সে ব্রহ্মলোকে সম্যক্ পূজিত হইয়া কল্পাযুতকাল বিহার করিয়া থাকে। অনন্তর বিষ্ণুলোকে তৎপরে শিবলোকে তাহার গতি হয়। হে নরেশ্বর! যে নারী বা কুমারী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, দেবীর অনুগ্রহ-লালিত হইয়া সেও উক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই ব্রতবিবরণ শ্রবণ বা এই ব্রতানুষ্ঠানের উপদেশ দেন, তিনি বিদ্যাধর হইয়া স্বর্গলোকে দীর্ঘকাল বাস

ইদমিহ মদনেন পূর্ব্বমিষ্টং
শতধনুষা চ কৃতং নরেণ তদ্বৎ।
কৃতমথ পবনেন নন্দিনা চ
কিমু জননাথ মহাদ্ভুতং ন বা স্যাৎ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে প্রথমে সৃষ্টি-খণ্ডে ব্রতাধ্যায়ো নামৈকোন-ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

যজ্ঞপর্ব্বতমাসাদ্য বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
পদানি চেহ দত্তানি কিমর্থং পদপঙ্‌ক্তিঃ।
কৃতা বৈ দেবদেবেন তন্মে বদ মহামতে। ১
কতমো দানবস্তেন বিষ্ণুনা দমিতোঽত্র বৈ।
কৃত্বা বৈ পদবিন্যাসং তন্মে শংস মহামুনে। ২
স্বর্লোকে বসতির্বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠেঽস্য মহাত্মনঃ।
স কথং মানুষে লোকে পদন্যাসং চকার হ ॥৩

করেন। এই ব্রত পূর্ব্বে মদন প্রচার করিয়াছিলেন। শতধনুনামক নর, পবন এবং নন্দী ইহা অনুষ্ঠান করেন, সুতরাং হে জন-নাথ! এই ব্রত করিলে কি না অদ্ভুত হইয়া থাকে? ৪৭—৫৭।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—হে মহামতে! প্রভু বিষ্ণু বিষ্ণু যজ্ঞপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া পাদ-বিন্যাস করিয়াছিলেন, দেবদেব কি জন্য এখানে পদপঙ্‌ক্তি রচনা করেন, এবং পাদ-বিন্যাস করিয়া কোন্ দানবকে দমন করিয়া-ছিলেন? হে মহামুনে! তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। স্বর্গলোকে বৈকুণ্ঠ-ধামেই মহাত্মা বিষ্ণুর বাস, তিনি কেন মানুষ-

দেবলোকেষু বৈ দেবদেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ।
তপসা মহতা ব্রহ্মন্ ভক্তা যে সততং প্রভুম্ ॥
শ্রীবরাহস্ত বসতির্মহর্লোকে প্রকীর্ত্তিতা ॥৫
নৃসিংহস্য তথা প্রোক্তা জনলোকে মহাত্মনঃ।
ত্রিবিক্রমস্ত বসতিস্তপোলোকে প্রকীর্ত্তিতা ॥৬
লোকানেতান্ পরিত্যজ্য কথং ভূমৌ পদদ্বয়ম্
ক্ষেত্রে পৈতামহে চাস্মিন্ পুষ্করে যজ্ঞপর্ব্বতে ॥৭
পদানি কৃতবান্ ব্রহ্মন্ বিস্তরান্মম কীর্ত্তয়।
শ্রুতেন সর্ব্বপাপস্য নাশো বৈ ভবিতা ধ্রুবম্ ॥৮

পুলস্ত্য উবাচ।

সম্যক্ পৃচ্ছসি ভোস্ত্বং যৎ সংশৃণু ত্বং সমাহিতঃ
যথা পূর্ব্বং পদন্যাসঃ কৃতো দেবেন বিষ্ণুনা ॥৯
যজ্ঞপর্ব্বতমাসাদ্য শিলাপর্ব্বতরোধসি।
পুরা কৃতযুগে ভীষ্ম দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১০
বিষ্ণুনা চ কৃতং পূর্ব্বং পৃথিব্যর্থে পরং তপঃ।
ত্রিদিবং সর্ব্বমানীতং দানবৈর্ব্বলবত্তরৈঃ ॥ ১১
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় জিত্বা দেবান্ সবাসবান্
দানবা যজ্ঞভোক্তারস্তত্রাসন্ বলবত্তরাঃ।
কৃতা বাষ্কলিনা সর্ব্বে দানবেন বলীয়সা ॥ ১২
এবম্ভূতে তদা লোকে ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
পরমার্ত্তিং যযৌ শক্রো নিরাশো জীবিতে কৃতঃ
স বাষ্কলির্দানবেন্দ্রোঽবধ্যোঽয়ং মম সংযুগে।
ব্রহ্মণো বরদানেন সর্ব্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥১৪
তদহং ব্রহ্মণো লোকে বৃতঃ সর্ব্বৈর্দিবৌকসৈঃ।
ব্রজামি শরণং দেবং গতিরন্যা ন বিদ্যতে ॥
এবং বিচিন্ত্য দেবেন্দ্রো বৃতঃ সর্ব্বৈর্দিবৌকসৈঃ।
জগাম ত্বরিতো ভীষ্ম যত্র দেবঃ পিতামহঃ ॥
ব্রহ্মণঃ স পদং প্রাপ্য বৃতস্তৈশ্চ দিবৌকসৈঃ।
অব্রবীৎ জগতঃ কার্য্যং প্রাপ্তামাপদমুত্তমাম্ ॥
কিং ন জানাসি বৈ দেব যতো নো ভয়মাগতম্
দৈত্যৈর্যদাহৃতং সর্ব্বং বরদানাচ্চ তে প্রভো ॥
কথিতং বৈ ময়া সর্ব্বং বাষ্কলেশ্চ দুরাত্মনঃ।

লোকে পদন্যাস করিলেন? ইন্দ্রপ্রমুখ দেবদেবগণ দেবলোকেই বিরাজ করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! যে সকল ভক্ত মহাতপস্যা করেন, তাঁহারাও উক্ত লোকে সর্ব্বদা বাস করেন। মহর্লোকে শ্রীবরাহের, জনলোকে মহাত্মা নরসিংহের এবং তপোলোকে ত্রিবিক্রমের বাস কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল লোক পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পৈতামহক্ষেত্র—পুষ্করে যজ্ঞপর্ব্বতে কেন তিনি পাদবিন্যাস করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্। বিস্তৃতরূপে তাহা আমার নিকট বলুন, ইহা শ্রবণ করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া থাকে। পুলস্ত্য কহিলেন,—তুমি যখন এ বিষয়ে সম্যক্ প্রশ্ন করিয়াছ তখন সমাহিত হইয়া ইহা শ্রবণ কর। যজ্ঞপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুদেব পর্ব্বততটে যেরূপে পাদন্যাস করিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিতেছি। হে ভীষ্ম! পুরাকালে কৃতযুগে দেবকার্য্য সিদ্ধির ও পৃথিবীর হিতের জন্য এই স্থানে পদন্যাস করিয়াছিলেন। বলবত্তর দানবগণ ইন্দ্রাদি দেবগণকে জয় করিয়া ঐ ত্রৈলোক্য বশীভূত ও সমস্ত স্বর্গ অপহৃত করিয়াছিল। তৎকালে তাহারাই যজ্ঞভাগী হইয়াছিল। বলবান্ বাস্কলি দানবই আধিপত্য লাভ করিয়া এই সকল কার্য্য করিয়াছিল। চরাচর ত্রৈলোক্য তখন এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে ইন্দ্র জীবনে নিরাশ হইয়া মনে মনে পরম যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দানবেন্দ্র বাস্কলি আমার কি অন্যান্য সমস্ত দেবেরই সমরে অবধ্য। অতএব আমি সর্ব্বদেব সহ ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হই, তিনি ভিন্ন এক্ষণে আর গত্যন্তর নাই। দেবেন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণসহ সত্বর পিতামহ-ভবনে গমন করিলেন।১--১৬। ইন্দ্র দেবগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মালয়ে উপনীত হইয়া জগতের কার্য্য এবং উপস্থিত ঘোর বিপদবার্ত্তা ব্রহ্মাকে জানাইলেন। ইন্দ্র কহিলেন, —ভগবন্! আমাদের উপস্থিত ভয়ের বিষয় আপনি কি অবগত নহেন? হে প্রভো! দৈত্যগণ আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। দুরাত্মা বাস্কলির আচরণ বলিলাম।

ক্রিয়তাক্ষাবিলম্বেন পিতা ত্বং নঃ পিতামহঃ।
তত্বং চিন্তয় দেবেশ শান্ত্যর্থং জগতস্থিহ॥ ২০
তেষাঞ্চ পশ্যতাং কিঞ্চিচ্ছ্রৌতস্মার্ত্তাদিকাঃ ক্রিয়াঃ
ন প্রাবর্ত্তন্ত হানিশ্চ দৈত্যেম্যাকং দিনেদিনে॥২১
যথা হি প্রাকৃতঃ কশ্চিৎ স্বার্থমুদ্দিশ্য ভাষতে।
বিজ্ঞাপ্যসে তথাস্মাভির্নিরন্তোপকৃতৈঃ সদা॥২২
যদ্যেনোপকৃতং যস্য সহস্রগুণিতং পুনঃ।
যো ন তস্যোপকারায় তৎকরোতি বৃথামতিঃ॥
তস্যোপকারদগ্ধস্য নিস্ত্রপস্যাসতঃ পুনঃ।
নরকেষ্বপি সংবাসস্তস্য দুষ্কৃতকারিণঃ॥ ২৪
নৈতাবতৈব সাধুত্বং কৃতে যা তু প্রতিক্রিয়া।
স্বার্থৈকনিষ্ঠবুদ্ধীনামেতন্নাপি প্রবর্ত্ততে॥ ২৫
যদ্যস্য নাভবৎস্থানং জগতো হৃত্র দুঃখদম্।
শতধা হৃদয়ং দীর্ণং তন্ন তৃপ্তিমুপাগতম্॥ ২৬
তত্র বা যত্র গন্তাস্মি নিমগ্নাস্তুদ্ধরস্ব নঃ।
উপায়কথনেনাস্য যেন তেজঃ প্রবর্ত্ততে॥ ২৭

যথাখ্যাতং ময়া দৃষ্টং জগৎ তৎস্বমবেক্ষ্যতাম্
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং নিরস্তোৎসবমঙ্গলম্।
ত্যক্তাধ্যয়নসংযোগং মুক্তবার্ত্তাপরিগ্রহম্।
দণ্ডনীত্যা পরিত্যক্তং শ্বাসমাত্রাবশেষিতম্।
জগদার্ত্তিমপি প্রাপ্তং পুনঃ কষ্টতরাং দশাম্।
এতাবতা হি কালেন বয়ং গ্লানিমুপাগতাঃ। ৩০

ব্রহ্মোবাচ।

জানামি বাষ্কলিস্তত্ত্ব বরদানাচ্চ গর্ব্বিতম্।
অজেয়ং ভবতাং মন্যে বিষ্ণুঃসাধ্যো ভবিষ্যতি
নিরুধ্য সংস্থিতো ব্রহ্মা ভাবং তন্ময়ং তদা॥৩২
সমাধিস্থস্য তস্যৈব ধ্যানমাত্রাচ্চতুর্ভুজঃ।
স্তোকেনৈব হি কালেন চিন্ত্যমানঃ স্বয়ম্ভুবা।
আজগাম মুহূর্ত্তেন সর্ব্বেষামেব পশ্যতাম্॥ ৩৩

বিষ্ণুরুবাচ।

ভো ভো ব্রহ্মন্নিবর্ত্তস্ব ধ্যানাদস্মান্নিবারিতঃ।
যদর্থমিষ্যতে ধ্যানং সোঽহং ত্বা সমুপাগতঃ॥৩৪

এক্ষণে অবিলম্বে ইহার প্রতিবিধান করুন। আপনিই আমাদের পিতা এবং পিতামহ। হে দেবেশ! জগতের শান্তির জন্য কি করা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি নির্দ্ধারণ করুন। দৈত্যগণের সমক্ষে শ্রৌতস্মার্ত্তাদি ক্রিয়া কিছুই আরব্ধ হইতেছে না, তাহাদের দ্বারা প্রতিদিনই আমাদের অনিষ্ট ঘটিতেছে। যে যাহার উপকার করে, সে যদি তাহার উপকারের জন্য সহস্রগুণ কার্য্য না করে, তবে সে ব্যক্তি তো দুর্ব্বুদ্ধি। তাদৃশ উপকারহত নির্লজ্জ অসাধু দুষ্কৃতকারীর বাস নরকেই হইয়া থাকে। যাহার উপকার করা হইল, সে প্রত্যুপকার করিল, ইহাতেই তাহার সাধুত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু স্বার্থৈকনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সেরূপ প্রত্যুপকারেও প্রবৃত্তি হয় না। যা হউক, যদি এই অসুরের অবস্থান জগতের দুঃখপ্রদ না হইত, তাহা হইলে আমার হৃদয়ও বিদীর্ণ না হইয়া বরং পরিতৃপ্তই থাকিত। আমি যে কোন স্থানেই যাই বিপদে মগ্ন আমাদিগকে বল-বুদ্ধির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া আপনিই উদ্ধার করুন।

জগতের অবস্থা আমি যেমন দেখিয়াছি, বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আপনি নিরীক্ষণ করুন। জগৎ স্বাধ্যায় ও বষট্কারহীন হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় মঙ্গলোৎসব নাই। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা লুপ্ত হইয়াছে। সংবাদ আদান-প্রদান নাই। দণ্ডনীতি রহিত হইয়াছে। এ জগৎ এক্ষণে শ্বাসমাত্রে অবশিষ্ট হইয়া আর্ত্ত ও কষ্টকর দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৭—৩০। এ সভায় আমরাও গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—বরদানগর্ব্বিত বাষ্কলিকে আমি জানি। বাষ্কলি যে তোমাদের অজেয় এবং একমাত্র বিষ্ণুরই জেয়, তাহাও আমার জানা আছে। এই বলিয়া ব্রহ্মা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া তন্ময়ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। তিনি সমাধিস্থ হইলে তাঁহার ধ্যানে তদণ্ডেই ভগবান্ চতুর্ভুজ সর্ব্বসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু কহিলেন,—ভো, ভো, ব্রহ্মন্! ধ্যান হইতে নিবৃত্ত হউন। আপনি যে জন্য ধ্যান করিতেছেন, সেই আমি এক্ষণে আপনারই নিকট

ব্রহ্মোবাচ।
মহাপ্রসাদ এবোহত্র স্বামিনো হি প্রদর্শনম্।
কস্যান্যস্য ভবেদৈচ্ছেষা চিন্তায়া জগতঃ প্রভোঃ॥
ময়ৈব তাবদুৎপত্তির্জগদর্থে বিনির্ম্মিতা।
জগদেতত্ত্বদর্থীয়ং তত্ত্বতো নাস্তি বিস্ময়ঃ॥ ৩৬
ভবতা পালনং কার্য্যং সংহরেদ্রুদ্র এব তু॥৩৭
এবম্ভূতে জগত্যস্মিন্ শক্রস্যাস্য মহাত্মনঃ।
হৃতং রাজ্যং বাস্কলিনা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ভৃত্যস্য ক্রিয়তাং সাহ্যং মন্ত্রদানেন কেশব॥৩৮
বাসুদেব উবাচ।
ভবতো বরদানেন হ্যবধ্যঃ স তু সাম্প্রতম্।
বুদ্ধিসাধ্যঃ স বৈ কার্য্যো বন্ধনাদিহ দানবঃ॥৩৯
বামনোহহং ভবিষ্যামি দানবানাং বিনাশকঃ॥
ময়া সহ ব্রজত্বেষ বাস্কলেস্তু নিবেশনম্।
তত্র গত্বা বরস্ত্বেষ মদর্থে যাচতামিমম্॥ ৪১
বামনস্যাস্য বিপ্রস্য ভূমে রাজন্ পদত্রয়ম্।
প্রযচ্ছস্ব মহাভাগ যাচ্ঞেষা তু ময়া কৃতা।
শক্রেণোক্তো দানবেন্দ্রো দদ্যাৎস্বমপি জীবিতম্
গৃহ্য প্রতিগ্রহং তস্য দানবস্য পিতামহ।
তং বদ্ধা চ ততো যত্নাৎকৃত্বা পাতালবাসিনম্॥
শৌকরং রূপমাস্থায় বধার্থং চ দুরাত্মনঃ।
ভবিষ্যামি ন সন্দেহো ব্রজ শক্র ত্বরান্বিতঃ॥৪৪
বিররাম তমুক্তৈবমন্তর্দ্ধানং গতশ্চ বৈ॥৪৫
অথ কালান্তরে বিষ্ণাবদিতের্গর্ভতাং গতে।
নিমিত্তান্যতিঘোরাণি প্রাদুর্ভূতান্যনেকশঃ॥৪৬
সমস্তজগদাধারে বিষ্ণৌ গর্ভত্বমাগতে।
শোভনং হি তদা জাতং নিমিত্তঞ্চৈব মূর্জ্জিতম্
মালতীকুসুমানাস্তু সুগন্ধঃ সুরভির্ববৌ॥ ৪৭
অথ বিহিতবিধানং কালমাসাদ্য দেব-
ত্রিদশগণহিতার্থং সর্ব্বভূতানুকম্পী।
বিমলবিরলকেশশ্চন্দ্রশঙ্খোদরশ্রী-
রদিতিতনয়ভাবং দেবদেবশ্চকার॥৪৮
অবতরতি চ বিষ্ণৌ সিদ্ধদেবাসুরাণা-
মনিমিষনয়নানাং বিপ্রসেদুর্মুখানি।

উপস্থিত। ব্রহ্মা কহিলেন,—প্রভুর দর্শন লাভই মহান্ অনুগ্রহ। আশ্রিতের জন্য আপনি জগৎপ্রভু, আপনার যেরূপ চিন্তা, এরূপ আর অন্য কাহার হইয়া থাকে? এই জগতের নিমিত্তই আপনি আমার উৎপত্তি-বিধান করিয়াছেন। এ জগৎ আপনারই, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। আপনি পালন করেন, রুদ্র সংহার করেন। এ অবস্থায় এ জগতে মহাত্মা ইন্দ্রের রাজ্য বাস্কলি হরণ করিয়াছে। এই চরাচর ত্রৈলোক্যই তৎকর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। এ সময়ে হে কেশব! আপনি মন্ত্রণা প্রদান করিয়া ভৃত্যের সাহায্য বিধান করুন। বাসুদেব কহিলেন,—আপনার বরদানে ঐ দানব অবধ্য হইয়াছে। বুদ্ধির দ্বারাই উহার বন্ধনোপায় করিতে হইবে। আমি বামনরূপে দানব-কুলের বিনাশ করিব। অতএব ইন্দ্র আমার সহিত বাস্কলির ভবনে গমন করিয়া আমার নিমিত্ত তাঁহার নিকট এই বর প্রার্থনা করুন যে, এই বামন বিপ্রের জন্য আপনি পদত্রয় ভূমি প্রদান করুন। হে মহাভাগ! আপনার নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা। ইন্দ্র প্রার্থনা করিলে দানবেন্দ্র নিজের জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করিবে। হে পিতামহ! সেই দানবের প্রতিগ্রহ লইয়া তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক পাতালবাসী করিব, পরে শূকররূপ ধারণ করিয়া সেই দুরাত্মার বধের জন্য চেষ্টা করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব হে শক্র! ত্বরান্বিত হইয়া গমন কর। বিষ্ণু এই কথা কহিয়া বিরত এবং অন্তর্হিত হইলেন। ৩১—৪৫। অনন্তর কালক্রমে বিষ্ণু অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিলেন। নিখিল জগদাধার বিষ্ণু গর্ভে প্রবিষ্ট হইলে, এক পক্ষে অতিভয়ঙ্কর নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইল এবং অন্য পক্ষে সুন্দর নিমিত্ত প্রকাশ পাইল। তৎকালে মালতী-কুসুমসমূহের সুগন্ধ প্রবাহিত হইল। অনন্তর দেবগণ এবং অন্যান্য ভূতবৃন্দের হিত নিমিত্ত দেবদেব বিমল বিরলকেশ এবং চন্দ্র ও শঙ্খের ন্যায় শুভ্রদেহ ধারণপূর্ব্বক অদিতির পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিলেন। বিষ্ণু

অতিবিরততরজোভির্বায়ুভিঃ সংবহদ্ভি-
দিনমপি চ তদাসীজ্জন্ম বিষ্ণোঃ সুগর্ভে ॥
অদিতিরজনগর্ভা সাপি দেবী প্রয়াস্তী
নতজঘনভরার্ত্তা মন্দসঞ্চাররম্যা।
অলসবদনখেদং পাণ্ডুভাবং বহন্তী
গুরুতরমবগাঢ়ং গর্ভমেবোদ্বহন্তী ॥ ৫০
ততঃ প্রবিষ্টে খলু গর্ভবাসং
নারায়ণে ভূতভবিষ্যযোগাৎ।
বিনাপদং প্রাপ্তমনোরথানি
ভূতানি সর্ব্বাণি তদা বভূবুঃ ॥ ৫১
সমীরণো বাতি চ মন্দমন্দং
পতৎসু বর্ষেষু নগোদ্ভবেষু।
বিবিক্তমার্গেষু দিগন্তরেষু
জনেষু বৈ সত্যমুপাগতেষু ॥ ৫২
বিমুচ্যমানে গগনে রজোভিঃ
শনৈঃশনৈর্নশ্যতি চান্ধকারে ॥৫৩
উদরান্তর্গতে বিষ্ণৌ দ্রোহবুদ্ধিস্তদাভবৎ।
তাং নিশাময় রাজেন্দ্র দেবমাতুর্যথাক্রমম্ ॥ ৫৪

কিমনুক্রমণেনৈব লঙ্ঘয়ামি ত্রিবিষ্টপম্।
বাষ্কলিং দানবেন্দ্রস্তং কুর্য্যাং পাতালবাসিনম্।
শক্রস্য তু ময়া দত্তং ধনং লাবণ্যমেব চ।
দানবানাং বিনাশায় ত্বেকৈব প্রভবাম্যহম্ ॥৫৬
ক্ষিপামি শরজালানি চক্রযানান্যনেকশঃ।
গদাব্রাতাংশ্চ বিবিধান্ দানবানাং বিনাশনে।
বিবুধান্ দেবলোকস্থানধো ভূমেস্তু দানবান্।
করোমি কালযোগেন তত্তু কার্য্যং ব্রতেন মে।
নিঃসৃতা সহসা বাণী বক্ত্রমেবাভিসংস্থিতা।
যন্নেদং চিন্ত্যতে পূর্ব্বং যন্ন দৃষ্টং ন চ শ্রুতম্।
বন্ধং বৈ দনুমুখ্যস্য কৃতং কোপেন পশ্য মে ॥৫৯
কশ্যপায় পুরা দত্তং ধনং লাবণ্যমেব চ।
কিময়ং বিগতোৎসাহো বায়বোঽথ সমাকুলাঃ।
ভ্রমতীব হি মে দৃষ্টিরেতদ্রূপং প্রচিন্তিতম্।
আবিষ্টা কিমহং বচ্মি কেনাপ্যসদৃশং বচঃ।
বিক্লবশমাপন্নাভীক্ষ্ণং হৃদি মমর্শ সা।

গর্ভে অবতরণ করিলে নির্নিমেষনয়ন সিদ্ধ, দেব ও অসুরগণের মুখশ্রী প্রসন্ন এবং অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। অদিতি-গর্ভে বিষ্ণুর আবির্ভাবদিনে বায়ু সকল একান্ত ধূলিশূন্য হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিষ্ণুগর্ভা অদিতি দেবী জঘনভরে পীড়িত হইয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাসবিহীন বদন ক্ষীণ ও পাণ্ডুভাব ধারণ করিল, তিনি গুরুতর গর্ভভার বহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নারায়ণ গর্ভবাসে প্রবেশ করিলে ভূতবৃন্দ নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব মনোরথ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত এবং পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। সর্ব্বদিক্ প্রসন্ন হইল, জনগণ সত্যপথ অবলম্বন করিল। আকাশ রজোমুক্ত হইল। ধীরে ধীরে অন্ধকার অপসারিত হইয়া গেল। বিষ্ণু উদরান্তর্গত হইলে তৎকালে দেবমাতা অদিতির দ্রোহবুদ্ধি উপস্থিত হইল। হে রাজেন্দ্র! তাঁহার কিরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল, শ্রবণ কর। ৪৫—৫৪।

অদিতির মুখ হইতে সহসা এই বাণী নিঃসৃত হইল যে, আমি অনুক্রমে স্বর্গ লঙ্ঘন করিব কি? আমি দানবেন্দ্র বাষ্কলিকে পাতালতলে বাস করাইব। ইন্দ্রকে ধন এবং লাবণ্য দান করিব। দানবকুলের সংহারসাধনে একাই আমি সমর্থ; আমি দানবগণের বিনাশার্থ শরজাল এবং বিবিধ গদা ক্ষেপণ করিব। কালক্রমে দেবগণকে দেবলোকে এবং দানবগণকে ভূমির অধোদেশে স্থাপন করিব। ব্রত সাধনায় ইহাই আমার কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যাহা চিন্তা করি নাই, দেখি নাই বা শুনি নাই, দেখ সেই দানবেন্দ্রের বন্ধন আমার কোপেই সম্পাদিত হইবে। আমি পূর্ব্বে কশ্যপকে ধন ও লাবণ্য দান করিয়াছি, এক্ষণে ইঁনি নিরুৎসাহ কেন? এই বায়ুগণই বা ব্যাকুল হইয়াছে কি জন্য? তবে কি আমার দৃষ্টি ভ্রমযুক্ত হইয়াছে? আমি কি সেইরূপই চিন্তা করিতেছি! আমি কি কাহারও কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া অসদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতেছি! ৫৫—৬১। এইরূপ বিক্লবপীড়িত

দধার গর্ভং বর্ষাণাং সহস্রং দিব্যমৈশ্বরম্ ॥৬২
ততঃ সমভবত্তস্যাং বামনো ভূতবামনঃ।
জাতেন যেন চক্ষুংষি দানবানাং হৃতানি বৈ॥
জাতমাত্রে ততস্তস্মিন্ দেবদেবে জনার্দ্দনে।
নদ্যঃ স্বচ্ছাম্বুবাহিন্যো ববৌ গন্ধবহোঽনিলঃ॥
কশ্যপোঽপি সুখং লেভে তেন পুত্রেণ ভাস্বতা
সর্ব্বেষাং মানসোৎসাহস্ত্রৈলোক্যান্তরবাসিনাম্
সঞ্জাতমাত্রে তু ততো জনাধিপ জনার্দ্দনে।
স্বর্গলোকে দুন্দুভয়ো বিনেদুস্তৈশ্চ তাড়িতা ॥৬৬

অতিপ্রহর্ষাত্তু জগত্রয়স্য
মোহশ্চ দুঃখানি চ নাশমীয়ুঃ।
জগৌ চ গন্ধর্ব্বগণোঽতিমাত্রং
ভাবস্বরৈর্ভর্তৃবিমিশ্রিতাশ্চ ॥ ৬৭
সুরাঙ্গনাশ্চাপি চ ভাবযুক্তা
নৃত্যন্তি তত্রাপ্সরসাং সমূহাঃ।
তথৈব বিদ্যাধরসিদ্ধসঙ্ঘা
বিমানযানৈর্মুদিতা ভ্রমন্তি ॥ ৬৮
বদন্তি সত্যানৃতকার্য্যনির্ণয়ং
তথাভিরঙ্গং প্রতিদর্শয়ন্তি।
গায়ন্তি গেয়ং বিনিবৃত্তরাগা
সুহৃন্মহর্দুঃখসুখপ্রভূতাঃ।
নৃত্যন্তি বৈ স্বর্গগতাশ্চ তে তু
ধর্ম্মার্জ্জিতং স্বর্গমিতো ব্রজন্তি ॥ ৬৯

ইতি বিগতবিষাদে নির্ম্মলে জীবলোকে
তিমিরনিকরমুক্তা নির্বৃতিং প্রাপ্তুকামাঃ ॥ ৭০
তত্রোচুঃ কেচিদ্ধর্ষ্যাঃ জয়জয় ভগবন্
সম্প্রহৃষ্টাশ্চ কেচিদ্বেবং প্রোক্তপ্রণাদৈ-
রবিরলমনসশ্চান্নবাদৈস্তথান্যে।
ধ্যায়ন্ত্যন্যে নিগূঢ়ং জননভয়জরা-
মৃত্যুবিচ্ছেদহেতোর্হরিত্যেবং কৃৎস্নমাসী-
জ্জগদিদমখিলং সর্ব্বতঃ সম্প্রহৃষ্টম্ ॥ ৭১
পরমাসাদ্য যং বিষ্ণুং ব্রহ্মাহং জগতঃ কৃতে।
জাতোঽয়ং ভবতামর্থে বামনো যদপীশ্বরঃ ॥৭২
এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ এষ এব মহেশ্বরঃ।

হইয়া অদিতি হৃদয়ে বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অদিতি দিব্য গর্ভ ধারণ করিলেন। অনন্তর ভূতভাবন বামন তাঁহার গর্ভ হইতে প্রাদু-র্ভূত হইলেন। তিনি জাতমাত্র দানবগণের দৃষ্টিহরণ করিলেন। দেবদেব জনার্দ্দন জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র নদী সকল নির্ম্মল জল বহন করিতে লাগিল। গন্ধবহ বায়ু বহিতে লাগিল। কশ্যপ সেই প্রদীপ্ত পুত্র-রত্ন দ্বারা সুখানুভব করিলেন। ত্রিলোকমধ্যবাসী সর্ব্বলোকেরই চিত্তে উৎসাহসঞ্চার হইল। জনার্দ্দন জাতমাত্র স্বর্গলোকে দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। ত্রিজগৎ অত্যন্ত প্রহৃষ্ট হওয়ায় মোহ এবং দুঃখরাশি নষ্ট হইল। গন্ধর্ব্বগণ অতিমাত্র সঙ্গীতালাপ করিতে লাগিলেন। সুরাঙ্গনা ও অপ্সরো-গণ ভাবপ্রবণ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ মুদিত মনে বিমানযানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। লোক সকল সত্য মিথ্যা উভয় প্রকার কার্য্যসিদ্ধান্তই প্রকাশ করিতে লাগিল। রঙ্গালয়ে সত্য মিথ্যা উভয় চিত্রই প্রদর্শিত হইতে লাগিল। পূর্ণ ও অপূর্ণরাগে সুখ-দুঃখসম্ভূত গান সকল গাহিতে লাগিল। অনেকে স্বর্গগত হইয়া নৃত্যারম্ভ করিল এবং অনেকে ভূলোক হইতে ধর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে বিষাদ অপগত হওয়ায় জীবলোক নির্ম্মল হইল এবং তিমিরনিকর হইতে মুক্ত হইয়া নির্বৃতি কামনায় কেহ কেহ বলিতে লাগিল ভগবন্! জয় জয়, তোমার জয় হউক। কেহ কেহ হৃষ্ট হইয়া ভগবদ্গুণ গান করিল, অন্য অনেকে মুক্তপ্রাণে তাহারই প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। অপর অনেকে জনন-মরণ-জরা-ভয়নাশ হেতু নিগূঢ়ভাবে ভগবানের ধ্যানারম্ভ করিলেন। এইরূপে এই সমগ্র জগৎই সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া উঠিল ।৬২—৭১। ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন, যে পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া আমি জগৎ-সৃষ্টিপ্রবর্ত্তক ব্রহ্মা, এই সেই ঈশ্বর বামনরূপে তোমাদের হিতার্থে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

এষ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ স্বর্গশ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৩
বিষ্ণুব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
একঃ স তু পৃথক্ত্বেন স্বয়ম্ভুরিতি বিশ্রুতঃ ॥ ৭৪
যথার্কবর্ণকে স্থানে বিচিত্রঃ স্ফাটিকো মণিঃ।
ততো গুণবশাত্তস্য স্বয়ম্ভোরনুবর্ত্তনম্ ॥ ৭৫
যথা হি গার্হপত্যোঽগ্নিরন্যসংজ্ঞাং পুনর্ব্রজেৎ।
লভেত সংজ্ঞাং ভগবান্ ব্রহ্মাদিষু তথা হ্যসৌ
সর্ব্বথা বামনো দেবো দেবকার্য্যং করিষ্যতি ॥
এবং চিন্তয়তাং তেষাং ভাবিতানাং দিবৌকসাম্।
জগাম শক্রসহিতো বাষ্কলেশ্চ নিবেশনম্ ॥৭৭
দূরাদেব চ তাং দৃষ্ট্বা পুরীং তস্য সমাবৃতাম্।
পাণ্ডুরৈঃ খগমার্গগৈঃ সর্ব্বরত্নোপশোভিতৈঃ ॥
শোভিতাং ভবনৈর্মুখ্যৈঃ সুবিভক্তমহাপথৈঃ ॥
নিত্যপ্রভিন্নৈর্মাতঙ্গৈরঞ্জনাচলসন্নিভৈঃ।
দেবনাগকুলোৎপন্নৈঃ শতসংখ্যাবিরাজিতাম্।
নির্মাংসগাত্রৈর্হ্রস্বকর্ণৈর্মনোজবৈঃ।
দীর্ঘগ্রীবাক্ষিকূটৈশ্চ মনোজ্ঞৈরুপশোভিতাম্।
পদ্মগর্ভসুবর্ণাভাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
সংলাপোল্লাপকুশলাস্তত্র বেশ্যাঃ সহস্রশঃ। ৮২
ন তৎপুণ্যং ন সা বিদ্যা ন তচ্ছিল্পং ন সা কলা
বাষ্কলের্ন পুরেঽস্যাথ নিবাসং প্রতিগচ্ছতি। ৮৩
উদ্যানশতসম্বাধে সমাজোৎসবমালিনি।
অন্বিতে দনুমুখ্যৈশ্চ সর্ব্বৈরস্তকবর্জ্জিতৈঃ। ৮৪
বীণাবেণুমৃদঙ্গানাং শব্দৈঃ সর্ব্বত্র নাদিতে।
সদা প্রহৃষ্টা দনুজা বহুরত্নোপশোভিতাঃ।
ক্রীড়মানাঃ প্রদৃশ্যন্তে মেরাবিব যথামরাঃ। ৮৫
ব্রহ্মঘোষো মহাংস্তত্র দনুবৃদ্ধৈরুদীরিতঃ। ৮৬
সাজ্যধূমেন চাগ্নীনাং বায়ুনা নষ্টকিল্বিষে।
সুগন্ধধূপবিক্ষেপসুরভীকৃতমারুতে। ৮৭
সুগন্ধিদনুজাকীর্ণে পুরে তস্মিংস্তু বাষ্কলিঃ।

ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই বিষ্ণু এবং ইনিই সেই মহেশ্বর। বেদ, যজ্ঞ, স্বর্গ, সমস্তই নিশ্চয় ইনি। এই স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্ব জগৎই বিষ্ণু-ব্যাপ্ত। বিষ্ণু এক হইয়াও পৃথক্রূপে অবস্থিত এবং তিনি স্বয়ম্ভু বলিয়া বিখ্যাত। অর্ক এবং বর্ণসমূহের সান্নিধ্যে স্ফটিক মণির যেমন বৈচিত্র্য প্রতীয়মান হয়, তেমনি তিনি একমাত্র স্বয়ম্ভু হইয়াও গুণবশতই নানারূপে অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। গার্হপত্য অগ্নি যেমন পুনরায় অন্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই ভগবান্ই ব্রহ্মাদি সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন। এই বামনদেব সর্ব্বথা দেবকার্য্য সম্পাদন করিবেন। দেবগণ এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্রের সহিত বামনদেব বাষ্কলির ভবনে গমন করিলেন। তাঁহারা দূর হইতে দেখিলেন, বাষ্কলির পুরী সর্ব্বরত্নশোভিত অত্যুচ্চ শুভ্র শুভ্র ভবনশ্রেণী দ্বারা সমাবৃত; পুরী মধ্যে প্রশস্ত প্রশস্ত পথ সকল বিভক্ত রহিয়াছে। তথায় নিত্য মদ-জলপ্লাবিত মাতঙ্গ সকল বিরাজ করিতেছে, ঐ মাতঙ্গগণ দেবগজকুলোৎপন্ন, অঞ্জনাচল-সন্নিভ এবং শত সংখ্যায় বিভক্ত। ঐ পুরে যে সকল অশ্ব আছে, তাহারা নির্মাংস-গাত্র, হ্রস্বকর্ণ, মনোজব, এবং মনোজ্ঞ, উহাদের গ্রীবা এবং অক্ষিকূট দীর্ঘ। তথায় সহস্র সহস্র বেশ্যা আছে, তাহারা পদ্মগর্ভবৎ সমানবর্ণ; তাহাদের বদন পূর্ণচন্দ্রনিভ, তাহারা সংলাপ এবং উল্লাপ ব্যাপারে সুনিপুণ। এমন পুণ্য, এমন বিদ্যা বা এমন শিল্পকলা ছিল না, যাহা সেই বাষ্কলির পুরে বাস স্থাপন করে নাই। ঐ পুরে শত শত উদ্যান, বিবিধ সমাজোৎসব বিদ্যমান। তথায় মরণভয়হীন দানবশ্রেষ্ঠগণ বিরাজমান। উহার সর্ব্ব স্থান বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ-নাদে নিনাদিত। বহুরত্নবিভূষিত দনুজগণ সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট হইয়া মেরুস্থিত অমরগণের ন্যায় তথায় ক্রীড়াপরায়ণ। ৭২—৮৫। দানব-বৃদ্ধগণ ঐ পুরে মহান্ বেদনাদ উচ্চারণ করিতেছে। অগ্নিসমূহের সঘৃতধূমযুত বায়ু দ্বারা তত্রত্য পাপরাশি নষ্ট হইতেছে। সুগন্ধ ধূপনিক্ষেপে মারুত সকল সুরভীকৃত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। সুগন্ধ দেহধারী

ত্রৈলোক্যাক্ত বশে কৃত্বা সুখেনাস্তে সদানবঃ ॥
তত্রস্থঃ পালয়ন্নাস্তে ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৮৯
সুদর্শঃ পূর্ব্বদেবানাং নয়ানয়বিচক্ষণঃ ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ দীনানামনুকম্পকঃ ॥ ৯০
বেদমন্ত্রপ্রভুৎসাহসর্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ ।
ষাড়্গুণ্যবিষয়োৎসাহঃ স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিতঃ ॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো যজ্ঞযাজী তপোরতঃ ।
ন চ দুঃশীলনিরতঃ স সর্ব্বত্রাবিহিংসকঃ ॥ ৯২
মান্যমানয়িতা শুদ্ধঃ সুমুখঃ পূজ্যপূজকঃ ।
সর্ব্বার্থবিদনাধৃষ্যঃ সুভগঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৯৩
বহুধান্যো বহুধনো বহুযানশ্চ দানবঃ ।
ত্রিবর্গসাধকো নিত্যং ত্রৈলোক্যে বরপুরুষঃ ॥
স্বপুরীনিলয়ো নিত্যং দেবদানবদর্পহা ।
স চৈবং পালয়ামাস ত্রৈলোক্যে সকলাঃ প্রজাঃ
নাধমঃ কশ্চিদপ্যাস্তে তস্মিন্ রাজনি দানবে ।
দীনো বা ব্যাধিতো বাপি হ্রস্বায়ুর্বাথ দুঃখিতঃ
মূর্খো বা মন্দরূপো বা দুর্ভগো বা নিরাকৃতঃ ॥

এবং যুক্তং তং বিমলৈর্গুণৌঘৈ-
দৃষ্ট্বা চ মত্বা চ নিবিষ্টবুদ্ধিম্ ।
প্রসাদয়ন্ দৈত্যবরং মহাত্মা
পুরন্দরস্তং তু দনুপ্রধানম্ ॥ ৯৭

তেজোযুক্তং দানবং তং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥
ত্রৈলোক্যধারণে শক্তং বিস্মিতঃ সোঽভবত্তদা
ইন্দ্রং পুরাগতং দৃষ্ট্বা দানবেন্দ্রায় পার্থিব ।
ইদমূচুস্তদা গত্বা দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ ৯৯
আশ্চর্য্যমিতি বৈ কৃত্বা ইন্দ্রোঽভ্যেতি পুরীং তব
একাকী দ্বিজমুখ্যেন বামনেন সহ প্রভো ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং সাম্প্রতং নো বদ স্বরাট্ ॥
দানবানব্রবীৎ সর্ব্বান্ পুরে তিষ্ঠত সঙ্কুলম্ ।
প্রবেশ্যতাং দেবরাজঃ পূজ্যঃ স তু মমাদ্য বৈ
এতস্মিন্নেব কালে তু বামনঃ স চ বাসবঃ ।
আগতৌ দনুনাথেন প্রেম্ণা চৈবাবলোকিতৌ ॥
কৃতার্থং মন্যতাত্মানং প্রণিপাতপুরঃসরম্ ।

দানবগণ তথায় বিচরণ করিতেছে। বাস্কলি এ হেন পুরে ত্রিলোক বশীভূত করিয়া সুখে সর্ব্বদা বাস করিতেছে। সে সেই পুরে অবস্থান করিয়া চরাচর ত্রৈলোক্য পালনে নিরত রহিয়াছে। বাস্কলি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সুশ্রী, দানবগণের নয়ানয় বিচারে বিচক্ষণ, ব্রহ্মণ্য, শরণ্য, দীনানুকম্পী, বেদমন্ত্র এবং প্রভুশক্তি ও উৎসাহশক্তিশালী; ষাড়্গুণ্য বিষয়ে উৎসাহসম্পন্ন, স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী, বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ, যজ্ঞযাজী, তপোরত, দুঃশীলবর্জ্জিত, সর্ব্বত্র হিংসারহিত, মান্যজনের মানয়িতা, শুদ্ধ, সুমুখ, পূজ্যপূজক, সর্ব্বার্থবিৎ, অনাধৃষ্য, সুভগ, প্রিয়দর্শন, বহু ধন-ধান্য-যান-সম্পন্ন এবং নিত্য ত্রিবর্গ-সাধক। বাস্কলি দানব ত্রৈলোক্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ; সে নিজ পুরে বাস করিয়াই দেব-দানবগণের দর্প দলন করে। এইরূপে ত্রৈলোক্যের সকল প্রজাই সে পালন করিতেছিল। বাস্কলি দানবের রাজ্যকালে অধম, দীন, ব্যাধিগ্রস্ত, অল্পায়ু, দুঃখিত, মূর্খ, ভ্রষ্টশ্রী, বা হতভাগ্য কেহই ছিল না। মহাত্মা পুরন্দর এ হেন গুণরাশিযুত নিবিষ্টবুদ্ধি দানবপ্রবরকে দেখিয়া তাহার প্রসন্নতা বিধানে উদ্যত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, তপনশীল ভাস্করের ন্যায় এই তেজস্বী দনুজবর ত্রৈলোক্য-ধারণে সক্ষম; ইহা ভাবিয়া তৎকালে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবগণ ইন্দ্রকে পুরাগত দেখিয়া দানবেন্দ্র বাস্কলির নিকট গিয়া বলিল,—হে প্রভো! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! ইন্দ্র দ্বিজশ্রেষ্ঠ বামনের সহিত একাকী আপনার পুরে আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি আদেশ করুন। বাস্কলি সর্ব্ব দানবকে বলিলেন, তোমরা সকলেই এ পুরে একযোগে অবস্থান কর এবং দেবরাজকে এখানে লইয়া আইস। অদ্য তিনি আমার পূজ্য। ৮৫—১০২। ইত্যবসরে বাসব সহ বামন আগমন করিলেন। দনুজনাথ বাস্কলি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া প্রেমভরে তাঁহাদিগকে অবলোকন

উবাচ বচনং রাজা দানবানাং ধুরন্ধরঃ ॥ ১০৪
অদ্য বৈ ত্রিষু লোকেষু নাস্তি ধন্যতরো ময়া।
যোঽহং শ্রিয়াবৃতঃ শক্রং পশ্যামি গৃহমাগতম্ ॥
অর্থিত্বকাময়া যত্ত্ব মামযং যাচয়িষ্যতি।
গৃহাগতস্য তস্যাহং দাস্যে প্রাণানপি ধ্রুবম্ ॥
দারান্ পুত্রাংস্তথাগারং ত্রৈলোক্যে কা কথা মম
আগত্য সম্মুখং তস্য অঙ্কমানীয় সাদরম্।
পরিষজ্যাভিনন্দ্যৈনং গৃহং প্রাবেশয়ৎ স্বকম্ ॥
তস্য স্বাগতমর্ঘ্যাদ্যৈঃ কৃত্বা পূজাং প্রযত্নতঃ।
অদ্য মে সফলং জন্ম পূর্ণাঃ সর্ব্বে মনোরথাঃ ॥
যত্ত্বাং পশ্যামি শক্রাদ্য স্বয়মেব গৃহাগতম্ ॥১০৯
খ্যাপ্যোঽহং দনুমুখ্যানাং দেবরাজ ত্বয়া কৃতঃ
আগচ্ছতা মম গৃহং পুণ্যতা তু পরা হি মে ॥
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈঃ সম্যগিষ্টৈস্তু যৎফলম্।
তৎফলং সমবাপ্যোক্ত ত্বয়ি দৃষ্টে পুরন্দর ॥১১১
যৎ ফলং ভূমিদানেন গবাং দানেন ঋত্বিজে।
সমাদ্য তৎ ফলং কৃতমথ বা রাজসূয়কম্ ॥ ১১২
নাল্পেন তপসা লভ্যং দর্শনং তব বাসব।
এবং গেহে ময়া যত্তে প্রিয়ং কার্য্যং তদুচ্যতাম্
বিকল্পোঽত্র ন ভবতা হৃদি কার্য্যঃ কথঞ্চন।
কৃতঞ্চ তদ্বিজানীয়া যদ্যদপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥১১৪
পুণ্যোঽহং পুণ্যতাং প্রাপ্তো দর্শনাত্তব শক্রহন্
যত্তে দেববরৈর্বন্দ্যৌ বন্দিতৌ চরণৌ ময়া।
কিমাগমনকৃত্যন্তে বদ সর্ব্বং ময়ি প্রভো।
অত্যাশ্চর্য্যমিদং মন্যে তবাগমনকারণম্ ॥ ১১৬

ইন্দ্র উবাচ।

জানেঽহং দনুমুখ্যানাং প্রধানং ত্বাস্তু বাস্কলে।
নাত্যাশ্চর্য্যমিদং ভাতি ত্বয়ি দৃষ্টে সুরোত্তম।
বিমুখা নার্থিনো যান্তি ভবতো গৃহমাগতাঃ।

করিলেন। দানবধুরন্ধর বাস্কলি তখন প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, এ সময়ে ত্রৈলোক্যে আমার ন্যায় ধন্যতর ব্যক্তি কেহই নাই। কেননা আজ আমি সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া গৃহাগত ইন্দ্রকে অবলোকন করিলাম। ইনি অর্থিভাবে আমার নিকট যদি কিছু প্রার্থনা করেন তবে স্ত্রী, পুত্র বা গৃহ এ সমুদায়ের আর কথা কি? আমি ইহাঁকে প্রিয় প্রাণ সকলও প্রদান করিব। এই বলিয়া দানবেন্দ্র আগমনপূর্ব্বক সাদরে ইন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন ও অভিনন্দন করত স্বীয় গৃহে প্রবেশ করাইলেন এবং 'শুভাগমন হউক' এই বলিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা সযত্নে তাঁহার পূজা করিয়া বলিলেন, হে শক্র! যে হেতু অদ্য আপনাকে আমার গৃহাগত অবলোকন করিলাম, ইহাতে আমার জন্ম সফল এবং সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইল। হে দেবরাজ! আপনি আমার গৃহে স্বয়ং আগমন করিয়া দনুজেন্দ্রগণ মধ্যে আমাকে খ্যাতিসম্পন্ন করিয়া দিলেন। আপনার আগমন আমার যথেষ্ট পুণ্যেরই পরিচয়। হে পুরন্দর! অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, আপনার দর্শনেও সেই ফল হইয়া থাকে। ঋত্বিক্‌কে ভূমি কিম্বা গো দান করিলে যে ফল হয়, আমার আজ সেই ফল অথবা রাজসূয়ফল অধিগত হইল। হে বাসব! অল্প তপস্যায় আপনার দর্শনলাভ ঘটে না। এক্ষণে গৃহাগত আপনার আমি কি প্রিয়কার্য্য করিব, বলুন। আপনি আমার নিকট অভিপ্রায় জানাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিবেন না। আপনার ইষ্ট বিষয় সুদুষ্কর হইলেও তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই জানিবেন। হে শত্রুঘাতিন্! আপনার দর্শন লাভে আমি পুণ্য হইয়াও পুণ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছি দেবশ্রেষ্ঠগণ আপনার যে চরণ-যুগল বন্দনা করেন, আমি আপনার সেই চরণ-যুগল বন্দনা করিয়াছি। অতএব হে প্রভো! আপনার আগমন কারণ কি, তাহা বলুন। আপনার আগমন আমি অত্যাশ্চর্য্য বলিয়াই মনে করিতেছি। ১০৩—১১৬। ইন্দ্র কহিলেন, হে বাস্কলে! জানি আমি তুমি দানবেন্দ্রগণের প্রধান। হে অসুরোত্তম! তোমাকে দর্শন করিতে আসিলে তুমি যে এইরূপ ব্যবহার করিবে, ইহা বড় একটা

অর্থিনাং কল্পবৃক্ষোঽসি দাতা চান্যো ন বিদ্যতে
প্রভায়াং সূর্য্যতুল্যোঽসি গাম্ভীর্য্যে সাগরোপমঃ।
সহিষ্ণুত্বে ধরা চৈব শ্রিয়া নারায়ণোপমঃ ॥১১৯
ব্রাহ্মণঃ কশ্যপকুলে জাতোঽয়ং বামনঃ শুভে।
প্রার্থিতোঽহমনেনৈবং ভূমের্দ্দেহি পদত্রয়ম্ ॥১২০
মমাগ্নিশরণার্থায় যত্র কুর্য্যাং মখস্ত্বহম্।
তদস্য কারণং কৃত্বা হর্ষিতৈষা মম প্রভো॥
লোকত্রয়ং মেহপহৃতং ত্বয়া বিক্রম্য বাষ্কলে।
নির্বৃত্তিকো নির্দ্ধনোঽস্মি যদ্দিৎসে ন তদস্তি মে
ভবন্তং যাচয়িষ্যামি পরার্থে নাপি চাত্মনা।
অর্থিত্বেন মমাপ্যস্য যদ্‌যোগ্যং তৎ সমাচর॥
জাতোঽসি কাশ্যপে চ ত্বং বংশে বংশবিবর্দ্ধনঃ
দিত্যাস্ত্বং গর্ভসম্ভূতঃ পিতা ত্রৈলোক্যপূজিতঃ॥
এবম্ভূতমিদং জ্ঞাত্বা তেন ত্বাং যাচয়াম্যহম্।
অস্যাগ্নিশরণার্থায় দীয়তাং ভূপদত্রয়ম্ ॥ ১২৫
অতীবহ্রস্বগাত্রস্য বামনস্যাস্য দানব।
ভূমিভাগে চ পারক্যে দাতুং ন ত্বহমুৎসহে॥
এতদেব ময়া দত্তং যস্তবানর্থিতোঽসি মে।
গুরবো যদি মন্যন্তে মন্ত্রিণো বা পদত্রয়ম্ ॥১২৭
অর্থিত্বেন মদীয়েন স্বকুলে বান্ধবেঽপি চ।
গৃহায়াতে ময়ি তথা যদ্‌যোগ্যং তৎ সমাচর॥
যদি তে রুচিতং বীর দানবেন্দ্র মহাদ্যুতে।
তদস্মৈ দীয়তাং শীঘ্রং বামনায় মহাত্মনে ॥১২৯
বাষ্কলিরুবাচ।
দেবেন্দ্র স্বাগতন্তেঽস্তু স্বস্তি প্রাপ্নুহি মা চিরম্।
ত্বাং সমীক্ষ্য স্বধাত্মানং সর্ব্বেষাঞ্চ পরায়ণম্॥
ত্বয়ি ভারং সমাবেশ্য সুখমাস্তে পিতামহঃ।
ধ্যানধারণয়া যুক্তশ্চিন্তয়ানঃ পরম্পদম্ ॥ ১৩১
সংগ্রামৈর্বহুভিঃ খিন্নো জগচ্চিন্তামপাস্য তু।
ক্ষীরাব্ধিদ্বীপমাশ্রিত্য সুখং স্বপিতি কেশবঃ॥

আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তোমার গৃহে আসিয়া অর্থিগণ বিমুখ হইয়া যায় না। তুমি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ। তোমা ব্যতীত অন্য দাতা কেহই নাই। তুমি প্রভায় সূর্য্য, গাম্ভীর্য্যে সাগর, সহিষ্ণুত্বে ধরা এবং শ্রীসম্পদে নারায়ণ তুল্য। এই বামন ব্রাহ্মণ পবিত্র কশ্যপকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি আমার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে, আমি যজ্ঞ করিব, এ জন্য আমার অগ্নিগৃহের প্রয়োজন, অতএব আমাকে মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রদান করুন। হে প্রভো, বাষ্কলে! তুমি বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমার ত্রৈলোক্য অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং আমি ইহাঁরই জন্য তোমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিতেছি। আমার বৃত্তি ব্যবস্থা নাই, ধন নাই, ইহাঁকে যাহা দিতে হইবে, তাহা আমার নাই। আমি পরের নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, নিজের জন্য নহে। আমার এই প্রার্থনায় যাহা যোগ্য হয়, কর। তুমিও কশ্যপবংশে বংশবিবর্দ্ধন পুত্ররূপে দিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। পিতা তোমার ত্রৈলোক্যপূজ্য। আমি তোমাকে এইরূপ মহানুভব জানিয়া প্রার্থনা জানাইতেছি। এই অতিহ্রস্ব বামন ব্রাহ্মণের অগ্নিগৃহের জন্য ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রদান কর। আমি বামন কর্ত্তৃক প্রার্থিত বটে, কিন্তু পরকীয় ভূমি দান করিবার যোগ্যতা আমার নাই। অতএব তোমার গুরু এবং মন্ত্রিগণ যদি মনে করেন, তাহা হইলে আমার প্রার্থনায় পাদত্রয়-পরিমিত ভূমি ইহাঁকে দান কর। আমি স্বকুলজাত গৃহাগত বান্ধব,আমার প্রতি যেরূপ আচরণ যোগ্য হয় কর। হে মহাদ্যুতে! বীর, দানবেন্দ্র! যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে এই মহাত্মা বামনকে সত্বর ত্রিপাদ ভূমি প্রদান কর। ১১৭—১২৯। বাষ্কলি কহিল, হে দেবেন্দ্র! আপনার স্বস্তি হউক, আপনি প্রার্থিত বিষয় অচিরেই প্রাপ্ত হইবেন। পিতামহ আপনার উপর ভার অর্পণ করিয়া ধ্যান ধারণায় নিবিষ্টচিত্তে পরমপদ চিন্তা করিতে করিতে সুখে অবস্থান করিতেছেন। কেশব বহু সংগ্রামে খিন্ন হইয়া জগতের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষীরাব্ধি দ্বীপ আশ্রয় করত সুখে নিদ্রা

অন্যে চ দানবাঃ সর্ব্বে বলিনঃ সায়ুধাস্ত্বয়া।
অসহায়েনৈব শক্র সর্ব্বেঽপি বিনিপাতিতাঃ॥
আদিত্যা দ্বাদশৈবেহ রুদ্রাশ্চৈকাদশাপি বা।
অশ্বিনৌ বসবশ্চৈব ধর্ম্মশ্চৈব সনাতনঃ।
ত্বদ্বাহুবলমাশ্রিত্য ত্রিদিবে যজ্ঞভাগিনঃ॥ ১৩৪
ত্বয়া ক্রতুশতৈরিষ্টং সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
ত্বয়া চ ঘাতিতো বৃত্রো নমুচিঃ পাকশাসন॥ ১৩৫
ত্বদাজ্ঞাকারিণা পূর্ব্বং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥ ১৩৬
হিরণ্যকশিপোর্ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষোঽপি ঘাতিতঃ
হিরণ্যকশিপুর্যোঽত্র জঙ্ঘে চারোপ্য ঘাতিতঃ॥
বজ্রপাণিনমায়াস্তমৈরাবণশিরোগতম্।
সংগ্রামভূমৌ দৃষ্ট্বা ত্বাং সর্ব্বে নশ্যন্তি দানবাঃ।
যে ত্বয়া বিজিতাঃ পূর্ব্বং দানবা বলবত্তরাঃ।
সহস্রাংশেন তত্তুল্যো ন ভবামি কথঞ্চন॥ ১৩৯
এবংবিধোঽসি দেবেন্দ্র মম কা গণনা ভবেৎ।
মাং সমুদ্ধর্ত্তুকামেন ত্বয়ৈবাগমনং কৃতম্॥ ১৪০

করিষ্যামি ন সন্দেহো দাস্যে প্রাণানপি ধ্রুবম্।
কিমর্থং দেবরাজোক্তা ভূমিরেষা ত্বয়া হি মে।
ইমে দারাঃ সুতা গাবো যচ্চান্যদ্বিদ্যতে বসু।
ত্রৈলোক্যরাজ্যমখিলং বিপ্রস্যাস্য প্রদীয়তাম্।
অপকীর্ত্তির্ভবেন্মহ্যং পূর্ব্বেষাঞ্চ ন সংশয়ঃ।
গৃহায়াতস্য শক্রস্য দত্তং বাস্কলিনা ন তু॥ ১৪৩
অন্যোঽপি যোঽর্থী মে প্রাপ্তঃ স মে
প্রিয়তরঃ সদা।
ভবানত্র বিশেষেণ বিচারং মা কৃথাঃ ক্বচিৎ।
বৃহদ্রূপা মে দেবেন্দ্র যদ্ভূমেস্ত পদত্রয়ম্।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ প্রার্থিতস্ত ত্বয়া বিভো॥ ১৪৫
দাস্যে গ্রামবরানস্য ভবতস্ত ত্রিবিষ্টপম্।
অশ্বান্ গজান্ ভূমিধনং স্ত্রিয়শ্চোত্তমচূচুকাঃ।
যাসাং দর্শনমাত্রেণ বৃদ্ধোপি তরুণায়তে।
তাস্ত্রিয়ো বসুধাঞ্চৈতাং বামনস্য প্রতিগ্রহম্।

যাইতেছেন। হে শক্র! আপনি একাকীই অন্যান্য আয়ুধধারী বলবান্ দানবকে সংহার করিয়াছেন। দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং সনাতন ধর্ম্ম ইঁহারা আপনারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া স্বর্গে যজ্ঞ-ভাগী হইয়াছেন। আপনি উত্তম দক্ষিণা দান করিয়া শত যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। হে পাকশাসন! বৃত্র এবং নমুচি আপনারই হস্তে নিহত হইয়াছে। আপনার আজ্ঞাবহ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিয়াছেন। হিরণ্য-কশিপুকেও তিনিই জঙ্ঘায় আরোপণ করিয়া বধ করিয়াছেন। সংগ্রাম স্থলে ঐরাবতো-পরি আপনাকে বজ্রহস্তে আসিতে দেখিয়া সর্ব্ব দানবই বিনষ্ট হইয়া থাকে। আপনি পূর্ব্বে যে সকল বলবান্ দানবকে জয় করিয়া-ছেন, আমি তাহাদের সহস্রাংশেরও তুল্য নহি। হে দেবেন্দ্র! আপনি এমন প্রভাব-শালী, আপনার নিকট আমার আর কি গণনা হইতে পারে? আমাকে উদ্ধার করি-বার নিমিত্তই আপনি আগমন করিয়াছেন। আমি নিশ্চয় আপনার প্রার্থনা পূরণ করিব, এমন কি, আমার প্রাণদানেও আমি অকুণ্ঠ; সুতরাং হে দেবরাজ! আপনি আমার নিকট এই সামান্য ভূমি চাহিতেছেন কি? এই সকল স্ত্রী, পুত্র, গো, অন্য যে কিছু ধন এমন কি এই ত্রৈলোক্য রাজ্যই এই বিপ্রকে আমি দান করিব। নতুবা পূর্ব্বজগণের নিকট আমার এই অপকীর্ত্তি হইবে যে, শক্র গৃহাগত হইলেন, তথাচ বাস্কলি তাঁহাকে দান করিল না। অন্য যে কোন উপস্থিত প্রার্থীই আমার নিত্য প্রিয়তর; তাহাতে আপনি তো আমার বিশেষরূপেই প্রিয়। সুতরাং প্রাপ্তি বিষয়ে সন্দেহ কিছুই করিবেন না।১৩০-১৪৬। কিন্তু হে বিভো, দেবেন্দ্র! আমার ইহা বড়ই লজ্জার কথা যে, আপনার ন্যায় প্রার্থী ব্যক্তি ব্রাহ্মণের জন্য মাত্র ত্রিপাদ ভূমি আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, আমি ইঁহাকে বহুতর শ্রেষ্ঠ গ্রাম দান করিব, এবং আপনাকে স্বর্গ, অশ্ব, গজ, ভূমি ধন ও যুবতী নারী প্রদান করিব। যে সকল নারীর দর্শন মাত্র বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণ হইয়া থাকে, সেই সকল নারী এবং এই সমগ্র

প্রতিদাস্যামি দেবেন্দ্র প্রসাদঃ ক্রিয়তাং হি মে॥
এতাবদুক্তে বচনে তদা বাষ্কলিনা নৃপ।
পুরোধাস্তূশনা প্রাহ দানবেন্দ্রং তদা বচঃ ॥১৪৮

উশনা উবাচ।

ভবান্ রাজা দানবেন্দ্র ঐশ্বর্য্যেহষ্টবিধে স্থিতঃ।
যুক্তাযুক্তং ন জানাসি দেয়ং কস্য ময়া কচিৎ॥
মন্ত্রিভিঃ সুসমালোচ্য যুক্তাযুক্তং পরীক্ষ্য চ।
প্রাপ্তং ত্রৈলোক্যরাজ্যং ত্বং জিত্বা দেবান্ সবাসবান্।
বাক্যস্যাস্যাবসানে বৈ ভবান্ প্রাপ্স্যতিবন্ধনম্
য এব বামনো রাজন্ বিষ্ণুরেব সনাতনঃ।
নাস্য বৈ ভবতা দেয়ং পিতা তে ঘাতিতঃ স্বয়ম্
অয়স্তে পিতৃহা প্রাপ্তো মাতৃহা বন্ধুঘাতকঃ।
বংশোচ্ছেদকরস্তভ্যং ভূতশ্চৈব ভবিষ্যতি॥
ন চৈষ ধর্ম্মং জানাতি শক্রাদীনাং হিতে রতঃ।
মায়াবিনা দানবা যে মায়য়া যেন নির্জ্জিতাঃ॥
মায়য়া ব্রাহ্মণং রূপং বামনস্য প্রদর্শিতম্।
অত্র কিং বহুনোক্তেন নাস্য দেয়ন্তু কিঞ্চন॥
মক্ষিকাপাদমাত্রস্তু ভূমিরস্য প্রতিগ্রহঃ।
বিনাশমেষ্যসি ক্ষিপ্রং সত্য সত্যং ময়া শ্রুতম্॥
গুরুণাপ্যেবমুক্তস্তু ভূয়ো বাক্যমথাব্রবীৎ॥১৫৬

বাষ্কলিরুবাচ।

ধর্ম্মার্থিনা ময়া সর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং গুরো ত্বিদম্।
প্রতিজ্ঞাপালনং কার্য্যং সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
যদ্যেষ ভগবান্ বিষ্ণুর্নাস্তি ধন্যতরো ময়া।
গৃহ্য প্রতিগ্রহং মত্তো যদি দেবান্ বুভূষতি॥
ভূয়োঽপি ধন্যতাং নীতো দেবেনানেন বৈ গুরো।
যং যোগিনো ধ্যানযুক্তা ধ্যায়মানা হি দর্শনম্।
ন লভন্তে তথা বিপ্রা সোঽয়ং দৃষ্টো ময়াদ্য বৈ
দানানি যে প্রযচ্ছন্তি সকুশোদকপাণিনা।
প্রীয়তাং ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমাত্মা সনাতনঃ॥

বসুধাই বামনের পরিগ্রহরূপে দান করিব। হে দেবেন্দ্র। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে নৃপ! দানবেন্দ্র বাষ্কলি এতাবৎ মাত্র বলিলে, পুরোহিত উশনা তখন দানবেন্দ্রকে বলিলেন, আপনি রাজা, দানবগণের অধীশ্বর, ঐশ্বর্য্য এবং ইষ্ট ব্যাপারেই নিমগ্ন; কখন কাহাকে কি প্রদান করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে যুক্তাযুক্ত কিছুই জানেন না। স্বীয় মন্ত্রিগণ সহ যুক্তাযুক্ত আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়াই দানাদি কার্য্য করিতে হয়। সবাসব দেবগণকে পরাভূত করিয়া আপনি যে ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ করিয়াছেন, ইহার দান-বাক্যের অবসান হইলেই আপনাকে বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হইবে! হে রাজন্! এই যে বামন, ইনিই সনাতন বিষ্ণু। আপনি ইহাঁকে ভূমি দান করিবেন না; আপনার পিতাকে এই বিষ্ণুই সংহার করিয়াছিলেন। সুতরাং ইনি আপনার পিতৃঘাতী, মাতৃঘাতী, ও বন্ধুঘাতী এবং এইবার হইতে তোমার বংশ-বিনাশকও হইবেন। ইহাঁর ধর্ম্মজ্ঞান নাই। ইনি সর্ব্বদাই ইন্দ্রাদির হিতে নিরত। যে মায়াবীর মায়ায় দানবকুল নির্জ্জিত হইয়াছিল, তিনিই মায়ায় বামন ব্রাহ্মণরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আর বহু বলিয়া কি হইবে? ইহাঁকে কিছুই এমন কি মক্ষিকার পাদমাত্র ভূমিও ইহাঁর পরিগ্রহরূপে প্রদেয় নহে। আমি শুনিয়াছি, ইহাঁকে দান করিলে সত্য সত্যই সত্বর তুমি বিনষ্ট হইবে। গুরুদেব এই কথা কহিলে, দানবেন্দ্র পুনরায় বলিলেন, হে গুরো! আমি ধর্ম্মার্থী হইয়া এই সমস্তই দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। প্রতিজ্ঞা পালন করাই সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম। যদি ইনি বাস্তবিকই সনাতন বিষ্ণু হন, তবে তো আমার ন্যায় ধন্যতর ব্যক্তি আর নাই। ইনি যদি আমার নিকট প্রতিগ্রহ করিয়া দেবগণকে দিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হে গুরো! এই বামন কর্ত্তৃক আমি আরও ধন্যপদে উপনীত হইব। ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ, ব্রাহ্মণগণ যাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন না, আমি অদ্য সেই দেবদেবকে অবলোকন করিলাম! যাঁহারা কুশ ও উদকপাণি হইয়া দান অর্পণ

এবমুক্তে তু বচনে অপবর্গস্য ভাগিনঃ।
যদত্র কার্য্যকরণে বিকল্পো মে বভূব হ॥ ১৬২
উপদিষ্টোঽস্মি ভবতা বাল্যে চাবধারিতম্।
শত্রাবপি গৃহায়াতে নাস্ত্যদেয়ন্তু কিঞ্চন॥ ১৬৩
এতদেব বিচিন্ত্যাহং প্রাণানপি স্বকান্ গুরো।
বামনস্য প্রদাস্যামি শক্রস্যাপি ত্রিবিষ্টপম্॥১৬৪
অপীড়াকারি যদ্দানং তদ্দানমিহ দীয়তে।
পীড়াকারি চ যদ্দানং তদ্দানং সমলং স্মৃতম্॥
এতচ্ছ্রুত্বা গুরুস্তত্র ত্রপয়াধোমুখঃ স্থিতঃ॥১৬৬

বাস্কলিরুবাচ।

অর্থিতা ভবতো দেব দেয়া সর্ব্বা ধরা ময়া।
ত্রপাকরং ভবেন্মহ্যং যদস্য ভূপদত্রয়ম্॥১৬৭

ইন্দ্র উবাচ।

সত্যমেতদ্দানবেন্দ্র যদুক্তং ভবতা হি মে।
ভূমেঃ পদত্রয়ার্থিত্বং দ্বিজেনানেন মে কৃতম্॥
এতাবত্তা স্বয়ং চার্থী ময়াপ্যস্য কৃতে ভবান্।
মদ্‌পুত্রো যাচিতোঽসি বরমেতৎ প্রদীয়তাম্।

বাস্কলিরুবাচ।

পদত্রয়ং বামনায় দেবরাজ প্রতীচ্ছ মে।
তত্র ত্বং সুচিরং কালং সুখী সুরপতে বস॥
এবমুক্ত্বা বাস্কলিনা বামনায় পদত্রয়ম্।
তোয়পূর্ব্বং তদা দত্তং প্রীয়তাং মে হরিঃ স্বয়ম্
দত্তে তু দানবেন্দ্রেণ ত্যক্ত্বা রূপঞ্চ বামনম্।
হরিরাচক্রমে লোকান্ দেবানাং হিতকাম্যয়া।
যজ্ঞপর্ব্বতমাসাদ্য গত্বা চৈবাপ্যুদঙ্মুখঃ।
দেবস্য বামচরণে নিবিষ্টো দানবালয়ঃ॥ ১৭৩
তত্র ক্রমং স প্রথমং দদৌ সূর্য্যে জগৎপতিঃ।
দ্বিতীয়ঞ্চ ধ্রুবে দেবস্তৃতীয়েন চ পার্থিব।
ব্রহ্মাণ্ডস্তাড়িতস্তেন দেবেনাদ্ভুতকর্ম্মণা॥১৭৪
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ ভিন্নেঽণ্ডে জলং ভূরি বিনিঃসৃতম্
প্লাবয়িত্বা ব্রহ্মলোকান্ সর্ব্বান্ লোকাননুক্রমাৎ
ধ্রুবস্থানং সূর্য্যলোকং প্লাব্য তং যজ্ঞপর্ব্বতম্।

বল্লেন, 'পরমাত্মা সনাতন ভগবান্ বিষ্ণু প্রীত হউন' এই বাক্য বলিয়াই তাঁহারা অপবর্গভাগী হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কার্য্য-কারণে আমার যখন যে বিকল্প উপস্থিত হইয়াছে, আমি আপনার নিকটই উপদেশ লইয়াছি। কিন্তু আমার বাল্যকাল হইতেই ধারণা এই যে, শত্রুও যদি গৃহে প্রার্থী হইয়া আইসে, তবে তাহাকেও অদেয় কিছুই নাই। হে গুরো! ইহা বিবেচনা করিয়া আমি বামনকে স্বীয় প্রাণ এবং ইন্দ্রকেও স্বর্গরাজ্য দানে উদ্যত হইয়াছি। যাহা অপীড়াকর দান, সেই দানই অর্পণ করিতে হয়। যাহা পীড়াকর দান তাহা মলিন দান নামে অভিহিত। এই কথা শুনিয়া গুরু উশনা তখন অধোবদনে অবস্থান করিলেন। বাস্কলি কহিলেন, হে দেব! আপনি প্রার্থনা করুন, আমি সমস্ত বসুধাই দান করিতেছি। পদত্রয়-পরিমিত ভূমিদান আমার পক্ষে বড়ই লজ্জাকর। ইন্দ্র কহিলেন, হে দানবেন্দ্র! আপনি যাহা বলিলেন,—তাহা সত্য,কিন্তু এই দ্বিজ আমার নিকট মাত্র ত্রিপাদ ভূমিই প্রার্থনা করিয়াছেন। এই অর্থী এইটুকু মাত্রই প্রার্থী। তাই ইহাঁর জন্য আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। আপনি এই বরই এক্ষণে প্রদান করুন। বাস্কলি বলিলেন, হে দেবরাজ! আপনি বামনের জন্য আমার নিকট হইতে ত্রিপাদভূমি গ্রহণ করুন এবং তথায় দীর্ঘকাল সুখে বাস করুন। বাস্কলি এই কথা কহিয়া স্বয়ং 'হরি প্রীত হউন' এই বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক তৎকালে দানজল নিক্ষেপ করিলেন। দানবেন্দ্র ত্রিপাদভূমি দান করিবা মাত্র হরি যজ্ঞপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করত বামনরূপ পরিহারপূর্ব্বক দেবগণের হিত কামনায় সর্ব্বলোক আক্রমণ করিলেন। তাঁহার বামচরণে দানবালয় নিবিষ্ট হইল। তথা হইতে প্রথমে তিনি সৌরমণ্ডলে পাদ-ন্যাস করিলেন।তাঁহার দ্বিতীয় পদ ধ্রুবলোকে উপস্থিত হইল, তিনি তৃতীয় পদে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিলেন। ১৬২—১৭৪। অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা অণ্ডকটাহ ভিন্ন হইলে তাহা হইতে প্রভূত জল নিঃসৃত হইল। ঐ জলধারা ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মলোক, অন্য সর্ব্বলোক, ধ্রুবস্থান, সূর্য্য-

প্রবিষ্টা পুষ্করং ধারা ধৌত্বা বিষ্ণুপদানি সা।
পদানি যানি জাতানি বৈষ্ণবানি ধরাতলে।
তত্রাশ্রমে তু যো গত্বা স্নানং বাপ্যাং সমাচরেৎ
অশ্বমেধফলং তস্য দর্শনাদেব জায়তে।
একবিংশগণোপেতো বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্নুয়াৎ ॥
ভুক্ত্বা তু বিপুলান্ ভোগান্ কল্পানাস্ত শতত্রয়ম্
তদন্তে জায়তে রাজা সার্ব্বভৌমঃ ক্ষিতাবিহ ॥
তোয়ধারা তু সা ভীষ্ম অঙ্গুষ্ঠাগ্রাদ্বিনিঃসৃতা।
নদী সা বৈষ্ণবী প্রোক্তা বিষ্ণুপাদসমুদ্ভবা ॥১৮০
অনেন কারণেনাভূদ্গঙ্গা বিষ্ণুপদী নৃপ।
যয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥
অঙ্গুষ্ঠাগ্রক্ষতাদণ্ডাদ্যৎ প্রবিষ্টং জলং শুভম্।
প্রাপ্তং দেবনদীত্বন্তু যা তু বিষ্ণুপদী নদী ॥১৮২
দেবনদ্যা তয়া ব্যাপ্তং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
বিভূতিভির্মহাভাগ সর্ব্বানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ১৮৩

লোক এবং যজ্ঞপর্ব্বত প্লাবিত করিয়া বিষ্ণুপদ ধৌত করত পুষ্করে প্রবেশ করিল। তখন হইতে ধরাতলে যে যে বৈষ্ণবপদ উৎপন্ন হইল, যে ব্যক্তি সেই সেই আশ্রমে গমন পূর্ব্বক বাপীজলে স্নান করে, তাহার দর্শন মাত্রেই অশ্বমেধফল লাভ হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি একবিংশতি পুরুষ সহ বৈকুণ্ঠে বাস করে এবং তথায় ত্রিশত কল্পকাল বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে ক্ষিতিতলে সার্ব্বভৌম নরপতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। হে ভীষ্ম! বিষ্ণুর অঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে যে জলধারা বিনিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা পরে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা বৈষ্ণবী নদী নামে খ্যাতি লাভ করে। হে নৃপ! এই কারণেই বিষ্ণুপদী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই গঙ্গা কর্ত্তৃক চরাচর নিখিল ত্রৈলোক্য পরিব্যাপ্ত। বিষ্ণুর অঙ্গুষ্ঠাগ্রক্ষত অণ্ডকটাহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যে শুভ জল ভূতলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাই দেবনদীত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপদী নদী নামে প্রবাহিত হইয়াছে। এই দেবনদী সর্ব্বলোকের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ স্বীয় বিভূতি দ্বারা চরাচর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই পরিব্যাপ্ত।

স বাষ্কলির্বামনেন উক্তঃ পূরয় মে ক্রমান্।
অধোমুখস্তদা জাত উত্তরং নাস্য বিন্দতি ॥১৮৪
মৌনীভূতস্য তং দৃষ্ট্বা পুরোধা বাক্যমব্রবীৎ ॥
স্বাভাবিকী দানশক্তির্ন তু স্রষ্টুং বয়ং ক্ষমাঃ।
যাবতীয়ং ধরা দেব সা দত্তানেন তে প্রভো ॥
উক্তো বাষ্কলিনা বিষ্ণুর্যাবন্মাত্রা বসুন্ধরা।
যা সৃষ্টা ভবতা পূর্ব্বং সা ময়া ন চ গোপিতা ॥
অল্পা ভূমির্ভবান্ দীর্ঘো ন তু স্রষ্টৈবহং ক্ষমঃ।
ইচ্ছাশক্তিঃ প্রভবতি প্রভোস্তে দেব সর্ব্বদা ॥
নিরুত্তরস্তদা বিষ্ণুর্মত্বা তং সত্যবাদিনম্।
প্রাহ দানবমুখ্য ত্বং কস্তে কামং করোম্যহম্ ॥
মম হস্তগতং তোয়ং ত্বয়া দত্তং তু দানব।
তেন ত্বং বরযোগ্যোঽসি বরাণাং ভাজনং শুভম্
দাস্যেঽহং ভবতঃ কামমর্থী যেন বৃণুষ্ব হ ॥১৯০

অতঃপর বামনদেব বাষ্কলিকে বলিলেন, দানব! আমার পাদপূরণ কর। বাষ্কলি অধোবদন হইলেন, বিষ্ণু তাঁহার কথার কোনই উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না। তখন পুরোহিত তাঁহাকে মৌনী দেখিয়া বামনদেবকে বলিলেন, স্বাভাবিকী দানশক্তি যতদূর, তাহা করা হইয়াছে, ইহার অধিক আমরা সৃষ্টি করিতে অক্ষম। হে দেব! এই ধরা যতদূর পরিমাণ; তাহা আপনাকে ইনি প্রদান করিয়াছেন। এই সময় বাষ্কলিও বিষ্ণুকে বলিলেন, যাবন্মাত্রা বসুন্ধরাই আপনাকে প্রদত্ত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে পৃথিবীকে যাবৎ পরিমাণে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তাহা গোপন করি নাই। পৃথিবী ক্ষুদ্র, আপনি দীর্ঘ সুতরাং আপনার উপযুক্ত পৃথ্বীনির্ম্মাণে আমি অশক্ত। হে দেব! আপনি প্রভু, আপনারই ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বদা প্রভুত্বশালিনী।১৭৫—১৮৯। বিষ্ণু দানবেন্দ্রকে সত্যবাদী মনে করিয়া সে কথায় নিরুত্তর হইলেন। পরে তিনি বলিলেন, হে দানববর! তুমি বল, আমি তোমার কি কামনা পূরণ করিব। হে দানব! তুমি আমার হস্তে জল দান করিয়াছ, তাই তুমি বরলাভযোগ্য এবং বহু বর

বিজ্ঞপ্তো হি তদা তেন দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
ভক্তিং বৃণোমি দেবেশ ত্বদ্ধস্তান্মরণং হি মে।
ব্রজামি শ্বেতদ্বীপন্তে দুর্লভন্তু তপস্বিনাম্।
আহৈবমুক্তে বিষ্ণুস্তং তিষ্ঠস্বৈব যুগান্তরম্ ॥১৯২
বারাহরূপী যদাহং প্রবেক্ষ্যামি ধরাতলম্।
তদা হনিষ্যেঽহস্ত্বান্তু মদগ্রে চ যদৈষ্যসি ॥ ১৯৩
উক্তোঽথ দানবস্তেন অপাসর্পত্তদগ্রতঃ।
বামনেন সমাক্রান্তাঃ সর্ব্বে লোকাস্তদা নৃপ॥
অসুরৈস্তৈস্তদা ত্যক্তং দেবানাং সত্যভাষণম্
দেবো হৃত্বা তু ত্রৈলোক্যং জগামাদর্শনং বিভুঃ
পাতালনিলয়শ্চাপি সুখমাস্তে স বাস্কলিঃ।
শক্রোঽপি পালয়ামাস বিপশ্চিদ্ভুবনত্রয়ম্ ॥১৯৬
অয়ং ত্রৈবিক্রমো নাম প্রাদুর্ভাবো জগদ্গুরোঃ
গঙ্গাসম্ভবসংযুক্তঃ সর্ব্বকল্মষনাশনঃ॥ ১৯৭
বিষ্ণোঃ পদানামেষা ত উৎপত্তিঃ কথিতা নৃপ।
যাং শ্রুত্বা তু নরো লোকে সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে
দুঃস্বপ্নং দুর্বিচিন্তঞ্চ দুষ্করং দুষ্কৃতানি চ।
ক্ষিপ্রং হি নাশমায়ান্তি দৃষ্টে বিষ্ণুপদত্রয়ে।
যুগানুক্রমশো দৃষ্টা পাপিনো জন্তবস্তথা।
স্বক্ষতা দর্শিতা ভীষ্ম বিষ্ণুনা পদদর্শনে॥ ২০০
যস্ত্বারোহতি তস্মিংস্তু মৌনবান্মানবো ভুবি।
কৃত্বা ত্রিপুষ্করীং যাত্রামশ্বমেধফলং ব্রজেৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈশ্চ মৃতো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ।

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে প্রথমে সৃষ্টি-
খণ্ডে বিষ্ণুপদোৎপত্তির্নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

ভগবন্ মহদাশ্চর্য্যং বাস্কলের্বন্ধনং হি যৎ।
কৃতস্ত্রিবিক্রমং রূপং যদা সংযমিতো বলিঃ॥ ১

প্রাপ্তিরই উত্তম পাত্র। আমি তোমার অভি-লষিত বর প্রদান করিব, তুমি প্রার্থনা কর। তখন বাস্কলি দেবদেব জনার্দ্দনের নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে দেবেশ! আমি তোমার প্রতি ভক্তি এবং তোমার হস্তেই মরণ প্রার্থনা করি। তাপসগণের দুর্লভ ভবদীয় শ্বেতদ্বীপে আমি গমন করিব। দানব এই কথা কহিলে, বিষ্ণু তাহাকে বলিলেন, তুমি যুগান্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থান কর, যৎকালে আমি বরাহরূপী হইয়া ধরাতলে প্রবেশ করিব, তখন তুমি মদীয় অগ্রে আগমন করিলে, আমি তোমাকে বিনাশ করিব। দানব বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে অপসৃত হইল। তখন বামনদেব সর্ব্বলোক আক্রমণ করিলেন এবং ত্রৈলোক্য অপহরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই বাস্কলি তখন হইতে পাতালে গিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। বিচক্ষণ ইন্দ্র তৎকালে ত্রিভুবন পালন করিতে লাগিলেন। জগদ্গুরু শ্রীবিষ্ণুর ইহাই ত্রৈবিক্রম প্রাদুর্ভাব। ইহা গঙ্গার উৎপত্তিসম্পৃক্ত; সুতরাং সর্ব্বকল্মষ-নাশন। হে নৃপ! এই আমি বিষ্ণুপদের উৎপত্তিবিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। নর ইহা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। বিষ্ণুর পদত্রয় অবলোকন করিলে দুঃস্বপ্ন, দুশ্চিন্তা, দুষ্কার্য্য এবং দুষ্কৃতি সকল সত্বর নষ্ট হইয়া যায়। পাপী মানবগণ যুগানুক্রমে ইহা দর্শনে পাপমুক্ত হয়। ভূতলে যে মানব মৌনী হইয়া তথায় আরোহণ করে, কিম্বা ত্রিপুষ্করী যাত্রা করে, তাহার অশ্বমেধফল লাভ হইয়া থাকে। সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে বিষ্ণুপুরে প্রয়াণ করে। ১৯০—২০২।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—ভগবন্! বাস্কলি দান-বের বন্ধন-বিবরণ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিন্তু আমি দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের মুখে শুনিয়াছি, যৎকালে বামনদেব বলিরাজকে সংযমিত

এতন্ময়া শ্রুতং পূর্ব্বং কথ্যমানং দ্বিজোত্তমৈঃ।
পাতালে বসতেঽদ্যাপি বিরোচনসুতো বলিঃ ॥
নাগতীর্থং যথা ভূতং পিশাচানাম্ভ সম্ভবম্।
শিবদূতী কথঞ্চাত্র কেনেয়ং মঙ্গলীকৃতা ॥ ৩
অন্তরীক্ষে পুষ্করং তু কেন নীতং মহামুনে।
এতদাচক্ষ মে সর্ব্বং যথা বাষ্কলিবন্ধনম্ ॥ ৪
ভূমিপ্রক্রমণং পূর্ব্বং কৃতং দেবেন বিষ্ণুনা।
দ্বিতীয়ে কারণং কিঞ্চ যেন দেবশ্চকার হ ॥ ৫
তত্ত্বতত্ত্বং হি তৎ সর্ব্বং যথা ভূতং তথা বদ।
পাপক্ষয়করং হেতচ্ছ্রোতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৬

পুলস্ত্য উবাচ।

প্রশ্নভারস্ত্বয়া রাজন্ কৌতুকাদেব কীর্ত্তিতঃ।
কথয়ামি হি তৎ সর্ব্বং যথা ভূতং নৃপোত্তম ॥৭
বিষ্ণোঃ পদানুষঙ্গেণ বন্ধনং বাষ্কলেরিহ।
শ্রুতং তত্তবতা সর্ব্বং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৮
ভূয়োঽপি বিষ্ণুনা ভীষ্ম প্রাপ্তে বৈবস্বতেঽন্তরে
ত্রৈলোক্যং বলিনাক্রান্তং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
গত্বা চৈকাকিনা যজ্ঞে তথা সংযমিতো বলিঃ।
ভূয়োঽপি দেবদেবেন ভূমেঃ প্রক্রমণং কৃতম্
প্রাদুর্ভাবো বামনস্য তথা ভূতো নরাধিপ।
পুনস্ত্রিবিক্রমো ভূত্বা বামনোঽভূদবামনঃ ॥ ১১
উৎপত্তিরেষা তে সর্ব্বা কথিতা কুরুনন্দন।
নাগানাম্ভ যথা তীর্থং তচ্ছৃণুষ্ব মহাব্রত ॥ ১২
অনন্তো বাসুকিশ্চৈব তক্ষকশ্চ মহাবলঃ।
কর্কোটকশ্চ নাগেন্দ্রঃ পদ্মশ্চান্যঃ সরীসৃপঃ ॥১২
মহাপদ্মস্তথা শঙ্খঃ কুলিকশ্চাপরাজিতঃ।
এতে কশ্যপদায়াদা এতৈরাপূরিতং জগৎ।
এতেষাস্তু প্রসূত্যা তু ইদমাপূরিতং জগৎ ॥১৪
কুটিলা ভীমকর্ম্মাণস্তীক্ষ্ণাস্যাশ্চ বিষোল্বণাঃ।
দৃষ্ট্বা মন্দাংশ্চ মনুজান্ কুর্য্যুর্ভস্ম ক্ষণাত্তু তে ॥
তদ্দর্শনাদ্ভবেন্নাশো মনুষ্যাণাং নরাধিপ।
অহন্যহনি জায়েত ক্ষয়ঃ পরমদারুণঃ ॥ ১৬

করিয়াছিলেন, তখনই তিনি ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করেন। সেই বিরোচনসুত বলি অদ্যাপি পাতালতলে বাস করিতেছেন। হে মহামুনে! নাগতীর্থ, পিশাচসম্ভব, শিব-দূতীর উৎপত্তি ও মঙ্গলীকৃত হইয়া কিরূপে তাঁহার অবস্থিতি এবং অন্তরীক্ষে কাহা কর্তৃক পুষ্কর স্থাপন, এই সকল আমার নিকট বাষ্কলির বন্ধনবিবরণবৎ ব্যক্ত করুন। বিষ্ণুদেব পূর্ব্বে ভূমি প্রক্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে তাঁহার ভূতলে আক্রমণের কারণ কি? এ সকল আমার নিকট যথাযথ-রূপে প্রকাশ করিয়া বলুন। এই সকল বিবরণ পাপক্ষয়কর; সুতরাং ভূতিকামী জনের শ্রোতব্য। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে রাজন্! কৌতুহলবশতঃ আপনি এই সকল প্রশ্ন করিলেন, এক্ষণে আমি এই সমস্ত বিষয় যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি। বিষ্ণুর পাদন্যাস-বার্ত্তা প্রসঙ্গে বাষ্কলির বন্ধনবিবরণ আমি কীর্ত্তন করিয়াছি, তুমিও সমুদয় শ্রবণ করিয়াছ। হে ভীষ্ম! পুনরায় বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু বলির অধিকৃত সমস্ত ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি একাকী বলির যজ্ঞে গমন করিয়া তাহাকে সংযমিত করেন। দেবদেব তখন পুনর্ব্বার ভূমি প্রক্রমণ করিয়াছিলেন। হে নরাধিপ! এই সময় পূর্ব্বের ন্যায় বামনের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তিনি বামন হইয়া পুনরায় ত্রিবিক্রমরূপে অবামন হইয়াছিলেন। হে কুরুনন্দন! এই আমি তোমার নিকট বামনোৎপত্তির সকল বৃত্তান্ত বলিলাম। হে মহাব্রত! এক্ষণে নাগতীর্থবার্ত্তা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১—১২॥ অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ এবং কুলিক, এই সকল নাগশ্রেষ্ঠ কশ্যপাত্মজ; ইহাদের দ্বারাই জগৎ পরিব্যাপ্ত। ঐ সকল নাগের সন্তানগণ দ্বারাও জগৎ আপূরিত হইয়াছে। উহারা কুটিল, ভীমকর্ম্মা, তীক্ষ্ণাস্য এবং বিষোল্বণ। এই নাগগণ দুর্ভাগ্য মনুষ্যগণকে দর্শন মাত্র তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। হে নরাধিপ! উহাদের দর্শনেই মানবগণের জীবননাশ হইতে লাগিল। অহরহ মানব-

আত্মনস্তু ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সমন্ততঃ।
জগ্মুঃ শরণ্যং শরণং ব্রহ্মাণং পরমেশ্বরম্ ॥১৭
ইমমেবার্থমুদ্দিশ্য প্রজাঃ সর্ব্বা মহীপতে।
উচুঃ কমলজং দৃষ্ট্বা পুরাণং ব্রহ্মসংজ্ঞকম্ ॥ ১৮

প্রজা উচুঃ।

দেবদেবেশ লোকানাং প্রভূতে পরমেশ্বর।
ত্রাহি নস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাণাং ভুজগানাং মহাত্মনাম্ ॥
দিনে দিনে ভয়ং দেব পশ্যামঃ কৃপণা ভৃশম্।
মনুষ্যপশুপক্ষ্যাদি তৎ সর্ব্বং ভস্মসাত্তবেৎ ॥ ২০
ত্বয়া সৃষ্টিঃ কৃতা দেব ক্ষীয়তে তু ভুজঙ্গমৈঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা যদুচিতং তৎ কুরুষ পিতামহ ॥২১

ব্রহ্মোবাচ।

অহং রক্ষাং বিধাস্যাপি ভবতীনাং ন সংশয়ঃ।
ব্রজধ্বং স্বনিকেতানি নীরুজো গতসাধ্বসাঃ ॥
এবমুক্তে প্রজাঃ সর্ব্বা ব্রহ্মণাব্যক্তমূর্ত্তিনা।
আজগ্মুঃ পরমপ্রীতাঃ স্তুত্বা চৈব স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ২৩

প্রয়াতাসু প্রজাস্বেবং তানাহূয় ভুজঙ্গমান্।
শশাপ পরমক্রুদ্ধো বাসুকিপ্রমুখাংস্তদা ॥২৪

ব্রহ্মোবাচ।

অহন্যহনি ভূতানি ভক্ষ্যন্তে বৈ দুরাত্মভিঃ।
নশ্যন্তি তুরগৈর্দষ্টা মনুষ্যাঃ পশবস্তথা ॥২৫
যস্মান্মৎপ্রভবান্নিত্যং ক্ষয়ং নয়থ মানুষান্।
অতোহস্মিন্ ভবে ভূয়ান্মম কোপাৎ
সুদারুণাৎ।
ভবতাং হি ক্ষয়ো ঘোরো ভাবিবৈবস্বতেঽন্তরে
তথান্যঃ সোমবংশীয়ো রাজা বৈ জনমেজয়ঃ।
ধক্ষ্যতে সর্পসত্রেণ প্রদীপ্তে হব্যবাহনে। ২৮
মাতৃস্বসুশ্চ তনয়াংস্তার্ক্ষ্যো বো ভক্ষয়িষ্যতি।
এবং বো ভবিতা নাশঃ সর্ব্বেষাং দুষ্টচেতসাম্।
শপ্ত্বা কুলসহস্রন্তু যাবদেকং কুলং স্থিতম্ ।৩০
এবমুক্তে তু বেপন্তো ব্রহ্মণা ভুজগোত্তমাঃ।
নিপত্য পাদয়োস্তস্য ইদমুচুর্বচস্তদা ॥৩১
ভগবন্ কুটিলা জাতিরস্মাকং ভূতভাবন।

গণের পরম দারুণ ক্ষয় সংঘটিত হওয়ায় প্রজাগণ নিজেদের ক্ষয় দর্শনে সকলেই এক-যোগে গিয়া শরণাগতবৎসল পরমেশ্বর ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল। হে মহীপতে! প্রজাগণ এই উদ্দেশ্যে কমলযোনি পুরাণ পুরুষ ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল,—দেবদেবেশ! হে লোকপ্রভূতে পরমেশ্বর! তীক্ষ্ণদশন মহাত্মা ভুজগগণের হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। হে দেব! দীন প্রজা আমরা দিনে দিনে একান্তই ভীত হইয়া পড়িয়াছি। মনুষ্য, পশু, পক্ষী সমস্তই ভস্মসাৎ হইতেছে। হে দেব! আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু ভুজঙ্গগণ আপনার সৃষ্টি ক্ষয় করিতেছে। হে পিতামহ! ইহা জানিয়া যাহা উচিত হয় করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব। তোমরা সকলেই নির্ভয়ে স্ব স্ব ভবনে গমন কর। অব্যক্তমূর্ত্তি ব্রহ্মা এই কথা কহিলে প্রজাগণ পরম প্রীতিভরে ব্রহ্মার স্তব করিতে করিতে স্বীয় গৃহে আগ-মন করিল। প্রজাগণ প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মা বাসুকিপ্রমুখ ভুজঙ্গমগণকে ডাকিয়া পরম ক্রোধভরে অভিসম্পাত করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, দুরাত্মা নাগগণ অহরহ ভূতবৃন্দকে ভক্ষণ করিতেছে। মনুষ্য ও পশুগণ উরগ-দষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে। অতএব যেহেতু তোরা আমার সৃষ্ট প্রজাপালকে নিত্য ক্ষয় করিতেছিস্, এই কারণেই ভাবী বৈবস্বত মন্বন্তরে মদীয় সুদারুণ কোপে তোদেরও বিষম ক্ষয় সংসাধিত হইবে। চন্দ্রবংশীয় রাজা জনমেজয় সর্পসত্রে দীপ্ত হুতাশনে তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। তোদের মাতৃস্বসার পুত্র গরুড় তোমাদিগকে ভক্ষণ করিবে। তোরা দুষ্টাশয়, তোদের নাশ এইরূপেই হইতে থাকিবে। ব্রহ্মা সর্পের সহস্র কুলকে এইরূপে অভিশপ্ত করিলেন। একমাত্র কুল অবশিষ্ট রহিল।১৩—৩০। ব্রহ্মার কথাবসানে ভুজঙ্গগণ কম্পিত কলেবরে ব্রহ্মার পদযুগে পতিত হইয়া বলিল,—ভগ-বন্! হে ভূতভাবন! আমরা কুটিল জাতি;

বিষোল্বণত্বং ক্রূরত্বং দন্দশূকত্বমেব চ।
সম্পাদিতং ত্বয়া দেব ইদানীং শপসে কথম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
যদি নাম ময়া সৃষ্টা ভবন্তঃ কুটিলাশয়াঃ।
ততঃ কিং বহুনা নিত্যং ভক্ষয়ধ্বং গতব্যথাঃ ॥
নাগা উচুঃ।
মর্য্যাদাং কুরু দেবেশ স্থানঞ্চৈব পৃথক্ পৃথক্।
মনুষ্যাণাং তথাস্মাকং সময়ং দেব কারয় ॥৩৪
শাপো যো ভবতা দত্তো মনুষ্যো জনমেজয়ঃ।
নাশনঃ সর্পসত্রেণ উল্বণঞ্চ করিষ্যতি ॥ ৩৫
ব্রহ্মোবাচ।
জরৎকারুরিতি খ্যাতো ভবিতা ব্রহ্মবিত্তমঃ।
জরৎকন্যা তস্য দেয়া তস্যামুৎপৎস্যতে সুতঃ।
রক্ষাং কর্ত্তা স বো বিপ্রো ভবতাং কুলপাবনঃ
তথা করোমি নাগানাং সময়ং মনুজৈঃ সহ।
তদেকমনসঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং মম শাসনম্ ॥৩৭
সুতলং বিতলঞ্চৈব তৃতীয়ঞ্চ তলাতলম্।
দত্তঞ্চ ত্রিপ্রকারং বো গৃহং তত্র গমিষ্যথ ॥ ৩৮
তত্র ভোগান্ বহুবিধান্ ভুঞ্জানা মম শাসনাৎ।
তিষ্ঠধ্বং সপ্তমং যাবৎ কালং তত্র পুনঃপুনঃ ॥
ততো বৈবস্বতস্যাদৌ কাশ্যপেয়ো ভবিষ্যতি।
দায়াদঃ সর্ব্বদেবানাং সুপর্ণঃ সর্পভক্ষকঃ ॥৪০
তদা প্রসূতিঃ সর্পাণাং দগ্ধা বৈ চিত্রভানুনা
ভবতাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪১
যে যে ক্রূরা ভোগিনো দুর্বিনীতা-
স্তেষামন্তো ভবিতা নান্যথৈতৎ।
কালব্যাপ্তং ভক্ষয়ধ্বঞ্চ সত্ত্বং
তথাপকারে চ কৃতে মনুষ্যম্ ॥ ৪২
মন্ত্রৌষধৈর্গারুড়ৈশ্চৈব তন্ত্রৈ-
র্বদ্ধৈর্জুষ্টামানবা যে ভবন্তি।
তেভ্যো ভীতৈর্বর্ত্তিতব্যং ন চান্য-
চ্চিন্ত্যে কার্য্যঞ্চান্যথা বো বিনাশঃ ॥ ৪৩
ইতীরিতে ব্রহ্মণা বৈ ভুজঙ্গা
জগ্মুঃ স্থানং সুতলাখ্যং হি সর্ব্বে।

আমাদের বিষোল্বণত্ব, ক্রূরত্ব এবং দন্দশূকত্ব আপনিই সম্পাদন করিয়াছেন, এক্ষণে আবার আমাদিগকে অভিসম্পাত করিতেছেন কেন? ব্রহ্মা কহিলেন,—যদি আমিই তোমাদিগকে কুটিলাশয় করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকি, তবে আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি, তোমরা ব্যথাবিহীন হইয়া নিত্য ভক্ষণ করিতে থাক। নাগগণ কহিল, হে দেবেশ! আমাদের মর্য্যাদা এবং স্থান পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দেশ করুন। মনুষ্যগণের এবং আমাদের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিউন। আপনি শাপ দিলেন যে, মনুষ্য জনমেজয় সর্পসত্রে আমাদিগের দারুণ ক্ষয় সাধন করিবেন। এই শাপ প্রতিসংহার করিয়া লউন। ব্রহ্মা কহিলেন, জরৎকারু নামে বিখ্যাত ব্রহ্মবিত্তম উৎপন্ন হইবেন। তোমরা তাঁহার করে জরৎকারুনাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিবে। সেই কন্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই কুলপাবন ব্রাহ্মণই তোমাদের রক্ষা করিবেন। এক্ষণে মনুষ্যগণের সহিত নাগগণের সময় নির্দ্ধারণ করিতেছি, তোমরা একমনে আমার উপদেশ শ্রবণ কর। সুতল বিতল ও তলাতল এই ত্রিবিধ গৃহ তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি, তোমরা সেইখানে গমন কর। তথায় তোমরা আমার শাসনে বহুবিধ ভোগ উপভোগ করত সপ্তম মন্বন্তর যাবৎ অবস্থান কর; অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রথমে কশ্যপনন্দন সর্পভক্ষক গরুড় উৎপন্ন হইবেন। তখন সূর্য্য কর্ত্তৃক সর্পসন্তানগণ দগ্ধ হইবে। তোমাদের মধ্যে য[illegible]রা ক্রূর দুর্ব্বিনীত সর্প, নিশ্চয়ই তাহাদের বিনাশ হইবে। যাহারা তোমাদের অপকার করিবে, তাদৃশ কালপ্রাপ্ত জন্তু বা মনুষ্যদিগকে তোমরা ভক্ষণ করিও। যে সকল মানব মন্ত্রৌষধি বা গারুড় তন্ত্রের সেবা করিবে, তাহাদের নিকট তোমাদিগকে ভীত হইয়া থাকিতে হইবে। ইহা ভিন্ন তোমাদের বিনাশ কিছুতেই হইবে না। ইহাই মনে রাখিবে। ৩২—৩১। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে ভুজঙ্গগণ

তদ্দুর্ভোগান্ ভুঞ্জমানাশ্চ সর্ব্বে
রসাতলে লীলয়া সংস্থিতাস্তে ॥ ৪৪
এবং শাপন্তু তে লব্ধা প্রসাদঞ্চ চতুর্ম্মুখাৎ ।
তস্থুঃ পাতালনিলয়ে মুদিতেনান্তরাত্মনা ॥ ৪৫
ততঃ কালান্তরে ভূতে পুনরেবং ব্যচিন্তয়ন্ ॥ ৪৬
ভবিতা ভারতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহাযশাঃ ।
অস্মাকন্তু ক্ষয়করো দৈবযোগেন কেনচিৎ ॥ ৪৭
কথং ত্রিভুবনে নাথঃ সর্ব্বেষাঞ্চ পিতামহঃ ।
সৃষ্টিকর্ত্তা জগদ্বন্দ্যঃ শাপমস্মাসু দত্তবান্ ॥ ৪৮
দেবং বিরিঞ্চিনং ত্যক্ত্বা গতিরন্যা ন বিদ্যতে ।
বৈরাজে ভবনশ্রেষ্ঠে তত্র দেবঃ স তিষ্ঠতি ॥ ৪৯
স দেবঃ পুষ্করস্থো বৈ যজ্ঞং যজতি সাম্প্রতম্ ।
গত্বা প্রসাদয়ামস্তং বরং তুষ্টঃ প্রদাস্যতি ॥ ৫০
এবং বিচিন্ত্য তে সর্ব্বে নাগা গত্বা চ পুষ্করম্ ।
যজ্ঞপর্ব্বতমাসাদ্য শৈলভিত্তিমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৫১
দৃষ্ট্বা নাগাংস্তথা শ্রান্তান্ বারিধারাশ্চ শীতলাঃ ।
উদঙ্মুখা বৈ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বেষাঞ্চ সুখপ্রদাঃ ॥ ৫২
নাগতীর্থং ততো জাতং পৃথিব্যাং ভরতর্ষভ ।
নাগকুণ্ডঞ্চ বৈ কেচিৎ সরিতঞ্চাপরেঽব্রুবন্ ॥ ৫৩
পুণ্যং তৎ সর্ব্বতীর্থানাং সর্পাণাং বিষনাশনম্
মজ্জন্তি তত্র যে মর্ত্ত্যা আদিশ্রাবণপঞ্চমি ।
ন তেষান্তু কুলে সর্পাঃ পীড়াং কুর্ব্বন্তি কর্হিচিৎ
শ্রাদ্ধং পিতৄণাং যে তত্র করিষ্যন্তি নরা ভুবি ।
ব্রহ্মা তেষাং পরং স্থানং দাস্যতে নাত্র সংশয়ঃ
নাগানান্তু ভয়ং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
পূর্ব্বোক্তন্তু পুনর্ব্বাক্যং নাগানশ্রাবয়ত্তদা ॥ ৫৫
পঞ্চমী সা তিথির্ধন্যা সর্ব্বপাপহরা শুভা ।
যতোঽস্যামেব সুতিথৌ নাগানাং কার্য্যমুক্তম্
এতস্যাং সর্ব্বতো যস্তু কটুম্লং পরিবর্জ্জয়েৎ ।
ক্ষীরেণ স্নাপয়েন্নাগাংস্তস্য তে যান্তি মিত্রতাম্

ভীষ্ম উবাচ ।

শিবদূতী যথা যাতা যেন চৈব নিবেশিতা ।

ভূতল নামক স্থানে প্রস্থান করিল। তাহারা রসাতলে গিয়া বিবিধ ভোগ উপভোগপূর্ব্বক লীলাক্রমে সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে সর্পগণ চতুরাননের নিকট অভিশাপ ও প্রসাদ লাভ করিয়া মুদিতচিত্তে পাতালে বাস করিল। অনন্তর কালান্তরে নাগগণ পুনরায় চিন্তা করিল—পাণ্ডববংশে মহযশা রাজা জনমেজয় জন্মগ্রহণ করিবেন। দৈবযোগে তিনিই আমাদিগের ক্ষয়কর হইবেন, ত্রিভুবনপতি সৃষ্টিকর্ত্তা জগদ্বন্দ্য পিতামহ কেন আমাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন? বিরিঞ্চি দেব ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। সেই দেব বৈরাজভবনে বাস করেন, সম্প্রতি তিনি পুষ্করে থাকিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। আমরা সেইখানে গিয়া তাঁহার স্তব করি, তিনি তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে বর প্রদান করিবেন। নাগগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া পুষ্করে গমন করিল এবং সেখানে গিয়া যজ্ঞপর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক শৈলভিত্তির উপর অবস্থিত হইল। তথায় পরিশ্রান্ত নাগগণকে দেখিয়া সর্ব্বজনের সুখপ্রদ সুশীতল বারিধারা উত্তরাভিমুখে নিষ্ক্রান্ত হইল। হে ভরতর্ষভ! সেই হইতে পৃথিবীতে নাগতীর্থ উৎপন্ন হইল, ঐ তীর্থকে কেহ নাগকুণ্ড এবং কেহ কেহ বা নাগনদী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ঐ তীর্থ সর্ব্বতীর্থ মধ্যে পবিত্র এবং সর্পগণের বিষহর। শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী তিথিতে ঐ তীর্থে যাহারা স্নান করে, তাহাঁদের কুলে সর্পগণ কখন পীড়া উৎপাদন করে না। যে সকল নর তথায় পিতৃশ্রাদ্ধ করে, ব্রহ্মা তাহাদিগকে পরম স্থান প্রদান করেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা নাগভয় অবগত হইয়া নাগগণকে তখন পূর্ব্বোক্ত বাক্য পুনঃরায় শ্রবণ করাইলেন। ধন্যা সর্ব্বপাপহরা শুভা পঞ্চমী তিথি। যেহেতু এই তিথিতেই নাগগণের উদ্দেশে ক্রিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই তিথিতে সর্ব্বতোভাবে কটু বা অম্লরস পরিত্যাগ করে, এবং ক্ষীর দ্বারা নাগগণকে স্নান করায়, নাগগণ তাহার মিত্র হইয়া থাকে।৪৪—৫৯। ভীষ্ম কহিলেন, শিবদূতী যেরূপে উৎপন্না হন, এবং যিনি তাহাঁকে

তন্মে সর্ব্বং যথাতত্ত্বং ভবান্ শংসিতুমর্হতি ॥ ৬০
পুলস্ত্য উবাচ।
শিবা নীলগিরিং প্রাপ্তা তপসে ধৃতমানসা।
রৌদ্রীজটোদ্ভবা শক্তিস্তস্যাঃ শৃণু নৃপ ব্রতম্ ॥
তপঃ কৃত্বা চিরং কালং গ্রসিষ্যাম্যখিলং জগৎ
এবমুদ্দিশ্য পঞ্চাগ্নিং সাধয়ামাস ভামিনী ॥ ৬২
তস্যাঃ কালান্তরে দেব্যাস্তপস্যান্তপ উত্তমম্।
রুরুর্নাম মহাতেজা ব্রহ্মদত্তবরোঽসুরঃ ॥ ৬৩
সমুদ্রমধ্যে রত্নাখ্যং পুরমস্তি মহাধনম্।
তত্রাতিষ্ঠৎ স দৈত্যেন্দ্রঃ সর্ব্বদেবভয়ঙ্করঃ ॥ ৬৪
অনেকশতসাহস্রকোটিকোটিশতোত্তমৈঃ।
অসুরৈরর্চ্চিতঃ শ্রীমান্ দ্বিতীয়ো নমুচির্যথা ॥ ৬৫
কালেন মহতা সোঽথ লোকপালপুরং যযৌ।
জিগীষুঃ সৈন্যসংবীতো দেবৈর্বৈরমরোচয়ৎ ॥ ৬৬
উত্তিষ্ঠতস্তস্য মহাসুরস্য
সমুদ্রতোয়ং ববৃধেঽতি বেগাৎ।
অনেকনাগগ্রাহমীনজুষ্ট-
মাপ্লাবয়ৎ পর্ব্বতসানুদেশান্ ॥ ৬৭
অন্তঃস্থিতানেকসুরারিসঙ্ঘং
বিচিত্রবর্ম্মায়ুধচিত্রশোভম্।
ভীমং বলং চলিতং চারুযোধং
বিনির্যযৌ সিন্ধুজলাদ্বিশালম্ ॥ ৬৮
তত্র দ্বিপা দৈত্যভটাভ্যুপেতাঃ
সযানঘণ্টাশ্চ সমৃদ্ধিযুক্তাঃ।
বিনির্যযুঃ স্বাকৃতিভির্ঝষাণাং
সমগ্রমুচ্চৈঃ খলু দর্শয়ন্তঃ ॥ ৬৯
অশ্বাস্তথা কাঞ্চনসূত্রনদ্ধা-
রোহীতমৎস্যা ইব তে জলান্তে।
ব্যবস্থিতাস্তৈঃ সমমেব তূর্ণং
বিনির্যযুর্লক্ষশঃ কোটিশশ্চ ॥ ৭০
তথা রবিস্যন্দনতুল্যবেগাঃ
সচক্রদণ্ডাক্ষতবেণুযুক্তাঃ।
রথাশ্চ যত্নোপরিপীড়িতাঙ্গা-
শ্চলৎপতাকাঃ স্বনিতং বিচক্রুঃ ॥ ৭১

স্থাপন করেন, আপনি তৎসমস্ত আমার নিকট যথাযথ বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন, একদা শিবা তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া নীলাচলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ শিবা রৌদ্র-জটাসম্ভূতা শক্তি হে নৃপ! উক্ত-শিবাশক্তির তপোব্রত-বিবরণ শ্রবণ কর। শিবা শক্তি এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া পঞ্চাগ্নি-মধ্যে তপস্যা করিতে লাগিলেন যে, আমি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া অখিল জগৎ গ্রাস করিব। দেবী এই উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিতে থাকিলে কালান্তরে রুরু নামে এক মহাতেজা অসুর উৎপন্ন হইল। সমুদ্রমধ্যে রত্ন নামে এক মহাধন-সম্পন্ন পুরী আছে। সেই সর্ব্বদেবভয়ঙ্কর দৈত্যেন্দ্র ঐ পুরে বাস করিত। অনেক শত সহস্র কোটি কোটি অসুরবর কর্তৃক সম্মানিত হইয়া শ্রীমান্ রুরু দানব দ্বিতীয় নমুচির ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। অনন্তর বহুকাল পরে রুরু জিগীষু হইয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে লোকপালপুরে যাত্রা করিল। সেই মহাসুর সমুদ্রমধ্য হইতে উত্থিত হইবার কালে নাগ, গ্রাহ ও মীনগণ-সেবিত সমুদ্রজল সবেগে বর্দ্ধিত হইয়া পর্ব্বত-সানুদেশ প্লাবিত করিল। সমুদ্রমধ্যস্থ প্রবল দানবদল বিচিত্র বর্ম্ম ও বিচিত্র আয়ুধ দ্বারা বিভূষিত এবং বিচিত্র যোদ্ধা সমন্বিত হইয়া তখন সিন্ধু-সলিল হইতে নির্গত হইতে লাগিল। তখন দৈত্য-ভটান্বিত যান-ঘণ্টা ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন দ্বিপগণ স্ব স্ব আকৃতি দ্বারা প্রবল মকরকুলের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতে করিতে সিন্ধু-সলিল হইতে বহির্গত হইল। কাঞ্চন-সূত্রসজ্জিত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অশ্ব জলমধ্যস্থ রোহিত মৎস্যকুলের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত দ্বিপসমূহের সহিত একই সময়ে সত্বর সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইল। ৬০—৭০। তৎ-কালে চক্র দণ্ড ও অক্ষত বেণুযুক্ত রবিরথ-তুল্য-বেগী রথ সকল বিপুল ধ্বনি করত ধাবিত হইল। তাহাদের পতাকাশ্রেণী

ততৈব যোধাঃ স্থগিতাস্তরীভি-
স্তিতীর্ষবন্তে প্রবরাস্ত্রপাণয়ঃ।
রণে রণে লব্ধজয়াঃ প্রহারিণো
বিরেজুরুচ্চৈরসুরানুগা ভৃশম্॥ ৭২
দেবেষু বৈ রণে তেষু বিদ্রুতেষু বিশেষতঃ।
অসুরাঃ সর্ব্বদেবানামন্বধাবংস্ততস্ততঃ॥ ৭৩
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে দ্রবন্তো ভয়বিহ্বলাঃ।
নীলং গিরিবরং গম্মুর্যত্র দেবী স্বয়ং স্থিতা॥ ৭৪
রৌদ্রী তপোন্বিতা ধন্যা শাম্ভবী শক্তিরুত্তমা।
সংহারকারিণী দেবী কালরাত্রীতি যাং বিদুঃ॥
সা তু দৃষ্ট্বা তদা দেবান্ ভয়ত্রস্তান বিচেতসঃ।
পপ্রচ্ছ বিস্ময়াদ্দেবী প্রোৎফুল্লাম্বুজলোচনা॥ ৭৫
পৃষ্ঠতো বো ন পশ্যামি ভয়ং কিঞ্চিদুপাগতম্।
কথন্তু বিদ্রুতা দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরঃসরাঃ॥ ৭৭

দেবা ঊচুঃ।

অয়মায়াতি দৈত্যেন্দ্রো রুরুর্ভীমপরাক্রমঃ।
চতুরঙ্গেণ সৈন্যেন মহতা পরিবারিতঃ॥ ৭৮
তস্মাদ্দীনা বয়ং দেবীং ভবতীং শরণং গতাঃ।
দেবানামিতি বৈ শ্রুত্বা বাক্যমুচ্চৈর্জহাস সা॥
তস্যাঃ হসন্ত্যাঃ নিশ্চেরুর্বরাঙ্গ্যো বদনাত্ততঃ।
পাশাঙ্কুশধরাঃ সর্ব্বাঃ পীনোন্নতপয়োধরাঃ॥ ৮০
সর্ব্বাঃ শূলধরা ভীমাঃ সর্ব্বা দংষ্ট্রাঙ্কুশাননাঃ।
আবদ্ধমুকুটাঃ সর্ব্বাঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদাঃ।
ফুৎকাররবৈরশিবৈস্ত্রাসয়ন্ত্যশ্চরাচরম্॥ ৮১
কাশ্চিচ্ছুক্লাম্বরধাঃ কাশ্চিচ্চিত্রাম্বরা স্তথা।
সুনীলবসনাঃ কাশ্চিদ্রক্তপানাতিলালসাঃ॥ ৮২
নানারূপৈর্মুখৈস্তাস্তু নানাবেষবপুর্দ্ধরাঃ।
তাভিরেবং বৃতা দেবী দেবানামভয়ঙ্করী॥ ৮৩
মা ভৈষ্ট দেবা ভদ্রং বো যাবদ্বদতি দানবঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতো রুরুস্তাবৎসমাগতঃ॥ ৮৪
তং নীলপর্ব্বতবরং দেবানাং মার্গমার্গিণঃ।
দেবানামগ্রতঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা দেবীং সমাকুলম্।
তিষ্ঠতিষ্ঠেতি জল্পন্তো দৈত্যাস্তে সমুপাগতাঃ।

প্রচলিত হইতে লাগিল। বিশিষ্ট অস্ত্রধারী যোধগণ তরী সাহায্যে সমুদ্র পার হইবার জন্য স্থগিত হইল। রণে রণে লব্ধজয় অসুরানুচর যোদ্ধগণ অতিমাত্র শোভিত হইতে লাগিল। দেবগণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অসুরগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। অনন্তর ভীতি-বিহ্বল দেবগণ ছুটিতে ছুটিতে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে উত্তমা শাম্ভবী শক্তি রৌদ্রী দেবী তপস্যান্বিত হইয়া স্বয়ং অবস্থান করিতেছিলেন। পুরাণজ্ঞগণ এই দেবীকেই সংহারকারিণী কালরাত্রি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। দেবী দেবগণকে ভীত ত্রস্ত ও বিচেতন দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-নয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণ! তোমাদের পশ্চাতে কোন ভয়-কারণ দেখিতেছি না, তবে কি জন্য তোমরা ইন্দ্রপ্রমুখ দেববৃন্দ পলায়ন করিতেছ? দেবগণ কহিলেন,—ঐ ভীমপরাক্রম দৈত্যেন্দ্র রুরু প্রবল চতুরঙ্গ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিতেছে। তাই আমরা দীনভাবে আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। দেবগণের এই বাক্য শুনিয়া দেবী উচ্চ হাস্য করিলেন। তাঁহার হাস্যকালে তদীয় বদন হইতে কতকগুলি বরাঙ্গনা প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ অঙ্গনাগণ সকলেই পাশাঙ্কুশকরা, পীনোন্নত-পয়োধরা, ভীষণা, দংষ্ট্রাঙ্কুশ-বদনা, শূল-ধরা, মুকুটালঙ্কৃতা, ও সন্দষ্টদশনচ্ছদা। উহারা অশিব ফুৎকাররবে চরাচরের ভয়োৎপাদিকা। ৭১—৮১। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শুক্লাম্বরধরা, কেহ বিচিত্রাম্বরা, কেহ সুনীল-বসনা, এবং কেহ কেহ রক্তপানলোলুপা। ঐ অঙ্গনাগণ নানাবিধ মুখ, নানাপ্রকার বেশ এবং নানারূপ দেহ ধারণ করিতেছিলেন। দেবগণের অভয়ঙ্করী দেবী ঐ সকল অঙ্গনায় পরিবৃত হইয়া দেবগণকে বলিলেন—দেব-গণ! তোমাদের ভয় নাই। দেবী যেমন এই কথা বলিলেন, অমনি চতুরঙ্গবলান্বিত দানব দেবগণকে অন্বেষণ করিতে করিতে নীল পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দৈত্যগণ সম্মুখে দেবী ও দেবসৈন্যদিগকে অব-

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তাসাং তেষাং মহাভয়ম্ ॥
নারাচৈর্ভিন্নদেহানাং দৈত্যানাং ভুবি সর্পতাম্
রোষাদ্দণ্ডপ্রভগ্নানাং সর্পাণামিব সর্পতাম্ ॥ ৮৭
শক্তিনির্ভিন্নহৃদয়া গদাসঞ্চূর্ণিতোরসঃ।
কুঠারৈর্ভিন্নশিরসো মুষলৈর্ভিন্নমস্তকাঃ ॥ ৮৮
বিদ্ধোদরাস্ত্রিশূলাগ্রৈশ্ছিন্নগ্রাবা বরাসিভিঃ।
হতাশ্বরথমাতঙ্গপাদাতাঃ পেতুরাহবে ॥ ৮৯
রণভূমিং সমাসাদ্য দৈত্যাঃ সর্ব্বে রুরুং বিনা।
ততো বলং হতং দৃষ্ট্বা রুরুর্মায়াং তদাদদে ॥৯০
তয়া সম্মোহিতা দেব্যো দেবাশ্চাপি রণাজিরে।
তামস্যা মায়য়া দেব্যাঃ সর্ব্বমন্ধন্তমোঽভবৎ ॥
ততো দেবী মহাশক্ত্যা তং দৈত্যং সমতাড়য়ৎ
তয়া তু তাড়িতস্তাজ্জৌ দৈত্যস্য প্রগতং তমঃ ॥
মায়ায়ামথ নষ্টায়াং তামস্যাং দানবো রুরুঃ।
পাতালমাবিশত্তূর্ণং তত্রাপি পরমেশ্বরী।
দেবীভিঃ সহিতা ক্রুদ্ধা পুরতোঽভিমুখী স্থিতা ॥
রুরোশ্চ দানবেন্দ্রস্য ভীতস্যাগ্রে গতস্য চ।
নখাগ্রেণ শিরশ্ছিত্বা চর্ম্ম চাদায় বেগিতা ॥ ৯৪
নিষ্পপাতাথ পাতালাৎ পুষ্করঞ্চ পুনর্গিরিম্।
কন্যাসৈন্যেন মহতা বহুরূপেণ ভাস্বতা ॥ ৯৫
দেবৈশ্চ বিস্মিতৈর্দৃষ্টা চর্ম্মমুণ্ডধরা রুরোঃ।
স্বকীয়ে তপসঃ স্থানে নিবিষ্টা পরমেশ্বরী ॥ ৯৬
ততো দেব্যো মহাভাগাঃ পরিবার্য্য ব্যবস্থিতাঃ
যাচয়ামাসুরব্যগ্রাস্তাস্তু দেবীং বুভুক্ষিতাঃ।
বুভুক্ষিতা বয়ং দেবি দেহি নো ভোজনং বরম্
এবমুক্তা ততো দেবী দধ্যৌ তাসাস্তু ভোজনম্
নাধ্যগচ্ছত্তদা তাসাং ভোজনং চিন্তিতং মহৎ
তদা দধ্যৌ মহাদেবং রুদ্রং পশুপতিং বিভুম্।

লোকনপূর্ব্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া অগ্রসর হইল। তখন দেবী ও দানবগণের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবী রোষবশে নারাচাস্ত্র দ্বারা দৈত্যগণের দেহ বিদ্ধ করিলে দণ্ডাঘাতভগ্ন সর্পসমূহের ন্যায় তাহারা ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। শক্তিপ্রহারে হৃদয় নির্ভিন্ন, গদাঘাতে বক্ষঃ বিদীর্ণ, কুঠার ও মুষলাঘাতে মস্তক বিচূর্ণিত, ত্রিশূলাগ্রে উদর বিদ্ধ এবং উত্তম অসিপ্রহারে গ্রীবাদেশ ছিন্ন হওয়ায় অশ্ব, রথ মাতঙ্গ ও পদাতি সৈন্যগণ ধরাতলে পতিত হইল। রুরু ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দৈত্যই সমরশয্যায় শয়ন করিল। অনন্তর স্বীয় সৈন্যবল বিনষ্ট হইল দেখিয়া রুরু দানব দানবী মায়া বিস্তার করিতে লাগিল। দৈত্যমায়ায় দেব-দেবীগণ বিমোহিত হইলেন। তদীয় তামসী মায়ায় সমস্তই অন্ধকারাবৃত হইল। তখন দেবী মহাশক্তি দ্বারা রুরুকে তাড়িত করিলেন। দৈত্য শক্তি দ্বারা তাড়িত হওয়ায় তদীয় তামসী মায়া দূরীভূত হইল। তামসী মায়া নষ্ট হইলে রুরু দানব সত্বর পাতালে প্রবেশ করিল। দেবী পরমেশ্বরী ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য দেবীগণ সহ তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিতে করিতে তদীয় সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দানবেন্দ্র রুরু ভীত হইয়া অগ্রে অগ্রে পলায়ন করিতেছিল। দেবী পরমেশ্বরী নখাগ্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক তদীয় চর্ম্ম লইয়া প্রবল কন্যাসৈন্য সমাভব্যাহারে সবেগে পাতাল হইতে পুষ্করে পরে নীলাচলে আগমন করিলেন। রুরুর চর্ম্ম ও মুণ্ডধারিণী দেবীকে দেবগণ সবিস্ময়ে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরী তদবস্থায় আগমনপূর্ব্বক স্বীয় তপস্যাস্থানে পুনরায় নিবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাভাগা দেবীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইয়া বুভুক্ষিত ও অব্যগ্রভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—দেবি! আমরা বুভুক্ষিত হইয়াছি, আমাদিগকে উত্তম ভোজন দান করুন।৮২—৯৮। তাঁহারা এই কথা কহিলে দেবী পরমেশ্বরী তাঁহাদের ভোজ্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তা করিয়াও যখন তাঁহাদের ভোজনের বিষয় স্থির করিতে পারিলেন না, তখন ভগবান্ পশুপতি রুদ্রদেবকে তিনি

সোঽপি ধ্যানাৎসমুত্তস্থৌ পরমাত্মা ত্রিলোচনঃ
উবাচ রুদ্রস্তাং দেবীং কিন্তে কার্য্যং বিবক্ষিতম্
ব্রূহি দেবি মহামায়ে যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥১০১
শিবদূত্যুবাচ।
ছাগমধ্যে তু বৈ দেব ছাগরূপেণ বর্ত্তসে।
এতাস্তাং ভক্ষয়িষ্যন্তি ভক্ষ্যমীপ্সিতমাদরাৎ ॥
ভক্ষ্যার্থমাসাং দেবেশ কিঞ্চিদ্দাতুমিহার্হসি।
শূলীকুর্ব্বন্তি মামেতা ভক্ষার্থিন্যো মহাবলাঃ ॥
অন্যথা মামপি বলাদ্ভক্ষয়েয়ুর্বুভুক্ষিতাঃ।
এবং মান্তু মমালক্ষ্য ভক্ষ্যং কল্পয় সত্বরম্ ॥১০৪
রুদ্র উবাচ।
শিবদূতি ব্রবীম্যেকং প্রবৃত্তং যদ্যুগান্তরে।
গঙ্গাদ্বারে দক্ষযজ্ঞো গণৈর্বিধ্বংসিতো মম ॥
তত্র যজ্ঞো মৃগো ভূত্বা প্রদুদ্রাব সুবেগবান্।
ময়া বাণেন নির্ব্বিদ্ধো রুধিরেণ পরেষেচিতঃ ॥১০৬
অজগন্ধস্তদা ভূতো নাম দেবৈশ্চ মে কৃতম্।
অজগন্ধা ত্বমেবেতি দাস্যে চান্যত্তু ভোজনম্।
এতাসাং শৃণু মে দেবি ভক্ষ্যমেকং মযোচিতম্
কথ্যমানং বরারোহে কালরাত্রি মহাপ্রভে।
যা স্ত্রী সগর্ভা দেবেশি অন্যস্ত্রীপরিধানকম্।
পরিধত্তে স্পৃশেদ্বাপি পুরুষস্য বিশেষতঃ ॥১০৯
স ভাগোঽস্তু বরারোহে কাসাঞ্চিৎ পৃথিবীতলে
অপ্যেকবর্ষং বালন্তু গৃহীত্বা তত্র বৈ বলাৎ।
ভুক্ত্বা তিষ্ঠন্তু সুপ্রীতা অপি বর্ষশতান্ বহূন্॥
অন্যাঃ সূতিগৃহেঽচ্ছিদ্রং গৃহ্নীয়ুস্থ হৃপূজিতাঃ।
নিবসিষ্যন্তি দেবেশি তথা বৈ জাতহারিকাঃ॥
গৃহে ক্ষেত্রে তটাকে চ বাপ্যুদ্যানেষু চৈব হি।
অন্যেষু চ রুদন্ত্যো যাস্ত্রিয়স্তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ॥
তাসাং শরীরগাশ্চান্যাঃ কাশ্চিৎ তৃপ্তিমবাপ্নুয়ুঃ
শিবদূত্যুবাচ।
কুৎসিতং ভবতা দত্তং প্রজানাং পরিপীড়নম্।
ন চ ত্বং বুধ্যসে দাতুং শঙ্করস্তং বিশেষতঃ॥

চিন্তা করিলেন। দেবীর ধ্যানে পরমাত্মা ত্রিলোচন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, হে দেবি মহামায়ে! তোমার বক্তব্য বা মনোগত ভাব কি, ব্যক্ত কর। শিবদূতী কহিলেন, হে দেব! আপনি ছাগমধ্যে ছাগরূপে বর্ত্তমান। কিন্তু এই দেবীগণ ঈপ্সিত ভক্ষ্যরূপে সাদরে উক্ত ছাগ ভক্ষণ করিবে। হে দেবেশ! আপনি ইহাদের ভক্ষণার্থ কিঞ্চিৎ প্রদান করুন। অন্যথা এই প্রবল দেবীগণ ভক্ষ্যার্থিনী হইয়া আমাকেই শূলবিদ্ধ করিবে, অথবা একেবারেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। আমাকে এইরূপ অবস্থায় উপনীত দেখিয়া সত্বর ইহাদের ভক্ষ্য নির্দ্দেশ করুন। রুদ্র কহিলেন, হে শিবদূতি! যুগান্তরে যাহা ঘটিয়াছিল, বলিতেছি। আমার অনুচরগণ গঙ্গাদ্বারে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিল। তখন যজ্ঞ মৃগ হইয়া সবেগে ধাবিত হইয়াছিলেন। আমি বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিলাম। তাহাতে সেই মৃগ রুধিরপ্লাবিত হইয়াছিল। দেবগণ তখন আমাকে অজগন্ধ নামে অভিহিত করেন, সেইজন্য তুমিও অজগন্ধা নাম ধারণ কর। যাহা হউক, হে দেবি! হে মহাপ্রভে, কালরাত্রি! আমি ইহাদিগের উত্তম ভোজন নির্দ্দেশ করিতেছি। শ্রবণ কর। যে গর্ভবতী নারী অন্য স্ত্রীর বা পুরুষের পরিধেয় বসন পরিধান করে, হে বরারোহে! সেই নারীকে ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ভাগস্বরূপে নির্দ্দেশ করিলাম। ইহারা সেই নারীর একবর্ষ বয়স্ক বালককে সবলে গ্রহণ ও ভোজন করিয়া সুপ্রীতভাবে বহুশত বর্ষ অবস্থান করিতে থাকুক। অন্য সকলে সূতিকাগৃহের ছিদ্র অন্বেষণ করুক এবং জাতহারিণী হইয়া তথায় বাস করিতে থাকুক। যে সকল নারী গৃহে ক্ষেত্রে, তড়াগে বা উদ্যানসমূহে নিত্য রোদন করিতে করিতে অবস্থান করে, অন্য সকলে তাহাদের দেহস্থ হইয়া তৃপ্তিলাভ করুক।৯৯—১১৩। শিবদূতী কহিলেন, আপনি প্রজাপীড়নরূপ কুৎসিত দান করিলেন। যাহা মঙ্গলকর দান, তাহা

লজ্জাকরং যন্তবতি প্রজানাং পরিপীড়কম্।
ন তু তদ্যুজ্যতে দাতুং তাসাং ভক্ষ্যন্তু শঙ্কর
রুদ্র উবাচ।
অবন্ত্যাস্তু যদা স্কন্দো ময়া পূর্ব্বন্তু ভদ্রিতঃ।
চূড়াকর্ম্মণি বৃত্তে তু কুমারস্য তদা শুভে।
আগত্য মাতরো ভক্ষ্যমপূর্ব্বন্তু প্রচক্রিরে ॥১১৬
দেবলোকাদ্দেবগণা মাতৃণাং ভোক্তুমাগতাঃ।
তাসাং গৃহে যদা পূর্ব্বং ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব যক্ষাঃ সর্ব্বে চ গুহ্যকাঃ।
মের্ব্বাদয়ঃ শিখরিণো গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা॥
সর্ব্বে নাগা গজা সিদ্ধাঃ পক্ষিণোঽসুরসূদনাঃ।
ডাকিন্যঃ সহবেতালৈর্বৃতাঃ সর্ব্বৈগ্র হৈস্তদা॥
কিমুক্তেনামুনা দেবি যৎসৃষ্টং ব্রহ্মণা ত্বিহ।
তৎসর্ব্বং ভোজনং দত্তং স্বেচ্ছান্নঞ্চ নভোগতম্
শিবদূত্যুবাচ।
আসাং ক্লতে দেহি ভোজ্যং দুর্ল্লভং যৎ ত্রিবিষ্টপে॥ ১২১
স্নেহাক্তং সগুড়ং হৃদ্যং সুপক্কং পরিকল্পিতম্।
কচিন্নান্যেন যদ্ভুক্তমপূর্ব্বং পরমেশ্বর॥ ১২২
এবমুক্তস্তদা সোঽপি দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
ভক্ষ্যার্থং তাস্তদা প্রাহ পার্ব্বত্যাশ্চৈব সন্নিধৌ
ময়া বৈ সাধিতং চান্নং প্রকারৈর্বহুভিঃ কৃতম্।
তৎ সর্ব্বঞ্চ ব্যয়ং যাতং ন চান্যদিহ দৃশ্যতে॥
ভবতীষাগতাস্বদ্য কিং ময়া দেয়মুচ্যতাম্।
অপূর্ব্বং ভবতীনাং যন্ময়া দেয়ং বিশেষতঃ॥
আস্বাদিতং ন চান্যেন ভক্ষ্যার্থে চ দদাম্যহম্।
অধোভাগে চ মে নাভের্বর্ত্তুলৌ ফলসন্নিভৌ।
ভক্ষয়ধ্বং হি সহিতা লম্বৌ মে বৃষণাবিমৌ।
অনেন চাপি ভোজ্যেন পরা তৃপ্তির্ভবিষ্যতি॥
মহাপ্রসাদং তা লব্ধা দেব্যঃ সর্ব্বাস্তদা শিবম্।
প্রণিপত্য স্থিতাঃ শর্ব্ব ইদং বচনমব্রবীৎ॥১২৩
করিষ্যন্তি শুভাচারান্ বিনা হাস্যেন যে নরাঃ।

আপনি বুঝিলেন না। হে শঙ্কর! যাহা লজ্জাকর ও প্রজাপীড়ক এই সকল দেবীকে সেরূপ দান করা আপনার উচিত হয় নাই। রুদ্র কহিলেন, পূর্ব্বে অবন্তীক্ষেত্রে আমি যখন স্কন্দকে সৌখ্য-সম্পন্ন করিয়াছিলাম, তখন তাঁহার চূড়াকর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে মাতৃগণ আসিয়া অপূর্ব্ব ভক্ষ্য সকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেবলোক হইতে ব্রহ্মাদি সুরসত্তমগণ, অন্যান্য দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, গুহ্যক, মেরু প্রভৃতি পর্ব্বত, গঙ্গাদি সরিৎ সকল, সমস্ত নাগ, সিদ্ধ, পক্ষী, ডাকিনী, বেতাল, এবং যাবতীয় গ্রহ সকলেই মাতৃগণের গৃহে সেই ভক্ষ্য ভোজন করিতে আসিয়াছিলেন। হে দেবি! ইহা বলিয়া আর কি হইবে? ব্রহ্মার সৃষ্ট যে কিছু বস্তু সমস্তই তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছায় ভোজনরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। শিবদূতী কহিলেন,—এই সকল দেবীর জন্যও আপনি স্বর্গদুর্লভ ভোজ্য প্রদান করুন। হে পরমেশ্বর! যাহা স্নেহাক্ত, গুড়-যুক্ত, সুপক্ক, অন্যে কখন যাহা ভোজন করে নাই, এমন অপূর্ব্ব অন্নই আপনি প্রদান করুন। দেবদেব মহেশ্বর এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাদের ভক্ষ্যার্থ পার্ব্বতী সমীপে বলিলেন, আমি পূর্ব্বে বহু প্রকারে যে অন্ন প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, তৎসমস্তই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। অন্য কোন উত্তম ভোজনই দেখিতেছি না। তোমরা সকলে উপস্থিত হইয়াছ, তোমাদিগকে অদ্য কি প্রদান করিব বল। যাহা তোমাদের পক্ষে একান্তই অপূর্ব্ব, এবং অন্যে পূর্ব্বে যাহার আস্বাদ কখনই প্রাপ্ত হয় নাই, তোমাদের ভক্ষ্য নিমিত্ত তাহাই আমাকে দিতে হইবে; আমি তাহাই প্রদান করিতেছি। আমার নাভির অধোভাগে ফলাকারে লম্বমান এই বর্ত্তুল বৃষণদ্বয় রহিয়াছে, তোমরা সকলে মিলিয়া ইহা ভক্ষণ কর। ইহা ভোজনে তোমাদের পরম তৃপ্তি হইবে।১১৪-১২৮। তখন দেবীগণ সেই মহাপ্রসাদ লাভ করিয়া শিবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিলেন। শিব তাঁহাদিগকে বলিলেন, যে সকল নর হাস্য ব্যতীত শুভ কার্য্য সকল অনুষ্ঠান

তেষাং ধনং পশুঃ পুত্রা দারাশ্চৈব গৃহাদিকম্।
ভবিষ্যতি ময়া দত্তং যচ্চান্যমনসি স্থিতম্ ॥১২৯
হাস্যেন দীর্ঘদশনা দরিদ্রাশ্চ ভবন্তি তে।
তস্মান্ন নিন্দা হাস্যঞ্চ কর্ত্তব্যং হি বিজানতা ॥
ভবত্যো মাতরঃ খ্যাতা অস্মিন্ লোকে ভবিষ্যথ
উপহারৈর্নরা যে তু করিষ্যন্তি চ কৌমুদীম্।
চণকান্ পূরিকাশ্চৈব ব্রহণৈঃ সহ পূপকান্ ॥ ১৩২
বন্ধুভিঃ স্বজনৈশ্চৈব তেষাং বংশো ন ছিদ্যতে
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্ ॥
রূপবান্ সুভগো ভোগী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
হংসযুক্তেন যানেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৩৪
শিবদূতি ময়াপ্যেবং তাসাং দত্তঞ্চ ভক্ষণম্।
লজ্জাকরং কিং ভবত্যা উক্তোঽহং তন্নিশাময় ॥
জয়স্ব দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
বিশ্বমূর্ত্তিযুতে শুদ্ধে বিরূপাক্ষি ত্রিলোচনে।
ভীমরূপে শিবে বিদ্যে মহামায়ে মহোদরে।
মনোজয়ে মনোদুর্গে ভীমাক্ষি ক্ষুভিতালয়ে।
মহামারি বিচিত্রাঙ্গি গীতনৃত্যপ্রিয়ে শুভে ॥১৩৬
বিকরালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।
পাশহস্তে দণ্ডহস্তে ভীমহস্তে ভয়ানকে ॥ ১৩৭
চামুণ্ডে জ্বলমানাস্যে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে মহাবলে।
শিবযানপ্রিয়ে দেবি প্রেতাসনগতে শিবে ॥১৩৮
ভীমাক্ষি ভীষণে দেবি সর্ব্বভূতভয়ঙ্করি।
করালি বিকরালে চ মহাকালি করালিনি ॥১৩৯
কালি করালবিক্রান্তে কালরাত্রি নমোঽস্তু তে
সর্ব্বশস্ত্রভৃতে দেবি নমো দেবনমস্কৃতে ॥ ১৪১
এবং স্তুতা শিবদূতী রুদ্রেণ পরমেষ্ঠিনা।
তুতোষ পরমা দেবী বাক্যং চৈবমুবাচ হ।
বরং বৃণীষ্ব দেবেশ যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥১৪২
রুদ্র উবাচ।
স্তোত্রেণানেন যে দেবি স্তোষ্যন্তি ত্বাং বরাননে

করিবে, তাহাদের ধন, পশু, স্ত্রী, পুত্র, গৃহাদি ও অন্য সমস্ত মনোভীষ্টই আমি প্রদান করিব। যাহারা হাস্য করিয়া দীর্ঘদশন প্রকাশ করে, তাহারা দরিদ্র হয়, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি কখন নিন্দা বা হাস্য করিবেন না। তোমরা সকলে এই লোকে মাতৃ নামে বিখ্যাত হইবে। যাহারা ব্রহণসহ চণকপূরিকা, ও পূপক উপহার দিয়া কৌমুদীকৃত্য করে, তাহাদের বন্ধু, স্বজন ও বংশ উচ্ছেদ হয় না। এই কার্য্যের ফলে অপুত্র,—পুত্র, এবং ধনার্থী ধন লাভ করে। মানব রূপবান্, সুভগ, ভোগী ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হয় এবং অন্তকালে হংসযুক্ত যানে ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকে। হে শিবদূতি! এই আমি সেই দেবীগণের আহার প্রদান করিলাম। তুমি আমায় লজ্জাকর ভোজনের কথা কি বলিলে? যাহা হউক, শ্রবণ কর, হে দেবি, চামুণ্ডে! হে ভূতাপহারিণি! তোমার জয় হউক। হে সর্ব্বগতে দেবি, কালরাত্রি! তোমার জয় হউক, তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বমূর্ত্তিযুতে! হে শুদ্ধে! হে বিরূপাক্ষি, ত্রিলোচনে! হে ভীমরূপে, শিবে, বিদ্যে! হে মহামায়ে, মহোদয়ে! হে মনোজয়ে! হে মনোদুর্গে! হে ভীমাক্ষি! হে ক্ষুভিতালয়ে! হে মহামারি! হে বিচিত্রাঙ্গি! হে গীতনৃত্যপ্রিয়ে! হে শুভে! হে বিকরালি! হে মহাকালি, কালিকে! হে পাপহারিণি, পাশহস্তে, দণ্ডহস্তে, ভীমহস্তে, ভয়ানকে! হে চামুণ্ডে, প্রদীপ্ত-বদনে, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে, মহাবলে! হে শিব-যানপ্রিয়ে, প্রেতাসনগতে, শিবে! হে ভীমাক্ষি! হে সর্ব্বভূতভয়ঙ্করি, ভীষণে, দেবি! হে করালি! হে বিকরালে, মহাকালি, করালিনি! হে কালি, করালবিক্রান্তে! হে কালরাত্রি! তোমাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্ব-শস্ত্রধারিণি! হে দেবনমস্কৃতে, দেবি! তোমাকে নমস্কার করি। ১২৯—১৪২। দেবী শিবদূতী পরমেষ্ঠী রুদ্র কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং তিনি রুদ্রকে বলিলেন, হে দেবেশ! তোমার মনোগত বর গ্রহণ কর। রুদ্র কহিলেন, হে দেবি, বরাননে! যাহারা এই স্তোত্র পাঠ করিয়া

ত্বেয়াস্তুং বরদা দেবি ভব সর্ব্বগতা সতী ॥ ১৪৪
ইমং পর্ব্বতমারুহ্য যঃ পূজয়তি ভক্তিতঃ।
স পুত্রপৌত্রপশুমান্ সমৃদ্ধিমুপগচ্ছতু ॥ ১৪৫
যশ্চৈবং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা স্তবং দেবি সমুদ্ভবম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতু ॥ ১৪৬
ভ্রষ্টরাজ্যো যদা রাজা নবম্যাং নিয়তঃ শুচিঃ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং সোপবাসো নরোত্তম ॥১৪৭
সংবৎসরেণ লভতাং রাজ্যং নিষ্কণ্টকং পুনঃ।
এষা জ্ঞানান্বিতা শক্তিঃ শিবদূতীতি চোচ্যতে
য এবং শৃণুয়ান্নিত্যং ভক্ত্যা পরময়া নৃপ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৯
যশ্চৈনং পঠতে ভক্ত্যা স্নাত্বা বৈ পুষ্করে জলে
সর্ব্বমেতৎ ফলং প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
যত্রৈতল্লিখিতং গেহে সদা তিষ্ঠতি পার্থিব।
ন তত্রাগ্নিভয়ং ঘোরং সর্পচৌরাদিসম্ভবম্ ॥১৫১
যশ্চেদং পূজয়েদ্ভক্ত্যা পুস্তকেঽপি স্থিতং বুধাঃ
তেন চেষ্টং ভবেৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
আয়ত্তে বহবঃ পুত্রাঃ ধনং ধান্যং বরস্ত্রিয়ঃ।
রত্নান্যশ্বা গজা ভৃত্যাস্তেষামাশু ভবন্তি চ ॥১৫৩
যত্রেদং লিখ্যতে গেহে তত্রাপ্যেবং ধ্রুবং
ভবেৎ ॥ ১৫৪

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে
শিবদূতীচরিতং নামৈকত্রিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

তোমার স্তব করিবে, তুমি তাহাদের প্রতি বরপ্রদা হইবে। হে দেবি! তুমি সর্ব্বগতা হও। এই পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যে ব্যক্তি ভক্তিভরে তোমার অর্চ্চনা করিবে, সে পুত্র, পৌত্র ও পশুযুক্ত হইয়া সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হউক। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক এই সমুদ্ভব স্তোত্র শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। রাজা ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া নিয়ত শুচি-ভাবে যদি অষ্টমী, নবমী কিম্বা চতুর্দ্দশীতে সংবৎসর যাবৎ উপবাস করেন, তবে তিনি পুনরায় নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। এই জ্ঞানান্বিতা শক্তিই শিবদূতী নামে অভিহিতা। হে নৃপ! যে ব্যক্তি পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া নিত্য ইহা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পুষ্করজলে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, সে উল্লিখিত সর্ব্বফল প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকে। হে পার্থিব! যে গৃহে ইহা লিখিত অবস্থায় থাকে, তথায় বিষম অগ্নিভয় বা চৌরাদিভয় থাকে না। যে ব্যক্তি পুস্তকে লিখিত এই বৃত্তান্ত ভক্তির সহিত পূজা করে, চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্যই তাহার আয়ত্ত হয় এবং বহু পুত্র, ধন, ধান্য, বরনারী, রত্ন, অশ্ব, গজ, ভৃত্য, সত্বর তাঁহার লাভ হইয়া থাকে। যে গৃহে ইহা লিখিত হয়, সেখানেও ঐ সকল বস্তু নিশ্চয় লব্ধ হইয়া থাকে। ১৪৩—১৫৪।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।
কেন কর্ম্মবিপাকেন প্রেতত্বং জায়তে পুনঃ।
কেন বাত্র প্রমুচ্যেত তন্মে ব্রূহি মহামতে ॥ ১
পুলস্ত্য উবাচ।
অহন্তে কথয়িষ্যামি সর্ব্বমেতদশেষতঃ।
যচ্ছ্রুত্বা ন পুনর্ম্মোহং যাস্যসে নৃপসত্তম ॥ ২
যেন জায়েত প্রেতত্বং যেন চাস্মাৎ প্রমুচ্যতে

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—হে মহামতে! কোন্ কর্ম্মবিপাকে প্রেতত্ব এবং কি করিলে তাহা হইতে মুক্তি হয়, তাহা আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপসত্তম! যাহা শুনিয়া পুনরায় আর মোহ প্রাপ্ত হইতে হইবে না, আমি সেই সকল বৃত্তান্তই তোমার নিকট বলিতেছি। যেরূপে প্রেতত্ব হয় এবং যেরূপে

প্রাপ্নোতি নরকং ঘোরং দুস্তরং ত্রিদশৈরপি ॥
সন্তঃ সম্ভাষণে চৈব পুণ্যতীর্থানুকীর্ত্তনে ।
মানবাশ্চ প্রমুচ্যন্তে পাপাঃ প্রেতযোনিষু ॥ ৪
শ্রূয়তে হি পুরা ভীষ্ম ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ।
পৃথুঃ সর্ব্বত্র বিখ্যাতঃ সন্তোষে চ সদা স্থিতঃ ॥
স্বাধ্যায়যুক্তো বেদেষু নিত্যযোগশ্চ যোগবিৎ
জপযজ্ঞবিধানেন যুক্তং কালং নিনেষ্য সঃ ॥ ৬
যুক্তঃ ক্ষমাদয়াভ্যাঞ্চ ক্ষান্ত্যা যুক্তশ্চ তত্ত্ববিৎ ।
অহিংসানিরতশ্চৈব মার্দ্দবে চ তথা স্থিতঃ ॥ ৭
ব্রহ্মচর্য্যসমাযুক্তস্তপোযোগসমন্বিতঃ ।
যুক্তঃ স পিতৃকার্য্যেষু যুক্তো বৈদিককর্ম্মসু ॥ ৮
পরলোকভয়ে যুক্তো যুক্তঃ সত্যবচঃ প্রতি ।
যুক্তো মধুরবাক্যেষু যুক্তশ্চাতিথিপূজনে ॥ ৯
ইষ্টাপূর্ত্তসমাযুক্তো যুক্তো দ্বন্দ্ববিবর্জ্জনে ।
স্বকর্ম্মবিধিসংযুক্তো যুক্তঃ স্বাধ্যায়কর্ম্মসু ॥ ১০
এবং কর্ম্মাণি কুর্ব্বতঃ সংসারবিজিগীষয়া ।
বহুন্যব্দান্যতীতানি ব্রাহ্মণস্য গৃহে সতঃ ॥ ১১
তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা তীর্থাভিগমনং প্রতি ।
পুণ্যতীর্থজলৈরেতৎ ক্লিন্নং কুর্য্যাং কলেবরম্
প্রযতঃ পুষ্করে স্নাত্বা ভাস্করস্যোদয়ং প্রতি ।
কৃতজপ্যনমস্কারোহপ্যধ্বানং প্রত্যপদ্যত ॥ ১৩
অগ্রতঃ পঞ্চপুরুষানপশ্যৎ সোহতিভীষণান্ ।
বনে কণ্টকবৃক্ষাঢ্যে নির্জ্জনে পক্ষিবর্জ্জিতে ॥ ১৪
তান্ দৃষ্ট্বা বিকৃতাকারান্ সুঘোরান্ পাপদর্শনান্
ঈষৎ সন্ত্রস্তহৃদয়ো ব্যাতিষ্ঠন্নিশ্চলাকৃতিঃ ॥ ১৫
অবলম্ব্য ততো ধৈর্য্যং ভয়মুৎসৃজ্য দূরতঃ ।
পপ্রচ্ছ মধুরাভাষী কে যূয়ং বিকৃতাঃ কুতঃ ॥ ১৬
কিং বা চৈব কৃতং কর্ম্ম যেন প্রাপ্তাশ্চ বৈকৃতম্
কথমেবংবিধাঃ সর্ব্বে প্রস্থিতাঃ কুত্র চাধ্বনি ।

প্রেতা ঊচুঃ ।

ক্ষুৎপিপাসান্বিতা নিত্যং মহাদুঃখসমাবৃতাঃ ।
হৃতপ্রজ্ঞা বয়ং সর্ব্বে নষ্টসংজ্ঞা বিচেতসঃ ॥ ১৮
ন জানীমো দিশঞ্চাপি প্রদিশঞ্চাপি কাঞ্চন ।
নান্তরিক্ষং মহীঞ্চাপি ন জানীমো দিবং তথা ।
যদেতৎ দুঃখমাখ্যাতমেতদেব সুখং ভবেৎ ।

তাহা হইতে মুক্তি ঘটে, তাহা শ্রবণ কর। ত্রিদশগণও ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আর প্রেতযোনিপ্রাপ্ত মানবগণ ও সাধুজনসহ সম্ভাষণ এবং পুণ্যতীর্থনাম কীর্ত্তন করিয়া মুক্তি লাভ করেন। হে ভীষ্ম! শুনা যায়, পুরাকালে পৃথু নামে এক সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সদা সন্তোষস্থ, স্বাধ্যায়যুক্ত ও যোগবিৎ যোগী বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করেন। ঐ ব্রাহ্মণ জপযজ্ঞানুষ্ঠানে কালাতিবাহন করিতে থাকেন। তিনি ক্ষমা ও দয়াযুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ, অহিংসারত, মৃদুপ্রকৃতি, ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ, তপস্যা ও যোগযুক্ত, পিতৃকার্য্য ও বৈদিক কর্ম্মে নিরত, পরলোকভীত, সত্যবাক্যপ্রিয়, মধুরভাষী, অতিথিপূজক, ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মনিরত, সুখ-দুঃখজয়ী, স্বকর্ম্মবিধিজ্ঞ এবং স্বাধ্যায় কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। গৃহাশ্রমে থাকিয়া এইরূপ সংসার জয়ের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার বহু বৎসর অতীত হইল। একদা তিনি তীর্থপর্য্যটনে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া ভাবিলেন, আমি পুণ্যতীর্থজলে এই কলেবর প্রক্ষালিত করিব। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ সূর্য্যোদয়ে পুষ্কর তীর্থে স্নান করিয়া জপ ও নমস্কারপূর্ব্বক পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি যাইতে যাইতে এক পক্ষিহীন কণ্টকবৃক্ষময় নির্জ্জন বনে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে অতি ভীষণাকার পঞ্চ পুরুষ অবলোকন করিলেন। সেই পাপপ্রতিম বিকৃতাকার ভয়ঙ্কর পুরুষদিগকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ঈষৎ সন্ত্রস্ত হইল। তিনি নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিলেন। অনন্তর ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমরা? কেন এরূপ বিকৃত হইয়াছ? কি কর্ম্ম করিয়া এরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছ? সকলেই তোমরা এরূপ আকৃতি লাভ করিয়াছ কেন? এক্ষণে তোমরা কোথায় চলিয়াছ? ১—১৭। প্রেতগণ কহিল, আমরা ক্ষুৎপিপাসান্বিত, মহাদুঃখপতিত হতবুদ্ধি, হতচেতন প্রেত। আমরা দিগ্বিদিক্ ভূতল, আকাশ বা স্বর্গ কিছুই জানি না।

প্রভাতমিদমাভাতি ভাস্করোদয়দর্শনাৎ ॥ ২০
অহং পর্য্যুষিতো নাম সূচীমুখস্তথাপরঃ।
শীঘ্রগো রোহকশ্চৈব পঞ্চমো লেখকস্তথা ॥ ২১
ব্রাহ্মণ উবাচ।
প্রেতানাং কর্ম্মজাতানাং নাম্নাং বৈ সম্ভবঃ কুতঃ
কিং তৎ কারণমুদ্দিশ্য যতো যূয়ং সনামকাঃ ॥ ২২
প্রেতা উচুঃ।
অহং স্বাদু সদা ভুঙ্ক্তে দদ্যাং পর্য্যুষিতং দ্বিজে
এতৎ কারণমাসাদ্য নাম পর্য্যুষিতো মম ॥ ২৩
সূচিতা বহবোঽনেন বিপ্রাশ্চান্নাদ্যকাঙ্ক্ষিণঃ।
এতৎ কারণমুদ্দিশ্য সূচীমুখাভিধো মতঃ ॥ ২৪
শীঘ্রং গতোঽস্মি বিপ্রেণ যাচিতঃ ক্ষুধিতেন চ।
এতৎ কারণমুদ্দিশ্য শীঘ্রগো দ্বিজসত্তম ॥ ২৫
গৃহোপরি সদা স্বাদু ভু[illegible] দ্বিজভয়েন হি।
উদ্বিগ্নমানসস্তত্র তেনাসৌ রোহকঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬
মৌনে চাপি স্থিতো নিত্যং যাচিতো বিলিখন্মহীম্
অস্মাকমপি পাপিষ্ঠো লেখকো নাম নামতঃ ॥২৭
কৃচ্ছ্রেণ লেখকো যাতি রোহকস্ত অবাক্‌শিরাঃ
শীঘ্রগঃ পঙ্গুতাং প্রাপ্তঃ সূচী সূচীমুখোঽভবৎ ॥
পর্য্যুষিতো লম্বগ্রীবো লম্বোদর উদাহৃতঃ।
বৃহদ্‌বৃষণলম্বোষ্ঠঃ পাপাদস্মাদজায়ত ॥ ২৯
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমাত্মবৃত্তং সহেতুকম্।
পৃচ্ছস্ব যদি তে শ্রদ্ধা পৃষ্টাশ্চ কথয়ামহে ॥ ৩০
ব্রাহ্মণ উবাচ।
যে জীবা ভুবি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বেঽপ্যাহারমূলকাঃ।
যুষ্মাকমপি চাহারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩১
প্রেতা উচুঃ।
শৃণুষ্বাহারমস্মাকং সর্ব্বসত্ত্ববিগর্হিতম্।
যচ্ছ্রুত্বা নিন্দসে বিপ্র ভূয়োভূয়শ্চ নিত্যশঃ ॥৩২
শ্লেষ্মমূত্রপুরীষেণ যোষিদঙ্গমলেন চ।
গৃহাণি ত্যক্তশৌচানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥
স্ত্রীভির্দগ্ধানি কীর্ণানি প্রকীর্ণোচ্ছিষ্টকানি চ।
মলেনাপি জুগুপ্স্যানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥

এই যে সকল দুঃখ ইহার মধ্যে সুখ এই যে, সূর্য্যোদয় দর্শনে এইক্ষণ আমাদের প্রভাত কাল প্রতীয়মান হইতেছে। আমাদের নাম পর্য্যুষিত, সূচীমুখ, শীঘ্রগ, রোহক, এবং লেখক। ব্রাহ্মণ কহিলেন, কর্ম্মানুসারে যাহারা প্রেত হইয়াছে, তাহাদের নাম-নিরুক্তি হইল কি-রূপে? কি কারণে তোমরা নামযুক্ত হইলে? প্রেতগণ একে একে কহিতে লাগিল— আমি সর্ব্বদা স্বাদু বস্তু ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণকে পর্য্যুষিত বস্তু প্রদান করিতাম, এই কারণে আমার নাম পর্য্যুষিত। অন্নাদি প্রার্থী বহু বিপ্রকে এই ব্যক্তি সূচিত করিয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম হইয়াছে সূচীমুখ। হে দ্বিজসত্তম! ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া আমি শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতাম, এই কারণে আমার নাম হইয়াছে শীঘ্রগ। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণভয়ে উদ্বিগ্ন মনে সর্ব্বদা গৃহের উপরিভাগে থাকিয়া স্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ করিত বলিয়া ইহার নাম রোহক। আর এই পঞ্চম ব্যক্তি যাচিত হইয়া নিত্য মৌনাবলম্বনে অবস্থানপূর্ব্বক ভূবিলেখন করিত, এই জন্য ইহার নাম হইয়াছে লেখক। লেখক অতি কষ্টে গমন করে, রোহক অধোমস্তক, শীঘ্রগ পঙ্গু, সূচী সূচীমুখ এবং পর্য্যুষিত লম্বগ্রীব, লম্বোদর, লম্বোষ্ঠ ও বৃহদ্‌বৃষণ। স্ব স্ব পাপবশেই এইরূপ হইয়াছে। এই আমরা সকারণ আত্মবৃত্তান্ত বলিলাম, যদি আপনার শ্রদ্ধা হয়, তবে আরও জিজ্ঞাসা করুন বলিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভূতলস্থ জীবমাত্রেই আহারমূলক। অতএব তোমাদেরও আহার প্রকার যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি। ১৮—৩১। প্রেতগণ কহিল, আমাদের সর্ব্ব-প্রাণিনিন্দিত আহারতত্ত্ব শ্রবণ করুন। ইহা শুনিয়া আপনি পুনঃপুন নিন্দা করিতে থাকিবেন। যে সকল গৃহ শ্লেষ্ম, মূত্র, পুরীষ ও স্ত্রীলোকের অঙ্গমলদ্বারা পরিব্যাপ্ত, যথায় শৌচব্যাপার নাই, প্রেতগণ সেই সকল গৃহেই আহার করিয়া থাকে। যে সকল গৃহ স্ত্রী-কলহে দগ্ধপ্রায়, বিশৃঙ্খল, উচ্ছিষ্টব্যাপ্ত এবং মলজুগুপ্সিত, সেই সকল গৃহেই প্রেতগণ

চিত্রলজ্জাবিহীনানি হোমহীনানি যানি চ।
ব্রতৈশ্চৈব বিহীনানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥
গুরবো নৈব পূজ্যন্তে পীড়িতানি গৃহাণি চ।
ক্রোধলোভগৃহীতানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥
লজ্জা মে জায়তে তাত কথ্যমানে স্বভোজনে।
অস্মাৎ পরতরঞ্চান্যৎ বক্তুমপি শক্যতে ॥৩৭
নিবৃত্তিঃ প্রেতভাবস্য পৃচ্ছামস্ত্বাং দৃঢ়ব্রত।
যথা ন ভবতি প্রেতজন্মো বদ তপোধন ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

একরাত্রদ্বিরাত্রাদি-কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
অন্যৈর্ব্রতৈঃ কৃতৈর্নিত্যং ন প্রেতো জায়তে নরঃ
ত্রীনগ্নীন্ পঞ্চ চৈকং বা যোঽহন্যহনি সেবতে।
স বৈ ভূতদয়াপন্নো ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥
তুল্যো মানেঽপমানে চ তুল্যঃ কাঞ্চনলোষ্টয়োঃ
তুল্যঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ন প্রেতো জায়তে নরঃ
দেবতাতিথিপূজাসু গুরুপূজাসু নিত্যশঃ।
রতো বৈ পিতৃপূজাসু ন প্রেতো জায়তে নরঃ
শুক্লাঙ্গারকসংযুক্তা চতুর্থী জায়তে যদা।
শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধকৃত্তস্যাং ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥
জিতক্রোধবিমর্ষো যস্তৃষ্ণাসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
ক্ষমাবান্ দানশীলশ্চ ন প্রেতো জায়তে নরঃ।
গোব্রাহ্মণাংশ্চ তীর্থানি পর্ব্বতাংশ্চ নদীস্তথা।
দেবাংশ্চৈব তু যো বন্দ্যান্ন প্রেতো জায়তে নরঃ

প্রেতা উচুঃ।

শ্রুতাশ্চ বিবিধা ধর্ম্মাঃ পৃচ্ছামো ত্বং পিতা মুনে।
যেন বৈ জায়তে প্রেতস্তন্নো বদ মহামতে ॥ ৪৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
ম্রিয়তে হ্যুদরস্থেন স বৈ প্রেতো ভবেন্নরঃ ॥৪৭
মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ ভগিনীং সুতমেব চ।
অদৃষ্টদোষাংস্ত্যজতি স প্রেতো জায়তে নরঃ।
অযাজ্যযাজনাচ্চৈব যাজ্যস্য চ বিবর্জ্জনাৎ।
রতো বৈ শূদ্রসেবাসু স প্রেতো জায়তে নরঃ

ভোজন করিয়া থাকে। যে গৃহে সত্যদয়তা, লজ্জা, হোম, ব্রত বা নিয়মানুষ্ঠান নাই, সেই সকল গৃহেই প্রেতগণের আহার নির্দ্দিষ্ট। যে সকল গৃহে গুরুজনের পূজা নাই, যে সকল গৃহ পীড়িত এবং যে সমুদায় গৃহে ক্রোধ লোভ বিরাজিত, সেই সমস্ত গৃহেই প্রেতগণ আহার সমাধা করে। হে তাত! আমাদের ভোজনবৃত্তান্ত বলিতে লজ্জা হয়। সুতরাং ইহার অধিক আর বলিতে পারিতেছি না। হে দৃঢ়ব্রত! এক্ষণে প্রেতভাবের নিবৃত্তি কিরূপে হইতে পারে, তাহাই তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে তপোধন! যেরূপ করিলে প্রেত হইতে হয় না, তাহাই আমার নিকট বলুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, একরাত্র, দ্বিরাত্র, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি বা অন্যান্য ব্রত করিলে নর প্রেত হয় না। যে ব্যক্তি অহরহ তিন পঞ্চ অথবা এক অগ্নি সেবা করে, সেই ভূতদয়াপন্ন জন কখনও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। যিনি মানে অপমানে, কাঞ্চনে লোষ্ট্রে কিম্বা শত্রু ও মিত্রে তুল্য ভাবাপন্ন, তিনি কখন প্রেতজন্ম লাভ করেন না। যে নর দেবতা, অতিথি, গুরু ও পিতৃপূজায় নিরত, তাঁহা-কেও কখন প্রেতজন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। শুক্ল পক্ষের মঙ্গলবারে যৎকালে চতুর্থী তিথি হয়, ঐ দিন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করিলে, নর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় না। যিনি জিত-ক্রোধ, তৃষ্ণাসঙ্গরহিত, ক্ষমবান্, ও দানশীল, তাদৃশ নর কখনই প্রেতত্ব লাভ করেন না। যে নর গো, ব্রাহ্মণ, তীর্থ, পর্ব্বত, নদী ও দেবগণকে বন্দনা করেন, তাহাকে কখনই প্রেত হইতে হয় না। প্রেতগণ কহিল, হে মুনে! আমরা বিবিধ ধর্ম্মকথা শুনি-য়াছি। হে মহামতে! এক্ষণে যেরূপ করিলে নর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, আপনি তাহাই আমাদিগকে বলুন। ৩২—৪৬। ব্রাহ্মণ কহিলেন, যে নর ভুক্ত উদরস্থ শূদ্রান্ন লইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহার প্রেতযোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে নর মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও পুত্রদিগকে বিনাদোষে পরিত্যাগ করে, তাহার প্রেতযোনি প্রাপ্তি হয়। যে জন অযাজ্যযাজী, যাজ্য-পরিত্যাগী এবং শূদ্র

ন্যাসাপহর্ত্তা মিত্রধ্রুক্ শূদ্রপাকরতঃ সদা।
বিশ্বস্তঘাতী কূটস্থঃ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥
ব্রহ্মহা গোঘ্নকঃ স্তেনঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
ভূমিকন্যাপহর্ত্তা চ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥৫১
সামান্যাং দক্ষিণাং লব্ধা এক এব নিগূহতি।
নাস্তিকোভাবনিরতঃ স বৈ প্রেতোঽভিজায়তে
এবং ব্রুবাণে বিপ্রেন্দ্র আকাশে দুন্দুভিস্বনঃ।
পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবৈর্ম্মুক্তা সহস্রশঃ॥৫৩
প্রেতানাঞ্চ বিমানানি আগতানি সমন্ততঃ।
অস্য বিপ্রস্য সম্ভাষাৎ পুণ্যসংকীর্ত্তনেন চ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সতাং সম্ভাষণং কুরু।
যদি তে শ্রেয়সাকার্য্যং গঙ্গাসুত অতন্দ্রিতঃ॥৫৫
তিলকং সর্ব্বধর্ম্মস্য পঞ্চপ্রেতকথামিমাম্।
পঠেল্লক্ষং যোঽস্য কুলে ন প্রেতো জায়তে নরঃ
শৃণোতি বাপ্যভীক্ষ্ণং বা শ্রদ্ধয়া পরয়ান্বিতঃ।
ভক্ত্যা সমন্বিতো বাপি ন প্রেতো জায়তে নরঃ

ভীষ্ম উবাচ।

অন্তরিক্ষে কিমর্থঞ্চ পুষ্করং পরিকীর্ত্ত্যতে।
মুনিভির্ধর্ম্মশীলৈশ্চ লভ্যতে তৎ কথন্ত্বিহ॥৫৮
যেন তল্লভ্যতে লব্ধং লব্ধঞ্চৈব ফলপ্রদম্।
তন্মে সর্ব্বং সমাচক্ষ কৌতুকাদেব পৃচ্ছতঃ॥৫৯

পুলস্ত্য উবাচ।

ঋষিকোটিঃ সমায়াতা দক্ষিণাপথবাসিনী।
স্নানার্থং পুষ্করে রাজন্ পুষ্করঞ্চ বিয়দ্গতম্॥৬০
গত্বা তে মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রাণয়ামপরায়ণাঃ।
ধ্যায়মানাঃ পরং ব্রহ্ম স্থিতা দ্বাদশবৎসরান্॥৬১
ব্রহ্মা মহর্ষয়স্তত্র দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সমাগতাঃ।
ঋষয়োঽন্তর্হিতাঃ প্রোচুর্নিয়মাংস্তে সুদুষ্করান্॥
আকারণং পুষ্করস্য মন্ত্রেণ ক্রিয়তাং দ্বিজাঃ।
আপোহিষ্ঠেতিভিস্ত্রিভির্ঋগ্ভিঃ সান্নিধ্য-
মেষ্যতি॥৬৩

সেবায় নিরত, তাহার প্রেতত্ব লাভ হয়। যে ব্যক্তি ন্যাসাপহারী, মিত্রদ্রোহী, সর্ব্বদা শূদ্র-পাকরত, বিশ্বাসঘাতী, এবং কূটস্থ, তাহার প্রেতযোনিপ্রাপ্তি হয়। যে নর ব্রহ্মঘাতী, গোঘ্ন, চোর, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগামী, ভূমি ও কন্যাপহর্ত্তা, সে প্রেতযোনি লাভ করে। যে নাস্তিকভাবরত পুরোহিত সর্ব্বসাধারণী দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া একাকীই আত্মসাৎ করে, তাহাকেও প্রেত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। বিপ্রেন্দ্র এই কথা কহিলে, আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইল। দেবগণ সহস্র সহস্র ধারায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রেত-সমূহের জন্য বিমানশ্রেণী চতুর্দ্দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বিপ্রের সহিত সম্ভাষণ এবং পুণ্যকথা কীর্ত্তন হেতুই এইরূপ ঘটনা ঘটিল। অতএব হে গঙ্গানন্দন! যদি তোমার মঙ্গল লাভের প্রয়োজন থাকে, তবে তুমি অতন্দ্রিত হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সাধুসম্ভাষণ কর। যে ব্যক্তি এই সর্ব্বধর্ম্ম-তিলক পঞ্চ প্রেত-কথা লক্ষবার পাঠ করে, তাহার কুলে কোন নর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় না। পরম শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত যে নর ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহাকেও কখন প্রেতযোনিতে জন্ম লইতে হয় না।৪৭—৫৭। ভীষ্ম কহিলেন,—অন্তরীক্ষ প্রদেশে পুষ্করস্থিতি কীর্ত্তিত হইয়াছে; কি জন্য উহা অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইল? ধর্ম্মশীল মুনিগণ কিরূপে উহাকে লাভ করিয়া থাকেন? যিনি পুষ্কর তীর্থ লাভ করিয়াছেন, যেরূপে উহা লাভ করা যায় এবং লব্ধ হইয়া যেরূপ ফল প্রদান করে, আমি কৌতূহল-বশত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার নিকট তৎসমস্ত প্রকাশ করিয়া বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন, রাজন্! একদা দক্ষিণাপথবাসী কোটিসংখ্যক ঋষি স্নানার্থ পুষ্করে আগমন করিলেন। পুষ্কর আকাশগত হইয়াছেন মনে করিয়া তাঁহারা সকলেই পরম ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে দ্বাদশ বৎসর প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করিলেন। তখন স্বয়ং ব্রহ্মা অন্যান্য মহর্ষিগণ, এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। ঋষিগণ অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া তাঁহাদিগকে পুষ্করনিয়ম সকল বলিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, হে

অঘমর্ষণজপ্যেন ভবেদ্বৈ ফলদায়কম্।
ঋষিবাক্যাবসানে তু সর্ব্বৈস্তৈশ্চ তথা কৃতম্ ॥
কৃতেন পুণ্যতাং প্রাপ্তা যে নিদেশাচ্চ তে
দ্বিজাঃ।
গর্হিতা ধর্ম্মশাস্ত্রেষু তে বিপ্রা দক্ষিণোত্তরাঃ ॥
যে চান্যে পার্ব্বতীয়াশ্চ শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্
এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ বিয়ত্যেবং সমাস্থিতম্
কার্ত্তিক্যাং পুষ্করং স্নানাৎ পূততামভিগচ্ছতি।
ব্রহ্মণা সহিতং রাজন্ সর্ব্বেষাং পুণ্যদায়কম্ ॥৬৭
তত্রাগতাশ্চ যে বর্ণাঃ সর্ব্বে তে পুণ্যভাজনাঃ।
দ্বিজৈস্তুল্যা ন সন্দেহো বিনামন্ত্রেণ তে নৃপ ॥৬৮
আগ্নেয়ন্তু যদা ঋক্ষং কার্ত্তিক্যাং ভবতি ক্বচিৎ।
মহতী সা তিথির্জ্ঞেয়া স্নানে দানে তথোত্তমা ॥
যদা যাম্যন্তু ভবতি ঋক্ষন্তস্যাস্তিথৌ ক্বচিৎ।
তিথিঃ সাপি মহাপুণ্যা যতিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥
প্রাজাপত্যং যদা ঋক্ষং তিথৌ তস্যাং নরাধিপ
সা মহাকার্ত্তিকী প্রোক্তা দেবানামপি দুর্লভা।
যদা চার্কে গুরৌ সোমে বারেষেতেষু বৈ ত্রিষু
তীর্থেষ্বেতানি চ ঋক্ষাণি স্বয়ং প্রোক্তানি ব্রহ্মণা
অশ্বমেধিকং পুণ্যং স্নাতস্য ভবতি ধ্রুবম্।
দানমক্ষয়তাং যাতি পিতৄণাং তর্পণং তথা ॥৭৩
বিশাখাসু যদা ভানুঃ কৃত্তিকাসু চ চন্দ্রমাঃ।
স যোগঃ পুষ্করো নাম পুষ্করে হ্যতিদুর্লভঃ ॥৭৪
অন্তরিক্ষাবতীর্ণে তু তীর্থে পৈতামহে শুভে।
স্নানং যেঽত্র করিষ্যন্তি তেষাং লোকা মহোদয়াঃ
ন স্পৃহাং তেঽন্যপুণ্যস্য কৃতস্যাপ্যকৃতস্য চ।
করিষ্যন্তি মহারাজ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥৭৬
তীর্থানাং প্রবরং তীর্থং পৃথিব্যামিহ পঠ্যতে।
নাস্মাৎ পরং পুণ্যতীর্থং লোকেষু নৃপ পঠ্যতে।
কার্ত্তিক্যান্তু বিশেষেণ পুণ্যা পাপহরা শুভা।

দ্বিজগণ! তোমরা মন্ত্র দ্বারা পুষ্করের আবাহন কর। 'অপো হিষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা পুষ্কর সন্নিহিত হইবেন এবং অঘমর্ষণ জপে তিনি ফল দান করিবেন। ঋষিগণের বাক্যাবসানে দক্ষিণাপথবাসী বিপ্রগণ তাহাই করিলেন। এই সকল বিপ্র ধর্ম্মশাস্ত্রে গর্হিত হইলেও এইরূপ কার্য্য-করণে পবিত্র এবং দক্ষিণ-দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এতদ্ভিন্ন অন্য পার্ব্বতীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণযোগ্য নহেন। হে রাজন্! এই কারণেই পুষ্কর তীর্থ আকাশগত হইয়াছেন। কার্ত্তিক মাসে পুষ্করস্নানে পবিত্রতা লাভ হয়। তৎকালে ব্রহ্মার সহিত পুষ্কর সকলেরই পুণ্যদায়ক হইয়া থাকে। ঐ সময় যে সকল বর্ণ পুষ্করে আগমন করে, তাহারা সকলেই পুণ্যভাজন হয়। হে নৃপ! তৎকালে বিনা মন্ত্রেই সকলে দ্বিজগণের সমান হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কার্ত্তিক মাসের যে তিথিতে কৃত্তিকা নক্ষত্র হয়, উহাকে মহাতিথি বলিয়া জানিবে। ঐ তিথিতে স্নানদানে উত্তম ফল হয়। কার্ত্তিক মাসের যে তিথিতে ভরণী নক্ষত্র হয়, ঐ তিথি মুনিগণের মতে মহাপুণ্যজনক। হে নরাধিপ! যে তিথিতে রোহিণীনক্ষত্র হয় উহা দেবদুর্লভ মহাকার্ত্তিকী তিথি নামে অভিহিত। যৎকালে রবি শুক্র বা সোমবারে উক্ত নক্ষত্রত্রয় হয়, স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন, সেই সেই দিনে পুষ্করে স্নান করিলে নিশ্চয় অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। ঐ সকল দিনে দান ও পিতৃতর্পণ করিলে তাহা অক্ষয় ফলদায়ক হয়।৫৮—৭৩। যখন সূর্য্য ও চন্দ্র যথাক্রমে একইকালে বিশাখা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থান করেন, তাৎকালিক সেই যোগ পুষ্করযোগ নামে অভিহিত। এইরূপ যোগ পুষ্করতীর্থে সুদুর্লভ। শুভ পুষ্করতীর্থ অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলে যাহারা তথায় স্নান করে, তাঁহাদের মহাসমৃদ্ধিদায়ক লোক সকল লাভ হইয়া থাকে। তাহারা কৃত বা অকৃত অন্য পুণ্যের প্রার্থনা করে না। হে মহারাজ! ইহা আপনার নিকট আমি সত্যই বলিলাম, পৃথিবীতে পুষ্করতীর্থই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ইহা অপেক্ষা পরম পুণ্য তীর্থ জগতে আর নাই। বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে

উদুম্বরবনাৎ তস্মাদাগতা চ সরস্বতী ॥ ৭৮
তয়া তৎ পূরিতং তীর্থং পুষ্করং মুনিসেবিতম্ ।
দক্ষিণে শিখরং ভাতি পর্ব্বতস্যাবিদূরতঃ ॥ ৭৯
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং বর্ণতো নীলশাদ্বলম্ ।
তয়া তচ্ছিখরং তস্থ খস্থিতং পুষ্করং যথা ॥৮০
প্রাবৃট্‌কালে বিয়ৎপূর্ণং ঘনবৃন্দমিবোচ্ছ্রিতম্ ।
কদম্বপুষ্পগন্ধাঢ্যং কুটজার্জ্জুনভূষিতম্ ॥ ৮১
রথমার্গমিবারোঢ়ুং বরৈস্তচ্ছিখরং স্থিতম্ ।
বৃতৈঃ সপুলকৈঃ স্নিগ্ধৈঃ স্ত্রীণামিব পয়োধরৈঃ ॥
শ্রীফলৈঃ শিখরং ভাতি সমস্তাৎসুমনোহরৈঃ ।
গুঞ্জদ্ভিঃ ষট্‌পদকুলৈঃ সমস্তাদুপশোভিতম্ ॥৮৩
কোকিলারাবরুচিরং শিখিকেকারবাকুলম্ ।
শৃঙ্গে মনোহরে তস্মিন্নুদ্‌গতা সুমনোরমা ॥৮৪
পুণ্যা পুণ্যজলোপেতা নদীয়ং ব্রহ্মণঃ সুতা ।
বংশস্তম্বাৎ সুবিপুলা প্রবৃত্তা চোত্তরামুখী ॥ ৮৫
গত্বা ততো নাতিদূরাৎ পুনর্যাতি পরাঙ্মুখী ।
ততঃ প্রভৃতি সা দেবী প্রসন্না প্রকটাস্থিতা ॥৮৬
অন্তর্দ্ধানং পরিত্যজ্য প্রাণিনামনুকম্পয়া ।
কনকা সুপ্রভা চৈব নন্দা প্রাচী সরস্বতী ॥ ৮৭
পঞ্চস্রোতাঃ পুষ্করেষু ব্রহ্মণা পরিভাষিতা ।
তস্যাস্তীরে সুরম্যাণি তীর্থান্যায়তনানি চ ॥৮৮
সংসেবিতানি মুনিভিঃ সিদ্ধৈশ্চাপি সমস্ততঃ ।
তেষু সর্ব্বেষু ভবিতা ধর্ম্মহেতুঃ সরস্বতী ॥ ৮৯
হাটকক্ষিতিগৌরীণাং তত্তীর্থেষু মহোদয়ম্ ।
দানং দত্তং নরৈঃ স্নাতৈর্জ্জনয়ত্যক্ষয়ং ফলম্ ॥

ধান্যপ্রদানং প্রবরং বদন্তি
তিলপ্রদানঞ্চ তথা মুনীন্দ্রাঃ ।
যৈস্তেষু তীর্থেষু নরৈঃ প্রদত্তং
তদ্ধর্ম্মহেতুপ্রবরং প্রদিষ্টম্ ॥ ৯১
প্রায়োপবেশং প্রযতঃ প্রযত্নাদ্-
যস্তেষু কুর্য্যাৎ প্রমদা পুমান্ বা ।
তীর্থেঽপি সংযোজ্য মনোঽপি চেশ্বঃ
ভুঙ্‌ক্তে ফলং ব্রহ্মগৃহে যথেষ্টম্ ॥ ৯২

পাপহারিণী পুণ্য সরস্বতী উদুম্বরবন হইতে পুষ্করে আগমন করেন। তাহাঁ দ্বারা মুনি-সেবিত পুষ্করহ্রদ পরিপূরিত হইয়া থাকে। পুষ্করের অদূরে দক্ষিণে এক পর্ব্বতশিখর আছে। ঐ শিখর বর্ণে নীলাঞ্জনপুঞ্জের স্থায়। তথায় প্রচুর শাদ্বল বিরাজমান। সরস্বতী নদী দ্বারা উহা আকাশস্থ পুষ্করের স্থায় প্রতিভাত এবং আকাশগত বর্ষার মেঘবৃন্দের স্থায় উচ্ছ্রিত। ঐ শিখর কদম্ব ও কুটজার্জ্জুনভূষিত। উহা রবি-রথারোহণের সোপানবৎ অবস্থিত। উহার চতুর্দ্দিকে মনোহর শ্রীফল সকল রমণীগণের স্নিগ্ধ পুলকিত পয়োধরসমূহের স্থায় বিরাজমান এবং মধুকরকুল গুঞ্জনপরায়ণ। উহা কোকিল-কূজনে মধুর এবং শিখিগণের কেকারবে সমাকুল। এ হেন মনোহর শৃঙ্গে উৎপন্ন হইয়া এই পুণ্যাপুণ্য-জলবাহিনী ব্রহ্মনন্দিনী নদী বংশস্তম্ব হইতে বিপুলাকারে উত্তরাভি-মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। এইভাবে কিয়দ্দুর গমন করিয়া পুনরায় ঐ নদী পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। তদবধি সেই নদী-রূপিণী দেবী প্রসন্ন হইয়া অন্তর্দ্ধান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ প্রকটাকারে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, কনকা, সুপ্রভা, নন্দা, প্রাচী এবং সরস্বতী, এই পঞ্চস্রোত পুষ্করে প্রবাহিত। তন্মধ্যে সরস্বতীতীরে সুরম্যতীর্থ ও আয়তন সকল বিরাজিত। মুনি ও সিদ্ধগণ ঐ সকল তীর্থায়তনের চতুর্দ্দিকে বাস করিয়া থাকেন। তৎসমুদায় তীর্থের মধ্যে সরস্বতীই ধর্ম্ম-হেতু। ঐ সরস্বতীজলে স্নান করিয়া নরগণ যাহা কিছু দান করে, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে।৭৮—৯০। মুনীন্দ্রগণ ধান্য এবং তিল দানকেই শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে সকল নর উল্লিখিত তীর্থে ধান্য ও তিল দান করে তাহাদের সেই দানকার্য্য পরম ধর্ম্ম-লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে নর কিম্বা নারী প্রযতভাবে ঐ সকল তীর্থে মনোনিবেশপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করে, সে ব্রহ্মভবনে যথেষ্ট ফল উপভোগ

তত্তোপকণ্ঠে ম্রিয়তে হি যৈস্ত
কর্ম্মক্ষয়াৎ স্থাবরজঙ্গমৈশ্চ।
তে চাপি সর্ব্বে সকলং প্রসহ্য
লভন্তি যজ্ঞস্য ফলং দুরাপম্॥ ৯৩
ততস্তু সা ধর্ম্মফলারণী চ
জন্মাদিদুঃখার্দ্দিতচেতসান্তু।
সর্ব্বাত্মনা চারুফলা সরস্বতী
সেব্যা প্রযত্নাৎ পুরুষৈর্মহানদী॥ ৯৪
তত্র যে সলিলং পূতং পিবন্তি সততং নরাঃ।
ন তে মনুষ্যা দেবাস্তে জগত্যামিহ সংস্থিতাঃ॥
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ যৎফলং প্রাপ্যতে দ্বিজৈঃ।
তদত্র স্নানমাত্রেণ শূদ্রৈরপি স্বভাবজৈঃ॥ ৯৬
দর্শনাৎ পুষ্করস্যাপি মহাপাতকিনোঽপি যে।
তেঽপি তৎপাপনির্মুক্তাঃ স্বর্গং যান্তি তনুক্ষয়ে
তত্রোপবাসী যজ্ঞস্য পুণ্ডরীকস্য যৎফলম্।
তৎপ্রাপ্নোতি নরঃ ক্ষিপ্রমল্পায়াসেন পুষ্করে॥৯৮
মাঘমাসে তিলান্ যস্তু প্রযচ্ছতি চ সদ্দ্বিজে।
যথাশক্তি চ ভক্ত্যা চ স বিষ্ণুভবনে বসেৎ।
তত্রোপবাসঃ স্নানঞ্চ পঞ্চগব্যাশনং তথা।
যঃ করোতি নরঃ সোঽপি দেহান্তে স্বর্গমাপ্নুয়াৎ
বসন্তি তৎসমীপস্থা যেঽপি তস্করজাতয়ঃ।
তেঽপি তস্যানুভাবেন স্বর্যান্তি চ ন সংশয়ঃ।
যে পুনঃ শূদ্রবৃত্তিস্থাঃ ত্রিরাত্রোপোষিতা নরাঃ।
প্রযচ্ছন্তি দ্বিজেভ্যোঽর্ঘং ব্রহ্মশক্তিসমন্বিতাঃ॥ ১০২
তে মৃতা যানমারূঢ়াঃ পদ্মাসনচতুর্ভুজাঃ।
ব্রহ্মণা সহসাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্ত্যপুনর্ভবম্॥ ১০৩
গঙ্গোদ্ভেদং যত্র গঙ্গা সম্প্রাপ্তা সরিতাং বরাম্
সরস্বতীং দ্রষ্টুকামা সান্ত্বার্থে প্রোদগতাম্বরাৎ।
তত্র গত্বা পয়ঃ পূতং সুরসিদ্ধনিষেবিতম্।
সারস্বতঞ্চ বিমলং বিদ্যাধরগণার্চ্চিতম্॥ ১০৫
পীতমেকাঞ্জলিমিতং যেনাপ্তং তেন তৎপরম্।
অবলোক্য দিশং পূর্ব্বামাহ গঙ্গে সখি ত্বয়া।
একাকিনী বিযুক্তাস্মি ক যাস্যেঽহমবান্ধবা।

করিয়া থাকে। যে সকল স্থাবর বা জঙ্গমজীব কর্ম্মক্ষয়ে উক্ত তীর্থোপকণ্ঠে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারাও সকলে সহসা দুর্লভ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত পুরুষগণ সর্ব্বপ্রযত্নে ইষ্ট ফলদায়িনী মহানদী সরস্বতীর সেবা করিবেন। এই সরস্বতীই জন্মাদি দুঃখে অভিভূতচিত্ত ব্যক্তিগণের ধর্ম্মফলের অরণীস্বরূপা। যে সকল নর সর্ব্বদা সরস্বতীর পূতসলিল পান করে, তাহারা মনুষ্য নহে, তাহারাই দেবরূপে এ জগতে অবস্থিত। দ্বিজগণ যজ্ঞ, দান বা তপস্যা করিয়া যে ফলপ্রাপ্ত হন, উক্ত সরস্বতীতে স্নান মাত্রেই সেই ফললাভ হইয়া থাকে। শূদ্রগণও ইহাতে স্নানমাত্রে সর্ব্বযজ্ঞ ও সর্ব্বতপস্যাফলপ্রাপ্ত হয়। পুষ্করের দর্শনমাত্রে মহাপাতকী ব্যক্তিরাও পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া দেহান্তে স্বর্গলাভ করে। পুষ্করতীর্থে উপবাস করিলে নর অল্পায়াসেই পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। মাঘমাসে পুষ্করে যে ব্যক্তি ভক্তিভরে দ্বিজাতিকে তিল দান করে, তাহার বিষ্ণুভবনে বাস হয়। যে নর তথায় উপবাস, স্নান ও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করে, দেহান্তে তাহারও স্বর্গবাস হইয়া থাকে। যে সকল তস্করজাতি উহার সমীপে বাস করে, তীর্থপ্রসাদে তাহারাও স্বর্গগত হইয়া থাকে। যে সকল শূদ্রবৃত্তি নর ঐস্থানে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া দ্বিজগণকে অর্ঘ দান করে, তাহারা ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহারা মরণান্তে পদ্মাসন ও চতুর্ভুজরূপে যানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মার সহিত পুনরুৎপত্তিহীন সাযুজ্যগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯১—১০৩। যেখানে আকাশোৎপন্না সরিদ্বরা সরস্বতীকে দেখিবার জন্য গঙ্গা মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থানের নাম গঙ্গোদ্ভেদতীর্থ। যে মানব সেই গঙ্গোদ্ভেদতীর্থে গিয়া তত্রত্য সুরসিদ্ধবিদ্যাধরসেবিত পূত বিমল সারস্বত জল অঞ্জলি পরিমাণ পান করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সরস্বতী পূর্ব্বদিক্ অবলোকন করিয়া কহিলেন, সখি গঙ্গে! আমি তোমা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া একাকিনী অসহায়

তাং বিজ্ঞায় ততো গঙ্গা রুদন্তীং শোককর্ষিতাম্।
পূর্ব্বদেশাৎ সমায়াতা দ্রষ্টুং তাং দীনমানসাম্।
দৃষ্ট্বা চ তাং মহাভাগাং পরিষজ্য তু পীড়িতাম্
নেত্রে প্রমৃজ্য চৈতস্যাঃ প্রাহ গঙ্গা বচস্তদা।
মা রোদীস্ত্বং মহাভাগে দুষ্করং তে কৃতং সখি ॥
দেবকার্য্যং যদন্যেন কর্তুং শক্যেত নৈব হি।
এতস্মাত্তে মহাভাগে দ্রষ্টুং দেবাঃ সমাগতাঃ।
এষাঞ্চ ক্রিয়তাং পূজা বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মণা।
সরস্বতী সুরেন্দ্রাণাং কৃত্বা পূজাবিধিক্রমম্ ॥১১১
ক্রমেণ ব্রহ্মজা পশ্চাৎ সঙ্গতা তু সখীজনম্।
জ্যেষ্ঠমধ্যময়োর্মধ্যে সঙ্গমো লোকবিশ্রুতঃ ॥১১২
পশ্চান্মুখী ব্রহ্মসুতা জাহ্নবী তু উদঙ্মুখী।
ততস্তে বিবুধাঃ সর্ব্বে পুষ্করং যে সমাগতাঃ ॥
বিদিত্বা দুষ্করং কর্ম্ম তস্যাস্তুতিমকারয়ন্।
ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং মতির্লক্ষ্মীস্ত্বং বিদ্যা ত্বং গতিঃ পরা
ত্বং শ্রদ্ধা ত্বং পরা নিষ্ঠা বুদ্ধির্মেধা রতিঃ ক্ষমা।
ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং স্বধা স্বাহা ত্বং পবিত্রং মতং মহৎ ॥
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী।
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনা ॥১১৬
আন্বীক্ষিকী তু যা বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ কথ্যতে।
নমোহস্তু তে পুণ্যজলে নমঃ সাগরগামিনি ॥
নমস্তে পাপনির্ম্মোকে নমো দেবি জগৎপ্রিয়ে
এবংস্তুতা হি সা দেবী দিব্যা স্বার্থপরায়ণৈঃ ॥
এবং সা প্রাঙ্মুখী তত্র স্থিতা দেবী সরস্বতী।
সর্ব্বতীর্থময়ী দেবী সর্ব্বামরসমন্বিতা ॥ ১১৯
প্রাচী সেতি বুধৈর্জ্ঞেয়া ব্রহ্মণো বচনং তথা।
তত্র শুদ্ধাবটং নাম তীর্থং পৈতামহং স্মৃতম্ ॥
দর্শনেনাপি বৈ তস্য মহাপাতকিনোহপি যে।
ভোগিভোগান্ সমশ্নন্তি বিশুদ্ধা ব্রহ্মণোহন্তিকে
প্রায়োপবেশং যে তত্র প্রকুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ।
তে মৃতা ব্রহ্মযানেন দিবং যান্ত্যকুতোভয়াঃ ॥

অবস্থায় কোথায় যাইব? অনন্তর গঙ্গা সরস্বতীকে শোকাবেগে রোদন করিতে দেখিয়া পূর্ব্ব দেশ হইতে আগমন করিলেন এবং সরস্বতীকে দীনমনা অবলোকনপূর্ব্বক তদীয় নেত্র মার্জ্জন ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগে! তুমি রোদন করিও না। হে সখি! ভূতলে তুমি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ। অন্য কেহই এরূপ দেবকার্য্য করিতে সমর্থ নহে। এই জন্য হে মহাভাগে! তোমাকে দেখিবার জন্য দেবগণ আগমন করিয়াছেন। তুমি বাক্য-মন ও কায়-কর্ম্ম দ্বারা ইহাঁদের অর্চ্চনা কর। এই কথার পর সরস্বতী যথাবিধি সুরেন্দ্রগণের পূজা করিয়া ক্রমে সখীসহ সম্মিলিত হইলেন। জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যমার সঙ্গম বিশ্ববিশ্রুত। সরস্বতী পশ্চান্মুখী হইলেন এবং জাহ্নবী উদঙ্মুখী হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর যে সকল দেব পুষ্করে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার দুষ্কর কর্ম্ম অবগত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, তুমি বুদ্ধি, তুমি মতি, তুমি লক্ষ্মী, তুমি বিদ্যা, তুমি পরা গতি, তুমি শ্রদ্ধা, তুমি পরা নিষ্ঠা, তুমি বুদ্ধি, তুমি মেধা, তুমি রতি, তুমি ক্ষমা, তুমি সিদ্ধি, তুমি স্বধা, তুমি স্বাহা, তুমি পবিত্র মত, তুমি মহৎ; এতদ্ব্যতীত তুমিই সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা, সরস্বতী, যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, শোভনা আন্বীক্ষিকী, বার্ত্তা, এবং দণ্ডনীতি বলিয়া কথিত। হে পুণ্যজলশালিনি! তোমাকে নমস্কার, হে সাগরগামিনি! তোমাকে নমস্কার। হে পাপনির্ম্মোকে, জগৎপ্রিয়ে দেবি! তোমাকে নমস্কার। স্বার্থপরায়ণ দেবগণ কর্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া সেই দিব্যাদেবী সরস্বতী পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিলেন। সেই সর্ব্বতীর্থময়ী দেবী, সর্ব্বদেব-সহ অবস্থিত হইলে, বুধগণ ব্রহ্মার বাক্যানুসারে তাঁহাকে প্রাচী সরস্বতী নামে বিদিত হইলেন। ঐ স্থানে শুদ্ধাবট নামে এক পৈতামহ তীর্থ আছে। সেই তীর্থ দর্শনে মহাপাতকী ব্যক্তিরাও বিশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার সমীপে ভোগিজনোচিত ভোগসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০৪—১২১। যে সকল নরশ্রেষ্ঠ ঐস্থানে প্রয়োপবেশন করেন, তাঁহারা মরণান্তে

তত্রাল্পমপি যৈর্দ্দানং দত্তং ব্রহ্মবিদাত্মনাম্।
জন্মান্তরশতং তেষাং তৈর্দত্তং ভাবিতাত্মনাম্॥
খণ্ডস্ফুটিতসংস্কারং তত্র কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
তে ব্রহ্মলোকমাসাদ্য মোদন্তে সুখিনঃ সদা॥
যোঽত্র পূজা জপো হোমঃ কৃতো ভবতি দেহিনাম্।
অনন্তং তৎ ফলং সর্ব্বং ব্রহ্মভক্তিরতাত্মনাম্॥
তত্র দীপপ্রদানেন জ্ঞানচক্ষুরতীন্দ্রিয়ঃ।
প্রাপ্নোতি ধূপদানেন স্থানং ব্রহ্মনিষেবিতম্॥
অথ কিং বহুনোক্তেন সঙ্গমে যৎপ্রদীয়তে।
তদনন্তফলং প্রোক্তং জীবতো বা মৃতস্য চ॥
স্নানাজ্জপাৎ তথা হোমাদনন্তফলসাধকম্।
রামেণাগত্য বৈ তত্র পিণ্ডং দশরথস্য চ॥১২৮
দত্তং শ্রাদ্ধং তত্র তেন মার্কণ্ডেয়েন দর্শিতে।
তত্র বাপী চতুষ্কোণা তত্র পিণ্ডপ্রদা নরাঃ॥ ১২৯
হংসযুক্তেন যানেন সর্ব্বে যান্তি ত্রিবিষ্টপম্।
তস্যাং বাপ্যান্তু বৈ ব্রহ্মা পিতৃমেধং চকার হ॥
যজ্ঞং যজ্ঞবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সমাপ্তবরদক্ষিণম্।
বসবঃ পিতরো জ্ঞেয়া রুদ্রাশ্চৈব পিতামহাঃ।
আদিত্যাশ্চ ততস্তেষাং বিহিতাঃ প্রপিতামহাঃ।
ত্রিবিধা অপি আহূয় পুনরুক্তা বিরিঞ্চিনা॥
ভবদ্ভিঃ পিণ্ডদানাদ্যং গ্রাহ্যমত্রস্থিতৈঃ সদা।
তৎ কৃতং পিতৃকার্য্যঞ্চ তদনন্তফলং ভবেৎ॥
বৃত্ত্যর্থং পিতরস্তেষাং তুষ্টাশ্চৈব পিতামহাঃ।
লভন্তে তর্পণাৎ তৃপ্তিং পিণ্ডদানাত্রিবিষ্টপম্॥
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য প্রাচীনে পিণ্ডদো ভবেৎ।
দত্ত্বা পুত্রঃ প্রযত্নেন পিতৄন্ সর্ব্বাংশ্চ তর্পয়েৎ॥
প্রাচীনেশ্বরদেবস্য পুরোদ্ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্।
আদিতীর্থং তদিত্যুক্তং দর্শনাদপি মুক্তিদম্॥
স্পৃষ্ট্বা তু সলিলং তত্র মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ।
অবগাহনাদ্ ব্রহ্মণোঽহসৌ ভবত্যনুচরঃ সদা॥

অকুতোভয়ে ব্রহ্মযানে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। যাহারা তথায় ব্রহ্মবিদ্‌গণকে অল্প পরিমাণ দ্রব্যও দান করে, তাহারা শতজন্ম পর্য্যন্ত উক্ত দানফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল নর ঐস্থানে খণ্ডস্ফুটিত সংস্কার করে, তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া সুখে বিহার করিতে থাকে। এইস্থানে ব্রহ্মভক্ত দেহিগণের যে কিছু পূজা জপ বা হোমকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ঐস্থানে দীপদানে জ্ঞানচক্ষু এবং ধূপদানে ব্রহ্মসেবিত স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অধিক বলিয়া কি হইবে? উক্ত সঙ্গমক্ষেত্রে যে কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই জীবিত বা মৃত ব্যক্তির অনন্তফলজনক হইয়া থাকে। এ স্থানে স্নান, জপ ও হোম করিলে অক্ষয় ফল হয়। রামচন্দ্র এইস্থানে আগমন করিয়া মার্কণ্ডেয়ের উপদেশ মতে পিতা দশরথের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে এক চতুষ্কোণ বাপী আছে। তথায় পিণ্ডদান করিলে নরগণ হংসযুক্তযানে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যজ্ঞবিৎপ্রবর ব্রহ্মা ঐ বাপীতীরে পিতৃমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ উত্তম দক্ষিণাদানে সমাপ্ত হইয়াছিল। বসুগণ—পিতৃগণ,রুদ্রগণ—পিতামহগণ এবং আদিত্যগণ—প্রপিতামহগণরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন। বিরিঞ্চি এই ত্রিবিধ দেবকে আহ্বান করিয়া পুনরায় বলিলেন, আপনারা এইস্থানে থাকিয়া সর্ব্বদা পিণ্ডদানাদি গ্রহণ করিবেন। এখানে যে কিছু পিতৃকার্য্য করা হইবে, সমস্তই অনন্ত ফল প্রদান করিবে। পিণ্ডদাতার পিতৃ ও পিতামহগণ এখানে পিণ্ডদানে ও তর্পণে তৃপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ করেন। অতএব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পুত্র পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য প্রাচীনে পিণ্ডদান করিবেন। পুত্র সযত্নে পিণ্ডদান করিয়া সমস্ত পিতৃপুরুষের তর্পণ করিবেন। ১২২—১৩৫। প্রাচীনেশ্বর-দেবের সম্মুখে আদিতীর্থ প্রতিষ্ঠিত। এই তীর্থ দর্শন করিলেও মানব মুক্ত হইয়া থাকে। এই স্থানের জল স্পর্শ করিয়া মানব জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। অবগাহনে সতত ব্রহ্মার অনুচর হইয়া থাকে।

আদিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা যঃ প্রদদ্যাৎ সমাধিনা
অন্নমন্নমপি প্রায়ঃ প্রায়শঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৮
যত্র ব্রহ্মভক্তানাং নরঃ স্নাত্বা দদেদ্ধনম্ ।
কৃসরেণাপি হেম্না চ স স্বর্গে মোদতে সুখী ॥
প্রাচী সরস্বতী তত্র নরৈঃ কিং মৃগ্যতে পরম্ ।
তস্যাং স্নানাৎ ফলং তৃপ্ত্যৈ তপোযজ্ঞাদি
লক্ষণম্ ॥ ১৪০
যে পিবন্তি নরাঃ পুণ্যাং প্রাচীং দেবীংসরস্বতীম্
ন তে নরাঃ সুরা জ্ঞেয়া মার্কণ্ডেয়র্ষিরব্রবীৎ ॥
সরস্বতীনদীং প্রাপ্য ন স্নানে নিয়মঃ কচিৎ ।
ভুক্তে বা ন চ বা ভুক্তে দিবা বা যদিবা নিশি
তত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থানাং প্রাচীনং প্রবরং স্মৃতম্ ।
পাপঘ্নং পুণ্যজননং প্রাণিনাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
যে পুনর্ভাবিতাত্মানস্তত্র স্নাত্বা জনার্দ্দনম্ ।
পূজয়ন্তি যথাশক্তি তে প্রয়ান্তি ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৪৪
দেবানাং প্রবরো বিষ্ণুস্তেন যত্র সরস্বতী ।
সেবিতা তৎপরং তীর্থং ক্ষিতৌ ব্রহ্মসুতো-
হব্রবীৎ ॥ ১৪৫
ততস্তস্মান্মহাতীর্থং মন্যমানা মহোদয়ম্ ।
মন্দাকিনীমুদীক্ষন্তী স্থিতা তত্র সরস্বতী ॥ ১৪৬
তত্তীর্থং সর্ব্বতীর্থানাং পরং স্বায়ম্ভুবোহব্রবীৎ ।
মন্দাকিন্যা সমং যত্র প্রাপ্য পুণ্যসমাগমম্ ॥
তত্র স্থানে স্থিতা দেবৈঃ স্তুতা দেবী সরস্বতী ।
মত্বা চৈকাকিনীং তান্তু দীনাস্যাং দীনমানসাম্
সখীং তদাসৃজদ্ ব্রহ্মারূপিণীং বিমলেক্ষণাম্ ।
হরিণীং হরিরপ্যাশু জজ্ঞে কমললোচনাম্ ॥১৪৯
বজ্রিণীমপি দেবেশো বজ্রপাণির্বিসৃষ্টবান্ ।
সুকুরঙ্গরুচিং দেবো নীলকণ্ঠো বৃষধ্বজঃ ॥১৫০
সখীং সঞ্জনয়ামাস সরস্বত্যাস্ত্রিলোচনঃ ।
বিলোক্যমানা সা রাজন্ সখীভিঃ সুরসুন্দরী ॥
প্রহৃষ্টা যাতুমারব্ধা দেবাদেশান্মহানদী ।
ততঃ সখীভিঃ সার্দ্ধং সা প্রাচীনাগন্তুমুদ্যতা ॥
সরস্বতী সমস্তানাং তাসাং শ্রেষ্ঠতমা স্মৃতা ।
প্রাচী সরস্বতীতোয়ং যে পিবন্তি মৃগা ভুবি ॥

নর আদিতীর্থে স্নান করিয়া যদি অন্নমাত্র অন্নও প্রায়শ প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার স্বর্গলাভ হয়। যে নর তথায় স্নান করিয়া ব্রহ্মভক্ত ব্যক্তিগণকে ধন বিতরণ করে, এবং কৃসর বা হেম দানে আপ্যায়িত করে, সে স্বর্গে সুখবিহার করিয়া থাকে। যেখানে প্রাচী সরস্বতী বিদ্যমান, সেখানে নরগণ অপর কি তীর্থের অন্বেষণ করিবে? সরস্বতী নদী প্রাপ্ত হইয়া স্নানে কোন নিয়ম পালন করিবে না। রাত্রি বা দিন যে কোন কালে ভুক্ত বা অভুক্ত যে কোন অবস্থাতেই উহাতে স্নান করা কর্ত্তব্য। ঐ তীর্থই তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন তীর্থ। উহা প্রাণিগণের পাপঘ্ন ও পুণ্যজনক। যে সকল ভাবিতাত্মা নর তথায় স্নান করিয়া যথাশক্তি জনার্দ্দনের পূজা করে, তাহারা স্বর্গধামে উপনীত হইয়া থাকে। ব্রহ্মনন্দন বলিয়াছেন, বিষ্ণু দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তিনি যে সরস্বতীর সেবা করেন, সেই সরস্বতীতীর্থই ভূতলে পরম তীর্থ। ১৩৬—১৪৫। কিন্তু সরস্বতী মন্দাকিনীকে তাহা হইতেও মহাফলজনক মহাতীর্থ মনে করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করত তথায় অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মনন্দন বলিয়াছেন, সেই তীর্থই সর্ব্বতীর্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ—যেখানে মন্দাকিনীর সহিত পুণ্যসমাগম প্রাপ্ত হইয়া দেবগণস্তুতা সরস্বতী অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা সরস্বতীকে দীনাননা, দীনমনা, একাকিনী মনে করিয়া তাহার সখীরূপে রূপবতী বিমলেক্ষণা রূপিণীকে সৃষ্টি করিলেন, এতদ্ভিন্ন হরি পদ্মাননা হরিণীকে, বজ্রপাণি দেবাধিপ বজ্রিণীকে এবং বৃষধ্বজ নীলকণ্ঠ সুকুরঙ্গরুচিকে তাঁহার সখীরূপে সৃষ্টি করিয়া দিলেন। হে রাজন্! সুরসুন্দরী সরস্বতী সেই সখীত্রয় কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া দেবাদেশে প্রহৃষ্টচিত্তে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর প্রাচীনা সরস্বতী দেবী সখীগণ সহ গমনোদ্যতা হইয়া তাহাদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিভাত হইলেন। ভূতলে যে সকল মৃগ প্রাচী সরস্বতীর জল-

ত্বেহপি স্বর্গং গমিষ্যন্তি যজ্ঞৈর্দ্বিজবরা যথা।
চিন্তামণিরিবাত্রৈষা প্রাচী জ্ঞেয়া সরস্বতী ॥১৫৪
তথা কামফলস্যেয়ং হেতুভূতা মহানদী।
দক্ষিণাং দিশমালোক্য পুনঃ পশ্চান্মুখী গতা ॥
উক্তা তয়া তথা গঙ্গা দিশং প্রাচীং ব্রজস্ব হ।
বিস্মর্ত্তব্যা ন চাহং তে ব্রজদেবিযথাগতম্ ॥১৫৬
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে
তীর্থাবতারো নাম দ্বাত্রিংশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

মার্কণ্ডেয়েন বৈ রামঃ কথমত্র প্রবোধিতঃ।
কথং সমাগমো ভূতঃ কস্মিন্ কালে কদা মুনে
মার্কণ্ডেয়ঃ কস্য সুতঃ কথং জাতো মহাতপাঃ।
নাম্নোহস্য নিগমং ব্রূহি যথাভূতং মহামুনে ॥২

পুলস্ত্য উবাচ।

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়োদ্ভবং পুনঃ।
পুরাকল্পে মুনিঃ পূর্ব্বং মৃকণ্ডুর্নাম বিশ্রুতঃ ॥৩
ভৃগোঃ পুত্রো মহাভাগঃ সভার্য্যস্তপ্তবাংস্তপঃ।
তস্য পুত্রস্তদা জাতো বসতস্তু বনান্তরে ॥৪
স পঞ্চবার্ষিকো ভূত্বো বাল এব গুণাধিকঃ।
জ্ঞানিনা স তদা দৃষ্টো ভ্রমন্ বালস্তদাঙ্গনে ॥৫
স্থিত্বা স সুচিরং কালং ভাব্যর্থং প্রত্যবুধ্যত
তস্য পিত্রা স বৈ পৃষ্টঃ কিয়দায়ুঃ সুতস্য মে ॥৬
সংখ্যায়াচক্ষ্ববর্ষাণি তস্যাল্পান্যধিকানি বা।
মৃকণ্ডুনৈবমুক্তস্তু স জ্ঞানী বাক্যমব্রবীৎ ॥৭
ষণ্মাসমায়ুঃ পুত্রস্য ধাত্রা সৃষ্টং মুনীশ্বর।
নৈব শোকস্ত্বয়া কার্য্যঃ সত্যমেতদ্দাহৃতম্ ॥৮
স তচ্ছ্রুত্বা বচো ভীষ্ম জ্ঞানিনা যদুদাহৃতম্।
অথোপনয়নং চক্রে বালকস্য পিতা তদা ॥৯
আহ চৈনং পিতা পুত্রমৃষীংস্ত্বমভিবাদয়।

পান করে, যজ্ঞকারী দ্বিজগণের ন্যায় তাহারাও স্বর্গগামী হইয়া থাকে। এই স্থানের এই প্রাচী সরস্বতীকে চিন্তামণির ন্যায় অবগত হইবে। এই মহানদী—চিন্তামণির ন্যায়ই কামফলের হেতুভূতা। সরস্বতী দক্ষিণ দিক্ অবলোকন করিয়া পুনরায় পশ্চাৎ দিকে প্রবাহিত হইয়াছেন। সরস্বতী গঙ্গাদেবীকে বলিলেন, দেবি! তুমি প্রাচী দিকে গমন কর, আমাকে বিস্মৃত হইও না। যে স্থান হইতে আসিয়াছ, সেই পথে গমন কর। ১৪৬—১৫৬।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—হে মুনে! মার্কণ্ডেয় কর্তৃক রামচন্দ্র এখানে কিরূপে প্রবোধিত হইয়াছিলেন, কবে কোন্ কালে তাঁহার এ স্থানে সমাগম হইয়াছিল? মহাতপা মার্কণ্ডেয় কাহার পুত্র? হে মহামুনে! ইহাঁর এই নামের নিগম কি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন, এক্ষণে তোমার নিকট মার্কণ্ডেয়ের উৎপত্তি-বার্ত্তা বলিতেছি। ভৃগুপুত্র মহাভাগ মৃকণ্ডুমুনি পূর্ব্বকল্পে ভার্য্যাসহ বনমধ্যে তপস্যা করেন। সেই বনবাসকালে তাঁহার এক পুত্র হয়। পুত্রের পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এক জ্ঞানী পুরুষ মৃকণ্ডুর অঙ্গনে তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে দেখেন। তিনি কিয়ৎকাল সেইস্থানে অবস্থান করিয়া বালকের ভবিষ্যৎ বিষয় অবগত হইলেন। বালকের পিতা মৃকণ্ডু সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পুত্রের আয়ু কত বর্ষ? অল্প বা অধিক, তাহা আপনি সংখ্যা করিয়া নির্দ্দেশ করুন। মৃকণ্ডু এই কথা কহিলে, সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেন, হে মুনীশ্বর! বিধাতা আপনার পুত্রের আর ছয় মাস মাত্র আয়ু বিধান করিয়াছেন। আপনি এ বিষয়ে শোক করিবেন না। আমি ইহা সত্যই বলিলাম। ১—৮। হে ভীষ্ম! জ্ঞানীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃকণ্ডু বালকের উপনয়ন

এবমুক্তঃ স বৈ পিত্রা প্রহৃষ্টশ্চাভিবাদনে ॥ ১০
ন বর্ণাবর্ণতাং বেত্তি সর্ব্ববর্ণাভিবাদনঃ।
পঞ্চমাসাত্যতিক্রান্তা দিবসাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥১১
মার্গেণাথ সমায়াতা ঋষয়স্তত্র সপ্ত বৈ।
বালেন তেন তে দৃষ্টাঃ সর্ব্বে চাপ্যভিবাদিতাঃ
আয়ুষ্মান্ ভব তৈরুক্তঃ স বালো দণ্ডমেখলী।
উক্তেবং তে পুনর্ব্বালমপশ্যন্ ক্ষীণজীবিতম্ ॥
দিনানি পঞ্চ তস্যায়ুর্জ্ঞাত্বা ভীতাশ্চ তে নৃপ।
তং গৃহীত্বা বালকঞ্চ গতাস্তে ব্রহ্মণোঽন্তিকম্।
প্রতিমুচ্য চ তং রাজন্ প্রণিপেতুঃ পিতামহম্
অয়মাবেদিতস্তৈস্তু তেন ব্রহ্মাভিবাদিতঃ। ১৫
চিরায়ুর্ব্রহ্মণা বালঃ প্রোক্তঃ স ঋষিসন্নিধৌ।
ততস্তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ শ্রুত্বা বাক্যং পিতামহাৎ

পিতামহ ঋষীন্ দৃষ্ট্বা প্রোবাচ বিস্ময়ান্বিতঃ।
কার্য্যেণ যেন চায়াতাঃ কোঽয়ং বালো নিবেদ্যতাম্
ততস্তু ঋষয়ো রাজন্ সর্ব্বং তস্মৈ ন্যবেদয়ন্।
পুত্রো মৃকণ্ডোঃ ক্ষীণায়ুঃ সায়ুষং কুরু বালকম্ ॥
অল্পায়ুষস্তু মুনির্বদ্ধ্বে মাং চাপি মেখলাম্।
যজ্ঞোপবীতং দণ্ডঞ্চ দত্ত্বা চৈনমবোধয়ৎ ॥ ১৯
যং কঞ্চিৎ পশ্যসে বাল ভ্রমন্তং ভূতলে জনম্।
তস্যাভিবাদঃ কর্ত্তব্য এবমাহ পিতা বচঃ ॥ ২০
অভিবাদনশীলোঽয়ং ক্ষিতৌ দৃষ্টঃ পরিভ্রমন্।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন দৈবযোগাৎ পিতামহ ॥২১
চিরায়ুর্ভব পুত্রেতি প্রোক্তোঽসৌ তত্র বালকঃ
কথং বচো ভবেৎ সত্যমস্মাকং ভবতা সহ ॥ ২১
এবমুক্তস্তদা তৈস্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ঋতবাক্যাদিয়ং ভূমিঃ সংস্থিতা সর্ব্বতোঽভয়া ॥
ব্রহ্মোবাচ।
মৎসমশ্চায়ুষা বালো মার্কণ্ডেয়ো ভবিষ্যতি।

সংস্কার করাইলেন এবং পিতা পুত্রকে বলিলেন, ঋষিগণকে তুমি অভিবাদন করিবে। পিতা এই কথা কহিলে বালক হৃষ্ট হইয়া ঋষিগণকে অভিবাদন করিতে লাগিল। বালকের বর্ণাবর্ণ জ্ঞান ছিল না, সে সকল বর্ণকেই অভিবাদন করিতে লাগিল। এই সময় বালকের অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল ছয় মাসের পঞ্চমাস ও পঞ্চবিংশতি দিবস অতিক্রান্ত হইয়াছে। অতঃপর একদিন বিখ্যাত সপ্তর্ষি পথ দিয়া যাইতেছিলেন। বালক তাহাঁদিগকে দেখিয়া অভিবাদন করিল। সপ্তর্ষি সেই দণ্ড-মেখলান্বিত বালককে বলিলেন—আয়ুষ্মান্ হও। ঋষিগণ এই কথা কহিয়াই দেখিলেন—বালকের জীবনকাল অতি অল্প। হে নৃপ! তাহাঁরা বালকের আয়ুষ্কাল মাত্র পঞ্চদিন অবশিষ্ট আছে জানিয়া ভীত হইলেন। তাঁহারা বালককে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার অগ্রে বালককে স্থাপন করিয়া সকলেই পিতামহকে প্রণামপূর্ব্বক তৎসমীপে বালকের পরিচয় প্রদান করিলেন। বালক ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিল। ব্রহ্মা ঋষিগণসমীপে বলিলেন, চিরায়ু হও। তখন ঋষিগণ পিতামহ-বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন। পিতামহ ঋষিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, এই বালক কে? কি কার্য্যের জন্য আসিয়াছে, বল। তখন সপ্তর্ষি তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, এই ক্ষীণায়ু বালক মৃকণ্ডুর পুত্র; ইহাকে আপনি আয়ুষ্মান্ করুন। পিতা মৃকণ্ডু মুনি এই বালকের জীবিতকাল অল্প জানিয়া মেখলা বন্ধন করাইয়া ইহাকে যজ্ঞোপবীত ও দণ্ড প্রদানপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিলেন, তুমি ভূতলে যে কোন ব্যক্তিকে ভ্রমণ করিতে দেখিবে, তাঁহাকেই অভিবাদন করিবে। ইহার পিতা ইহাকে এই কথা বলিয়া দিলে বালক সকলকেই অভিবাদন করিতে লাগিল। হে পিতামহ! আমরা তীর্থ যাত্রা-প্রসঙ্গে দৈবযোগে ইহাকে অভিবাদনশীল অবস্থায় ভূতলে ভ্রমণ করিতে দেখিলাম। বালক আমাদিগকে প্রণাম করিল। আমরা তাহাকে দীর্ঘায়ু হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। এক্ষণে আমাদের এবং আপনার কথা কিরূপে সত্য হইবে? ৯—২১। লোক

কল্পস্যাদৌ তথা চান্তে মত্তো হি মে নিসত্তমঃ ॥ ২৪
এবং তে মুনয়ো বালং ব্রহ্মলোকে পিতামহাৎ
সংসাধ্য প্রেষয়ামাসুর্ভূয়োহপ্যেনং ধরাতলম্ ॥ ২৫
তীর্থযাত্রাং গতা বিপ্রা মার্কণ্ডেয়ো নিজং গৃহম্
জগাম তেষু যাতেষু পিতরং স্বমথাব্রবীৎ ॥ ২৬
ব্রহ্মলোকমহং নীতো মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
দীর্ঘায়ুশ্চ কৃতস্তাত স্ব বরান্ দত্বা বিসর্জ্জিতঃ ॥ ২৭
এতদর্থঞ্চ মে দত্তং গতং চিন্তাকরং তব ।
কল্পস্যাদৌ তথা চান্তে ভাবষ্যে সমনন্তরে ॥
লোককর্ত্তুর্ব্রহ্মণোঽহং প্রসাদাত্তস্য বৈ পিতঃ ।
পুষ্করং বৈ গমিষ্যামি তপস্তপ্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ২৯
তত্রাহং দেবদেবেশমুপাসিষ্যে পিতামহম্ ।
সর্ব্বকামাবাপ্তিকরং সর্ব্বার্ত্তিনিবর্হণম্ ॥ ৩০
সর্ব্বসৌখ্যপ্রদং দেবমিন্দ্রাদীনাং পরায়ণম্ ।
ব্রহ্মাণং তোষয়িষ্যামি সর্ব্বলোকপিতামহম্ ॥ ৩১
মার্কণ্ডেয়বচঃ শ্রুত্বা মৃকণ্ডুর্মুনিসত্তমঃ ।
জগাম পরমং হর্ষং ক্ষণমেকং সমুচ্ছ্বসন্ ॥ ৩২
ধৈর্য্যং সুমনসাস্থায় ইদং বচনমব্রবীৎ ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ।
সর্ব্বস্য জগতাং স্রষ্টা যেন দৃষ্টঃ পিতামহঃ ॥ ৩৩
ত্বয়া দায়াদবানস্মি পুত্রেণ বংশধারিণা ॥ ৩৪
ত্বং গচ্ছ পশ্য দেবেশং পুষ্করস্থং পিতামহম্ ।
দৃষ্টে তস্মিন্ জগন্নাথে ন জরা মৃত্যুরেব চ ।
নৃণাং ভবতি সৌখ্যানি তথৈশ্বর্য্যং তপোঽক্ষয়ম্

পুলস্ত্য উবাচ ।

ত্রীণি শৃঙ্গাণি শুভ্রাণি ত্রীণি প্রস্রবণানি চ ।
পুষ্করাণি তথা ত্রীণি ন বিদ্মস্তত্র কারণম্ ॥ ৩৬
কনীয়াংসং মধ্যমঞ্চ তৃতীয়ং জ্যেষ্ঠপুষ্করম্ ।
শৃঙ্গশব্দাভিধানানি শুভপ্রস্রবণানি চ ॥ ৩৭
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো নিত্যং সন্নিহিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ৩

পিতামহ ব্রহ্মা ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন, সত্যবাক্যেই এই ভূমি অবস্থিত। অতএব এই বালক আয়ুতে আমার সমান হইয়া মার্কণ্ডেয় নামে বিখ্যাত হইবে। এই মুনিসত্তম কল্পের আদ্যন্তে অবস্থান করিবেন। এইরূপে সপ্তর্ষিগণ ব্রহ্মলোকে বালককে লইয়া গিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে চিরজীবী হইবার বর লাভ করাইয়া পুনরায় ভূতলে তাহাকে প্রেরণ করিলেন। বিপ্রগণ শেষে তীর্থযাত্রায় এবং মার্কণ্ডেয় নিজগৃহে গমন করিলেন। ঋষিগণ প্রস্থান করিলে, মার্কণ্ডেয় পিতাকে বলিলেন, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ আমায় ব্রহ্মলোকে লইয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মা আমাকে দীর্ঘায়ু লাভের বর প্রদান করিয়া বিদায় দিয়াছেন। আপনার চিন্তা দূরীভূত হউক। ব্রহ্মা আমাকে অন্য বরও প্রদান করিয়াছেন, বলিয়াছেন— কল্পের আদিতে এবং অন্তে এমন কি ভাবষ্য মন্বন্তরেও আমি জীবিত থাকিব। হে পিতঃ! লোককর্ত্তা ব্রহ্মার প্রসাদে আমি এই বরই প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তপস্যার্থ পুষ্করে গমন করিব। সেখানে গিয়া আমি দেবদেব পিতামহের আরাধনায় নিবিষ্ট হইব। সেই দেবদেব সর্ব্বকামদায়ক, সর্ব্ব শত্রুনাশন, সর্ব্ব সৌখ্যপ্রদ, এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের পরমাশ্রয়। আমি সেই সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে তোষিত করিব। মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শুনিয়া মুনিসত্তম মৃকণ্ডু উচ্ছ্বসিতচিত্তে পরম হর্ষাবিষ্ট হইলেন। পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলিলেন, অদ্য আমার জন্ম ও জীবন সফল হইল। যেহেতু সর্ব্বজগতের স্রষ্টা পিতামহ দেবের সাক্ষাৎকার তুমি লাভ করিয়াছ। তুমি বংশকর পুত্র,তোমা দ্বারাই আমি পুত্রবান্ হইলাম। যাও তুমি— গিয়া পুষ্করস্থ পিতামহ দেবকে অবলোকন কর। সেই জগন্নাথকে দর্শন করিলে জরা বা মৃত্যু কিছুই তোমার ঘটিবে না। পুষ্করে নরগণের সৌখ্য ঐশ্বর্য্য এবং অক্ষয় তপস্যা হইয়া থাকে।২২—৩৫। পুলস্ত্য কহিলেন,— তিনটী শুভ্র শৃঙ্গ, তিনটী প্রস্রবণ এবং তিনটী পুষ্কর বিদ্যমান, ইহার কারণ কি, কিছুই আমরা জানি না, পুষ্কর ত্রিবিধ—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ। এইসকল পুষ্করে শৃঙ্গশব্দাভিধেয় শুভ্র প্রস্রবণ সকল বিদ্যমান। হে মহারাজ! উক্ত পুষ্করসমূহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র এই

পুষ্করেষু মহারাজ নাতঃ পুণ্যতমং ভুবি ॥
বিরজং বিমলং তোয়ং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
ব্রহ্মলোকস্য পন্থানং ধন্যাঃ পশ্যন্তি পুষ্করম্ ॥৩৯
যস্তু বর্ষশতং সাগ্রমগ্নিহোত্রমুপাসতে।
কার্ত্তিকীং বা বসেদেকাং পুষ্করে সমমেব চ ॥
মৃকণ্ডুরুবাচ।
কর্তুং ময়া ন শকিতং কর্ম্মণা নৈব সাধিতম্।
তদযত্নাৎ ত্বয়া তাত মৃত্যুঃ সর্ব্বহরো জিতঃ ॥৪১
তত্র দৃষ্টঃ স দেবেশো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
নান্যো মর্ত্ত্যস্ত্বয়া তুল্যো ভবিতা জগতীতলে ॥
অহং বৈ তোষিতো যেন পঞ্চবার্ষিকজন্মনা ॥ ৪৩
বরেণ ত্বং মদীয়েন উপমাং চিরজীবিনাম্।
গমিষ্যসি ন সন্দেহস্তথাশীর্ব্বচনং মম ॥ ৪৪
এবংবদন্তি তে সর্ব্বে ব্রহ্ম লোকান্যথেহপ্সিতান্
পুলস্ত্য উবাচ।
এবং লব্ধপ্রসাদেন মৃকণ্ডুতনয়েন চ।
আশ্রমঃ স্থাপিতস্তেন মার্কণ্ডাশ্রম ইত্যুত ॥৪৬
তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা চিরায়ুর্জায়তে নরঃ ॥ ৪৭
পুলস্ত্য উবাচ।
তথান্যং তে প্রবক্ষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্।
যথা রামেণ বৈ তীর্থং পুষ্করস্থ বিনির্ম্মিতম্ ॥৪৮
চিত্রকূটাৎ পুরা রামো মৈথিল্যা লক্ষ্মণেন চ।
অত্রেরাশ্রমমাসাদ্য পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্ ॥ ৪৯
রাম উবাচ।
কানি পুণ্যানি তীর্থানি কিংবাক্ষেত্রং মহামুনে ॥
যত্র গত্বা নরো যোগিন্ বিয়োগং সহ বন্ধুভিঃ।
নৈব প্রাপ্নোতি ভগবন্ তন্মমাচক্ষ সুব্রত ॥৫০
অনেন বনবাসেন রাজ্ঞস্থ মরণেন চ।
ভরতস্থ বিয়োগেন পরিতপ্যে হ্যহং ত্রিভিঃ ॥৫১
তদ্বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা বিপ্রর্ষভস্তদা।
ধ্যাত্বা চ সুচিরং কালমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫২
অত্রিরুবাচ।
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বীর রঘূণাং বংশবর্দ্ধন।
মম পিত্রা কৃতং তীর্থং পুষ্করং নাম বিশ্রুতম্ ॥৫৩

দেবত্রয় নিত্য সন্নিহিত। এই পুষ্কর অপেক্ষা পুণ্যতম স্থান ভূতলে আর নাই। পুষ্করের বিরজ বিমল জল ত্রিলোকে বিখ্যাত। পুষ্কর ব্রহ্মলোকের পথস্বরূপ। ধন্য ব্যক্তিগণই ইহার দর্শন লাভ করেন। যে জন শতাধিক-বর্ষ হরিকে উপাসনা করে, আর যে ব্যক্তি একমাত্র কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে পুষ্করে বাস করে, এই উভয় ব্যক্তিই তুল্য পুণ্যভাজন হয়। মৃকণ্ডু কহিলেন,—আমি যাহা পারি নাই, কোন কর্ম্ম দ্বারা যাহা সাধন করা যায় না, হে তাত! তুমি অনায়াসেই সেই সর্ব্বহর মৃত্যুকে জয় করিয়াছ এবং ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়াছ। এ জগতীতলে তোমার সমান অন্য কোন মানব নাই। তুমি পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালক হইয়াও আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। আমার বরে তুমি চিরজীবিগণের সমান হইবে, সন্দেহ নাই, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ। লোক সকলও তোমায় চির-জীবী আখ্যায় অভিহিত করিবে। যাও তুমি—ঈপ্সিত লোকসমূহে গমন কর। পুলস্ত্য কহিলেন,—মৃকণ্ডুতনয় এইরূপে লব্ধবর হইয়া মার্কণ্ডাশ্রম নামে এক আশ্রম স্থাপন করিলেন। ঐস্থানে স্নান করিয়া শুচি হইয়া নর বাজপেয় ফলপ্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া চিরায়ু হইয়া থাকে। ৩৯—৪৭। পুলস্ত্য কহিলেন,—এক্ষণে আমি তোমার নিকট অন্য এক প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি, ইহা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পুষ্কর নির্ব্বাণের ইতিহাস। পূর্ব্বকালে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহ চিত্রকূট হইতে অত্রি-মুনির আশ্রমে আসিয়া সেই মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনে! কি কি পুণ্যতীর্থ এবং ক্ষেত্র আছে, যেখানে গিয়া নর বন্ধুজন সহ বিয়োগ লাভ করে না? হে ভগবন্, হে সুব্রত! আপনি আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন। বনবাস, রাজার মৃত্যু এবং ভরতের বিয়োগ, এই সকল কারণে আমি পরিতপ্ত হইতেছি। বিপ্রর্ষি অত্রি রাঘবোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তার পর কহিলেন, হে রঘুবংশবর্দ্ধন বীর! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমার পিতা

পর্ব্বতৌ দ্বৌ চ বিখ্যাতৌ মর্য্যাদাযজ্ঞপর্ব্বতৌ
কুণ্ডত্রয়ং তয়োর্মধ্যে জ্যেষ্ঠমধ্যকনিষ্ঠকম্ ॥ ৫৪
তেষু গত্বা দশরথং পিণ্ডদানেন তর্পয়।
তীর্থানাং প্রবরং তীর্থং ক্ষেত্রাণামপি চোত্তমম্
অবিয়োগা চ সুরসা বাপী রঘুকুলোদ্বহ।
তথা সৌভাগ্যকূপোঽন্যঃ সুজলো রঘুনন্দন ॥
তেষু পিণ্ডপ্রদানেন পিতরো মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ।
আভূতসংপ্লবং কালমেতদাহ পিতামহঃ ॥ ৫৭
তত্র রাঘব গচ্ছস্ব ভূয়োঽপ্যাগমনং ক্রিয়াঃ।
তথেতি চোক্তা রামোঽপি গমনায় মনো দধে
ঋক্ষবন্তমতিক্রম্য নগরং বৈদিশং তথা।
চর্ম্মণ্বতীং সমুত্তীর্য্য প্রাপ্তোঽসৌ যজ্ঞপর্ব্বতম্ ॥
তমতিক্রম্য বেগেন মধ্যমে পুষ্করে স্থিতঃ।
পিতৄন্ সন্তর্পয়ামাস অদ্ভির্দেবাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৬০
স্নানাবসানে রামেণ মার্কণ্ডো মুনিপুঙ্গবঃ।
আগচ্ছন্ শিষ্যসংযুক্তো দৃষ্টস্তত্রৈব ধীমতা ॥ ৬১
গত্বা বৈ সম্মুখং তস্য প্রণিপত্য চ সাদরম্।
পৃষ্টোঽবিয়োগদঃ কূপঃ কতমস্যাং দিশি প্রভো
সুতো দশরথস্যাহং রামো নাম জনৈঃ স্মৃতঃ।
সৌভাগ্যবাপীং তাং দ্রষ্টুমহং প্রাপ্তো-
হত্রিশাসনাৎ ॥ ৬৩
তৎস্থানং তৌ চ বৈ কূপৌ ভগবান্ প্রব্রবীতু মে
এবমুক্তশ্চ রামেণ মার্কণ্ডঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ৬৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাধু রাঘব ভদ্রং তে সুকৃতং ভবতা কৃতম্।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন যৎ প্রাপ্তোঽসীহ সাম্প্রতম্
এহ্যাগচ্ছস্ব পশ্যস্ব বাপীং তামবিয়োগদাম্।
অবিয়োগশ্চ সর্ব্বৈশ্চ কূপ এবাত্র জায়তে।
আমুষ্মিকে চৈহিকে চ জীবতোঽপি মৃতস্য বা।
এতদ্বাক্যং মুনীন্দ্রস্য শ্রুত্বা লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
সস্মার রামো রাজানং তদা দশরথং নৃপ ॥ ৬৭

পুষ্কর নামে বিখ্যাত তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় মর্য্যাদা এবং যজ্ঞ নামে দুই পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, মধ্য এবং কনিষ্ঠাখ্য তিনটী কুণ্ড বিদ্যমান। তুমি ঐ সকল কুণ্ডে গিয়া পিতা দশরথকে পিণ্ডদানে তর্পিত কর। ঐ তীর্থ সমস্ত তীর্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং সমস্ত ক্ষেত্র মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র! হে রঘুকুলোদ্বহ! তথায় অবিয়োগা নামে সুজলা বাপী এবং সৌভাগ্য কূপ নামে অন্য এক সুজলপূর্ণ কূপ বিদ্যমান। ঐ সকল বাপী-কূপে পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হন! পিতামহ বলিয়াছেন, পিতৃগণ পুষ্কর-পিণ্ডদানে আপ্রলয়কাল পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। হে রাঘব! তুমি সেইস্থানে গিয়া পুনরায় আগমন কর। রামচন্দ্র 'তথাস্ত' বলিয়া পুষ্কর গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ঋক্ষবান্ পর্ব্বত, বিদিশা নগরী এবং চর্ম্মণ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে যজ্ঞ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। পরে সে স্থান অতিক্রম করিয়া সত্বর মধ্যম পুষ্করে গমন করিলেন। সে স্থানে গিয়া রামচন্দ্র জল দ্বারা দেব-পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। স্নানাবসানে ধীমান্ রামচন্দ্র দেখিলেন, শিষ্য সহ মার্কণ্ডেয় মুনি আগমন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া রাম তাঁহার সম্মুখে গমনপূর্ব্বক সাদরে প্রণিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো! এই পুষ্করের কোন্ দিকে অবিয়োগদায়ক কূপ বিদ্যমান? আমি দশরথের পুত্র—রাম নামে জনসমাজে পরিচিত। অত্রি মুনির আদেশে আমি সৌভাগ্যবাপী দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছি ।৪৮—৬৩। সেই স্থান এবং সেই দুই কূপ কোথায় আছে, হে ভগবন্! তাহা আমার নিকট বলুন। রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, মার্কণ্ডেয় প্রত্যুত্তরে বলিলেন, সাধু রাঘব! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সম্প্রতি যে এই স্থানে আগমন করিয়াছ, ইহাতে তোমার সুকৃতই অর্জ্জিত হইয়াছে! এস এস, সেই অবিয়োগপ্রদা বাপী অবলোকন কর। এখানে এ বাপী, ইহকালে কি পরকালে জীবিত বা মৃত সকলেরই অবিয়োগপ্রদরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। মুনীন্দ্র মার্কণ্ডেয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণজ্যেষ্ঠ রাম তখন

ভরতং সহশত্রুঘ্নং ভ্রাতৄনন্যাংশ্চ নাগরান্ ॥ ৬৮
এবং চিন্তয়তস্তস্য সন্ধ্যাকালো ব্যজায়ত।
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং মুনিভিঃ সহ রাঘবঃ।
সুষ্বাপ তাং নিশাং তত্র ভ্রাতৃভার্য্যাসমন্বিতঃ ॥
বিভাবর্য্যবসানে তু স্বপ্নান্তে রঘুনন্দনঃ।
পিত্রা মাত্রা তথা চান্যৈরযোধ্যায়াং স্থিতঃ কিল
বিবাহমঙ্গলে বৃত্তে বন্ধুভির্বান্ধবৈঃ সহ।
সমাসীনঃ সভার্য্যোঽসাবৃষিভিঃ পরিবারিতঃ ॥
লক্ষ্মণেনাপ্যেবমেব দৃষ্টোঽসৌ সীতয়া তথা।
প্রভাতে তু মুনীনাং তৎসর্ব্বমেব প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
ঋষিভিশ্চ তথেত্যুক্তঃ সত্যমেতদ্রঘূত্তম।
মৃতস্য দর্শনে শ্রাদ্ধং কার্য্যমাবশ্যকং স্মৃতম্ ॥৭৩
বৃদ্ধিকামাস্তু পিতরস্তথা চৈবান্নকাঙ্ক্ষিণঃ।
দদন্তি দর্শনং স্বপ্নে ভক্তিযুক্তস্য রাঘব ॥ ৭৪
অবিয়োগস্তু তে ভ্রাত্রা পিত্রা চ ভরতেন চ।
চতুর্দ্দশানাং বর্ষাণাং ভবিতা রাঘব ধ্রুবম্ ॥৭৫
কুরু শ্রাদ্ধং তথা বীর রাজ্ঞো দশরথস্য চ ॥ ৭৬
অমী চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে তব ভক্তাঃ কৃতক্ষণাঃ।
অহঞ্চ জমদগ্নিশ্চ ভারদ্বাজশ্চ লোমশঃ ॥ ৭৭
দেবরাতঃ শমীকশ্চ ষড়েতে বৈ দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্রাদ্ধে চ তে সংবাহো সম্ভারাংস্তমুপাহর ॥ ৭৮
মুখ্যং চেঙ্গুদিপিণ্যাকং বদরামলকৈঃ সহ।
শ্রীফলানি চ পক্বানি মূলশোচ্চাবচং বহু ॥ ৭৯
মার্গেণ চাথ মাংসেন ধান্যেন বিবিধেন চ।
তৃপ্তিং প্রযচ্ছ বিপ্রাণাং শ্রাদ্ধদানেন সুব্রত ॥
পুষ্করারণ্যমাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ।
পিতৄংস্তর্পয়িতে যস্তু সোঽশ্বমেধমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮১
স্নানার্থন্তু বয়ং রাম গচ্ছামো জ্যেষ্ঠপুষ্করম্।
ইত্যুক্তা তে গতাঃ সর্ব্বে মুনয়ো রাঘবং নৃপ ॥
লক্ষ্মণং চাব্রবীদ্রামো মেধ্যমাহর মে মৃগম্।
শুদ্ধেক্ষণঞ্চ শশকং কৃষ্ণশাকং তথা মধু ॥ ৮৩
জম্বীরাণি চ মুখ্যানি মূলানি বিবিধানি চ।
পক্কানি চ কপিত্থানি ফলান্যন্যানি যানি চ ॥৮৪

রাজা দশরথকে স্মরণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন ভরত, শত্রুঘ্ন এবং অন্যান্য নাগরিকগণও তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইলেন। স্মরণ করিতে করিতে, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র মুনিগণসহ সন্ধ্যোপাসনা করিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যাসহ সেই রাত্রে শয়ন করিলেন। অনন্তর রাত্রিশেষে রঘুনন্দন স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি পিতা, মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ সহ অযোধ্যায় অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়াছে, বান্ধবগণ সকলেই নিকটে আছেন। ঋষিগণপরিবেষ্টিত হইয়া ভার্য্যা সহ তিনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। লক্ষ্মণ এবং সীতাও ঐ দিন ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। রামচন্দ্রাদি সকলেই মুনিগণের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, রঘূত্তম! ইহা সত্য যে, মৃত ব্যক্তির দর্শনে শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক! বৃদ্ধিকামী বা অন্নাকাঙ্ক্ষী পিতৃগণ স্বপ্নে ভক্তিযুক্ত পুত্রকে দর্শন দান করিয়া থাকেন! হে রাঘব! ভ্রাতা ভরত এবং পিতা দশরথের সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষ তোমার বিয়োগ ঘটিবে না। বীর! তুমি রাজা দশরথের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ কর। এই ঋষিগণ সকলেই তোমার অনুরক্ত। আমি, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, লোমশ, দেবরাত, এবং শমীক, আমরা এই ছয় জন তোমার শ্রাদ্ধ কার্য্যে উপস্থিত আছি। তুমি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সকল আনয়ন কর। হে সুব্রত! তুমি মুখ্য ইঙ্গুদি পিন্যাক, বদর, আমলকী, পক্ক শ্রীফল, বিবিধ মূল, মৃগমাংস এবং নানা প্রকার ধান্য দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া বিপ্রগণের তৃপ্তি উৎপাদন কর। যে নিয়তাশন ব্যক্তি পুষ্করারণ্যে উপস্থিত হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। ৬৪—৮১। হে রাম! আমরা স্নানার্থ জ্যেষ্ঠ পুষ্করে গমন করিব। হে নৃপ! মুনিগণ রামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া সকলেই স্নানার্থ গমন করিলেন। তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, আমার জন্য মেধ্য মৃগ, পবিত্রনেত্র শশক, কৃষ্ণপাক, মধু, জম্বীর, নানা প্রকার উত্তম উত্তম মূল, পক্ক কপিত্থ, এবং অন্যান্য

তান্যাহরস্ব বৈ শ্রাদ্ধে ক্ষিপ্রমেবাস্তু লক্ষ্মণ।
তথা তৎ কৃতবান্ সর্ব্বং রামাদেশাচ্চ রাঘবঃ॥
বদরেঙ্গুদিশাকানি মূলানি বিবিধানি চ।
তত্রাহৃত্য চ রামেণ কূটকারঃ কৃতো মহান্॥৮৬
পরিপক্কঞ্চ জানক্যা সিদ্ধং রামে নিবেদিতম্।
স্নাত্বা রামো যোগবাপ্যাং মুনীংস্তানন্বপালয়ন॥
মধ্যাহ্নাচ্চলিতে সূর্য্যে কালে কুতপকে তথা।
আয়াতা ঋষয়ঃ সর্বে যে রামেণানুমন্ত্রিতাঃ॥৮৮
তানাগতান্ মুনীন্ দৃষ্ট্বা বৈদেহী জনকাত্মজা।
রামান্তিকং পরিত্যজ্য ব্রীড়িতান্যত্র সংস্থিতা।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না চিন্তয়ানা চ বেপতী॥৮৯
ব্রাহ্মণা নেহ জানন্তি শ্রাদ্ধকালে হ্যুপস্থিতাঃ।
রামেণ ভোজিতা বিপ্রাঃ স্মৃত্যুক্তেন যথাবিধি
বৈদিক্যশ্চ কৃতাঃ সর্ব্বাঃ সৎক্রিয়া যাঃ
সমীরিতাঃ।
পুরাণোক্তো বিধিশ্চৈব বৈশ্বদেবিকপূর্ব্বকঃ॥
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু দত্ত্বা পিণ্ডান্ যথাক্রমম্।
প্রেষিতেষু যথাশক্তি দত্ত্বা তেষু চ দক্ষিণাম্।
গতেষু বিপ্রমুখ্যেষু প্রিয়াং রামোঽব্রবীদিদম্।
কিমর্থং সুভ্রু নষ্টাসি মুনীন্ দৃষ্ট্বা দ্বিহাগতান্।
তৎসর্ব্বং ত্বমিদং তত্ত্বং কারণং বদ মা চিরম্।
ভবিতব্যং কারণেন তচ্চ গোপ্যং ন মে কুরু।
শাপিতাসি মম প্রাণৈর্লক্ষ্মণস্য শুচিস্মিতে॥৯৫
এবমুক্তা তদা ভর্ত্রা ত্রপয়াবাঙ্মুখী স্থিতা।
বিমুঞ্চন্তী সাশ্রুপাতং রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ॥৯৬
শৃণু ত্বং নাথ যদ্দৃষ্টমাশ্চর্য্যমিহ যাদৃশম্।
রাম ত্বয়া চিন্ত্যমানো রাজেন্দ্রস্ত্বিহ চাগতঃ॥৯৭
সর্ব্বাভরণসংযুক্তৌ দ্বৌ চান্যৌ চ তথাবিধৌ।
দ্বিজানাং দেহসংযুক্তাস্ত্রয়স্তে রঘুনন্দন॥৯৮
পিতরস্তু ময়া দৃষ্টা ব্রাহ্মণাঙ্গেষু রাঘব।
দৃষ্ট্বা ত্রপান্বিতা চাহমপক্রান্তা তবান্তিকাৎ॥৯৯

শ্রাদ্ধযোগ্য ফল সত্বর আহরণ কর। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশ মত সমস্ত আয়োজন করিলেন। রাম সেই সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকারে রাখিয়া দিলেন। জানকী শ্রাদ্ধান্ন পাক করিয়া রামচন্দ্রসমীপে নিবেদন করিলেন। রাম যোগবাপীজলে স্নান করিয়া মুনিগণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য মধ্যাহ্নকাল অতিক্রম করিলে যখন কুতপকাল উপস্থিত হইল, তখন রাম-নিমন্ত্রিত ঋষিগণ সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জানকী সেই সকল মুনিকে আসিতে দেখিয়া রামের সান্নিধ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক লজ্জায় অন্যত্র গমন করিলেন। বিস্ময়ে তাঁহার নয়ন উৎফুল্ল হইল। তিনি চিন্তা করিতে করিতে কাঁপিতে লাগিলেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ ইহা জানিতে পারিলেন না। রাম স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট বিধি-অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন এবং বেদবিহিত সমস্ত সৎক্রিয়া করিলেন। বৈশ্বদেবিক কার্য্য সমাপনান্তে পুরাণোক্ত বিধি অনুষ্ঠিত হইল। বিপ্রগণের ভোজন ক্রিয়া হইয়া গেলে, যথাক্রমে পিণ্ডসমূহ প্রদান করিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণ বিদায় হইবার কালে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে যথাশক্তি দক্ষিণা দান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্র প্রিয়া জানকীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন—শুভে! কি জন্য তুমি অত্রাগত মুনিগণকে দেখিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলে, তাহা আমার নিকট সত্বর বিস্তৃতরূপে বল। তোমার অদৃশ্য হইবার নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকিবে। আমার এবং লক্ষ্মণের প্রাণের দিব্য দিতেছি, তুমি গোপন করিও না। ৮২—৯৫। ভর্ত্তা রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, অধোবদনেস্থিতা সীতা অশ্রুমোচনপূর্ব্বক বলিলেন, নাথ! আমি যে আশ্চর্য্য ব্যাপার এখানে দেখিয়াছি শ্রবণ করুন। হে রাম! আপনি যাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাকেন, সেই রাজেন্দ্র এখানে আসিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত সর্ব্বাভরণান্বিত অন্য আরও দুই ব্যক্তির আগমন হইয়াছিল। হে রঘুনন্দন! উক্ত তিন ব্যক্তিই দ্বিজগণের দেহ আশ্রয় করিয়া আগমন করিয়াছিলেন। রাঘব! আমি ব্রাহ্মণগণের অঙ্গে পিতৃগণকে দেখিয়াছি। দেখিয়াই লজ্জায় আপনার নিকট হইতে

ত্বয়া বৈ ভোজিতা বিপ্রাঃ কৃতং শ্রাদ্ধং
যথাবিধি।
বল্কলাজিনসংবীতা কথং রাজ্ঞঃ পুরঃসরা।
ভবামি রিপুবীরঘ্ন সত্যমেতদুদাহৃতম্ ॥ ১০০
কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি কৈকেয্যাপহৃতানি চ ॥
ততঃ প্রভৃতি চৈবাহং চীরিণী তু বনাশ্রয়ম্।
ত্রাসাহং ন বদে কিঞ্চিন্মা তে দুঃখং ভবিষ্যতি
নাহং স্মরামি বৈ মাতুর্ন পিতুশ্চ পরন্তপ।
কদা ভবিষ্যতীহান্তো বনবাসস্য রাঘব ॥ ১০৩
এবমেবানিশং রাম চিন্তয়ন্ত্যাঃ পুনঃপুনঃ।
ব্রজন্তি দিবসা নাথ তব পদ্ভ্যাং শপাম্যহম্ ॥
স্বহস্তেন কথং রাজ্ঞো দাস্যে বৈ ভোজনং
প্রিয়ম্ ॥ ১০৫
দাসানামপি যো দাসো নোপভুঞ্জীত যৎ কচিৎ
একাদৃশী কথং তস্মৈ সম্প্রদাতুং সমুৎসহে ॥১০৬
যাহং রাজ্ঞা পুরা দৃষ্টা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
বালব্যজনহস্তা চ বীজয়ন্তী নরাধিপম্ ॥ ১০৭
সা স্বেদমলদিগ্ধাঙ্গী কথং পশ্যামি ভূমিপম্।
রাজা চ ত্রিবিষ্টপং প্রাপ্তস্ত্বয়া পুত্রেণ তারিতঃ ॥
দৃষ্ট্বা মাং দুঃখিতাং বালাং বনে ক্লিষ্টামনাগসম্
শোকঃ স্যাৎ পার্থিবস্যাস্য তেন নষ্টাস্মি রাঘব
ভবান্ প্রাণসমো রাম ন তে গোপ্যং মম ত্বিহ
সত্যেন তেন চৈবাথ স্পৃশামি চরণৌ তব ॥১০৯
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ প্রীতঃ প্রিয়াং তাং প্রিয়বাদিনীম্
অঙ্কমানীয় সুদৃঢ়ং পরিষজ্য চ সাদরম্।
ভুক্তো ভোজ্যং তদা বীরৌ পশ্চাদ্ভুক্তা চ
জানকী ॥ ১১১
এবং স্থিতো তদা সা চ তাং রাত্রিং তত্র
রাঘবৌ।
উদিতে চ সহস্রাংশৌ গমনায় মনো দধুঃ ॥ ১১২
প্রত্যঙ্মুখং গতঃ ক্রোশং জ্যেষ্ঠং যাবচ্চ পুষ্করম্
পূর্ব্বভাগে পুষ্করস্য যাবত্তিষ্ঠতি রাঘবঃ।

অন্তত্র অপসৃত হইয়াছিলাম। আপনি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়াছেন এবং যথাবিধি শ্রাদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, আমি বল্কলাজিন-পরিবৃত হইয়া কিরূপে রাজার সমক্ষে গমন করিব? হে শত্রুবীরঘাতিন্! ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। আমার যে সকল কৌশেয় বসন ছিল, কৈকয়ী তাহা অপহরণ করিয়াছেন। সেই অবধি আমি বনাশ্রয়ে চীরধারিণী হইয়া আছি। পাছে আপনার দুঃখ হয়, এইজন্য আমি জানিয়াও কিছুই বলি নাই। হে পরন্তপ! আমি পিতা-মাতাকে স্মরণ করি না। কবে আমদের এই বনবাসের অবসান হইবে, ইহাই আমি রাত্রিদিন পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া থাকি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই আমার দিবস সকল অতিবাহিত হইতেছে। ইহা আমি আপনার চরণযুগলের দিব্য দিয়াই বলিতেছি। আপনার দাসানুদাস ব্যক্তিও যাহা কখন ভোজন করে নাই, আমি স্বহস্তে কিরূপে রাজাকে তাহা প্রদান করিব। পূর্ব্বে রাজা যে আমাকে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত ও বালব্যজন-হস্তে তাঁহাকে বীজন করিতে দেখিতেন, সেই আমি স্বেদমল-দিগ্ধ-গাত্রে কিরূপে রাজাকে অবলোকন করিব? আপনি রাজার পুত্র, আপনা কর্ত্তৃক তারিত হইয়া নিশ্চয় রাজা স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। আমাকে বিনা অপরাধে বনবাসক্লিষ্ট ও দুঃখিত দর্শনে পাছে রাজা শোকাচ্ছন্ন হন, তাই আমি অন্তরালে গিয়াছিলাম। রাম! তুমি আমার প্রাণোপম ভর্ত্তা, তোমার নিকট আমার কিছুই গোপ্য নাই। আমি এই সত্য বলেই তোমার চরণযুগল স্পর্শ করিতেছি। ৯৬—১০৯। রাঘব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং সেই প্রিয়বাদিনী সীতাকে অঙ্কে আনয়ন করিয়া সাদরে গাঢ় আলিঙ্গন-দানপূর্ব্বক পরে ভ্রাতার সহিত ভোজন করিলেন। জানকী তাঁহাদের ভোজনান্তে ভোজন করিতে বসিলেন। এইরূপে সেই রাত্রি তাঁহারা সেই স্থানে যাপন করিয়া সূর্য্যোদয়ে পুনরায় সে স্থান হইতে গমনোদ্যত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র পশ্চিমাভিমুখে জ্যেষ্ঠ পুষ্করে গমন করিলেন। তিনি যখন পুষ্কর তীর্থের

তস্যাব চ ততো বাচঃ দেবদূতেন ভাষিতাম্।
ভো ভো রাঘব ভদ্রং তে তীর্থমেতৎ সুদুর্লভম্
অস্মিন্ স্থানে স্থিতো বীর আত্মনঃ পুণ্যতাং
কুরু।
দেবকার্য্যং ত্বয়া কার্য্যং হন্তব্যা দেবশত্রবঃ ॥১১৫
ততো হৃষ্টমনা বীরো রাঘবো লক্ষ্মণং বচঃ।
সৌমিত্রেঽনুগৃহীতোঽহং দেববেন্দ্রেন ব্রহ্মণা।
অত্রাশ্রমপদং কৃত্বা মাসমেকঞ্চ লক্ষ্মণ।
ব্রতং চরিতুমিচ্ছামি কায়শোধনমুত্তমম্ ॥১১৭
তথেতি লক্ষ্মণেনোক্তে ব্রতং পরিসমাপ্য তু।
পিণ্ডদানাদিভির্দ্দানৈঃ শ্রাদ্ধৈশ্চৈব পিতামহান্।
পুষ্করে তু তদা রামোঽতর্পয়দ্বিধিবত্তদা ॥ ১১৮
কনকা সুপ্রভা চৈব নন্দা প্রাচী সরস্বতী।
পঞ্চস্রোতাঃ পুষ্করেষু পিতৃণাং তুষ্টিদায়িনী ॥১১৯
দৈনন্দিনীং পিতৃণাং তু পূজাং তাং
পিতৃপূর্ব্বিকাম্।
রচয়িত্বা তদা রামো লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ ॥১২০

এহি লক্ষ্মণ শীঘ্রং ত্বং পুষ্করাজ্জলমানয়।
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা শয়নং কুরু সংস্তরে ॥১২১
বিভাবর্য্যাং নিবৃত্তায়াং যাস্যামো দক্ষিণাং দিশম্
লক্ষ্মণস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং সীতয়ানীয়তাং পয়ঃ।
নাহং রাম সদাকালে দাসভাবং করোমি তে।
ইয়ং পুষ্টা চ সুভৃশং পীবরী চ মমাপ্যত।
কিং ত্বং করিষ্যস্যনয়া ভার্য্যয়া বদ সাম্প্রতম্।
কিং বা মৃতস্য বৈ পৃষ্ঠে ইয়ং যাস্যতি তে প্রিয়া
রক্ষসে ত্বং সদাকালং সুপুষ্টাঞ্চৈব সর্ব্বদা ॥১২৫
হৃষ্টা চৈষা ক্লেশয়তি সততং মাং রঘূত্তম।
ত্বঞ্চ ক্লেশয়সে রাম পরত্র জায়তে ক্ষতিঃ ॥১২৬
ত্বৎকৃতে চ সদা চাহং পিপাসাং ক্ষুধয়া সহ।
সংসহামি ন সন্দেহঃ পরত্র চ নিশাময় ॥ ১২৭
মৃতানাং পৃষ্ঠতঃ কশ্চিদ্গতো নৈব চ দৃশ্যতে।
ভার্য্যা পুত্রো ধনঞ্চাপি এবমাহুর্মনীষিণঃ ॥১২৮
মৃতশ্চ তে পিতা রাম ত্যক্ত্বা রাজ্যমকণ্টকম্।

পূর্ব্বভাগে অবস্থান করেন, তখন শুনিতে পাইলেন, দেবদূত তাঁহাকে বলিতেছেন,—ভো ভো রাঘব! তোমার মঙ্গল হউক, এই তীর্থ অতি দুর্লভ তীর্থ। এই স্থানে থাকিয়া তুমি পুণ্য সঞ্চয় কর। তোমা কর্ত্তৃক দেব-কার্য্য সাধিত হইবে। তুমি দেবশত্রুদিগকে বিনাশ করিবে। এই কথার পর রামচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রে! আমি দেবদেব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়াছি। লক্ষ্মণ! আমি এইস্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া মাসাবধিকাল উত্তম কায়শোধন ব্রত আচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। লক্ষ্মণ 'তথাস্তু' বলিলে রামচন্দ্র ব্রত সমাপন-পূর্ব্বক পিণ্ডদানাদি দ্বারা পিতামহ প্রভৃতি শ্রাদ্ধ করিয়া পুষ্করে যথাবিধি তাহাদিগের তর্পণ করিলেন। কনকা, সুপ্রভা, নন্দা, প্রাচী, সরস্বতী এই পঞ্চস্রোতা সরস্বতী পুষ্করে পিতৃগণের তুষ্টিদায়িনী! রামচন্দ্র পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক দৈনন্দিন পূজা সমাধা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! শীঘ্র এস, পুষ্কর হইতে জল আনয়ন কর এবং পাদ প্রক্ষালন করিয়া সংস্তরে শয়ন কর। বিভাবরীর অবসান হইলে আমরা দক্ষিণ দিকে গমন করিব।১১০—১২১। লক্ষ্মণ বলিলেন, সীতা জল আনয়ন করুন, আমি তোমার দাসত্ব সর্ব্বদা করিব না। এই সীতা পুষ্টদেহা, পীবরী। এই ভার্য্যা দ্বারা আপনি কি করিবেন, তাহা বলুন। আপনি মরিলে কি আপনার পশ্চাতে এই আপনার প্রিয়া ভার্য্যা গমন করিবে? এই সুপুষ্টা সীতাকে আপনি সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। হে রঘু-ত্তম! এই সীতা হৃষ্টা হইয়া সর্ব্বদাই আমার ক্লেশ জন্মাইতেছে। আপনিও আমার ক্লেশ বিধান করিতেছেন। ইহাতে পরকালে আপনার ক্ষতি হইবে। আপনার জন্য সর্ব্বদা আমি ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিতেছি সন্দেহ নাই। ভার্য্যা পুত্র বা ধন এ সম্-দায়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সঙ্গে কেহ গিয়াছে, এরূপ কখন দেখা যায় না, মনীষিগণও ইহা বলিয়া থাকেন। হে রাম! আপনার পিতা কৈকেয়ীর প্রিয় কামনায়

বিনিক্ষিপ্য বনে ত্বাঞ্চ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কাম্যয়া
ইহ স্থিতা সা কৈকেয়ী ধনং সর্ব্বে চ বান্ধবাঃ।
মহারাজো দশরথ এক এব গতো গতিম্ ॥১৩০
মন্যেহহং ন ত্বয়া সার্দ্ধং সীতা যাস্যতি বৈ ধ্রুবম্
করিষ্যসে কিমনয়া বদ রাঘব সাম্প্রতম্ ॥ ১৩১
শ্রুত্বা চাশ্রুতপূর্ব্বং হি বাক্যং লক্ষ্মণভাষিতম্।
বিমনা রাঘবস্তস্থৌ সীতা চাপি বরাননা ॥১৩২
যদুক্তং লক্ষ্মণেনাথ সীতা সর্ব্বং চকার হ।
স্নাত্বা ভুক্ত্বা ততো বীরৌ পুষ্করে পুষ্করেক্ষণৌ
নীত্বা বিভাবরীং তত্র গমনায় মনো দধুঃ ॥১৩৩
এহ্যত্তিষ্ঠ চ সৌমিত্রে ব্রজামো দক্ষিণাং দিশম্
সৌমিত্রিরব্রবীদ্রাম নাহং যাস্যে কথঞ্চন।
ব্রজ ত্বমনয়া সার্দ্ধং ভার্য্যয়া কমলেক্ষণ ॥ ১৩৫
নান্যত্বনং গমিষ্যামি নৈবাযোধ্যাঞ্চ রাঘব।
অস্মিন্ বনে বসিষ্যামি বর্ষাণীহ চতুর্দ্দশ ॥ ১৩৬

ময়া বিনা ত্বমযোধ্যায়াং যদি ত্বং ন গমিষ্যসি।
অনেন বর্ত্মনা ভূপ আগন্তব্যং ত্বয়া বিভো ॥
যদি জীবামি তৎকালং পুনর্যাস্যে পিতুঃ পুরম্
তপঃ সম্ভাবয়িষ্যামি ময়া ত্বং কিং করিষ্যসি ॥
ব্রজ সৌম্য শিবঃ পন্থা মা চ তে পরিপন্থিনঃ।
পশ্যামি ত্বাং পুনঃ প্রাপ্তং সভার্য্যং কমলেক্ষণম্
পিতৃ-পৈতামহং রাজ্যমযোধ্যায়াং নরাধিপ।
শত্রুঘ্নভরতৌ চোভৌ ত্বদাজ্ঞাকরণে স্থিতৌ।
অহং তে প্রতিকূলস্থ বনবাসে বিশেষতঃ ॥
অনারতং দিবা চাহং রাত্রৌ চৈব পরন্তপ।
কর্ম্ম কর্ত্তুং ন শক্নোমি ব্রজ সৌম্য যথাসুখম্ ॥
এবং ব্রুবাণং সৌমিত্রিমুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥ ১৪২
কথং পূর্ব্বমযোধ্যায়া নির্গতোঽসি ময়া সহ।
বনে বৎস্যাম্যহং রাম নব বর্ষাণি পঞ্চ-চ ॥১৪৩
ন তু ত্বয়া বিরহিতঃ স্বর্গেঽপি নিবসে ক্বচিৎ।

আপনাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া অকণ্টক রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যুকবলিত হইয়াছেন। সেই কৈকেয়ী এখানে রহিয়াছেন এবং তাঁহার বান্ধবগণ ও ধনাদিও এই স্থানেই রহিয়াছে। মহারাজ দশরথ একাকীই স্বীয় গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি মনে করি, আপনার সহিতও সীতা গমন করিবেন না। সুতরাং হে রাঘব! এই সীতা দ্বারা আপনি কি করিবেন? লক্ষ্মণোক্ত এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম এবং সীতা উভয়েই বিমনা হইলেন। লক্ষ্মণ যাহা বলিলেন, সীতা তৎসমস্তই করিলেন। বীরদ্বয় রাম এবং লক্ষ্মণ উভয়েই স্নান ভোজন করিয়া বিভাবরী যাপনপূর্ব্বক গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য উদ্‌যোগী হইলেন এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন, সৌমিত্রে! এস আমরা দক্ষিণদিকে গমন করি। সৌমিত্রি বলিলেন,—রাম! আমি কিছুতেই যাইব না। হে কমলনেত্র! আপনি সীতার সহিত তথায় গমন করুন। হে রাঘব! আমি অন্য কোন অরণ্যে এমন কি অযোধ্যানগরেও যাইব না। এই বনেই আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস করিব। আমা ব্যতীত আপনি যদি অযোধ্যায় না যান, তবে হে ভূপ! আপনি যাইবার সময় এই পথেই আসিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে আমি তখন আপনার সহিত অযোধ্যায় যাইব। আমি এখানে তপস্যা করিব; আমাকে দিয়া আপনি কি করিবেন? হে সৌম্য! আপনি প্রস্থান করুন। আপনার পথ মঙ্গলময় হউক, কিছুই যেন আপনার বিঘ্নস্বরূপ হয় না। আমি পুনরায় যেন আপনাকে ভার্য্যাসহ প্রফুল্লমুখে সমাগত দেখিতে পাই। হে নরাধিপ! আপনি অযোধ্যায় পিতৃপৈতামহ রাজ্য প্রাপ্ত হউন; শত্রুঘ্ন এবং ভরত উভয়ে আপনার আজ্ঞাকারী হইবে। আমিই আপনার প্রতিকূল, বিশেষতঃ রাত্রি দিন নিরন্তর আপনার কর্ম্মকরণে আমি অক্ষম। সুতরাং হে সৌম্য! তুমি যথাসুখে গমন কর। ১২২—১৪১ সৌমিত্র এই কথা কহিলে, রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে কহিলেন, তুমি পূর্ব্বে কেন অযোধ্যা হইতে আমার সহিত আসিয়াছিলে? তুমি তখন বলিয়াছিলে রাম! আমি পঞ্চদশ বর্ষ বনে বাস করিব। আমি

যা গতিস্তে নরব্যাঘ্র মম সাপি ভবিষ্যতি ॥১৪৮
প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মহ্যং নয় মামপি রাঘব।
ইদানীমর্দ্ধমার্গে ত্বং কথং স্থাস্যসি শত্রুহন্ ॥
লক্ষ্মণস্ত্বব্রবীদ্রামং নাহং গন্তা বনে পুনঃ।
লক্ষ্মণং সংস্থিতং জ্ঞাত্বা রামো বচনমব্রবীৎ ॥
মা মামনুব্রজ সৌমিত্রে একো যাস্যামি কাননম্।
দ্বিতীয়া মে প্রিয়ং সীতা রামেণোক্তস্ত লক্ষ্মণঃ
গৃহীত্বাথ সমুত্তস্থৌ রামবাক্যং স লক্ষ্মণঃ।
মর্য্যাদাপর্ব্বতং তু তৌ ক্ষেত্রসীমাং পরন্তপৌ ॥
অজগন্ধঞ্চ দেবেশং দেবদেবং পিনাকিনম্।
অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন নত্বা রামস্ত্রিলোচনম্ ॥১৪৯
তুষ্টাব প্রযতঃ স্থিত্বা শঙ্করং পার্ব্বতীপ্রিয়ম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা রোমাঞ্চিত শরীরকঃ ॥১৫০
সাত্ত্বিকং ভাবমাপন্নো বিনির্ধূতরজস্তমাঃ।
লোকানাং কারণং দেবং বুবুধে বিবুধাধিপম্ ॥

রাম উবাচ।

কৃৎস্নস্য যোঽস্য জগতঃ সচরাচরস্য
কর্ত্তা কৃতস্য চ পুনঃ সুখদুঃখদশ্চ।
সংহারহেতুরপি যঃ পুনরন্তকালে
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি। ১৫২
যোঽয়ং সকৃদ্বিমলচারুবিলোলতোয়াং
গঙ্গাং মহোর্ম্মিবিষমাং গগনাৎ পতন্তীম্।
মূর্দ্ধ্না দধে স্রজমিব প্রবিলোলপুষ্পাং
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১৫৩
কৈলাসশৈলশিখরং পরিকম্প্যমানং
কৈলাসশৃঙ্গসদৃশেন দশাননেন।
যৎপাদপদ্মবিধৃতং স্থিরতাং দধার
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১৫৪
যেনাসকৃদ্দনুসুতাঃ সমরে নিরস্তা
বিদ্যাধরোরগগণাশ্চ বরৈঃ সমগ্রৈঃ।
সংযোজিতা মুনিবরাঃ ফলমূলভক্ষা-
স্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১৫৫
দক্ষাধ্বরে চ নয়নে চ তথা ভগস্য
পূষ্ণস্তথা দশনপঙ্‌ক্তিমপাতয়চ্চ।

তোমার বিরহে স্বর্গেও কখন বাস করিব না। হে নরব্যাঘ্র! তোমার যে গতি, আমারও সেই গতি হইবে। হে রাঘব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমাকে সঙ্গে লউন। হে শত্রুহন্! তুমি তৎকালে এই সকল কথা কহিয়া এক্ষণে অর্দ্ধপথে কেন গমনে বিরত হইতেছ? লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলিলেন, আমি আর বনে যাইব না। লক্ষ্মণ বনগমনে বিরত হইলেন জানিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমার অনুগমন করিও না, আমি একাকীই বনে যাইব। এই সীতা মাত্র আমার সহায় হইবে। রাম লক্ষ্মণকে এই সকল কথা কহিলে, লক্ষ্মণ রামের বাক্য লইয়া বনগমনে উত্থিত হইলেন। তখন পরন্তপ রাম-লক্ষ্মণ ক্ষেত্রসীমার মর্য্যাদা পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া রামচন্দ্র দেবদেব পিনাকপাণি অজগন্ধ দেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং প্রযত হইয়া পার্ব্বতীপ্রিয় শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি রজস্তমোনির্ম্মুক্ত ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে লোক-কারণ দেবাধিপ দেবদেবের শরণাপন্ন হইলেন।১৪২—১৫১। রামচন্দ্র বলিলেন, যিনি এই নিখিল চরাচর জগতের কর্ত্তা, কৃতকর্ম্মের সুখদাতা এবং অন্তকালে সংহারকর্ত্তা, আমি সেই শরণদাতা শঙ্করের শরণ লইতেছি। যিনি গগন-পতিত বিমল চঞ্চল জলযুতা মহোর্ম্মিমালাকুলা গঙ্গাকে চলিতকুসুমা মালার ন্যায় মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণাপন্ন হইতেছি। কৈলাস-শৃঙ্গসদৃশ দশানন কৈলাস শৈলশিখর উৎপাটন করিতে উদ্যত হইলে, যদীয় পাদপদ্ম কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ঐ পর্ব্বত স্থৈর্য্যলাভ করিয়াছিল, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ লইতেছি। যিনি সমরে বহুবার দানবগণকে নিরস্ত করিয়াছেন, এবং বহু বিদ্যাধর, উরগ ও ফলমূলভোজী-মুনিগণকে উত্তম উত্তম বর প্রদানে চরিতার্থ করিয়াছেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণাপন্ন হইতেছি। যিনি দক্ষযজ্ঞে ভগের নয়নদ্বয় এবং পূষার দশন-

হস্তস্থ যঃ কুলিশযুক্তমথেন্দ্রহস্তং
তং শঙ্করং শরণদং শ শং ব্রজামি ॥১৫৬
এনঃকৃতোঽপি বিষয়েষ্ব সক্তচিত্তা
জ্ঞানাম্বয় শ্রুতগুণৈরপি নৈব যুক্তাঃ।
যং সংশ্রিতাঃ সুখভুজঃ পুরুষা ভবন্তি
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥১৫৭
অগ্নিপ্রসূতি রবিকোটিসমানতেজঃ
সন্ত্রাসনং বিবুধদানবসত্তমানাম্।
যঃ কালকূটমপিবৎ প্রসভং সুদীপ্তং
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১৫৮
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুতাঞ্চ সষণ্মুখানাং
দদ্যাদ্বরং সুবহুশো ভগবান্ মহেশঃ।
নন্দিঞ্চ মৃত্যুবদনাৎ পুনরুজ্জহার
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥১৫৯
আরাধিতঃ সুতপসা হিমবন্নিকুঞ্জে
ধূমব্রতেন মনসাপি পরৈরগম্যে।
সঞ্জীবনীমকথয়দ্ভৃগবে মহাত্মা
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥১৬০

নানাবিধৈর্গজবিড়ালসমানবক্ত্রৈ-
র্দক্ষাধ্বরপ্রমথনৈর্বলিভির্গণেন্দ্রৈঃ।
যোঽভ্যর্চ্চিতোঽমরগণৈশ্চ সলোকপালৈ-
স্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১৬১
শঙ্খেন্দুকুন্দধবলং বৃষভং প্রবীর-
মারুহ্য যঃ ক্ষিতিধরেন্দ্রসুতানুযাতঃ।
যাত্যম্বরং প্রলয়মেঘবিভূষিতঞ্চ
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১৬২
শান্তং মুনিং যমনিয়োগপরায়ণৈস্তৈ-
র্ভীমৈর্মহোগ্রপুরুষৈঃ প্রতিনীয়মানম্।
ভক্ত্যা নতং স্তুতিপরং প্রসভং ররক্ষ
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১৬৩
যঃ সব্যপাণিকমলাগ্রনখেন দেব-
স্তৎপঞ্চমং প্রসভমেব পুরঃ সুরাণাম্।
ব্রাহ্মং শিরস্তরুণপদ্মনিভং চকর্ত্ত
তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥১৬৪
যস্য প্রণম্য চরণৌ বরদস্য ভক্ত্যা-
স্তুত্বা চ বাগ্‌ভিরমলাভিরতন্দ্রিতাত্মা।

পঙ্ক্তি পাতিত করিয়াছেন, এবং বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের হস্ত স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ লইতেছি। পাপকারী, বিষয়াসক্ত শাস্ত্রজ্ঞানহীন পুরুষগণও যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সুখভাগী হইয়াছে, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিতেছি। যে অগ্নিজাত কালকূট রবিকোটিতুল্য তেজঃ-সম্পন্ন এবং বিবুধ ও দানবগণের সন্ত্রাসনকর, সেই সুদীপ্ত কালকূটকে যিনি পান করিয়াছেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণাপন্ন হইতেছি। যে ভগবান্ মহেশ! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ ও ষড়াননাদি দেবগণকে বহুবার বহু বর প্রদান করিয়াছেন, এবং নন্দীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই শরণ্য শঙ্করের শরণাপন্ন হইলাম। যে মহাত্মা মহেশ অপরের অগম্য হিমালয়কুঞ্জে কঠোর তপস্যা ও ধূমব্রত অনুষ্ঠানে ভার্গব কর্তৃক আরাধিত হইয়া তাঁহাকে সঞ্জীবনী মন্ত্র বলিয়াছিলেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ লইতেছি। যিনি নানাবিধ গজ ও বিড়ালতুল্যবক্ত্র দক্ষযজ্ঞধ্বংসী বলবান্ প্রমথ-শ্রেষ্ঠ, লোকপাল ও দেবগণ কর্তৃক অভ্যর্চ্চিত হইয়া থাকেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ১৫২—১৬১। যিনি গিরীন্দ্র-নন্দিনীর সহিত শঙ্খেন্দুকুন্দধবল বৃষভবরে আরোহণ করিয়া প্রলয়মেঘ-ভূষিত অম্বরে প্রয়াণ করেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিতেছি। শান্তচিত্ত মুনি মার্কণ্ডেয়কে যমনিযুক্ত ভীষণ যমকিঙ্করেরা লইয়া চলিলে, তিনি ভক্তিভরে প্রণতভাবে, যাঁহার স্তব করিলে যিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলাম। যে দেব স্বীয় সব্য করকমলের অগ্রভাগ দ্বারা সুরগণ সমক্ষে সহসা ব্রহ্মার তরুণকমলনিভ পঞ্চম শির কর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণাপন্ন হইতেছি। অতন্দ্রিতাত্মা দীপ্ত দিবাকর যে বরদ দেবের

দীপ্তস্তমাংসি হৃদতে স্বকরৈর্বিবস্বাং-
স্তং শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি ॥ ১৬৫
যে ত্বাং সুরোত্তম গুরুং পুরুষা বিমূঢ়া
জানন্তি নাস্য জগতঃ সচরাচরস্য।
ঐশ্বর্য্যমাননিগমানুশয়েন পশ্চাৎ
তে যাতনামনুভবন্ত্যবিশুদ্ধচিত্তাঃ ॥ ১৬৬
তস্যৈবং স্তুবতোঽবোচচ্ছূলপাণির্বৃষধ্বজঃ।
রাজেন্দ্র বচনং হৃষ্টো রাঘবং তুষ্টমানসঃ ॥১৬৭

রুদ্র উবাচ।

রাম হৃষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে জাতস্ত্বং নির্ম্মলে কুলে
ত্বং চাপি জগতাং বন্দ্যো দেবো মানুষরূপধৃক্
ত্বয়া নাথেন বৈ দেবাঃ সুখিনঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
সেবিষ্যন্তে চিরং কালং গতে বর্ষে চতুর্দ্দশে ॥
অযোধ্যামাগতং ত্বাং যে দ্রক্ষ্যন্তি ভুবি মানবাঃ
সুখং তেঽত্র ভজিষ্যন্তি স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্
দেবকার্য্যং মহৎ কৃত্বা আগচ্ছেথাঃ পুনঃ পুরীম্
রাঘবস্তু তথা দেবং নত্বা শীঘ্রং বিনির্গতঃ ॥ ১৭১

ইন্দ্রমার্গাং নদীং প্রাপ্য জটাজূটং নিয়ম্য চ।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং রাম ইদমর্পয় মে ধনুঃ ॥ ১৭২
রামবাক্যন্তু তচ্ছ্রুত্বা সীতাং বৈ লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ
কিমর্থং দেবি রামেণ ত্যক্তোঽহং কারণং বিনা
অপরাধং ন জানামি কুপিতো যন্মহাভুজঃ।
রামেণাহং পরিত্যক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্
নৈব মে জীবিতেনার্থো ধিঙ্মাং কুলপাংসনম্
আর্য্যস্য যেন বৈ মন্যুর্জনিতঃ পাপকারিণা।
কাংস্তু লোকান্ গমিষ্যামি অপধ্যাতো মহাত্মনা
উভৌ হস্তৌ মুখে কৃত্বা সাশ্রুকণ্ঠোঽব্রবীদিদম্
নাপরাধ্যামি রামস্য কর্ম্মণা মনসা গিরা।
স্পৃষ্টৌ তে চরণৌ দেবি মম নান্যা গতির্ভবেৎ
ততঃ সীতাব্রবীদ্রামং ত্যক্তঃ কিমনুজস্ত্বয়া।
বৈষম্যং ত্যজ্যতাং বালে লক্ষ্মণে লক্ষ্মিবর্দ্ধনে

চরণযুগলে প্রণিপাত করিয়া এবং অমল বাক্যে যাঁহাকে স্তব করিয়া স্বীয় করে তমোরাশি দূরীভূত করেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণাপন্ন হইতেছি। হে সুরোত্তম! যে অবিশুদ্ধচিত্ত বিমূঢ় পুরুষেরা ঐশ্বর্য্যাভিমান-গর্ব্বে আপনাকে এই চরাচর জগতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত নহে, তাহারা পশ্চাৎ যাতনা অনুভব করিয়া থাকে। রামচন্দ্র এইরূপ স্তব করিলে শূলপাণি বৃষধ্বজ হৃষ্ট হইয়া তুষ্টমনে রাঘবকে বলিলেন,—রাম! আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি নির্ম্মল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি মানুষরূপ-ধারী জগদ্বন্দিত দেব। তোমার প্রভুত্বে দেবগণ নিত্য সুখভাজন। তাঁহারা চিরকাল তোমার সেবা করিবেন, চতুর্দ্দশবর্ষ অতীত হইলে অযোধ্যাগত তোমাকে যে সকল মানব দর্শন করিবে, তাহারা ইহলোকে সুখ-সম্ভোগ করিয়া অন্তে অক্ষয় স্বর্গবাস লাভ করিবে। তুমি গুরুতর দেবকার্য্য সাধন করিয়া পুনরায় স্বীয়পুরে আগমন করিবে। রাঘব দেবদেবকে নমস্কার করিয়া সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইলেন।১৬২—১৭১। পরে ইন্দ্রমার্গা-নাম্নী নদীতটে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র জটাজূট নিয়মিত করত লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! আমার এই ধনু অর্পণ কর। লক্ষ্মণ রামবাক্য শুনিয়া সীতাকে বলিলেন,—দেবি! রাম কি জন্য অকারণ আমায় পরিত্যাগ করিতেছেন? মহাভুজ রাম আমার কোন্ অপরাধে কুপিত হইলেন, কিছুই জানি না। আমি রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমার জীবনে প্রয়োজন নাই, আমি কুলপাংসন—ধিক্ আমায়! আমি পাপকারী, আর্য্য রামচন্দ্রের মন্যু উৎপাদন করিয়াছি। এক্ষণে মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কোন্ লোকে গমন করিব। এই বলিয়া তিনি উভয় হস্ত মুখে রাখিয়া সাশ্রুকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন,—হে দেবি! তোমার চরণ-যুগল স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, আমার আর গতি নাই, আমি কর্ম্ম মন এবং বাক্যে আর কখন অপরাধ করিব না, তখন সীতা রাম-চন্দ্রকে বলিলেন, আর্য্য! আপনি লক্ষ্মণকে কেন পরিত্যাগ করিতেছেন? লক্ষ্মীবর্দ্ধন

রাঘবস্ত্বব্রবীৎ সীতাং নাহং ত্যক্ষ্যামি লক্ষ্মণম্
ন কদাচিদপি স্বপ্নে লক্ষ্মণস্য মতং প্রিয়ে।
শ্রুতপূর্ব্বং সুশ্রোণি ক্ষেত্রস্যাস্য বিচেষ্টিতম্ ॥
অত্র ক্ষেত্রে জনাঃ সত্যং সর্ব্বে হি স্বার্থতৎপরাঃ
পরস্পরং ন পশ্যন্তি স্বাত্মনশ্চ হিতং বচঃ ॥১৮০
ন শৃণ্বন্তি পিতুঃ পুত্রাঃ পুত্রাণাং পিতরস্তথা।
ন শিষ্যা হি গুরোর্বাক্যং শিষ্যস্যাপি তথা গুরুঃ
অর্থানুবন্ধিনী প্রীতির্ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ প্রিয়ঃ ॥
ইত্যেবং কথয়ন্নেব প্রাপ্তো রেবাং মহানদীম্।
চক্রেঽভিষেকং কাকুৎস্থঃ সানুজঃ সহ সীতয়া
তর্পয়িত্বা চ সলিলৈঃ স্বান্ পিতৄন্ দৈবতান্যপি।
উপস্থায় চ মুহুঃ সূর্য্যং দেবতাশ্চ সমাহিতঃ ॥১৮৪
কৃতাভিষেকস্তু ররাজ রামঃ
সীতাদ্বিতীয়ঃ সহ লক্ষ্মণেন।
কৃতাভিষেকঃ সহ-শৈলপুত্র্যা
গুহেন সার্দ্ধং ভগবানিবেশঃ ॥ ১৮৫

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে
মার্কণ্ডেয়াশ্রমদর্শনং নাম ত্রয়-
স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

বালক লক্ষ্মণে আপনি বৈষম্য পরিত্যাগ করুন। রাঘব সীতাকে বলিলেন,—আমি কখন স্বপ্নেও লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিব না। লক্ষ্মণের অভিমত এবং এই ক্ষেত্রের ফল-কথা সমস্তই আমার পূর্ব্বে শ্রুত হইয়াছিল। এক্ষেত্রে জনগণ সত্য সত্যই স্বার্থতৎপর। তাই তাহারা পরস্পরকে দেখে না, স্বীয় হিতকথা শুনে না, পুত্রগণ পিতার কথায় কর্ণপাত করে না। শিষ্য গুরুর বাক্য এবং গুরু শিষ্যের কথা শুনেন না। এ স্থানে প্রীতি কেবল অর্থানুবন্ধিনী। এখানে কেহই কাহারও প্রিয় নহে। রামচন্দ্র এই কথা বলিতে বলিতে মহানদী রেবারতটে উপস্থিত হইলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রেবাজলে স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিলেন। পরে সমাহিত হইয়া সূর্য্য এবং অন্যান্য দেব দর্শনপূর্ব্বক শৈলপুত্রী এবং কার্ত্তিকেয় সহ কৃতাভিষেক ভগবান্ ভবের ন্যায় সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বিরাজ করিতে লাগিলেন। ১৭২—১৮৫।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।
কস্মিন্ কালে ভগবতা ব্রহ্মণা লোককারিণা।
যজ্ঞৈরেভিরুদারৈঃ ভগবান্ বক্তুমর্হসি ॥ ১
কিংনামান ঋত্বিজস্তে ব্রহ্মণা যে প্রকল্পিতাঃ।
কা চ বৈ দক্ষিণা তেষাং দত্তা তেন মহাত্মনা ॥
যথাভূতং যথাবৃত্তং তথা ত্বং মে প্রকীর্ত্তয়।
সুমহৎ কৌতুকং জাতং যজ্ঞং পৈতামহং প্রতি
পুলস্ত্য উবাচ।
পূর্ব্বমেব ময়াখ্যাতং যদা স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ সর্ব্বানুক্তঃ সৃষ্টিং কুরুধ্ব বৈ ॥
স্বয়ং তু পুষ্করং গত্বা যজ্ঞস্যাহৃত্য বিস্তরম্।
স সম্ভারান্ সমানায্য বহ্ন্যগারে স্থিতোঽভবৎ

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম বলিলেন,—কোন্‌কালে লোককারী ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞিয় দ্রব্যসম্ভার দ্বারা যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা বলুন। যাঁহারা সেই যজ্ঞকার্য্য করিয়াছিলেন, ব্রহ্মকল্পিত সেই ঋত্বিকগণের নাম কি, মহাত্মা পিতামহ তাঁহা-দিগকে কি দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, কিভাবে সেই যজ্ঞকার্য্য হইয়াছিল, আপনি তাহা সবৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। পিতামহ সম্বন্ধীয় ঐ যাগকার্য্য জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কুতূহল জন্মিয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যৎকালে স্বায়ম্ভুব মনুর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়া-ছিলেন,—"তোমরা প্রজাসৃষ্টি কর।" ১—৪। তিনি স্বয়ং পুষ্করে গমন ও বিস্তর যজ্ঞসম্ভার আহরণপূর্ব্বক তৎসমস্ত লইয়া অগ্নিগৃহে

গায়ন্তি নিত্যং গন্ধর্ব্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসাঙ্গণাঃ ॥
ব্রহ্মোদ্গাতা হোতাধ্বর্য্যুশ্চত্বারো যজ্ঞবাহকাঃ।
একৈকস্য ত্রয়শ্চান্যে পরিবারাঃ স্বয়ং কৃতাঃ ॥ ৭
ব্রহ্মা চ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী পোতা চাগ্নীধ্র এব চ।
আন্বীক্ষিকী সর্ব্ববিদ্যা ব্রাহ্মী হ্যেষা চতুষ্টয়ী ॥ ৮
উদ্গাতা চ প্রত্যুদ্গাতা-প্রতিহর্ত্তা সুব্রহ্মণ্যঃ।
চতুষ্টয়ী দ্বিতীয়ৈষা তূদ্গাতুশ্চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৯
হোতা চ মৈত্রাবরুণস্তথাচ্ছাবাক এব চ।
গ্রাবস্তুচ্চ চতুর্থোঽত্র তৃতীয়া চ চতুষ্টয়ী ॥ ১০
অধ্বর্য্যুশ্চ প্রতিষ্ঠাতা নেষ্টোন্নেতা তথৈব চ।
চতুষ্টয়ী চতুর্থ্যেষা প্রোক্তা শান্তনুনন্দন।
এতে বৈ ষোড়শ প্রোক্তা ঋত্বিজো বেদচিন্তকৈঃ ॥ ১১
শতানি ত্রীণি ষষ্টিশ্চ যজ্ঞাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।
এতাংশ্চৈতেষু সর্ব্বেষু প্রবদন্তি সদা দ্বিজান্ ॥

অবস্থান করত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই অগ্নিগৃহে গন্ধর্ব্বগণ নিত্য গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিত। ব্রহ্মা, উদ্গাতা হোতা, এবং অধ্বর্য্যু এই চারিজন প্রধানতঃ যজ্ঞনির্ব্বাহক; ইহাঁদের আবার এক একজনের অন্য তিন জন করিয়া পরিবার আছেন; ইহাঁদিগকে তাঁহারা স্বয়ংই নির্ব্বাচিত করিয়া লন। ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা এবং আগ্নীধ্র এই চারিজন লইয়া একদল; এই দলের নাম ব্রাহ্ম, ইহাঁরা সমস্ত বেদবিদ্যা ও আন্বীক্ষিকীশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। উদ্গাতা, প্রত্যুদ্গাতা, প্রতিহর্ত্তা এবং সুব্রহ্মণ্য এই চারিজনে দ্বিতীয় দল; ইহা উদ্গাতার দল বলিয়া কথিত। হোতা, মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক এবং গ্রাবস্তুৎ এই চারিজন দ্বারা তৃতীয় দল গঠিত। আর অধ্বর্য্যু, প্রতিষ্ঠাতা, নেষ্টা এবং উন্নেতা এই চারিজনে চতুর্থ দল কথিত হইয়াছে। হে শান্তনুতনয়! বেদচিন্তকগণ এই ষোলজনকে ঋত্বিক্ কহিয়াছেন। আত্মযোনি ব্রহ্মা তিনশত ষাটটী যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন; পূর্ব্বোক্ত দ্বিজগণই ঐ সকল যজ্ঞের

সদস্যং কেচিদিচ্ছন্তি ত্রিসামাধ্বর্য্যুমেব চ।
ব্রহ্মাণং নারদং চা ব্রাহ্মণাচ্ছংসি গৌতমম্।
দেবগর্ভঞ্চ পোত মাগ্নীধ্রঞ্চৈব দেবলম্।
উদ্গাতাঙ্গিরসঃ প্রত্যুদ্গাতা চ পুলহস্তথা ॥ ১৪
নারায়ণঃ প্রতিহর্ত্তা সুব্রহ্মণ্যোঽত্রিরুচ্যতে।
তস্মিন্ যজ্ঞে ভৃগুর্হোতা বশিষ্ঠো মৈত্র এব চ।
অচ্ছাবাকঃ ক্রতুঃ প্রোক্তো গ্রাবস্তুচ্চ্যবনস্তথা।
পুলস্ত্যোঽধ্বর্য্যুরেবাসীৎ প্রতিষ্ঠাতা চ বৈ শিবিঃ
বৃহস্পতিস্তত্র নেষ্টা উন্নেতা শাংশপায়নঃ।
ধর্ম্মঃ সদস্যস্তত্রাসীৎ পুত্রপৌত্রসহায়বান্ ॥ ১৭
ভরদ্বাজঃ শমীকশ্চ পুরুকুৎসো যুগন্ধরঃ।
এনকস্তৌর্ণকশ্চৈব কেশঃ কুতপ এব চ ॥ ১৮
গর্গো বেদশিরাশ্চৈব ত্রিসামাধ্বর্য্যবঃ কৃতাঃ।
কণ্বাদয়স্তথা চান্যে মার্কণ্ডো গণ্ডিরেব চ ॥ ১৯
পুত্রপৌত্রসমেতাশ্চ সশিষ্যাঃ সহবান্ধবাঃ।
কর্ম্মাণি তত্র কুর্ব্বাণা দিবানিশমতন্দ্রিতাঃ ॥ ২০
মন্বন্তরে ব্যতীতে তু যজ্ঞস্যাবভৃথোঽভবৎ।

ঋত্বিক্ কথিত হন। ইহার পর কেহ কেহ সদস্য ও ত্রিসামা অধ্বর্য্যু ইচ্ছা করেন। ব্রহ্মার সেই যজ্ঞে নারদ ব্রহ্মা, গৌতম ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, বেদগর্ভ পোতা, দেবল আগ্নীধ্র, অঙ্গিরা উদ্গাতা, পুলহ প্রত্যুদ্গাতা, নারায়ন প্রতিহর্ত্তা, অত্রি সুব্রহ্মণ্য, ভৃগু হোতা, বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, ক্রতু অচ্ছাবাক, চ্যবন গ্রাবস্তুৎ, পুলস্ত্য অধ্বর্য্যু, শিবি প্রতিষ্ঠাতা, বৃহস্পতি নেষ্টা, এবং শাংশপায়ন উন্নেতা হইয়াছিলেন। পুত্র-পৌত্র সহ ধর্ম্ম এই যজ্ঞে সদস্য হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা—ভরদ্বাজ, শমীক, পুরুকুৎস, যুগন্ধর, এনক, তৌর্ণক, কেশ, কুতপ, গর্গ ও বেদশিরা ইহাঁদিগকে ত্রিসামা অধ্বর্য্যু করিয়াছিলেন। কণ্ব প্রভৃতি অন্যান্য মুনি এবং মার্কণ্ড ও গণ্ডি ইহাঁরা পুত্র পৌত্র, শিষ্য ও বান্ধবগণের সহিত দিবানিশি অনলসভাবে তথায় থাকিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ৫—২০। মন্বন্তর অতীত হইলে সেই যজ্ঞের অবভৃথ স্নান

দক্ষিণা ব্রহ্মণে দত্তা প্রাচী হোতুশ্চ দক্ষিণা ॥২১
অধ্বর্যবে প্রতীচী তু উদ্গাতুশ্চোত্তরা তথা।
ত্রৈলোক্যং সকলং ব্রহ্মা দদৌ তেষাস্তু দক্ষিণাম্
ধেনূনাঞ্চ শতং প্রাজ্ঞৈর্দাতব্যং যজ্ঞসিদ্ধয়ে।
অষ্টৌ তু যজ্ঞবাহানাং চত্বারিংশাধিকাস্তথা ॥২৩
দ্বিতীয়স্থানিনাঞ্চৈব চতুস্ত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ষোড়শৈব তৃতীয়ানাং দেয়া বৈ ধেনবঃ শুভাঃ ॥
দ্বাদশৈব তথা চাগ্নী আগ্নীধ্রাদিষু দাপয়েৎ।
অনয়া সংখ্যয়া চৈব গ্রামান্ দাসীরজাবিকম্।
সহস্রভোজ্যং দাতব্যং স্নাত্বা চাবভৃথে ক্রতৌ ॥
যজমানেন সর্ব্বস্বং দেয়ং স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
অধ্বর্য্যূণাং সদস্যানাং স্বেচ্ছয়া দানমিষ্যতে ॥২৬
বিষ্ণুঞ্চাহূয় বৈ ব্রহ্মা বাক্য মাহ মুদান্বিতঃ ॥২৭
অভিপ্রসাদ্য সাবিত্রীং ত্বমিহানয় সুব্রত।
ত্বয়ি দৃষ্টে ন সা কোপং করিষ্যতি শুভাননা ॥২৮
স্নিগ্ধৈঃ সানুনয়ৈর্ব্বাক্যৈর্হেতুযুক্তৈর্বিশেষতঃ।
ত্বং সদা মধুরাভাষী জিহ্বা তে স্রবতেঽমৃতম্ ॥
যঃ করোতি ন তে বাক্যং ত্রৈলোক্যে ন স দৃশ্যতে।
গন্ধর্ব্বৈঃ সহিতো গত্বা প্রিয়াং মম সমানয় ॥ ৩০
ত্বয়া প্রসাদিতা সাধ্বী তুষ্টা সা স্বেষ্যতি ধ্রুবম্
বিলম্বো ন ত্বয়া কার্য্যো ব্রজ মাধব মা চিরম্ ॥
লক্ষ্মীস্তে পুরতো যাতু সাবিত্র্যাঃ সদনং শুভা।
তস্যাস্ত্বং পদবীং গচ্ছ সান্ত্বয়স্ব প্রিয়াং মম ॥৩২
ন চ তে বিপ্রিয়ং দেবি বিবিক্তং বর্ত্তুমীহতে।
মুখং প্রেক্ষ্য সদাকালং বর্ত্ততে তব সুন্দরি ॥ ৩৩
এবংবিধানি বাক্যানি মধুরাণি বহূনি চ।
দেবী শ্রাবয়িতব্যা সা যথা তুষ্টাচিরাদ্ভবেৎ ॥৩৪
এবমুক্তস্তদা বিষ্ণুর্ব্রহ্মণা লোককারিণা।

সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মাকে প্রাচী, হোতাকে অবাচী, অধ্বর্য্যুকে প্রতীচী এবং উদ্গাতাকে উদীচীদিক্ দক্ষিণাস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল; এইরূপে ব্রহ্মা অখিল ত্রিলোক তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। প্রাজ্ঞগণের যজ্ঞসিদ্ধির জন্য শতধেনুদান কর্ত্তব্য; তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি যজ্ঞনির্ব্বাহকগণকে আট-চল্লিশটী ধেনু দান করিতে হয়; আর দ্বিতীয় স্থানীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রভৃতিকে চব্বিশটী, তৃতীয় স্থানীয় পোতাদিকে ষোলটী এবং চতুর্থ স্থানীয় আগ্নীধ্রাদিকে বারটী ধেনু দান কর্ত্তব্য। এই সকল ধেনু শুভলক্ষণান্বিত হওয়া উচিত। এইরূপে ধেনুর সংখ্যানুসারে গ্রাম, দাসী, ছাগ ও মেষ দান করিবে। যজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান করিয়া সহস্র ভোজ্য দান কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, যজ্ঞান্তে যজমান সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান করিবে; তিনি আরও বলেন,—অধ্বর্য্যু ও সদস্যগণকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে দান করিতে হইবে। হর্ষান্বিত ব্রহ্মা বিষ্ণুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—হে সুব্রত! আপনি সাবিত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া এইখানে আনয়ন করুন। তাঁহার উপর আপনার দৃষ্টিপাত হইলে সেই শুভাননা কোপ পরিত্যাগ করিবেন। বিশেষতঃ আপনি স্নিগ্ধ, অনুনয়যুক্ত ও হেতু সমন্বিত বাক্য বলিয়া থাকেন! আপনি সর্ব্বদা মধুরভাষী, আপনার রসনা অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে। আমি ত্রিলোকে এরূপ লোক দেখি না,—যে আপনার বাক্য প্রতিপালন না করে। আপনি গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গে গমন করিয়া আমার প্রিয়াকে আনয়ন করুন। আপনা কর্ত্তৃক প্রসাদিতা হইলে সেই সাধ্বী তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই আগমন করিবেন। হে মাধব! আপনি বিলম্ব করিবেন না। অচিরে গমন করুন; শুভা লক্ষ্মী আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া সাবিত্রীসদনে প্রবেশ করুন। আপনি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া আমার প্রিয়াকে সান্ত্বনা করুন এবং বলুন,—"হে দেবি! ব্রহ্মা নির্জ্জনেও আপনার বিপ্রিয় করিতে ইচ্ছুক নহেন, হে সুন্দরি! তিনি সর্ব্বদা আপনার বদন দর্শন করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।" আপনি তাঁহাকে এমনই নানাবিধ মধুর বাক্য শ্রবণ করাইবেন যে, তাহাতে তিনি অচিরেই সন্তুষ্ট হইবেন।২১-৩৪। বিষ্ণু তখন লোককারী ব্রহ্মা

জগাম ত্বরিতো ভূত্বা সাবিত্রী যত্র তিষ্ঠতি ॥ ৩৫
দূরাদেবাগচ্ছমানং পত্ন্যা সহ চ কেশবম্।
উত্তস্থৌ সত্বরা ভূত্বা বিষ্ণুনা চাভিবন্দিতা ॥ ৩৬
নমস্তে দেবদেবেশি ব্রহ্মপত্নি নমোঽস্তু তে।
ত্বাং নমস্কৃত্য সর্ব্বো হি জনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে
পতিব্রতা মহাভাগা ব্রহ্মণস্তু হৃদি স্থিতা।
অহর্নিশং চিন্তয়ংস্ত্বাং প্রসাদং তেঽভিকাঙ্ক্ষতি
সখীং চৈনাং প্রিয়াং পৃচ্ছ লক্ষ্মীং ভৃগুসুতাং সতীম্।
যদি চ শ্রদ্দধানাসি বাক্যাদস্মাৎ সুলোচনে ॥
এবমুক্তা ততঃ শৌরিঃ সাবিত্র্যাশ্চরণদ্বয়ম্।
উভাভ্যাং চৈব হস্তাভ্যাং ক্ষম দেবি নমোঽস্তু তে।
জগদ্বন্দ্যে জগন্মাতরিতি স্পৃষ্ট্বাভ্যবন্দত ॥ ৪০
সঙ্কোচ্য পাদৌ সা দেবী স্বকরেণ করৌ হরেঃ
গৃহীত্বোবাচ তং বিষ্ণুং সর্ব্বং ক্ষান্তং মযাচ্যুত।
ইয়ং লক্ষ্মীঃ সদা বৎস হৃদয়ে তে নিবৎস্যতি।
বিনা ত্বয়া ন চান্যত্র রতিং যাস্যতি কর্হিচিৎ ॥
ভৃগোঃ পত্ন্যাং সমুৎপন্না পত্নীয়ং তব সুব্রতা।
দেবদানবযত্নেন সম্ভূতা চোদধৌ পুনঃ ॥ ৪৪
ভগবন্ যত্র তত্রৈষা অবতারঞ্চ কুর্ব্বতী।
দেবত্বে দেবদেহা বৈ মানুষত্বে চ মানুষী ॥
ত্বৎসহায়া ন সন্দেহো দাম্পত্যব্রতিনী চিরম্।
যন্ময়া চাত্র কর্ত্তব্যং প্রভো তন্মাং বদস্ব বৈ।

বিষ্ণুরুবাচ।

যজ্ঞাবসানং সঞ্জাতং প্রেষিতোঽহং তবান্তিকম্
সাবিত্রীমানয় ক্ষিপ্রং ময়া স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৪৭
আগচ্ছ ত্বরিতা দেবি যাহি তত্র মুদান্বিতা।
পশ্য স্বস্য পতিং গত্বা দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্বিতম্।

কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া সত্বর সাবিত্রীর আবাস স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রী দূর হইতে লক্ষ্মীর সহিত কেশবকে আসিতে দেখিয়া ত্বরাসহকারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বিষ্ণুও বক্ষ্যমাণ বাক্যে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন;—হে দেবদেবেশি! আপনাকে নমস্কার, হে ব্রহ্মপত্নি! আপনাকে নমস্কার, অখিল লোক আপনাকে নমস্কার করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। আপনি মহাভাগা, পতিব্রতা ও ব্রহ্মার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী; ব্রহ্মা আপনাকে অহর্নিশ চিন্তা করিয়া আপনার প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করেন। হে সুলোচনে! যদি আমার এই বাক্যে আপনার শ্রদ্ধা থাকে, তবে এ বিষয়ে আপনার এই প্রিয় সখী ভৃগুসুতা সতী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করুন। অনন্তর বাসুদেব এইরূপ বলিয়া উভয় হস্ত দ্বারা সাবিত্রীর চরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, —হে দেবি! ক্ষমা করুন, আপনাকে নমস্কার। তারপর "হে জগদ্বন্দ্যে! হে মাতঃ!" এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। দেবী সাবিত্রী পাদদ্বয় সঙ্কোচ করিয়া স্বীয় কর দ্বারা হরির করদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—হে অচ্যুত! আমি সমস্তই ক্ষমা করিলাম। হে বৎস! এই লক্ষ্মী সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে বাস করিবে, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথাও রতি প্রাপ্ত হইবে না। তোমার এই সুব্রতা পত্নী ভৃগুপত্নী হইতে সমুৎপন্না হইয়া পুনর্ব্বার দেব ও দানবগণের যত্নে সমুদ্র হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন। হে ভগবন্! যে স্থানে তুমি অবতীর্ণ, সেই স্থানেই ইনি অবতার গ্রহণ করিবেন। তোমার দেবাবতারে ইনি দেবী এবং মানুষাবতারে মানুষী হইবেন; ইনি দাম্পত্যব্রত ধারণ করিয়া তোমার চিরসহায় হইবেন, সন্দেহ নাই। হে প্রভো! এক্ষণে এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমাকে বল। ৩৫—৪৬। বিষ্ণু বলিলেন,—যজ্ঞের অবসান হইয়াছে। ব্রহ্মা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, বলিয়াছেন,—"সাবিত্রীকে সত্বর আনয়ন কর, সে আমার সহিত স্নান করিবে।" হে দেবি! সত্বর আগমন করুন, আনন্দসহকারে তথায় উপনীত হউন; নিজপতিসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব-

লক্ষ্মীরুবাচ।

আর্য্যে উত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বং যাহি যত্র পিতামহঃ।
বিনা ত্বয়া ন যাস্যামি স্পৃষ্টৌ পাদৌ ময়া তব।
উত্থাপ্য সাগ্রহীৎ হস্তং দক্ষিণা দক্ষিণে করে ॥৪৯
চিরায়মাণাং সাবিত্রীং জ্ঞাত্বা দেবঃ পিতামহঃ।
সমীপস্থং মহাদেবমিদমাহ তদা বচঃ ॥ ৫০
গচ্ছ ত্বমনয়া সার্দ্ধং পার্ব্বত্যাসুরদূষণ।
গৌরী ত্বদগ্রতো যাতু পশ্চাত্ত্বং গচ্ছ শঙ্কর।
প্রতিবোধ্যানয় যথা শীঘ্রমায়াতি তৎকুরু ॥ ৫১
এবমুক্তৌ তদা তৌ তু পর্ব্বতীপরমেশ্বরৌ।
গত্বাদিষ্টৌ দম্পতী তাং প্রোচতুর্ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্
বৃহৎকৃত্যং ত্বয়া তত্র করণীয়ং পতিব্রতে।
পৃচ্ছস্বেমাং বরারোহাং গৌরীং পর্ব্বতনন্দিনীম্
লক্ষ্মীঞ্চৈতাং বিশালাক্ষীমিন্দ্রাণীং বা শুভাননে
যাসাং বা শ্রদ্দধাসি ত্বং পৃচ্ছ দেবি নমোঽস্তু তে
আশীর্ব্বাদস্তয়া দত্তো দেবদেবস্য শূলিনঃ।
শরীরার্দ্ধে চ তে গৌরী সদা স্থাস্যতি শঙ্কর ॥৫৫
অনয়া শোভসে দেব ত্বয়া ত্রৈলোক্যসুন্দর।
সুখভাগি জগৎসর্ব্বং ত্বয়া নাথেন শত্রুহন ॥৫৬
এবং ব্রুবন্তী সাবিত্রী গৃহীতা ব্রহ্মণঃ প্রিয়া।
গৌর্য্যা চ বামহস্তে তু লক্ষ্ম্যা বৈ দক্ষিণে করে
অভিবন্দ্য তু তাং দেবীং শঙ্করো বাক্যমব্রবীৎ
এহ্যাগচ্ছ মহাভাগে যত্র তিষ্ঠতি তে পতিঃ।
তত্র গচ্ছ বরারোহে স্ত্রীণাং ভর্ত্তা পরা গতিঃ ॥
বৃহদাগ্রহণে দেবি প্রণয়াদ্গন্তুমর্হসি।
লক্ষ্মীশ্চৈষা পার্ব্বতী চ স্থিতা দেবি তবাগ্রতঃ ॥
এতয়োর্বচসা দেবি আবয়োশ্চ শুভাননে।
মানভঙ্গো ন তে কর্ত্তুং যুজ্যতে ব্রহ্মণঃ প্রিয়ে

দেবসমন্বিত অবলোকন করুন। লক্ষ্মী কহিলেন,—হে আর্য্যে! গাত্রোত্থান করুন, আপনি পিতামহসমীপে সত্বর গমন করুন। আপনার পদদ্বয় ধারণ করিলাম, আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। প্রসন্নমূর্ত্তি সাবিত্রী লক্ষ্মীকে উত্থাপিত করিয়া দক্ষিণ কর দ্বারা তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। এদিকে ব্রহ্মা সাবিত্রীর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া সমীপস্থ মহাদেবকে তখন এই বাক্য বলিলেন;—হে অসুরদূষণ! তুমি পার্ব্বতীর সহিত সাবিত্রীসমীপে গমন কর; হে শঙ্কর! গৌরী তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করুন, তুমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর। সাবিত্রী যাহাতে সত্বর আগমন করে, এইরূপে প্রবোধ দিয়া তাহাকে এখানে আনয়ন কর। তখন পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর এইরূপে কথিত হইয়া গমন করিলেন এবং পতি-পত্নী উভয়েই ব্রহ্মার আদিষ্ট বিষয় সেই পিতামহ-প্রিয়া সাবিত্রীকে নিবেদন করিলেন। আর বলিলেন,—হে পতিব্রতে! সেখানে আপনার এক গুরুকর্ত্তব্য রহিয়াছে, আপনি এই পর্ব্বতনন্দিনী বরারোহা গৌরীকে জিজ্ঞাসা করুন, অথবা হে শুভাননে! বিশালাক্ষী লক্ষ্মী কিম্বা ইন্দ্রাণী ইহাঁদিগের মধ্যে আপনার যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন; হে দেবি! আপনাকে নমস্কার! অনন্তর সাবিত্রী দেবদেব শূলপাণিকে আশীর্ব্বাদ দান করিলেন, বলিলেন,—হে শঙ্কর! গৌরী সর্ব্বদা তোমার শরীরার্দ্ধে বাস করিবেন। হে ত্রিলোকসুন্দর! হে দেব! তুমি ইহাঁর সহিত শোভা পাইবে। হে শত্রু-নাশন! তোমাকে নাথ লাভ করিয়া সর্ব্বজগৎ সুখভাগী হইবে।৪৭-৫৬। পিতামহ-প্রিয়া সাবিত্রী এইরূপ বলিতে থাকিলে গৌরী তাঁহার বাম কর এবং লক্ষ্মী দক্ষিণ কর ধারণ করিলেন। শঙ্কর তখন অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাভাগে! আসুন, আপনার পতিসমীপে আগমন করুন, হে বরারোহে! আপনি তথায় গমন করুন; কেননা পতিই নারীগণের পরম গতি। আপনার আগমনে তাঁহার প্রবল আগ্রহ, অতএব হে দেবি! সেই প্রণয়বশেই আপনার যাওয়া উচিত। হে দেবি! এই লক্ষ্মীদেবী ও গৌরী আপনার অগ্রে বিদ্যমান; হে দেবি! হে শুভাননে! ইহাঁদের ও আমাদের বাক্যে গমন করিলে আপনার মানভঙ্গের সম্ভাবনা

অস্মদভ্যর্থিতা দেবি তত্র যাহি মুদান্বিতা ॥ ৬১

গৌর্য্যুবাচ।

অহঞ্চ তে প্রিয়া দেবি সর্ব্বদা বদসি স্বয়ম্।
লক্ষ্মীশ্চ তে করে লগ্না দক্ষিণে চ ময়া ধৃতা ॥৬২
এহ্যাগচ্ছ মহাভাগে যত্র তিষ্ঠতি তে পতিঃ ॥
নীতা সা তু তদা তাভ্যাং দেবী সা মধ্যতঃ কৃতা।
পুরঃসরৌ বিষ্ণুরুদ্রৌ শক্রাদ্যাশ্চ তথা সুরাঃ ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তত্রায়াতা চ সা দেবী সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ॥
সাবিত্রীং সুমুখীং দৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
গায়ত্র্যা সহিতো ব্রহ্মা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৬
এষা দেবী কর্ম্মকরী অহস্তে বশঃ সংস্থিতঃ।
সমাদিশ বরারোহে যত্তে কার্য্যং ময়া ত্বিহ ॥ ৬৭
এবমুক্তা চ সা দেবী স্বয়ং দেবেন ব্রহ্মণা।
ত্রপয়াধোমুখী দেবী ন চ কিঞ্চিদবোচত ॥৬৮
পাদয়োঃ পতিতা দেবী গায়ত্রী ব্রহ্মচোদিতা।
কৃতবত্যপরাধং তে ক্ষম দেবি নমোঽস্তু তে।
আলিঙ্গ্য সাদরং কণ্ঠে সা পরিষজ্য পীড়িতাম্।
গায়ত্রীং সান্ত্বয়ামাস মান্যশ্চৈব পতির্মম। ৭০
কর্ত্তব্যং বচনং তস্য স্ত্রীণাং প্রাণেশ্বরঃ পতিঃ।
উক্তং ভগবতা পূর্ব্বং সৃষ্টিকালে বিরিঞ্চিনা ॥৭১
ন চ স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণং
ভর্ত্তা যদ্বদতে বাক্যং তত্তু কুর্য্যাদকুৎসয়া। ৭২
ভর্ত্তৃনিন্দাং যা কুরুতে স্বসৃনিন্দাং তথৈব চ।
পরিবাদং প্রলাপং বা নরকং সা তু গচ্ছতি।
পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতং চরেৎ
আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুর্মৃতা নরকমৃচ্ছতি। ৭৪
এবং জ্ঞাত্বা ত্বয়া ভর্ত্তুর্ন কার্য্যং বিপ্রিয়ং সতি।
ন চাস্য দক্ষিণং ত্বঙ্গং ত্বয়া সেব্যং কথঞ্চন ॥৭৫

নাই। হে পিতামহপ্রিয়ে! আপনি আমাদিগের অভ্যর্থনায় হর্ষান্বিত হইয়া তথায় গমন করুন। গৌরী বলিলেন,—হে দেবি! আমি আপনার প্রিয়া, ইহা আপনি স্বয়ংই সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন; সম্প্রতি লক্ষ্মী আপনার দক্ষিণকরলগ্না এবং আমিও আপনার করগ্রহণ করিয়াছি। অতএব হে মহাভাগে! যে স্থানে আপনার পতি আছেন, তথায় আগমন করুন। তখন দেবী সাবিত্রী গৌরী ও লক্ষ্মীর মধ্যস্থানে থাকিয়া চলিতে লাগিলেন; বিষ্ণু, রুদ্র, শক্রাদি সুরগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং সচরাচর ত্রৈলোক্য তাঁহার অগ্রে অগ্রে আসিতে লাগিলেন। পিতামহপ্রিয়া দেবী সাবিত্রী যজ্ঞস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে প্রসন্নবদনা দেখিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা গায়ত্রীর সহিত বক্ষ্যমাণবাক্য বলিলেন;—এই দেবী আমার সহিত যজ্ঞকার্য্য করিয়াছেন, আমি তোমারই বশগ; অতএব হে বরারোহে! আদেশ কর,—এক্ষণে আমি তোমার কি করিব? সাবিত্রী স্বয়ং ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইলেন, তিনি কিছুই বলিলেন না। গায়ত্রী ব্রহ্মার আদেশে সাবিত্রীর পাদদ্বয়ে পতিত হইলেন, বলিলেন,—হে দেবি! আমি আপনার নিকট অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করুন, আপনাকে নমস্কার।৫৭-৬৯। সাবিত্রী সাদরে দুঃখিতা গায়ত্রীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—পতি আমার মান্য, তাঁহার বাক্য আমার অবশ্যপাল্য; কেন না, নারীগণের পতিই প্রাণেশ্বর। ভগবান্ বিরিঞ্চি পূর্ব্বে সৃষ্টিকালে বলিয়াছিলেন,—নারীগণের পৃথক্ যজ্ঞ নাই, ব্রত ও উপবাস নাই: স্বামী যাহা বলেন, তাহাই পত্নীর প্রতিপাল্য; পরন্তু সে বাক্যের দোষকীর্ত্তন কর্ত্তব্য নহে। যে নারী পতিনিন্দা করে; ভগিনীনিন্দা, পরিবাদ ও প্রলাপ বাক্য বলে, তাহার নরকে গতি হয়। পতি জীবিত থাকিতে যে নারী উপবাস ব্রত করে, সে জীবনকালে পতির আয়ু হরণ এবং মরিয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। হে সতি! ইহা জানিয়া তুমি পতির বিপ্রিয়াচরণে বিরত হইবে এবং কদাচ তাঁহার দক্ষিণাঙ্গের সেবা

সর্ব্বকার্য্যে ত্বহং চাস্য দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিতা।
সব্যং ত্বমাশ্রয়েঃ সাধ্বি পার্শ্বে নারদপুষ্করৌ ॥৭৬
ব্রহ্মস্থানানি চান্যানি স্থিতান্যায়তনানি চ।
লভে বৈ শোভমানেহ যাবৎ সৃষ্টিঃ প্রজায়তে ॥
ভবত্যা চ ময়া চৈব স্থাতব্যঞ্চ ন সংশয়ঃ।
পুষ্করে ব্রহ্মণঃ পার্শ্বে বামঞ্চ ত্বং সমাশ্রয়।
অনেন চোপদেশেন সুখং তিষ্ঠ ময়ান্বিতা ॥৭৮

গায়ত্র্যুবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি তব নির্দ্দেশকারিকা।
তবৈবাজ্ঞা ময়া কার্য্যা ত্বং মে প্রাণসমা সখী ॥
অহন্তে ত্বনুজা দেবি সদা মাং পাতুমর্হসি ॥৮০
দেবদেবস্তদা ব্রহ্মা পুষ্করে বিষ্ণুনা সহ।
স্নানাবসানে দেবানাং সর্ব্বেষাং প্রদদৌ বরান্
দেবানাঞ্চ পতিং শক্রং জ্যোতিষাঞ্চ দিবাকরম্
নক্ষত্রাণাং তথা সোমং রসানাং বরুণং তথা ॥
প্রজাপতীনাং দক্ষঞ্চ নদীনাং চৈব সাগরম্।
কুবেরঞ্চ ধনাধ্যক্ষং তথা চক্রে চ রক্ষসাম্ ॥ ৮৩
ভূতানাং চৈব সর্ব্বেষাং গণানাঞ্চ পিনাকিনম্।
মানবানাং মনুং চৈব পক্ষিণাং গরুড়ং তথা।
ঋষীণাঞ্চ বসিষ্ঠঞ্চ গ্রহাণাঞ্চ প্রভাকরম্ ॥ ৮৪
এবমাদীনি বৈ দত্ত্বা দেবদেবঃ পিতামহঃ।
বিষ্ণুঞ্চ শঙ্করং চৈব ব্রহ্মা প্রোবাচ সাদরম্ ॥ ৮৫
পৃথিব্যাঃ সর্ব্বতীর্থেষু ভবন্তৌ পূজ্যসত্তমৌ।
ভবদ্ভ্যাং ন বিনা তীর্থং পুণ্যতামেতি কর্হিচিৎ
লিঙ্গং বা প্রতিমা বাপি দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ।
তত্তীর্থং পুণ্যতাং যাতি সর্ব্বমেব ফলপ্রদম্ ॥
মানবাহ্যুপহারৈশ্চ যে করিষ্যন্তি পূজনম্।
যুষ্মাকং মাং পুরস্কৃত্য তেষাং রোগভয়ং কুতঃ ॥
যেষু রাষ্ট্রেষু যুষ্মাকমুৎসবাঃ পূজনাদিকাঃ।
প্রবৎস্যন্তি ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যৎফলং তেষু তচ্ছৃণু
নাধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব নোপসর্গা ন ক্ষুদ্ভয়ম্।
বিপ্রয়োগো ন চাপীষ্টৈরনিষ্টৈর্নাপি সঙ্গতিঃ ॥

করিবে না। সকল কার্য্যেই আমি তাঁহার দক্ষিণাংশের আশ্রয় করিয়া থাকি, হে সাধ্বি! তুমি বামভাগ অবলম্বন করিয়া থাক; আর নারদ ও পুষ্কর দুই পার্শ্বে অবস্থান করুন। অন্যান্য যে সকল ব্রহ্মস্থান ও ব্রহ্মায়তন আছে, তৎসমস্ত লাভ করিয়া তুমি ও আমি শোভমানা হইব এবং যে পর্য্যন্ত সৃষ্টি থাকে, তাবৎকাল এইস্থানেই অবস্থান করিব; সংশয় নাই। তুমি ব্রহ্মার পার্শ্বে পুষ্করে তাঁহার বামাঙ্গ আশ্রয় কর, আর আমার এই উপদেশক্রমে এখানে আমার সহিত সুখে অবস্থিত হও। গায়ত্রী উত্তর করিলেন,—আমি তোমার আজ্ঞাকারিণী হইয়া ইহাই করিব, আমি তোমার প্রাণপ্রতিমা সখী; সুতরাং তোমার আদেশ আমার অবশ্যই প্রতিপাল্য। হে দেবি! আমি তোমার অনুজা,) তুমি সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিবে। অনন্তর দেবদেব ব্রহ্মা পুষ্করে বিষ্ণুর সহিত স্নান করিলেন এবং স্নানাবসানে সমস্ত দেবতাকে বর দিলেন। শক্রকে সুরগণের, দিবাকরকে জ্যোতিষ্কগণের, সোমকে নক্ষত্রগণের, বরুণকে রসসমূহের, দক্ষকে প্রজাপতি সকলের সাগরকে নদীসমূহের এবং ধনাধিপ কুবেরকে রক্ষোগণের অধিপতি করিলেন। তিনি পিনাকীকে গণনাথ ও ভূতনাথ, মনুকে মানবনাথ, গরুড়কে পক্ষিনাথ, বশিষ্ঠকে ঋষিনাথ এবং প্রভাকরকে গ্রহনাথ করিয়া দিলেন। ৭০—৮৪। দেবদেব পিতামহ এইরূপ ও অন্যরূপ বহু বর দিয়া বিষ্ণু ও শঙ্করকে সাদরে বলিলেন,—পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থেই আপনারা উভয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য হইবেন; আপনাদিগের বিরহে তীর্থ কদাচ পবিত্রতা প্রাপ্ত হইবে না। যে কোন তীর্থে আপনাদের লিঙ্গ বা প্রতিমা দৃষ্ট হইবে, তৎসমস্ত পুণ্য ও ফলপ্রদ হইবে। যে সকল মানব বহু উপচার দ্বারা অগ্রে আমার পূজা করিয়া আপনাদের পূজা করিবে, তাহাদিগের রোগভয় কোথায়? যে সকল রাষ্ট্রে আপনাদের পূজাদি উৎসব ক্রিয়া অনুষ্ঠান হইবে, সেই সকল রাষ্ট্রের পুণ্যফ[illegible] শ্রবণ কর। তথায় আধি ব্যাধি, উপস[illegible] ও ক্ষুদ্ভয় থাকিবে না; বিপ্রয়োগব্য[illegible]

নাক্ষিরোগঃ শিরোর্ত্তির্বা শিতশূলভগন্দরাঃ।
নাভিচারভয়ং তত্রাপস্মারো ন বিষূচিকা ॥৯১
দুর্ব্বিকামতস্তস্মিন্ সম্যগ্‌বৃদ্ধিরমুত্তমা।
আরোগ্যং সর্ব্বতশ্চৈব দীর্ঘায়ুশ্চ প্রজা ধনম্।
নাকালে ভবিতা মৃত্যুর্গাবো নামপয়োমুচঃ।
নাত্মানকলিতাবৃক্ষা নোৎপাতভয়মণ্বপি ॥ ৯৩
এতচ্ছ্রুত্বা ততো বিষ্ণুর্ব্রহ্মাণং স্তোতুমুদ্যতঃ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

নমোঽস্ত্বনন্তায় বিশুদ্ধচেতসে
স্বরূপরূপায় সহস্রবাহবে।
সহস্ররশ্মিপ্রভবায় বেধসে
বিশালদেহায় বিশুদ্ধকর্ম্মণে ॥ ৯৫
সমস্তবিশ্বার্ত্তিহরায় শম্ভবে
সমস্তসূর্য্যানলতিগ্মতেজসে।
নমোঽস্তু বিদ্যাবিততায় চক্রিণে
সমস্তধীস্থানকৃতে সদা নমঃ ॥ ৯৬
অনাদিদেবাচ্যুতশেখর প্রভো
ভাব্যুদ্ভবদ্ভূতপতে মহেশ্বর।
মহৎপতে সর্ব্বপতে জগৎপতে
ভুবস্পতে ভুবনপতে সদা নমঃ ॥ ৯৭
যজ্ঞেশ নারায়ণ জিষ্ণু শঙ্কর
ক্ষিতীশ বিশ্বেশ্বর বিশ্বলোচন।
শশাঙ্ক সূর্য্যাচ্যুত বীরবিশ্ব-
প্রবৃত্তমূর্ত্তেঽমৃতমূর্ত্ত অব্যয় ॥ ৯৮
জ্বলদ্ধুতাশার্চ্চিনিরুদ্ধমণ্ডল-
প্রদেশ নারায়ণ বিশ্বতোমুখ।
সমস্তদেবার্ত্তিহরামৃতাব্যয়
প্রপাহি মাং শরণাগতং তথা বিভো ॥ ৯৯
বক্ত্রাণ্যনেকানি বিভো তবাহং
পশ্যামি যজ্ঞস্য গতিং পুরাণম্।
ব্রহ্মাণমীশং জগতাং প্রসূতিং
নমোঽস্তু তুভ্যং প্রপিতামহায় ॥ ১০০
সংসারচক্রক্রমণৈরনেকৈঃ
ক্বচিদ্ভবান্ দেববরাধিদেব।
তৎ সর্ব্ববিজ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্ব-
রূপাস্যসে কিং প্রণমাম্যহন্তান্ ॥ ১০১

ইষ্টানিষ্টের দ্বন্দ্ব, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, শিতশূল, ও ভগন্দর থাকিবে না। তথায় অভিচারভয়, অপস্মার ও বিষূচিকা রোগ, থাকিবে না। সেখানে কামনা বিনা বৃদ্ধি সংঘটিত ও তত্রত্য লোকগণের বুদ্ধি ঋজু ও অত্যুত্তম হইবে। তথায় সকল দিকে আরোগ্য,প্রজাগণ দীর্ঘায়ু ও ধনবান্ হইবে। সেখানে অকালমৃত্যু হইবে না, গোগণ প্রচুর দুগ্ধ দান করিবে,যথাকালে বৃক্ষ সকল ফলবান্ হইবে এবং অণুমাত্রও উৎপাত পীড়া পরিদৃষ্ট হইবে না। বিষ্ণু ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার স্তব করিতে উদ্যত হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন,— অনন্ত, বিশুদ্ধচেতা, স্বরূপরূপ, সহস্রবাহু,সহস্র-রশ্মিপ্রভব, বেধা, বিশালদেহ, বিশুদ্ধকর্ম্মা ব্রহ্মাকে নমস্কার। সমস্ত বিশ্বের পীড়াহারী, অনিল অনল ও সূর্য্যের তুল্য তিগ্মতেজা, বিদ্যা-বিস্তারকারী, সমস্ত বুদ্ধির স্থানবিধায়ক, মঙ্গলাস্পদ, চক্রী, ব্রহ্মাকে সর্ব্বদা নমস্কার। হে দেব! তুমি অনাদি, অচ্যুত, শেখর, প্রভু, ভাবী, ভূত, ভূতপতি, মহেশ্বর, মহৎ-পতি, সর্ব্বপতি, জগৎপতি, ভুবস্পতি ও ভুবনপতি; সর্ব্বদা তোমাকে নমস্কার। তুমি যজ্ঞপতি, নারায়ণ, জিষ্ণু, শঙ্কর, ক্ষিতীশ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বলোচন, চন্দ্র, সূর্য্য, অচ্যুত, বীর, বিশ্ব, প্রবৃত্তমূর্ত্তি, অমৃত, মূর্ত্ত, অব্যয় ও প্রজ্ব-লিত অনল; তোমার তেজে সমস্ত প্রদেশ নিরুদ্ধ, তুমি নারায়ণ ও বিশ্বতোমুখ; হে প্রভো! তুমি অমৃতব্যয়ে যেমন সমস্ত দেব-তার পীড়া হরণ করিয়া থাক, তদ্রূপ মাদৃশ শরণাগতকেও রক্ষা কর। হে বিভো! আমি তোমার অনেক বক্ত্র দর্শন করিতেছি, তুমি যজ্ঞগতি, পুরাণ পুরুষ, ব্রহ্মা,ঈশ, জগৎ-প্রসূতি ও প্রপিতামহ; তোমাকে নমস্কার। ৮৫—১০০। তুমি অনেকানেক সংসারচক্র অতি-ক্রম করিয়াও কচিৎ তুচ্ছ দেবাধিপত্য স্বীকার কর; তুমি সর্ব্ববিধ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বিজ্ঞানের উপাস্য, এহেন তোমায় কেবল প্রণাম দ্বারা

এবং ভবন্তং প্রকৃতেঃ পুরস্তাদ্
যো বেত্ত্যসৌ সর্ব্ববিদাং বরিষ্ঠঃ।
গুণান্বিতেষু প্রসভং বিবেদ্যো
বিশালমূর্ত্তিস্ত্বিহ সূক্ষ্মরূপঃ ॥ ২
বাক্‌পাণিপাদৈর্ব্বিগতেন্দ্রিয়োঽপি
কথং ভবান্ বৈ সুগতিঃ সুকর্ম্মা।
সংসারবন্ধে নিহিতেন্দ্রিয়োঽপি
পুনঃ কথং দেববরোঽসি বেদ্যঃ ॥ ১০৩
মূর্ত্তামূর্ত্তং ন তু লভ্যতে পরং
পরং বপুর্দ্দেব বিশুদ্ধভাবৈঃ।
সংসারবিচ্ছিত্তিকরৈর্যজদ্ভি-
রতোঽবসীয়েত চতুর্ম্মুখস্তবং ॥ ১০৪
পরং ন জানন্তি যতো বপুস্তে
দেবাদয়োঽপ্যদ্ভুতরূপধারিন্।
বিভোঽবতারেঽগ্র্যতরং পুরাণ-
মারাধয়েদ্ যৎ কমলাসনস্থম্ ॥ ৫
ন তে তত্ত্বং বিশ্বসৃজোঽপি যোনি-
মেকান্ততো বেত্তি বিশুদ্ধভাবঃ।
পরস্বহং বেদ্মি কথং পুরাণং
ভবন্তমাদ্যং তপসা বিশুদ্ধম্ ॥১০৬
পদ্মাসনো বৈ জনকঃ প্রসিদ্ধ
এবং প্রসিদ্ধির্হ্যসকৃৎ পুরাণাৎ।
সঞ্চিন্ত্য তে নাথ বিভুং ভবন্তং
জানাতি নৈবং তপসা বিহীনঃ ॥১০৭
অস্মাদৃশৈশ্চ প্রবরৈর্ব্বিবোধ্যং
ত্বাং দেব মূর্খাঃ স্বমতিং বিভজ্য।
প্রবোদ্ধুমিচ্ছন্তি ন তেষু বুদ্ধি-
রুদারকীর্ত্তিষ্বপি বেদহীনাঃ ॥ ১০৮
জন্মান্তরৈর্ব্বেদবিবেকবুদ্ধিভি-
র্ভবেদ্ যথা বা যদি বা প্রকাশঃ।
তল্লাভলুব্ধস্য ন মানুষত্বং
ন দেবগন্ধর্ব্বপতিঃ শিবঃ স্যাৎ ॥ ১০৯
ন বিষ্ণুরূপো ভগবান্ সুসূক্ষ্মঃ
স্থূলোঽসি দেবঃ কৃতকৃত্যতায়াঃ।

আমি কি উপাসনা করিব? এইরূপে তোমাকে যে ব্যক্তি প্রকৃতির পর বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞগণেরও বরিষ্ঠ। তুমি গুণান্বিত, তথাপি তোমাকে জানা অলীক বলিয়া মনে হয়; কেন না, তুমি বিশালবপু হইয়াও এই বিজ্ঞান বিষয়ে সূক্ষ্মমূর্ত্তি। তুমি হস্ত পদ বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়হীন; অতএব কেমন করিয়া তোমাকে সুগতি ও সুকর্ম্মা বলিয়া বুঝিব? আবার এদিকে তুমি সাধারণ লোকের মত অখিল ইন্দ্রিয় সংসার বন্ধে নিহিত করিয়াছ; সুতরাং তোমাকে দেববর বলিয়াই বা কিরূপে জানিব? হে দেব! বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন যাজ্ঞিকগণ সংসারবিচ্ছেদ-কর ক্রিয়াসমূহ দ্বারা তোমার মূর্ত্তির উপাসনা করে, পরন্তু তাহারা তোমার পরম অমূর্ত্তের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, তাই অমূর্ত্ত হইলেও তাহাদের নিকট তোমার চতুর্ম্মুখত্ব প্রতিভাত হয়। তুমি অদ্ভুতরূপধারী, তাই দেবাদি কেহই তোমার যথার্থরূপ জানিতে পারে না; হে বিভো! তজ্জন্যই তোমার অগ্র্যতর অবতার পদ্মাসনস্থ পুরাণ চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তির উপাসনা করে। তুমি বিশ্বস্রষ্টা, একান্ত সত্ত্বস্বভাব ব্যক্তিও যখন তোমার তত্ত্ব বা জন্ম জানে না, তখন আমি কিরূপে ভবাদৃশ তপোবিশুদ্ধ আদ্য পুরাণ পুরুষকে জানিতে সমর্থ হইব? পদ্মাসন ব্রহ্মা প্রসিদ্ধ জনক, এরূপ প্রসিদ্ধি পুরাণ হইতে অনেকবার বিদিত হইয়াছি; হে নাথ! তপস্যাহীন ব্যক্তি সম্যক্ চিন্তা করিয়াও ভবাদৃশ বিভুকে বিদিত হইতে পারে না। ১০১-১০৭। হে দেব! আমাদের মত প্রবরগণেরও তুমি বিবোধ্য, কিন্তু জ্ঞানহীন মূর্খগণ যে স্ব স্ব বুদ্ধি বিভাগক্রমে তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করে, তাহা তাহাদের বুদ্ধির প্রভাব নহে; তাহা কেবল সেই সকল উদারকীর্ত্তি জনগণের জন্মান্তরের বিবেকজ্ঞানবলের প্রকাশ মাত্র। কিন্তু তোমার লাভে লুব্ধমতি ব্যক্তির মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি ঘটে না, হে দেব! তাদৃশ ব্যক্তি গন্ধর্ব্বপতি বা শিব হইয়া থাকে। তোমার ভগবদ্ বিষ্ণুরূপও সুসূক্ষ্ম নহে; কেননা,

স্থূলোঽপি সূক্ষ্মঃ সুলভোঽসি দেব
ত্বদ্বাহ্যকৃত্যা নরকে পতন্তি ॥ ১১০
বিমুচ্যতে বা ভবতি স্থিতেঽস্মিন্
সংশ্রেম্বুবহ্ন্যর্কমরুন্মহীভিঃ ।
তত্ত্বৈঃ স্বরূপৈঃ সমরূপধারিভি-
রাত্মস্বরূপে বিততস্বভাবঃ ॥ ১১১
ইতি স্তুতিং মে ভগবন্ হ্যনন্ত
জুষস্ব ভক্তস্য বিশেষতশ্চ ।
সমাধিযুক্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্ত্বদ্ভাবভাবৈকমনোঽনুগস্য ॥ ১১২
সদা হৃদিস্থো ভগবন্নমস্তে
নমামি নিত্যং ভগবন্ পুরাণ ।
ইতি প্রকাশং তব মে তদীশ
স্তবং ময়া সর্ব্বগতিপ্রবুদ্ধ ॥ ১১৩
সংসারচক্রে ভ্রমণাদিযুক্তা-
ভীতিং পুনর্নঃ প্রতিপাদয়স্ব ॥ ১১৪

ব্রহ্মোবাচ ।

সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং ন সন্দেহো প্রজ্ঞারাশিশ্চ কেশব ।
দেবানাং প্রথমঃ পূজ্যঃ সর্ব্বদা ত্বং ভবিষ্যসি ।
নারায়ণাদনন্তরং রুদ্রো ভক্ত্যা বিরিঞ্চিনম্ ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্ ॥১১৬

রুদ্র উবাচ ।

নমঃ কমলপত্রাক্ষ নমস্তে পদ্মজন্মনে ।
নমঃ সুরাসুরগুরো কারিণে পরমাত্মনে ॥১১৭
নমস্তে সর্ব্বদেবেশ নমো বৈ মোহনাশন ।
বিষ্ণোর্নাভিস্থিতবতে কমলাসনজন্মনে ॥ ১১৮
নমো বিদ্রুমরক্তাঙ্গ-পাণিপল্লবশোভিনে ।
শরণং ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং ভবসংসৃতেঃ
পূর্ব্বং নীলাম্বুদাকারং কুড্মলন্তে পিতামহ ।
দৃষ্ট্বা রক্তমুখং ভূয়ঃ পত্রকেসরসংযুতম্ ॥ ১২০
পদ্মঞ্চানেকপত্রাস্তমসংখ্যাতং নিরঞ্জনম্ ।
তত্র স্থিতেন ত্বয়ৈষা সৃষ্টিশ্চৈব প্রবর্ত্তিতা ॥১২১

দেবকার্য্যসাধনার্থ তাহাও স্থূল হয়। হে দেব! স্থূল হইয়াও তুমি সূক্ষ্ম হও, পরন্তু সুলভও হইয়া থাক; কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিরা নরকে পতিত হয়; আবার তাহারাই তোমাতে স্থিতমতি হইলে সেই নরক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তোমাকেই আশ্রয় করে অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি তত্ত্বের স্বরূপ অশ্বিনীকুমারাদিনামধারী দেবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্বের অতীত হয়, তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। হে ভগবন্! হে অনন্ত! আমি তোমার ভক্ত, বিশেষতঃ তোমাতে সমাধিযুক্ত, সুতরাং বিশুদ্ধহৃদয়; আমার মন একমাত্র তোমারই ভাবের অনুগ, অতএব তুমি আমার এই স্তব গ্রহণ কর। হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বদা আমার হৃদিস্থ, তোমাকে নমস্কার; হে পুরাণপুরুষ ভগবন্! তোমাকে নিত্য নমস্কার। হে ঈশ! তুমি সর্ব্ববিধ জ্ঞান বিষয়ে প্রবুদ্ধ, আমি এই যে তোমার স্তব করিলাম, আমার এই স্তবও তুমি গ্রহণ কর; তুমি নানা অবতাররূপে সংসারচক্রে ভ্রমণশীল, তুমি আমাদের অভয়দান কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে কেশব! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, সন্দেহ নাই; তোমার প্রজ্ঞা প্রচুর, তুমি দেবগণের প্রথম ও সর্ব্বদা পূজ্য। নারায়ণের কথা শেষ হইলে রুদ্র ভক্তিপূর্ব্বক কমলোদ্ভব বিরিঞ্চি ব্রহ্মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ১০৮—১১৬। রুদ্র বলিলেন,—হে কমলপত্রনেত্র! হে পদ্মোদ্ভব! তোমাকে নমস্কার। হে সুরাসুরগুরো! তুমি পরমাত্মা ও বিধাতা, তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বদেবপ্রভো! হে মোহনাশন! তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুর নাভিকমলবাসী ও কমলযোনি; তোমার দেহ বিদ্রুমরক্ত এবং করপল্লব লোহিত বর্ণে শোভিত, তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে ভবসংসার হইতে পরিত্রাণ কর। হে পিতামহ! পূর্ব্বে তোমার বাসভবন কমলকোরক ছিল, তাহা নীল মেঘাকার পরিদৃষ্ট হইত; উহা পুনরায় রক্তমুখ ও পত্রকেশরসংযুত হইয়াছে; ঐ পদ্মের পত্র নির্ম্মল এবং অনেক বলিয়া উহার সংখ্যা

ত্বাং মুক্ত্বা নাস্ত্যতস্ত্রাণং জগদ্বন্দ্য নমোঽস্তু তে
সাবিত্রী শাপদগ্ধোঽহং লিঙ্গং মে পতিতং ক্ষিতৌ
ইদানীং কুরু মে শান্তিং ত্রাহি মাং সহ ভার্য্যয়া
ব্রহ্মা বৈ পাতু মে পাদৌ জঙ্ঘে বৈ কমলাসনঃ
বিরিঞ্চো মে কটিং পাতু সৃষ্টিকৃদ্গুহ্যমেব চ ॥
নাভিং পদ্মনিভঃ পাতু জঠরং চতুরাননঃ।
উরস্ত বিশ্বসৃক্ পাতু হৃদয়ং পাতু পদ্মজঃ ॥১২৪
সাবিত্রীপতির্মে কণ্ঠং হৃষীকেশো মুখং মম।
পদ্মবর্ণশ্চ নয়নে পরমাত্মা শিরো মম ॥ ১২৫
এবং স্থস্য গুরোর্নাম শঙ্করো নাম শঙ্করঃ।
নমস্তে ভগবন্ ব্রহ্মন্নিত্যুক্ত্বা বিররাম হ ॥ ১২৬
ততস্তুষ্টো হরং ব্রহ্মা বাক্যমেতদুবাচ হ।
কস্তে কামং করোম্যদ্য পৃচ্ছ মাং যদ্যদিচ্ছসি

রুদ্র উবাচ।

যদি প্রসন্নো মে নাথ বরদো যদি বা মম।
তদেকং মে বদ বিভো যস্মিন্ স্থানে ভবান্ স্থিতঃ ॥ ১২৮
কেষু কেষু চ স্থানেষু ত্বাং পশ্যন্তি সদা দ্বিজাঃ
নাম্না চ কেন তে স্থানং শোভতে ধরণীতলে ॥
তন্মে বদস্ব সর্ব্বেশ তব ভক্তিরতস্য চ ॥১৩০

ব্রহ্মোবাচ।

পুষ্করেঽহং সুরশ্রেষ্ঠো গয়ায়াঞ্চ চতুর্মুখঃ।
কান্যকুব্জে দেবগর্ভো ভৃগুকক্ষে পিতামহঃ ॥১৩১
কাবের্য্যাং সৃষ্টিকর্ত্তা চ নন্দিপুর্য্যাং বৃহস্পতিঃ।
প্রভাসে পদ্মজন্মা চ বানর্য্যাঞ্চ সুরপ্রিয়ঃ ॥ ১৩২
দ্বারবত্যাস্তু ঋগ্বেদী বৈদিশে ভুবনাধিপঃ।
পৌণ্ড্রকে পুণ্ডরীকাক্ষঃ পিঙ্গাক্ষো হস্তিনাপুরে
জয়ন্ত্যাং বিজয়শ্চাস্মি জয়ন্তঃ পুষ্করাবতে।
উগ্রেষু পদ্মহস্তোঽহং তমোনদ্যাং তমোনুদঃ ॥
অহিচ্ছত্রে জয়ানন্দী কাঞ্চীপুর্য্যাং জনপ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মাহং পাটলীপুত্রে ঋষিকুণ্ডে মুনিস্তথা ॥১৩৫
মহিতারে মুকুন্দশ্চ শ্রীকণ্ঠঃ শ্রীনিবাসিতে।
কামরূপে শুভাকারো বারাণস্যাং শিবপ্রিয়ঃ ॥
মল্লিকাক্ষে তথা বিষ্ণুর্মহেন্দ্রে ভার্গবস্তথা।

হয় না; তুমি তাহারই মধ্যে থাকিয়া এই সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করিয়াছ। তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহারও নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্তি হয় না; হে জগদ্বন্দ্য! তোমাকে নমস্কার। আমি সাবিত্রীর শাপে দগ্ধ, আমার লিঙ্গ ক্ষিতিতলে পতিত হইয়াছে; সম্প্রতি তুমি আমায় শান্তি দাও, ভার্য্যার সহিত আমায় ত্রাণ কর। ব্রহ্মা আমার পাদদ্বয় রক্ষা করুন, কমলাসন আমার জঙ্ঘাদ্বয়, বিরিঞ্চি কটি, সৃষ্টিকর্ত্তা গুহ্য, পদ্মনিভ নাভি, চতুরানন জঠর, বিশ্বস্রষ্টা বক্ষ, পদ্মজ হৃদয়, সাবিত্রীপতি কণ্ঠ, হৃষীকেশ মুখ, পদ্মবর্ণ নয়নদ্বয় এবং পরমাত্মা আমার মস্তক রক্ষা করুন। শুভকর শঙ্কর এইরূপে গুরুনাম ন্যাস করিয়া—"হে ভগবন্ ব্রহ্মন্! তোমায় নমস্কার" এই বলিয়া বিরত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া হরকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—আজ তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব? যাহা তোমার ইচ্ছা, প্রার্থনা কর। রুদ্র কহিলেন,—হে নাথ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর যদি আমার বরদই হন, তবে হে বিভো! আমায় এই একটী কথা বলুন যে, আপনি কোন্ স্থানে অবস্থান করেন? কোন্ কোন্ স্থানে দ্বিজগণ সর্ব্বদা আপনাকে দর্শন করেন; আর আমাদের সেই সব স্থান কি কি নামে ধরণীতলে প্রসিদ্ধ? হে সর্ব্বেশ! আমি আপনার ভক্ত, অতএব আমাকে তাহা বলুন।১১৭—১৩০। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি পুষ্করে সুরশ্রেষ্ঠ, গয়ায় চতুর্মুখ, কান্যকুব্জে দেবগর্ভ, ভৃগুকক্ষে পিতামহ, কাবেরীতে সৃষ্টিকর্ত্তা, নন্দিপুরে বৃহস্পতি, প্রভাসে পদ্মজন্মা, বানরীতে সুরপ্রিয়, দ্বারবতীতে ঋগ্বেদী, বৈদিশে ভুবনাধিপ, পৌণ্ড্রকে পুণ্ডরীকাক্ষ এবং হস্তিনাপুরে পিঙ্গাক্ষ। আমি জয়ন্তীতে বিজয়, পুষ্করাবতে জয়ন্ত, উগ্রে পদ্মহস্ত, তমোনদীতে তমোনুৎ, অহিচ্ছত্রে জয়ানন্দী, কাঞ্চীপুরীতে জনপ্রিয়, পাটলীপুত্রে ব্রহ্মা, ঋষিকুণ্ডে মুনি, মহিতারে মুকুন্দ, শ্রীনিবাসিতে শ্রীকণ্ঠ, কামরূপে শুভাকার, বারাণসীতে শিবপ্রিয়, মল্লিকাক্ষে বিষ্ণু, মহেন্দ্রে ভার্গব, গো-

গোনর্দ্দে স্থবিরাকার উজ্জয়িন্যাং পিতামহঃ॥
কৌশাম্ব্যান্তু মহাবোধিরযোধ্যায়াঞ্চ রাঘবঃ।
মুনীন্দ্রশ্চিত্রকূটে তু বারাহো বিন্ধ্যপর্ব্বতে॥১৩৮
গঙ্গাদ্বারে পরমেষ্ঠী হিমবত্যপি শঙ্করঃ।
দেবিকায়াং স্রুচাহস্তঃ স্রুবহস্তশ্চতুর্ব্বটে॥১৩৯
বৃন্দাবনে পদ্মপাণিঃ কুশহস্তশ্চ নৈমিষে।
গোপ্রক্ষে চৈব গোপীন্দ্রঃ সচন্দ্রো যমুনাতটে॥
ভাগীরথ্যাং পদ্মতনুর্জলানন্দো জলন্ধরে।
কৌঙ্কণে চৈব মদ্রাক্ষঃ কাম্পিল্যে কনকপ্রিয়ঃ।
বেঙ্কটে চান্নদাতা চ শম্ভুশ্চৈব ক্রতুস্থলে।
লঙ্কায়াঞ্চ পুলস্ত্যোঽহং কাশ্মীরে হংসবাহনঃ॥
বশিষ্ঠশ্চার্ব্বুদে চৈব নারদশ্চোৎপলাবতে।
মেলকে শ্রুতিদাতাহং প্রপাতে যাদসাং পতিঃ
সামবেদস্তথা যজ্ঞে মধুরে মধুরপ্রিয়ঃ।
অঙ্কোটে যজ্ঞভোক্তা চ ব্রহ্মবাদে সুরপ্রিয়ঃ॥
নারায়ণশ্চ গোমস্তে মায়াপুর্য্যাং দ্বিজপ্রিয়ঃ।
ঋষিবেদে দুরাধর্ষো রেবায়াং সুরমর্দ্দনঃ॥১৪৫
বিজয়ায়াং মহারূপঃ স্বরূপো রাষ্ট্রবর্দ্ধনে।
পৃথূদরস্তু মালব্যাং শাকম্ভর্য্যাং রসপ্রিয়ঃ॥১৪৬
পিণ্ডারকে তু গোপালঃ শঙ্খোদ্ধারেঽঙ্গবর্দ্ধনঃ
কাদম্বকে প্রজাধ্যক্ষো দেবাধ্যক্ষঃ সমস্থলে।
গঙ্গাধরো ভদ্রপীঠে জলশায্যহমর্ব্বুদে।
ত্র্যম্বকে ত্রিপুরাধীশঃ শ্রীপর্ব্বতে ত্রিলোচনঃ।
মহাদেবঃ পদ্মপুরে কাপালে বৈধসস্তথা।
শৃঙ্গবেরপুরে শৌরির্নৈমিষে চক্রপাণিকঃ॥১৪৯
দণ্ডপুর্য্যাং বিরূপাক্ষো গৌতমো ধূতপাপকে।
হংসনাথো মাল্যবতি দ্বিজেন্দ্রো বলিকে তথা॥
ইন্দ্রপুর্য্যাং দেবনাথো দ্যুতপায়াং পুরন্দরঃ।
হংসবাহস্তু লম্বায়াং চণ্ডায়াং গরুড়প্রিয়ঃ॥১৫১
মহোদয়ে মহাযজ্ঞঃ সুযজ্ঞো যজ্ঞকেতনে।
সিদ্ধীশ্বরে পদ্মবর্ণো বিভায়াং পদ্মবোধনঃ॥১৫২
দেবদারুবনে লিঙ্গং মহাপথ্যৌ বিনায়কঃ।
ত্র্যম্বকো মাতৃকাস্থান অলকায়াং কুলাধিপঃ।
ত্রিকূটে চৈব গোনর্দ্দঃ পাতালে বাসুকিস্তথা।
পদ্মাধ্যক্ষশ্চ কেদারে কুষ্মাণ্ডে সুরতপ্রিয়ঃ॥১৫৪
কুণ্ডবাপ্যাং শুভাঙ্গস্তু সারণ্যাং তক্ষকস্তথা।
অক্ষোটে পাপহা চৈব হ্যম্বিকায়াং সুদর্শনঃ।
বরদায়াং মহাবীরঃ কান্তারে দুর্গনাশনঃ।

নর্দ্দে স্থবিরাকার, উজ্জয়িনীতে পিতামহ, কৌশাম্বীতে মহাবোধি, অযোধ্যায় রাঘব, চিত্রকূটে মুনীন্দ্র, বিন্ধ্যপর্ব্বতে বারাহ, গঙ্গাদ্বারে পরমেষ্ঠী, হিমালয়ে শঙ্কর, দেবিকায় স্রুচাহস্ত, চতুর্ব্বটে স্রুবহস্ত, বৃন্দাবনে পদ্মপাণি, নৈমিষে কুশহস্ত, গোপ্রক্ষে গোপীন্দ্র, যমুনাতটে চন্দ্র, ভাগীরথীতে পদ্মতনু, জলন্ধরে জলানন্দ, কৌঙ্কণে মদ্রাক্ষ, কাম্পিল্যে কনকপ্রিয়, বেঙ্কটে অন্নদাতা এবং ক্রতুস্থলে আমি শম্ভু। আমি লঙ্কায় পুলস্ত্য, কাশ্মীরে হংসবাহন, অর্ব্বুদপ্রদেশে বশিষ্ঠ, উৎপলাবতে নারদ, মেলকে শ্রুতিদাতা, প্রপাতে যাদোপতি, যজ্ঞে সামবেদ, মধুরে মধুরপ্রিয়, অঙ্কোটে যজ্ঞভোক্তা, ব্রহ্মবাদে সুরপ্রিয়, গোমস্তে নারায়ণ, মায়াপুরীতে দ্বিজপ্রিয়, ঋষিবেদে দুরাধর্ষ, রেবায় সুরমর্দ্দন, বিজয়ায় মহারূপ, রাষ্ট্রবর্দ্ধনে স্বরূপ, মালবীতে পৃথূদর, শাকম্ভরীতে রসপ্রিয়, পিণ্ডারকে গোপাল, শঙ্খোদ্ধারে অঙ্গবর্দ্ধন, কাদম্বকে প্রজাধ্যক্ষ, সমস্থলে দেবাধ্যক্ষ, ভদ্রপীঠে গঙ্গাধর এবং অর্ব্বুদাচলে আমি জলশায়ী। আমি ত্র্যম্বকে ত্রিপুরাধীশ, শ্রীপর্ব্বতে ত্রিলোচন, পদ্মপুরে মহাদেব, কাপালে বৈধস, শৃঙ্গবের পুরে শৌরি, নৈমিষে চক্রপাণিক, দণ্ডপুরীতে বিরূপাক্ষ, ধূতপাপকে গৌতম, মাল্যবানে হংসনাথ, বলিকে দ্বিজেন্দ্র, ইন্দ্রপুরীতে দেবনাথ, দ্যুতপায় পুরন্দর, লম্বায় হংসবাহ, চণ্ডায় গরুড়প্রিয়, মহোদয়ে মহাযজ্ঞ, যজ্ঞকেতনে সুযজ্ঞ, সিদ্ধেশ্বরে পদ্মবর্ণ, বিভায় পদ্মবোধনঃ, দেবদারুবনে লিঙ্গ, মহাপথিতে বিনায়ক, মাতৃকাস্থানে ত্র্যম্বক, অলকায় কুলাধিপ, ত্রিকূটে গোনর্দ্দ, পাতালে বাসুকি, কেদারে পদ্মাধ্যক্ষ এবং কুষ্মাণ্ডে সুরতপ্রিয় নামে অবস্থিত। ১৩১—১৫৪। আমি কুণ্ড, বাপীতে শুভাঙ্গ, সারণীতে তক্ষক, অক্ষোটে পাপহা, অম্বিকায় সুদর্শন, বরদায় মহাবীর,

অনন্তশ্চৈব পর্ণাটে প্রকাশায়াং দিবাকরঃ ॥১৫৬
বিরাজায়াং পদ্মনাভঃ স্বরুদ্রশ্চ ব্লকস্থলে ।
মার্কণ্ডো বটকে চৈব বাহিন্যাং মৃগকেতনঃ ॥
পদ্মাবত্যাং পদ্মগৃহো গগনে পদ্মকেতনঃ ।
অষ্টোত্তরং স্থানশতং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্ ।
যত্র বৈ মম সান্নিধ্যং ত্রিসন্ধ্যং ত্রিপুরান্তক ॥১৫৮
এতেষামপি যস্ত্বেকং পশ্যতে ভক্তিমান্নরঃ ।
স্থানং সুবিমলং লব্ধা মোদতে শাশ্বতীঃ সমাঃ
মানসং বাচিকং চৈব কায়িকং যচ্চ দুষ্কৃতম্ ।
তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
যস্ত্বেতানি চ সর্ব্বাণি গত্বা মাং পশ্যতে নরঃ ।
ভবতে মোক্ষভাগী চ যত্রাহং তত্র বৈ স্থিতঃ ॥
পুষ্পোপহারৈর্ধূপৈশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণৈঃ ।
ধ্যানেন চ স্থিরেণাশু প্রাপ্যতে পরমেশ্বরঃ ॥১৬২
তস্য পুণ্যফলং চাত্র্যামন্তে মোক্ষফলং তথা ।
স ব্রহ্মলোকমাসাদ্য তৎকালং তত্র তিষ্ঠতি ॥
পুনঃ সৃষ্টৌ ভবেদ্দেবো বৈরাজানাং মহাতপাঃ
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি ইহ লোকে কৃতান্যপি ।
অকামতঃ কামতো বা তানি নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ
ইহ লোকে দরিদ্রো যো ভ্রষ্টরাজ্যোঽথবা পুনঃ
স্থানেষ্বেতেষু বৈ গত্বা মাং পশ্যতি সমাধিনা ॥
কৃত্বা পুজোপহারঞ্চ স্নানঞ্চ পিতৃতর্পণম্ ।
কৃত্বা পিণ্ডপ্রদানঞ্চ সোঽচিরাদ্দুঃখবর্জ্জিতঃ ॥
একচ্ছত্রো ভবেদ্রাজা সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ।
ইহ রাজ্যানি সৌভাগ্যং ধনধান্যং বরস্ত্রিয়ঃ ।
ভবন্তি বিবিধাস্তস্য যৈর্যাত্রা পুষ্করে কৃতা ॥ ১৬৮
ইদং যাত্রাবিধানং যঃ কুরুতে কারয়েত বা ।
শৃণোতি বা স পাপেভ্যঃ সর্ব্বৈরেব প্রমুচ্যতে ॥
অগম্যাগমনং যেন কৃতং জানাতি মানবঃ ।
ব্রহ্মক্রিয়ায়া লোপেন বহুবর্ষকৃতেন চ ॥ ১৭০
যাত্রাকেমাং সকৃৎ কৃত্বা বেদসংস্কারমাপ্নুয়াৎ ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন ইদমস্তীহ শঙ্কর ।

কান্তারে দুর্গনাশন, পর্ণাটে অনন্ত, প্রকাশায় দিবাকর, বিরাজায় পদ্মনাভ, ব্লকস্থলে স্বরুদ্র, বটকে মার্কণ্ড, বাহিনীতে মৃগকেতন, পদ্মাবতীতে পদ্মগৃহ এবং গগনে আমি পদ্মকেতন। হে ত্রিপুরান্তক! যে যে স্থানে আমার ত্রিসন্ধ্য সান্নিধ্য হয়, এই সেই অষ্টোত্তর শত স্থান আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি এই সকল স্থানের মধ্যে একটীও অবলোকন করে, সে সুনির্ম্মল লোক লাভ করিয়া অনন্তকাল প্রীতি লাভ করে; তাহার মানস,বাচিক ও কায়িক যে কোন দুষ্কৃত, তৎসমস্ত নাশ পায়। এ বিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। যে নর এই সমস্ত স্থানে গমন করিয়া আমাকে অবলোকন করে, সে মোক্ষভাগী হয় এবং আমি যেস্থানে থাকি, তাহারও অবস্থান সেই স্থানে হইয়া থাকে। পুষ্পোপহার ও ধূপ দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি-সাধন এবং স্থীর ধ্যান দ্বারা আশু পরমেশ্বর-প্রাপ্তি হয়; যে ব্যক্তি ঐরূপ করে, ইহকালে তাহার শ্রেষ্ঠ পুণ্যফল ও অন্তকালে মোক্ষফল হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া আত্মকাল তথায় বাস করে। পুনরায় সৃষ্টি সময়ে বৈরাজ লোকের মহাতপা দেবতা হয়। তাহার অকামতঃ কিংবা কামত ইহলোক-কৃত ব্রহ্মহত্যাদি পাপপুঞ্জ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি ইহলোকে দরিদ্র অথবা ভ্রষ্ট-রাজ্য তিনি যদি এই সকল স্থানে গমন করিয়া সমাধিসহকারে আমাকে দর্শন করেন, স্নান করিয়া পুজোপহার প্রদান, পিতৃতর্পণ এবং পিণ্ডপ্রদান করেন, তবে অচিরে তাঁহার দুঃখমুক্তি হয়; তিনি একচ্ছত্র রাজা হন, ইহা সত্য ও সংশয়হীন। যাঁহারা পুষ্করে যাত্রা করেন, তাঁহাদের ইহকালে রাজ্য সৌভাগ্য, ধন-ধান্য ও বরনারীলাভ প্রভৃতি বিবিধ সৌখ্য হয়।১৫৫-১৬৮। যে ব্যক্তি পুষ্কর-যাত্রা করে বা করায় অথবা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে মানব জ্ঞানতঃ অগম্যাগমন করে এবং যাহার বহু বৎসর যাবৎ বৈদিকক্রিয়া লুপ্ত হইয়াছে, তথাবিধ ব্যক্তিও একবার মাত্র পুষ্করযাত্রা করিয়া বেদ-সংস্কার লাভ করে। হে শঙ্কর! এ বিষয়ে বহু বলিয়া কি হইবে, এই পুষ্কর এমনই বস্তু,

অপ্রাপ্যং প্রাপ্যতে তেন পাপঞ্চাপি বিনশ্যতি
সর্ব্বযজ্ঞফলৈস্তুল্যং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্ ।
সর্ব্বেষাং চৈব বেদানাং সমাপ্তিস্তেন বৈ কৃতা
যঃ কৃত্বা পুষ্করে সন্ধ্যাং সাবিত্রীসমুপাসিতা ।
স্বপত্নীহস্তদত্তেন পৌষ্করেণ জলেন তু ॥ ১৭৪
ভৃঙ্গারেণ বরেণৈব মৃন্ময়েনাপি শঙ্কর ।
আনীয় তজ্জলং পুণ্যং সন্ধ্যোপাস্তির্দিনক্ষয়ে ॥
সমাধিনা সমাধেয়া সপ্রাণায়ামপূর্ব্বিকা ।
তস্যাং কৃতায়াং যৎপুণ্যং তচ্ছৃণুষ হরাদ্য মে ॥
তেন দ্বাদশবর্ষাণি ভবেৎ সন্ধ্যা সুবন্দিতা ।
অশ্বমেধফলং স্নানে দানে দশগুণং তথা ।
উপবাসেঽপ্যনন্তঞ্চ স্বয়ং প্রোক্তং ময়ানঘ ॥১৭৭
সাবিত্র্যাঃ পুরতো যস্তু দম্পত্যোর্ভোজনং দদেৎ
তেনাহং ভোজিতস্তত্র ভবামীহ ন সংশয়ঃ ॥
দ্বিতীয়ং ভোজয়েদ্ যস্তু ভোজিতস্তেন কেশবঃ
লক্ষ্মীসহায়ো বরদো বরাংস্তস্য প্রযচ্ছতি ॥ ১৭৯
উমাসহায়স্তাত্তীয়ে ভোজিতোঽসি ন সংশয়ঃ ।
অথবা যা কুমারীণাং ভক্ত্যা দদ্যাচ্চ ভোজনম্
তস্যাঃ কুলে ভবেদ্বন্ধ্যা ন কদাচিচ্চ দুর্ভগা ।
ন কন্যাজননী কাপি ন ভর্ত্তুর্যা ন বল্লভা ॥ ১৮২
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাবিত্র্যগ্রে তু ভোজনম্ ।
পারত্রমৈহিকং বাপি কাময়দ্ভির্নরৈঃ সদা ।
দাতব্যং সর্ব্বদা ভীম কটুতৈলবিবর্জ্জিতম্ ॥১৮৩
ন চাম্লং নচ বৈ ক্ষারং স্ত্রীণাং ভোজ্যং কদাচন
ভক্ষ্যং পঞ্চপ্রকারঞ্চ রসৈঃ সর্ব্বৈঃ সুসংস্কৃতম্ ।
ঘৃতপূর্য্যঃ সুপক্কাশ্চ বহুক্ষীরসমন্বিতাঃ ।
শিখরিণী তথা পেয়া দধিক্ষীরসমন্বিতা ॥ ১৮৫
আহ্লাদকারিণী পুংসাং স্ত্রীণাঞ্চাতীব বল্লভা ।
ধনধান্যজনোপেতং নারীণাঞ্চ শতং কুলম্ ।
পূপকং শষ্কুলং তস্যা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৮৭
ন জরো ন চ সন্তাপো ন দুঃখং ন বিয়োগিতা

ইহা দ্বারা অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি এবং পাপ বিনাশ হয়। ইহা অখিল যজ্ঞফলের তুল্য এবং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ। এখানে যে ব্যক্তি পত্নীহস্তপ্রদত্ত পৌষ্কর বারি দ্বারা সন্ধ্যা করিয়া সাবিত্রীর সম্যক্ উপাসনা করে, সে সর্ব্বদেবতার সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকে। হে শঙ্কর! উত্তম ভৃঙ্গার বা মৃন্ময়পাত্রে পবিত্র পৌষ্করবারি আনয়ন করিয়া যে ব্যক্তি সায়ং সময়ে সন্ধ্যার উপাসনা করে, প্রাণায়ামপূর্ব্বক সমাধি দ্বারা ধ্যান করে, তথাবিধ সন্ধ্যাকারীর যে পুণ্য হয়, হে হর! আজ আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। একটী সন্ধ্যার উপাসনায়ই তাহার দ্বাদশবর্ষের সন্ধ্যা সুবন্দিতা হয়। হে অনঘ! এখানে স্নানে অশ্বমেধফল, দানে তাহার দশগুণ পুণ্য এবং উপবাসে অনন্ত ফল লাভ হয়, ইহা আমার নিজের উক্তি। পুষ্করে সাবিত্রীর সম্মুখে যে ব্যক্তি দম্পতির ভোজন দান করে, সে আমাকেই ভোজন করায়; এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি দুই দম্পতিকে ভোজন করায়, তাহার কেশবকে আহার করান হয়, আর লক্ষ্মীক বরদ বিষ্ণু তাহাকে বহু বরদান করেন। তিন দম্পতিকে ভোজন করাইলে উমার সহিত তোমাকে ভোজন করান হয়। এখানে যে নারী কুমারীগণকে ভক্তি সহকারে আহার করায়, তাহার কুলে কেহ কদাচ বন্ধ্যা বা দুর্ভগা হয় না; কোন নারী কন্যাজননী বা পতির অপ্রিয়া হয় না; অতএব পারত্রিক বা ঐহিক সুখকামী মানবগণ এখানে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে সাবিত্রীর সম্মুখে ভোজন দান করিবে। হে ভীম! এখানে নারীগণের ভোজ্যে কটুতৈল, অম্ল ও ক্ষার দ্রব্য দিবে না। পরন্তু সর্ব্বরসে সুসংস্কৃত পঞ্চ প্রকার ভোজ্য দান করিবে। যথা—সুপক্ক ঘৃতপূরী, বহুক্ষীরসমন্বিত ঘৃতপূরী, শিখরিণী, দধিবহুলা পেয়া এবং ক্ষীরবহুলা পেয়া ।১৬৯—১৮৫। এই সকল ভক্ষ্য আহ্লাদদায়িনী, ইহা স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়। যে নারী ঐরূপ দান করে, ধন ধান্য ও জনযুক্ত শত শত নারী এবং পূপক ও শষ্কুলাদি দ্রব্যে তাহার গৃহ পূর্ণ থাকে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তাহার জ্বর হয় না সন্তাপ, দুঃখ বা পতিবিপ্রয়োগ ঘটে না; সে নারী

অসৌ তারয়তে স্বানাং কুলানামেকবিংশতিম্।
বন্ধুভিশ্চ-সুতৈশ্চৈব দাসীদাসৈরনন্তকৈঃ।
পূরিতঞ্চ কুলং তস্যাঃ পূরিকাং যা প্রদাস্যতি।
এধতে চ চিরং কালং পুত্রপৌত্রসমন্বিতম্ ॥১৮৯
কুলঞ্চ সকলং তস্য শঙ্কুলং যঃ প্রযচ্ছতি ॥১৯০
পুত্রিণ্যো বৈ দুহিতরো বন্ধুভিঃ সহিতং কুলম্
শিখরিণীপ্রদাত্রীণাং যুবতীনাং ন সংশয়ঃ ॥১৯১
মোদতে তু কুলং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রপূরিতম্।
মোদকানাং প্রদানেন এবমাহ প্রজাপতিঃ ॥১৯২
এতদেব তু গৌরীণাং ভোজনং হর শস্যতে।
সুভগা পুত্রিণী সাধ্বী ধনঋদ্ধিসমন্বিতা।
সহস্রভোজিনী শম্ভো জন্মজন্ম ভবিষ্যতি ॥১৯৩
পূপানি চৈব পুণ্যানি কৃতানি মধুরাণি চ।
দ্রাক্ষারসপ্রধানঞ্চ গুড়খণ্ডসমন্বিতম্ ॥ ১৯৪
শারদেন তু ধান্যেন কৃত্বা খণ্ডং বিমিশ্রিতম্।
স্ত্রীণাঞ্চৈব তু পেয়ানি ভক্ষ্যাণি চ দ্বিজন্মনাম্॥
ইহ চাবিকবাসাংসি বর্ষাযোগ্যানি সর্ব্বশঃ।
যানি যানি চ পেয়ানি তানি যোগ্যানি [illegible]
প্রতিপূজ্য বিধানেন বস্ত্রদানৈঃ সকঞ্চুকৈঃ।
কুঙ্কুমেনানুলিপ্তাঙ্গ্যঃ স্রগ্দামভিরলঙ্কৃতাঃ ।১৯৭
দত্বা তূপানহানক্ষে নারিকেলং করে তথা।
অক্ষ্ণোশ্চৈবাঞ্জনং দত্বা সিন্দূরঞ্চৈব মস্তকে॥
গুড়ং ফলানি দ্রব্যাণি বাঞ্ছিতানি মৃদূনি চ।
হস্তে দত্বা সপাত্রাণি প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ॥
স্বয়ং ভুঞ্জীত বৈ পশ্চাৎ সবন্ধুবালকৈঃ সহ ॥২০০
অথবা নৈব সম্পত্তিস্তীর্থে দানঞ্চ ভাজনম্।
গৃহে গত্বা প্রদাস্যামি হৃষ্টো দেব প্রসীদ মে॥
এবমেব পিতৃণাঞ্চ আগত্য স্বীয়মন্দিরে।
পিণ্ডপ্রদানপূর্ব্বন্তু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ॥ ২০২
পিতরস্তস্য বৈ তৃপ্তা ভবন্তি ব্রহ্মণো দিনম্।
তীর্থাদষ্টগুণং পুণ্যং স্বগৃহে দদতাং শিব।
ন চ পশ্যন্তি বৈ নীচাঃ শ্রাদ্ধং দ্বিজাতিভিঃ কৃতম্

বংশের একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকে। যে নারী পূরিকা দান করে, তাহার কুল বন্ধু পুত্র এবং অনন্ত দাসদাসী দ্বারা পূরিত হয়; আর তাহার কুল পুত্র-পৌত্রসমন্বিত হইয়া চিরকাল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে নারী শষ্কুল দান করে, তাহার সকল কুল পুত্র, দুহিতা ও বন্ধুগণে পরিপূর্ণ থাকে। শিখরিণীদাত্রী যুবতিগণের কুল সর্ব্বসিদ্ধিপূর্ণ হইয়া মুদিত হয়, সংশয় নাই। প্রজাপতি বলিয়াছেন—মোদকপ্রদানেও এই সকল ফলই হইয়া থাকে। হে হর! গৌরীগণকেও এই সকল ভোজনদান প্রশস্ত। হে শম্ভো! যিনি সহস্র গৌরীকে ভোজন করান, তিনি জন্মে জন্মে সুভগা পুত্রিণী সাধ্বী ধনশালিনী ও ঋদ্ধিসমন্বিতা হন। [illegible] ভাবে নির্ম্মিত মধুর পূপ ও দ্রাক্ষারসবহুল গুড়খণ্ডযুক্ত শারদ ধান্যনির্ম্মিত খণ্ডমিশ্রিত করিয়া দান করিতে হয়। নর ও নারীগণকে পেয় এবং ভক্ষ্যপ্রদান কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী মেষলোমনির্ম্মিত বসন দান করিবে এবং পেয়ও যাহা দান করিবে, তাহাও কালের উপযোগী করিয়াই দান করিতে হইবে। সকঞ্চুক ধন দানে যথাবিধি পূজা করিয়া দানপাত্রীর অঙ্গ কুঙ্কুম দ্বারা অনুলিপ্ত করিবে, মাল্যদামে তদীয় দেহ অলঙ্কৃত করিবে, তাহার পদযুগলে উপানহদ্বয় প্রদান করিয়া করে নারিকেল দান করিবে; তাহার লোচনদ্বয়ে অঞ্জন, মস্তকে সিন্দূর, হস্তে সপাত্র দ্রব্য অভীষ্ট ফল এবং গুড় দান করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। তারপর বন্ধু ও বালকগণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে।১৮৬—২০০। অথবা যদি সম্পত্তি না থাকে কিম্বা তীর্থে দানের উপযুক্ত পাত্র না ঘটে, তবে প্রার্থনা করিবে,—"হে দেব! গৃহে গমন করিয়া দান করিব, তুমি হৃষ্ট হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" এইরূপে পিতৃগণকেও প্রার্থনা জানাইয়া নিজ গৃহে আগমন করিয়া পিণ্ডপ্রদানপূর্ব্বক যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে তদীয় পিতৃগণ এক ব্রাহ্ম দিন তৃপ্ত হন। তীর্থপ্রত্যাগত ব্যক্তি স্বগৃহে যাহা দান করে, তাহার দানফল তীর্থের অষ্টগুণ। দ্বিজাতিকৃত শ্রাদ্ধ

একান্তে তু গৃহে গুপ্তে পিতৃণাং শ্রাদ্ধমিষ্যতে।
নীচদৃষ্টা হতং তচ্চ পিতৃনৈবোপতিষ্ঠতি ॥২০৪
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং গুপ্তং কারয়েৎ।
পিতৃণাং তৃপ্তিদং প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥
গৌরীভক্ত্যাধিকা যা তু শস্তা জাতক্রিয়া তু সা
রাজসী মনসা জাতা জনানাং কীর্ত্তিদায়িনী ॥
গুপ্তং দানং সদা দেয়মাত্মনো হিতমিচ্ছতা।
পক্কান্নং দৃশ্যতামেতি দীয়মানং জনৈর্ভুবি।
দৃশ্যমানন্তু তত্তুষ্ট্যৈ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ ॥২০৭
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা।
ভবনে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং পৌরাণিকং বচঃ ॥
তীর্থে তু ব্রাহ্মণং নৈব পরীক্ষেত কথঞ্চন।
অন্নার্থিনমনুপ্রাপ্তং ভোজ্যং তং মনুরব্রবীৎ ॥
শক্তুভিঃ পিণ্ডদানঞ্চ সংযাবৈঃ পায়সেন বা।
কর্ত্তব্যমৃষিভির্দৃষ্টং পিণ্যাকেনেক্ষুদেন বা ॥২১০
তিলপিণ্যাকটৈকর্দেয়ং ভক্তিমন্তির্নরৈঃ সদা।
শ্রাদ্ধং তত্র তু কর্ত্তব্যমর্ঘ্যাবাহনবর্জ্জিতম্ ॥২১১
স্বধাক্ত গৃধ্রাঃ কাকা বা নৈব দৃষ্ট্যা হরন্তি যে।
শ্রাদ্ধং তৈস্তৌর্থিকং প্রোক্তং পিতৃণাং তৃপ্তিদং পরম ॥২১২
কর্ত্তব্যং তৎপ্রযত্নেন ভক্তিরেবাত্র কারণম্।
ভক্ত্যা তুষ্যন্তি পিতরস্তুষ্টাঃ কামান্ দিশন্তি তে
পুত্রং পৌত্রং ধনং ধান্যং কামান্ যান্মনসেচ্ছতি
ভক্ত্যা চারাধিতো দদাত্যেষাং প্রীতঃ পিতামহঃ ॥২১৪
অকালেঽপ্যথ কালে বা তীর্থে শ্রাদ্ধং সদা নরৈঃ
প্রাপ্তৈরেব সদা স্নানং কর্ত্তব্যং পিতৃতর্পণম্।
পিণ্ডদানঞ্চ কর্ত্তব্যং পিতৃণামতিবল্লভম্।
পিতরো হি নিরীক্ষন্তে গোত্রজং সমুপাগতম্।
আশয়া পরয়া যুক্তাঃ কাঙ্ক্ষন্তঃ সলিলঞ্চ তে।
বিলম্বো নৈব কর্ত্তব্যো নৈব বিঘ্নং সমাচরেৎ।

নীচজনেরা দর্শন করিবে না। গৃহে নির্জ্জন স্থানে গুপ্তভাবেই পিতৃগণের শ্রাদ্ধ অভীষ্ট! নীচজনদৃষ্টিতে শ্রাদ্ধ নষ্ট হয়, পিতৃলোকও তৃপ্ত হন না। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে গুপ্তভাবে শ্রাদ্ধ করিবে। স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—এইরূপ শ্রাদ্ধই পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ। গুপ্তভাবে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া প্রশস্ত, তাহা গৌরীভক্তি হইতেও অধিক। যে ক্রিয়া মন দ্বারাও স্মরণ করা হয়, তাহা রাজসী ও জনগণের কীর্ত্তিকরী। আত্মহিতকামী মানব সর্ব্বদা গুপ্ত দান করিবে। গ্রহীতার সন্তোষার্থ এমন ভাবে দানীয় ধন পক্কান্ন মধ্যে লুক্কায়িত রাখিবে, যেন পক্কান্নই জনগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, পরন্তু সেই ধন দেখিতে পাওয়া না যায়। এইরূপ দানপুরঃসর একটী বিপ্রকে গৃহে ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হয়। ইহা পৌরাণিক বাক্য, সুতরাং নিঃসন্দেহ। তীর্থে ব্রাহ্মণকে কোনরূপ পরীক্ষা করিবে না। মনু বলিয়াছেন,—অন্নার্থী বিপ্র উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে ভোজ্য দান করিবে। ভক্তিমান্ মানব তীর্থে শক্তু, সংযাব, পায়স, পিণ্যাক, তিলকল্ক ও ইঙ্গুদ দ্বারা পিণ্ডদান করিবে, ইহা ঋষিগণের মত। তীর্থশ্রাদ্ধে অর্ঘ্য দান ও আবাহন করিবে না। গৃধ্র ও কাকগণ শ্রাদ্ধ দর্শন করিবে না, কেননা তাহারা দৃষ্টি দ্বারা স্বধা অপহরণ করিয়া থাকে। এইরূপ তীর্থশ্রাদ্ধ পিতৃগণের পরম তৃপ্তিপ্রদ বলিয়া অভিহিত। যত্নপূর্ব্বক তীর্থশ্রাদ্ধ করিবে। একমাত্র ভক্তিই ইহাতে অবলম্বনীয়। পিতৃগণ ভক্তিদ্বারা তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। পুত্র পৌত্র ধন ধান্য যাহার যেরূপ মনোভিলষিত—ভক্তি দ্বারা আরাধিত পিতামহ প্রীত হইয়া তাহাই দান করেন। ২০১—২১৪। অকালই হউক, অথবা কালই হউক,মানব তীর্থে সর্ব্বদা শ্রাদ্ধ করিবে। তীর্থ প্রাপ্তিমাত্রেই নর স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে এবং পিতৃগণের অতিপ্রিয় পিণ্ড প্রদান করিবে। পিতৃগণ দেখেন যে, বংশধর কখন তীর্থাগমন করিবে; তাঁহারা অত্যন্ত আশায় আকৃষ্ট হইয়া বংশধরের সলিল আকাঙ্ক্ষা করেন। অতএব তীর্থগমনে বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে, এ বিষয়ে কোনরূপ বিঘ্ন-

অচ্ছিন্না সন্ততিস্তেষাং সদাকালং ভবিষ্যতি ॥
পিতরঃ পুত্রদাতারো বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ।
তেন তে সন্ততিচ্ছেদং ন কুর্ব্বন্তি হি কর্হিচিৎ ।
অতঃ শ্রাদ্ধং পুরা প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ।
তদোত্তরন্তু যৎকার্য্যং দ্বিজৈঃ পিতৃপরায়ণৈঃ ॥
তীর্থে ক্ষেত্রে গৃহে বাপি সংক্রান্তৌ গ্রহণে-
ঽপি বা ।
অয়নে বিষুবে চাপি জন্মর্ক্ষে চ প্রপীড়িতে ॥
এতান্ বৈ শ্রাদ্ধকালাংস্তু পুরা স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ
কৃতে শ্রাদ্ধে ন বৈ পুংসাং পীড়া ভবতি দেহজা।
তদা পুত্রকৃতং বাপি সর্ব্বং ত্যজতি দুষ্কৃতম্ ।
যথা ন ভবিতা পীড়া গ্রহচৌরনৃপাদিকাৎ ।
দুষ্কৃতং নশ্যতে সর্ব্বং পরত্র চ গতিং শুভাম্ ।
লভতে নাত্র সন্দেহঃ প্রজাপতিবচো যথা ॥ ২২৪
কৃতে যুগে পুষ্করাণি ত্রেতায়াং নৈমিষং স্মৃতম্ ।
দ্বাপরে চ কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গাং সমাশ্রয়েৎ ॥
দুষ্করঃ পুষ্করে বাসো দুষ্করং পুষ্করে তপঃ ।

অন্যত্র কৃতং পাপং তীর্থে তদ্যাতি লাঘবম্ ।
ন তীর্থকৃতমন্যত্র কচিৎ পাপং ব্যপোহতি ।
সায়ং প্রাতঃ স্মরেদ্যস্তু পুষ্করাণি কৃতাঞ্জলিঃ ।
উপস্পৃষ্টং ভবেত্তেন সর্ব্বতীর্থেষু ভারত ॥ ২২৭
সায়ংপ্রাতরুপস্পৃশ্য পুষ্করে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
ক্রতূন্ সর্ব্বানবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
দ্বাদশাব্দং দ্বাদশাহং মাসং মাসার্দ্ধমেব চ ।
যো বসেৎ পুষ্করে নিত্যং স গচ্ছেৎ পরমাং
গতিম্ ॥ ২২৯
সর্ব্বেষামেব লোকানাং ব্রহ্মলোকোপরিস্থিতঃ
য ইচ্ছেৎ পুষ্করং গন্তুং সোঽহন্যহন্যেবেতপুষ্করম্ ।
যথা লোমবিলোমাভ্যাং তথা ব্যস্তসমস্তয়োঃ ।
স্নাতস্তু পুষ্করে সম্যক্ কোট্যাশ্চ ফলমশ্নুতে ।
বিধিবৎ ক্রিয়মাণেষু সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্ ।
পুষ্করালোকনাদেব নরঃ প্রাপ্নোতি তৎফলম্ ।
দশকোটিসহস্রাণি তীর্থানাং বৈ মহীতলে ।

চরণও করিবে না। তীর্থশ্রাদ্ধকারগণের সন্ততি নিত্য অবিচ্ছিন্ন থাকে। একেই পিতৃগণ পুত্রদ, তাহাতে আবার তাঁহারা শ্রাদ্ধাভিলাষী হইয়া বৃদ্ধিকামনা করিয়া থাকেন, এই জন্যই তাঁহারা কদাচ সন্ততি-বিচ্ছেদ ঘটান না; আর এই জন্যই পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু স্বয়ংই এই শ্রাদ্ধের কথা কহিয়াছেন। পিতৃপরায়ণ দ্বিজগণ এই শ্রাদ্ধ করিলে ইহা সমধিক ফলযুক্ত হয়। তীর্থক্ষেত্রে অথবা গৃহে সংক্রান্তি, গ্রহণ, বিষুব, অয়ন, জন্মনক্ষত্র এবং পীড়াকাল—পুরাকালে স্বয়ম্ভু স্বয়ং এই সকল কালে শ্রাদ্ধ করিতে কহিয়াছেন। শ্রাদ্ধকারী নরগণের দেহজ পীড়া হয় না; শ্রাদ্ধ কৃত হইলে পিতৃগণের পুত্রকৃত দুষ্কৃত দূরে যায়। শ্রাদ্ধকর্ত্তার গ্রহ, চৌর ও নৃপপীড়া হয় না; ইহ কালে অখিল দুষ্কৃত বিনষ্ট ও পরকালে উত্তম গতি লাভ হয়; ইহা প্রজাপতির বাক্য, অতএব সংশয়শূন্য। সত্যযুগে পুষ্কর, ত্রেতায় নৈমিষ, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র এবং কলিকালে গঙ্গার আশ্রয় লইবে। পুষ্করে বাস দুষ্কর এবং পুষ্করে তপস্যাও দুষ্কর; অন্যত্র যে পাপ কৃত হয়, এই পুষ্করে তাহার লাঘব হইয়া থাকে। পুষ্কর ব্যতীত তীর্থকৃত পাপ অন্য কোথাও নষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি কৃতাঞ্জলি হইয়া সায়ংপ্রাতঃ পুষ্কর স্মরণ করে, হে ভারত! তাহার সর্ব্বতীর্থের জল স্পর্শ করা হয়। আর যে নর সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সায়ংপ্রাতঃ পুষ্করবারি দ্বারা আচমন করে, তাহার অখিল যজ্ঞফল লাভ হয় এবং সে ব্রহ্মলোকে গমন করে। দ্বাদশবর্ষ, দ্বাদশ দিবস, একমাস কিংবা তদর্দ্ধ পনর দিন যে ব্যক্তি পুষ্করে নিরবচ্ছিন্ন বাস করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। ২১৫—২২৯। পুষ্কর সকল লোকের এমন কি ব্রহ্মলোকেরও উপরে অবস্থিত; পুষ্করগমনাভিলাষী লোক অনুদিন পুষ্করের সেবা করিবে। পুষ্করে অনুলোম-বিলোমক্রমে স্নানকারী নর কোটি তীর্থের ব্যস্ত-সমস্ত স্নানের ফল সম্যক্ লাভ করে। সমস্ত তীর্থে যথাবিধি ক্রিয়মাণ কর্ম্মের যে ফল, পুষ্কর দর্শন মাত্রেই মানব তৎফল লাভ করে। মহীতলে দশসহস্র

সান্নিধ্যং পুষ্করে তেষাং ত্রিসন্ধ্যং কুরুনন্দন ॥
যাবত্তিষ্ঠন্তি গিরয়ো যাবত্তিষ্ঠন্তি সাগরাঃ।
তাবৎ পুষ্করমৃতানাং ব্রহ্মলোকো ন সংশয়ঃ ॥
জন্মান্তরসহস্রৈশ্চ আজন্মমরণান্তিকম্।
নির্দ্দহেদ্ দুষ্কৃতং সর্ব্বং সকৃৎ স্নাত্বা তু পুষ্করে ॥
পুষ্করং দুষ্করং ক্ষেত্রং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥২৩৬
ইদানীং শৃণু মে রাজন্ পঞ্চপাতকনাশনম্।
যজনং দেবদেবস্য ব্রহ্মপুত্রবসুপ্রদম্ ॥ ২৩৭
ইহ জন্মনি দারিদ্র্যব্যাধিকুষ্ঠাদিপীড়িতঃ।
অলক্ষ্মীবানপুত্রস্তু যো ভবেৎ পুরুষো ভুবি ॥
তস্য সদ্যো ভবেল্লক্ষ্মীরায়ুঃ পূর্ণং সুতাঃ সুখম্
কৃত্বা তু মণ্ডলগতং লোকপালসমন্বিতম্।
ব্রহ্মাণন্তু পরং দেবং যঃ পশ্যতি বিধানতঃ ॥২৪০
পূজিতং নবনাভেন মন্ত্রমূর্ত্তিমযোনিজম্।
কার্ত্তিকে মাসি শুক্লায়াং পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ
সর্ব্বাসু বা যজেদেবং পূর্ণিমাসু বিধানতঃ ॥২৪১
সংক্রান্তৌ চ মহাবাহো চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেঽপি বা।
যঃ পশ্যতি বিষ্ণুং দেবং পূজিতং গুরুণা নৃপ।
তস্য সদ্যো ভবেত্তুষ্টিঃ পাপধ্বংসশ্চ জায়তে।
স মান্যো দেবতানাঞ্চ ভবতীহ নরাধিপ। ২৪৩
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভক্তানাস্তু পরীক্ষণম্।
সংবৎসরং গুরুঃ কুর্য্যাজ্জাতিশৌচক্রিয়াদিভিঃ।
উপপন্নমিতি জ্ঞাত্বা হৃদয়েনাবধারয়েৎ। ২৪৪
তেঽপি ভক্তিযুক্তা ধ্যাত্বা হ্যাচার্য্যং পরমেশ্বরম্।
সংবৎসরং গুরৌ ভক্তিং কুর্য্যুর্বিষ্ণৌ যথা তথা
প্রসাদয়েয়ুশ্চ ততঃ পূর্ণে সংবৎসরে গুরুম্।
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন সংসারার্ণবতারণম্।
পরব্রহ্মোপাসনেন বিরিঞ্চ্যারাধনেন চ ॥২৪৭
সহস্রশীর্ষজপ্যেন মণ্ডলব্রাহ্মণেন চ।
ধ্যানেন স্যাত্তথাস্মাকমুপদেশঃ প্রদীয়তাম্ ॥২৪৮
ইচ্ছামো বৈদিকীং লক্ষ্মীং বিশেষেণ প্রসাদ্যতাম্
অভ্যর্থিতো গুরুস্ত্বেবং মেধাবী তৈস্তদা ততঃ।

কোটি তীর্থ বিদ্যমান; হে কুরুনন্দন! পুষ্করে তাহাদের ত্রিসন্ধ্য সান্নিধ্য হয়। যে পর্য্যন্ত গিরিনিকর ও সাগরসমূহের অস্তিত্ব বিদ্যমান, পুষ্করমৃত মানবের তাবৎ কালই ব্রহ্মলোকে বাস হয়, সংশয় নাই। পুষ্করে একবার স্নান করিলে সহস্র জন্মের আজন্ম-মরণান্তিক অখিল দুষ্কৃত দগ্ধ হয়। পুষ্কর দুষ্কর ক্ষেত্র, এ ক্ষেত্র সর্ব্বপাপপ্রণাশক। হে রাজন্! সম্প্রতি আমার নিকট দেবদেবের পঞ্চপাতক-নাশন যজন শ্রবণ কর, ইহা ব্রহ্ম-জ্ঞান, পুত্র ও সম্পৎপ্রদ। ইহজন্মে দরিদ্র ব্যাধি ও কুষ্ঠাদি দ্বারা পীড়িত, ধনহীন এবং অপুত্র ব্যক্তিও মণ্ডল মধ্যে দিক্‌পালসমন্বিত দেবদেব ব্রহ্মার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যথাবিধি সংসারে সদ্যঃ লক্ষ্মী পূর্ণায়ু বহুপুত্র এবং সৌখ্য লাভ করে। কার্ত্তিকমাসের শুক্ল পক্ষে বিশে-ষতঃ পূর্ণিমায় নবনাভমণ্ডলে অযোনিজ মন্ত্র-মূর্ত্তির পূজা করিয়া দর্শন কর্ত্তব্য। অথবা সমস্ত মাসের পূর্ণিমা তিথিতেই এইরূপে যথাবিধি পূজা করিবে। হে মহাবাহো! সংক্রান্তি ও চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে যে ব্যক্তি বিষ্ণু দেবদেবকে দর্শন এবং বিপুল উপচারে অর্চ্চনা করে, হে নৃপ! তাহার সদ্যঃ প্রসন্নতা লাভ ও পাপ-ধ্বংস হইয়া থাকে। হে নরাধিপ! অপরের কথা কি? তাদৃশ মানব ইহলোকে দেবমান্য হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় ভক্ত-গণকে গুরু, জাতি ও শৌচ ক্রিয়াদি দ্বারা সংবৎসর পরীক্ষা করিবেন; তারপর তাহাকে উপপন্ন বুঝিলেই মনে মনে তাহার শুভানু-ধ্যান করিবেন। ২৩০-২৪৪। তাহারাও ভক্তি-যুক্ত হইয়া পরমেশ্বর জ্ঞানে আচার্য্যের ধ্যান করিবে এবং সংবৎসর যাবৎ সেই গুরুর প্রতি বিষ্ণুবৎ ভক্তি করিবে। অনন্তর এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে গুরুকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে প্রসন্ন করিবে;—হে ভগবন্! আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করুন, যেন ব্রহ্মারাধিত পরব্রহ্মের উপাসনা, সহস্রশীর্ষ জপ, মণ্ডল, ব্রহ্মজ্ঞান এবং ধ্যান দ্বারা আপনার প্রসাদে আমরা সংসারসাগর পার হইতে পারি। আমরা বৈদিকী বিভূতি অভিলাষ করি, আপনি বিশেষ ভাবে তাহা সাধন করুন। অনন্তর তাহারা এইরূপে মেধাবী গুরুর

যথাবিধি সমভ্যর্চ্চেৎ ব্রহ্মাণং বিষ্ণুমগ্রতঃ। ২৫০
তে বদ্ধনেত্রাঃ স্বাপ্যাশ্চ কার্ত্তিকস্য চতুর্দ্দশীম্।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় বদ্ধপদ্মাসনাস্তু তে ॥ ২৫১
ধ্যাত্বা গুরুং সহস্রারে শ্বেতবস্ত্রোপবীতকম্।
শ্বেতমাল্যাম্বরধরং শ্বেতগন্ধানুলেপনম্ ॥ ২৫২
নির্গম্য চ বহির্নদ্যাং কুর্য্যুর্নিত্যমতন্দ্রিতাঃ।
ক্ষীরিবৃক্ষোত্থমাচার্য্যো দাপয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥ ২৫৩
তে চ তং ভক্ষয়েয়ুর্হি নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্।
ইতরথা তটাকং বা গৃহে বাপি বিধানতঃ।
তদ্ভক্ষয়েয়ুর্মন্ত্রেণ মন্ত্রিতং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৫৪
আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ সপ্তকৃত্বোঽভিমন্ত্রিতম্।
দেবস্য ত্বেতি বৈ জপ্ত্বা যুঞ্জানেতি করে ন্যসেৎ
ইরাবতেতি প্রক্ষাল্য ব্রহ্মোদনেতি বৈ মুখে।
ভক্ষয়িত্বা ক্ষিপেদ্ দূরং পতিতঞ্চ নিরীক্ষয়েৎ ॥

সম্মুখং প্রাঙ্মুখং বাপি বিদিশং চাপি বাগতম্।
সম্মুখে দেবতালব্ধির্মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ জায়তে ॥ ২৫৭
পরাঙ্মুখে দন্তকাষ্ঠে সর্ব্বে দেবাঃ পরাঙ্মুখাঃ।
উত্তরেণ গতে তস্মিন্ সিদ্ধির্ভবতি বা নবা ॥
দক্ষিণেন ভবেন্মৃত্যুর্গুরোস্তস্য ন সংশয়ঃ।
প্রেক্ষ্যাশুভং স্বপেদ্ভূমৌ দেবদেবস্য সন্নিধৌ ॥
স্বপ্নান্ দৃষ্ট্বা গুরোরগ্রে শ্রাবয়েয়ুর্বিচক্ষণাঃ।
ততঃ শুভাশুভং তত্র লক্ষয়েৎ পরমো গুরুঃ ॥
পৌর্ণমাস্যামথ স্নাত্বা ততো দেবালয়ং ব্রজেৎ।
গুরুশ্চ মণ্ডলং ভূমৌ কল্পিতায়াং তু বর্ত্তয়েৎ ॥
লক্ষণৈর্বিবিধৈর্ভূমিং লক্ষয়িত্বা বিধানতঃ।
ষোড়শারং লিখেৎ পদ্মং নবধারমথাপি বা ॥
অষ্টপত্রমথো বাপি লিখিত্বা দর্শয়েদ্বুধঃ।
নেত্রবন্ধন্তু কুর্ব্বীত সিতবস্ত্রেণ যত্নতঃ ॥ ২৬৩
বর্ণানুক্রমতঃ শিষ্যান্ পুষ্পহস্তান প্রবেশয়েৎ ॥

অভ্যর্থনা করিয়া যথাবিধি বিষ্ণুপূজাপূর্ব্বক ব্রহ্মার পূজা করিবে। তারপর তাহারা নয়ন বন্ধন করিয়া নিদ্রা যাইবে। অনন্তর কার্ত্তিক-চতুর্দ্দশীর দিবসে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বদ্ধপদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সহস্রারে শ্বেতবস্ত্রের উপবীতযুক্ত, শ্বেতমাল্য ও শ্বেত বসনধর এবং শ্বেতগন্ধে অনুলিপ্ত গুরুকে ধ্যান করিবে। তারপর আলস্যহীন হইয়া বহির্গমনপূর্ব্বক নদীতে গিয়া নিত্যকর্ম্ম করিবে। আচার্য্য তাহাদিগকে ক্ষীরিবৃক্ষোদ্ভব দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিবেন, তাহারা সাগর-সঙ্গত নদীতীরে গমন করিয়া সেই দন্তকাষ্ঠে দন্তধাবন করিবে। আর যদি তথাবিধ নদীর অভাবে অন্য নদীতে কিংবা গৃহে দন্তধাবন করিতে হয়, তবে যথাবিধি বেদমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ করিবে। তৎ-প্রণালী যথা—"আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে দন্তকাষ্ঠ সপ্তধা অভিমন্ত্রিত করিবে,"দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া "যুঞ্জান" ইত্যাদি মন্ত্রে করে বিন্যস্ত করিবে; তারপর "ইরাবতী" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রক্ষালন করিয়া "ব্রহ্মোদন" ইত্যাদি মন্ত্রে মুখে প্রদান করিবে। অনন্তর দন্তধাবন করিয়া তৎকাষ্ঠ দূরে নিক্ষেপ করিবে; তারপর সেই দন্তকাষ্ঠ সম্মুখে, পূর্ব্ব-দিকে বা কোন কোণে পতিত হইল কিনা, তাহা দেখিবে। সম্মুখে পতিত হইলে দেবত্ব-লাভ ও মন্ত্রসিদ্ধি হয়, পশ্চাতে পতিত হইলে দেবগণ পরাঙ্মুখ হন, উত্তরে পতিত হইলে সিদ্ধি বিষয়ে সংশয় হয় অর্থাৎ সিদ্ধি হইতেও পারে, না হইতেও পারে, আর দক্ষিণে পতিত হইলে তাহার কিম্বা গুরুর মৃত্যু হয় সংশয় নাই। এ বিষয়ে অশুভ দর্শন করিলে দেবদেব সন্নিধানে ভূমিতলে শয়ন করিবে, এই সময়ে অশুভ স্বপ্ন সকল দৃষ্ট হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর অগ্রে নিবেদন করিবে; বিজ্ঞ গুরু তখন শুভাশুভ লক্ষ্য করিবেন। অনন্তর পূর্ণি-মায় স্নান করিয়া দেবালয়ে গমন করিবে। গুরু ভূমিতলে মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া উপবেশন করিবেন। মণ্ডলভূমি বিবিধ লক্ষণ দ্বারা যথাবিধি লক্ষিত করিতে হইবে। মণ্ডলের পদ্ম ষোল কিংবা নয়টী অরযুক্ত করিয়া লিখন করিবেন।২৪৫-২৬২।অনন্তর জ্ঞানী গুরু আটটী পত্র লিখিয়া শ্বেতবস্ত্র দ্বারা যত্নপূর্ব্বক শিষ্যগণের নেত্র বন্ধন করিবেন; তাহার পর ব্রাহ্মণাদি বর্ণানুক্রমে পুষ্পহস্ত শিষ্যসকলকে প্রবেশ

নবনাভং যদা কুর্য্যান্মণ্ডলং বর্ণকৈর্নৃপঃ।
ইন্দ্রাণীপূর্ব্বকং দেবমিন্দ্রমৈন্দ্র্যান্তু পূজয়েৎ ॥ ২৬৮
লোকপালৈঃ সমং তদ্বদগ্নিং সম্পূজয়েন্নৃপঃ।
দিশি বহ্নের্যমং যাম্যাং নৈর্ঋত্যাঞ্চৈব নির্ঋতিম্
বরুণং বারুণাশায়াং বায়ুং বায়ব্যগোচরে।
ধনদং চোত্তরে স্থাপ্য রুদ্রমীশানগোচরে ॥২৬৯
কমণ্ডলুং পূর্ব্বতো হি স্রুচং বৈ দক্ষিণে তথা।
হংসং বৈ পশ্চিমায়াস্তু উত্তরায়াং স্রুবং তথা ॥
আগ্নেয্যাঞ্চমসীং দদ্যান্নৈর্ঋত্যাং পাদুকে তথা
বায়ব্যাং যোগপট্টঞ্চ ঐশান্যাঞ্চ গলন্তিকাম্ ॥
বিষ্ণুস্তু পূর্ব্বতঃ পূজ্যো দক্ষিণে চাপি শঙ্করঃ।
পশ্চিমে তু রবির্দেব ঋষয়শ্চোত্তরে তথা ॥২৭০
মধ্যে স্বয়ং পদ্মজন্মা সাবিত্রী দক্ষিণে তথা।
উত্তরে চৈব গায়ত্রী দেবী পদ্মদলেক্ষণা ॥ ২৭১
ঋগ্বেদং পূর্ব্বতো স্থাপ্য যজুর্ব্বেদঞ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে সামবেদঞ্চ অথর্ব্বং চোত্তরে তথা ॥২৭২
ইতিহাসপুরাণানি চ্ছন্দো জ্যোতিষমেব চ।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চান্যানি ইন্দ্রাদি দিক্ষু বিন্যসেৎ ॥২৭৩

পূর্ব্বপত্রে বলং পূজ্য প্রদ্যুম্নং দক্ষিণে দলে।
পশ্চিমে চানিরুদ্ধঞ্চ বাসুদেবমথোত্তরে ॥ ২৭৪
পূর্ব্বতো বামদেবঞ্চ সদ্যোজাতন্তু দক্ষিণে।
ঈশানং পশ্চিমে স্থাপ্য তৎপুরুষমথোত্তরে
তথা ॥ ২৭৫
অঘোরঃ সর্ব্বতঃ পূজ্য এষা পূজা তু মণ্ডলে।
পূর্ব্বতো ভাস্করং পূজ্য দক্ষিণেন দিবাকরম্।
প্রভাকরং পশ্চিমে তু গ্রহরাজমথোত্তরে ॥২৭৬
এবং পূজ্য বিধানেন ব্রহ্মাণং পরমেশ্বরম্।
দিঙ্মণ্ডলে তু বিন্যস্য অষ্টৌ কুম্ভান্ বিধানতঃ।
ব্রাহ্মং তু কলশং মধ্যে নবমং তত্র কল্পয়েৎ।
স্নাপয়েন্মুক্তিকামন্তু ব্রাহ্মণো বৈ ঘটেন তু ॥২৭৮
শ্রীকামং বৈষ্ণবেনৈব কলশেন তু পার্থিব।
রাজ্যার্থিনং স্নাপয়েচ্চ ঐন্দ্রেণ কলশেন তু।
দ্রব্যপ্রতাপকামন্তু আগ্নেয়ঘটবারিণা।
মৃত্যুঞ্জয়বিধানায় যাম্যেন স্নাপয়েন্নরম্ ॥ ২৮০
দুষ্টপ্রধ্বংসনায়ালং নৈর্ঋতেন বিধীয়তে।

করাইবেন। যে স্থলে বিজ্ঞগুরু নানা বর্ণের নবনাভ মণ্ডল নির্ম্মাণ করেন, তথায় পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রাণীর সহিত ইন্দ্রদেবের পূজা করিবেন। হে নৃপ! ঐরূপ অগ্নিকোণে লোকপালগণসহ অগ্নির, দক্ষিণদিকে যম, নৈর্ঋত কোণে নির্ঋতি, পশ্চিমদিকে বরুণ, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরদিকে কুবের এবং ঈশানকোণে রুদ্রের পূজা করিবেন। মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে কমণ্ডলু, দক্ষিণে স্রুক্, পশ্চিমে হংস, উত্তরে স্রুব, অগ্নিকোণে চমস, নৈর্ঋতে পাদুকাযুগল, বায়ুকোণে যোগপট্ট, এবং ঈশানকোণে গলন্তিকা বিন্যস্ত করিবে। পূর্ব্বদিকে বিষ্ণু, দক্ষিণে শঙ্কর, পশ্চিমে রবিদেব, উত্তরে ঋষিগণ এবং মধ্যে স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা পূজিত হইবেন। ব্রহ্মার দক্ষিণে সাবিত্রী ও উত্তরে পদ্মপত্রনেত্রা গায়ত্রী দেবী পূজিত হইবেন। মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ঋগ্বেদ, দক্ষিণে যজুর্ব্বেদ, পশ্চিমে সামবেদ, উত্তরে অথর্ব্ববেদ এবং পূর্ব্বাদিদিকে যথাক্রমে ইতিহাস, পুরাণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র বিন্যস্ত করিবেন। পদ্মের পূর্ব্বদিকের পত্রে বলরাম, দক্ষিণদলে প্রদ্যুম্ন, পশ্চিমপত্রে অনিরুদ্ধ, এবং উত্তরপত্রে বাসুদেবের পূজা করিবেন। ঐরূপ পূর্ব্বদিকে বামদেব, দক্ষিণে সদ্যোজাত, পশ্চিমে ঈশান ও উত্তরে তৎপুরুষকে স্থাপিত করিয়া সর্ব্বদিকে অঘোরের পূজা করিবেন। ইহাই মণ্ডল পূজার পরিপাটী। মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ভাস্কর, দক্ষিণে দিবাকর, পশ্চিমে প্রভাকর এবং উত্তরে গ্রহরাজের পূজা করিবেন। ২৬৩—২৭৬। এই প্রকারে পূজা করিয়া যথাবিধি পরমেশ্বর ব্রহ্মার পূজা করিবেন। অনন্তর দিঙ্মণ্ডলে যথাবিধি অষ্টকলস বিন্যস্ত করিয়া তাহার মধ্যে ব্রাহ্ম নামক একটী কলস স্থাপন করিবেন। এই প্রণালীতে নয়টী কুম্ভ কল্পিত হইবে। [illegible] মুক্তিকামী মানবকে মধ্যস্থিত ব্রাহ্ম কলসে স্নান করাইবেন; হে পার্থিব! এইরূপে শ্রীকামীকে বৈষ্ণব কলসে, রাজ্যার্থীকে ঐন্দ্রকলসে, ধন ও প্রতাপার্থীকে আগ্নেয় কলসে, যমজয়ার্থীকে যাম্যকলসে, দুষ্টদূরীকরণার্থীকে নৈর্ঋত কলসে,

স্নাপয়েদ্বারুণেনাশু পাপনাশায় মানবম্ ॥ ২৮১
শরীরারোগ্যকামস্তু বায়ব্যেনাভিষেচয়েৎ।
দ্রব্যসম্পত্তিকামস্তু কৌবেরেণ বিধীয়তে ॥২৮২
রৌদ্রেণ জ্ঞানকামস্তু লোকপালঘটাস্বিমে।
একৈকেন নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
জায়তে ব্রহ্মসদৃশো রাজা সদ্যোঽথবা নরঃ ॥
অথবা দিক্ষু সর্ব্বাসু যথাসংখ্যেন লোকপান্।
পূজয়েৎ স্বনাম্না তু কুম্ভৈরেব বিধানতঃ ॥ ২৮৪
এবং সম্পূজ্য দেবাংস্তু লোকপালান প্রসন্নধীঃ
পশ্চাৎ পরীক্ষিতান্ শিষ্যান্ বদ্ধনেত্রান্
প্রবেশয়েৎ ॥২৮৫
দগ্ধায়েয্যা ধারণয়া বায়ুনা বিধুনেত্ততঃ।
সোমেনাপ্যায়িতান্ কৃত্বা শ্রাবয়েৎ সময়াংস্ততঃ
ন নিন্দ্যাদ্ব্রাহ্মণান্ দেবান্ বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমেব চ
ইন্দ্রমাদিত্যমগ্নিঞ্চ লোকপালান্ গ্রহাংস্তথা।
গুরুং ব্রাহ্মণং বাপি মুনীন্দ্রং পূর্ব্বদীক্ষিতম্ ॥
এবং তু সময়ান্ শ্রাব্য পশ্চাদ্ধোমন্তু কারয়েৎ ॥

ওঁ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে সর্ব্বরূপিণে হুঁ
ফট্ স্বাহা।
ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণ হোময়েজ্জ্বলিতেঽনলে ॥২৮৯
গর্ভাধানাদিকাঃ সর্ব্বা আহুতীঃ সম্প্রদাপয়েৎ।
তিস্রভিস্তু ব্যাহৃতিভির্দেবদেবস্য সন্নিধৌ ॥২৯০
হোমান্তে দীক্ষিতঃ পশ্চাদ্দাপয়েদ্গুরুদক্ষিণাম্
হস্ত্যশ্বযানশকট-হেমধান্যাদিকং নৃপ ॥ ২৯১
দাপয়েদ্ গুরবে প্রাজ্ঞো মধ্যমে মধ্যমং তথা।
দাপয়েদপরে যুগ্মং সহিরণ্যন্তু তদ্গুরোঃ ॥২৯২
এবং কৃতে তু যৎপুণ্যং মহৎ সঞ্জায়তে তথা।
তন্ন শক্যং নিগদিতুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ২৯৩
দীক্ষিতোঽথ পুরা ভূত্বা পাদ্মং বৈ শৃণুয়াদ্ যদি
তেন বেদাঃ পুরাণানি সর্ব্বমন্ত্রাঃ সসংগ্রহাঃ ॥
জপ্তাঃ স্যুঃ পুষ্করে তীর্থে প্রয়াগে
সিন্ধুসাগরে।
দেবহ্রদে কুরুক্ষেত্রে বারাণস্যাং বিশেষতঃ ॥

আশুপাপনাশকামীকে বারুণ কলসে, দেহারোগ্যকামীকে বায়ব্যকলসে, ধনসম্পত্তিকামীকে কৌবের কলসে এবং জ্ঞানার্থী মানবকে রৌদ্রকলসে স্নান করাইবেন। এই সকল লোকপাল-কলসের এক একটী করিয়া সমস্ত দ্বারা স্নান করিলে নির্ধন মানব রাজা হয়,এমন কি সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া থাকে। অথবা পূর্ব্বোক্তবিধানে কুম্ভ বিন্যস্ত করিয়া সকল দিকে লোকপালগণের স্ব স্ব নামানুসারে যথাক্রমে পূজা করিবেন। প্রসন্নমনা গুরু এইরূপে লোকপাল দেবগণের পূজা করিয়া পরে পরীক্ষিতব্য বদ্ধনেত্র শিষ্যগণকে পূজাস্থানে প্রবেশ করাইবেন। অনন্তর আগ্নেয়ী ধারণা দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ, বায়ু দ্বারা কম্পিত এবং সোমদ্বারা আপ্যায়িত করিয়া তাহাদের প্রতিপাল্য কতিপয় প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করাইবেন। ব্রাহ্মণ, দেবতা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, আদিত্য, অগ্নি, লোকপাল ও গ্রহগণ, গুরু, ব্রহ্মজ্ঞ, মুনীন্দ্র এবং পূর্ব্বে দীক্ষাপ্রাপ্ত—এই সকল লোকের নিন্দা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাণী শ্রবণ করাইয়া পরে হোম করিবেন। "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মূলের লিখিত ষোড়শাক্ষর মন্ত্রে প্রজ্বলিত অনলে আহুতি প্রদান করিবেন। ২৭৭—২৮৯। তারপর গর্ভাধানাদি সংস্কারোচিত সমস্ত আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ভূরপ্রভৃতি ব্যাহৃতিত্রয়ে আহুতি দিবেন। অনন্তর শিষ্য হোমান্তে দেবদেব ব্রহ্মার সন্নিধানে দীক্ষিত হইয়া পরে গুরুদক্ষিণা দান করিবে। হে নৃপ! হস্তী, অশ্ব, যান, শকট, সুবর্ণ ও ধান্যাদি দক্ষিণা দিতে হইবে। প্রাজ্ঞ শিষ্য গুরুকে এই সমস্ত দিতে না পারিলে মধ্যম প্রকারের অর্থাৎ এই সকল হইতে কিছু কমও দিতে পারে; আর অপর হীনাবস্থ ব্যক্তি সুবর্ণযুক্ত যুগ্মবস্ত্র দান করিবে। এইরূপ করিলে যে মহাপুণ্য জন্মে শতবর্ষে তাহা আমি বলিতে সমর্থ নহি। পূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়া পরে যদি মানব পদ্মপুরাণ শ্রবণ করে,তবে তাহার অখিল বেদ ও পুরাণশ্রবণ এবং সসংগ্রহ সর্ব্বমন্ত্র জপ করা হয়। পুষ্কর, প্রয়াগ, সাগরসঙ্গম, দেবহ্রদ কুরুক্ষেত্র,

গ্রহণে বিষুবে চৈব যৎফলং জপতাং ভবেৎ ॥
ফলং শতগুণং তচ্চ পুষ্করস্থং পিতামহম্।
দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি বিবিধান্ কামান্ কাময়তে যদি
পূজাং বৈধানিকীং কৃত্বা দীক্ষিতো যঃ
শৃণোতি চ।
দেবা অপি তপঃ কৃত্বা ধ্যায়ন্তি চ বদন্তি চ ॥২৯৮
কদা মে ভারতে বর্ষে জন্ম স্যাদিতি পার্থিব।
দীক্ষিতাশ্চ ভবিষ্যামঃ পাদ্মং শ্রোষ্যামহে কদা
পাদ্মস্তু ষোড়শাত্মানং ন্যস্য দেহে কদা বয়ম্।
যাস্যামস্তু পরং স্থানং যদ্গত্বা ন পুনর্ভবেৎ ॥
এবং জল্পন্তি বিবুধা মনসা চিন্তয়ন্তি চ।
ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ কার্ত্তিক্যাং কদা দ্রক্ষ্যাম হে নৃপ ॥
এবং তে বিধিরুদ্দিষ্টো ময়ায়ং কুরুসত্তম।
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং সর্ব্বদা দুর্লভো হ্যসৌ ॥৩০২
এবং যো বেত্তি তত্ত্বেন যশ্চ পশ্যতি মণ্ডলম্।
যশ্চেমং শৃণুয়াচ্চৈব সর্ব্বে মুক্তা ইতি শ্রুতিঃ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রহস্যমিদমুত্তমম্।
যেন লক্ষ্মীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্।
সর্ব্বে গ্রহাঃ সদা সৌম্যা জায়ন্তে যেন পার্থিব।
আদিত্যবারং হস্তেন পূর্ব্বমাদায় ভক্তিতঃ।
ভক্তেনৈকেন ক্ষিপেত্তাবদ্ যাবৎ সপ্ত চ সংখ্যয়া
ততস্তু সপ্তমে পূর্ণে কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্।
আদিত্যঞ্চৈব সৌবর্ণং কৃত্বা যত্নেন মানবঃ।
রক্তবস্ত্রযুগচ্ছন্নং ছত্রিকাং পাদুকে তথা ॥৩০৭
উপানহৌ চ দাতব্যে স্থাপয়েত্তাম্রভাজনে।
ঘৃতেন স্নপনং কৃত্বা সম্পূর্ণাঙ্গদ্বিজাতয়ে ॥৩০৮
দাপয়েৎ কৃত্যবিদুষে ব্রাহ্মণায় বিশেষতঃ।
এবং কৃতে ফলং তস্য ভবেদারোগ্যমুত্তমম্।
দ্রব্যসম্পৎসমপ্রাপ্তিরিতি পৌরাণিকী ক্রিয়া।
অবিসংবাদিনী চেয়ং শান্তিপুষ্টিপ্রদা নৃণাম্।
তদ্বচ্চিত্রাসু সংগৃহ্য সোমবারং বিচক্ষণঃ।

বিশেষতঃ বারাণসীতে গ্রহণে এবং বিষুবে জপ করিলে যে ফল, পুষ্করস্থ পিতামহ দর্শনে মানব তাহার শতগুণ ফল লাভ করে। এতদ্ভিন্ন দীক্ষিত হইয়া মানব যদি যথাবিধি পূজা ও পুরাণ শ্রবণ করিয়া কোনরূপ কামনা করে, তবে তাহার তৎসমস্তও লাভ হইয়া থাকে। হে পার্থিব! দেবগণও তপস্যা করিয়া তাহার ফল স্বরূপ এই কামনা করেন এবং বলেন যে,—কখন আমাদের ভারতবর্ষে জন্ম হইবে? আমরা কখন দীক্ষিত হইয়া পদ্মপুরাণ শ্রবণ করিব? আমরা কখন ষোড়শাত্মক পদ্মপুরাণ দেহে বিন্যস্ত করিব? —যেস্থানে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয় না, কখন সেই উত্তমস্থানে গমন করিব? দেবগণ এইরূপ জল্পনা করেন এবং মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। হে নৃপ! তাঁহারা আরও বলেন, কবে আমরা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ব্রহ্মযজ্ঞ দর্শন করিব? হে কুরুসত্তম! এই আমি তোমার নিকট পুষ্করবিধি বর্ণনা করিলাম, ইহা দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণেরও সর্ব্বদা দুর্লভ। শ্রুতি বলেন,—যে ব্যক্তি এ বিধি যথার্থত জানে, যে মণ্ডল দর্শন করে এবং যে ইহা শুনে, তাহারা সকলেই মুক্ত হইয়া থাকে। হে পার্থিব! অতঃপর এক উত্তম রহস্য বলিতেছি; ইহা দ্বারা মানবগণের লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি ও পুষ্টি লাভ হয় এবং সমস্ত গ্রহ সৌম্য হইয়া থাকেন। আদিত্যবারে হস্তানক্ষত্র লাভ হইলে তৎপূর্ব্বদিন ভক্তিভরে একভক্ত করিবে। আর তদবস্থায় সাতটী রবিবার ব্রত করিবে। অনন্তর সাত রবিবার পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। মানব যত্নপূর্ব্বক সুবর্ণের আদিত্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ও রক্ত বস্ত্রযুগ্মে তাহা আচ্ছাদিত করিয়া ছত্র ও পাদুকাযুগল প্রদান করিবে; তারপর উপানহদ্বয় দান করিয়া তাম্রপাত্রে রক্ষিত করিবে। অনন্তর ঘৃত দ্বারা ঐ মূর্ত্তি স্নান করাইয়া কোন সম্পূর্ণাঙ্গ বিশেষতঃ কৃত্যবিৎ বিপ্রকে দান করিবে। এইরূপ করার ফল উত্তম আরোগ্য লাভ। ইহা পৌরাণিকী ক্রিয়া, ইহাতে দ্রব্য-সম্পত্তি লাভ হয়। এই অবিসংবাদিনী ক্রিয়া মানবগণের শান্তিপুষ্টিপ্রদা।২৯০-৩১০। ঐরূপ চিত্রানক্ষত্রযুক্ত সোমবার পাভে বিচক্ষণ মানব যত্ন

রাত্রিতক্তঃ ক্ষিপেদষ্টৌ সোমবারান্ প্রযত্নতঃ ॥
প্রত্যেকং ব্রাহ্মণা ভোজ্যা যথাশক্তি বিচক্ষণাঃ
নবমে তু ততঃ পূর্ণে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্
বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দাতব্যং ততঃ সোমং প্রদাপয়েৎ।
কাংস্যভাজনসংস্থঞ্চ ক্ষীরসম্পূরিতং ততঃ ॥
ততশ্ছত্রং পাদুকে চ তথোপানৎসমন্বিতম্।
সম্পূর্ণাঙ্গায় দাতব্যং ব্রাহ্মণায় বিশেষতঃ ॥৩১৪
স্বাত্যামঙ্গারকং পূজ্য ক্ষপয়েন্নক্তভোজনৈঃ।
অষ্টাবেবঞ্চ যাবচ্চ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥
অঙ্গারকঞ্চ সৌবর্ণং স্থাপিতং তাম্রভাজনে।
দাপয়েদ্ ব্রাহ্মণায়াথ সম্পূর্ণাঙ্গায় চৈব হি ॥৩১৬
নক্ষত্রানুক্রমেণৈব ক্ষিপেন্নক্তানি সপ্ত বৈ।
অষ্টমে তু ক্রমাৎ খেটান্ সৌবর্ণান দাপয়েদ্
বুধঃ ॥ ৩১৭
অগ্নিকার্য্যঞ্চ কুর্ব্বীত যথাদৃষ্টং বিধানতঃ।
এবং কৃতে ভবেদ্ যদ্বৈ তন্নিবোধ নরাধিপ ॥
অসৌম্যাশ্চ গ্রহাঃ সর্ব্বে সৌম্যরূপা ভবন্তি চ।
সর্ব্বে রোগা বিনশ্যন্তি তুষ্টিমায়ান্তি দেবতাঃ ॥
ন বিরুদ্ধন্তি তন্নাগাঃ পিতরস্তর্পিতাস্তথা।
দুঃস্বপ্ননাশো ভবতি শৃণ্বতাং পঠতাং তথা ॥
যদি স্তৌম্যো রবিশ্চুতো ভাস্করো রাহুণা সহ।
কেতুশ্চ মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠন্তি রৌদ্রাঃ পীড়াকরা গ্রহাঃ ॥
অনেন কৃতমাত্রেণ সসৌভাগ্যা ভবন্তি হি।
য এবং কুরুতে রাজন্ সদা ভক্তিসমন্বিতঃ।
তস্য সাম্যগ্রহাঃ সর্ব্বে শান্তিং যচ্ছন্তি নান্যথা ॥
শনৈশ্চরং রাহুকেতু লৌহপাত্রেষু বিন্যসেৎ।
লৌহেন কারয়েচ্চৈনান্ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দাপয়েৎ
কৃষ্ণং বস্ত্রযুগং দেয়মেতেষাং প্রীণনায় বৈ ॥
সৌবর্ণাঙ্গাশ্চ দাতব্যাঃ শান্তিশ্রীবিজয়েপ্সুভিঃ
ব্রতান্তে সর্ব্বএতে হি গ্রহাঃ সৌবর্ণকা নৃপ।
দাতব্যাঃ শান্তিমিচ্ছদ্ভির্ব্রতান্তে দ্বিজভোজনম্
যথাশক্তি দক্ষিণা চ গ্রহাণাং প্রীতয়ে তথা।
অল্পায়াসেন রাজেন্দ্র সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥

সহকারে নক্তাশী হইয়া আটটী সোমবার অতিবাহিত করিবে। প্রত্যেক সোমবারেই বিচক্ষণ বিপ্রগণকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে। অনন্তর নয়টী সোমবার পূর্ণ হইলে একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাকে বস্ত্রযুগল ও সোমমূর্ত্তি দান করিবে। এই মূর্ত্তি কাংস্যভাজনস্থ ও ক্ষীরপূরিত করিয়া দিতে হইবে এবং পূর্ব্ববৎ ছত্র, পাদুকা ও উপানদ্ যুক্ত করিয়া সম্পূর্ণাঙ্গ বিপ্রকে দান করিবে। স্বাতী-নক্ষত্রে মঙ্গলবার মিলিত হইলে মঙ্গলের পূজা ও নক্তাশী হইয়া আটটী মঙ্গলবার অতিবাহিত করিবে এবং পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। সম্পূর্ণাঙ্গ ব্রাহ্মণকে তাম্রপাত্রস্থ সুবর্ণের মঙ্গলপ্রতিমা দান করিবে। এইরূপ বিশাখাদি নক্ষত্র ক্রমে বুধাদি অপর কয়টি বারে নক্তাশনাদি নিয়মে সাতদিন অতিবাহিত করিয়া জ্ঞানী জন অষ্টম দিনে সুবর্ণের গ্রহপ্রতিমা প্রদান করিবে। তারপর যথাবিধানে হোম করিবে। হে নরাধিপ! এইরূপ করিলে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। তাহার অসৌম্য গ্রহ সকল সৌম্য হয়, সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয়, দেবগণ সন্তুষ্ট হন, নাগগণ বিরুদ্ধাচরণ করে না, পিতৃগণ তৃপ্ত হন এবং দুঃস্বপ্ন বিদূরিত হইয়া থাকে। যাহারা ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহাদিগের মঙ্গল, শনি রবি রাহু ও কেতু প্রভৃতি পীড়াকর রৌদ্র গ্রহগণ যদি মস্তকে অবস্থিত হয়, তবে এইরূপ করিবামাত্রই তাহারা সৌভাগ্যপ্রদ হইয়া থাকে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি ভক্তিসমন্বিত হইয়া নিত্যকাল এইরূপ করে, গ্রহগণ অনুকূল হইয়া তাহার শান্তি প্রদান করিয়া থাকেন, ইহার অন্যথা হয় না। শনৈশ্চর, রাহু ও কেতু ইহাঁদিগের মূর্ত্তি লৌহ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া লৌহপাত্রে সংস্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহাঁদিগের প্রীতির জন্য কৃষ্ণ বস্ত্রযুগল দান করিতে হয়। শান্তি বিজয় ও শ্রীকামী মানবগণ সুবর্ণের প্রতিমা দান করিবেন। হে নৃপ! শান্তিকামী মানবের ব্রতান্তে সমস্ত গ্রহেরই সৌবর্ণী মূর্ত্তি দান ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য।৩১১—৩২৬। অতঃপর গ্রহগণের প্রীতির নিমিত্ত যথাশক্তি দক্ষিণা দান করিবে। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ

শঙ্করাজ্ঞ্‌ জ্ঞানমন্বিচ্ছেদারোগ্যং ভাস্করাত্তথা।
হুতাশনাদ্ধনমিচ্ছেদ্গতিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ॥
ব্রাহ্মং পিতামহাচ্চৈব সর্ব্বজন্তুপ্রশান্তিদম্॥

ভীষ্ম উবাচ।

যত্ত্বয়া কথিতো যজ্ঞো যজ্ঞনাম্ভু ফলং মহৎ।
তথায়ুষঃ স্বল্পতয়া অন্যৈঃ প্রাপ্তুং ন শক্যতে॥
স্বল্পায়াসেন যৎপুণ্যং সংবৎসরমুপোষণম্।
ভবেত্তন্মে মুনিশ্রেষ্ঠ কথয়স্ব মহাফলম্॥ ৩৩০

পুলস্ত্য উবাচ।

ইদমর্থং মহারাজ শ্বেতো রাজা মহাযশাঃ।
বসিষ্ঠং পৃষ্টবান্ প্রশ্নং ক্ষুধয়া পীড়িতো ভৃশম্॥
আসীদিলাবৃতে বর্ষে শ্বেতো রাজা মহাবলঃ।
স মহীং সকলাং জিগ্যে সপ্তদ্বীপাং সপত্তনাম্
ব্রহ্মপুত্রো বসিষ্ঠশ্চ আসীত্তস্য পুরোহিতঃ॥ ৩৩৩
স কদাচিন্নৃপশ্রেষ্ঠো জিত্বা পরমধার্ম্মিকঃ।
পুরোহিতমুবাচেদং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্॥ ৩৩৪

শ্বেত উবাচ।

ভগবন্নশ্বমেধানাং সহস্রং কর্ত্তুমুৎসহে।
সুবর্ণরূপ্যরত্নানাং দানং কর্ত্তুং দ্বিজাতিষু।
পৃথিব্যামন্নদানন্তু দাতুং নেচ্ছামি বৈ গুরো।
নাস্ত্যেন কিঞ্চিদন্নেন দত্তে হেম্নি দ্বিজে প্রভো।
ন কিঞ্চিদস্তি ভাষা ন দত্তং তৎ কদাচন।
রক্তবস্ত্রমলঙ্কারং গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ।
অদদাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽসৌ শ্বেতো রাজা
মহাযশাঃ॥ ৩৩৭
নান্নং জলং তেন রাজ্ঞা দত্তমাসীৎ কদাচন।
ততোঽশ্বমেধৈর্বহুভির্যজ্ঞাসৌ নৃপসত্তম॥ ৩৩৮
স্বর্গং গতঃ পুণ্যজিতং তপস্তপ্ত্বার্ব্বুদত্রয়ম্।
ব্রাহ্মীং সলোকতাং প্রাপ্তঃ সর্ব্বালঙ্কার-
ভূষিতঃ॥ ৩৩৯
নৃত্যন্ত্যপ্সরসস্তত্র গায়ন্তে সিদ্ধযোষিতঃ।
তুম্বুরুর্নারদস্তত্র ধাবপ্যনুগতৌ সদা॥ ৩৪০
অগায়েতাং মহাপ্রাজ্ঞৌ মুনয়শ্চ তপোঽন্বিতাঃ।
বেদোক্তমন্ত্রৈঃ স্তুবন্তি অনেকক্রতুযাজিনম্

অল্পায়াস-সাধ্য কার্য্যে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইবে। শঙ্করের নিকট জ্ঞান ইচ্ছা করিবে; ঐরূপ দিবাকরের নিকট আরোগ্য, হুতাশন সমীপে ধন, জনার্দ্দনের নিকট গতি এবং সর্ব্বজীব-শান্তিপ্রদ বেদজ্ঞান পিতামহ ব্রহ্মার নিকট অভিলাষ করিবে। ভীষ্ম কহিলেন,—আপনি যে যজ্ঞ ও যজ্ঞাদিগের মহাফলের কথা কহিলেন, আয়ুর অল্পতা হেতু দীর্ঘায়ু ভিন্ন অন্যের ইহা প্রাপ্তি ঘটিবে না। এক বৎসর উপবাসে যে পুণ্য, স্বল্পায়াসে যাহাতে তাহা লাভ হয়, হে মুনিসত্তম! সেই মহাফল বিধান আমার নিকট বর্ণনা করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে মহারাজ! এ বিষয়ে মহাযশা শ্বেতরাজ ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইলাবৃত বর্ষে মহাবল শ্বেত নামক এক রাজা ছিলেন, তিনি সপত্তনা সপ্তদ্বীপা মহী নিঃশেষরূপে জয় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। একদা সেই পরমধার্ম্মিক নৃপবর শ্বেত পৃথিবী জয়ের পর পুরোহিত বাগ্মিবর বশিষ্ঠকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্বেত বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি সহস্র অশ্বমেধ করিতে অভিলাষী; আমি দ্বিজাতিদিগকে সুবর্ণ, রূপ্য ও রত্নসমূহ দান করিব, হে গুরো! আমি পৃথিবীতে অন্নদান করিতে ইচ্ছুক নহি। হে প্রভো! দ্বিজগণকে সুবর্ণ প্রদত্ত হইলে অন্নদান অকিঞ্চিৎকর। রাজা এইরূপে অন্নদানের অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিয়া কোন প্রকারেই অন্নদান করিলেন না। মহাযশা শ্বেত রাজা দ্বিজগণকে রঞ্জিত বসন অলঙ্কার ও অনেক গ্রাম নগর দান করিলেন। ৩২৭—৩৩৭। কিন্তু তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও অন্ন বা জল দান করিলেন না। হে নৃপসত্তম। রাজা শ্বেত বহু অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া যাগপুণ্যলব্ধ স্বর্গে গমন এবং অর্ব্বুদত্রয় কাল তপস্যা করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন। তিনি সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত থাকিতেন, অপ্সরাগণ তথায় নৃত্য ও সিদ্ধনারীরা গান করিত। মহাপ্রাজ্ঞ তুম্বুরু ও নারদ সর্ব্বদা অনুগত থাকিয়া তথায় গান করিতেন; তপস্যান্বিত মুনিগণ বেদমন্ত্রসমূহ

এবং বিভবযুক্তস্য রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
ক্ষুধয়া পীড্যতে দেহঃ তৃষ্ণয়া চ বিশেষতঃ॥
স তয়া পীড্যমানস্তু ক্ষুধয়া রাজসত্তমঃ।
বিমানেনাগমৎসৌ স্বর্গং ত্যক্ত্বাগামৃক্ষপর্ব্বতম্॥
যত্রাস্য মূর্ত্তিস্তত্রাগাৎ পুরা দগ্ধা মহাবনে।
তস্যাস্থীনি স্বয়ং গৃহ্য লিহন্নাস্তে স পার্থিবঃ।
পুনর্বিমানমারুহ্য যযৌ নাকং নরাধিপঃ॥ ৩৪৪
অথ কালেন মহতা স রাজা সংশিতব্রতঃ।
স্বাস্থ্যস্থীনি লিহন্ দৃষ্টো বসিষ্ঠেন পুরোধসা॥ ৩৪৫
উক্তশ্চ কিম্নু রাজেন্দ্র স্বাস্থিভক্ষো নরাধিপ॥
এবমুক্তস্ততো রাজা বসিষ্ঠেন মহর্ষিণা।
উবাচ বচনঞ্চেদং শ্বেতো রাজাথ তং মুনিম্॥
ভগবংস্তৃট্ক্ষুধার্ত্তোঽহমন্নদানং পুরা ময়া।
ন দত্তং মুনিশার্দ্দূল তেন মাং ক্ষুৎ প্রবাধতে॥
এবমুক্তস্তদা রাজ্ঞা বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ তং নৃপং ভূয়ো বাক্যমেতন্মহামুনিঃ॥ ৩৪৯
কিং তে করোমি রাজেন্দ্র ক্ষুধিতস্য বিশেষতঃ
যস্য কস্যাপি কিঞ্চিদ্ধি নাদত্তমুপতিষ্ঠতি॥ ৩৫০
রত্নহেমপ্রদানেন ভোগবান্ জায়তে নরঃ।
অন্নদানপ্রদানেন সর্ব্বকামৈঃ প্রপূরিতঃ॥ ৩৫১
তন্ন দত্তং ত্বয়া রাজন্ স্তোকং মত্বা নরাধিপ॥

শ্বেত উবাচ।

অদত্তস্য চ সম্ভূতির্যথা ভবতি মে গুরো।
বসিষ্ঠ ত্বৎপ্রসাদেন তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ॥ ৩৫৩

বসিষ্ঠ উবাচ।

অস্ত্যেকং কারণং যেন জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
তচ্ছৃণুষ্ব নরব্যাঘ্র কথ্যমানং ময়া তব॥ ৩৫৪
আসীদ্রাজা পুরাকল্পে বিনীতাশ্বেতি কীর্ত্তিতঃ
স চাশ্বমেধমারেভে যজ্ঞং কর্ত্তুং বরং নৃপঃ॥ ৩৫৫
যজনান্তে দ্বিজেন্দ্রেভ্যো দত্তং গোঽশ্বাদি
যাচিতম্।

দ্বারা সেই অনেকক্রতুযাজী রাজার স্তব করিতেন। কিন্তু এতাদৃশ বিভবসম্পন্ন হইয়াও সেই মহাত্মা শ্বেত নৃপতির দেহ ক্ষুধায় বিশেষতঃ তৃষ্ণায় পীড়িত হইত। রাজসত্তম শ্বেত ক্ষুধাতৃষ্ণায় এইরূপে পীড়িত হইয়া বিমানযোগে স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋক্ষপর্ব্বতে গমন করিলেন। এই পর্ব্বতের এক মহাবনে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের দেহ অদগ্ধ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, রাজা তাঁহার সেই নিজ মূর্ত্তিসন্নিধানে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি নিজ অস্থি গ্রহণপূর্ব্বক তাহার আস্বাদ গ্রহণ করেন; তারপর নরাধিপ সেই বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করেন। অনন্তর বহুকাল এইরূপ করিতে থাকিলে একদা পুরোহিত বশিষ্ঠ নিজ অস্থির লিহন-কারী সংশিতব্রত নৃপতিকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি নরাধিপকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! কি নিমিত্ত নিজাস্থি ভক্ষণ কর? তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রাজা শ্বেত সেই মুনিকে কহিলেন,—ভগবন্! আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত, হে মুনিশার্দ্দূল! আমি পূর্ব্বে অন্ন দান করি নাই, তজ্জন্য ক্ষুধা আমাকে পীড়িত করিতেছে। তখন রাজা এইরূপ বলিলে মুনিপুঙ্গব বশিষ্ঠ পুনরায় তাহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তুমি অত্যন্ত ক্ষুধিত, এক্ষণে আমি তোমার কি করিব? যে যে বস্তু দান করে না, সে তাহা লাভও করিতে পারে না। নর রত্ন ও সুবর্ণপ্রদানে ভোগবান্ হয়; আর অন্নপ্রদানে সর্ব্বকামে পূরিত হইয়া থাকে; কিন্তু হে রাজন্! তুমি নরাধিপ হইয়াও সামান্য জ্ঞানে ঐ অন্ন দান কর নাই। শ্বেত কহিলেন,—হে গুরো! অদাতার কিরূপে বিভূতি লাভ হয়, আমি তাহা জানিতে চাহি; হে বশিষ্ঠ! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বলুন। ৩৩৮—৩৫৩। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে নরব্যাঘ্র! ইহার এক নিঃসংশয় কারণ আছে, তাহা আমি তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরা-কল্পে বিনীতাশ্ব নামে আখ্যাত এক রাজা ছিলেন, সেই নৃপবর একদা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞাবসানে দ্বিজেন্দ্রগণকে তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে গো অশ্বাদি দান করিয়াছিলেন। তিনি তোমার

নান্নং দত্তং ত্বেন কিঞ্চিৎ স্বল্পং যথা যথা ত্বয়া
ততঃ কালেন মহতা মৃতোঽসৌ জাহ্নবীতটে।
মায়াপুর্য্যাং বিনীতাশ্বঃ সার্ব্বভৌমোঽভবন্নৃপঃ।
স্বর্গঞ্চ গতবান্ সোঽপি যথা রাজা
ভবান্ প্রভো।
অসাবপি ক্ষুধাবিষ্ট এবমেবাগতোঽভবৎ ॥৩৫৮
মর্ত্ত্যলোকে নদীতীরে গঙ্গায়াং নীলপর্ব্বতে।
বিমানেনার্কবর্ণেন ভাস্বতা দেববন্নৃপ। ৩৫৯
দদর্শ তৎ স্বকং দেহং তথা স্বঞ্চ পুরোহিতম্।
হোতারং ব্রাহ্মণং নাম যজন্তং জাহ্নবীতটে॥
তং দৃষ্ট্বাসাবপি পুনঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্দ্বিজোত্তমম্।
ক্ষুধায়াঃ কারণং রাজন্ স হোতা তমুবাচ হ॥
তিলধেনুঞ্চ বৈ রাজন্ ঘৃতধেনুঞ্চ সত্তম।
জলধেনুঞ্চ ধেনুঞ্চ রসধেনুঞ্চ পার্থিব॥ ৩৬২
দেহি শীঘ্রং যেন ভবাংস্তুষ্টক্ষুধাবর্জ্জিতো দিবি।
রমেত যাবদাদিত্যস্তপতে দিবি চন্দ্রমাঃ॥ ৩৬৩
এবমুক্তস্ততো রাজা তং পুনঃ পৃষ্টবানিদম্।
তিলধেনুস্থিতিং ব্রূহি তথা কৃত্বা দদাম্যহম্।

পুরোহিত উবাচ।

বিধানং তিলধেনোশ্চ তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ।
ধেনুঃ স্যাৎ ষোড়শাঢ়ক্যশ্চতুর্ভির্বৎসকো ভবেৎ।
ইক্ষুদণ্ডময়াঃ পাদা দন্তাঃ পুষ্পময়াঃ শুভাঃ। ৩৬[illegible]
নাসা গন্ধময়ী তস্যা জিহ্বা গুড়ময়ী তথা।
পুচ্ছে স্রক্ কল্পনীয়া স্যাদ্ ঘণ্টাভরণভূষিতা।
ঈদৃশীং কল্পয়িত্বা তু স্বর্ণশৃঙ্গীস্তু কল্পয়েৎ।
রৌপ্যখুরাং কাংস্যদোহাং পূর্ব্বধেনুবিধানতঃ।
কৃত্বা তাং ব্রাহ্মণায়াশু দাপয়েন্মন্ত্রতো নৃপ।
স্থিতাং কৃষ্ণাজিনে ধেনুং বাসোভির্গোপিতাং
শুভাম্। ৩৬৮
সূত্রেণাসূত্রিতাং কৃত্বা পঞ্চরত্নসমন্বিতাম্।
সর্ব্বৌষধিসমাযুক্তাং মন্ত্রপূতাস্তু দাপয়েৎ। ৩৬৯
অন্নং মে জায়তাং সদ্যঃ পানং সর্ব্বরসাস্তথা।
কামান্ সম্পাদয়াস্মাকং তিলধেনো দ্বিজঽর্পিতা

মত সামান্য স্থানে অল্পমাত্রও অন্নদান করেন নাই। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে সেই রাজা মৃত ও জাহ্নবীতটের মায়াপুরীতে বিনীতাশ্ব নামে সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। হে প্রভো! তিনিও তোমার মত স্বর্গে গিয়াছিলেন,—তোমারই মত ক্ষুধাতৃষ্ণাবিষ্ট হইয়া এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে নৃপ। তিনি মর্ত্ত্যলোকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নীলপর্ব্বতে দেবতার ন্যায় প্রদীপ্ত অর্কবর্ণ-বিমানে আরোহণ করিয়া আসিয়া নিজদেহ এবং হোতানামক স্বীয় পুরোহিতকে দর্শন করিলেন। এই পুরোহিত দ্বিজ জাহ্নবী-তটে যজন করিতেছেন। রাজা সেই দ্বিজসত্তমকে অবলোকন করিয়া নিজ ক্ষুধার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হোতা দ্বিজও রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে রাজসত্তম! তিলধেনু, ঘৃতধেনু, জলধেনু, ধেনু এবং রসধেনু শীঘ্র এই সকল দ্বিজকে দান কর; এইরূপ করিলে যে পর্য্যন্ত সূর্য্য আতপ দান করেন, চন্দ্রমা বিরাজমান থাকেন, তাবৎকাল তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন হইয়া স্বর্গে বাস করিতে পারিবে। অনন্তর এই-রূপ অভিহিত হইয়া রাজা সেই পুরোহিতকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—আপনি তিলধেনু-স্থিতি কীর্ত্তন করুন, আমি তদ্রূপ করিয়া দান করিব। পুরোহিত কহিলেন,—হে নরাধিপ! তিলধেনুর বিধান শ্রবণ কর। ষোড়শাঢ়ক তিলের ধেনু ও বৎস চারি আঢ়কের হইবে। ধেনুর পাদ ইক্ষুদণ্ডময়, দন্ত শুভ কুসুমময়, নাসা গন্ধময়ী এবং জিহ্বা গুড়ময়ী হইবে; তাহার পুচ্ছে মাল্য দিতে হইবে ও তাহাকে ঘণ্টাভরণে ভূষিত করিবে। এইরূপ ধেনু নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে যথাবিধি স্বর্ণশৃঙ্গী রৌপ্যখুরা ও কাংস্যদোহা প্রভৃতি পূর্ব্বো-ল্লিখিত মত করিবে। হে নৃপ! তারপর মন্ত্রোল্লেখপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ঐ ধেনুকে কৃষ্ণাজিনে রক্ষিত, বস্ত্র দ্বারা গোপিত, সূত্র দ্বারা সূত্রিত, পঞ্চরত্ন দ্বারা অন্বিত এবং সর্ব্বৌষধিসমাযুক্ত ও মন্ত্রপূত করিয়া দান করিবে। ৩৫৪—৩৬৯। দাতা বলিবেন,—"আমার সদ্য অন্ন, পান ও সর্ব্বরস সম্পাদিত

গৃহ্নামি দেবি ত্বাং ভক্ত্যা কুটুম্বার্থে বিশেষতঃ
দেহি কামান্বিতান্ সর্ব্বাংস্তিলধেনো
নমোঽস্তু তে ॥ ৩৭১
এবং বিধানতো দত্ত্বা তিলধেনুর্নৃপোত্তম।
সর্ব্বকামসমাবাপ্তিং কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ। ৩৭২
জলধেনুস্ত্বথৈবেহ কুম্ভৈরেব প্রকল্পিতা।
দত্তা তু বিধিনা কামান্ সদ্যঃ সর্ব্বান্ প্রযচ্ছতি
ধেনুশতং তথা দত্তং পূর্ণিমা নিয়মেন হি।
সাবিত্রী ইব বৈ স্বর্গে সর্ব্বকামপ্রদা ভবেৎ॥
ঘৃতধেনুস্তথা দত্তা বিধানেন বিচক্ষণৈঃ।
সর্ব্বকামসমাবাপ্তিং কুরুতে কান্তিদা ভবেৎ॥
রসধেনুস্তথা দত্তা কার্ত্তিকে মাসি পার্থিব।
সর্ব্বান্ কামান প্রযচ্ছেত্তু নিত্যং সা গতিদা
ভবেৎ॥ ৩৭৬
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং সমাসাদ্বহুবিস্তরম্।
অপারং ফলমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মণা সর্ব্বকর্ম্মণা॥ ৩৭৭

তৃষ্ণয়া ক্ষুধয়া যস্মা পীড়িতো রাজসত্তম।
তদ্দানং কার্ত্তিকে দেয়ং পূর্ব্বং দেহি নরাধিপ॥
ব্রহ্মাণ্ডং সর্ব্বসম্পন্নং ভূতরত্নৌষধীযুতম।
দেবদানবযক্ষৈশ্চ যুক্তমেতৎ সদা বিভো॥৩৭৯
এতত্তু সকলং কৃত্বা সর্ব্বতো রজতান্বিতম্।
সুরত্নসূর্য্যচন্দ্রাঢ্যং কার্ত্তিকে দ্বাদশীদিনে॥ ৩৮০
অথবা পঞ্চদশ্যাস্তু কার্ত্তিকস্যৈব নান্যতঃ।
পুরোহিতায় গুরবে দাপয়েদ্ভক্তিমান্নরঃ॥ ৩৮১
ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তীনি যানি ভূতানি পার্থিব।
তানি দত্তানি বৈ তেন সমাসাৎ কথিতং তব
যদ্‌যজ্ঞৈর্যজতো রাজন্ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
সর্ব্বং ফলং তৎখণ্ডস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য বিশেষতঃ॥
যঃ পুনঃ সকলং চেদং ব্রহ্মাণ্ডং প্রদিশেন্নরঃ।
তেন জপ্তং হুতং দত্তং পঠিতং কীর্ত্তিতং ভবে
রাজোবাচ।
বিধিং ব্রহ্মাণ্ডদানস্য কৃত্বা তন্মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ

হউক, হিজে দত্ত তিলধেনো! আমার সকল কামনা পূর্ণ করুন। গ্রহীতা বলিবেন,—হে দেবি! আমি ভক্তিভরে বিশেষতঃ কুটুম্ব পোষণার্থ তোমায় গ্রহণ করিতেছি; হে তিলধেনো! আমার কামনাযুক্ত কার্য্য সকল সফল কর, তোমায় নমস্কার। হে নৃপবর! এইরূপ বিধানে প্রদত্ত তিলধেনু সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করে। এ বিষয়ে সংশয় নাই। ঐরূপ কুম্ভসমূহ দ্বারা জলধেনু প্রকল্পিত হয়। বিধিপূর্ব্বক প্রদত্ত জলধেনু জনগণের অখিল অভীষ্ট সদ্যঃ প্রদান করে। নিয়ন্ত্রিত হইয়া পূর্ণিমায় শত ধেনু দান করিলে ঐ ধেনু স্বর্গে সাবিত্রীর ন্যায় সর্ব্বকামপ্রদা হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বিধিপূর্ব্বক ঘৃতধেনু দান করিবে; এইরূপ দানে দাতা সর্ব্বকাম লাভ করে এবং দত্তধেনু দাতার কান্তিদা হয়। হে পার্থিব! ঐরূপ কার্ত্তিক মাসে প্রদত্ত রসধেনু মানবের সর্ব্বকামপ্রদা ও নিত্য গতিদা হইয়া থাকে। এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বহু বিস্তর বিষয় বর্ণন করিলাম; ব্রহ্মা এই সকল কর্ম্মের অপার ফল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হে রাজসত্তম! তুমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত, অতএব কার্ত্তিক মাসে তোমার এই সকল দান করা কর্ত্তব্য। হে নরাধিপ। তুমি প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড দান কর। ভূত, রত্ন, ঋষি, দেব, দানব, যক্ষ, ঔষধি ও অন্যান্য উপকরণ যুক্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড দান করিতে হয়। এ সকল রৌপ্যযুক্ত করিতে হয়। হে বিভো! অন্যদিনে নহে, কার্ত্তিকের দ্বাদশী দিনে অথবা পূর্ণিমায় রজতান্বিত ও উত্তমরত্ন-নির্ম্মিত সূর্য্য ও চন্দ্রযুক্ত করিয়া ভক্তিমান্ নর এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড গুরু এবং পুরোহিতকে দান করিবে। হে পার্থিব! এইরূপ দানে ব্রহ্মাণ্ডোদর মধ্যে যত কিছু জীব আছে, দাতার তৎসমস্তই দান করা হয়। তোমার নিকট ইহা সংক্ষেপে কথিত হইল।৩৭০-৩৮২। হে রাজন্! অনেক যজ্ঞ দ্বারা যাজন ও উত্তম দক্ষিণা দ্বারা তাহার সমাপ্তিকরণে যে ফল এই ব্রহ্মাণ্ডদানের ফলও তাহারই তুল্য, কিন্তু অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডদানে বিশেষ ফল বর্ণিত; যে ব্যক্তি অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড দান করে, সেই দানেই

কালং দেশং বিপ্র তীর্থং সর্ব্বং ত্বং বদ মেহনঘ
কৃতেন যেন সর্ব্বস্য ফলভাগী ভবাম্যহম্।
কুৎসিতস্যাস্য ভাবস্য মোক্ষঃ স্যাদচিরাচ্চ মে॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং শ্রুত্বা ততো রাজন্ পুরোধাস্তস্য স দ্বিজঃ
ব্রহ্মাণ্ডং কারয়ামাস সৌবর্ণং সর্ব্বধাতুভিঃ॥৩৮৭
যুতং নিষ্কসহস্রেণ পদ্মং তত্র ব্যকল্পয়ৎ।
তত্র ব্রহ্মা তস্য মধ্যে পদ্মরাগৈরলঙ্কৃতঃ॥৩৮৮
সাবিত্র্যা চৈব গায়ত্র্যা ঋষিভির্মুনিভিঃ সহ।
নারদাদ্যাঃ সুতাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রাদ্যাশ্চ দিবৌকসঃ॥
সৌবর্ণবিগ্রহাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণস্তু পুরঃসরাঃ।
বরাহরূপী ভগবান্ লক্ষ্ম্যা সহ সনাতনঃ॥৩৯০
নীলং মরকতঞ্চৈব ভূষায়াং তস্য কারয়েৎ।
গোমেদৈস্তস্য বৈ শোভাং কারয়েত চ বুদ্ধিমান্
মৌক্তিকৈশ্চাপি সোমস্য শোভাং বজ্রৈর্দিবাকরে
গ্রহাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং স্বর্ণানি চ দাপয়েৎ॥
স্বর্ণাৎ সপ্তগুণং রৌপ্যং রৌপ্যাত্তাম্রং তথাধিপ
ততঃ সপ্তগুণং কার্য্যং কাংস্যং সপ্তগুণং তথা।
কাংস্যাৎ সপ্তগুণং কার্য্যং ত্রপু চৈব নরাধিপ।
ত্রপুসপ্তগুণং সীসং সীসাল্লোহঞ্চ কারয়েৎ॥
সপ্ত দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ সপ্ত বৈ কুলপর্ব্বতাঃ।
অনয়া সংখ্যয়া কৃত্বা নিপুণৈঃ শিল্পিভিস্ততঃ॥
পাদপাদীনি ভূতানি রাজতান্যেব কারয়েৎ।
আরণ্যানি চ সর্ব্বাণি সৌবর্ণানি চ কারয়েৎ॥
বৃক্ষান্ বনস্পতীন্ গুল্মতৃণপর্ণানি বীরুধঃ।
সর্ব্বং প্রকল্প্য বিধিবত্তীর্থে দেয়ং বিচক্ষণৈঃ॥
কুরুক্ষেত্রে গয়ায়াঞ্চ প্রয়াগেঽমরকণ্টকে।
দ্বারবত্যাং প্রভাসে চ গঙ্গাদ্বারে চ পুষ্করে।
তীর্থেষ্বেতেষু বৈ দেয়ং গ্রহণে শশিসূর্য্যয়োঃ।
দিনচ্ছিদ্রেষু সর্ব্বেষু অয়নে দক্ষিণোত্তরে।
ব্যতীপাতে বহুগুণং বিষুবে চ বিশেষতঃ।

তাহার সমস্ত জপ, হোম, দান, পঠন ও কীর্ত্তন করা হয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মাণ্ড দানের অনুষ্ঠান করিয়া মানব মোক্ষভাগী হয়; অতএব হে অনঘ দ্বিজ! আপনি তৎক্রিয়ার কাল, দেশ কিংবা তীর্থকর্ত্তব্যতা এমন কি যাহা করিলে আমি অখিল ফললাভে সমর্থ হই এবং এই কুৎসিত ভাব হইতে অচিরে আমার মুক্তি হয়, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর সেই রাজার পুরোহিত এইরূপ শ্রবণ করিয়া সর্ব্বধাতুসমন্বিত সৌবর্ণ ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই ব্রহ্মাণ্ডে সহস্রনিষ্কযুত এক পদ্ম কল্পিত হইল; তন্মধ্যে সাবিত্রী, গায়ত্রী ও ঋষিমুনিগণসমন্বিত পদ্মরাগালঙ্কৃত পদ্মযোনির প্রতিমা নির্ম্মিত হইল; সৌবর্ণ বিগ্রহ নারদাদি তদীয় তনয়গণ ও ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ ব্রহ্মার সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বরাহবিগ্রহ ভগবান্ সনাতন বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অঙ্কিত হইলেন। এই বিষ্ণুর অলঙ্কারে নীল মরকত দিতে হয়; বিচক্ষণ মানব গোমেদ দ্বারা তাহার শোভাসম্পাদন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মুক্তার সোমমূর্ত্তি, হীরকের দিবাকরমূর্ত্তি এবং গ্রহগণের বিগ্রহ স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়। হে নরাধিপ! পূর্ব্বে যে সর্ব্বধাতুমণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণের কথা কহিয়াছি তৎসম্বন্ধে ধাতুপরিমাণ এই যে,—স্বর্ণের সপ্তগুণ রৌপ্য, ঐরূপ রৌপ্যের সপ্তগুণ তাম্র, তাহার সাতগুণ কাংস্য, কাংস্যের সপ্তগুণ ত্রপু, ত্রপুর সপ্তগুণ সীসক এবং সীসকের সপ্তগুণ লৌহ গ্রহণ করিবে। সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র ও সপ্তকুলপর্ব্বত নির্ম্মাণ করাইয়া পরে এইরূপ সপ্ত সংখ্যায় নিপুণ শিল্পিগণ দ্বারা পাদপ ও প্রাণিসকল রজত দ্বারা নির্ম্মাণ করাইবে। আরণ্য প্রাণিনিচয় স্বুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এইরূপে বৃক্ষ, বনস্পতি, গুল্ম, তৃণ, পর্ণ, লতা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উপকরণ যথাবিধি উপকল্পিত করিয়া বিচক্ষণ মানব তীর্থে ইহা দান করিবে। ৩৮৩—৩৯১। কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ, অমরকণ্টক, দ্বারবতী, প্রভাস, গঙ্গাদ্বার ও পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে, ত্র্যহস্পর্শে, দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে কিংবা ব্যতীপাতে দান করিবে। বিশেষতঃ বিষুবে এই দান

দাতব্যমেতদ্রাজেন্দ্র বিচারং নৈব কারয়েৎ ॥
শালাগ্নিহোত্রিণং কৃত্বা সুরূপঞ্চ গুণান্বিতম্।
সপত্নীকঞ্চ সম্পূজ্য ভূষয়িত্বা চ ভূষণৈঃ ॥ ৪০১
পুরোহিতং মুখ্যতমং কুর্যাত্তে চ তথা দ্বিজাঃ।
চতুর্ব্বিংশদ্গুণোপেতাঃ সপত্নীকা নিমন্ত্রিতাঃ ॥
অঙ্গুরীয়ানি চ তথা কর্ণবেষ্টঞ্চ দাপয়েৎ।
এবংবিধাংস্তু তান্ পূজ্য তেষামগ্রে সুসংস্থিতঃ
অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।
পুরোহিতায় পুরতঃ কৃত্বা বৈ করসম্পুটম্ ॥৪০৪
যূয়ং বৈ ব্রাহ্মণাঃ প্রীতা মৈত্রত্বেনানুগৃহ্নত।
সৌমুখ্যেন দ্বিজশ্রেষ্ঠা ভূয়ঃ পূততরস্ত্বহম্ ॥ ৪০৫
ভবতাং প্রীতিযোগেন স্বয়ং প্রীতঃ পিতামহঃ।
ব্রহ্মাণ্ডেন তু দত্তেন তোষং যাতু জনার্দ্দনঃ ॥
পিনাকপাণির্ভগবান্ শক্রশ্চ ত্রিদশেশ্বরঃ।
এতে তোষং সমায়ান্তু অনুধ্যানাদ্ দ্বিজোত্তমাঃ
এবং স্তুত্বা ততো রাজা ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্
ব্রহ্মাণ্ডন্তু গুরোঃ প্রাদাৎ সবিধানং পুনঃ ক্ষণাৎ
সর্ব্বকামৈস্ততস্তৃপ্তো যযৌ স্বর্গং নরাধিপঃ।
তেনৈব গুরুণা তচ্চ বিভক্তং ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
দত্তং তেনাপি চান্যেভ্যো ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ নরাধিপ ॥
ব্রহ্মাণ্ডে ভূমিদানে চ গ্রাহী চৈকো ন বৈ ভবেৎ।
গৃহ্নন্ দোষমবাপ্নোতি ব্রহ্মহত্যাং ন সংশয়ঃ ॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব প্রত্যক্ষং দাতব্যং পরিকীর্ত্ত্য বৈ।
দীয়মানঞ্চ পশ্যন্তি তেঽপি পূতা ভবন্তি হি ॥৪১১
দর্শনাদেব তে মুক্তা ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪১২
যা ভীমদ্বাদশী প্রোক্তা স্বর্ণং তোয়ং মৃগাজিনম্
এতানি কৃত্বা পশ্যন্ত দৃষ্টৈরেতৈঃ ক্রিয়াফলম্ ॥
অযত্নাদেব লভ্যেত কর্ত্তুশ্চৈব সলোকতা।
সদা গাবঃ প্রণম্যাশ্চ মন্ত্রেণানেন পার্থিব ॥ ৪১৪
নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ

বহুগুণযুক্ত জানিবে। হে রাজেন্দ্র! এইরূপে দান করিবে, পরন্তু ইহাতে কোনরূপ বিচারণা করিবে না। সুরূপ ও গুণান্বিত সপত্নীক গৃহস্থ অগ্নিহোত্রীকে বরণ করিয়া তাঁহাকে পূজা ও ভূষণসমূহ দ্বারা ভূষিত করিবে। অগ্নিহোত্রিনির্ব্বাচন বিষয়ে স্বীয় পুরোহিতই মুখ্য কল্প জানিবে। এতদ্ভিন্ন চতুর্ব্বিংশতি প্রকার গুণযুক্ত সপত্নীক অন্যান্য দ্বিজগণকেও নিমন্ত্রণ করিবে; তাঁহাদিগকে অঙ্গুরীয়ক ও কর্ণবেষ্ট দান করিবে। এতাদৃশ দ্বিজগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদের অগ্রে উপবেশন, তাঁহাদিগকে অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও পুনঃপুন প্রণামপূর্ব্বক পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিবে;—হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা প্রীত হইয়া আমাকে মিত্ররূপে অনুগৃহীত করুন। হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনাদের প্রসাদে আমি পূততর হইয়াছি। আপনাদের প্রীতিযোগে স্বয়ং পিতামহও প্রীত হন। ব্রহ্মাণ্ডদানে জনার্দ্দন তোষ প্রাপ্ত হউন। পিনাকপাণি ভগবান্ ভব ও ত্রিদশাধীশ শক্র, হে দ্বিজসত্তমগণ! অনুধ্যানযোগে ইঁহারা সন্তোষ প্রাপ্ত হউন। হে নরাধিপ! অনন্তর সেই রাজাও বেদপারগ দ্বিজগণের এইরূপে স্তুতি করিয়া গুরুকে যথাবিধি ব্রহ্মাণ্ড দান করিলেন। অতঃপর তিনি সেই দানপ্রভাবে ক্ষণকালমধ্যে সর্ব্বকামতৃপ্ত হইয়া পুনরায় অমরপুরে উপনীত হইলেন। হে নরাধিপ! অনন্তর গুরু সেই ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড বিভাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকেও দান করিলেন। ব্রহ্মাণ্ড ও ভূমিদান একাকী গ্রহণ করা উচিত নহে, গ্রহণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। সর্ব্বসমক্ষে দান ও দানব্যাপার ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। যাহারা তাদৃশ দান দর্শন করে, নিশ্চিতই তাহারা পূত হয়; এমন কি, দর্শনমাত্রেই তাহারা মুক্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে সংশয় নাই। ভীমদ্বাদশী নাম্নী যে পুণ্যতিথি কথিত হয়, তাহাতে স্বর্ণ, জল ও মৃগাজিন প্রদত্ত হয়, যাহারা তাহা দর্শন করে, দর্শনেই তাহারা সেই দানফললাভ করে; এমন কি, বিনা যত্নেই দানকর্ত্তার সলোকতা লাভ করিয়া থাকে। হে পার্থিব! "নমো গোভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে গোগণকে সর্ব্বদা নমস্কার করিবে। ঐ

নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ।
মন্ত্রস্ত চাস্ত স্মরণাদ্গোদানফলমাপ্নুয়াৎ। ৪১৬
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র পুষ্করে তীর্থ উত্তমে।
কার্ত্তিক্যান্ত বিশেষেণ গোদানফলমাপ্স্যসি।
যৎকিঞ্চিদ্বিদ্যতে পাপং স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্ত বা
পুষ্করে স্নানমাত্রেণ তদশেষং প্রণশ্যতি। ৪১৮
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রাত্তু ভারত।
পুষ্করে তান্যুপায়ান্তি কার্ত্তিক্যান্ত বিশেষতঃ।

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড-দানং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

উক্তং ভগবতা সর্ব্বং পুরাণাশ্রয়সংযুতম্।
তথা শ্বেতেন ব্রহ্মাণ্ডং গুরবে প্রতিপাদিতম্॥১
কৃষৈতৎ কৌতুকং জাতং যথা তেনাস্থিলেহনম্
কৃতং ক্ষুধাপনোদার্থে হ্যন্নদানাদ্বিনা দ্বিজ। ২
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি পৃথিব্যাং যে চ পার্থিবাঃ
অন্নদানাদ্দিবং প্রাপ্তাঃ ক্রতবশ্চান্নমূলকাঃ। ৩
কথং তস্ত মতির্নষ্টা শ্বেতস্ত চ মহাত্মনঃ।
ন দত্তং তেনান্নদানমৃষিভির্বা ন দর্শিতম্। ৪
অহো মাহাত্ম্যমন্নস্ত ইহ দত্তস্ত যৎফলম্।
পরত্র ভুজ্যতে পুষ্টিঃ স্বর্গশ্চাক্ষয়তাং ব্রজেৎ।
অন্নদানং পরং বিপ্রাঃ কীর্ত্তয়ন্তি সদোত্থিতাঃ।
অন্নদানাৎ সুরেন্দ্রেণ ত্রৈলোক্যমিহ ভুজ্যতে।
শতক্রতুরিতি প্রোক্তঃ সর্ব্বৈরেব দ্বিজোত্তমৈঃ
তেনাবস্থাং তৎসদৃশীং প্রাপ্তবাংস্ত্রিদশেশ্বরঃ।৭
দানাদেব গতঃ স্বর্গং শ্রুতঃ সর্ব্বং শ্রুতং ময়া।
অপরঞ্চ পুরাবৃত্তং নির্ব্বৃত্তং যদি কহিচিৎ। ৮
ভূয়োঽপি শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে বদ মহামতে।

পুলস্ত্য উবাচ।

এতদাখ্যানকং পূর্ব্বমগস্ত্যেন মহাত্মনা।

মন্ত্রের স্মরণেও মানব গোদানফললাভ করে। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমিও উত্তম পুষ্কর-তীর্থে বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এই মন্ত্র স্মরণে গোদানফল লাভ করিবে। নরই হউক আর নারীই হউক, যাহার যে পাপ থাকে, পুষ্করস্নানমাত্রে তাহা নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হয়। হে ভারত! পৃথিবীতে আসমুদ্র যে সকল তীর্থ বিদ্যমান, পুষ্করে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় তৎসমস্তই উপস্থিত হইয়া থাকে। ৩৯৮—৪১৯।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম বলিলেন,—আপনি পুরাণসম্মিত সমস্ত কথাই কহিলেন, শ্বেত মহীপতি গুরুকে যে ব্রহ্মাণ্ড দান করিয়াছেন, তিনি যেরূপে ক্ষুধাপনোদনার্থ অস্থিলেহন করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন; ইহা শুনিয়া আমার কৌতুক জন্মিয়াছে। হে দ্বিজ! তিনি অন্ন বাদ দিয়া কেন অন্যদান করিলেন? পৃথিবী মধ্যে আর কোন্ কোন্ মহীপতি অন্ন দান করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি; কেননা, যজ্ঞসকল অন্নমূলক। মহাত্মা শ্বেত মহীপতির মতিই বা কেন নষ্ট হইল, তিনি কেন অন্নদান করিলেন না? ঋষি-গণও কি তাঁহাকে সে পথ প্রদর্শন করেন নাই? অহো! অন্নদানের কি মাহাত্ম্য! ইহ-কালের অন্নদানে পুরুষ পরকালে তাহার ফল ভোগ করে, অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। অন্ন যে একটী শ্রেষ্ঠ দান, বিপ্রগণ ইহা উন্নত মুখে সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অন্নদান-প্রভাবে সুরপতি ত্রৈলোক্য রাজ্যও ভোগ করেন; আর অন্নদানের জন্য তিনি দ্বিজো-ত্তমগণ কর্ত্তৃক শতক্রতু আখ্যা প্রাপ্ত হন। ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র যে সমৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা অন্ন দানেরই ফল।১—৭। দান দ্বারাই যে স্বর্গলাভ হয়, তাহাও আমি শুনিয়াছি। এ বিষয়ে অপর যদি কোন পুরাবৃত্ত থাকে, আমি পুনরায় তাহা শুনিতে অভিলাষ করি, হে

রামায় কথিতং রাজংস্তত্তে বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্
ভীষ্ম উবাচ।
কস্মিন্ বংশে সমুৎপন্নো রামোঽসৌ নৃপসত্তমঃ
যস্মাগস্ত্যেন কথিতশ্চেতিহাসঃ পুরাতনঃ ॥১১
পুলস্ত্য উবাচ।
রঘুবংশে সমুৎপন্নো রামো নাম মহাবলঃ।
দেবকার্য্যং কৃতং তেন লঙ্কায়াং রাবণো হতঃ॥
পৃথিবীরাজ্যসংস্থস্য ঋষয়োঽভ্যাগতা গৃহে।
প্রাপ্তাস্তে তু মহাত্মানো রাঘবস্য নিবেশনম্॥
প্রতীহারস্ততো রামমগস্ত্যবচনাদ্ দ্রুতম্।
আবেদয়ামাস ঋষীন্ প্রাপ্তাংস্তাংশ্চ ত্বরান্বিতঃ
দৃষ্ট্বা রামং দ্বারপালঃ পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্।
কৌশল্যাসূত ভদ্রন্তে সুপ্রভাতাদ্য শর্ব্বরী ॥১৪
দ্রষ্টুমভ্যুদয়ং তেঽদ্য সম্প্রাপ্তো রঘুনন্দন।
অগস্ত্যো মুনিভিঃ সার্দ্ধং দ্বারি তিষ্ঠতি তে নৃপ
শ্রুত্বা প্রাপ্তান্ মুনীন্ রামস্তান্ ভাস্করসমদ্যুতীন্
প্রাহ বাক্যং তদা দ্বাস্থং প্রবেশয় ত্বরান্বিতঃ।
কিমর্থন্তু ত্বয়া দ্বারি নিরুদ্ধা মুনিসত্তমাঃ।
রামবাক্যান্মুনীংস্তাংস্তু প্রাবেশয়দ্ যথাসুখম্।
দৃষ্ট্বা তু তান্ মুনীন্ প্রাপ্তান্ প্রত্যুবাচ
কৃতাঞ্জলিঃ।
রামোঽভিবাদ্য প্রণত আসনেষু ন্যবেশয়ৎ ॥১৯
তে তু কাঞ্চনচিত্রেষু স্বাস্তীর্ণেষু সুখেষু চ।
কুশোত্তরেষু চাসীনাঃ সমস্তান্মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ২০
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ দদৌ চার্ঘ্যং পুরোহিতঃ।
রামেণ কুশলং পৃষ্টা ঋষয়ঃ সর্ব্বএব তে।
মহর্ষয়ো বেদবিদ ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ২১
কুশলং তে মহাবাহো সর্ব্বত্র রঘুনন্দন।
ত্বাম্ভ দিষ্ট্যা কুশলিনং পশ্যামো হতবিদ্বিষম্ ॥২২
হৃতা সীতাভিপাপেন রাবণেন দুরাত্মনা।
পত্নী তে রঘুশার্দ্দুল তস্মা এবোজ্ঝসাহতঃ ॥ ২৩

মহামতে! তাহা আমার নিকট বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে রাজন! মহাত্মা অগস্ত্য রামের নিকট পূর্ব্বে এ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি। ভীষ্ম বলিলেন,—অগস্ত্য যাঁহার পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই নৃপসত্তম রাম কোন্ বংশে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন? পুলস্ত্য বলিলেন,—রাম নামক মহাবল রাজা রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবকার্য্য সাধনার্থ লঙ্কায় রাবণকে নিহত করিয়াছিলেন। একদা পৃথিবীর সমস্ত ঋষি তাঁহার গৃহে আগমন করেন, সেই সুমহাত্মা ঋষিগণ রামের আবাস ভবনে উপনীত হন। অনন্তর প্রতিহারী অগস্ত্যবাক্যে ত্বরান্বিত হইয়া রামসমীপে উপনীত হইল এবং তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক ঋষিগণের আগমন আবেদন করিল। দ্বারপাল সমুদিত পূর্ণচন্দ্রতুল্য রামচন্দ্রকে অবলোকনপূর্ব্বক বলিল,—হে কৌশল্যাতনয়! আপনার মঙ্গল হউক। অদ্য আপনার রাত্রি সুপ্রভাতা হইয়াছে। হে রাম! আপনার অভ্যুদয়দর্শনার্থ মুনিগণ সহ অগস্ত্য আপনার গৃহে উপস্থিত, হে নৃপ! তিনি আপনার দ্বারে দণ্ডায়মান। অনন্তর রাম সেই দিবাকরদ্যুতি মুনিগণের সমাগম-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—হে প্রতিহার! ত্বরায় তাঁহাদিগকে সভায় প্রবেশ করাও; তুমি কি নিমিত্ত সেই মুনিসত্তমগণকে দ্বারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। অনন্তর প্রতিহারী রামবাক্যে দ্বারে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদনপূর্ব্বক যথাসুখে সেই সকল ঋষিকে সভায় প্রবেশ করাইল। রাম অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে আসনে উপবেশন করাইলেন। মুনিপুঙ্গবগণ কাঞ্চনচিত্রিত কুশোত্তর আস্তরণে সুখে উপবেশন করিলে, পুরোহিত তাঁহাদিগকে পাদ্য, আচমনীয় ও অর্ঘ্যপ্রদান করিলেন। অনন্তর রাম তাঁহা-দিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সেই বেদজ্ঞ ঋষি মহর্ষিগণ বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—হে মহাবাহো রঘুনন্দন! তোমার সর্ব্ববিষয়ে কুশল ত? বিধিবশে তোমাকে আমরা কুশলী ও শত্রুহীন দর্শন করিলাম। ৮—২২। অতি-পাপ দুরাত্মা রাবণ তোমার পত্নী সীতাকে হরণ করিয়াছিল, হে রঘুশার্দ্দূল! তুমি সীতারই

অসহায়েন চৈকেন ত্বয়া রাম রণে হতঃ।
যাদৃশং তে কৃতং কর্ম্ম তস্য কর্ত্তা ন বিদ্যতে ॥
ইহ সম্ভাষিতুং প্রাপ্তা দৃষ্টা পূতাঃ স্ম সাম্প্রতম্
দর্শনাত্তব রাজেন্দ্র সর্ব্বে জাতাস্তপস্বিনঃ ॥ ২৫
রাবণস্য বধাত্তেঽদ্য কৃতমস্মৎপ্রমার্জ্জনম্।
দত্বা পুণ্যামিমাং বীর জগত্যভয়দক্ষিণাম্ ॥ ২৬
দিষ্ট্যা বর্দ্ধসি কাকুৎস্থ জয়েনামিতবিক্রম।
দৃষ্টঃ সম্ভাষিতশ্চাসি যাস্যামশ্চাশ্রমান্ স্বকান্ ॥
অরণ্যস্থে প্রবিষ্টস্য ময়া চেন্দ্রশরাসনম্।
অর্পিতং চাক্ষয়ৌ তূণৌ কবচঞ্চ পরন্তপ ॥ ২৮
ভূয়োঽপ্যাগমনং কার্য্যমাশ্রমে মে রঘূদ্বহ।
এবমুক্তা তু তে সর্ব্বে মুনয়োঽন্তর্হিতাভবন্ ॥
গতেষু মুনিমুখ্যেষু রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
চিন্তয়ামাস তৎকার্য্যং কিং স্যান্মে মুনিনোদিতম্
ভূয়োঽপ্যাগমনং কার্য্যমাশ্রমে রঘুনন্দন।
অবশ্যমেব গন্তব্যং ময়াগস্ত্যস্য সন্নিধৌ।
শ্রোতব্যং দেবগুহ্যঞ্চ কার্য্যমস্যচ্চ যদ্বদেৎ। ৩১
এবং চিন্তয়তস্তস্য রামস্যামিততেজসঃ।
করিষ্যে নিয়তং ধর্ম্মং ধর্ম্মো হি পরমা গতিঃ।
স তু বর্ষসহস্রাণি দশ রাজ্যমকারয়ৎ।
দদতো জুহ্বতশ্চৈব অযুতোঽপ্যেকবর্ষবৎ। ৩৩
প্রজাঃ পালয়তস্তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ। ৩৪
এতস্মিন্নেব দিবসে বৃদ্ধো জানপদো দ্বিজঃ।
মৃতং পুত্রমুপাদায় রামদ্বারমুপাগতঃ। ৩৫
উবাচ বিবিধং বাক্যং স্নেহাক্ষরসমন্বিতম্।
দুষ্কৃতং কিং ত্বয়া মে পুত্র পূর্ব্বদেহান্তরে কৃতম্।
ত্বামেকপুত্রং যদহং পশ্যামি নিধনং গতম্।
অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষং গতায়ুষম্।
অকালে কালমাপন্নং দুঃখায় মম পুত্রক। ৩৭.
অকৃত্বা পিতৃকার্য্যাণি গতো বৈবস্বতক্ষয়ম্।

তপোবলে রাবণকে নিহত করিয়াছ। তুমি একাকী অসহায়ে তাহাকে রণে নিহত করিয়াছ, তোমার এ কর্ম্ম অন্যের অসাধ্য। তোমাকে সম্ভাষণ করিবার জন্য আমরা উপস্থিত হইয়াছি, হে রাজেন্দ্র! তোমার দর্শনমাত্রে এই সকল তপস্বী পূত হইলেন। হে বীর! তুমি রাবণবধ করিয়া জগতের অভয়রূপ পুণ্য দক্ষিণাদানে আজ আমাদের অশ্রুমার্জ্জন করিয়াছ। হে অমিতবিক্রম কাকুৎস্থ। দৈবানুগ্রহে তুমি এই জয়দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছ। তোমাকে সন্দর্শন ও সম্ভাষণ করিলাম, এক্ষণে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিব। হে পরন্তপ! তুমি যৎকালে বনে গমন করিয়াছিলে, তখন আমি তোমাকে ইন্দ্রশরাসন, দুইটী অক্ষয় তূণ ও কবচ প্রদান করিয়াছিলাম, হে রঘূদ্বহ! তুমি পুনরায় আমার আশ্রমে আগমন করিবে। অগস্ত্যপ্রমুখ মুনি-সত্তমগণ এরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহারা গমন করিলে ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ রাম চিন্তা করিলেন,—আমা দ্বারা মুনিগণের কি কার্য্য সাধিত হইবে? যাহাই হউক, মুনিগণ যখন বলিয়াছেন যে,—"হে রঘুনন্দন! পুনরায় আশ্রমে আগমন করিবে" তখন অবশ্যই আমার অগস্ত্যমুনিসমীপে গমন করা কর্ত্তব্য। সে কার্য্য দেবগুহ্যই হউক, অথবা অন্য যাহাই কেন হউক না, তাহা আমার শ্রবণ করা উচিত। "আমি নিয়ত ধর্ম্ম করিব, ধর্ম্মই পরম গতি" এইরূপ চিন্তাশীল অমিত-তেজা রাম দশ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিলেন। দানশীল যাগকারী রামের সেই অযুত বর্ষ যেন এক বৎসরের ন্যায় কাটিয়া গেল।২৩-৩৩। একদিবস অযোধ্যাবাসী অনেক বৃদ্ধ দ্বিজ মৃত পুত্র লইয়া সেই প্রজাপালয়িতা মহাত্মা রাঘবের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। তিনি মৃত পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া স্নেহাক্ষর-সমন্বিত বিবিধ বাক্যে বলিতে লাগিলেন যে,—হে পুত্র! তুমি পূর্ব্বজন্মে কোন দুষ্কৃত করিয়া থাকিবে, তাই তুমি আমার এক-মাত্র পুত্র হইলেও তোমাকে মৃত অবলোকন করিতেছি। হে পুত্রক! তুমি যৌবন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে পাঁচ বৎসর বয়সেই গতায়ু হইলে! তুমি অকালে কালকবলিত হইয়া আমার দুঃখ উৎপাদন করিয়াছ। হায়! তুমি পিতৃকার্য্য না করিয়াই প্রেতপুরে প্রস্থান

রামস্য দুষ্কৃতং ব্যক্তং যেন তে মৃত্যুরাগতঃ ॥ ৩৮
বালবধ্যা ব্রহ্মবধ্যা স্ত্রীবধ্যা চৈব রাঘবম্ ।
প্রবেক্ষ্যতি ন সন্দেহঃ সভার্য্যে তু মৃতে ময়ি ।
তচ্ছ্রাব রাঘবঃ সর্ব্বং দুঃখশোকসমন্বিতম্ ।
নিবার্য্য তং দ্বিজং রামো বসিষ্ঠং বাক্যমব্রবীৎ
কিং ময়াদ্য চ কর্ত্তব্যং কার্য্যমেবংবিধে স্থিতে
প্রাণানহং জুহোম্যগ্নৌ পর্ব্বতাদ্বা পতে হ্যহম্ ।
কথং শুদ্ধিমহং যামি শ্রুত্বা ব্রাহ্মণভাষিতম্ ॥৪২
বসিষ্ঠস্যাগ্রতঃ স্থিত্বা রাজ্ঞো দীনস্য নারদঃ ।
প্রত্যুবাচ শ্রুতং বাক্যমৃষীণাং সন্নিধৌ তদা ॥
শৃণু রাম যথা কালং প্রপ্তো বৈ বালসংক্ষয়ঃ ।
পুরা কৃতযুগে রাম সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণোত্তমম্ ।
অব্রাহ্মণো ন বৈ কশ্চিত্তপস্তপতি রাঘব ॥ ৪৪
অমৃত্যবস্তদা সর্ব্বে জায়ন্তে চিরজীবিনঃ ॥ ৪৫

ত্রেতাযুগে পুনঃপ্রাপ্তে ব্রহ্মক্ষত্রমনুত্তমম্ ।
অধর্ম্মো দ্বাপরে তেষাং বৈশ্যান্ শূদ্রাংস্তথা-
বিশৎ ॥ ৪৬
এবং নিরন্তরং জুষ্টমুক্তমনৃতং পুনঃ ।
অধর্ম্মস্য ত্রয়ঃ পাদা একো ধর্ম্মস্য চাগতঃ ॥ ৪৭
ততঃ পূর্ব্বে ভৃশং ত্রস্তা বর্ণা ব্রাহ্মণপূর্ব্বকাঃ ।
ভূয়ঃ পাদস্য ধর্ম্মস্য দ্বিতীয়ঃ সমপদ্যত ॥ ৪৮
তস্মিন্ দ্বাপরসংজ্ঞে তু তপো বৈশ্যং সমাবিশৎ
যুগত্রয়স্য বৈ ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মস্য প্রতি তিষ্ঠতি ॥ ৪৯
কলিসংজ্ঞে ততঃ প্রাপ্তে বর্ত্তমানে যুগেঽন্তিমে
অধর্ম্মশ্চানৃতশ্চৈব বর্ধাতে নরর্ষভ ॥ ৫০
ভবিতা শূদ্রযোন্যান্ত তপশ্চর্য্যা কলৌ যুগে ॥ ৫১
স তে বিষয়পর্য্যন্তে রাজন্ন্ উগ্রতরং তপঃ ।
শূদ্রস্তপতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তেন বালবধঃ কৃতঃ ॥ ৫২

করিলে! ইহাতে রাজা রামেরই দুষ্কৃত স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে ; তাঁহারই পাপপ্রভাবে তোমার মৃত্যু সমাগত হইয়াছে। এখন আমি ভার্য্যার সহিত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেই রামের শরীরে বালহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ও নারী-হত্যা প্রবেশ করিবে, সন্দেহ নাই।৩৪—৩৯। রাঘব সেই দুঃখশোকসমন্বিত বাক্য সমস্তই শ্রবণ করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বারণ করিয়া বশিষ্ঠকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—আজ এই যে কার্য্য উপস্থিত, এ বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য ? ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া বলিতেছি,—আমি অগ্নিতে প্রাণাহুতি প্রদান বা পর্ব্বত হইতে পতন ইহার কোন্‌টী দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিব ? দীন রামও বশিষ্ঠের সম্মুখে নারদ উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি তখন ঋষিগণ-সন্নিধানে শ্রোতবাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে রাম! যেরূপে বালক কালপ্রাপ্ত হইয়া মরিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। তপস্যা একমাত্র ব্রাহ্মণেরই কার্য্য, অন্যে ইহা করিলে অধর্ম্ম হয়। পূর্ব্বে সত্যযুগে এই নিয়মে ব্রাহ্মণই তপস্যা করিতেন, ক্ষত্র বৈশ্যাদি অন্য কোন বর্ণ তপস্যা করিত না। হে রাঘব! তৎকালে ক্ষত্র বৈশ্যাদি কোন অব্রাহ্মণ তপস্যা না করিলে সকলেই চিরজীবী হইত, এমন কি, মৃত্যু অতিক্রম করিত। কিন্তু ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে ক্ষত্রিয়েরা সেই অনুত্তম তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এ অধর্ম্ম ক্রমে দ্বাপরে বৈশ্যে ও কলিতে শূদ্রে প্রবেশ করিল ; অথচ এইভাবে সমুদ্ভূত অধর্ম্ম অবাধে সমাজে সেবিত হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে যুগভেদে ক্ষত্রিয়ের পর বৈশ্য ও ক্রমে শূদ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে কলিতে অধর্ম্ম তিনপাদে ও ধর্ম্ম একপাদে বিদ্যমান রহিলেন। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্ত-মান ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের তপশ্চরণ নিবন্ধন অধর্ম্ম একপাদে প্রতিষ্ঠিত,তাহাতেই ব্রাহ্মণগণ ভীত, তারপর বৈশ্যের তপশ্চরণে দ্বাপরে ঐ অধর্ম্মের দ্বিতীয় পাদ উদ্ভূত হয়। এইরূপে ত্রেতাদিযুগে ক্ষত্রবৈশ্যাদির ঐ তপশ্চরণ ধর্ম্ম্য হইলেও ধর্ম্মের প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত হয়। হে নরর্ষভ! পুনঃ কলি নামক শেষ যুগ প্রবৃত্ত হইলে অধর্ম্ম ও অনৃত অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঐ কলিযুগে শূদ্র তপশ্চর্য্যা করিবে।৪০—৫১। কিন্তু হে রাজন্! সম্প্রতি এই ত্রেতাযুগেই অনেক দুর্ব্বুদ্ধি শূদ্র আপনার রাজ্যমধ্যে উগ্রতর তপস্যা করিতেছে, তাহাতেই এই ব্রাহ্মণ

যস্যাধর্ম্মমকার্য্যং বা বিষয়ে পার্থিবস্য হি।
পুরে বা রাজশার্দ্দূল কুরুতে দুর্ম্মতির্নরঃ ॥ ৫৩
ক্ষিপ্রং স নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্।
চতুর্থং তস্য পাপস্য ভাগমশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৫৪
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল গচ্ছস্ব বিষয়ং স্বকম্।
দুষ্কৃতং যত্র পশ্যেথাস্তত্র যত্নং সমাচর ॥ ৫৫
এবন্তে ধর্ম্মবৃদ্ধিশ্চ বলস্য বর্দ্ধনং তথা।
ভবিষ্যতি নরশ্রেষ্ঠ বালস্যাস্য চ জীবনম্ ॥ ৫৬
নারদেনৈবমুক্তস্তু সাশ্চর্য্যো রঘুনন্দনঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে লক্ষ্মণঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৫৭
গচ্ছ সৌম্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং সমাশ্বাসয় লক্ষ্মণ।
বালস্য চ শরীরং ত্বং তৈলদ্রোণ্যাং নিধাপয় ॥
গন্ধৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈলৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ।
যথা ন শীর্য্যতে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্ ॥৫৯
যথা শরীরং গুপ্তং স্যাদ্বালস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বিপত্তিঃ পরিভেদো বা ন ভবেত্তু তথা কুরু ॥৬০
তথা সন্দিশ্য সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
মনসা পুষ্পকং দধ্যাবাগচ্ছেতি মহাযশাঃ ॥ ৬১
ইঙ্গিতং তত্তু বিজ্ঞায় কামগং হেমভূষিতম্।
আজগাম মুহূর্ত্তাত্তু সমীপং রাঘবস্য হি ॥৬২
সোঽব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমহমস্মি নরাধিপ।
অগ্রে তব মহাবাহো কিঙ্করঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ৬৩
ভাষিতং রুচিরং শ্রুত্বা পুষ্পকস্য নরাধিপ।
অভিবাদ্য মহর্ষীংস্তান্ বিমানং সোঽধ্যারোহত
ধনুর্গৃহীত্বা তূণৌ চ খড়্গঞ্চাপি মহাপ্রভম্ ॥ ৬৪
নিক্ষিপ্য নগরে বীরৌ সৌমিত্রিভরতাবুভৌ।
প্রায়াৎ প্রতীচীং ত্বরিতো বিচিন্বন্ সুসমাহিতঃ।
উত্তরামগমৎ পশ্চাদ্দিশং হিমবদাশ্রিতাম্।
পূর্ব্বামপি দিশং গত্বা তথাপশ্যন্নরাধিপঃ ॥ ৬৫
সর্ব্বাঃ শুদ্ধসমাচারামাদর্শমিব নির্ম্মলাম্।

অকালে কালকবলিত হইয়াছে। হে রাজ-শার্দ্দূল! যে রাজার রাজ্যে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় বা দুর্ম্মতি মানব যাঁহার পুরে ঐ অকার্য্য করে, তিনি সত্বর নরকে গমন করেন এবং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করিয়া থাকেন। রাজা সেই পাপের চতুর্থাংশ ভোগ করেন। হে পুরুষশার্দ্দূল! আপনার রাজ্যেই যখন এইরূপ ঘটিয়াছে, তখন আপনি নিজরাজ্য মধ্যে বিচরণ করিয়া যাহাতে সেই দুষ্কৃতকর্ম্মার দর্শন পান, তজ্জন্য যত্ন করুন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপ করিলে আপনার ধর্ম্ম ও বলবৃদ্ধি হইবে এবং বালকও জীবন পাইবে। দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিলে রঘুতনয় রাম বিস্মিত হইলেন, তিনি অতুলহর্ষ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—হে সৌম্য লক্ষ্মণ! সত্বর গিয়া দ্বিজকে আশ্বস্ত কর; আর তুমি সেই বালকের দেহ তৈলদ্রোণীতে নিক্ষেপ কর; গাঢ় সুগন্ধি তৈল ও তীব্র গন্ধদ্রব্য দ্বারা তাহার দেহ এরূপভাবে রক্ষা কর, যাহাতে ঐ দেহ কোনক্রমে শীর্ণ না হয়।" হে সৌম্য! যাহাতে সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা দ্বিজের শিশুতনয়ের শরীর রক্ষা হয়, কোন প্রকারে উহার কোনও বৈকল্য ঘটিতে না পারে, তুমি সর্ব্বথা তাহারই ব্যবস্থা করিবে। মহা-যশা রাম সুমিত্রাতনয় সুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া মনে মনে "হে পুষ্পক! আগমন কর" এইরূপ স্মরণ করি-লেন। রামের এতাদৃশ ইঙ্গিত পাইয়া স্বর্ণভূষিত কামগামী পুষ্পকবিমান মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইল এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিল,—হে নরাধিপ! আমি আপনার কিঙ্কর, হে মহাবাহো! এই আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত। হে নরনাথ! ৫২—৬৩। পুষ্পকের এবংবিধ মনোজ্ঞ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম মহর্ষিগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিলেন। তিনি ধনু, তূণদ্বয় ও মহাপ্রভ খড়্গ গ্রহণ এবং অযোধ্যা নগরে বীর ভরত ও লক্ষ্মণকে রক্ষা করিয়া শূদ্রকের অন্বেষণার্থ সুসমাহিত মনে পশ্চিমদিকে সত্বর প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেইদিক্ অন্বেষণ করিয়া পরে হিমময় উত্তরদিকে উপনীত হইলেন। অনন্তর নররাজ তথা হইতে সর্ব্ব বিষয়ে শুদ্ধাচারযুক্ত দর্পনবৎ নির্ম্মল পূর্ব্বদিকে গমন ও তদ্দেশ দর্শন করিলেন। তারপর

ততো দিশং সমাক্রামদ্দক্ষিণাং রঘুনন্দনঃ ॥ ৬৭
শৈলস্য উত্তরে পার্শ্বে দদর্শ সুমহৎ সরঃ।
তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ।
দদর্শ রাঘবো ভীমং লম্বমানমধোমুখম্। ৬৮
তমুপাগম্য কাকুৎস্থস্তপ্যমানঞ্চ তাপসম্।
উবাচ রাঘবো বাক্যং ধন্যস্ত্বমমরপ্রভ ॥ ৬৯
কস্যাং যোনৌ তপোবৃদ্ধিবর্ত্ততে দৃঢ়নিশ্চয়।
অহং দাশরথী রামঃ পৃচ্ছামি ত্বাং কুতূহলাৎ ॥
কোঽর্থো ব্যবসিতস্তুভ্যং স্বর্গলোকোঽথবেতরঃ
কিমর্থং তপ্যসে বা ত্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তাপস ॥
ব্রাহ্মণো বাসি ভদ্রস্তে ক্ষত্রিয়ো বাথ দুর্জ্জয়ঃ।
বৈশ্যস্তৃতীয়বর্ণো বা শূদ্রো বা সত্যমুচ্যতাম্ ॥৭২
তপঃ সত্যাত্মকং নিত্যং স্বর্গলোকপরিগ্রহে।
সাত্ত্বিকং রাজসঞ্চৈব তচ্চ সত্যাত্মকং তপঃ ॥ ৭৩
জগদুপকারহেতুর্হি সৃষ্টস্তদ্বৈ বিরিঞ্চিনা।
রৌদ্রং ক্ষত্রিয়তেজোজং তত্তু রাজসমুচ্যতে ॥৭৪
পরস্যোৎসাদনার্থায় তচ্চাসুরমুদাহৃতম্।
অঙ্গানি নিহুতে যো বা অসৃগ্‌গৃদিহ্মানি তাগশঃ
পঞ্চাগ্নিং সাধয়েদ্বাপি সিদ্ধিং বা মৃত্যুমেব বা ॥
আসুরো হেয় তে ভাবো ন চ মে ত্বং
দ্বিজো মতঃ।
সত্যস্তে বদতঃ সিদ্ধিরনৃতে নাস্তি জীবিতম্ ॥
তস্য তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
অবাক্‌শিরাস্তথাভূতো বাক্যমেতদুবাচ হ। ৭৮
স্বাগতন্তে নৃপশ্রেষ্ঠ চিরাদ্দৃষ্টোঽসি রাঘব।
পুত্রভূতোঽস্মি তে চাহং পিতৃভূতোঽসি মেঽনঘ
অথবা নৈতদেবং হি সর্ব্বেষাং নৃপতিঃ পিতা।
স ত্বমর্চ্চ্যোঽসি ভো রাজন্ বয়স্তে বিষয়ে তপঃ
চরামস্তত্র ভাগোঽস্তি পূর্ব্বং সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।

রঘুনন্দন দক্ষিণ দেশে গমন করিয়া এক পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে একটী বিশাল সরোবর দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—সেই সরোবরে এক ব্যক্তি সুমহা তপস্যা করিতেছে এবং সেই ভয়ঙ্কর তপস্বীর মুখ অধোদিকে লম্বমান রহিয়াছে। রাম সেই তপ্যমান তপস্বীর সম্মুখে উপনীত হইয়া বলিলেন,—হে অমরপ্রভ! তুমি ধন্য; হে দৃঢ়নিশ্চয়! তুমি অত্যন্ত বর্দ্ধিততপা; কোন্ যোনিতে তোমার জন্ম হইয়াছে? আমি দশরথতনয় রাম, কুতূহলবশে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। কি জন্য তোমার এইরূপ অধ্যবসায়? তুমি কি স্বর্গ বা অন্য কিছু কামনা কর? হে তাপস! তোমার এই তপস্যার অভিসন্ধি কি? আমি সম্প্রতি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কি ব্রাহ্মণ অথবা দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়? কিংবা তৃতীয়বর্ণ বৈশ্য অথবা শূদ্র? ইহা সত্য করিয়া বল। স্বর্গলোকলাভার্থ যে তপস্যা, তাহা নিত্য সত্যাত্মক, আর অন্যবিধ সাত্ত্বিক বা রাজসিক যে তপস্যা, তাহাও সত্যাত্মক। জগতের উপকারার্থ ব্রহ্মা এই তপস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা রৌদ্র ক্ষত্রতেজ হইতে জাত, তাহাকে রাজস বলে; আর যে তপস্যা অন্যের উৎসাদনার্থ অনুষ্ঠিত, তাহা আসুর নামে কথিত হয়। যে ব্যক্তি তপস্যাপ্রসঙ্গে ভাগশঃ শোণিতলিপ্ত স্বীয় অঙ্গনিচয়ের অপনয়ন করে; অথবা পঞ্চাগ্নিসাধন করে, তাহার সিদ্ধিলাভ কিম্বা মৃত্যুলাভ, এতদুভয়ের কোনটী হইতে পারে। তোমার এই যে তপস্যা দেখিতেছি, ইহা আসুর; ইহাতে আমার মনে হয়—তুমি ব্রাহ্মণ নহ। যদি তুমি সত্য বল, সিদ্ধিলাভ হইবে; আর মিথ্যা বল জীবন যাইবে। ৬৪—৭৭। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অবাক্‌শিরা তপস্বী তদবস্থায়ই বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল;—হে নৃপসত্তম রাম! চিরাভীষ্ট দর্শন করিলাম, আপনার শুভাগমন ত? হে অনঘ! আমি আপনার পুত্রস্থানীয় ও আপনি আমার পিতৃস্থানীয়। অথবা তাহাই বলি কেন? নৃপতি ত সকলেরই পিতা। হে রাজন্! আপনার রাজ্যে আমি তপস্যা করিতেছি, অতএব আপনি আমার পূজ্য; আমার তপস্যায় আপনিও অংশভাগী, কেননা পূর্ব্বে স্বয়ং বিধাতাই ইহার বিধান করিয়া-

न धन्याः स्मो वयं राम धन्यत्वमसि पार्थिव। ৮১
यस्य ते विषये ह्येवं सिद्धिमिच्छन्ति तापसाः।
তপসা ত্বং মদীয়েন সিদ্ধিমাপ্নুহি রাঘব। ৮২
যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং যোনৌ কস্যাস্তু তে তপঃ
শূদ্রযোনিপ্রসূতোঽহং তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ।
দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম স্বশরীরেণ সুব্রত।
ন মিথ্যাহং বদে নৃপ দেবলোকজিগীষয়া।
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বুকং নাম নামতঃ।
ভাষতস্তস্য কাকুৎস্থঃ খড়্গাস্ত্র রুচিরপ্রভম্।
নিষ্কৃষ্য কোশাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ। ৮৫
তস্মিন্ শূদ্রে হতে দেবাঃ সেন্দ্রাশ্চাগ্নি-
পুরোগমাঃ।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশশংসুর্মুহুর্মুহুঃ।
পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মহতী দেবানাং সুসুগন্ধিনী।
আকাশাদ্বিপ্রমুক্তা তু রাঘবং সর্ব্বতোঽকিরৎ।
সুপ্রীতাশ্চাব্রুবন দেবা রামং বাক্যবিদাং বরম্
সুরকার্য্যমিদং সৌম্য কৃতবস্ত্বে রঘুনন্দন।
গৃহাণ চ বরং রাম যমিচ্ছসি মহাব্রত। ৮৯
ত্বৎকৃতেন হি শূদ্রোঽয়ং সশরীরোঽভ্যগাদ্দিবম্
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ সুসমাহিতঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্। ৯১
যদি দেবাঃ প্রসন্না মে বরার্হো যদি বাপ্যহম্।
কর্ম্মণা যদি মে প্রীতা দ্বিজপুত্রঃ স জীবতু। ৯২
বরমেতদ্ধি ভবতাং কাঙ্ক্ষিতং পরমং হি মে।
মমাপরাধাদ্বালোঽসৌ ব্রাহ্মণস্যৈকপুত্রকঃ।
অপ্রাপ্তকালঃ কালেন নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্।
তং জীবয়ত ভদ্রং বো নানৃতৌ স্যামহং ততঃ
দ্বিজস্য সংশ্রুতো হ্যর্থো জীবয়িষ্যামি তে সুতম্
মদীয়েনায়ুষা বালং পাদেনার্দ্ধেন বা সুরাঃ।
জীবেদয়ং বরো মহ্যং বরকোট্যধিকো বৃতঃ।
রাঘবস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বিবুধসত্তমাঃ।

ছেন। হে পার্থিব! এইরূপ তপস্যায় কেবল যে আমি ধন্য তাহা নহে, হে রাম! ইহাতে আপনিও ধন্য; কেননা, আপনার রাজ্যে তাপসগণ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ অভিলাষ করে। হে রাঘব! মদীয় এই তপস্যায় আপনিও সিদ্ধিলাভ করুন। আপনি যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ যোনিতে তোমার জন্ম হইয়াছে।" তদুত্তরে বলিতেছি, আমি শূদ্রযোনিপ্রসূত ও উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত। হে সুব্রত রাম! আমি স্বশরীরে দেবত্বলাভ কামনা করি। হে নৃপ রাম! আমি সুরলোক-জিগীষু. আমি মিথ্যা বলিতেছি না। হে কাকুৎস্থ! আমাকে শূদ্র বলিয়া বিদিত হউন, এবং আমার নাম শম্বুক জানিবেন। শূদ্রক এইরূপ বলিতে থাকিলে কাকুৎস্থ রাম কোষ হইতে মনোজ্ঞপ্রভ বিমল খড়্গ বাহির করিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। শূদ্র নিহত হইলে তখন অগ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ সাধু সাধু বলিয়া মুহুর্মুহু রামের প্রশংসা করিলেন, সুগন্ধবতী মহতী দৈবী পুষ্পবৃষ্টি আকাশ হইতে মুক্ত হইয়া রাঘবের সর্ব্বদিকে বিকীর্ণ হইল; দেবগণ সুপ্রীত হইয়া বিজ্ঞবর রামকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—হে সৌম্য রঘুনন্দন! সুরকার্য্য করিয়াছ, হে মহাব্রত! অভীষ্টবর গ্রহণ কর। তোমার হাতে মরিয়াই এই শূদ্রক সশরীরে স্বর্গে আগমন করিয়াছে। সুমহামতি রাম সুরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুক্তকরে সহস্রাক্ষ পুরন্দরকে বলিলেন,—যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, অথবা আমি যদি বরযোগ্য হই, আর যদি আপনারা আমার কর্ম্মে প্রীত হইয়া থাকেন, তবে এই দ্বিজপুত্র জীবিত হউক, আপনাদিগের নিকট ইহাই আমার অভীষ্ট শ্রেষ্ঠবর। ব্রাহ্মণের একটী মাত্র শিশু পুত্র আমারই অপরাধে অপ্রাপ্তকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিজ আমার গুরু, আমি ইঁহাকে ইঁহার পুত্রের জীবনদান সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, আপনাদের মঙ্গল হউক, আপনারা বালকের জীবনদান করুন, এইরূপ করিলে আমি মিথ্যাবাদী হইব না। হে সুরগণ! আমার পাদায়ু বা অর্দ্ধায়ু দ্বারা বালক জীবিত হউক, কোটিবর হইতেও শ্রেষ্ঠ এই আমার অভীষ্ট বর! ৭৮—৯৫। মহাত্মা শ্রীতিমান

প্রত্যূচুস্তে মহাত্মানং প্রীতাঃ প্রীতিসমন্বিতাঃ ॥
নির্বৃতো ভব কাকুৎস্থ ব্রাহ্মণস্যৈকপুত্রকঃ।
জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সমেতশ্চাপি বন্ধুভিঃ
যস্মিন্ মুহূর্তে কাকুৎস্থ শূদ্রোঽয়ং বিনিপাতিতঃ
তস্মিন্ মুহূর্তে সহসা জীবেন সমযুজ্যত ॥ ৯৮
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রস্তে সাধয়ামঃ পরন্তপঃ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমপদে দ্রষ্টারঃ স্ম মহামুনিম্ ॥ ৯৯
স ভবেতি প্রতিজ্ঞায় দেবানাং রঘুনন্দনঃ।
আরুরোহ বিমানং তং পুষ্পকং হেমভূষিতম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে শূদ্র-
তাপসবধো নাম পঞ্চত্রিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ।

ততো দেবাঃ প্রয়াতাস্তে বিমানৈর্বহুভিস্তদা।
রামোঽপ্যনুজগামাশু কুম্ভযোনেস্তপোবনম্ ॥ ১

উক্তং ভগবতা তেন ভূয়োঽপ্যাগমনং ক্রিয়াঃ
পূর্বমেব সভায়াঞ্চ যো মাং দ্রষ্টুং সমাগতঃ ॥ ২
তদহং দেবতাদেশাত্তৎকার্য্যার্থে মহামুনিম্।
পশ্যামি তং মুনিং গত্বা দেবদানবপূজিতম্ ॥ ৩
উপদেশঞ্চ মে তুষ্টঃ স্বয়ং দাস্যতি সত্তমঃ।
দুঃখী যেন পুনর্মর্ত্যে ন ভবামি কদাচন ॥ ৪
পিতা দশরথো মহ্যং কৌশল্যা জননী তথা।
সূর্য্যবংশে সমুৎপন্নস্তথাপ্যেবং সুদুঃখিতঃ ॥ ৫
রাজ্যকালে বনে বাসো ভার্য্যয়া চানুজেন চ।
হরণঞ্চাপি ভার্য্যায়া রাবণেন কৃতং মম ॥ ৬
অসহায়েন তু ময়া তীর্ত্বা সাগরমুত্তমম্।
রুদ্ধাস্তু তাং পুরীং সর্বাং কৃত্বা তস্য কুলক্ষয়ম্
দৃষ্টা সীতা ময়া ত্যক্তা দেবানাঞ্চ-পুরস্তদা।
শুদ্ধাং তাং মাং তথোচুস্তে ময়া সীতা তথা গৃহম্
সমানীতা প্রীতিমতা লোকবাক্যাদ্বিসর্জ্জিতা।

রামের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রীতিসমন্বিত দেববরগণ বলিলেন,—হে কাকুৎস্থ! নিবৃত্ত হও, ব্রাহ্মণের একমাত্র শিশু পুত্র জীবিত হইয়া পুনরায় বন্ধুগণ সহ মিলিত হইয়াছে। হে কাকুৎস্থ! তুমি যে মুহূর্ত্তে শূদ্রকে নিপাতিত করিয়াছ, সেই মুহূর্ত্তেই বিপ্রশিশু সহসা জীবনযুক্ত হইয়াছে। হে পরন্তপ। মঙ্গললাভ কর, আমরা তোমার শ্রেয়ঃসাধন করিব; চল, আমরা সম্প্রতি অগস্ত্যাশ্রমে গিয়া সেই মহামুনিকে অবলোকন করি। রঘুনন্দন রাম তাহাই হউক, বলিয়া দেববাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক হেমভূষিত সেই পুষ্পকে আরোহণ করিলেন। ৯৬—১০০।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর দেবগণ স্ব স্ব বিমানে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রামও সত্বর কুম্ভযোনি অগস্ত্যের তপোবন অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ভাবিলেন,—ভগবান্ অগস্ত্য পূর্ব্বে আমাকে দর্শন করিবার জন্য আমার সভায় আগমন করিয়াছিলেন এবং পুনরায় আমাকে তাঁহার আশ্রমে যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন। তাই আজ দেবতাদেশে তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আশ্রমে গিয়া দেবদানবপূজিত মহামুনিকে দর্শন করিব। সেই মুনিসত্তমও সন্তুষ্ট হইয়া আমায় এরূপ উপদেশ দিবেন, যাহাতে পুনরায় আমি মর্ত্ত্যে কদাচ দুঃখী না হই। আমার পিতা দশরথ, জননী কৌশল্যা; সূর্য্যবংশে আমার জন্ম, তথাপি আমি তথাবিধ দুঃখিত। রাজ্যকালে ভার্য্যা ও অনুজের সহিত বনে বাস; তাহাতেও আবার রাবণ আমার ভার্য্যা হরণ করে। ১—৬। আমি সহায়হীন হইয়াও মহাসাগর উত্তরণপূর্ব্বক তাহার পুরী অবরোধ করিয়া তদীয় কুলক্ষয় করি। তারপর আমি সীতার দর্শন পাই, তাহাকে ত্যাগ করি, পুনরায় দেবগণের সম্মুখে অগ্নিপরীক্ষায় দেববাক্যে শুদ্ধা জানিয়া জানকীকে প্রীতমনে গৃহে আনয়ন করি। আর

বনে বসতি সা দেবী পুরে চাহং বসামি বৈ ॥ ৯
জাতোঽহমুত্তমে বংশ উত্তমোঽহং ধর্ম্মতাম্।
উত্তমং দুঃখমাপন্নো হৃদয়ং নৈব ভিদ্যতে ॥ ১০
বজ্রসারস্য সারেণ ধাত্রাহং নির্ম্মিতো ধ্রুবম্।
ইদানীং ব্রাহ্মণাদেশাদ্ ভ্রমামি ধরণীতলে ॥ ১১
তপস্বিতশ্চ শূদ্রোঽসৌ ময়া পাপো নিপাতিতঃ
দেববাক্যাত্তু মে ভূয়ঃ প্রাণো মে হৃদি সংস্থিতঃ
পশ্যামি তং মুনিং বন্দ্যং জগতোঽস্য
হিতে রতম্।
দৃষ্টেন মে তথা দুঃখং নাশমেষ্যতি সত্বরম্ ॥ ১৩
উদয়েন সহস্রাংশোর্হিমং যদ্বিলীয়তে।
তদ্বন্মে দুঃখসম্প্রাপ্তিঃ সর্ব্বথা নাশমেষ্যতি ॥ ১৪
দৃষ্ট্বা চ দেবান্ সম্প্রাপ্তানগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
অর্ঘ্যমাদায় সুপ্রীতঃ সর্ব্বাংস্তানভ্যপুজয়ৎ ॥ ১৫
তে তু গৃহ্য ততঃ পূজাং সম্ভাষ্য চ মহামুনিম্।
জগ্মুস্তেন তদা হৃষ্টা নাকপৃষ্ঠং সহানুগাঃ ॥ ১৬
গতেষু তেষু কাকুৎস্থঃ পুষ্পকাদবরুহ্য চ।
অভিবাদয়িতুং প্রাপ্তঃ সোঽগস্ত্যমৃষিসত্তমম্।

রাম উবাচ।

সুতো দশরথস্যাহং ভবন্তমভিবাদিতুম্।
আগতো বৈ মুনিশ্রেষ্ঠ সৌম্যেনেক্ষস্ব চক্ষুষা।
নির্ধূতপাপস্ত্বাং দৃষ্ট্বা ভবামীহ ন সংশয়ঃ।
এতাবদুক্ত্বা স মুনিমভিবাদ্য পুনঃপুনঃ ॥ ১৯
কুশলং ভৃত্যবর্গস্য মৃগাণাং তনয়স্য চ।
ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী শূদ্রং হত্বা।ঽভিহাগতঃ ॥ ২০

অগস্ত্য উবাচ।

স্বাগতস্তে রঘুশ্রেষ্ঠ জগদ্বন্দ্য সনাতন।
দর্শনাত্তব কাকুৎস্থ পূতোঽহং মুনিভিঃ সহ ॥ ২১
ত্বংকৃতে রঘুশার্দ্দূল গৃহাণার্ঘ্যং মহাদ্যুতে।
স্বাগতং নরশার্দ্দূল দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি শত্রুহন্
ত্বং হি নিত্যং বহুমতো গুণৈর্বহুভিরুত্তমৈঃ।

পর লোকবাক্যে তাঁহাকে আবার বিসর্জ্জন করি। দেবী বনে বাস করেন, আমি অযোধ্যায় বাস করিতে থাকি। আমি উত্তম বংশজাত, ধর্ম্মধারিগণের শ্রেষ্ঠ; দুঃখও অতিদারুণ পাইলাম, কিন্তু হৃদয় ত ভিন্ন হইল না। বিধাতা নিশ্চিতই বজ্রসারেরও সারদ্বারা আমায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি ব্রাহ্মণা-দেশে এখনও ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতেছি! এই আমি পাপ শূদ্র তপস্বীকে বিনষ্ট করিয়াছি, আর দেববাক্যেই এতাবৎকাল আমার প্রাণ-ধারণ হইতেছে। আমি জগতের হিতে রত নমস্য সেই ঋষিকে সন্দর্শন করিব, তাঁহার দর্শনমাত্রেই আমার তথাবিধ দুঃখ সত্বর নষ্ট হইয়া যাইবে। দিবাকরের উদয়ে যেরূপ হিম বিলীন হয়, তদ্রূপ আমারও দুঃখপ্রাপ্তি সর্ব্বথা বিদূরিত হইবে। এদিকে ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি দেবগণকে সমাগত দেখিয়া অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক অত্যন্ত প্রীতিভরে তাঁহাদের পূজা করিলেন। অনন্তর সেই সকল দেবতাও পূজা-গ্রহণান্তে ঋষির সম্ভাষণ করিয়া আহ্লাদিত হৃদয়ে স্ব স্ব অনুগগণ সহ স্বর্গে গমন করি-লেন। দেবতাগণ গমন করিলে কাকুৎস্থ রাম পুষ্পক হইতে অবতরণ করিয়া সেই ঋষিসত্তম অগস্ত্যের অভিবাদনার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম বলিলেন,—হে মুনিবর! আমি দশরথের আত্মজ, আপনার অভিবাদনার্থ আসিয়াছি, আপনি আমাকে সৌম্য চক্ষুদ্বারা নিরীক্ষণ করুন। আপনাকে দর্শন করিয়া আমি নিষ্পাপ হইব, সংশয় নাই। রাম এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুনঃ-পুন মুনির অভিবাদন করিলেন এবং ভৃত্যবর্গ, মৃগ ও তনয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহি-লেন,—আমি শূদ্র তপস্বীর বধসাধন করিয়া আপনার দর্শনাভিলাষে এখানে আসিয়াছি। ৭—২০। অগস্ত্য কহিলেন,—হে রঘুবর! হে জগদ্বন্দ্য সনাতন! আপনার শুভাগমন ত? হে কাকুৎস্থ! আপনার দর্শন লাভে আমি মুনিগণ সহ পূত হইয়াছি। হে রঘুশার্দ্দূল! আপনার নিমিত্ত প্রদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। হে মহাদ্যুতে! হে নরশার্দ্দূল! আপনার এ শুভাগমন আমাদের ভাগ্যবশেই হইয়াছে। হে শত্রুহন্! আপনি বহু উত্তম গুণে নিত্য বহুসম্মত, অতএব আমার

অতশ্চ পূজনীয়ো বৈ মম নিত্যং হৃদি স্থিতঃ
সুরা হি কথয়ন্তি ত্বাং শূদ্রঘাতিনমাগতম্ ।
ব্রাহ্মণস্য চ ধর্ম্মেণ ত্বয়া বৈ জীবিতঃ সুতঃ ॥ ২৪
উষ্যতাং চেহ ভগবন্ সকাশে মম রাঘব ।
প্রভাতে পুষ্পকেণাসি গন্তাযোধ্যাং মহামতে
ইদন্চাভরণং সৌম্য সুকৃতং বিশ্বকর্ম্মণা ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥
প্রতিগৃহ্নীষ্ব রাজেন্দ্র মৎপ্রিয়ং কুরু রাঘব ।
দত্তস্য হি পুনর্দ্দানে সুমহৎ ফলমুচ্যতে ॥ ২৭
ত্বং হি শক্তঃ পরিত্রাতুং সেন্দ্রানপি সুরোত্তমান্
তস্মাৎ প্রদাস্যে বিধিবৎ প্রতীচ্ছস্ব নরর্ষভ ॥
অথোবাচ মহাবাহুরিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ ।
কৃতাঞ্জলির্মুনিশ্রেষ্ঠং স্বঞ্চ ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ২৯
প্রতিগ্রহো বৈ ভগবংস্তব মেহত্র বিগর্হিতঃ ।
ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহ্যং বিজানতা ॥

ব্রাহ্মণেন তু যদ্দত্তং তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ।
সপুত্রো গৃহবানস্মি সমর্থোঽস্মি মহামুনে ।
আপদা চ ন চাক্রান্তঃ কথং গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ ॥
ভার্য্যা মে সুচিরং নষ্টা ন চান্যা মম বিদ্যতে ।
কেবলং দোষভাগী চ ভবামীহ ন সংশয়ঃ ॥ ৩২
কষ্টাস্বেব দশাং প্রাপ্য ক্ষত্রিয়োঽপি প্রতিগ্রহী
কুর্ব্বন্ন দোষমাপ্নোতি মনুরেবাত্র কারণম্ ॥ ৩৩
বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা শিশুঃ
সুতঃ ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ ॥ ৩৪
নাহং প্রতীচ্ছে বিপ্রর্ষে ত্বয়া দত্তং প্রতিগ্রহম্
ন চ মে ভবতা কোপঃ কার্য্যো বৈ সুরপূজিত
অগস্ত্য উবাচ ।
ন চ প্রতিগ্রহে দোষো গৃহীতে পার্থিবৈর্নৃপ ।
ভবান্ বৈ তারণে শক্তস্ত্রৈলোক্যস্যাপি রাঘব
তারয় ব্রাহ্মণং রাম বিশেষেণ তপস্বিনম্ ।
তস্মাৎ প্রদাস্যে বিধিবৎ প্রতীচ্ছস্ব নরাধিপ ॥
রাম উবাচ ।
ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহ্যং বিজানতা ।

হৃদিস্থ হইয়া পূজনীয়। সুরগণ আপনাকে শূদ্রঘাতী বলেন; আর বলেন,—ব্রাহ্মণের পুণ্যেই আপনি শিশুকে জীবিত করিয়াছেন। হে ভগবন্! এই স্থানে আমার নিকট উপবেশন করুন। হে রাঘব! অতঃপর প্রভাতে পুষ্পকারোহণে অযোধ্যা নগরীতে গমন করিবেন। হে মহামতে! এই দিব্য আভরণ বিশ্বকর্ম্মার এক উত্তম নির্ম্মাণ; সৌম্য! আপনি আপনার দিব্যদেহ দ্বারাই নিজ তেজে জাজ্বল্যমান, তথাপি হে রাজেন্দ্র! ইহা গ্রহণ করিয়া আমার প্রিয়-সম্পাদন করুন। হে রাঘব! দত্ত বস্তুর পুনরায় দানে সুমহাফল কথিত হয়। আপনি ইন্দ্রাদি সুরসত্তমগণেরও পরিত্রাণে সমর্থ। অতএব আমি আপনাকে ইহা যথাবিধি দান করিব, হে নরর্ষভ! আপনি গ্রহণ করুন। অনন্তর ইক্ষ্বাকুকুলের মহারথ মহাবাহু রাম স্বীয় কুলধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিসত্তমকে কহিলেন,—হে ভগবন! আপনার নিকট প্রতিগ্রহ করা আমার পক্ষে গর্হিত; জানিয়া শুনিয়া ক্ষত্রিয় কিরূপে ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারে? আমি কিরূপে বিপ্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করি, তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। হে মহামুনে! আমি সপুত্র, গৃহী ও সমর্থ; আপদাক্রান্ত নই, তবে কিরূপে প্রতিগ্রহ করি? আমার ভার্য্যা সুদীর্ঘ কাল নষ্ট হইয়াছেন; অন্য পত্নী নাই; এ সংসারে আমি কেবল দোষভাগীই হইতেছি, সংশয় নাই।২১—৩২। ক্ষত্রিয় দুঃখদশায় উপনীত হইয়া প্রতিগ্রহ করিলে দোষভাগী হন,মনুই এ বিষয়ে প্রমাণ। তিনি বলিয়াছেন,—বৃদ্ধ মাতা পিতা, সাধ্বী ভার্য্যা,শিশু পুত্র,—শত অকার্য্য করিয়াও ইহাদিগের ভরণপোষণ করিবে। হে বিপ্রবর! আমি আপনার প্রদত্ত প্রতিগ্রহ করিব না, হে সুরপূজিত! আমার প্রতি কোপ করিবেন না। অগস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপ! পৃথ্বীপতিগণের প্রতিগ্রহে দোষ হয় না। হে রাঘব! আপনি ত্রিলোকতারণে সমর্থ, আমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ তপস্বী, অতএব হে রাম! আমাকে

ব্রাহ্মণেন তু যদ্দত্তং তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৩৮
অগস্ত্য উবাচ।
আসীৎ কৃতযুগে রাম ব্রহ্মভূতে পুরাতনে।
অপার্থিবাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সুরাণাঞ্চ শতক্রতুঃ ॥
তাঃ প্রজা দেবদেবেশং রাজার্থং সমুপাগমন ॥
সুরাণাং বিদ্যতে রাজা দেবদেবঃ শতক্রতুঃ।
শ্রেয়সেঽস্মাসু লোকেশ পার্থিবং কুরু সাম্প্রতম্
যস্মিন্ পূজাং প্রযুঞ্জানাঃ পুরুষা ভুঞ্জতে মহীম্
ততো ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠো লোকপালান সবাসবান্
সমাহূয়াব্রবীৎসর্ব্বাংস্তেজোভাগোঽত্র যুজ্যতাম্
ততো দদুর্লোকপালাশ্চতুর্ভাগং স্বতেজসা।
অক্ষয়শ্চ ততো ব্রহ্মা যতো জাতোঽক্ষয়ো নৃপঃ
তং ব্রহ্মা লোকপালানামংশং পুংসামযোজয়ৎ
ততো নৃপস্তদা তাসাং প্রজানাং ক্ষেমপণ্ডিতঃ
তত্রৈন্দ্রেণ তু ভাগেন সর্ব্বানাজ্ঞাপয়েন্নৃপঃ।
বারুণেন চ ভাগেন সর্ব্বান্ পুষ্ণাতি দেহিনঃ॥
কৌবেরেণ তথাংশেন স্বর্থান্ দিশন্তি পার্থিবঃ।
যশ্চ যাম্যো নৃপে ভাগস্তেন শাস্তি চ বৈ প্রজাঃ
তত্র ঐন্দ্রেণ ভাগেন নরেন্দ্রোঽসি রঘূত্তম।
প্রতিগৃহ্ণীষ্বাভরণং তারণার্থে মম প্রভো ॥ ৪৮
ততো রামঃ প্রজগ্রাহ মুনের্হস্তান্মহাত্মনঃ।
দিব্যমাভরণং চিত্রং প্রদীপ্তমিব ভাস্করম্ ॥ ৪৯
প্রতিগৃহ্য ততোঽগস্ত্যাত্রাঘবঃ পরবীরহা।
নিরীক্ষ্য সুচিরং কালং বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫০
মৌক্তিকানি বিচিত্রাণি ধাত্রীফলসমানি চ।
জাম্বূনদনিবদ্ধানি বজ্রবিদ্রুমনীলকৈঃ ॥ ৫১
পদ্মরাগৈঃ সগোমেদৈর্বৈদূর্য্যৈঃ পুষ্পরাগকৈঃ।
সুনিবদ্ধং সুবিভক্তং সুকৃতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৫২

উদ্ধার করুন। হে নরাধিপ! আমি যথাবিধি দান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন। রাম কহিলেন,—হে বিপ্র! বিজ্ঞ ক্ষত্রিয় কেমন করিয়া ব্রাহ্মণদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিবে, ইহা আপনি আমাকে বলুন। অগস্ত্য কহিলেন,—হে রাম! পূর্ব্বে পুরাতন সৃষ্টি বিলয় প্রাপ্ত হইলে পর সত্যযুগের প্রবৃত্তি ঘটিলে প্রজাগণ রাজহীন হইয়াছিল। তখন প্রজাগণ দেবদেবেশ সুররাজ শতক্রতুকে রাজা করিবার জন্ত তাঁহার নিকট গমন করেন। দেবদেব শতক্রতু তখন সুররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। প্রজাগণ বলিল,—হে লোকেশ! যাঁহাতে পূজা প্রযুক্ত হইলে মানবগণের মহীভোগ হয়, আপনি আমাদের মঙ্গলার্থ সম্প্রতি পৃথিবীতে তাদৃশ একজন রাজা নিয়োগ করুন। অনন্তর ইন্দ্র কিছু না বলিতেই সুরসত্তম ব্রহ্মা সবাসব লোকপালগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—তোমরা এ বিষয়ে স্ব স্ব তেজোভাগ নিযুক্ত কর। অনন্তর লোকপালগণ নিজ নিজ তেজের চতুর্থাংশ প্রদান করিলে, ব্রহ্মা স্বীয় তেজে তাহাকে অক্ষয় করিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং অক্ষয়, তাই তাঁহার তেজোজাত নৃপ অক্ষয় হইল। অনন্তর ব্রহ্মা সেই পুরুষের সহিত লোকপালগণের অংশ নিযুক্ত করিলেন, তার পর সেই নৃপ প্রজাগণের মঙ্গল বিধানে নিপুণ হইলেন। নৃপ ঐন্দ্রভাগ দ্বারা প্রজাদিগের প্রতি আজ্ঞা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, বারুণাংশে দেহীদিগকে পুষ্ট করিলেন, কৌবের ভাগ দ্বারা অর্থ সিদ্ধি করিতে লাগিলেন, আর যাম্যভাগ দ্বারা প্রজাদিগের শাসন সংবিধান করিলেন। হে রঘুত্তম! এখন দেখুন, আপনি ঐন্দ্রভাগ দ্বারা নরেন্দ্র হইয়াছেন, হে প্রভো! অতএব আমার উদ্ধারার্থ আভরণ গ্রহণ করুন। অনন্তর রাম মহাত্মা মুনির হস্ত হইতে প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় সেই দিব্য বিচিত্র আভরণ গ্রহণ করিলেন। ৩৩—৪৯। পরবীরহা রাঘব অগস্ত্যের হস্ত হইতে আভরণ গ্রহণপূর্ব্বক তাহা দীর্ঘকাল দর্শন করিয়া পুনঃপুন বিচার করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—এই আভরণে আমলকী ফলতুল্য বিচিত্র মৌক্তিক সংযুক্ত, তাহা আবার জাম্বূনদে নিবদ্ধ, বজ্র, বিদ্রুম, নীল, পদ্মরাগ, গোমেদ, বৈদূর্য্য ও পুষ্পরাগ প্রভৃতি দ্বারা সুনিবদ্ধ ও সুবিভক্ত—ইহা বিশ্বকর্ম্মার এক অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ। আভরণ দর্শনে রাম প্রীতিযুক্ত হইয়া পুনরায় ইহা চিন্তা করিতে লাগি-

দৃষ্ট্বা প্রীতিসমাযুক্তো ভূয়শ্চেদং ব্যচিন্তয়ৎ।
নেদৃশানি চ রত্নানি ময়া দৃষ্টানি কানিচিৎ ॥ ৫৩
উপশোভানিবদ্ধানি পৃথ্বীমূল্যসমানি চ।
বিভীষণস্য লঙ্কায়াং ন দৃষ্টানি ময়া পুরা ॥ ৫৪
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা রাঘবস্তমৃষিং পুনঃ।
আগমন্তস্য দিব্যস্য প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ৫৫
অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্নপ্রাপ্যঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
কথং ভগবতা প্রাপ্তং কুতো বা কেন নির্ম্মিতম্
কুতূহলবশাচ্চৈব পৃচ্ছামি ত্বাং মহামতে ॥৫৬
করতলে স্থিতে রত্নে করমধ্যং প্রকাশতে।
অধমং তদ্বিজানীয়াৎ সর্ব্বশাস্ত্রেষু গর্হিতম্ ॥৫৭
দিশঃ প্রকাশয়েদ্যত্তন্মধ্যমং মুনিসত্তম।
ঊর্দ্ধগং ত্রিশিখং যৎ স্যাদুত্তমং তদুদাহৃতম্ ॥৫৮
এতান্যুত্তমজাতীনি ঋষিভিঃ কীর্ত্তিতানি তু ॥
আশ্চর্য্যাণাং বহূনাং হি দিব্যানাং ভগবান্নিধিঃ
এবং বদতি কাকুৎস্থে মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৬০

অগস্ত্য উবাচ।

শৃণু রাম পুরাবৃত্তং পুরা ত্রেতাযুগে মহৎ।
দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে বনে দৃষ্টবানহম্।
আশ্চর্য্যং শৃণু মহাবাহো নিবোধ রঘুনন্দন ॥ ৬১
পুরা ত্রেতাযুগে হ্যাসীদরণ্যং বহুবিস্তরম্।
সমন্তাদ্ যোজনশতং মৃগব্যাঘ্রবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬২
তস্মিন্নিশ্পুরুষেঽরণ্যে চিকীর্ষুস্তপ উত্তমম্।
অহমাক্রমিতুং সৌম্য তদরণ্যমুপাগতঃ ॥৬৩
তস্যারণ্যস্য মধ্যন্তু যুক্তং মূলফলৈঃ সদা।
শাকৈর্বহুবিধাকারৈর্নানারূপৈঃ সুকাননৈঃ ॥ ৬৪
তস্যারণ্যস্য মধ্যে তু পঞ্চযোজনমায়তম্।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥৬৫
তত্রাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টং সরঃ পরমশোভিতম্।
বিসারি-কচ্ছপাকীর্ণং বকপংক্তিগণৈর্যুতম্ ॥ ৬৬
সমীপে তস্য সরসস্তপস্তপ্তুং গতঃ পুরা।
দেশং পুণ্যমুপেত্যৈবং সর্ব্বহিংসাবিবর্জ্জিতম্ ॥

লেন;—আমি ঈদৃশ উপশোভানিবদ্ধ কোন রত্ন দর্শন করি নাই; পৃথিবী ইহার মূল্য-যোগ্য। অধিক কি, বিভীষণের লঙ্কায়ও ঈদৃশ রত্ন আমি দেখি নাই। রাম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ঋষিকে পুনরায় সেই দিব্যরত্নের আগমবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে উপক্রম করিলেন।—হে ব্রহ্মন্। এই অত্যদ্ভুত রত্ন মহীপালগণের অপ্রাপ্য, ভগবন্! আপনি কাহার নিকট ইহা পাইলেন এবং কেইবা ইহার নির্ম্মাতা? হে মহামতে! কুতূহল বশে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। করতলস্থ হইলে যে রত্ন করমধ্য মাত্রই প্রকাশিত করে, তাহা অধম ও সর্ব্বশাস্ত্রনিন্দিত জানিতে হইবে। হে মুনিসত্তম! যাহা দিক্-সকল প্রকাশিত করে, তাহা মধ্যম; আর যাহার কিরণ ত্রিশিখ ও ঊর্দ্ধগ, তাহাই উত্তম বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে। হে ভগবন্! ঋষিগণ এই সকল উত্তমজাতি রত্ন কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু এই নিধি আশ্চর্য্য বহু দিব্য রত্ন হইতেও প্রধান। অনন্তর রাম এইরূপ বলিতে থাকিলে মুনি বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। অগস্ত্য কহিলেন,—হে রাম! শ্রবণ কর, এই পুরাবৃত্ত ত্রেতাযুগের এবং ইহা মহান্। দ্বাপর যুগে আমি বনে ইহা দেখিয়াছিলাম। হে মহাবাহো রঘুনন্দন! সেই আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ত্রেতা-যুগে বহু বিস্তৃত এক অরণ্য ছিল, তাহার পরিমাণ চারিদিকে শত যোজন ও ঐ বন মৃগব্যাঘ্রবিবর্জ্জিত। হে সৌম্য! আমি সেই নির্জ্জন বনে উত্তম তপস্যা করিব বলিয়া তথায় গমন করিয়াছিলাম। সেই বনের মধ্যদেশ সর্ব্বদা ফলমূলে পূর্ণ ও নানা বর্ণের বহুবিধ শাক এবং সুকাননে সমৃদ্ধ ছিল। ৫০—৬৪। সেই বনমধ্যে পঞ্চ যোজন বিস্তৃতস্থানে হংসকারণ্ডবাকীর্ণ ও চক্রবাকোপ-শোভিত পরম রমণীয় আশ্চর্য্য এক সরোবর দর্শন করিলাম। ঐ সরোবর চলিষ্ণু কচ্ছপ-সমূহে আকীর্ণ ও বহু বকপংক্তিযুত। পূর্ব্বে সেই সরোবরের সমীপে আমি তপস্যার্থ গমন করিয়াছিলাম। হে পুরুষর্ষভ! তখন গ্রীষ্ম কাল, আমি সেই সর্ব্বহিংসাশূন্য পবিত্র দেশে

তত্রাহমবসং রাত্রিং নৈদাঘীং পুরুষর্ষভ ॥ ৬৮
প্রভাতে পুনরুত্থায় সরস্তদুপচক্রমে।
অথাপশ্যং শবমহমস্পৃষ্টজরসং ক্বচিৎ ॥ ৬৯
তিষ্ঠন্তং পরয়া লক্ষ্ম্যা সরসো নাতিদূরতঃ।
তদর্থং চিন্তয়ানোঽহং মুহূর্ত্তমিব রাঘব ॥ ৭০
অস্য তীরে ন বৈ প্রাণী কো বাপ্যেষ সুরর্ষভঃ
মুনির্বা পার্থিবো বাপি ক্ব মুনিঃ পার্থিবোঽপি বা
অথবা পার্থিবসুতস্তস্যৈবং সম্ভবঃ কুতঃ ॥ ৭২
অতীতেঽহনি রাত্রৌ বা প্রাতর্বাপি মৃতো যদি
অবশ্যন্ত ময়া জ্ঞেয়া সরসোঽস্য বিনিষ্ক্রিয়া।
যাবদেবং স্থিতশ্চাহং চিন্তয়ানো রঘূত্তম ॥ ৭৩
অথাপশ্যং মুহূর্ত্তাত্তু দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্।
বিমানং পরমোদারং হংসযুক্তং মনোজবম্ ॥ ৭৪
পুরস্তত্র সহস্রন্ত বিমানেঽপ্সরসাং নৃপ।
গন্ধর্ব্বাশ্চৈব তৎসংখ্যা রময়ন্তি বরং নরম্ ॥ ৭৫
গায়ন্তি দিব্যগেয়ানি বাদয়ন্তি তথাপরে।
অথাপশ্যং নরং তস্মাদ্বিমানাদবরোহিতম্।
শবমাংসং ভক্ষয়ন্তং স্নাত্বা রঘুকুলোদ্বহ ॥ ৭৬
ততো ভুক্ত্বা যথাকামং স মাংসং বহুপীবরম্।
অবতীর্য্য সরঃ শীঘ্রমাক্রমোচ দিবং পুনঃ ॥ ৭৭
তমহং দেবসঙ্কাশং শ্রিয়া পরময়ান্বিতম্ ॥ ৭৮
ভো ভো স্বর্গিন্ মহাভাগ পৃচ্ছামি ত্বাং কথং স্থিতম্।
জুগুপ্সিতস্তবাহারো গতিশ্চেয়ং তবোত্তমা ॥ ৭৯
যদি গুহ্যং ন চৈতত্তে কথয়স্বাদ্য মে ভবান্।
কামতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি কিমেতৎ পরমং বচঃ।
কো ভবান্ বদ সন্দেহমাহারশ্চ বিগর্হিতঃ।
ত্বয়েদং ভুজ্যতে সৌম্য কিমর্থং ক্ব চ বর্ত্তসে।
কস্যায়মৈশ্বরো ভাবঃ শবস্থেন বিনির্ম্মিতঃ।
আহারশ্চ কথং নিন্দ্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।

উপস্থিত হইয়া একরাত্রি বাস করিলাম। তারপর প্রভাতে উঠিয়া সেই সরোবরতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে একটী শব সন্দর্শন করিলাম, ঐ শব জরাকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয় নাই। সরোবরের অনতিদূরে ঐ পরম কান্তি-সমন্বিত শব পতিত ছিল। হে রাঘব! আমি মুহূর্ত্ত মাত্র ঐ শব ব্যাপার চিন্তা করিলাম যে, এই সরোবরের তীরে কোন প্রাণী নাই, তবে কি এই শব কোন সুরবর মুনি কিংবা মহীপালের হইবে? অথবা মুনি বা পার্থিব শবের সম্ভাবনা এখানে কোথায়? অথবা কোন নৃপতনয়েরই বা শব হইবে, কিন্তু তাহারই বা সম্ভব কোথায়? গত দিবসে বা গত রাত্রে অথবা যদি গতপ্রভাতে এই ব্যক্তি সরোবরতীরে মৃত হইত, তাহা হইলে ইহাকে জল হইতে বাহির হইতে দেখিতাম। হে রঘূত্তম! তথায় অবস্থিত হইয়া যেমন এইরূপ চিন্তা করিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই এক দিব্য অদ্ভুতদর্শন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মনের ন্যায় বেগগামী হংসযুক্ত পরমোদার বিমান আসিল, হে নৃপ! তাহার সম্মুখে অপ্সরা ও সহস্র সংখ্যক গন্ধর্ব্ব এক শ্রেষ্ঠ নরকে প্রমোদিত করিতেছে। কেহ দিব্যগান এবং অপর কেহ দিব্য বাদন করিতেছে। হে রঘুবর! তারপর দেখিলাম—সেই বিমান হইতে এক নর অবতরণপূর্ব্বক স্নান করিয়া শবমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই পুরুষ অতি পীবর শবমাংস যথেচ্ছ ভক্ষণ করিয়া সরোবর হইতে সত্বর উঠিয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিল। আমি সেই পরম শ্রীযুক্ত দেবসঙ্কাশ পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম ভো ভো মহাভাগ স্বর্গবাসিন্! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার আহার এইরূপ নিন্দিত অথচ তোমার গতি উত্তম, ইহা কি প্রকারে ঘটিয়াছে। তোমার পক্ষে যদি গুহ্য না হয়, তবে আমার নিকট বলুন। এই পরম বাক্য শ্রবণে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। হে সৌম্য! আপনার আহার এইরূপ নিন্দিত কেন? আপনি কেন শবভক্ষণ করেন আর কোন্ স্থানেই বা আপনি অবস্থান করেন? এই সমস্ত আমাকে বলিয়া আমার সন্দেহ দূর করুন। ৬৫—৮১। যাহার শবদেহে এই ঐশ্বরভাব বিনির্ম্মিত, সেই ব্যক্তিই বা কে এবং আপনারই বা এই নিন্দিত আহার

শ্রুত্বা চ তাদৃশং তত্র মম রাম সতাং বর ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচেদং স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥৮৩
পূর্ব্বাদ্য যথাবৃত্তং মমেদং সুখদুঃখজম্ ।
কাম্যো হি দুরিতক্রম্যঃ শৃণু যৎ পৃচ্ছসে দ্বিজ ॥
পুরা বৈদর্ভকো রাজা পিতা মে হি মহাযশাঃ ।
বাসুদেব ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু ধার্ম্মিকঃ ॥
তস্য পুত্রদ্বয়ং ব্রহ্মন্ দ্বাভ্যাং স্ত্রীভ্যামজায়ত ।
অহং শ্বেত ইতি খ্যাতো যবীয়ান্ সুরথো-
হভবৎ ॥৮৬

পিতর্য্যুপরতে তস্মিন্ পৌরা মামভ্যষেচয়ন্ ।
তত্রাহং কারয়ন্ রাজ্যং ধর্ম্মে চাসং সমাহিতঃ ॥
এবং বর্ষসহস্রাণি বহূনি সমুপাব্রজন্ ।
মম রাজ্যং কারয়তঃ পরিপালয়তঃ প্রজাঃ ॥ ৮৮
সোহহং নিমিত্তে কস্মিংশ্চিদ্বৈরাগ্যেণ দ্বিজোত্তম
মরণং হৃদয়ে কৃত্বা তপোবনমুপাগমম্ ॥ ৮৯

সোহহং বনমিদং রম্যং ভৃশং পক্ষিবিবর্জ্জিতম্
প্রবিষ্টস্তপ আস্থাতুমস্যৈব সরসোহস্তিকে ॥৯০
রাজ্যেহভিষিচ্য সুরথং—ভ্রাতরন্তং নরাধিপম্ ।
ইদং সরঃ সমাসাদ্য তপস্তপ্তং সুদারুণম্ ॥৯১
দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে ।
শুভস্তু ভবনং প্রাপ্তো ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥৯২
স্বর্গস্থমপি মাং ব্রহ্মন্ ক্ষুৎপিপাসে দ্বিজোত্তম ।
অবাধেতাং ভৃশং চাহমভবং ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
ততস্ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠমবোচং বৈ পিতামহম্ ।
ভগবন্ স্বর্গলোকোহয়ং ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জ্জিতঃ
কস্যেহয়ং কর্ম্মণঃ পক্তিঃ ক্ষুৎপিপাসে
যতো হি মে ।

আহারঃ কশ্চ মে দেব ব্রূহি ত্বং শ্রীপিতামহ ॥
ততঃ পিতামহঃ সম্যক্ চিরন্ধ্যাত্বা মহামুনে ।
মামুবাচ ততো বাক্যং নাস্তি ভোজ্যং স্বদেহজম্
ঋতে তে স্বানি মাংসানি ভক্ষয় ত্বং নিত্যশঃ

কেন ? এসকল যথার্থ শুনিতে অভিলাষ করি । হে সাধুসত্তম রঘুনন্দন রাম ! তখন আমার বাক্য শুনিয়া সেই স্বর্গীয় পুরুষ প্রাঞ্জলি হইয়া আমাকে বলিল,—আমার সুখ-দুঃখের কারণ আপনি আজ শ্রবণ করুন। হে দ্বিজ ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শুনুন ; প্রাণিবর্গের ভোগকামনা দুরতিক্রম্য । আমি পূর্ব্বকালে মহাযশা বিদর্ভাধিপতির পুত্র ছিলাম, সেই ত্রিলোকধার্ম্মিক মদীয় পিতা বাসুদেব নামে বিখ্যাত ছিলেন । হে ব্রহ্মন্ ! তাঁহার দুই পত্নী, দুই পত্নীর গর্ভেই দুইটী পুত্র জন্মে। আমি জ্যেষ্ঠ, আমার নাম ছিল শ্বেত এবং আমার কনিষ্ঠের নাম ছিল সুরথ। পিতার মৃত্যু হইলে পৌরগণ আমাকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিল, আমি ধর্ম্মে সমাহিত হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলাম। আমি ধর্ম্মবুদ্ধিতে রাজ্য ও প্রজাপালন করিতে থাকিলে অনেক সহস্র বৎসর সুখে অতিবাহিত হইল। হে দ্বিজোত্তম ! একদা কোন কারণে বৈরাগ্যবশতঃ মনে মনে মরণ কামনা করিয়া তপোবনে আগমন করিয়াছিলাম। আমি অনুজ সুরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এই রম্য একান্ত পক্ষি-বর্জ্জিত বনে তপস্যার্থ প্রবেশপূর্ব্বক সরোবর-সমীপে উপনীত হইলাম। অতঃপর সেই সরোবরতীর আশ্রয় করিয়া সুদারুণ তপশ্চরণ করিলাম এবং মহাবনে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া অনাময় নির্ম্মল ব্রহ্মলোকে শুভ বাসস্থান লাভ করিলাম। হে দ্বিজোত্তম ! আমি স্বর্গস্থ হইলেও ক্ষুধাতৃষ্ণা আমাকে পীড়িত করিল ; হে ব্রহ্মন্ ! আমার ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত ব্যথিত হইল। অনন্তর ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলাম,—ভগবন্ ! এই স্বর্গলোক ক্ষুৎপিপাসা-বিবর্জ্জিত, এ কোন্ কর্ম্মের ফল যে, আমার ক্ষুধা-পিপাসা উপস্থিত ? হে দেব পিতামহ ! আমার আহার কি ? তাহা আপনি বলুন। ৮২—৯৫। হে মহামুনে ! অনন্তর পিতামহ দীর্ঘ-কাল সম্যক্ চিন্তা করিয়া আমাকে কহিলেন,—স্বদেহজ মাংস ব্যতীত তোমার আর ভক্ষ্য নাই। তুমি নিত্য তোমার স্বীয় মাংস ভক্ষণ কর। তুমি উত্তম তপস্যা করিয়া স্বীয়

স্বশরীরং ত্বয়া পুষ্টং কুর্ব্বতা তপ উত্তমম্।
নাদত্তং জায়তে তাত শ্বেত পশ্য মহীতলে ॥৯৭
আগ্রহাত্তিক্ষমাণায় ভিক্ষাপি প্রাণিনে পুরা।
ন হি দত্তা গৃহে ভ্রান্ত্যা মোহাদতিথয়ে তদা ॥৯৮
তেন স্বর্গগতস্যাপি ক্ষুৎপিপাসে তবাধুনা ॥৯৯
স ত্বং প্রপুষ্টমাহারৈঃ স্বশরীরমনুত্তমম্।
তক্ষয়স্ব চ রাজেন্দ্র সা তে তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥
এবমুক্তস্ততো দেবং ব্রহ্মাণমহমুক্তবান্।
ভক্ষিতে চ স্বকে দেহে পুনরন্যন্ন মে বিভো॥
ক্ষুধানিবারণং নৈব দেহস্তান্য বিনোদনম্।
খাদামি যৎক্ষয়ং দেব প্রিয়ং মে তর্হি জায়তে ॥
ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা তব দেহোঽক্ষয়ঃ কৃতঃ
দিনে দিনে তে পুষ্টাত্মা শবঃ শ্বেত ভবিষ্যতি
যাবদ্বর্ষশতং পূর্ণং স্বমাংসং খাদ ভো নৃপ ॥১০৪
যদাগমিষ্যতি চাগস্ত্যঃ শ্বেতারণ্যং মহাতপাঃ।
ভগবানতিদুর্দ্ধর্ষস্তদা কৃচ্ছ্রাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥১০৫
স হি তারয়িতুং শক্তঃ সেন্দ্রানপি সুরাসুরান্।
আহারং কুৎসিতং চেমং রাজর্ষে কিং পুনস্তব
সুরকার্য্যং মহত্তেন সুকৃতন্তু মহাত্মনা ॥১০৬
উদধিং নির্জ্জলং কৃত্বা দানবাশ্চ নিপাতিতাঃ।
বিন্ধ্যশ্চাদিত্যবিদ্বেষাদ্বর্দ্ধমানো নিবারিতঃ।
লম্বমানা মহী চৈষা গুরুত্বেনাধিবাসিতা।
দক্ষিণা দিগিবং যাতা ত্রৈলোক্যং বিষমস্থিতম্
ময়া গত্বা সুরৈঃ সার্দ্ধং প্রেষিতো দক্ষিণাং দিশম্।
সমাং কুরু মহাভাগ গুরুত্বেন জগৎ সমম্ ॥১০৭
এবঞ্চ তেন মুনিনা স্থিত্বা সর্ব্বা ধরা সমা।
কৃতা রাজেন্দ্র মুনিনা এবমদ্যাপি দৃশ্যতে ॥১০৮
সোঽহং ভগবতঃ শ্রুত্বা দেবদেবস্য ভাষিতম্।

শরীর মাত্র পুষ্ট করিয়াছ, হে তাত শ্বেত! মহীতলে দান ব্যতীত ভোগ সম্ভবে না। গৃহে সাগ্রহে ভিক্ষাপ্রার্থী অতিথিকে পূর্ব্বে তুমি মোহ ও ভ্রান্তিবশতঃ ভিক্ষা দাও নাই, তজ্জন্য স্বর্গগত হইলেও সম্প্রতি তোমার ক্ষুধা-পিপাসা উপস্থিত হইয়াছে। তুমি অত্যুত্তম স্বীয় শরীর আহার দ্বারা যথেষ্ট পুষ্ট করিয়াছ, হে রাজেন্দ্র! তজ্জন্য নিজ মাংস ভোজন কর, তাহাতেই তোমার তৃপ্তি হইবে। অনন্তর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে বিভো! আমার ত অন্য দেহ নাই, স্বীয় দেহ ভক্ষিত হইলে দেহের অভাবে তখন কি ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিব? খাদ্য ব্যতীত ক্ষুধা নিবারণ হয় না; অতএব আমার সেই শরীরটী যদি অক্ষয় হয়, তবেই আমার তৃপ্তিলাভ ঘটিতে পারে। অনন্তর ব্রহ্মা আমাকে পুনঃ সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—"হে শ্বেত! তোমার দেহ অক্ষয় করিলাম, তোমার শব প্রতিদিন পুষ্টতা প্রাপ্ত হইবে। হে নৃপ! যাবৎ শতবর্ষ পূর্ণ না হয়, তাবৎকাল তুমি স্বীয় মাংস ভক্ষণ কর। হে শ্বেত! যখন মহাতপা দুর্দ্ধর্ষ ভগবান্ অগস্ত্য এই অরণ্যে আগমন করিবেন, তখন তুমি এই কষ্ট হইতে মুক্ত হইবে। তিনি ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণকেও উদ্ধার করিতে পারেন, হে রাজর্ষে! তোমার কুৎসিত আহার মোচনের আর কথা কি? সেই মহাত্মা সুরগণের মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন,—তিনি সাগর বারিহীন করিয়া দানবগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন,—আদিত্যবিদ্বেষবশতঃ বর্দ্ধমান বিন্ধ্যের মস্তক নামিত করিয়াছিলেন। এক সময় দক্ষিণ দিক্ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে তখন ত্রৈলোক্যের স্থিতি বিষম হইয়া পড়ে; গুরুত্ববশতঃ মহী লম্বমানাবস্থায় অবস্থিত হয়। তখন আমি সুরগণসহ অগস্ত্যসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করি এবং বলি, হে মহাভাগ! মহীকে সমা করুন, আপনার গুরুত্বে জগৎ সমান হউক। ৯৬—১০৭। আমি এইরূপ বলিলে সেই মুনি দক্ষিণ দিকে বাস করিয়া স্বীয় গুরুত্বে ধরাকে সমান করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! মুনি অগস্ত্য যে ধরাকে সমান করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। আমি দেবদেব ভগবান্ ব্রহ্মার

ভুঙ্ক্তে চ কুৎসিতাহারঃ স্বশরীরমনুত্তমম্ ॥ ১১১
পূর্ণং বর্ষশতঞ্চাদ্য ভোজনং কুৎসিতঞ্চ মে।
ক্ষয়ং নাভ্যেতি তদ্বিপ্র তৃপ্তিশ্চাপি মমোত্তমা ॥
তং মুনিং কৃচ্ছ্রসন্তপ্তশ্চিন্তয়ামি দিবানিশম্।
কদা বৈ দর্শনং মহ্যং স মুনির্দাস্যতে বনে ॥১১৩
এবং মে চিন্তয়ানস্য গতং বর্ষশতস্ত্বিহ।
সোঽগস্ত্যো হি গতির্ব্রহ্মন্মুনির্শ্রেষ্ঠ ভবিতা ধ্রুবম্
ন গতির্ভবিতা মহ্যং কুম্ভযোনিমৃতে দ্বিজম্ ॥
শ্রুত্বৈবং ভাষিতং রাম দৃষ্ট্বাহারঞ্চ কুৎসিতম্।
কৃপয়া পরয়া যুক্তস্তং নৃপং স্বর্গগামিনম্ ॥ ১১৫
করোম্যহং সুধাভোজ্যং নাশয়ামি চ কুৎসিতম্
চিন্তয়ন্নিত্যবোচন্তমগস্ত্যঃ কিং করিষ্যতি ॥ ১১৬
অহমেতৎ কুৎসিতন্তে নাশয়ামি মহামতে।
ইপ্সিতং প্রার্থয়স্বাস্মাত্মনঃপ্রীতিকরং পরম্ ॥১১৭
স স্বর্গী মাং ততঃ প্রাহ কথং ব্রহ্মবচোঽন্যথা।
কর্ত্তুং মুনে ময়া শক্যং ন চান্যস্তারয়িষ্যতি ॥
ঋতে বৈ কুম্ভযোনিং তং মৈত্রাবরুণসম্ভবম্।
অপৃষ্টোঽপি ময়া ব্রহ্মন্নেবমূচে পিতামহঃ ॥১১৯
এবং ক্রুবাণস্তং শ্বেতমুক্তবানহমস্মি সঃ।
আগতস্তব ভাগ্যেন দৃষ্টোঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥
ততঃ স্বর্গী স মাং জ্ঞাত্বা দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি
তমুত্থাপ্য ততো রামাব্রবং কিন্তে করোম্যহম্ ॥

রাজোবাচ।

আহারাৎ কুৎসিতাদ্ ব্রহ্মংস্তারয়স্বাদ্য দুষ্কৃতাৎ
যেন লোকোঽক্ষয়ঃ স্বর্গো ভবিতা ত্বৎকৃতেন মে
ততঃ প্রতিগ্রহেণ দত্তো জগদ্বন্দ্যনৃপেণ হি।
ভবানস্মাননুগৃহ্ণাতু প্রতীচ্ছস্ব প্রতিগ্রহম্ ॥ ১২৩
ইদমাভরণং সৌম্য তারণার্থং দ্বিজোত্তম।
ব্রহ্মর্ষে প্রতিগৃহ্ণীষ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১২৪
ইহ গাশ্চ সুবর্ণঞ্চ ধনং বস্ত্রসমন্বিতম্।

বাক্য শুনিয়া অনুত্তম স্বীয় শরীরের মাংস ভক্ষণ করিতেছি,আমার এই কুৎসিত আহার-কাল শত বৎসর অদ্য পূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! নিত্য ভক্ষণে দেহের ক্ষয়ও হইতেছে না, আমারও অনুত্তমা তৃপ্তি হইতেছে। আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া সেই মুনিকে দিবারাত্রি চিন্তা করিতেছি যে, কখন তিনি এই বনে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন। এইরূপ চিন্তায় এখানে আমার শতবর্ষ অতীত হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! নিশ্চিতই মুনি অগস্ত্য আমার গতিদ হইবেন। দ্বিজ কুম্ভযোনি অগস্ত্য ব্যতীত আমার আর গতি নাই। হে রাম! আমি সেই রাজার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার কদাহার দর্শন করিয়া পরম কৃপাপরায়ণ হইলাম এবং চিন্তা করিলাম যে, এই স্বর্গগামী মহীপালকে সুধাভোজী করিব ও ইহার কদাহার দূর করিয়া দিব। এই চিন্তা করিয়াই আমি তাঁহাকে কহিলাম—"অগস্ত্য কি করিবে? আমি তোমার এই কুৎসিত আহারক্লেশ দূর করিয়া দিব। হে মহামতে! তুমি তোমার মনঃপ্রীতিকর পরম অভীষ্ট প্রার্থনা অনন্তর স্বর্গগামী বলিলেন,—হে মুনে! আমি কিরূপে ব্রহ্মার কথার অন্যথা করিব? তিনি বলিয়াছেন,—মৈত্রাবরুণনন্দন কুম্ভযোনি ব্যতীত অন্য কেহ উদ্ধার করিতে পারিবে না, হে ব্রহ্মন্! আমি জিজ্ঞাসা না করিলেও পিতামহ এই কথা কহিয়াছিলেন। শ্বেত এইরূপ বলিলে আমি তাঁহাকে কহিলাম,—তোমার ভাগ্যে আমি আগমন করিয়াছি, তাই তুমি আমাকে দর্শন করিলে,এ বিষয়ে সংশয় নাই। অনন্তর স্বর্গী শ্বেত আমাকে জানিতে পারিয়া দণ্ডবৎ ভূপতিত হইল, হে রাম! অতঃপর আমি তাহাকে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি তোমার কি করিব?"১১০--১২১। রাজা উত্তর করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আজ আমাকে কুৎসিত আহাররূপ দুষ্কৃত হইতে উদ্ধার করুন,—যেন আপনা কর্ত্তৃক আমার অক্ষয় স্বর্গলোক বিহিত হয়। হে জগদ্বন্দ্য! তারপর নৃপ আমাকে প্রতিগ্রহ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিয়া আপনি আমাকে অনুগৃহীত করুন। হে সৌম্য দ্বিজোত্তম! আমার উদ্ধারার্থ আমি এই আভরণ প্রদান করিতেছি, হে ব্রহ্মর্ষে! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রতিগ্রহ করুন।

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিপ্রর্ষে দদাম্যাভরণস্বহম্ ॥
সর্ব্বকামপ্রদং তুভ্যং সর্ব্বান্ ভোগাংশ্চ তে দ্বিজ।
তারণে তু ভবান্মহ্যং প্রসাদং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১২৬
তস্যাহং স্বর্গিণো বাক্যং শ্রুত্বা দুঃখসমন্বিতম্।
কৃত্বা মতিস্তারণায় ন লোভাদ্রঘুনন্দন ॥ ১২৭
গৃহীতে ভূষণে রাম মম হস্তগতে তদা।
মানুষঃ পৌর্ব্বিকো দেহস্তদা নষ্টোঽস্য ভূপতে
প্রনষ্টে তু শরীরে চ রাজর্ষিঃ পরয়া মুদা।
ময়োক্তোঽসৌ বিমানেন জগাম ত্রিদিবং পুনঃ
তেন মে শক্রতুল্যেন দত্তমাভরণং শুভম্।
তস্মিন্নিমিত্তে কাকুৎস্থ দত্তমদ্ভুতকর্ম্মণা ॥ ১৩০
শ্বেতো বৈদর্ভকো রাজা তদাভূদ্গতকল্মষঃ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে রামাগস্ত্য-সংবাদো নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

হে বিপ্রর্ষে! গো, সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র ও ভক্ষ্য ভোজ্যসমন্বিত করিয়া এই স্থানেই আমি এই সর্ব্বকামপ্রদ আভরণ এবং সর্ব্বভোগ প্রদান করিব। হে দ্বিজ। আপনি আমার উদ্ধারার্থ যত্ন করুন। হে রঘুনন্দন! স্বর্গী শ্বেতনৃপতির এবংবিধ বাক্য শ্রবণে দুঃখিত হইয়াই তাহার উদ্ধারার্থ আমার মন হইল, পরন্তু লোভবশতঃ নহে। হে রাম! ভূষণ গৃহীত হইলে উহা আমার হস্তগত হইবা মাত্র শ্বেতভূপতির মানুষ দেহ বিনষ্ট হইল। হে ভূপতে! প্রনষ্টশরীর শ্বেত নৃপতি রাজর্ষিমূর্ত্তি হইয়া পরমাহ্লাদে আমার আদেশগ্রহণপূর্ব্বক বিমানারোহণে পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। হে কাকুৎস্থ! এইরূপে নিজের উদ্ধারার্থ অদ্ভুতকর্ম্মা শক্রতুল্য বিদর্ভাধিপ শ্বেত নরপতি আমাকে এই শুভাভরণ প্রদান করিয়া বিগতপাপ হইয়াছিলেন। ১২২—১৩১।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৬॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ।

তদদ্ভুততমং বাক্যং শ্রুত্বা চ রঘুনন্দনঃ।
গৌরবাদ্বিস্ময়াচ্চাপি ভূয়ঃ প্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥ ১

রাম উবাচ।

ভগবংস্তদ্বনং ঘোরং যত্রাসৌ তপ্তবাংস্তপঃ।
শ্বেতো বৈদর্ভকো রাজা তদদ্ভুতমভূৎ কথম্ ॥ ২
বিষমং তদ্বনং রাজা শূন্যং মৃগবিবর্জ্জিতম্।
প্রবিষ্টস্তপ আস্থাতুং কথং বদ মহামুনে ॥ ৩
সমন্তাদ্‌যোজনশতং নির্ম্মনুষ্যমভূৎ কথম্।
ভবান্ কথং প্রবিষ্টস্তদ্‌যেন কার্য্যেণ তদ্বদ ॥ ৪

অগস্ত্য উবাচ।

পুরা কৃতযুগে রাজা মনুর্দ্দণ্ডধরঃ প্রভুঃ।
তস্য পুত্ত্রোঽথনাম্নাসীদিক্ষ্বাকুরমিতদ্যুতিঃ ॥ ৫
তং পুত্রং পূর্ব্বজং রাজ্যে নিক্ষিপ্য ভুবি সম্মতম্
পৃথিব্যাং রাজবংশানাং ভব রাজেত্যুবাচ হ ॥
তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতং পিতুঃ পুত্রেণ রাঘব।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য বলিলেন,—রঘুনন্দন সেই অদ্‌ভুততম বাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরব ও বিস্ময় বশতঃ পুনরায় প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম কহিলেন,—হে ভগবন্! বিদর্ভাধিপতি নরপতি শ্বেত যে স্থানে অদ্ভুত তপস্যা করিতেন, সেই বন কেন এমন ভীষণ হইয়াছিল? হে মহামুনে! রাজা জনবিবর্জ্জিত মৃগহীন সেই বিষম বনে কেন তপস্যার্থ প্রবিষ্ট হইলেন, তাহা বর্ণন করুন। এই সকল দিকে শত যোজন বিস্তৃত বন কেন মানবশূন্য হইল, আপনিই বা কি কার্য্যে এই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহাও বলুন। অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বে সত্যযুগে প্রভু মনু দণ্ডধর রাজা ছিলেন, তাঁহার অমিতপ্রভ পুত্রের নাম ইক্ষ্বাকু। রাজা পৃথিবীমাঝে প্রথমজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে রাজ্যে নিয়োজিত করিয়া বলিয়াছিলেন,—পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের শাস্তা হও। ১—৬। হে রাঘব! ইক্ষ্বাকু 'তাহাই হইবে' বলিয়া পিতার

ততঃ পরমসংহৃষ্টঃ পুনস্তং প্রত্যভাষত ॥ ৭
প্রীতোঽস্মি পরমোদার কর্ম্মণা তে ন সংশয়ঃ।
দণ্ডেন চ প্রজা রক্ষ ন চ দণ্ডমকারণম্ ॥৮
অপরাধিষু যো দণ্ডঃ পাত্যতে মানবৈরিহ।
স দণ্ডো বিধিবন্মুক্তঃ স্বর্গং নয়তি পার্থিবম্ ॥৯
তস্মাদ্দণ্ডে মহাবাহো যত্নবান্ ভব পুত্রক।
ধর্ম্মস্তে পরমো লোকে কৃত এবং ভবিষ্যতি ॥
ইতি তং বহু সন্দিশ্য মনুঃ পুত্রং সমাধিনা।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্ ॥ ১১
জনয়িষ্যে কথং পুত্রানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ।
কর্ম্মভির্বহুভিস্তৈস্তৈঃ স সুতৈঃ সংযুতোঽভবৎ
তোষয়ামাস পুত্রৈঃ স পিতৃন্ দেবসুতোপমৈঃ।
সর্ব্বেষামুত্তমস্তেষাং কনীয়ান্ রঘুনন্দন ॥ ১৩
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ গুরুশ্চ জনপূজয়া।
নাম তস্যাথ দণ্ডেতি পিতা চক্রে স বুদ্ধিমান্ ॥
ভবিষ্যদ্দণ্ডপতনং শরীরে তস্য বীক্ষ্য চ।
সম্পশ্যমানস্তং দোষং ঘোরং পুত্রস্য রাঘব ॥১৫
স বিন্ধ্যনীলয়োর্ম্মধ্যে রাজ্যমস্য দদৌ প্রভুঃ।
স দণ্ডস্তত্র রাজাভূদ্রম্যে পর্ব্বতমূর্দ্ধনি ॥ ১৬
পুরঞ্চাপ্রতিমন্তেন নিবেশায় তথা কৃতম্।
নাম তস্য পুরস্যাথ মধুমন্তমিতি স্বয়ম্ ॥ ১৭
তথা দেশেন সম্পন্নঃ শূরো বাসমথাকরোৎ।
এবং রাজা স তদ্রাজ্যঞ্চকার সপুরোহিতঃ।
প্রহৃষ্টসুপ্রজাকীর্ণং দেবরাজো যথা দিবি ॥ ১৮
ততঃ স দণ্ডঃ কাকুৎস্থ বহুবর্ষগণাযুতম্।
অকারয়ত্তু ধর্ম্মাত্মা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ১৯
অথ কালে তু কস্মিংশ্চিদ্রাজা ভার্গবমাশ্রমম্।
রমণীয়মুপাক্রামচ্চৈত্রমাসে মনোরমে ॥ ২০
তত্র ভার্গবকন্যান্তু রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি।
বিচরন্তীং বনোদ্দেশে দণ্ডোঽপশ্যদনুত্তমাম্ ॥২১
উত্তুঙ্গপীবরীং শ্যামাং চন্দ্রাভবদনাং শুভাম্।

আদেশে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর পরম হৃষ্ট মনু পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,—তোমার এই পরম উদার কার্য্যে প্রীত হইলাম, সংশয় নাই। তুমি রাজদণ্ড দ্বারা প্রজা রক্ষা কর, প্রজারক্ষার দণ্ডই পরম কারণ। ইহ সংসারে মানবগণ অপরাধীদিগের উপর যে দণ্ডপাত করেন, সেই দণ্ড যদি যথাবিধি পাতিত হয়, তবে তাহা পার্থিবগণের স্বর্গপ্রাপক হইয়া থাকে। হে মহাবাহো পুত্র! অতএব তুমি দণ্ড সম্বন্ধে যত্নবান্ হও। এইরূপ করিলে সংসারে তোমার পরম ধর্ম্ম করা হইবে। মনু পুত্রকে এইরূপে বহু উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া সমাধি দ্বারা স্বর্গের অনুত্তম ব্রহ্ম-লোকে গমন করিলেন। এদিকে ইক্ষ্বাকু কিরূপে পুত্রোৎপাদন করিব, এইরূপ চিন্তাসক্ত হইয়া বহু পুত্রোৎপাদক ক্রিয়া দ্বারা অনেক সন্তানযুক্ত হইলেন এবং সেই সকল দেব-তনয়োপম পুত্র দ্বারা পিতৃগণের সন্তোষ সাধন করিলেন। হে রঘুনন্দন! তাঁহার তনয়গণের মধ্যে কনিষ্ঠই শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন হইলেন,—তিনি কৃতবিদ্য, শূর ও জনগণের পূজা দ্বারা গরীয়ান্ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তীক্ষ্ণবুদ্ধি পিতা তাঁহার নাম রাখিলেন দণ্ড। হে রাঘব! তনয়ের শরীরে দণ্ডপতনরূপ ঘোর দোষের সম্ভাবনা দেখিয়া পিতা তাঁহাকে বিন্ধ্য ও নীল পর্ব্বতের মধ্যে রাজা করিয়া দিলেন; দণ্ড সেই রম্য গিরিমস্তকে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তথায় এক অপ্রতিম পুর প্রতি-ষ্ঠার আদেশ করিয়া, সেই পুরের নাম 'মধুমন্ত' রাখিলেন। শূর নরপতি দণ্ডের আদেশে তথাবিধ পুর প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় বাস করিতে লাগিলেন। রাজা দণ্ড এইরূপে পুরোহিতের সহিত প্রহৃষ্ট সুপ্রজাযুক্ত সেই রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বর্গের দেব-রাজের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। হে কাকুৎস্থ! অনন্তর ধর্ম্মাত্মা দণ্ড বহু অযুত বৎসর যাবৎ সেই নিহতকণ্টক রাজ্য পালন করিলেন।৭—১৯। অনন্তর একদা রাজা রমণীয় ভার্গবাশ্রমে আগমন করিলেন। তখন মনোহর মধুমাস। পৃথিবীতে রূপে অপ্রতিমা ভার্গবকন্যা বনপ্রদেশে বিচরণ করিতেছিল, রাজা সেই অনুত্তমা কন্যাকে অবলোকন করিলেন। তাহার দেহ দীর্ঘ অথচ স্থূল,

সুনাসাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥
মধ্যে ক্ষামাঞ্চ বিস্তীর্ণাং দৃষ্ট্বা তাং সুকৃতে মুদম্
একবস্ত্রাং বনে চৈকাং প্রথমে যৌবনে স্থিতাম্
স তাং দৃষ্ট্বা স্বধর্ম্মেণ হ্যনঙ্গশরপীড়িতঃ।
অভিগম্য সুবিশ্রান্তাং কন্যাং বচনমব্রবীৎ ॥২৪
কুতস্ত্বমসি সুশ্রোণি কস্য চাসি সুশোভনে।
পীড়িতোঽহমনঙ্গেন পৃচ্ছামি ত্বাং সুশোভনে ॥
ত্বয়া মেঽপহৃতং চিত্তং দর্শনাদেব সুন্দরি ॥ ২৬
ইদন্তে বদনং রম্যং মুনীনাং চিত্তহারকম্।
যদ্যহং ন লভে ভোক্তুং মৃতং মামবধারয় ॥২৭
ত্বয়া হৃতা মম প্রাণা মাং জীবয় সুলোচনে।
দাসোঽস্মি তে বরারোহে ভক্তং মাং ভজ শোভনে ॥ ২৮
তস্যৈবন্তু ব্রুবাণস্য মদোন্মত্তস্য কামিনঃ।
ভার্গবী প্রত্যুবাচেদং বচঃ সবিনয়ং নৃপম্ ॥
ভার্গবস্য সুতাং বিদ্ধি শুক্রস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
অরজাং নাম রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠামাশ্রমবাসিনঃ ॥ ৩০
শুক্রঃ পিতা মে রাজেন্দ্র ত্বঞ্চ শিষ্যো মহাত্মনঃ
ধর্ম্মতো ভগিনী চাহং ভবামি নৃপনন্দন ॥৩১
এবংবিধং বচো বক্তুং ন ত্বমর্হসি পার্থিব।
অন্যেভ্যোঽপি সুদুষ্টেভ্যো রক্ষ্যা চাহং সদা ত্বয়া ॥৩২
ক্রোধনো মে পিতা রৌদ্রো ভস্মত্বং ত্বাং সমানয়েৎ।
অথবা রাজধর্ম্মেণ সম্বন্ধং কুরুষে বলাৎ ॥ ৩৩
পিতরং যাচয়স্ব ত্বং ধর্ম্মদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
বরয়স্ব নৃপশ্রেষ্ঠ পিতরং মে মহাদ্যুতিম্ ॥ ৩৪
অন্যথা বিপুলং দুঃখং তব ঘোরং ভবেদ্ ধ্রুবম্
ক্রুদ্ধো হি মে পিতা সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমপি নির্দহেৎ ॥ ৩৫
ততোঽশুভং মহাঘোরং শ্রুত্বা দণ্ডঃ সুদারুণম্
প্রত্যুবাচ মদোন্মত্তঃ শিরসাভিনতঃ পুনঃ ॥ ৩৬

মুখশোভা শশধরের ন্যায়; সে সুনাসা, চারুসর্ব্বাঙ্গী ও পীনোন্নতপয়োধরা; তাহার মধ্যদেশ ক্ষীণ, জঘনাদি বিস্তীর্ণ, এবং সে 'শ্যামা' লক্ষণাক্রান্তা, তাহাকে দর্শন করিলে হৃদয় আনন্দিত হয়। সেই প্রথম-যৌবনা একবসনা বনচারিণী কন্যাকে অবলোকন করিয়া দণ্ডনৃপতির শরীর অসঙ্গত কামে প্রপীড়িত হইল, তিনি সেই সুবিশ্রান্ত কন্যার নিকটে আসিয়া কহিলেন ;—হে সুশ্রোণি! হে সুশোভনে! আমি অনঙ্গ-পীড়িত হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি কাহার কন্যা এবং কোথায় থাক? হে সুন্দরি! দর্শনমাত্রেই তুমি আমার চিত্ত অপহরণ করিয়াছ। তোমার এই রম্যবদন মুনিগণেরও মন হরণ করে। যদি আমি তোমার দেহ ভোগার্থ লাভ করিতে না পারি, তবে আমাকে মৃত বলিয়া বুঝিবে। হে সুলোচনে! তুমি আমার প্রাণ হরণ করিয়াছ, আমার জীবন দান কর। হে বরারোহে! আমি তোমার ভক্ত দাস, হে শোভনে! আমাকে ভজনা কর। মদোন্মত্ত কামাতুর মহীপের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভার্গব-তনয়া সবিনয়ে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল। আমাকে আশ্রমবাসী অক্লিষ্টকর্ম্মা শুক্রের কন্যা বলিয়া জানিবেন। হে রাজেন্দ্র! আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, আমার নাম অরজা। হে রাজেন্দ্র! আমার পিতা মহাত্মা শুক্র, আপনি তাঁহার শিষ্য, হে নৃপনন্দন! ধর্ম্মতঃ আমি আপনার ভগিনী হই; হে পার্থিব! অতএব এরূপ বাক্য আপনার বলা উচিত হয় না। পরন্তু অন্য সুদুষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতেও আমাকে আপনার রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমার পিতা ক্রোধন ও রৌদ্র, আপনি যদি রাজধর্ম্মে বলপূর্ব্বক সম্বন্ধ বন্ধন করেন, তবে এ অপরাধে আপনাকে তিনি ভস্ম করিয়া ফেলিবেন; আপনি আমার নিমিত্ত ধর্ম্মদৃষ্ট ক্রিয়া দ্বারা পিতাকে প্রার্থনা করুন। হে নৃপসত্তম! আমার মহাদ্যুতি পিতাকে প্রসন্ন করুন; অন্যথা নিশ্চিতই আপনার বিপুল ও ভয়ঙ্কর দুঃখ সংঘটিত হইবে। আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইলে অখিল লোক দগ্ধ করিতে পারেন।২০—৩৫। অনন্তর

প্রসাদং কুরু সুশ্রোণি কামোন্মত্তস্য কামিনি ।
ত্বয়া রুদ্ধা মম প্রাণা বিশীর্য্যন্তি শুভাননে ॥ ৩৭
ত্বাং প্রাপ্য চৈবং মেহত্যাস্ত বধো বাপি মহত্তরঃ
তস্মাৎ ভজস্ব মাং ভীরু ত্বয়ি ভক্তির্হি মে পরা
এবমুক্তা তু তাং কন্যাং বলাৎ সংগৃহ্য বাহুনা ।
অন্যেন রাজা হস্তেন বিবস্ত্রা সা তথা কৃতা ॥৩৯
অঙ্গমঙ্গে সমাশ্লেষ্য মুখে চৈব মুখং কৃতম্ ।
বিস্ফুরন্তীং যথাকামং মৈথুনায়োপচক্রমে ॥ ৪০
কৃত্বানর্থং মহাঘোরং দণ্ডঃ কৃত্বা সুদারুণম্ ।
নগরং স্বং জগামাশু মদোন্মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥ ৪১
ভার্গবী রুদতী দীনা আশ্রমস্যাবিদূরতঃ ।
প্রত্যপালয়দুদ্বিগ্না পিতরং দেবসম্মিতম্ ॥ ৪২
স মুহূর্ত্তাদুপস্পৃশ্য দেবর্ষিরমিতদ্যুতিঃ ।
স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ ক্ষুধার্ত্তঃ স স্ববর্ত্তত ॥ ৪৩

সোহপশ্যদরজাং দীনাং রজসা সমভিপ্লুতাম্ ।
চন্দ্রস্য ঘনসংযুক্তাং জ্যোৎস্নামিব পরাজিতাম্
তস্য রোষঃ সমভবৎ ক্ষুধার্ত্তস্য মহাত্মনঃ ।
নির্দ্দহন্নিব লোকাংস্ত্রীংস্তান্ শিষ্যান্ সমুবাচ হ
পশ্যধ্বং বিপরীতস্য দণ্ডস্যাদীর্ঘদর্শিনঃ ।
বিপত্তিং ঘোরসঙ্কাশাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥৪৬
বিনাশং দুর্ম্মতিঃ প্রাপ্তঃ সানুগশ্চ ন সংশয়ঃ ।
যস্ত দীপ্তহুতাশস্য অর্চ্চিঃ সংস্পৃষ্টবানিহ ॥ ৪৭
যস্মাৎ স কৃতবান্ পাপমীদৃশং ঘোরসম্মিতম্ ।
তস্মাৎ প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মেধাঃ পাংসুবর্ষমনুত্তমম্ ॥
কুরাজা দেশসংযুক্তঃ সভৃত্যবলবাহনঃ ।
পাপকর্ম্মসমাচারো বধং প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৪৯
সমন্তাদ্ যোজনশতং বিষয়ং চাস্য দুর্ম্মতেঃ ।
ধুনোতু পাংসুবর্ষেণ মহতা পাকশাসনঃ ॥ ৫০
সর্ব্বসত্ত্বানি যানীহ জঙ্গমস্থাবরাণি বৈ ।
সর্ব্বেষাং পাংসুবর্ষেণ ক্ষয়ঃ ক্ষিপ্রং ভবিষ্যতি ॥
দণ্ডস্য বিষয়ো যাবত্তাবৎ সবনমাশ্রমম্ ।

মদোন্মত্ত দণ্ড সুদারুণ মহাঘোর অশুভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবনত মস্তকে পুনঃ প্রত্যুত্তর করিলেন ;—হে কামিনি ! হে সুশ্রোণি ! আমি কামোন্মত্ত, আমার প্রতি প্রসন্ন হও । হে শুভাননে ! আমার প্রাণ তোমা দ্বারা রুদ্ধ হইয়া বিশীর্ণ হইতেছে, সম্প্রতি তোমার অপ্রাপ্তি অপেক্ষা আমার মৃত্যু মহত্তর বলিয়া মনে হইতেছে । হে ভীরু ! তোমাতে আমার ঐকান্তিকী ভক্তি,আমাকে ভজনা কর । রাজা দণ্ড,কন্যাকে এইরূপ কহিয়া বাহু দ্বারা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অন্য হস্ত দ্বারা তাহাকে বিবসনা করিলেন ; তারপর অঙ্গ দ্বারা অঙ্গের আলিঙ্গন, মুখের উপর মুখ স্থাপন প্রভৃতি কন্যার কামোদ্দীপক কৌশল বিস্তারপূর্ব্বক মৈথুনে উদ্যত হইলেন । দণ্ড মদোন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তথাবিধ সুদারুণ ঘোর অনিষ্টের অনুষ্ঠান করিয়া সত্বর স্বনগরে গমন করিলেন । উদ্বিগ্না দীনা ভার্গবী আশ্রমের অবিদূরে রোদন করিতে করিতে দেবসম্মিত পিতার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । স্নান সমাধানান্তে অমিতদ্যুতি মহর্ষি শুক্র,মুহূর্ত্ত মধ্যে শিষ্যগণসহ স্বীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন । তিনি তখন ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন, দেখিলেন,—ধূলিবিলুণ্ঠিতা দীনা অরজা ঘনাবৃত চন্দ্রকিরণের ন্যায় মলিনা হইয়াছে । দেখিয়া ধ্যান দ্বারা সকল ঘটনা অবগত হইলেন । সেই ক্ষুধার্ত্ত মহর্ষির রোষ সমুদিত হইল, তিনি যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিয়াই শিষ্যগণকে কহিলেন ; বিপরীতমতি অদীর্ঘদর্শী দণ্ডের কাণ্ডটা একবার দেখ ! সে প্রদীপ্ত পাবকশিখার ন্যায় ঘোর বিপত্তি প্রাপ্ত হইবে,—অনুগগণসহ নিঃসংশয় বিনষ্ট হইবে । সে যখন জ্বলন্ত অনলের শিখা স্পর্শ করিয়াছে, সে যখন ঈদৃশ ঘোরসম্মিত পাপ করিয়াছে, তখন সেই দুর্ম্মেধা ঘোর পাংশুবর্ষ প্রাপ্ত হইবে —সেই কুরাজা পাপকর্ম্মকারী দুর্ম্মতি দণ্ড দেশযুক্ত ভৃত্য ও বলবাহনসহ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । দেবরাজ ইন্দ্র দুর্ম্মতি দণ্ডের রাজ্য সকল দিকে শতযোজন মহা পাংশুবর্ষণে কম্পিত করুন ।৩৬—৫০। এই স্থানস্থিত জীবনিবহ, জঙ্গম-স্থাবরনিচয় পাংশুবর্ষণে সকলেই সত্বর বিনষ্ট হউক । দণ্ডের সমস্ত রাজ্য এইরূপ বনাশ্রমে পরিণত হউক, অকস্মাৎ

পাংশুবর্ষমিবাকস্মাৎ সপ্তরাত্রং ভবিষ্যতি ॥ ৫২
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধসন্তপ্তস্তমাশ্রমনিবাসিনম্।
জনং জনপদস্যান্তে স্থীয়তামিত্যুবাচ হ ॥ ৫৩
উক্তমাত্রে উশনসা আশ্রমাবসথো জনঃ।
ক্ষিপ্রন্তু বিষয়াত্তস্মাৎ স্থানং চক্রে চ বাহ্যতঃ ॥
তং তথোক্ত্বা মুনিজনমরজামিদমব্রবীৎ।
আশ্রমে ত্বং সুদুর্মেধে বস চেহ সমাহিতা ॥ ৫৫
ইদং যোজনপর্য্যন্তমাশ্রমং রুচিরপ্রভম্।
অরজে বিরজাস্তিষ্ঠ কালমত্র সমাঃ শতম্ ॥৫৬
শ্রুত্বা নিয়োগং বিপ্রর্ষেররজা ভার্গবী তদা।
তথেতি পিতরং প্রাহ ভার্গবং ভৃশদুঃখিতা ॥
ইত্যুক্ত্বা ভার্গবো বাসং তস্মাদন্যমুপাক্রমৎ।
সপ্তাহে ভস্মসাদ্ভূতং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥৫৮
তস্মাদ্দণ্ডস্য বিষয়ো বিন্ধ্যশৈলস্য মানুষ।
শপ্তো হ্যুশনসা রাম তদাভূদ্ধর্ষণে কৃতে ॥ ৫৯
ততঃ প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব ॥৬০
সন্ধ্যামুপাসিতুং বীর সময়ো হ্যতিবর্ত্ততে ॥ ৬১
এতে মহর্ষয়ো রাম পূর্ণকুম্ভাঃ সমন্ততঃ।
কৃতোদকা নরব্যাঘ্র পূজয়ন্তি দিবাকরম্ ॥ ৬২
সর্ব্বৈর্ব্রহ্মর্ষিভিরভ্যস্তৈঃ স্তোত্রৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ কৃতৈঃ
রবিরস্তং গতো রাম গচ্ছোদকমুপস্পৃশ ॥ ৬৩
ঋষের্বচনমাদায় রামঃ সন্ধ্যামুপাসিতুম্।
উপচক্রাম তৎপুণ্যং স সরো রঘুনন্দনঃ ॥ ৬৪
অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে রম্যে পাদপশোভিতে
নদীপুণ্যে গিরিবরে কোকিলাশতমণ্ডিতে ॥
নানাপক্ষিরবোদ্যানে নানামৃগসমাকুলে।
সিংহব্যাঘ্রসমাকীর্ণে নানাদ্বিজসমাবৃতে।
গৃধ্রোলূকৌ প্রবসিতৌ বহূন্ বর্ষগণানপি ॥ ৬৬
অথোলূকস্য ভবনং গৃধ্রঃ পাপবিনিশ্চয়ঃ।
মমেদমিতি কৃত্বাসৌ কলহং তেন চাকরোৎ ॥৬৭
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য রামো রাজীবলোচনঃ।

বর্ষণের ন্যায় সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত তথায় পাংশুবর্ষণ হউক। ক্রোধসন্তপ্ত শুক্র এইরূপ কহিয়া আশ্রমবাসী জনগণকে জনপদের বাহিরে গিয়া বাস করিতে বলিলেন। শুক্রের উক্তিমাত্রেই আশ্রমবাসী জনগণ সত্বর সেই বনের বাহিরে গিয়া বাসস্থান স্থির করিল। শুক্র মুনিজনকে এই কথা কহিয়া অরজাকে কহিলেন,—হে দুর্মেধে! তোমার যৌবনকাল পর্য্যন্ত তুমি সমাহিত হইয়া এই রুচিরপ্রভ আশ্রমে বাস কর; হে অরজে! বিরজা হইয়া তোমাকে শত বৎসরকাল এই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। তখন ভার্গবী অরজা মহর্ষি শুক্রের নিয়োগ শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া তাঁহাকে কহিল, তাহাই করিব। শুক্র কন্যাকে তথাবিধ আদেশ দিয়া সেখান হইতে অন্যত্র গিয়া বাস করিলেন। তখন সেই ব্রহ্মবাদী মহর্ষির বাক্যানুসারে বিন্ধ্য শৈলস্থ দণ্ড মহীপতির রাজ্য সপ্তাহ মধ্যে ভস্মসাৎ হইল। হে মানুষবিগ্রহ রাম! হে কাকুৎস্থ! শুক্রশাপে দণ্ড রাজার রাজ্য ধর্ষিত হইলে তদবধি সেইস্থান দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত হয়। হে রাঘব! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমার নিকট তৎসমস্ত বর্ণন করিলাম, হে বীররাম! সন্ধ্যোপাসনার সময় অতীত প্রায়, ঐ দেখ, আশ্রমের সকলদিকে কৃতোদক ঋষি-মহর্ষিগণ পূর্ণকুম্ভ করে লইয়া অভ্যস্ত ব্রহ্মাদি-কৃত স্তব দ্বারা দিবাকরের পূজা করিতেছেন। হে নরব্যাঘ্র! রাম! রবি অস্তগত হইয়াছেন, তুমিও গিয়া আচমন কর।৫১—৬৩। রঘুনন্দন রাম, ঋষির বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনার্থ সেই পুণ্যসরোবরে গমন করিলেন। সেই সরোবরের তীরবন রম্য পাদপশোভিত, তত্রত্য গিরিবর নদীনীরপূত, শত শত কোকিল সেই কাননে বাস করে, এবং উদ্যানে নানাবিধ বিহগের রব উত্থিত হয়। নানা মৃগ-সমাকুল, সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকীর্ণ ও বহুবিধ বিহগে সমাবৃত সেই বনে বহু বর্ষাবধি এক গৃধ্র ও এক উলূক বাস করে। পাপবিনিশ্চয় গৃধ্র উলূকের বাসগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক "এই বাসগৃহ আমার" এইরূপ বলিয়া কলহ আরম্ভ করিল। তখন তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল,—

ত্বং প্রপদ্যাবহৈ শীঘ্রং কস্যৈতদ্ভবনং ভবেৎ ॥
গৃধ্রোলুকৌ প্রপদ্যেতাং জাতকোপাবমর্ষিণৌ
রামং প্রপদ্য তৌ শীঘ্রং কলিব্যাকুলচেতসৌ ॥
তৌ পরস্পরবিদ্বেষৌ স্পৃশতশ্চরণৌ তথা।
অথ দৃষ্ট্বা রাঘবেন্দ্রং গৃধ্রো বচনমব্রবীৎ ॥ ৭০
সুরাণামসুরাণাঞ্চ ত্বং প্রধানং মতো মম।
বৃহস্পতেশ্চ শুক্রাচ্চ ত্বং বিশিষ্টো মহামতিঃ ॥ ৭১
পরাবরজ্ঞো ভূতানাং মর্ত্ত্যে শক্র ইবাপরঃ।
দুর্নিরীক্ষ্যো যথা সূর্য্যো হিমবানিব গৌরবে ॥
সাগরশ্চাসি গাম্ভীর্য্যে লোকপালো যমো হ্যসি
কান্ত্যা ধরণ্যা তুল্যোঽসি শীঘ্রত্বে হ্যনিলোপমঃ
গুরুত্বং সর্ব্বসম্পন্নো বিষ্ণুরূপোঽসি রাঘব।
অমর্ষী দুর্জ্জয়ো জেতা সর্ব্বশাস্ত্রবিধিপারগঃ ॥ ৭৪
শৃণু ত্বং মম দেবেশ বিজ্ঞাপ্যং নরপুঙ্গব।
মমালয়ং পূর্ব্বকৃতং বাহুবীর্য্যেণ বৈ প্রভো।
উলুকো হরতে রাজংস্ত্বৎসমীপে বিশেষতঃ ॥
ঈদৃশোঽয়ং দুরাচারস্তদাজ্ঞালঙ্ঘকো নৃপ।
প্রাণান্তিকেন দণ্ডেন রাম শাসিতুমর্হসি ॥ ৭৬
এবমুক্তে তু গৃধ্রেণ উলুকো বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণু দেব মম বিজ্ঞাপ্যমেকচিত্তো নরাধিপ ॥ ৭৭
সোমাচ্ছক্রাচ্চ সূর্য্যাচ্চ ধনদাচ্চ যমাত্তথা।
জায়তে বৈ নৃপো রাম কিঞ্চিদ্ভবতি মানুষঃ ॥৭৮
ত্বন্তু সর্ব্বময়ো দেবো নারায়ণপরায়ণঃ।
প্রোচ্যতে সোমতা রাজন্ সম্যক্ কার্য্যে
বিচারিতে ॥ ৭৯
সম্যগ্ রক্ষসি তাপেভ্যস্তমোঘ্নো হি যতো ভবান্
দোষে দণ্ডাৎ প্রজানাং ত্বং যমঃ পাপভয়াপহঃ
দাতা প্রহর্ত্তা গোপ্তা চ তেনেন্দ্র ইব নো ভবান্
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতেষু তেজসা চানলো মতঃ ॥ ৮১
অভীক্ষ্ণং তপসে পাপাংস্তেন ত্বং রাম ভাস্করঃ
সাক্ষাদ্বিত্তেশতুল্যস্ত্বমথবা ধনদাধিকঃ ॥ ৮২
চিন্তায়ন্তা তু পত্নী শ্রীর্নিত্যস্তে রাজসত্তম।

রাজীবলোচন রাম সর্ব্বলোকের প্রভু, তাঁহার নিকট গিয়া এ গৃহ কাহার, সত্বরই তাহার নিশ্চয় করিব। অনন্তর পরস্পর মর্ষণকারী বিদ্বেষী জাতকোপ গৃধ্র ও উলুক কলহব্যাকুল-মনা হইয়া সত্বর রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণদ্বয় স্পর্শ করিল। গৃধ্র রঘু-বরকে দর্শন করিয়া বলিল,—আপনি সুরা-সুরগণ মধ্যে প্রধান, ইহাই আমার জ্ঞান। আপনি বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য হইতেও বিশিষ্ট জ্ঞানী, ভূতগণের পরাবরজ্ঞ এবং মর্ত্ত্যের দ্বিতীয় ইন্দ্র। আপনি সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, গৌরবে হিমগিরিসম, গাম্ভীর্য্যে সাগরসদৃশ এবং আপনিই লোকপাল যম। হে রাঘব! আপনি ক্ষমায় ক্ষিতিতুল্য, শীঘ্রতায় সমীরণসম এবং আপনি গুরু, সর্ব্ব-শক্তিসম্পন্ন ও বিষ্ণুরূপী। হে দেবেশ! আপনি অমর্ষী, দুর্জ্জয়, জেতা ও সর্ব্বশাস্ত্রবিধিপারগ। হে নরপুঙ্গব! আমার প্রশ্ন শ্রবণ করুন। হে প্রভো! আমি পূর্ব্বে এই নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছি, বাহুবীর্য্যার্জ্জিত আমার আলয় উলুক হরণ করিতেছে, হে রাজন্! বিশেষতঃ তাহাও আপনার সমক্ষে। হে নৃপ! উলুক ঈদৃশ দুরাচার যে, আপনার আজ্ঞালঙ্ঘন করিতেছে। হে রাম! এই উলুক প্রাণান্ত শাসনের যোগ্য। গৃধ্র এইরূপ বলিলে উলুক বলিল,—হে নরাধিপ! এক-চিত্ত হইয়া আমার বিজ্ঞাপ্য শ্রবণ করুন। হে দেব! চন্দ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, কুবের ও যমের অংশে রাজা হয়; আর তাহাতে মানুষেরও অংশ কিছু থাকে। আপনি সর্ব্বদেবময় ও নারায়ণপরায়ণ। হে রাজন্! সম্যক্ কার্য্য-বিচারণায় আপনার চন্দ্রাংশ পরিব্যক্ত, কেননা, আপনি তাপ হইতে সম্যক্ রক্ষা করেন এবং আপনি তমোঘ্ন, দোষ করিলে প্রজাগণের উপর দণ্ডপাত করিয়া তাহাদের পাপভয় অপহরণ করেন, এজন্য আপনি যম, আপনি দাতা, প্রহর্ত্তা এবং আমাদের ত্রাতা, এইজন্য ইন্দ্রসদৃশ। আপনি সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, তেজে অনলতুল্য এবং পাপিগণকে নিরন্তর তাপিত করেন, হে রাম! তজ্জন্য আপনি সূর্য্য। আপনি সাক্ষাৎ কুবেরোপম অথবা তাহা হই-তেও শ্রেষ্ঠ।৬৪-৮২। হে রাজসত্তম! আপনার

ধনদস্য তু কোশেন ধনদস্তেন বৈ ভবান্ ॥ ৮৩
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ।
শত্রৌ মিত্রে চ তে দৃষ্টিঃ সমন্তাদ্‌যাতি রাঘব ॥
ধর্ম্মেণ শাসনং নিত্যং ব্যবহারবিধিক্রমৈঃ ॥ ৮৫
যস্য রুষ্যসি বৈ রাম মৃত্যুস্তস্যাভিধীয়তে।
গীয়সে তেন বৈ রাজন্ যম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥
যশ্চাসৌ মানুষো ভাবো ভবতো নৃপসত্তম।
আনৃশংস্যপরো রাজা সর্ব্বেষু কৃপয়ান্বিতঃ ॥ ৮৭
দুর্ব্বলস্য অনাথস্য রাজা ভবতি বৈ বলম্।
অচক্ষুষো ভবেচ্চক্ষুরমতেষু মতির্ভবেৎ ॥ ৮৮
অস্মাকমপি নাথস্ত্বং শ্রূয়তাং মম ধার্ম্মিক।
ভবতা তত্র মন্তব্যং যথৈতে কিল পক্ষিণঃ ॥৮৯
যোঽস্মন্নাথঃ স পক্ষীন্দ্রো ভবতো
বিনিযোজকঃ।
অস্মাস্যং দেব নাস্মাকং সন্নিধৌ ভবতঃ প্রভো
ভবতৈব কৃতং পূর্ব্বং ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্।

মমালয়প্রবিষ্টশ্চ গৃধ্রো মাং বাধতে নৃপ।
ভবান্ দেবমনুষ্যেষু শাস্তা বৈ নরপুঙ্গব ॥ ৯১
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ রামঃ সচিবানাহ্বয়ৎ স্বয়ম্।
বিষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ।
অশোকো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চ মহাবলঃ।
এতে রামস্য সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্য চ ॥ ৯৩
নীতিযুক্তা মহাত্মানঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ।
সুশান্তাশ্চ কুলীনাশ্চ নয়ে মন্ত্রে চ কোবিদাঃ ॥৯৪
তানাহূয় স ধর্ম্মাত্মা পুষ্পকাদবরুহ্য চ।
গৃধ্রোলূকৌ বিবদন্তৌ পৃচ্ছতি স্ম রঘূত্তমঃ ॥ ৯৫
কতি বর্ষাণি ভো গৃধ্র তবেদং নিলয়ং কৃতম্।
এতন্মে কৌতুকং ব্রূহি যদি জানাসি তত্ত্বতঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচো গৃধ্রো বভাষে রাঘবং স্থিতম্।
ইয়ং বসুমতী রাম মানুষৈর্বহুবাহুভিঃ।
উচ্ছ্রিতৈরাচিতা সর্ব্বা তদা প্রভৃতি মদ্‌গৃহম্ ॥৯৮
উলূকস্ত্বব্রবীদ্রামং পাদপৈরুপশোভিতা।

পত্নী রমা আপনার নিত্য চিন্তাযুক্তা। আপনার কোশাগার কুবেরকোশাগারতুল্য, তাই আপনি ধনদ। স্থাবর চর সর্ব্বভূতেই আপনার সমতা; হে রাঘব! শত্রু মিত্র উভয়েই আপনার সমদৃষ্টি। ব্যবহার-বিধিক্রমে আপনার নিত্য ধর্ম্মানুশাসন প্রচলিত; হে রাম! যাহার প্রতি আপনি রুষ্ট, তাহার পক্ষে আপনি যম বলিয়া অভিহিত; হে রাজন্! এজন্য আপনি লোকে যম বলিয়া বর্ণিত হন। হে নৃপসত্তম! এই যে আপনার মানুষভাব ইহা কেবল হিংসাশূন্য রাজবেশে সর্ব্বজীবে কৃপা করিবার নিমিত্ত। হে নাথ! দুর্ব্বল ও অনাথের রাজাই বল, রাজা নেত্রহীনের নেত্র ও জ্ঞানহীনের জ্ঞান। হে ধার্ম্মিক! আপনি আমাদেরও নাথ, আমার বাক্য শ্রবণ করিলে এই সকল পক্ষী কিরূপ, তদ্বিষয়ে আপনার ধারণা হইবে। আমাদের পক্ষিসমাজে যিনি রাজা, সেই পক্ষিরাজ আপনার কার্য্যে নিযুক্ত; হে দেব! আমরাও প্রভুহীন নহি, তাহা হইলেও হে প্রভো! আপনার সন্নিধানে অপরের প্রভুতা কি? আপনিই পূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়াছেন। হে প্রভো! গৃধ্র আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে পীড়িত করে। হে নরপুঙ্গব! আপনি দেব ও মানবের শাস্তা। রাম ইহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সচিবগণের আহ্বান করিলেন। বিষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও মহাবল সুমন্ত্র ইহাঁরা রামের মন্ত্রী, এমন কি, ইহাঁরা রাজা দশরথেরও মন্ত্রী ছিলেন। ইহারা সকলেই নীতিযুক্ত, মহাত্মা, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, সুশান্ত, কুলীন, নীতি ও মন্ত্রণা ব্যাপারে বিচক্ষণ। ধর্ম্মাত্মা রঘূত্তম তাঁহাদিগকে আহ্বান ও পুষ্পক হইতে অবতরণ করিয়া বিবদমান গৃধ্র ও উলূকসমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে গৃধ্র! কতকাল তোমার এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে? যদি যথার্থতঃ জান, তবে বল; আমার কুতূহল জন্মিতেছে ॥৮৩—৯৬॥ এইরূপ বাক্য শ্রবণে গৃধ্র রাঘবকে কহিল,—হে রাম! উচ্ছ্রিত বহু বাহু মানুষদ্বারা যদবধি এই বসুমতী ব্যাপ্ত, তদবধি আমার এই বাসগৃহ। উলূক রামকে কহিল,—হে রাজন্! যদবধি

যৈব পৃথিবী রাজংস্তদাপ্রভৃতি মে গৃহম্ ॥৯৯
এতচ্ছ্রুত্বা তু রামো বৈ সভাসদ উবাচ হ ॥ ১০০
ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা,
বৃদ্ধা নতে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্ ।
নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন চাস্তি সত্যং,
ন তৎ সত্যং যচ্ছলমভ্যুপৈতি ॥ ১০১
যে তু সভ্যাঃ সভাং গত্বা তুষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে ।
যথাপ্রাপ্তং ন ব্রুবতে সর্ব্বে তেঽনৃতবাদিনঃ ॥
ন বক্তি চ শ্রুতং যশ্চ কামাৎ ক্রোধাত্তথা ভয়াৎ
সহস্রং বারুণাঃ পাশাঃ প্রতিমুঞ্চন্তি তং নরম্ ॥
তেষাং সংবৎসরে পূর্ণে পাশ একঃ প্রমুচ্যতে ।
তস্মাৎ সত্যস্তু বক্তব্যং জানতা সত্যমঞ্জসা ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু সচিবা রামমেবাব্রুবংস্তদা ।
উলূকঃ শোভতে রাজন্ ন তু গৃধ্রো মহামতে
ত্বং প্রমাণং মহারাজ রাজা হি পরমা গতিঃ ।
রাজমূলাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা রাজা ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
শাস্তা রাজা নৃণাং যেষাং ন তে গচ্ছন্তি দুর্গতিম্
বৈবস্বতেন মুক্তাশ্চ ভবন্তি পুরুষোত্তমাঃ ॥ ১০৭
সচিবানাং বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি পুরাণং যদুদাহৃতম্ ॥ ১০৮
দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা সপর্ব্বতমহীদ্রুমম্ ।
সলিলার্ণবসম্মগ্নং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১০৯
একমেব তদা হ্যাসীৎ সর্ব্বমেকমিবাম্বরম্ ।
পুনর্ভূঃ সহ লক্ষ্ম্যা চ বিষ্ণোর্জঠরমাবিশৎ ॥
তাং নিগৃহ্য মহাতেজাঃ প্রবিশ্য সলিলার্ণবম্ ।
সুষ্বাপ হি কৃতাত্মা স বহুবর্ষশতান্যপি ॥ ১১১
বিষ্ণৌ সুপ্তে ততো ব্রহ্মা বিবেশ জঠরং ততঃ
বহুস্রোতঞ্চ তং জ্ঞাত্বা মহাযোগী সমাবিশৎ ॥
নাভ্যাং বিষ্ণোঃ সমুদ্ভূতং পদ্মং হেমবিভূষিতম্
স তু নির্গম্য বৈ ব্রহ্মা যোগী ভূত্বা মহাপ্রভুঃ ।
সিসৃক্ষুঃ পৃথিবীং বায়ুং পর্ব্বতাংশ্চ মহীরুহান্ ॥
তদন্তরাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা মানুষাংশ্চ সরীসৃপান্ ।
জরায়ুজাণ্ডজান্ সর্ব্বান্ সসর্জ্জ স মহাতপাঃ ॥

পৃথিবী পাদসমূহে উপশোভিতা, তদবধি আমার গৃহ। রাম ইহা শুনিয়া সভাসদ্‌গণকে কহিলেন,—সে সভা সভা নহে, যথায় বৃদ্ধ নাই; যে বৃদ্ধ ধর্ম্ম বলেন না, তিনি বৃদ্ধ নহেন, সে ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে, যাহাতে সত্য নাই; আর সে সত্য সত্য নহে, যাহাতে ছল আছে। যে সকল সভ্য সভায় গিয়া চুপ করিয়া চিন্তা করে, কথার অবসর প্রাপ্ত হইয়াও উত্তর দেয় না, তাহারা মিথ্যাবাদী। যাহারা কাম ক্রোধ ও ভয়বশে কথা শুনিয়া উত্তর দেয় না, সহস্র সহস্র বরুণপাশ তাহার প্রতি প্রযুক্ত হয়, এক এক বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার এক একটী পাশ খসিয়া থাকে। অতএব এ বিষয়ে যদি সত্য কিছু জানা থাকে, সত্বর বলা উচিত। তখন মন্ত্রিগণ রাম-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে মহামতে! উলূকই এ আবাসে শোভা পায়, পরন্তু গৃধ্র নহে; হে মহারাজ! আপনিই তাহার প্রমাণ, কেন না, রাজাই পরম গতি। রাজা প্রজার মূল, রাজা সনাতন ধর্ম্ম; রাজা যাহাদিগকে শাসন করেন, তাহারা দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না; যম সেই পুরুষোত্তমদিগকে স্বীয় শাসন হইতে পরিত্যাগ করেন। সচিব-গণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন,—এ বিষয়ে পুরাতন উদাহরণ বলি তছি শ্রবণ করুন। স্বর্গ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও পর্ব্বতযুক্ত পৃথিবী, বৃক্ষ এবং সচরাচর ত্রিলোক জলধিজলে যখন মগ্ন ছিল; তখন একটী মাত্র বস্তু ছিল, সেটী একমাত্র আকাশের ন্যায় অব্যক্ত। তারপর ভূমি লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর উদরে প্রবেশ করিলেন, কৃতাত্মা মহাতেজা বিষ্ণু সাগরনীরে প্রবেশপূর্ব্বক বহু শত বৎসর যাবৎ নিদ্রিত হইলেন। অনন্তর বিষ্ণু সুপ্ত হইলে ব্রহ্মা তাঁহার উদরে প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থান বহুস্রোত জানিয়া মহাযোগী ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি হইতে সমুদ্ভূত হেমবিভূষিত পদ্মে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভ ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় তথা হইতে নির্গমনপূর্ব্বক যোগী হইয়া পৃথিবী, বায়ু, পর্ব্বত ও মহীরুহনিকর সৃষ্টি করিলেন; তারপর ঐ মহাতপা প্রজা-

তস্য গাত্রসমুৎপন্নঃ কৈটভো মধুনা সহ।
দানবৌ তৌ মহাবীর্য্যৌ ঘোরৌ লব্ধবরৌ তদা
দৃষ্ট্বা প্রজাপতিং তত্র ক্রোধাবিষ্টাবুভৌ নৃপ।
বেগেন মহতা ভোক্তুং স্বয়ম্ভুবমধাবতাম্ ॥১১৬
দৃষ্ট্বা সত্বানি সর্ব্বাণি নিঃসরন্তি পৃথক্ পৃথক্।
ব্রহ্মণা সংস্তুতো বিষ্ণুর্হত্বা তৌ মধুকৈটভৌ ॥
পৃথিবীং বর্দ্ধয়ামাস স্থিত্যর্থং মেদসা তয়োঃ।
মেদোগন্ধা তু ধরণী মেদিনীত্যভিধাং গতা ॥
তস্মাদ্ গৃধ্রস্ত্বসত্যো বৈ পাপকর্ম্মাপরালয়ম্।
স্বীয়ং করোতি পাপাত্মা দণ্ডনীয়ো ন সংশয়ঃ ॥
ততোঽশরীরিণী বাণী হ্যন্তরিক্ষাৎ প্রভাষতে।
মা বধী রাম গৃধ্রং ত্বং পূর্ব্বং দগ্ধং তপোবলাৎ
পুরা গৌতমদগ্ধোঽয়ং প্রজানাথো জনেশ্বর।
ব্রহ্মদত্তস্তু নামৈষ শূরঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ ॥ ১২১
গৃহমাগত্য বিপ্রর্ষের্ভোজনং প্রত্যযাচত।
সাগ্রং বর্ষশতঞ্চৈব ভুক্তবান্ নৃপসত্তম ॥ ১২২
ব্রহ্মদত্তস্য বৈ তস্য পাদ্যমর্ঘ্যং স্বয়ং ততঃ।
আত্মনৈবাকরোৎ সম্যগ্ ভোজনার্থং মহাত্মতে
সমাবিশ্য গৃহং তস্য আহারে তু মহাত্মনঃ।
নারীং পূর্ণস্তনীং দৃষ্ট্বা হস্তেনাথ পরামৃশৎ ॥১২৪
অথ ক্রুদ্ধেন মুনিনা শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ।
গৃধ্রস্ত্বং গচ্ছ বৈ মূঢ় রাজা মুনিমথাব্রবীৎ ॥১২৫
কৃপাং কুরু মহাভাগ শাপোদ্ধারো ভবিষ্যতি।
দয়ালুস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা পুনরাহ নরাধিপ ॥ ১২৬
উৎপৎস্যতে রঘুকুলে রামো নাম মহাযশাঃ।
ইক্ষ্বাকূণাং মহাভাগো রাজা রাজীবলোচনঃ।
তেন দৃষ্টো বিপাপস্ত্বং ভবিতা নরপুঙ্গব ॥
দৃষ্টো রামেণ ইত্যুক্ত্বা বভূব পৃথিবীপতিঃ।
গৃধ্রত্বং ত্যজ্য বৈ শীঘ্রং দিব্যগন্ধানুলেপনঃ।
পুরুষো দিব্যরূপোঽসৌ বভাষে তং নরাধিপম্

নিচয়, মানুষ, সরীসৃপ, জরায়ুজ ও অণ্ডজ-সমূহ সৃষ্টি করিলেন। হে নৃপ! বিষ্ণুর গাত্রসম্ভূত কৈটভ মধুর সহিত সমুৎপন্ন হইল, তখন মহাবীর্য্য ঐ ঘোর দানবদ্বয় বিষ্ণুর নিকট বরলাভ করিল, তাহারা তথায় ব্রহ্মাকে দর্শন-পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে পিতামহকে ভক্ষণ করিতে ধাবিত হইল। তারপর নানা-বিধ জীব পৃথক্ পৃথক্ নির্গত হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর স্তব করিলেন, বিষ্ণু দানবদ্বয়ের বধসাধন করিয়া লোকসংস্থানার্থ তাহাদের মেদ দ্বারা পৃথিবী বর্দ্ধিত করিলেন। সেই সময় হইতে মেদোগন্ধা বলিয়া ধরণী মেদিনী নাম প্রাপ্ত হইল। গৃধ্র মিথ্যাবাদী, এই পাপকর্ম্মা পরালয় নিজের করিয়া লইতেছে, অতএব পাপাত্মা গৃধ্র দণ্ডনীয়, সংশয় নাই। অনন্তর অন্তরিক্ষ হইতে এক আকাশবাণী উত্থিত হইল,—হে রাম! গৃধ্রকে বধ করি-বেন না,এই গৃধ্র পূর্ব্বেই গৌতম মুনির তপো-বলে দগ্ধ হইয়াছে। হে জনেশ্বর! এই গৃধ্র রাজা ছিল, গৌতমশাপে দগ্ধ হয়। ইঁহার নাম ছিল ব্রহ্মদত্ত, ইনি শূর, সত্যব্রত ও শুচি ছিলেন। ব্রহ্মদত্ত একদা গৌতম মহর্ষির গৃহে গিয়া ভোজন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন; হে নৃপসত্তম! রাজা শতাধিক বর্ষ এই ভাবে ভিক্ষান্ন ভোগ করিয়াছিলেন। হে মহাত্মতে ঋষি স্বয়ং সেই ব্রহ্মদত্তের পাদ্য, অর্ঘ্য ও ভোজনার্থ অন্ন প্রদান করেন। অনন্তর ব্রহ্মদত্ত আহারার্থ মহাত্মা মুনির গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক এক পূর্ণস্তনী নারী দেখিতে পাইয়া হস্ত দ্বারা তাহার স্তনমর্দ্দন করিলেন। অতঃপর মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুদারুণ শাপ প্রদান করি-লেন—“রে মূঢ়! তুই গৃধ্র হ।” অনন্তর রাজা ব্রহ্মদত্ত মুনিকে কহিলেন,—হে মহা-ভাগ! আপনি কৃপা করুন, আমার শাপোদ্ধার হউক। হে নরাধিপ! দয়ালু গৌতম তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন,—রঘু-কুলে রাম নামে মহাযশা এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন, হে নরপুঙ্গব! তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের রাজীবলোচন মহাভাগ রামকে অবলোকন করিয়া শাপবিমুক্ত হইবে। ৯৭--১২৭। পৃথ্বীপতি রাম ইহা শুনিয়া গৃধ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, গৃধ্র পক্ষিদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর গন্ধানু-লিপ্ত দিব্য দেহ ধারণ করিল। অতঃপর দিব্যপুরুষদেহে নরাধিপ রামকে কহিল,—

সাধু রাঘব ধর্ম্মজ্ঞ ত্বৎপ্রসাদাদহং বিভো।
বিমুক্তো নরকাদ্ঘোরাদপাপশ্চ ত্বয়া কৃতঃ।
বিসর্জ্জিতং ময়া গার্দ্ধং নররূপী মহীপতিঃ ॥১৩০
উলূকং প্রাহ ধর্ম্মজ্ঞ স্বগৃহং বিশ কৌশিক।
অহং সন্ধ্যামুপাসিত্বা গমিষ্যে যত্র বৈ মুনিঃ॥
অথোদকমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামম্বাস্য পশ্চিমাম্।
আশ্রমং প্রাবিশদ্রামঃ কুম্ভযোনের্মহাত্মনঃ॥ ১৩২
অগস্ত্যো বহুগুণং ফলমূলঞ্চ সাদরম্।
রসবন্তি চ শাকানি ভোজনার্থমুপাহরৎ॥ ১৩৩
স ভুক্তবান নরব্যাঘ্রস্তদন্নমমৃতোপমম্!
প্রীতশ্চ পরিতুষ্টশ্চ তাং রাত্রিং সমুপাবসৎ॥
প্রভাতে কল্যমুত্থায় কৃত্বাহ্নিকমরিন্দম।
ঋষিং সমভিচক্রাম গমনায় রঘূত্তমঃ ॥১৩৫
অভিবাদ্যাব্রবীদ্রামো মহর্ষিং কুম্ভসম্ভবম্।
আপৃচ্ছে সাধয়ে ব্রহ্মন্নমুজ্ঞাতুং ত্বমর্হসি॥ ১৩৬

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি দর্শনেন মহামুনে।
দিষ্ট্যা চাহং ভবিষ্যামি পাবনাত্মা মহাত্মনঃ॥
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্।
উবাচ পরমপ্রীতো বাষ্পনেত্রস্তপোধনঃ॥ ১৩৮
অত্যদ্ভুতমিদং বাক্যং তব রাম শুভাক্ষরম্।
পাবনং সর্ব্বভূতানাং ত্বয়োক্তং রঘুনন্দন॥
মুহূর্ত্তমপি রাম ত্বাং মৈত্রেণেক্ষন্তি যে নরাঃ॥
পাবিতাঃ সর্ব্বসূক্তৈস্তে কথ্যন্তে ত্রিদিবৌকসঃ।
যে চ ত্বাং ঘোরচক্ষুর্ভির্নীক্ষন্তে প্রাণিনো ভুবি
তে হতা ব্রহ্মদণ্ডেন সদ্যো নরকগামিনঃ॥ ১৪১
ঈদৃশস্ত্বং রঘুশ্রেষ্ঠ পাবনঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
কথয়ন্তশ্চ লোকাস্ত্বাং সিদ্ধিমেষ্যন্তি রাঘব ॥১৪২
গচ্ছস্বানাতুরোঽবিঘ্নং পন্থানমকুতোভয়ঃ।
প্রশাধি রাজ্যং ধর্ম্মেণ গতিস্ত্বং জগতাং ভবান্
এবমুক্তস্তু মুনিনা প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহো নৃপঃ।
অভিবাদয়িতুং চক্রে সোঽগস্ত্যমৃষিসত্তমম্॥
অভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠাংস্তাংশ্চ সর্ব্বাংস্তপো-
হধিকান্।

হে ধর্ম্মজ্ঞ রাঘব! আপনি উত্তম করিয়াছেন, হে প্রভো! আমি আপনার প্রসাদে ঘোর নরক হইতে মুক্ত ও নিষ্পাপ হইলাম। আমি গৃধ্ররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নররূপী মহীপতি হইয়াছি। অনন্তর রাম সেই উলূককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে কৌশিক! তুমি তোমার নিজ গৃহে প্রবেশ কর; আমি সন্ধ্যোপাসনা করিয়া যেখানে মুনি আছেন, তথায় গমন করি। অনন্তর রাম আচমন-পূর্ব্বক সায়ং সন্ধ্যা সম্পন্ন করিয়া মহাত্মা কুম্ভ-যোনি অগস্ত্যের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অগস্ত্য সাদরে বহুগুণযুক্ত ফল মূল এবং রসবান্ শাক রামের আহারার্থ প্রদান করিলেন। পুরুষশার্দ্দূল রাম সেই অমৃতোপম অন্ন ভক্ষণে প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়া সেই রাত্রি তথায় বাস করিলেন। হে অরিন্দম! রঘুবর রাম পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক গমনার্থ মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া বলিলেন;—হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে প্রার্থনা,—আপনার কোন্ কার্য্যসাধন করিব, অনুমতি করুন। হে মহামুনে! ভাগ্যবশে ভবাদৃশ মহাত্মার দর্শন লাভে আমি ধন্য অনুগৃহীত ও পূতাত্মা হইলাম। অদ্ভুতদর্শন রাম এইরূপ বলিলে পরম প্রীত বাষ্পনেত্র তপোধন বলিলেন,—হে রঘুনন্দন রাম! তোমার এই বাক্য অত্যদ্ভুত মধুরাক্ষর ও সর্ব্বভূতের পাবন। হে রাম! যে সকল মানব মুহূর্ত্তমাত্র মিত্ররূপে তোমাকে অবলোকন করেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ সূক্ত দ্বারা পূত দেবতা বলিয়া অভিহিত হন। ভূতলে যাহারা তোমাকে রুক্ষ চক্ষু দ্বারা নিরীক্ষণ করে, তাহারা ব্রহ্মদণ্ডহত হইয়া সদ্য নরকে গমন করিয়া থাকে। হে রঘুবর! তুমি এইরূপই সর্ব্বভূতপাবন, তোমার নাম কীর্ত্তনকারী লোক সকল সিদ্ধিলাভ করে। হে রাঘব! তুমিই জগতের গতি, তুমি অনাতুর হইয়া গমন কর, তোমার পথ বিঘ্নবিহীন হউক; তুমি অকুতোভয় হইয়া ধর্ম্ম দ্বারা রাজ্য-শাসন কর। ১২৮--১৪৩। মুনি এইরূপ কহিলে রাম বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই ঋষিসত্তম অগস্ত্যের অভিবাদন করিলেন, তারপর তত্রত্য তাপস-

অথারোহৎসদাবাত্রাঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্।
তং প্রযান্তং মুনিগণা আশীর্ব্বাদৈঃ সমন্ততঃ।
অপূপুজন্নরেন্দ্রস্তং সহস্রাক্ষমিবামরাঃ॥ ১৪৬
ততোঽর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে রামঃ সর্ব্বার্থকোবিদঃ
অযোধ্যাং প্রাপ্য কাকুৎস্থঃ পশ্চ্যাং
কক্ষামবাতরৎ॥ ১৪৭
ততো বিসৃজ্য রুচিরং পুষ্পকং কামবাহিতম্।
কক্ষান্তরাদ্বিনিষ্ক্রম্য দ্বাস্থান্ রাজ ব্রবীদিদম্॥
লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব গচ্ছধ্বং লঘুবিক্রমাঃ।
মমাগমনমাখ্যায় সমানয়ত মা চিরম্॥ ২৪৯
শ্রুত্বাথ ভাষিতং দ্বাস্থা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
গত্বা কুমারাবাহূয় রাঘবায় ন্যবেদয়ন্॥ ২৫০
দ্বাস্থৈঃ কুমারাবানীতৌ রাঘবস্য নিদেশতঃ।
দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ প্রাপ্তৌ প্রিয়ৌ ভরতলক্ষ্মণৌ।
সমালিঙ্গ্য তু রামস্তৌ বাক্যং চেদমুবাচ হ।
কৃতং ময়া যথাতথ্যং দ্বিজকার্য্যমনুত্তমম্।
ধর্ম্মহেতুমতো ভূয়ঃ কর্ত্তুমিচ্ছামি রাঘবৌ॥১৫৩

ভবদ্ভ্যামাত্মভূতাভ্যাং রাজসূয়ং ক্রতূত্তমম্।
সহিতো যষ্টুমিচ্ছামি যত্র ধর্ম্মশ্চ শাশ্বতঃ॥ ১৫৪
পুষ্করস্থেন বৈ পূর্ব্বং ব্রহ্মণা লোককারিণা।
শতত্রয়েণ যজ্ঞানামিষ্টং ষষ্ট্যাধিকেন চ॥ ১৫৫
ইষ্ট্বা হি রাজসূয়েন সোমো ধর্ম্মেণ ধর্ম্মবিৎ।
প্রাপ্তঃ সর্ব্বেষু লোকেষু কীর্ত্তিস্থানমনুত্তমম্।
ইষ্ট্বা হি রাজসূয়েন মিত্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
মুহূর্ত্তেন সুশুদ্ধেন বরুণত্বমুপাগতঃ॥ ১৫৭
তস্মাদ্ভবন্তৌ সঞ্চিন্ত্য কার্য্যেঽস্মিন্ বদতং হিতম্

ভরত উবাচ।

ত্বং ধর্ম্মঃ পরমঃ সাধো ত্বয়ি সর্ব্বা বসুন্ধরা।
প্রতিষ্ঠিতা মহাবাহো যশশ্চামিতবিক্রম॥ ১৫৯
মহীপালাশ্চ সর্ব্বে ত্বাং প্রজাপতিমিবামরাঃ।
নিরীক্ষন্তে মহাত্মানো লোকনাথ তথা বয়ম্।
প্রজাশ্চ পিতৃবদ্রাজন্ পশ্যন্তি ত্বাং মহামতে।
পৃথিব্যাং গতিভূতোঽসি প্রাণিনামিহ রাঘব।

গণকে অভিবাদন করিয়া হেমভূষিত পুষ্পকে আরোহণ করিলেন। নরেন্দ্র রামকে গমন করিতে দেখিয়া সর্ব্বদিক্ হইতে ঋষিগণ আশীর্ব্বাদ-বাক্যে তাঁহার পূজা করিলেন, মনে হইল যেন, অমরগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। সর্ব্বার্থকোবিদ কাকুৎস্থ রাম তৎপর দিবস অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া পাদচারে এক কক্ষায় উপনীত হইলেন। তারপর রাম কামগামী মনোজ্ঞ পুষ্পককে বিদায় দিয়া কক্ষান্তরে উপনীত হইয়া দ্বারিগণকে কহিলেন,—সত্বর ভরত ও লক্ষ্মণের নিকট গমনপূর্ব্বক আমার আগমন বিজ্ঞাপন করিয়া অচিরে তাহাদিগকে আনয়ন কর। দ্বারবানেরা অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের আদেশ শ্রবণে সত্বর কুমারদ্বয়কে আনয়ন করিয়া রামের নিকট নিবেদন করিল। রাঘবাদেশে দ্বারিগণ কর্ত্তৃক কুমারদ্বয় আনীত হইলে তিনি সেই প্রিয় ভরত ও লক্ষ্মণকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন,—আমি যথাযথ অনুত্তম দ্বিজকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, হে রাঘবদ্বয়! তোমরা আমার আত্মতুল্য, আমি তোমাদের সাহায্যে ধর্ম্মের হেতুভূত উত্তম রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। এই রাজসূয় যজ্ঞেই সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। লোককারী ব্রহ্মা পূর্ব্বে পুষ্করস্থ হইয়া তিনশত ষাটটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবিৎ সোম যথাবিধি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বলোকের অনুত্তম কীর্ত্তিস্থান লাভ করিয়াছিলেন। শত্রুতাপন মিত্র অত্যন্ত উষ্ণকিরণ ছিলেন, তিনি রাজসূয়-যজ্ঞ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই শুদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত শীতকিরণ হইয়াছিলেন। অতএব তোমরা বিশেষ প্রকার চিন্তা করিয়া এই কার্য্যে যাহাতে হিত হয় বল।১৪৪—১৫৮। ভরত বলিলেন,—হে সাধো! আপনি পরম ধর্ম্ম, হে অমিত বিক্রম! আপনাতে সমগ্র বসুন্ধরা ও যশ প্রতিষ্ঠিত। হে মহাবাহো লোকনাথ! অমরগণ যেরূপ প্রজাপতিকে নিরীক্ষণ করেন, মহাত্মা মহীপালগণ এবং আমরাও তদ্রূপ আপনাকে অবলোকন করিয়া থাকি। হে মহামতে! হে রাজন্! প্রজাবর্গ আপনাকে পিতার তুল্য দর্শন করে। হে রাঘব! এই

স ত্বমেবংবিধং যজ্ঞং নাহর্ত্তাসি পরন্তপ।
পৃথিব্যাং সর্ব্বভূতানাং বিনাশো দৃশ্যতে যতঃ ॥
শ্রূয়তে রাজশার্দ্দূল সোমস্য মনুজেশ্বর।
জ্যোতিষাং সুমহদ্‌ যুদ্ধং সংগ্রামে তারকাময়ে
তারা বৃহস্পতের্ভার্য্যা হৃতা সোমেন কামতঃ।
তত্র যুদ্ধং মহদ্‌বৃত্তং দেবদানবনাশনম্ ॥ ১৬৪
বরুণস্য ক্রতৌ ঘোরে সংগ্রামে মৎস্যকচ্ছপাঃ
নিবৃত্তে রাজশার্দ্দূল সর্ব্বে নষ্টা জলেচরাঃ ॥১৬৫
হরিশ্চন্দ্রস্য যজ্ঞান্তে রাজসূয়স্য রাঘব।
আড়ীবকঃ মহদ্‌যুদ্ধং সর্ব্বলোকবিনাশনম্ ॥
পৃথিব্যাং যানি সত্ত্বানি তির্য্যগ্‌যোনিগতানি বৈ
দিব্যানাং পার্থিবানাঞ্চ রাজসূয়ে ক্ষয়ঃ শ্রুতঃ ॥
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল বুদ্ধ্যা সঞ্চিন্ত্য পার্থিব।
প্রাণিনাঞ্চ হিতং সৌম্যং পূর্ণধর্ম্মং সমাচর ॥১৬৮

পৃথিবীতে আপনি প্রাণিগণের গতিভূত; হে পরন্তপ! আপনি এবংবিধ হইয়াও রাজসূয় যজ্ঞাহরণ করিতে সমর্থ নহেন।পৃথিবীতে যাহা হইতে সর্ব্ব জীবের বিনাশ সাধিত হয়, হে রাজশার্দ্দূল! শুনা যায়, সোমরাজা এই রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে হে মনুজেশ্বর! তারকাময় সমরে জ্যোতিষ্ক-গণের সুমহদ্‌যুদ্ধ হইয়াছিল। সোম সকাম হইয়া বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে অপহরণ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে দেবদানব নাশকর মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। হে রাজ-শার্দ্দূল! বরুণ যে রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তাহার ফলে মৎস্য কচ্ছপ প্রভৃতি জল-চরগণ মহাঘোর সংগ্রামে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হে রাঘব! রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয়াবসানে সর্ব্বলোক-বিনাশক মহাঘোর আড়ীবক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে তির্য্যগ্‌যোনিগত যে সকল জীব ছিল, শুনিয়াছি,—দিব্য ও পার্থিবগণের রাজসূয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। হে পুরুষশার্দ্দূল! হে পার্থিব! বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ চিন্তা করিয়া যাহাতে প্রজাগণের হিতসাধন হয়, তদ্রূপ সৌম্য পূর্ণ ধর্ম্মের আচরণ করুন। ভরতের

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ প্রাহ সাদরম্ ॥
শ্রীরাম উবাচ।
প্রীতোঽস্মি তব ধর্ম্মজ্ঞ বাক্যেনানেন শত্রুহন
নিবর্ত্তিতা রাজসূয়ান্মতির্মে ধর্ম্মবৎসল ॥ ১৭০
পূর্ণং ধর্ম্মং করিষ্যামি কান্যকুব্জে চ বামনম্।
স্থাপয়িষ্যাম্যহং বীর সা মে খ্যাতির্দিবং গতা।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো যথা গঙ্গা ভগীরথাৎ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে রাজসূয়-যজ্ঞ-নিবারণং নাম সপ্তত্রিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।
কথং রামেণ বিপ্রর্ষে কান্যকুব্জে তু বামনঃ।
স্থাপিতঃ ক চ লব্ধোঽসৌ বিস্তরাদ্রাম কীর্ত্তয় ॥১
তথা হি মধুরা চৈষা যা বাণী রামকীর্ত্তনে।
কীর্ত্তিতা ভগবন্মহ্যং হৃতা কর্ণসুখাবহা ॥ ২

বাক্য শুনিয়া রাম সাদরে কহিলেন,—হে শত্রুহন্! হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার বাক্যে প্রীত হইলাম। হে ধর্ম্মবৎসল! রাজসূয় হইতে আমার চিত্ত প্রত্যাহৃত হইল; এক্ষণে কান্য-কুব্জে বামন স্থাপন করিয়া পূর্ণধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব; হে বীর! এ হেন সৎক্রিয়ায় ভগীরথা-নীত গঙ্গার ন্যায় আমার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া স্বর্গ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। ১৫৯—১৭১।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম বলিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! রাম কিরূপে কান্যকুব্জে বামন-স্থাপন করিলেন, কোথা হইতে এই বামনবিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে ভগবন্! আপনি রামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে আমার নিকট যে মধুরা বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা

অনুরাগেণ তং লোকাঃ স্নেহাৎ পশ্যন্তি রাঘবম্
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৩
প্রশাস্তি পৃথিবীং সর্ব্বাং ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ।
তস্মিন্ শাসতি বৈ রাজ্যং সর্ব্বকামফলা দ্রুমাঃ
রসবন্তঃ প্রভূতাশ্চ বাসাংসি বিবিধানি চ।
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী নিঃসপত্না মহাত্মনঃ ॥ ৫
দেবকার্য্যং কৃতং তেন রাবণো লোককণ্টকঃ।
সপুত্রোঽমাত্যসহিতো লীলয়ৈব নিপাতিতঃ ॥ ৬
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না পূর্ণে ধর্ম্মে দ্বিজোত্তম।
তস্যাহং চরিতং সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি বৈ মুনে ॥ ৭

পুলস্ত্য উবাচ।

কস্মিংশ্চিদথ কালস্য রামো ধর্ম্মপথে স্থিতঃ।
যচ্চকার মহাবাহো শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ ॥ ৮
সস্মার রাক্ষসেন্দ্রন্তং কথং রাজা বিভীষণঃ।
লঙ্কায়াং সংস্থিতো রাজ্যং করিষ্যতি চ রাক্ষসঃ
গীর্ব্বাণেষু প্রাতিকূল্যং বিনাশস্য তু লক্ষণম্।
ময়া তস্য তু তদ্দত্তং রাজ্যং চন্দ্রার্ককালিকম্।
তস্যাবিনাশতঃ কীর্ত্তিঃ স্থিরা মে শাশ্বতী ভবেৎ
রাবণেন তপস্তপ্তং বিনাশায়াত্মনস্ত্বিহ।
বিধ্বস্তঃ স চ পাপিষ্ঠো দেবকার্য্যে ময়াধুনা ॥ ১১
তদিদানীং ময়াম্বেষ্যঃ স্বয়ং গত্বা বিভীষণঃ।
সন্দেষ্টব্যং হিতং তস্য যেন তিষ্ঠেৎ স শাশ্বতম্
এবং চিন্তয়তস্তস্য রামস্যামিততেজসঃ।
আজগামাথ ভরতো রামং দৃষ্ট্বাব্রবীদিদম্ ॥ ১৩
কিং ত্বং চিন্তয়সে দেব ন রহস্যং বদস্ব মে।
দেবকার্য্যে ধরায়াং বা স্বকার্য্যে বা নরোত্তম।
এবং ব্রুবন্তং ভরতং ধ্যায়মানমবস্থিতম্।
অব্রবীদ্রাঘবো বাক্যং রহস্যন্তু ন বৈ তব ॥ ১৫
ভবান্ বহিশ্চরঃ প্রাণো লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ।
অবেদ্যং ভবতো নাস্তি মম সত্যং বিধারয় ॥ ১৬

শ্রুতিসুখাবহ। স্নেহপ্রযুক্ত রাঘবকে অনুরাগ-ভরে লোকসকল অবলোকন করিয়া থাকে। ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও জ্ঞাননিষ্ঠিত রাম ধর্ম্ম দ্বারা সুসমাহিত হইয়া অখিল ভূমণ্ডল শাসন করেন; তাঁহার রাজ্যশাসনসময়ে দ্রুমসমূহ সর্ব্বকামপ্রদ হইয়াছিল; তখন তরুনিকর প্রভূত রসযুক্ত ছিল ও তাহারা বিবিধ বসন বিতরণ করিত, কর্ষণ ব্যতীত পৃথিবী শস্যশালিনী হইত, মহাত্মগণ শত্রুহীন ছিলেন। তিনি দেবকার্য্য সাধনার্থ লোককণ্টক রাবণকে পুত্র ও অমাত্যসহ অবলীলাক্রমে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তম! রামের মতি পূর্ণধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইল; হে মুনে! আমি তাঁহার সমস্ত চরিত্র শ্রবণে অভিলাষী। পুলস্ত্য বলিলেন,—হে মহাবাহো নৃপ! ধর্ম্ম-পথস্থিত রাম কোন এক সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। রাম রাক্ষসরাজ বিভীষণকে স্মরণ করিলেন, ভাবিলেন,—রাজা বিভীষণ কিরূপে লঙ্কায় অবস্থানপূর্ব্বক রাজ্যপালন করিবে? দেব-গণের প্রতি যে প্রতিকূল ব্যবহার, তাহাই বিনাশের সূত্র। আমি বিভীষণকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছি, চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতি-কাল পর্য্যন্ত যদি তাহার অন্যথা না ঘটে, তবেই আমার স্থিরা শাশ্বতী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাবণ যে তপস্যা করিয়াছিল, সেই তপস্যাই তাহার আত্মবিনাশের কারণ হইয়াছে; আমি দেবকার্য্য সাধনার্থ অধুনা সেই পাপিষ্ঠকে বিনষ্ট করিয়াছি। আমি সম্প্রতি স্বয়ং গিয়া সেই বিভীষণকে অন্বেষণ করিব এবং এবংবিধ হিত উপদেশ প্রদান করিব যে, সে অনন্তকাল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ১—১২। অমিততেজা রাম এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ভরত তথায় উপনীত হইয়া রামকে অবলোকনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—হে দেব! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন, যদি গোপনীয় না হয়, তবে আমার নিকট বলুন। হে নরোত্তম! ইহা কি দেবকার্য্যের জন্য অথবা ধরাধামে নিজকার্য্য সাধনার্থ? এইরূপ বলিয়া ধ্যানযুক্ত ভরত অবস্থান করিলে রাঘব উত্তর করিলেন,—তোমার নিকট আবার গোপনীয় কি? তুমি ও মহাযশা লক্ষ্মণ আমার বহিশ্চর প্রাণ; আমার সম্বন্ধে

এষা মে মহতী চিন্তা কথং দেবৈর্বিভীষণঃ।
বর্ত্ততে যদ্ধিতার্থং বৈ দশগ্রীবো নিপাতিতঃ॥১৭
গমিষ্যে তদহং লঙ্কাং যত্র চাসৌ বিভীষণঃ।
তঞ্চ দৃষ্ট্বা পুরীং তাস্ত কার্য্যমুক্ত্বা চ রাক্ষসম॥
আলোক্য সর্ব্ববসুধাং সুগ্রীবং বা নরেশ্বরম্।
মহারাজঞ্চ শত্রুঘ্নং ভ্রাতৃপুত্রাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥১৯
এবং বদতি কাকুৎস্থে ভরতঃ পুরতঃ স্থিতঃ।
উবাচ রাঘবং বাক্যং গমিষ্যে ভবতা সহ॥২০

রাম উবাচ।

এবং কুরু মহাবাহো সৌমিত্রিরিহ তিষ্ঠতু॥২১
ইত্যুক্তা ভরতং রামঃ সৌমিত্রিঞ্চাহ বৈ পুরে।
রক্ষা কার্য্যা ত্বয়া বীর যাবদাগমনং হি নৌ॥২২
এবং লক্ষ্মণমাদিশ্য ধ্যাত্বা বৈ পুষ্পকং নৃপ।
আরুরোহ স বৈ যানং কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ॥২৩
পুষ্পকস্তু ততঃ প্রাপ্তং গান্ধারবিষয়ো যতঃ॥
ভরতস্য সুতৌ দৃষ্ট্বা জগন্নীতিং নিরীক্ষ্য চ।
পূর্ব্বাং দিশং ততো গত্বা লক্ষ্মণস্য সুতৌ যতঃ
পুরেষু তেষু যড়্‌রাত্রমুষিত্বা রঘুনন্দনৌ।
গতৌ তেন বিমানেন দক্ষিণামভিতো দিশম্।
গঙ্গাযামুনসম্ভেদং প্রয়াগমৃষিসেবিতম্॥২৬
অভিবাদ্য ভরদ্বাজমত্রেরাশ্রমমীয়তুঃ।
সম্ভাষ্য চ মুনীংস্তত্র জনস্থানমুপাগতৌ॥২৭

রাম উবাচ।

অত্র পূর্ব্বং হৃতা সীতা রাবণেন দুরাত্মনা।
হত্বা জটায়ুষং গৃধ্রংযোঽসৌ পিতৃসখো হি নৌ
অত্রাস্মাকং মহদ্যুদ্ধং কবন্ধেন কুবুদ্ধিনা।
হতেন তেন দগ্ধেন সীতাস্তে রাবণালয়ে॥২৯
ঋষ্যমুকে গিরিবরে সুগ্রীবো নাম বানরঃ।
স তে করিষ্যতে সাহ্যং পম্পাং ব্রজ সহানুজঃ
পম্পাসরঃ সমাসাদ্য শবরীং গচ্ছ তাপসীম্।

তোমার অবিদিত কিছুই নাই, ইহা সত্য বলিয়া অবধারণ কর। আমি যে দেবগণের হিতার্থ দশাননের বধসাধন করিয়াছি, বিভীষণ সেই দেবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, আমার ইহাই মহাচিন্তা। অতএব আমি লঙ্কায় গিয়া বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক তাহার রাজধানীদর্শন এবং তদীয় কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিব। বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎকারের পর সমস্ত বসুন্ধরা, বানররাজ সুগ্রীব, মহারাজ শত্রুঘ্ন এবং ভ্রাতৃপুত্রগণকে অবলোকন করিব। রাঘব এইরূপ বলিলে সম্মুখস্থ ভরত তাঁহাকে বলিলেন,—আমিও আপনার সঙ্গে গমন করিব। রাম উত্তর করিলেন,—হে মহাবাহো! তাহাই কর, সৌমিত্রি এইস্থানে অবস্থান করুক, রাম ভরতকে এইরূপ কহিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে বীর! যে পর্য্যন্ত আমরা আগমন না করি, তাবৎ তুমি পুরে থাকিয়া রক্ষা কর। হে নৃপ! লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ দিয়া কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রাম পুষ্পক স্মরণপূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। পুষ্পক গান্ধাররাজ্যে উপনীত হইল। তথায় ভরতের পুত্রদ্বয় ও রাজ্যের নীতি নিরীক্ষণ করিয়া পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিলেন। এই দিকে লক্ষ্মণের তনয়দ্বয় অবস্থান করিত, রাম ও ভরত তাহাদের পুরে ছয় রাত্রি অবস্থান করিয়া বিমানারোহণে দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। তাঁহারা গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমতীরস্থ ঋষিসেবিত প্রয়াগে উপনীত হইলেন এবং ভরদ্বাজকে অভিবাদন করিয়া অত্রির আশ্রমে আগমন করিলেন। তারপর তথায় অত্রিমুনিকে সম্ভাষণ করিয়া জনস্থানে প্রস্থিত হইলেন।১৩—২৭। রাম বলিলেন,—পূর্ব্বে রাবণকর্ত্তৃক এইস্থানে সীতা অপহৃতা হইয়াছিলেন, ঐ দুরাত্মা আমাদের পিতৃসুহৃৎ জটায়ুকে এইখানে নিহত করিয়াছিল। এইস্থানে কুবুদ্ধি কবন্ধের সহিত আমাদের মহাযুদ্ধে সঙ্ঘটিত হয়; আমরা নিহত কবন্ধকে দগ্ধ করি। সে আমাদিগকে বলে,—"সীতা রাবণের গৃহে আছেন, গিরিবর ঋষ্যমুকে সুগ্রীব নামে এক বানর বিদ্যমান, সে তোমাদিগের সাহায্য করিবে। এক্ষণে অনুজসহ পম্পাতীরে গমন কর। পম্পাসরোবরে তাপসী শবরী-সন্নিধানে উপস্থিত হও।" হে বীর! কবন্ধ এই

ইত্যুক্তো দুঃখিতো বীর নিরাশো জীবিতে স্থিতঃ। ৩১

ইয়ং সা নলিনী বীর যস্যাং বৈ লক্ষ্মণোঽবদৎ
মা কৃথাঃ পুরুষব্যাঘ্র শোকং শত্রুবিনাশন। ৩২
আজ্ঞাকারিণি ভৃত্যে চ ময়ি প্রাপ্স্যসি মৈথিলীম্
অত্র মে বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ। ৩৩
অত্রৈব নিহতো বালী সুগ্রীবার্থে পরন্তপ।
এষা সা দৃশ্যতে নূনং কিষ্কিন্ধ্যা বালিপালিতা
যস্যাং বৈ স হি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
বানরৈঃ সহিতো বীর তাবদাস্তে সমাঃ শতম্।
বানরৈঃ সহ সুগ্রীবো যাবদাস্তে সভাং গতঃ।
তাবত্তত্রাগতৌ বীরৌ পুর্য্যাং ভরতরাঘবৌ।
দৃষ্ট্বা স ভ্রাতরৌ প্রাপ্তৌ প্রণিপত্যাব্রবীদিদম্
ক্ব যুবাং প্রস্থিতৌ বীরৌ কার্য্যং কিং নু করিষ্যথঃ। ৩৭
বিনিবেশ্যাসনে তৌ চ দদাবর্ঘ্যৌ স্বয়ং তদা।

এবং সভাস্থিতে তত্র ধর্ম্মিষ্ঠে রঘুনন্দনে। ৩৮
অঙ্গদোঽথ হনূমাংশ্চ নলো নীলশ্চ পাটলঃ।
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ পনসশ্চ মহাযশাঃ। ৩৯
পুরোধসো মন্ত্রিণশ্চ দৈবজ্ঞো দধিবক্ত্রকঃ।
নীলঃ শতবলির্মৈন্দো দ্বিবিদো গন্ধমাদনঃ। ৪০
বীরবাহুঃ সুবাহুশ্চ বীরসেনো বিনায়কঃ।
সূর্য্যাভঃ কুমুদশ্চৈব সুষেণো হরিযূথপঃ। ৪১
ঋষভো বিনতশ্চৈব গবাখ্যো ভীমবিক্রমঃ।
ঋক্ষরাজশ্চ ধূম্রশ্চ সহ সৈন্যৈরুপাগতাঃ। ৪২
অন্তঃপুরাণি সর্ব্বাণি রুমা তারা তথৈব চ।
অবরোধোঽঙ্গদস্যাপি তথান্যাঃ পরিচারিকাঃ।
প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্য সাধুসাধ্বিতি চাব্রুবন্। ৪৪
বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা।
বানর্য্যশ্চ মহাভাগাস্তারাদ্যাস্তত্র রাঘবম্।
অভিপ্রেক্ষ্যাশ্রুকণ্ঠ্যশ্চ প্রণিপত্যেদমব্রুবন্। ৪৫
ক্ব সা দেবী ত্বয়া দেব যা বিনির্জ্জিত্য রাবণম্।
শুদ্ধিং কৃত্বা হি তে বহ্নৌ পিতুরগ্র উমাপতেঃ
স্বয়ানীতাং পুরীং রাম ন তাং পশ্যামি তেঽগ্রতঃ

রূপে কহিলে আমি দুঃখিত ও জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলাম। হে বীর! এই সেই নলিনী, যেখানে লক্ষ্মণ আমায় বলিয়াছিল,—"হে শোকবিনাশন পুরুষশার্দ্দূল! মাদৃশ আজ্ঞাকারী ভৃত্য বর্ত্তমানে আপনি শোক করিবেন না, আপনি মৈথিলীকে পাইবেন।" হে পরন্তপ! এখানে বর্ষাকালীন মাসসমূহ আমার নিকট শত বর্ষের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, এইখানেই সুগ্রীবের জন্য বালীকে বধ করিয়াছিলাম; এই যে সেই বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যা দেখা যাইতেছে—যেখানে সেই ধর্ম্মাত্মা বানরেশ্বর সুগ্রীব বানরগণসহ শত বর্ষ বাস করিতেছেন। সুগ্রীব বানরগণসহ সভা করিয়া বসিয়াছিলেন, তৎকালে রাম ও ভরত সেই কিষ্কিন্ধ্যাপুরীস্থিত সুগ্রীবসভায় উপনীত হইলেন। সুগ্রীব সেই সমাগত ভ্রাতৃযুগল অবলোকন করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বীরদ্বয়! আপনারা কোন্ কার্য্যের জন্য কোথায় গমন করিতেছেন? সুগ্রীব তখন তাঁহাদিগকে আসনে বসাইয়া স্বয়ং অর্ঘ্যদান করিলেন। অনন্তর ধার্ম্মিক রঘুনন্দন এইরূপে সভায় সমাসীন হইলে অঙ্গদ, হনুমান্, নল, নীল, পাটল, গজ, গবাক্ষ, গয়, মহাযশা পনস, পুরোহিত, মন্ত্রী, দৈবজ্ঞ, দধিবক্ত্র, নীল, শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, বীরবাহু, সুবাহু, বীরসেন, বিনায়ক, সূর্য্যাভ, কুমুদ, বানরযূথপতি সুষেণ, বিনত, ঋষভ, ভীমবিক্রম গবাক্ষ, জাম্ববান্ এবং ধূম্র ইহারা স্ব স্ব সৈন্যগণ সহ সমাগত হইল। সমস্ত অন্তঃপুরবাসী রুমা, তারা, অঙ্গদের অন্তপুরিকাগণ, এবং অন্যান্য পরিচারিকারা অত্যন্ত হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া সকলেই সাধু সাধু বলিয়া উঠিল। ২৮—৪৪। তখন সুগ্রীবসহ মহাত্মা বানরগণ এবং তারাদি মহাভাগা বানরীরা রামকে অবলোকন করিয়া অশ্রুকণ্ঠে প্রণিপাতপুরঃসর বলিতে লাগিল;—হে বীর রাম! আপনি রাবণের বধসাধনপূর্ব্বক আপনার পিতা এবং উমাপতির সমক্ষে অগ্নিতে শুদ্ধ করিয়া যাঁহাকে অযোধ্যাপুরে লইয়া গিয়াছিলেন, হে

ন বিনা ত্বং তয়া দেব শোভসে রঘুনন্দন।
ত্বয়া বিনাপি সাধ্বী সা কস্থ তিষ্ঠতি জানকী॥
অন্যাং ভার্য্যাং ন তে বেদ্মি ভার্য্যাহীনো
ন শোভসে।
ক্রৌঞ্চযুগ্মং মিথো যদ্বচ্চক্রবাকযুগং যথা॥ ৪৮
এবং বদন্তীং তাং তারাং তারাধিপসমাননাম্
প্রাহ প্রবচসাং শ্রেষ্ঠো রামো রাজীবলোচনঃ
চারুদংষ্ট্রে বিশালাক্ষি কালো হি দুরতিক্রমঃ॥
সর্ব্বং কালকৃতং বিদ্ধি জগদেতচ্চরাচরম্॥ ৫০
বিসৃজ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ সুগ্রীবোঽভিমুখঃ
স্থিতঃ॥৫১

সুগ্রীব উবাচ।

ভবন্তৌ যেন কার্য্যেণ ইহায়াতৌ নরেশ্বরৌ।
তচ্চাপি কথ্যতাং শীঘ্রং কৃত্যকালো হি বর্ত্ততে
ব্রুবাণমেবং সুগ্রীবং ভরতো রামচোদিতঃ।
আচচক্ষে চ গমনং লঙ্কায়াং রাঘবস্থ তু॥ ৫৩

তৌ চাব্রবীচ্চ সুগ্রীবো ভবদ্ভ্যাং সহিতঃ পুরীম্
গমিষ্যে রাক্ষসং দেব দ্রষ্টুং তত্র বিভীষণঃ।
সুগ্রীবেণৈব মুক্তে তু গচ্ছস্বেত্যাহ রাঘবঃ॥৫৪
সুগ্রীবো রাঘবৌ তৌ চ পুষ্পকে তু স্থিতাস্ত্রয়ঃ
তাবৎপ্রাপ্তং বিমানন্তু সমুদ্রস্যোত্তরং তটম্॥
অব্রবীত্তরতং রামো হ্যত্র মে রাক্ষসেশ্বরঃ।
চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং জীবিতার্থে বিভীষণম্॥
প্রাপ্তস্ততো লক্ষ্মণেন লঙ্কারাজ্যেঽভিষেচিতঃ
অত্র চাহং সমুদ্রস্য পরে পারে স্থিতস্ত্র্যহম্॥ ৫৩
দর্শনং দাস্যতে মেঽসৌ জ্ঞাতিকার্য্যং ভবিষ্যতি
তাবন্ন দর্শনং মহ্যং দত্তমেতেন শত্রুহন্॥ ৫৮
ততঃ কোপঃ সমুদ্ভূতশ্চতুর্থেঽহনি রাঘব।
ধনুরায়ম্য বেগেন দিব্যমস্ত্রং করে ধৃতম্॥ ৬১
দৃষ্ট্বা মাং শরণান্বেষী ভীতো লক্ষ্মণমাশ্রিতঃ।

দেব! সেই সীতাকে আপনার সম্মুখে দেখিতেছি না কেন? সেই দেবী কোথায়? হে দেব! সীতা ব্যতীত আপনার শোভা হইতেছে না। হে রঘুনন্দন! সেই সাধ্বী সীতা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় আছেন? আমরা জানি—আপনার অন্য ভার্য্যা নাই; অতএব ক্রৌঞ্চ মিথুন কিম্বা চক্রবাক মিথুন যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া শোভা পায় না, তদ্রূপ ভার্য্যাহীন হওয়ায় আপনিও শোভা পাইতেছেন না। শশধরসমানাননা তারা এইরূপ বলিলে বাগ্মিবর রাজীবলোচন রাম বলিলেন,—হে সুদতি বিশালাক্ষি! কালই দুরতিক্রম, এই চরাচর সর্ব্ব জগতে যাহা কিছু সমস্ত কালকৃতই জানিবে। এ দিকে সুগ্রীব সেই সহযাত্রী স্ত্রীজন পরিত্যাগ করিয়া রামের অভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে নরবরদ্বয়! আপনারা যে কার্য্যের জন্য এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা শীঘ্র বলুন, কেননা কার্য্য করার উপযুক্ত কাল উপস্থিত। সুগ্রীব এইরূপ বলিলে ভরত রাম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহার লঙ্কাগমনবার্ত্তা কীর্ত্তন করিলেন। তখন সুগ্রীব রাম ও ভরতকে কহিলেন,—হে দেবদ্বয়! আমিও রাক্ষস বিভীষণের দর্শনার্থ আপনাদের সহিত লঙ্কাপুরীতে গমন করিব। সুগ্রীব এইরূপ বলিলে "আচ্ছা চল" বলিয়া অনুমোদন করিলেন। রাম, ভরত ও সুগ্রীব তিন জনে যেমন পুষ্পকারোহণ করিলেন, অমনি বিমান উত্তর সাগরতীরে উপনীত হইল।৪৫-৫৪। তখন রাম ভরতকে বলিতে লাগিলেন,—"এই স্থানে রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ সচিব-চতুষ্টয়ের সহিত প্রাণ রক্ষার্থ আমার সমীপে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন, তারপর লক্ষ্মণ তাঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করেন। সাগরের এই তীর ভূমিই লঙ্কার পরপার, আমি এখানে তিন দিন বসিয়াছিলাম; সাগর আমাদের জ্ঞাতি, ভাবিয়াছিলাম তিনি দর্শনদানে জ্ঞাতির কার্য্য করিবেন। হে শত্রুহন্! দিনত্রয়েও সাগর যখন দেখা দিলেন না, হে রাঘব! অনন্তর চতুর্থ দিবসে আমার রোষ সমুৎপন্ন হইল, আমি সবেগে ধনু আকর্ষণ করিয়া করে দিব্যাস্ত্র ধারণ করিলাম। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া সাগর ভীত হইলেন, তিনি শরণার্থী হইয়া লক্ষ্মণের আশ্রয় লইলেন।

সুগ্রীবেণানুনীতোঽস্মি ক্ষম্যতাং রাঘব ত্বয়া।
ততো ময়াক্ষিপ্তশরো মরুদেশে হ্যপাকৃতঃ॥ ৬১
ততঃ সমুদ্ররাজেন ভূশং বিনয়শালিনা।
উক্তোঽহং সেতুবন্ধেন লঙ্কাং ত্বং ব্রজ রাঘব।
লঙ্ঘয়িত্বা নরব্যাঘ্র বার্য্যিপূর্ণং মহোদধিম্॥ ৬২
এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সমুদ্রে বরুণালয়ে।
ত্রিভির্দ্দিনৈঃ সমাপ্তিং বৈ নীতো বানরসত্তমৈঃ
প্রথমে দিবসে বদ্ধো যোজনানি চতুর্দ্দশ।
দ্বিতীয়েঽহনি ষট্‌ত্রিংশত্তৃতীয়েঽর্দ্ধশতং তথা॥
ইয়ং সা দৃশ্যতে লঙ্কা স্বর্ণপ্রাকারতোরণা।
অবরোধো মহানত্র কৃতো বানরসত্তমৈঃ॥ ৬৫
অত্র যুদ্ধং মহদ্বৃত্তং ভাদ্রাশুক্লচতুর্দ্দশীম্। *
অষ্টচত্বারিংশদ্দিনং যত্রাসৌ রাবণো হতঃ॥ ৬৬
অত্র প্রহস্তো নীলেন হতো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
হনূমতা চ ধূম্রাক্ষো হ্যত্রৈব বিনিপাতিতঃ।৬৭
মহোদরাতিকায়ৌ চ সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
অত্রৈব মে কুম্ভকর্ণো লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিত্তথা।৬৮
ময়া চাত্র দশগ্রীবো হতো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
অত্র সম্ভাষিতুং প্রাপ্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
পার্ব্বত্যা সহিতো দেবঃ শূলপাণির্বৃষধ্বজঃ।
মহেন্দ্রাদ্যাঃ সুরগণাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সকিন্নরাঃ।৭০
পিতা মে চ সমায়াতো মহারাজস্ত্রিবিষ্টপাৎ।
বৃতশ্চাপ্সরসাং সঙ্ঘৈর্বিদ্যাধরগণৈস্তথা।৭১
তেষাং সমক্ষং সর্ব্বেষাং জানকীশুদ্ধিমিচ্ছতা।
উক্তা সীতা হব্যবাহং প্রবিষ্টা শুদ্ধিমাগতা।৭২
লঙ্কাধিপৈঃ সুরৈর্দৃষ্টা গৃহীতা পিতৃশাসনাৎ।
অথাপ্যুক্তোঽথ রাজ্ঞাহমযোধ্যাং গচ্ছ পুত্রক।
ন মে স্বর্গো বহুমতস্ত্বয়া হীনস্থ রাঘব।

সুগ্রীব আমাকে অনুনয় করিয়া কহিলেন,—রাঘব! আপনি ক্ষমা করুন। তারপর আমি সেই আকর্ষিত শর মরুদেশে ত্যাগ করিলাম। অনন্তর সাগররাজ অত্যন্ত বিনয়শালী হইয়া আমায় বলিলেন,—হে নরশার্দ্দূল রাঘব! আপনি সেতু বন্ধনপূর্ব্বক জলপূর্ণ মহোদধি উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় গমন করুন। তারপর আমি বরুণালয় সাগরে এই সেতু বন্ধন করিলাম, প্রধান প্রধান বানরগণ দিনত্রয়ে এই সেতুবন্ধন কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিল। তাহারা প্রথমদিনে চতুর্দ্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে ষটত্রিংশৎ যোজন এবং তৃতীয় দিবসে পঞ্চাশ যোজন পথ বন্ধন করিয়াছিল। এই যে সেই স্বর্ণপ্রকারতোরণা লঙ্কা দেখা যাইতেছে। বানরসত্তমগণ ভীষণ ভাবে এই লঙ্কার অবরোধ করিয়াছিল। ভাদ্র-কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী দিনে এই স্থানে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়; আর আটচল্লিশ দিনে রাবণ নিহত হইয়াছিল। এখানে রাক্ষসপুঙ্গব প্রহস্ত নীল কর্ত্তৃক নিহত হয়; হনুমান্ ধূম্রাক্ষকে এখানে নিপতিত করে। মহোদর ও অতিকায়কে মহাত্মা সুগ্রীব এখানে বধ করেন। এই স্থানেই আমি কুম্ভকর্ণকে বধ করি এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিয়াছিল। আমি এইখানেই রাক্ষসেশ্বর দশগ্রীবের বিনাশ সাধন করি। আমার সহিত সম্ভাষণার্থ এই স্থানে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, পার্ব্বতীর সহিত বৃষধ্বজ শূলপাণি মহাদেব, মহেন্দ্রাদি দেবগণ ও সগন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ আগমন করিয়াছিলেন। এইখানে আমার পিতা মহারাজ দশরথ অপ্সরঃসঙ্ঘ এ বিদ্যাধরগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্গ হইতে আগমন করিয়াছিলেন।৫৫—৭১। আমি সেই সকল লোকসমক্ষেই সীতার শুদ্ধি পরীক্ষার অভিলাষী হই। একথা বলা মাত্রেই সীতা হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করেন। অনন্তর লঙ্কার প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ ও সুরসমূহের সমক্ষে পিতার আদেশে আমি সীতাকে গ্রহণ করি। তখন পিতা কহিয়াছিলেন,—'হে পুত্র! অযোধ্যায় গমন কর, হে রাঘব! তোমার বিরহে আমারে স্বর্গও বহুসম্মত নহে! হে পুত্র! আমি তোমা দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি

* অত্র "চৈত্রোশুক্লে"তি মৃন্ময়ী মুদ্রিত-পুস্তক পাঠঃ, স চিন্ত্যঃ।

তারিতোঽহং ত্বয়া পুত্র প্রাপ্তোঽস্মীন্দ্র-
সলোকতাম্ ॥ ৭৪
লক্ষ্মণং চাব্রবীদ্রাজা পুত্র পুণ্যং ত্বয়ার্জ্জিতম্ ।
ভ্রাত্রা সমমথো দিব্যাঁল্লোকান্ প্রাপ্স্যসি
চোত্তমান্ ॥৭৫
আহূয় জানকীং রাজা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৭৬
ন চ মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যো ভর্ত্তারং প্রতি সুব্রতে ।
খ্যাতির্ভবিষ্যতোবাগ্র্যা ভর্ত্তুস্তে শুভলোচনে ॥
এবং বদতি রামে তু পুষ্পকে চ ব্যবস্থিতে ।
তত্র যে রাক্ষসবরাস্তে গত্বাশু বিভীষণম্ ॥ ৭৮
প্রাপ্তো রামঃ সসুগ্রীবশ্চারা ইত্থং তদাবদন্ ॥
বিভীষণস্তু তচ্ছ্রুত্বা রামাগমনমন্তিকে ।
চারাংস্তান্ পূজয়ামাস সর্ব্বকামধনাদিভিঃ ॥ ৭৯
অলঙ্কৃত্য পুরীং তাস্তু নিষ্ক্রান্তঃ সচিবৈঃ সহ ॥৮০
দৃষ্ট্বা রামং বিমানস্থং মেরাবিব দিবাকরম্ ।
অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন নত্বা রাঘবমব্রবীৎ ॥ ৮১
অদ্য মে সফলং জন্ম প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে মনোরথাঃ
যদ্দৃষ্টৌ দেব চরণৌ জগদ্বন্দ্যাবনিন্দিতৌ ॥ ৮২
কৃতঃ শ্লাঘোঽস্ম্যহং দেব শক্রাদীনাং
দিবৌকসাম্ ।
আত্মানমধিকং মন্যে ত্রিদশেশাৎ পুরন্দরাৎ ॥৮৩
রাবণস্য গৃহে দীপ্তে সর্ব্বরত্নোপশোভিতে ।
উপবিষ্টে তু কাকুৎস্থে অর্ঘ্যং দত্বা বিভীষণঃ ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা সুগ্রীবং ভরতং তথা ॥ ৮৪
ইহাগতস্য রামস্য যদাস্থে ন তদস্তি মে ॥৮৫
ইদঞ্চ লঙ্কা রামেণ রিপুং ত্রৈলোক্যকণ্টকম্ ।
হত্বা তু পাপকর্ম্মাণং দত্তা পূর্ব্বং পুরী মম ॥৮৬
ইয়ং পুরী ইমে দারা অমী পুত্রাস্তথা হ্যহম্ ।
সর্ব্বমেতন্ময়া দত্তং সর্ব্বমক্ষয়মস্তু তে ॥ ৮৭
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা লঙ্কাবাসিজনাশ্চ যে ।
আজগ্মু রাঘবং দ্রষ্টুং কৌতূহলসমন্বিতাঃ ॥ ৮৮
উক্তো বিভীষণস্তৈস্তু রামং দর্শয় নঃ প্রভো ।
বিভীষণেন কথিতা রাঘবায় মহাত্মনে ॥ ৮৯

ইন্দ্রের সলোকতা লাভ করিলাম।' তারপর পিতা লক্ষ্মণকে কহিলেন,—'হে পুত্র! তোমার পুণ্য অর্জ্জিত হইয়াছে, তুমি ভ্রাতার সহিত অনুত্তম দিব্যলোক লাভ করিবে!' তারপর রাজা জানকীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—'হে সুব্রতে! পতির প্রতি কোপ করিও না, হে শুভলোচনে! তোমার ভর্ত্তা রামের অপ্রতিহত যশোলাভ হইবে।" রাম এইরূপ বলিতে থাকিলে পুষ্পক ভূতলে অবতরণ করিল, তথায় বিভীষণের যে সকল চর ছিল, তাহারা সত্বর গিয়া বিভীষণকে জানাইল। চরগণ কহিল,—'রাম সুগ্রীবসহ আগমন করিয়াছেন।' বিভীষণ লঙ্কায় রামাগমন শ্রবণ করিয়া চরগণের স্বস্ব অভীষ্ট ধনাদি দ্বারা তাহাদিগকে সম্মানিত করিলেন; তারপর পুরী অলঙ্কৃত করিয়া সচিবগণ সহ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর বিভীষণ মেরুস্থিত দিবাকরের ন্যায় বিমানস্থ রামকে অবলোকন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন;—আজ আমার জন্ম সফল, আমার সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইল; কেননা আজ আমি অনিন্দ্য জগদ্বন্দ্য দেবদ্বয়ের চরণ দর্শন করিলাম। হে দেব! আজ আমাকে স্বর্গবাসী শক্রাদি দেবগণেরও শ্লাঘ্য করিলেন, আমি আমাকে আজ ত্রিদশপতি পুরন্দর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করি। সর্ব্বরত্ন-শোভিত উজ্জ্বল রাবণাবাসে রাম উপবেশন করিলে, বিভীষণ অর্ঘ্য প্রদান করিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক সুগ্রীব ও ভরতকে বলিতে লাগিলেন;—রাম এখানে সমাগত, কিন্তু আমার এমন কি আছে যে, প্রদান করি? ত্রিলোককণ্টক রিপু পাপকর্ম্মা রাবণকে নিহত করিয়া রাম পূর্ব্বে এই লঙ্কাপুরী আমাকে দান করিয়াছেন। এই পুরী, এই সকল পত্নী, এই সকল পুত্র এবং আমি—এই সকলই রামোদ্দেশে অর্পিত হইল, অতএব এ সমস্ত অক্ষয় হউক।৭২—৮৭। অনন্তর লঙ্কাবাসী প্রজাপুঞ্জ কুতূহলসমন্বিত হইয়া রামদর্শনে আগমন করিল। তাহারা বিভীষণকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে প্রভো! আমাদিগকে রাম দর্শন করাও। বিভীষণ মহাত্মা রামকে প্রজাপুঞ্জের প্রার্থনা

তেষামুপায়নং সর্ব্বং ভরতো রামচোদিতঃ।
জগ্রাহ বানরেন্দ্রশ্চ ধনরত্নৌঘসঞ্চয়ম্॥ ৯০
এবং তত্র ত্র্যহং রামো হ্যবসদ্রাক্ষসালয়ে।
চতুর্থেহহনি সম্প্রাপ্তে রামে চাপি সভাস্থিতে।
কৈকসী পুত্রমাহেদং রামং দ্রক্ষ্যামি পুত্রক॥ ৯১
দৃষ্টে তস্মিন্ মহৎপুণ্যং প্রাপ্যতে মুনিসত্তমৈঃ।
বিষ্ণুরেষ মহাভাগশ্চতুর্মূর্ত্তিঃ সনাতনঃ॥ ৯২
সীতা লক্ষ্মীর্মহাভাগ ন বুদ্ধা সাগ্রজেন তে।
পিত্রা তে পূর্ব্বমাখ্যাতং দেবানাং দিবি সঙ্গমে॥
কুলে রঘূণাং বৈ বিষ্ণুঃ পুত্রো দশরথস্য তু।
ভবিষ্যতি বিনাশায় দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ॥ ৯৪

বিভীষণ উবাচ।

এবং কুরুষ বৈ মাতর্গৃহাণ নবমম্বরম্।
পাত্রং চন্দনসংযুক্তং দধিক্ষৌদ্রাক্ষতৈঃ সহ॥ ৯৫
দূর্ব্বয়ার্ঘ্যং সহ কুরু রাজপুত্রস্য দর্শনম্।
সরমামগ্রতঃ কৃত্বা যাশ্চান্যা দেবকন্যকাঃ॥ ৯৬
রক্ষস্ব রাঘবাভ্যাসং তস্মাদগ্রে ব্রজাম্যহম্।
এবমুক্ত্বা গতং রক্ষো যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ॥ ৯৭
উৎসার্য্য দানবান্ সর্ব্বান্ রামং দ্রষ্টুং সমাগতান্
সভাং তাং বিমলাং কৃত্বা রামং স্বাভিমুখে
স্থিতম্॥ ৯৮

বিভীষণ উবাচ।

বিজ্ঞাপ্যং শৃণু মে দেব বদতশ্চ বিশাম্পতে।
দশগ্রীবং কুম্ভকর্ণং যা চ মাঞ্চাপ্যজীজনৎ॥ ৯৯
ইয়ং সা দেব মাতা নঃ পাদৌ তে দ্রষ্টুমিচ্ছতি
তস্যাস্ত্বং কৃপাং কৃত্বা দর্শনং দাতুমর্হসি॥ ১০০

রাম উবাচ।

অহং তস্যাঃ সমীপস্থ মাতৃদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।
গমিষ্যে রাক্ষসেন্দ্র ত্বং শীঘ্রং যাহি মমাগ্রতঃ।
প্রতিজ্ঞায় তু তং বাক্যমুত্তস্থৌ চ বরাসনাৎ।
মূর্দ্ধ্নি চাঞ্জলিমাধায় প্রণামমকরোদ্বিভুঃ॥ ১০২
অভিবাদয়েহহং ভবতীং মাতা ভবসি ধর্ম্মতঃ।

জানাইলেন, তারপর রাম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভরত ও সুগ্রীব বহু ধনরত্নাদিযুক্ত তাহাদের আনীত উপঢৌকন সকল গ্রহণ করিলেন। এইরূপে রাম বিভীষণালয়ে দিনত্রয় বাস করিয়া চতুর্থ দিবসে সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলে রাবণমাতা কৈকসী পুত্র বিভীষণকে কহিল,—হে তনয়! আমি রামকে দর্শন করিব। তাঁহাকে দর্শন করিলে মুনিগণও মহাপুণ্য প্রাপ্ত হন। এই মহাভাগ রাম সনাতন বিষ্ণু, বিষ্ণুই রামাদি চতুর্ম্মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ; আর সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী; হে মহাভাগ! ইহা তোমার অগ্রজ জানিত না। পূর্ব্বে তোমার পিতা দেবসভায় দেবতাগণের নিকট ইহা বলিয়াছিলেন যে, বিষ্ণু দশাননের বধার্থ রঘুকুলে দশরথের গৃহে তাঁহার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইবেন। বিভীষণ বলিলেন,—মা! এক কাজ করুন; আপনি নূতন অম্বর গ্রহণপূর্ব্বক চন্দনযুক্ত পাত্র, মধু ও অক্ষত সহ দধি এবং দূর্ব্বাসহযোগে অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া রাজকুমার রামকে দর্শন করুন। আপনি সরমাকে সম্মুখে করিয়া এবং অন্যান্য দেবকন্যাগণকে সঙ্গে লইয়া গিয়া রাঘবের পার্শ্বে উপনীত হউন, আমি আপনাদের যাওয়ার পূর্ব্বেই সেখানে যাইব। বিভীষণ এইরূপ কহিয়া রামসমীপে গমন করিলেন, গমনকালে রামদর্শনার্থ সমাগত দানবগণকে তথা হইতে দূরে সরাইয়া দিলেন। বিভীষণ এইরূপে রামসভা জনতাশূন্য করিয়া তাঁহার অভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক সম্মুখস্থ রামকে কহিলেন,—হে দেব! আমার কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপ্য আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে বিশাংপতে! দশানন, কুম্ভকর্ণ ও আমার যিনি জননী, আমাদের এই সেই মাতা আপনার পাদপদ্ম দর্শনার্থ উপস্থিত, তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে আপনার দর্শনদান করা কর্ত্তব্য।৮৮-১০০। রাম বলিলেন,—হে রাক্ষসরাজ! মাতৃদর্শন-লালসায় আমিই তাঁহার সমীপে গমন করিব, তুমি শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে এ কথা জ্ঞাপন কর। বিভু রাম এইরূপ বলিয়া সেই উত্তম আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং মস্তকে অঞ্জলি রাখিয়া প্রণাম করিলেন। বলিলেন,—আপনি ধর্ম্মতঃ

সুমহত্তপসা চাপি পুণ্যেন বিবিধেন চ ॥ ১০৩
দ্বয়ৌ তে চরণৌ দেবি মানবো যদি পশ্যতি ।
পূর্ণঃ স্বাদ্যাহং প্রীতো দৃষ্ট্বেমৌ পুত্রবৎসলে ।
কৌশল্যা মে যথা মাতা ভবতী চ তথা মম ।
কৈকসী চাব্রবীদ্রামং চিরং জীব সুখী ভব ।
ভর্ত্তা মে কথিতং বীর বিষ্ণুর্মানুষরূপধৃক্ ॥
অবতীর্ণো রঘুকুলে হিতার্থে ত্রিদিবৌকসাম্ ।
দশগ্রীববিনাশায় ভূতিং দাতুং বিভীষণে ॥ ১০৬
বালিনো নিধনঞ্চৈব সেতুবন্ধঞ্চ সাগরে ।
পুত্রো দশরথস্যৈব সর্ব্বং স চ করিষ্যতি ॥ ১০৭
ইদানীং ত্বং ময়া জ্ঞাতঃ স্মৃত্বা তদ্ভর্ত্তৃভাষিতম্ ।
সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবা বৈ বানরাস্তথা ।
গৃহং পুত্র গমিষ্যামি স্থিরকীর্ত্তিমবাপ্নুহি ॥১০৯

সরমোবাচ ।

ইহৈব বৎসরং পূর্ণমশোকবনিকাস্থিতা ।
সেবিতা জানকী দেবী সুখং তিষ্ঠতি তে প্রিয়া
নিত্যং স্মরামি বৈ পাদৌ সীতায়াশ্চ পরন্তপ ।
কদা দ্রক্ষ্যামি তাং দেবীং চিন্তয়ামি হ্যহর্নিশম্
কিমর্থং দেবদেবেন নানীতা জানকী ত্বিহ ।
একাকী নৈব শোভেথা যোষিতা চ তয়া বিনা
সমীপে শোভতে সীতা ত্বঞ্চ তস্যাঃ পরন্তপ ॥
এবং ব্রুবত্যাং ভরতঃ কেয়মিত্যব্রবীদ্বচঃ ।
ততশ্চেঙ্গিতবিদ্রামো ভরতং প্রাহ সত্বরম্ ॥১১০
বিভীষণস্য ভার্য্যা বৈ সরমা নাম নামতঃ ।
প্রিয়া সখী মহাভাগা সীতায়াঃ সুদৃঢ়ং মতা ॥
সর্ব্বং কালকৃতং পশ্য ন জানে কিং করিষ্যতি ।
গচ্ছ ত্বং সুভগে ভর্ত্তৃগেহং পালয় শোভনে ।
মাং ত্যক্ত্বা হি গতা দেবী ভাগ্যহীনং গতির্যথা
তয়া বিরহিতঃ শুভ্রে রতিং বিন্দে ন কর্হিচিৎ ।
শূন্যা এব দিশঃ সর্ব্বাঃ পশ্যামীহ পুনর্ভ্রমন্ ॥১১৭

আমার মাতা হন, আপনাকে অভিবাদন করি। হে দেবি! বিবিধ পুণ্য ও সুমহা-তপ করিয়াই মানব আপনার এই চরণদ্বয় দর্শন করিতে সমর্থ হয়। আমি তাহাই আজি দর্শন করিয়া প্রীত ও পূর্ণ হইলাম। হে পুত্রবৎসলে! যদ্রূপ কৌশল্যা আমার মাতা, আপনিও তদ্রূপ। কৈকসীও কহিল, রাম! চিরজীবী ও সুখী হও। হে বীর! আমার পতি কহিতেন,—বিষ্ণু দেবতাগণের হিত সাধনার্থ এবং দশাননের বিনাশ ও বিভীষণের বিভূতির জন্য মানুষরূপ ধারণ করিয়া রঘুকুলে অবতীর্ণ হইবেন। দাশরথি রাম বালীকে বধ ও সাগরে সেতুবন্ধন এই সকল কার্য্য করিবেন। সম্প্রতি আমি পূর্ব্বোক্ত সেই স্বামিবাক্য স্মরণ করিয়া তোমাকে জানিতে পারিলাম। বুঝিলাম,—সীতা লক্ষ্মী, তুমি বিষ্ণু এবং দেবগণ বানর; হে পুত্র! আমি গৃহে গমন করি, তুমি নিশ্চল কীর্ত্তিলাভ কর। সরমা কহিল,—এইখানে অশোকবনিকা মধ্যে পূর্ণ এক বৎসর বাস করিয়া আমি সীতাদেবীর সেবা করিয়াছিলাম; আমার সেবায় সীতা দেবী সুখে বাস করিতেন। হে পরন্তপ! আমি নিত্য সীতা দেবীর পাদদ্বয় স্মরণ করিয়া থাকি। আমি অহর্নিশ চিন্তা করি, কখন সেই সীতা দেবীকে দেখিতে পাইব? দেবদেব রাম কেন তাঁহাকে এখানে আনিলেন না? হে রাম! তাদৃশী নারী বিনা একক আপনারও ত শোভা হইতেছে না? হে পরন্তপ! সীতার সমীপেই আপনার ও আপনার সমীপেই সীতার শোভা হইয়া থাকে। সরমা এইরূপ বলিতে থাকিলে ভরত জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইনি কে? অনন্তর ইঙ্গিতবিদ্ রাম সত্বর ভরতকে কহিলেন,—ইনি বিভীষণের ভার্য্যা, ইঁহার নাম—সরমা; এই মহাভাগা সীতার প্রিয়সখী ছিলেন, আর সে সখিতা সুদৃঢ় ছিল। দেখ, সবই কালকৃত, জানি না কাল কি করিবে? ১০১—১১৫। রাম সরমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—সুভগে! স্বামিগৃহে গমন করিয়া গৃহধর্ম্ম পালন কর। হে শোভনে! সুগতি যেমন ভাগ্যহীনকে পরিত্যাগ করে, দেবী সীতাও তদ্রূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে শুভ্রে! আমি তাঁহার বিরহে কুত্রাপি রতি প্রাপ্ত হইতেছি

বিসৃজ্য তাঞ্চ সরমাং সীতায়াশ্চ প্রিয়াং সখীম্‌
গতায়ামথ কৈকস্যাং রামঃ প্রাহ বিভীষণম্‌ ॥
দৈবতেভ্যঃ প্রিয়ং কার্য্যং নাপরাধ্যাস্তয়া সুরাঃ
আজ্ঞয়া রাজরাজস্য বর্ত্তিতব্যং ত্বয়ানঘ ॥ ১১৯
লঙ্কায়াং মানুষো যো বৈ সমাগচ্ছেৎ কথঞ্চন।
রাক্ষসৈর্ন চ হন্তব্যো মদ্বৈবোঽহসৌ যথা ত্বংম্‌ ॥

বিভীষণ উবাচ।

আজ্ঞয়াহং নরব্যাঘ্র করিষ্যে সর্ব্বমেব তু।
বিভীষণে হি বদতি বায়ূ রামমুবাচ হ ॥ ১২১
ইহাস্তি বৈষ্ণবী মূর্ত্তিঃ পূর্ব্বং বদ্ধো বলির্যয়া।
তাং নয়স্ব মহাভাগ কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠয় ॥ ১২২
বিদিত্বা তদভিপ্রায়ং বায়ুনা সমুদাহৃতম্‌।
বিভীষণস্বলঙ্কৃত্য রত্নৈঃ সর্ব্বৈশ্চ বামনম্‌।
আনীয় চার্পয়দ্রামে বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥১২৩
যদা বৈ নির্জ্জিতঃ শক্রো মেঘনাদেন রাঘব।
তদা বৈ বামনশ্চেম আনীতো জলদেক্ষণ।
নয়স্ব ত্বমিমং দেব দেবদেবং প্রতিষ্ঠয়।
তথেতি রাঘবঃ কৃত্বা পুষ্পকঞ্চ সমারুহৎ। ১২৫
ধনং রত্নমসংখ্যেয়ং বামনঞ্চ সুরোত্তমম্‌।
গৃহ্য সুগ্রীবভরতাবারূঢ়ৌ বামনাগ্রজ ॥ ১২৬
অন্তরেরাম্বরে রামস্তিষ্ঠেত্যাহ বিভীষণম্‌।
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ভূয়োঽপ্যাহ স রাঘবম্‌।
করিষ্যে সর্ব্বমেতদ্ধি যদাজ্ঞপ্তঃ বিভো ত্বয়া।
সেতুনানেন রাজেন্দ্র পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
আগত্য প্রতিবাধেরন্নাজ্ঞাভঙ্গো ভবেত্তব ॥১২৯
কোঽত্র মে নিয়মো দেব কিম্‌ কার্য্যং ময়া
বিভো। ॥ ১৩০
শ্রুত্বৈতদ্রাঘবো বাক্যং রাক্ষসোত্তমভাষিতম্‌
কার্ম্মুকং গৃহ্য হস্তেন রামঃ সেতুং দ্বিধাচ্ছিনৎ।
ত্রিবিভজ্য চ বেগেন মধ্যে বৈ দশযোজনম্‌।
ছিত্বা তু যোজনঞ্চৈকমেকং খণ্ডত্রয়ং কৃতম্‌।

না; আমি এখানে ভ্রমণ করিতে করিতে দিক্‌ সকল শূন্য দেখিতেছি। অতঃপর সীতার প্রিয় সখী সরমাকে পরিত্যাগ করিয়া কৈকসী গমন করিলে রাম বিভীষণকে কহিলেন,—হে অনঘ! দেবগণের প্রিয় কার্য্য করিবে, সুরগণের নিকট কোন অপরাধ করিও না এবং সর্ব্বদা সম্রাটের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। লঙ্কায় যদি কখনও মানুষ আগমন করে, রাক্ষসগণ যেন তাহাকে বধ করে না, তাহাকে আমার তুল্য মনে করিবে। "হে নরশার্দ্দূল! আপনার এই সকল আদেশই আমি পালন করিব।" বিভীষণ এইরূপ বলিলে বায়ু রামকে কহিলেন,—হে মহাভাগ! পূর্ব্বে বলিকে যে মূর্ত্তিতে বদ্ধ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু সেই বামনী মূর্ত্তি এখানে আছে; আপনি সেই মূর্ত্তি লইয়া গিয়া কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠিত করুন। বায়ু কর্ত্তৃক ব্যক্তীকৃত রামের তথাবিধ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বিভীষণ নানারত্নে সেই বামনমূর্ত্তি অলঙ্কৃত করিয়া আনিয়া অর্পণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে রাজীবলোচন রাম! মেঘনাদ কর্ত্তৃক যৎকালে দেবরাজ নির্জ্জিত হন, তখন মেঘনাদ দেবলোক হইতে এই বামনমূর্ত্তি আনয়ন করিয়াছিল। হে দেব! আপনি দেবদেব বামনকে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা করুন। রাম 'তাহাই হউক' কহিয়া বিমানে আরোহন করিলে, সুগ্রীব ও ভরত অসংখ্যেয় ধন-রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক সুরোত্তম বামনকে অগ্রে করিয়া পুষ্পকে উঠিলেন। রাম আকাশপথে যাইতে যাইতে বিভীষণকে 'তিষ্ঠ' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। রাঘবের বাক্যে বিভীষণ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,—হে বিভো! আপনি যাহা যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তৎসমস্তই পালন করিব, কিন্তু রাজেন্দ্র! এই সেতুপথে পৃথিবীর সর্ব্বমানব লঙ্কায় আগমন করিলে যদি পীড়া জন্মাইতে থাকে, তবে আপনার আজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। হে দেব!,হে বিভো! এ বিষয়ে আমার কোন্‌ নিয়ম বা কি করা কর্ত্তব্য? ১১৫-১৩০। রাম রাক্ষসসত্তম বিভীষণের বাক্য শুনিয়া কর দ্বারা কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক সেই সেতু দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিলেন,দশ যোজন পরিমাণ মধ্যবর্ত্তী ছিন্নাংশকে আবার সবেগে ত্রিধা বিভক্ত করিলেন; উহার এক এক

বেলাবনং সমাসাদ্য রামঃ পূজামুমাপতেঃ।
কৃত্বা রামেশ্বরং নাম্না দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
অভিষিচ্যাথ সংগৃহ্য বামনং রঘুনন্দনঃ॥ ১৩৩
দক্ষিণাম্বুদধেশ্চৈব নির্জগাম ত্বরান্বিতঃ।
অন্তরিক্ষাদভূদ্বাণী মেঘগম্ভীরনিঃস্বনা॥ ১৩৪
রুদ্র উবাচ।
ভো ভো রামাস্তু ভদ্রস্তে স্থিতোঽহমিহ সাম্প্রতম্
যাবজ্জগদিদং রাম যাবদেষা ধরা স্থিতা॥ ১৩৫
তাবদেব চ তে সেতুতীর্থং স্থাস্যতি রাঘব।
শ্রুত্বৈবং দেবদেবস্য গিরং তামমৃতোপমাম্॥
রাম উবাচ।
নমস্তে দেবদেবেশ ভক্তানামভয়ঙ্কর।
গৌরীকান্ত নমস্তুভ্যং দক্ষযজ্ঞবিনাশন॥ ১৩৭
নমো ভবায় শর্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চ।
পশূনাং পতয়ে নিত্যং চোগ্রায় চ কপর্দ্দিনে॥
মহাদেবায় ভীমায় ত্র্যম্বকায় দিশাম্পতে।
ঈশানায় ভগঘ্নায় নমোঽস্ত্বন্ধকঘাতিনে॥১৩৯
নীলগ্রীবায় ঘোরায় বেধসে বেধসাস্তুত।
কুমারশত্রুনিঘ্নায় কুমারজননায় চ॥ ১৪০
বিলোহিতায় ধূম্রায় শিবায় ক্রথনায় চ।
নমো নীলশিখণ্ডায় শূলিনে দৈত্যনাশিনে॥১৪১
উগ্রায় চ ত্রিনেত্রায় হিরণ্যবসুরেতসে।
অনিন্দ্যায়াম্বিকাভর্ত্রে সর্ব্বদেবস্তুতায় চ॥১৪২
অভিগম্যায় কাম্যায় সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
বৃষধ্বজায় মুণ্ডায় জটিনে ব্রহ্মচারিণে॥ ১৪৩
তপ্যমানায় তপ্যায় ব্রহ্মণ্যায় জয়ায় চ।
বিশ্বাত্মনে বিশ্বসৃজে বিশ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতে॥
নমো নমোঽস্তু দিব্যায় প্রপন্নার্ত্তিহরায় চ।
ভক্তানুকম্পিনে দেব বিশ্বতেজো মনোগতে॥
পুলস্ত্য উবাচ।
এবং সংস্তূয়মানস্তু দেবদেবো হরো নৃপ।
উবাচ রাঘবং বাক্যং ভক্তিনম্রং পুরঃস্থিতম্॥
রুদ্র উবাচ।
ভো ভো রাঘব ভদ্রস্তে ব্রূহি যত্তে মনোগতম্

ভাগকে পুনরায় একযোজন পরিমাণে ছিন্ন করিলেন, তাহার এক এক খণ্ডকে আবার তিন তিন ভাগ করিয়া ফেলিলেন; অতঃপর বেলাবনে আগমন করিয়া রাম উমাপতির পূজা করিলেন এবং 'রামেশ্বর' নামে দেবদেবকে অভিষেক করিয়া বিষ্ণুর বামনমূর্ত্তি গ্রহণ-পূর্ব্বক ত্বরা সহকারে দক্ষিণ সাগরপথে গমন করিতে লাগিলেন। তখন অন্তরীক্ষ হইতে মেঘগম্ভীরনিস্বনা এক আকাশবাণী উদ্ভূত হইল। রুদ্র বলিলেন,—হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক, আমি সম্প্রতি এইখানেই থাকিলাম। হে রাঘব! যে পর্য্যন্ত এই জগৎ থাকিবে, যত কাল ধরার অস্তিত্ব রহিবে, ততকালই তোমার এই সেতু তীর্থ থাকিবে। দেবদেবের তথাবিধ অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন,—হে দেবদেবেশ! আপনি ভক্তগণের অভয়ঙ্কর, আপনাকে নমস্কার। হে গৌরীকান্ত! আপনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভব, শর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র ও কপর্দ্দী; আপনাকে নিত্য নমস্কার। আপনি মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, দিক্‌পতি, ঈশান, ভগঘ্ন ও অন্ধকঘাতী; আপনাকে নমস্কার। আপনি নীলগ্রীব, ঘোর ও বেধা; বেধা আপনার স্তব করেন; আপনি কুমারশত্রু-নাশন, কুমার-জনক, বিলোহিত, ধূম্র, শিব, ক্রথন, নীলশিখণ্ড, শূলী ও দৈত্যনাশী; আপনাকে নমস্কার। আপনি উগ্র, ত্রিনেত্র, হিরণ্যবসুরেতা, অনিন্দ্য, অম্বিকাভর্ত্তা, সর্ব্ব-দেবস্তুত, অভিগম্য, কাম্য ও সদ্যোজাত; আপনাকে নমস্কার। আপনি বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটী, ব্রহ্মচারী, তপ্যমান, তপ্য, ব্রহ্মণ্য, জয়, বিশ্বাত্মা, বিশ্বসৃক্ এবং আপনি বিশ্ব আবরণ করিয়া বর্ত্তমান; আপনি দিব্য, প্রপন্ন-পীড়াহারী, ভক্তানুকম্পী, বিশ্বতেজ ও মনো-গত; আপনাকে নমস্কার নমস্কার।১৩১-১৪৫। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপ! এইরূপে সংস্তূয়-মান দেবদেব হর সম্মুখস্থ ভক্তিনম্র রামকে বলিতে লাগিলেন। রুদ্র বলিলেন,—হে রাঘব! তোমার মঙ্গল হউক,তোমার মনোগত

ভবান্নারায়ণো নূনং মূঢ়ো মানুষযোনিষু। ১৪৭
অবতীর্ণো দেবকার্য্যং কৃতং তচ্চানঘ ত্বয়া।
ইদানীং ত্বং ব্রজ স্থানং কৃতকার্য্যোঽসি শত্রুহন্
ত্বয়া কৃতং পরং তীর্থং সেত্বাখ্যং রঘুনন্দন।
আগত্য মানবা রাজন্ পশ্যেয়ুরিহ সাগরে।
মহাপাতকযুক্তা যে তেষাং পাপং বিলীয়তে।
ব্রহ্মবধ্যাদিপাপানি যানি কষ্টানি কানিচিৎ।
দর্শনাদেব নশ্যন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ১৫০
গচ্ছ ত্বং বামনং স্থাপ্য গঙ্গাতীরে রঘূত্তম। ১৫১
পৃথিব্যাং সর্ব্বশঃ কৃত্বা ভাগানষ্টৌ পরন্তপ।
শ্বেতদ্বীপং স্বকং স্থানং ব্রজ দেব নমোঽস্তু তে
প্রণিপত্য ততো রামস্তীর্থং প্রাপ্তশ্চ পুষ্করম্।
বিমানন্তু ন যাত্যূর্দ্ধং বেষ্টিতং তত্র রাঘবঃ।
কিমিদং বেষ্টিতং যানং নিরালম্বেঽম্বরে স্থিতম্।
ভবিতব্যং কারণেন পশ্যেত্যাহ স্ম বানরম্।
সুগ্রীবো রামবচনাদবতীর্য্য ধরাতলে।
স চ পশ্যতি ব্রহ্মাণং সুরসিদ্ধসমন্বিতম্। ১৫৫
ব্রহ্মর্ষিসঙ্ঘসহিতং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্।
দৃষ্ট্বাগত্যাব্রবীদ্রামং সর্ব্বলোকপিতামহঃ। ১৫৬
সহিতো লোকপালৈশ্চ বস্বাদিত্যমরুদ্গণৈঃ।
তং দেবং পুষ্পকং নৈব লঙ্ঘয়েৎকিং পিতামহম্।
অবতীর্য্য ততো রামঃ পুষ্পকাদ্ধেমভূষিতাৎ।
নত্বা বিরিঞ্চিনং দেবং গায়ত্র্যা সহ সংস্থিতম্।
অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন পঞ্চাঙ্গালিঙ্গিতাবনিঃ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা দেবদেবং বিরিঞ্চিনম্।

রাম উবাচ।

নমামি লোককর্ত্তারং প্রজাপতিসুরার্চ্চিতম্।
দেবনাথং লোকনাথং প্রজানাথং জগৎপতিম্
নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত।
ভূতভব্যভবন্নাথ হরিপিঙ্গললোচন। ১৬১
বালস্ত্বং বৃদ্ধরূপী চ মৃগচর্ম্মাসনাম্বরঃ।

কি তাহা বল। তুমি নারায়ণ হইয়া নিশ্চিতই মানুষ যোনিতে জন্ম আত্ম-গোপনার্থ মানুষ-যোনিতে জন্ম লইয়াছ। হে অনঘ! যে জন্য তুমি অবতীর্ণ সে দেবকার্য্য তোমার করা হইয়াছে। হে শত্রুহন্! সম্প্রতি তুমি কৃতকার্য্য, অতএব নিজপুরে গমন কর। হে রঘুনন্দন! এখানে তোমার কৃত পরম তীর্থ সেতুবন্ধে মানবগণ আগমন করিয়া এই সাগরসেতু দর্শন করিলে মহাপাতক-যুক্ত হইলেও তাহাদের পাপ বিলয় প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে কোনরূপ কঠিন পাপ থাকুক, সেতু দর্শন মাত্রেই তাহা বিনষ্ট হইবে, এ বিষয়ে বিচারণা নাই। হে রঘূত্তম! গমন কর; হে পরন্তপ! গঙ্গা-তীরে বামন-স্থাপন ও পৃথিবীকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় স্থান শ্বেতদ্বীপে প্রস্থিত হও; তোমাকে নমস্কার। অনন্তর রাম রুদ্রকে প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া পুষ্করে উপনীত হইলেন, তখন বিমানের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল, বিমান যেন কোন বস্তু দ্বারা স্তম্ভিত হইল। নিরালম্ব অম্বরতলে বিমান কেন স্তম্ভিত হইল? অবশ্য কোন কারণ ঘটিয়াছে বুঝিয়া রাম বানররাজ সুগ্রীবকে দেখিতে বলিলেন। সুগ্রীব রামবাক্যে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাকে অবলোকন করিলেন। দেখিলেন—তাঁহার সহিত সুর, সিদ্ধ ও চতুর্ব্বেদসমন্বিত ব্রহ্মর্ষিসঙ্ঘ বিদ্যমান। ইহা দর্শন করিয়া সুগ্রীব রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—বসু আদিত্য ও মরুদ্গণ প্রভৃতি লোকপাল-সহ লোকপিতামহ ব্রহ্মা এখানে বিদ্যমান; পুষ্পক সেই পিতামহ দেবকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে। অনন্তর রাম হেমভূষিত পুষ্পক হইতে অবতরণ করিয়া গায়ত্রীর সহিত অবস্থিত ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলেন, অবনী-তলে গাত্র লগ্ন করিয়া পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক তদবস্থায়ই দেবদেবকে স্তুতি করিতে লাগিলেন।১৪৬-১৫৯। রাম কহিলেন,—লোককর্ত্তা সুরপূজিত প্রজাপতিকে নমস্কার; দেবনাথ লোকনাথ প্রজানাথ জগৎ-পতিকে নমস্কার। হে দেবদেবেশ! হে নাথ! আপনি সুরাসুর-নমস্কৃত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সিংহবৎ পিঙ্গললোচন, বালক ও বৃদ্ধরূপী; মৃগাজিন আপনার আসন ও বসন;

তারণশ্চাপি দেবত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ ॥১৬২
হিরণ্যগর্ভ পদ্মগর্ভ বেদগর্ভ স্মৃতিপ্রদ।
মহাসিদ্ধো মহাপদ্মী মহাদণ্ডী চ মেখলী ॥ ১৬৩
কালশ্চ কালরূপী চ নীলগ্রীবো বিদাংবরঃ।
বেদকর্ত্তার্ভকো নিত্যঃ পশূনাং পতিরব্যয়ঃ ॥১৬৪
দর্ভপাণির্হংসকেতুঃ কর্ত্তা হর্ত্তা হরো হরিঃ।
জটী মুণ্ডী শিখী দণ্ডী লগুড়ী চ মহাযশাঃ ॥১৬৫
ভূতেশ্বরঃ সুরাধ্যক্ষঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবনঃ।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বহারী চ স্রষ্টা চ গুরুরব্যয়ঃ ॥ ১৬৬
কমণ্ডলুধরো দেবঃ স্রুক্স্রুবাদিধরস্তথা।
হবনীয়োঽর্চ্চনীয়শ্চ ওঙ্কারো জ্যেষ্ঠসামগঃ ॥
মৃত্যুশ্চৈবামৃতশ্চৈব পারিযাত্রশ্চ সুব্রতঃ।
ব্রহ্মচারী ব্রতধরো গুহাবাসী সুপঙ্কজঃ ॥ ১৬৮
অমরো দর্শনীয়শ্চ বালসূর্য্যনিভস্তথা।
দক্ষিণে বামতশ্চাপি পত্নীভ্যামুপসেবিতঃ ॥ ১৬৯
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপশ্চ ত্রিজটী লব্ধনিশ্চয়ঃ।
চিত্তবৃত্তিকরঃ কামো মধুর্মধুকরস্তথা ॥ ১৭০
বানপ্রস্থো বনগত আশ্রমী পূজিতস্তথা।
জগদ্ধাতা চ কর্ত্তা চ পুরুষঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ ॥১৭১
ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিধর্ম্মা ভূতভাবনঃ।
ত্রিবেদো বহুরূপশ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভঃ ॥ ১৭২
মোহকো বন্ধকশ্চৈব দানবানাং বিশেষতঃ।
দেবদেবশ্চ পদ্মাঙ্কস্ত্রিনেত্রোঽহজ্জটস্তথা।
হরিশ্মশ্রুর্ধনুর্দ্ধারী ভীমো ধর্ম্মপরাক্রমঃ ॥ ১৭৩
এবং স্তুতস্তু রামেণ ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
উবাচ প্রণতং রামং করে গৃহ্য পিতামহঃ ॥১৭৪
বিষ্ণুস্ত্বং মানুষে দেহেঽবতীর্ণো বসুধাতলে।
কৃতং ত্বয়া সর্ব্বং দেবকার্য্যং মহাবিভো ॥
সংস্থাপ্য বামনং দেবং জাহ্নব্যা দক্ষিণে তটে
অযোধ্যাং স্বপুরীং গত্বা সুরলোকং ব্রজস্ব চ ॥
বিসৃষ্টো ব্রহ্মণা রামঃ প্রণিপত্য পিতামহম্।
আরূঢ়ঃ পুষ্পকং যানং সম্প্রাপ্তো মথুরাং পুরীম্
সমীক্ষ্য পুত্রসহিতং শত্রুঘ্নং শত্রুঘাতিনম্।
তুতোষ রাঘবঃ শ্রীমান্ ভরতঃ সহরীশ্বরঃ ॥১৭৮
শত্রুঘ্নো ভ্রাতরৌ প্রাপ্তৌ শক্রোপেন্দ্রা-
বিবাগতৌ।

আপনি ত্রৈলোক্যের তারণ, প্রভু ও ঈশ্বর। আপনি হিরণ্যগর্ভ, পদ্মগর্ভ, বেদগর্ভ, স্মৃতিপ্রদ, মহাসিদ্ধ, মহাপদ্মী, মহাদণ্ডী, মেখলী, কাল, কালরূপী, নীলগ্রীব, জ্ঞানিবর, বেদকর্ত্তা, নিত্যবালক, পশুপতি, অব্যয়, দর্ভপাণি, হংস-কেতু, কর্ত্তা, হর্ত্তা, হর, হরি, জটী, মুণ্ডী, শিখী, দণ্ডী, লগুড়ী, মহাযশা, ভূতেশ্বর, সুরাধ্যক্ষ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বগ, সর্ব্বহারী, স্রষ্টা, গুরু, অব্যয়, কমণ্ডলুধর, স্রুক্-স্রুবাদিধারী, হবনীয়, অর্চ্চনীয়, ওঙ্কার, জ্যেষ্ঠসামগ, মৃত্যু, অমৃত, পারিযাত্র, সুব্রত, ব্রহ্মচারী, ব্রতধর, গুহাবাসী, সুপঙ্কজ, অমর, দর্শনীয় ও বাল-সূর্য্যনিভ। আপনার দক্ষিণে ও বামে পত্নী-দ্বয় দ্বারা আপনি উপসেবিত; আপনি ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপ, ত্রিজটী, লব্ধনিশ্চয়, চিত্তবৃত্তিকর, কাম, মধু, মধুকর, বানপ্রস্থ, বনগত, আশ্রমী, পূজিত, জগদ্ধাতা, কর্ত্তা, পুরুষ, শাশ্বত, ধ্রুব, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্ম, ভূতভাবন, ত্রিবেদ এবং বহুরূপ। আপনার প্রভা অযুত-সূর্য্যতুল্য। আপনি জীবের বিশেষতঃ দানব-গণের মোহক ও বন্ধক। আপনি দেবদেব, পদ্মাঙ্ক ও ত্রিনেত্র; আপনার জটায় জল বিরাজিত; আপনি হরিশ্মশ্রু, ধনুর্দ্ধারী, ভীম এবং ধর্ম্মই আপনার পরাক্রম। ব্রহ্মবিদ্বর লোকপিতামহ ব্রহ্মা রাম কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া প্রণত রামকে করদ্বারা গ্রহণ-পূর্ব্বক বলিলেন,—হে মহাবিভো! তুমি বিষ্ণু হইয়াও মানুষদেহে ধরাতলে অবতরণ-পূর্ব্বক অখিল দেবকার্য্য সাধন করিয়াছ। এক্ষণে জাহ্নবীর দক্ষিণতটে বামনস্থাপন এবং স্বীয় পুরী অযোধ্যায় গমন করিয়া সুরলোকে গমন কর।১৬০—১৭৬। অনন্তর ব্রহ্মা রামকে বিদায় দিলেন, ভরতসহ শ্রীমান্ হরীশ্বর রাম পিতামহকে প্রণামপূর্ব্বক পুষ্পকযানে আরোহণ করিয়া মথুরা পুরীতে উপনীত হইলেন এবং সপুত্র শত্রুঘাতী শত্রুঘ্নকে অবলোকন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। এদিকে শত্রুঘ্নও ইন্দ্রোপেন্দ্রবৎ সমাগত ভ্রাতৃদ্বয়কে

প্রণিপত্য ততো মূর্দ্ধা পঞ্চাঙ্গালিঙ্গিতাবনিঃ ॥
উত্থাপ্য চাঙ্কমারোপ্য রামো ভ্রাতরমগ্রজঃ।
ভরতশ্চ ততঃ পশ্চাৎ সুগ্রীবস্তদনন্তরম্। ১৭৯
উপবিষ্টেঽথ রামায় সোঽর্ঘ্যমাদায় সত্বরম্।
রাজ্যং নিবেদয়ামাস চাষ্টাঙ্গং রাঘবে তদা ॥
শ্রুত্বা প্রাপ্তং ততো রামং সর্ব্বো বৈ মাথুরো জনঃ।
বর্ণা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা দ্রষ্টুমেনং সমাগতাঃ ॥ ১৮২
সম্ভাষ্য প্রকৃতীঃ সর্ব্বা নৈগমান ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
দিনানি পঞ্চোষিত্বাত্র রামো গন্তুং মনোদধে ॥
শত্রুঘ্নশ্চ ততো রামে বাজিনোঽথ গজাংস্তথা
কৃতাকৃতঞ্চ কনকং তত্রোপায়নমাহরৎ ॥ ১৮৪
রামস্বাহ ততঃ প্রীতঃ সর্ব্বমেতন্ময়া তব।
দত্তং পুত্রৌ তেঽভিষিঞ্চ রাজ্যানৌ মাথুরে জনে
এবমুক্ত্বা ততো রামঃ প্রাপ্তো মধ্যন্দিনে রবৌ ॥১৮৬
মহোদয়ং সমাসাদ্য গঙ্গাতীরে স বামনম্।
প্রতিষ্ঠাপ্য দ্বিজানাহ ভাবিনঃ পার্থিবাংস্তথা ॥
যথা কৃতোঽয়ং ধর্ম্মস্য সেতুর্ভূতিবিবর্দ্ধনঃ।
প্রাপ্তে কালে পালনীয়ো ন চ লোপ্যঃ কথঞ্চন
প্রসারিতকরেণৈবং প্রার্থনেয়া ময়া কৃতা।
নৃপাঃ কৃতে ময়ার্থিত্বে যৎ ক্ষেমং ক্রিয়তামিহ।
নিত্যং দৈনন্দিনী পূজা কার্য্যা সর্ব্বৈরতন্দ্রিতৈঃ
গ্রামান্ দত্বা ধনং তচ্চ লঙ্কায়া আহৃতঞ্চ যৎ।
প্রেষয়িত্বা চ কিষ্কিন্ধ্যাং সুগ্রীবং বানরেশ্বরম্।
অযোধ্যামাগতো রামঃ পুষ্পকং তমথাব্রবীৎ।
নাগন্তব্যং ত্বয়া ভূয়স্তিষ্ঠ যত্র ধনেশ্বরঃ।
কৃতকৃত্যস্ততো রামঃ কর্ত্তব্যং নাপ্যমন্যত ॥১৯২

পুলস্ত্য উবাচ।

এবন্তে ভীষ্ম রামস্য কথাযোগেন পার্থিব।
উৎপত্তির্বামনস্যোক্তা কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৯৩

প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে মস্তক দ্বারা তারপর পৃথিবীপৃষ্ঠে পঞ্চাঙ্গ আলিঙ্গিত করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন রামও ভ্রাতাকে সত্বর উঠাইয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। অনন্তর ভরত ও তৎপশ্চাৎ সুগ্রীব উপবেশন করিলে, শত্রুঘ্ন অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য আনয়নপূর্ব্বক তৎসহ রামকে রাজ্য নিবেদন করিলেন। অনন্তর মথুরাবাসী জনগণ রামাগমনবার্ত্তা বিদিত হইল, এবং ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠ বর্ণসকল তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগমন করিল। রাম প্রকৃতিপুঞ্জ ও তপস্বিগণের সম্ভাষণ করিলেন এবং তথায় পাঁচদিন বাস করিয়া গমনার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। অনন্তর শত্রুঘ্ন রামকে উপঢৌকনদানার্থ বাজী, গজ, স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আহরণ করিলে, রাম প্রীত হইয়া কহিলেন,—আমি এ সকল তোমাকে দান করিলাম; তুমি মাথুরজনপদে তোমার আত্মজদ্বয়কে রাজপদে অভিষিক্ত কর। রাম এইরূপ বলিয়া মধ্যাহ্নকালে মহোদয়ে সমাগত হইলেন। তিনি গঙ্গাতীরে সেই বামনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দ্বিজ ও ভাবী রাজগণকে কহিলেন,—আমি ভূতিবিবর্দ্ধন এই ধর্ম্মসেতু প্রতিষ্ঠা করিলাম, যথাকালে আপনারা ইহার পালন করিবেন, কদাচ লোপ করিবেন না। আমি প্রসারিত করে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি;—হে নৃপগণ! আমি প্রার্থী, এ বিষয়ে যাহা ক্ষেম, আপনারা তাহাই করুন। আপনারা সকলেই অনলস হইয়া নিত্য দৈনন্দিন এই বামন দেবের পূজা করিবেন। রাম এইরূপ বলিয়া কতগুলি গ্রাম ও লঙ্কা হইতে আহৃত প্রচুর ধন তত্রত্য বিপ্রগণকে দান করিলেন এবং বানরেশ্বর সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রেরণপূর্ব্বক অযোধ্যায় উপনীত হইয়া পুষ্পককে কহিলেন,—আর তোমায় আসিতে হইবে না, তুমি কুবেরের নিকট গিয়া অবস্থান কর। অতঃপর রাম কৃতকৃত্য হইলেন, আর তাঁহার কর্ত্তব্যের অবশিষ্ট কিছু আছে বলিয়া মনে করিলেন না। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে ভীষ্ম! রামকথোপযোগে এই আমি তোমার নিকট বামনের উৎপত্তি কথা কীর্ত্তন করিলাম, হে পার্থিব! পুনরায় কি শুনিতে অভিলাষ কর?

কথয়ামি তু তৎসর্ব্বং যত্র কৌতুহলং নৃপ।
সর্ব্বস্তে কীর্ত্তয়িষ্যামি যেনার্থী নৃপনন্দন ॥১৯৪

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে বামন-প্রতিষ্ঠানামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

কথিতং বামনস্যৈব মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ বৈ।
পুনস্তস্যৈব মাহাত্ম্যমন্যদ্বিষ্ণোরতো বদ ॥ ১
পদ্মং কথমভূদ্দেব নাভৌ যেনাভবজ্জগৎ।
কথঞ্চ বৈষ্ণবীসৃষ্টিঃ পদ্মমধ্যেঽভবৎ পুরা ॥ ২
কথং পাদ্মে মহাকল্পেঽভবৎ পদ্মময়ং জগৎ।
জলার্ণবগতস্যেহ নাভৌ জাতং জলানুগম্ ॥ ৩
প্রভাবং পদ্মনাভস্য স্বপতঃ সাগরাম্ভসি।
পুষ্করে তু কথং জাতা দেবা ঋষিগণাঃ পুরা ॥৪
এতদাখ্যাহি নিখিলং যোগং যোগবিদাং পতে
কথং নির্ম্মিতবাংস্তত্র চৈতং লোকং সনাতনম্ ॥
কথমেকার্ণবে শূন্যে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
ভূগোলকে প্রদগ্ধে তু প্রনষ্টোরগরাক্ষসে ॥ ৬
নষ্টানলানিলাকাশে নষ্টধর্ম্মে মহীতলে।
কেবলে গহ্বরীভূতে মহাভূতবিপর্য্যয়ে ॥ ৭
কিন্নু বিশ্বপতিঃ সাক্ষান্মহাতেজা মহাদ্যুতিঃ।
আস্তে যথাধ্যাননিষ্ঠো বিধিমাস্থায় যোগবিৎ ॥৮
শৃণ্বতঃ পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মন্নেতদশেষতঃ।
বক্তুমর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ যশো নারায়ণাত্মকম্।
শ্রদ্ধিনঃ সুপবিষ্টস্য ভগবন্ বক্তুমর্হসি ॥ ৯

পুলস্ত্য উবাচ।

নারায়ণস্য যশসঃ শ্রবণে যা তব স্পৃহা।
সদ্বংশান্বয়পূতস্য ন্যায্যং কুরুকুলোদ্বহ ॥১০
শৃণুষ্বাদিপুরাণেষু দেবেভ্যশ্চ যথাশ্রুতি।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বদতাং শ্রুত্বা বৈ সুমহাত্মনাম্ ॥১১
যথা চ তপসা দৃষ্টা বৃহস্পতিসমদ্যুতিঃ।

তাহাও কীর্ত্তন করিব; হে নৃপ! এসব বিষয়ে আমারও কৌতুহল হইয়া থাকে। হে নৃপনন্দন! তুমি যাহা যাহা জানিতে প্রার্থী, আমি তৎসমস্তই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। ১৭৭—১৯৪।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৩৮

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম বলিলেন,—আপনি বামন-মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন, অতঃপরও সেই বামনরূপী বিষ্ণুর প্রভাব কীর্ত্তন করুন। হে দেব! যে পদ্ম হইতে এই জগৎ উদ্ভূত, বিষ্ণুর নাভিতে সেই পদ্ম কিরূপে জন্মিল? পূর্ব্বকালে ঐ পদ্মমধ্যে কিরূপে বৈষ্ণবী সৃষ্টি সমাহিত হইল? পাদ্মমহাকল্পে কি করিয়া জগৎ পদ্মময় হইল? জলার্ণবগত বিষ্ণুর নাভিতে কিরূপে পদ্ম জন্মিল? সাগরজলে শয়ান পদ্মনাভের প্রভাব কিরূপ? পুরাকালে পুষ্করে কিরূপে দেব ও ঋষিগণ জন্মিলেন? হে যোগবিদ্‌বর! এই সকল যোগকথা বর্ণন করুন। কিরূপে এই সকল সনাতন লোক নির্ম্মিত হইল? একার্ণবকালে স্থাবর জঙ্গম নষ্ট হইবে সব শূন্য হইয়াছিল; ভূগোলক প্রদগ্ধ ও উরগ, রাক্ষস, অনিল, অনল, আকাশ, ধর্ম্ম ও মহীতল নষ্ট হইয়াছিল; তখন মহাভূত-বিপর্য্যয়ে কেবল গহ্বরীভূত হইলে যোগবিৎ মহাতেজা মহাদ্যুতি সাক্ষাৎ বিশ্বপতি বিধিকে ধারণ করিয়া কি নিমিত্ত ধ্যাননিষ্ঠ হইয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্! আমি পরমভক্তিভরে ইহা অশেষরূপে শ্রবণাভিলাষী; হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি নারায়ণাত্মক ঐ যশ কীর্ত্তন করুন। হে ভগবন্! শ্রদ্ধাবান্ শান্তভাবে উপবিষ্ট জনের নিকট আপনার ইহা কীর্ত্তন করা উচিত।১—৯। পুলস্ত্য কহিলেন,— হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি সদ্বংশপূত, নারায়ণের যশঃ শ্রবণে তোমার এই যে স্পৃহা, ইহা ন্যায্য। পুরাণাদিতে ও দেবগণের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, সুমহাত্মা বক্তা ব্রাহ্মণগণসমীপে এ বিষয়ে যাহা শ্রবণ করিয়াছি,

পরাশরসুতঃ শ্রীমান্ গুরুর্দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ১২
তত্তেঽহং কথয়িষ্যামি যথাভক্তি যথাশ্রুতি ।
যদ্বিজ্ঞাতং ময়া সম্যগৃষিমার্গেণ সত্তম ॥ ১৩
কঃ সমুৎসহতে জ্ঞাতুং পরং নারায়ণাত্মকম্ ।
বিশ্বাবিত্তারং ব্রহ্মা যং ন বেদয়তি তত্ত্বতঃ ॥ ১৪
তৎকর্ম্ম বিশ্বদেবানাং তদ্রহস্যং মহর্ষিষু ।
স ইজ্যঃ সর্ব্বযজ্ঞানাং স তত্ত্বং তত্ত্বদর্শিনাম্ ॥ ১৫
অধ্যাত্মমধ্যাত্মবিদাং নরকঞ্চ বিকর্ম্মিণাম্ ।
অধিদৈবঞ্চ তদ্দৈবমধিদৈবতসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৬
অধিভূতঞ্চ তদ্ভূতং পরঞ্চ পরমার্থিনাম্ ।
স যজ্ঞো বেদনির্দ্দিষ্টস্তত্তপঃ কবয়ো বিদুঃ ॥ ১৭
যঃ কর্ত্তা কারকো বুদ্ধির্যতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ ।
প্রণবঃ পুরুষঃ শাস্তা একশ্চেতি বিভাব্যতে ॥
প্রাণঃ পঞ্চবিধশ্চৈব ধ্রুবমক্ষরমেব চ ।
কালঃ পাকশ্চ যজ্ঞশ্চ যষ্টা চাধীতমেব চ ॥ ১৯
উচ্যতে বিবিধৈর্ভাবৈঃ স এবায়ন্তু তৎপরম্ ।
স এব ভগবান্ সর্ব্বং করোতি ন করোতি চ ॥

বৃহস্পতি-সমদ্যুতি পরাশরনন্দন শ্রীমান্ গুরু দ্বৈপায়ন তপস্যা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, ভক্তিপূর্ব্বক সেই যথাশ্রুত বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। হে সত্তম! আমি মুনিমার্গে যাহা সম্যক্ জ্ঞাত সেই পরম নারায়ণাত্মক তত্ত্ব জানিবার জন্য কে উৎসাহী হয়? ব্রহ্মা যে বিশ্বপালককে তত্ত্বতঃ বিদিত নন; তাঁহার কর্ম্ম যে বিশ্ব-পালন, মহর্ষিগণমধ্যেও তাহা রহস্য। তিনি সর্ব্বযজ্ঞে পূজ্য, তত্ত্বদর্শিগণের তত্ত্ব, অধ্যাত্ম-বিদ্গণের অধ্যাত্ম, এবং কুকর্ম্মীদিগের নরক; তিনি দৈব, অধিদৈব, অধিদৈবত, অধি-ভূত, ভূত এবং পরমার্থিগণের পরম; তিনি বেদবোধিত যজ্ঞ ও কবিগণকথিত তপস্যা। যিনি কর্ত্তা, কারক ও বুদ্ধি; যাঁহা হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ, উদ্ভূত; যিনি প্রণব, পুরুষ ও শাস্তা; যিনি এক বলিয়া ভাবনার বিষয়ীভূত; যিনি পঞ্চবিধ প্রাণ, ধ্রুব, অক্ষয়, কাল, পাকযজ্ঞ, যষ্টা ও অধীত এবং যিনি বিবিধভাবে কীর্ত্তিত—তিনিই এই সেই পরম পদার্থ।

সোঽস্মিন্ কারয়তে সর্ব্বং স্থানিনাঞ্চ
কৃতিঃ কৃতা ।
যজামহে তমেবাদ্যং স এবোত্থাননির্বৃতঃ ॥ ২১
যো বক্তা যচ্চ বক্তব্যং যশ্চাহং তদ্ব্রবীমি তে
শ্রূয়তে যচ্চ বৈ শ্রাব্যং যচ্চান্যৎ পরিজল্পিতম্
যা কথা যাশ্চ শ্রুতয়ো যো ধর্ম্মী ধর্ম্মতৎপরঃ ।
বিশ্বং বিশ্বপতির্যশ্চ স তু নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
যৎ সত্যং যদনৃতমাদিমধ্যভূতং
যচ্চান্ত্যং নিরবধিকঞ্চ যদ্ভবিষ্যম্
যৎ কিঞ্চিচ্চরমচরং যদস্তি চান্যৎ
সর্ব্বং তৎ পুরুষবরঃ প্রধানভূতঃ ॥ ২৪
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগম্ ।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা কুরুনন্দন ॥
যত্র ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদস্ত্বধর্ম্মঃ পাদবিগ্রহঃ ।
স্বধর্ম্মনিরতাঃ শান্তা জায়ন্তে যত্র মানবাঃ ॥ ২৭

সেই ভগবান্ই সকল করেন আবার তিনি নিষ্ক্রিয়ও বটেন; তিনিই এই সংসারে সকল করেন, ইন্দ্রচন্দ্রাদি পদে প্রতিষ্ঠিতগণের কার্য্যও তিনিই করিয়া থাকেন। তিনি উত্থান-পতনহীন, আমরা সেই আদিদেবের পূজা করি। যিনি বক্তা, বক্তব্য এবং তদুদ্দেশে আমি যাহা বলিতেছি; যাহা শুনিতেছি, শুনিবার যোগ্য এবং অন্য যে সকল পরি-জল্পনা; যাহা কথা, শ্রুতি এবং যিনি ধর্ম্মী ও ধর্ম্মতৎপর; যিনি বিশ্ব এবং বিশ্বপতি তিনিই নারায়ণ বলিয়া কথিত হন। যাহা সত্য, অনৃত, আদি, মধ্যভূত, অন্ত্য, নিরবধিক, ভবিষ্য, চরাচর এবং তাহা ছাড়াও যদি অন্য কিছু থাকে—তৎসমস্তই সেই প্রধানভূত পুরুষবর।১০—২৪। হে কুরুনন্দন! চারি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ কথিত হয়, আটশত বৎসর উহার সন্ধ্যাংশ। সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, অধর্ম্ম একপাদ। * যে সময়ে মানবগণ স্বধর্ম্ম-

* পাদ চারিটীর অধিক নহে, কিন্তু বলা হইল পাঁচ পদ। ইহার তাৎপর্য্য—যুগা-রম্ভের সময় অধর্ম্ম একবারেই থাকে না, মাত্র

বিপ্রা স্থিতা ধর্ম্মপরা রাজবৃত্তিস্থিতা নৃপাঃ।
কৃষ্যামভিরতা বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষবস্তথা ॥ ২৮
তদা সত্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ ধর্ম্মশ্চৈব বিবর্দ্ধতে।
সদ্ভিরাচরিতো ধর্ম্মো যেন লোকঃ প্রবর্ত্ততে ॥
এতৎ কৃতযুগে বৃত্তং সর্ব্বেষামেব পার্থিব।
প্রাণিনাং ধর্ম্মসংস্থানাং নরাণাং নীচজন্মনাম্ ॥
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা দ্বিগুণা পরিকীর্ত্তিতা ॥৩০
দ্বাভ্যামধর্ম্মঃ পাদাভ্যাং ত্রিভির্ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ
যত্র সত্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ ক্রিয়াধর্ম্মো বিধীয়তে ॥ ৩১
ত্রেতায়াং বিকৃতিং যান্তি বর্ণা লোভেন সংযুতাঃ

...রত ও শান্ত, বিপ্রগণ ধর্ম্মপরায়ণ, নৃপগণ রাজবৃত্তিনিরত, বৈশ্যেরা কৃষিবৃত্তিতে বর্ত্তমান, শূদ্রগণ শুশ্রূষা তৎপর সেই সময়েই সত্য ও সত্ত্ব; আর তখনই ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সত্যে সাধুজন কর্ত্তৃকই ধর্ম্ম আচরিত হয়; আর সেই ধর্ম্ম দ্বারাই লোকবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে পার্থিব! এই যাহা কথিত হইল, কি ধার্ম্মিক প্রাণী, কি অধম জন, সত্যযুগে ইহা সকলেরই ঘটিয়াছিল। তিন হাজার বৎসর ত্রেতাযুগের পরিমাণ, কথিত হয়; পূর্ব্বোক্তক্রমে ত্রেতাসন্ধ্যা ছয়শত বৎসর; তখন ধর্ম্ম তিন পাদে ও অধর্ম্ম দুই-পাদে অবস্থিত হয়। সত্যযুগে যে সত্য ও সত্ত্ব থাকে, আর যে ধর্ম্মক্রিয়ার প্রবর্ত্তন

চতুষ্পাদাত্মক ধর্ম্মই থাকে। তারপর যুগের ভোগ কালক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে, আর একপাদ ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্ষয় ও একপাদ অধর্ম্মের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিপূর্ত্তি হয়। তারপর যখন সত্যের অবসান তখন পূর্ব্বোক্ত ক্রমে বর্দ্ধিত অধর্ম্ম একপাদে পরিণত হয়, ধর্ম্ম তিন-পাদ হইয়া যায়। অতঃপর ত্রেতার আরম্ভে ধর্ম্ম তিন পাদে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ত্রেতার শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্তক্রমে ধর্ম্ম দুই পাদ ও অধর্ম্ম দুইপাদ হইয়া যায়। এইরূপ দ্বাপরাদিতেও জ্ঞাতব্য।

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য বৈকৃত্যং যান্তি দৌর্ব্বল্যমেব চ।
এষা ত্রেতাযুগগতির্বিচিত্রা দেবনির্ম্মিতা ॥ ৩২
দ্বাপরং দ্বিসহস্রন্তু বর্ষাণাং কুরুনন্দন।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা দ্বিগুণং যুগমুচ্যতে ॥ ৩৩
তত্রাপ্যতীবার্থপরাঃ প্রাণিনো রজসা হতাঃ।
শঠা নৈষ্কৃতিকাঃ ক্ষুদ্রা জায়ন্তে কুরুনন্দন ॥৩৪
দ্বাভ্যাং ধর্ম্মঃ স্থিতঃ পদ্ভ্যামধর্ম্মস্ত্রিভিরুত্থিতঃ।
বিপর্য্যয়শতৈর্ধর্ম্মঃ ক্ষয়মেতি কলৌ যুগে ॥
ব্রহ্মণ্যভাবশ্চ্যবতে তথাস্তিক্যং বিবর্জ্জ্যতে।
ব্রতোপবাসাস্ত্যজ্যন্তে কলৌ বৈ যুগপর্য্যয়ে ॥৩৬
তদা বর্ষসহস্রন্তু বর্ষাণাং দ্বে শতে তথা।
যত্রাধর্ম্মশ্চতুষ্পাদো ধর্ম্মঃ পাদপরিগ্রহঃ ॥ ৩৭
কামিনস্তাপসাঃ ক্ষুদ্রা জায়ন্তে যত্র মানবাঃ ॥ ৩৮
ন চাবসায়িকঃ কশ্চিন্ন সাধুর্ন চ সত্যবাক্।
নাস্তিকা ব্রাহ্মণা ভক্তা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥
অহঙ্কারগৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবন্ধনাঃ।

হয়, ত্রেতায় তাহা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল লোভাকৃষ্ট হইয়া পড়ে। একালে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের বিকৃতি ও কান্তির দৌর্ব্বল্য ঘটিয়া থাকে; ত্রেতাযুগের এই বিচিত্র গতি দেবনির্ম্মিত। হে কুরুনন্দন! দ্বাপরের দ্বিসহস্র বৎসর পরিমাণ, সন্ধ্যা চারিশত বৎসর। দ্বাপরের প্রাণীরা অতীব অর্থপর ও রজোগুণমুগ্ধ; হে কুরুতনয়! একালে শঠ, নৈষ্কৃতিক ও ক্ষুদ্র-জনেরই জন্ম হয়। ধর্ম্ম দ্বিপাদে ও অধর্ম্ম তিনপাদে অবস্থিত। কলিযুগে শতশত বিপর্য্যয়ে ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া যায়। তখন ব্রাহ্মণের অভাব হয়, আস্তিক্যের অস্তিত্ব থাকে না; ব্রতোপবাস বর্জ্জিত হয়;—এই-রূপে কলিতে যুগবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। কলির পরিমাণ সহস্র বৎসর, সন্ধ্যা দুইশত বৎসর। এযুগে ধর্ম্ম একপাদ ও অধর্ম্ম চতুষ্পাদ। মানবগণ কামী, ক্ষুদ্রচেতা ও তাপস হয়; বিশ্বাসী, সাধু ও সত্যবাক্ মানব থাকে না; নাস্তিক ব্রাহ্মণগণই ভক্ত বলিয়া পরিচিত হয়; নরগণ অনৃতকারী হয়, তাহাদের স্নেহ-

বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে ॥
আশ্রমাণাং বিপর্য্যাসঃ কলৌ সম্প্রতি বর্ত্ততে।
বর্ণানাঞ্চৈব সন্দেহো যুগান্তে কুরুনন্দন ॥ ৪১
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগাখ্যা পূর্ব্বনির্ম্মিতা।
সহস্রযুগপর্য্যন্তঃ তদহর্ব্রাহ্মমুচ্যতে ॥ ৪২
ততোঽহনি গতে তস্মিন্ সর্ব্বেষামেব জীবিনাম্
শরীরনির্বৃত্তিং দৃষ্ট্বা কালঃ সংহারবুদ্ধিমান্ ॥ ৪৩
দেবতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাং মহীপতে।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ যক্ষরাক্ষসপক্ষিণাম্।
গন্ধর্ব্বাণামপ্সরসাং ভুজঙ্গানাঞ্চ পার্থিব ॥ ৪৫
পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ পশূনাঞ্চৈব সত্তম।
তির্য্যগ্‌যোনিগতানাঞ্চ ক্রিমীণাং দংশিনাং তথা
সর্ব্বভূতপতিঃ পঞ্চ ভূত্বা ভূতানি ভূতকৃৎ।
জগৎ সংহরণার্থায় কুরুতে বৈশসং মহৎ ॥ ৪৭
ভূত্বা সূর্য্যশ্চক্ষুষী আদদানো
ভূত্বা বায়ুঃ প্রাণিনাং প্রাণজাতম্।
ভূত্বা বহ্নির্নির্দহন্ সর্ব্বলোকান্
ভূত্বা মেঘো ভূয় উগ্রোঽভ্যবর্ষৎ ॥ ৪৮

ভূত্বা নারায়ণো যোগী সর্ব্বমূর্ত্তির্বিভাবসুঃ।
গভস্তিভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ সংশোষয়তি সাগরান্
ততঃ পীত্বার্ণবান্ সর্ব্বান্নদীকূপাংশ্চ সর্ব্বতঃ।
পর্ব্বতানাঞ্চ সলিলং সর্ব্বমাদায় যোগবিৎ ॥ ৫০
ভূত্বা চৈব সহস্রার্চ্চির্মহীং ভিত্বা রসাতলে।
রমতে জলমাদায় পিবন্ রসমনুত্তমম্ ॥ ৫১
মূর্ত্তামূর্ত্তে তদন্যচ্চ যদস্তি প্রাণিষু ধ্রুবম্।
তৎসর্ব্বমরবিন্দাক্ষ আদত্তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫২
বায়ুশ্চ বলবান্ ভূত্বা বিধুন্বানোঽখিলং জগৎ।
প্রাণাপানং সমাসাদ্য বায়ুনা ক্রমতে হরিঃ ॥ ৫৩
ততো দেবগণানাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্।
পঞ্চেন্দ্রিয়গুণাঃ সর্ব্বে ভূতান্যেব চ যানি চ ॥ ৫৪
ঘ্রেয়ং ঘ্রাণং শরীরঞ্চ পৃথিবীসংশ্রিতা গুণাঃ।
লোকযাত্রা ভগবতা মুহূর্ত্তেন বিনাশিতা ॥ ৫৫
জিহ্বারসশ্চ স্নেহশ্চ সংশ্রিতাঃ সলিলে গুণাঃ।
রূপং চক্ষুর্বিভাগশ্চ নেত্রজ্যোতিঃশ্রিতা গুণাঃ।
স্পর্শঃ প্রাণশ্চ চেষ্টা চ পবনং সংশ্রিতা গুণাঃ।

বন্ধন ক্ষীণ হইয়া যায় এবং বিপ্রগণ শূদ্রাচারে নিরত হন। এই সমস্তই কলিযুগে হইয়া থাকে। হে কুরুনন্দন! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের বিপর্য্যয় ঘটে; আর যুগান্তে বর্ণবিপর্য্যয় হয়। এই যে দ্বাদশ সহস্র বৎসর সংখ্যক যুগনাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহারই সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন। হে মহীপতে! এবংবিধ ব্রাহ্মদিবসের অবসানে সর্ব্বজীবের শারীর-বৃত্তির নিবৃত্তি দেখিয়া সংহারবুদ্ধিমান্ কাল জগৎ সংহরণার্থ উদ্যত হন। হে পার্থিব! তখন সর্ব্বভূতপতি ভূতকৃৎ কাল পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া অখিল দেবতা, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, দানব, যক্ষ,রাক্ষস, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব,অপ্সরা, ভুজঙ্গ, পর্ব্বত, নদী, পশু, তির্য্যগ্‌যোনি, ক্রিমি ও দংশী—এই সকল প্রাণীর উপর অতিশয় হিংসামূলক ব্যবহার করেন। তিনি তপন হইয়া নয়নদ্বয় ও সমীরণ হইয়া জগৎপ্রাণ আহরণ করেন; অনল হইয়া অখিল লোক দগ্ধ ও উগ্র মেঘ হইয়া অত্যন্ত বর্ষণ করেন ? কাল-রূপী যোগী নারায়ণ সর্ব্বমূর্ত্তি বিভাবসু হইয়া প্রদীপ্ত কিরণ দ্বারা সাগর শোষণ করেন; নিখিল অর্ণব পানান্তে নদী, কূপ ও পার্ব্বত্য সলিল সকল নিঃশেষরূপে গ্রহণ করেন। তিনি সহস্রকিরণ সূর্য্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক মহীতল ভেদ করিয়া রসাতলে গমন করেন; সেই অরবিন্দনয়ন পুরুষোত্তম জলগ্রহণ ও অনুত্তম রস পানপূর্ব্বক মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত ও অন্য যাহা কিছু প্রাণিবর্গে অভিব্যক্ত, তৎসমস্ত আদান করেন। সেই হরি বলবান্ বায়ু হইয়া অখিল জগৎ কম্পিত করেন; প্রাণ ও অপান বায়ু অবলম্বনে জগৎ আক্রমণ করেন; তাহাতে দেবতা ও দেহীদিগের পঞ্চেন্দ্রিয় গুণ ও অন্যান্য পঞ্চভূত বিনষ্ট হয়।২৫—৫৪। ঘ্রেয়, ঘ্রাণ ও শরীর ইহা পৃথিবী সংশ্রিত গুণ; ভগবান্ এই সকল মুহূর্ত্ত মধ্যে নাশ করিয়া লোকযাত্রার লোপ করেন। সলিল-সংশ্রিত গুণ—জিহ্বা রস ও স্নেহ; তেজঃ-সংশ্রিত গুণ—রূপ, চক্ষুর্বিভাগ; পবনসংশ্রিত গুণ—স্পর্শ, প্রাণ, চেষ্টা, শব্দশ্রবণ ও গমন

শব্দঃ শ্রোত্রে চ শ্রবণং গগানং সংশ্রিতা গুণাঃ।
মনো বুদ্ধিশ্চ চিত্তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি সংশ্রিতাঃ।
পরেণ পরমেষ্ঠী চ হৃষীকেশমুপাশ্রিতাঃ॥ ৫৮
ততো ভগবতস্তস্য রশ্মিভিঃ পরিবারিতাঃ।
বায়ুনা পরিস্ফুরাশ্চ ভূমিশাখাযুপাশ্রিতাঃ॥ ৫৯
তেষাং সংহরণোদ্ভূতঃ পাবকঃ শতধা জ্বলন্।
প্রদহন্নখিলং বিশ্বং বৃত্তঃ সংবর্ত্তকোঽনলঃ॥ ৬০
সপর্বতদ্রুমান্ গুল্মান্ লতা বল্লীস্তৃণানি চ।
বিমানানি চ দিব্যানি পুরাণি বিবিধানি চ।
যানি চাশ্রয়ণীয়ানি সর্ব্বাণ্যপ্যদহদ্বিভুঃ॥ ৬১
ভস্মীকৃত্য তু তান্ সর্ব্বাঁল্লোকান্ লোক-
গুরোর্গুরুঃ।
স ভূতিং ধারয়ামাস যুগান্তে লোকসম্ভবাম্॥ ৬২
সসর্জ্জ বৃষ্টিং শতধা ভূত্বা কৃষ্ণো মহাঘনঃ।
দিব্যতোয়েন হবিষা তর্পয়ামাস মেদিনীম্॥ ৬৩
ততঃ ক্ষীরনিকাশেন স্বাদুনা পরমাম্ভসা।
শিশিরেণ চ পুণ্যেন মহী নির্ব্বাণমাগমৎ॥৬৪
তেন তোয়েন সংপৃক্তা পয়ঃসাধর্ম্ম্যতো ধরা।
একার্ণবজলীভূতা সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতা॥ ৬৫
মহাসত্ত্বান্যপি বিভুং প্রবিষ্টান্যমিতৌজসম্।
নষ্টার্কপবনাকাশে সূক্ষ্মে জগতি সংবৃতে॥ ৬৬
সংশোষমাত্মনা কৃত্বা সমুদ্রাণাঞ্চ দেহিনঃ।
দগ্ধ্বা সঙ্কোচ্য চ তথা স্বপিত্যেকঃ সনাতনঃ॥৬৭
পৌরাণং রূপমাস্থায় স্বপিত্যমিতবিক্রমঃ।
একার্ণবজলে যাযী যাগে যোগমুপাসিতঃ॥ ৬৮
অনেকানি সহস্রাণি যুগান্যেকার্ণবাম্ভসি।
ন চৈব কশ্চিদব্যক্তং ব্যক্তো বেদিতুমর্হতি॥৬৯
কশ্চৈষ পুরুষো নাম কিং যোগঃ কশ্চ যোগবান্
ন পৃষ্ঠে নৈবমভিতো নৈব পার্শ্বে ন চাগ্রতঃ।
কশ্চিদ্বিজ্ঞায়তে তস্য দৃশ্যতে দেবসত্তমঃ॥ ৭১

নভঃ ক্ষিতিং পবনমপঃ প্রকাশনং
প্রজাপতিং ভুবনধরং সুরেশ্বরম্।
পিতামহং শ্রুতিনিলয়ং মুনিং প্রভুং
সমাপয়ন্ স্বপনমরোচয়ৎ প্রভুঃ॥ ৭২
এবমেকার্ণবীভূতে শেতে লোকে মহাদ্যুতিঃ।

এবং মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এ সকল ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেষ্ঠী হৃষীকেশ-সংশ্রিত। অনন্তর ভগবানের রশ্মিজাল পরিবৃত হয়, বায়ু তাহার সহায়তা করে, তারপর ঐ রশ্মিজাল ভূমিতলে বিস্তৃত হইয়া সংহরণপ্রবৃত্ত পাবকরূপে শতধা জ্বলিয়া উঠে। তারপর উহা সংবর্ত্তক বহ্নিতে পরিণত হইয়া অখিল জগৎ দগ্ধ করে। পর্ব্বত, তরু, গুল্ম, লতা, বল্লী, তৃণ, দিব্য বিমান, বিবিধপুর প্রভৃতি যে সকল আশ্রয়, সংবর্ত্তক বহ্নি তৎসমস্তই নিরতিশয় দগ্ধ করিয়া থাকে। লোকগুরুদিগের গুরু ভগবান্ এইরূপে সমস্ত লোক ভস্ম করিয়া যুগান্তে লোকভাবনী বিভূতি ধারণ করিয়া থাকেন। তখন শত শত কৃষ্ণ-মহামেঘরূপে সহস্রধা বৃষ্টি করিয়া ঘৃততুল্য দিব্য জল দ্বারা মেদিনীর তৃপ্তি সাধন করেন। সে সময় ক্ষীর সদৃশ পরম স্বাদু জল এবং পূত শিশির বারি দ্বারা ধরা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। মহী সেই জলে সংপৃক্তা হইয়া জলসাধর্ম্ম্যবশতঃ সর্ব্বজন্তু-বিবর্জ্জিতা ও একার্ণবীকৃতা হয়; তখন মহা-সত্ত্ব সকল সেই অমিততেজা প্রভুতে প্রবিষ্ট হয়। আকাশ অর্ক ও পবন বিনষ্ট হইলে সূক্ষ্ম জগতের প্রবৃত্তি হয়, তখন অমিত-বিক্রম সনাতন বিভু, আত্মদ্বারা সমুদ্রসমূহের শোষণ, দেহীদিগের দহন এবং সংকোচন করিয়া পুরাণরূপ গ্রহণপূর্ব্বক একাকী শয়ান হন। তিনি একার্ণবজলগত হইয়া যোগাশ্রয়ে অনেক সহস্র যুগ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। সেই পুরুষ কে, তাহার নাম কি, তিনি কি যোগ বা যোগবান্; কোন ব্যক্ত বস্তুই সেই অব্যক্তকে জানিতে সমর্থ নহে। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বা চারিদিকে, পার্শ্বে কিংবা সম্মুখে কোন দেবসত্তমকে জানিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় না।৫৫—৭১। সেই বিভু, আকাশ ক্ষিতি, পবন, জল, তেজ, প্রজাপতি, অনন্ত, সুরেশ্বর ব্রহ্মা, শ্রুতিনিবহ, মুনি ও প্রভু—এই সকল সংহার করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। একইরূপে লোক সকল একার্ণবীকৃত হইলে সেই মহাদ্যুতি শয়ন করেন। পৃথিবী

এবং ছাদ্য সলিলেনোর্ব্বীং হংসো নারায়ণায়তে
মহত্তো রজসো মধ্যে মহার্ণবসমস্য বৈ।
বারিজাক্ষো মহাবাহুরক্ষয়ং ব্রহ্ম যদ্বিদুঃ ॥ ৭৪
আত্মরূপসরূপেণ তমসা সংবৃতঃ প্রভুঃ।
মনঃ সাত্ত্বিকমাদায় যত্র তৎসত্ত্বমাহিতম্ ॥ ৭৫
যথাতথ্যং পরং জ্ঞানং ভূতায় ব্রহ্মণে ততঃ।
রহস্যঞ্চ তথোদ্দিষ্টং যথোপনিষদাং স্মৃতম্ ॥৭৬
পুরুষো যজ্ঞ ইত্যেতৎপরমং পরিকীর্ত্তিতম্।
যশ্চান্যঃ পুরুষাখ্যঃ স্যাৎ এব পুরুষোত্তমঃ ॥ ৭৭
যে চ যজ্ঞকরা বিপ্রা য ঋত্বিজ ইতি স্মৃতাঃ।
অস্মাদেব পুরা ভূতা বক্ত্রেভ্যঃ শ্রূয়তে তথা ॥
ব্রহ্মাণং প্রথমং বক্ত্রাদুদ্গাতারঞ্চ সামগম্।
হোতারঞ্চ তথাধ্বর্য্যুং বাহুভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ ॥
ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন্তোতারৌ চৈব সর্ব্বশঃ।
মেঢ্রাচ্চ মৈত্রাবরুণং প্রতিষ্ঠাতারমেব চ ॥ ৮০
উদরাৎ প্রতিহর্ত্তারং পোতারঞ্চৈব পার্থিব।
পাণিভ্যামথ চাগ্নীধ্রমুন্নেতারঞ্চ যাজুষম্।
অচ্ছাবাকমথোরুভ্যাং সুব্রহ্মণ্যঞ্চ সামগম্ ॥ ৮১
এবমেবং স ভগবান্ ষোড়শৈতান্ জগৎপতিঃ
স্বয়ম্ভূঃ সর্ব্বযজ্ঞানামৃত্বিজোঽসৃজদুত্তমান্ ॥ ৮২
তদা চৈব মহাযোগী পুরুষো যজ্ঞসংজ্ঞিতঃ।
বেদাংশ্চৈব তথা সর্ব্বে সহাঙ্গোপনিষৎক্রিয়াঃ ॥৮৩
স্বপিত্যেকার্ণবে চৈব যদাশ্চর্য্যমভূৎ পুরা ॥৮৪
শ্রূয়তান্তু তদা বিপ্রো মার্কণ্ডেয়ঃ কুতূহলাৎ।
গীর্ণো ভগবতা তেন কুক্ষাবাসীন্মহামুনিঃ ॥ ৮৫
বহুবর্ষ সহস্রায়ুস্তস্যৈব বরতেজসঃ।
অটংস্তীর্থপ্রসঙ্গেন পৃথিবীতীর্থগোচরঃ।
আশ্রমাণি চ পুণ্যানি দেবতায়তনানি চ ॥ ৮৬
দেশাদ্রাষ্ট্রাণি চিত্রাণি পুরাণি বিবিধানি চ।
জপহোমপরাঃ শান্তাস্তপোভিরমলাঃ স্মৃতাঃ ॥৮৭
মার্কণ্ডেয়স্ততস্তস্য শনৈর্বক্ত্রাদ্বিনির্গতঃ।

জল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মহার্ণব তুল্য মহারাজ্যে মধ্যে সেই হংস তখন নারায়ণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি পদ্মাক্ষ ও বা মহত্, তাঁহাকে অক্ষয় ব্রহ্ম বলা হয়। সেই প্রভু আত্মরূপস্বরূপ তমো দ্বারা তখন আবৃত হন; কিন্তু তিনি সাত্ত্বিক মন গ্রহণ করিয়া যে স্থানে সেই সত্ত্ব সমাহিত করেন, সেই স্থানেই পরম জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি ব্রহ্মার উদ্দেশে সেই সত্ত্ব প্রেরণ করেন। যাহা উপনিষৎসমূহের রহস্য বলিয়া অভিহিত, তাহাও তৎস্থানেই নিহিত করেন। সেই পুরুষ যজ্ঞ এবং পরম নামে পরিকীর্ত্তিত এবং অন্য যাহা পুরুষাখ্য, তাহাও সেই পুরুষোত্তমই। যাঁহারা যজ্ঞকারী বিপ্র, যাঁহারা ঋত্বিক্ বলিয়া অভিহিত, শুনা যায়—তাঁহারাও পূর্ব্বে ইঁহার বক্ত্রাদি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। প্রভু প্রথমে বক্ত্র হইতে ব্রহ্মাসামগ, উদ্গাতা, বাহুদ্বয় হইতে হোতা অধ্বর্য্যু ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও স্তোতা; মেঢ্র হইতে মৈত্রাবরুণ ও প্রতিষ্ঠাতা; উদর হইতে প্রতিহর্ত্তা ও পোতা সৃষ্টি করেন। হে পার্থিব! করদ্বয় হইতে যজুর্ব্বেদী আগ্নীধ্র, উন্নেতা; উরুদ্বয় হইতে অচ্ছাবাক ও সামগ সুব্রহ্মণ্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইরূপে সেই জগৎপতি, ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ষোড়শসংখ্যক, উত্তম সর্ব্বযজ্ঞযাজী ঋত্বিক্ সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বে যজ্ঞাখ্য সেই মহাযোগী পুরুষ অখিল সাঙ্গ বেদ, উপনিষৎ ও ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করিয়া যখন একার্ণবে শয়ন করেন, তখন যে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। ভগবান্ কুতূহলবশে মুনি মার্কণ্ডেয়কে গিলিয়া ফেলিলেন, সেই মহামুনি ভগবানের কুক্ষি-মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। সেই উগ্রতেজা মুনির পরমায়ু বহু সহস্র বৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তিনি তথায় পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেন এবং তীর্থপ্রসঙ্গে বিচরণ করিতে করিতে অনেক পুণ্য আশ্রম, দেবায়তন, দেশ, রাষ্ট্র, বিচিত্র বিবিধপুর, জপহোমপরায়ণ শান্ত ও তপস্যা দ্বারা অমল তপস্বিসমূহ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ৭২—৮৭। অনন্তর একদা মার্কণ্ডেয় সেই বিভুর বক্ত্র হইতে বিনির্গত হইলেন, তিনি দেবমায়ায়

নিষ্ক্রামন্তং ন চাত্মানং জানীতে দেবমায়য়া ॥৮৮
নিষ্ক্রম্য তস্য উদরাদেকার্ণবমথো জগৎ।
সর্ব্বতস্তমসাচ্ছন্নং মার্কণ্ডেয়ো ন বৈক্ষত ॥ ৮৯
তস্যোৎপন্নং ভয়ং তীব্রং ব্যত্যয়ঞ্চাত্মজীবিতম্
দেবদর্শনসংহৃষ্টো বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
মোহচিন্তয়দমোঘাত্মা মার্কণ্ডেয়োঽথ শঙ্কিতঃ ॥
কিন্নু স্যাচ্চিত্তসম্মোহঃ কিন্নু স্বপ্নোঽনুভূয়তে।
ব্যক্তমন্যতমো ভাব এতয়োর্ভবিতা মম ॥ ৯২
ন হি স্বপ্নো হ্যয়ং সত্যযুক্তং যৎ সত্যমর্হতি ॥৯৩
নষ্টচন্দ্রার্কপবনো নষ্টপর্ব্বতভূতলঃ।
কতমঃ স্যাদয়ং লোক ইতি শোকমুপাগতঃ ॥ ৯৪
দদর্শ চাপি পুরুষং স্বপন্তং পর্ব্বতোপমম্।
সলিলেঽর্দ্ধমথো মগ্নং জীমূতমিব সাগরে ॥ ৯৫
তপন্তমিব তেজোভিরামুক্তশশিভাস্করম্।
গাম্ভীর্য্যাৎ সাগরমিব ভাসমানমিবৌজসা ॥৯৬

দেবস্ত্বমিহায়াতঃ কো ভবানিতি বিস্ময়াৎ।
তথৈব চ মুনিঃ কুক্ষিং পুনরেব প্রবেশিতঃ ॥
স প্রবিষ্টঃ পুনঃ কুক্ষিং মার্কণ্ডেয়ঃ সবিস্ময়ম্।
তথৈব চ পুনর্ভূয়ো বিজানন্ স্বপ্নদর্শনম্ ॥৯৮
স তথৈব যথাপূর্ব্বং পৃথিবীমটতে বনম্।
পুণ্যতীর্থজলোপেতং বিবিধাশ্চাশ্রমাণি চ ॥ ৯৯
ক্রতুভির্যজমানাংশ্চ সমাপ্তগুরুদক্ষিণৈঃ।
অপশ্যদ্দেবকুক্ষিস্থান্ যজ্ঞস্থান্ শতশো দ্বিজান্
সদ্বৃত্তমাশ্রিতাঃ সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণপূর্ব্বকাঃ।
চত্বার আশ্রমাঃ সম্যক্ যথাপূর্ব্বং বিলোকিতাঃ
এবং বর্ষশতং সাগ্রং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
চরন্তা পৃথিবী সর্ব্বা তৎকুক্ষৌ হি সমীক্ষ্যতে ॥
ততঃ কদাচিদথ বৈ পুনঃ কুক্ষের্বিনির্গতঃ।
সুপ্তং ন্যগ্রোধশাখায়াং বালমেকং নিরীক্ষ্য চ।
তথৈবৈকার্ণবজলে নীহারেণাবৃতান্তরে।

আপনাকে নিষ্ক্রান্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন না। মার্কণ্ডেয় তাঁহার উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দেখিলেন—জগৎ একার্ণবীভূত ও সকল দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁহার তীব্রভয় উদ্ভূত হইল, তিনি নিজ জীবনের নাশ সম্ভাবনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মার্কণ্ডেয় অমোঘাত্মা, তিনি দেবদর্শনপ্রভাবে হৃষ্ট ও পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া সশঙ্ক চিন্তা করিলেন,—আমার কি মনোমোহ উপস্থিত? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আমার এতন্মধ্যে কোন একটী নিশ্চয় হইয়াছে। ইহা স্বপ্ন নহে,—সত্য; ইহা যুক্তিযুক্ত সত্য। চন্দ্র, সূর্য্য ও পবন বিনষ্ট হইয়াছে; পর্ব্বত ও ভূতল দৃষ্ট হইতেছে না; ইহা কোন্ লোক বুঝিতে না পারিয়া শোকপ্রাপ্ত হইতেছি। মার্কণ্ডেয় এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে এক পর্ব্বতোপম পুরুষকে শয়ান সন্দর্শন করিলেন। সাগরে সেই মেঘোপম পুরুষের শরীরার্দ্ধ নিমগ্ন রহিয়াছে। সেই পুরুষ যেন তেজোদ্বারা জ্বলিত ও সমুদিত শারদশশিদিবাকরবৎ; তিনি গাম্ভীর্য্যে যেন সাগরের ন্যায় এবং তেজোগুণে জ্বলনতুল্য। সেই পুরুষ "দেবদর্শনার্থ এইস্থানে সমাগত আপনি কে?" এই কথা বলিয়া যেন বিস্ময়বশেই পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় মুনি মার্কণ্ডেয়কে কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। মুনি কুক্ষিমধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ সবিস্ময়ে স্বপ্নদর্শনাদি সর্ব্ববিষয় বিদিত হইতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটনপ্রসঙ্গে বন, জলযুক্ত পুণ্যতীর্থ, বিবিধ আশ্রম, সমাপ্তগুরুদক্ষিণ যজ্ঞযাজী ও যজ্ঞলিপ্ত শত শত দ্বিজ, দেবকুক্ষিমধ্যে দর্শন করিলেন। আর দেখিলেন,—ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল সদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ও নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে; এ সকলও তিনি যথাপূর্ব্ব প্রত্যক্ষ করিলেন ।৮৮—১০১। ধীমান্ মার্কণ্ডেয় এইরূপে কিঞ্চিদধিক শত বৎসর সেই পুরুষের কুক্ষিমধ্যে বিচরণ করিয়া তথায় সমগ্র পৃথিবী দর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর মুনি একদা পূর্ব্বের ন্যায় সেই পুরুষের কুক্ষি হইতে নির্গত হইয়া, বটবৃক্ষের শাখায় এক বালককে শয়ান সন্দর্শন করিলেন। এখনও পূর্ব্বের ন্যায় ভূতল একার্ণ-

অব্যক্তক্রীড়িতে লোকে সর্ব্বভূতবিবর্জ্জিতে ॥
স মুনির্বিস্ময়াবিষ্টঃ কৌতূহলসমন্বিতঃ।
বালমাদিত্যসঙ্কাশং ন শক্তোত্যভিবীক্ষিতুম্ ॥
সোঽপ্যচিন্তয়দেকান্তে স্থিত্বা সলিলসন্নিধৌ।
পূর্ব্বদৃষ্টমিদং মেনে শঙ্কিতো দেবমায়য়া ॥১০৬
অগাধে সলিলে শেতে মার্কণ্ডেয়ঃ সবিস্ময়ঃ।
পূর্ব্ববত্তমথো দ্রষ্টুমত্রজত্ত্রস্তলোচনঃ ॥ ১০৭
স তস্মৈ ভগবানাহ স্বাগতো বাল ভো ইতি।
বভাষে মেঘতুল্যেন স্বরেণ পুরুষোত্তমঃ।
মার্কণ্ডেয় ন ভেতব্যামাগচ্ছস্ব মমান্তিকম্ ॥ ১০৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কো নাম্না কীর্ত্তয়তি মাং কুর্ব্বন্ পরিভবং মম।
দিব্যবর্ষসহস্রাখ্যং ধর্ষয়ংশ্চৈব মে বয়ঃ ॥১০৯
ন হ্যেষ চ সদাচারো বেদেষ্বপি মমোচিতঃ।
মাং ব্রহ্মাপি হি সস্নেহো দীর্ঘায়ুরিতি ভাষতে ॥
কস্তপো ঘোরমাসাদ্য মমাদ্য ত্যক্তজীবিতঃ।
মার্কণ্ডেয়েতি মামুক্তা মৃত্যুমীক্ষিতুমর্হসি ॥ ১১১
এবং প্রকুপিতঃ ক্রোধান্মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
তদৈনং ভগবান্ ভূয়ো বভাষে মধুসূদনঃ ॥১১২

শ্রীভগবানুবাচ।

অহন্তে জনকো বৎস হৃষীকেশঃ পিতা গুরুঃ।
আয়ুঃপ্রদাতা পৌরাণঃ কিং মাং ত্বং নোপসর্পসি ॥ ১১৩
মাং পুত্রকামঃ প্রথমং ত্বৎপিতাঙ্গিরসো মুনিঃ।
পূর্ব্বমারাধয়ামাস তপস্তীব্রং সমাশ্রিতঃ ॥ ১১৪
ত্বং দৃষ্ট্বা ঘোরতপসং ত্রিদশোত্তমতেজসম্।
দত্তবাংস্ত্বামহং পুত্রং মহর্ষিমমিতৌজসম্ ॥ ১১৫
কঃ সমুৎসহতে চান্যো যোগিভূতাত্মগাত্মকম্।
দ্রষ্টুমেকার্ণবগতং ক্রীড়ন্তং যোগমায়য়া ॥ ১১৬
ততঃ প্রহৃষ্টহৃদয়ো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।

বীকৃত, আকাশতল নীহারাবৃত ; লোক সকল অব্যক্তক্রীড় ও সর্ব্বভূতবিবর্জ্জিত। মার্কণ্ডেয় বিস্ময়াবিষ্ট ও কৌতূহলান্বিত হইলেন, তিনি দিবাকরদ্যুতি সেই বালককে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। মুনি জলসমীপে একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ; পরন্তু ইহা তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট জানিয়াও দেবমায়ায় শঙ্কিত হইলেন। অনন্তর মার্কণ্ডেয় সবিস্ময়ে সেই অগাধসলিলশায়ী বালককে দর্শন করিবার জন্য ত্রস্তলোচনে পূর্ব্ববৎ তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। ভগবান্ তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বাল! তোমার শুভাগমন ত? অতঃপর পুরুষোত্তম মেঘতুল্য গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—হে মার্কণ্ডেয়! ভয় করিও না, আমার সমীপে আগমন কর। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—আমার আয়ুষ্কাল দিব্য সহস্র বৎসর, কে আমার সেই দীর্ঘায়ুক্ততায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে পরাভূত করিয়া নামোচ্চারণপূর্ব্বক আমায় ডাকিতেছে? ইহা শিষ্টাচার নহে, দেবতারাও আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন না; ব্রহ্মাও আমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া সস্নেহে সম্ভাসণ করেন। কিন্তু কে তুমি কঠোরতপ? আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া জীবনত্যাগে উদ্যত হইয়াছ? অদ্য তুমি মৃত্যুদর্শনের যোগ্য। যখন মহামুনি মার্কণ্ডেয় এইরূপে ক্রোধে ক্ষোভিত হইলেন, তখন ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান বলিলেন, —হে বৎস! আমি হৃষীকেশ, তোমার জনক, পিতা ও গুরু; আমি আয়ুঃপ্রদাতা ও পৌরাণিক, তুমি কি আমায় জানিতে পারিতেছ না। পূর্ব্বে প্রথমে তোমার পিতা মুনি আঙ্গিরস পুত্রকাম হইয়া তীব্র তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তোমার পিতাকে কঠোরতপা দেখিয়া আমি তোমাকে তাঁহার পুত্ররূপে অর্পণ করি! তুমি দেবতা হইতে উত্তম তেজঃসম্পন্ন অমিতৌজা মহর্ষি।১০২—১১৫। আমি জীবাত্মসমূহের সমষ্টি, উহারা আমাতেই পর্য্যবসিত হয়; সেই আমি সম্প্রতি যোগমায়া প্রভাবে একার্ণব হইয়া ক্রীড়া করিতেছি। এ হেন আমাকে তুমি ব্যতীত আর অন্য কে, দর্শন করিতে সমর্থ হয়? এই কথা শুনিয়া

হৃষ্টি বদ্ধাঞ্জলিপুটো মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ॥১১৭
নামগোত্রে তু সম্প্রোচ্য দীর্ঘায়ুর্লোকপূজিতঃ।
তস্মৈ ভগবতে ভক্ত্যা নমস্কারমথাকরোৎ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইচ্ছামি তত্ত্বতো জ্ঞাতুমিমাং মায়াং তবানঘ।
যদেকার্ণবমধ্যস্থঃ শেষে ত্বং বালরূপবান্ ॥১১৯
কিংসংজ্ঞশ্চৈব ভগবান্ লোকে বিজ্ঞায়সে প্রভো।
তর্কয়েহহং মহাত্মানং কো হ্যন্যঃ স্থাতুমর্হসি ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
অহং নারায়ণো ব্রহ্মন্ সর্ব্বভূতবিনাশনঃ।
অহং সহস্রশীর্ষাস্যঃ সহস্রপদসংযুতঃ ॥ ২২১
আদিত্যবর্ণঃ পুরুষো মুখে ব্রহ্মময়ো হ্যহম্।
অহমগ্নির্হব্যবহঃ সপ্তসপ্তিভিরন্বিতঃ ॥ ১২২
অহমিন্দ্রপদাং শক্র ঋতূনাং পরিবৎসরঃ।
অহং যোগিষু সাংখ্যাখ্যো যুগান্তাবর্ত্ত এব চ ॥
অহং সর্ব্বাণি সত্ত্বানি দৈবতান্যখিলানি চ।
ভুজগানামহং শেষস্তার্ক্ষ্যোঽহং সর্ব্বপক্ষিণাম্
কৃতান্তঃ সর্ব্বভূতানাং বিজ্ঞেয়ঃ কালসংজ্ঞিতঃ।
অহং ধর্ম্মস্তপশ্চাহং সর্ব্বাশ্রমনিবাসিনাম্ ॥ ১২৫
অহং দয়াপরো ধর্ম্মঃ ক্ষীরোদোঽহং মহার্ণবঃ।
যৎসত্যং তৎপরং যেক অহমেব প্রজাপতিঃ ॥
অহং সাংখ্যমহং যোগো হ্যহং তৎপরমং পদম্
অহমিজ্যা ক্রিয়া চাহমহং বিদ্যাধিপঃ স্মৃতঃ ॥
অহং জ্যোতিরহং বায়ুরহং ভূমিরহং জলম্।
আকাশোঽহং সমুদ্রাশ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ ॥
অহং বর্ষমহং সোমঃ পর্জ্জন্যোঽহমহং রবিঃ।
অহং পুরাণং পরমং তথৈবাহং পরায়ণম্ ॥১২৯
ভবিষ্যে চাপি সর্ব্বত্র ভাবিষ্যৎ সর্ব্বসংগ্রহঃ ॥
যৎকিঞ্চিৎ পশ্যসে বিপ্র যচ্ছৃণোষি চ কিঞ্চন।
যচ্চানুভবসে লোকে তৎসর্ব্বং মামনুস্মর ॥১৩১
বিশ্বং সৃষ্টং ময়া পূর্ব্বং সৃজেঽদ্যাপি চ পশ্য মাম্
যুগে যুগে চ রক্ষামি মার্কণ্ডেয়াখিলং জগৎ ॥
তদেতৎ কথিতং সর্ব্বং মার্কণ্ডেয়াবধারয়।
শুশ্রূষুরপি ধর্ম্মেষু কুক্ষৌ চর সুখং মম ॥ ১৩৩
মম ব্রহ্মা শরীরস্থো দেবাশ্চ ঋষিভিঃ সহ।

মহাতপা মার্কণ্ডেয়ের হৃদয় প্রহৃষ্ট ও বিস্ময়ে লোচন উৎফুল্ল হইল, সেই দীর্ঘায়ু লোকপূজিত মুনি তখন মস্তকে হস্তদ্বয় আবদ্ধ করিয়া নাম গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক সেই ভগবান্‌কে ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ভগবানের নাম কি? হে প্রভো! আপনি লোকে কি নামে পরিচিত? আমার বিতর্ক এই যে, অন্য কোন মহাত্মা ভগবান্ নামে আছেন কি? শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বভূতবিনাশন নারায়ণ। আমার সহস্র মস্তক, সহস্র মুখ ও আমি সহস্র-পদযুক্ত; আমি যজ্ঞবিষয়ে আদিত্যবর্ণ পুরুষ, ব্রহ্মময়, সপ্তশিখা সমন্বিত হব্যবহ অগ্নি; আমিই ইন্দ্রপদাভিষিক্তগণের মধ্যে শক্র ও ঋতু প্রভৃতি কালবিভাগসমূহ মধ্যে আমিই পরিবৎসর; যোগ সকলের মধ্যে আমি সাংখ্যনামক যোগ এবং যুগান্তের আবর্ত্ত। আমি অখিল সত্ত্ব ও দৈবত; ভুজগগণের মধ্যে আমি শেষ, পক্ষিগণ মধ্যে গরুড়, ও সর্ব্বপ্রাণীর কাল নামক কৃতান্ত; আমি আশ্রম-বাসিগণের ধর্ম্ম ও তপস্যা, আমি দয়ানামক প্রধান ধর্ম্ম ও মহার্ণব ক্ষীরোদ; যাহা সত্য পরম ও অদ্বিতীয় তাহা আমি; আমি প্রজা-পতি, আমি সাংখ্য, আমি যোগ আর সেই পরম পদও আমি। আমি যজ্ঞ, ক্রিয়া, বিদ্যা-ধিপ, জ্যোতি, বায়ু, ভূমি, জল, আকাশ, সমুদ্র, নক্ষত্র, দশদিক্, বর্ষ, সোম, পর্জ্জন্য এবং সূর্য্য। আমি পরম পুরাণ, পরায়ণ এবং ভবিষ্যেরও নিখিল ভবিষ্যৎ সংগ্রহ আমি। হে বিপ্র! যাহা কিছু দেখিতেছ বা শুনিতেছ আর লোকে যাহা অনুভব কর, তাহা আমাকেই বুঝিবে।১১৬—১৩১। আমি পূর্ব্বে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলাম, আজও করিতেছি, আমাকে অবলোকন কর। হে মার্কণ্ডেয়! আমি যুগে যুগে অখিল জগৎ রক্ষা করিয়া থাকি। তাহাই এই তোমার নিকট কথিত হইল, অবধারণ কর। তুমি ধর্ম্মশ্রবণেচ্ছু, আমার কুক্ষিতে সুখে বিচরণ কর। ব্রহ্মা ও দেবগণ ঋষি-

ব্যক্তমব্যক্তযোগং মামবগচ্ছ মুররিপুম্ ॥১৩৪
অহমেকাক্ষরো মন্ত্রস্ত্র্যক্ষরশ্চ পিতামহঃ।
পরস্ত্রিবর্গ ওঙ্কারঃ পরমাত্মপ্রদর্শনঃ ॥ ১৩৫
এবমাদি পুরাণঞ্চ বদতে মাং মহামতে।
বক্ত্রং যাতো ভগবতো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥
ততো ভগবতঃ কুক্ষিং প্রবিষ্টো মুনিসত্তমঃ।
তস্য সম্মুখমেকান্তে শুশ্রূষুর্হংসমব্যয়ম্ ॥ ১৩৭
যদক্ষয়ং বিবিধমুপাশ্রিতস্ত ত-
মহার্ণবে ব্যপগতচন্দ্রভাস্করে।
শনৈশ্চরন্ প্রভুরথ হংসংসজ্ঞিতঃ
সৃজন্ জগদ্বিহরতি কালপর্য্যয়ে ॥ ১৩৮
অথ চৈবং শুচির্ভূত্বা বরয়ামাস বৈ তপঃ।
ছাদয়িত্বাত্মনো দেহং পয়সাম্বুজসম্ভবঃ ॥ ১৩৯
ততো মহাত্মাতিবলো মর্ত্ত্যলোকবিসর্জ্জনে।
মহতাঞ্চৈব ভূতানাং বিশ্বো বিশ্বমচিন্তয়ৎ ॥ ১৪০
তস্য চিন্তয়মানস্য নিয়তে সংস্থিতেঽর্ণবে।
নিরাকাশে তোয়ময়ে সূক্ষ্মে জগতি সঙ্ক্ষয়ে।
ঈশঃ সংক্ষোভয়ামাস সোঽর্ণবং সলিলং গতঃ
অথান্তরাদপাং সূক্ষ্মমথ চ্ছিদ্রমভূৎপুরা।
শব্দং প্রতি ততো ভূতো মারুতশ্ছিদ্রসম্ভবঃ ॥
সংলব্ধান্তরসংক্ষোভো ব্যবর্দ্ধত সমীরণঃ।
নভস্বতা বলবতা বেগাদ্বিক্ষোভিতোঽর্ণবঃ ॥
তস্যার্ণবস্য ক্ষুব্ধস্য তস্মিন্নম্ভসি মধ্যতঃ।
কৃষ্ণবর্ত্মা সমভবৎ প্রভুর্বৈশ্বানরো মহান্ ॥ ১৪৪
ততঃ সংশোষয়ামাস পাবকঃ সলিলং বহু।
সমস্তজলধিশ্ছিদ্রমভবদ্বিস্তৃতং নভঃ ॥ ১৪৫
আত্মতেজোভবাঃ পুণ্যা আপোঽমৃতরসোপমাঃ
আকাশং ছিদ্রসম্ভূতং বায়ুরাকাশসম্ভবঃ ॥১৪৬
অথ সংঘর্ষসম্ভূতং পাবকঞ্চাস্য সম্ভবম্।
দৃষ্ট্বা পিতামহো দেবো মহাভূতবিভাবনঃ ॥১৪৭
দৃষ্ট্বা ভূতানি ভগবান্ লোকসৃষ্ট্যর্থমুত্তমম্।
ব্রহ্মণো জন্মসহিতং বহুরূপো হ্যচিন্তয়ৎ ॥ ১৪৮

সমূহের সহিত আমার শরীরে বাস করেন। আমাকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত যোগ বলিয়া জানিবে; আমি মুররিপু, একাক্ষর ও ত্র্যক্ষর মন্ত্র, পিতামহ, পরমাত্মপ্রদর্শন পরম ত্রিবর্গ ওঙ্কার। হে মহামতে! এইরূপে লোকে আমাকে আদি ও পুরাণ বলে। অতঃপর মহামুনি মার্কণ্ডেয় বক্ত্রপথে ভগবানের কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুনিসত্তম তাঁহার সম্মুখে একান্তে থাকিয়া যাহা অক্ষয় ও অখিলের আশ্রয়, সেই অব্যয় 'হংস' শ্রবণে অভিলাষী হইলেন। সেই বিপর্য্যয়ে চন্দ্র ও সূর্য্য ছিল না, তৎকালে হংসাখ্য প্রভু জগৎ সৃষ্টি করিতে করিতে মহার্ণবে মন্দ মন্দ বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর পদ্মযোনি ব্রহ্মা শুচি হইয়া জল দ্বারা নিজদেহ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তার পর সেই অতিবল মহাত্মা বিরাট ব্রহ্মা মর্ত্ত্যলোক-সৃষ্টিতে অভিলাষ করিয়া মহাভূতের সমষ্টি বিশ্বের স্মরণ করিলেন। তখন অখিল জগৎ তোয়ময় ও নিরাকাশ, জগৎ নিয়ত অর্ণব মধ্যে থাকিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত ও সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মা চিন্তা করিবামাত্র প্রভু ক্ষুভিত হইলেন, জগদ্ব্যাপী সলিল অর্ণবে পতিত হইতে লাগিল। তখন জলের মধ্যে এক সূক্ষ্ম ছিদ্র হইল, সেই ছিদ্র হইতে সশব্দে বায়ু উদ্ভূত হইল, সেই সমীরণ অন্তঃসংক্ষুব্ধ হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই বলবান্ বায়ু বেগ দ্বারা অর্ণব বিক্ষোভিত করিল, সেই মথিত ক্ষুব্ধ অম্বির জলে এক মহা অনল উত্থিত হইল, ইনিই অনাদি প্রভু বৈশ্বানর। ১৩২—১৪৪। অনন্তর ঐ অনল বহু জল শোষণ করিল, সমস্ত জলধি ছিদ্র যুক্ত হইয়া বিস্তৃত আকাশে পরিণত হইল। তখন আত্মতেজোভব অমৃতরসোপম বারি সমুদ্ভূত হইল। জলচ্ছিদ্র আকাশে পরিণত হইলে সেই আকাশ হইতে সমীরণ সমুদ্ভূত হইল; তারপর আকাশ ও বায়ুর সংঘর্ষে প্রাদুর্ভূত পাবক প্রত্যক্ষ করিয়া এবং ভূত সকল দেখিতে পাইয়া ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরন্তু বহুরূপ ভগবান্ সৃষ্টিবিস্তার জন্য ব্রহ্মার জন্ম বিষয়ে চিন্তা করিলেন।

চতুর্যুগানাং সংখ্যাস্তং সহস্রং যুগপর্য্যয়ে।
যৎপৃথিব্যাং দ্বিজেন্দ্রাণাং তপসা ভাবিতাত্মনাম্
বহুজন্মবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মণো হরিরুচ্যতে।
জ্ঞানং দৃষ্ট্বা তু বিশ্বাত্মা যোগিনাং যাতি
যোগ্যতাম্ ॥ ১৫০

তং যোগবন্তং বিজ্ঞায় সম্পূর্ণৈশ্বর্য্যমুত্তমম্।
পদে ব্রহ্মণি বিশ্বস্য স্বযোজয়ত যোগবিৎ ॥১৫১
ততস্তস্মিন্ মহাতোয়ে মহেশো হরিরচ্যুতঃ।
জলক্রীড়াঞ্চ বিধিবৎ স চক্রে সর্ব্বলোককৃৎ ॥
পদ্মং নাভ্যুদ্ভবং চৈকং সমুৎপাদিতবাংস্ততঃ।
সহস্রপর্ণং বিরজং ভাস্করাভং হিরণ্ময়ম্ ॥ ১৫৩

হুতাশনজ্বলিতশিখোজ্জ্বলপ্রভং
সমুত্থিতং শরদমলার্কতেজসম্।
বিরাজতে কমলমুদারবর্চ্চসং
মহাত্মনস্তনুরুহচারুশৈবলম্ ॥ ১৫৪

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে পদ্মপ্রাদুর্ভাবো নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ।

অথ যোগবতাং শ্রেষ্ঠমসৃজদ্ভূরিবর্চ্চসম্।
স্রষ্টারং সর্ব্বলোকানাং ব্রহ্মাণং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১
তস্মিন্ হিরণ্ময়ে পদ্মে বহুযোজনবিস্তৃতে।
সর্ব্বতেজোগুণময়ে পার্থিবৈর্লক্ষণৈর্বৃতে ॥ ২
তচ্চ পদ্মং পুরাভূতং পৃথিবীরূপমুত্তমম্।
নারায়ণসমুদ্ভূতং প্রবদন্তি মহর্ষয়ঃ ॥ ৩
যৎপদ্মং সা রসা দেবী পৃথিবী পরিকথ্যতে।
যে পদ্মকেসরা মুখ্যাস্তান্ দিব্যান্ পর্ব্বতান্ বিদুঃ
হিমবন্তঞ্চ নীলঞ্চ মেরুং নিষধমেব চ।
কৈলাসং শৃঙ্গবন্তঞ্চ তথান্যং গন্ধমাদনম্ ॥ ৫
পুণ্যং ত্রিশিখরঞ্চৈব কান্তং মন্দরমেব চ।
উদারং পিঞ্জরঞ্চৈব বিন্ধ্যমস্তঞ্চপর্ব্বতম্ ॥ ৬
এতএব গণানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
আশ্রয়াঃ পুণ্যশীলানাং সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ ॥ ৭
এতেষামন্তরে দ্বীপো জম্বুদ্বীপ ইতি স্মৃতঃ।

চারিসহস্র যুগের অবসানে যুগবিপর্য্যয় হয়, তখন পৃথিবীতে ভাবিতাত্মা দ্বিজেন্দ্রগণের মধ্যে বহুজন্মের তপস্যায় যিনি বিশুদ্ধাত্মা হইয়াছেন এবং যোগিগণের মধ্যে যাঁহার অদ্বিতীয় যোগ্যতা জন্মিয়াছে, যোগবিৎ বিশ্বাত্মা হরি তাঁহাকে ব্রহ্মার উপযুক্ত জানিয়া তথাবিধ যোগবান্ পূর্ণৈশ্বর্য্যযুক্ত উত্তম পুরুষকে বিশ্বের ব্রহ্মার পদে নিয়োগ করেন। অনন্তর সর্ব্বলোককারী অচ্যুত মহেশ হরি সেই মহার্ণবে যথাবিধি জলক্রীড়া করিয়া নাভি হইতে এক পদ্ম সৃষ্টি করেন। সেই পঙ্কজ নির্ম্মল, সহস্রপত্রযুক্ত, সূর্য্যাভ ও হিরণ্ময়। জ্বলিত হুতাশনশিখার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়, এবং শরৎকালীন অমল অর্কতেজের ন্যায় সমুত্থিত সেই পদ্ম, সেই মহাত্মা নারায়ণের গাত্রের মনোহর শৈবালের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১৪৫—১৫৪।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯

চত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ সেই বহু যোজন বিস্তৃত সর্ব্বতেজোগুণযুক্ত পার্থিব লক্ষণান্বিত হিরণ্ময় পদ্মে যোগিগণের শ্রেষ্ঠ সর্ব্বতোমুখ সর্ব্বলোকস্রষ্টা বিপুলতেজা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। মহর্ষিগণ বলেন,—ঐ পদ্মই পূর্ব্বে অত্যুত্তম উর্ব্বীরূপে পরিণত হইয়াছিল। আর ইহাও কথিত হয় যে,—যাহা পদ্ম, তাহাই রসারূপিণী দেবী পৃথিবী। পদ্মের যাহা প্রধান কেশর, তাহা দিব্য পর্ব্বত। যথা—হিমালয়, নীল, মেরু, নিষধ, কৈলাস, শৃঙ্গবান্, গন্ধমাদন, পবিত্র ত্রিশিখর, কমনীয় মন্দার, উদার পিঞ্জর, বিন্ধ্য ও অস্তাচল। এই সকল শৈল মহাত্মা পুণ্যশীল সিদ্ধগণের আশ্রয় ও সর্ব্বকামফলপ্রদ। ১—৭। ইহাদের মধ্যস্থানে জম্বুদ্বীপ নামক দ্বীপ বিদ্যমান, এই দ্বীপের সংস্থান যাগভূমি যাহা অপ্রমেয় অর্থাৎ যে যে স্থানে যজ্ঞক্রিয়া অনু-

জম্বুদ্বীপস্য সংস্থানং যাজ্ঞীয়া যত্র চ ক্রিয়াঃ ॥ ৮
তেভ্যো যদ্দ্রবতে তোয়ং দিব্যামৃতরসোপমম্‌
দিব্যতীর্থশতাধারাঃ সরস্যঃ সর্ব্বতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯
যাস্তেতানীহ পদ্মস্য কেশরাণি সমন্ততঃ।
অসংখ্যেয়া পৃথিব্যাস্তে বিবিধাশ্চৈব পর্ব্বতাঃ ॥
যানি পর্ণানি পদ্মস্য ভূরি পূর্ব্বাণি পার্থিব।
তে দুর্গমাঃ শৈলচিতা ম্লেচ্ছদেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
যাম্বধোভাগপত্রাণি তানি বাসাস্ত ভাগশঃ।
দৈত্যানামসুরাণাঞ্চ পন্নগানাঞ্চ পার্থিব ॥ ১২
তেষাং মধ্যেহন্তরং যত্তু তদ্রসাতলসংজ্ঞিতম্‌।
মহাপাতককর্ম্মাণো মজ্জন্তে যত্র মানবাঃ।
চতুর্দ্দিশাসু সংখ্যাতাশ্চত্বারঃ সলিলাকরাঃ ॥১৩
এবং নারায়ণস্যার্থে মহী পুষ্করসম্ভবা।
প্রাদুর্ভাবোহপ্যয়ং তস্মান্নাম্না পুষ্করসংজ্ঞিতঃ ॥
এতস্মাৎ কারণাদ্‌যজ্ঞে পুরাণৈঃ পরমর্ষিভিঃ।
যজ্ঞিয়ৈর্ব্বেদদৃষ্টৈস্তৈর্যজ্ঞৈর্যূপচিতিঃ কৃতা ॥ ১৫

এবং ভগবতা তেন বিশ্বং ব্যাপ্য ধরাচিতা।
পর্ব্বতানাং নদীনাঞ্চ রচনা চৈব নির্ম্মিতা ॥ ১৬
বিশ্বস্য যশ্চাপ্রতিমপ্রভাবঃ
প্রভাকরাভো বরুণোহগ্নিতুল্যাভিঃ।
শনৈঃ স্বয়ম্ভূর্জ্জগৎ সুসুপ্তঃ
জগন্ময়ঃ পদ্মনিধিং মহার্ণবে ॥ ১৭
বিঘ্নস্তপসি সম্ভূতো মধুর্নাম মহাসুরঃ।
তেনৈব চ সহোদ্ভূতো হ্যসুরো নাম কৈটভঃ।
তৌ রজস্তমসোদ্ভূতে সম্ভূতৌ তামসৌ গণৌ
একার্ণবং জগৎ সর্ব্বং ক্ষোভয়েতাং মহাবলৌ
দিব্যরক্তাম্বরধরৌ শ্বেতদীপ্তোগ্রদংষ্ট্রিণৌ।
কিরীটমকুটোদগ্রৌ কেয়ূরবলয়োজ্জ্বলৌ ॥ ২০
মহাবিবৃততাম্রাক্ষৌ পীনোরস্কৌ মহাভুজৌ।
মহাগিরেঃ সংহননৌ জঙ্গমাবিব পর্ব্বতৌ ॥ ২১
নবমেঘপ্রতীকাশাবাদিত্যপ্রতিমাননৌ।
বিপুলাভোগকেয়ূরকরাভ্যামতিভীষণৌ ॥ ২২

ষ্ঠিত হইয়াছে, সেই ভূমিই জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত। সেই সকল যজ্ঞস্থান হইতে যে সকল অমৃতরসোপম বারিধারা ক্ষরিত হইয়াছে, তাহাই শত শত দিব্য তীর্থের আধার সরসীরূপে স্মৃত হইয়া থাকে। এই পদ্মের যাহা চতুর্দ্দিকের সাধারণ অসংখ্য কেশর, পৃথিবীতে তাহারাও অন্যান্য বিবিধ পর্ব্বত। হে পার্থিব! যাহা পদ্মের অভ্যন্তর পত্র, তাহা বহু শৈল সমন্বিত দুর্গম ম্লেচ্ছ দেশ। হে নৃপ! যাহা পদ্মের বহির্ভাগস্থিত পত্র, উহা বিভাগক্রমে দৈত্য, অসুর ও পন্নগগণের বাসস্থান। আর ঐ সকল পত্রের যাহা মধ্যসন্ধি, তাহার নাম রসাতল, মহাপাতককারী মানবগণই এইস্থানে নিমজ্জিত হয়। এই পদ্মের চতুর্দ্দিকে চারিটী সাগর বিরাজিত। নারায়ণের অভিপ্রায়ে এইরূপে পুষ্কর হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, এই পুষ্কর নামক স্থানও তাহা হইতে প্রাদুর্ভূত; আর এই কারণেই পুরাণ পরমর্ষিগণ বেদবোধিত যজ্ঞানুষ্ঠান ও যজ্ঞীয় যূপদ্বারা এই স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপেই সেই

ভগবান্ বিশ্বব্যাপ্ত ধরার বিধান এবং পর্ব্বত ও নদীর রচনা করিয়াছেন। বিশ্বে যিনি অপ্রতিমপ্রভাব, সূর্য্য ও বরুণতুল্য যাঁহার কান্তি, যিনি সহসা সুষুপ্ত জগৎকে সৃষ্টি করেন, সেই স্বয়ম্ভু জগন্ময় মহার্ণবে ঐ পদ্মনিধির রচনা করিয়াছিলেন। একদা তপস্যার মহাবিঘ্ন মধুনামক অসুর সমুৎপন্ন হইল, তৎকালে তাহার সহিত কৈটভনামেও এক অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা রাজস ও তামস গুণজাত হইলেও একবারে তমোময় হইয়া গিয়াছিল। ঐ মহাবল অসুরদ্বয় একার্ণবকালে সমগ্র জগৎ ক্ষোভিত করিয়াছিল। তাহাদের পরিধানে দিব্য রক্তাম্বর, দশনসমূহ শ্বেত দীপ্ত ও উগ্র, মস্তক কিরীট ও মুকুটে উদগ্র এবং তাহারা কেয়ূরবলয়ে উজ্জ্বল; তাহাদের নয়ন তাম্রাভ ও মহা বিবৃত, বক্ষ স্থূল, বাহুদ্বয় বিশাল এবং শরীর সচল মহাশৈলের ন্যায়। ৮—২১। নব মেঘনিভ সেই দানবদ্বয়ের বদন আদিত্যপ্রতিম, বিপুলাভোগ কেয়ূরযুক্ত করদ্বয়ে তাহারা অতি

পাদসঞ্চারবিন্যাসৈর্বিক্ষিপন্তাবিবার্ণবম্।
কম্পয়ন্তৌ হ'রমিব শয়ানং মধুসূদনম্॥২৩
তৌ তত্র বিচরন্তৌ তু পুষ্করে বিশ্বতোমুখৌ।
যোগিনাং শ্রেষ্ঠমত্যন্তং দীপ্তং দদৃশতুস্তদা॥ ২৪
নারায়ণসমাজ্ঞাতং সৃজন্তমখিলাঃ প্রজাঃ।
দৈবতানি চ বিশ্বানি মানসাংশ্চ সুতানৃষীন্॥২৫
ততস্তাবূচতুস্তত্র ব্রহ্মাণমসুরোত্তমৌ।
দৃষ্টৌ রুরুৎসূ সংক্রুদ্ধৌ ক্রোধব্যাকুলিতেক্ষণৌ
কস্ত্বং পুষ্করমধ্যস্থঃ সিতোষ্ণীষশ্চতুর্ভুজঃ।
আবামগণয়ন্মোহাদাস্সে ত্বং বিগতস্পৃহঃ॥২৭
এহ্যাগচ্ছাবয়োর্যুদ্ধং দেহি ত্বং কমলোদ্ভব।
আবাভ্যাং পরমেশাভ্যামশক্তঃ স্থাতুমর্ণবে॥২৮
তত্র কশ্চ ভবেদ্বুভ্যাং যেন চাত্র নিয়োজিতঃ।
কঃ স্রষ্টা কশ্চ তে গোপ্তা কেন নাম্নাভিধীয়তে
ব্রহ্মোবাচ।
ঈশ্বরঃ প্রোচ্যতে লোকে বিষ্ণুশ্চানন্তশক্তিধৃক্
তৎসকাশাত্তু জাতং মাং স্রষ্টারমবগচ্ছতম্।
মধুকৈটভাবূচতুঃ।
নাবয়োঃ পরমং লোকে কিঞ্চিদস্তি মহামুনে।
আবাভ্যাং চ্ছাদ্যতে বিশ্বং তমসা রজসা চ বৈ
রজস্তমোময়াবাবামৃষীণামতিলঙ্ঘিনৌ।
ধর্ম্মশীলং চ্ছাদয়ন্তৌ নাশকৌ সর্ব্বদেহিনাম্॥৩২
আবাভ্যাং যুজ্যতে লোকো দুস্তরাভ্যাং যুগে যুগে।
আবামর্থশ্চ কামশ্চ যজ্ঞঃ সর্ব্বপরিগ্রহঃ॥ ৩৩
সুখং যত্র মদো যত্র যত্র শ্রীঃ কীর্ত্তিরেব চ।
যেষাং যৎকাঙ্ক্ষিতং কিঞ্চিত্তত্তদাবাং বিচিন্তয়॥
ব্রহ্মোবাচ।
আবাভ্যাং সংহতৌ দৃষ্টৌ যুবাং পূর্ব্বং পরাজিতৌ।
তং সমাধায় গুণিনং সত্ত্বধাম্নিং সমাশ্রিতঃ॥৩৫
যঃ পরো যোগযুক্তাত্মা যোঽক্ষরঃ সত্ত্বমেব চ।
রজসস্তমসশ্চৈব যঃ স্রষ্টা বিশ্বসম্ভবঃ॥ ৩৬

ভীষণ। তাহারা পাদবিন্যাসে যেন অর্ণবকে বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রসুপ্ত সিংহের ন্যায় শয়ান মধুসূদনকে কম্পিত করিয়াছিল। একদা তাহারা পুষ্করের সকলদিকে বিচরণ করিতেছিল, দেখিল,—অত্যন্ত কান্তিযুক্ত যোগিবর ব্রহ্মা নারায়ণের আদেশে অখিল দেবতা ও মানস তনয় মরীচি ঋষিপ্রমুখ অখিল প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন। তখন দুষ্ট ক্রুদ্ধ ক্রোধাকুলিতলোচন সমরাভিলাষী অসুরসত্তম মধু ও কৈটভ তাঁহাকে কহিল,—শ্বেতোষ্ণীষধারী চতুর্ভুজ পদ্মমধ্যস্থ কে তুমি মোহবশে আমাদিগকে গণনা না করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছ? তুমি বিগতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে আগমন কর। হে কমলোদ্ভব! আমাদিগকে যুদ্ধ দাও। আমরা পরমেশ, আমাদিগকে ছাড়িয়া কেহ এ অর্ণবে থাকিতে অশক্ত; তোমাকে যে নিয়োগ করিয়াছে, সে কোথায়? তোমার স্রষ্টা ও রক্ষক কে? আর তুমি কি নামে পরিচিত? ব্রহ্মা বলিলেন,—যিনি লোকে অনন্তশক্তিধারী ঈশ্বর বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত, তাঁহার নাভি হইতে আমি জন্মিয়াছি, আমাকে স্রষ্টা বলিয়া অবগত হও। মধু ও কৈটভ কহিল,—হে মহামুনে! লোকে আমাদিগের উপর কেহ নাই, আমরা তম ও রজোগুণদ্বারা জগৎ আচ্ছাদিত করিয়াছি। আমাদের একজন রজ ও অপর জন তম; আমরা ঋষিগণের অতিক্রমকারী। আমরা ধর্ম্মশীলকে আবৃত ও অন্য দেহিগণকে নিহত করি; যুগেযুগেই মাদৃশ দুস্তরব্যক্তি লোকে উল্লিখিত কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহলোকে যেখানে অর্থ, কাম, যজ্ঞ, সর্ব্ববিধ পরিগ্রহ, সুখ, মদ, শ্রী, কান্তি এবং যাহাদিগের যাহা অভীষ্ট —জানিবে সে সমস্তই আমরা।২২-৩৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিষ্ণু ও আমি যথাক্রমে সত্ত্ব ও রজ, আমাদের সহিত মিলিত হইয়া তোমরা পূর্ব্বেই পরাজিত হইয়াছ। আমিও সেই বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া গুণী অর্থাৎ রজোবহুল হইয়াও সত্ত্বপ্রধান হইয়াছি। যিনি পরম যোগযুক্তাত্মা, অক্ষয় ও সত্ত্ব, যিনি রজ ও তমোগুণের স্রষ্টা, বিশ্ব যাঁহা হইতে সম্ভূত, এবং যাঁহা

ততো ভূতানি জায়ন্তে সাত্ত্বিকানীতরাণি চ।
স এব যুবয়োর্নাশং বাসুদেবঃ করিষ্যতি ॥ ৩৭
শয়ন্নেব ততো দেবো বহুযোজনবিস্তৃতৌ।
বাহূ নারায়ণো ব্রহ্ম কৃতবানাত্মমায়য়া ॥ ৩৮
কৃষ্যমাণৌ ততস্তস্য বাহুভ্যাং বাহুশালিনৌ।
চেরতুস্তৌ বিগলিতৌ শকুনাবিব পীবরৌ ॥ ৩৯
ততস্তাবাহতুর্গত্বা বাসুদেবং সনাতনম্।
পদ্মনাভং হৃষীকেশং প্রণিপত্য নতাবুভৌ ॥ ৪০
জানীবস্ত্বাং বিশ্বযোনিং ত্বামেকং পুরুষোত্তমম্
আবয়োশ্চৈব হেতুং ত্বাং জানন্তৌ বুদ্ধিকারণম্
অমোঘদর্শনং সত্যং যতস্ত্বাং বিদ্ম শাশ্বতম্ ॥৪২
ততস্ত্বামভিতো দেব কাঙ্ক্ষাবঃ প্রসমীক্ষিতুম্
অমোঘদর্শনোঽসি ত্বং নমস্তে সমিতিঞ্জয় ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ।

কিমর্থং মামনুক্রাথ যুবামসুরসত্তমৌ।
গতায়ুষ্কৌ যুবাং ভূয়স্তহো জীবিতুমিচ্ছথঃ ॥৪৪

মধুকৈটভাবুচতুঃ।

যস্মিন্ন কশ্চিন্মৃতবান্ দেব তস্মিন্ বধং প্রভো
ইচ্ছাবঃ পুত্রতাঞ্চৈব ভবতঃ সুমহাতপঃ ॥ ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ।

যুবয়োর্বাঢ়মেতৎ স্যাৎ ভবিষ্যে কলিসম্ভবে।
ভবিষ্যথো ন সন্দেহঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বাম্
বরং প্রদায়াথ মহাসুরাভ্যাং
সনাতনো বিশ্বধরঃ সুরোত্তমঃ।
রজস্তমোজৌ তু তদাঞ্জনোপমৌ
মমর্দ্দ তাবূরুতলেঽমরপ্রভুঃ ॥ ৪৭
স্থিত্বা তস্মিংস্তু কমলে ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
ঊর্দ্ধবাহুর্মহাতেজাস্তপো ঘোরং সমাশ্রিতঃ ॥৪৮
প্রজ্বলন্নিব তেজোভির্ভাভিঃ স্বাভিস্তমোনুদঃ।
বভাসে স তু ধর্ম্মাত্মা সহস্রাংশুরিবাংশুভিঃ।
অথান্যদ্রূপমাস্থায় প্রভুর্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।

হইতে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভূতনিবহ জন্মিয়া থাকে, সেই বাসুদেব তোমাদের বিনাশ করিবেন। অনন্তর নারায়ণ নিদ্রিতাবস্থায়ই আত্মমায়া দ্বারা বাহুদ্বয় বহুযোজন বিস্তৃত করিলেন; তারপর বিস্তৃত বাহুদ্বারা সেই বিশাল বাহুশালী অসুরদ্বয়কে আকর্ষণ করিয়া লইলেন; তাহারাও তাঁহার বাহু হইতে বিগলিত হইয়া স্থূলকায় শকুনের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা সনাতন বাসুদেবের নিকট গমন করিল, উভয়েই পদ্মনাভ হৃষীকেশকে প্রণাম করিয়া কহিল,—আমরা আপনাকে বিশ্বযোনি ও একমাত্র উত্তম পুরুষ বলিয়া বিদিত আছি; আর ইহাও জানিবেন,—আপনিই আমাদের জনক ও জ্ঞানকারণ। হে দেব! আপনার দর্শন সত্য ও অমোঘ, আপনি বিশ্বের নিত্য বস্তু। অতএব আমরা আপনার সর্ব্বদিক্ দর্শনাকাঙ্ক্ষী। হে সমিতিঞ্জয়! আপনি অমোঘদর্শন, আপনাকে নমস্কার! শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অসুরসত্তমদ্বয়! কিজন্য আমাকে ঐরূপ বলিতেছ? অহো! তোমরা গতায়ুষ্ক হইয়াও পুনরায় জীবন ইচ্ছা করিতেছ? মধু ও কৈটভ কহিল,—হে দেব! যেস্থানে কেহ কখনও মরে নাই, এইরূপ স্থানে আমরা আমাদের মৃত্যু কামনা করি। আর হে সুমাহতপা প্রভো! আমরা আপনার পুত্রতালাভে অভিলাষী। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি তোমাদের এই পুত্রতালাভের প্রার্থনা আগামী কলিযুগে পূর্ণ করিব; তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমরা আমার পুত্র হইবে, সন্দেহ নাই। বিশ্বধর সুরোত্তম সনাতন অমর প্রভু নারায়ণ তথাবিধ বরদানপূর্ব্বক সেই রজস্তমোজাত অঞ্জনোপম মহাসুরদ্বয়কে তখন ঊরুতলে পাতিত করিয়া মর্দ্দিত করিলেন। ৩৫—৪৭। ব্রহ্মবিদ্বর মহাতেজা ব্রহ্মা সেই নাভিকমলে অবস্থানপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মা যেন নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, স্বীয় আভায় ভাস্করের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং কিরণমালায় সহস্রকিরণ দিবাকরের ন্যায় দ্যোতিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভু অব্যয় নারায়ণ অন্য রূপ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মার নিকট আগমন করিলেন; তারপর

আজগাম মহাতেজা যোগাচার্য্যো মহাযশাঃ ॥
সাংখ্যাচার্য্যশ্চ মতিমান কপিলো ব্রহ্মণাং বরঃ
উভাবিমি মহাত্মানৌ পূজিতে তত্র তৎপরৌ ॥
তৌ প্রোচতুস্তত্র ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ।
পরাবরবিশেষজ্ঞৌ পূজিতৌ চ মহর্ষিভিঃ ॥ ৫২
ব্রহ্ম সম্পরিবেদ্যস্তে বিশালজগদাশ্রিতৌ ।
গ্রামণীঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যপূজিতঃ ॥
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিবোধ্য গতয়োঃ পরম্ ।
ত্রীনিমান্ কৃতবান্ লোকান্ যথেয়ং ব্রহ্মণঃ
শ্রুতিঃ ॥ ৫৪
পুত্রং স্বসম্ভবং চৈকং সমুৎপাদিতবান্ ভুবম্ ।
তদাদ্যো চাগতস্তস্য ব্রহ্মমানসসম্ভবঃ ॥ ৫৫
উৎপন্নমাত্রো ব্রহ্মাণমুক্তবান্ মানসঃ সুতঃ ।
কিং কুর্ম্ম তব সাহায্যং ব্রবীতু ভগবানিতি ॥৫৬
ব্রহ্মোবাচ ।
যদেষ কপিলো নাম ব্রহ্ম নারায়ণস্তথা ।
বদতো ভবতস্তত্ত্ব তৎ কুরুষ মহামতে ॥ ৫৭
ব্রহ্মণা স তথোক্তস্তো প্রাহ ভূপ সমুত্থিতঃ !
শুশ্রূষুরস্মি যুবয়োঃ কিং করোমি কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫৮
শ্রীভগবানুবাচ ।
যৎসত্যমক্ষরং ব্রহ্ম অষ্টাদশবিধঞ্চ তৎ ।
যৎসত্যমমৃতং তত্তু পরং পদমনুস্মর ॥ ৫৯
এতদ্বচো নিশম্যৈবং স যযৌ দিশমুত্তরাম্ ।
গত্বা চ তত্র স ব্রহ্ম দৃগমজ্জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৬০
ততো ব্রহ্মা ভুবর্নাম দ্বিতীয়মসৃজৎ প্রভুঃ ।
সঙ্কল্পয়িত্বা মনসা তমেব চ মহামনাঃ ॥ ৬১
ততঃ সোঽপ্যব্রবীদ্বাক্যং কিং করোমি
পিতামহ ।
পিতামহসমাজ্ঞাতো ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতঃ ॥ ৬২
ব্রাহ্মণস্যামৃতরসোঽনুভূতস্তেন বৈ ততঃ ।
প্রাপ্তঃ স পরমং স্থানং স তয়োঃ পার্শ্বমাগতঃ ॥
তস্মিন্নপি গতে সোঽথ তৃতীয়মসৃজৎপ্রভুঃ ।

মহাতেজা মহাযশা যোগাচার্য্য ও ব্রহ্মবিদ্বর সাংখ্যাচার্য্য মতিমান্ কপিল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। উভয় মহাত্মাই ব্রহ্মার নিকটে পূজিত হইলেন। তাঁহারা অমিততেজা ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়াই বলিলেন,—আমরা পরাবরবিশেষজ্ঞ, বিশাল জগতের অধিবাসী ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত; আমরা তোমার ব্রহ্মবিদ্যা পরীক্ষা করিব। তাঁহারা এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে ত্রিলোকপূজিত সর্ব্বভূতাধ্যক্ষ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ ও উত্তম অভিপ্রায় বিদিত হইয়া ত্রিলোক সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মার ঐ সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি, যথা—প্রথমে তিনি আত্মসম্ভব এক পুত্র এবং ভূলোক সৃষ্টি করিলেন। ইনি প্রথমজন্মা ও ব্রহ্মার মানসপুত্র। ঐ মানসতনয় উৎপত্তি মাত্রেই ব্রহ্মাকে বলিলেন, ভগবান্ আদেশ করুন,—আপনার কি সহায়তা করিব? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহামতে! এই যে কপিল ও ব্রহ্ম নারায়ণ আমার তত্ত্বসম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহাই আয়ত্ত কর। হে ভূপ ভীষ্ম! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত সেই মানসসুত সমুত্থিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া কপিল ও ব্রহ্ম-নারায়ণকে কহিলেন,—আমি আপনাদের নিকট শ্রবণেচ্ছু,—আপনাদের কি কি আদেশ পালন করিব? ৪৮—৫৮। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যাহা সত্য ও অক্ষর ব্রহ্ম, তাহা অষ্টাদশবিধ; তন্মধ্যে যাহা সত্য ও অমৃত, তুমি সেই পরমপদ অনুসরণ কর। ব্রহ্মনন্দন এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তরদিকে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া তিনি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ব্রহ্ম দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মহামনা প্রভু ব্রহ্মা মনদ্বারা সঙ্কল্প করিয়া এক মানস তনয় ও দ্বিতীয় ভুবর্লোক সৃষ্টি করিলেন, এই তনয়ও তখন পিতামহকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে পিতামহ! আমি কি করিব? তখন পিতামহাজ্ঞায় সেই তনয় ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইলেন এবং ব্রাহ্ম্য সম্বন্ধীয় অমৃতরসের অনুভব করিলেন, তারপর তিনি পরমস্থান সেই কপিল ও ব্রহ্মনারায়ণের পার্শ্বদেশ প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয়তনয় তথাবিধ গতি লাভ করিলে প্রভু

মোক্ষপ্রবৃত্তিকুশলং সুপর্ণমযুতং প্রভুঃ ॥ ৬৪
সোঽপি তং ধর্ম্মমাস্থায় তয়োরেবাগমদ্গতিম্।
এবং পুত্রাম্বয়োঽপ্যেতে গতাঃ শম্ভোর্ম্মহাত্মনঃ ॥
তান্ গৃহীত্বা সুতাংস্তস্ত তোগতাবূর্জিতাং গতিম্
নারায়ণশ্চ ভগবান্ কপিলশ্চ যতীশ্বরঃ ॥ ৬৬
যং কালস্তে গতা ব্রহ্ম ব্রহ্মা তং কালমেব চ।
তপো ঘোরতরং ভূয়ঃ সংশ্রিতঃ পরমং পদম্ ॥
ন চ শক্তস্ততো ব্রহ্মা প্রভুরেকস্তপশ্চরন্।
শরীরার্দ্ধাত্ততো ভার্যামুৎপাদয়তি তচ্ছুভাম্ ॥
আত্মনঃ সদৃশান্ পুত্রানসৃজদ্বৈ পিতামহঃ।
বিশ্বে প্রজানাং পতয়ো যেভ্যো লোকা
বিনিঃসৃতাঃ ॥ ৬৯
বিশ্বেশং প্রথমং তাবন্মহাত্মা তপসাত্মজম্।
সর্ব্বত্র সংহতং পুণ্যং নাম্না ধর্ম্মং স সৃষ্টবান্ ॥৭০
দক্ষং মরীচিমত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
বশিষ্ঠং গৌতমং চৈব ভৃগুমঙ্গিরসং মুনিম্ ॥ ৭১
অত্যদ্ভুতাঃ স্মৃতস্ত্যেন জ্ঞেয়াস্তে তু মহর্ষয়ঃ।
ত্রয়োদশগুণারম্ভা যে বংশাস্ত মহর্ষিণাম্ ॥ ৭২
অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা অনায়ুঃ সিংহিকা খসা
প্রাচী ক্রোধা চ সুরসা বিনতা কদ্রুরেব চ ॥৭৩
দক্ষস্যাপত্যমেতদ্বৈ কন্যা দ্বাদশ পার্থিব।
নক্ষত্রাণি চ চন্দ্রস্য বিংশতিঃ সপ্ত চোর্জ্জিতাঃ।
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রস্তপসা নির্ম্মিতঃ কিল।
তস্মৈ দ্বাদশ কন্যাশ্চ দক্ষস্তাশ্চাযমস্যত ॥ ৭৫
নক্ষত্রাণি চ সোমায় তথৈবং দত্তবানৃষিঃ।
রোহিণ্যাদীনি সর্ব্বাণি পুণ্যানি কুরুনন্দন ॥ ৭৬
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী সন্ধ্যা বিশ্বেশা চ মহাযশাঃ।
দেবী সরস্বতী চৈব ব্রহ্মণা নির্ম্মিতাঃ পুরা ॥৭৭
এতাঃ পঞ্চ বরিষ্ঠা বৈ সুরশ্রেষ্ঠায় পার্থিব।
দত্তা ধর্ম্মায় ভদ্রস্তে ব্রহ্মণা দৃষ্টকর্ম্মণা ॥ ৭৮
যা রূপার্দ্ধবতী পত্নী ব্রহ্মণঃ কামরূপিণী।

ব্রহ্মা স্বর্লোকসহ তৃতীয় তনয় সৃষ্টি করিলেন, মোক্ষপ্রবৃত্তিকুশল এই তৃতীয় মানস তনয়ও পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মভাব অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত তনয়দ্বয়ের গতি প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে ব্রহ্মার তিনজন মানসপুত্র সমুৎপন্ন হয় এবং তাঁহারা মহাত্মা শম্ভুর শুভ গতিলাভ করেন। ভগবান্ নারায়ণ এবং যতীশ্বর কপিল সেই তনয়ত্রয়কে লইয়া গিয়া উর্জ্জিতগতি লাভ করেন। তাঁহারা যৎকালে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন, তখন ব্রহ্মাও পুনরায় ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন করিয়া পরমপদের আশ্রয় লইলেন। প্রভু পিতামহ ব্রহ্মা একাকী তপস্যায় সমর্থ হইলেন না, তিনি শরীরার্দ্ধে এক শুভা ভার্য্যা উৎপাদন করিয়া আত্মসদৃশ বহুপুত্র উৎপাদন করিলেন। যাঁহারা বিশ্বপ্রজার পতি, লোক সকল যাহা হইতে বিনিঃসৃত, মহাত্মা ব্রহ্মা প্রথমে তপস্যা দ্বারা সেই বিশ্বেশ নামক আত্মজ সৃষ্টি করিলেন। তারপর ধর্ম্ম সৃষ্টি হইল, ইহাতে পুণ্য সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতঃপর দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গৌতম ও ভৃগু আত্মসদৃশ এই সকল তনয় উৎপাদন করিলেন। ইহারা অদ্ভুতকর্ম্মা ও মহর্ষি বলিয়া বিদিত। এই সকল মহর্ষি হইতে ত্রয়োদশগুণের আরম্ভ; ইহারা মহর্ষিবংশের মূল বীজ। হে পার্থিব! অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, খসা, প্রাচী, ক্রোধা, সুরসা, বিনতা, ও কদ্রু—দক্ষের এই দ্বাদশ কন্যা; এতদ্ভিন্ন আরও সপ্তবিংশতি উর্জ্জিত দুহিতা আছে, তাহারা অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র। ইহারা চন্দ্রের পত্নী। হে কুরুনন্দন! মরীচির পুত্র কশ্যপ, ইনি তপোনির্ম্মিত। দক্ষ অদিতি আদি পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ কন্যা ইহাঁকে দান করেন। আর রোহিণ্যাদি-পুণ্য নক্ষত্রগণকে চন্দ্রের করে অর্পণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা লক্ষ্মী, সরস্বতী, সন্ধ্যা, মহাযশা, সাবিত্রী এবং বিশ্বেশা—ইহাঁদিগকে সৃষ্টি করেন; দেবী সরস্বতী ইহাঁর শক্তি হইলেও ব্রহ্মা প্রথমেই ইহাঁকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হে পার্থিব! তোমার মঙ্গল হউক, কর্ম্মদ্রষ্টা ব্রহ্মা এই বরিষ্ঠা পঞ্চ কন্যা সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে অর্পণ করেন। ৫৯—৭৮। অনন্তর ব্রহ্মার শরীরার্দ্ধজাত কামরূপিণী পত্নী, সুরসা

সুরভিঃ সহসা ভূত্বা ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতা ॥ ৭৯
ততস্তামগমদ্ ব্রহ্মা মৈথুনে লোকপূজিতঃ।
লোকসর্জ্জনহেতুজ্ঞো গবামর্থায় সত্তম ॥ ৮০
জজ্ঞে চৈকাদশ সুতান্ বিপুলান্ ধর্ম্মসংজ্ঞিতান্
রক্তসন্ধ্যাভ্রসঙ্কাশাস্মৎতন্তিগ্মতেজসঃ ॥ ৮১
তে রুদন্তো দ্রবন্তশ্চ গতবন্তঃ পিতামহম্।
রোদনাদ্দ্রবণাচ্চৈব রুদ্রা এবেতি তে স্মৃতাঃ॥
নির্ঋতিশ্চৈব সম্ভশ্চ তৃতীয়শ্চাপ্যযোনিজঃ।
মৃগব্যাধঃ কপর্দ্দী চ মহাবিশ্বেশ্বরশ্চ যঃ ॥ ৮৩
অহির্ব্বুধ্নশ্চ ভগবান্ কপালী চৈব পিঙ্গলঃ।
সেনানীশ্চ মহাতেজা রুদ্রাশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥৮৪
তস্যামেব সুরভ্যাঞ্চ গাবো জাতাঃ সুরাশ্চ যে
অজশ্চৈব তু হংসশ্চ তথৈব নৃপসত্তম ॥ ৮৫
ওষধ্যঃ প্রবরা যাশ্চ সুরভ্যাস্তাঃ সমুত্থিতাঃ।
ধর্ম্মাল্লক্ষ্মীস্তথা কামং সাধ্যান্ সাধ্যা ব্যজায়তঃ ॥
ভবঞ্চ প্রভবঞ্চৈব কৃশাশ্বং সুবহং তথা।
অরুণং বরুণঞ্চৈব বিশ্বামিত্রং চলধ্রুবৌ ॥ ৮৬
হবিষ্মন্তং তনূজঞ্চ বিধানাভিমতাবপি।
বৎসরঞ্চৈব ভূতিঞ্চ সর্ব্বাসুরনিষূদনম্ ॥ ৮৮
সুপর্ব্বাণং বৃহৎকান্তিং সাধ্যা লোকনমস্কৃতম্।
বাসবানুগতান্ দেবী জনয়ামাস বৈ সুরান্ ॥৮৯
ধরং বৈঃ প্রথমং দেবং দ্বিতীয়ং ধ্রুবমব্যয়ম্।
বিশ্বাবসুং তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থং সোমমীশ্বরম্ ॥৯০
ততোহনুরূপমায়ঞ্চ যমস্তস্মাদনন্তরম্।
সপ্তমঞ্চ তথা বায়ুমষ্টমং নির্ঋতিং তথা ॥ ৯১
ধর্ম্মস্যাপত্যমেতদ্বৈ সুরভ্যাং তদজায়ত।
বিশ্বে দেবাশ্চ বিশ্বায়াং ধর্ম্মাজ্জাতা ইতি স্মৃতাঃ
দক্ষশ্চৈব মহাবাহুঃ পুষ্করস্তম এব চ।
চাক্ষুষশ্চ ততোঽত্রিশ্চ তথা ভদ্রমহোরগৌ ॥৯৩
বিশ্বান্তকো বসুর্ব্বালো নিকুম্ভশ্চ মহাযশঃ।
রুরুদশ্চাতিসিদ্ধৌজা ভাস্করপ্রমিতদ্যুতিঃ ॥ ৯৪
বিশ্বান্ দেবান্ দেবমাতা বিশ্বৈবাজনয়ৎ সুতান্
মরুত্বতী মরুত্বতো দেবানজনয়ৎ সুতান্ ॥ ৯৫
অগ্নিশ্চক্ষূ রবির্জ্যোতিঃ সাবিত্রী মিত্রমেব চ!
অমরং শরবৃষ্টিঞ্চ সুকর্ষঞ্চ মহত্তরম্ ॥ ৯৬
বিরাজঞ্চৈব রাজঞ্চ বিশ্বায়ুং সুমতিং তথা।

সুরভি হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন, সৃষ্টিহেতুজ্ঞ লোকপূজিত ব্রহ্মা গো-রক্ষার জন্য তাঁহাকে মৈথুন ধর্ম্মে গ্রহণ করিলেন। হে সত্তম! সুরভিসম্পর্কে ধর্ম্মনামক বিপুল-বপু একাদশ তনয় উৎপন্ন হইল। ইহাদিগের প্রভা সন্ধ্যাকালীন রক্ত মেঘের ন্যায় এবং ইহারা তিগ্মতেজা। তাহারা রোদন ও অশ্রু-বিমোচন করিতে করিতে কমলযোনির নিকট উপনীত হইল। ব্রহ্মা রোদন ও ক্ষরণ-বশতঃ তাহাদিগকে রুদ্রনামে অভিহিত করিলেন। এই একাদশ রুদ্রের নাম নির্ঋতি, সন্ধ্যা, অযোনিজ, মৃগব্যাধ, কপর্দ্দী, মহাবিশ্বেশ্বর, অহির্ব্বুধ্ন, ভগবান্ কপালী, পিঙ্গল, মহ তেজা ও সেনানী। সেই সুরভীর গর্ভেই সুরসম গোগণ জন্মিয়াছিল; হে নৃপসত্তম! এতদ্ভিন্ন অজ, হংস ও প্রধান ওষধী ইহারাও সুরভি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। লক্ষ্মী কামনাবশে ধর্ম্মদ্বারা ভব, প্রভব, কৃশাশ্ব, সুবহ, অরুণ, বরুন, বিশ্বামিত্র, চল, ধ্রুব, হবিষ্মান্, তনূজ, বিধান, অভিমত, বৎসর, ভূতি, সর্ব্বাসুরনিষূদন, সুপর্ব্বা, বৃহৎ-কান্তি ও লোকনমস্কৃত প্রভৃতি সাধ্য ও তৎপত্নীগণ সৃষ্টি করিলেন; তারপর তিনি বাসবানুগত দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন। তন্মধ্যে প্রথম ধর, দ্বিতীয় অব্যয় ধ্রুব, তৃতীয় বিশ্বাবসু ও চতুর্থ ঈশ্বর সোম। অনন্তর পঞ্চম অনুরূপ আয়, ষষ্ঠ যম, সপ্তম বায়ু, অষ্টম নির্ঋতি—ইহারা ধর্ম্মের পুত্র। আর সুরভিজাত তনয়গণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে বিশ্বায় বিশ্বদেবগণের উৎপত্তি স্মৃত হইয়া থাকে।৭৯—৯২। অতঃপর মহাবাহু দক্ষ, পুষ্কর, তম, চাক্ষুষ, অত্রি, ভদ্র, মহোরগ, বিশ্বান্তক, বসু, বাল, মহাযশা নিকুম্ভ, রুরুদ, অতিসিদ্ধৌজা ভাস্কর ও প্রমিতদ্যুতি—দেব-মাতা বিশ্বা এই সকল বিশ্বদেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর মরুত্বতী মরুত্বান্ হইতে অগ্নি, চক্ষু, রবি, জ্যোতি, সাবিত্র, মিত্র, অমর,

অশ্বগাং চিত্ররশ্মিঞ্চ তথা চ নিষধং নৃপ ॥ ৯৭
ভূয় এবং চাত্মবিধিং চারিত্রং পাদমাত্রগম্।
বৃহন্তং বৈ বৃহদ্রূপং তথা চৈব সনাভিগম্ ॥ ৯৮
মরুত্বতীপ্রজা জজ্ঞে জ্যেষ্ঠাস্তো মরুতাং গণঃ।
অদিতিঃ কশ্যপাজ্জজ্ঞে আদিত্যান্ দ্বাদশৈব হি
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্ভগস্ত্বষ্টা বরুণোংশোহর্য্যমা রবিঃ।
পূষা মিত্রশ্চ বরদো ধাতা পর্জ্জন্য এব হি ॥ ১০০
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা বরিষ্ঠাস্ত্রিদিবৌকসাম্।
আদিত্যস্য সরস্বত্যাং জজ্ঞাতে দ্বৌ সুতৌ বরৌ ॥
তপঃশ্রেষ্ঠৌ গুণশ্রেষ্ঠৌ ত্রিদিবস্থাতিসম্মতৌ
দনুশ্চ দানবান্ জজ্ঞে দিতির্দৈত্যান্ ব্যজায়ত ॥
কালা তু কালকেয়াংস্তানসুরান্ রাক্ষসাংস্তথা।
অনায়ুষায়াস্তনয়া ব্যাধয়শ্চ মহাবলাঃ ॥ ১০৩
সিংহিকা গ্রহমাতা চ গন্ধর্ব্বজননী মুনিঃ।
প্রাচী হৃপ্সরসাং মাতা পুণ্যানাং ভারতেতরা
ক্রোধায়াঃ সর্ব্বভূতানি পিশাচাশ্চৈব পার্থিব।
জজ্ঞে যক্ষগণাংশ্চৈব রাক্ষসাংশ্চ বিশাম্পতে।
চতুষ্পদানি সত্বানি এতা গাশ্চৈব সৌরভী।
পুরাণপুরুষশ্চৈব মায়াং বিষ্ণুর্হরিঃ প্রভুঃ।
কথিতস্তেহনুপূর্ব্বেণ সংক্ষতশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥১০৬
যশ্চেদমগ্র্যং শৃণুয়াৎ পুরাণং
সদা নরঃ পর্ব্বসু চেৎ পঠেত।
অবাপ্য লোকং স হি বীতরাগঃ
পরত্র চ স্বর্গফলানি ভুঙ্ক্তে ॥ ১০৭
চক্ষুষা মনসা বাচা কর্ম্মণা চ চতুর্ব্বিধম্।
প্রসাদয়তি যঃ কৃষ্ণং তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥১০৮
রাজ্যঞ্চ লভতে রাজা নির্ধনশ্চোত্তমং ধনম্।
ক্ষীণায়ুর্লভতে চায়ুঃ পুত্রকামোহথ সন্ততিম্।
যজ্ঞার্থিনস্তথাকামাংস্তপাংসি বিবিধানি চ।
যং যং কাময়তে কামং তং তং লোকেশ্বরা-
ল্লভেৎ ॥ ১১০
সর্ব্বং বিহায় য ইমং পঠেদ্বৈ পৌষ্করং হরেঃ।
প্রাদুর্ভাবং নরশ্রেষ্ঠ ন তস্য হ্যশুভং ভবেৎ।
এষ পৌষ্করকো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।

শরবৃষ্টি, মহত্তর সুকর্ণ, বিরাজ, রাজ, বিশ্বায়ু, সুমতি, অশ্বগ, চিত্ররশ্মি ও নিষধ এই সকল পুত্র উৎপাদন করেন; ইঁহারা দেবতা। হে নৃপ! এইরূপ আত্মবিধি, চারিত্র, পাদমাত্রগ, বৃহৎ, বৃহদ্রূপ, সনাভিগ ও জ্যেষ্ঠ, এই সকল মরুত্বতীর তনয় ও মরুদ্গণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অদিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে দ্বাদশ আদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহাদের নাম—ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্য্যমা, রবি, পূষা, বরদ, ধাতা ও পর্জ্জন্য। এই দ্বাদশাদিত্য দেবগণ মধ্যে বরিষ্ঠ। সরস্বতী হইতে আদিত্যের যম ও যম নামে দুই পুত্র জন্মে; ইঁহারা তপঃশ্রেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ ও দেবগণের অতিসম্মত। দনু হইতে দানব ও দিতি হইতে দৈত্যগণ জন্ম গ্রহণ করে; আর কালা হইতে কালকেয় নামক অসুর ও রাক্ষস এবং অনায়ুষ হইতে মহাবল ব্যাধগণ উৎপন্ন হয়। হে ভারত! গ্রহগণের মাতা সিংহিকা, গন্ধর্ব্বজননী মুনি ও পুণ্য অপসরাগণের মাতা প্রাচী; আর ক্রোধ হইতে। হে পার্থিব! পিশাচ যক্ষ ও রাক্ষসগণ সমুৎপন্ন হয়। হে বিশাংপতে! সুরভি চতুষ্পদ প্রাণী ও গোগণ এবং পুরাণ পুরুষ প্রভু হরি মায়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমি মহর্ষিকথিত এই সৃষ্টি প্রকরণ আনুপূর্ব্বীক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব এই অনুত্তম পুরাণ সর্ব্বদা শ্রবণ ও পর্ব্ব কালে পাঠ করেন, তিনি ইহকালে বীতরাগ হন ও পরকালে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন।৯৩—১০৭। যিনি চক্ষু, মন, বাক্য ও কর্ম্ম এই চতুর্ব্বিধ উপায়ে কৃষ্ণকে প্রসন্ন করেন, কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপকরিলে রাজা রাজ্য, নির্ধন উত্তমধন, ক্ষীণায়ু জীবন, পুত্রকাম সন্ততি, যজ্ঞার্থী কাম ও বিবিধ তপস্যা প্রাপ্ত হন। অধিক কি যে যে মানব যে যে কামনা করেন লোকেশ্বর হইতে তৎসমস্তই লাভ হইয়া থাকে। হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া এই পুষ্কর-প্রাদুর্ভাব

কীর্ত্তিতন্তু মহারাজ ব্যাসশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥
বিষ্ণুত্বং শৃণু মে বিষ্ণোর্হরিত্বঞ্চ কৃতে যুগে ॥
বৈকুণ্ঠত্বঞ্চ দেবেষু কৃষ্ণত্বং মানুষেষু চ ।
ঈশ্বরস্য হি তস্যৈষা কর্ম্মণাং গহনা গতিঃ ॥১১৪
সাম্প্রতং ভূতভব্যঞ্চ শৃণু রাজন্ যথাতথম্ ।
অব্যক্তো ব্যক্তলিঙ্গস্থো য এষ ভগবান্ প্রভুঃ
নারায়ণো হ্যনন্তাত্মা প্রভবাপ্যয় এব চ ।
এষ নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীৎ সনাতনঃ ।
ব্রহ্মা বায়ুশ্চ সোমশ্চ ধর্ম্মঃ শক্রো বৃহস্পতিঃ ॥
অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্যজঃ কুরুনন্দন ।
এষ বিষ্ণুরিতি খ্যাত ইন্দ্রস্যাবরজো বিভুঃ ॥
প্রসাদনস্তস্য বিভোরদিত্যাঃ পুত্রকারণম্ ।
বধার্থং সুরশত্রূণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্ ॥
সসর্জ্জাথ সুরান্ কল্পে ব্রহ্মাণঞ্চ প্রজাপতীন্ ॥

অস্বজন্মানসাংস্তত্র ব্রহ্মবংশানস্নুত্তমান্ ।
তেভ্যোঽভবন্মহাত্মভ্যঃ পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥
এতদাশ্চর্য্যভূতস্য বিষ্ণোঃ কর্ম্মানুকীর্ত্তিতম্ ।
কীর্ত্তনীয়স্য লোকেষু কীর্ত্ত্যমানং নিবোধ মে ॥
বৃত্তে বৃত্রবধে ভীষ্ম বর্ত্তমানে কৃতে যুগে ।
আসীত্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতঃ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ ॥
যত্র তে দানবা ঘোরাঃ সর্ব্বে সংগ্রামদুর্জ্জয়াঃ ।
ঘ্নন্তি দেবাসুরান্ সর্ব্বান্ সযক্ষোরগরাক্ষসান্ ॥
তে বধ্যমানা বিমুখাশ্ছিন্নপ্রহরণা রণে ।
ত্রাতারং মনসা জগ্মুর্দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ॥
এতস্মিন্নন্তরে মেঘা নির্ব্বাণাঙ্গারবর্চ্চসঃ ।
সার্কচন্দ্রগ্রহগণং ছাদয়ন্তো নভস্তলম্ ॥ ১২৫
চণ্ডবিদ্যুদ্গণোপেতা ঘোরনির্হ্রাদকারিণঃ ।
অন্যোন্যবেগাভিহতাঃ প্রববুঃ সপ্তমারুতাঃ ॥
দীপ্ততোয়াঃ সনির্ঘাতৈঃ সহ বজ্রানলানিলৈঃ ।

এই পদ্মপুরাণ পাঠ করেন, তাঁহার অশুভ হয় না। হে মহারাজ! ব্যাস বেদনিদর্শনানুসারে মহাত্মা হরির প্রাদুর্ভাব বোধক এই পদ্মপুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন! হে রাজন্! আমার নিকট বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব শ্রবণ কর। সত্যযুগে বিষ্ণুর হরিত্ব, দেবলোকে বৈকুণ্ঠত্ব এবং মানুষ লোকে কৃষ্ণত্ব—ঈশ্বরেরও এতাদৃশ বিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; কেননা, কর্ম্মগতি এইরূপই গহনা। সম্প্রতি তাঁহার যথাযথ ভূত ভব্য অবস্থা শ্রবণ কর। এই প্রভু ভগবান্ কখন ব্যক্ত ও কখনও অব্যক্ত লিঙ্গে অবস্থিত হন; সেই অনন্তাত্মা নারায়ণ কখন জন্মগ্রহণ করেন আবার কখনও বা লয় প্রাপ্ত হন। ইনি সনাতন নারায়ণ হইয়াও হরি হন; আবার ব্রহ্মা, বায়ু, সোম, ধর্ম্ম, শক্র ও বৃহস্পতি হইয়া থাকেন। হে কুরুতনয়! ইনি অজ হইয়াও অদিতির তনয়ত্ব স্বীকার করেন, আবার এই প্রভুই ইন্দ্রের অনুজ উপেন্দ্র নামে খ্যাত হন। আদিতি তনয় লাভ ও সুরশত্রু দৈত্য দানব ও রাক্ষসদিগের ক্ষয়ার্থ ইহাঁকেই প্রসব করিয়াছিলেন। ইনি পুরাকল্পে সুরগণ এবং ব্রহ্মাও প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তাহা হইতে আবার যে ব্রহ্মার মানস-সন্ততি রূপ বংশবিস্তার, তাহাও ইহাঁরই সৃষ্ট। সেই সমস্ত মহাত্মার বংশেও ব্রহ্ম সনাতন জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর বিস্ময়-কর কর্ম্ম এইরূপই কথিত হয়; ইহা লোকে কীর্ত্তনীয়; সম্প্রতি আমি উহা কীর্ত্তন করিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর। হে ভীষ্ম! সত্যযুগে, বৃত্রাসুরের বধের পর ত্রৈলোক্যবিখ্যাত তারকাময় মহাসংগ্রাম হইয়াছিল। সে যুদ্ধে সংগ্রাম-দুর্জ্জয় ঘোর দানবেরা দেবগণ ও দেবপক্ষীয় যক্ষ উরগ ও রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছিল। যুদ্ধে বধ্যমান দেবগণ ছিন্নশস্ত্র ও বিমুখ হইয়া পরিত্রাতা প্রভু নারায়ণকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। ১০৮—১২৪। এই সময় প্রচণ্ড বিদ্যুদ্গণে পরিবৃত নির্ব্বাণাঙ্গার-কান্তি এক মেঘ ঘন ঘোর রবে সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের সহিত আকাশতল আচ্ছাদিত করিল; ঐ মেঘের পরস্পর আঘাতে সপ্তবিধ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; সশব্দে পতিত অশনি হইতে উত্থিত অনল ও অনিলে জলদজাল উজ্জ্বল

রবৈঃ সুঘোরৈরুৎপাতৈর্দহ্যমানমিনাম্বরম্ ॥১২৭
পেতুরুল্কাসহস্রাণি নিপেতুঃ খচরাণ্যপি।
দৈবানি চ বিমানানি প্রপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥১২৮
চতুর্যুগান্তসময়ে লোকানাং যদ্ভয়ং ভবেৎ।
অরূপবত্তি রূপাণি তস্মিন্নুৎপাতলক্ষণে ॥ ১২৯
তস্মাদ্দৃষ্টপ্রথিতং সর্ব্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
তিমিরৌঘপরিক্ষিপ্তা ন রেজুশ্চ দিশো দশ ॥
বিবেশ রূপিণী কালী কালমেঘাবগুণ্ঠিতা।
দ্যৌর্ন ভাত্যভিভূতার্কা ঘোরেণ তমসাবৃতা ॥
তাং ঘনৌঘাং সতিমিরাং দোর্ভ্যামাচ্ছিদ্য স প্রভুঃ।
বপুঃ সন্দর্শয়ামাস দিব্যং কৃষ্ণবপুর্হরিঃ ॥ ১৩২
বলাহকাঞ্জননিভং বলাহকতনূরুহম্।
তেজসা বপুষা চৈব কৃষ্ণং কৃষ্ণমিবাচলম্ ॥১৩৩
দীপ্তপীতাম্বরধরং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
ধূম্রান্ধকারবপুষং যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্ ॥ ১৩৪
রক্তদ্বিগুণপীনাংসং কিরীটাচ্ছন্নমূর্দ্ধজম্।
বক্ষো চামীকরপ্রখ্যৈরায়ুধৈরুপশোভিতম্ ॥
চন্দ্রার্ককিরণোদ্দ্যোতং গিরিকূটমিবোচ্ছ্রিতম্।
নন্দকানন্দিতকরং কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরসম্।
শক্তিচিত্রফলোদগ্রং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
বিষ্ণুশৈলং ক্ষমাশীলং শ্রীবৎসং শার্ঙ্গপাণিনম্
ত্রিদশোদারফলদং স্বর্গস্ত্রীচারুবল্লভম্।
সর্ব্বলোকমনঃকান্তং সর্ব্বসত্ত্বমনোহরম্ ॥ ১৩৮
মায়াবিশালবিটপস্তোয়দৌঘসমপ্রভম্।
বিদ্যাহঙ্কারমানাঢ্য মহাভূতপ্ররোহণম্ ॥১৩৯
বিশেষপত্রৈর্নিচিতং গ্রহনক্ষত্রপুষ্পিতম্।
দৈত্যলোকমহাস্কন্ধং মর্ত্ত্যলোকপ্রকাশিতম্।
সাগরাকারনির্হ্রাদং রসাতলতলাশ্রয়ম্।
নাগেন্দ্রপাশৈর্বিততং পক্ষিজন্তুসমন্বিতম্ ॥১৪১
শীলানাহার্য্যগন্ধাঢ্যং সর্ব্বলোকমহাদ্রুমম্।

হইয়া উঠিল এবং সুঘোর আন্তরীক্ষ উৎপাতে যেন আকাশ দগ্ধ করিয়া ফেলিল। সহস্র সহস্র উল্কা ও খেচরনিকর পতিত হইল এবং দৈব বিমানসমূহ পতিত ও উৎপতিত হইতে লাগিল। চতুর্যুগাবসান সময়ে লোকগণের যেমন ভয় হয়, সেই অপরূপ উৎপাত লক্ষণেও তদ্রূপ ভয় হইয়াছিল। সমস্তই এমন এক বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহার স্বরূপ জানা যাইত না। তৎকালে তিমিররাশি পরিব্যাপ্ত হওয়ায় দিক্ সকলের প্রকাশ ছিল না, তখন কালমেঘাবগুণ্ঠিতা রূপবতী কালী সেই অন্ধকারে প্রবিষ্টা হইয়া ঘোরান্ধকারে আকাশ, অন্তর ও দিবাকর সমাবৃত করিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণকায় প্রভু হরি সেই ঘন মেঘসন্নিভ সান্ধকারা কালীকে বাহুদ্বয় দ্বারা ছিন্ন করিয়া দিব্য কৃষ্ণদেহ সন্দর্শন করাইলেন। সেই কৃষ্ণ মেঘ ও কজ্জলকান্তি, তাঁহার তনূরুহ মেঘবৎ কৃষ্ণ; তিনি তেজ ও দেহাদি দ্বারা অঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায় কৃষ্ণ। তিনি প্রদীপ্ত পীতাম্বরধর, তপ্ত স্বর্ণভূষণে ভূষিত, তাঁহার দেহ ধূমান্ধকারের ন্যায় এবং তিনি যেন যুগান্তের অগ্নির ন্যায় উত্থিত। তাঁহার কটীদেশ হইতে স্কন্ধ দ্বিগুণ পীন, কেশ কিরীটে আচ্ছাদিত এবং তিনি স্বর্ণপ্রভ আয়ুধসমূহে উপশোভিত। তিনি সূর্য্য-চন্দ্র কিরণের ন্যায় উদ্দ্যোতিত ও গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উচ্ছ্রিত; তাঁহার এককর খড়্গ দ্বারা দ্যোতিত, বক্ষ কৌস্তুভে শোভিত; তিনি বিচিত্রফলক শক্তি দ্বারা উদগ্র; অন্য তিন করে যথাক্রমে শঙ্খ চক্র ও গদা-ধারণ করিয়াছেন; তিনি শৈলের ন্যায় ক্ষমাশীল ও শ্রীবৎসশোভিত এবং তাঁহার এক করে শার্ঙ্গ ধনু বিরাজিত। তিনি দেবতাদিগের উদারফলদ, স্বর্গনারীগণের মনোজ্ঞ-বল্লভ, সর্ব্বলোকের হৃদয়নাথ এবং সর্ব্বজীব-মনোহর।১২৫—১৩৮। তিনি মায়ারূপী বিশাল বৃক্ষ, মেঘৌঘপ্রভ, বিদ্যা অহঙ্কার ও মানাঢ্য, মহাভূতের মূল, গ্রহ নক্ষত্রবৎ উদ্ভাসিত চিত্রাবলী দ্বারা পরিব্যাপ্ত, দৈত্যের ন্যায় মহাস্কন্ধ, মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশমান,সমুদ্রের ন্যায় শব্দবান্। রসাতলতলাশ্রয়ী, শেষশয্যায় সমাসীন, পক্ষি-জন্তুসমন্বিত, স্বভাব ও নৈসর্গিক গন্ধে সমৃদ্ধ এবং সর্ব্বলোকের মূল মহাদ্রুম। তিনি

অব্যক্তানন্দসলিলং ব্যক্তাহঙ্কারফেনিলম্ ॥
মহাভূতকরৌঘোঘং গ্রহনক্ষত্রবুদ্বুদম্ ।
বিমানবাহনৈর্ব্যাপ্তমেঘাড়ম্বরাকুলম্ ॥ ১৪৩
জন্তুমৎস্যগণাকীর্ণং শৈলশঙ্খকুলৈর্যুতম্ ।
ত্রৈগুণ্যবিষয়াবর্ত্তং সর্ব্বলোকতিমিঙ্গিলম্ ॥১৪৪
বীরুদ্বৃক্ষলতাগুল্মং ভুজগোৎসৃষ্টশৈবলম্ ।
দ্বাদশার্কমহাদ্বীপং রুদ্রৈকাদশপত্তনম্ ॥ ১৪৫
বস্বষ্টপর্ব্বতোপেতং ত্রৈলোক্যাম্ভোমহোদধিম্ ।
সন্ধ্যাসন্ধ্যোর্ম্মিসলিলমাপূর্ণানিলশোভিতম্ ॥
দৈত্যযক্ষগণগ্রাহং রক্ষোগণঝষাকুলম্ ।
পিতামহমহাবীর্য্যং স্বর্গস্ত্রীরত্নসঙ্কুলম্ ॥ ১৪৭
শ্রীকীর্ত্তিকান্তিলক্ষ্মীভির্নদীভিশ্চ সমাকুলম্ ।
কালযোগমহাবর্ষং প্রলয়োৎপত্তিবেগিতম্ ॥১৪৮
সৎসংযোগমহাপারং নারায়ণমহার্ণবম্ ।
দেবাতিদেবং বরদং ভক্তানাং ভক্তবৎসলম্ ॥
অনুগ্রহকরং দেবং প্রশান্তিকরণং শুভম্ ।
হর্য্যশ্বরথসংযুক্ত-মুক্তাশোভাসমন্বিতম্ ॥ ১৫০

চন্দ্রার্কচক্ররচিত উদারাক্ষবৃতান্তরে ।
অনন্তরশ্মিসংযুক্তে দুর্দ্দর্শে মেরুকূবরে ॥ ১৫১
তারকাচিত্রকুসুমেগ্রহনক্ষত্রবন্ধুরে ।
ভয়েম্বভয়দে ব্যোম্নি দেবদৈত্যপরাজিতে ॥
হর্য্যশ্বরথসংযুক্ত-সুপর্ণধ্বজশোভিতে ।
দদৃশুস্তে স্থিতং দেবং দিব্যলোকময়ে রথে ॥
তে কৃতাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।
জয়শব্দং পুরস্কৃত্য শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥ ১৫৪
এতেষাঞ্চ গিরঃ শ্রুত্বা স বিষ্ণুর্দেবদৈবতঃ ।
মনশ্চক্রে বিনাশায় দানবানাং মহামৃধে ॥ ১৫৫
আকাশে তু স্থিতো বিষ্ণুরুত্তমং বপুরাশ্রিতঃ ।
উবাচ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সপ্রতিজ্ঞমিদং বচঃ ॥১৫৬
শান্তিং ব্রজত ভদ্রং বো মা ভৈষ্ট মরুতাং গণাঃ
জিতা মে দানবাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যং
পরিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৫৭

অব্যক্ত আনন্দরূপ জল; আবার তিনিই সেই সলিলের ব্যক্ত অহঙ্কাররূপ ফেন; মহাভূতের করশ্রেণী ঐ জলের উর্ম্মি ও গ্রহ-নক্ষত্রগণ বুদ্বুদ্। ঐ জল বিমানরূপ নৌকায় পরিব্যাপ্ত এবং মেঘাড়ম্বরে সমাকুলিত। উহা জন্তুরূপ মৎস্যগণে আকীর্ণ,শৈলরূপ শঙ্খসমূহে পরিব্যাপ্ত; সত্বাদিগুণের বিষয় উহার আবর্ত্ত এবং লোক সকলের গ্রাসকারী তিমিঙ্গিল। বীরুধ বৃক্ষ লতা গুল্ম ও ভুজগ, এই সকল উহার সচল শৈবাল, দ্বাদশার্ক মহাদ্বীপ, একাদশরুদ্র পত্তন, অষ্টবসু অষ্টকুলাচল, ত্রিলোক মহাজলসমুদ্র, সন্ধ্যাদ্বয় যথাক্রমে উর্ম্মি ও সলিল এবং উহা অনিলশোভিত। দৈত্য যক্ষ ও রক্ষোরূপ মৎস্যে ঐ জল আকুল, মহাবীর্য্য পিতামহ ও স্বর্গস্ত্রীগণ উহার রত্ন-স্বরূপ; শ্রী, কীর্ত্তি, কান্তি ও লক্ষ্মী ইঁহারা উহার নদী, কালযোগ মহাবর্ষ, প্রলয় ও উৎপত্তি বেগ, সৎসংযোগ-মহাপার, নারায়ণ সেই মহার্ণবস্বরূপ। এতাদৃশ দেবাদিদেব বরদ ভক্তগণের ভক্তবৎসল, অনুগ্রহকর, মুক্তাশোভা-সমন্বিত, শান্তিকারী ও শুভাবহ হরিকে হর্য্যশ্ব-সংযুক্ত সুবর্ণধ্বজশোভিত দিব্যময় লোকময় রথে দেবগণ দর্শন করিলেন। চন্দ্র ও অর্ক দ্বারা ঐ রথের চক্র রচিত, উদার অক্ষ দ্বারা উহার মধ্য আবৃত, উহা অনন্ত রশ্মিযুক্ত এবং উহার কূবর মেরু দ্বারা বিনির্ম্মিত। উহাতে তারকার ন্যায় অনন্ত কুসুম চিত্রিত, গ্রহনক্ষত্রগণ দ্বারা উহা বন্ধুর ঐ রথ আকাশে থাকিয়া ভীত দেবগণকে অভয় দান করে এবং দেবগণের নিকট হইতে দৈত্যদিগের পরাজয় সূচনা করিয়া থাকে। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তথাবিধ রথে দেবদর্শনে কৃতাঞ্জলি হইয়া জয়শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক সেই শরণ্যের শরণাগত হইলেন। ১৩৯—১৫৪। দেবদেব বিষ্ণু দেবগণের বাক্য শুনিয়া মহাযুদ্ধে দানবগণের বধবাসনা করিলেন। তিনি উত্তম দেহ ধারণপূর্ব্বক আকাশে থাকিয়া প্রতিজ্ঞা সহকারে দেবগণকে বলিলেন,—হে মরুদ্গণ! ভয় করিও না; তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা শান্তিলাভ কর। আমি দানবগণকে পরাজিত করিয়াছি, তোমরা ত্রৈলোক্য গ্রহণ কর। অনন্তর দেবগণ সত্য-

ততোঽস্য সত্যসন্ধস্য বিষ্ণোর্বাক্যেন তোষিতাঃ
দেবাঃ প্রীতিং পরাং জগ্মুঃ প্রাশ্যামৃতমিবোত্তমম্
ততস্তমশ্চ সংহৃত্য বিনেশুশ্চ বলাহকাঃ।
প্রববুশ্চ শিবা বাতাঃ প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ॥
শুদ্ধপ্রায়াণি জ্যোতীংষি সোমং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্
ন বিগ্রহং গ্রহাশ্চক্রুঃ প্রসন্নাশ্চাপি সিন্ধবঃ॥১৬০
বিরজা অভবন্ মার্গা লোকাঃ স্বর্গাদয়স্ত্রয়ঃ।
যথার্থমূহুঃ সরিতশ্চ ক্ষুভে ন তথার্ণবঃ॥ ১৬১
আসন্ শুভানীন্দ্রিয়াণি নরাণামন্তরাত্মসু।
মহর্ষয়ো বীতশোকা বেদানুচ্চৈরধীয়ত॥১৬২
যজ্ঞেষু চ হবিঃ পাকং শিবমাপ চ পাবকঃ।
প্রবৃত্তধর্ম্মসংবৃত্তা লোকা মুদিতমানসাঃ।
বিষ্ণোঃ সত্যপ্রতিজ্ঞস্য শ্রুত্বারিনিধনা গিরঃ॥
ততো ভয়ং বিষ্ণুমুখাচ্ছ্রুত্বা দৈতেয়দানবাঃ।
উদ্যোগং বিপুলঞ্চক্রুর্যুদ্ধায় বিজয়ায় চ॥১৬৪
ময়স্তু কাঞ্চনময়ং ত্রিনল্বাক্ষমব্যয়ম্।
চতুশ্চক্রং সুবিপুলং সুকল্পিতমহায়ুধম্॥ ১৬৫
কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষং দ্বীপিচর্ম্মপরিষ্কৃতম্।
রুচিরং রশ্মিজালৈশ্চ হৈমজালৈশ্চ শোভিতম্।
ঈহামৃগগণাকীর্ণং পক্ষিসঙ্ঘবিরাজিতম্।
দিব্যাস্ত্রশস্ত্ররুচিরং পয়োধরনিনাদিতম্॥ ১৬৬
স্বক্ষং রথবরোদারং সূপস্থং গগনোপমম্।
গদাপরিঘসম্পূর্ণং মূর্ত্তিমন্তমিবার্ণবম্॥ ১৬৮
হেমকেয়ূরবলয়ং চন্দ্রমণ্ডলকূবরম্।
সপতাকধ্বজোপেতং সাদিত্যমিব মন্দরম্॥১৬৯
গজেন্দ্রাভোগবপুষং ক্বচিৎ কেসরবর্চ্চসম্।
যুক্তমৃক্ষসহস্রেণ সুধারাম্বুদনাদিতম্॥ ১৭০
দীপ্তমাকাশগং দিব্যং রথং পররথারুজম্।
অধ্যতিষ্ঠদ্রণাকাঙ্ক্ষী মেরুং দীপ্তমিবাংশুমান্।
তারস্তু ক্রোশবিস্তারমায়ামে চ তথাবিধম্।
শৈলকূবরসঙ্কাশং নীলাঞ্জনচয়োপমম্॥ ১৭২
কাললোহস্য রত্নানাং সমূহাবদ্ধকূবরম্।
তিমিরোদ্গারকিরণং গর্জ্জন্তমিব তোয়দম্॥১৭৩

বাদী বিষ্ণুর বাক্যে তুষ্ট হইয়া যেন অমৃতত্তম অমৃত পান করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অন্ধকার অপহৃত হইল, মেঘগণ বিনষ্ট হইয়া গেল, শুভবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল,দশদিক্ প্রসন্ন হইল। শুদ্ধপ্রায় জ্যোতিষ্কগণ চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিল, গ্রহগণ পরস্পরবিগ্রহ করিল না,সিন্ধুসমূ প্রসন্ন হইল। পথ সকল রজোহীন, স্বর্গাদিলোকত্রয় প্রসন্ন, সরিৎসমূহ যথাপথপ্রবাহিত ও সমুদ্র সকল ক্ষোভরহিত হইল। নরগণের অন্তরাত্মায় ইন্দ্রিয়গণের শুভ ভাব হইল,মহর্ষিগণ বীতশোক হইলেন, বেদসমূহ উচ্চকণ্ঠে অধীত হইতে লাগিল, যজ্ঞে হবিষ্পাক ও পাবক কুশলপ্রাপ্ত এবং লোকগণ মুদিত মনে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। সত্যপ্রতিজ্ঞ বিষ্ণুর এই শত্রুনাশবিষয়ক বাক্য শুনিয়া দৈত্য ও দানবগণ জয়ের জন্য যুদ্ধের বিপুল উদ্যোগ করিল। সমরকামী ময় দীপ্ত দিবাকরের মেরু আরোহণের ন্যায় পররথপীড়ক আকাশগামী দীপ্ত দিব্য এক কাঞ্চনময় উত্তম রথে আরূঢ় হইল। ঐ অব্যয় রথের মধ্যভাগ তিন নল প্রশস্ত। উহা চতুশ্চক্র সুবিপুল ও উহাতে আয়ুধসমূহ সুকল্পিত। ঐ রথ হইতে কিঙ্কিণীজালের নির্ঘোষ উত্থিত হয় এবং উহা ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বারা পরিষ্কৃত। ঐ রথ রশ্মিজালে রুচির, হেমজালে শোভিত, বৃকগণাকীর্ণ, পক্ষিসঙ্ঘবিরাজিত, দিব্যাস্ত্র ও শস্ত্র দ্বারা মনোজ্ঞ, মেঘনাদনিনাদিত, শোভন অক্ষযুক্ত, উদার, উত্তম আসনান্বিত, গগনোপম, গদাপরিঘপূর্ণ, মূর্ত্তিমান্ অর্ণবতুল্য, স্বর্ণকেয়ূর ও বলয় দ্বারা শোভিত, চন্দ্রমণ্ডলতুল্য কূবরান্বিত পতাকা ও ধ্বজরাজিত এবং আদিত্যযুক্ত মন্দরের ন্যায় সুন্দর। রথের অবয়ব কোথায়ও গজেন্দ্রাভোগবৎ, ক্বচিৎ কেশরকান্তি; ঐ রথ সহস্র ঋক্ষযুক্ত ও উহার নিনাদ শ্রাবণের বারিদনাদের ন্যায়। ১৫৫—১৭০। তার নামক অসুর ক্রোশ বিস্তার ও ক্রোশদৈর্ঘ্যযুক্ত নীলাঞ্জনচয়োপম সহস্র খরযুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিল। ঐ রথের দণ্ড শৈলসঙ্কাশ এবং উহা কাললোহ ও রত্নশ্রেণী দ্বারা আবদ্ধ। রথের কিরণ তিমিরোদ্গারী ও

লোহজালেন মহতা সগবাক্ষেণ সংশিতম্ ।
ত্থায়সৈঃ পরিঘৈঃ পূর্ণং ক্ষেপণীভিশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥
প্রাসৈঃ পাশৈশ্চ বিততৈরসংযুক্তৈশ্চ কণ্টকৈঃ ।
শোভিতং ত্রাসনীয়ৈশ্চ তোমরৈঃ সপরশ্বধৈঃ ॥
উদ্যতং দ্বিষতাং হেতোর্দ্বিতীয়মিব মন্দরম্ ।
যুক্তং খরসহস্রেণ সোঽধ্যারোহদ্রথোত্তমম্ ॥ ১৭৬
বিরোচনস্তু সংক্রুদ্ধো গদাপাণিরবস্থিতঃ ।
প্রমুখে তস্য সৈন্যস্য দীপ্তশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ১৭৭
যুক্তং হয়সহস্রেণ হয়গ্রীবস্তু দানবঃ ।
ব্যূহিতং দানবব্যূহং পরিচক্রাম বীর্য্যবান্ ॥ ১৭৮
বিপ্রচিত্তিসুতঃ শ্বেতঃ শ্বেতকুণ্ডলভূষণঃ ।
স্যন্দনং বাহয়ামাস পরানীকস্য মর্দ্দনঃ ॥ ১৭৯
ব্যায়তং কিষ্কুসা স্থং ধনুর্বিস্ফারয়ন্মহৎ ।
স চাহবমুখে তস্থৌ সপ্ররোহ ইবাচলঃ ॥ ১৮০
খরস্ত-বিকিরন ক্রোধান্নেত্রাভ্যাং রোষজঞ্জলম্
স্ফু দন্তৌষ্ঠনয়নঃ সংগ্রামং সোঽভ্যকাঙ্ক্ষত ॥
ত্বষ্টা ত্বষ্টাদশহয়ং যানমাস্থায় দানবঃ ।
দিব্যব্যূহপ্রতীকাশো যুদ্ধায়াভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ১৮২
অরিষ্টো বলিপুত্রশ্চ বরিষ্ঠো দ্রুদ্ধবায়ুধঃ ।
যুদ্ধায়াভিমুখস্তস্থৌ ধরাধরবিকম্পনঃ ॥ ১৮৩
কিশোরস্বতিসংহর্ষাৎ কিশোর ইব চোদিতঃ ।
অভবদ্দৈত্যমধ্যে স গ্রহমধ্যে যথা রবিঃ ॥
লম্বস্তু নবমেঘাভঃ প্রলম্বাম্বরভূষণঃ ।
দৈত্যব্যূহগতো ভাতি সনীহার ইবাংশুমান্ ॥
বস্তুস্করাভস্তুদন্তু দশনৌষ্ঠেক্ষণায়ুধঃ ।
হসংস্তিষ্ঠতি দৈত্যানাং মধ্যে ক্রূরমহাগ্রহঃ ॥ ১৮৬
অন্যে হয়গতাস্তত্র মত্তেভেন্দ্রগতাঃ পরে ।
সিংহব্যাঘ্রগতাশ্চান্যে বরাহর্ক্ষেষু চাপরে ॥
কেচিৎ খরোষ্ট্রযাতারঃ কেচিত্তোয়দবাহনাঃ ।
পত্তয়শ্চাপরে দৈত্যা ভীষণা বিকৃতাননাঃ ॥ ১৮৮
একপাদাস্ত্বপাদাশ্চ ননৃতুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৮৯
আস্ফোটয়ন্তো বহবঃ স্বনন্তশ্চ তথাপরে ।
দৃপ্তশার্দ্দূলনির্ঘোষা নেদুর্দানবপুঙ্গবাঃ ॥ ১৯০

গর্জ্জন মেঘের স্থায়; দৃঢ় লৌহজালের গবাক্ষ দ্বারা ঐ রথ সজ্জিত, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ,মুদ্গর, প্রাস ও পাশ দ্বারা পূর্ণ এবং কণ্টকসমূহ দ্বারা অম্লান সংযুক্ত। ঐ রথ ত্রাসনীয় তোমর ও পরশ্বধসমূহ দ্বারা শোভিত এবং উহা শক্র-দিগের জন্য দ্বিতীয় মন্দরের স্থায় অভ্যুত্থিত। গদাপাণি বিরোচন সংক্রুদ্ধ প্রদীপ্তশৃঙ্গ গিরির স্থায় তাহার সৈন্যের সম্মুখে অবস্থিত হইল। বীর্য্যবান্ দানব হয়গ্রীব সহস্র অশ্বে ব্যূহিত দানবব্যূহে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। পরসৈন্যমর্দ্দন শ্বেতকুণ্ডলমণ্ডিত বিপ্রচিত্তিতনয় শ্বেত সহস্র কিষ্কু আয়ত রথে আরোহণপূর্ব্বক ধনু বিস্ফারিত করিয়া তরুনিকরযুক্ত গিরির স্থায় রণমুখে অবস্থিত হইল। খর ক্রোধে নেত্র হইতে রোষবারি ক্ষরিত করিতে করিতে দন্ত ওষ্ঠ ও নয়ন স্ফুরিত করিয়া সংগ্রামাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। দিব্যব্যূহ-প্রদীপ্ত ত্বষ্টা দানব অষ্টাদশ অশ্ব সমন্বিত রথে আরোহণ করিয়া সমরাভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। দ্রুদ্ধবায়ুধ বরিষ্ঠ বলিপুত্র অরিষ্ট ধরাধর কম্পিত করিয়া যুদ্ধাভিমুখে অবস্থিত হইল। কিশোর অতিহর্ষে কিশোরের স্থায় প্রেরিত হইয়া গ্রহগণ মধ্যে রবির স্থায় দৈত্যমধ্যে প্রতিভাত হইতে লাগিল। নবমেঘাভ প্রলম্বাম্বরভূষিত লম্ব, দৈত্যব্যূহ-গত হইয়া নীহারবেষ্টিত সূর্য্যের স্থায় শোভিত হইল। দশন ওষ্ঠ ও ঈক্ষণায়ুধ বসুন্ধরাভ ক্রূর মহাগ্রহ রাহু লম্বের পশ্চাতে দৈত্যগণ মধ্যে নীহারাবৃত সূর্য্যবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। ১৭১—১৮৬। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কোন দৈত্য অশ্বারূঢ়, অপর কেহ মত্ত মাতঙ্গারূঢ়, অন্য কেহ কেহ সিংহ ও শার্দ্দূলারূঢ়, কেহ কেহ বরাহ ঋক্ষ খর ও উষ্ট্রযানে এবং কেহ কেহ বা মেঘবাহনে আহবে সমাগত হইল। একপাদ ও পাদ-হীন অপর ভীষণ বিকৃতানন পদাতি দৈত্যগণ যুদ্ধাভিলাষে সমরে নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের স্থায় শব্দকারী দানবপুঙ্গব-গণের মধ্যে কেহ আস্ফোটন ও কেহ বা চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া সমরে ভীষণ শব্দ করিল। তাহারা পরিখাকার

তে গদাপরিঘৈর্ঘোরৈঃ শিলামুদ্গরপাণয়ঃ।
বাহুভিঃ পরিঘাকারৈস্তর্জয়ন্তি স্ম দেবতাঃ॥
প্রাসৈঃ খড়্গৈশ্চ পাশৈশ্চ তোমরাঙ্কুশপট্টিশৈঃ।
চিক্রীড়ুস্তে শতঘ্নীভিঃ শতধারৈশ্চ মুদ্গরৈঃ॥
গণ্ডশৈলৈশ্চ শৈলৈশ্চ পরিঘৈশ্চোদ্যতায়ুধৈঃ।
যুক্তং বলাহকগণৈঃ সর্ব্বতঃ সংবৃতং নভঃ॥ ১৯৩
এবং তদ্দানবং সৈন্যং সর্ব্বগর্ব্বমদোৎকটম্।
দেবতাভিমুখং তস্থৌ মেঘানীকমিবোদিতম্॥

রেজে চ তদ্দৈত্যসহস্রগাঢ়ং
বায়ুগ্নিশৈলাম্বুদতোয়কল্পম্।
বলং বলৌঘাকুলমত্যুদীর্ণং
যুযুৎসয়োন্মত্তমিবাবভাসে॥ ১৯৫

শ্রুতস্তে দৈত্যসৈন্যস্য বিস্তারঃ কুরুনন্দন।
সুরাণামপি সৈন্যস্য বিস্তারং বৈষ্ণবং শৃণু॥ ১৯৬

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে দৈত্য-
সেনাবর্ণনং নাম চত্বারিংশো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ৪০॥

বাহুসমূহ দ্বারা ঘোর গদা, পরিঘ, শিলা ও মুদ্গর লইয়া আসিয়া দেবতাগণকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। অনেক দানব প্রাস, খড়্গ, পাশ, তোমর, অঙ্কুশ, পট্টিশ ও শতধার শতঘ্নী ও মুদ্গর দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিল। গণ্ডশৈল ও শৈলাকার পরিঘ উদ্যত করিয়া কতিপয় দানব মেঘের সহিত মিশিয়া আকাশে পরিব্যাপ্ত হইল। এইরূপে সর্ব্ব-গর্ব্বমদোৎকট দানব সৈন্য আকাশে উদিত মেঘের ন্যায় সুরগণের সম্মুখে অবস্থিত হইল। অনিল, অনল, শৈল ও মেঘজলতুল্য সৈন্য-শ্রেণীসমাকুল সেই গর্ব্বিত দানববল সমরা-ভিলাষে উন্মত্তের ন্যায় অত্যন্ত গাঢ়রূপে বিরাজ করিতে লাগিল। হে কুরুনন্দন! দৈত্যসৈন্যের বিস্তার তুমি শ্রবণ করিলে, সম্প্রতি সুরসৈন্যেরও বিষ্ণুকৃত বিস্তারের কথা শ্রবণ কর। ১৮৭—১৯৬।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ।

আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ মহাবলৌ।
সবলাঃ সানুগাশ্চৈব সন্নদ্ধা যথাক্রমম্॥ ১
পুরুহূতশ্চ পুরতো লোকপালঃ সহস্রদৃক্।
গ্রামণীঃ সর্ব্বদেবানামারুরোহ বরদ্বিপম্॥ ২
সব্যে চাস্য রথঃ পার্শ্বে পক্ষিপ্রবরকেতনঃ।
সুচারুচক্রচরণো হেমচ্ছত্রপরিষ্কৃতঃ॥ ৩
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষৌঘৈরনুযাতঃ সহস্রশঃ।
দীপ্তিমদ্ভিশ্চ স্বর্গস্থৈর্ব্রহ্মর্ষিভিরভিষ্টুতঃ॥ ৪
বজ্রবিস্ফারিতোদ্ভূতৈর্ব্বিদ্যুদিন্দ্রায়ুধপ্রভৈঃ।
যুক্তং বলাহকগণৈঃ পর্ব্বতৈরিব কামগৈঃ॥ ৫
যমারূঢ়ঃ স ভগবান্ পর্য্যেতি সকলং জগৎ।
হবির্দ্ধানেষু গায়ন্তি বিপ্রা মখমুখে স্থিতাঃ॥ ৬
স্বর্গসংগ্রামযাত্রেষু দেবতূর্য্যনিনাদিষু।
সেন্দ্রস্তমুপনৃত্যন্তি শতশো হ্যপ্সরোগণাঃ॥ ৭

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—আদিত্য, বসু, রুদ্রগণ এবং মহাবল অশ্বিনীকুমারদ্বয় যথা-ক্রমে বল ও অনুগগণ সহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। দেবগণের অগ্রণী সহস্রলোচন ইন্দ্র লোকপালগণকে অগ্রে করিয়া করিবর ঐরাবতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে গরুড়ধ্বজ সুচারু চক্ররূপ চরণান্বিত, স্বর্ণচ্ছত্রে উপশোভিত, একখানি রথ গমন করিল; সহস্র সহস্র দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ তাহার অনুগমন করিয়াছে; স্বর্গবাসী দীপ্তি-মান্ মহর্ষিগণ তাহাকে স্তব করিতেছেন এবং বজ্র বিস্ফারণে উল্লম্ফমান বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রায়ুধ-প্রতিম কামগামী পর্ব্বততুল্য তুরগগণ ঐ রথের বাহন। ১—৫। ভগবান্ এই রথে আরূঢ় হইয়া অখিল জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। স্বর্গ-সংগ্রামের সূচনায় জয় জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল, আরম্ভ কালে বিপ্রগণ বেদগান করি-লেন; দেবতূর্য্য বাজিয়া উঠিল, এবং শত শত অপ্সরা ইন্দ্র সহ সেই ভগবান্ উপেন্দ্রে

কেতুনা নাগরাজেন রাজমানো যথা রবিঃ।
যুক্তো হয়সহস্রেণ মনোমারুতরংহসা॥ ৮
সমাগ্রথবরো ভাতি যুক্তো মাতলিনা তদা।
কৃৎস্নঃ পরিবৃতো মেরুর্ভাস্করস্যেব তেজসা॥ ৯
যমশ্চ দণ্ডমুদ্যম্য কালযুক্তশ্চ মুদ্গরম্।
তস্থৌ সুরগণানীকে দৈত্যানাদৈব দর্শয়ন্॥
চতুর্ভিঃ সাগরৈর্যুক্তো লেলিহানৈশ্চ পন্নগৈঃ।
শঙ্খমুক্তাঙ্গদধরো বিভ্রত্তোয়ময়ং বপুঃ॥ ১১
কালপাশান্ সমাবিধ্য হয়ৈঃ শশিকরোপমৈঃ।
বায়ৃরিতজলাকারৈঃ কুর্ব্বন্ লীলাঃ সহস্রশঃ॥
পাণ্ডুরোদ্ধূতবসনঃ প্রবালরুচিরাঙ্গদঃ।
মণিশ্যামোত্তমবপুর্হারভারার্পিতোদরঃ॥ ১৩
বরুণঃ পাশধৃঘধ্যে দেবানীকস্য তস্থিবান্।
যুদ্ধবেলামভিলষন্ ভিন্নবেল ইবার্ণবঃ॥ ১৪
যক্ষরাক্ষসসৈন্যেন গুহ্যকানাং গণৈরপি।
যুক্তশ্চ শঙ্খপদ্মাভ্যাং নিধীনামধিপঃ প্রভুঃ॥ ১৫
রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ গদাপাণিরদৃশ্যত।
বিমানযোধী ধনদো বিমানে পুষ্পকে স্থিতঃ।
স রাজরাজঃ শুশুভে যক্ষেশো নরবাহনঃ॥ ১৬
পূর্ব্বপক্ষে সহস্রাক্ষঃ পিতৃরাজশ্চ দক্ষিণে।
বরুণঃ পশ্চিমে পক্ষ উত্তরে নরবাহনঃ॥ ১৭
চতুঃপক্ষাশ্চ চত্বারো লোকপালা মহাবলাঃ।
আত্মদিক্ষু চরন্তশ্চ তস্য দেববলস্য তে॥ ১৮
সূর্য্যঃ সপ্তাশ্বযুক্তেন রথেনানিলগামিনা।
শ্রিয়া জাজ্বল্যমানেন দীপ্যমানৈশ্চ রশ্মিভিঃ॥ ১৯
উদয়াস্তময়ৌ চক্রে মেরুপর্য্যন্তগামিনা।
ত্রিদিবদ্বারচক্রেণ তপসা লোকমব্যয়ম্॥ ২০
সহস্ররশ্মিযুক্তেন ভ্রাজমানেন তেজসা।
চচার মধ্যে দেবানাং দ্বাদশাত্মা দিবাকরঃ॥ ২১
সোমঃ শ্বেতহয়ো ভাতি স্যন্দনে শীতরশ্মিমান্।
হিমতোয়প্রপূর্ণাভির্ভাভিরাহ্লাদয়ন্ জগৎ॥
তমৃক্ষযোগানুগতং শিশিরাংশুং দ্বিজেশ্বরম্।

নিকট নৃত্য করিতে লাগিল। নাগরাজধ্বজ রথে সূর্য্য যেরূপ শোভিত হন, মনোমারুত-বেগী সহস্র অশ্বযুক্ত ঐ রথও তদ্রূপ মাতলি-পরিচালিত হইয়া সূর্য্যতেজো দ্বারা সমগ্র মেরু প্রদেশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যমও সুরসৈন্য মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক দানব-গণকে কালোপযোগী মুদ্গর ও দণ্ড উদ্যত করিয়া প্রদর্শন করাইতে লাগি-লেন। তোয়ময় তনুধারী ভিন্নবেল অর্ণব তুল্য বরুণ চতুঃসাগর ও লেলিহান অহি-গণের সহিত মিলিত এবং শঙ্খ ও মুক্তাঙ্গদ ধারণপূর্ব্বক কালপাশ-করে অসুরসেনা মধ্যে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ-বেলার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি শশিকরোপম পবনচালিত জলরাশির ন্যায় অশ্বগণের সহিত সহস্র প্রকারের ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পাণ্ডুর বসন কম্পিত হইতে লাগিল, তদীয় অঙ্গ মণিশ্যাম এবং উদর হারে শোভিত হইল। রাজরাজেশ্বর নিধিপতি প্রভু শ্রীমান্ কুবের যক্ষ ও রাক্ষস সৈন্য এবং গুহ্যক-গণের সহিত মিলিত ও শঙ্খ-পদ্মযুক্ত হইয়া দর্শন দিলেন। সেই বিমান-যোধী যক্ষাধিপতি রাজরাজ নরবাহন কুবের পুষ্পক বিমানে অবস্থিত হইয়া গদাহস্তে শোভা পাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, দক্ষিণে যমরাজ, পশ্চিমে বরুণ এবং উত্তরে কুবের—এইরূপে মহাবল লোকপালচতুষ্টয় পক্ষচতুষ্টয় কল্পনা করিয়া নিজ নিজ পক্ষের রক্ষাকল্পে দেববলের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৬—১৮। দিবাকর বায়ুবৎ বেগগামী নিজ তেজে জাজ্বল্যমান সপ্তাশ্বযুক্ত রথে মেরু পর্য্যন্ত গমন করিয়া দীপ্যমান স্বীয় রশ্মিজালে উদয়াস্ত বিধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথ সহস্র-রশ্মিযুক্ত,স্বর্গদ্বার ঐ রথের চক্র এবং উহা নিজ তেজে উজ্জ্বল। দ্বাদশাত্মা দিবাকর তথাবিধ রথে নিজ তেজে অব্যয় লোক উদ্দীপিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। শীতরশ্মি চন্দ্র শীত ও তোয়পূর্ণ প্রভাদ্বারা জগৎ আহ্লাদিত করিয়া শ্বেতাশ্বযুক্ত স্যন্দনে শোভিত হইলেন। তারারাজি ও শিশির-কান্তি সেই দ্বিজরাজের অনুগমন করিল;

শশচ্ছায়াঙ্কিততনুঃ নৈশস্য তমসঃ ক্ষয়ম্ ॥ ২৩
জ্যোতিষামীশ্বরঃ ব্যোম্নি রসদঃ প্রভুরব্যয়ম্।
ওষধীনাং পবিত্রাণাং নিধানমমৃতস্য চ ॥ ২৪
জগতঃ পরমং ভাগং সৌম্যং সর্ব্বময়ং রসম্।
দদৃশুর্দ্দানবাঃ সোমং হিমপ্রহরণং স্থিতম্ ॥ ২৫
যঃ প্রাণঃ সর্ব্বভূতানাং পঞ্চধা ভিদ্যতে নৃষু।
সপ্তস্কন্ধগতো লোকাংস্ত্রীন্ দধার চকার চ।
যমাহুরগ্নিকর্ত্তারং সর্ব্বপ্রভবমীশ্বরম্।
সপ্তস্বরগতা যস্য যোনির্গীর্ভিরুদীর্য্যতে ॥ ২৭
যং বদন্তি চলং ভূতং যং বদন্ত্যশরীরিণম্।
যমাহুরাকাশগমং শীঘ্রগং শব্দযোনিজম্ ॥ ২৮
স বায়ুঃ সর্ব্বভূতায়ুরুদ্ধতঃ স্বেন তেজসা।
ববৌ প্রব্যথয়ন্ দৈত্যান্ প্রতিলোমং সতোয়দঃ
মারুতো দেবগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরগণৈঃ সহ।
চিক্রীড় রশ্মিভিঃ শুভ্রৈর্নির্ম্মুক্তৈরিব পন্নগৈঃ ॥ ৩০
সৃজন্তঃ সর্পপতয়স্তীব্রং রোষময়ং বিষম্।
শরভূতা বিলগ্নাশ্চ চেরুর্ব্যাত্তাননা দিবি ॥ ৩১
পর্ব্বতাশ্চ শিলাশৃঙ্গৈঃ শতশাখৈশ্চ পাদপৈঃ।
উপতস্থুঃ সুরগণান্ প্রহর্ত্তুং দানবং বলম্ ॥ ৩২
যঃ স দেবো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ত্রিবিক্রমঃ।
যুগান্তে কৃষ্ণবর্ম্মা চ বিশ্বস্য জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৩
সর্ব্বযোনিঃ স মধুহা হব্যভুক্ ক্রতুসংস্থিতঃ।
ভূম্যম্বুব্যোমভূতাত্মা শ্যামঃ শান্তিকরোঽরিহা।
অবিঘ্নমমরাদীনাং চক্রে চক্রগদাধরঃ ॥ ৩৫
সব্যেনালম্ব্য মহতীং সর্ব্বায়ুধবিনাশিনীম্।
করেণ কালীং বপুষা শত্রুকালপ্রদাং গদাম্ ॥ ৩৬
শেষৈর্ভুজৈঃ প্রদীপ্তাভৈর্ভুজগারিধ্বজঃ প্রভুঃ
দধারায়ুধজালানি শার্ঙ্গাদীনি মহাবলঃ ॥ ৩৭
স কশ্যপস্যাত্মভবং দ্বিজং ভুজগভোজনম্।
ভুজগেন্দ্রেণ বদনে নিবিষ্টেন বিরাজিতম্ ॥ ৩৮
অমৃতারম্ভসংযুক্তং মন্দরাদ্রিমিবোচ্ছ্রিতম্।
দেবাসুরবিমর্দ্দেষু বহুশোদৃষ্টবিক্রমম্ ॥ ৩৯

শশচ্ছায়ায় অঙ্কিত-তনু জ্যোতিষ্কাধিপ রসদ অব্যয় প্রভু আকাশবিহারী চন্দ্র রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করিলেন। তিনি পবিত্র ওষধিগণ ও অমৃতের নিধি এবং জগতের সর্ব্ব রসময় পরম সৌম্যাংশ। দানবগণ এ হেন হিমাস্ত্র চন্দ্রকে রণক্ষেত্রে অবস্থিত অবলোকন করিল। যিনি সর্ব্বভূতের প্রাণ ও নরলোকে পঞ্চধা বিভক্ত এবং যিনি সপ্তস্কন্ধগত হইয়া লোকত্রয় নির্ম্মাণ ও ধারণ করেন, যাঁহাকে লোকে অগ্নিকর্ত্তা কহে, যিনি ঈশ্বর, যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের প্রাদুর্ভাব, যিনি সপ্তস্বরের যোনি, যাঁহা হইতে বাক্য সকল ব্যক্ত হয়, লোকে যাঁহাকে চলস্বভাব বলে, যিনি দেহহীন হইয়াও শীঘ্রগ ও আকাশগ, এবং যিনি শব্দযোনিজ সেই সর্ব্বভূতায়ু বায়ু নিজতেজে উদ্ধত হইয়া উঠিলেন! প্রবহমাণ বায়ু দানবগণের প্রবল ব্যথা জন্মাইতে লাগিলেন, মেঘ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রতিলোম ক্রমে জল বর্ষণ করিল। বায়ু দেব গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণসহ কঞ্চুকমুক্ত সর্পানিকরবৎ স্বচ্ছ কিরণ-ধারায় দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সর্পপতিগণ রোষময় তীব্র-বিষ উদ্গিরণপূর্ব্বক শররূপে পরিণত হইয়া দানবদেহে বিলগ্ন হইল; আবার কখনও বা বদন ব্যাদানপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। দেবগণ পর্ব্বত, শিলা, শৃঙ্গ ও শতশাখ পাদপ লইয়া দানববল বিনাশের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। যিনি যুগান্তের অনল, সমগ্রজগতের প্রভু, সর্ব্বযোনি, মধুহা, হব্যভুক্, ভূমি জল আকাশ ও ভূতাত্মা, শ্যাম, শান্তিকর, শত্রুঘাতী—সেইদেব হৃষীকেশ ত্রিবিক্রম পদ্মনাভ গদা ও চক্র ধারণ করিয়া অমরগণের মঙ্গল বিধান করিতে লাগিলেন। মহাবল প্রভু গরুড়ধ্বজ সব্যহস্তে সর্ব্বায়ুধনাশিনী কৃষ্ণবর্ণা অরিমারণ-প্রদা মহাগদা এবং অবশিষ্ট করসমূহে কান্তিযুক্ত শার্ঙ্গাদি আয়ুধজাল ধারণ করিলেন। ১৯—৩৭। তিনি কশ্যপাত্মজ ভুজগভোজী গরুড়ের উপর বিরাজ করিলেন; গরুড় তখন একটী মহাহি মুখে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল; এবং সে অমৃতমন্থী মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় উচ্ছ্রিত হইয়াছিল। তিনি সেই দেবাসুর সমরে

মহেন্দ্রেণামৃতস্যার্থে বজ্রেণ কৃতলক্ষণম্ ।
বিচিত্রপত্রবসনং ধাতুমন্তমিবাচলম্ ॥ ৪০
স্ফীতক্রোধাবলম্বেন শীতাংশুসমতেজসা ।
ভোগিভোগাবসক্তেন মণিরত্নেন ভাস্বতা ॥৪১
পক্ষাভ্যাং চারুপত্রাভ্যামাবৃতং দিবি লীলয়া ।
যুগান্তে সেন্দ্রচাপাভ্যাং তোয়দাভ্যামিবাম্বরম্ ॥
নীললোহিতপীতাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ।
অরুণাবরজং শ্রীমানারুহ্য সমরে প্রভুঃ ।
সুবর্ণবর্ণবপুষং সুবর্ণঃ খেচরোত্তমম্ ॥ ৪৩
অন্বযুঃ সুরগণা মুনয়শ্চ সমাহিতাঃ ।
গীর্ভিঃ পরমমন্ত্রাভিস্তুষ্টুবুশ্চ গদাধরম্ ॥ ৪৪
তদ্বৈশ্রবণসংশ্লিষ্টং বৈবস্বতপুরঃসরম্ ।
বারিরাজপরিক্ষিপ্তং দেবরাজবিরাজিতম্ ॥ ৩৬
পবনাবদ্ধনির্ঘোষং সম্প্রদীপ্তহুতাশনম্ ।
বিষ্ণোর্জিষ্ণোঃ সহিষ্ণোশ্চ ভ্রাজিষ্ণোস্তেজ-
সাবৃতম্ ॥ ৪৬
বলং বলবদুদ্রিক্তং যুদ্ধায় সমবর্ত্তত ॥ ৪৭
স্বস্ত্যস্তু দেবেভ্য ইতি বৃহস্পতিরভাষত ।
স্বস্ত্যস্তু দৈতেভ্য ইতি উশনা বাক্যমাদদে ॥৪৮
তাভ্যাং বলাভ্যাং সঞ্জজ্ঞে তুমুলো বিগ্রহস্তদা ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ পরস্পরজয়ৈষিণাম্ ॥ ৪৯
দানবা দৈবতৈঃ সার্দ্ধং নানাপ্রহরণোদ্যমাঃ ।
সমীয়ুর্যুধ্যমানা বৈ পর্ব্বতা ইব পর্ব্বতৈঃ ॥ ৫০
তৎসুরাসুরসংযুক্তং যুদ্ধমত্যদ্ভুতং বভৌ ।
ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং দর্পেণ বিনয়েন চ ॥ ৫১
ততো হয়ৈঃ প্রজবিতৈর্বারণৈশ্চ প্রচোদিতৈঃ ।
উৎপতদ্ভিশ্চ গগনে সাসিহস্তৈঃ সমন্ততঃ ॥৫২
ক্ষিপ্যমাণৈশ্চ মুষলৈঃ সম্পতদ্ভিশ্চ সায়কৈঃ ।
চাপৈর্বিস্ফার্য্যমাণৈশ্চ পাত্যমানৈঃ সুদারুণৈঃ ॥
তদ্যুদ্ধমভবদ্ঘোরং দেবদানবসঙ্কুলম্ ।
জগতস্ত্রাসজননং যুগসংবর্ত্তকোপমম্ ॥ ৫৪

বহুপ্রকারে বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। মাতার আদেশে অমৃতের গ্রাহী গরুড়ের গাত্রে বাসব যে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে পক্ষিরাজের একটী পক্ষচ্যুতি হয়, তখনও গরুড়গাত্রে সে লক্ষণ লক্ষিত হইতেছিল। গরুড়ের গাত্র বিচিত্র পক্ষে আবৃত হওয়ায় ধাতুমান্ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিলেন, তিনি একদিকে ক্রোধাবলম্বনে স্ফীত ও অপরদিকে শীতাংশুসমপ্রভায় সৌম্য ছিলেন এবং ভুজঙ্গ ভোজনে আসক্ত থাকায় তদীয় মণিরত্নে উদ্দীপিত হইয়াছিলেন। পক্ষিরাজ চারুপক্ষদ্বয় দ্বারা অবলীলাক্রমে অন্তরীক্ষ আবৃত করায় মনে হইতেছিল যেন যুগান্তকালীন মেঘদ্বারা নভোমণ্ডল আবৃত রহিয়াছে। শ্রীমান্ প্রভু বিষ্ণু, নীল, লোহিত ও পীত পতাকাশোভিত অরুণানুজ সুবর্ণদেহ খগবর গরুড়ে আরোহণ করিয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন। দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন, সমাহিতমনা মুনিগণ পরম মন্ত্রময় বাণীনিচয় দ্বারা গদাধরের স্তব করিতে লাগিলেন। জাজ্বল্যমান জয়শীল সহিষ্ণু বিষ্ণুর বল কুবের পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন, যম বলের অগ্রে অবস্থিত হইলেন, বারিরাজ বরুণ বলের চালনা করিলেন এবং দেবরাজ সেই সৈন্যমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রক্ষিত হইয়া সেই বল পবনবৎ ভীমনাদী ও পাবকতুল্য প্রদীপ্ত ও বলোদ্রিক্ত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইল। 'দেবগণের মঙ্গল হউক'—এই কথা বৃহস্পতি বলিলেন; আর শুক্র কহিলেন,—'দৈত্যদিগের মঙ্গল হউক।' তখন সুর ও অসুর পরস্পর জয়ৈষী উভয় সৈন্যের ভীষণ সমর আরম্ভ হইল। তখন দানবেরা বিবিধ আয়ুধ উদ্যত করিয়া দেবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে মনে হইল—যেন পর্ব্বতেরা পর্ব্বতগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।৩৮—৫০। ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, বিনয়ে এবং দর্পে সেই যুদ্ধাভিনয় হওয়ায় সেই সুরাসুর-সংগ্রাম অত্যদ্ভুত হইয়াছিল। অনন্তর বেগবান্ তুরগ ও মাতঙ্গের পরিচালনা, অসিহস্ত সৈন্যের সকলদিকে গগনে উৎপতন, মুষল-ক্ষেপণ; শরপাতন ও বিস্ফার্য্যমাণ সুদারুণ বাণক্ষেপে যুগান্তের সংবর্ত্তক বায়ুবৎ জগতের ত্রাস-

সুদৃঢ়মুক্তৈঃ পরিঘৈর্মুদ্গরৈশ্চৈব পর্ব্বতৈঃ।
দানবাঃ সমরে জঘ্নুর্দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৫৫
তে বধ্যমানা বলিভির্দানবৈর্জিতকাশিভিঃ।
বিষণ্ণবদনা দেবা জগ্মুরার্ত্তিং পরাং মৃধে ॥ ৫৬
তে চাস্ত্রশূলমথিতাঃ পরিঘৈশ্ছিন্নমস্তকাঃ।
ভিন্নোরস্কা দিতিসুতৈঃ সুস্রবুস্তে রণে বহু ॥ ৫৭
স্বদিতাঃ শরজালৈশ্চ নির্যত্নাশ্চ শরৈঃ কৃতাঃ।
প্রবিষ্টা দানবীং মায়াং ন শেকুস্তে বিচেষ্টিতুম্ ॥
স্তম্ভিতমিবাভাতি নিষ্প্রাণসদৃশাকৃতি।
বলং সুরাণামসুরৈর্নিষ্প্রযত্নায়ুধং কৃতম্ ॥ ৫৯
দৈত্যচাপচ্যুতান্ ঘোরাংশ্ছিত্ত্বা বজ্রেণ তান্ শরান্।
শক্রো দৈত্যবলং ঘোরং বিবেশ বহুলোচনঃ ॥
স দৈত্যপ্রমুখান্ সর্ব্বান্ হত্বা দৈত্যবলং মহৎ
তামসেনাস্ত্রজালেন তমোভূতমথাকরোৎ ॥ ৬১

তেহন্যোন্যং নাববুধ্যন্ত দৈত্যানাং বাহনানি চ
ঘোরেণ তমসাবিষ্টাঃ পুরুহূতস্য তেজসা ॥ ৬২
মায়াপাশৈর্বিমুক্তাশ্চ যত্নবন্তঃ সুরোত্তমাঃ।
শিরাংসি দৈত্যসঙ্ঘানাং তমোভূতান্যপাতয়ন্।
অপধ্বস্তা বিসংজ্ঞাশ্চ তমসা নীলবর্চ্চসা।
পেতুস্তে দানবাঃ সদ্যশ্ছিন্নপক্ষা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৬৩
তত্রাভিভূতদৈত্যেন্দ্রমন্ধকারমিবাম্বরম্।
দানবং দেহসদনং তমোভূতমিবাভবৎ ॥ ৬৪
তথাসৃজন্মহামায়াং ময়স্তাং তামসীং দহন্।
যুগান্তোদ্যোতজননীং সৃষ্টামৌর্ব্বেণ বহ্নিনা ॥ ৬৫
সা দদাহ চ তাং শাক্রীং মায়া ময়বিকল্পিতা।
দৈত্যাশ্চাদিত্যবপুষো সদ্য উত্তস্থুরাহবে ॥ ৬৬
মায়ামৌর্বীং সমাসাদ্য দহ্যমানা দিবৌকসঃ।
ভেজিরে চন্দ্রবিষয়ং শীতাংশুসলিলহ্রদম্ ॥ ৬৭
তে দহ্যমানা ঔর্ব্বেণ বহ্নিনা নষ্টচেতসঃ।

অনন্তর সেই সুরাসুর-সঙ্কুল সমর অতীব ভীষণ হইয়াছিল। দানবগণ দৃঢ়হস্তমুক্ত মুদ্গর পরিঘ ও পর্ব্বতনিক্ষেপে সমরে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল; জয়গর্ব্বিত বলবান্ দানবগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান দেবতারা তখন পরমপীড়িত হইয়া সমর-ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিষণ্ণবদন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দানবগণ কর্ত্তৃক অস্ত্র ও শূল দ্বারা মথিত এবং পরিঘসমূহ দ্বারা ছিন্নমস্তক ও ভিন্নবক্ষা হইলেন, রণক্ষেত্রে তাঁহাদের বহু শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল। সুর সৈন্যগণ অসুরদিগের শরসমূহে স্বাদিত ও ভগ্নোদ্যম হইলে, তাঁহারা দানবী মায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া শত্রুর চেষ্টা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। পরন্তু নিষ্প্রাণ-সদৃশাকৃতি স্তম্ভের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। অসুরেরা সুরসৈন্যগণকে নিষ্প্রযত্ন ও নিরায়ুধ করিল। অতঃপর সহস্র-লোচন শচীপতি দৈত্যচাপচ্যুত ঘোর শর-নিকর অশনি দ্বারা চ্ছেদনপূর্ব্বক ভীষণ অসুর সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রধান প্রধান দৈত্য ও দানবগণের বধসাধনে সেই মহা-বল দৈত্য সেনা বিধ্বস্ত করিলেন। তিনি তামস অস্ত্রজালে সমস্ত অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন; দানবপক্ষীয় সৈন্য ও বাহনসমূহ বাসবের ঘোর তামস তেজে সমাবিষ্ট হইয়া পরস্পর কেহ কাহাকেও জানিতে সমর্থ হইল না। তখন সুরোত্তমগণ উদ্যমসহকারে দানব-দিগের মায়াপাশবিমুক্ত হইয়া তাহাদের তমো-ভূত মস্তকশ্রেণী পাতিত করিতে লাগিলেন। নীলবর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন দানবগণ বিধ্বস্ত ও বিসংজ্ঞ হইয়া ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় সদ্যঃ পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে দৈত্যেন্দ্রগণ নিহত ও অভিভূত হইতে থাকিলে দানব-দিগের দেহ যেন গভীর অন্ধকারের ন্যায় তমোভূত বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। অনন্তর ময় দানব এক মহামায়া আবি-ষ্কার করিয়া ইন্দ্রের তামসী মায়া দগ্ধ করিতে লাগিল; সেই মায়া, ময় দানব কর্ত্তৃক ঔর্ব্ব-বহ্নি দ্বারা নির্ম্মিত। যুগান্তকালের আলোক-দাত্রী ঐ ঔর্ব্বমায়া দেবরাজসৃষ্টা তামসী মায়াকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তখন দৈত্য-গণ দীপ্তদেহে সমরে সদ্য উত্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঔর্ব্বী মায়ায় দহ্যমান দেবগণ চন্দ্ররাজ্যের শীতময়ূখময় তোয়হ্রদে

শশংসুর্বহ্নিণং দেবাঃ সন্তপ্তাঃ শরনৈর্ম্মিণঃ ॥ ৬৯
সন্তপ্তে মায়য়া সৈন্যে হন্যমানে চ দানবৈঃ।
চোদিতো দেবরাজেন বরুণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৭০
পুরা ব্রহ্মর্ষিজঃ শক্র তপস্তেপে সুদারুণম্।
ঊর্ব্বঃ স পূর্ব্বং তেজস্বী সদৃশো ব্রহ্মণো গুণৈঃ
তং তপন্তমিবাদিত্যং তপসা জগদব্যয়ম্।
উপতস্থুর্মুনিগণা দেবা দেবর্ষিভিঃ সহ ॥৭২
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব দানবো দানবেশ্বরঃ।
ঋষিং বিজ্ঞাপয়ামাস পুরা পরমতেজসম্ ॥ ৭৩
উচুর্ব্রহ্মর্ষয়স্তে তু বচনং ধর্ম্মসংহিতম্।
ঋষিবংশেষু ভগবংশ্ছিন্নমূলমিদং কুলম্ ॥ ৭৪
একস্ত্বমনপত্যশ্চ গোত্রায়ান্যো ন বিদ্যতে।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ক্লেশমেবানুবর্ত্তসে ॥ ৭৫
বহূনি বিপ্রগোত্রাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
একদেহানি তিষ্ঠন্তি বিবিক্তানি বিনা প্রজাঃ ॥
এবম্ভূতেষু সর্ব্বেষু পুত্রার্থে নাস্তি কারণম্।
ভবাংশ্চ তাপসশ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিসমদ্যুতিঃ ॥ ৭৭
তৎপ্রবর্ত্তস্ব বংশায় বর্দ্ধয়াত্মানমাত্মনা।
সমাধৎস্বোর্জ্জিতং তেজো দ্বিতীয়াং কুরু বৈ
তনুম্ ॥ ৭৮
স এবমুক্তো মুনিভির্মুনির্মনসি তাড়িতঃ।
জগর্হ তানৃষিগণান্ বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥৭৯
যথা হি বিহিতো ধর্ম্মো মুনীনাং শাশ্বতঃ পুরা।
আর্ষং হি কেবলং কর্ম্ম বন্যমূলফলাশিনঃ ॥ ৮০
ব্রহ্মযোনৌ প্রসূতস্য ব্রাহ্মণস্যাত্মবর্ত্তিনঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং সুচরিতং ব্রহ্মাণমপি চালয়েৎ ॥ ৮১
জনানাং বৃত্তয়স্তিস্রো যে গৃহাশ্রমবাসিনঃ।
অস্মাকঞ্চ বনে বৃত্তির্বনাশ্রমনিবাসিনাম্ ॥ ৮২
অব্ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ দন্তোলূখলিনস্তথা।
অশ্মকুট্টাদয়ো যত্র পঞ্চাগ্নিতপসশ্চ যে ॥ ৮৩

উপনীত হইলেন, সেখানেও তাঁহারা ঔর্ব্ব-বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া হতচেতন হইলেন। অনন্তর শরনৈর্ম্মী সন্তপ্ত সুরগণ বজ্রীকে এই বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন। অমরগণকে ময়-মায়ায় সন্তপ্ত ও অসুরগণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইতে দেখিয়া দেবরাজ বরুণকে তদ্বারণার্থ নিযুক্ত করিলেন। বরুণ বলিলেন,—হে বাসব! মহর্ষিতনয় ঊর্ব্ব পূর্ব্বে সুদারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন, ঐ মুনি ব্রহ্মার সমান-গুণযুক্ত ও তেজস্বী। তিনি তপস্যায় তপনের ন্যায় অব্যয় জগৎ তাপিত করিয়া তুলিলে মুনিগণ, দেব ও দেবর্ষিগণসহ তাঁহার স্তব করেন। দানবেশ্বর হিরণ্যকশিপুর পরামর্শেই পূর্ব্বে পরমতেজা ঊর্ব্ব ঐ প্রকার তপস্যা করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, মহর্ষিগণ ঊর্ব্বকে ধর্ম্মসম্মিত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—হে ভগবন্! ঋষিবংশে আপনার কুল ছিন্নমূল; কেননা, এ বংশে একমাত্র আপনিই বিদ্যমান, পরন্তু আপনি অনপত্য; আপনার গোত্রাপত্য আর কেহ নাই। আপনি কৌমার ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক কেবল ক্লেশই করিয়া থাকেন; অথচ ভাবিতাত্মা বহু বিপ্রের বংশসন্ততি আপনার একটী মাত্র দেহে নির্ভর করিতেছে; এ অবস্থায়ও আপনি বিবিক্ত ও সন্ততিহীন। অধিক কি, পুত্রোৎপাদনের অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে এইরূপ বহু হেতু সত্বেও আপনি নিজাত্মজের জন্ম প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন না। আপনি তাপসগণের শ্রেষ্ঠ ও প্রজাপতি-সমপ্রভ; অতএব বংশরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মার বৃদ্ধি করুন। আপনি ঊর্জ্জিত তেজ ধারণ ও দ্বিতীয়তনু পত্নী গ্রহণ করুন।৫১—৭৮। উক্ত মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মনে পীড়া পাইলেন, তিনি সেই সকল ঋষিকে নিন্দা করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—পূর্ব্বকালে মুনিগণের যে অব্যয় ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সে ধর্ম্ম—কেবল আর্য কর্ম্ম। আত্মবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ সন্তানের কর্ত্তব্য বন্যমূল ও ফলাশন। এইরূপ সুচরিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মাকেও চালিত করিতে সমর্থ। যাহারা গৃহাশ্রমী ব্যক্তি, তাহাদের তিনটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু মাদৃশ বনাশ্রমীর একমাত্র বন্যবৃত্তিই অবলম্বনীয়। যাঁহারা জলভক্ষ, বায়ুভক্ষ ও দন্তোলূখলী

এতে তপসি তিষ্ঠন্তো ব্রতৈরপি সুদুশ্চরৈঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং পুরস্কৃত্য প্রার্থয়ন্তি পরাং গতিম্ ॥ ৮৪
ব্রহ্মচর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণত্বং বিধীয়তে।
এবমাহুঃ পরে লোকে ব্রহ্মচর্য্যবিদো জনাঃ ॥৮৫
ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতো ধর্ম্মো ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতং তপঃ।
যে স্থিতা ব্রহ্মচর্য্যে তু ব্রাহ্মণা দিবি তে স্থিতাঃ
নাস্তি যোগংবিনা সিদ্ধির্নাস্তি যোগং বিনা যশঃ
নাস্তি লোকে যশোমূলং ব্রহ্মচর্য্যাৎ পরন্তপ ॥৮৭
যো নিগৃহ্যেন্দ্রিয়গ্রামং ভূতগ্রামঞ্চ পঞ্চকম্।
ব্রহ্মচর্য্যং সমাধত্তে কিমতঃ পরমং তপঃ ॥ ৮৮
অযোগকেশধরণ-মসঙ্কল্পব্রতক্রিয়া।
অব্রহ্মচর্য্যা চর্য্যা চ ত্রয়ং স্যাদ্দম্ভসংজ্ঞিতম্ ॥৮৯
ক দারাঃ ক চ সংযোগঃ ক চ ভাববিপর্য্যয়ঃ।
নম্বিয়ং ব্রহ্মণা সৃষ্টা মনসা মানসী প্রজা ॥ ৯০
যদ্যস্তি তপসো বীর্য্যং যুষ্মাকং বিজিতাত্মনাম্
সৃজধ্বং মানসান্ পুত্রান্ প্রাজাপত্যেন কর্ম্মণা
মনসা নির্ম্মিতা যোনিরাধাতব্যা তপস্বিভিঃ।
নো দারযোগং বীজঞ্চ ব্রতমুক্তং তপস্বিনাম্।
যদিদং লুপ্তধর্ম্মাখ্যং যুষ্মাভিরিহ নির্ভয়ৈঃ।
ব্যাহৃতং সদ্ভিরত্যর্থমসদ্ভিরিব সম্মতম্ ॥ ৯৩
বপুর্দীপ্তান্তরাত্মানমেষ কৃত্বা মনোময়ম্।
দারযোগং বিনা স্রক্ষ্যে পুত্রমাত্মতনূরুহম্ ॥৯৪
এবমাত্মানমাত্মা মে দ্বিতীয়ং জনয়িষ্যতি।
প্রাজাপত্যেন বিধিনা দিধক্ষন্তমিব প্রজাঃ ॥৯৫

বরুণ উবাচ।

ঊর্ব্বস্তু তপসাবিষ্টো নিবেশ্যোরুং হুতাশনে।
মমন্থৈকেন দর্ভেণ পুত্রস্য প্রসবারণিম্ ॥ ৯৬
তস্যোরুং সহসা ভিত্ত্বা বরোহসৌ হ্যগ্নিরুত্থিতঃ
জগতো দহনাকাঙ্ক্ষী পুত্রো হ্যগ্নিঃ সমপদ্যত ॥৯৭
ঊর্ব্বস্যোরুং বিনির্ভিদ্য ঔর্ব্বো নামান্তকোঽনলঃ

অর্থাৎ শস্যকুট্টনাদি উলুখলের কার্য্য দন্ত দ্বারা নিষ্পাদনকারী, অশ্মকুট্ট অর্থাৎ প্রস্তরে শস্য-পেষণকারী এবং পঞ্চাগ্নিতপা তাঁহারা তপস্যায় নিরত হইয়া সুদুশ্চর ব্রত দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য-পালনপূর্ব্বক পরমগতি প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; ব্রহ্মচর্য্যবিদ্‌গণ উত্তম লোকলাভার্থ এইরূপ কহিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্যেই ধর্ম্ম ও তপস্যা অবস্থিত; আর যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত, সেই সকল ব্রাহ্মণেরই স্বর্গে অধিষ্ঠান হয়। যোগ ব্যতীত যশ ও সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; আর লোকে ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত যশোমূল তপস্যাও হয় না। যিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ও ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতকে নিগৃহীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করেন, ইহা হইতে তাঁহার আর কি পরম তপস্যা হইতে পারে? যোগ ব্যতীত কেশধারণ, সংকল্পরহিত ব্রতক্রিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত অপর চর্য্যা, এ তিনটীই দম্ভের নামান্তর। অহো! কোথায় দারা, কোথায় সংযোগ আর কোথায়ই বা ভাববিপর্য্যয়; হে মুনিগণ! এই যে মানসী প্রজা, ইহা ব্রহ্মা মন দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি আপনাদের তপোবীর্য্য থাকে; আর আপনাদের আত্মা যদি বিজিত হয়, তবে প্রাজাপত্য কর্ম্ম দ্বারা মানস প্রজাসকল সৃষ্টি করুন। তপস্বিগণ মনোনির্ম্মিত যোনিতে আধান করিবেন; কেননা, জায়াযোগ এবং বীজ আধান তপস্বিগণের ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। হে ঋষিগণ! আপনারা সাধু হইয়াও আমি পুত্রোৎপাদন করি নাই বলিয়া আমাকে অসাধু জনের ন্যায় নির্ভয়ে ‘লুপ্তধর্ম্মা’ বলিয়া নিন্দা করিলেন; কিন্তু এই আমি আত্মদেহে দীপ্ত অন্তরাত্মা দ্বারা মনোময় আত্মজ উৎপাদন করিব, তজ্জন্য আর দারসংযোগের অপেক্ষা করিব না; এই প্রাজাপত্য বিধান অনুসারে আমার আত্মা আত্মান্তরের সৃষ্টি করিবে। সেই পুত্রের তেজে প্রজাগণ জাজ্বল্যমান হইবে।৭৯–৯৫।

বরুণ বলিলেন,—ঊর্ব্ব উরু হুতাশনে প্রবিষ্ট করিয়া তপস্যায় সন্নিবিষ্ট ছিলেন, তিনি কুশপত্র দ্বারা পুত্রপ্রসবের অরণি সেই উরু মথিত করিলেন। সহসা তাঁহার উরু ভেদ করিয়া এক অনল উত্থিত হইল। পুত্ররূপী সেই অগ্নি সমগ্র জগতের দহনাভিলাষী হইল। ঊর্ব্বের উরু ভেদ করিয়া উত্থিত বলিয়া সেই

দিধক্ষুরিব লোকাংস্ত্রীন্ জজ্ঞে পরমকোপনঃ ॥
উৎপদ্যমানশ্চোবাচ পিতরং দীনয়া গিরা।
ক্ষুধা মে বাধতে তাত জগত্তক্ষ্যে ত্যজস্ব মাম্
ত্রিদিবারোহিভির্জ্বালৈর্জৃম্ভমাণো দিশো দশ
নির্দ্দহন্ সর্ব্বভূতানি ববৃধে সোঽস্তকোপমঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা মুনিমূর্ব্বং সমাগতঃ।
উবাচ বার্য্যতাং পুত্রো জগতস্বং দয়াং কুরু ॥
অস্যাপত্যস্য তে বিপ্র করিষ্যে সাহ্যমুত্তমম্।
তথ্যমেতদ্বচঃ পুত্র শৃণু ত্বং বদতাং বর ॥১০২

ঊর্ব্ব উবাচ।

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যন্মে ত্বং ভগবন্ শিশোঃ।
মতিমেতাং দদাসীহ পরমাত্মন্ হিতায় বৈ ॥১০৩
প্রভাতকালে সম্প্রাপ্তে কাঙ্ক্ষিতব্যে সমাগমে
ভগবংস্তর্পিতিঃ-পুত্রঃ কৈর্হব্যৈঃ প্রাপ্স্যতে সুখম্
কুত্র চাস্য নিবাসঃ স্যাদ্ভোজনস্তু কিমাত্মকম্।
বিধাস্যতীহ ভগবান্ বীর্য্যতুল্যং মহৌজসঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বড়বামুখে চ বসতিঃ সমুদ্রে বৈ ভবিষ্যতি।
মম যোনির্জলং বিপ্র তচ্চায়ময়ং ত্রজস্বয়ম্ ॥১০৬
তত্রায়মাস্তে নিয়তং পিবন্ বারিময়ং হবিঃ।
তদ্বারিবিস্তরং বিপ্র বিস্রজাম্যালয়ঞ্চ তম্ ॥১০৭
ততো যুগান্তে ভূতানামেষ চাহঞ্চ পুত্রক।
সহিতৌ বিচরিষ্যাবো নিষ্পুরাণকরাবিহ ॥ ১০৮
এষোঽগ্নিরন্তকালে তু সলিলাশী ময়া কৃতঃ।
দহনঃ সর্ব্বভূতানাং সদেবাসুররক্ষসাম্ ॥ ১০৯
এবমস্ত্বিতি তং সোঽগ্নিঃ সংবৃতজ্বালমণ্ডলঃ।
প্রবিবেশার্ণবমুখং নত্বোর্ব্বং পিতরং প্রভুম্ ॥
প্রতিযাতস্ততো ব্রহ্মা তে চ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।
ঔর্ব্বস্যাগ্নেঃ প্রভাবজ্ঞাঃ স্বাং স্বাং গতিমুপাগতাঃ ॥১১১
হিরণ্যকশিপুর্দৃষ্ট্বা তদা তন্মহদদ্ভুতম্।

অন্তক অনলের নাম হইল ঔর্ব্ব। ঔর্ব্ব ত্রিলোক দগ্ধ করিবার জন্যই যেন পরমকোপন হইয়া উঠিল এবং উৎপত্তি মাত্রেই দীন বচনে জনককে কহিল,—হে তাত! ক্ষুধা আমায় ব্যথিত করিতেছে, আমাকে আদেশ করুন,—আমি জগৎ দগ্ধ করিব। অনন্তর জৃম্ভমাণ সেই কালতুল্য অনল স্বর্গস্পর্শী জ্বালামালা দ্বারা দশদিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া অখিল লোক দগ্ধ করিতে করিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে ব্রহ্মা ঊর্ব্ব সমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন,—হে বিপ্র! পুত্রকে বারণ করিয়া জগতের প্রতি করুণা করুন। আমি আপনার এই পুত্রের উত্তম সাহায্য করিব; হে বাগ্মিবর! আপনি আমার এই সত্য বাক্য শ্রবণ করুন। ঊর্ব্ব উত্তর করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি পরমাত্মা, আপনি যে আমার শিশুর হিতার্থ শুভমতি দান করিতেছেন, এজন্য আমি ধন্য ও অনুগৃহীত। হে ভগবন্! প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে আমার তনয় কোন্ আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিবে? কোথায় ইহার নিবাস হইবে এবং কোন্ জাতীয় বস্তুই বা ভোজন করিবে? হে ভগবন্! আপনি আমার মহৌজা আত্মজের বীর্য্যানুরূপ এই সব ব্যবস্থা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—সাগরের বড়বামুখে ইহার বসতি হইবে; হে বিপ্র! জল আমার জন্মস্থান, অতএব আপনার পুত্র সেই জলে গমন করুক। সেস্থানে সর্ব্বকালেই জল আছে, আপনার আত্মজ সেই জলময় হবিঃ পান করুক। হে বিপ্র! তথায় আমি ইহার জন্য বিস্তর বারিরূপ আবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিব। হে পুত্রক! অনন্তর যুগান্তে ভূতগণের বিলয় সাধনার্থ আপনার পুত্র ও আমি একত্র বিচরণ করিব। আমি ইহার সলিলাশনের বিধান করিয়াম, এই অগ্নি অন্তকালে সুরাসুর ও রাক্ষসগণসহ সর্ব্বভূত দগ্ধ করিবে।৯৬—১০৯। ঊর্ব্ব 'তাহাই হউক' বলিয়া ব্রহ্মার বাক্যে অঙ্গীকার করিলে জ্বালামালাকুল সেই অগ্নি প্রভু পিতা ঊর্ব্বকে নমস্কার করিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল। ঔর্ব্বানলের প্রভাবজ্ঞ ব্রহ্মা ও সেই সকল মহর্ষি স্ব স্ব বাঞ্ছিত স্থানে

ঊর্ব্বং প্রণতসর্ব্বাঙ্গো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১১২
ভগবন্নদ্ভুতমিদং সংবৃত্তং লোকসাক্ষিকম্।
তপসা তে মুনিশ্রেষ্ঠ পরিতুষ্টঃ পিতামহঃ ॥ ১১৩
অহন্তু তব পুত্রস্য তব চৈব মহাব্রত।
ভৃত্য ইত্যবগন্তব্যঃ শ্লাঘ্যত্বমিহ কর্ম্মণা ॥ ১১৪
তস্মাৎ পশ্য সমাপন্নং তবৈবারাধনে রতম্।
যদি সীদেয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ তবৈব স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥১১৫
ঊর্ব্ব উবাচ।
ধন্যোঽহম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য তেঽহং গুরুর্মতঃ।
নাস্তি তে তপসানেন ভয়মেবেহ সুব্রত ॥১১৬
তামেব মায়াং গৃহ্নীষ মম পুত্রেণ নির্ম্মিতাম্।
নিরিন্ধনামগ্নিময়ীং দুঃস্পর্শাং পাবকৈরপি ॥১১৭
এষা তে স্বস্য বংশস্য বশগারিবিনিগ্রহে।
রক্ষিষ্যত্যাত্মপক্ষঞ্চ বিপক্ষঞ্চ প্রধক্ষ্যতি ॥১১৮
বরুণ উবাচ।
এষা দুর্ব্বিষহা মায়া দেবৈরপি দুরাসদা।
ঔর্ব্বেণ নির্ম্মিতা পূর্ব্বং পাবকেনোর্ব্বসূনুনা।
তস্মিংস্তু ব্যথিতে দৈত্যে নির্বীর্য্যৈষা ন সংশয়ঃ
শাপো হ্যস্যাঃ পুরা দত্তঃ সৃষ্টা যেনৈব তেজসা
যদ্যেষা প্রতিহন্তব্যা কর্ত্তব্যো ভগবান্ সুখী।
দীয়তাং মে সখে শক্র তোয়যোনির্নিশাকরঃ।
তেনাহং সহ সঙ্গম্য যাদোভিশ্চ সমাবৃতঃ।
মায়ামেতাং হনিষ্যামি ত্বৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥
এবমস্ত্বিতি সংহৃষ্টঃ শক্রস্ত্রিদশবর্দ্ধনঃ।
সন্দিদেশাগ্রতঃ সোমং যুদ্ধায় শিশিরায়ুধম্ ॥ ১২৩
গচ্ছ সোম সহায়ত্বং কুরু পাশধরস্য বৈ।
অসুরাণাং বিনাশায় জয়ার্থং ত্রিদিবৌকসাম্।
ত্বং মতঃ প্রতিবীর্য্যশ্চ জ্যোতিষামপি চেশ্বরঃ।
ত্বন্ময়ান্ সর্ব্বলোকেষু রসান্ বেদবিদো বিদুঃ।

গমন করিলেন। তখন হিরণ্যকশিপু এই মহা অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা ঊর্ব্বকে প্রণামপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল,—হে ভগবন্! লোকপ্রত্যক্ষীভূত প্রবর্ত্তমান এ ঘটনা অদ্ভুত। হে মুনি-সত্তম! পিতামহ আপনার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছেন। হে মহাব্রত! আমাকে আপনার ও আপনার পুত্রের ভৃত্য বলিয়া জানিবেন; আর আপনিও এই কার্য্য দ্বারা শ্লাঘ্য। আমি আপনার আরাধনারত হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমাকে অনুগ্রহাবলোকন করুন; হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যদি আমি অবসন্ন হই, তবে সে পরাজয় আপনারই জানিবেন। ঊর্ব্ব উত্তর করিলেন,—আমি তোমার মান্য গুরু হইয়া ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম; হে সুব্রত! এ তপস্যায় তোমার কোন ভয় নাই। আমার পুত্র এক মায়া নির্ম্মাণ করিয়াছে, তুমি তাহা গ্রহণ কর। এই অগ্নিময়ী মায়া, দাহ কাষ্ঠাদি ব্যতীতও সতত প্রজ্বলিত হইবে; এ মায়া অন্য পাবকেরও দুস্পর্শ, ইহা তোমার অরিনিগ্রহে তোমারই বংশধরগণের বশীভূত থাকিবে এবং আত্মপক্ষের রক্ষা ও পরপক্ষ দগ্ধ করিবে। বরুণ বলিলেন,—ঊর্ব্বের পাবকরূপী তনয় ঔর্ব্ব পূর্ব্বে এ মায়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এ মায়া দুর্ব্বিষহা ও দেবগণেরও দুরাসদা। তবে যিনি নিজ তেজে ইহাকে সৃষ্টি করেন, সেই ঊর্ব্ব পূর্ব্বে শাপ দিয়াছিলেন,—দৈত্য হিরণ্যকশিপু ব্যথিত হইলে এই মায়া বীর্য্যহীন হইবে। হে ভগবন্! যদি এই মায়া প্রতিহত হয়,তবে আপনাকে সুখী করিতে পারিব। হে শক্র! আমার সহিত সখা নিশাকরকে নিযুক্ত করুন; তিনি জলযোনি, আমি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া জলজন্তুগণের সাহায্যে আপনার অনুগ্রহে এই মায়া বিনাশ করিব, সংশয় নাই।১১০–১২৩। ত্রিদশবর্দ্ধন শক্র সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি 'তাহাই হউক' এইরূপ কহিয়া অগ্রবর্ত্তী শিশিরায়ুধ সোমকে যুদ্ধার্থ আদেশ দিলেন; হে সোম! তুমি অসুরদিগের বিনাশ ও অমরগণের জয়ের জন্য পাশধর বরুণের সাহায্যার্থ গমন কর। তুমি জ্যোতিষ্কগণের ঈশ্বর, অখিল লোকেই বেদবিদ্‌গণ তোমাকে রসময় বলিয়া থাকেন; অতএব তুমিই এই

ত্বয়া সমো ন লোকেঽস্মিন বিদ্যতে শিশিরায়ুধ।
ক্ষয়বৃদ্ধী তবাব্যক্তে সাগরে চৈব চাম্বরে ॥১২৬
প্রবর্ত্তয়স্যহোরাত্রাৎ কালং সম্মোহয়ন্ জগৎ।
লোকচ্ছায়াময়ং লক্ষ্ম তবাঙ্কঃ শশবিগ্রহঃ ॥১২৭
ন বিদুঃ সোম তে মায়াং যে চ নক্ষত্রযোনয়ঃ
ত্বমাদিত্যপথাদূর্দ্ধং জ্যোতিষাঞ্চোপরিস্থিতঃ॥
তমঃ প্রোৎসার্য্য সহসা ভাসয়স্য খিলং জগৎ।
শীতভাম্বুর্হিমতনুর্জ্যোতিষামধিপঃ শশী ॥ ১২৯
অপিতৎকালযোগাত্মা ইজ্যো যজ্ঞরথোঽব্যয়ঃ
ওষধীশঃ ক্রিয়াযোনিরপাং যোনিরনুষ্ণগুঃ।
শীতাংশুরমৃতাধারশ্চপলঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ১৩০
ত্বং কান্তিঃ কান্তবপুষাত্বং সোমঃ সোমপায়িনাম্।
সৌম্যস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং তিমিরঘ্নস্ত্বমৃক্ষরাট্ ॥
তদ্গচ্ছ ত্বং মহাসেন বরুণেন বরূথিনা।
শময়স্বাসুরীং মায়াং যয়া দহ্যামহেরণে ॥ ১৩২

সোম উবাচ।

যন্মাং বদসি যুদ্ধার্থে দেবরাজ বরপ্রদ।
এষ বর্ষামি শিশিরং দৈত্যমায়াপকর্ষণম্ ॥ ১৩৩
এতান্মে শীতনির্দ্দগ্ধান্ পশ্য স্বহিমবেষ্টিতান ॥১৩৪
তথা হিমকরোৎসৃষ্টাঃ সপাশা হিমবৃষ্টয়ঃ।
বেষ্টয়ন্তি চ তান্ দৈত্যান্ বায়ুর্ম্মেঘগণানিব ॥
তৌ পাশশীতাংশুধরৌ বরুণেন্দূ মহাবলৌ।
জঘ্নতুর্হিমপাতৈশ্চ পাশপাতৈশ্চ দানবান্ ॥ ১৩৬
দ্বাবম্বুনাথৌ সমরে তৌ পাশহিমযোধিনৌ।
মৃধে চেরতুরম্ভোভিঃ ক্ষুব্ধাবিব মহার্ণবৌ ॥১৩৭
তাভ্যামাপুরিতং সর্ব্বং তদ্দানব বলং মহৎ।
জগৎ সংবর্ত্তকাম্ভোদৈঃ প্রবর্ষৈরিব সংবৃতম্ ॥
তাবুদ্যতাবম্বুনাথৌ শশাঙ্কবরুণাবুভৌ।

মায়ার তুল্যবলী। তুমি শিশিরায়ুধ! এ লোকে তোমার তুল্য নাই, সাগরে ও অম্বরে তোমার ক্ষয়-বৃদ্ধি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় না। তুমিই জগৎ সম্মোহিত করিয়া অহোরাত্র-বিভাগে কাল প্রবর্ত্তন করিয়া থাক। তুমি শশবিগ্রহ, লোকচ্ছায়াময় চিহ্ন তোমার অঙ্ক; হে সোম! যাঁহারা নক্ষত্রযোনি, তাঁহারাও তোমার মায়া বিদিত হন না। তুমি আদিত্যপথেরও উর্দ্ধে জ্যোতিষ্কগণের উপরে অবস্থিত হইয়া সহসা তম উৎসারণপূর্ব্বক জগৎ উজ্জ্বল করিয়া থাক। তুমি শীতপ্রভ, হিমতনু ও জ্যোতিষ্কগণের অধীশ শশী; সোমযাগে তোমার আত্মা পুষ্ট হয়, তুমি ইজ্য, যজ্ঞ নির্ব্বাহক ও অব্যয়; তুমি ওষধীশ, ক্রিয়া-যোনি, জলযোনি ও অনুষ্ণকিরণ। তুমি শীতাংশু, অমৃতাধার, চপল এবং শ্বেতবাহন। তুমি কমনীয় কলেবরধারীর কান্তি এবং সোমপায়িগণের সোম, সর্ব্বভূতের মধ্যে তুমিই সৌম্য, তুমি জগতের অন্ধকারহারী ও নক্ষত্রগণের রাজা। হে মহাসেন। আমরা যে আসুরী মায়ায় দগ্ধ হইতেছি, তুমি সুরসেনানায়ক বরুণের সহিত গমন করিয়া তাহা প্রশমিত কর। সোম বলি-লেন,—হে বরপ্রদ দেবরাজ! আপনি যুদ্ধের জন্য আমাকে যাহা বলিতেছেন, আমি এখনই দানবমায়াবিনাশী শিশির বর্ষণ করিতেছি; আপনি দানবগণকে হিমবেষ্টিত ও শীতকিরণনির্দগ্ধ দর্শন করুন। এই বলিয়া বায়ু যেমন মেঘগণকে পরিবৃত করে, তদ্রূপ চন্দ্র হিমবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বরুণও পাশক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সপাশহিমবৃষ্টিতে দৈত্যগণ জড়ীভূত হইয়া পড়িল। পাশ ও শীতাংশুধর মহাবল বরুণ এবং সোম,পাশ ও হিমপাতে দানবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই 'জলাধিপ' একজনে পাশ ও অপরে হিমাস্ত্র দ্বারা রণাঙ্গনে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উভয়েই ক্ষুব্ধ অব্ধিদ্বয়ের ন্যায় জলাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১২৪-১৩৭। বরুণ ও চন্দ্র দ্বারা সেই মহাদানব-বল আপূরিত হওয়ায় সমগ্র জগৎ প্রবর্ষমাণ সংবর্ত্তক মেঘমালায় সংবৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। উদ্যত অম্বুনাথ বরুণ ও

শময়ামাসতুস্তাস্ত মায়াং দৈত্যেন্দ্রনির্ম্মিতাম্ ॥
শীতাংশুজালনির্দগ্ধাঃ পাশৈশ্চাস্কন্দিতা রণে।
ন শেকুশ্চলিতুং দৈত্যা বিশিরস্কা ইবাদ্রয়ঃ ॥
শীতাংশুনিহতাস্তে তু দৈত্যাঃ সর্ব্বে নিপাতিতাঃ।
হিমপ্লাবিতসর্ব্বাঙ্গা নিরুষ্মাণ ইবাগ্নয়ঃ ॥ ১৪১
তেষান্তু দিবি দৈত্যানাং নিপতন্তি শুভানি বৈ
বিমানানি বিচিত্রাণি নিপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥ ১৪২
তান্ পাশহস্তগ্রথিতান্ ছাদিতান্ শীতরশ্মিভিঃ।
ময়ো দদর্শ মায়াবী দানবান্ দিবি দানবঃ ॥১৪৩
সশৈলজালাং বিততাং খড়্গাপট্টিশহাসিনীম্।
পাদপোৎকরকূটস্থাং কন্দরাকীর্ণকাননাম্ ॥ ১৪৪
সিংহব্যাঘ্রগণাকীর্ণাং নদদ্ভির্দ্দেবযূথপৈঃ।
ঈহামৃগগণাকীর্ণাং পবনাঘূর্ণিতদ্রুমাম্ ॥ ১৪৫
নির্ম্মিতাং স্বেন পুত্রেণ কূজন্তীং দিবি কামগাম্
প্রথিতাং পার্ব্বতীং মায়াং সসৃজে স সমন্ততঃ ॥
সাসিশব্দৈঃ শিলাবর্ষৈঃ সম্পতদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ।
জঘান দেবসঙ্ঘাংস্তে দানবানভ্যজীবয়ৎ ॥
নৈশাকরী বারুণী চ মায়ে অন্তর্হিতে তদা।
অভবদ্ঘোরসঞ্চারা পৃথিবী পর্ব্বতৈরিব ॥১৪৮
ন চাক্রন্দো ক্রমগণৈর্দ্দেবোঽদৃশ্যত কশ্চন ॥ ১৪৯
তদপধ্বস্তধনুষং ভগ্নপ্রহরণাবিলং।
নিষ্প্রযত্নং সুরানীকং বর্জ্জয়িত্বা গদাধরম্ ॥১৫০
স হি যুদ্ধগতঃ শ্রীমানীশো ন স্ম ব্যকম্পত।
সহিষ্ণুত্বাজ্জগৎস্বামী ন চুক্রোধ গদাধরঃ ॥ ১৫১
কালজ্ঞঃ কালমেঘাভঃ সমীক্ষন্ কালমাহবে।
দেবাসুরবিমর্দ্দঞ্চ দ্রষ্টুকামস্তদা হরিঃ ॥ ১৫২
ততো ভগবতাদিষ্টৌ রণে পাবকমারুতৌ।
চোদিতৌ বিষ্ণুবাক্যেন ততো মায়াং ব্যকর্ষতাম্ ॥ ১৫৩
তাভ্যামুদ্ভ্রান্তবেগাভ্যাং প্রবৃদ্ধাভ্যাং মহাহবে
দগ্ধা সা পার্ব্বতী মায়া ভস্মীভূতা ননাশ হ ॥

চন্দ্র দৈত্যেন্দ্রনির্ম্মিত মায়া প্রশমিত করিলেন; তখন চন্দ্রের শীতাংশুজালে জড়ীভূত ও বরুণের পাশে আস্কন্দিত দানবগণ সমরে বিশিরস্ক শৈলমালার ন্যায় অচল হইয়া পড়িল। শীতাংশু-নিহত সেই সকল অসুর সমরে নিপতিত হইয়া হিমপ্লাবিত-সর্ব্বাঙ্গ উষ্মরহিত অগ্নির ন্যায় নিস্তেজ হইয়া গেল। সেই সকল দানবের বিচিত্র শুভ বিমানসমূহ অন্তরীক্ষে এক একবার উঠিতে পড়িতে লাগিল; বরুণ হিমপাতে আচ্ছাদিত দানবগণের কর পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। মায়াবী ময় দানব অন্তরীক্ষে দানবগণকে তথাবিধ দুর্গত দর্শন করিয়া অসি ও পট্টিশে প্রদীপ্ত এক শৈলমালার আবিষ্কার করিল। সেই সকল মায়াময় শৈলের উচ্চশৃঙ্গে পাদপরাজি বিরাজিত, উহার কন্দর কাননে আকীর্ণ, সিংহ-ব্যাঘ্রাকুল, বৃকগণে সমাকীর্ণ, পর্ব্বতমালার পাদপশ্রেণী পবনবেগে ঘূর্ণিত এবং দেব-দলপতিগণের উচ্চ চীৎকারে ঐ পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত। ময় স্বীয়পুত্রনির্ম্মিত এই কামগামিনী শব্দায়মানা বিখ্যাতা শৈলময়ী মায়া চারিদিকে বিস্তার করিল। সেই মায়া অসিপ্রহার শিলাবর্ষ ও পাদপপাতন দ্বারা দেবদল দলিত করিল; এবং দানবগণকে জীবিত করিতে লাগিল। তখন চান্দ্রী ও বারুণী মায়া বিদূরিত হইলে, পৃথিবী যেন পর্ব্বতাকীর্ণ পথের ন্যায় দুর্গম হইল। দ্রুমগণে দেবপথ সম্যক্ রুদ্ধ হওয়ায় দেবতাদিগকে আর দেখা গেল না। তাঁহাদের ধনু ভগ্ন ও অন্যান্য অস্ত্রসকল বিধ্বস্ত হইল, তখন একমাত্র গদাধর বিষ্ণু ব্যতীত অখিল দেবসৈন্য নিষ্প্রযত্ন হইয়া গেল।১৩৭-১৫০। সেই শ্রীমান্ ঈশ সমরক্ষেত্রে গিয়া কম্পিত হইলেন না; জগৎপ্রভু বিষ্ণু সহিষ্ণু, তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন না; পরন্তু কালমেঘাভ কালজ্ঞ গদাধর যুদ্ধের কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ হরি দেবদানবের বিমর্দ্দদর্শনার্থী হইয়া যুদ্ধে পাবক ও মারুতকে আদেশ করিলেন। বিষ্ণুবাক্যে প্রেরিত উদ্ভ্রান্তবেগ ও প্রভাশালী পাবক ও মারুত মহাহবে সেই ময়মায়া আকর্ষণ করিল। অনন্তর শৈলময়ী মায়া দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া

সোহনিলোহনলসংযুক্তঃ সোহনলশ্চানিলাকুলঃ
দৈত্যসেনাং দদাহতুর্যুগান্তেম্বিব মূর্চ্ছিতৌ ॥১৫৫
বায়ুঃ প্রজ্বলিতস্তত্র পশ্চাদগ্নিশ্চ মারুতাৎ।
চেরতুর্দানবানীকে ক্রীড়ন্তাবনলানিলৌ ॥ ১৫৬
ভস্মং ভূতেষু ভূতেষু প্রপতৎসূৎপতৎসু চ।
দানবানাং বিমানেষু নিপতৎসু সমস্ততঃ ॥১৫৭
বাতস্কন্ধাপবিদ্ধেষু কৃতকর্ম্মণি পাবকে।
মায়াবধে প্রবৃত্তে তু স্তূয়মানে গদাধরে ॥ ১৫৮
নিষ্প্রযত্নেষু দৈত্যেষু ত্রৈলোক্যে মুক্তবন্ধনে।
প্রহৃষ্টেষু চ দেবেষু সাধুসাধ্বিতি জল্পিষু ॥১৫৯
জয়ে দশশতাক্ষস্য দৈত্যানাঞ্চ পরাজয়ে।
দিক্ষু সর্ব্বাসু শুদ্ধাসু প্রবৃত্তে ধর্ম্মবিস্তরে ॥১৬০
অপাবৃতে চন্দ্রপথে স্বস্থানস্থে দিবাকরে।
প্রবৃত্তিস্থেষু ভূতেষু নৃষু চারিত্রবৎসু চ ॥ ১৬১
অভিন্নবন্ধনে মৃত্যৌ হূয়মানে হুতাশনে।
যজ্ঞশোভিষু দেবেষু স্বর্গমার্গং দিশৎসু চ ॥ ১৬২
লোকপালেষু সর্ব্বেষু দিক্ষু সন্ধানবর্ত্তিষু।
ভাবে তপসি সিদ্ধানাম ভাবে পাপকর্ম্মণাম্ ॥
দেবপক্ষে প্রমুদিতে দৈত্যপক্ষে বিষীদতি।
ত্রিপাদবিগ্রহে ধর্ম্মেহধর্ম্মে পাদপরিগ্রহে ॥১৬৪
অপাবৃত্তে মহাদ্বারে বর্ত্তমানে চ সৎপথে।
লোকেষু ধর্ম্মবৃত্তেষু প্রবৃত্তেম্বাশ্রমেষু চ ॥ ১৬৫
প্রজারক্ষণযুক্তেষু রাজমানেষু রাজসু।
প্রশান্তেষু চ লোকেষু শান্তে তমসি দানবে ॥
অগ্নিমারুতয়োস্তস্মিন্ বৃত্তে সংগ্রামকর্ম্মণি।
তন্ময়া বিমলা লোকাস্তাভ্যাং জয়কৃতক্রিয়াঃ ॥
তীব্রং দৈত্যভয়ং শ্রুত্বা মারুতাগ্নিকৃতং মহৎ।
কালনেমীতি বিখ্যাতো দানবঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥
ভাস্করাকারমকুটঃ শিঞ্জিতাভরণাঙ্গদঃ।
মন্দরাদ্রিপ্রতীকাশো মহারজতসংবৃতঃ ॥১৬৯
শতপ্রহরণোদগ্রঃ শতবাহুঃ শতাননঃ।
শতশীর্ষঃ স্থিতঃ শ্রীমান্ শতশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥১৭০

বিনষ্ট হইল, অনিল অনলাকুল এবং অনল অনিলে মিলিত হইয়া যুগান্তকালের উচ্ছ্রিত অনিলানলের ন্যায় দৈত্যসেনা দগ্ধ করিতে লাগিল। যেস্থানে অগ্নি, সেইখানেই বায়ু বেগে প্রবাহিত হইল; আবার বায়ু প্রবহমাণ হইলে তাহার পশ্চাতে পাবক গিয়া দেখা দিল —এই ভাবে তাহারা রণাঙ্গনে বিচরণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। অতঃপর দানবগণের দেহ ভস্মীভূত হইয়া পতিত ও উৎপতিত এবং তাহাদের বিমানশ্রেণী বায়ু দ্বারা বিবিধ বায়ুস্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে পতিত হইতে লাগিল। তখন মায়াবিনাশে প্রবৃত্ত পাবক কৃতকার্য্য হইলেন; গদাধর স্তুত হইলেন দানবগণ নিষ্প্রযত্ন ও ত্রিলোক বন্ধনমুক্ত হইল; দেবগণ আহ্লাদিত হইয়া সাধুসাধু শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজের জয় ও দৈত্যদিগের পরাজয়ে দিক্ সকল নির্ম্মল হইল, ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিল, চন্দ্রপথ উন্মুক্ত হইল, দিবাকর স্বস্থানস্থ হইলেন,ভূতসকল স্ব স্ব প্রবৃত্তিতে বর্ত্তমান এবং নরগণ চরিত্রবান্ হইল, যমের শাসন অপ্রতিহত হইল, হুতাশনে আহুতি প্রদান চলিতে লাগিল, দেবগণ যজ্ঞে শোভিত হইয়া স্বর্গপথ নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন, লোকপাল সকল স্বস্বদিকের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, সিদ্ধগণের তপঃসিদ্ধি ও পাপকর্ম্মের অভাব ঘটিল, দেবপক্ষ প্রমুদিত হইলেন, দৈত্যপক্ষ বিষণ্ণ হইল, ধর্ম্ম ত্রিপাদবিগ্রহ ও অধর্ম্ম পাদবিগ্রহ হইল। মহাদ্বার নরক নিবৃত্ত ও সৎপথের প্রবর্ত্তন হইল, লোকগণ ধর্ম্মপথস্থিত ও আশ্রমে প্রবৃত্ত হইল, রাজগণ প্রজারক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, লোক প্রশান্ত ও তমোময় দানবগণ শান্ত হইল। অগ্নি ও বায়ু সেই দেবাসুরসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নি ও বায়ুময় বিমল লোক সকল তাঁহাদের জয়বিষয়ে কৃতকার্য্যতা উপলব্ধি করিল। ১৫১—১৬৭। বায়ু ও অগ্নিকৃত সেই অতি তীব্র দৈত্যবধভয় শ্রবণ করিয়া বিখ্যাতনামা দানব কালনেমি আসিয়া দেখা দিল। তাহার মুকুট ভাস্করাকার, অঙ্গদাভরণ শিঞ্জিত, দেহপ্রভা মহারজতসংবৃত মন্দরাদ্রিতুল্য; সে শত শত শস্ত্রে উর্জ্জিত, শতবাহু ও শতবদন; সেই

কক্ষে মহতি সংবৃদ্ধো নিদাঘ ইব পাবকঃ।
ধূম্রকেশো হরিশ্মশ্রুর্দন্তুরো বিকটাননঃ ॥ ১৭১
ত্রৈলোক্যান্তরবিস্তারং ধারয়ন্ বিপুলং বপুঃ।
বাহুভিস্তুলয়ন্ ব্যোম ক্ষিপন্ পদ্ভ্যাং মহীধরান্
ঈরয়ন্মুখনিঃশ্বাসৈর্বৃষ্টিকারান্ বলাহকান্ ॥ ১৭২
তির্য্যগায়ততাম্রাক্ষং মন্দরোদগ্রবর্চ্চসম্।
দিধক্ষন্তমিবায়ান্তং সর্ব্বান্ দেবগণান্ মৃধে ॥
তর্জ্জয়ন্তং সুরগণাংশ্ছাদয়ন্তং দিশো দশ।
সংবর্ত্তকালে হৃষিতং দৃষ্টং মৃত্যুমিবোত্থিতম্ ॥
সুতলেনোচ্ছ্রয়বতা বিপুলাঙ্গুলিপর্ব্বণা।
লম্বাভরণপূর্ণেন কিঞ্চিচ্চলিতকর্ম্মণা ॥ ১৭৫
উচ্ছ্রিতেনাগ্রহস্তেন দক্ষিণেন বপুষ্মতা।
দানবান্ দেবনিহতান্ ব্রুবন্তং তিষ্ঠতেতি চ ॥
তং কালনেমিং সমরে দ্বিষতাং কালনেমিনম্।
বীক্ষন্তে স্ম সুরাঃ সর্ব্বে ভয়বিহ্বললোচনাঃ ॥
তং বীক্ষন্তে স্ম ভূতানি গ্রসন্তং কালনেমিনম্
ত্রিবিক্রমং বিক্রমন্তং নারায়ণমিবাপরম্ ॥ ১৭৮
সোঽভ্যুচ্ছ্রয়ং পুনঃ প্রাপ্তো মারুতাঘূর্ণিতাম্বরঃ
প্রাক্রামদসুরো যোদ্ধুং ত্রাসয়ন্ সর্ব্বদেবতাঃ।
সমেয়িবান্ সুরেন্দ্রেণ পরিষক্তো ভ্রমন্ রণে।
কালনেমির্বভৌ দৈত্যঃ সবিষ্ণুরিব মন্দরঃ ॥১৮০
অথ বিব্যথিরে দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ।
কালনেমিনমায়ান্তং দৃষ্ট্বা কালমিবাপরম্ ॥ ১৮১
দানবানুপিপ্রীষুঃ কালনেমির্মহাসুরঃ।
ব্যবর্দ্ধত মহাতেজাস্তপান্তে জলদো যথা ॥ ১৮২
তং ত্রৈলোক্যান্তরগতং দৃষ্ট্বা তে দানবেশ্বরাঃ।
উত্তস্থুরপরিশ্রান্তাঃ পীত্বেবামৃতমুত্তমম্ ॥ ১৮৩
তে বীতভয়সন্ত্রাসা ময়তারপুরোগমাঃ।
তারকাময়সংগ্রামে সততং জিতকাশিনঃ।
রেজুরায়োধনগতা দানবা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১৮৪
মন্ত্রমভ্যসতাং তেষাং ব্যূহঞ্চ পরিধাবতাম্।

শতশীর্ষ অসুর শ্রীমান্ শতশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত হইল এবং গ্রীষ্মকালে শুষ্ক লতাগুল্মে অনলের ন্যায় প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ধূম্রকেশ হরিশ্মশ্রু বিকটানন দন্তুর দানব ত্রিলোকতুল্য বিপুল তনু ধারণপূর্ব্বক বাহুদ্বয়ে নভোমণ্ডল উত্তোলন, পদদ্বয়দ্বারা পর্ব্বতশ্রেণী উৎপাটন এবং মুখনিশ্বাসে বর্ষণকারী বলাহকগণকে প্রচালিত করিল। তাহার নয়ন তির্য্যক্ আয়ত ও লোহিত। মন্দরের ন্যায় ঊর্জ্জিত উদ্ধত ভীমবপু সেইদানব যেন দেবদল দগ্ধ করিতে করিতেই সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ঐ কালনেমি সুরগণকে তর্জ্জিত ও দশদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া প্রলয়কালে প্রাদুর্ভূত প্রফুল্ল মৃত্যুর ন্যায় দৃষ্ট হইল। তাহার বিপুল করতল সুদীর্ঘ অঙ্গুলীপর্ব্বে উচ্ছ্রিত, তাহা লম্বমান আভরণে পূর্ণ ও কিঞ্চিৎ চলিত; সেই বপুষ্মান্ দানব তথাবিধ উচ্ছ্রিত দীর্ঘ দক্ষিণ করদ্বারা দেবনিহত দানবগণকে "দাঁড়াও দাঁড়াও' বলিয়া আশ্বস্ত করিতে লাগিল। শত্রুর কালনেমিস্বরূপ, ত্রিবিক্রম নারায়ণের ন্যায় বিক্রমী সেই বিশ্বগ্রাসী কালনেমিকে সুরগণ সমরে অবলোকন করিলেন, ভয়ে তাঁহাদের লোচন বিহ্বল হইল। সেই দানব পুনঃ অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইল, বায়ুতে তাহার বসন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সে দেবগণকে ত্রাসিত করিয়া বিষম সমর আরম্ভ করিল। সে আসিয়াই সুরেন্দ্রের সহিত সমরাসক্ত হইল এবং রণভূমিতে ভ্রমণ করিতে থাকিলে সবিষ্ণু মন্দরের ন্যায় প্রতিভাত হইল। অনন্তর দ্বিতীয় কালের ন্যায় কালনেমিকে সমাগত দেখিয়া শক্রপ্রমুখ দেবগণ ব্যথিত হইলেন। মহাসুর মহাতেজা কালনেমি দানবগণের প্রীতিসাধনেচ্ছু হইয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। দানবেশ্বরগণ ত্রিলোকের অভ্যন্তর ভাগ পরি- পূরক বিশালদেহ কালনেমিকে অবলোকন করিয়া অনুত্তম অমৃতপানে অপরিশ্রান্তের ন্যায় উত্থিত হইল।১৬৮-১৮৩। ময়-তার প্রমুখ দানবগণের ভয়ত্রাস অপনীত হইল, তাহারা সেই তারকাময় সমরে সতত জয়োল্লাসিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। যুদ্ধাভিলাষী অসুরগণ প্রীতিভরে দানব কালনেমিকে অব- লোকন ও তাহার মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব

প্রেক্ষতাঞ্চাত্তবৎপ্রীতির্দানবং কালনেমিনম্ ॥
যে তু তত্র ময়স্থাসন্ মুখ্যা যুদ্ধপুরঃসরাঃ।
তে তু সর্ব্বে ভয়ং ত্যক্তা হৃষ্টা যোদ্ধুমুপস্থিতাঃ
ময়স্তারো বরাহশ্চ হয়গ্রীবশ্চ দানবঃ।
বিপ্রচিত্তিসুতঃ শ্বেতঃ খরলম্বাবুভাবপি ॥ ১৮৭
অরিষ্টো বলিপুত্রশ্চ কিশোরাখ্যস্তথৈব চ।
স্বর্ভানুশ্চামরপ্রখ্যশ্চক্রযোধী মহাসুরঃ ॥ ১৮৮
এতেঽস্ত্রবেদিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে তপসি সুস্থিতাঃ।
দানবাঃ কৃতিনো জগ্মুঃ কালনেমিনমুদ্ধতম্ ॥
তে গদাভিঃ সুগুর্ব্বীভিশ্চক্রৈরথ পরশ্বধৈঃ।
কালকল্পৈশ্চ মুষলৈঃ ক্ষেপণীয়ৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥১৯০
অশ্মভিশ্চাস্ত্রসদৃশৈস্তথা শৈলৈশ্চ দারুণৈঃ।
পট্টিশৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ পরিঘৈশ্চোত্তমায়সৈঃ ॥
ঘাতিনীভিশ্চ গুর্ব্বীভিঃ শতঘ্নীভিস্তথৈব চ।
যুগৈর্যন্ত্রৈশ্চ নির্ম্মুক্তৈর্লাঙ্গলৈরুগ্রতাড়িতৈঃ ॥
দোর্ভিরায়তমানৈশ্চ পাশৈশ্চ পরিঘাদিভিঃ।
ভুজঙ্গবক্ত্রৈর্লেলিহানৈর্বিসর্পদ্ভিশ্চ সায়কৈঃ ॥
বজ্রৈঃ প্রহরণীয়ৈশ্চ দীপ্যমানৈশ্চ তোমরৈঃ।
বিকোষৈরসিভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শূলৈশ্চ শিতনির্ম্মলৈঃ ॥
দৈত্যাঃ সন্দীপ্যমানৈশ্চ প্রগৃহীতশরাসনৈঃ ॥
ততঃ পুরস্কৃত্য তদা কালনেমিনমাহবে।
সা দীপ্তশস্ত্রপ্রবরা দৈত্যানাং রুরুচে চমূঃ ॥১৯৬
যৈর্নিমীলিতসর্ব্বাঙ্গা বনালীবাম্বুদাগমে।
দেবতানামপি চমূর্মুমুদে শক্রপালিতা ॥ ১৯৭
উপেতা শিশিরোষ্ণাভ্যাং তেজোভ্যাং
চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
বায়ুবেগবতী সৌম্যা তারাগণপতাকিনী ॥ ১৯৮
তোয়দাবদ্ধবসনা গ্রহনক্ষত্রহাসিনী।
যমেন্দ্রধনদৈর্গুপ্তা বরুণেন চ ধীমতা ॥ ১৯৯
সম্প্রদীপ্তাগ্নিপবনা নারায়ণপরায়ণা।
সা সমুদ্রৌঘসদৃশী দীপ্যমানা মহা চমূঃ।
ররাজাস্ত্রবতী ভীমা যক্ষগন্ধর্ব্বশালিনী ॥ ২০০
তয়োশ্চম্বোস্তদানীন্তু বভূব স সমাগমঃ।
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সংযোগো যথা স্যাদ্যুগপর্য্যয়ে
তদ্যুদ্ধমভবদ্ঘোরং দেবদানবসঙ্কুলম্।
ক্ষমাপরাক্রমপরং সদর্প-বিনয়স্থদম্ ॥ ২০২

ব্যূহে ধাবিত হইল। ময়দানবের যে সকল সমরাগ্রণী মুখ্য মুখ্য সেনা ছিল, তাহারা কাল-নেমিকে দেখিয়া শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ পুনরায় উপস্থিত হইল। ময়, তার, বরাহ, হয়গ্রীব, বিপ্রচিত্তিসুত শ্বেত, খর, লম্ব, অরিষ্ট, বলিতনয় কিশোর, স্বর্ভানু, মহাসুর চক্রযোধী, অমরপ্রখ্য এই সকল দানব যেমন অস্ত্রবেদী তেমনই সুতপস্বী; ঐ সকল কৃতী দানব উদ্ধত কালনেমির অনুগমন করিল। তখন তাহারা সুগুর্ব্বী গদা,চক্র, পরশ্বধ, কাল-কল্প মুষল, ক্ষেপণীয় মুদ্গর, অস্ত্রসদৃশ পাষাণ, দারুণ শৈল, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, উত্তম লৌহ-পরিঘ,গুর্ব্বী ঘাতিনী,তদ্রূপ শতঘ্নী, যুগযন্ত্রযুক্ত উগ্রতাড়িত লাঙ্গল, বাহুতুল্য দীর্ঘায়ত পাশ-পরিঘাদি,ভুজঙ্গবক্ত্রবৎ লেলিহান ও বিসর্পিত সায়ক, বজ্র, প্রহরণ, দীপ্যমান তোমর, কোশ-মুক্ত তীক্ষ্ণ অসি, শানিত নির্ম্মল শূল এবং সন্দীপ্যমান শরাসন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে কাল-নেমির পশ্চাতে উপস্থিত হইল। বর্ষাগমে বনাবলী যেমন সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ হয়, প্রচুর প্রদীপ্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণযুক্ত সেই অসুর সেনা তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। এদিকে দেবরাজপালিত দেব সেনাও মুদিত হইয়া উঠিল; বায়ুতুল্য বেগ-গতি সৌম্য সুরসেনা সূর্য্য-চন্দ্রের তাপ ও শীতল কিরণযুক্ত হইল, তারাগণ তাহাদের পতাকা ও গ্রহনক্ষত্রযুক্ত মেঘগণ বসনের কার্য্য করিল। যম, ইন্দ্র, কুবের ও ধীমান্ বরুণ কর্ত্তৃক রক্ষিতা নারায়ণ-পরায়ণা অগ্নি-পবনপ্রদীপ্তা যক্ষগন্ধর্ব্বযুক্তা অস্ত্রশালিনী ভীমা অমরগণের সেই সেনা সমুদ্রসঙ্ঘের ন্যায় তখন শোভা পাইতে লাগিল। ১৮৪—২০০। যুগপর্য্যয়ে যেরূপ আকাশ ও পৃথিবীর সংযোগ হয়, তদ্রূপ সেই সুরাসুর সেনারও সংযোগ সাধিত হইল। সেই দেবদানবসঙ্কুল যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। দেব ও দানব উভয় পক্ষই তখন স্ব স্ব ভীমবলযুক্ত হইয়া নিষ্ক্রামণ

নিশ্চক্রমুর্বলাভ্যাস্তু ভীমাভ্যাঞ্চ সুরাসুরাঃ ।
পূর্ব্বাপরাভ্যাং সংরব্ধাঃ সাগরাভ্যামিবাম্বুদাঃ ॥
তাভ্যাং বলাভ্যাং সংহৃষ্টাশ্চেরুস্তে দেবদানবাঃ
বনাভ্যাং পার্ব্বতীয়াভ্যাং পুষ্পিতাভ্যাং যথা নগাঃ ॥২০৪

সমাজঘ্নুস্তথা ভেরীঃ শঙ্খান্ দধ্মুরনেকশঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ভুবঞ্চৈব দিশশ্চ সমপূরয়ন্ ॥ ২০৫
জ্যাঘাততলনির্ঘোষো ধনুষাং কূজিতানি চ ।
দুন্দুভীনাঞ্চ নির্হ্রাদো দৈত্যমন্তর্দ্দধুঃ স্বনম্ ॥
তেঽন্যোন্যমভিসম্পেতুর্ঘাতয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
বভঞ্জুর্বাহুভির্ব্বাহু-যুদ্ধমন্যে যুযুৎসবঃ ॥ ২০৭
দেবানামশনীর্ঘোরাঃ পরিঘাংশ্চোত্তমায়ুধান্ ।
নিস্ত্রিংশান্ সসৃজুঃ সংখ্যে গদা গুর্ব্বীশ্চ দানবাঃ
গদানিপাতৈর্ভগ্নাঙ্গা বাণৈশ্চ শকলীকৃতাঃ ।
পরিপেতুর্ভৃশং কেচিৎ পুনঃ কেচিত্তু জঘ্নিরে ॥

ততো রথৈশ্চ তুরগৈর্ব্বিমানৈশ্চ গজাদিভিঃ ।
সমীয়ুস্তেঽতিসংরব্ধা রোষাদন্যোন্যমাহবে ।
সংবর্ত্তমানাঃ সমরে সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাননাঃ ।
রথা রথৈর্নিযুধ্যন্তে পাদাতাশ্চ পদাতিভিঃ ॥২১১
তেষাং রথানাং তুমুলঃ স শব্দঃ শব্দবাহিনাম্ ।
নভো নিদধ্বান যথা নভস্যে জলদস্বনঃ ॥ ২১২
বভঞ্জিরে রথান্ কেচিৎ কেচিৎ সংমৃদিতা রথৈঃ
সম্বাধমন্যে সম্প্রাপ্তা ন শেকুশ্চলিতুং রথাঃ ।
অন্যোন্যমধ্যে সমরে দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্যসংশিতাঃ
সংহ্রাদমানাঃ সবলা জঘ্নুস্তত্রাসিচর্ম্মিণ ॥ ২১৪
অস্ত্রৈরন্যে বিনির্ভিন্না রক্তং বেমুর্হতা যুধি ।
ক্ষরজ্জলানাং সদৃশা জলদানাং সমাগতাঃ ॥২১৫
অন্যোন্যবাণবর্ষেণ যুদ্ধদুর্দ্দিনমাবভৌ ॥ ২১৬
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধঃ কালনেমিঃ স দানবঃ ।
অবর্দ্ধত সমুদ্রৌঘৈঃ পূর্য্যমাণ ইবাম্বুদঃ ॥ ২১৭

করিল। দেববলে ক্ষমা ও বিনয় এবং দানববলে পরাক্রম ও দর্প লক্ষিত হইল এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর হইতে নির্গত মিলনাভিলাষী মেঘের ন্যায় উভয় সেনা পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। পুষ্পিত পার্ব্বত্যবনে পর্ব্বতশ্রেণী যেমন ভূষিত হয়, তদ্রূপ দেব ও দানবগণ স্ব স্ব সেনা দ্বারা ভূষিত ও সংহৃষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষেই ভেরী বাজিয়া উঠিল, বহু শঙ্খ শব্দিত হইল; সে শব্দে সকল দিক্ ভুবন, এমন কি ব্রহ্মাণ্ড পরিপূরিত হইল। দেবগণের জ্যাঘাত, তলনির্ঘোষ, ধনুঃশব্দ ও দুন্দুভিনির্হ্রাদ দৈত্যবাদ্যধ্বনি ঢাকিয়া ফেলিল। অতঃপর পরস্পর সমর আরম্ভ হইল, পরস্পর পাতন ঘাতন ও ভঞ্জন চলিতে লাগিল। কেহ কেহ পরস্পর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যুদ্ধে দানবগণ দেবগণের প্রতি বজ্র, ঘোর পরিঘ এবং উত্তমাস্ত্র নিস্ত্রিংশ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কেহ কেহ গুর্ব্বী গদা নিক্ষেপ করিয়া দেবগণের অঙ্গভঙ্গ এবং বাণবর্ষণে তাঁহাদের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিল। কেহ ভূতলোপরি পড়িয়া গেল, কেহ বা পুনরায় উত্থিত হইয়া নিহত হইল। উভয় পক্ষ রথ, তুরগ, বিমান ও গজগণে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে সমাগত এবং রোষবশে পরস্পর বিষম সংগ্রাম-প্রবৃত্ত হইয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠপুট দংশন করিতে লাগিল। রথী রথীর সহিত ও পদাতি পদাতির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল; ভাদ্রমাসের জলদ-নিস্বন যেমন আকাশ শব্দিত করে, তদ্রূপ সেই সকল রথের তুমুল শব্দও শব্দবাহী নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কেহ পরপক্ষের বহু রথ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কেহ রথ দ্বারা শত্রুগণকে পিষ্ট করিল, কোন রথ বা বাধা প্রাপ্ত হইয়া অচল হইয়া পড়িল। কেহ কেহ পরস্পর বাহুযুদ্ধে উৎক্ষেপণাদি করিতে লাগিল, কোন কোন বর্ম্মপরিহিত অসি-চর্ম্মধারী বীরেরা পরস্পর বিষম আঘাত করিতে লাগিল। ২০১—২১৪। রণে অন্য কেহ কেহ অস্ত্রে নিহন্যমান হইয়া রক্ত বমন করিল। মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কেহ কেহ বাণ বর্ষণ করিয়া যুদ্ধদুর্দ্দিনের সঙ্ঘটন করিল। অনন্তর সেই অবসরে ক্রুদ্ধ কালনেমি সমুদ্রসকলের

তস্য বিদ্যুল্লতাপীড়াঃ প্রদীপ্তাশনিবর্ষিণঃ ।
গাত্রৈর্নগগিরিপ্রখ্যৈর্ব্বিনিপেতুর্ব্বলাহকাঃ ॥ ২১৮
ক্রোধান্নিশ্বসতস্তস্য ভ্রূভেদস্বেদবর্ষিণঃ ।
সাগ্নিস্ফুলিঙ্গাঃ প্রততা মুখান্নিশ্চেরুরর্চ্চিষঃ ॥২১৯
তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ গগনে ববৃধুস্তস্য বাহবঃ ।
পর্ব্বতাদিব নিষ্ক্রান্তাঃ পঞ্চাস্যা ইব পন্নগাঃ ॥২২০
সোঽস্ত্রজালৈর্বহুবিধৈর্ধনুর্ভিঃ পরিঘৈরপি ।
দিব্যমাকাশমাবব্রে পর্ব্বতৈরুচ্ছ্রিতৈরিব ॥ ২২১
সোঽনিলোদ্ধূতবসনস্তস্থৌ সংগ্রামলালসঃ ।
সন্ধ্যাতপগ্রস্তশিলঃ সাক্ষান্মেরুরিবাচলঃ ॥ ২২২
ঊরুবেগপ্রমথিতৈঃ শৃঙ্গশৈলাগ্রপাদপৈঃ ।
অপাতয়দ্দেবগণান্ বজ্রেণেব মহাগিরীন্ ॥২২৩
বাহুভিশ্চ সনিস্ত্রিংশৈশ্ছিন্নভিন্নশিরোরুহাঃ ।
ন শেকুশ্চলিতুং দেবাঃ কালনেমিহতা যুধি ॥২২৪
মুষ্টিভির্নিহতাঃ কেচিৎ কেচিচ্চ দ্বিদলীকৃতাঃ ।
যক্ষগন্ধর্ব্বপতগাঃ সমহোরগকিন্নরাঃ ॥ ২২৫
তেন বিত্রাসিতাঃ পেতুঃ সমরে কালনেমিনা ।
ন শেকুর্যত্নবন্তোঽপি যত্নং কর্ত্তুং বিচেতসঃ ॥২২৬
তেন শক্রঃ সহস্রাক্ষোঽস্পন্দিতঃ শরবন্ধনৈঃ ।
নিষ্প্রযত্নঃ কৃতঃ সংখ্যে চলিতুং ন শশাক হ ॥২২৭
নির্জ্জলাম্ভোদসদৃশো নির্জ্জলার্ণবসপ্রভঃ ।
নির্ব্যাপারঃ কৃতস্তেন বিপাশো বরুণো মৃধে ॥
রণে বৈশ্রবণস্তেন পরীতঃ কালরূপিণা ।
বিলপন লোকপালেশস্ত্যাজিতো ধনদঃ ক্রিয়াম্ ॥
যমঃ সর্ব্বহরস্তেন মৃত্যুপ্রহরণো রণে ।
যাম্যামবস্থাং সন্ত্যজ্য ভীতঃ স্বাং দিশমাবিশৎ ॥
স লোকপালানুৎসার্য্য হৃত্বা তেষাঞ্চ কর্ম্ম তৎ ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু দেহং স্বং চতুর্দ্ধা বিদধে তদা ॥২৩১
স নক্ষত্রপথং গত্বা দিব্যং স্বর্ভানুদর্শিতম্ ।

দ্বারা পূর্ণ মেঘের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল ; প্রদীপ্ত অশনিবর্ষী বিদ্যুল্লতাবদ্ধ বলাহকগণ সেই অসুরের নগ-গিরিসদৃশ গাত্রের সম্পর্কে নিপতিত হইতে লাগিল। কালনেমি ক্রোধে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও ভ্রূভঙ্গ করিল ; স্বেদ-বর্ষী তদীয় দেহ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বাহির হইল এবং মুখ হইতে অনল নির্গত হইতে লাগিল। পর্ব্বত হইতে যেমন পঞ্চাস্য পন্নগ বহির্গত হয় তদ্রূপ তাহার বাহুসমূহ তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধ গগনে বর্দ্ধিত হইল। ঐ দানব উচ্ছ্রিত গিরিনিকরের ন্যায় অস্ত্রজাল, বহুবিধ ধনু ও পরিঘরাশি দ্বারা আকাশ আবৃত করিয়া ফেলিল। যুদ্ধাভিলাষে অব-স্থিত কালনেমির বসন অনিল দ্বারা কম্পিত হইল, সুতরাং শিলাতলে সন্ধ্যাতপ পতিত হওয়ায় মেরুমহীধরের যেরূপ শোভা হয়, তাহারও তদ্রূপ শোভা হইল। কালনেমি সমরে ঊরু বেগ প্রয়োগ করিল, বজ্র দ্বারা যেমন মহাগিরিনিকর নিপাতিত হয়, তদ্রূপ ঐ দানবও গিরিশৃঙ্গ ও শৃঙ্গতুল্য তরুনিকর দ্বারা দেবগণকে পাতিত করিতে লাগিল। কালনেমির সনিস্ত্রিংশ বাহুসমূহ দ্বারা সুরগণের শিরোরুহ ছিন্ন-ভিন্ন হইল, যুদ্ধে কালনেমি কর্ত্তৃক আহত দেবগণ চলিতে অসমর্থ হইলেন না। কেহ মুষ্ট্যাঘাতে নিহত ও কেহ দ্বিখণ্ডী-কৃত হইল ; যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পতগ, মহোরগ ও কিন্নরগণ সমরে কালনেমি কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়া পতিত হইল। তাহারা সংজ্ঞাহীন হইল, সুতরাং যুদ্ধার্থ যত্ন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা পারিল না। সহস্রলোচন শক্র কালনেমির বাণবন্ধনে স্পন্দনরহিত, সুতরাং সমরে নিষ্প্রযত্ন ও চলিতে অসমর্থ হই-লেন। পাশধারী বরুণ সমরে কালনেমি কর্ত্তৃক বিপাশ, তাই তিনি নির্জ্জল মেঘ ও বারিবিহীন সাগরের ন্যায় নিষ্প্রযত্ন হইলেন। কালরূপী কালনেমির সহিত সংগ্রামে লোকপাল কুবের বিলাপ করিতে করিতে ধনপালনাদি নিজকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যু যাঁহার অস্ত্র, সেই সর্ব্বহর যম কালনেমির যুদ্ধে নিজাধিকার পরি-হারপূর্ব্বক ভীত ও দক্ষিণদিকে পলায়িত হইলেন। ২১৫—২৩০। এইরূপে কালনেমি লোকপালগণকে উৎসারিত ও তাঁহাদের কার্য্য বিলুপ্ত করিয়া স্বদেহ চতুর্দ্ধা বিভাগ-পূর্ব্বক চারিদিকে প্রেরণ করিল। ক্রমে স্বর্ভানু-প্রদর্শিত দিব্য নক্ষত্রপথে গমন করিয়া

জহার লক্ষ্মীঃ সোমস্য যজ্ঞাস্য বিষয়ং মহৎ ॥২০২
চালয়ামাস দীপ্তাংশুং ধর্ম্মধারা স ভাস্করম্।
শাসনকাম্য বিষয়ং জহার দিনকর্ম্ম চ ॥ ২০৩
সোঽগ্নিং দেবমুখং জিত্বা চকারাত্মমুখাশ্রয়ম্।
বায়ুঞ্চ তরসা জিত্বা চকারাত্মবশানুগম্ ॥২০৪
স সমুদ্রাৎ সমানীয় সমস্তাঃ সরিতো বলাৎ।
চকারাভিমুখা বীর্য্যাদ্দেহভূতাশ্চ সিন্ধবঃ ॥২০৫
অপঃ স্ববশগাঃ কৃত্বা দিবিজা যাশ্চ ভূমিজাঃ।
ছাদয়ামাস জগতীং সুগুপ্তাং ধরণীধরৈঃ ॥২০৬
স স্বয়ম্ভূরিবাভাতি মহাভূতপতির্ম্মহান্।
সর্ব্বলোকময়ো দৈত্যঃ সর্ব্বলোকভয়াবহঃ ॥ ২০৭
স লোকপালৈকবপুশ্চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাত্মবান্।
পাবকানিলসম্ভূতো ররাজ যুধি দানবঃ ॥ ২০৮
পারমেষ্ঠ্যে স্থিতঃ স্থানে লোকানাং প্রভবোপমে।
তং তুষ্টুবুর্দ্দৈত্যগণা দেবা ইব পিতামহম্ ॥২০৯
পঞ্চ তং নাভ্যবর্ত্তন্ত বিপরীতেন কর্ম্মণা।
বেদো ধর্ম্মঃ ক্ষমা সত্যং শ্রীশ্চ নারায়ণাশ্রয়া।
স তেষামনুপস্থানাৎ সক্রোধো দানবেশ্বরঃ।
বৈষ্ণবং পদমন্বিচ্ছন্ স গতো দেবতা যতঃ।
স দদর্শ সুপর্ণস্থং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
দানবানাং বিনাশায় ভ্রাময়ন্তং গদাং শুভাম্।
সজলাম্ভোদসদৃশং বিদ্যুৎসদৃশবাসসম্।
আরূঢ়ং স্বর্ণপত্রাঢ্যং খেচরং কাশ্যপং খগম্।
দুষ্টদৈত্যবিনাশায় দৃষ্ট্বা স্বস্থমিব স্থিতম্।
দানবো বিষ্ণুমক্ষোভ্যং বভাষে ক্ষুব্ধমানসঃ।
অয়ং স রিপুরস্মাকং পূর্ব্বেষাং প্রাণনাশনঃ।
অর্ণবাবাসিনশ্চৈব মধোশ্চ কৈটভস্য চ ॥ ২৪৫
অয়ংস রিপুরস্মাকমসমঃ কিল কথ্যতে।
অনেকসংযুগেঽনেন দানবা বহবো হতাঃ ॥২৪৬
অয়ং স নির্ঘৃণো লোকে স্ত্রীবালনিরপত্রপঃ।
যেন দানবনারীণাং সীমন্তোদ্ধরণং কৃতম্ ॥২৪

চন্দ্রের লক্ষ্মী ও বিস্তৃত রাজ্য অপহরণ করিল। দীপ্তাংশু দিবাকরের অধিকারে গমনপূর্ব্বক স্বীয় তীব্র তেজে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য, শাসন এবং দিবাকরতা অপহরণ করিল। দেবমুখ অগ্নিকে জয় করিয়া তাঁহাকে নিজমুখে আশ্রয় প্রদান করিল। স্ববেগে বায়ুকে পরাভূত করিয়া নিজের বশীভূত করিল। সমুদ্র হইতে বলপূর্ব্বক নদীসমূহকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে নিজের অনুকূল করিয়া রাখিল; সাগরগণ দেহমাত্রাবশিষ্ট হইয়া রহিল। এইরূপে ভৌম ও স্বর্গীয় জল আয়ত্ত করিয়া সুরক্ষিত জগতীতলকে পর্ব্বতমালায় আচ্ছাদিত করিল; আর নিজে মহাভূতপতি মহান্ স্বয়ম্ভুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পাবকানিলসম্ভূত দানব কালনেমি সর্ব্বলোকময় অথচ সর্ব্বলোকভয়াবহ হইল; এবং নিজেই ইন্দ্রাদি লোকপাল ও চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহাত্মক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দীপ্তি পাইতে লাগিল। অনন্তর কালনেমি ব্রহ্মার ন্যায় লোকপ্রভুর পদে অধিষ্ঠিত হইলে, দেবগণ যেমন পিতামহের স্তব করেন, দৈত্যগণও তদ্রূপ কালনেমির স্তব করিল। কালনেমি বেদবিরোধী কর্ম্ম করিত, এজন্য বেদজ্ঞান, ধর্ম্ম, ক্ষমা, সত্য এবং নারায়ণাশ্রয়া লক্ষ্মী এই পাঁচটী তাহার অনুবর্ত্তন করিল না। অনন্তর তাহাদের অনুপস্থিতিতে সক্রোধ দানবেশ্বর বৈষ্ণব পদাভিলাষী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিল। তথায় গিয়া দানব দেখিল,—শঙ্খ-চক্র-গদাধর গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু দানবগণের বিনাশের জন্য শুভা গদা ঘুরাইতেছেন। ২৩১—২৪২। আর দেখিল—জলধিতুল্য সেই বিষ্ণু বিদ্যুৎ সদৃশ বসন পরিধান করিয়া কশ্যপাত্মজ সুপক্ষ গরুড়ে আরূঢ় হইয়া দুষ্ট দৈত্যবধের জন্য অব্যগ্র ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কালনেমি অক্ষোভ্য বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ক্ষুব্ধমনা হইল এবং বলিল,—এই আমাদের শত্রু, যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাণ নাশ করিয়াছে নিশ্চয়ই এই সেই অর্ণববাসী মধুকৈটভের হন্তা,—আমাদের অসম শত্রু। এই সে নির্লজ্জ, স্ত্রীলোক ও বালকের প্রতিও নির্দ্দয় শত্রু, যে অনেক যুদ্ধে বহু দানব নিহ

অয়ং স বিষ্ণুর্দেবানাং বৈকুণ্ঠশ্চ দিবৌকসাম্।
অনন্তো ভোগিনাং মধ্যে স্বয়ম্ভূশ্চ স্বয়ম্ভুবঃ ॥২৪৮
অয়ং স নাথো দেবানামস্মাভিবিপ্রকৃষ্যতে।
অস্য ক্রোধং সমাসাদ্য হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥ ২৪৯
অস্য চ্ছায়ামুপাশ্রিত্য দেবা মখমুখে স্থিতাঃ।
আজ্যং মহর্ষিভির্দত্তমশ্নুবন্তি ত্রিধা হুতম্ ॥২৫০
অয়ং স নিধনে হেতুঃ সর্ব্বেষামমরদ্বিষাম্।
অস্য চক্রপ্রবিষ্টানি কুলান্যস্মাকমাহবে॥ ২৫১
অয়ং স কিল যুদ্ধেষু সুরার্থে ত্যক্তজীবিতঃ।
স বিভুস্তেজসা যুক্তং চক্রং ক্ষিপতি শত্রুষু॥
অয়ং স কালো দৈত্যানাং কালভূতে ময়ি স্থিতে
অতিক্রান্তস্য কালস্য ফলং প্রাপ্স্যতি কেশবঃ
দিষ্ট্যেদানীং সমক্ষং মে বিষ্ণুরেষ সমাগতঃ।
নিষ্পিষ্টো বাহুনা সংখ্যে ময্যেব প্রণশিষ্যতি॥
যাস্যাম্যপচিতিং দিষ্ট্যা পূর্ব্বেষামদ্য সংযুগে।
ইমং নারায়ণং হত্বা দানবানাং ভয়াবহম্ ॥২৫৫
ক্ষিপ্রমেব হনিষ্যামি রণেঽমরগণানহম্।
জাত্যন্তরগতোঽপ্যেষ বাধতে দানবান্ মৃধে॥
এষোঽনন্তঃ পুরা ভূত্বা পদ্মনাভ ইতি শ্রুতঃ।
জঘানৈকার্ণবে ঘোরে তাবুভৌ মধুকৈটভৌ॥
দ্বিধাভূতং বপুঃ কৃত্বা সিংহস্যার্দ্ধং নরস্য চ।
পিতরং মে জঘানৈকো হিরণ্যকশিপুং পুরা॥
শুভং গর্ভমধত্তৈনমদিতির্দেবতারণিঃ।
ত্রীন্ লোকানাজহারৈকঃ ক্রমমাণস্ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ
ভূয়স্ত্বিদানীং সম্প্রাপ্তে সংগ্রামে তারকাময়ে।
ময়া সহ সমাগম্য সদেবো বিনশিষ্যতি॥ ২৬০
এবমুক্ত্বা বহুবিধং ক্ষিপ্রং নারায়ণং রণে।
বাগ্‌ভিরপ্রতিরূপাভির্যুদ্ধমেবাভ্যরোচয়ৎ ॥২৬১
ক্ষিপ্যমাণোঽসুরেন্দ্রেণ ন চুকোপ গদাধরঃ।

করিয়া দানববনিতাদিগের সীমন্তের সিন্দূর অপহরণ করিয়াছে। এই সেই স্বর্গবাসী দেবগণের অকপটহিতকারী বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণু এবং সর্পগণের মধ্যে অনন্ত ও ব্রহ্মারও কারণ স্বরূপ। এই সেই সুরগণের ঈশ্বর ও আমাদের অপকারী শত্রু; ইহার ক্রোধ উৎপাদন করিয়া হিরণ্যকশিপু নিহত হইয়াছে; ইহারই ছায়াবলম্বনে দেবগণ যজ্ঞের অগ্রভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ত্রিধাহুত হবি আহার করে। এই বিষ্ণুই সমস্ত অমরবিদ্বেষী অসুরের বিনাশ-বীজ; আমাদের অখিলকুল ইহারই চক্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সেই বিষ্ণু যে যুদ্ধে দেবগণের জন্য জীবনপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয় এবং শত্রুগণের প্রতি তেজোযুক্ত চক্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই সেই দৈত্য-গণের কাল, আমিও ইহার কালরূপে উপ-স্থিত; এই কেশব অবশ্যই ইহার অতীত কালের কৃত অপরাধের ফললাভ করিবে। সম্প্রতি ভাগ্যবশেই বিষ্ণু আমার সমক্ষে সমাগত, আহবে আমার বাহু দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া আমার হাতেই নিহত হইবে। ভাগ্য-বশে আজ যুদ্ধে দানবগণের ভয়াবহ এই নারায়ণকে নিহত করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের সম্মান রক্ষা করিতে পারিব ;—আমি সত্বরই সমরে অমরগণকে নিহত করিব। এই বিষ্ণু বিভিন্ন জাতিতে জন্ম লইয়া যুদ্ধে দানবদিগকে বাধা প্রদান করে। পূর্ব্বকালে এই বিষ্ণুই অনন্ত হইয়া পদ্ম-নাভ নামে বিশ্রুত হয় এবং ঘোর একার্ণবে সেই মধু ও কৈটভকে বধ করে। পুরাকালে এই বিষ্ণুই নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশে সিংহ ও অপরার্দ্ধে নরাকৃতি হইয়া একাকীই আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকে নিহত করে। অগ্নিতুল্য তেজস্বী দেবগণের অরণি জননী অদিতি এইবিষ্ণুকে কি শুভ-ক্ষণেই কুক্ষিতে ধারণ করিয়াছিল যে, এ একাকীই পাদত্রয়ে আক্রমণ করিয়া ত্রিলোক হরণ করিয়া লইয়াছিল। সম্প্রতি পুনরায় তারকাময় সমরে উপস্থিত, আজ আমার সহিত সমর করিয়া এই বিষ্ণু দেবগণের সহিত বিনষ্ট হইবে।২৪৩—২৫০। কালনেমি এইরূপ বহুবিধ প্রলাপ করিয়া অনেক অপ্রীতিকর বাক্যে সত্বর নারায়ণের সমর-রুচি জন্মাইয়া দিল। অসুররাজ কালনেমির দুর্ব্বাক্যে গদাধর কুপিত

ক্ষমাবলেন মহতা সস্মিতঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ২৬২
অল্পং দর্পবলং দৈত্য স্থিরমক্রোধজং বলম্।
হতস্ত্বং দর্পজৈর্দোষৈর্হিত্বা যো ভাবসে ক্ষমাম্
অধমস্ত্বং মম মতো ধিগেতত্তব বাগ্বলম্।
ন তত্র পুরুষাঃ সন্তি যত্র গর্জ্জন্তি যোষিতঃ ॥
অহং ত্বাং দৈত্য পশ্যামি পূর্ব্বেষাং মার্গগামিনম্
প্রজাপতিকৃতং সেতুং ত্যক্তা কঃ স্বস্তিমান্ ভবেৎ ॥ ২৬৫
অদ্য ত্বাং নাশয়িষ্যামি দেবব্যাপারঘাতকম্।
স্বেষু স্বেষু চ স্থানেষু স্থাপয়িষ্যামি দেবতাঃ ॥
এবং ব্রুবতি বাক্যন্তু মৃধে শ্রীবৎসধারিণি।
জহাস দানবঃ ক্রোধাদ্ধস্তাংশ্চক্রেণ সায়ুধান্ ॥
স বাহুশতমুদ্যম্য সর্ব্বায়ুধগণান্ রণে।
ক্রোধাদ্দ্বিগুণরক্তাক্ষো বিষ্ণোর্বক্ষস্যপাতয়ৎ ॥
দানবাশ্চাপি সমরে ময়তারপুরোগমাঃ।
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা বিষ্ণুমভ্যদ্রবন্ রণে ॥ ২৬৯

স তাড্যমানোঽতিবলৈর্দৈত্যৈঃ সর্ব্বায়ুধোদ্যতৈঃ
ন চচাল ততো যুদ্ধে কম্প্যমান ইবাচলঃ ॥ ২৭০
সংযুক্তশ্চ সুপর্ণেন কালনেমির্মহাসুরঃ।
সর্ব্বপ্রাণেন মহতীং গদামুদ্যম্য বাহুভিঃ ॥ ২৭১
ঘোরাং জ্বলন্তীং মুমুচে সংরব্ধো গরুড়োপরি।
কর্ম্মণা তেন দৈত্যস্য বিষ্ণুর্বিস্ময়মাগমৎ ॥ ২৭২
তদা তেন সুপর্ণস্য পাতিতা মূর্দ্ধি সা গদা ॥ ২৭৩
সুপর্ণং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা ক্ষতঞ্চ বপুরাত্মনঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়নো বৈকুণ্ঠশ্চক্রমাদদে ॥ ২৭৪
ব্যবর্দ্ধত চ বেগেন সুপর্ণেন সমং বিভুঃ।
ভুজাশ্চাস্য ব্যবর্দ্ধন্ত ব্যাপ্তবন্তো দিশো দশ ॥
বিদিশশ্চৈব খঞ্চাপি গাঞ্চৈব প্রতিপূরয়ন্।
ববৃধে স পুনর্লোকান্ ক্রান্তুকাম ইবৌজসা ॥ ২৭৬
তং জয়ায় সুরেন্দ্রাণাং বর্দ্ধমানং নভস্তলে।
ঋষয়ঃ সহগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥ ২৭৭
স দ্যাং কিরীটেন লিখন্ শিরসা ভাস্বরেণ চ।

হইলেন না, পরন্তু নিরতিশয় ক্ষমাবলে ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন,—হে দৈত্য! দর্পের বল অতি অল্প, কিন্তু অক্রোধজ বল স্থায়ী; অতএব তুমি ক্ষমাত্যাগ করিয়া এই যাহা বলিতেছ, এই দর্পদোষেই তোমার মরণ হইবে; আমার মতে তুমি অধম, তোমার এই বাক্যবলে ধিক্। যেস্থানে নারীজন গর্জ্জন করিতে থাকে, তথায় পুরুষের অবস্থান অনুচিত! হে দৈত্য! আমি দেখিতেছি—তুমিও তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের পথগামী হইবে। প্রজাপতিকৃত ধর্ম্মবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া কে স্বস্তিলাভ করিতে পারে? তুমি দেবকার্য্যের হন্তা, অদ্য তোমাকে বধ করিয়া দেবগণকে তাহাদের স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিব। শ্রীবৎসভূষণ বিষ্ণু এইরূপ বলিলে দানব চক্রাদি আয়ুধ-সমন্বিত হস্ত সকল চালিত করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক সক্রোধে রক্তনেত্র বিস্ফারিত করিয়া সেই সায়ুধ শত বাহু বিষ্ণুর বক্ষে পাতিত করিল। ময় তার প্রমুখ দানবেরাও তখন সমরে নিস্ত্রিংশাদি অস্ত্র উদ্যত করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ধাবিত হইল। অতিবল দানবগণ সর্ব্বায়ুধ উদ্যত করিয়া বিষ্ণুকে তাড়িত করিল, কিন্তু তিনি সে তাড়নায় কম্পমান হইয়াও যুদ্ধে গরুড়ের উপর অচলের ন্যায় স্থির হইয়াই রহিলেন। মহাসুর কালনেমি সর্ব্বপ্রাণে বাহু দ্বারা গুর্ব্বী গদা উদ্যত করিয়া সেই প্রজ্বলিত ঘোর গদা গরুড়োপরি পাতিত করিল। কালনেমির তথাবিধ কার্য্যে বিষ্ণু বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন। দানবের গদা গরুড়ের মস্তকে পাতিত হইলে গরুড় ব্যথিত হইল, আর অস্ত্রাঘাতে তাঁহার নিজ দেহেও ক্ষত জন্মিল। ইহাতে বিষ্ণুর নয়ন ক্রোধে আরক্ত হইল, তিনি চক্র গ্রহণ করিলেন এবং গরুড়ের সহিত মহাবেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বিভুর ভুজাবলী বর্দ্ধিত হইয়া দশদিক্ পরিব্যাপ্ত করিল এবং ক্রমে তদ্দ্বারা দিগন্তরাল আকাশ ও পৃথিবী পরিপূরিত হইল। তিনি যেন ওজোদ্বারা ত্রিলোক আক্রমণের জন্য অত্যধিক বাড়িয়া উঠিলেন। ২৫১—২৭৬। তখন সগন্ধর্ব্ব ঋষিগণ সুররাজের জয়ার্থ আকাশে বর্দ্ধমান সেই মধুসূদনের স্তুতি করিতে লাগি-

পদ্ভ্যামাক্রম্য বসুধাং দিশঃ প্রচ্ছাদ্য বাহুভিঃ
সহস্রকরতুল্যাভং সহস্রারমরিক্ষয়ম্ ।
দীপ্তাগ্নিসদৃশং ঘোরং দর্শনেন সুদর্শনম্ ॥ ২৭৯
সুবর্ণরেণুপর্য্যন্তং বজ্রনাভং ভয়াবহম্ ।
মেদোহস্থিমজ্জরুধিরৈঃ সিক্তং দানবসম্ভবৈঃ ॥
অদ্বিতীয়ং প্রহরণং ক্ষুরপর্য্যন্তমণ্ডলম্ ।
স্রগ্‌দামমালানিচিতং কামগং কামরূপিণম্ ॥২৮১
স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা সৃষ্টং ভয়দং সর্ব্ববিদ্বিষাম্ ।
দধার রোষেণাবিষ্টং নিত্যমাহবদর্পিতম্ ॥২৮২
ক্ষেপণাদ্ যস্য মুহ্যন্তি লোকাঃ সস্থাণুজঙ্গমাঃ ।
ক্রব্যাদানি চ ভূতানি তৃপ্তিং যান্তি মহামৃধে ॥
তমপ্রতিমকর্ম্মাণং সমানং সূর্য্যবর্চ্চসা ।
চক্রমুদ্যম্য সমরে কোপদীপ্তো গদাধরঃ ॥২৮৪
প্রনষ্টং দানবং তেজঃ কুর্ব্বাণং স্বেন তেজসা ।
চিচ্ছেদ বাহূংস্তেনৈব সমরে কালনেমিনঃ ॥২৮৫
তচ্চ বক্ত্রশতং ঘোরং সাগ্নিচূর্ণাট্টহাসি বৈ ।
তস্য দৈত্যস্য চক্রেণ প্রমমাথ বলাদ্ধরিঃ ॥ ২৮৬
স ছিন্নবাহুর্বিশিরা ন প্রাকম্পত দানবঃ ।
কবন্ধাবস্থিতঃ সংখ্যে বিশাখ ইব পাদপঃ ॥২৮৭
তং বিতত্য মহাপক্ষৌ বায়োঃ কৃত্বা সমং জবম্
উরসা তাড়য়ামাস গরুড়ঃ কালনেমিনম্ ॥ ২৮৮
স তস্য দেহোহভিমুখো বিবাহুঃ খাৎ পরিভ্রমন্
নিপপাত দিবং ত্যক্ত্বা ক্ষোভয়ন্ ধরণীতলম্ ॥
তস্মিন্নিপতিতে দৈত্যে দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা ।
সাধুসাধ্বিতি বৈকুণ্ঠং সমেতাঃ প্রত্যপূজয়ন্ ॥
অপরে যে তু দৈত্যা বৈ যুদ্ধে দৃষ্টপরাক্রমাঃ ।
তে সর্ব্বে বাহুভির্ব্যাপ্তা ন শেকুশ্চলিতুং রণে ॥
কাংশ্চিৎকেশেষু জগ্রাহ কাংশ্চিৎকণ্ঠেঽপীড়য়ৎ
চকর্ত্ত কস্যচিদ্বক্ত্রং মধ্যেঽগৃহ্ণাত্তথাপরম্ ॥ ২৯২
তে গদাচক্রনির্দগ্ধা গতসত্ত্বা গতাসবঃ ।
গগনাদ্‌ভ্রষ্টসর্ব্বাঙ্গা নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ২৯৩
তেষু সর্ব্বেষু দৈত্যেষু হতেষু পুরুষোত্তমঃ ।

লেন। তাঁহার মস্তকস্থ কান্তিমান্ কিরীট দ্বারা আকাশ বিলিখিত হইল, তিনি পাদদ্বয় দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ এবং বাহুনিবহ দ্বারা দিক্ সকল প্রচ্ছাদিত করিয়া সূর্য্যতুল্যজ্যোতিঃ সহস্রঅরযুক্ত অরিক্ষয়কর প্রজ্বলিত অনলতুল্য ঘোরদর্শন সুদর্শন দৃঢ়ভাবে ধারণ করিলেন। ঐ ভয়াবহ অদ্বিতীয়াস্ত্র সুদর্শনের মধ্যদেশ বজ্রকঠোর, উহার পরিধি সুবর্ণরেণুভূষিত এবং পরিধির মণ্ডল ক্ষুরধারযুক্ত: উহা দৈত্যদেহোত্থিত মেদ মাংস মজ্জা অস্থি ও শোণিতে সংসিক্ত, মাল্যভূষিত, কামরূপী এবং কামগ। উহা স্বয়ং স্বয়ম্ভূ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সর্ব্বশত্রুর ভয়দ সুদর্শন যুদ্ধে দর্পিত রোষাবিষ্ট শত্রুকে বিনষ্ট করে। উহার ক্ষেপণে স্থাবর জঙ্গমসহ ত্রিলোক মুহ্যমান হয় এবং ক্রব্যাদাদি ভূতগণ মহাযুদ্ধে মৃত শত্রুর শোণিতাদিতে তৃপ্তিলাভ করে। সূর্য্যপ্রভ ঐ সুদর্শন প্রতিকারার্হ নহে। ক্রোধদীপ্ত গদাধর স্বীয়তেজে অসুরগণের তেজোনাশক তথাবিধ সুদর্শন উদ্যত করিয়া সমরে কালনেমির বাহুসমূহ এবং হাস্যকালে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবর্ষী বক্ত্র সকল ছেদন করিলেন। হরি বলপূর্ব্বক কালনেমিকে চক্র দ্বারা এইরূপে প্রমথিত করিলে ছিন্নবাহু ও মস্তকহীন হইয়াও সে বিচলিত হইল না। শাখাহীন পাদপের ন্যায় সেই কবন্ধ দানব সমরে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর বায়ুতুল্য বেগবান্ গরুড় মহাপক্ষ বিস্তার করিয়া বক্ষ দ্বারা দানবকে বিতাড়িত করিল, তখন তাহার বাহুহীন দেহ আকাশ হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্ষিতিতল ক্ষোভিত করিয়া তাহার অভিমুখে পতিত হইল। সেই দৈত্য পতিত হইলে দেবতারা ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া সাধু সাধু রবে বিষ্ণুর পূজা করিলেন। অপর যে সকল পরাক্রমী অসুর রণক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইল, তাহারা বিষ্ণুভুজাক্রষ্ট হইয়া চলিতে সমর্থ হইল না। হরি কাহারও কেশে গ্রহণ, কাহারও বক্ষে পীড়ন, কাহারও শিরশ্ছেদন, অপর কাহারও কটী পাটন করিলেন। ২৭৭—২৯২। এইরূপে গদা ও সুদর্শননির্দগ্ধ গতজীবন দানবগণ গগন হইতে ভ্রষ্টাঙ্গ হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইল। পুরুষোত্তম গদাধর এইরূপে সর্ব্বদানবের

শক্রপ্রিয়ং ততঃ কৃত্বা কৃতকর্ম্মা গদাধরঃ ॥ ২৯৪
তস্মিন্ বিমর্দ্দে সংবৃত্তে সংগ্রামে তারকাময়ে।
তঞ্চ দেশং জগামাশু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥২৯৫
সর্ব্বৈর্ব্রহ্মর্ষিভিঃ সার্দ্ধং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
দেবদেবং হরিং দেবঃ পূজয়ন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥
কৃতং দেব মহৎকর্ম্ম সুরাণাং শল্যমুদ্ধৃতম্।
নিধনেন চ দৈত্যানাং বয়ঞ্চ পরিতোষিতাঃ ॥
যোঽয়ং ত্বয়া হতো বিষ্ণো কালনেমির্মহাসুরঃ
ত্বামেতস্য ঋতে হ্যস্মিন্ শাস্তা কশ্চিন্ন বিদ্যতে
এষ দেবান্ পরিভবন্ লোকাংশ্চ সচরাচরান্।
ঋষীণাং কদনং কৃত্বা মামপি প্রতিগর্জ্জতি ॥২৯৯
তদনেন ত্বদীয়েন পরিতুষ্টোঽস্মি কর্ম্মণা।
যদয়ং কালকল্পস্তে কালনেমির্নিপাতিতঃ ॥৩০০
তদাগচ্ছস্ব ভদ্রন্তে গচ্ছাম দিবমুত্তমাম্।
ব্রহ্মর্ষয়স্ত্বাং তত্রস্থাঃ প্রতীক্ষন্তে সদোগতাঃ ॥
কঞ্চাহং তব দাস্যামি বরং বরভৃতাং বর।
স্বস্থানস্থেষু দেবেষু তেষাঞ্চ বরদো ভবান্॥
নির্ঘাতমেতত্ত্রৈলোক্যং স্ফীতং নিহতকণ্টকম্।
অস্মিন্নেব মৃধে বিষ্ণো শক্রায় সুমহাত্মনে ॥৩০৩
এবমুক্তো ভগবতা ব্রহ্মণা হরিরব্যয়ঃ।
দেবান্ শক্রমুখান্ সর্ব্বানুবাচ শুভয়া গিরা ॥৩০৪

বিষ্ণুরুবাচ।

শ্রূয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যাবন্তোঽত্র সমাগতাঃ
সুপর্ণসহিতৈস্তত্র পুরস্কৃত্য পুরন্দরম্ ॥ ৩০৫
অস্মাভিঃ সমরে সর্ব্বৈঃ কালনেমিমুখা হতাঃ।
দানবা বিক্রমোপেতাঃ শক্রাদপি মহত্তরাঃ ॥
অস্মিন্ মহতি সংগ্রামে দ্বাবেব তু বিনিঃসৃতৌ
বিরোচনশ্চ দৈতেয়ঃ স্বর্ভানুশ্চ মহাবলঃ ॥ ৩০৭
স্বাং দিশং ভজতাং শক্রো দিশং বরুণ এব চ।
যাম্যাং যমঃ পালয়তামুত্তরাঞ্চ ধনাধিপঃ ॥ ৩০৮
ঋক্ষৈঃ সহ সদা যোগং গচ্ছতাং চন্দ্রমাস্তথা।

বধসাধন করিয়া ইন্দ্রের প্রিয়সাধনপূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইলেন। অনন্তর সেই তারকাময় মহাসমরের অবসানে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণসহ রণভূমিতে সমাগত হইলেন। তিনি দেবদেব হরিকে পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—হে দেব! আপনি সুরগণের শল্যোদ্ধার করিয়া মহাকার্য্য সাধিত করিয়াছেন; দৈত্যগণের বিনাশে আমরা নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে বিষ্ণো! আপনি এই যে মহাসুর কালনেমির বিনাশ করিয়াছেন, ইহা অন্যের অসাধ্য, এ বিষয়ে আপনার মত শাস্তা আর নাই। এই অসুর, সুরগণ ও সচরাচর অখিললোক পরাভূত করিয়াছিল, এমন কি, ঋষিগণের প্রতিও দুর্ব্ব্যবহার করিয়া আমার উপর পর্য্যন্তও তর্জ্জন করিত, অতএব আপনার এই কার্য্যে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। আপনি কালকল্প কালনেমিকে নিহত করিয়াছেন, আপনার মঙ্গল হউক; আসুন, সম্প্রতি আমরা উত্তম সুরসভায় গমন করি। মদীয় সভাগত ব্রহ্মর্ষিগণ আপনার জন্য তথায় প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি সর্ব্ববরের আধার, আপনাকে আর কি বর দিব? কেননা, আপনি স্বস্থানস্থিত দেবগণেরও বরদ। যে ত্রিলোক নিঃশেষরূপে অসুরগণের করগত হইয়াছিল, হে বিষ্ণো! তাহা আজ এই যুদ্ধে নিহতকণ্টক ও স্ফীত হইয়া সুমহাত্মা সুরপতির আয়ত্ত হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে অব্যয় হরি ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে শুভবাক্যে বলিতে লাগিলেন। ২৯৩-৩০৪। বিষ্ণু বলিলেন,—যে সকল সুর এইস্থানে উপস্থিত, তাঁহারা শ্রবণ করুন। পুরন্দরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া গরুড়ের সাহায্যে আমরা সকলে মিলিয়া কালনেমিপ্রমুখ দানবগণকে নিহত করিয়াছি। দানবগণ বিক্রমে শক্রকেও অতিক্রম করিয়াছিল; এই মহাসংগ্রামে দৈত্য বিরোচন ও মহাবল স্বর্ভানু, কেবল এই দুই জন দানবই বাহির হইয়া গিয়াছে। শক্র ও বরুণ যথাক্রমে নিজ ঐন্দ্রী ও বারুণী দিক্ রক্ষা করুন; যম যাম্য ও ধনাধিপ কুবের উত্তর দিক্ পালন করুন। চন্দ্রমা নক্ষত্রগণ সহ সদা সংযুক্ত থাকুন; আর এই

অয়ম্ঋতুমুখং সূর্য্যো ভজতাময়নৈঃ সহ ॥ ৩০৯
আজ্যভাগাঃ প্রবর্ত্তন্তাং সদস্যৈরভিপূজিতাঃ।
হুয়ন্তামগ্নয়ো বিপ্রৈর্ব্বেদদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৩১০
দেবাশ্চ বলিহোমেন স্বাধ্যায়েন মহর্ষয়ঃ।
শ্রাদ্ধেন পিতরশ্চৈব তুষ্টিং যান্তু যথাসুখম্ ॥ ৩১১
বায়ুশ্চরতু মার্গস্থস্ত্রিধা দীপ্যতু পাবকঃ।
ত্রয়ো বর্ণাশ্চ লোকাংস্ত্রীংস্তর্পয়ন্ত্বাত্মজৈর্গুণৈঃ।
ক্রতবঃ সম্প্রবর্ত্তন্তাং দীক্ষণীয়ৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥
দক্ষিণাশ্চোপপদ্যন্তাং যাজ্ঞিকৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্
গাশ্চ সূর্য্যো রসান্ সোমো বায়ুঃ প্রাণাংশ্চ প্রাণিষু।
তর্পয়ন্তঃ প্রবর্ত্তন্তামেতে সৌম্যৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥
যথাবদনুপূর্ব্বেণ মহেন্দ্রমলয়োদ্ভবাঃ।
ত্রৈলোক্যমাতরঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রং যান্তু সিন্ধবঃ ॥
দৈত্যেভ্যস্ত্যজ্যতাং ভীশ্চ শান্তিং ব্রজত দেবতাঃ।
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্
স্বগৃহে স্বর্গলোকে বা সংগ্রামে বা বিশেষতঃ।
বিশ্বস্তৈশ্চ ন গন্তব্যং নিত্যং ক্ষুদ্রা হি দানবাঃ ॥
ছিদ্রেষু প্রহরন্ত্যেতে ন তেষাং সংস্থিতির্ধ্রুবা
সৌম্যানাং নিজভাবানাং ভবতামার্জ্জবে মনঃ
এবমুক্ত্বা সুরগণান্ বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ।
জগাম ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকং মহাযশাঃ।
দেবানাং মহতীং প্রীতিমুৎপাদ্য ভগবান্ প্রভুঃ
এতদাশ্চর্য্যমভবৎ সংগ্রামে তারকাময়ে।
দানবানাঞ্চ বিষ্ণোশ্চ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে দেবাসুরযুদ্ধবর্ণনমেকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রুতঃ পদ্মোদ্ভবো ব্রহ্মন্ বিস্তরেণ ত্বয়েরিতঃ।
সমাসান্তরমাহাত্ম্যমুৎপত্তিঞ্চ গুহস্য চ ॥ ১

সূর্য্য অয়ন-গতি দ্বারা প্রথমেই বসন্তের ভজনা করুন। সদস্যগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত আজ্যভাগ প্রবর্ত্তিত হউক, বিপ্রগণ বেদ-বোধিত ক্রিয়া দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করুন, দেবগণ বলি-হোমে, মহর্ষিগণ বেদাধ্যয়নে এবং পিতৃগণ শ্রাদ্ধ-পিণ্ড দানে সুখানুরূপ তৃপ্ত হউন। বায়ু পথস্থ হইয়া প্রবাহিত হউক, অগ্নি গার্হপত্যাদি ত্রিধাভেদে উদ্দীপিত হইয়া উঠুক। বর্ণত্রয় সত্ত্বাদি নিজ নিজগুণে ত্রিলোকের তৃপ্তিসাধন করুক, দীক্ষিত দ্বিজগণ কর্ত্তৃক ক্রতু সকল প্রবর্ত্তিত হউক, যাজ্ঞিকগণ পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণা প্রাপ্ত হউন, সূর্য্য, সোম ও সমীরণ ইহাঁরা সৌম্য স্বকর্ম্ম দ্বারা যথাক্রমে পৃথিবী, রস এবং প্রাণিগণের প্রাণ পরিতৃপ্ত করিয়া প্রবর্ত্তিত হউন। মহেন্দ্র-মলয়াচলাদি-জাত লোকমাতা নদী সকল আনুপূর্ব্বিক যথাযথ সমুদ্রে প্রবেশ করুক। দেবতারা দৈত্যভয়বিমুক্ত ও শান্তি প্রাপ্ত হউন, আপনাদের মঙ্গল হউক, আমি সম্প্রতি সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিব। স্বগৃহে অথবা স্বর্গলোকে, বিশেষতঃ সংগ্রামে নিয়ত শঙ্কিতচিত্তে গমন করা কর্ত্তব্য, কেন না, দানবেরা হীনচিত্ত, তাহারা ছিদ্র দেখিয়া প্রহার করিয়া থাকে; অথচ তাহাদের অবস্থিতির কোনও স্থিরতা নাই। আপনাদের মন সরল ভাবে নিমগ্ন এবং আপনারা স্বভাবতঃ সৌম্য; সুতরাং আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিলাম। মহাযশা সত্যবিক্রম প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু সুরগণকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাদের মহাপ্রীতি উৎপাদনাপূর্ব্বক ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই দানব ও বিষ্ণুসম্বন্ধী তারকাময় সমরে এইরূপই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল।৩০৫—৩২০।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার কথিত পদ্মোদ্ভব-কথা বিস্তারক্রমে শ্রবণ

শ্রোতুমিচ্ছামি তে ব্রহ্মন্ যথাভূতঃ কৃতঞ্চ যৎ।
তারকশ্চ কথং ভূতো দানবো বলবত্তরঃ ॥ ২
কার্ত্তিকেয়েন স ব্রহ্মন্ কথং ধ্বস্তো মহাসুরঃ।
কথং রুদ্রেণ মুনয়ঃ প্রেষিতা মন্দরং গিরিম্ ॥ ৩
কথং লব্ধা উমা তত্র রুদ্রেণ পরমেষ্ঠিনা।
এতদাখ্যাহি মে সর্ব্বং যথাভূতং মহামুনে ॥ ৪
পুলস্ত্য উবাচ।
কশ্যপেন পুরা প্রোক্তা দিতির্দৈত্যারণিঃ শুভা
বজ্রসারময়ৈশ্চাঙ্গৈঃ পুত্রো দেবি ভবিষ্যতি ॥ ৫
বজ্রাঙ্গো নাম পুত্রস্তু ভবিতা ধর্ম্মবৎসলঃ।
সা চ লব্ধবরা দেবী সুষুবে বজ্রদুশ্ছিদং ॥ ৬
স জাতমাত্র এবাভূৎ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
উবাচ মাতরং ভক্ত্যা মাতঃ কিং করবাণ্যহম্ ॥
তস্মোবাচ ততো হৃষ্টা দিতির্দৈত্যাধিপস্য তু ॥
বহবো মে হতাঃ পুত্রাঃ সহস্রাক্ষেণ পুত্রক।
তেষামপচিতিং কর্ত্তুং গচ্ছ শক্রবধায় তু। ৯
বাঢ়মিত্যেব তাং চোক্তা জগাম ত্রিদিবং বলাৎ
বদ্ধা ততঃ সহস্রাক্ষং পাশেনামোঘবর্চ্চসা।
মাতুরন্তিকমাগচ্ছদ্ব্যাধঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥ ১০
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা কশ্যপশ্চ মহাতপাঃ।
আগতৌ তত্র যত্রাস্তাং মাতাপুত্রাবভীতকৌ।
দৃষ্ট্বা তু তাবুবাচেদং ব্রহ্মা কশ্যপ এব চ।
মুঞ্চৈনং পুত্র দেবেন্দ্রং কিমনেন প্রয়োজনম্ ॥
অবমানো বধঃ প্রোক্তঃ পুত্র সম্ভাবিতস্য তু।
অস্মদ্বাক্যেন যো মুক্তস্ত্বদ্ধস্তান্মৃত এব সঃ ॥ ১৩
পরস্য গৌরবান্মুক্তঃ শত্রুণা শত্রুরাহবে।
স জীবন্নেব হি মৃতো দিবসে দিবসে পুনঃ ॥ ১৪
এতচ্ছ্রুত্বা তু বজ্রাঙ্গঃ প্রণতো বাক্যমব্রবীৎ।
ন মে কৃত্যমনেনাস্তি মাতুরাজ্ঞা কৃতা হি মে।
ত্বং সুরাসুরনাথো বৈ মাস্যশ্চ প্রপিতামহঃ।

করিলাম, সম্প্রতি সংক্ষেপে মহাদেব-মাহাত্ম্য ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি-কথা আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! ষড়ানন কিরূপে জন্মিয়াছিলেন? তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন? তারক কিরূপে উৎপন্ন হইল? বলবত্তর দানব মহাসুর তারককে কার্ত্তিকেয় কিরূপে বিধ্বস্ত করিলেন? কিজন্য রুদ্র মুনিগণকে মন্দরগিরিতে প্রেরণ করিলেন? তথায় পরমেষ্ঠী রুদ্র উমাকে কেমন করিয়া প্রাপ্ত হইলেন? হে মহামুনে! এই সমস্তই আমার নিকট যথাপূর্ব্ব বর্ণন করুন। পুলস্ত্য বলিলেন,—পুরাকালে কশ্যপ দৈত্যদিগের অরণিরূপা কল্যাণী দিতিকে কহিয়াছিলেন,—দেবি! তোমার এক পুত্র হইবে, তাহার দেহ হইবে বজ্রের ন্যায় সারময়। তোমার ঐ পুত্র ধর্ম্মবৎসল হইবে; আর উহার নাম হইবে 'বজ্রাঙ্গ'। লব্ধবরা দেবী দিতি বজ্রদুশ্ছেদ্য পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র জাতমাত্রেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিল। সে মাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক বলিল,—মাতঃ! বলুন আমি আপনার কি করিব? অনন্তর দৈত্যবর বজ্রাঙ্গের বাক্যে হৃষ্টা হইয়া দিতি বলিলেন,—হে পুত্রক! সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার বহু পুত্র বিনাশ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তুমি ইন্দ্রবধার্থ গমন কর। অনন্তর বজ্রাঙ্গ মাতৃবাক্যে অঙ্গীকার করিয়া ত্রিদশালয়ে উপনীত হইল এবং ব্যাধ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বান্ধিয়া আনে, তদ্রূপ বলপূর্ব্বক অমোঘবীর্য্য পাশ দ্বারা বাসবকে আবদ্ধ করিয়া মাতার সমীপে আগমন করিল।১—১০। এদিকে নির্ভীক মাতা ও পুত্র একত্র উপবিষ্ট, রহিয়াছেন, ইত্যবসরে ব্রহ্মা ও মহাতপা কশ্যপ তথায় উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া তন্মধ্যে পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে পুত্রক! ইন্দ্রকে ত্যাগ কর, ইহা দ্বারা প্রয়োজন কি? হে পুত্র! মানী ব্যক্তির অপমানই মৃত্যু বলিয়া কথিত; আমাদের বাক্যে যে তোমার হস্ত হইতে ইহার মুক্তি, ইহাই ইহার মৃত্যু। যুদ্ধে অপরের গৌরবে শত্রু যে শত্রুকে মুক্তি দান করে, তাহার দৈনন্দিন জীবনই মৃতের ন্যায়। বজ্রাঙ্গ ইহা শুনিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—ইন্দ্রের দ্বারা আমার কোন কার্য্য নাই, আমি মাতার আদেশ পালন করিয়াছি। আপনি

করিষ্যে ত্বদ্বচো দেব এষ মুক্তঃ শতক্রতুঃ ॥১৬
তপসে মে রতির্দেব নির্বিঘ্নং তচ্চ মে ভবেৎ
ত্বৎপ্রসাদেন ভগবন্নিত্যুক্ত্বা বিররাম হ ॥ ১৭
তস্মিংস্তূষ্ণীং স্থিতে দৈত্যে প্রোবাচেদং
পিতামহঃ ॥ ১৮

ব্রহ্মোবাচ।

তপস্ত্বং কুরু মাপন্নঃ সোঽস্মচ্ছাসনসংস্থিতঃ।
অনয়া চিত্তশুদ্ধ্যা হি পর্য্যাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥১৯
ইত্যুক্ত্বা পদ্মজঃ কন্যাং সসর্জ্জায়তলোচনাম্।
তামস্মৈ প্রদদৌ দেবঃ পত্ন্যর্থে পদ্মসম্ভবঃ।
বরাঙ্গীতি চ নামাস্যাঃ কৃত্বা যাতঃ পিতামহঃ ॥
বজ্রাঙ্গোঽপি তয়া সার্দ্ধং জগাম তপসে বনম্ ॥
ঊর্দ্ধবাহুঃ স দৈতেন্দ্রোঽচরদ্বর্ষসহস্রকম্।
কালং কমলপত্রাক্ষঃ শুদ্ধবুদ্ধির্মহাতপাঃ ॥ ২২
তাবচ্চাধোমুখঃ কালং তাবৎ পঞ্চাগ্নিমধ্যগঃ।
নিরাহারো ঘোরতপাস্তপোরাশিরজায়ত।

ততঃ সোঽন্তর্জ্জলে চক্রে বাসং বর্ষসহস্রকম্ ॥২৩
জলান্তরং প্রবিষ্টস্য তস্য পত্নী মহাব্রতা।
তস্যৈব তীরে সরসঃ স্থিতাসৌ মৌনমাশ্রিতা ॥
নিরাহারং তপো ঘোরং প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ
তস্যাং তপসি বর্ত্তন্ত্যামিন্দ্রশ্চক্রে বিভীষিকাম্ ॥
গত্বা তু মর্কটাকারস্তদাশ্রমপদং মহৎ।
বৃসীঞ্চকর্ষ বলবান্ গন্ধাদ্যর্চ্চাকরণ্ডকম্ ॥ ২৬
ততস্তু সিংহরূপেণ ভীষয়ামাস ভামিনীম্।
ততো ভুজঙ্গরূপেণাপ্যদশচ্চরণদ্বয়ম্ ॥ ২৭
তপোবলবশাৎ সা তু ন বধ্যত্বং জগাম হ ॥ ২৮
ভীষিকাভিরনেকাভিঃ ক্লেশয়ন্ পাকশাসনঃ।
বিররাম যদা নৈব বজ্রাঙ্গমহিষী তদা।
শৈলস্য দুষ্টতাং মত্বা শাপং দাতুং সমুদ্যতা ॥
তাং শাপাভিমুখীং দৃষ্ট্বা শৈলঃ পুরুষবিগ্রহঃ।
উবাচ তাং বরারোহাং বরাঙ্গীং ভীতলোচনঃ ॥

শৈল উবাচ।

নাহং মহাব্রতে দুষ্টঃ সেব্যোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্

সুরাসুরনাথ মান্য প্রপিতামহ, হে দেব! আপনার বাক্য পালন করিলাম—ঐ দেখুন, এখনই ইন্দ্র মুক্ত হইল। হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে সর্ব্বদা যেন আমার তপস্যায় মতি হয় এবং আমার তপ যেন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে থাকে। বজ্রাঙ্গ এইরূপ বলিয়া বিরত হইল। সে তূষ্ণীভাবে অবস্থিত হইলে পিতামহ বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি আমাদের অনুশাসন অনুসারে তপস্যা কর, বিপন্ন হইবে না; আর তপস্যায় চিত্তশুদ্ধি হইলে জন্মফল সার্থক হইবে। পদ্মোদ্ভব পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া আয়তনয়না এক কন্যা সৃষ্টি করিলেন এবং ঐ কন্যার নাম বরাঙ্গী রাখিয়া বজ্রাঙ্গকে অর্পণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। দানবরাজ বজ্রাঙ্গও বরাঙ্গীর সহিত তপস্যার্থ বনে গমন করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সহস্র বৎসর তপস্যা করিল। পদ্মপত্রনয়ন শুদ্ধবুদ্ধি মহাতপা বজ্রাঙ্গ সহস্র বৎসর অধোমুখ ও সহস্র বৎসর পঞ্চাগ্নিমধ্যগ হইয়া অনাহারে ঘোর তপস্যা করিয়া তপস্যাতেজে জাজ্বল্যমান হইল।

তার পর দৈত্য জলমধ্যে সহস্র বৎসর বাস করিল। পতি জলে প্রবেশ করিলে তাহার মহাব্রতা পত্নী সেই সরোবরতীরে মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিত; মহাদ্যুতি বজ্রাঙ্গ-পত্নীও নিরাহারে থাকিয়া ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বরাঙ্গী এইরূপ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে বাসব এক বিভীষিকা উৎপাদন করিলেন। ইন্দ্র বলবান্ মর্কট হইয়া তাহার উত্তম আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং কখন আসন, কখন বা গন্ধাদি আবার কখন বা পূজাকরণ্ডক আকর্ষণ করিলেন। অনন্তর সিংহ হইয়া সেই ভামিনীকে ভীত এবং ভুজঙ্গ হইয়া তাহার চরণদ্বয়ে দংশন করিলেন, কিন্তু তপোবলে বরাঙ্গী বিনাশ প্রাপ্ত হইল না। ১১—২৮। ইন্দ্র বিবিধ বিভীষিকা দ্বারা ক্লেশ দিলেও বজ্রাঙ্গ-মহিষী বিরত হইল না, সে তত্রত্য পর্ব্বতের এ সকল দোষ মনে করিয়া সেই শৈলকেই শাপদানে উদ্যত হইল। বরাঙ্গীকে শাপপ্রদানোন্মুখী অবলোকন করিয়া পর্ব্বত পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিল এবং ভীত-

বিপ্রিয়স্তে করোত্যেষ রুষিতঃ পাকশাসনঃ ॥৩১
এতস্মিন্নন্তরে জাতঃ কালো বর্ষসহস্রকঃ।
তস্মিন্ জ্ঞাত্বা তু ভগবান্ কালে কমলসম্ভবঃ।
তুষ্টঃ প্রোবাচ বজ্রাঙ্গং তদাগত্য জলাশয়ম্ ॥৩২

ব্রহ্মোবাচ।

দদামি সর্ব্বকামস্ত উত্তিষ্ঠ দিতিনন্দন ॥ ৩৩
এবমুক্তস্তদোত্থায় স দৈত্যেন্দ্রস্তপোনিধিঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সর্ব্বলোকপিতামহম্ ॥৩৪

বজ্রাঙ্গ উবাচ।

আসুরো মাস্ত মে ভাবঃ সন্তু লোকা মমাক্ষয়াঃ
তপস্যভিরতির্মেস্ত শরীরস্যাস্ত বর্ত্তনম্ ॥ ৩৫
এবমস্ত্বিতি তং দেবো জগাম স্বকমালয়ম্ ॥ ৩৬
বজ্রাঙ্গোঽপি সমাপ্তে তু তপসি স্থিরসংযমঃ।
সঙ্গন্তুমিচ্ছন্ স্বাং ভার্য্যাং ন দদর্শাশ্রমে স্বকে ॥
ক্ষুধাবিষ্টঃ স শৈলস্য গহনং প্রবিবেশ হ।
আদাতুং ফলমূলানি স চ তস্মিন্ ব্যলোকয়ৎ ॥
রুদন্তীং স্বাং প্রিয়াং দীনাং তরুপ্রচ্ছাদিতাননাম্
তাং বিলোক্য ততো দৈত্যঃ প্রোবাচ
পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ৩৯

বজ্রাঙ্গ উবাচ।

কেন তেঽপকৃতং ভদ্রে যমলোকং যিযাসুনা।
কং বা কামং প্রযচ্ছামি শীঘ্রং প্রব্রূহি মানিনি

বরাঙ্গ্যুবাচ।

ত্রাসিতাস্ম্যপবিদ্ধাস্মি তাড়িতা পীড়িতাস্মি চ।
রৌদ্রেণ দেবরাজেন নষ্টনাথেব ভূরিশঃ ॥ ৪১
দুঃখস্যান্তমপশ্যন্তী প্রাণাংস্ত্যক্তুং ব্যবস্থিতা।
পুত্রং মে তারকং দেহি তস্মাদ্দুঃখমহার্ণবাৎ ॥ ৪২
এবমুক্তস্তু দৈতেন্দ্রঃ কোপব্যাকুললোচনঃ।
শক্তোঽপি দেবরাজস্য প্রতিকর্ত্তুং মহাসুরঃ।
তপ এব পুনশ্চর্ত্তুং ব্যবস্যত মহাবলঃ ॥ ৪৩
জ্ঞাত্বা তস্য তু সঙ্কল্পং ব্রহ্মা ক্রূরতরং পুনঃ।
আজগাম ত্বরাযুক্তো যত্রাসৌ দিতিনন্দনঃ ॥৪৪

ব্রহ্মোবাচ।

কিমর্থং পুত্র ভূয়স্ত্বং কর্ত্তুং নিয়মমুদ্যতঃ।

লোচনে সেই বরারোহা বরাঙ্গীকে বলিতে লাগিল। শৈল বলিল,—হে মহাব্রতে! আমার দোষ নাই, আমি সর্ব্বভূতের সেব্য; এই দুষ্ট পাকশাসন তোমার অনিষ্ট করিতেছে। ইত্যবসরে ব্রহ্মার সহস্র বৎসর অতীত হইল, কমলযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিয়া সেই জলাশয়সমীপে বজ্রাঙ্গের নিকট আগমনপূর্ব্বক সদয় হইয়া বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—দিতিতনয়! গাত্রোত্থান কর, আমি তোমাকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিব। তপোনিধি দৈত্যেন্দ্র ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অঞ্জলিপুটে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিল। বজ্রাঙ্গ বলিল,—আমার অসুরভাব অপসৃত ও লোক সকল অক্ষয় হউক; তপস্যায় আমার নিয়ত মতি থাকুক এবং এই অসুর-দেহের পরিবর্ত্তন হউক। ব্রহ্মা 'তাহাই হউক' বলিয়া নিজালয়ে চলিয়া গেলেন, স্থিরসংযম বজ্রাঙ্গও তপস্যাবসানে নিজ ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইতে অভিলাষী হইল, কিন্তু তাহাকে আশ্রমে দেখিল না। ফল-মূল সংগ্রহের জন্য ক্ষুধাবিষ্ট বজ্রাঙ্গ তখন শৈলগহনে গমন করিয়া দেখিল,—তাহার দীনা পত্নী রোদন করিতেছে, তরু দ্বারা তাহার মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। অনন্তর বজ্রাঙ্গ ভার্য্যাকে অবলোকন করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—ভদ্রে! কে তোমার অপকার করিয়াছে,—কাহার যমপুর গমনে ইচ্ছা হইয়াছে? হে মানিনি! শীঘ্র বল, তোমায় কি অভীষ্ট প্রদান করিব? বরাঙ্গী বলিল,—আমি অনাথার ন্যায় রৌদ্র-কর্ম্মা দেবরাজ কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে ত্রাসিত, অপবিদ্ধ, তাড়িত ও পীড়িত হইয়াছি; পরন্তু দুঃখান্তের উপায় না দেখিয়া প্রাণত্যাগে যত্ন করিতেছি, অতএব দুঃখার্ণবের তারক এক পুত্র আমাকে প্রদান করুন।২৯—৪২। এইরূপ অভিহিত হইয়া দৈত্যরাজের নয়ন কোপে ব্যাকুলিত হইল, মহাবল মহাসুর সুররাজের প্রতিহিংসায় সমর্থ হইলেও পুনর্ব্বার তপস্যায়ই প্রবৃত্ত হইল। ব্রহ্মা তাহার ক্রূরতর সঙ্কল্প জানিয়া সত্বর দিতিতনয় বজ্রাঙ্গের নিকট

কস্মাত্তে পুনর্দয়ি কাঙ্ক্ষিতং পুত্রযোজনা ॥ ৪৫
বজ্রাঙ্গ উবাচ।
উত্থিতেন ময়া দৃষ্টা সমাধানাত্বদাজ্ঞয়া।
ত্রাসিতেন্দ্রেণ মামাহ সা বরাঙ্গী সুতার্থিনী ॥৪৬
পুত্রং মে তারকং দেহি তুষ্টো মে ত্বং পিতামহ
ব্রহ্মোবাচ।
অলস্তে তপসা বীর মা ক্লেশে দুস্তরে বিশ।
পুত্রস্ত তারকো নাম ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
দেবসীমন্তিনীনাস্তু ধম্মিল্লকবিমোক্ষকঃ ॥ ৪৮
ইত্যুক্তো দৈত্যনাথস্তু প্রণম্য প্রপিতামহম্।
গত্বা তাং নন্দয়ামাস মহিষীং কর্শিতান্তরাম্ ॥৪৯
তৌ দম্পতী কৃতার্থৌ তু জগ্মতুঃ স্বাশ্রমং তদা
আহিতস্তু তদা গর্ভং বরাঙ্গী বরবর্ণিনী।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু দধারোদর এব হি ॥ ৫১
ততো বর্ষসহস্রান্তে বরাঙ্গী সা প্রসূয়ত।
জায়মানে তু দৈত্যে তু তস্মিন্ লোকভয়ঙ্করে
চচাল সর্বা পৃথিবী প্রোদ্ধূতাশ্চ মহার্ণবাঃ ॥ ৫২
চেলুর্ধরাধরাশ্চাপি ববুর্বাতাশ্চ ভীষণাঃ।
জেপুর্জপ্যং মুনিবরা নেদুর্ব্যালমৃগা অপি ॥ ৫৩
জহৌ কান্তিং চন্দ্রসূর্য্যৌ নীহারচ্ছাদিতা দিশঃ
জাতে মহাসুরে তস্মিন্ সর্ব্বে চাপি মহাসুরাঃ
আজগ্মুর্হর্ষিতাস্তত্র তথা চাসুরযোষিতঃ।
জগুর্হর্ষসমাবিষ্টা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৫৫
ততো মহোৎসবে জাতে দানবানাং মহাদ্যুতে
বিষণ্ণমনসো দেবাঃ সহেন্দ্রা অভবংস্তদা ॥৫৬
বরাঙ্গী তু সুতং দৃষ্ট্বা হর্ষেণাপূরিতা তদা।
বহুমেনে চ দৈতেন্দ্রো বিজাতং তং তদা তয়া
জাতমাত্রস্তু দৈত্যেন্দ্রস্তারকশ্চোগ্রবিক্রমঃ।
অভিষিক্তোঽসুরৈর্মুখ্যৈঃ কুজম্ভমহিষাদিভিঃ ॥
সর্বাসুরমহারাজ্যে পৃথিবীতুলনক্ষমে ॥ ৫৮
স তু প্রাপ্তমহারাজ্যস্তারকো নৃপসত্তম।

উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুত্র! কি জন্য তুমি পুনরায় উদ্যম করিতেছ, আমি আমার তপঃপ্রভাবেই তোমার অভীষ্ট তনয় দান করি। বজ্রাঙ্গ বলিল,—আমি আপনার আজ্ঞায় সমাধি হইতে উঠিয়া দেখিলাম পত্নী ইন্দ্র কর্ত্তৃক ত্রাসিতা, সেই সুতার্থিনী বরাঙ্গী আমার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিয়াছে। হে পিতামহ! আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তারক পুত্র প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বীর! তোমার তপস্যায় আর প্রয়োজন নাই, ক্লেশবহুল তপস্যায় আর প্রবেশ করিও না। তোমার তারক নামক মহাবল পুত্র হইবে, ঐ তারক সুরসিমন্তিনীগণকে বিরহিণী ও একবেণী-ধারিণী করিবে। এইরূপে কথিত দৈত্যপতি পিতামহকে প্রণতি করিয়া একান্ত তপঃ-কৃশাঙ্গী বরাঙ্গীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে আনন্দিত করিল এবং সেই দৈত্যদম্পতী কৃতার্থ হইয়া নিজালয়ে উপনীত হইল। বর-বর্ণিনী বরাঙ্গীর গর্ভসঞ্চার হইলে সে সহস্র বৎসর যাবৎ সেই গর্ভ উদরে ধারণ করিল। অনন্তর সহস্রবর্ষান্তে বরাঙ্গী এক লোক-ভয়ঙ্কর দৈত্য প্রসব করিল। সেই দৈত্য জন্মগ্রহণ করিলে পৃথিবী চলিত ও মহার্ণব-সমূহ স্ফীত হইল; পর্ব্বত সকল প্রকম্পিত ও ভীষণ সমীরণ প্রবাহিত হইল। মুনি-বরগণ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, সর্প ব্যাঘ্রাদি পশুগণও ঘোর নাদ করিয়া উঠিল, চন্দ্র সূর্য্য স্ব স্ব প্রভা পরিত্যাগ করি-লেন, দিক্ সকল নীহারে চ্ছাদিত হইল। সেই মহাসুর সমুৎপন্ন হইলে মহাবল অসুরগণ হৃষ্ট হইয়া বজ্রাঙ্গের আবাসে আগমন করিল, অসুররমণীরা আসিয়া হর্ষাবেশে গান করিতে লাগিল, অপ্সরোগণ নৃত্য করিল এবং দানবদিগের মহামহোৎসব সমারব্ধ হইল। হে মহাদ্যুতে! অনন্তর ইন্দ্রসহ অমরগণ বিষণ্ণমনা হইলেন।৪৩—৫৬। বরাঙ্গী তখন সুতসন্দর্শনে পূর্ণানন্দ হইলেন। দৈত্য-রাজ বরাঙ্গীগর্ভজাত সেই শিশুকে মনে মনে সম্মান করিলেন। উহার নাম হইল 'তারক'। উগ্রবিক্রম দৈত্যরাজ তারক জন্মমাত্রেই কুজম্ভ মহিষাদি প্রধান প্রধান অসুরগণ তাহাকে সমগ্র পৃথিবীর সম-

উবাচ দানবশ্রেষ্ঠো যুক্তিযুক্তমিদং বচঃ ॥ ৫৯
তারক উবাচ।
শৃণুধ্বমসুরাঃ সর্ব্বে বাক্যং মম মহাবলাঃ ॥৬০
বংশক্ষয়করা দেবাঃ সর্ব্বেষামেব দানবাঃ।
অস্মাকং জাতিধর্ম্মেণ বিরূঢ়ং বৈরমক্ষয়ম্ ॥ ৬১
বয়ং তপশ্চরিষ্যামঃ সুরাণাং নিগ্রহায় তু।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য সর্ব্ব এব ন সংশয়ঃ ॥ ৬২
তচ্ছ্রুত্বা সম্মতং কৃত্বা পারিযাত্রং যযৌ গিরিম্।
নিরাহারঃ পঞ্চতপাঃ পত্রভুগবারিভোজনঃ।
শতং শতং সমানাস্তু তপাংস্তেতাস্থথাকরোৎ ॥
এবন্তু কর্শিতে দেহে তপোরাশিস্বমাগতে।
ব্রহ্মাগত্যাহ দৈত্যেন্দ্রং বরং বরয় সুব্রত ॥ ৬৪
স বব্রে সর্ব্বভূতেভ্যো ন মে মৃত্যুর্ভবেদিতি ॥৬৫
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা দেহিনাং মরণং ধ্রুবম্।
যতস্ততোঽপি বরয় মৃত্যুং যস্মান্ন শঙ্কসে ॥ ৬৬

ততঃ সঞ্চিন্ত্য দৈত্যেন্দ্রঃ শিশোর্বৈ সপ্তবাসরাৎ
বব্রে মহাসুরো মৃত্যুং মোহিতো হ্যবলেপতঃ।
জগামোমিত্যুদাহৃত্য ব্রহ্মা দৈত্যো নিজং গৃহম্
অথাহ মন্ত্রিণস্তূর্ণং বলং মে সম্প্রযুজ্যতাম্ ॥ ৬৮
যদি বো মৎপ্রিয়ং কার্য্যং নিগ্রাহ্যাঃ সুরসত্তমাঃ
নিগৃহীতেষু মে প্রীতির্জায়তে চাতুলাসুরাঃ।
তারকস্য বচঃ শ্রুত্বা গ্রসনো নাম দানবঃ।
সেনানীর্দৈত্যরাজস্য সজ্জং চক্রে বলঞ্চ তৎ।
আহত্য ভেরীং গম্ভীরাং দৈত্যানাহূয় সত্বরঃ।
দশকোটীশ্বরা দৈত্যা দৈত্যানাং চণ্ডবিক্রমাঃ।
তেষামগ্রেসরো জম্ভঃ কুজম্ভোঽনন্তরোঽসুরঃ।
মহিষঃ কুঞ্জরো মেঘঃ কালনেমির্নিমিস্তথা।
মন্থনো জম্ভকঃ শুম্ভো দৈত্যেন্দ্রা দশ নায়কাঃ।
অন্যে চ শতশস্তত্র পৃথিবীতুলনক্ষমাঃ ॥ ৭৩
গরুড়ানাং সহস্রেণ চক্রাষ্টকবিভূষিতঃ।
সকূবরপরীবারশ্চতুর্যোজনবিস্তৃতঃ ॥ ৭৪

তুল্য অসুরমহারাজ্যে অভিষিক্ত করিল। হে নৃপসত্তম! দানবশ্রেষ্ঠ তারক মহারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যুক্তিযুক্ত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল। তারক কহিল,—হে মহাবল অসুরগণ! আমার বাক্য শ্রবণ কর; হে দানবগণ! দেবতারা আমাদের বংশনাশক; তাহারা আমাদের জাতিধর্ম্মানুসারেই বদ্ধবৈর। আমরা নিজ নিজ বাহুবল আশ্রয় করিয়া দেবগণের নিগ্রহের জন্য তপশ্চরণ করিব, সংশয় নাই। তচ্ছ্রবণে সকলে একমত হইলে তারক পারিযাত্র পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক কখন একাহারী, কখন পঞ্চতপা, কখন বা পত্রভুক্ কদাচ জলপায়ী হইয়া শত শত বৎসর তপস্যা করিল। এইরূপে তপস্যায় তারক কৃশ হইলে তপস্তেজে তাহার দেহ জাজ্বল্যমান হইল। তখন ব্রহ্মা আসিয়া দৈত্যেন্দ্রকে বলিলেন, —সুব্রত! বর গ্রহণ কর। তারক কহিল,—সর্ব্বভূত হইতে আমার মৃত্যুভয় বিদূরিত হউক। অনন্তর ব্রহ্মা বলিলেন,—দেহধারিগণের মৃত্যু অবধারিত; অতএব যাহা হইতে তোমার মরণাশঙ্কা হয় না, এইরূপ ব্যক্তি হইতে মৃত্যু কামনা কর। অনন্তর গর্ব্বমোহিত মহাসুর দৈত্যেন্দ্র তারক চিন্তা করিয়া প্রার্থনা করিল,—"সপ্তবাসরের শিশু হইতে আমার মৃত্যু হইবে।" ব্রহ্মা 'তাহাই হউক' বলিয়া দৈত্যবাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজলোকে গমন করিলেন। এদিকে দৈত্য তারক নিজভবনে গমন করিয়া মন্ত্রীকে বলিল,—সত্বর আমার সৈন্য নিয়োগ কর; যদি তোমরা আমার প্রিয় করিতে চাও, তবে দেবগণের নিগ্রহ কর; হে অসুরগণ! দেবগণ নিগৃহীত হইলে আমার অতুল তৃপ্তি হইবে। তারকের বাক্য শুনিয়া সেনানী গ্রসন তাহার বলসজ্জা করিল। তারপর গম্ভীরনাদ ভেরী ধ্বনি করিয়া সত্বর দানবগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। ৫৭—৭০। চণ্ডবিক্রম প্রধান প্রধান দশকোটী দৈত্যের অগ্রণী হইল—জম্ভ, কুজম্ভ, মহিষ, কুঞ্জর, মেঘ, কালনেমি, নেমি, মন্থন, জম্ভক এবং শুম্ভ। এই দশজন শ্রেষ্ঠ দানব ঐ দলের নায়ক। পৃথিবীতে অতুলনীয় আরও অন্যান্য শত শত অসুর সমরে আগমন করিল। দানবরাজ তারকের রথ সহস্র গরুড় ও অষ্ট চক্রবিভূষিত কূবরযুক্ত ও

স্যন্দনস্তারকস্যাসীৎ ব্যাঘ্রসিংহখরাশ্বভিঃ।
যুক্তা রথাশ্চ গ্রসন-জম্ভ-কোজম্ভ-কুম্ভিনাম্ ॥ ৭৫
মেঘস্ত দ্বীপিভির্যুক্তঃ কুষ্মাণ্ডৈঃ কালনেমিনঃ।
পর্ব্বতাভশ্চতুর্দংষ্ট্রো নিমেশ্চৈব মহাগজঃ ॥ ৭৬
শতহস্তস্তুরঙ্গস্থো মন্থনো নাম দৈত্যরাট্।
জম্ভকস্তুষ্ট্রমারূঢ়ো গিরীন্দ্রাভং মহাবলঃ ॥ ৭৭
শুম্ভো মেষং সমারূঢ়োঽন্যেঽপ্যেবং চিত্রবাহনাঃ
প্রচণ্ডাশ্চিত্রবর্ম্মাণঃ কুণ্ডলোষ্ণীষভূষিতাঃ ॥ ৭৮
তদ্বলং দৈত্যসিংহস্য ভীমরূপং ব্যজায়ত।
প্রমত্ত-মত্তমাতঙ্গ-তুরঙ্গ-রথসঙ্কুলম্।
প্রতস্থেঽমরযুদ্ধায় বহুপত্তিপদাতিকম্ ॥ ৭৯
এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্দ্দেবদূতোঽসুরালয়ে।
দৃষ্ট্বা তদ্দানববলং জগামেন্দ্রস্য শংসিতুম্ ॥ ৮০
স গত্বা তু সভাং দিব্যাং মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
শশংস মধ্যে দেবানাং তৎকার্য্যং সমুপস্থিতম্ ॥
তচ্ছ্রুত্বা দেবরাজস্তু নিমীলিতবিলোচনঃ।
বৃহস্পতিমুবাচেদং বাক্যং কালে মহাভুজঃ ॥ ৮২

ইন্দ্র উবাচ।

সম্প্রাপ্নোতি বিমর্দ্দোঽয়ং দেবানাং দানবৈঃ সহ
কার্য্যং কিমত্র তদ্ব্রূহি নীত্যুপায়োপবৃংহিতম্ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং মহেন্দ্রস্য গিরাং পতিঃ।
ইত্যুবাচ মহাভাগো বৃহস্পতিরুদারধীঃ। ॥ ৮৪

বৃহস্পতিরুবাচ।

সামপূর্ব্বা শ্রুতা নীতিশ্চতুরঙ্গা পতাকিনী।
জিগীষতাং সুরশ্রেষ্ঠ স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ৮৫
সাম ভেদস্তথা দানং দণ্ডশ্চাঙ্গচতুষ্টয়ম্ ॥ ৮৬
ন সান্ত্বগোচরে লুব্ধা ন ভেদ্যাস্ত্বেকধর্ম্মিণঃ।
ন দানমত্র সংসিদ্ধ্যৈ প্রসহ্যৈবাপহারিণাম্ ॥ ৮৭
একোঽভ্যুপায়ো দণ্ডোঽত্র ভবতাং যদি রোচতে
এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষ এবমেতদুবাচ হ।
কর্ত্তব্যতাঞ্চ সঞ্চিন্ত্য প্রোবাচামরসংসদি ॥ ৮৯

ইন্দ্র উবাচ।

অবধানেন মে বাচং শৃণুধ্বং নাকবাসিনঃ।

চতুর্যোজন বিস্তৃত। গ্রসন, জম্ভ, কুজম্ভ ও কুম্ভী ইহাদের রথ যথাক্রমে ব্যাঘ্র, সিংহ, গর্দ্দভ ও অশ্বযুক্ত। মেঘের রথ ব্যঘ্রযুক্ত, কালনেমির রথ কুষ্মাণ্ডযুক্ত; নিমি দানব পর্ব্বতাভ চতুর্দ্দন্ত মহাগজারূঢ় হইল এবং দৈত্যরাজ মন্থন শতহস্ত পরিমিত অশ্বে-আরোহণ করিল। মহাবল জম্ভক গিরিবর সদৃশ উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিল; এইরূপ শুম্ভ মেষে ও অন্যান্য দানবেরা স্ব স্ব বিচিত্রবাহনে বাহিত হইল। এইরূপে চিত্রবর্ম্মধারী কুণ্ডলালঙ্কৃত ও উষ্ণীষভূষিত প্রচণ্ড দানববল ভীষণ হইয়া উঠিল। প্রমত্ত মত্তমাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথসঙ্কুল এবং পতাকাযুক্ত বহু পদাতিসমন্বিত দানববল দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিল। ইত্যবসরে দেবদূত বায়ু অসুরালয়ে গমনপূর্ব্বক সেই সমস্ত সৈন্য সন্দর্শন করিয়া ইন্দ্রের নিকট বলিবার জন্য আগমন করিলেন। সমীরণ মহাত্মা মহেন্দ্রের দিব্য সভায় আগমন করিয়া দেবগণ মধ্যে দানবদিগের যুদ্ধোদ্যমের কথা বলিয়া দিলেন। মহাভুজ দেবরাজ বায়ুর বাক্য শুনিয়া নয়ন বিস্ফারণপূর্ব্বক তখনই বৃহস্পতিকে বিজ্ঞাপন করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—দানবদিগের সহিত দেবগণের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত, এ ব্যাপারে আমাদের নীতি ও উপায়-সাধ্য কর্ত্তব্য-কীর্ত্তন করুন। উদারবুদ্ধি বাক্‌পতি দেবেন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন। বৃহস্পতি বলিলেন,—হে সুরোত্তম! সামপূর্ব্বা নীতি ও চতুরঙ্গিণী সেনা—শুনিয়াছি জয়ার্থীদিগের ইহাই সনাতন রক্ষাকবচ। সাম, ভেদ, দান ও দণ্ড এই চারিটী অঙ্গ; তন্মধ্যে যাহারা লুব্ধ, তাহাদের প্রতি সামপ্রয়োগ করিবে না; যাহারা একধর্ম্মী তাহাদের ভেদ করিবে না; আর দানবেরা বলপূর্ব্বক অপহরণকারী, সুতরাং দানেও এই যুদ্ধে জয়সিদ্ধি ঘটিবে না। এক্ষণে যদি তোমাদের অভিরুচি হয়, তবে একটীই উপায় আছে, সেটী দণ্ড। ৭১—৮৮। দেবরাজ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া বলিলেন,—তাহাই কর্ত্তব্য। তিনি সেই দৈবসভামধ্যেই কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া বলিলেন,—হে

ভবন্তো যজ্ঞভোক্তারো দিব্যাত্মানো হি সাম্বয়াঃ
স্বে মহিম্নি স্থিতা নিত্যং জগতঃ পালনে রতাঃ
ক্রিয়তাং সমরোদ্যোগঃ সৈন্যং সংযোজ্যতাংমম
আক্রিয়ন্তাঞ্চ শস্ত্রাণি পূজ্যন্তাং শস্ত্রদেবতাঃ ॥
বাহনানি বিমানানি যোজয়ধ্বং মমেশ্বরাঃ।
যমং সেনাপতিং কৃত্বা শীঘ্রমেব দিবৌকসঃ ॥ ৯২
ইত্যুক্তাঃ সমনহ্যন্ত দেবানাং যে প্রধানতঃ ॥ ৯৩
বাজিনাময়ুতেনাজ্যো হেমঘণ্টাপরিষ্কৃতম্।
নানাশ্চর্য্যগুণোপেতং সম্প্রাপ্তং দেবদানবৈঃ।
রথং মাতলিনা যুক্তং দেবরাজস্য দুর্জ্জয়ম্ ॥৯৪
যমো মহিষমাস্থায় সেনাগ্রে সমবর্ত্তত।
চণ্ডকিঙ্করবৃন্দেন সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ৯৫
কল্পকালোদ্গতজ্বালা-পূরিতোঽম্বরগোচরঃ।
হুতাশনস্ত্বজারূঢ়ঃ শক্তিহস্তো ব্যবস্থিতঃ ॥৯৬
পবনোঽঙ্কুশহস্তশ্চ বিস্তারিতমহাজবঃ।
ভুজগেন্দ্রসমারূঢ়ো জলেশো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥
নরযুক্তে রথে দেবো রাক্ষসেশো বিয়চ্চরঃ।
তীক্ষ্ণখড়্গযুতো ভীমঃ সমরে সমবস্থিতঃ ॥ ৯৮
মহাসিংহরথে দেবো ধনাধ্যক্ষো গদায়ুধঃ।
চন্দ্রাদিত্যাবশ্বিনৌ চ চতুরঙ্গবলান্বিতাঃ ॥ ৯৯
সেনান্যো দেবরাজস্য দুর্জ্জয়া ভুবনত্রয়ে।
কোটয়স্তা ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবদেবনিকায়িনাম্ ॥ ১০০
হিমাচলাভে সিতচারুচামরে
সুবর্ণপদ্মামলসুন্দরস্রজি।
কৃতাভিরামোজ্জ্বলকুঙ্কুমাঙ্কুরে
কপোললীলালিকদম্বসঙ্কুলে ॥ ১০১
স্থিতস্তদৈরাবণনামকুঞ্জরে
মহামনাশ্চিত্রবিভূষণাম্বরঃ।
বিশালবজ্রঃ স্ববিতানভূষিতঃ
প্রকীর্ণকেয়ূরভুজঙ্গমণ্ডলঃ ॥ ১০২
সহস্রদৃগ্বন্দিতপাদপল্লব-
স্ত্রিবিষ্টপেঽশোভত পাকশাসনঃ ॥ ১০৩

স্বর্গবাসিগণ! সাবধানে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনারা যজ্ঞভোক্তা দিব্যাত্মা; স্ব স্ব পুত্রাদি বংশধরগণের সহিত আপনারা নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিত্য জগৎ পালনে রত; আপনারা যুদ্ধের আয়োজন এবং আমার সৈন্যসংযোজন করুন। হে ঐশ্বর্য্যশালী সুরগণ! আপনারা আমার শস্ত্রসমূহ আনয়ন করুন, অস্ত্রদেবতার পূজা করুন এবং যমকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র বিমানাদি বাহননিবহ সংযোজিত করুন। দেবগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা এইরূপ কথিত হইয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। হেমঘণ্টাভূষিত নানাশ্চর্য্যগুণযুক্ত অযুত বাজিসঙ্ঘা সজ্জিত মাতলিচালিত দেবরাজের দেবদানবদুর্জ্জয় রথ যেখানে সহসা উপনীত হইল। যম মহিষে আরোহণ করিয়া সেনাগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন; প্রচণ্ড কিঙ্করবৃন্দ তাঁহার সকলদিক্ পরিবেষ্টিত করিল। কল্পকালজাত জ্বালাপূরিত অনল অম্বরতল পূরিত করিয়া অজারোহণে শক্তিহস্তে অবস্থিত হইলেন। পবন বিপুল বেগ বিস্তার করিয়া অঙ্কুশকরে এবং ভগবান্ বরুণ ভুজগেন্দ্রারোহণে আগমন করিলেন। আকাশচারী ভীষণ রাক্ষসেশ্বর নির্ঋতি নরযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ খড়্গ করে লইয়া সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গদাধারী ধনাধ্যক্ষ কুবের মহাসিংহসমন্বিত রথে আগমন করিলেন এবং চন্দ্র সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমার চতুরঙ্গবলান্বিত হইয়া বিরাজিত হইলেন। এইরূপে ত্রিভুবনদুর্জ্জয় দেবরাজসেনানী ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটী দেবতা যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন ।৮৯—১০০। বিচিত্র বসনভূষণান্বিত বিশালবজ্রধারী বিতানভূষিত মহামনা মহেন্দ্র করীন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করিলেন। ঐ গজেন্দ্র হিমগিরিপ্রভ, ও চারুসিত চামরদ্বয়ে ভূষিত; উহার গলদেশে অমল সুবর্ণপদ্মের সুন্দর মাল্য বিলম্বিত, মনোরম উজ্জ্বল কুঙ্কুমাঙ্কুরে উহার গাত্র বিচিত্র এবং উহার মদগন্ধী গণ্ডস্থল অলিকুলে সমাকুলিত। পূজ্যপাদ স্বর্গাধীশ সহস্রলোচন পাকশাসন এই ভাবে শোভিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার

তুরঙ্গমাতঙ্গকুলৌঘসঙ্কুলা।
সিতাতপত্রধ্বজশালিনী চ।
বভূব সা দুর্জ্জয়পত্তিসন্ততা
বিভাতি নানায়ুধযোহধগুস্তরা॥ ১০৪
ততোহশ্বিনৌ চ মরুতঃ সসাধ্যাঃ সপুরন্দরাঃ।
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা দিব্যনানাস্ত্রপাণয়ঃ।
জঘ্নুর্দৈত্যেশ্বরং সর্ব্বে সম্ভূয় তু মহাবলাঃ॥ ১০৫
ন চৈবাস্ত্রাণ্যসজ্জন্ত গাত্রে বজ্রাচলোপমে॥১০৬
অথো রথাদবপ্লুত্য তারকো দানবাধিপঃ।
জঘান কোটিশো দেবান্ করপার্ষ্ণিভিরেব চ॥
হতশেষাণি সৈন্যানি দেবানাং বিপ্রদুদ্রুবুঃ।
দিশো ভীতানি সন্ত্যজ্য রণোপকরণানি চ॥
দৃষ্ট্বা তান্ বিদ্রুতান্ দেবাংস্তারকো
বাক্যমব্রবীৎ॥ ১০৭
মা বধিষ্ট সুরান্ দৈত্যা বজ্রাঙ্গায় চ মন্দিরে।
নীয়মানায় দর্শ্যন্তাং বদ্ধান্ পশ্যত্বয়ং সুরান্॥
লোকপালাংস্ততো দৈত্যো বদ্ধা চেন্দ্রমুখান্ রণে
সরুদ্রান্ সুদৃঢ়ৈঃ পাশৈঃ পশুপালঃ পশূনিব॥
স ভূয়ো রথমাস্থায় জগাম স্বকমালয়ম্।
সিদ্ধগন্ধর্ব্বসঙ্ঘুষ্টং বিপুলাচলমস্তকম্।
স্তূয়মানো দিতিসুতৈরপ্সরোভিঃ সুসেবিতঃ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে তারক-
বিজয়ো নাম দ্বিচত্বারিংশো-
হধ্যায়ঃ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ।
প্রাদুরাসীৎ প্রতীহারঃ শুভ্রচীনাংশুকাম্বরঃ।
সজানুভ্যাং মহীং গত্বা পিহিতাস্যশ্চ পাণিনা॥১
উবাচানাবিলং বাক্যমল্পাক্ষরপরিস্কৃতম্।
দৈত্যেন্দ্রমর্কবৃন্দাভং বিভ্রতং ভাস্বরং বপুঃ॥ ২
কালনেমিঃ সুরান্ বদ্ধা প্রাদায় দ্বারি তিষ্ঠতি।
স বিজ্ঞাপয়তি ত্বেয়ং ক্ব বন্দিনিচয়ৈঃ প্রভো॥ ৩

করভূষণ কেয়ূর মণ্ডলাকারে ভুজঙ্গবৎ প্রতিভাত হইল। মাতঙ্গ ও তুরঙ্গসমূহে সমাকুল, শ্বেতচ্ছত্র ও ধ্বজশালিনী, নানা আয়ুধে যুদ্ধপ্রবৃত্ত সেই দুস্তর দুর্জ্জয় সেনাশ্রেণী তখন সবিশেষ শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর বিবিধ দিব্যায়ুধধারী মহাবল অশ্বিনীকুমার, সসাধ্য মরুদ্গণ, সপুরন্দর যক্ষ রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ একত্র মিলিত হইয়া দৈত্যেশ্বর তারককে আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার বজ্রাচলোপম গাত্রে সে অস্ত্র বিদ্ধ হইল না। অনন্তর দানবাধিপ তারক রথ হইতে লম্ফ প্রদানে পতিত হইয়া কর ও পার্ষ্ণি দ্বারা বহু কোটি দেবতাকে দারুণ প্রহার করিতে লাগিল। অবশিষ্ট দেবগণ ভয়ে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাদিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিলেন। দেবগণকে বিদ্রুত দেখিয়া তারক কহিল,—হে দৈত্যগণ! দেবগণকে বধ করিও না; সত্বর বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া গিয়া বজ্রাঙ্গকে দেখাও। তিনি বদ্ধ দেবগণকে দেখুন। অনন্তর পশুপাল যেরূপ পশুগণকে বন্ধন করে, তারকও তদ্রূপ রণে ইন্দ্রপ্রমুখ সরুদ্র লোকপালগণকে সুদৃঢ় পাশসমূহ দ্বারা বন্ধন করিয়া পুনরায় রথে আরোহণপূর্ব্বক দৈত্য-সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণের স্তুতিবাদে মুখরিত ও অপ্সরোগণে সেব্যমান হইয়া বিপুলাচল-শৃঙ্গস্থ নিজালয়ে লইয়া গেল।১০১—১১২।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর শুভ্র চীনাংশুকপরিধায়ী এক প্রতীহার তারকসমীপে প্রাদুর্ভূত হইল; ঐ প্রতীহার জানুদ্বয় দ্বারা ভূমি স্পর্শ এবং করদ্বারা বদন আচ্ছাদিত করিয়া দিবাকরদ্যুতি প্রদীপ্তদেহ দৈত্যেন্দ্রকে অনাবিল অল্পাক্ষর পরিস্কৃত স্বরে, বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল,—প্রভো! কালনেমি দেবগণকে আবদ্ধ করিয়া লইয়া দ্বারদেশে বিদ্যমান, তিনি বিজ্ঞাপন করিতেছেন,—বন্দিবৃন্দকে কোন

ত্রিদশাস্তাব্রবীদ্দৈত্যঃ প্রতীহারস্য ভাষিতম্।
যথেষ্টং স্থীয়তামেভির্গৃহং মে ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৪
কেবলং বাসবং শ্বেতং মুণ্ডয়িত্বা বিমুচ্যতাম্।
সিতবস্ত্রপরিচ্ছন্নং শুনঃ পাদেন চিহ্নিতম্ ॥ ৫
এবং কৃতে ততো দেবা দূয়মানেন চেতসা।
জগদ্গুরুং দ্রষ্টুং শরণং কমলোদ্ভবম্ ॥ ৬
বিনির্ভিন্নাস্তমাসাদ্য শিরোভির্ধরণীং গতাঃ।
তুষ্টুবুঃ শুদ্ধবর্ণাঢ্যৈর্বচোভিঃ কমলাসনম্ ॥ ৭

দেবা উচুঃ।

নমস্তোঙ্কারাঙ্কুরাদিপ্রসূত্যৈ
বিশ্বস্যানান্তভেদস্য পূর্বম্।
সম্ভূতস্যানন্তরং সত্ত্বমূলে
সংহারেচ্ছোস্তে নমঃ সত্ত্বমূর্ত্তে ॥ ৮
ব্যক্তীনাং ত্বামাদিভূতং মহিম্না
চাস্মাদস্মানভিধানাদ্বিচিন্ত্য।
দ্যাবা পৃথ্ব্যোরূর্দ্ধলোকাংস্তথাধ-
শ্চাণ্ডাদস্মাত্ত্বং বিভাগঞ্চকর্থ ॥ ৯
ব্যক্তং মেরুণ্যজরায়ুস্তবাস্তু-
দেবং বিন্যস্তৎপ্রণীতোঽবকাশঃ।
ব্যক্তং দেবা জজ্ঞিরে যস্য দেহা-
দেহস্যান্তশ্চারিণো দেহভাজঃ ॥ ১০
দ্যৌস্তে মূর্দ্ধা লোচনে চন্দ্রসূর্য্যৌ
ব্যালাঃ কেশাঃ শ্রোত্ররন্ধ্রে দিশস্তে।
গাত্রং যজ্ঞঃ সিন্ধবঃ সন্ধয়ো বৈ
পাদৌ ভূমিস্তূদরস্তে সমুদ্রাঃ ॥ ১১
মায়াকারঃ কারণং ত্বং প্রসিদ্ধো
বেদৈঃ শান্তো জ্যোতিরর্কস্ত্বমুক্তঃ।
বেদার্থেন ত্বাং বিবৃণ্বন্তি বুদ্ধ্যা
হৃৎপদ্মান্তঃ সন্নিবিষ্টং পুরাণম্ ॥ ১২
ত্বাং চাত্মানং লব্ধযোগা গৃণন্তি
সাংখ্যৈর্যাস্তাঃ সপ্তসূক্ষ্মাঃ প্রণীতাঃ।
তাসাং হেতুর্যাষ্টমী চাপি গীতা
তাস্বন্তস্ত্বো জীবভূতস্ত্বমেব ॥ ১৩
দৃষ্টা মূর্ত্তিং স্থূলসূক্ষ্মাঙ্ককার
যে বৈ ভাবাঃ কারণে কেচিদুক্তাঃ।

স্থানে স্থাপন করা হইবে? প্রতীহারের বাক্য শুনিয়া তারক উত্তর করিল,—ত্রিভুবনই আমার গৃহ, যথেচ্ছ স্থানে তাহাদিগকে স্থাপন করুক; কেবল মাত্র ইন্দ্রের মস্তক মুণ্ডিত কুক্কুরপাদচিহ্নে চিহ্নিত এবং শ্বেত-বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হউক। অনন্তর ঐরূপ কৃত হইলে দেবগণ দুঃখিত হৃদয়ে শরণ্য জগদ্গুরু কমলযোনির দর্শনার্থ গমন করিলেন। বিনির্ভিন্ন দেবগণ পিতামহসমীপে উপস্থিত হইয়া ধরণীতল মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া বিশুদ্ধ-বর্ণবহুল বাক্যে তাঁহার স্তব করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে সত্ত্বমূর্ত্তে! নাদ বিন্দু প্রভৃতি ওঙ্কারের অঙ্কুরাদিরও প্রসূতি, অনন্ত ভেদ-বিভিন্ন বিশ্বসৃষ্টিরও প্রথমে সত্ত্বমূর্ত্তি বিষ্ণুর নাভি-কমল হইতে আপনি সমুৎপন্ন, আপনাকে নমস্কার। বিশ্ববিকাশের আদিতেই আপনার প্রকাশ হয়, একারণ আপনিই নিজ মহিমা দ্বারা ধ্যানবলে বিশ্বসৃষ্টির ভূর্ভুবাদি সংজ্ঞা-নির্দ্দেশপূর্ব্বক অণ্ডমধ্যে বিশ্বের বিভাগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অণ্ডের নিম্নভাগে হইল পৃথিবী এবং ঊর্দ্ধভাগে হইল অন্তরীক্ষ। আমরা এইরূপ জানি যে,—আপনার মেরুরূপ জরায়ুতে যে আমাদের অবস্থান-ব্যবস্থা, ইহা আপনারই প্রণীত; আপনি দেহীদিগের অন্তচারী, আপনারই দেহ হইতে দেবগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ১-১০। অন্তরীক্ষ আপনার মস্তক, চন্দ্র-সূর্য্য নয়ন, সর্পসমূহ কেশ, দিক্-সকল শ্রোত্রচ্ছিদ্র, যজ্ঞ গাত্র, সিন্ধুসকল সন্ধি, ভূমি পাদ, সমুদ্র উদর, মায়া আপনার আকার, ও আপনি প্রসিদ্ধ কারণ; বেদে আপনি শান্ত জ্যোতি ও অর্ক নামে কথিত হন। বেদার্থ জ্ঞান দ্বারা আপনার বিবরণ বর্ণিত হয়, আপনি হৃৎপদ্ম মধ্যে সন্নিবিষ্ট, পুরাণ ও আত্মা; যোগিগণ আপনার স্তব করেন। সাংখ্য মতাবলম্বিগণ যে মহদাদি সপ্ত সূক্ষ্ম স্বীকার করেন, তাহাদের হেতু যে অষ্টমী সূক্ষ্মা মূল প্রকৃতি গীত হয়, তাহার মধ্যেও আপনি জীবরূপে বিরাজমান। আপ

সম্ভূতাস্তে ত্বত্ত এবাদিসর্গে
ভূয়স্তাস্বাং বাসনান্তেঽপ্যুপেয়াঃ ॥ ১৪
ত্বৎসঙ্কেতস্ত্বৎস্বরায়ো নিগূঢ়ঃ
কালো মেয়ো ধ্বস্তসংখ্যাবিকল্পঃ।
ভাবাভাবব্যক্তিসংহারহেতুঃ
সোঽনন্তস্ত্বং তস্য কর্ত্তা নিধানম্ ॥ ১৫
স্থূলঃ সর্ব্বোঽনর্থভূতস্ততোঽস্যঃ
সোঽর্থঃ সূক্ষ্মো যো হি তেভ্যোঽপি গীতঃ।
স্থূলা ভাবাশ্চাবৃতা যৈশ্চ তেষাং
তেভ্যঃ স্থূলত্বং পুরাণে প্রণীতঃ ॥ ১৬
ভূতং ভূতং ভূতিমদ্ভূতভাবং
ভাবে ভাবে ভাবিতত্বং যুনক্ষি।
যুক্তং যুক্তং ব্যক্তিভাবান্নিরস্য
স্থানে স্থানে ব্যক্তিবৃত্তিং করোষি ॥ ১৭
ইত্থং দেবো ব্যক্তিভাজাং শরণ্য-
স্ত্রাতা গোপ্তা ভাবিতোঽনন্তমূর্ত্তিঃ ॥ ১৮

বিরেমুরমরাঃ স্তুত্বা ব্রহ্মাণমিতি কারণম্।
তস্থুর্মনোভিরিষ্টার্থসম্প্রাপ্তিপ্রার্থনাস্ততঃ ॥ ১৯
এবং স্তুতো বিরিঞ্চিস্তু প্রসাদং পরমং গতঃ।
অমরান্ বরদোঽপ্যাহ বামহস্তেন নির্দ্দিশন্ ॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ।

নারীবাভর্ত্তৃকা কস্মাদ্ধস্তসন্ত্যক্তভূষণা।
ন রাজসে কুতঃ শক্র ম্লানবক্ত্রসরোরুহঃ ॥ ২১
হুতাশন বিযুক্তোঽপি ধূমেন ন বিরাজসে।
তৃণৌঘেন প্রতিচ্ছন্নো দগ্ধদাবশ্চিরোষিতঃ ॥ ২২
যমাময়শরীরেণ ক্লিষ্টো নাদ্য বিরাজসে।
দণ্ডেনালম্বনেনেব ক্লিষ্টো যেন পদে পদে ॥ ২৩
রজনীচরনাথ ত্বং কিং ভীত ইব ভাষসে।
রাক্ষসেন্দ্র কৃতাদানে ত্বমরাতিক্ষতো যথা ॥২৪
তনুস্তে বরুণোচ্ছুষ্কা পরীতস্যেব বহ্নিনা।

সৃষ্টিপ্রবর্ত্তক মহদাদি ভাবসমূহ আপনার কারণদেহে বিদ্যমান দেখিয়া স্থূলা ও সূক্ষ্মা মূর্ত্তি প্রকটিত করেন; ঐ পূর্ব্বোক্ত মহদাদি ভাব নিজে আদি সর্গে আপনা দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছিল। আবার বাসনার অবসানে অর্থাৎ প্রলয়কালে ঐ সকল স্থূলাদি মূর্ত্তি আপনাতেই বিলীন হইবে। আপনার কারণ-দেহই ঐ স্থূল-সূক্ষ্মা মূর্ত্তির আশ্রয় স্থান। কালই উহার প্রমাণ, কিন্তু প্রলয়কালে আপনার কারণ-দেহের স্থূলাদি সংখ্যাবিকল্পনা বিলুপ্ত হইবে! আপনি ভাবাভাব-ব্যক্তির সংহারক, প্রবর্ত্তক, আশ্রয় এবং অনন্ত। আপনার স্থূলদেহই অনর্থজনক, আর সূক্ষ্ম-শরীর সেই অনর্থের নাশক, পরন্তু বহু হিতসাধক; আপনার স্থূলভাব সকল যে সকল তত্ত্বাদি দ্বারা আবৃত, পুরাণ আপনাকে সেই সকল তত্ত্ব হইতেও স্থূলতররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতিভূতেই আপনার অদ্ভুত-ভাব ও ঐশ্বর্য্য; প্রত্যেক ভাবেই আপনি ভাবিত ও যুক্ত; আবার প্রতি সংযোগেই আপনার ব্যক্তিভাব নিরস্ত এবং সকল স্থানেই আপনার ব্যক্তি-বৃত্তি বিদ্যমান। আপনি এইরূপে অনন্তমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া ব্যক্তিভাগী দেবগণের শরণ্য, ত্রাতা ও গোপ্তা হইয়াছেন। অমরনিকর এইরূপে কারণরূপী কমলযোনির স্তব করিয়া বিরত হইলেন। তাঁহারা মনে মনে ইষ্ট প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিতামহ এইরূপে স্তুত হইয়া পরম প্রীত হইলেন এবং দেবগণের বরদ হইয়া বাম করে সঙ্কেত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।১১-২০। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ইন্দ্র! কিজন্য তুমি ভর্ত্তৃহীনা নারীর ন্যায় হস্তভূষণ পরিহার করিয়াছ? কেনই বা ম্লান কমলের ন্যায় তোমার মুখ-শোভা বিলুপ্ত হইয়াছে? হে হুতাশন! তুমি কেন ধূমবিযুক্ত হইয়াও তৃণরাশিসমাচ্ছন্ন চিরোষিত দগ্ধদাবের ন্যায় শোভাহীন হইয়াছ? হে যম! আজ তুমি কি জন্য রোগক্লিষ্টদেহে দণ্ডায়মান; ক্লিষ্ট ব্যক্তির যষ্টির ন্যায় তোমার দণ্ড কেন প্রতি-পদে ভূমি কর্ষণ করিতেছে? হে নিশাচর-নাথ নির্ঋতে! তুমি রাক্ষসগণের রাজা হইয়াও যে শত্রু কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছ, এখানে কি জন্য তাহা আর ভীতের ন্যায়

বিমুক্তরুধিরকাথ পদদ্বং প্রবিলোকয় ॥২৫
বাযো ভবান্ বিচেতস্কঃ খড়্গাগ্রৈরিব নিষ্কৃতঃ।
কিং ত্বং নতোঽসি ধনদ সন্ত্যজ্যেব
কুবেরতাম্ ॥ ২৬
রুদ্রাস্ত্রিশূলিনঃ সন্তো বিসৃজধ্বং বহুশূরতাম্।
ভবতাং কেন চাক্ষিপ্তা তীব্রতা নষ্টদুচ্যতাম্ ॥২৭
এবমুক্তাঃ সুরাস্তেন ব্রহ্মণা ব্রহ্মবর্ত্তিনা।
বাচাং প্রধানভূতত্বাত্তে মারুতমচোদয়ন্ ॥ ২৮
অথ শক্রমুখৈর্দ্দেবৈঃ পবনঃ প্রতিচোদিতঃ।
প্রাহ দেবং চতুর্ব্বক্ত্রং ভবান্ বেত্তি চরাচরম্ ॥
পুরুহূতমুখাঃ সবলানিমিষা
বিজিতাঃ প্রসভং কিল দৈত্যশতৈঃ।
ক্রতবো বিহিতা ভবতা স্থিতয়ে
জগতাঞ্চ মহাদ্ভুতচিত্রগুণাঃ ॥ ৩০
অপি যজ্ঞকৃতঃ শ্রুতকামফলা
বিহিতা ঋষয়স্তত এব পুরঃ।
অপি নাকমস্তুৎ কিল যজ্ঞভুজাং
ভবতো বিনিয়োগবশাৎ সততম্।
অপহৃত্য বিমানগণং স কৃতো
দনুজেন মহাকরভূমিসমঃ ॥ ৩১
কৃতবানসি সর্ব্বগুণাতিশয়ং
যমশেষমহীধররাজতয়া।
মখভূষিতমংশুমতামবধিং
সুরধাম গিরিং গগনেঽপি সদা ॥ ৩২
অধিবাসবিহারবিধানুচিতো
দনুজেন পরিষ্কৃতশৃঙ্গতটঃ।
প্রবিলম্বিতরত্নগুহানিবহো
বহুদৈত্যসমাশ্রয়তাং গমিতঃ ॥ ৩৩
অসুরস্য চ তস্য ভয়েন গতং
সবিষাদশরীরনিমিত্ততয়া।
উপভোগ্যতয়াধিকৃতং সুচিরং
বিমলদ্যুতিপূরিতদিগ্বদনম্ ॥ ৩৪
ভবতৈব বিনির্ম্মিতমাদিযুগে
সুরহেতিসমূহবরং কুলিশম্।

চুপি চুপি বলিতেছ? হে ব রু! চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত বহ্নি দ্বারা যেমন মধ্যস্থ বস্তু শুষ্ক হয়, তোমার দেহও তদ্রূপ শুষ্ক হইয়াছে; ঐ দেখ, তোমার পদ হইতেও রুধির ক্ষরণ হইতেছে। হে পবন! খড়্গাগ্র দ্বারা বিনিষ্কৃত জীবের ন্যায় তুমি যেন বিচেতস্ক হইয়াছ! হে কুবের! তুমি যেন তোমার কুবেরতা পরিত্যাগপূর্ব্বকই নত হইয়াছ! হে ত্রিশূলধারী রুদ্রগণ! কিজন্য নিজ নিজ অসীম শূরত্ব পরিত্যাগ করিয়াছ? তোমাদের তীব্র বীরত্ব কোন্ ব্যক্তি প্রতিহত করিয়াছে? তাহা আমাকে বল। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপ বলিলে তাঁহারা বাগ্‌বিশারদ বায়ুকে বলিতে বলিলেন। অনন্তর ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত পবন চতুরাননকে বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি চরাচর বিদিত আছেন। ইন্দ্রপ্রমুখ বলীয়ান্ দেবগণকে শত শত দৈত্য বলপূর্ব্বক পরাজিত করিয়াছে! আপনি জগৎপালনার্থ বহু বিচিত্রগুণযুক্ত অদ্ভুত যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আর তাহার পূর্ব্বেই যাগক্রিয়াকুশল ক্রিয়াফলাভিজ্ঞ ঋষিগণকে সৃষ্টি করেন। আপনার আদেশে হুতাশী সুরগণের বাসস্থান সতত স্বর্গই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু দানবেরা দেবগণের বিমাননিকর অপহরণ করিয়া সেই স্বর্গকে মহাকরভূমির তুল্য করিয়া ফেলিয়াছে। আপনি মহীধরগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাহাকে সর্ব্বগুণে গরিষ্ঠ করিয়াছিলেন, গগনে যাহা সূর্য্যগতির সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সুরগণের নিবাসস্থান মখভূষিত সেই মেরুমহীধর দানবেরা বাস ও বিহারোপযোগী করিবার জন্য তাহার শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে। মেরুর রত্নময় প্রলম্বিত গুহানিবহে বহু দানব বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে।২১-৩৩। আপনি যাহাকে দেবগণের উপভোগের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং যাহার সকল দিকে সুচিরস্থায়ী বিমলদ্যুতি পূরিত ছিল; সেই মেরু অসুরের ভয়ে স্বীয় শরীরের জন্য বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি সত্যযুগে সুরহেতিসমূহের

দিতিজস্য শরীরমবাপ্য গতং
শতধা মতিভেদমিবাল্পবিদঃ ॥ ৩৫
বাণৈশ্চ যুধি নিদ্ধাঙ্গা দ্বারি দ্বাস্থৈর্নিদর্শিতাঃ।
লব্ধপ্রবেশাঃ কৃচ্ছ্রেণ বয়ং তস্যামরদ্বিষঃ ॥ ৩৬
সভায়ামমরা দেব প্রকৃষ্যোপনিবেশিতাঃ।
বেত্রহস্তৈরজল্পস্তস্তথোপহসিতাঃ পরৈঃ ॥ ৩৭
মহার্থাঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থা ভবন্তঃ স্বল্পভাষিণঃ।
শাস্ত্রযুক্তমথ ক্রত মামরা বহুভাষিণঃ ॥ ৩৮
সভেয়ং দৈত্যসিংহস্য ন শক্রস্য বিশৃঙ্খলা।
বদন্তিরিতি দৈত্যস্য প্রেষ্যৈর্বিহসিতা বহু ॥ ৩৯
ঋতবো মূর্ত্তিমন্তশ্চাপ্যহর্নিশমুপাসতে।
কৃতাপরাধং সত্রাসং ন ত্যজন্তি কথঞ্চন ॥ ৪০
তন্ত্রীলয়নয়োপেতং সিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ।
সরাগমুপধাবিষ্টং গীয়তে তস্য বেশ্মসু ॥ ৪১
কৃতাকৃতোপকত্রণৈর্মিত্রাদিগুরুলাঘবঃ।
শরণাগতসন্ত্যাগী ত্যক্তসত্যপ্রতিশ্রয়ঃ ॥ ৪২
ইতি নিঃশেষমথবা নিঃশেষং কেন শক্যতে।
তস্যাবিনয়মাখ্যাতুং স্রষ্টা তত্র পরায়ণম্ ॥ ৪৩
ইত্যুক্তা ব্যরমদ্বায়ুঃ শনৈর্দেববিচেষ্টিতম্।
সুরান্ সুবাচ ভগবাংস্ততঃ স্মিতমুখাম্বুজঃ ॥ ৪৪

ব্রহ্মোবাচ।

অবধ্যস্তারকো দৈত্যঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
যস্য বধ্যঃ স নাদ্যাপি জাতস্ত্রিভুবনে পুমান্ ॥
ময়া স বরদানেন ছন্দয়িত্বা নিবারিতঃ।
তপসঃ সাম্প্রতং রাজা ত্রৈলোক্যদহনাত্মকঃ ॥৪৬
স তু বব্রে বধং দৈত্যঃ শিশুতঃ সপ্তবাসরাৎ ॥
স তু সপ্তদিনো বালঃ শঙ্করাদ্‌যো ভবিষ্যতি।
তারকস্য নিহন্তা স ভাস্করাভো ভবিষ্যতি ॥ ৪৮
সাম্প্রতঞ্চাপ্যপত্নীকঃ শঙ্করো ভগবান্ প্রভুঃ।

শ্রেষ্ঠ যে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দৈত্যের দেহ-সম্পর্কে সেই বজ্র অল্পজ্ঞের বুদ্ধিভেদের ন্যায় শতধা বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা সেই সুরশত্রু তারকের শরসমূহে যুদ্ধে বিধ্বস্ত-দেহ হইয়া তদীয় দৌবারিক-দর্শিত দ্বারপথে অতি ক্লেশে প্রবেশ লাভ করিতেছি। হে দেব! বেত্রহস্ত দানবেরা দেবগণকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়া সভায় বসাইয়া দিতেছে; কোন কোন দানব উপহাস করিতেছে; আমাদের কথাটি কহিবার যো নাই,—চুপ করিয়া থাকিতে হইয়াছে। দৈত্য-ভৃত্যেরা বিদ্রূপ-বাক্যে দেবগণকে উচ্চহাসে বলিতেছে,—“আপনারা মহার্থযুক্ত সর্ব্বার্থসিদ্ধ ও অল্পভাষী; আপনারা শাস্ত্রসম্মত বাক্য বলুন, বেশী কথা বলিবেন না। এ অসুরসিংহের সভা,—ইন্দ্রের শৃঙ্খলাহীন সভা নহে।” ঋতু সকল মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া অহর্নিশ তাহার উপাসনা করিতেছে; তাঁহারা ভয়ে সেই অহিতাচারী তারককে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তাহার গৃহে থাকিয়া তারকের প্রতি তাহাদের অনুরাগ না থাকিলেও তন্ত্রী-লয়-নয়োপেত গানে তাহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছে। তারক শরণাগতত্যাগী ও অসত্য-প্রতিজ্ঞ; সে কার্য্য দ্বারা মিত্রের লাঘব গৌরব ঠিক করিয়া লয় অর্থাৎ তাহার যে প্রিয় কার্য্য করে তাহার সে গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকে; আর যে মিত্র তাহা করে না, তাহার প্রতি লঘুতা প্রদর্শন করে। সেই অবিনয়ী দানবের চরিত্রপরিচয় এই নিঃশেষরূপে বলিলাম; অথবা উহা নিঃশেষ করিয়া বলিতে কে সমর্থ? আপনি বিধাতা, সুতরাং আপনিই বলিতে পারেন। বায়ু দেবগণের এইরূপ বিবরণ বর্ণন করিয়া ধীরে ধীরে বিরত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ কমলযোনি সহাস্য মুখকমলে সুরগণকে কহিতে লাগিলেন। ৩৪—৪৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—দৈত্য তারক নিখিল সুরাসুরের অবধ্য, তবে যাঁহার বধ্য, সে পুরুষ অদ্যাপি ত্রিভুবনে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তারক তপস্যা করিয়া অমর বর চাহিয়াছিল, আমি বরদানে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছি। সে কিন্তু স্বীয় তপঃপ্রভাবে সম্প্রতি ত্রিলোকদহনক্ষম রাজা হইয়াছে। তারক যে সাত দিবস বয়সের শিশু হইতে স্বীয় মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই শিশু

হিমাচলস্য দুহিতা যা চ দেবী ভবিষ্যতি।
তস্যাঃ সকাশাদ্‌যঃ স্বয়ম্ভুররণ্যাঃ পাবকো যথা॥
জনয়িষ্যতি তং প্রাপ্য তারকো ন ভবিষ্যতি।
ময়াত্যুপায়ঃ কথিতো যথৈব হি ভবিষ্যতি॥৫০
শেষং চাপ্যস্য বিভবং বিভজধ্বমনন্তরম্।
স্তোককালং প্রতীক্ষধ্বং নির্ব্বিশঙ্কেন চেতসা॥
ইত্যুক্তাস্ত্রিদশাস্তেন সাক্ষাৎ কমলযোনিনা।
জগ্মুস্তে প্রণিপত্যেশং যথাযোগং দিবৌকসঃ
ততো যাতেষু দেবেষু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
নিশাং সস্মার ভগবাংস্তাং দেবীং পূর্ব্বসম্ভবাম্
ততো ভগবতী রাত্রিরুপতস্থে পিতামহম্।
তাং বিবিক্তে সমালোক্য ব্রহ্মোবাচ বিভাবরীম্

ব্রহ্মোবাচ।

বিভাবরি মহৎকার্য্যং দেবানাং সমুপস্থিতম্।
তৎকর্ত্তব্যং ত্বয়া দেবি শৃণু কার্য্যস্য নিশ্চয়ম্॥৫৫
তারকো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ সুরশক্রনির্জ্জিতঃ॥৫৬
তস্যাভবায় ভগবান্ জনয়িষ্যতি চেশ্বরঃ।
সুতং স ভবিতা তস্য তারকস্যান্তকঃ কিল॥৫৭
শঙ্করস্যাভবৎপত্নী সতী দক্ষসুতা তু যা।
সা পিতুঃ কুপিতা দেবী কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে
ভবিত্রী হিমশৈলস্য দুহিতা লোকভাবিনী॥৫৮
বিরহেণ হরস্তস্যা মত্বা শূন্যং জগত্রয়ম্।
স তস্য হিমশৈলস্য কন্দরে সিদ্ধসেবিতে।
প্রতীক্ষমাণস্তজ্জন্ম কিঞ্চিৎ কালং নিবৎস্যতি।
তয়োঃ সুতপ্ততপসোর্ভবিতা যো মহান্ সুতঃ।
ভবিষ্যতি স দৈত্যস্য তারকস্য বিনাশকঃ॥৬০
জাতমাত্রা চ সা দেবী স্বল্পসংজ্ঞেব ভামিনী।
বিরহোৎকণ্ঠিতা গাঢ়ং হরসঙ্গমলালসা॥৬১
তয়োঃ সুতপ্ততপসোঃ সংযোগঃ স্যাচ্ছুভাবহঃ
ততস্তাভ্যাস্তু জনিতঃ স্বল্পো বাক্কলহো ভবেৎ

শঙ্কর হইতে উৎপন্ন ও দিবাকরের ন্যায় দ্যুতিশালী হইবে এবং সাত দিবস বয়সে তারককে নিহত করিবে। এক্ষণে সেই ভগবান্ প্রভু ভব ভার্য্যাহীন, হিমাচলদুহিতা তাঁহার পত্নী হইবেন; আর অরণী হইতে যেমন পাবক প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ সেই পার্ব্বতী হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তিনিই তারককে নিহত করিবেন। এই আমি আপনাদিগের দুঃখনিবৃত্তির উপায় কহিলাম। তারকের মৃত্যুর পর আপনারা তাহার অধিকৃত বিভবসমূহ যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লইবেন। সম্প্রতি নির্ব্বিশঙ্কমনে অল্পকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকুন; প্রভু ব্রহ্মা দেবগণসমক্ষে এই কথা কহিলে তাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যথাযোগ্যস্থানে প্রস্থান করিলেন। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা অতঃপর পূর্ব্বসৃষ্ট নিশা দেবীকে স্মরণ করিলেন; ভগবতী রাত্রিও পিতামহসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা সেই বিভাবরীকে নির্জ্জনে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিভাবরি! দেবগণের এক মহাকার্য্য উপস্থিত, উহা তোমার করিতে হইবে; হে দেবি! সে কার্য্য কি, শ্রবণ কর। তারকনামক অজেয় দানবরাজ সুরগণের শত্রু হইয়াছে; তাহার পরাভবের জন্য ভগবান্ শঙ্কর পুত্র উৎপাদন করিবেন; আর সেই তনয় তারকের হন্তা হইবে। দক্ষসুতা সতী পূর্ব্বে শঙ্করের পত্নী ছিলেন, সেই লোকজননী সতী কোন কারণবশতঃ পিতার প্রতি কুপিতা হইয়া তনুত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ের দুহিতা হইবেন। শঙ্কর তাঁহার বিরহে ত্রিজগৎ শূন্য মনে করিয়া তাঁহার জন্ম প্রতীক্ষাপূর্ব্বক সিদ্ধসেবিত হিমালয়কন্দরে কিঞ্চিৎকাল বাস করিবেন। শঙ্কর ও সতী উভয়েই পরস্পর মিলনজন্য মহা তপস্যা করিবেন; পরে তাঁহাদের যে মহনীয় তনয় জন্মিবে, সেই তনয়ই তারককে বিনাশ করিবে। ৪৫—৬০। হরবিরহে একান্ত উৎকণ্ঠিতা সেই দেবী জাতমাত্রেই অল্পজ্ঞা রমণীর ন্যায় হরসঙ্গমে অভিলাষিণী হইবেন। কিন্তু তীব্র তপস্যার পর যদি তাঁহাদের এ সঙ্গম হয়, তবেই শুভাবহ হইবে; অতএব তন্নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যে স্বল্প বাক্‌কলহ জন্মাইতে

ততশ্চ সংশয়ো ভূয়স্তারকস্য চ দৃশ্যতে ॥ ৬৩
তয়োঃ সংযুক্তয়োস্তস্মাৎ সুরতাসক্তিকারণে।
বিঘ্নস্ত্বয়া বিধাতব্যং যথা তাভ্যাং তথা শৃণু ॥৬৪
গর্ভস্থমেব তন্মাতুঃ স্বেন রূপেণ সংজ্ঞয়া ॥ ৬৫
ততো বিহস্য শর্ব্বস্তাং বিষণ্ণো নর্ম্মপূর্ব্বকম্।
ভর্ৎসয়িষ্যতি তাং দেবীং ততঃ সা কুপিতা সতী
প্রয়াস্যতি তপশ্চর্তুং ততঃ সা তপসা যুতা।
জনয়িষ্যতি তং শর্ব্বাদমিতদ্যুতিমণ্ডলম্।
সম্ভবিষ্যতি হন্তাসৌ সুরারীণামসংশয়ম্ ॥ ৬৭
ত্বয়াপি দানবা দেবি হন্তব্যা লোকদুর্জ্জয়াঃ।
যাবৎ সুরেশ্বরীদেহং সংক্রান্তগুণসঞ্চয়া ॥ ৬৮

তৎসঙ্গমেন তাবত্ত্বং দৈত্যান্ হন্তুং ন শক্যসে
এবঙ্কৃতে তপস্তপ্ত্বা দেব্যা সর্ব্বং করিষ্যতি ॥ ৬৯
সমাপ্তনিয়মা দেবি যদা দেবী ভবিষ্যতি।
তদা স্বমেব সা রূপং শৈলজা প্রতিপৎস্যতে।
তদা ত্বয়াপি সহিতা ভবানী সা ভবিষ্যতি।
রূপাংশেন তু সংযুক্তা উমায়াস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৭১
একানংশেতি লোকস্ত্বাং বরদে পূজয়িষ্যতি।
ভেদৈর্বহুবিধাকারৈঃ সর্ব্বগাং কামসাধিনীম্ ॥৭২
ওঙ্কারবক্ত্রা গায়ত্রী ত্বমিতি ব্রহ্মবাদিভিঃ।
আক্রান্তৈরূর্জ্জিতাকারা রাজভিশ্চ মহাভুজৈঃ ॥
ত্বং ভূরিতিবিশাং মাতা শূদ্রৈঃ শৈবেতিপূজিতা
ক্ষান্তির্মুনীনামক্ষোভ্যা দয়া নিয়মিনামপি ॥ ৭৪
ত্বং মহোপায়সন্দেহো নীতির্নয়বিসর্পিণাম্।
পরিচিতিস্ত্বমর্থানাং ত্বমীহা প্রাণিহৃচ্ছয়া ॥ ৭৫
ত্বং মুক্তিঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বং গতিঃ সর্ব্বদেহিনাম্

হইবে; এইরূপ করিলেই তারকের বিপদ্ সম্ভাবিত হইতে পারিবে। এইজন্য তাঁহারা সুরতাশক্তি নিবন্ধন যখন সংযুক্ত হইবেন, তখন তুমি বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। সেই বিঘ্নোৎপাদনের উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবী মাতৃগর্ভে অবস্থান করিলেই এ উপায় করিতে হইবে। ভূমিষ্ঠা হইলেই দেবীর রূপে ও নামে * শঙ্করের যাহাতে অবজ্ঞা জন্মে, তাহা করিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্কর সেই দেবীর কৃষ্ণকান্তি দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া কৌতুকপূর্ব্বক হাস্য সহকারে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিবেন, তাহাতে দেবী কুপিতা হইয়া তপস্যার্থ গমন করিবেন; অতঃপর তপোযুতা হইয়া শঙ্কর হইতে অমিত-দ্যুতিমণ্ডল তনয় উৎপাদন করিবেন; সেই তনয় নিঃসংশয় সুরশত্রুগণের হন্তা হইবে। আর হে দেবি! তুমিও লোক-দুর্জ্জয় দানবগণের বধসাধন করিবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত দেবীর দেহে তোমার গুণসঞ্চয় সংক্রান্ত থাকিবে তৎকাল মধ্যে তুমি দৈত্য-বধে সমর্থ হইবে না। তুমি এইরূপ করিলেই দেবী তপস্যা করিয়া আমাদের অভিলষিত সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। হে দেবি বিভাবরি! দেবী ভবানী তপোনিয়ম সমাপ্ত করিয়া যখন উমা নামে খ্যাত হইবেন, তখন তাঁহার নিজ রূপই প্রাপ্ত হইবেন। হে বরদে! তুমি উমার রূপাংশে সংযুক্তা হইলে কামসাধিনী হইবে; আর তোমার ও তাঁহার অঙ্গ সম্বন্ধে বহু প্রকারের বিভিন্নতা থাকিলেও অখিল লোক তোমাকে উমার সহিত অভিন্ন মনে করিয়াই একানংশা নামে পূজা করিবে। ৬১—৭২। ব্রহ্মবাদিগণ তোমাকে ওঙ্কারবক্ত্রা গায়ত্রী বলেন; পরাক্রান্ত মহাভুজ রাজগণ তোমাকে উর্জ্জিতাকারা কহিয়া থাকেন! তুমি প্রজাগণের ভূ-রূপিণী মাতা, শূদ্রগণের নিকট শৈবারূপে পূজিতা, মুনিগণের অক্ষোভ্যা ক্ষান্তি, নিয়মিগণের দয়া, নীতিপথবর্ত্তীদিগের নীতি এবং তুমি মহোপায় মধ্যে সন্দেহরূপ ভেদ। তুমি পদার্থপরিচায়ক নাম, প্রাণিগণের হৃদ্-গত চেষ্টা, সর্ব্বভূতের মুক্তি, সর্ব্বদেহীর গতি,

---

* শিবপুরাণ মতে দেবী কৃষ্ণা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তারপর শঙ্কর তাঁহাকে "কালি" বলিয়া সোপহাস সম্বোধন করিয়াছিলেন। ইহাতে দেবী কুপিতা হইয়া তপস্যা করেন; আর তপস্যায় তিনি গৌরাঙ্গী হইয়াছিলেন।

রতিস্ত্বং রতচিত্তানাং প্রীতিস্ত্বং হৃদি দেহিনাম্।
ত্বং কীর্ত্তিঃ সত্যভূতানাং ত্বং শান্তিস্ত্বং ইকর্ম্মণাম্
ত্বং ভ্রান্তিঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বং গতিঃ ক্রতু-
যাজিনাম্ ॥ ৭৭
জলধীনাং মহাবেলা ত্বঞ্চ লীলাবিলাসিনী।
প্রিয়কণ্ঠগ্রাহানন্দদায়িনী ত্বং বিভাবরী ॥ ৭৮
ইত্যনেকবিধৈর্দেবি রূপৈর্লোকে সমর্চ্চিতা ॥৭৯
যে ত্বাং স্তোষ্যন্তি বরদে পূজয়িষ্যন্তি চাপি যে
তে সর্ব্বকামানাপ্স্যন্তি নিয়তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮০
ইত্যুক্তা তু নিশাদেবী তথেত্যুক্তা কৃতাঞ্জলিঃ
জগাম ত্বরিতা তূর্ণং গৃহং হিমগিরের্ম্মহৎ ॥ ৮১
তত্রাসীনাং মহাহর্ম্ম্যে রত্নভিত্তিসমাশ্রয়াম্।
দদর্শ মেনামাপাণ্ডুচ্ছবিবক্ত্রসরোরুহাম্ ॥ ৮২
কিঞ্চিৎ ক্ষামাং মুখোদগ্রস্তনভারাবনামিতাম্ ॥
মহৌষধিগণাবদ্ধ মন্ত্ররাজনিষেবিতাম্।
উদূঢ়কনকোন্নদ্ধজীবরক্ষামনোরমাম্ ॥ ৮৩
মণিদীপগণজ্যোতির্ম্মহালোকপ্রকাশিতে।
প্রকীর্ণবহুসিদ্ধার্থমনোজ্ঞপরিচারকে ॥ ৮৪
শুদ্ধচীনাংশুকচ্ছন্ন-তূশয্যাস্তরণোজ্জ্বলে।
ধূপামোদমনোরম্যে সজ্জসর্ব্বোপযোগিকে।
ততঃ ক্রমেণ দিবসে গতে দূরং বিভাবরী।
বিজৃম্ভিতসুখোদর্কে ততো মেনামহাগৃহে ॥৮৬
প্রসুপ্তপ্রায়পুরুষে নিদ্রাভূতোপচারিকে।
স্ফুটালোকে শশভৃতিভ্রান্তরাত্রিবিহঙ্গমে ॥ ৮৭
রজনীচরসঞ্চারভূতৈরাবৃতচত্বরে।
গাঢ়কণ্ঠগ্রহাসক্তে শুভগেষ্টজনে ততঃ ॥ ৮৮
কিঞ্চিদাকুলতাং প্রাপ্তে মেনানেত্রাম্বুজদ্বয়ে।
আবিবেশ মুখে রাত্রিঃ সুখমদ্ভুতসঙ্গমা ॥ ৮৯
উন্মাদায় জগন্মাতুঃ ক্রমেণ জঠরান্তরে।
আবিবেশাতুলং জন্ম মন্যমানা কদা তু বৈ ॥ ৯০
অরঞ্জয়দ্‌গুহং দেব্যা গুহারণ্যং বিভাবরী।

রতচিত্তদিগের রতি, দেহীদিগের হৃদয়ে প্রীতি, সত্যসন্ধগণের কীর্ত্তি, সুকর্ম্মাদিগের শান্তি, সর্ব্বভূতের ভ্রান্তি এবং যজ্ঞযাজী-দিগের গতি। তুমি মহাসাগরসমূহের লীলা-বিলাসিনী বেলা এবং প্রিয়কণ্ঠগ্রাহিণী নায়িকা-কুলের আনন্দদায়িনী বিভাবরী। হে দেবি! এইরূপ অনেকরূপে তুমি লোকে পূজিতা হইবে। হে বরদে! যে সকল নিয়ত মানব তোমাকে পূজা ও স্তুতি করে, তাহাদের সর্ব্বা-ভীষ্ট লাভ হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। নিশাদেবী এইরূপ অভিহিতা হইয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে 'তাহাই হউক' বলিয়া ব্রহ্মার বাক্যে অঙ্গীকারপূর্ব্বক হিমালয়ের গৃহে ত্বরিতগতি প্রস্থান করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন,—মেনকা মহাহর্ম্ম্যে রত্নভিত্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্টা; তাঁহার মুখকমল ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, দেহ কিঞ্চিৎ কৃশ, বিপুল স্তনভারে মুখ অবনমিত, গলদেশে মন্ত্ররাজসংস্কৃত মহৌষধিগণাবদ্ধ জীবরক্ষার উপযোগী উজ্জ্বল সুবর্ণে নিবদ্ধ কবচ বিল-ম্বিত; মণিমালার ময়ূখমালা উদ্দীপিত হইয়া তাঁহার গৃহে আলোক প্রকাশ করিয়াছে, বহু শ্বেতসর্ষপ সে স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার পরিচারিকারা মনোজ্ঞ; শুদ্ধ চীনাংশুক দ্বারা আস্তৃত তূশয্যায় তাঁহার বাসগৃহ সমুজ্জ্বলিত; সে গৃহ ধূপামোদে মনোরম ও শোভার উপযোগী সর্ব্ববিধ দ্রব্যে সজ্জীকৃত! অনন্তর ক্রমে দিবার অবসান হইল। নিশা আসিল। উত্তরকালের সুখসূচক মেনামহাগৃহে পুরুষগণ প্রায় প্রসুপ্ত ও পরিচারিকারা নিদ্রাগত হইল। তৎকালে শশধরের জ্যোৎস্না বিচ্ছুরিত হইলে, রাত্রিচর বিহঙ্গমগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল, রজনীচর জীবগণের সঞ্চারে চত্বর আবৃত হইল। সুভগ প্রিয় জনগণ পরস্পর গাঢ় কণ্ঠালিঙ্গনে লগ্ন হইল। মেনার নেত্রাম্বুজদ্বয় নিদ্রাবেশে কিঞ্চিৎ আকুলতা প্রাপ্ত হইল। এই অবসরে বিভা-বরী মেনার মুখে সুখে প্রবেশ করিলেন, সে সঙ্গম কি অদ্ভুত! ৭৩—৮৯। রাত্রি-দেবী জগন্মাতার উন্মাদার্থ ক্রমে তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—ভাবিলেন—কোন্ কালে সতীর অতুলনীয় জন্মলাভ হইবে। বিভাবরী গুহজননীর উৎপত্তিস্থল মেনার জরায়ু কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিলেন।

ততো জগত্যা নির্ব্বাণহেতুর্হিমগিরিপ্রিয়া ॥ ৯১
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুভগে প্রাসূয়ত গুহারণিম্ ।
তস্যাস্তু জায়মানায়াং জন্তবঃ স্থাণুজঙ্গমাঃ ॥ ৯২
অভবন্ সুখিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বলোকনিবাসিনঃ ।
নারকাণামপি তদা সুখং স্বর্গসমং মহৎ ॥ ৯৩
অভবৎ ক্রূরসত্ত্বানাং চেতঃ শান্তঞ্চ দেহিনাম্ ।
জ্যোতিষামপি তেজশ্চ সুতরাঞ্চাভবত্তদা ॥ ৯৪
বনাশ্রিতাশ্চৌষধয়ঃ স্বাদবন্তি ফলানি চ ।
গন্ধবন্তি চ মাল্যানি বিমলঞ্চ নভোঽভবৎ ॥ ৯৫
মারুতশ্চ সুখস্পর্শো দিশশ্চ সুমনোহরাঃ ॥৯৬
ঋতুভূতফলা যোগপরিপাকগুণোজ্জ্বলা ।
অভবৎ পৃথিবী দেবী শালিমালাকুলাপি চ ॥৯৭
তপাংসি দীর্ঘচীর্ণানি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ।
তস্মিন্ গতানি সাফল্যং কালে নির্ম্মলচেতসাম্
বিস্মৃতানি চ শাস্ত্রাণি প্রাদুর্ভাবং প্রপেদিরে ।
প্রভাবস্তীর্থমুখ্যানাং তদা পুণ্যতমস্ত্বভূৎ ॥ ৯৯
অন্তরিক্ষেঽমরাশ্চাসন্ বিমানেষু সহস্রশঃ ।
সমহেন্দ্র-জলাধীশ-বায়ুবহ্নি-পুরোগমাঃ ॥ ১০০
পুষ্পবৃষ্টিং প্রমুমুচুস্তস্মিংস্তুহিনভূধরে ।
জগুর্গন্ধর্ব্বমুখ্যাশ্চ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১০১
মেরুপ্রভৃতয়শ্চাপি মূর্ত্তিমন্তো মহাচলাঃ ।
তস্মিন মহোৎসবে প্রাপ্তে দিব্যাঃপ্রসৃতপাণয়ঃ
সাগরাঃ সরিতশ্চৈব সমাজগ্মুশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১০২
হিমশৈলোঽভবল্লোকে তদা সর্ব্বৈশ্চরাচরৈঃ ।
সংসেব্যশ্চাধিগম্যশ্চ সাশ্রয়শ্চাচলোত্তমঃ ॥১০৩
অনুভূয়োৎসবং দেবা জগ্মুঃ স্বান্নিলয়াংস্তদা ॥
দেবনাগেন্দ্রগন্ধর্ব্ব-শৈললীলাবতীগণৈঃ ।
হিমশৈলসুতা দেবীস্বহং পূর্ব্বিকয়া ততঃ ।
ক্রমেণ বুদ্ধিমানীতা বিদ্যাজ্ঞানলসৈর্বুধৈঃ ॥১০৫
ক্রমেণ রূপসৌভাগ্য-প্রবোধৈর্ভুবনত্রয়ে ।
সম্পূর্ণলক্ষণাজাতা হিমালয়সুতা তথা ॥ ১০৬
এতস্মিন্নন্তরে শক্রো নারদং দেবসম্মতম্ ।
দেবর্ষিমথ সস্মার কার্য্যসাধনতৎপরঃ ॥ ১০৭

অনন্তর জগতের পরম শান্তিলাভের হেতুভূতা হিমগিরিভাবিনী মেনা শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গুহজননী ভবানীকে প্রসব করিলেন। তাঁহার জন্মলাভে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বলোকনিবাসী প্রাণীরা সুখী হইল; এমন কি, নারকিগণও স্বর্গতুল্য সুখ অনুভব করিল। ক্রূরহৃদয় দেহীদিগের হৃদয়েও শান্তি আসিল। তখন জ্যোতিষ্কগণের তেজ বর্দ্ধিত এবং বনজাত ওষধি ও ফল সকল স্বাদু হইল। মাল্য সকল গন্ধযুক্ত, আকাশ নির্ম্মল, সমীরণ সুখস্পর্শ ও দিক্‌সকল সুপ্রসন্ন হইল এবং বিভিন্ন ঋতুজাত ফল সকল তখন কালগত বিশেষযোগে সমধিক গুণবিশিষ্ট হইয়া উঠিল। তৎকালে পৃথিবী দেবী শালি-মালায় আকুল হইলেন, নির্ম্মলচেতা ভাবিতাত্মা মুনিগণের দীর্ঘকাল-চরিত তপস্যা সফল হইল; তাঁহাদের বিস্মৃত শাস্ত্রসমূহ স্মৃতিপটে উদিত হইল। প্রধান প্রধান তীর্থগণের প্রভাব প্রস্ফুরিত হওয়ায় সে কাল অতীব পুণ্যময় হইল। তখন বাসব, বরুণ, বায়ু ও পাবকপ্রমুখ অমরগণ সহস্র সহস্র বিমানারোহণে আকাশে থাকিয়া হিমালয় পর্ব্বতে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। গন্ধর্ব্বপ্রধানগণ গান করিল, অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল; মূর্ত্তিমান্ মেরুপ্রমুখ দিব্য মহাচল সকল করপ্রসারণ-পূর্ব্বক সে মহোৎসবে যোগদান করিল এবং সর্ব্বদিক্ হইতে সাগর ও সরিৎসমূহ সমাগত হইল। তখন সেই শৈলসত্তম হিমালয় ভুবনে সর্ব্ব চরাচরের সেব্য অধিগম্য ও আশ্রয় স্থান হইল। অনন্তর দেবগণ সেই মহোৎসব-সুখ অনুভব করিয়া স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া গেলেন। সেই উৎসব সুখানুভবকালে দেব, নাগেন্দ্র, গন্ধর্ব্ব ও শৈলপত্নীরা "সকলেই আমি আগে" এইরূপ বলিয়া সোৎসাহে দেবীকে দর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর হিমালয়দুহিতা সতী দেবী অনলস সুধীগণের সাহায্যে ক্রমে বুদ্ধি ও বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন; ক্রমে তিনি রূপ, সৌভাগ্য ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণে ত্রিভুবনে সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা হইয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে শক্র, স্বকার্য্য-

স তু শক্রস্য বিজ্ঞায় কাঙ্ক্ষিতং ভগবাংস্তদা।
আজগাম মুদা যুক্তো মহেন্দ্রস্য নিবেশনম্ ॥১০৮
তন্তু দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ সমুত্থায় মহাসনাৎ।
যথার্হেণ তু পাদ্যেন পূজয়ামাস বাসবঃ ॥১০৯
শক্রপ্রণিহিতাং পূজাং প্রতিগৃহ্য যথাবিধি।
নারদঃ কুশলং দেবমপৃচ্ছৎ পাকশাসনম্ ॥ ১১০
পৃষ্টে চ কুশলে শক্রঃ প্রোবাচ বচনং প্রভুঃ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

কুশলস্যাঙ্কুরস্তাবৎ সংবৃত্তো ভুবনত্রয়ে।
তৎফলোদ্ভবসম্পত্তৌ ত্বং ময়া বিদিতো মুনে ॥
বেৎস্যেব তৎসমস্তত্ত্বং তথাপি পরিচোদিতঃ।
নির্বৃতিং পরমাং যাতি নিবেদ্যার্থং সুহৃজ্জনে ॥
তদ্‌যথা শৈলজা দেবী যোগংযায়াৎপিনাকিনা।
শীঘ্রং তথোদ্যমঃ সর্বৈরস্মৎপক্ষৈর্বিধীয়তাম্ ॥
অবগম্যার্থমখিলং তত আমন্ত্র্য নারদঃ।
শীঘ্রং জগাম ভগবান্ হিমশৈলনিকেতনম্ ॥১১৫
তত্র দ্বারে সবিপ্রেন্দ্রশ্চিত্রবেত্রলতাকুলে।
বন্দিতো হিমশৈলেন নির্গতেন পুরো মুনিঃ ॥
সহ প্রবিশ্য ভবনং ভুবো ভূষণতাং গতম্।
নিবেদিতে স্বয়ং হৈমে হিমশৈলেন বিস্তৃতে।
মহাসনে মুনিবরো নিষসাদাতুলদ্যুতিঃ ॥ ১১৭
যথার্হমর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চ শৈলস্তস্মৈ স্ববেদয়ৎ।
মুনিঃ স প্রতিজগ্রাহ তমর্ঘ্যং বিধিবত্তদা ॥ ১১৮
গৃহীতার্ঘ্যংমুনিশ্রেষ্ঠমপৃচ্ছৎ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
কুশলং তপসঃ শৈলঃ শনৈঃ ফুল্লাননাম্বুজঃ ॥১১১
মুনিরপ্যদ্রিরাজানমপৃচ্ছৎ কুশলং তদা ॥ ১২০

নারদ উবাচ।

অহো ধর্ম্মোচিতস্তেঽস্তি সন্নিবেশো মহাগিরে
পৃথুত্বং মনসাতুল্যং কন্দরাণাস্তবানঘ ॥ ১২১
গুরুত্বস্তে গুণৌঘানাং স্থাবরাদতিরিচ্যতে।
প্রসন্নতা চ তোয়স্য মুনিভ্যশ্চাধিকা তব।
ন লক্ষয়ামঃ শৈলেন্দ্র কুত্রাবিনয়িতা স্থিতা ॥

সাধনে তৎপর হইয়া দেবমান্য দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করিলেন। তখন ভগবান্ নারদ ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া মুদিতমনে ইন্দ্রালয়ে আগমন করিলেন। নারদকে দর্শন করিয়া সহস্রলোচন পাকশাসন মহাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাযোগ্য পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। নারদও ইন্দ্রপ্রদত্ত পূজা যথাবিধি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিলেন। নারদের জিজ্ঞাসায় প্রভু সুরপতি প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—মুনে। এক্ষণে ত্রিভুবনে কুশলের অঙ্কুরোদগম হইয়াছে, তাহারই ফলোৎপত্তির জন্য আমি আপনাকে স্মরণ করিয়াছি। আপনি সমস্তই জানেন, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই বলিতেছি; বিশেষতঃ সুহৃজ্জনের নিকট প্রয়োজন বিজ্ঞাপন করিয়া পরম নির্ব্বৃতিলাভ হয়। 'গিরিজা দেবী গিরিশের সহিত যাহাতে সঙ্গত হন, এক্ষণে অস্মৎ-পক্ষীয় লোকগণের সাহায্যে সত্বর তাহার উদ্‌যোগ করুন। ভগবান্ নারদ অখিল প্রয়োজন জানিতে পারিয়া অমররাজকে আম-ন্ত্রণপূর্ব্বক সত্বর হিমশৈলাবাসে উপনীত হইলেন। হিমালয় বাহির হইয়া আসিয়া তত্রত্য চিত্রবেত্রলতাকুল দ্বারদেশে বিপ্রেন্দ্র নারদকে বন্দনা করিলেন। তারপর তাঁহার সহিত নারদ ভুবনের ভূষণস্বরূপ তদীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। হিমালয় তাঁহাকে উপবেশনার্থ প্রার্থনা করিলে অতুলদ্যুতি মুনিবর নারদ বিস্তৃত স্বর্ণ-মহাসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর হিমালয় মুনিকে যথাযোগ্য পাদ্য অর্ঘ্য অর্পণ করিলে মুনিও তাহা যথাবিধি স্বীকার করিলেন! মুনিসত্তম নারদ অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে শৈলরাজের মুখাম্বুজ প্রফুল্ল হইল, তিনি মনোজ্ঞ বাক্যে ধীরে ধীরে তাঁহার তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর মুনিকর্ত্তৃকও গিরিরাজের কুশল জিজ্ঞা-সিত হইল।৯০—১২০। নারদ বলিলেন,—হে মহাশৈল! তোমার সন্নিবেশ ধর্ম্মোচিত। হে অনঘ! তোমার কন্দর সকল তোমারই মনের ন্যায় বিস্তৃত; আর তোমার গুণরাশির গুরুত্ব স্থাবর হইতেও প্রবল। তোমার জলের নির্ম্মলতা মুনিমন হইতেও অধিক। হে

নানাতপোভির্মুনিভির্জ্বলনার্কসমপ্রভৈঃ।
পাবনৈঃ পাবিতো নিত্যং ত্বং কন্দরসমাশ্রয়ৈঃ ॥
অবমত্য বিমানানি স্বর্গবাসবিরাগিণঃ।
পিতৃগৃহ ইবাসীনা দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ১২৪
অহো ধন্যোঽসি শৈলেন্দ্র যস্য তে কন্দরং হরঃ
অধ্যাস্তে লোকনাথো হি রামধ্যানপরায়ণঃ ॥
ইত্যুক্তবতি দেবর্ষৌ নারদে সাদরং গিরা।
হিমশৈলস্য মহিষী মেনা মুনিদিদৃক্ষয়া ॥ ১২৬
অনুযাতা দুহিত্রা তু স্বল্পালিপরিচারিকা।
লজ্জাপ্রণয়নম্রাঙ্গী প্রবিবেশ নিকেতনম্।
যত্র স্থিতো মুনিবরঃ শৈলেন সহিতো বশী ॥
তং দৃষ্ট্বা তেজসো রাশিং মুনিং শৈলপ্রিয়া তদা
ববন্দে গূঢ়বদনা পাণিপদ্মকৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২৮
তাং বিলোক্য মহাভাগাং দেবর্ষিরমিতদ্যুতিঃ।
আশীর্ভিরমৃতোদ্গাররূপাভিস্তাং ব্যবর্দ্ধয়ৎ ॥
ততো বিস্মিতচিত্তা তু হিমবদ্গিরিপুত্রিকা।
ঐক্ষিষ্ট নারদং দেবী মুনিমদ্ভুতরূপিণম্ ॥১৩০
এহি বৎসেতি সাপ্যুক্তা ঋষিণা স্নিগ্ধয়া গিরা।
কণ্ঠে গৃহীত্বা পিতরমঙ্কে সা তু সমাবিশৎ ॥১৩২
উবাচ মাতা তাং দেবীমভিবন্দয় পুত্রিকে।
ভগবন্তং তপোধন্যং পতিমাপ্স্যসি সম্মতম্ ॥
ইত্যুক্তা তু ততো মাত্রা বস্ত্রেণ পিহিতাননা।
কিঞ্চিৎ কাম্পিতমূর্দ্ধা তু বাক্যং নোবাচ কিঞ্চন ॥
ততঃ পুনরুবাচেদং বাক্যং মাতা সুতাং তদা ॥
বৎসে বন্দয় দেবর্ষিং ততো দাস্যামি তে শুভম্
রত্নক্রীড়নকং রম্যং স্থাপিতং যচ্চিরং ময়া ॥১৩৫
ইত্যুক্তা সা ততো বেগাদুৎপাত্য চরণৌ তদা।
ববন্দে মূর্দ্ধ্নি সন্ধায় পাণিপঙ্কজকুড্মলম্ ॥১৩৬
কৃতে তু বন্দনে তস্যা মাতা সখিমুখেন তু।
চোদয়ামাস শনকৈস্তস্যাঃ সৌভাগ্যদর্শিতাম্ ॥

শৈলেন্দ্র! কুত্রাপি তোমার অবিনয় দৃষ্ট হয় না। প্রদীপ্ত দিবাকরদ্যুতি পাবন মুনিগণ তোমার কন্দরে থাকিয়া তোমাকে নিত্য পবিত্র করিয়া থাকেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ স্বর্গবাসে বিরাগী হইয়া বিমানকেও তুচ্ছ করিয়া পৈতৃকগৃহের ন্যায় তোমাতে বাস করেন। অহো শৈলেন্দ্র! তুমি ধন্য! লোকনাথ হর, রাম-ধ্যানপরায়ণ হইয়া তোমার কন্দরে বাস করিতেছেন! দেবর্ষি নারদ সাদরে এই সকল কথা কহিলে হিমশৈলমহিষী মেনা মুনিদর্শনাভিলাষিণী হইয়া দুই একটী মাত্র সখী ও পরিচারিকা লইয়া তথায় সমাগত হইলেন, সতীও মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। অনন্তর যেখানে হিমালয়ের সহিত বশী মুনিবর উপবিষ্ট ছিলেন, লজ্জাপ্রণয়নম্রাঙ্গী মেনা সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন। শৈলপ্রিয়া মেনা সেই তেজোরাশি দেবর্ষিকে সন্দর্শন করিয়া আবৃত বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক অঞ্জলীকৃত করপদ্মে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। অমিতদ্যুতি দেবর্ষি মহাভাগা মেনকাকে অবলোকনপূর্ব্বক অমৃতবর্ষী আশীর্ব্বাক্যে তাঁহার বৃদ্ধি কামনা করিলেন। অনন্তর হিমালয়দুহিতা বিস্মিতচিত্তা হইয়া অদ্ভুতরূপী দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ স্নিগ্ধবাক্যে সতীকে 'এস' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি পিতা হিমালয়ের গলা ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে প্রবেশ করিলেন। তখন মাতা সতীকে কহিলেন,—পুত্রি! তপোধন্য ভগবান্ নারদকে বন্দনা কর, অভীষ্ট পতি লাভ করিতে পারিবে। ১২১—১৩১। মাতা এইরূপ বলিলে দেবী বস্ত্র দ্বারা বদন আচ্ছাদিত করিলেন, তাঁহার মস্তক কিঞ্চিৎ কম্পমান হইল, তিনি কিছুই কহিলেন না। অনন্তর মাতা তনয়াকে পুনরায় কহিলেন,—বৎসে! যদি তুমি দেবর্ষিকে প্রণাম কর, তবে আমি তোমার জন্য যে সুন্দর রম্য রত্নক্রীড়নক রাখিয়াছি, সত্বর তাহা প্রদান করিব। অনন্তর মাতা এই কথা কহিলে গিরিকুমারী বেগে গমন করিয়া কমলমুকুলতুল্য করদ্বয় মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক দেবর্ষির চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। দেবী দেবর্ষিকে বন্দনা করিলে মেনার ইঙ্গিতে সখীরা তাঁহার সৌভাগ্যসূচক লক্ষণসমূহের ফল বর্ণনে

শরীরলক্ষণানাঞ্চ পরিজ্ঞানায় কৌতুকাৎ।
স্ত্রীস্বভাবাৎ স্বদুহিতুশ্চিন্তাং হৃদি সমুদ্বহন্ ॥১৩৮
জ্ঞাত্বা তদিঙ্গিতং শৈলো মহিষ্যা হৃদয়েন তু।
অনুদীর্ণাকৃতির্মেনে রম্যমেতদুপস্থিতম্ ॥ ১৩৯
চোদিতঃ শৈলমহিষী-সখ্যা মুনিবরস্ততঃ।
স্মিতাননো মহাভাগো বাক্যং প্রোবাচ নারদঃ
ন জাতোঽস্যাঃ পতির্ভদ্রে লক্ষণৈশ্চ বিবর্জ্জিতা
উত্তানহস্তা সততং চরণৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বচ্ছায়াস্যা ভবিষ্যেয়ং কিমন্যদ্বহু ভাষ্যতে ॥
শ্রুত্বৈতৎ সম্ভ্রমাবিষ্টো ধ্বস্তধৈর্য্যো হিমাচলঃ।
নারদং প্রত্যুবাচাথ সাশ্রুকণ্ঠো মহাগিরিঃ ॥১৪২
হিমবানুবাচ।
সংসারস্যাতিদোষস্য দুর্বিজ্ঞেয়া গতির্যতঃ ॥১৪৩
সৃষ্ট্যা চাবশ্যভাবিন্যা কেনাপ্যতিশয়াত্মনা।
কর্ত্রা প্রণীতা মর্য্যাদা স্থিতা সংসারিণামিয়ম্ ॥
যো জায়তে হি যদ্বীজাজ্জনিতুঃ সোঽর্থসাধকঃ
জনিতা চাপি জাতস্য ন কশ্চিদিতি চ স্ফুটম্ ॥
স্বকর্ম্মণৈব জায়ন্তে বিবিধা ভূতজাতয়ঃ।
অণ্ডজো হ্যণ্ডজাজ্জাতঃ পুনর্জায়েত মানবঃ।
মানুষোঽপি সরীসৃপ্যাং মানুষত্বেন জায়তে
তত্রাপি জাতৌ শ্রেষ্ঠায়াং ধর্ম্মস্যোৎকর্ষণেন তু
অপুত্রজন্মনঃ শেষাঃ প্রাণিনঃ সমবস্থিতাঃ।
মনুজাস্তত্র সুতরাং নয়েন সহধর্ম্মিণঃ ॥ ১৪৮
ক্রমেণাশ্রমসম্প্রাপ্তির্ব্রহ্মচারিব্রতাদনু।
তস্য কর্ত্তুর্নিয়োগেন সংসারো যেন বর্দ্ধিতঃ ॥
সংসারস্য হি নোৎপত্তিঃ সর্ব্বে স্যুর্যদি নির্গৃহাঃ
কর্ত্রা তু শাস্ত্রেষু সদা সুতলাভঃ প্রশংসিতঃ ॥
প্রাণিনাং মোহনার্থায় নরকত্রাণকারণাৎ।
স্ত্রিয়া বিরহিতা সৃষ্টির্জন্তূনাং নোপপদ্যতে ॥১৫১
স্ত্রীজাতিস্ত প্রকৃত্যৈব কৃপণা দৈন্যভাগিনী।

মুনিবর সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিল; কুতুহলান্বিতা মাতাও স্ত্রীস্বভাব বশতঃ দুহিতার দৈহিক লক্ষণ নিচয়ের ফল জানিবার জন্য চিন্তিতা হইলেন। অনন্তর হিমালয় মহিষীর ইঙ্গিতে তাহার হৃদগত ভাব বুঝিতে পারিয়া মনোভাব গোপন করত মনে ভাবিলেন,—ইহা উত্তম সুযোগ! শৈলমহিষী জনৈক সখী দ্বারা কন্যার লক্ষণ ফল বর্ণনে মুনিবরকে নিবেদন করাইলেন। তখন প্রসন্নবদন মহাভাগ নারদ বলিলেন,—ভদ্রে! এই কন্যাটী কান্তিমতী বটে, কিন্তু ইহার কোন লক্ষণ নাই; কেননা এই কন্যা উত্তানহস্তা, অধিক আর কি বলিব, ইহার চরণ লক্ষণ ব্যভিচারী। অতএব বুঝা যায় ইহার পতি জন্মে নাই; অধিক আর কি বলিব? ইহা শুনিয়া মহাগিরি হিমালয় সম্ভ্রান্ত ও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন, তিনি সাশ্রুকণ্ঠে নারদকে কহিতে লাগিলেন। হিমালয় কহিলেন,—অতি দোষাকর সংসারের গতি এইরূপই দুর্ব্বিজ্ঞেয়; কেননা, কোন অতিশয়াত্মা কর্ত্তার অবশ্য-ভাবিনী সৃষ্টির প্রভাবেই সংসারিগণের এইরূপ মর্য্যাদা প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত হই-য়াছে। যে যাহার বীজ হইতে জাত, সে তাহার সেই জনকেরই অর্থসাধক হয়; কিন্তু কোন জনয়িতা জাতকের অর্থসাধক হয় না, ইহাই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। স্ব স্ব কর্ম্মবশেই বিবিধ ভূত জাতির জন্ম হয়,—অণ্ডজ হইতে অণ্ডজ জন্মে; আবার সেই অণ্ডজ হইতে মানুষও হয়। মানুষ সরীসৃপ হইতেও জন্মে; আবার মনুষ্য হইতেও সরীসৃপ হয়। কিন্তু এই সকল জাতির মধ্যে ধর্ম্মের উৎকর্ষে মানুষই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার এমন অনেক মানব-জাতি আছে, তাহাদের কেবল কন্যাই হয়; আর সেই সকল কন্যার সাহায্যে মানুষ ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে। মানব ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের পর ক্রমে গৃহাশ্রম গ্রহণ করে, তারপর বিধাতার নিয়োগে সংসার বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি সকলেই গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করে, তবে সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রাণিগণের মোহোৎপাদন ও নরক হইতে ত্রাণ জন্য বিধাতা পুত্রোৎ-পত্তির প্রশংসা করিয়াছেন; আর সেই পুত্রোৎপাদন কন্যা ব্যতীত জীবগণের সম্ভবে না! স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কৃপণা ও দৈন্য-

শাস্ত্রালোচনসামর্থ্যাদ্দূষিতং তাশ্চ কর্ত্তৃণা ॥১৫২
তস্মাৎ নো পরিভাবজো ভবেদিতি চ বেধসা
শাস্ত্রেষুক্তমসন্দিগ্ধং বহুবারং মহাফলম ॥১৫৩
দশপুত্রসমা কন্যা যাপি স্যাচ্ছীলবর্জ্জিতা।
বাক্যমেতৎ ফলভ্রষ্টং পুংসাং গ্লানিকরং ফলম্
কন্যা হি কৃপণা শোচ্যা পিতুর্দুঃখবিবর্দ্ধিনী।
যাপি স্যাৎ পূর্ণসর্ব্বার্থা পতিপুত্রসমন্বিতা।
কিং পুনর্দুর্ভগা হীনা পতিপুত্রধনাদিভিঃ ॥ ১৫৫
ত্বয়োক্তবান্ সুতায়া মে শরীরে দোষসংগ্রহম্
অহো মুহ্যামি শুষ্যামি গ্লামি সীদামি নারদ ॥
অযুক্তমপি বক্তব্যমপ্রাপ্যমপি সাম্প্রতম্।
অনুগ্রহায় মে ছিন্ধি দুঃখং কন্যাশ্রয়ং মুনে ॥১৫০
পরিচ্ছিন্নেহপ্যসন্দিগ্ধে মনঃ পরিভবাশ্রয়াৎ।
তৃষ্ণা মুহ্যতি নিষ্ণাতং ফললোভাশ্রয়াৎ পুন ॥
স্ত্রীণাং হি পরমং জন্ম কুলানামুভয়াত্মনাম্।
ইহামুত্র সুখায়োক্তং সৎপতিপ্রাপ্তিসংজ্ঞিতম্ ॥

দুর্লভত্বাৎ সতঃ স্ত্রীণাং বিগুণোহপি পতিঃ কিল
ন প্রাপ্যতে বিনা পুণ্যৈঃ পতির্নার্য্যাঃ কদাচন ॥
যতো নিঃসাধনো ধর্ম্মঃ পরিণামোত্থিতা রতিঃ।
ধনং জীবিতপর্য্যন্তং পত্যৌ নার্য্যাঃ প্রতিষ্ঠিতম্
নির্দ্ধনো দুর্ম্মুখো মূর্খঃ সর্ব্বলক্ষণবর্জ্জিতঃ।
দৈবতং পরমং নার্য্যাঃ পতিরুক্তঃ সদৈব হি ॥
ত্বয়া দেবর্ষিণা প্রোক্তং ন জাতোহস্যাঃ পতিঃ কিল
এতদ্দৌর্ভাগ্যমতুলমসংখ্যঞ্চ দুরুদ্বহম্ ॥ ১৬৬
চরাচরে ভূতসর্গে চিন্তা সা ব্যাপিনী মুনে।
স ন জাত ইতি শ্রুত্বা মমেদং ব্যাকুলং মনঃ ॥
মনুষ্যদেবজাতীনাং শুভাশুভনিবেদকম্।
লক্ষণং হস্তপাদাভ্যাং লক্ষণং বিহিতং কিল ॥
সেহয়মুত্তানহস্তেতি ত্বয়োক্তা মুনিপুঙ্গব ॥ ১৬৮
উত্তানহস্ততা প্রোক্তা যাচতামেব নিত্যকা ॥

ভাগিনী, শাস্ত্রালোচনার অসামর্থ্যহেতু বিধাতা তাহাদিগকে হীন করিয়াছেন। কিন্তু পাছে পুরুষ স্ত্রীজাতিতে অনাদর করে, এ জন্য তিনি শাস্ত্রে বহুবার বলিয়াছেন ;—শীলবর্জ্জিতা হইলেও এক কন্যা দশ পুত্রের সমান। তাহার বাক্য অসন্দিগ্ধ ও মহাফল-মূলক বটে ; কিন্তু ঐ উক্তি ফলহীন, পরন্তু পুরুষের গ্লানিকর। সর্ব্বার্থ-সম্পূর্ণা পতিপুত্র-বতী কন্যাও কৃপণা শোচ্যা এবং পিতার দুঃখবর্দ্ধিনী হয় ; দুর্ভগা, হীনা, পতি-পুত্র ও ধনবর্জ্জিতা কন্যার ত কথাই নাই। আপনি বলিয়াছেন,—আমার কন্যার শরীরে দোষলক্ষণ বিদ্যমান ; অহো ! আমি মুহ্যমান, শুষ্যমান, গ্লানিযুক্ত ও দুঃখিত। হে নারদ ! আমার কন্যাবিষয়ক দুঃখ দূর করুন ; হে মুনে ! ইহা অযুক্ত ও অসম্ভব হইলেও আমি সম্প্রতি আপনার অনুগ্রহ লাভের জন্যই বলিতেছি। নিশ্চিতই যাহার অন্যথা হয় না, আমার পরিভবাশঙ্কী মন তাহাতেই আকৃষ্ট ; কেন না, তৃষ্ণা ফললোভে পণ্ডিতকেও ব্যাকুল করিয়া থাকে। নারী-গণের সৎপতি লাভ ইহপরকালে সুখজনক ; তাদৃশ নারীজনের পরম জন্ম উভয় কুল ধন্য করিয়া থাকে। সৎলোক ত একান্ত দুর্লভ, পরন্তু নির্গুণ পতি লাভও সুলভ নহে ; কেননা বিনা পুণ্যে কখনও নারীর পতি লাভ হয় না। বিনা সাধনায়ই পতি হইতে ধর্ম্ম লাভ হয়। পরন্তু পরিণামে রতিসুখও হইয়া থাকে ; অতএব নারীজনের ধন এমন কি জীবন পর্য্যন্তও পতিতে প্রতিষ্ঠিত। নির্ধন হউক, আর দুর্মুখ মূর্খ এমন কি সর্ব্বলক্ষণ-বর্জ্জিত হউক, সর্ব্বদাই নারীর পতি পরম দৈবত বলিয়া কথিত ! দেবর্ষে ! আপনি যে বলিলেন, এই কন্যার পতি জন্মে নাই, ইহা আমার অসীম দৌর্ভাগ্য ও অত্যন্ত অসহনীয় বিষয়। হে মুনে ! কন্যাবিষয়িণী চিন্তা চরাচর সর্ব্বভূতব্যাপিনী ; বিশেষতঃ আমার কন্যার পতি জন্মে নাই, শুনিয়া আমার মন এইরূপ ব্যাকুল হইয়াছে। বিধাতা দেব মানব প্রভৃতি সর্ব্বজাতির হস্ত পদে লক্ষণ বিধান করিয়াছেন, ঐ সকল লক্ষণ শুভাশুভের জ্ঞাপক। ১৩২-১৬৬। হে মুনিপুঙ্গব ! আপনি বলিয়াছেন,—আমার কন্যা উত্তানহস্তা ; কথিত হয়,—উত্তানহস্ততা নিত্য যাচকের লক্ষণ ;

শুভোদয়ানাং ধন্যানাং ন কদাচিৎ প্রযচ্ছতাম্
সুচ্ছায়য়াস্যাশ্চরণৌ স্বয়োক্তৌ ব্যভিচারিণৌ।
তত্রাপি শ্রেয়সী হ্যাশা মুনে ন প্রতিভাতি নঃ।
শরীরলক্ষণাশ্চান্যে পৃথক্‌ফলনিবেদিনঃ॥
ইত্যুক্তা বিরতে শৈলে মহাদুঃখবিচারিণি।
স্মিতপূর্ব্বমুবাচেদং নারদো দেবপূজিতঃ॥১৬৯
নারদ উবাচ।
হর্ষস্থানে চ মহতি ত্বয়া দুঃখং নিরুচ্যতে।
অপরিচ্ছিন্নবাক্যার্থো মোহং যাসি মহাগিরে॥
ইমাং শৃণু গিরং মত্তো রহস্যপরিনিষ্ঠিতাম্।
সমাহিতো মহাশৈল ময়োক্তস্য বিচারণাম্॥১৭১
ন জাতোঽস্যাঃ পতির্দেব্যা যন্ময়োক্তং হিমাচল
স ন জাতো মহাদেবো ভূতভব্যভবোদ্ভবঃ॥
শরণ্যঃ শাশ্বতঃ শাস্তা শঙ্করঃ পরমেশ্বরঃ।
ব্রহ্ম-রুদ্রেন্দ্র-মুনয়ো গর্ভজন্মজরার্দ্দিতাঃ॥১৭৩
তস্য তে পরমেশস্য সর্ব্বে ক্রীড়নকা গিরে।
ব্রহ্মাণ্ডস্তদিচ্ছাতঃ সম্ভূতো ভুবনপ্রভুঃ॥১৭৪
আত্মনো ন বিনাশোঽস্তি স্থাবরান্তেঽপি ভূধর
সংসারে জায়মানস্য ম্রিয়মাণস্য দেহিনঃ।
নশ্যতে দেহ এবাত্র নাত্মনো নাশ উচ্যতে॥
ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তোঽয়ং সংসারো যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
স জন্মমৃত্যুদুঃখার্ত্তো হ্যনিশং পরিবর্ত্ততে॥১৭৭
মহাদেবোঽচলঃ স্থাণুর্ন জাতো জনকোঽজরঃ
ভবিষ্যতি পতিঃ সোঽস্যা জগন্নাথো নিরাময়ঃ
যত্তূক্তঞ্চ ময়া দেবী লক্ষণৈর্বর্জ্জিতা তব।
শৃণু তস্যাপি বাক্যস্য সম্যক্তেন বিচারণম্।
লক্ষণং দৈবিকো হ্যঙ্কঃ শরীরাবয়বাশ্রয়ঃ।
স চায়ুর্ধনসৌভাগ্য-পরিণামপ্রকাশকঃ॥১৮০
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য সৌভাগ্যস্য তু ভূধর।
নৈবাঙ্কো লক্ষণাকারঃ শরীরে সংবিধীয়তে।

যাহারা অভ্যুদয়যুক্ত, ধন্য ও দাতা, কখনও তাহারা উত্তানহস্ত হয় না। আপনি আর এক কথা কহিয়াছেন,—এই কান্তিমতী কন্যার চরণদ্বয়ের লক্ষণে ব্যভিচারিত্ব সূচিত; হে মুনে! ইহাতে ত আমাদের উচ্চাশা বিনষ্ট হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন পৃথক্ পৃথক্ ফলসূচক অন্যান্য শরীরলক্ষণও ত আছে। এইরূপে নানা দুঃখের বিচারকারী হিমগিরি এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলে দেবপূজিত নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে মহাগিরে! তুমি মহাহর্ষ স্থানে দুঃখ প্রকাশ করিতেছ! যে বাক্যার্থ অনিশ্চিত তাহাতে মহামোহ প্রাপ্ত হইতেছ! হে মহাশৈল! এক্ষণে সমাহিত হইয়া আমার নিকট হইতে রহস্যময় বাক্য শ্রবণ কর; আর আমার উক্তির বিচার বুঝিয়া যাও। হে হিমালয়! আমি যে বলিয়াছি,—এই দেবীর পতি জন্মে নাই, তাহা ঠিক; কেন না, সেই ভূতাদি ত্রিকালের আকর মহাদেবের ত জন্ম নাই! তিনি শরণ্য, শাশ্বত, শাস্তা, শঙ্কর ও পরমেশ্বর। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র ও মুনিগণ গর্ভে জন্ম লন ও জরা-দ্বারা অর্দ্দিত হন; হে গিরে! তাঁহারা পরমেশের ক্রীড়ার পুতুল। হে ভূধর! সেই ভুবনপ্রভু স্বেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। স্থাবরের নাশ হইলেও আত্মার বিনাশ নাই; সংসারে সমস্ত দেহধারী দেহই বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার নাশ হয় না। এই যে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সংসার কথিত হয়, ইহা জন্ম, মরণ ও দুঃখময় এবং নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল। কিন্তু সেই মহাদেব অচল স্থাণু ও অজর; তিনি অজ কিন্তু সকলের জনক। সেই নিরাময় জগন্নাথ তোমার কন্যার পতি হইবেন। আমি আর যে বলিয়াছি,—তোমার কন্যা লক্ষণবর্জ্জিতা, আমার সেই উক্তির সম্যক্ বিচারণা শ্রবণ কর। দৈবকৃত চিহ্নের নাম লক্ষণ, শরীরের সর্ব্বাবয়ব উহার আশ্রয়; ঐ লক্ষণ আয়ু, ধন ও সৌভাগ্যের পরিমাণপ্রমাপক। হে ভূধর! যাহার সৌভাগ্য অনন্ত ও অপ্রমেয়, তাহার শরীরে চিহ্নাকার লক্ষণ থাকিতেই পারে না। হে শৈল! এই জন্যই আমি বলিয়াছি—এই কন্যা লক্ষণ বর্জ্জিতা অর্থাৎ উহাঁর দেহে কোন

অতোঽস্যা লক্ষণং গাত্রে শৈল নাস্তি মহামতে
যচ্চাহমুক্তবানস্যা উত্তানকরতা সদা।
উত্তানো বরদঃ পাণিরেষ দেব্যাঃ সদৈব তু।
সুরাসুরমুনিব্রাত-বরদাত্রী ভবিষ্যতি ॥ ১৮৩
যচ্চ প্রোক্তং ময়া পাদৌ স্বচ্ছায়ৌ ব্যভিচারিণৌ।
অতঃ শৃণু ত্বমস্যাপি ব্যাখ্যোক্তিং শৈলসত্তম ॥
চরণৌ পদ্মসঙ্কাশৌ স্বচ্ছাবস্যা নখোজ্জ্বলৌ।
সুরাসুরাণাং নমতাং কিরীটমণিকান্তিভিঃ।
বিচিত্রবর্ণৈঃ পশ্যদ্ভিঃ স্বচ্ছায়ৌ প্রতিবিম্বিতৌ ॥
এষা ভার্য্যা জগদ্ভর্ত্তুর্বৃষাঙ্কস্য মহীধর।
জননী সর্ব্বলোকস্য সম্ভূতা ভূতভাবিনী ॥১৮৬
শিবেয়ং পাবনায়ৈব ত্বৎক্ষেত্রে পাবনদ্যুতিঃ।
তদ্‌যথা শীঘ্রমেবৈষা যোগং যায়াৎ পিনাকিনঃ
তথা বিধেয়ং বিধিবত্ত্বয়া শৈলেন্দ্রসত্তম ॥ ১৮৮
অত্যত্র হি মহৎকার্য্যং দেবানাং হিমভূধর ॥
এবং শ্রুত্বা তু শৈলেন্দ্রো নারদাৎ সর্ব্বমেব হি
স্বমাত্মানং পুনর্জ্জাতং মেনে মেনাপতিস্তদা ॥
উবাচ চাপি সংহৃষ্টো নারদঞ্চ হিমাচলঃ।
দুস্তরান্নরকাদ্‌ঘোরাদুদ্ধৃতোঽস্মি ত্বয়া বিভো।
পাতালাদহমুদ্ধৃত্য সপ্তলোকাধিপঃ কৃতঃ ॥ ১৯১
হিমাচলোঽস্মি বিখ্যাতস্ত্বয়া মুনিবরাধুনা।
হিমাচলাচ্ছতগুণাং প্রাপিতোঽস্মি সমুন্নতিম্ ॥
আনন্দাদেব চাহারি হৃদয়ং মে মহামুনে।
নাধ্যবস্যতি কৃত্যানাং বিভাগপ্রবিচারণম্ ॥
ভবদ্বিধানাং নিয়তমমোঘং দর্শনং মুনে ॥ ১৯৪
ভবদ্ভিরেব হি প্রোক্তং নিবাসায়াত্মরূপিণাম্।
মুনীনাং দেবতানাঞ্চ স্বয়ং কর্ত্তাস্মি কল্মষম্।
তথাপি বস্তন্যেকস্মিন্নাজ্ঞা মে সম্প্রদীয়তাম্ ॥
ইত্যুক্তবতি শৈলেন্দ্রে স তদা হর্ষনির্ভরঃ।
উবাচ নারদো বাক্যং কৃতং সর্ব্বমিতি প্রভো ॥
সুরকার্য্যে স এবার্থস্তবাপি সুমহত্তরঃ।

লক্ষণ নাই। হে মহামতে ! আমি আর যে বলিয়াছি,—ইঁহার কর সর্ব্বদা উত্তান, এই উত্তানকর—দেবীর বরদপাণি, ইনি সর্ব্বদা সুর,অসুর ও মুনিগণের বরদাত্রী হইবেন। ১৬৭—১৮৩। হে শৈলসত্তম ! ইঁহার কান্তিযুক্ত চরণদ্বয়কে যে আমি ব্যভিচারের সূচক কহিয়াছি, তুমি আমার নিকট হইতে তাহারও ব্যাখ্যাবাক্য শ্রবণ কর। প্রণত সুরাসুরগণের বিচিত্রবর্ণ কিরীটমণি-কান্তি ইঁহার নখোজ্জ্বল নির্ম্মল চরণকমলে প্রতিবিম্বিত হইলে ঐ চরণদ্বয় স্বকান্তি পরিহারপূর্ব্বক মণিচ্ছায়ায় কান্তিযুক্ত হইয়া উঠিবে। হে মহীধর ! এই ভূতভাবিনী সর্ব্বলোকজননী দেবী বৃষভবাহন জগদ্ভর্ত্তা হরের ভার্য্যা হইবেন। হে শৈলেন্দ্রসত্তম ! দিবাকরদ্যুতি এই শিবা লোকপাবনার্থ তোমার ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব যাহাতে সত্বর শঙ্করের সহিত সংযুক্তা হন, তুমি যথাবিধি তজ্জন্য যত্ন কর। হে হিম-ভূধর ! এই ব্যাপারে দেবগণের এক মহোদ্দেশ্য বিদ্যমান। নারদের নিকট এই সকল কথা শুনিয়া মেনানাথ হিমালয় আপনাকে পুনর্জ্জীবিত মনে করিলেন। তিনি আনন্দিত হইয়া নারদকে কহিলেন,—বিভো আপনা দ্বারা আমি দুস্তর ঘোর নরক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলাম, আপনি আমাকে পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়া সত্যলোকের অধীশ্বর করিলেন। হে মুনিবর ! আমি হিমাচল নামে বিখ্যাত ছিলাম, সম্প্রতি আপনি আমাকে তাহা হইতেও শতগুণে উন্নীত করিলেন। হে মহামুনে ! আনন্দে আমার হৃদয় অপহৃত হইয়াছে, কর্ত্তব্য কার্য্যের যথাবিধি বিচারণায় আমার মন নিবিষ্ট হইতেছে না। হে মুনে ! ভবাদৃশ জনের দর্শন নিশ্চয়ই অমোঘ ; আপনারাই আমার দেহ আত্মরূপী দেব ও মুনিগণের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ; সেই আমি যদি কন্যাদানের যোগ্য কাল পাত্র স্বয়ং অতিক্রম করি, তবে পাপে: লিপ্ত হইব। যাহাই হউক, এক্ষণে একটী কার্য্যে আমায় আদেশ প্রদান করুন। শৈলেন্দ্র এইরূপ বলিলে দেবর্ষি নারদ হৃষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে প্রভো ! তোমার সর্ব্বকার্য্যই

ইত্যুক্তা নারদঃ শীঘ্রং জগাম ত্রিদিবং ততঃ ॥
স গত্বা দেবভবনং মহেন্দ্রং সন্দদর্শ হ ॥ ১৯৮
ততোঽনুরূপে স মুনিরুপবিষ্টো মহাসনে।
পৃষ্টঃ শক্রেণ প্রোবাচ গিরিজাসংশ্রয়াং কথাম্ ॥

নারদ উবাচ।

যন্ময়ানুক্তং কর্ত্তব্যং তন্ময়া কৃতমেব হি।
কিন্তু পঞ্চশরস্যেষু-গোচরত্বমপেক্ষিতম্ ॥ ২০০
ইত্যুক্তো দেবরাজস্তু মুনিনা কার্য্যদর্শিনা।
চূতাঙ্কুরাস্ত্রং সস্মার ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥২০১
স স্মৃতস্তু তদা ক্ষিপ্রং সহস্রাক্ষেণ ধীমতা।
উপতস্থে রতিযুতঃ সবিলাসো ঝষধ্বজঃ ॥ ২০২
প্রাদুর্ভূতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা শক্রঃ প্রোবাচ মন্মথম্ ॥

শক্র উবাচ।

উপদেশেন বহুনা কিন্ত্বাং প্রতি রতিপ্রিয়।
মনোভবোঽসি তেন ত্বং বেৎসি ভূতমনোগতম্
তদ্‌যথানুক্রমস্তু ত্বং কুরু নাকসদাং প্রিয়ম্।
শঙ্করং যোজয় ক্ষিপ্রং গিরিপুত্র্যা মনোভব।
সংযুক্তো মধুনানেন গচ্ছ রত্যা সহায়বান্ ॥১০৫
ইত্যুক্তো মদনস্তেন শক্রেণ স্বার্থসিদ্ধয়ে।
প্রোবাচ পঞ্চবাণোঽথ বাক্যং ভীতঃ শতক্রতুম্

কাম উবাচ।

অনয়া দেবসামগ্র্যা মুনিদানবভীময়া।
দুঃসাধঃ শঙ্করো দেবঃ কিন্ন বেৎসি জগৎপ্রভো
তস্য দেবস্য বেত্থ ত্বং কারণং পদমব্যয়ম্ ॥১০৭
প্রায়ঃ প্রসাদে কোপেঽপি সর্ব্বং হি মহতাং মহৎ
সর্ব্বোপভোগসারং হি সৌন্দর্য্যং স্বর্গসম্ভবম্।
বিশেষং কাঙ্ক্ষতাং শক্র সামান্যাদ্‌ভ্রংশনং ফলাৎ ॥ ১০৮
শ্রুত্বৈতদ্বচনং শক্রস্তমুবাচামরৈর্বৃতঃ ॥ ১০৯

শক্র উবাচ।

বয়ং প্রমাণস্তে তত্র রতিকান্ত ন সংশয়ঃ।
সন্দংশেন বিনা শক্তিরয়স্কারস্য নেষ্যতে।

করিয়াছি; ইহাতে সুরগণের এবং তোমারও মহাপ্রয়োজন সাধিত হইবে। নারদ এইরূপ কহিয়া সত্বর স্বর্গে গমন করিলেন। তিনি দেবালয়ে গমন করিয়া ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। অনন্তর মুনি অনুরূপ মহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দেবরাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হিমালয়সম্বন্ধীয় কথা কহিতে লাগিলেন। নারদ কহিলেন,—তুমি আমাকে যাহা বলিয়াছিলে, আমি তাহা করিয়াছি, কিন্তু মদনের বাণপ্রয়োগ ব্যবস্থা আবশ্যক। কার্য্যদ্রষ্টা দেবর্ষি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভগবান্ ইন্দ্র চূতাঙ্কুরাস্ত্র কামকে স্মরণ করিলেন। ধীমান্ সহস্রাক্ষের স্মরণ মাত্রে মীনকেতন মদন রতির সহিত বিলাসযুক্ত হইয়া সত্বর তাঁহার নিকট সমাগত হইলেন। শক্র পঞ্চশরকে সমাগত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। শক্র কহিলেন,—হে রতিপ্রিয়! তোমার প্রতি বহু উপদেশ কি দিব? তুমি মনোভব, অতএব তুমি প্রাণিগণের মনোগত ভাব বিদিত আছ। অতএব তুমি স্বর্গবাসিগণের যথানুক্রম একটী প্রিয়-কার্য্য কর; সম্প্রতি সত্বর গিরিজার সহিত গিরিশের যোগ করিয়া দাও। হে মনোভব! বসন্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া রতিসহায়ে গমন কর। শক্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য কামকে এইরূপ কহিলে মনোভব ভীত হইয়া শক্রকে কহিতে লাগিল। কাম কহিল,—হে জগৎপ্রভো! মুনিদানব-ভয়ঙ্কর এই সমগ্র দেব কর্ত্তৃকও শঙ্কর যে দুঃসাধ্য, ইহা কি আপনি জানেন না? আপনি অবশ্যই সেই দেবদেবের অব্যয় পদ বিদিত আছেন। হে শক্র! ইহা প্রায়ই দেখা যায়,—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কোপই কি আর অনুগ্রহই বা কি, সকলই গুরুতর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সর্ব্বোপভোগের সার স্বর্গসৌন্দর্য্যে তৃপ্ত না হইয়া যাহারা অধিক আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদিগের সামান্য কারণেই পতন হয়। অমরপরিবৃত শক্র কামের এই কথা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন। ১৮৪—২০৯। শক্র কহিলেন,—হে রতিপ্রিয়! আমরাই যে তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সন্দংশ ব্যতীত লৌহ-

কস্যচিচ্চ ক্বচিদ্দৃষ্টং সামর্থ্যং ন তু সর্ব্বতঃ ॥২১০
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ কামঃ সখায়ং মধুমাশ্রিতঃ।
রতিযুক্তো জগামাশু প্রস্থং তু হিমভূভৃতঃ ॥২১১
স তু প্রাপ্যাকরোচ্চিন্তাং কার্য্যস্যোপায়-
পূর্ব্বিকাম্ ॥ ২১২
মহাত্মানোঽহি নিষ্কম্পা মনস্তেষাং সুদুর্জ্জয়ম্।
তদাদাবেব সংক্ষোভ্য নেত্থং তস্য জয়ো ভবেৎ
সংসিদ্ধিঃ প্রায়শশ্চৈব পূর্ব্বং সংশোধ্য মানসম্
কথমেবংবিধৈর্ভাবৈর্দ্বেষানুগমনং বিনা ॥ ২১৪
ক্রোধঃ ক্রূরতরাৎ সঙ্গাদ্ভীষণের্ষ্যা মহাসখী।
চাপল্যান্মূর্দ্ধ্নিবিধ্বস্তধৈর্য্যাধারমহাবলা ॥ ১৫২
তামস্য বিনিয়োক্ষ্যামি মনসোঽবিকৃতং পুরঃ।
পিধায় ধৈর্য্যদ্বারাণি সন্তোষমপকৃষ্য চ ॥ ২১৬
অবগন্তুং হি মাং তত্র ন কশ্চিদিহ পণ্ডিতঃ।
বিকল্পমাত্রসংস্থানং বিরূপাক্ষমনোভবম্ ॥২১৭
প্রবিশ্যাথ ক্রিয়ারম্ভী গম্ভীরাবর্ত্তদুস্তরঃ।
ভবিষ্যামি হরস্যাহং তপঃস্থস্য স্থিরাত্মনঃ ॥ ২১৮
ইন্দ্রিয়গ্রামমাবৃত্য রম্যসাধনসংবিধিঃ।
চিন্তয়িত্বেতিমদনো ভূতভর্ত্তুস্তদাশ্রমম্ ॥ ২১৯
জগাম জগতীসারং সরলদ্রুমবেদিকম্।
শান্তসত্ত্বসমাকীর্ণমচলং প্রাণিসঙ্কুলম্ ॥ ২২০
নানাপুষ্পলতাজালং সানুসংস্থগণেশ্বরম্।
নির্ব্যগ্র বৃষভোদ্‌ঘুষ্টং নীলশাদ্বলসানুকম্ ॥২২১
তত্রাপশ্যৎ ত্রিনেত্রস্য রম্যং কঞ্চিদ্দ্বিতীয়কম্।
বীরকং বীরলোকেশমীশানসদৃশদ্যুতিম্ ॥ ২২২
পঙ্কং কুঙ্কুমকিঞ্জল্কপুঞ্জপিঙ্গজটাসটম্।
বেত্রপাণিং তমব্যগ্রমুগ্রক্বাভদ্রভূষণম্ ॥ ২২৩
ততো নিমীলিতোন্মিদ্র পদ্মপত্রান্তলোচনম্।

কারের শক্তি কোনই কার্য্যকরী হয় না; বিশেষতঃ কোথাও কোন ব্যক্তিকে সর্ব্বশক্তিমান্ দেখা যায় না। রতিসহায় কাম শক্র কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সখা বসন্তের সহিত সত্বর হিমালয় পর্ব্বতপ্রস্থে প্রস্থিত হইলেন। মদন হিমালয়প্রস্থে উপস্থিত হইয়া কার্য্যসিদ্ধির উপায় চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ভাবিলেন,—মহাত্মারা বিচলিত হন না, তাঁহাদের মন সুদুর্জ্জয়! অতএব প্রথমেই তাঁহার মন ক্ষোভিত করিতে গেলে তাঁহাকে জয় করা ঘটিবে না। পূর্ব্বে মানস শোধন করিলেই প্রায়শঃ সংসিদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বেষোৎপাদন ব্যতীত বিশেষতঃ এই সকল অশুদ্ধভাবে কি করিয়া তাহা ঘটিবে? যাহাই হউক, ক্রূরতর সঙ্গ হইতে ক্রোধ জন্মে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণা ক্রোধমহাসখী ঈর্ষ্যা আসিয়া উপস্থিত হয়; তারপর চাপল্য জন্মে, আর সেই চাপল্য হইতে মস্তকস্থ মহাবল ধৈর্য্যাধার বিধ্বস্ত হয়! অতএব আমি পূর্ব্বে ইঁহার মন বিকৃত করিব, তার পর ইঁহার ধৈর্য্যদ্বার সকল অবরুদ্ধ করিয়া সন্তোষ আকর্ষণপূর্ব্বক ইঁহার প্রতি সেই চাপল্য প্রয়োগ করিব। এই ব্যাপারে আমাকে জানিতে পারে, এখানে তদ্রূপ দক্ষ কেহ নাই। আমি কাম, কল্পনামাত্রেই আমার উৎপত্তি, মহাদেবের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রিয়ারম্ভ করিলে আমি গভীরাবর্ত্ত দুস্তর সাগর তুল্য হইব। আমি তপস্থ স্থিরাত্মা হরের ইন্দ্রিয়নিচয় আবৃত করিয়া মৃদুমন্দভাবে কার্য্য সমাধা করিয়া লইব। মদন এইরূপ চিন্তা করিয়া সরলদ্রুমবেদিকায় অবস্থিত ভূতপতির জগতীসার আশ্রমে উপনীত হইল। ঐ আশ্রম শান্ত শ্বাপদসমাকীর্ণ, স্থির ও নানা প্রাণিসমাকুল। উহার সানুদেশে গণেশ্বরগণ বাস করে, ঐ সানু নানাপুষ্পলতায় সমাকীর্ণ, নীল নূতন তৃণশ্রেণী পরিবৃত এবং নির্ব্যগ্র বৃষভরবে মুখরিত। মদন তথায় ত্রিলোচনের আর এক রমণীয় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিল; তাঁহার নাম বীরক, তিনি ঈশানসমদ্যুতি ও বীরলোকপতি। তাঁহার বৃহৎ ক্ষুদ্র পঙ্কজটা-সটা কুঙ্কুমকেসরপুঞ্জের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, তিনি বেত্রপাণি, অব্যগ্র, উগ্র ও অভভ্রভূষণে ভূষিত। অনন্তর মদন বীরককে অতিক্রমপূর্ব্বক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ক্রমে শঙ্করকে সমীপস্থ অবলোকন করিল। শঙ্করের কমল-লোচনের

প্রেক্ষমাণমুক্ষুস্থানং নাসাবংশাগ্রগোচরম্ ॥
প্রেম্মৎকপোলপর্য্যন্ত-চুম্বনম্বিজটাচয়ম্।
কৃতবাসুকিপর্য্যস্ত-নাভিমূলনিবেশিতম্ ॥ ২২৫
অতীব রম্যসিংহেন্দ্র-চর্ম্মলম্বোত্তরীয়কম্।
শ্রবণাহিফণোন্মুক্ত f শ্বাসানলপিঙ্গলম্ ॥ ২২৬
ব্রহ্মাঞ্জলিস্থনাসাগ্র-নিবদ্ধোরগভূষণম্।
দদর্শ শঙ্করং কামঃ ক্রমপ্রাপ্তান্তিকঃ শনৈঃ ॥
ততো ভ্রম ঝঙ্কারমালম্ব্য ক্রমসানুগম্।
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ ভবস্য মদনো মনঃ ॥ ২২৮
শঙ্করস্তমথাকর্ণ্য মধুরং মদনাশ্রয়ম্।
সস্মার দক্ষতনয়াং দয়িতাং রক্তমানসঃ ॥ ২২৯
ততঃ শিবস্য শনকৈস্তিরোধায়াতিনির্ম্মলা।
সমাধিভাবনা তস্থৌ লক্ষ্যপ্রত্যক্ষরূপিণী ॥
ততস্তন্ময়তাং যাতঃ প্রত্যূহপিহিতাশয়ঃ।

কতক অংশ মুদ্রিত এবং কতক অংশ নিমীলিত; তাঁহার দৃষ্টি সরল ও নাসাদণ্ডের অগ্রভাগে বিলগ্ন। উত্তম সিংহের চর্ম্ম দ্বারা রচিত লম্বমান উত্তরীয় অতীব রমণীয়। তাঁহার কর্ণযুগলে নাগযুগল বিলগ্ন, ঐ নাগদ্বয়ের উন্মুক্ত ফণা হইতে নির্গত নিশ্বাসবায়ু দ্বারা তদীয় দেহ পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাঁহার ক্ষুদ্র সটাসমূহ বিলম্বিত হইয়া কপোল পর্য্যন্ত চুম্বন করিতেছে। তিনি বাসুকি-রচিত নাগযজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন, ঐ নাগের মুখ ও পুচ্ছ তাঁহার নাভিদেশে মিলিত হইয়াছে। তাঁহার নাসিকার অগ্রভাগ ব্রহ্মাঞ্জলিতে নিবদ্ধ এবং তিনি উরগভূষণ। অনন্তর মনোভব সেই ক্রমসানু-সন্নিহিত ভ্রমরঝঙ্কার অবলম্বনপূর্ব্বক কর্ণরন্ধ্র-পথে মহাদেবের মনোমধ্যে প্রবেশ করিল। শঙ্করও সেই মদনাশ্রয় মধুর রব শ্রবণ করিয়া রতিমানসে দয়িতা দক্ষসুতাকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর সমাধিভাবনা ক্রমশঃ অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া লক্ষ্যমাত্রে প্রত্যক্ষরূপিণী হইয়া শিবের সমীপে উপনীত হইলেন। কামাদি তপোবিঘ্নে শিবের তপস্যাশয় আবৃত হইল, তিনি কামে

বিবেশ বিবুধাধীশো বিকৃতিং মদনাত্মিকাম্।
ঈষৎক্রোধসমাবিষ্টো ধৈর্য্যমালম্ব্য ধূর্জ্জটিঃ।
নিরস্য মদনং স্থিত্বা যোগমায়াসমাবৃতঃ ॥ ২৩২
স তয়া মায়য়াবিষ্টো জজ্বাল মদনস্ততঃ।
ইচ্ছাশরীরো দুর্জ্ঞেয়ো দোষাবাসো মহাশয়ঃ।
হৃদয়ান্নির্গতঃ সোঽথ বাসনাব্যসনাত্মকঃ।
বহিস্থলং সমাসাদ্য উপতস্থে ঝষধ্বজঃ ॥ ২৩৪
অনুযাতো হি সাহ্যেন মিত্রেণ মধুনা সহ।
সহকারতরোদৃষ্টা মন্দমারুতনির্ধুতম্ ॥ ২৩৫
স্তবকং মদনো রম্যং হর বক্ষসি সত্বরম্।
মুমোচ মোহনং নাম মার্গণং মকরধ্বজঃ ॥ ২৩৬
স তস্য হৃদয়ে শুদ্ধে নামশালী মহাশরঃ।
পপাত পরুষঃ প্রাংশুঃ পুষ্পবাণো
বিমোহনঃ ॥ ২৩৭
ততঃ করণসন্দোহে বিদ্ধেতু হৃদয়ে ভবঃ।
বভূব ভূতপোঽকম্প্যধৈর্য্যোঽপি মদনোন্মুখঃ।

তন্ময় হইয়া উঠিলেন। পণ্ডিতগণের প্রভু হইয়াও শঙ্কর কামাত্মক বিকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহার ঈষৎ ক্রোধোদ্রেক হইল, কিন্তু ধূর্জ্জটি ক্ষণমাত্রেই ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক মদনকে দূর করিয়া দিয়া যোগমায়ায় সমাবৃত হইলেন। তিনি সেই যোগমায়ায় আবিষ্ট ও জাজ্বল্যমান হইয়া উপবেশন করিলেন। দোষাকর মদন মহাশয় এতক্ষণ ইচ্ছাশরীরে দুর্ব্বিজ্ঞেয় ছিল, অনন্তর সেই বাসনারূপ ব্যসনাত্মক মীনকেতন কাম মহাদেবের হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া বহিস্থল আশ্রয়পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর সখা বসন্ত সাহায্যার্থ তাহার অনুগামী হইল, মন্দমারুতে আম্রতরুর স্তবক কম্পিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে মদন সেই রম্য চূতস্তবক সত্বর শঙ্করের বক্ষে নিক্ষেপ করিল। ইহাই হইল মদনের মোহন বাণ। সেই বিখ্যাতনামা মোহন মহাশর শঙ্করের শুদ্ধ হৃদয়ে পতিত হইল। সেই কুসুমশর উন্নত, পরুষ ও বিমোহন। ২১০—২৩৭। অনন্তর ভূতপতি ভবের হৃদয় বিদ্ধ হইলে

ততঃ প্রভূতাস্তাবানামাবেশং সমপশ্যত।
বাক্যং বহু বভাষেঽথ প্রত্যূহপ্রসবাত্মকম্॥
ততঃ কোপানলোদ্ভূত-ঘোরহুঙ্কারভীষণে।
বভূব বদনে নেত্রং তৃতীয়মনলাকুলম্॥ ২৪০
রুদ্রস্য রৌদ্রবপুষো জগৎসংহারভৈরবম্।
তদন্তিকস্থে মদনে ব্যস্ফারয়ত ধূর্জ্জটিঃ॥ ২৪১
তন্নেত্রবিস্ফুলিঙ্গেন ক্রোশতাং নাকবাসিনাম্।
গমিতো ভস্মতাং তূর্ণং কন্দর্পঃ কামদর্পকঃ॥
স তু তং ভস্মসাৎ কৃত্বা হরনেত্রোদ্ভবোঽনলঃ
ব্যজৃম্ভত জগদ্দগ্ধুং জ্বালা হুঙ্কারঘস্মরম্॥ ২৪৩
ততো ভবো জগদ্ধেতোর্ব্যভজজ্জাতবেদসম্।
সহকারে মধৌ চন্দ্রে সুমনস্বেপরেষ্বপি।
ভৃঙ্গেষু কোকিলাস্যে চ বিভাগেন স্মরানলম্॥
স বাহ্যাভ্যন্তরে বিদ্ধো হরোঽথ স্মরমার্গণৈঃ।
ভাগেষ্বেতেষু সংবিষ্টং বীক্ষতীব হুতাশনম্॥
বিভক্তং লোকসংক্ষোভকরং দুর্ব্বারজৃম্ভিতম্॥
তৎপ্রাপ্তিস্নেহসম্পূর্ণকামেন হৃদয়ে কিল।
জ্বলয়ন্নহর্নিশং ভীমো দুঃখস্য বশগোঽভবৎ॥২৪৭
বিলোক্য হরহুঙ্কারজ্বালাভস্মীকৃতং স্মরম্।
বিললাপ রতিঃ ক্রূরং বন্ধুনা মধুনা সহ॥ ২৪৮
ততো বিলপ্য বহুশো মধুনা পরিসান্ত্বিতা।
জগাম শরণং দেবমিন্দুমৌলিং ত্রিলোচনম্॥
ভৃঙ্গানুযাতাং সংগৃহ্য পুষ্পিতাং সহকারজাম্।
লতাং পত্রক্রমচ্ছন্নাং জাতাম্পরভৃতাং সখীম্॥
নিবধ্য তু জটাজূটং কুটিলৈরলকৈ রতিঃ।
উদ্বর্ত্ত্য গাত্রং শুভ্রেণ হৃদ্যেন স্মরভস্মনা।
জানুভ্যামবনিং গত্বা প্রোবাচেন্দুবিভূষণম্॥

রতিরুবাচ।

নমঃ শিবায়াস্তু মনোময়ায়
জগন্ময়ায়াদ্ভুতবর্ত্মনে নমঃ।

যদিও তিনি অবিচল ধৈর্য্যশালী,তথাপি কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেন,—ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করিয়া মদনের দিকে তাকাইলেন। তিনি সর্ব্বাভাবের প্রভু, তথাপি নিজাবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তপোবিঘ্ননাশের উপযোগী বহু বাক্য বলিলেন। অতঃপর তাঁহার কোপানলোদ্ভূত ঘোর হুঙ্কারে বদন ভীষণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তদীয় তৃতীয় নেত্র চঞ্চল হইল। ভীষণবদন রুদ্রের সে নয়নানল জগৎসংহারক ভৈরবরূপ ধারণ করিল। অনন্তর শঙ্কর সমীপস্থ মদনের দিকে সেই নেত্র বিস্ফারিত করিলেন; সেই নয়নবহ্নিতে কামদীপক কন্দর্প সত্বর ভস্মীভূত হইল, দেবগণ শোকক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ত্রিলোচনের তৃতীয় নেত্রোত্থিত সেই অনল মনোভবকে ভস্মসাৎ করিয়া জগৎ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। ঐ অনল হুঙ্কার দ্বারা জগদ্গ্রাসে অভিলাষী হইলে শঙ্কর তাহা বুঝিতে পারিয়া জগৎ রক্ষার জন্য তাহাকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করিলেন। তারপর সেই কামানল সহকারে, বসন্তে, চন্দ্রে, পুষ্পসমূহে এবং ভৃঙ্গগণ ও কোকিলবদন প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুতে বিভাগক্রমে বিন্যস্ত করিলেন। হর স্মরশরে অন্তরে ও বাহিরে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই সেই স্মরানল সহকারাদিতে নানাভাগে বিভক্ত করিয়াও ঐ সকল বিভক্ত বস্তুকে একটী একটী হুতাশনের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। কেননা ঐ সকল বস্তু লোকক্ষোভকর ও উহাদের প্রসার অতীব দুর্ব্বার। যাহাই হউক, এদিকে রুদ্ররূপী হইয়াও কামপ্রাপ্তির জন্য স্নেহপূর্ণ হরের হৃদয় অহর্নিশ জ্বলিতে লাগিল, তিনি দুঃখের বশগ হইয়া পড়িলেন। হরহুঙ্কারবহ্নিতে পতিকে ভস্মীভূত দেখিয়া রতি, পতির বন্ধু বসন্তের সহিত করুণতর ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর রতি বহু বিলাপের পর বসন্ত কর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিতা হইয়া চন্দ্রশেখর শঙ্করের শরণাপন্ন হইল। রতি, ভৃঙ্গ, আম্রমুকুল, পত্রক্রমাচ্ছন্ন পুষ্পিত লতা ও কোকিলা সখী প্রভৃতি অনুগতদিগকে সঙ্গে লইয়া এবং কুটিল অলকাবলীর সহিত জটাজুট বন্ধন ও হৃদ্য শুভ্র মদনভস্মদ্বারা দেহ উদ্বর্ত্তন করিয়া গিয়া জানুদ্বয়ে ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক চন্দ্রমৌলি মহাদেবকে বলিতে লাগিল। ২৩৮—২৫১। রতি কহিল,—মনোময় জগন্ময়

নমঃ শিবায়াস্ত সুরার্চ্চিতায়
তুভ্যং সদাভক্তকৃপাপরায় ॥ ২৫২
নমো ভবায়াস্ত ভবোদ্ভবায়
নমোঽস্ত তে ধ্বস্তমনোভবায়।
নমোঽস্ত মায়ামদনাশ্রয়ায়
নমো নিসর্গামলভূষিতায় ॥ ২৫৩
নমোঽস্তমেয়ায় গুণায়নায়
নমোঽস্ত সিদ্ধায় পুরাতনায়।
নমঃ শরণ্যায় নমোঽগুণায়
নমোঽস্ত তে ভীমগণানুগায় ॥ ২৫৪
নমোঽস্ত নানাভুবনর্দ্ধিকর্ত্রে
নমোঽস্ত ভক্তাভিমতপ্রদায়।
নমোঽস্ত কর্ম্মপ্রসবে নমঃ সদা
অনন্তরূপায় সদৈব তুভ্যম্ ॥ ২৫৫
অসহ্যকোপায় সদৈব তুভ্যং
শশাঙ্কচিহ্নায় নমোঽস্ত তুভ্যম্।
অসীমলীলাপরমস্তুতায়
বৃষেন্দ্রযানায় পুরান্তকায় ॥ ২৫৬
নমঃ প্রসিদ্ধায় মহৌষধায়
নমোঽস্ত নানাবিধরূপকায়।
নমোঽস্ত কালায় নমঃ কলায়
নমোঽস্ত তে কালকলাতিগায় ॥ ২৫৭
চরাচরাচার্য্য-বিচার্য্যবর্য্য-
মাচার্য্যমুৎপ্রেক্ষিতভূতসর্গম্।
ত্বামিন্দুমৌলিং শরণং প্রপন্না
প্রিয়াপ্রমেয়ঽহং সহসা মহেশম্ ॥ ২৫৮
প্রযচ্ছ মে কামযশঃসমৃদ্ধিং
পতিং বিনা তং ভগবন্ন জীবে।
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ পুরুষেশ নিত্য-
স্ততোঽপরঃ কো ভুবনেষ্বিহাস্তি ॥ ২৫৯
প্রভুঃ প্রভাবী প্রভবঃ প্রিয়াণাং
প্রবীণপর্য্যায়পরঃ পরন্তপঃ।
ত্বমেব নাথো ভুবনস্য গোপ্তা
দয়ালুরুন্মূলিতভক্তভীতিঃ ॥ ২৬০
ইত্থং স্তুতঃ শঙ্কর ইন্দুমৌলি-
র্বৃষাকপির্মন্মথকান্তয়া তু।
তুতোষ দোষাকরখণ্ডধারী
উবাচ চৈনাং মধুরং নিরীক্ষ্য ॥ ২৬১

অদ্ভুতবর্ম্মা শিবকে আমার নমস্কার। সুরার্চ্চিত ভক্তকৃপাপর শিবকে সর্ব্বদা নমস্কার। ভব ভবোদ্ভব মনোভববিনাশীকে নমস্কার নমস্কার। নিসর্গ নৈর্ম্মল্যভূষিত মায়ামদনাশ্রয়ীকে নমস্কার নমস্কার। অমেয় গুণাস্পদ সিদ্ধ পুরাতনকে নমস্কার নমস্কার! হে শরণ্য! তোমায় নমস্কার; তুমি নির্গুণ, ভীষণ গণসমূহ তোমার অনুগ; তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিভুবনের নানা সমৃদ্ধিবিধায়ী ও ভক্তগণের অভীষ্টপ্রদ; তোমাকে নমস্কার। তুমি কর্ম্মপ্রসূ ও অনন্তরূপ; তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার নমস্কার। তোমার কোপ অসহ্য, তোমায় নমস্কার; তোমার মস্তক শশাঙ্কাঙ্কিত, তোমায় সর্ব্বদা নমস্কার। তোমার লীলা অসীম, সত্তমগণ তোমার স্তব করিয়া থাকেন, তুমি বৃষভবাহন ও ত্রিপুরান্তক; তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রসিদ্ধ মহৌষধ ও বহুরূপী; তোমায় নমস্কার। তুমি কাল ও কলা এবং কাল ও কলার অতীতও তুমি; তোমায় নমস্কার। হে আচার্য্য! তুমি চরাচরের আচার্য্য, বিচার্য্যবর্য্য এবং তোমার ঈক্ষণমাত্রেই জগৎ সৃষ্ট হয়; তুমি মহেশ ও চন্দ্রমৌলি, আমি সহসা পতিপ্রাপ্তির নিমিত্ত তোমার শরণাপন্ন হইলাম! হে ভগবন্! আমি পতি ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারি না; অতএব আমাকে কামযশঃসমৃদ্ধি প্রদান কর। হে পুরুষেশ! এই ত্রিভুবনে তোমার তুল্য নিত্য প্রিয়ার পরম প্রিয় কে আছে? হে পরন্তপ! তুমি প্রিয়াগণের প্রভু প্রভাবী প্রভবও প্রবীণপর্য্যায়পর; তুমিই ভুবনের নাথ, রক্ষক ও দয়ালু এবং তুমিই ভক্তভীতির উন্মূলক। ২৫২—২৬০। বৃষবাহন ইন্দুমৌলি শঙ্কর রতিকর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইলেন; তারপর সোমার্দ্ধধারী শঙ্কর রতির প্রতি তুষ্ট হইয়া মধুরদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিতে

শঙ্কর উবাচ।
ভবিষ্যতি চ কামোঽয়ং কালে কান্তে চিরাদথ।
অনঙ্গ ইতি লোকেষু স বিখ্যাতিং গমিষ্যতি ॥
ইত্যুক্তা শিরসা বন্দ্য গিরিশং কামবল্লভা।
জগামোপবনং চান্যদ্রতিস্তুহিনপর্ব্বতে ॥ ২৬৪
রুরোদ চাপি বহুশো দীনা রম্যে স্থলেস্থলে।
মরণব্যবসায়াপি নিবৃত্তা চ শিবাজ্ঞয়া ॥ ২৬৫
অথ নারদবাক্যেন চোদিতো হিমভূধরঃ।
কৃতাভরণসংস্কারাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্ ॥ ২৬৬
স্বর্গপুষ্পকৃতাপীড়াং শুভ্রচীনাংশুকাম্বরাম্।
সখীভ্যাং সংযুতাং শৈলো গৃহীত্বা স্বসুতাং ততঃ।
জগাম সুভগে যোগে তদা সম্পূর্ণমানসঃ ॥ ২৬৭
স কাননান্যুপাক্রম্য বনান্যুপবনানি চ।
দদর্শ রুদতীং নারীমপ্রতর্ক্যাং মহৌজসম্ ॥২৬৮
ন রূপেণেদৃশী লোকে রম্যেষু বনসানুষু।
কৌতুকেন পরামৃষ্টস্তাং দৃষ্ট্বা রুদতীং গিরিঃ।
উপসৃপ্য ততস্তস্যা নিকটং সৌহৃদ্যপৃচ্ছত ॥

হিমবানুবাচ।
কাসি কস্যাসি কল্যাণি কিমর্থঞ্চাপি রোদিষি।
নৈতদল্পমহং মন্যে কারণং লোকসুন্দরি ॥ ২৭০
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা উবাচ মধুনা সহ।
রুদন্তীশোকবচনং শ্বসন্তী দৈন্যবর্দ্ধনম্ ॥ ২৭১

রতিরুবাচ।
কামস্য দয়িতাং ভার্য্যাং রতিং মাং বিদ্ধি সুব্রত
গিরাবস্মিংশ্চ ভগবান্ গিরিশস্তপসি স্থিতঃ ॥
তেন প্রত্যূহরুষ্টেন ক্রোধাদ্বিস্ফার্য্যলোচনম্।
বিমুচ্যাগ্নিশিখাজালাং কামো ভস্মাবশেষিতঃ ॥
অহন্তু শরণং যাতা তং দেবং ভয়বিহ্বলা।
স্তুতবত্যথ সন্তুষ্টস্ততো মাং গিরিশোঽব্রবীৎ ॥
তুষ্টোঽহং কামদয়িতে কামোৎপত্তির্ভবিষ্যতি ॥

লাগিলেন। শঙ্কর কহিলেন,—হে কান্তে! তোমার এই অভীষ্ট-পূর্ণ হইবে, অচিরকালে তোমার কান্ত কাম ত্রিলোকমধ্যে অনঙ্গ নামে বিখ্যাতিলাভ করিবে। এইরূপ অভিহিতা মদনবনিতা রতি মস্তকদ্বারা মহাদেবকে বন্দনা করিয়া হিমালয়ের উপবনান্তরে গমন করিল। রতি যখনই সেই বনের এক একটী রম্যস্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল, তখনি সে দীনার ন্যায় বহু বিলাপ করিল; আর মরণের জন্য অধ্যবসায় করিয়াও সে শিবাজ্ঞাবশতঃ বিরত হইল। এ দিকে নারদবাক্যে প্রণোদিত হিমভূধর তখন সেই শুভযোগে সম্পূর্ণমানস হইয়া সখীদ্বয়সংযুতা নানাভরণভূষিতা পারিজাত-পুষ্পশেখরা শুভ্রচীনাংশুকপরিহিতা কৃত-কৌতুকমঙ্গলা স্বীয় কন্যাকে লইয়া কানন অতিক্রমপূর্ব্বক বন-উপবনে বিচরণ করিতে ছিলেন। তৎকালে তিনি দেখিলেন,—এক নারী রম্য অরণ্যে সানুদেশে বসিয়া রোদন করিতেছে। সেই মহাদীপ্তিমতী রমণীর রূপ অপ্রতর্ক্য, কেন না, রূপে তাহার তুল্য ত্রিলোকে কেহই নাই। সেই রোদমানা রমণীকে দেখিয়া হিমালয় কৌতুকে আবিষ্ট হইলেন, তিনি তাহার সমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কল্যাণি! তুমি কে, কাহার রমণী, কেনই বা রোদন করিতেছ? হে লোকসুন্দরি! তোমার ক্রন্দনের কারণ অল্প বলিয়া আমার মনে হয় না। রমণী হিমগিরির বাক্য শুনিয়া শোক-বাক্যে বসন্তের সহিত বিলাপ ও দীর্ঘনিশ্বাসে দৈন্যবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিতে লাগিল। রতি কহিল,—হে সুব্রত! আমাকে কামের প্রিয়া ভার্য্যা রতি বলিয়া বিদিত হউন। ভগবান্ গিরিশ এই গিরিতে তপোরত ছিলেন, আমার পতি কাম তাঁহার তপোবিঘ্ন উৎপাদন করেন, এ জন্য তিনি রুষ্ট হইয়া ক্রোধে নয়ন বিস্ফারিত করিয়াছিলেন; তারপর নয়ন হইতে প্রজ্বলিত অনলশিখা বাহির করিয়া কামকে ভস্মাবশেষে পরিণত করিয়াছেন। ইহাতে আমি ভয়বিহ্বল হই এবং শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার স্তব করি; তারপর গিরিশ আমার স্তবে তুষ্ট হইয়া আমাকে বলিয়াছেন,—"হে কাম-

মৎস্তুতিঞ্চাপ্যধীয়ানো নরো ভক্ত্যা মদাশ্রয়ঃ।
লপ্স্যতে কাঙ্ক্ষিতং কামং নিবর্ত্ত মরণাদপি॥
প্রতীক্ষমাণা তদ্বাক্যমাশাবেশবশাদহম্।
শরীরং পরিরক্ষিষ্যে কিঞ্চিৎকালং মহাত্মতে॥
ইত্যুক্তস্তু তয়া রত্যা শৈলঃ সম্ভ্রমভীষণঃ।
পাণাবাদায় তনয়াং গন্তুমৈচ্ছৎ স্বকং পুরম্॥২৭৮
ভাবিনোঽবশ্যভাবিত্বাত্তবিত্রী ভূতভাবিনী।
লজ্জমানা সখিমুখৈরুবাচ পিতরং গিরিম্॥২৭৯
শৈলপুত্র্যুবাচ।
দুর্ভগেন শরীরেণ কিং মমানেন কারণম্।
কথঞ্চ তাং দশাং প্রাপ্তঃ শঙ্করো মে পতির্ভবেৎ
তপোভিঃ প্রাপ্যতেঽভীষ্টং নাসাধ্যন্তু তপস্ততঃ
দুর্ভগত্বং বৃথা লোকে বিহিতে সতি সাধনে॥

তপসি ভ্রষ্টসন্দেহা ততঃ স্বার্থজিগীষয়া।
এবন্তপঃ করিষ্যেঽহং যামীত্যুক্তবতীং সুতাম্
উবাচ বাচা শৈলেন্দ্রো গদ্গদস্বরবর্ণয়া॥২৮২
হিমবানুবাচ।
উ মেতি চাপলং পুত্রি ন ক্ষমন্তাবকং বপুঃ।
সোঢ়ুং ক্লেশান্ স্বরূপস্থ তপসঃ সৌম্যদর্শনে।
ভাবীন্যপি চ কার্য্যাণি পদার্থানি সদৈব তু।
ভাবিনোঽর্থা ভবন্ত্যেব বহবোঽনিচ্ছতোঽপি হি
তস্মান্ন তপসা তেঽস্তি বালে কিঞ্চিৎ
প্রয়োজনম্।
ভবনঞ্চৈব গচ্ছামি চিন্তয়িষ্যামি তত্র বৈ॥২৮৫
ইত্যুক্তা তু যদা নৈব গৃহমন্বেতি শৈলজা।
ততোঽদ্রিশ্চিন্তয়াবিষ্টঃ স্বসুতাং প্রশশংস চ।
ততোঽন্তরিক্ষে দিব্যা চ বাগভূত্ভুবনত্রয়ে॥২৮৭
উ মেতি চাপলং পুত্রি ত্বয়োক্তা তনয়া যতঃ।

দয়িতে। আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, পুনরায় কামোৎপত্তি হইবে। তুমি মরণ-প্রযত্ন হইতে নিবৃত্ত হও। আমার শরণাপন্ন হইয়া যে নর ভক্তিপূর্ব্বক তোমার কৃত এই স্তব পাঠ করিবে, তাহারও অভীষ্ট লাভ হইবে।” অতঃপর আমি মরণের জন্যও অধ্যবসায় করিয়াছিলাম, কিন্তু শিব-বাক্যের আশাবেশে পতির উৎপত্তি প্রতীক্ষমাণা হইয়া তাহা হইতেও নিবৃত্ত রহিয়াছি। হে মহাত্মতে! আমি আরও কিছুকাল পতির প্রতীক্ষার্থ শরীর রক্ষা করিব। রতির তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলতাবশে হিমশৈলের শরীর ভীষণাকার ধারণ করিল, তিনি পুত্রীকে করে ধারণ করিয়া নিজ গৃহে গমনার্থ উদ্যত হইলেন। যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, পার্ব্বতী ভূতভাবিনী অবশ্যই হইবেন; তথাপি লজ্জমানা গিরিজা নিজে পিতাকে না বলিয়া সখীগণের মুখে পিতার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শৈলপুত্রী কহিলেন,—আমার দুশ্চিহ্নযুক্ত এই দেহে কি কার্য্য হইবে? আমাকে বিবাহ করিয়া বিবিধ দুর্দ্দশাদিভেরও আশঙ্কা আছে, অতএব শঙ্করই বা কেন আমার পতি হইবেন? তপস্যা দ্বারা অভীষ্ট লাভ হয়, তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই; বিশেষতঃ তপস্যার সাধন হইলে দুর্ভগত্ব বলিয়া কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। অতএব আমি তপস্যার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া স্বার্থজয়ের জন্য তপস্যা করিব। কন্যা এইরূপ কহিয়া ‘গমন করি’, এই কথা কহিলে হিমগিরি গদ্গদ স্বরে ও গদ্গদাক্ষরে কহিতে লাগিলেন। হিমবান্ বলিলেন,—হে পুত্রি! তুমি এরূপ চাপল্য প্রকাশ করিও না, কেন না তোমার দেহ সেরূপ তপঃক্ষম নহে! হে সৌম্যদর্শনে! তপস্যা-ক্লেশ সহ্য করিবার অনুরূপ রূপও তোমার নহে। আর দেখ—ভাবী কার্য্য সর্ব্বদা স্বতঃসিদ্ধ; একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাহা হইবার তাহা হইবেই, অতএব হে বালে। তোমার তপস্যায় কোন প্রয়োজন নাই। এখন চল, গৃহে যাই, গৃহে গিয়া এ বিষয়ের চিন্তা করা যাইবে। ২৬১—২৮৫। এইরূপ বলিলেও গিরিনন্দিনী যখন গৃহে গমন করিলেন না, তখন গিরিরাজ চিন্তাবিষ্ট হইয়া পুত্রীর প্রশংসা করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে ত্রিভুবনব্যাপী এক দৈববাণী উত্থিত হইল। ঐ বাণী শৈলরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল—যে হেতু

উমেতি নাম তেনাস্যা ভুবনেষু ভবিষ্যতি ॥
সিদ্ধির্মূর্ত্তিমতী ত্বেষা সাধয়িষ্যতি চিন্তিতম্ ॥২৮৯
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং স তদাকাশমণ্ডলে।
অনুজ্ঞায় সুতাং শৈলো জগামাশু স্বমন্দিরম্ ॥
পুলস্ত্য উবাচ।
শৈলজাপি যযৌ শৈলমগম্যমপি দৈবতৈঃ।
সখীভ্যামনুযাতা তু নিয়তা নগরাজজা।
শৃঙ্গং হিমবতঃ পুণ্যং নানাধাতু বিভূষিতম্ ॥২৯১
দিব্যপুষ্পলতাকীর্ণং ভ্রমরোদ্‌ঘুষ্টপাদপম্।
দিব্যপ্রস্রবণোপেতং মনোরথশতোজ্জ্বলম্ ॥
নানাপক্ষিসমাযুক্তং চক্রবাকোপশোভিতম্।
জলজস্থলজৈঃ পুষ্পৈঃ প্রফুল্লৈরুপশোভিতম্ ॥
চিত্রকন্দরসংস্থং দিব্যগেহসমন্বিতম্।
বিহঙ্গসঙ্ঘসংঘুষ্টং কল্পপাদপসঙ্কটম্ ॥ ২৯৪
তত্রাপশ্যন্ মহাশাখং শাখিনং হরিতচ্ছদম্।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥
নানাপুষ্পশতাকীর্ণং নানাবিধফলান্বিতম্।
ত্যক্তং সূর্য্যস্য রুচিভির্ভিন্নসংহতপল্লবম্ ॥ ২৯৬
তত্রাম্বরাণি সন্ত্যজ্য ভূষণানি চ শৈলজা।
সংবীতা বল্কলৈর্দিব্যৈর্দর্ভনির্ম্মিতমেখলা ॥ ২৯৭
ত্রিঃস্নাতা পাটলাহারা বভূব শরদাং শতম্ ॥২৯৮
শতমেকেন জীর্ণেন পর্ণেনাবর্ত্তয়ত্তদা।
নিরাহারা শতং সাভূৎ সমানাং তপসো নিধিঃ
তত উদ্বেজিতাঃ সর্ব্বে প্রাণিনস্তপসোহগ্নিনা।
ততঃ সস্মার ভগবান্ মুনীন্ সপ্ত শতক্রতুঃ ॥
তে সমাগম্য মুদিতাঃ সর্ব্বে সম্পূজিতাস্তথা।
পূজিতাস্তে মহেন্দ্রেণ পপ্রচ্ছুস্তৎপ্রয়োজনম্।
কিমর্থং হি সুরশ্রেষ্ঠ সংস্মৃতাস্ম বয়ং ত্বয়া ॥৩০১
শক্রঃ প্রোবাচ শৃণ্বন্তু ভগবন্তঃ প্রয়োজনম্।

তুমি তোমার পুত্রীর প্রতি চাপল্য প্রতিষেধক 'উ মা' এই বাক্য বলিয়াছ, অতএব তোমার তনয়া ত্রিভুবনে 'উমা' নামে বিখ্যাতা হইবে। তোমার এই তনয়া মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি, ইহা হইতে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তখন হিমালয় আকাশমণ্ডলে তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তনয়ার তপস্যায় আদেশ প্রদানপূর্ব্বক সত্বর স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। পুলস্ত্য কহিলেন,—নিয়তব্রতা শৈলসুতাও দেবতাদিগেরও অগম্য হিমালয়ের এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সখীদ্বয়ও তাঁহার অনুগমন করিল। গিরিজা হিমগিরির নানা ধাতুবিভূষিত এক পুণ্য শৃঙ্গের আশ্রয় লইলেন। ঐ শৃঙ্গ দিব্য পুষ্প ও লতায় আকীর্ণ, তত্রত্য পাদপে ষট্‌পদগণের ঘন রব উত্থিত হয়, সেই শৃঙ্গ প্রস্রবণোপেত ও শত শত অভীষ্ট দ্রব্যে উজ্জ্বল। নানা পক্ষিসমাযুক্ত চক্রবাকোপশোভিত সেই শৃঙ্গ প্রফুল্ল জলজ ও স্থলজ পূত পুষ্পসমূহে শোভিত। ঐ স্থান বিচিত্র কন্দর দ্বারা অতীব গুপ্ত ও দিব্যগৃহসমন্বিত; তথায় কল্পপাদপ বিদ্যমান, তাহাতে শব্দায়মান বিহঙ্গসঙ্ঘের অধিষ্ঠান। শৈলসুতা সেখানে বহুশাখাযুক্ত হরিদ্বর্ণ বল্কলান্বিত এক বিশাল বৃক্ষ প্রত্যক্ষ করিলেন। ঐ তরু সকল ঋতুতেই নানা প্রকারের কুসুমাকীর্ণ থাকে এবং চক্রবাকগণ দ্বারা উহা শোভিত হয়। উহা নানাপ্রকারের শত শত পুষ্প ও ফলে অন্বিত। ঐ তরুর পত্র পল্লব এতই ঘন সন্নিবিষ্ট যে সূর্য্যরশ্মিও উহাতে প্রবিষ্ট হয় না। গিরিজা ঐ তরুতে বসন ও ভূষণসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য বল্কল পরিধান ও কুশদ্বারা মেখলা নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি ত্রি-সন্ধ্য স্নান ও পত্রাহারে শত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। একটী মাত্র জীর্ণ পর্ণাহারে তাঁহার আর এক শত বৎসর অতিবাহিত হইল। তারপর তপোনিধি ভূধরদুহিতা শত বৎসর নিরাহারে রহিলেন। অনন্তর তাঁহার তপোবহ্নিতে অখিল জীব উদ্বেজিত হইল, তখন ভগবান্ শতক্রতু সপ্তর্ষিগণকে স্মরণ করিলেন। ২৮৬—৩০০। অনন্তর মুদিতমনা মুনিগণ আগমনপূর্ব্বক সমভাবে মহেন্দ্র কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে সুরসত্তম! কি নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছ। শক্র উত্তর করিলেন,—আপনারা প্রয়োজন

হিমাচলে তপো ঘোরং কপ্যতে ভূধরাত্মজা।
তস্যাভিমতযোগেন ভবন্তঃ কর্ত্তুমর্হথ।
তপঃসমাপনং দেব্যা জগদর্থে ত্বরান্বিতাঃ ॥৩০৩
তথেত্যুক্তা ততঃ শৈলং সিদ্ধসঙ্ঘাতসেবিতম্।
উচুরাগম্য মুনয়স্তামথো মধুরাক্ষরম্ ॥ ৩০৪
পুত্রি কস্তে ব্যবসিতঃ কামঃ কমললোচনে।
তানুবাচ ততো দেবী সাদরং গৌরবান্মুনীন্ ॥

দেব্যুবাচ।

তপস্বন্তো মহাভাগাঃ প্রোহ্য মৌনং ভবাদৃশাম্
বন্দনায় নিযুক্তা ধীর্যাচয়ত্যবিকল্পিতম্ ॥ ৩০৬
সুপ্রসন্নমুখা যূয়ং গৃহীত্বাসনমাদিতঃ।
উপবিষ্টাঃ শ্রমং মুক্তা ততঃ প্রক্ষ্যথ মামহ ॥
ইত্যুক্তান্তে ততশ্চক্রুস্তত্রাসনপরিগ্রহম্ ॥ ৩০৮
সা চ তান্ বিধিবৎ পূর্ব্বং পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
উবাচাদিত্যসঙ্কাশান্ মুনীন্ সপ্ত ঋষীন্ শনৈঃ
ত্যক্তা ব্রতাত্মকং মৌনং নত্বা চ বিধিবন্মুনীন্ ॥

ভগবন্তোঽপি মৌনান্তে তস্যাঃ সপ্তর্ষয়োঽন্যথ
গৌরবাধারতাং প্রাপ্তাং পপ্রচ্ছুস্তাং পুনস্তথা
সাপি গৌরবগর্ব্বেণ মনসা চারুহাসিনী।
মুনীন্ সর্ব্বাংস্তথালোক্য প্রোবাচ প্রোহ্য বাগ্যমম্ ॥ ৩১১
ভগবন্তো বিজানীথ প্রাণিনাং মনসেঽপ্সিতম্
শরীরাদিভিরত্যর্থং কদর্থ্যন্তে হি দেহিনঃ ॥ ৩১২
কেচিত্তু নিপুণাস্তত্র ঘটন্তে বিবিধোদ্যমৈঃ।
উপায়ৈর্দুর্লভান্ ভাবান্ প্রাপ্নুবন্তি হৃতশ্রিতাঃ
অপরে তু পরিচ্ছিদ্য নানাকারানুপক্রমান্।
দেহান্তরার্থং সারম্ভমাশ্রয়ন্তি হি তদ্‌ব্রতম্ ॥ ৩১৪
মম ত্বাকাশসম্ভূত-কুসুমস্রগ্বিভূষিতম্।
বিন্ধ্যশৃঙ্গং প্রষ্টুকামো হস্তঃ প্রসরতে মুহুঃ ॥৩১৫
অহং কিল ভবং দেবং পতিং প্রাপ্তুং সমুদ্যতা
প্রকৃত্যৈব দুরারাধ্যং তপস্তস্থ সম্প্রতি।

শ্রবণ করুন। হিমশৈলজা হিমাচলে ঘোর তপস্যা করিতেছেন, আপনারা জগতের হিতার্থ দেবীর অভিমতানুসারে সত্বর তাঁহার তপস্যা সম্পূর্ণ করুন। অনন্তর মুনিগণ 'তাহাই হউক' বলিয়া সিদ্ধসঙ্ঘসেবিত হিমশৈলে গমনপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে মধুরাক্ষর বাক্যে বলিলেন,—হে কমললোচনে পুত্রি! তুমি কোন্ কামনায় এইরূপ অধ্যবসায় করিয়াছ? অতঃপর দেবীও তাঁহাদিগের প্রতি গৌরবপ্রদর্শনপূর্ব্বক সাদরে বলিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা তপস্বী, তাই আমি মৌন পরিত্যাগ করিতেছি এবং আপনাদের মত মুনিগণের বন্দনার জন্য আমার বুদ্ধি নিযুক্ত করিতেছি; অতঃপর আপনাদের নিকট আমার সঙ্কল্পও জ্ঞাপন করিব। আপনারা সর্ব্বাগ্রে সুপ্রসন্নবদনে আসন গ্রহণ ও উপবেশন করিয়া শ্রমাপনোদন করুন, তারপর আমাকে আমার কামনা জিজ্ঞাসা করিবেন। অনন্তর মুনিগণ দেবীর প্রার্থনায় আসন পরিগ্রহ করিলেন, দেবীও ব্রতাত্মক মৌন পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবাকরদ্যুতি সেই সপ্তর্ষিগণকে যথাবিধি পূজা ও প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। অনন্তর মৌনভঙ্গে দেবীর প্রতি ঋষিগণের গৌরব আকৃষ্ট হইল, ভগবান্ সপ্তর্ষিগণও পুনরায় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। চারুহাসিনী দেবীও মনে মনে গৌরবান্বিত হইয়া বাক্‌সংযম পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনিগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন;—আপনারা দেহীদিগের হৃদ্‌গত ভাব বিদিত আছেন; দেহীরা দেহাদি দ্বারা অত্যন্ত অপকার্য্য করিয়া থাকে! তন্মধ্যে যাঁহারা নিপুণ তাঁহারা বিবিধ উদ্যমে উদ্‌যুক্ত ও অনলস হইয়া নানা উপায়ে ইহকালেই দুর্লভভাব সংগ্রহ করেন; আর অনিপুণ ব্যক্তিগণ কার্য্যসকল বিবিধাকারে বিভাগ করিয়া লইয়া পরদেহে ফল লাভার্থ তত্তৎকার্য্য সাধনের উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে ।৩০১--৩১৫। কিন্তু আমার হস্ত আকাশকুসুমের মাল্যভূষিত বিন্ধ্যশৃঙ্গ স্পর্শ করিতে মুহুর্মুহু প্রসারিত হইতেছে। আমি ভবদেবকে পতি পাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি, তিনি স্বভাবতঃ দুরারাধ্য, তাহাতে আবার সম্প্রতি

সুরাসুরৈরনির্ণীতং পরমার্থ ক্রিয়াশ্রয়ম্ ॥ ৩১৬
সাম্প্রতঞ্চাপি নির্দগ্ধো মদনো বীতরাগিণা।
কথমারাধয়েদীশং মাদৃশী তাদৃশং শিবম্ ॥৩১৭
ইত্যুক্তা মুনয়স্তে তু স্থিরতা মনসস্ততঃ।
জ্ঞাতুমস্যা বচঃ প্রোচুঃ প্রক্রমাৎ প্রকৃতার্থকম্ ॥

মুনয় উচুঃ।

দ্বিবিধন্তু সুখং তাবৎ পুত্রি লোকে বিভাব্যতে
শরীরস্যাস্থ সংযোগশ্চেতসশ্চাপি নিবৃত্তিঃ ॥
প্রকৃত্যা তু স দিগ্বাসা ভীমো ভস্মাস্থিভূষণঃ।
কপালী ভিক্ষুকো নগ্নো বিরূপাক্ষোহস্থিরক্রিয়ঃ
প্রমত্তোন্মত্তকাকারো বীভৎসোহকৃতসংগ্রহঃ ॥
পত্যা ন তেন চাস্ত্যর্থো মূর্ত্তানর্থেন কাঙ্ক্ষিতঃ।
যদি স্বস্য শরীরস্য সুখমিচ্ছসি শাশ্বতম্ ॥ ৩২২
তৎকথস্তে মহাদেবাস্তূতভাজো জুগুপ্সিতাৎ।
স্রবন্নরবসাসাস্থি-কপালকৃতভূষণাৎ ॥ ৩২৩

শ্বসদুগ্রভুজঙ্গেন্দ্র-কৃতভূষণভূষিতাৎ।
শ্মশানবাসিনো রৌদ্রপ্রমথানুগতাদপি ॥ ৩২৪
সুরেন্দ্রমকুটব্রাত-নিঘৃষ্টচরণোহরিহা।
হরিরস্তি জগদ্ধাতা শ্রীকান্তোহনন্তমূর্ত্তিমান্ ॥
জপ্যো যজ্ঞভুজামস্তি তথেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
দেবতানাং নিধিশ্চাস্তি জ্বলনঃ সর্ব্বকামধুক্ ॥
বায়ুরস্তি জগদ্ধাতা যঃ প্রাণঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
তথা বৈশ্রবণো রাজা সর্ব্বার্থমহিমা প্রভুঃ ॥৩২৭
এভ্য একতমং কস্মান্ন ত্বং সম্প্রাপ্তুমিচ্ছসি।
উতান্যস্মাদিহ প্রাপ্যং সুখন্তে মনসেহিতম্ ॥
এবমেতত্তথা পুত্রি প্রভাবো লোকসম্পদাম্।
অস্মিন দেহে পরে বাপি কল্যাণপ্রাপ্তয়ে তব
পিতুরেবাস্তি তে সর্ব্বং সুরেভ্যো যন্নিবেদিতম্
বরস্য প্রাপ্তয়ে ক্লেশঃ স চাপ্যত্রাফলস্তরুঃ ॥৩৩০

তপোময়। তিনি পরমার্থ ক্রিয়ার আশ্রয়, সুর অসুর কেহই তাঁহাকে নির্ণয় করিতে পারে না। সেই বীতরাগ গিরীশ কর্ত্তৃক সম্প্রতি কামও দগ্ধ হইয়াছে! অতএব আমার মত ব্যক্তি কিরূপে তথাবিধ শিবের আরাধনা করিতে পারে? অনন্তর মুনিগণ এইরূপে অভিহিত হইয়া তাঁহার মনের স্থিরতা বুঝিবার জন্য কথা প্রক্রমানুসারে প্রকৃত অর্থযুক্ত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। মুনিগণ বলিলেন,—হে পুত্রি! সংসারের সুখ দ্বিবিধ, —বাসনাময় দেহপ্রাপ্তি ও বাসনার নিবৃত্তি। তুমি যাঁহাকে পতি পাইতে ইচ্ছুক, তিনি স্বভাবতঃ দিগ্‌বাসা ও ভয়ঙ্কর, অস্থি ও ভস্ম তাঁহার ভূষণ,তিনি কপালী,ভিক্ষুক নগ্ন ও বিরূপাক্ষ। তাঁহার কার্য্যের স্থিরতা নাই, তিনি প্রমত্ত উন্মত্ত বীভৎসাকার ও সঞ্চয়হীন। এরূপ পতিতে তোমার প্রয়োজন নাই, তুমি বৃথা বস্তুতে অভিলাষিণী হইয়াছ। যদি নিজ দেহের নিত্য সুখ চাও, তবে নিন্দিত ভূতসেবী মহাদেবে তোমার কি প্রয়োজন? তাঁহার ভূষণ মানুষের অস্থি, ও কপাল, তাহা হইতে বসা ক্ষরিত হয়; তাঁহার অপর ভূষণ সর্পরাজ! সেই উগ্র নাগের নিশ্বাসে বিষবায়ু বহির্গত হয়। অধিক কি, শ্মশানবাসী ভীষণ প্রমথগণ তাঁহার অনুগ! জগদ্ধাতা অনন্তমূর্ত্তিমান্ শ্রীকান্ত অরিহা হরি আছেন, সুরবরগণের মুকুটশ্রেণী তাঁহার চরণে ঘৃষ্ট হয়। ঐরূপ যজ্ঞভোজী দেবগণের জপ্য দেবরাজ পাকশাসন ইন্দ্র আছেন। সর্ব্বকামধুক্ দেবনিধি হুতাশন আছেন, সর্ব্বদেহীর প্রাণ জগদ্ধাতা বায়ু আছেন, সর্ব্বার্থমহিমান্বিত প্রভু রাজা কুবের আছেন—তুমি কেন ইঁহাদের মধ্যে কোন একজনকে পতি পাইতে অভিলাষ করিতেছ না? তুমি অন্য যে কোন দেবতাকে পতি কর, তাঁহারই নিকট তোমার মনোভীষ্ট লাভ হইতে পারে। ৩১৬—৩২৮। হে পুত্রি! ইহা এইরূপই, কেন না ইহা স্বর্গলোকসম্পদেরই প্রভাব। এই দেহে কিংবা পরদেহে যাহা তোমার কল্যাণলাভের আস্পদ যাহা তুমি দেবগণের নিকট নিবেদন করিয়াছ, তৎ সমস্ত তোমার পিতার করায়ত্ত, কেন না, তোমার বরদাতা দেবতারা তোমার পিতার অধিকারে বাস করেন। এ সম্বন্ধে তুমি যে হর-বরপ্রাপ্তির জন্য ক্লেশ করি-

প্রায়েণ প্রার্থিতো হ্যর্থঃ সমর্থো হ্যতদুর্লভঃ।
স্বস্থানবিনিয়োগিত্বাৎ পুত্রি তত্রাপি লভ্যতে॥
ইত্যুক্তবৎসু কুপিতা মুনিবর্য্যেষু শৈলজা।
উবাচ ক্রোধরক্তাক্ষী বিস্ফুরদ্দশনচ্ছদা॥ ৩৩২
দেব্যুবাচ।
অসদ্গ্রহস্য কা নীতির্ব্যসনস্য কা যন্ত্রণা।
বিপরীতার্থবোদ্ধারঃ সৎপথে কেন যোজিতাঃ॥
এবং মাং বিত্থ দুষ্প্রজ্ঞামস্থানাসদ্গ্রহপ্রিয়াম্।
ন মাং প্রতি বিচারোঽস্তি যদহঙ্কারমানিনী॥
প্রজাপতিসমাঃ সর্ব্বে ভবন্তঃ সর্ব্বদর্শিনঃ।
ন নূনং বিত্থ তং দেবং শাশ্বতং জগতঃ প্রভুম্।
অজমীশানমব্যক্তমমেয়মহিমোদয়ম্॥ ৩৩৫
আস্তাং তৎকর্ম্মসদ্ভাবং সম্বোধং তাবদাবৃতম্।
বিদুস্তং ন হরিব্রহ্মমুখা অপি সুরেশ্বরাঃ॥ ৩৩৬
যত্তস্য বিভবং ঘোরং ভুবনেষু বিজৃম্ভিতম্।
প্রকটং সর্ব্বভূতানাং তদপ্যথ ন বিত্থ কিম্।
কস্যৈতদ্গগনং মূর্ত্তিঃ কস্যাগ্নিঃ কস্য মারুতঃ।
কস্য ভূঃ কস্য বরুণঃ কশ্চন্দ্রার্কবিলোচনঃ॥৩৩৮
কস্যার্চ্চয়ন্তি লোকেষু লিঙ্গং ভক্ত্যা সুরাসুরাঃ
যচ্চ ব্রহ্মেশ্বরা দেবা বিষ্ণিন্দ্রাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
প্রভাবং প্রভবং বাপি তেষামপি ন বিত্থ কিম্
অদিতেঃ কশ্যপাজ্জাতা দেবা নারায়ণাদয়ঃ।
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রো হ্যদিতির্দক্ষপুত্রিকা॥ ৩৪১
মরীচিশ্চাপি দক্ষশ্চ পুত্রৌ তৌ ব্রহ্মণঃ কিল।
ব্রহ্মা হিরণ্ময়াদণ্ডাদেব সিদ্ধবিভূতিকঃ॥ ৩৪২
কস্য প্রাদুরভূদ্ধ্যানাৎ প্রাকৃতঃ প্রাকৃতাংশকঃ।
অথ নারায়ণেনৈব স্বকীয়েচ্ছাসমাশ্রয়াৎ॥৩৪৩
তৎপ্রেরিতঃ প্রয়াত্যেষ জন্ম নারায়ণাত্মকম্।

তেছ, তোমার সে মনোরথতরু নিষ্ফল; কেননা প্রাপ্তিযোগ্য বস্তুও প্রার্থিত হইলে প্রায়ই অতি দুর্লভ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাও পাইতে—যদি তুমি তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা করিতে। হে পুত্রি! তুমি তোমার নিজের স্থানে থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছ, সুতরাং তাঁহাকে পাইবে কিরূপে? মুনিবরগণ এইরূপ বলিলে পার্ব্বতী কুপিতা হইলেন, ক্রোধে তাঁহার নয়ন রক্তিম ও অবরোষ্ঠ বিস্ফুরিত হইল। দেবী বলিলেন,—অহো! অসদ্গ্রহের নীতি কি? এবং ব্যসনেরই বা যন্ত্রণা কি! বিপরীতার্থজ্ঞগণকে কিরূপে সৎপথে নিযুক্ত করা যায়? আপনারা আমাকে এইরূপ দুষ্প্রজ্ঞা বলিয়াই বুঝুন, আমি অস্থানে অসদ্গ্রহে আসক্ত হইয়াছি। আমি অহঙ্কারমানিনী, আমার বিষয়ে কিছুই নাই। আপনারা সকলেই প্রজাপতিতুল্য ও সর্ব্বদর্শী; সেই দেব যে জগতের সনাতন প্রভু, আপনারা ইহা নিশ্চয়ই জানেন না। তিনি অজ, ঈশান, অব্যক্ত, অমেয়মহিমোদয়; তাঁহার জ্ঞান ও সৎ অসৎকর্ম্মের আলোচনা আবৃত থাকুক অর্থাৎ তাহা উদ্ঘাটন করিবার প্রয়োজন নাই। হরি ও চতুরানন প্রমুখ অমরেশ্বরগণও তাঁহাকে জানিতে পারেন না। তিনি পরকীয় ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যযুক্ত নহেন, তদীয় নিজোত্থিত ঐশ্বর্য্য ত্রিভুবনে উর্জ্জিত। অখিল প্রাণী তাঁহা হইতে প্রকটিত, ইহাও কি আপনারা জানেন না? এই আকাশমূর্ত্তি কাহার? আর এই অগ্নি ও মারুতমূর্ত্তিই বা কাহার? পৃথিবী ও জলমূর্ত্তি কে? সূর্য্য ও চন্দ্র কাহার চক্ষু? ত্রিলোকে সুরাসুরগণ ভক্তিভরে কাহার লিঙ্গের অর্চ্চনা করে? ইহাঁ হইতে যে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেব এবং মহর্ষিগণ প্রাদুর্ভূত, ইহাও কি আপনারা জানেন না? যে কশ্যপ ও অদিতি হইতে নারায়ণাদি দেবতার জন্ম, সেই কশ্যপ মরীচির পুত্ররূপে এবং অদিতি দক্ষের দুহিতৃরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ মরীচি ও দক্ষ, উভয়েই ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মা হিরণ্ময় অণ্ড হইতে উদ্ভূত। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ইহাঁর করায়ত্ত। ৩২৯—৩৪২। এই প্রকৃতিপরিণামিত প্রাকৃত পুরুষ কাহার ধ্যানবলে প্রাদুর্ভূত? অনন্তর বিষ্ণুর বিষয় বলিতেছি। বিষ্ণু তাঁহারই প্রেরণায় জন্ম লন এবং তাঁহারই ইচ্ছার আশ্রয়ে নারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

প্রাণি কর্ম্মণ এবোক্তা প্রেরণা বিবশাত্মনাম্ ॥
যথোন্মাদাদি দুষ্টস্য মতিরেব হি সা ভবেৎ।
ইষ্টানেব পদার্থান্ বৈ বিপরীতান্ হি মন্যতে ॥
লোকস্য ব্যবহারেষু দৃষ্টেষু হসতে সদা।
ধর্ম্মাধর্ম্মফলপ্রাপ্তৌ বিষ্ণুমেব নিবোধত ॥৩৪৬
বিদধ্বমিথং মুনয়োঽসকৃচ্চ মে
গিরঃ গিরীশশ্রুতিভূমিসন্নিধৌ।
উৎকৃষ্টকেদার ইবাবনীতলে
সুবীজমুষ্টিং সুফলায় কর্ষকাঃ ॥ ৩৪৭
তে তাং শ্রুত্বা হি তাং রম্যাং প্রক্রমাৎ
প্রক্রমক্রিয়াম্।
বাচং বাচস্পতিপ্রখ্যাঃ প্রোচুশ্চ স্মিতসুন্দরাঃ
মুনয় উচুঃ।
যাতে লোকবিধানে তু সত্যং তৎকার্য্যমুত্তমম্
প্রায়ঃ প্রালেয়শৈলস্য শঙ্কা তৎকালরূপিণঃ ॥৩৪৯
সত্যমুৎকণ্ঠিতাঃ সর্ব্বে যে যে কার্য্যার্থমুদ্যতাঃ।
তেষাং স্বরাস্য চেতাংসি কিন্নু নাম মহাত্মনাম্
লোকযাত্রানুগন্তব্যা বিশেষেণ বিবক্ষিতৈঃ।
যতস্তদ্ধর্ম্মমেধন্তে তৎপ্রামাণ্যং পরে ধৃতাঃ।
ইত্যুক্তা মুনয়ো জগ্মুস্ত্বরিতাশ্চ হিমাচলম্ ॥৩৫১
তত্র তে পূজিতাস্তেন হিমশৈলেন সাদরম্।
উচুর্মুনিবরাঃ প্রীতাঃ স্বল্পকস্তু ত্বরান্বিতাঃ ॥ ৩৫২
মুনয় উচুঃ।
দেবো দুহিতরং সাক্ষাৎ পিনাকী তব মার্গতে।
তচ্ছীঘ্রং পাবয়াত্মানমাহুত্যেবানলে হুতম্ ॥৩৩৫
কার্য্যং হি তচ্চ দেবানাং সুচিরং পরিবর্ত্ততে।
জগদুদ্ধারণায়ৈষ বিধাতব্যঃ সমুদ্যমঃ ॥ ৩৫৪
ইত্যুক্তস্তু তদা শৈলো হর্ষাবেশবশান্মুনীন্।
অসমর্থোঽভবদ্বক্তুমুত্তরং প্রার্থয়ন্নিব ॥ ৩৫৫

এই প্রেরণা কর্ম্মবশেই ঘটিয়া থাকে, উহা ববশাত্মাদিগের উপরই প্রভুত্ব করে এবং ঐ প্রেরণা উন্মাদাদি দুষ্ট ব্যক্তির মতির ন্যায় হয়। তথাবিধ বিবশ ব্যক্তিই ইষ্ট পদার্থকে অনিষ্ট বলিয়া মনে করে এবং লোকগণের ব্যবহারেও বহিদৃষ্টিতে সর্ব্বদা উপহাস করিয়া থাকে। আর বিষ্ণুকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলপ্রাপ্তির মূল বলিয়া বিদিত হউন। হে মুনিগণ! কৃষককুল যেমন উত্তম ফললাভের জন্য উৎকৃষ্ট কেদাররক্ষিত ক্ষেত্রে উত্তম বীজমুষ্টি নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ আপনারাও আমার এই বাক্য শঙ্করের কর্ণমূলে বারম্বার বিজ্ঞাপন করুন। পার্ব্বতীর মুখে প্রক্রমাগত ও অভিপ্রায়সাধক সেই রম্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য বিকাশে সুন্দরবদন বাক্‌পতি সদৃশ ঋষিগণ বলিলেন,—লোক-সংস্থান প্রয়োজন হইলে এইরূপ করাই উত্তম, ইহা সত্য; কিন্তু হিমবাহুল্যে তোমার পিতা অনেকটা জড়প্রকৃতি; সুতরাং কেবল তোমার কথায় নির্ভর করিয়া মহাদেবের নিকট যাওয়া চলে না। কারণ, তোমার পিতা গুরুত্ব না বুঝিয়া যদি এ প্রস্তাবে অনুমোদন না করেন, ইহাই আশঙ্কা। অবশ্য যে সকল মহাত্মা কার্য্যে উদ্যত, কার্য্য সম্পাদনার্থ তাঁহারাই উৎকণ্ঠিত হন এবং তাঁহাদেরই চিত্ত ত্বরাযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যাঁহারা বিবাহ বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক, লোকরীতি অবশ্যই তাঁহাদের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। কারণ এইরূপ করিলেই ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় আর পরবর্ত্তী লোক প্রমাণরূপে তাহা গ্রহণ করে। মুনিগণ এইরূপ কহিয়া সত্বর হিমালয়ের সমীপে উপনীত হইলেন। তখন হিমালয়ও সাদরে ঋষিগণের পূজা করিলেন। পূজা-প্রাপ্ত মুনিগণ প্রীত হইয়া ত্বরাসহকারে তাঁহাকে স্বল্পবাক্যে বলিতে লাগিলেন। ৩৪৩—৩৫২। মুনিগণ বলিলেন,—সাক্ষাৎ দেবদেব পিনাকী তোমার পুত্রীকে প্রার্থনা করিতেছেন, হুতাশনে আহুতি দিয়া লোক যেমন আপনাকে পূত করে, তদ্রূপ তুমিও সত্বর তাঁহাকে কন্যাদান করিয়া আত্মাকে পবিত্র কর। তোমার এইরূপ কন্যাদানে সুমহৎ দেবোদ্দেশ্য নিহিত আছে; অতএব জগদুদ্ধারার্থ তোমার এ উদ্যম অবশ্য কর্ত্তব্য। তখন এইরূপ আদিষ্ট হইয়া হিমালয় হৃষ্ট হইলেন, প্রার্থী ব্যক্তি যেমন নিজের প্রার্থনা জানাইতে অসমর্থ হয়, হিমগিরিও হর্ষাবেগে

ততো মেনা মুনীন্ বন্দ্য বাচ স্নেহবিক্লবা।
হতুজাম্ নাংশ্চৈব বচনং স্বয়মর্থবৎ ॥ ৩৫৬

মেনোবাচ।

যদর্থং দুহিতুর্জন্ম চেচ্ছন্ত্যপি মহাফলম্।
তদেবোপস্থিতং সর্ব্বং প্রক্রমেণৈব সাম্প্রতম্ ॥
কুলজন্মবয়োরূপ-বিভূতৈঃ সহিতোঽপি যঃ।
বরস্তস্যাপি নাহুয় সুতা দেয়া স্বযাচতঃ ॥ ৩৫৮
দিগ্বাসা জটিলঃ শূলী দগ্ধকামোঽপি কামদঃ।
স তু মৎসুতয়া ঘোরঃ কথং নাম উপাস্যতে ॥

মুনয় উচুঃ।

ঐশ্বর্য্যমবগচ্ছস্ব শঙ্করস্য সুরাসুরাঃ।
আরাধ্যমানপাদাব্জ-যুগলাশ্চ সুনির্বৃতাঃ ॥৩৬০
যস্যোপযোগি যদ্রূপং তেন তৎপ্রার্থ্যতে চিরম্
ঘোরং তপস্যতে বালা তেন রূপেণ নির্বৃতা ॥
যৎ সা ব্রতানি দিব্যানি নয়িষ্যতি সমাপনম্।
তদত্রাবহিতা তাবদস্মাস্বেব ভবিষ্যতি ॥ ৩৬২
ইত্যুক্ত্বা গিরিণা সার্দ্ধং যযুর্যত্রাস্তি শৈলজা।
জিতার্কজ্বলনজ্বালা তপস্তেজোময়ী হ্যুমা ॥৩৬৩
প্রোক্তা সা মুনিভিঃ স্নিগ্ধং মানিন্যাহ বচোঽর্থবৎ
নাহং রুদ্রাৎ কিলেচ্ছামি ঋতে শর্ব্বাৎ পিনাকিনঃ।
স্থিতঞ্চ তারতম্যেন প্রাণিনাং পরমর্দ্ধিদম্ ॥৩৬৪
ধীরতৈশ্বর্য্যকার্য্যাণি প্রমাণমতুলং মহৎ।
যস্মান্ন কিঞ্চিদপরং যচ্চ যস্মাৎ প্রবর্ত্ততে ॥৩৬৫
যদৈশ্বর্য্যমনাদ্যন্তং তমহং শরণং গতা।
সমঃ সব্যবসায়শ্চ দৈর্ঘ্যেণ বিপরীতকঃ ॥ ৩৬৭
এবং নিশম্য তে বাচং দেব্যা মুনিবরাস্তদা।
আনন্দাশ্রুপরীতাক্ষাঃ সস্বজুস্তাং তপস্বিনীম্ ॥

তদ্রূপ মুনিগণের কথার উত্তর দিতে অপারগ হইলেন। অনন্তর স্নেহবিক্লবা মেনা মুনিগণকে বন্দনা করিয়া তনয়ার বিষয়ে তাঁহাদিগকে বক্ষ্যমাণ সার্থক বাক্য বলিলেন। মেনা কহিলেন,—লোকে যে জন্য দুহিতার মহাফলজনক জন্ম ইচ্ছা করে, সম্প্রতি প্রক্রমবশে তাহা আপনা-আপনিই উপস্থিত হইয়াছে। কন্যার কুল, জন্ম, বয়স, রূপ ও ঐশ্বর্য্যে যে বর অনুরূপ তাদৃশ বরও যদি স্বয়ং প্রার্থী না হয়, তবে তাহাকেও আহ্বান করিয়া কন্যা দান করা কর্ত্তব্য নহে। আপনাদের কথিত এই বর দিগ্বাসা, জটী, শূলী এবং কামদ হইয়াও কামনাশী; আমার কন্যা সেই ঘোর বরের কিরূপে উপাসনা করিবে? মুনিগণ কহিলেন,—শঙ্করের ঐশ্বর্য্য অবগত হও,—সুরাসুরগণ তাঁহার পাদপদ্মযুগলের আরাধনা করিয়া পরম নির্বৃত হন। যে রূপ যাহার উপযোগী, সে তাহাই প্রার্থনা করে, ইহাই চিরন্তন নিয়ম। সেই বালা ঘোর তপস্যা করিতেছে, সুতরাং ঘোর রূপেই তাহার সন্তোষ জন্মিবে। ঐ কন্যা যে দিব্য তপোব্রত অবলম্বন করিয়াছে, তাহা সে সমাপন করিবে। অতএব আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে তোমার কন্যা অবশ্যই অবহিত হইবে। মুনিগণ এইরূপ কহিয়া গিরিরাজের সহিত গিরিজার নিকট গমন করিলেন। তখন তপস্যায় তেজোময়ী উমা স্বীয় তেজে সূর্য্য ও অনলজ্বালা পরাজিত করিয়াছিলেন; মুনিগণ তাঁহাকে স্নিগ্ধবাক্যে বিবাহের বিষয় বলিলে, তিনি অর্থযুক্ত বাক্যে কহিলেন,—আমি পিনাকী রুদ্র শঙ্কর ব্যতীত অন্য কাহাকেও পতি প্রার্থনা করি না। যিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত ভাবে অবস্থিত, যিনি প্রাণিগণকে পরম ঋদ্ধিদান করেন; যিনি ধীরতা ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত; যিনি কার্য্য ও অতুলনীয় মহান্ প্রমাণ, যিনি ভিন্ন অপর কোন বস্তুই নাই, যাহা হইতে সমগ্র জগৎ প্রবর্ত্তিত, যাঁহার ঐশ্বর্য্য আদি ও অন্তহীন, আমি সেই শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনারা মনে করিবেন না যে, আমার সহিত তাঁহার যোগ অযোগ্য হইবে। অবশ্য উচ্চের সহিত নীচের যোগ হইলে বিপরীত ফল হয়, এ স্থলে তাহা হইতেছে না, তাঁহার ও আমার চেষ্টা এক, কেননা, তিনিও তপস্বী, আমিও তপস্বিনী, সুতরাং আমি তাঁহার সমই হইতেছি। তখন দেবীর এই বাক্য শ্রবণে মুনিবরগণের নয়ন

তমূচুশ্চ পরমপ্রীতাঃ শৈলজাং মধুরং বচঃ ॥ ৩৬৯
ঋষয় উচুঃ।
অত্যদ্ভুতমহো পুত্রি জ্ঞানমূর্ত্তিরিবামলা।
প্রসাদয়সি নো ভাবং ভবভাবপ্রতিশ্রয়াৎ ॥৩৭০
নম্ন বিদ্মো বয়ং তস্য দেবদৈবস্বর্য্যমদ্ভুতম্।
বুদ্ধিশ্চয়স্য দৃঢ়তাং বেত্তুং বয়মিহাগতাঃ।
অচিরাদেব তম্বঙ্গি কামস্তেষ ভবিষ্যতি ॥৩৭১
আদিত্যঃ সপ্রভো যাতি রত্নেভ্যঃ কা দ্যুতিঃ পৃথক্।
কোহর্থো বর্ণান স্বকাংস্ত্যক্তা তথা ত্বং গিরিশং বিনা ॥ ৩৭২
যামোহনেকাভ্যুপায়েন তমভ্যর্থয়িতুং বয়ম্।
অস্মাকমপি চৈষোহর্থঃ সুতরাং হৃদি বর্ত্ততে ॥
অতস্ত্বমেব সা বুদ্ধির্যতো নীতিস্ত্বমেব হি।
অতো নিঃসংশয়ং কার্য্যং শঙ্করোহপি বিধাস্যতি
ইত্যুক্তা পূজিতাঃ সর্ব্বে মুনয়ো গিরিকন্যয়া।
প্রযযুর্গিরিশং দ্রষ্টুং প্রস্থং হিমবতো মহৎ ॥৩৭৫
গঙ্গাম্ভঃপ্লাবিতাত্মানঃ পিঙ্গাবদ্ধজটাসটাঃ।
ভৃঙ্গানুযাতপাণিস্থ-মন্দারকুসুমস্রজঃ ॥ ৩৭৬
সম্প্রাপ্য তু গিরেঃ প্রস্থং দদৃশুঃ শঙ্করাশ্রমম্।
প্রশান্তাশেষসত্ত্বৌঘং পরিস্তিমিতকাননম্ ॥৩৭৭
নিঃশব্দক্ষোভসলিল-প্রয়াতং সর্ব্বতো দিশম্।
তত্রাপশ্যংস্ততো দ্বারি বীরকং বেত্রপাণিনম্ ॥
তমেতে মুনয়ঃ পূজ্যা বিনীতাঃ কার্য্যগৌরবাৎ
উচুর্মধুরভাষাভিস্তে বাচং বাগ্মিনাং বরাঃ ॥৩৭৯
দ্রষ্টুং বয়মিহায়াতাঃ শঙ্করং গুণনায়কম্।
ত্রিলোচনং বিজানীহি সুরকার্য্যপ্রচোদিতাঃ ॥
ত্বমেব নো গতিস্তত্র যথা কালানতিক্রমঃ।
স্যাৎ প্রার্থ নৈষা প্রায়েণ প্রতীহারময়ী প্রভো

আনন্দজলে আপ্লুত হইল, তাঁহারা সেই তপস্বিনী গিরিজাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পরম প্রীত হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—অহো পুত্রি! তোমার অমলা জ্ঞানমূর্ত্তি অত্যাশ্চর্য্য; আমরাও ভবের বিবাহ বিষয়ক ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছি, তুমি আমাদের সেই ভাবই প্রস্ফুট করিয়া দিলে। অহো! আমরা সেই দেবদেবের অদ্ভুত বিভূতিবিষয়ে অভিজ্ঞ, তথাপি তাঁহাকে পাইবার জন্য তোমার চিত্তের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতে এখানে আসিয়াছি। হে কৃশাঙ্গি! অচিরেই তোমার এ অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। আদিত্য সপ্রভই থাকে, রত্ন হইতে তাহার দ্যুতি কখনও কি পৃথক্ উপলব্ধ হয়? স্বীয় বর্ণ ত্যাগ করিয়া পদ কি অর্থবান্ হয়? তুমিও তদ্রূপ গিরীশ ভিন্ন পৃথক্ থাকিবে না। আমরা এখন নানা উপায়ে শঙ্করের অভ্যর্থনার্থ গমন করিব; আমাদের হৃদয়ে ঐ উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। আর বুদ্ধি বল, নীতি বল, সবই তুমি, সুতরাং নিঃসংশয় শঙ্কর ইহা সম্পাদন করিবেন মুনিগণ এইরূপ বলিলে গিরিজা তাঁহাদের পূজা করিলেন; তাঁহারা শঙ্করের দর্শনার্থ হিমাচলের মহাপ্রস্থে প্রস্থিত হইলেন। মুনিগণ গঙ্গাজলে নিজ দেহ আপ্লুত ও পিঙ্গল জটা-সটা আবদ্ধ করিলেন; তাঁহারা মন্দার কুসুমের মালা করে লইয়া চলিতে লাগিলেন; মালার মধুগন্ধে ভৃঙ্গগণ আসিয়া তাহাতে সঙ্গত হইল। ক্রমে তাঁহারা গিরিপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া শঙ্করের আশ্রম দর্শন করিলেন। আশ্রমের প্রাণিগণ প্রশান্ত, কানন নীরব নিস্পন্দ এবং সলিল নিঃশব্দে ধীরভাবে সর্ব্বদিকে প্রবাহিত। তাঁহারা দেখিলেন,—বেত্রপাণি বীরক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। ৩৫৩—৩৭৮। পূজনীয় মুনিগণ কার্য্য-গৌরববশে তাঁহাকে বিনয় প্রদর্শন করিলেন; অতঃপর বাগ্মিবর মুনিগণ মধুর বাক্যে বীরককে বলিলেন,—প্রভো! আমরা গুণনায়ক ত্রিনেত্র শঙ্করের দর্শনার্থ এখানে সমাগত হইয়াছি; আমাদিগকে দেবকার্য্যে প্রেরিত জানিবে। এখানে তুমিই আমাদের গতি, কেন না, প্রার্থনা প্রায়ই প্রতিহারের অধীন হয় অর্থাৎ প্রতিহার প্রভুর নিকট উপস্থিত করিলেই ফলবতী হইয়া থাকে; অতএব এ বিষয়ে কালক্ষেপ করিও না।

ইত্যুক্তো মুনিভিঃ সোঽথ গৌরবাত্তানুবাচ হ
সবনমোহপরাং সন্ধ্যাং কর্ত্তুং মন্দাকিনীং গতঃ
ক্ষণেন ভাবিতা বিপ্রাস্ততো দ্রক্ষ্যথ শূলিনম্‌ ॥
ইত্যুক্তা মুনয়স্তস্থুর্যত্নাৎ কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
গম্ভীরাম্বুধরং প্রাবৃট্‌ তৃষিতাশ্চাতকা যথা ॥৩৮৩
তথা ক্ষণেন নিষ্পন্ন-সমাচারক্রিয়াবিধিম্‌।
বীরাসনকৃতোদ্দেশং মৃগচর্ম্মনিয়ামিতম্‌ ॥ ৩৮৪
ততো বিনীতো জানুভ্যামবলম্ব্য মহীং মুদা।
উবাচ বীরকো দেবং প্রণম্যৈকসমাশ্রয়ম্‌ ॥৩৮৬
সম্প্রাপ্তা মুনয়ঃ সপ্ত দ্রষ্টুং ত্বাং দীপ্ততেজসম্‌।
বিভো সমাদিশ দ্রষ্টুং ততো ধ্যানমিহার্হসি ॥
ইত্যুক্তো ধূর্জটিস্তেন বীরকেণ মহাত্মনা।
ভ্রূভঙ্গসংজ্ঞয়া তেষাং প্রবেশাজ্ঞাং দদৌ তদা ॥
মূর্দ্ধকম্পেন তান্‌ সপ্ত বীরকোঽপি মহামুনীন্‌।
আজুহাব বিদূরস্থান্‌ দর্শনায় পিনাকিনঃ ॥ ৩৮৯
ত্বরাবদ্ধজটাস্তে চ লম্বকৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ।
বিবিশুর্বেদিকাং দিব্যাং গিরীশস্য বিভোস্ততঃ
বদ্ধপাণিপুটাক্ষিপ্ত-নাকপুষ্পোৎকরাস্ততঃ।
পিনাকিপাদযুগলং বন্দ্য নাকনিবাসিনঃ ॥ ৩৯১
ততঃ স্নিগ্ধেক্ষিতাঃ সন্তো মুনয়ঃ শূলপাণিনা।
গিরীশং তে ততো দৃষ্ট্বা তে সমং তুষ্টুবুর্মুদা ॥
মুনয় উচুঃ।
অহো কৃতার্থা বয়মেব সাম্প্রতং
সুরেশ্বরৈর্বন্দিতপাদপল্লবম্‌।
বিলোকয়ামো গুণগৌরবর্দ্ধিভিঃ
সমাদিশেঃ কার্য্যমশেষরক্ষণম্‌ ॥ ৩৯৩
ততঃ প্রহস্য সর্ব্বজ্ঞ উবাচ মুনিসত্তমান্‌।
ভবতাং যন্মনোগতং কার্য্যং তৎ কুরুতাধুনা ॥
ইত্যুক্তা মুনয়স্তূর্ণং যযুর্যত্র চ শৈলজা।

মুনিগণ এইরূপ বলিলে বীরক গৌরববশে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—শিব সায়ংসন্ধ্যা করিবার জন্য মন্দাকিনীতে গমন করিয়াছেন, হে বিপ্রগণ! আপনারা ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, তারপর শূলীর সহিত সাক্ষাৎকার করিবেন। কার্য্যকুশল ঋষিগণ বীরক কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া সযত্নে অবস্থান করিলেন, তৃষিত চাতক যেরূপ গভীর জলযুক্ত মেঘের প্রতীক্ষায় অবস্থান করে, তাঁহাদের সে অবস্থানও তদ্রূপ প্রতিভাত হইল। অনন্তর যথাবিধি সমাপ্তসন্ধ্য শঙ্কর ক্ষণকাল মধ্যে আগমন করিয়া মৃগচর্ম্মরচিত আসনে বীরাসন বন্ধনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর প্রীতমনা বিনীত বীরক জানুদ্বয় দ্বারা মহী অবলম্বনপূর্ব্বক দীপ্ততেজা শরণ্য শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিল;—প্রভো! সপ্তর্ষিগণ আপনার দর্শনার্থ সমাগত, তাঁহাদিগকে দর্শনার্থ আদেশ দিয়া পরে ধ্যানস্থ হউন। মহাত্মা বীরক এইরূপ বলিলে ভবদেব ভ্রূভঙ্গী দ্বারা ঋষিদিগের প্রবেশাদেশ জ্ঞাপন করিলেন; তখন বীরকও মস্তককম্পনে মুনিগণকে শঙ্করদর্শনার্থ আমন্ত্রণ করিলেন। সপ্তর্ষিরা অনেক দূরে থাকিলেও বীরকের সে শিরঃকম্পন লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইলেন। অনন্তর গিরীশদর্শনার্থী ঋষিগণ সত্বর জটাবন্ধন ও লম্বমান উত্তম অজিন আসন গ্রহণ করিয়া বিভুর দিব্য বেদিতে প্রবেশ করিলেন। স্বর্গবাসী সেই সপ্তঋষি বদ্ধাঞ্জলিপুটে প্রচুর পারিজাত পুষ্প লইয়া তাঁহার পাদপদ্মযুগলে নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, অনন্তর শূলপাণি স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা ঋষিগণকে নিরীক্ষণ করিলে,তাঁহারাও রীশের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক সানন্দে সমস্বরে তাঁহার স্তব করিলেন। ৩৭৯—৩৯২। মুনিগণ বলিলেন,—অহো! সম্প্রতি আমরা কৃতার্থ হইলাম, কেন না, গুণ ও গৌরবই যাঁহাদের সমৃদ্ধি, তথাবিধ দেববরগণও যাঁহার পাদপল্লবে প্রণত, আমরা তাঁহাকে দর্শন করিলাম; প্রভো! আমরা অশেষ লোকরক্ষক কার্য্য করিব, আমাদিগকে আদেশ প্রদান করুন। অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর হাস্য করিয়া ঋষিসত্তমগণকে কহিলেন,—আপনাদের যাহা মনোগত, সম্প্রতি তাহা সম্পন্ন করুন। মুনিগণ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া সত্বর শৈলজার নিকট উপনীত হইলেন;

বক্তাবিরে বিভাগজ্ঞা গিরিজাং গিরিগহ্বরে ॥
রম্যং প্রিয়মনোহারি মা রূপং তপসা দহ।
প্রীতস্তে শঙ্করঃ পাণিমেষপ্রতিগ্রহীষ্যতি ॥ ৩৯৬
বয়মর্থিতবন্তস্তে পিতরং পূর্ব্বমাগতাঃ।
পিত্রা সহ গৃহং গচ্ছ বয়ং যামঃ স্বমন্দিরম্ ॥ ৩৯৭
ইত্যুক্তা তপসঃ সত্যং ফলমস্তীতি চিন্ত্য সা।
ত্বরমাণা যযৌ বেশ্ম পিতুর্দিব্যং সুশোভিতম্ ॥
সা তত্র রজনীং মেনে বর্ষাযুতসমাং সতী।
হরদর্শনসঞ্জাত-সমুৎকণ্ঠা হিমাদ্রিজা ॥ ৩৯৯
ততো মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মে তু তস্যাশ্চক্রুঃ সুহৃৎ-
ক্রিয়াম্।
নানামঙ্গলসন্দোহান্ যথাবৎ ক্রমপূর্ব্বকম্।
দিব্যমঙ্গলসংযোগান্ মন্দিরে বহুমঙ্গলে ॥৪০০
উপাসত গিরিং মূর্ত্তা ঋতবঃ সর্ব্বকামিকাঃ।
বায়বঃ সুখদাশ্চাসন্ সম্মার্জ্জনবিধৌ গিরেঃ ॥
হর্ম্ম্যেষু শ্রীঃ স্বয়ং দেবী কৃতনানাপ্রসাধনা।
কান্তিঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু ঋদ্ধিশ্চ ভরণাকুলা ॥৪০২
চিন্তামণিপ্রভৃতয়ো রত্নাঃ শৈলং সমন্ততঃ।
উপতস্থুর্লতাশ্চাপি কল্পকাদ্যা মহাদ্রুমাঃ ॥৪০৩
ওষধ্যো মূর্ত্তিমত্যশ্চ দিব্যৌষধিসমন্বিতাঃ।
রসাশ্চ ধাতবশ্চৈব সর্ব্বে শৈলস্য কিঙ্করাঃ ॥৪০৪
কিঙ্করাস্তস্য শৈলস্য ব্যগ্রাশ্চাশ্রমবর্ত্তিনঃ।
নদ্যঃ সমুদ্রা নিখিলাঃ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ ॥
তে সর্ব্বে হিমশৈলস্য মহিমানমবর্দ্ধয়ন্।
অভবন্ মুনয়ো নাগা যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ৪০৬
শঙ্করস্যাপি বিবুধা গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
সজ্জমণ্ডনসম্ভারাস্তস্থুর্নির্ম্মলমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৪০৭
শর্ব্বস্যাথ জটাজূটে চন্দ্রখণ্ডং পিতামহঃ।
ববন্ধ প্রণয়োদার-বিস্ফারিতবিলোচনঃ ॥ ৪০৮
কপালমালাং বিপুলাং চামুণ্ডা মূর্দ্ধ্নি রধ্নতী।
উবাচ গিরিশং কালী পুত্রং জনয় শঙ্কর ॥ ৪০৯

তারপর বিভাগজ্ঞ ঋষিরা গিরিগহ্বরে গমন করিয়া গিরিজাকে কহিলেন,—তোমার এই রম্য মনোহর প্রিয়রূপ তপস্যা দ্বারা দগ্ধ করিও না, শঙ্কর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, সত্বরই তিনি তোমার পাণি-পীড়ন করিবেন। আমরা পূর্ব্বেই তোমার পিতার নিকট উপনীত হইয়া এ বিষয়ে জানাইয়াছিলাম। এক্ষণে পিতার সহিত গৃহে গমন কর, আমরাও স্ব স্ব মন্দিরে গমন করি। তপস্বীরা এইরূপ বলিলে পার্ব্বতী তপস্যার সাফল্য চিন্তা করিয়া পিতার সুশোভিত দিব্য-মন্দিরে সত্বর গমন করিলেন। হরদর্শন লালসায় হিমাদ্রিজার উৎকণ্ঠা জন্মিল, সতী পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া এক একটী রজনী অযুত বর্ষের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিহিতদিনে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দেবাদি যাবতীয় জনই তাঁহার সুহৃৎক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিল,যথাক্রমে সকলেই তাঁহার নানা মঙ্গলময় কার্য্যের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিল। তখন দিব্য মঙ্গল সংযোগে গিরিপুর পূর্ণ হইল। সর্ব্ব কামদ বসন্তাদি ঋতুসমূহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া হিমশৈলের উপাসনা করিতে লাগিল, সমীরণ সুখদভাবে প্রবাহিত হইয়া পুর সম্মার্জ্জন কার্য্য সমাপন করিতে লাগিল। স্বয়ং রমা দেবী তাঁহার হর্ম্ম্যসমূহে নানা গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তথায় সকল ভাবেই কান্তি এবং সকল ভাবেই প্রভূত সমৃদ্ধির চিহ্ন বিদ্যমান রহিল। শৈলের সর্ব্বদিকে চিন্তামণি প্রভৃতি রত্নরাজি বিরাজিত হইল। কল্পলতা ও মহাদ্রুম, দিব্যৌষধি-সমন্বিত মূর্ত্তিমান্ ওষধিসমূহ, রস, ধাতু—ইহারা সকলেই শৈলরাজের কিঙ্কর; এই সকল কিঙ্কর শৈলমন্দিরে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কার্য্যার্থ ব্যগ্র রহিল। নিখিল নদী, সমুদ্র, স্থাবর ও জঙ্গম এবং বহু মুনি নাগ, যক্ষ, কিন্নর—ইহারা সকলেই আসিয়া হিমশৈলের মহিমা বৃদ্ধি করিতে লাগিল! ৩৯৩—৪০৬। এ দিকে দেবগণ শঙ্করাবাস গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইয়া সজ্জিত মণ্ডিত নির্ম্মলমূর্ত্তিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং শঙ্করের জটাজূটে চন্দ্রখণ্ড বন্ধন করেন, এ কার্য্যে প্রণয় ও ঔদার্য্যবশতঃ তাঁহার নয়ন প্রফুল্ল হয়। চামুণ্ডা কালী গিরিশের শিরো-

যো দৈত্যেন্দ্রকুলং হত্বা মাং রক্তৈস্তর্পয়িষ্যতি ॥
শৌরির্ব্বতংসিকারত্নং কণ্ঠাভরণমুজ্জ্বলম্ ।
ভুজঙ্গাভরণং গৃহ্য সজ্জঃ শম্ভোঃ পুরোঽভবৎ ॥
শক্রো গজাজিনং তস্য বসাভ্যক্তাগ্রপল্লবম্ ।
দধ্রে সরভসং স্বিদ্যদ্বিস্তীর্ণমুখপঙ্কজঃ ॥ ৪১২
বায়বশ্চ ববুস্তীক্ষ্ণাস্তীক্ষ্ণং হিমগিরিপ্রভম্ ।
বৃষং বিভূষয়ামাসুর্হরযানং মনোজবম্ ॥ ৪১৩
বিরেজুর্নয়নাস্থস্থাঃ শম্ভোঃ সূর্য্যানলেন্দবঃ ।
স্বাং দ্যুতিং লোকনাথস্য জগতঃ কর্ম্মসাক্ষিণঃ ॥
চিতাভস্ম সমাধত্ত কপালে রজতপ্রভম্ ।
মনুজাস্থিময়ীং মালাং নিববন্ধ চ পাণিনা ।
প্রেতাধিপঃ পুরেঽদূরে সভয়ঃ সমবর্ত্তত ॥ ৪১৫
নানাকারমহারত্ন-ভূষণং ধনাদাহৃতম্ ।
বিহায়োদ্দীপ্তসর্পেন্দ্র-কটকেন স্বপাণিনা ।
কর্ণোত্তংসঞ্চকারেশো হ্যমলং তক্ষকং স্বয়ম্ ॥
নিষ্পন্নাভরণৈশ্চৈব প্রসাধ্যেশং প্রসাধনৈঃ ।
তত্রাপ্যেযাং নিয়মতো হ্যভবন্ ব্যগ্রমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৪১৭
মুমোচাভিনবান্ সর্ব্ব-রম্যশালিরসৌষধীন্ ।
ব্যগ্রা তু পৃথিবী দেবী সর্ব্বভাবাত্মনো মমা ।
গৃহীত্বা বরুণঃ সাক্ষাদ্রত্নাঢ্যাভরণানি চ ।
পুষ্পাণি চ বিচিত্রাণি নানারত্নময়ানি তু ॥ ৪১৯
তস্থৌ সাভরণো দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
জ্বলনশ্চাপি দিব্যানি হৈমান্যাভরণানি চ ।
জাতরূপপবিত্রাণি প্রযতঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ৪২১
বায়ুর্ববৌ চ সুরভিঃ সুখসংস্পর্শনো বিভুম্ ।
ছত্রং চন্দ্রকরোদ্দামং হাসিতঞ্চ শতক্রতুঃ ।
জগ্রাহ মুদিতঃ শ্রীমান্ বাহুভির্বজ্রভূষণঃ ॥ ৪২৩
জগুর্গন্ধর্ব্বমুখ্যাশ্চ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ।
বাদয়ন্তোঽতিমধুরং জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ৪২৪
মুহূর্ত্তাদৃতবস্তত্র জগুশ্চ ননৃতুশ্চ বৈ ।

দেশে বিপুল অস্থিমালা বন্ধন করিতে করিতে বলেন,—শঙ্কর ! তুমি এক পুত্র উৎপাদন কর, ঐ তনয় দৈত্যেন্দ্রদিগের বধসাধন করিয়া মাংস দ্বারা আমাকে তর্পিত করিবে। সুসজ্জিত বিষ্ণু উজ্জ্বল অলঙ্কাররত্ন কর্ণাভরণ ও কণ্ঠাভরণ ভুজগ-ভূষণ ধারণ করিয়া সাজাইবার জন্য শম্ভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান। শক্র সহর্ষে তাঁহার গজাজিন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ঐ অজিনের অগ্র-পল্লব বসাসিক্ত ; উহা ধারণে শক্রের মুখপঙ্কজ শ্রমবশে স্বেদযুক্ত ও আনন্দ-প্রফুল্ল। প্রবহমান তীক্ষ্ণ বায়ুগণ মনের ন্যায় বেগশালী হিমগিরিপ্রভ তীক্ষ্ণ হরবাহন বৃষভকে বিভূষিত করিল। জগতের কর্ম্মসাক্ষী সূর্য্য, চন্দ্র ও বহ্নি ত্রিলোচনের নয়ন মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া স্বীয় প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। লোকনাথের কপালে রজতপ্রভ চিতাভস্ম বিন্যস্ত হইল। প্রেতাধিপ যম সভয়ে পুরের দূরে থাকিয়া স্বীয় করে শঙ্করগলে মানবাস্থিময়ী মালা বন্ধন করিলেন। ঈশ স্বয়ং ধনদানীত নানাকার মহারত্নাভরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজকরে উদ্দীপ্ত সর্পরাজ তক্ষক দ্বারা অমল কর্ণাভরণ ধারণ করিলেন। তখন এইরূপে শঙ্করের অলঙ্কার ধারণ নিস্পন্ন এবং তিনি নানা সাধনে সাধিত হইলেও দেবগণের ব্যগ্রতা দূর হইল না। পৃথী দেবী রস, শালি ও মহৌষধি প্রভৃতি অভিনব প্রভূত রম্য বস্তু ব্যগ্রভাবে প্রসব করেন ; তাহার সৃষ্ট বস্তু নিয়মক্রমে শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি গ্রহণ করে অর্থাৎ রস রসসৃষ্টির শ্রেষ্ঠতা, শালি শালিসৃষ্টির উৎকৃষ্টতা এবং ওষধি ওষধিমধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়। মনোরমা মহীদেবী এই সকল নানা ভাবের আবির্ভাব কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যগ্রা থাকেন। সর্ব্বদেহীর সর্ব্বজ্ঞ সাভরণ বরুণ রত্নাঢ্য আভরণনিচয় ও নানা রত্নময় বিচিত্র পুষ্পরাজি লইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ! পাবক দিব্য সুগঠিত স্বর্ণাভরণ করে লইয়া প্রযতভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। সুগন্ধ সমীরণ বিভুর সমীপে সুখস্পর্শ ভাবে প্রবহমান। বজ্রপাণি শ্রীমান্ ইন্দ্র সহর্ষে বিকসিত চন্দ্রকরশ্রেণীরূপ ছত্র বাহুনিবহ দ্বারা ধারণ করিয়া রহিলেন ।৪০৭--৪২৩। গন্ধর্ব্বপ্রধানগণ মধুর গান, অপ্সরোগণ নৃত্য এবং কিন্নরগণ অতি মধুর বাদ্য করিতে লাগিল। ঋতু সকল মুহূর্ত্তে

চপলাশ্চ গণাস্তস্থুর্লোড়য়ন্তো হিমাচলম্ ॥ ৪২৫
উপবিষ্টঃ ক্রমাদ্ধাতা বিশ্বকৃত্তগনেত্রহা ।
চকারোদ্বাহিকং কৃত্যং পত্ন্যা সহ যথোদিতম্ ॥
দত্তার্ঘ্যো গিরিরাজেন সুরবৃন্দৈর্বিনোদিতঃ ।
অবসত্তাং ক্ষপাং তত্র পত্ন্যা সহ পুরান্তকঃ ॥৪২৭
ততো গন্ধর্বগীতেন নৃত্যেনাপ্সরসামপি ।
স্তুতিভির্দেবদৈত্যানাং বিবুদ্ধো বিবুধাধিপঃ ॥
আমন্ত্র্য হিমশৈলেন্দ্রং প্রভাতে জায়য়া সহ ।
জগাম মন্দরগিরিং বায়ুবেগেন শৃঙ্গিণা ॥ ॥৪২৯

ততো গতে ভগবতি নীললোহিতে
সহোময়ারতিমনুভূত ভূধরঃ ।
সবান্ধবো ভবতি হি কস্য নো মনো
বিশৃঙ্খলং জগতি হি কন্যকাপিতুঃ ॥ ৪৩০

পুরোদ্যানেষু রম্যেষু বিবিক্তেষু বনেষু চ ।
সুরক্তহৃদয়ো দেব্যা বিজহার ভগাক্ষিহা ॥৪৩১
ততো বহুতিথে কালে পুত্রনাম্না গিরেঃ সুতা ।
সখীভিঃ সহিতা ক্রীড়াঞ্চক্রে কৃত্রিমপুত্রকৈঃ ॥
কদাচিদ্‌গন্ধতৈলেন গাত্রমভ্যজ্য শৈলজা ।
চূর্ণৈরুদ্বর্ত্তয়ামাস মলেনাপুরিতাং তনুম্ ॥ ৪৩৩
তদুদ্বর্ত্তনকং গৃহ্য নরঞ্চক্রে গজাননম্ ।
পুরুষং ক্রীড়তী দেবী তচ্চাপ্যক্ষিপদম্ভসি ।
জাহ্নব্যা শিবয়া সখ্যা ততঃ সোঽভূদ্‌বৃহত্তনুঃ ॥
কায়েনাতিবিশালেন জগদাপূরয়ত্তদা ।
পুত্রেত্যুবাচ তং দেবী পুত্রেত্যূচে চ জাহ্নবী ॥
গাঙ্গেয় ইতি দেবৈশ্চ পূজিতোঽভূদ্‌গজাননঃ ।
বিনায়কাধিপত্যঞ্চ দদাবস্য পিতামহঃ ॥ ৪৩৬
পুনঃ সা ক্রীড়তী চক্রে তরুঞ্চ বরবর্ণিনী ।
মনোজ্ঞমঙ্কুরং রূঢ়মশোকস্য শুভাননা ॥ ৪৩৭
বর্দ্ধয়ামাস তঞ্চাপি কৃতসংস্কারমঙ্গলম্ ।
বৃহস্পতিমুখৈর্বিপ্রৈর্দিবস্পতিপুরোহিতৈঃ ॥ ৪৩৮

মুহূর্ত্তে গান ও নৃত্য করিতে লাগিল। ভগবান্ শঙ্কর এই ভাবে যাত্রা করিয়া ক্রমে হিমালয়ে পৌছিলেন। চপল প্রমথগণ তথায় থাকিয়া হিমালয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে ভগনেত্রহা বিশ্বকর্ত্তা শঙ্কর আসিয়া বরাসনে উপবেশন করিলেন, দেবীর সহিত তাঁহার যথাবিধি বিবাহ ক্রিয়া সাধিত হইল। সুরগণ কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হিমালয় হরকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ত্রিপুরারি পত্নীর সহিত সে রজনী তথায় অবস্থিত হইলেন। অনন্তর গন্ধর্ব্বগণের গীতে, অপ্সরাদিগের নৃত্যে এবং দেবদানবনিবহের স্তবে বিবুধাধিপ শঙ্কর বিবুদ্ধ হইলেন; তিনি প্রভাতে হিমালয়কে আমন্ত্রিত করিয়া বায়ুবেগী বৃষভারোহণে মন্দরগিরিতে গমন করিলেন। ভগবান্ নীললোহিত উমার সহিত গমন করিলে কন্যার প্রতি অনুরক্ত হিমালয় বান্ধবের সহিত বিশৃঙ্খলমনা হইলেন; বিবাহান্তে কন্যাকে পতিগৃহে লইয়া গেলে জগতে কোন্ কন্যাপিতার মন না বিশৃঙ্খল হয়? এদিকে ভগনেত্রহা শঙ্কর অনুরাগে পুর উদ্যান ও রম্য বিজন বন প্রভৃতি নানাস্থানে দেবীর সহিত বিবিধপ্রকার বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনেক কাল অতীত হইলে পার্ব্বতী পুত্তলিকাকে পুত্রাখ্যা প্রদানপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সখীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দেবী কখন গন্ধতৈল দ্বারা পুত্তলিকার গাত্রাভ্যঙ্গ এবং কখন বা চূর্ণ দ্বারা তাহার মলপূরিত তনুর উদ্বর্ত্তন করিতেন। একদা দেবী পুতুলের গাত্রমল লইয়া তদ্দ্বারা এক গজানন পুরুষমূর্ত্তি নির্ম্মাণ এবং ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করেন। দেবী জাহ্নবী তাহাকে সযত্নে পালন করিতে থাকিলেন। ক্রমে সেই গজানন শিবা ও শিবাসখী জাহ্নবী দ্বারা পালিত হইয়া বৃহৎকায় হইল, কালে সে অতি বিশাল শরীর দ্বারা জগৎ পূরণ করিয়া তুলিল। দেবী ও জাহ্নবী উভয়েই তাহাকে পুত্র সম্বোধন করিতেন; গজানন দেবগণ কর্ত্তৃক গাঙ্গেয় নামে পুজিত হইলেন; ব্রহ্মা তাঁহাকে বিনায়কগণের আধিপত্য প্রদান করিলেন।৪২৪-৪৩৮। অনন্তর শুভাননা বরবর্ণিনী দেবী পুনরায় ক্রীড়া করিতে করিতে এক তরু উৎপাদন করিলেন; তিনি এক মনোজ্ঞ অশোকাঙ্কুর

ততো দেবৈঃ সমুনিভিঃ প্রোক্তা দেবী স্থিদং বচ
অধুনা দর্শিতে মার্গে মর্য্যাদাং কর্ত্তুমর্হসি।
ফলং কিং ভবিতা দেবি কল্পিতৈস্তরুপুত্রকৈঃ ॥
ইত্যুক্তা হর্ষপূর্ণাঙ্গী প্রোবাচাতিশুভাং গিরম্ ॥
একং নিরুদকে গ্রামেহযঃ কূপং কারয়েদ্‌বুধঃ।
বিন্দৌ বিন্দৌ চ তোয়স্য স বসেদ্বৎসরং দিবি ॥
দশকূপসমা বাপী দশবাপীসমো হ্রদঃ।
দশহ্রদসমা কন্যা দশকন্যাসমো দ্রুমঃ।
এষা বৈ শুভমর্য্যাদা নিয়তা লোকভাবিনী ॥৪৪৩
ইত্যুক্তাস্ত ততো বিপ্রা বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
জগ্মুঃ স্বমন্দিরাণ্যেব ভবানীং বন্দ্য মাতরম্ ॥
গতেষু তেষু দেবোহপি শঙ্করঃ পর্ব্বতাত্মজাম্।
পাণিনালম্ব্য মানেন স্বমাবাসমগচ্ছত ॥ ৪৪৫
চিত্তপ্রসাদজননং প্রাসাদাট্টালগোপুরম্।
লম্বমৌক্তিকদামানং মালিকাকুলবেদিকম্ ॥৪৪৬
সুনন্দকলধৌতঞ্চ ক্রীড়াগৃহমনোগতম্।
প্রকীর্ণকুসুমামোদ-মত্তালিকুলকূজিতম্ ॥ ৪৪৭
কিন্নরোদ্গীতসঙ্গীত-গৃহাস্তরিতভিত্তিকম্।
সুগন্ধিধূপসঙ্ঘাতং মনঃপ্রাপ্যমলক্ষিতম্ ॥ ৪৪৮
ক্রীড়াময়ূরনারীভিরভিতো রভসার্পিতম্।
হংসসঙ্ঘাতসন্দিষ্ট-স্ফটিকস্তম্ভতোরণম্।
অনাবিলমসম্ভ্রান্ত্যা বহুশঃ কিন্নরাকুলম্ ॥ ৪৪৯
শুকৈর্যত্রাভিদৃশ্যন্তে পদ্মরাগাবনির্ম্মিতাঃ।
ভিত্তয়ো জাতিসম্ভ্রান্ত্যা প্রতিবিম্বিতমৌক্তিকাঃ।
তত্রাক্ষৈঃ প্রিয়য়া দেবো বিহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥
স্বচ্ছেন্দ্রনীলভূভাগে ক্রীড়ন্তৌ যত্র সংস্থিতৌ।

প্রারূঢ় করিয়া দেবপুরোহিত বৃহস্পতি প্রমুখ বিপ্রগণ দ্বারা তাহার মঙ্গলক্রিয়াদি সংস্কার সম্পন্ন করাইলেন। অনন্তর মুনিগণের সহিত দেবতারা দেবীকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—আপনি সম্প্রতি যে সন্তানোৎপাদনরূপ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা মর্য্যাদাযুক্ত করুন; হে দেবি! আপনার তরুরূপ তনয় কল্পনায় কি ফল হইবে? দেবী এইরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক কথিত হইলে, হর্ষে তাঁহার অঙ্গ পূর্ণ হইল; তিনি এক অতি শুভ বাক্য বলিলেন;—যে বিজ্ঞ ব্যক্তি উদকহীন দেশে একটী মাত্র কূপ খনন করেন, ঐ কূপজলের এক এক বিন্দুতে তাঁহার এক এক বৎসর স্বর্গ বাস হয়। দশটী কূপের সমান একবাপী, দশটী বাপীর সমান একটী হ্রদ, দশটী হ্রদের সমান একটী কন্যা; আর দশটী কন্যার সমান একটী দ্রুম পুণ্যফলপ্রদ। এই ব্যবস্থা অতি শুভ ও নিয়ত লোকসংস্থানকর্ত্রী। বৃহস্পতি প্রমুখ দেব-বিপ্রগণ এইরূপে অভিহিত হইয়া মাতা ভবানীর বন্দনা করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে শঙ্করও পার্ব্বতীকে সাগ্রহে পাণিদ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া স্বীয় আবাসে উপনীত হইলেন। গোপুর-পরিশোভিত তদীয় অট্টালকপ্রাসাদ হৃদয়-প্রসাদজনক; উহাতে মৌক্তিক মালা লম্বমান এবং উহার বেদিভূমি মালাকুল। তাহার মনোরম ক্রীড়াগৃহ সুবর্ণ-সজ্জিত, সর্ব্বত্র কুসুমরাশি বিক্ষিপ্ত, সেই কুসুমামোদে ক্ষিপ্ত মধুকরগণ কূজন করে। ঐ ক্রীড়াগৃহের বাহিরের ভিত্তিভূমি কিন্নরগণের উচ্চ গীতে প্রতিধ্বনিত, সেখানে সুগন্ধি ধূপধূম অবাধে উত্থিত; অধিক কি এ হেন স্থানে ভ্রান্ত মন শান্ত হয়,—হারাণ মন কুড়াইয়া পাওয়া যায়। ঐ ভিত্তিগাত্রের সর্ব্বত্র হর্ষাবেগশালিনী ময়ূরীগণের মূর্ত্তি অর্পিত অনাবিল স্ফটিকস্তম্ভে ও তোরণে হংস-শ্রেণীর চিত্র প্রদিষ্ট, এবং ঐ তোরণ বহু সানন্দ কিন্নরগণে সমাকুলিত। শুক পক্ষিগণ সেই পদ্মরাগনির্ম্মিত ভিত্তির সন্নিহিত হইলে তাহাতে তাহাদের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, ইহাতে তাহারা ভিত্তিমধ্যে স্বীয় প্রতিবিম্বে স্বজাতি দর্শনে আরও অধিকতর সন্নিহিত হয়; শুকের চঞ্চু ও চরণে বিভিন্ন-বর্ণ, এজন্য মনে হয় যেন, তাহাদের ছায়ায় মুক্তাপ্রতিবিম্ব প্রস্ফুরিত হইতেছে। সেখানে শঙ্কর প্রিয়ার সহিত পাশকক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া ভিত্তির যে ভাগ স্বচ্ছ ইন্দ্রনীল-ময়, সেইস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত

বপুঃসহায়তাং প্রাপ্তৌ বিনোদরসনির্বৃতৌ ॥৪৫২
এবম্প্রক্রীড়তোস্তত্র দেবীশঙ্করয়োস্তদা।
প্রাদুর্ভূতো মহাশব্দঃ পতিতাম্বরগোচরঃ ॥ ৪৫৩
তচ্ছ্রুত্বা কৌতুকাদ্দেবী কিমেতদিতি শঙ্করম্।
পর্য্যপৃচ্ছৎ সুরবরং হরং বৈ স্মিতপূর্ব্বকম্ ॥৪৫৪
উবাচ দেবো নৈতত্তে দৃষ্টপূর্ব্বং শুচিস্মিতে।
এতে গণেশাঃ ক্রীড়ন্তে শৈলেঽস্মিন্ মৎ-
প্রিয়াঃ সদা ॥৪৫৫
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ নামভিঃ ক্ষেত্রসেবনৈঃ।
দৈবহস্তোষিতঃ পূর্ব্বং ত এতে মনুজোত্তমাঃ ॥
মৎসমীপমনুপ্রাপ্তা মম হৃদ্যাঃ শুভাননে।
কামরূপা মহোৎসাহা মহারূপগুণান্বিতাঃ ॥ ৪৫৭
কর্ম্মভির্বিস্ময়ং তেষাং প্রয়ামি বলশালিনাম্।
সামরস্যাস্য জগতঃ সৃষ্টিসংহরণক্ষমাঃ ॥৪৫৮
ব্রহ্মচন্দ্রেন্দ্রগন্ধর্ব্বৈঃ সকিন্নরমহোরগৈঃ
বিবর্জ্জিতোঽপ্যহং নিত্যং নৈভির্বিরহিতো রমে।
হৃদ্যা মে চারুসর্ব্বাঙ্গি ত এতে ক্রীড়িতা গিরৌ
ইত্যুক্তা তু তদা দেবী ত্যক্তা তং বিস্ময়াকুলা
গবাক্ষান্তরমাসাদ্য প্রেক্ষতে চকিতাননা ॥৪৬০
যাবত্তত্তে কৃশা দীর্ঘা হ্রস্বাঃ স্থূলা মহোদরাঃ।
ব্যাঘ্রেভবদনাঃ কেচিৎ কেচিন্মেষাজরূপিণঃ ॥
অনেকপ্রাণিরূপাশ্চ জ্বালাস্যাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ।
সৌম্যা ভীমাঃ স্মিতমুখাঃ কৃষ্ণপিঙ্গজটাসটা ॥
নানাবিহঙ্গবদনা নানাবিধসুরাননাঃ।
কৌশেয়চর্ম্মবসনা নগ্নাশ্চান্যে বিরূপিণঃ ॥ ৪৬৩
গোকর্ণা গজকর্ণাশ্চ বহুবক্ত্রেক্ষণোদরাঃ।
বহুপাদা বহুভুজা দিব্যনানাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৪৬৪
অনেককুসুমাপীড়া নানাব্যালকুলভীষণ ঃ।
কৃতনানায়ুধধরা নানাকবচভূষণা ॥ ৪৬৫

হইলেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পর দেহের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া বিনোদরসে নিরত হইলেন। অনন্তর সেখানে শঙ্কর ও দেবীর এইরূপ ক্রীড়া চলিতে থাকিলে তখন আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া এক মহাশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল; তচ্ছ্রবণে দেবী সবিস্ময়ে কৌতুকবশে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এশব্দ কিসের? সুরবর হর দেবীর প্রশ্নে বলিলেন,—শুচিস্মিতে! ইহা তুমি পূর্ব্বে দেখ নাই। ইহারা গণাধীশ, আমার সর্ব্বদা প্রিয়; ইহারা এই পর্ব্বতে ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহারা সত্তম মানব ছিল, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, আমার নাম কীর্ত্তন ও ক্ষেত্রসেবন প্রভৃতি কার্য্যে পূর্ব্বে আমাকে ইহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিয়াছে; তাই ইহারা আমার সমীপাগত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। হে শুভাননে! ইহারা কামরূপী, মহোৎসাহী, মহারূপী ও মহাগুণী; আমিও এই বলশালী গণাধীশগণের কার্য্যে বিস্মিত হইয়া থাকি। ইহারা অমরগণসহ এই জগতের সৃষ্টিসংহার-ক্ষম। আমি নিত্য ব্রহ্মা, চন্দ্র, ইন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগগণকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারি; কিন্তু ইহাদিগের বিরহে কখনও রতিপ্রাপ্ত হই না। হে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি! আমার হৃদ্য এই সকল গণাধীশ এই গিরিপ্রদেশে ক্রীড়া করিয়া থাকে। দেবী এইরূপ অভিহিত হইয়া বিস্ময়া-কুল হইলেন, তিনি শঙ্করের সমীপ হইতে উঠিয়া গিয়া গবাক্ষসমীপে উপনীত হইয়া চকিতবদনে দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন—তাহারা কৃশ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, স্থূল, অনেক কায়। তন্মধ্যে কেহ ব্যাঘ্রবদন, কেহ করিমুখ, কেহ মেষাকার ও কেহ অজ-রূপী; কাহারও অগ্নিমুখ, কেহ পিঙ্গল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ সৌম্য, কেহ ভীম, কেহ সহাস্য-বদন; কাহারও জটা কৃষ্ণবর্ণ এবং কাহারও জটা পিঙ্গলবর্ণ। কাহারও বদন নানারূপ পক্ষীর ন্যায়, আবার কাহার কাহারও বদন নানারূপ দেবতার ন্যায়। কাহারও কৌশেয় বসন, কাহারও চর্ম্ম বসন, কেহ কেহ বিকট-রূপ নগ্ন। ৪৩৯—৪৬৩। কেহ গোকর্ণ, কেহ গজকর্ণ, কেহ বহুদর, কেহ বহুনেত্র, কেহ বহুগ্রীব, কেহ বহুপাদ, কেহ বহুবাহু, আবার কাহারও করে দিব্য নানাস্ত্র বিন্যস্ত। কেহ বহু কুসুমে শোভিত, কেহ ব্যাকুল, কেহ

বিচিত্রবাহনারূঢ়া দিব্যরূপাবিয়চ্চরাঃ।
বীণাবাদ্যরবোদ্ঘুষ্টা নানাস্থানকনর্ত্তকাঃ।
গণেশাংস্তাংস্তথা দৃষ্ট্বা দেবী প্রোবাচ শঙ্করম্ ॥ ৪৬৬

দেব্যুবাচ।

গণেশাঃ কতিসংখ্যাতাঃ কিংনামানঃ কিমাত্মকাঃ
একৈকশো মম ব্রূহি নিষ্ঠিতা যে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৬৭

শঙ্কর উবাচ।

কোটিকোটিশ্চ সংখ্যাতা নানাবিখ্যাতপৌরুষাঃ
জগদাপূরিতং সর্ব্বমেভির্ভীমৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৪৬৮
সিদ্ধক্ষেত্রেষু রথ্যাসু জীর্ণোদ্যানেষু বেশ্মসু।
দানবানাং শরীরেষু বালেষুন্মত্তকেষূ চ।
এতে বিশন্তি মুদিতা নানাহারবিহারিণঃ ॥৪৭০
উষ্মপাঃ ফেনপাশ্চৈব ধূমপা মধুপায়িনঃ।
মেদাহারা রুধিরপাঃ সর্ব্বভক্ষা হ্যভোজনাঃ ॥৪৭১
দেবাদাস্তাপসাহারা নানাবাদ্যরতিপ্রিয়াঃ।
নহি বক্তুমনন্তত্বাচ্ছক্যন্তে হি গণাঃ পৃথক্॥

দেব্যুবাচ।

নাগত্বগুত্তরাসঙ্গঃ শুদ্ধাঙ্গো মুঞ্জমেখলী।
মনঃশিলেন কল্কেন চপলো রঞ্জিতাননঃ ॥৪৭৩
ভৃঙ্গদষ্টোৎপলানাঞ্চ স্রগ্দামা মধুরাকৃতিঃ।
পাষাণশকলোত্তান-কাংস্যতালপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৪৭৪
অসৌ গণেশ্বরো দেব কিন্নামা কিন্নরানুগঃ।
য এষ গণগীতেষু দত্তকর্ণো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৭৫

শঙ্কর উবাচ।

স এষ বীরকো দেবি সদা মে হৃদয়প্রিয়ঃ।
নানাশ্চর্য্যগুণাধারো গণেশ্বরগণার্চ্চিতঃ ॥ ৪৭৬

দেব্যুবাচ।

ঈদৃশস্য সুতস্যাস্তি মমোৎকণ্ঠা পুরান্তক।
কদাহমীদৃশং পুত্রং দ্রক্ষ্যাম্যানন্দদায়কম্ ॥৪৭৭

ভীষণ, কেহ কেহ নানাবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়াছে, আবার কেহ কেহ কবচনিচয়ে শোভিত হইয়াছে। কোন কোন দিব্যরূপ-ধারী গণ বিচিত্র বাহনে আরোহণ করিয়াছে, কোন কোন গণ আকাশে বিচরণ করিতেছে। কাহারও কাহারও বীণাবাদ্যরবে সেস্থান শব্দিত হইতেছে, অনেকে আবার নানাস্থানে নৃত্য করিতেছে। দেবী সেই সকল গণাধীশ দর্শন করিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী বলিলেন,—এই গণসমূহ ও ইহা-দিগের প্রধানবর্গের সংখ্যা কত, কি নাম, আর তাহাদের স্বরূপ কি? তন্মধ্যে কাহা-রাইবা আপনাতে একান্তরত? এ সকল এক এক করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে আমার নিকট বর্ণন করুন। শঙ্কর কহিলেন,—গণদিগের সংখ্যা কোটি কোটি; ইহাদের পৌরুষ নানা-রূপে বিখ্যাত। এই মহাবল ভীম গণসকল দ্বারা সমগ্র/ জগৎ আপূরিত। সিদ্ধক্ষেত্র ও পথ, জীর্ণ উদ্যান ও গৃহ, দানব, বালক ও উন্মত্তের দেহ—নানাহারী বিচিত্রবিহারী মদীয় গণেরা মুদিত হইয়া ঐ সকল স্থানে প্রবেশ করে। ইহারা উষ্মা, ফেন, ধূম, মধু, মেদ, শোণিত আহার করে। ইহারা কদাহারী ও সর্ব্বভুক্। ইহারা দেবতা ও তপস্বীদিগকে ভক্ষণ করে, নানারূপ বাদ্যে ও বিলাসে রত থাকে। এ গণের সংখ্যা অনন্ত, সুতরাং পৃথক্ করিয়া কীর্ত্তন করিতে আমি অসমর্থ। দেবী বলিলেন,—হে দেব! তবে বলুন,—নাগ-চর্ম্মের উত্তরীয়ধারী শুদ্ধাঙ্গ মুঞ্জমেখলা-পরি-হিত ঐ গণেশ্বরের নাম কি? দেখিতেছি,—কিন্নরগণ এই গণাধীশের অনুগত; আর ইনি গণগীতে নিরন্তর কর্ণার্পণ করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহার আনন মনঃশিলাকল্কে রঞ্জিত এবং ইনি চপল। মধুকরদষ্ট পদ্মমালায় ইঁহার মধুরাকৃতি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ইনি পাষাণখণ্ড দ্বারা এক বৃহৎ কাংস্যবাদ্যে তাল প্রদান করিতেছেন। শঙ্কর কহিলেন,— দেবি! এ ব্যক্তির নাম বীরক, বীরক আমার সদাপ্রিয়; এই বীরক নানারূপ আশ্চর্য্যগুণের আধার ও গণাধীশ-গণের পূজিত। ৪৬৬—৪৭৬। দেবী বলিলেন,—হে ত্রিপুরান্তক! আমার এইরূপ একটী পুত্রলাভে অভিলাষ হইতেছে। কখন আমি এইরূপ একটী আনন্দদায়ক নন্দনের দর্শন

শঙ্কর উবাচ।

এষ এব সুতস্তেহস্ত নয়নানন্দকারকঃ।
ত্বয়া মাত্রা কৃতার্থো হি বীরকোহপি সুমধ্যমে
ইত্যুক্তা প্রেষয়ামাস বিজয়াং হর্ষণোৎসুকাম্।
বীরকানয়নায়াশু দুহিতা ভূভৃতঃ সখীম্॥ ৪৭৯
সাবরুহ্য ত্বরাযুক্তা প্রাসাদাদম্বরস্পৃশঃ।
গণপং গণমধ্যস্থং সূর্য্যকোটিপ্রবর্ত্তনম্॥ ৪৮০

বিজয়োবাচ।

এহি বীরক চাপল্যাত্ত্বয়া দেবী প্রতোষিতা।
ত্বামাহ্বয়তি চেত্যুক্তস্ত্যক্তা পাষাণখণ্ডকম্॥
দেব্যাঃ সমীপমাগচ্ছদ্বিজয়ানুগতঃ শনৈঃ।
প্রাসাদশিখরোৎফুল্ল-রক্তাম্বুজনিভদ্যুতিঃ॥৪৮২
তং দৃষ্ট্বা প্রস্রুতানল্প-স্বাদুক্ষীরপয়োধরা।
উবাচ দেবী সস্নেহং গিরা মধুরবর্ণয়া॥ ৪৮৩
পিব ক্ষীরমিদং বৎস স্রুতম্পিব যথেচ্ছকম্॥

গিরিজোবাচ।

এহি সদ্যো হি জাতোহসি মে পুত্রকো
দেবদেবেন দত্তোহধুনা বীরক॥
উক্তবত্যঙ্ক আধায় পর্য্যষজ-
ত্তকপোলে চুচুম্বাগরান্নন্দিনী॥ ৪৮৫
মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় সম্মার্জ্য গাত্রাণি চা
ভূষয়ামাস দিব্যৈঃ স্বয়ম্ভূষণৈঃ।
কিঙ্কিণীমেখলানূপুরৈঃ সন্মণি-
প্রোতকেয়ূরহারৈরমূল্যোর্গুণৈঃ॥ ৪৮৬
কোমলৈঃ পল্লবৈশ্চিত্রিতশ্চারুভি-
র্মঙ্গলৈঃ কঙ্কণৈর্দিব্যমন্ত্রোদ্ভবৈঃ।
তস্য শুদ্ধৈস্ততো ভূরিভিশ্চাকরো-
ন্মিশ্রসিদ্ধার্থ কৈরঙ্গরক্ষাবিধিম্॥ ৪৮৭
এবমাদায় চোবাচ কৃত্বা স্রজং
মূর্দ্ধ্নি গোরোচনাপত্রভঙ্গোজ্জ্বলৈঃ।
বৎস বৎসাধুনা ক্রীড় সার্দ্ধং গণৈ-
রপ্রমত্তো ব্রজ শ্বভ্রবর্জ্জং শনৈঃ॥ ৪৮৮

পাইব? শঙ্কর কহিলেন,—হে ক্ষীণতনু! এই বীরকই তোমার নয়নানন্দকারক কুমার হইয়া তোমার মত মাতা দ্বারা কৃতার্থ হউক। ভূধরদুহিতা এইরূপে অভিহিতা হইয়া বীরককে আনিবার জন্য হর্ষোৎসুকা সখী বিজয়াকে সত্বর প্রেরণ করিলেন। বিজয়াও অম্বরচুম্বী প্রাসাদ হইতে সত্বর অবতরণ করিয়া কোটি দিবাকর-প্রভ গণমধ্যস্থ গণপতি বীরককে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—বীরক! তোমার চাপল্যে দেবী পার্ব্বতী প্রীত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, অতএব আগমন কর। বীরক বিজয়া কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া পাষাণখণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বিজয়ার সহিত গিরিজার সমীপে আগমন করিল। বীরক তখন প্রাসাদশিখরে গিয়া প্রফুল্ল রক্ত কমলের ন্যায় দ্যুতি ধারণ করিয়াছিলেন, বীরককে অবলোকন করিবা মাত্র দেবীর পয়োধর হইতে অতিস্বাদু ক্ষীর ক্ষরিত হইতে লাগিল। দেবী স্নেহভরে মধুরাক্ষর বাক্যে বলিলেন,—এই ক্ষীর পান কর, বৎস! এই ক্ষরিত ক্ষীর যথেচ্ছ পান কর। দেবী আবার বলিলেন,—এস বীরক! তুমি আমার সদ্যোজাত শিশু, অধুনা দেবদেব আমাকে দান করিয়াছেন। নগরাজনন্দিনী দেবী এইরূপ বলিয়া বীরককে ক্রোড়ে লইলেন, আলিঙ্গন করিয়া তাহার কপোলে চুম্বন করিলেন; তারপর মস্তক আঘ্রাণ করিয়া গাত্রমার্জ্জনপূর্ব্বক স্বয়ং কিঙ্কিণী, মেখলা, নূপুর, উত্তম মণিনিবদ্ধ অমূল্য গুণসমন্বিত কেয়ূর ও হার প্রভৃতি দিব্য ভূষণসমূহ দ্বারা তাহাকে ভূষিত করিলেন। অনন্তর কোমলপল্লব ও মনোজ্ঞ মঙ্গলময় মন্ত্রোদ্ভূত কঙ্কণ দ্বারা তাহাকে চিত্রিত করিয়া অঙ্গরক্ষাবিধায়ক শুদ্ধ দিব্য মন্ত্রনিবহে অভিমন্ত্রিত শ্বেতসর্ষপাদি দ্বারা তাহার অঙ্গরক্ষাবিধির অনুষ্ঠান করিলেন। ৪৬৮–৪৮৭। তাহার মস্তকে মাল্য পরাইয়া দিয়া গোরোচনা দ্বারা অলকা-তিলকাদি পত্রভঙ্গ রচনা করিলেন, এই ভাবে বীরক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিল। দেবী তখন বীরককে ধরিয়া বলিলেন,—বৎস! বৎস! সম্প্রতি অপ্রমত্ত হইয়া ধীরে ধীরে গণের সহিত ক্রীড়া কর, গর্ত্তপথে গমন করিও না।

ব্যালমালাকুলাঃ শৈলসানুক্রমা
দন্তিভির্ভগ্নশাখাঃ পরং ভঙ্গিনঃ।
জাহ্নবীমণ্ডলং ক্ষুব্ধতোয়াকুলং
মা বিশেথা বহুব্যাঘ্রজুষ্টে বনে ॥ ৪৮৯
বৎস সংখ্যেষু দুর্গেষু যদ্বীরক
পুত্রভাবাদ্ যতোঽস্বচ্ছচিত্তো জনঃ।
প্রার্থিতং ভব্যমায়াতি ভাবিষ্যসৌ
ভাব্যতাং সোঽপি নির্বর্ত্ত্য সর্ব্বৈর্গুণৈঃ ॥
এবমুক্তোঽনয়া বীরকোমাতরং
স স্ময়ন্নাহ লীলাবশাবিষ্টধীঃ।
এষ মাত্রা স্বয়ং মে কৃতঃ কঙ্কণঃ
পত্রকশ্চিত্রিতঃ পাটলৈর্বিন্দুভিঃ ॥ ৪৯১
চারুপুষ্পৈরিয়ং মালতীভিঃ কৃতা
মালিকা মে শিরস্যাহিতা কোমলা।
তোষয়ামীশ্বরীমিত্যয়ং সত্বরং
চিন্তয়িত্বাব্রজন্বাহৃতঃ ক্রীড়নম্ ॥ ৪৯২
স্বৈর্গণৈঃ সংযুতো বীরকো হর্ষিতো
দক্ষিণাৎ পশ্চিমং পশ্চিমাদুত্তরম্।
উত্তরাৎ পূর্ব্বমভ্যেত্য সংখ্যাযুতা
প্রেক্ষতে তং গবাক্ষান্তরাদ্বীরকম্ ॥ ৪৯৩
শৈলপুত্রী বহিঃ ক্রীড়িতারক্ষ য-
জ্জগন্মাতুরপ্যেষ চিত্তভ্রমঃ।
মোহমায়াতি যঃ স্বল্পবেত্তা জড়ো
মাংসবিণ্মূত্রসঙ্ঘাতদেহোদ্ভবঃ ॥ ৪৯৪
দ্রষ্টুমভ্যন্তরং নাকবাসেশ্বরে-
ষ্বিন্দুমৌলিং প্রবিষ্টেষু কক্ষান্তরম্।
বাহনাদ্যেবমারোহমাণাস্ততো
লোকপালাস্ত্রপুগং মুহূর্ত্তাবধি ॥ ৪৯৫
খড়্গ এষো বিখড়্গাকরো নির্ম্মলঃ
কৃতান্তঃ কস্য কেনাহুতো ব্রূত নঃ।
নো ভবেদ্দণ্ডদণ্ডেন কিং ক্রমহে
ভীমমূর্ত্তং গণে নাস্তি কৃত্যং গিরৌ ॥ ৪৯৬

শৈলসানু সর্পসমাকুল, তরুনিকর করিগণ কর্ত্তৃক ভগ্নশাখ ভগ্নকায়, পরন্তু পতনোন্মুখ; জাহ্নবীমণ্ডলের জল ক্ষুব্ধ, বন বহু শার্দ্দূল-সমাকীর্ণ; অতএব তুমি ঐ সকল বিঘ্নসঙ্কুল স্থানে যাইও না। তুমি যুদ্ধে ও দুর্গম স্থানে গমন করিও না। দেবী পুত্রস্নেহ নিবন্ধন বীরককে এই সকল উপদেশ দিলেন; পুত্রস্নেহে সকলেরই চিত্ত পুত্রবিষয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রার্থিত বিষয়ই ভব্যরূপে পরিণত হয়, সেই ভব্য আবার ভাবিকালে অর্থাৎ কার্য্যকালে বিফলও হইতে পারে; তবে তাহাতেও যদি সর্ব্ববিধ গুণপ্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ যথাবিধি অধ্যবসায় করা যায়, তাহা হইলে অফল হয় না। দেবী বীরককে এইরূপ বলিলে লীলাবশে আবিষ্টচিত্ত বীরক ঈষৎ হাস্যসহকারে মাতাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে কহিল,—এই মাত্র মাতা স্বয়ং অভিমন্ত্রিত মঙ্গলময় ক ণ পরাইয়া পাটলবর্ণ বিন্দুসমূহদ্বারা অলকাদি পত্রভঙ্গ রচনা করিয়া দিলেন; এই মাত্র মনোজ্ঞ মালতী পুষ্পের কোমল মাল্য আমার মস্তকে বন্ধন করিলেন; কি আশ্চর্য্য! তিনিই কিনা আমার অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছেন। আমি ঈশ্বরীর সন্তোষসাধন করিব,—বীরক এইরূপ চিন্তা করিয়া সত্বর সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয়গণের সহিত সহর্ষে মিলিত হইল। শৈলনন্দিনী তখন সখীসহ দক্ষিণ হইতে পশ্চিম, পূর্ব্বপশ্চিম হইতে উত্তর, ও উত্তর হইতে দিকে গমনাগমনপূর্ব্বক গবাক্ষান্তর হইতে বহিঃক্রীড়াপরায়ণ সেই বীরক পুত্রকে দর্শন করিতে লাগিলেন। জগন্মাতারও যখন এবম্বিধ চিত্তভ্রম, তখন মাংসমলমূত্র-সঙ্ঘাতময় স্বল্পচেতা অজ্ঞান,পুত্রলোভী মানবগণ এ বিষয়ে কেন না মোহাপন্ন হইবে? ৪৮৮—৪৯৪। ইন্দুমৌলিকে দর্শনার্থ লোকপালগণ সমাগত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে গণগণ তাহাদের বাহনাদিতে আরোহণ ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া আস্ফোটন করিতে লাগিল। বীরক লোকপালগণের একখানি খড়্গ লইয়া 'এই নির্ম্মল খড়্গ দ্বারা সে বিখণ্ডিত হইবেই, কৃতান্তকে কে বল আহ্বান করিবে? তোমরা

পাশ এষোঽস্তি তেনাত্র কো বধ্যতে
মা বৃথা লোকপালানুগাস্তিষ্ঠত ।
এবমেবৈতদিত্যক্রবংস্তে তদা
বীক্ষ্য দেবানুগং বীরকং রক্ষকম্ ॥ ৪৯৭
প্রাহ দেবী বনে পর্ব্বতে নির্জ্জরা-
গ্নিশালামুখে ভূতলে ভূতপাঃ ।
নির্ঝরাম্ভোনিপাতেষু নো মজ্জতাৎ
পুষ্পজালাবনদ্ধেষু ধামস্বপি ॥ ৪৯৮
প্রোচ্চনানাদ্রিকুঞ্জাবগাহেষথো
মারুতাস্ফোটসংরক্ষণে কামতঃ ।
কাঞ্চনোত্তুঙ্গশৃঙ্গাবরোহক্ষিতৌ
হৈমরেণূৎকরাসঙ্গপিঙ্গদ্যুতিঃ ॥ ৪৯৯
খেচরাণাং বনে চাপি রম্যে বভৌ
রূপসম্পৎকরে গণাবাসিনং তম্ ।
মন্দরে কন্দরে চারুবাপীতটে
কুন্দমন্দারপুষ্পপ্রবালাম্বুজে ॥ ৫০০
সিদ্ধনারীভিরাপীতরূপামৃতং
বিস্ফুটৈর্নেত্রমাত্রৈরনুন্মেষিভিঃ ।
বীরকং শৈলপুত্রী নিমেষান্তরা-
দস্মরৎ পুত্রগৃধ্নুর্বিনোদার্থিনী ॥ ৫০১
সোঽপি তাদৃক্ক্ষণাবাপ্তপুণ্যোদয়ো
যো হি জন্মান্তরেঽস্যাত্মজত্বং ততঃ ।
ক্রীড়তস্তস্য তৃপ্তিঃ কথং জায়তে
যোঽপি ভাবী জগদ্বেধসা তেজসা ॥ ৫০২
কল্পিতঃ প্রেক্ষণং দিব্য গীতক্ষণং
নৃত্যলোলৈর্গণেশৈঃ প্রবৃত্য ক্ষণম্ ।
সিংহনাদাকুলে গণ্ডশৈলে জল-
দ্রত্নজালে বৃহৎসালতালে ক্ষণম্ ॥ ৫০৩
ফুল্লনানাতমালালিকালে ক্ষণং
বৃক্ষমূলে বিলোলো মরালেক্ষণম্ ।

নীরব রহিলে বুঝিব, এ অস্ত্রদণ্ড দুঃসহ বোধে ভীত হইয়াছ। বলিব কি, আমা হেন ভীমকায় ব্যক্তি থাকিতে এই গিরিতে এরূপ অস্ত্রে কোন কর্ম্মই সাধিত হইবার নহে। এই ত পাশাস্ত্র আছে। এই অস্ত্র কাহাকে বন্ধন করিতে পারে? অতএব তোমরা লোকপালগণের বৃথা অনুগামী হইয়া থাকিও না। গণগণ বলিল, তাহাই বটে। তখন দেবী বীরককে দেবদেবের অনুগত দেখিয়া সাবধান করিয়াছিলেন যে, তুমি বনে পর্ব্বতে, নির্ঝরে, অগ্নিশালায় এবং ভূতলে বিহার করিও না বা নির্ঝর-জল-প্রপাতে মগ্ন হইও না। ঐ সকল স্থানে ভূতপতিগণ বিহার করিয়া থাকেন। তুমি পুষ্পজালমণ্ডিত ভবনে শয়ন করিও। বিবিধ উচ্চ অদ্রি-কুঞ্জসমূহে মারুত প্রবাহিত হইয়া আস্ফোট শব্দসহ গর্জ্জন করিয়া থাকে। তুমি সেখানে স্বেচ্ছায় গমন করিও না। উত্তুঙ্গ কাঞ্চন শৃঙ্গ, কাঞ্চনময় নিম্নভূমি, হেমরেণুক্ষরণকারী, পিঙ্গলদ্যুতি মন্দরপর্ব্বতের গুহাসমূহ নানাবিধ বহুমূল্য সম্পদে পরিপূর্ণ। উহা গণপতিগণের বাসভূমি। মন্দরের কন্দরভূমি এবং তত্রত্য রম্য রম্য বাপীতট কুন্দ, মন্দার, বিবিধ পুষ্প, প্রবাল ও কমলকাননে সুশোভিত। উহা খেচরগণের বাসস্থান। বীরক সেই সকল স্থানে বিহার করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ নারীগণ নির্ণিমেষ বিস্ফারিত নয়নে তদীয় রূপামৃত পান করিতেন। শৈলপুত্রী সর্ব্বদাই তাহাকে দেখিতেন, নিমেষমাত্রকাল দেখিতে না পাইলেই বিনোদার্থিনী হইয়া পুত্রপ্রার্থনায় বীরককে স্মরণ করিতেন। বীরকও তখন স্বকীয় পুণ্যোদয় মনে করিতেন। এই বীরকই ভাবী কালে দেবীর আত্মজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রীড়া করিতে করিতে কিরূপে ইঁহার তৃপ্তি হইবে? ইহাকে যে ভাবী জগতের বিধাতা তেজোদ্বারাই কল্পিত করিয়াছেন। ৪৯৫—৫০২। ইনি প্রতিক্ষণেই দিব্য নৃত্য-গীতে আসক্ত; এই নিমিত্ত নৃত্য-লুব্ধ গণেশ্বরগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত। এই বীরক ক্ষণকাল সিংহনাদাকুল গণ্ডশৈলে, ক্ষণকাল রত্নজালের খনির মধ্যে, ক্ষণকাল বৃহৎ শাল-তালাকুল বনে, ক্ষণকাল ফুল্ল তমাল কাননে, ক্ষণকাল বৃক্ষমূলে, ক্ষণকাল বিলোল মরালাঢ্য

স্বল্পপঙ্কে জলে পঙ্কজাঙ্কে ক্ষণং
মাতুরঙ্কে শুভে নিষ্কলঙ্কে ক্ষণম্ ॥ ৫০৪
পরিক্রীড়তে বাললীলাবিলাসী
গণেশাধিপো দেবতানন্দকারী।
নিকুঞ্জেষু বিদ্যাধরোদ্গীতশীলঃ
পিনাকীব লীলাবিলাসৈঃ সলীলঃ ॥ ৫০৫
প্রকাশ্য ভুবনং গোভিস্ততো দিনকরে গতে।
দেশান্তরং তদা পশ্চাদ্দূরমস্তাবনীধরম্ ॥ ৫০৬
উদয়াস্তে পুরো ভাবী যো হি চাস্তেঽবনীধবঃ।
মিত্রত্বমস্য সুদৃঢ়ং হৃদয়ে দ্যোতয়ন্নিব ॥ ৫০৭
নিত্যমারাধিতো বিপ্রৈঃ শ্রীমান বিঘনসঃ সুতঃ।
নাকরোৎসবিতুর্মেরুরুপকারং পতিষ্যতঃ ॥ ৫০
জনেষেষা ব্যবস্থেতি শ্রূয়তে স্খলিতো হ্যধঃ।
দিনেনানুগতো ভানুঃ স্বজনস্বমপূরয়ন্ ॥ ৫০৯
সন্ধ্যাবদ্ধাঞ্জলিপুটা মুনয়োঽভিমুখা রবিম্।
যাচন্ত্যাগমনং শীঘ্রং নিবার্য্যাত্মনি ভাবিতাম্
ব্যজৃম্ভতাথ লোকেঽস্মিন্ ক্রমাদ্বৈভাবরস্তমঃ।
কুটিলস্যেব হৃদয়ে কালুষ্যং দূষয়ন্মনঃ ॥ ৫১১
জ্বলৎফণিফণারত্ন-দীপদ্যোতিতভিত্তিকে।
শয়নে শশিসঙ্ঘাত-স্বচ্ছবস্ত্রোত্তরচ্ছদে ॥ ৫১২
নানারত্নদ্যুতিলসচ্ছক্রচাপবিড়ম্বকে।
রত্নৈঃ কিঙ্কিণিজালেন লসন্মুক্তাকলাপকে ॥৫১৩
কমনীয়চলল্লীলা-বিতানাচ্ছাদিতাম্বরে।
মন্দরে মন্দসঞ্চারং গতে গিরিসুতাযুতঃ ॥ ৫১৪
তস্থৌ গিরিসুতাবাহু-লতামিলিতকন্ধরঃ।
শশিমৌলিঃ সিতজ্যোৎস্নাস্ফারপূরিতগোচরঃ।
গিরিজাপ্যসিতাপাঙ্গী নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ।
বিভাবর্য্যা চ সংপৃক্তা বভূবাতিতমোময়ী ॥ ৫১৫
তামুবাচ ততো দেবঃ ক্রীড়াকেলিকলাযুতাম্।

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে
গৌরীবিবাহবর্ণনং নাম ত্রিচত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বল্পপঙ্ক পঙ্কজপূর্ণ জলে এবং ক্ষণকাল মাতার নিষ্কলঙ্ক শুভ অঙ্কে অবস্থানপূর্ব্বক বাল্যলীলা প্রকাশ করেন। দেবানন্দকারী গণেশ্বরাধীশ্বর বীরক পিনাকীর ন্যায় লীলা-বিলাস সহকারে কখন কখনও নিকুঞ্জমধ্যে বিদ্যাধরগণসহ ক্রীড়া ও গান করিতেন। যথাকালে দিবাকর স্বীয় কিরণমালায় ভুবনতল বিভাসিত করিয়া দেশান্তরে—অতি দূরে পশ্চিমে অস্তভূধরে গমন করিলেন। উদয় এবং অস্ত—এই দুইটীর একটি প্রথমে এবং অপরটী শেষকালে রবির সহায়তা করে বটে, পরন্তু ভাবিয়া দেখিলে অস্ত মহীধরের হৃদয়েই সুদৃঢ় মিত্রত্ব বিদ্যমান বলিয়া বুঝা যায়। নিত্য বিপ্রগণারাধিত ব্রহ্মনন্দন শ্রীমান্ মেরু মহাধরও এই পতনকালে সূর্য্যের কোনরূপ সাহায্য করিলেন না। জনসমাজেও এই-রূপ রীতি বর্ত্তমান। শুনা যায়, ভানু দিনান্তের অনুগামী হইয়া জলমধ্যে গিয়াও স্বজনগণের অভাব বোধ করেন না। মুনিগণ সন্ধ্যা-কালে রবির অভাব জন্য দুঃখ সম্বরণপূর্ব্বক অভিমুখে থাকিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রবির নিকটে তাঁহার পুনরায় শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে কুটিলের হৃদয়ে মনোদূষণকারী কালুষ্যের ন্যায় বিভাবরীর তমঃপ্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন সময় শঙ্কর গিরি-সুতা সহ শনৈঃ শনৈঃ মন্দপদসঞ্চারে রম্য মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেই মন্দিরের ভিত্তিগাত্র জ্বলন্ত ফণি-ফণার মণি-দীপদ্বারা উদ্দ্যোতিত; উহার অভ্যন্তরস্থ শয্যা শশিরাশিসম শুভ্র আস্তরণবস্ত্রে সমা-চ্ছাদিত। উপরিভাগ কমনীয় বিতান দ্বারা সমাবৃত। ঐ বিতানস্থ উল্লোল অর্থাৎ ঝালর মালা মৃদুপবনহিল্লোলে সদা আন্দো-লিত। উহা নানা মণিরত্নপ্রভা প্রতিফলিত হইয়া ইন্দ্রচাপের অনুকরণ করিতেছিল। উহাতে রত্নকিঙ্কিণীজাল সহ মুক্তাকলাপ বিলম্বিত। অতঃপর শঙ্কর গিরিসুতার বাহুলতাবেষ্টনে মীলিতলোচনে অবস্থান করিলেন। নীলোৎপলদলচ্ছবি, অসিতা-পাঙ্গী গিরিজা শশিমৌলির সিত জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত মন্দিরমধ্যে বিভাবরী সহ সম্পৃক্ত

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শঙ্কর উবাচ।

শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ।
ভুজঙ্গীবাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরৌ॥
চন্দ্রাতপেন সংপৃক্তা রুধিরাম্বরসংবৃতা।
রজনীবাসিতে পক্ষে দৃষ্টিদোষং দদাসি মে॥২
ইত্যুক্তা গিরিজা তেন মুক্তকণ্ঠা পিনাকিনম্।
উবাচ কোপরক্তাক্ষী ভ্রুকুটীবিকৃতাননা॥৩

দেব্যুবাচ।

স্বকৃতেন জনঃ সর্ব্বো জাড্যেন পরিভূয়তে।
অবশ্যমর্থী প্রাপ্নোতি খণ্ডনং শশিমণ্ডন॥৪
তপোভির্দীর্ঘচরিতৈর্যা ত্বাং প্রার্থিতবত্যহম্।
তস্যা মে নিয়তস্ত্বেষ হ্যবমানঃ পদেপদে॥৫
নৈবাস্মি কুটিলা শর্ব্ব বিষমা ন চ ধূর্জ্জটে।
সবিষস্ত্বং জগৎখ্যাতো ব্যক্তদোষাকরাশ্রয়ঃ॥
ত্বং হি মুষ্ণাসি দশনান্ নেত্রহন্তা ভগস্য চ।
আদিত্যস্ত্বাং বিজানাতি ভগবান্ দ্বাদশাত্মকঃ॥
মূর্দ্ধ্নি শূলং জনয়সি দৈর্ব্বদোষৈর্মামধিক্ষিপন্।
যত্ত্বং মামাথ কৃষ্ণেতি মহাকালোঽসি বিশ্রুতঃ॥৮
যাস্যাম্যহং পরিত্যক্তুমাত্মানং তপসা গিরিম্।
জীবন্ত্যা ন ময়া কৃত্যং ধূর্ত্তেন পরিভূতয়া॥৯
কাপালিকেন ক্ষুদ্রেণ শ্মশানে নিত্যবাসিনা।
ভূত্যা বিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গেন মাতৃমধ্যস্থচারিণা॥১০
নিশম্য তস্যা বচনং কোপতীক্ষ্ণাক্ষরং হরঃ।
উবাচাধিকসম্ভ্রান্তঃ প্রচলেন্দুমৌলিনা॥১১

শঙ্কর উবাচ।

অগাত্মজাসি গিরিজে নাহং নিন্দাপরস্তব।
চাটূক্তিবুদ্ধ্যা তু ময়া কৃত উন্মাদসংশ্রয়ঃ॥১২

হইয়া অতীব তমোময়াকার ধারণ করিলেন। ৫০৩—৫১৭।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

শঙ্কর কহিলেন,—হে তন্বঙ্গি! চন্দন পাদপে যেমন কৃষ্ণসর্পী সংশ্লিষ্টভাবে বিরাজ করে, অসিতদ্যুতি তুমিও তেমনি মদীয় সিত শরীরে প্রতিভাত হইতেছ। তুমি চন্দ্রাতপে সম্পৃক্তা ও রক্তাম্বর-পরিবৃতা হইয়া অসিত পক্ষীয় রজনীর ন্যায় আমার দৃষ্টিদোষ প্রদান করিতেছ। পিনাকী এই কথা কহিলে গিরিজাও কণ্ঠদ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তিনি কোপরক্ত-নেত্রে ভ্রুকুটীকুটিলবদনে বলিলেন,—সকল লোকই স্বীয় কৃত মূর্খতায় অভিভূত হইয়া থাকে। হে শশিমণ্ডন! যাচক ব্যক্তি অবশ্যই অবমাননা প্রাপ্ত হয়। আমি যে দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়া তোমায় যাচ্ঞা করিয়াছিলাম, ইহা আমার সেই যাচ্ঞারই ফল—পদে পদে অপমান। হে শর্ব্ব! আমি কুটিলা নহি। হে ধূর্জ্জটে। আমি বিষমাও নহি। তুমি সবিষ হইয়া দোষাকরের আশ্রয়ে জগতে বিলক্ষণ খ্যাতিসম্পন্নই হইয়াছ। তুমিই দশনাপহরণ কর, ভগদেবতার নেত্রনাশ তুমিই করিয়াছ। দ্বাদশাত্মা ভগবান্ দিবাকর তোমায় বিশেষরূপেই জানেন। তুমি নিজেই দোষী। নিজের দোষেই এখন আমাকে তিরস্কার করিয়া মস্তকে শূল জন্মাইতেছ। নিজে তুমি মহাকাল আখ্যায় অভিহিত, অথচ আমাকেই কৃষ্ণা বলিয়া তিরস্কার করিতেছ। আমি আর কি করিব? তপোবলে জীবন বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত শৈলশিখরে গমন করিব। কেননা ধূর্ত্ত-পরিভূত জীবন দ্বারা আমার আর কোনই প্রয়োজন নাই। তুমি কেবলই কি ধূর্ত্ত? তুমি কাপালিক, ক্ষুদ্র, নিত্য শ্মশানবাসী, ভস্মবিলিপ্তগাত্র এবং নিত্য মাতৃগণ-মধ্যস্থ। ভগবান্ শঙ্কর গিরিজার সেই কোপতীক্ষ্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যধিক সম্ভ্রমের সহিত বলিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শিরোভূষণ চন্দ্র চঞ্চল হইয়া পড়িল। ১—১১। শঙ্কর বলিলেন,—অয়ি গিরিজে! তুমি নগনন্দিনী বলিয়া আমি তোমার নিন্দা করি নাই। কেবল চাটূক্তিবোধেই তোমার প্রতি উন্মাদবৎ অপ্রকৃত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি।

বিকল্পঃ স্বস্থচিত্তে তু গিরিজে ন মম ক্রমাৎ।
যদ্যেবং কুপিতা ভীরু তত্ত্বাহং ন বৈ পুনঃ ॥
নর্ম্মবাদী ভবিষ্যামি জহি কোপং শুচিস্মিতে।
শিরসা প্রণতেনৈষ রচিতস্তে ময়াঞ্জলিঃ ॥ ১৪
নিন্দিতো হ্যপমানেন নিন্দিতেনৈতি বিক্রিয়াম্।
তস্মান্ন জাতু রুষ্টস্য নর্ম্মস্পৃষ্টো নরঃ কিল ॥ ১৫
অনেকৈশ্চাটুভির্দেবী দেবেন প্রতিবোধিতা।
কোপং তীব্রং ন তত্যাজ সতী মর্ম্মণি ঘট্টিতা ॥
অবষ্টব্ধমথাচ্ছিদ্য বাসঃ শঙ্করপাণিনা।
বিপর্য্যস্তালকা বেগাদ্গন্তুমৈচ্ছচ্চ শৈলজা ॥ ১৭
তস্যা ব্রজন্ত্যাঃ কোপেন পুনরাহ পুরান্তকঃ।
সত্যং সর্ব্বৈরবয়বৈস্তনোষি সদৃশং পিতুঃ ॥ ১৮
হিমাচলস্য শৃঙ্গস্থমেঘজালাকুলং মনঃ।
তথা দুরবগাহেভ্যো গহনো হি তবাশয়ঃ ॥ ১৯
কাঠিন্যমশ্মসারেভ্যো বনেভ্যো বহুলাঙ্গতা।
কুটিলত্বং নিম্নগাভ্যো দুঃসেব্যত্বং হিমাদপি ॥ ২০
সংক্রান্তং সর্ব্বমেবৈতৎ তবাঙ্গি হিমভূধরাৎ ॥ ২১
ইত্যুক্তা সা পুনঃ প্রাহ গিরিশং শৈলনন্দিনী।
কোপকম্পিতমূর্দ্ধা সা প্রস্ফুরদ্দশনচ্ছদা ॥ ২২

উমোবাচ।

মাসর্ব্বান্ দোষদানেন নিন্দাস্থান্ গুণিনো জনান্
তবাপি দুষ্টসম্পর্কাৎ সংক্রান্তং সর্ব্বমেব হি ॥ ২৩
ব্যালেভ্যোঽনেকজিহ্বত্বং ভস্মনোঽস্নেহ-
বর্জিতা।
হৃৎকালুষ্যং শশাঙ্কোৎথং দুর্ব্বোধত্বং বিষাদপি।
কিং চাত্র বহুনোক্তেন অলং বাচাং শ্রমেণ তে
শ্মশানবাসান্নির্ভীত্বং নগ্নত্বাত্তব ন ত্রপা ॥ ২৫
নির্ঘৃণত্বং কপালিত্বাদ্দয়া তে বিগতা চিরম্।

হে গিরিজে! দেখ, স্বস্থচিত্তে বিকল্প কল্পনা করিতে নাই। অয়ি ভীরু! তুমি যদি আমার কথায় কুপিত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি আর তোমার সম্বন্ধে পুনরায় কোনই কথা কহিব না বা আমি তোমার নর্ম্মভাষী হইব না। তুমি কোপ পরিত্যাগ কর। আমি মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করিয়া এই অঞ্জলিবন্ধন করিতেছি। উত্তম ব্যক্তিও যখন অবমাননা বা নিন্দা আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠে, তখন তাদৃশ রুষ্ট জনের নর্ম্মবাদী হওয়া কদাচ কাহারও উচিত নহে। এই বলিয়া দেবদেব অনেক চাটু বাক্যে দেবীকে প্রবোধিত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মর্ম্মাহতা সতী কিছুতেই তাঁহার সেই তীব্র কোপ পরিত্যাগ করিলেন না। শঙ্কর তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ধরিয়াছিলেন, কিন্তু শৈলজা সজোরে টানিয়া লইয়া বিপর্য্যস্তকেশে বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। তিনি গমনোদ্যত হইলে এইবার শঙ্কর কিঞ্চিৎ কোপের সহিত বলিলেন, ওহে সত্যই তুমি সর্ব্বপ্রকারে তোমার পিতারই অনুরূপ দুহিতা। হিমালয়ের জলদজালাকুল নভঃস্পর্শী শৃঙ্গগুলির ন্যায় তোমার মন; অপিচ তাহার দুরবগাহ অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে তোমার আশয়, তদীয় পাষাণসমূহ হইতে তোমার কাঠিন্য, তত্রত্য বনভূমি হইতে তোমার বহু ব্যাপকতা, সেখানকার নদীনিচয় হইতে তোমার কৌটিল্য এবং তথাকার হিমরাশি হইতেই তোমার দুঃসেব্যতা সংক্রামিত হইয়াছে। এক কথায় হিমগিরিরাজের সমস্ত গুণই সর্ব্বদা তোমাতে সংক্রান্ত। গিরিশ এই কথা কহিলে গিরিজা পুনরায় তাঁহাকে কোপকম্পিত শিরে কহিতে লাগিলেন; তখন কোপে তাঁহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। দেবী কহিলেন, দেব! তুমি বৃথা দোষারোপ করিয়া অন্য গুণী জনকে নিন্দা করিও না। দুষ্টসম্পর্কে তোমাতেও বহু দোষ সংক্রামিত হইয়াছে। সর্পসমূহ হইতে তোমাতে ঘোর কৌটিল্য আসিয়াছে। ভস্মসংসর্গেই তোমা[র] স্নেহবন্ধন টুটিয়াছে। কলঙ্কী চন্দ্র হইতেই হৃদয়কালুষ্য ঘটিয়াছে এবং বিষ হইতেই তোমার দুর্ব্বোধত্ব বা জড়তা জন্মিয়াছে। তোমার সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয় করিয়া কি ফল হইবে? শ্মশানবাসে বন্ধন তোমার নির্ভীকতা এবং নগ্নত্ব নিমিত্ত [তো]মার নির্লজ্জতা আসিয়াছে। ১২—২৫। তুমি পাপী বলিয়া

ইত্যুক্তা মন্দিরাত্তস্মান্নির্জগাম হিমাদ্রিজা ॥ ২৬
তস্যাং ব্রজন্ত্যাং দেবেশ্যাং গণৈঃ কিলকিলাকৃতা
ক্ব মাতর্গচ্ছসীত্যুক্তা রুদদ্ভির্ধাবিতং পুনঃ ॥২৭
বিষ্টভ্য চরণৌ দেব্যা বীরকো বাষ্পগদগদঃ ।
প্রোবাচ মাতঃ কিং ত্বেতৎ ক্ব যাসি কুপিতান্তরা
অহং ত্বামনুযাস্যামি ব্রজন্তীং স্নেহবর্জ্জিতাম্ ।
নোচেৎপতিষ্যে শিখরাদ্গিরেরস্য স্বয়োজ্ঝিতঃ
উন্নম্য বদনং দেবী দক্ষিণেন তু পাণিনা ।
উবাচ বীরকং মাতা ত্বং শোকং পুত্র মা কৃথাঃ
শৈলাগ্রাৎ পতিতুং নৈব ন চ গন্তুং ময়া সহ ।
শৃণু তে পুত্র বক্ষ্যামি যেন কার্য্যেণ তচ্ছৃণু ॥
কৃষ্ণেত্যুক্তা হরেণাহং নিন্দিতা চাপ্যনিন্দিতা ।
সাহং তপঃ করিষ্যামি যেন গৌরীত্বমাপ্নুয়াম্ ॥
এষ স্ত্রীলম্পটো দেবো যাতায়াং ময্যনন্তরম্ ।
দ্বাররক্ষা ত্বয়া কার্য্যা নিত্যং রন্ধ্রান্ববেক্ষিণা ॥
যথা ন কাচিৎ প্রবিশেদ্ যোষিদত্র হরান্তিকম্ ।
দৃষ্ট্বা পরস্ত্রিয়ং চাপি বদেথা মম পুত্রক ॥ ৩৪
শীঘ্রমেব করিষ্যামি যথা যুক্তমনন্তরম্ ।
এবমস্ত্বিতি দেবেশীং বীরকোবাচ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৫
মাতুরাজ্ঞামৃতাহ্লাদ-প্লাবিতাঙ্গো গতজ্বরঃ ।
জগাম কক্ষাং স দ্রষ্টুং প্রণিপত্য তু মাতরম্ ॥
দেবী চাপশ্যদায়ান্তীং সখীং মাতুর্বিভূষিতাম্ ।
কুসুমামোদিনীং নাম তস্য শৈলস্য দেবতাম্ ॥
সাপি দৃষ্ট্বা গিরিসুতাং স্নেহবিক্লবমানসা ।
ক্ব পুত্রি গচ্ছসীত্যুচ্চৈরালিঙ্গ্যোবাচ দেবতা ॥
সা তস্যাঃ সর্ব্বমাচখ্যৌ শঙ্করাৎ কোপকারণম্ ।
পুনশ্চোবাচ গিরিজা দেবতাং মাতৃসম্মিতাম্ ॥

উমোবাচ ।

নিত্যং শৈলাধিরাজস্য দেবতা ত্বমনিন্দিতে ।

তোমার ঘৃণা কিছুতেই নাই। দয়া তোমার চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে। হিমশৈলজা এই কথা কহিয়া সেই মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি চলিয়া গেলে প্রমথগণ কিলকিলা ধ্বনি করিয়া উঠিল। হে মাতঃ; কোথায় চলিয়াছ' এই বলিয়া তাহারা রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। বীরক দেবীর পদদ্বয় ধরিয়া বাষ্পগদ্গদবাক্যে বলিল—মাতঃ! একি হইয়াছে? আপনি কুপিত মনে কোথায় যাইতেছেন? যদি আপনি স্নেহবর্জ্জিত হইয়া গমন করেন, তাহা হইলে আমিও আপনার অনুগমন করিব। নতুবা তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি এই গিরিশিখর হইতে পতিত হইব। দেবী তখন দক্ষিণ করে বীরকের বদন উত্তোলন করিয়া কহিলেন,—পুত্র! তুমি শোক করিও না। শৈলাগ্র হইতে পতন বা আমার অনুগমন ইহার একটীও তোমার কর্ত্তব্য নহে। কেন নহে? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, আমি অনিন্দিতা হইলেও হর আমাকে কৃষ্ণা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। অতএব আমি তপস্যা করিব—করিয়া গৌরীত্ব প্রাপ্ত হইব। কিন্তু ঐ দেবদেব অতি লম্পট; সেইজন্য আমি চলিয়া গেলে তুমি নিত্য নিত্য রন্ধ্রাবেক্ষী হইয়া দ্বার রক্ষা করিবে। দেখিবে—কোনরূপে যেন কোন অপর রমণী হরের সমীপে আসিতে না পারে। হে পুত্রক! যদি ঐরূপ ঘটনা দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাহা আমায় জানাইবে। আমি তাহার সমুচিত ব্যবস্থা শীঘ্রই করিব। তখন বীরক দেবীকে 'তথাস্তু' বাক্যে উত্তর প্রদান করিলেন এবং মাতার আদেশরূপ অমৃতাহ্লাদে প্লাবিতাঙ্গ হইয়া মাতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তুষ্টমনে ক্রীড়াস্থলে গমন করিলেন। ২৬—৩৬। পরে দেবী দেখিলেন, সেই শৈলাধিদেবতা কুসুমামোদিনী নাম্নী স্বীয় মাতৃসখী আগমন করিতেছেন। এদিকে সেই শৈলাধিদেবতাও গিরিসুতাকে দেখিয়াই স্নেহবিক্লব মনে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—অয়ি পুত্রি! কোথায় যাইতেছ? তখন শৈলজা শঙ্কর-ঘটিত স্বীয় কোপকারণ সমস্তই ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—এবং পুনরায় সেই মাতৃসম্মিতা শৈলদেবতাকে কহিলেন,—হে অনিন্দিতে! তুমি শৈলাধিরাজের

সর্ব্বতঃ সন্নিধানন্তে মমগাতীববৎসলা।
অতস্তে প্রবক্ষ্যামি যদ্বিধেয়ং তদা ধিয়া ॥ ৪০
অন্তস্ত্রীসম্প্রবেশশ্চ যথা রক্ষ্যঃ প্রযত্নতঃ।
ত্বৎস্থানে প্রযত্নেন চেতসা সততং গিরৌ ॥ ৪১
পিনাকিনঃ প্রবিষ্টায়াং বক্তব্যং মে যথানঘে।
ততোহহং সংবিধাস্যামি যৎক্ষমং তদনন্তরম্ ॥
ইত্যুক্তা তাং তথেত্যুক্ত্বা জগাম স্বগিরিং শুভা
উমাপি পিতুরুদ্যানং জগামাত্রিস্থতাদ্ভুতম্ ॥ ৪৩
অন্তরিক্ষং সমাবিশ্য মেঘমালানিভপ্রভা।
ভূষণানি ততো ত্যক্ত্বা বৃক্ষবল্কলধারিণী ॥ ৪৪
গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসন্তপ্তা বর্ষাসু চ জলোষিতা।
বন্যাহারা নিরাহারা শুষ্কস্থণ্ডিলশায়িনী ॥ ৪৫
এবং সাধয়তী তত্র তপসা সংব্যবস্থিতা ॥ ৪৬
জ্ঞাত্বা গতাং গিরিসুতাং দৈত্যস্তত্রান্তরে বলী

অন্ধকস্য সুতো দৃপ্তঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ৪৭
দেবান্ সর্ব্বান্ বিজিত্যাজৌ বকভ্রাতা-
রণোৎকটঃ।
আড়ির্নামান্তরপ্রেক্ষী সততং চন্দ্রমৌলিনঃ।
আজগামামররিপুঃ পুরং ত্রিপুরঘাতিনঃ ॥ ৪৮
স তত্রাগত্য দদৃশে বীরকং দ্বার্য্যবস্থিতম্।
বিচিন্ত্য সোঽপি চ বরং দত্তং কমলযোনিনা।
হতে কিলান্ধকে দৈত্যে গিরিশেনাসুরদ্বিষা।
আড়িশ্চকার বিপুলং তপঃ পরমদারুণম্ ॥ ৫০
সমাগত্যাব্রবীদ্ব্রহ্মা তপসা পরিতোষিতঃ।
কিমাপ্তে দানবশ্রেষ্ঠ তপসা প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ৫১
ব্রহ্মাণমাহ দৈত্যস্তু নির্ম্মৃত্যুত্বমহং বৃণে ॥ ৫২
ব্রহ্মোবাচ।
জাতানামিহ সংসারে বিনা মৃত্যুং ন যুজ্যতে।
যতস্ততোঽপি দৈত্যেন্দ্র মৃত্যুঃ প্রাপ্যঃ
শরীরিভিঃ ॥ ৫৩
ইত্যুক্তো দৈত্যসিংহস্তু প্রোবাচাম্বুজসম্ভবম্।

দেবতা, সর্ব্বত্রই তোমার নিত্য সন্নিধান এবং আমাকেও তুমি অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাক। এইজন্য তোমার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে বলিয়া যাইতেছি অন্তস্ত্রী যাহাতে পিনাকীর আবাসে নির্জ্জনে প্রবেশ করিতে না পারে, তুমি সে বিষয়ে সতত বিশেষ বিশেষ করিবে। আর যদি কোন নারী প্রবেশ করে, তবে সে সংবাদ আমাকে প্রদান করিবে। তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য হয়, আমি করিব। পার্ব্বতী কুসুমামোদিনীকে এই কথা কহিলে তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীয় শৈলাবাসে গমন করিলেন। এদিকে উমাদেবী পিতার উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলেন। মনে হইল, অন্তরীক্ষস্থ মেঘমালায় যেন প্রভা প্রবেশ করিল। অনন্তর তিনি ভূষণ সকল পরিত্যাগ করিলেন, মাত্র বৃক্ষবল্কল ধারণ করিয়া গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি-তাপে সন্তপ্ত ও বর্ষায় জলমধ্যে অবস্থিত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কখন বন্য ফলাহারে কখনও নিরাহারে তাঁহার কাল কাটিতে লাগিল। তাঁহার দেহ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি স্থণ্ডিলে শয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে গিরিসুতা তথায় তপঃসাধনায় অবস্থিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া অন্ধক-নন্দন বক-ভ্রাতা বলবান্ আড়ি নামক দৈত্য এই সময় তাহার পিতার বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সমরে সর্ব্ব দেবসৈন্য পরাজয়পূর্ব্বক ভগবান্ চন্দ্রশেখরের ছিদ্রান্বেষী হইয়া তদীয় পুরে আগমন করিল। ঐ দৈত্য ত্রিপুরহরের পুরদ্বারে আসিয়া দেখিল, দ্বারে বীরক অবস্থান করিতেছেন; দেখিয়া সে চিন্তান্বিত হইল। পূর্ব্বে গিরিশের হস্তে অন্ধক নিহত হইলে ঐ আড়ি দৈত্য বিপুল তপস্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মা শেষে ঐ দৈত্যকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা উহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া আগমনপূর্ব্বক বলেন যে, হে দানবশ্রেষ্ঠ! তুমি তপস্যা করিয়া কি বর লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তাহাতে ঐ আড়ি দানব ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব প্রার্থনা করিয়াছিল। ৩৭-৫২। ব্রহ্মা বলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! দেহধারী মাত্রকেই মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয়। এ সংসারে জন্মিয়া কেহই অমর হইতে পারে না। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে ঐ দৈত্যেন্দ্র পদ্মজন্মাকে বলিয়াছিল,—হে

রূপস্য পরিবর্ত্তো মে যদা স্যাৎ পদ্মসম্ভব।
তদা মৃত্যুর্মম ভবেদন্যথা স্বমরোঽস্ম্যহম্ ॥ ৫৪
ইত্যুক্তস্তু ততোবাচ তুষ্টঃ কমলসম্ভবঃ।
যদা দ্বিতীয়ো রূপস্য বিবর্ত্তস্তে ভবিষ্যতি।
তদা তে ভবিতা মৃত্যুরন্যথা ন ভবিষ্যতি ॥৫৫
ইত্যুক্তোঽমরতাং মেনে দৈত্যসূনুর্মহাবলঃ ॥
তস্মিন্ কালে তু সংস্মৃত্য তদ্বধোপায়মাত্মনঃ।
প্রতিহর্ত্তুং দৃষ্টিপথং বীরকস্যাভবত্তদা ॥ ৫৭
ভুজঙ্গরূপী রন্ধ্রেণ প্রবিবেশ দৃশঃ পথম্।
পরিহৃত্য গণেশস্য দানবো রৌদ্রদুর্জ্জয়ঃ ॥ ৫৮
অলক্ষিতো গণেশেন প্রবিশ্যাথাপরাং তনুম্।
ভুজঙ্গরূপং সন্ত্যজ্য জগ্রাহাথ মহাসুরঃ।
উমারূপং রময়িতুং গিরিশং মূঢ়চেতনঃ ॥ ৫৯
কৃত্বা মায়াময়ং রূপমপ্রতর্ক্যং মনোহরম্।
সর্ব্বৈরবয়বৈঃ পূর্ণং সর্ব্বাভিজ্ঞানবৃংহিতম্ ॥ ৬০
কৃত্বা ভগান্তরে দন্তং দৈত্যো বজ্রময়ং দৃঢ়ম্।
তীক্ষ্ণাগ্রং বুদ্ধিমোহেন গিরিশং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৬১
কৃত্বোমারূপসংস্থানং গতো দৈত্যো হরান্তিকম্
পাপো রম্যাকৃতিশ্চিত্র-ভূষণাম্বরসংযুতঃ ॥ ৬২
তং দৃষ্ট্বা গিরিশস্তুষ্টস্তমালিঙ্গ্য মহাসুরম্।
মন্যমানো গিরিসুতাং সর্ব্বৈরবয়বান্তরৈঃ ॥ ৬৩
অপৃচ্ছৎ সাধুভাবস্তে গিরিপুত্রি ন কৃত্রিমঃ।
যা ত্বং মদাশয়ং জ্ঞাত্বা প্রাপ্তেহ বরবর্ণিনী ॥৬৪
ত্বয়া বিরহিতং শূন্যং মন্যমানো জগত্ত্রয়ম্।
প্রাপ্তা প্রসন্নবদনে যুক্তমেবংবিধং ত্বয়ি ॥ ৬৫
ইত্যুক্তো দানবেন্দ্রস্তু তদ্বভাষেস্মিতং শনৈঃ।
স চাবুধ্যদভিজ্ঞানৈঃ প্রাহ ত্রিপুরঘাতিনম্ ॥ ৬৬

দানব উবাচ।

যাতাস্মী তপঃ কর্ত্তুং বাল্লভ্যায় তবাতুলম্।
রতিশ্চ তত্র মে নাভূত্ততঃ প্রাপ্তা ত্বদন্তিকম্ ॥৬৭
ইত্যুক্তঃ শঙ্করঃ শঙ্কাং চিত্তে প্রাপ্তো বিচারয়ন্

পদ্মযোনে! আমার যখন রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তখনই যেন আমার মৃত্যু হয়। অন্যথা আমি যেন অমর হইয়াই থাকি। সেই দৈত্য এই কথা কহিলে কমলযোনি তুষ্ট হইয়া বলেন যে, যখন তোমার দ্বিতীয় রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তখনই তোমার মৃত্যু হইবে। অন্যথা তোমার মৃত্যু নাই। ব্রহ্মার এই কথায় মহাবল দৈত্যনন্দন তখন ঐরূপ অমরত্ব বরই যথেষ্ট মনে করিয়াছিল। এক্ষণে সে নিজের সেই বধোপায়-রহস্য স্মরণ করিয়া বীরকের দৃষ্টিপথ পরিহারকামনায় ভুজঙ্গ-রূপে গৃহচ্ছিদ্রপথে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিল। গণপতি বীরক দানবের এই প্রবেশব্যাপার কিছুই জানিতে পারিলেন না। এদিকে দানব পুরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ভুজঙ্গরূপ পরিত্যাগ করিল এবং মূঢ়-বুদ্ধিবশতঃ উমা-রূপে গিরিশকে ছলিবার জন্য চেষ্টিত হইল। ঐ দানব মায়া করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন সর্ব্ব অভিজ্ঞানযুত অতর্কিত মনোজ্ঞ উমারূপ ধারণ করিল। পরন্তু বুদ্ধিমোহে তদীয় রতিগহ্বরে কয়েকটী বজ্রোপম তীক্ষ্ণাগ্র দন্ত আবিষ্কার করিয়া গিরিশকে বধ করিতে প্রস্তুত হইয়া অপূর্ব্ব উমারূপ ধারণপূর্ব্বক ঐ পাপাশয় দৈত্য রম্যাকৃতি ও রম্য বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া হরান্তিকে উপস্থিত হইল। হর সেই মহা-সুরকে উমাকৃতি দেখিয়া তুষ্ট হইলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে উমা বলিয়াই মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি শৈলনন্দিনি! সাধু সাধু! বুঝিলাম তোমার প্রণয়ভাব অকৃত্রিম। কেননা হে বরবর্ণিনি! তুমি আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। তোমার বিরহে এই ত্রিভুবন আমি শূন্য বলিয়াই মনে করিতে-ছিলাম। তুমি প্রসন্নমুখে আবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ! ইহা তোমার যোগ্য কার্য্যই হইয়াছে। ৫৩—৬৫। হর এই কথা কহিলে, দানবেন্দ্র উমারূপে ঈষৎ হাস্য করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—দেব! আমি তোমারই প্রেম লাভার্থ তীব্র তপস্যাচরণে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার ভাল লাগিল না। সুতরাং আবার তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিলাম। সেই দানব এই কথা কহিলে শঙ্কর যেন কিঞ্চিৎ শঙ্কিত

হৃদয়েন সমাধায় দেবঃ প্রহসিতাননঃ ॥ ৬৮
কুপিতা ময়ি তন্বঙ্গী প্রকৃত্যা চ দৃঢ়ব্রতা।
অপ্রাপ্তকামা সম্প্রাপ্তা কিমেতৎ সংশয়ো মম ॥
ইতি চিন্তা হরস্তস্যা অভিজ্ঞানং বিচারয়ন্।
নাপশ্যদ্বামপার্শ্বে তু তদঙ্কং পদ্মলক্ষণম্ ॥ ৭০
লোমমাবর্ত্তরচিতং ততো দেবঃ পিনাকধৃক্।
বুদ্ধা তাং দানবীং মায়ামাকারং গূহয়ংস্ততঃ ॥ ৭১
মেঢ্রে বজ্রাস্ত্রমাধায় দানবং তমসাদয়ৎ।
ন চাবুধ্যত তদ্বৃত্তং বীরকো দ্বাররক্ষকঃ ॥ ৭২
হরেণ সূদিতং দৃষ্ট্বা স্ত্রীরূপং দানবেশ্বরম্।
দূতেন মারুতেনাশু বোধিতা হিমশৈলজা ॥ ৭৩
শ্রুত্বা বায়ুমুখাদ্দেবী ক্রোধরক্তাবিলেক্ষণা।
অশপদ্বীরকং পুত্রং হৃদয়েনৈব দূয়তা ॥ ৭৪

দেব্যুবাচ।
মাতৃবৎ মাং পরিত্যজ্য যস্মাত্ত্বং স্নেহবিক্লবাম্।
বিহিতাবসরঃ স্ত্রীণাং শঙ্করস্য রহোবিধৌ ॥ ৭৫
তস্মাত্তে মানুষে রুক্ষা জড়া হৃদয়বর্জ্জিতা।
গণেশ ক্ষারসদৃশী শিলা মাতা ভবিষ্যতি ॥ ৭৬
নিমিত্ত এষ বিখ্যাতো বীরকস্য শিলোদয়ে।
সোহভবৎ প্রক্রমে চৈব বিচিত্রাখ্যানসংশ্রয়ঃ ॥ ৭৭
এবমুৎস্রষ্টশাপায়াং গিরিপুত্র্যামনন্তরম্।
নির্জ্জগাম মুখাৎ ক্রোধঃ সিংহরূপী মহাবলঃ ॥ ৭৮
স তু সিংহঃ করালাস্যঃ সটাজটিলকন্ধরঃ।
উর্দ্ধপ্রোদ্ধূতলাঙ্গুলো দংষ্ট্রোৎকটমুখাবটঃ ॥ ৭৯
ব্যাদিতাস্যো লম্বজিহ্বঃ ক্ষামঃ কুক্ষিকরাদিষু।
অস্যাস্যে বর্ত্তিতুং দেবী ব্যবস্থিতবতী তদা ॥
জ্ঞাত্বা মনোগতস্তস্যা ভগবাংশ্চতুরাননঃ।
আজগামাশ্রমপদং সম্পদামাশ্রয়ং যতঃ ॥ ৮১
আগম্যোবাচ দেবেশো গিরিজাং স্পষ্টয়া গিরা

হইলেন এবং মনে মনে সন্দিহান হইয়া প্রহর্ষবদনে হৃদয় মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন,—আমি জানি, তন্বঙ্গী দেবী উমা স্বভাবতই দৃঢ়ব্রতা; তিনি কোপভরে এখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং অপূর্ণ-মনোরথ হইয়া পুনরায় সহসা এখানে ফিরিয়া আসিলেন কেন? ইহাই এক্ষণে আমার সংশয়ের বিষয় হইতেছে। হর এইরূপ চিন্তা করিয়া উমার অভিজ্ঞানের বিষয় ভাবিলেন এবং তাঁহার বামপার্শ্বে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক দেখিলেন, দেবীর বাম পার্শ্বে লোমা-বর্ত্তঘটিত যে পদ্ম-চিহ্ন ছিল, তাহার অঙ্গে সে প্রসিদ্ধ পদ্ম-লক্ষণ নাই। তখন দেব পিনাকপাণি তাহা দানবী মায়া বলিয়া বুঝিলেন এবং স্বীয় আকার গোপন করিয়া স্বীয় লিঙ্গে বজ্রাস্ত্র যোজনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা রতি-কালে রতিবিবরে আঘাত করিয়া সেই দানবকে বিনাশ করিলেন। বীরক সেই দান-বেন্দ্রের বধবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে হর কর্ত্তৃক স্ত্রীরূপধর দানবেন্দ্রকে নিহত দেখিয়া কুসুমামোদিনী দেবী প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়াই অবিলম্বে দ্রুতগামী মারুত-দূত দ্বারা শৈলপুত্রীর নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। দেবী শৈলজা বায়ুমুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রক্তনেত্র হইলেন এবং ব্যথিতহৃদয়ে পুত্র বীরককে অভিশাপ প্রদান করিলেন। দেবী কহিলেন,—হে গণেশ! যে হেতু তুমি স্নেহবিক্লবা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করের নির্জ্জনাবাসে অন্য স্ত্রীলোক আনিবার অবসর প্রদান করিয়াছিলে, এই অপরাধে এক পরুষা, রুক্ষা, জড়া, হৃদয়বর্জ্জিতা, ক্ষারতুল্যা শিলা তোমার মাতা হইবে। বীরকের শিলা হইতে উৎপত্তির কারণ এইরূপই বিখ্যাত। ৬৬—৭৭। এইরূপ প্রক্রম হইতেই বিচিত্র আখ্যান প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যাহা হউক, গিরিপুত্রী এইরূপে শাপ প্রদান করিলে, তাঁহার বদন হইতে এক সিংহরূপী মহাবল ক্রোধ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ সিংহ করালবক্ত্র জটাজটিল কন্ধরশালী, দীর্ঘ লাঙ্গুল চালনে তৎপর, দংষ্ট্রা দ্বারা স্বয়ং উৎকট মুখতটশোভী, বিবৃতানন, লোলজিহ্ব এবং তাহার কুক্ষী ও কর-পদ ক্ষীণ। দেবী শৈলসুতা তখন সেই সিংহের মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার মনোভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ চতুরানন আগমনপূর্ব্বক গিরিজাকে

ব্রহ্মোবাচ।
কিং পুত্রি প্রাপ্তুকামাসি কিমলভ্যং দদামি তে
বিরম্যতামতিক্লেশাত্তপসোঽস্মান্মদাজ্ঞয়া ॥ ৮৩
তচ্ছ্রুত্বোবাচ গিরিজা গুরোর্গৌরবযন্ত্রিতম্।
বাক্যং বাচা হরোদ্গীর্ণবর্ণনির্গমবাঞ্ছিতম্ ॥ ৮৪
দেব্যুবাচ।
তপসা দুষ্করেণাপ্তঃ পতির্বৈ শঙ্করো ময়া।
স মাং শ্যামলবর্ণেতি বহুশঃ প্রোক্তবান্ রহঃ ॥৮৫
তস্মাদহং কাঞ্চনাভবর্ণা তন্নামসংযুতা।
ভর্ত্তুর্ভূতপতেরঙ্গমেকতো নির্ব্বিশেঽঙ্কবৎ ॥ ৮৬
তস্যাস্তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা প্রোবাচ জগদীশ্বরঃ।
এবম্বব ত্বং ভূয়শ্চ ভর্ত্তুর্দেহার্দ্ধচারিণী ॥ ৮৭
ততস্তত্যাজ তাং কৃষ্ণাং ফুল্লনীলোৎপলত্বচম্।
ত্বকৃচ সাপ্যভবদ্দীপ্তা ঘণ্টাহস্তা ত্রিলোচনা।
নানাভরণসম্পূর্ণা পীতকৌশেয়ধারিণী ॥ ৮৮
তামব্রবীত্ততো ব্রহ্মা দেবীং নীলাম্বুজত্বিষম্ ॥
নিশে ভূধরজাদেহ-সম্পর্কাত্ত্বং মদাজ্ঞয়া।
সম্প্রাপ্তা কৃতকৃত্যত্বমেকানংশা পুরো হসি ॥৯০
য এব সিংহঃ প্রোদ্ভূতো দেব্যাঃ ক্রোধাদ্বরাননে
স তেঽস্ত বাহনং দেবি কেতৌ চাস্ত মহাবলঃ।
গচ্ছ বিন্ধ্যাচলং তত্র সুরকার্য্যং করিষ্যসি ॥৯২
পঞ্চালো নাম যক্ষোঽয়ং যক্ষলক্ষপদানুগঃ।
দত্তস্তে কিঙ্করো দেবি ময়া মায়াশতৈর্যুতঃ ॥ ৯৩
ইত্যুক্তা কৌশিকী দেবী বিন্ধ্যশৈলং জগাম হ
উমাপি প্রাপ্তসঙ্কল্পা জগাম গিরিশান্তিকম্ ॥৯৪
প্রবিশন্তীন্ত তাং দ্বারাদপহৃত্য সমাহিতঃ।
রুরোধ বীরকো দেবীং হেমবেত্রলতাধরঃ ॥৯৫
তামুবাচ চ কোপেন রূপে তু ব্যভিচারিণীম্।
প্রয়োজনং ন তেঽত্রাস্তি গচ্ছ যাবন্ন ভক্ষ্যসে।
দেব্যা রূপধরো দৈত্যো দেবং বঞ্চিতুমাগতঃ।

স্পষ্টবাক্যে বলিলেন—হে পুত্রি! তুমি কি পাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? তোমায় কোন্ অলভ্য বস্তু দান করিব? আমার আদেশে তুমি এই অতিক্লেশকর তপস্যা হইতে বিরত হও। তৎশ্রবণে গিরিজা সেই গৌরব-মণ্ডিত গুরুকে শঙ্করকথিত কৃষ্ণবর্ণতা পরি-হারপূর্ব্বক গৌরবর্ণ লাভাভিলাষ ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, আমি দুষ্কর তপস্যা করিয়া শঙ্করকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইতে চাহি-লাম, কিন্তু তিনি আমাকে শ্যামবর্ণা বলিয়া বহুবার অভিহিত করিয়াছেন। অত-এব আমি কাঞ্চনবর্ণা ও প্রণয়শালিনী হইয়া ভর্ত্তা ভূতপতির অঙ্গসঙ্গিনী হইতে ইচ্ছা করিতেছি। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া কমলা-সন কহিলেন, 'এবমস্তু' তুমি এইরূপ হইয়া ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গ হইতে পারিবে। ব্রহ্মা এই কথা কহিবামাত্র শৈলজা তখন ফুল্ল নীলোৎপল তুল্য স্বীয় কৃষ্ণ দেহত্বক্ পরিত্যাগ করিলেন, সেই ত্বক্ হইতে তৎকালে ঘণ্টাহস্তা ত্রিলোচনা, নানা ভূষণভূষিতা, পীত কৌষের-ধারিণী নিশাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। ব্রহ্মা সেই নীলাম্বুজকান্তি দেবীকে তখন বলিলেন, হে নিশে! তুমি শৈলসুতার দেহ-সঙ্গগুণে কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছ। তুমিই ভবিষ্যতে একানংশা নামে বিখ্যাত হইবে। দেবীর ক্রোধ হইতে এই যে সিংহ সমুদ্ভূত হইয়াছে, হে দেবি! এই মহাবল সিংহ তোমারই বাহন হইবে এবং তোমার ধ্বজ-চিহ্ন হইয়া থাকিবে। তুমি বিন্ধ্যাচলে যাও, সেখানে গিয়া দেবকার্য্য সাধন করিবে। লক্ষ যক্ষানুচরসমভিব্যাহারী এই পঞ্চাল নামক যক্ষকে তোমার কিঙ্কররূপে অর্পণ করিলাম। হে দেবি! তোমার এই কিঙ্কর শত শত মায়ায় কুশল। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, কৌশিকীদেবী বিন্ধ্যাচলে প্রস্থান করিলেন। এদিকে উমা দেবী অভীষ্ট লাভ করিয়া হরান্তিকে উপনীত হইলেন।৭৮—৯৪। তিনি যখন হরের গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যতা হইলেন, তখন দ্বাররক্ষক হেমযষ্টিধারী বীরক তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন; দেবী কৃষ্ণবর্ণা নাই, এখন তিনি গৌরাঙ্গী হইয়া-ছেন বলিয়া চিনিতে না পারিয়া অন্য স্ত্রী আশঙ্কায় সকোপে কহিলেন,—তোমার হেথায় প্রয়োজন নাই; অতএব যাবৎ না নিহত হও, এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। দেবী শৈলপুত্রীর রূপ ধরিয়া দেবদেবকে

প্রবিষ্টো ন চ দৃষ্টোঽসৌ স চ দেবেন ঘাতিতঃ
ঘাতিতে চাহমাজ্ঞপ্তো নীলকণ্ঠেন কোপিনা।
দ্বারে ত্বনবধানস্তে যস্মাৎ পশ্যামি বৈ ততঃ।
ভবিষ্যসি ন মে দ্বাস্থো বর্ষপূগাননেকশঃ॥ ৯৮
অতস্তে নাত্র দাস্যামি প্রবেশং গম্যতাং দ্রুতম্
একাং মুক্ত্বা গিরিসুতাং মাতরং স্নেহবৎসলাম্।
প্রবেশং লভতে নান্যা নারী কমললোচনে॥
ইত্যুক্তা তু তদা দেবী চিন্ত্য মায়াস্থ চেতসা।
নারী নৈব স দৈত্যেয়ো বায়ুর্মে যামভাষত।
বৃথৈব বীরকঃ শপ্তো ময়া ক্রোধপরীতয়া॥ ১০১
অকার্য্যং ক্রিয়তে মূঢ়ৈঃ প্রায়ঃ ক্রোধসমন্বিতৈঃ
ক্রোধেন নশ্যতে কীর্ত্তিঃ ক্রোধো হন্তি স্থিরাং
শ্রিয়ম্॥১০২
অপরিচ্ছিন্নতত্ত্বার্থা পুত্রং শাপিতবত্যহম্।
বিপরীতার্থবুদ্ধীনাং সুলভো বিপদাগমঃ॥১০৩
সঞ্চিন্ত্যেত্যমুবাচেদং বীরকং প্রতি শৈলজা।
সলজ্জলজ্জাবিকাসেন বদনেনাম্বুজশ্রিয়া॥ ১০৪
দেব্যুবাচ।
অহং বীরক তে মাতা ন তেঽস্তু মনসো ভ্রমঃ।
শঙ্করস্যাস্মি দয়িতা সুতা তুহিনভূভৃতঃ॥ ১০৫
মম গাত্রচ্ছবিভ্রান্ত্যা মা শঙ্কাং পুত্র ধারয়।
তুষ্টেন গৌরতা দত্তা মমেয়ং পদ্মজন্মনা॥ ১০৬
ময়া শপ্তোঽস্যবিদিতে বৃত্তান্তে দৈত্যনির্ম্মিতে।
জ্ঞাত্বা নারীপ্রবেশন্তু শঙ্করে রহসি স্থিতে।
ন নিবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ শাপঃ কিন্তু ব্রবীমি তে।
শীঘ্রমেষ্যসি মানুষ্যাৎ সর্ব্বকামসমন্বিতঃ॥ ১০৮
শিরসা তু ততো বন্দ্য মাতরং পূর্ণমানসঃ।
উবাচ সাধ্বীং পূর্ণেন্দুদ্যুতিস্তুহিনশৈলজাম্॥১০৯
বীরক উবাচ।
নতসুরাসুরমৌলিমলমণি-
প্রবরকান্তিকরালিনখাঙ্ঘ্রিকে।

বঞ্চনা করিবার জন্য এক দৈত্য এখানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, দেবদেব জানিতে পারিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছেন। দৈত্য নিহত হইলে নীলকণ্ঠ কুপিত হইয়া আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন—যে, দ্বাররক্ষায় তোমার অবধান কিছুই দেখিতেছি না; অতএব দীর্ঘকালের জন্য তুমি আমার দ্বার রক্ষাকার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না, তাঁহার এই কথায় আমি সাবধান হইয়াছি। সুতরাং তোমাকে এখানে প্রবেশ করিতে দিব না, তুমি শীঘ্র প্রস্থান কর। হে কমললোচনে! মদীয় মাতা স্নেহবৎসলা একমাত্র গিরিসুতা ব্যতীত অন্য কোন নারী এখানে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। বীরক এই কথা কহিলে দেবী শৈলপুত্রী চিন্তা করিলেন,—বায়ু আমায় যে নারীর সংবাদ দিয়াছিল, বুঝিলাম—সে নারী নহে, সে একটা দৈত্য মাত্র। সুতরাং আমি ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্র বীরককে বৃথাই অভিশপ্ত করিয়াছি। বস্তুতঃ মূঢ়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রায়শ অকার্য্যই করিয়া থাকে। ক্রোধই কীর্ত্তিনাশক এবং ক্রোধই স্থিরা লক্ষ্মীর বিনাশক। আমিপ্রকৃত তথ্য না জানিয়া প্রিয় পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়াছি। যাহাদের বুদ্ধিতে বিপরীতার্থ স্থান পায়, তাহাদের বিপদাগম সহজেই হইয়া থাকে। শৈলজা এইরূপ চিন্তা করিয়া লজ্জা-জড়িত-মুখাম্বুজে বীরকের প্রতি কহিলেন,—বীরক! আমি তোমার মাতা, তোমার মনোভ্রম অপগত হউক, আমিই শঙ্করদয়িতা হিমালয়সুতা। পুত্র! তুমি আমার গাত্রচ্ছবি দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইও না। পদ্মজন্মা তুষ্ট হইয়া আমায় এই গৌরবর্ণ দান করিয়াছেন। দৈত্য-ঘটিত বৃত্তান্ত আমি বুঝিতে পারি নাই। নির্জ্জন স্থানে শঙ্করসমীপে নারী প্রবেশ করিল, এইরূপ সংবাদ পাইয়াই তোমাকে আমি অভিশাপ দিয়াছি। সে শাপ এক্ষণে নিবারণ করিবার উপায় নাই। তবে তোমাকে আমি বলিতেছি, তুমি শীঘ্রই পূর্ণকাম হইয়া মনুষ্য-ভাব হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তখন বীরক হৃষ্ট হইয়া পূর্ণেন্দু-দ্যুতিসদৃশী মাতা-হিমশৈলজাকে মস্তক দ্বারা বন্দনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।৯৫-১০৯। বীরক কহিলেন—হে নগসুতে! হে শরণাগতবৎসলে! প্রণত

নগসুতে শরণাগতবৎসলে
তব নমোহবনতার্ত্তিবিনাশিনি ॥ ১১০
তপনমণ্ডলমণ্ডিতকন্ধরে
পৃথুসুবর্ণনগদ্যুতিহারিকে।
বিষ-ভুজঙ্গনিষঙ্গবিভূষিতে
গিরিসুতে ভবতীমহমাশ্রয়ে ॥ ১১১
জগতি কা প্রণতাভিমতং দদৌ
ঝটিতি সিদ্ধনুতে ভবতী যথা।
জগতি কাঞ্চ ন বাঞ্ছতি শঙ্করো
ভুবনভৃত্তনয়ে ভবতীং যথা ॥ ১১২
বিমলযোগবিনির্ম্মিতদুর্জ্জয়ে
স্বতনুতুল্যমহেশ্বরমণ্ডলী।
বিদলিতান্ধকবান্ধবসংহতিঃ
সুরবরৈঃ প্রথমং ত্বমিভৈষ্টুতা ॥ ১১৩
সিতসটাপটলোদ্ধতকন্ধরা
ভবমহামৃগরাজরথাস্থিতা।
বিমলশক্তিমুখানলপিঙ্গলা-
য়তভুজৌঘনিপিষ্টমহাসুরা ॥ ১১৪
নিগদিতা ভুবনৈরিতিচণ্ডিকা
জননি শুম্ভনিশুম্ভনিষূদিনী।
প্রণতচিন্তিতদা ভবদানব-
প্রশমনৈকরতিস্তরসা স্তুবি ॥ ১১৫
বিয়তি বায়ুপথে জ্বলনাকুলে-
হবনিতলে তব দেবি চ যদ্বপুঃ।
তদজিতেহপ্রতিমে প্রণমাম্যহং
ভুবনভাবিনি তে ভববল্লভে ॥ ১১৬
জলধয়ো ললিতোদ্ধতবীচয়ো
হুতবহো দ্যুতিদগ্ধচরাচরঃ।
ফণসহস্রভৃতশ্চ ভুজঙ্গমা-
স্ত্বমভিধাস্যসি মামভয়ঙ্করা ॥ ১১৭
ভগবতি স্থিরভক্তজনাশ্রয়ে
প্রতিগতো ভবতীচরণাশ্রয়ম্।
করণজাতমিহাস্তু মমাচলং
নুতিলবাপ্তিফলাশয়হেতুভিঃ ॥ ১১৮

সুরাসুরগণের মৌলিস্থিত মিলিত মণিসমূহের কান্তিচ্ছটায় তোমার নখাংশুপুঞ্জ সতত উপচিত হইয়া থাকে। হে অবনতজনের আর্ত্তিনাশিনি! তোমার পাদপদ্মে আমি প্রণত হইতেছি। হে গিরিসুতে! তোমার স্কন্ধ তপনমণ্ডলে মণ্ডিত, তুমি প্রচুর সুবর্ণশালী শৈলের দ্যুতি হরণ করিতেছ। বিষ ভুজঙ্গময় নিষঙ্গ তোমার বিভূষণ। আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। হে সিদ্ধজন-সেবিতে! এ জগতে ঝটিতি তোমার ন্যায় প্রণত জনের অভিমত বস্তু কে দান করিতে পারে? হে ভূধরনন্দিনি! শঙ্কর আপনাকে যেমন প্রার্থনা করেন, এ জগতে সেরূপ আর কোন নারীকেই তিনি কামনা করেন না। তুমি বিমল যোগবলে মহেশ্বরের অনুরূপ স্বীয় দুর্জ্জয় তনু আবিষ্কার করিয়া তদীয় মণ্ডনস্বরূপ হইয়াছ এবং সুরগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে অভিষ্টুত হইয়া তুমিই অন্ধকাসুরের বন্ধুবান্ধবদিগকে বিনষ্ট করিয়াছ। শুভ্রসটাপটলে যদীয় কন্ধরদেশ সমুন্নত হইয়াছে, তাদৃশ মহাসিংহরূপ মহারথে তুমি অবস্থান করিয়া থাক। তোমার নিশিত শক্তি অস্ত্রের মুখোদ্গীর্ণ অনলজালে পিঙ্গলাভ আয়ত ভুজসমূহ দ্বারা তুমি মহাসুরদিগকে নিষ্পিষ্ট করিয়া থাক। হে জননি! ভুবনবাসী জনগণ আপনাকেই শুম্ভ-নিশুম্ভনাশিনী চণ্ডিকানামে অভিহিত করে। ভুবনে তুমিই একমাত্র প্রণত জনের ধ্যেয় দেবতা। উপদ্রবকারী দানবদলনে একমাত্র তোমারই একনিষ্ঠা। হে দেবি! বায়ুপথে আকাশে কিম্বা জ্বলনোজ্জ্বল ভূতলে তোমার যে মূর্ত্তি বিরাজমান, হে অজিতে! হে অতুলনীয়ে! ভুবনভাবিনি! ভববল্লভে! তোমার সেই মূর্ত্তিকে আমি নমস্কার করি। ১১০—১১৬। হে দেবি! লীলাসমুল্লসিত বীচিশালী জলধি সকল, চরাচর-দাহী হুতাশন এবং ফণাসহস্রধারী ভুজঙ্গম-দল—ইহারা তোমার নামোচ্চারণে আমার ভয়জনক হইতে পারে না। হে ভগবতি! হে অবিচল-ভক্তিশালি-জনগণের আশ্রয়-ভূতে! আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম।

সুপ্রসন্না ততো দেবী বীরকস্তেতি সংস্তুতা।
প্রবিবেশ শুভং ভর্ত্তুর্ভবনং ভূধরাত্মজা ॥ ১১৯
দ্বাস্থোঽপি বীরকো দেবান্ হরদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।
ব্যসর্জ্জয়ৎ স্বকানেব গৃহানাদরপূর্ব্বকম্ ॥ ১২০
নাস্ত্যত্রাবসরো দেবা দেব্যা সহ বৃষাকপিঃ।
নিভৃতঃ ক্রীড়তীত্যুক্তা যযুস্তে চ যথাগতম্ ॥
গতে বর্ষসহস্রে তু দেবাস্ত্বরিতমানসাঃ।
অনলং চোদয়ামাসুর্জ্ঞাতুং শঙ্করচেষ্টিতম্ ॥১২২
প্রবিশ্য পক্ষিরন্ধ্রেণ শুকরূপী হুতাশনঃ।
দদর্শ শয়নে শম্ভুং রতৌ গিরিজয়া সহ ॥ ১২৩
দদর্শ তঞ্চ দেবেশো হুতাশং শুকরূপিণম্।
তমুবাচ মহাদেবঃ কিঞ্চিৎ কোপসমন্বিতঃ ॥১২৪

শঙ্কর উবাচ।

নিষিক্তমর্দ্ধং দেব্যাং মে বীর্য্যঞ্চ শুকবিগ্রহ।
লজ্জয়া বিরতিশ্চাস্য ত্বমর্দ্ধং পিব পাবক ॥১২৫
যস্মাত্তু ত্বৎকৃতে বিঘ্নস্তস্মাত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ইত্যুক্তঃ শূলিনা বহ্নিরপিবদ্বীর্য্যমাহিতম্ ॥১২৬
তেনাপ্লুতাস্ততো দেবাস্তন্মুখা ঋভবো যতঃ।
বিপাট্য জঠরং তেষাং বীর্য্যং মাহেশ্বরং ততঃ।
নিষ্ক্রান্তং তপ্তহেমাভং বিততে শঙ্করাশ্রমে ॥১২৮
তস্মিন্ সরো মহজ্জাতং বিমলং বহুযোজনম্।
প্রোৎফুল্লহেমকমলং নানাবিহগনাদিতম্ ॥ ১২৯
তচ্ছ্রুত্বা তু সরো দেবী জাতং হেমমহাম্বুজম্।
জগাম কৌতুকাবিষ্টা তৎসরঃ কনকাম্বুজম্ ॥১৩০
তত্র কৃত্বা জলক্রীড়াং তদব্জকৃতশেখরা।
উপবিষ্টা ততস্তস্য তীরে দেবী সখীবৃতা ॥১৩১
পাতুকামা চ তত্তোয়ং স্বাদু নির্ম্মলপঙ্কজম্।
অপশ্যৎ কৃত্তিকাঃ স্নাতাঃ ষড়র্কদ্যুতিসন্নিভাঃ।
পদ্মপত্রে তু তদ্বারি গৃহীত্বা প্রস্থিতা গৃহম্ ॥১৩২
হর্ষাৎ সোবাচ পাস্যামি পদ্মপত্রে স্থিতং পয়ঃ।

আমার প্রতি তোমার অক্ষয় করুণাধারা বর্ষিত হউক। অনন্তর দেবী শৈলসুতা বীরকের স্তবে প্রসন্ন হইয়া ভর্ত্তার শুভভবনে প্রবেশ করিলেন। এদিকে দ্বারস্থিত বীরক হরদর্শনাকাঙ্ক্ষী দেবগণকে আদরপূর্ব্বক স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে বলিলেন। তিনি কহিলেন,—হে দেবগণ! এক্ষণে দেবদর্শনের অবসর নাই। ভগবান্ বৃষাকপি দেবীর সহিত নিভৃতে ক্রীড়া করিতেছেন। এই কথায় দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বর্ষসহস্র অতীত হইলে দেবগণ শঙ্করের কার্য্য চেষ্টা জানিবার জন্য হুতাশনকে প্রেরণ করিলেন। হুতাশন পক্ষিপ্রবেশক্ষম গবাক্ষপথে শুকরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শঙ্করশয়নে গিরিজা সহ রতিক্রীড়ায় আসক্ত রহিয়াছেন। তখন শুকরূপী হুতাশনকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ কোপসহকারে শঙ্কর বলিলেন,—হে পাবক! যে হেতু তুমি আমার কার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইলে, এই কারণে তোমাতেই এই বীর্য্য নিষিক্ত হওয়া উচিত। হে শুকরূপিন হুতাশন! আমি দেবীর গর্ভে অর্দ্ধ বীর্য্য নিষিক্ত করিয়াছি। লজ্জায় বিরতি হওয়ায় অপরার্দ্ধ পতিত আছে, তুমি ইহা পান কর। শঙ্কর এই কথা কহিলে হুতাশন যুক্তকরে তাঁহার সেই অর্দ্ধ বীর্য্য পান করিলেন। ঋভুনামক দেবগণ অগ্নিবক্ত্র বলিয়া সেই বীর্য্যে আপ্লাবিত হইলেন। অনন্তর সেই মাহেশ্বরবীর্য্য তাঁহাদিগের জঠর ভেদ করিয়া সুবিশাল শঙ্করাশ্রমে প্রতপ্ত হেমাকারে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহাতে সেখানে এক বহু যোজনবিস্তৃত বিমল সরোবর সমুৎপন্ন হইল। ঐ সরোবরে প্রফুল্ল হেমকমল সুশোভিত হইল এবং নানা জাতীয় বিহঙ্গমেরা গান করিতে লাগিল। দেবী পার্ব্বতী সেই সরোবরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং সেই কনকাম্বুজময় সরোবরসমীপে গমন করিলেন। ১১৭—১৩০। তিনি সেখানে গিয়া জলক্রীড়া করিয়া তাহার পদ্ম লইয়া শিরোভূষণ করিলেন এবং সেই সরোবরের স্বাদু জল পান করিবার লালসায় সখী সহ তাহার তীরে উপবিষ্টা হইলেন, দেখিলেন—কৃত্তিকাগণ স্নান করিয়া সেই সরোবরের সূর্য্যসন্নিভ সমুজ্জ্বল জল পদ্মপত্রে লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতেছেন। তখন দেবী হর্ষাবেশে বলিলেন,

ততস্তা উচুরখিলাঃ কৃত্তিকা হিমশৈলজাম্ ॥১৩৩
কৃত্তিকা ঊচুঃ।
যাস্মামো দয়িতে গর্ভে সম্ভূতো যো ভবিষ্যতি
সোঽস্মাকমপি পুত্রঃ স্যাদস্মন্নাম্না চ বর্ত্ততাম্।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতঃ সর্ব্বেষামপি শুভাননে॥
ইত্যুক্তোবাচ গিরিজা কথং মদ্গাত্রসম্ভবৈঃ।
সর্ব্বৈরবয়বৈর্যুক্তো ভবতীভ্যঃ সুতো ভবেৎ।
ততস্তাঃ কৃত্তিকা উচুর্বিধাস্যামোঽস্য বৈ বয়ম্।
উত্তমান্যুত্তমাঙ্গানি যদ্যেবস্তু ভবিষ্যতি॥ ১৩৬
উক্তা বৈ শৈলজা প্রাহ ভবত্বেবমনিন্দিতাঃ॥
ততস্তু হর্ষসম্পূর্ণাঃ পদ্মপত্রস্থিতং পয়ঃ।
তস্যৈ দদুস্তয়া চাপি তৎপীতং ক্রমশো জলম্॥
পীতে তু সলিলে চৈব তস্মিন্নেব ক্ষণে বরঃ।
বিপাট্য দেব্যাশ্চ ততো দক্ষিণং কুক্ষিমুদ্গতঃ॥
নিশ্চক্রামাদ্ভুতো বালো সর্ব্বলোকবিভাসকঃ।
প্রভাকরকরব্রাত প্রকারপ্রকরঃ প্রভুঃ॥ ১৪০
গৃহীতনির্ম্মলোদগ্র-শক্তিশূলঃ ষড়াননঃ।
দীপ্তো মারয়িতুং দৈত্যান্মুত্থিতঃ কনকচ্ছবিঃ।
এতস্মাৎ কারণাদেব কুমারশ্চাপি সোঽভবৎ।
বামং বিদার্য্য নিষ্ক্রান্তস্ততো দেব্যাঃ পুনঃ শিশুঃ
স্কন্দোঽথ বদনাদ্বহ্নেঃ শুক্রাৎ ষড়বদনোঽরিহা
কৃত্তিকামেলনাদেব শাখাভিঃ স বিশেষতঃ।
শাখাভিধাঃ সমাখ্যাতাঃ ষট্‌সু বক্ত্রেষু বিশ্রুতাঃ।
যতস্ততো বিশাখোঽসৌ খ্যাতো লোকেষু ষণ্মুখঃ॥ ১৪৪
স্কন্দো বিশাখঃ ষড়বক্ত্রঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ বিশ্রুতঃ
পক্ষে চৈত্রস্য বহুলে পঞ্চদশ্যাং মহাবলৌ।
সম্ভূতাবর্কসদৃশৌ বিশালে শরকাননে॥ ১৪৬
সিতে পক্ষে তু পঞ্চম্যাং তথৈতৌ পাবকানলৌ
বালকাভ্যাঞ্চকারৈকং মম্বা চ মরভূতয়ে॥ ১৪৭
তস্যামেব ততঃ ষষ্ঠ্যামভিষিক্তো গুহঃ প্রভুঃ।

আমি ঐ পদ্মপত্রস্থিত জল পান করিব! তৎশ্রবণে কৃত্তিকাগণ হৈমবতীকে বলিলেন, দেবি! এই জলপানে আপনার যে গর্ভ উৎপন্ন হইবে, সে আমাদের পুত্র হইবে এবং আমাদের নামেই প্রখ্যাত হইবে। অপিচ এই পুত্র ত্রিলোকেই খ্যাতি লাভ করিবে। যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে এই জল আমরা অর্পণ করিতে পারি। কৃত্তিকাগণ এই কথা কহিলে, গিরিজা বলিলেন, মদীয় অঙ্গজাত সর্ব্বাবয়বান্বিত পুত্র তোমাদের পুত্র হইবে কিরূপে? অনন্তর কৃত্তিকাগণ আবার বলিলেন, দেবি! আমরা যাহা কহিলাম, যদি তাহা হয় তবে আমরা ঐ পুত্রের অঙ্গ সকল অতীব উত্তম করিয়া দিতে পারি। এই কথার উত্তরে হিমশৈলসুতা কহিলেন, হে অনিন্দিতাগণ! তবে তাহাই হউক। তখন কৃত্তিকাগণ হৃষ্ট হইয়া পদ্মপত্রস্থিত জল শৈলসুতাকে অর্পণ করিলেন। পার্ব্বতী সেই জল ক্রমশঃ পান করিলেন। তিনি সেই জল পান করিলে পর তাঁহার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া এক অদ্ভুত-বালক বহির্গত হইল। বালকের দেহ প্রভায় সমস্ত লোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার দেহ প্রভাকরকরনিকরবৎ প্রদীপ্ত, তিনি নির্ম্মল তীক্ষ্ণশক্তি ও শূল ধারণ করিলেন। স্বয়ং তিনি কনকচ্ছবি, কুৎসিত দৈত্যদিগকে মারিবার জন্যই তিনি দীপ্তদেহে প্রাদুর্ভূত। এই জন্যই তাঁহার নাম কুমার। সুন্দরবদন কুমার জন্মিবার পূর্ব্বে শুক্ররূপে বহ্নিবদনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ক্রমে শিশুরূপে দেবীর বামকক্ষি বিদারণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হন। কুমারজন্মে কৃত্তিকাগণের মেলন, বিশেষতঃ ছয় বক্ত্রে ছয়টী শাখার সমাবেশ,এই সকল কারণে তিনি স্কন্দ, বিশাখ, ষড়ানন ও কার্ত্তিকেয় নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।১৩১-১৪৫। চৈত্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে বিশাল শরকানন মধ্যে অর্কপ্রতিম দুই মহাবল বালক জন্ম গ্রহণ করে; ঐ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী দিনে পাকশাসন অমরদিগের মঙ্গলের জন্য ঐ উভয় বালককে একীকৃত করেন। অনন্তর ষষ্ঠী তিথিতে গুহ

সর্ব্বৈরমরসঙ্ঘাতৈর্ব্রহ্মোপেন্দ্রেন্দ্রভাস্করৈঃ ॥১৪৮
গন্ধমাল্যৈঃ শুভৈর্ধূপৈস্তথা ক্রীড়নকৈরপি।
ছত্রৈশ্চামরজালৈশ্চ ভূষণৈশ্চ বিলেপনৈঃ।
অভিষিক্তো বিধানেন যথাবৎ ষণ্মুখঃ প্রভুঃ ॥
সুতামস্মৈ দদৌ শক্রো দেবসেনেতি বিশ্রুতাম্
পত্ন্যর্থং দেবদেবেশো দদৌ বিষ্ণুরথায়ুধম্ ॥১৫০
যক্ষাণাং দশলক্ষাণি দদাবস্মৈ ধনাধিপঃ।
দদৌ হুতাশনস্তেজো দদৌ বায়ুশ্চ বাহনম্।
দদৌ ক্রীড়নকং ত্বষ্টা কুক্কুটং কামরূপিণম্ ॥১৫১
এবং সুরাস্তে সর্ব্বে পরিবারমনুত্তমম্।
দদুর্মুদিতচেতস্কাঃ স্কন্দায়াদিত্যবর্চ্চসে। ১৫২
জানুভ্যামবনৌ স্থিত্বা সুরসঙ্ঘাস্তমস্তুবন্।
স্তোত্রেণানেন বরদং ষণ্মুখং মুখ্যশঃ সুরাঃ ॥

দেবা উচুঃ।

নমঃ কুমারায় মহাপ্রভায়
স্কন্দায় চাস্কন্দিতদানবায়।
নবার্কবিম্বপ্রতিমপ্রভাব
নমোঽস্তু গুহায় গুহায় তুভ্যম্ ॥ ১৫৪
নমোঽস্তু তে লোকভয়াপহায়
নমোঽস্তু তে লোককৃপাপরায়।
নমো বিশালামললোচনায়
নমো বিশাখায় মহাব্রতায় ॥ ১৫৫
নমো নমস্তেঽস্তু রণোৎকটায়
নমো ময়ূরোজ্জ্বলবাহনায়।
নমোঽস্তু কেয়ূরধরায় তুভ্যং
নমো ধৃতোদগ্রপতাকিনে তে ॥ ১৫৬
নমঃ প্রভাবপ্রণতায় তেঽস্তু
নমোঽস্তু ঘণ্টাধর বৈর্য্যশালিনে ॥ ১৫৭

কুমার উবাচ।

কং বঃ কামং প্রযচ্ছামি ভবন্তো ব্রূত নির্বৃতাঃ
যদ্যপ্যসাধ্যং কৃত্যং নো হৃদয়ে চিন্তিতং চিরম্
ইত্যুক্তাস্ত সুরাস্তেন প্রোচুঃ প্রণতমৌলয়ঃ।
সর্ব্ব এব মহাত্মানং গুহং মুদিতমানসাঃ ॥ ১৫৯
দৈত্যেন্দ্রস্তারকো নাম সর্ব্বামরকুলান্তকৃৎ।
বলবান্ দুর্জ্জয়স্তীক্ষ্ণো দুরাচারোঽতিকোপনঃ।
তমেব জহি দুর্দ্ধর্ষং দৈত্যং সর্ব্ববিনাশনম্।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও আদিত্যপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক গন্ধ, মাল্য, উত্তম ধূপ, ক্রীড়োপকরণ, ছত্র, চামর, ভূষণ ও বিলেপন প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত হইলেন। তখন সুরপতি ইন্দ্র তাঁহাকে দেবসেনা নামে এক বিখ্যাত কন্যা প্রদান করিলেন, বিষ্ণু তাঁহাকে আয়ুধ-রাজি অর্পণ করিলেন এবং ধনাধিপ দশ লক্ষ যক্ষ, হুতাশন তেজ, বায়ু বাহন, ও ত্বষ্টা ক্রীড়ন স্বরূপ একটী কামরূপী কুক্কুট প্রদান করিলেন। সুরগণ মুদিতচিত্ত হইয়া সকলে এইরূপে আদিত্যসন্নিভ কার্ত্তিকেয়কে অনুত্তম পরিবার সকল প্রদান করিলেন এবং নতজানু হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক সুরগণ সেই বরদ ষণ্মুখের এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে কুমার, মহাপ্রভ, স্কন্দ, আস্কন্দিতদানব। আপনার প্রভাব নবোদিত অর্কবিম্বের ন্যায়, আপনি গুহ গুহ নামধারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি লোকভয়াপহ এবং লোককৃপাপরায়ণ, আপনাকে নমস্কার। আপনার নয়ন বিশাল এবং অমল; আপনিই অমলব্রতধর বিশাখ, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি রণোৎকট, আপনি ময়ূরাখ্য উজ্জ্বলবাহনযুত, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি কেয়ূরধারী এবং উগ্র পতাকাশালী, আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রভাবপ্রণত, আপনাকে নমস্কার। আপনি ঘণ্টাধর, ধৈর্য্যশালী, আপনাকে নমস্কার। ১৪৬—১৫৭। কুমার কহিলেন,—হে দেবগণ! আপনাদের কোন্ অভীষ্ট আমি পূরণ করিব? তাহা আপনারা স্বচ্ছন্দে বলুন। আপনাদের হৃদ্য বিষয় যদি অসাধ্য হয়, তাহাও আমি পূর্ণ করিব। সুরগণ কুমার কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া প্রণতিপুরঃসর তদ্গত মনে মহাত্মা ষড়াননের স্তব করিয়া বলিলেন—হে ভয়াপহ! তারক নামক দৈত্যপতি নিখিল অমরকুলের ক্ষয়সাধন করিতেছে। ঐ দুষ্ট দুরাচার অত্যন্ত বলবান, দুর্জ্জয় ও নিতান্ত কোপনস্বভাব। আপনি তাহার নিধন

উপস্থিতঃ কৃত্যশেষো হ্যস্মাকঞ্চ ভয়াবহঃ *॥
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা সর্ব্বামরপদানুগঃ।
জগাম জগতাং নাথঃ স্তূয়মানোঽমরেশ্বরৈঃ॥
তারকস্য বধার্থায় জগতাং কণ্টকস্য চ॥ ১৬৩
ততশ্চ প্রেষয়ামাস শক্রো গূঢ়সমাশ্রয়ঃ।
দূতং দানবসিংহস্য পরুষাক্ষরবাদিনম্॥ ১৬৪
স তু গত্বাব্রবীদ্দৈত্যমভয়ো ভীমদর্শনম্॥১৬৫

দূত উবাচ।

শক্রস্ত্বামাহ দেবেশো দৈত্যকেতো দিবস্পতিঃ।
তারকাসুর তচ্ছ্রুত্ত্বা ঘটয়স্ব যথেচ্ছয়া॥ ১৬৬
যজ্জগজ্জ্বলনোদ্দীপ্তং কিল্বিষঞ্চ ত্বয়া কৃতম্।
তস্যাহং সাদকস্তেঽদ্য রাজাস্মি ভুবনত্রয়ে॥১৬৭
শ্রুত্বৈতদদ্ভুতং বাক্যং কোপসংরক্তলোচনঃ।
উবাচ দূতং দুষ্টাত্মা নষ্টপ্রায়বিভূতিকঃ॥ ১৬৮

তারক উবাচ।

দৃষ্টস্তে পৌরুষং শক্র শতশোঽথ মহারণে।
নিস্ত্রপস্থান্ন তে লজ্জা বিদ্যতে শক্র দুর্ম্মতে॥৬৯
এবমুক্তে গতে দূতে চিন্তয়ামাস দানবঃ।
নালব্ধসংশ্রয়ঃ শক্রো বক্তুমেবমিহার্হতি॥ ১৭০
জিতঃ স শক্রো নোঽকস্মাজ্জায়তে সংশ্রয়াশ্রয়ঃ
নিমিত্তৌঘাংস্তদা দুষ্টান্ সোঽপশ্যন্নাশবেদিনঃ॥
পাংসুবর্ষমসৃক্পাতং গগনাদবনীতলে।
ভুজনেত্রপ্রকম্পঞ্চ বক্ত্রশোষং মনোময়ম্॥১৭২
স্বকানাং বক্ত্রপদ্মানাং ম্লানতাঞ্চ ব্যলোকয়ৎ।
দুষ্টাংশ্চ প্রাণিনো রৌদ্রান্ সোঽপশ্যদ্দুষ্টবাদিনঃ
তদচিন্ত্যৈব দিতিজো ন্যস্তচিত্তোঽভবৎ ক্ষণাৎ
যাবদ্গজঘটাঘণ্টাঘনৎকাররবোৎকটাম্।

সাধন করুন। ইহাই আমাদের ইষ্ট। আপনি এইরূপ করিলেই আমাদের কার্য্য শেষ হয় এবং আমরা নির্ভয় হইতে পারি। দেবগণ এই কথা কহিলে জগন্নাথ কুমার দেব 'তথাস্তু' বলিলেন এবং সমস্ত দেব কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভুবনকণ্টক তারকের বধের নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র, গুপ্ত আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া দানবেন্দ্র তারকের নিকট এক পরুষ-ভাষী দূত প্রেরণ করিলেন। নির্ভীক দূত, ত্বরিত দানবেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে দৈত্যকেতো তারক! দেবেশ ইন্দ্র তোমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া শক্তি অনুসারে যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার কর। তিনি বলিয়াছেন, যেহেতু তুমি এই জগৎকে অত্যন্ত উৎপীড়িত করিয়া পাপার্জ্জন করিয়াছ, আমি ত্রিভুবনের রাজা, অদ্য তোমার সেই পাপের শাস্তিবিধান করিব। দূতের মুখে এই বাক্য শ্রবণ মাত্র তারকাসুরের নেত্র কোপে আরক্ত হইল, সেই দুষ্টাত্মা তারক যেন বিভূতিভ্রষ্ট হইয়াই ইন্দ্রের উদ্দেশে দূতকে বলিল,—ওহে শক্র! রণক্ষেত্রে শত শত বার তোমার পৌরুষ আমি দেখিয়াছি। ওরে দুর্ম্মতে ইন্দ্র! তোমার লজ্জা মাত্র নাই। তাই নির্লজ্জের ন্যায় তোমার এই ব্যবহার। তারক এই কথা কহিলে দূত প্রস্থান করিল। তখন দানব এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল,—নিশ্চয় ইন্দ্র কোন আশ্রয় লাভ করিয়াছে। নতুবা এরূপ বলিতে সে কখনই সাহসী হইত না। সেই ইন্দ্রকে আমরা জয় করিলাম, অথচ সহসা কোথায় সে ইতিমধ্যে আশ্রয় লাভ করিল? দানব এইরূপ চিন্তা করিয়া অমঙ্গলজনকনিমিত্ত সকল প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। ১৫৮—১৭১। সে দেখিল,—গগন হইতে মহীতলে অনবরত রক্ত ও পাংশুবর্ষণ হইতেছে। নেত্র ও বাহু স্পন্দিত হইতেছে। মুখশোষ ও মনোভ্রম ঘটিতেছে। আরও দেখিল,—স্বীয় কামিনী-গণের মুখপদ্ম ম্লান হইয়া যাইতেছে। রৌদ্র-প্রকৃতি প্রাণিগণ অশিবধ্বনি করিতেছে। দৈত্যবর এই সকল বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত না হইয়া কিছুকাল নিশ্চিন্তভাবে রহিল। অনন্তর দৈত্য স্বীয় প্রাসাদে বসিয়াই অদূরে নানা বাদ্যনিনাদিত ধর্ম্ম-নির্ম্মলাকৃতি অসংখ্য দেব-

---

* ক্বচিদয়মত্রাধিকঃ পাঠঃ।—
"হিরণ্যকশিপুশ্চোগ্রো হ্যবধ্যো দেবতাগণৈঃ।
যত্তস্যঃ পাপকর্ম্মা বৈ যেন ব্রহ্মাপি তাপিতঃ॥
এতৌ হরস্য ভস্মস্তে তারকঞ্চ মহাবলম্॥"

তদ্বত্তুরঙ্গসঙ্ঘাতক্ষুণ্ণভূরেণুপিঞ্জরাম্ ॥ ১৭৫
সৈন্যৈঃ সেনাস্তরোদগ্রধ্বজরাজৈর্ব্বিরাজিতাম্ ।
বিমানৈশ্চাদ্ভুতাকারৈশ্চালিতামলচামরৈঃ ॥ ১৭৬
বিভূষণপিনদ্ধাঙ্গ কিন্নরোদ্গীতনাদিতাম্ ।
নানানাকতরূৎফুল্ল-কুসুমাপীড়ধারিণীম্ ॥ ১৭৭
বিকোশাস্ত্রপরিস্ফারচর্ম্মনির্ম্মলদর্শিনীম্ ।
বিদ্যুৎপুঞ্জদ্যুতিধরাং নানাবাদ্যবিনাদিতাম্ ।
সেনাং নাকসদাং দৈত্যঃ প্রাসাদস্থো
ব্যলোকয়ৎ ॥ ১৭৮
স চিন্তয়ামাস তদা কিঞ্চিদ্বিভ্রান্তমানসঃ ।
অপূর্ব্বঃকো ভবেদ্‌যোদ্ধা যো ময়া ন বিনির্জ্জিতঃ
ততশ্চিন্তাকুলো দৈত্যঃ শুশ্রাব কটূকাক্ষরম্ ।
সিদ্ধবন্দিভিরুদ্‌ঘুষ্টমিদং হৃদয়দারণম্ ॥ ১৮০
জয়াতুলশক্তিদীধিতি-পঞ্জরভুজদণ্ড-প্রচণ্ড-রণ-রভস-সুরবদন--কুমুদবিকাসন--বিলাসনেন্দু কুমারবর ॥ ১৮১

জয় দিতিজকুলমহোদধি-বড়বানল মধুর-ময়ূররথ সুরমুকুটকোটি-কুঞ্চিতচরণনখাঙ্কুর মহাসেন ॥ ১৮২

জয় চলিতললিত-চূড়াকলাপ নববিমল-কমলদলকান্ত দৈত্যেশত্রুঃসহ-দাবানল ॥ ১৮৩

জয় বিশাখ বিভো জয় বাল সপ্তবাসর ভুবনালিশোকশমন জয় সকললোকদিতি-সুত-ধুরন্ধরনাশক স্কন্দ ॥ ১৮৪
শ্রুত্বৈবং তারকঃ সর্ব্বমুদ্‌ঘুষ্টং দেববন্দিভিঃ ।
সস্মার ব্রহ্মণো বাক্যং বধং বালাদুপস্থিতম্ ।
স্মৃত্বা ধর্ম্মৌঘবিধ্বংসী সদা বীরপদানুগঃ ।
মন্দিরান্নির্জগামাশু শোকগ্রস্তেন চেতসা ॥১৮৬
কালনেমিমুখাঃ দৈত্যাঃ সত্রস্তা ভ্রান্তচেতসঃ ।

বাহিনী দেখিতে পাইল। দেখিল দেবসেনা-গণের সিংহনাদসহ গজঘণ্টার ঘণ্টারণৎকার মিশ্রিত হইয়া এক অতি উৎকট ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুরঙ্গমসঙ্ঘের খুরক্ষুণ্ণ ভূরেণু-জালে সেনা সকল পিঞ্জরাভা ধারণ করিয়াছে। ঐ সৈন্যশ্রেণী স্যন্দনস্থ উদগ্র ধ্বজরাজি দ্বারা বিরাজিত হইতেছে। চলিত অমল চামর এবং অদ্ভুতাকার বিমানশ্রেণী সেনাসমূহ মধ্যে বিরাজ করিতেছে। কিন্নরগণ দলে দলে সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ সেনাদল নানাভূষণে ভূষিতাঙ্গ হইতেছে এবং বিবিধ দেবতরুর উৎফুল্ল কুসুমাপীড় ধারণ করিতেছে। দৈত্যেন্দ্র তারক সেই বিপুল দেব-বাহিনী দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্‌ভ্রান্ত মনে চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিল—এ কি হইল! কে এমন অপূর্ব্ব যোদ্ধা আবির্ভূত হইল! যাহাকে আমি সমরে পরাজয় করিতে পারি নাই। দৈত্য এইরূপে চিন্তাকুল হইলে অদূরে সিদ্ধ বন্দিগণোচ্চারিত ঈদৃশ হৃদয়বিদারক তীক্ষ্ণা-ক্ষরময় স্তববাক্য তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। যথা—হে কুমার! তুমি অপ্রতিম শক্তিপ্রভায় পিঞ্জরাভ ভুজদণ্ডবলে প্রচণ্ড সমরে সুনিপুণ। তুমি জয়যুক্ত হও। হে সুরবদনরূপ কুমুদবনের বিকাসক ইন্দুস্বরূপ! হে দৈত্যকুলরূপ মহার্ণবের বাড়বানল! হে কুমারবর! তোমার জয় হউক। হে মধুর-ময়ূররথ! হে সুরমুকুটকোটিকুঞ্চিত-চরণনখাঙ্কুর মহাসেন! তুমি জয়যুক্ত হও। হে চলিত-ললিত-চূড়াকলাপ! হে বিমলদলযুত নবকমলের কান্তিস্বরূপ! হে দৈত্যেশবংশের ধ্বংসকর দুঃসহ দাবানলরূপিন্! তোমার জয় হউক। হে বিশাখ! হে বিভো! হে সপ্ত-বাসরবয়স্ক বালক! হে ভুবনসমূহের শোক-নাশক! হে নিখিল দিতিসুতপতিগণের নাশক স্কন্দ! তুমি জয়যুক্ত হও।১৭২—১৮৪। তারকা-সুর দেববন্দিগণোচ্চারিত এতাদৃশ স্তববাক্য শ্রবণ করিয়া স্মরণ করিল,-পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমাকে বর দিয়াছিলেন যে, বালকের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। এক্ষণে দেখিতেছি আমার সেই মৃত্যুকাল উপস্থিত। ধর্ম্ম-ধ্বংসী তারকা-সুর ইহা স্মরণ করিয়া বীরগণ সমভিব্যাহারে শোকগ্রস্তমনে স্বীয় মন্দির হইতে নির্গত হইল। কালনেমিপ্রমুখ দৈত্যগণ সকলেই সন্ত্রস্ত এবং ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িল। তাহারা

সেনানীকেষু চ তদা ত্বরাবিস্মিতচেতসঃ ॥১৮৭
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ দানবানাং ধুরন্ধরঃ।
অপাকরং ভবেন্মহং বালস্যাস্য পলায়নম্ ॥১৮৮
অন্যহং হন্তবে যামি সোঽপি বৈ কমলাশ্রিতঃ।
হত্বাহং বালকং চৈনং দুঃস্পর্শঃ স্যামকারণম্।
যাত ধাবত গৃহ্লীত যোজয়ধ্বং বরূথিনীম্ ॥১৮৯
কুমারং তারকো দৃষ্ট্বা বভাষে ভীষণাকৃতিঃ।
কিং বাল যোদ্ধুকামোঽসি ক্রীড় কন্দুকলীলয়া
যেন ত্বয়া ন দৃষ্টাস্তে সংসঙ্গরবিভীষকাঃ।
বালত্বাদথ তে বুদ্ধিরেবং স্বল্পার্থদর্শিনী ॥ ১৯১
কুমারোঽপি তমগ্রস্থং বভাষে হর্ষয়ন্ সুরান্ ॥
শৃণু তারক শাস্ত্রার্থ ইহ নৈব নিরূপ্যতে।
শাস্ত্রৈরর্থা ন দৃশ্যন্তে সমরে নির্ভয়ং ভটৈঃ ॥১৯৩
শিশুত্বং মাবমংস্থা মে শিশুঃ কালভুজঙ্গমঃ।
দুষ্প্রেক্ষ্যো ভাস্করো বালস্তথাহং দুর্জ্জয়ঃ শিশুঃ
অল্পাক্ষরো ন মন্ত্রঃ কিং সস্ফুরো দৈত্য দৃশ্যতে
কুমারে প্রোক্তবত্যেবং দৈত্যশ্চিক্ষেপ মুদ্গরম্
কুমারস্তং নিরাসাথ চক্রেণামোঘবর্চ্চসা ॥ ১৯৫
ততশ্চিক্ষেপ দৈত্যেন্দ্রো ভিন্দিপালমযোময়ম্।
করেণ তঞ্চ জগ্রাহ কার্ত্তিকেয়োঽমরারিহা ॥১৯৬
গদাং মুমোচ দৈত্যায় সমুত্থায় ঘরস্বনাম্ ॥১৯৭
তয়া হতস্ততো দৈত্যশ্চকম্পেঽচলরাড়িব।
মেনে চ দুর্জ্জয়ং দৈত্যস্তদা বালং সুদুঃসহম্।
চিন্তয়ামাস বুদ্ধ্যা বৈ প্রাপ্তঃ কালো ন সংশয়ঃ ॥
কম্পিতঞ্চ সমালোক্য কালনেমিপুরোগমাঃ।
সর্ব্বে দৈত্যেশ্বরা জঘ্নুঃ কুমারং রণদারুণম্ ॥
স তৈঃ প্রহারৈরস্পৃষ্টস্তথা ক্লেশৈর্মহাদ্যুতিঃ ॥
স বালো বলিভির্বেগৈরযুধ্যদ্দানবৈ রণে ॥২০০
রণশৌণ্ডাশ্চ দৈত্যেন্দ্রাঃ পুনর্জঘ্নুঃ শিলীমুখৈঃ

স্ব স্ব সৈন্যদলমধ্যে ব্যগ্র ও বিস্মিত হইলে, দানবধুরন্ধর হিরণ্যকশিপু কহিল,—এই বালকের নিকট হইতে পলায়ন আমার পক্ষে বড়ই লজ্জাকর হইবে। পরন্তু ইহাকে হত্যা করিতে যাওয়াও আমার পক্ষে অসঙ্গত; কারণ কমলার আশ্রয়ভূত হইয়া আমি এই বালক হত্যা করিয়া অনর্থক জনসমাজে অস্পৃশ্যবৎ হেয় হইয়া পড়িব। অতএব তোমরা যাও, ধাবিত হও, বালককে বন্দী কর; স্ব স্ব সৈন্যদিগকে পরিচালিত কর। তখন ভীষণাকৃতি তারক অগ্রসর হইয়া কুমারকে দেখিয়া বলিল,—বালক! তুমি কেন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তুমি কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতে থাক। সমরভীষণ দানবগণকে তুমি দেখ নাই, তাই বালকত্ব প্রযুক্ত তোমার এরূপ অল্পার্থদর্শিনী বুদ্ধি জন্মিয়াছে। তখন কুমার সেই অগ্রবর্ত্তী তারককে দেখিয়া সমগ্র সুরসমাজকে হর্ষিত করত কহিলেন,—ওহে তারকাসুর! শ্রবণ কর, ইহা রণক্ষেত্র, এখানে শাস্ত্র দ্বারা অর্থ নিরূপিত হয় না, নির্ভয় বীরগণও শাস্ত্র দ্বারা অর্থ নিরূপণ করেন না। আমায় শিশু বলিয়া অবজ্ঞা করিও না, দেখ, কালভুজঙ্গ শিশুই বটে। বালক ভাস্করও দুষ্প্রেক্ষ্য; এইরূপ আমি শিশু হইলেও তোমার দুর্জ্জেয়। হে দৈত্য! দেখ নাই কি অল্পাক্ষর মন্ত্র কিরূপ শক্তি ধারণ করে? কুমার এই কথা কহিলে তারক দৈত্য মুদ্গর নিক্ষেপ করিল। কুমার অমোঘবীর্য্য চক্র দ্বারা সেই মুদ্গর প্রতিহত করিলে দৈত্যেন্দ্র পুনরায় অয়োময় ভিন্দিপাল নিক্ষেপ করিল। অসুরবৈরী কার্ত্তিকেয় তাহা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলেন এবং উত্থিত হইয়া দৈত্যের প্রতি ঘোরগর্জ্জিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্য সেই গদা দ্বারা আহত হইয়া শৈলরাজের ন্যায় কম্পিত হইল এবং সেই বালককে তখন দুর্জ্জয় ও দুঃসহ বলিয়া মনে করিল। ভাবিল, নিশ্চয়ই আমার কাল উপস্থিত হইয়াছে।১৮৫-১৯৮। তখন কালনেমিপ্রমুখ দৈত্যগণ তারকাসুরকে কম্পিত দেখিয়া সকলেই সেই রণদুর্ম্মদ কুমারকে প্রহার করিতে লাগিল। মহাদ্যুতিকুমার অক্লেশে সেই সকল প্রহার হইতে মুক্ত হইলেন। তিনি বালক হইয়াও বলবান্ দানবগণসহ সমরে সোৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রণশৌণ্ড দৈত্যগণ পুনরায় তাঁহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ

কুমারং সমরে দৈত্যা বলিনো দেবকণ্টকাঃ ॥
কুমারস্য ব্যথা নাভূদ্দৈত্যাস্ত্রনিহতস্য তু।
প্রাণান্তকরণং জাতং দেবানাং দানবাহবম্ ॥
দেবান্নিপীড়িতান্ দৃষ্ট্বা কুমারং কোপ আবিশৎ
ততোঽস্ত্রৈর্দারয়ামাস দানবানামনীকিনীম্ ॥
তৈরস্ত্রৈর্নিষ্প্রতীকারৈস্তাড়িতাঃ সুরকণ্টকাঃ।
কালনেমিমুখাঃ সর্ব্বে রণে হ্যাসন্ পরাঙ্মুখাঃ ॥
বিদ্রুতেষু চ দৈত্যেষু প্রহতেষু সমন্ততঃ।
কিন্নরোদ্গারগীতৈশ্চ হাস্যসন্ন্যস্তচেতনঃ ॥ ২০৫
জঘ্নে কুমারং গদয়া নিষ্টপ্তকনকত্বিষা।
শরৈর্ময়ূরং চিত্রৈশ্চ চকার বিমুখং রণে ॥ ২০৬
দৃষ্ট্বা পরাঙ্মুখো দেবো মুক্তরক্তং স্ববাহনম্।
জগ্রাহ শক্তিং বিমলাং রণে কনকভূষণাম্ ॥২০৭
বাহুনা হেমকেয়ূর-রুচিরেণ ষড়াননঃ।
ততোঽব্রবীন্মহাসেনস্তারকং দানবাধিপম্ ॥২০৮
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সুদুর্ব্বুদ্ধে যমলোকং বিলোকয়।
হতো হ্যসি ময়া শক্ত্যা স্মর স্বং দৈত্যচেষ্টিতম্।
ইত্যুক্ত্বা তু ততঃ শক্তিং মুমোচ দিতিজং প্রতি
সা কুমারভুজোৎসৃষ্টা তৎকেয়ূররবানুগা।
বিভেদ দৈত্যহৃদয়ং বজ্রশৈলেন্দ্রকর্কশম্ ॥ ২১১
গতাসুঃ স পপাতোর্ব্ব্যাং প্রলয়ে ভূধরো যথা।
বিকীর্ণমকুটোষ্ণীষো বিস্রস্তাখিলভূষণঃ ॥ ২১২
তস্মিন বিনিহতে দৈত্যে দানবানাং ধুরন্ধরে।
নাভূৎ কশ্চিত্তদা দুঃখী নরকেষ্বপি পাপকৃৎ।
স্তুবন্তঃ ষণ্মুখং দেবাঃ প্রাক্রীড়ন্নাগতস্মিতাঃ।
জগ্মুঃ স্বানেব ভুবনান্নিরস্তাসংস্তথোৎসুকাঃ।
দদুশ্চাপি বরং সর্ব্বে দেবাশ্চ ষণ্মুখং প্রতি।
তুষ্টাঃ সম্প্রাপ্তসর্ব্বার্থাঃ সহ সিদ্ধৈস্তপোধনৈঃ।

দেবা উচুঃ।

যঃ পঠেৎ স্কন্দসম্বন্ধাং কথামেতাং মহামতিঃ।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদ্বাপি স ভবেৎ কীর্ত্তিমান্নরঃ ॥২১৬
বহ্বায়ুঃ সুভগঃ শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ শুভদর্শনঃ।

করিতে লাগিল। কিন্তু দৈত্যাস্ত্রাঘাতে কুমারের কিছু মাত্র বেদনা বোধ হইল না। সেই দানবীয় যুদ্ধ ক্রমে দেবগণের প্রাণান্তকর হইয়া উঠিল। কুমার দেবগণকে কাতর দেখিয়া কুপিত হইলেন এবং বিবিধ অস্ত্র-প্রহারে দানবসৈন্য বিদারণ করিতে লাগি-লেন। কুমারের সেই সকল অস্ত্রে তাড়িত হইয়া কালনেমিপ্রমুখ দেবকণ্টক দানবগণ প্রতিকারে অক্ষম হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দৈত্যগণ প্রহত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিলে,কিন্নরগণের গীতধ্বনির সহিত কুমার হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন তারকাসুর প্রতপ্ত কনককান্তি গদা দ্বারা কুমারকে আহত করিল এবং কুমারবাহন ময়ূরকে বিচিত্র শরে আহত করিয়া সমরে পরাঙ্মুখ করিয়া দিল। পরাঙ্মুখ কার্ত্তিকেয় স্বীয় বাহন ময়ূরকে রক্ত মোক্ষণ করিতে দেখিয়া স্বীয় হেমকেয়ূরালঙ্কৃত বাহু দ্বারা কনকভূষিত বিমল শক্তি ধারণ করিলেন। অনন্তর মহাসেন সেই দানবাধিপ তারককে কহিলেন,—হে সুদুর্ব্বুদ্ধে! থাক্ থাক্, এখনই তুই যমলোক দর্শন করিবি। আমার এই শক্তিপ্রহারে এখনই তুই নিহত হইবি। অতএব নিজের দুশ্চেষ্টা সকল স্মরণ কর্। কুমার এই কথা কহিয়া দৈত্যের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। কুমারভুজ-নিক্ষিপ্ত কেয়ূররবানুসৃত সেই শক্তি বজ্রশৈলেন্দ্র-কর্কশ দৈত্যহৃদয় ভেদ করিল। দৈত্য গতাসু হইয়া প্রলয়ে ভূধরের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। দৈত্যরাজের মুকুট উষ্ণীষ বিক্ষিপ্ত এবং অঙ্গের আভরণ সকল বিস্রস্ত হইয়া গেল। সেই দানবধুরন্ধর তারক নিহত হইলে কোন ব্যক্তিই দুঃখ বোধ করিল না, নরকস্থ পাপীরাও সন্তুষ্ট হইল। দেবগণ সহাস্যবদনে ষড়াননের স্তব করিতে লাগি-লেন এবং স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ তুষ্ট ও লব্ধসর্ব্বার্থ হইয়া সিদ্ধ ও তপোধনগণসহ একযোগে ষড়াননের প্রতি বর প্রদান করিলেন। দেবগণ কহি-লেন,—যে মহামতি নর এই স্কন্দ সম্বন্ধীয় কথা পাঠ, বা শ্রবণ করে অথবা কাহাকেও শ্রবণ করায়, সে কীর্ত্তিমান, দীর্ঘায়ু, সুভগ,

ভূতেভ্যো নির্ভয়শ্চাপি সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ ॥২১৭
সন্ধ্যামুপাস্য যঃ পূর্ব্বাং স্কন্দস্য চরিতং পঠেৎ।
স যুক্তঃ কিন্নরৈঃ সর্ব্বৈর্মহাধনপতির্ভবেৎ ॥২১৮

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে তারক-
বধো নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি হিরণ্যকশিপোর্বধম্।
নরসিংহস্য মাহাত্ম্যং তথা পাপবিনাশনম্ ॥ ১

পুলস্ত্য উবাচ।

পুরা কৃতযুগে রাজন্ হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ।
দৈত্যানামাদিপুরুষশ্চকার সুমহত্তপঃ ॥ ২
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
জলবাসী সমভবৎ স্নানমৌনধৃতব্রতঃ ॥ ৩
বৃতঃ শমদমাভ্যাঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ চৈব হি।
ব্রহ্মা প্রীতোঽভবত্তস্য তপসা নিয়মেন চ ॥ ৪
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ স্বয়মাগত্য তত্র হি।
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥ ৫
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈর্মরুদ্ভির্দৈবতৈঃ সহ।
রুদ্রৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ ॥ ৬
দিগ্‌ভিশ্চৈব বিদিগ্‌ভিশ্চ নদীভিঃ সাগরৈস্তথা।
নক্ষত্রৈশ্চ মুহূর্ত্তৈশ্চ খচরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ ॥ ৭
দেবৈর্ব্রহ্মর্ষিভিঃ সার্দ্ধং সিদ্ধৈঃ সপ্তর্ষিভিস্তথা।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যকৃদ্ভির্গন্ধর্ব্বাপ্সরসাংগণৈঃ ॥ ৮
চরাচরগুরুঃ শ্রীমান্ বৃতঃ সর্ব্বৈর্দিবৌকসৈঃ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দৈত্যং বচনমব্রবীৎ ॥৯
প্রীতোঽস্মি তব ভক্তস্য তপসানেন সুব্রত।
বরং বরয় ভদ্রন্তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥ ১০

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ন দেবাসুরগন্ধর্ব্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
ন মানুষাঃ পিশাচাশ্চ হন্যুর্মাং দেবসত্তম ॥ ১১
ঋষয়ো মানবাঃ শাপৈর্ন শপেয়ুঃ পিতামহ।

শ্রীমান্ ও শুভদর্শন হইয়া থাকে। তাহার ভূতগণ হইতে ভয় থাকে না, সে সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃ-সন্ধ্যা করিয়া স্কন্দচরিত পাঠ করে, সে কিন্নর-গণসহ মহা ধনপতি হইয়া থাকে।১৯৯—২১৮।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—আমি এক্ষণে হিরণ্য-কশিপুর বধবার্ত্তা এবং নরসিংহের পাপহর মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহা বর্ণন করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যগণের এক আদি পুরুষ ছিল। সেই দৈত্যরাজ দশ সহস্র দশশত বর্ষ যাবৎ কৃতস্নান হইয়া মৌন-ব্রত ধারণপূর্ব্বক সলিলমধ্যে সাতিশয় তপস্যা করিয়াছিল। তাহার ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, তপস্যা এবং নিয়ম দ্বারা ব্রহ্মা অতি প্রীত হইলেন, তখন চরাচরগুরু শ্রীমান্ ভগবান্ স্বয়ম্ভু প্রভাকরকর-বিনিন্দিত প্রদীপ্ত হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। জগৎপতি ব্রহ্মার সহিত সিদ্ধ, সাধ্য, দ্বাদশ আদিত্য, বসুগণ, মরুদ্‌গণ, দেব-গণ, বিশ্বসহায় রুদ্রগণ, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগগণ, দিক্ ও বিদিক্ সকল, নদীনিচয়, সাগর সকল, নক্ষত্রনিকর, মুহূর্ত্তগণ, আকাশচর মহাগ্রহগণ, দেবগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, সপ্তর্ষিসকল, পুণ্যবান্ রাজর্ষিগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা প্রভৃতি স্বর্গ-বাসিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মবিদ্-বর্য্য ব্রহ্মা তখন দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন,—হে সুব্রত! তোমার এই তপ-শ্চরণে আমি প্রীত হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বর গ্রহণ কর,—করিয়া অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হও।১—১০। হিরণ্যকশিপু বলিল, —হে দেবোত্তম! দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, মানুষ এবং পিশাচ কেহই যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। ঋষি বা মানব কেহই যেন আমায় অভিশপ্ত না করে।

যদি মে ভগবান্ প্রীতো বর এষ বৃতো ময়া।
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন বা।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ ন স্যাচ্ছান্যেন মে বধঃ।
ভবেয়মহমেবার্কঃ সোমো বায়ুর্হুতাশনঃ।
সলিলং চান্তরিক্ষঞ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ॥১৪
অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বাসবো যমঃ।
ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ॥ ১৫
ব্রহ্মোবাচ।
এষ দিব্যো বরস্তাত ময়া দত্তস্তবাদ্ভুতঃ।
সর্ব্বকামপ্রদো বৎস প্রাপ্স্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ॥
এবমুক্ত্বা স ভগবান্ জগামাকাশমেব হি।
বৈরাজং ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্॥ ১৭
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষিভিঃ সহচারণাঃ।
বরপ্রদানং শ্রুত্বৈবং পিতামহমুপস্থিতাঃ॥ ১৮
দেবা ঊচুঃ।
বরপ্রদানাদ্ভগবন্ বধিষ্যতি স নোঽসুরঃ।
তৎপ্রসাদাচ্চ ভগবন্ বধোঽপ্যস্য বিচিন্ত্যতাম্
ভগবান্ সর্ব্বভূতানামাদিকর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ।
স্রষ্টা চ হব্যকব্যানামব্যক্তপ্রকৃতিঃ পরঃ॥ ২০
সর্ব্বলোকহিতং বাক্যং শ্রুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ
আশ্বাসয়ামাস তদা সুশীতৈর্বচনাম্বুভিঃ॥ ২১
অবশ্যং ত্রিদশানেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ ফলম্।
তপসোঽন্তেঽস্য ভগবান্ বধং বিষ্ণুঃ করিষ্যতি
তচ্ছ্রুত্বা বিবুধা বাক্যং সর্ব্বে পঙ্কজজাননাৎ।
স্বানি স্থানানি দিব্যানি বিপ্রজগ্মুর্মুদান্বিতাঃ॥২৩
লব্ধমাত্রে বরে সোঽথ প্রজাঃ সর্ব্বা অবাধত।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন গর্ব্বিতঃ॥ ২৪
আশ্রমেষু মহাভাগান্মুনীন্ বৈ শংসিতব্রতান্।
সত্যধর্ম্মপরান্ দান্তান্ ধর্ষয়ামাস দানবঃ॥ ২৫
দেবাংস্ত্রিভুবনস্থাংশ্চ পরাজিত্য মহাসুরঃ।
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় স্বর্গে বসতি দানবঃ॥২৬

যদি ভগবান্ আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমায় এইরূপ বরই প্রদান করুন। আমার আরও প্রার্থনা—শস্ত্রে অস্ত্রে পাদপে পাথরে শুষ্ক বা আর্দ্র কোন কিছুতেই কখন যেন আমার মৃত্যু না হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, হুতাশন, জল, অন্তরীক্ষ, নক্ষত্রপুঞ্জ, এবং দশদিক্ এ সকল আমিই হইব। আমিই ক্রোধ, আমিই কাম, আমিই বরুণ, বাসব, যম এবং আমিই ধনদ, ধনাধ্যক্ষ, যক্ষ ও কিম্পুরুষাধিপ হইব। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে তাত! আমি তোমাকে এই দিব্য বর প্রদান করিলাম। এই অদ্ভুত বর সর্ব্বকামপ্রদ; তুমি নিশ্চিতই বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া আকাশপথে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত স্বীয় বৈরাজ ধামে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর হিরণ্যকশিপুর বরপ্রাপ্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া ঋষিগণসহ দেব গন্ধর্ব্ব ও নাগগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবগণ কহিলেন,—ভগবন্! সেই লব্ধবর অসুরপতি আমাদিগকেই বধ করিবে। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন—হইয়া শীঘ্র উহার বধোপায় চিন্তা করুন। আপনিই ভগবান্, সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা, স্বয়ম্প্রভু, হব্য-কব্যস্রষ্টা, এবং পরম অব্যক্ত-প্রকৃতি। প্রজাপতি সেই সর্ব্বলোকহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সুশীতল বচনাম্বু দ্বারা দেবগণকে আশ্বাসিত করিলেন। বলিলেন,—হে ত্রিদিববাসিগণ! হিরণ্যকশিপু নিশ্চয়ই তাহার তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইবে। পরে সেই সঞ্চিত তপস্যার অবসান হইলে ভগবান্ বিষ্ণু উহার বধ সাধন করিবেন। বিবুধগণ পদ্মযোনির মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সহর্ষে স্ব স্ব দিব্য স্থানে গমন করিলেন।১১—২৩। এদিকে বরদানগর্ব্বিত হিরণ্যকশিপু বর লাভ করিয়াই সমস্ত প্রজার উপর পীড়ন করিতে লাগিল। যে সকল সংশিতব্রত মহাভাগ মুনি সত্যধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া আশ্রমে বাস করিতেছিলেন, দানবেন্দ্র তাহাদিগের প্রতিও অত্যাচার করিতে লাগিল। মহাসুর হিরণ্যকশিপু ত্রিভুবনস্থ দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গে বাস করিল। ত্রিভুবন সমস্তই তাহার বশীভূত

যদা বরমদোৎসিক্তশ্চোদিতঃ কালধর্ম্মণা।
যজ্ঞিয়ানকরোদ্দৈত্যানযজ্ঞীয়াংশ্চ দৈবতান্ ॥ ২৭
তদা দৈত্যাশ্চ সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ বসবস্তথা।
সেন্দ্রা দেবগণা যক্ষা দেবদ্বিজমহর্ষয়ঃ ॥ ২৮
শরণ্যং শরণং বিষ্ণুমুপতস্থুর্মহাবলম্।
দেবদেবং যজ্ঞময়ং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ২৯

দেবা উচুঃ।

নারায়ণ মহাভাগ দেবাস্ত্বাং শরণং গতাঃ।
ত্রায়স্ব জহি দৈত্যেন্দ্রং হিরণ্যকশিপুং প্রভো ॥
ত্বং হি নঃ পরমো দাতা ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ
ত্বং হি নঃ পরমো দেবো ব্রহ্মাদীনাং সুরোত্তম

বিষ্ণুরুবাচ।

ভয়ং ত্যজধ্বমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্।
তথৈব ত্রিদিবং দেবাঃ প্রতিপদ্যত মা চিরম্ ॥
এনং হি সগণং দৈত্যং বরদানেন গর্ব্বিতম্।
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্ম্যহম্ ॥ ৩৩

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ বিশ্বপো বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
হিরণ্যকশিপুস্থানং জগাম হরিরীশ্বরঃ ॥ ৩৪
তেজসা ভাস্করাকারঃ শশী কান্ত্যেব চাপরঃ।
নরস্য কৃত্বার্দ্ধতনুং সিংহস্যার্দ্ধতনুং তথা।
নারসিংহেন বপুষা পাণিং সংগৃহ্য পাণিনা ॥৩৫
ততো দদর্শ বিস্তীর্ণাং দিব্যাং রম্যাং মনোরমাম্
সর্ব্বকামযুতাং শুভ্রাং হিরণ্যকশিপোঃ সভাম্ ॥
বিস্তীর্ণাং যোজনশতং শতমধ্যর্দ্ধমায়তাম্।
বৈহায়সীং কামগমাং পঞ্চযোজনমুচ্ছ্রিতাম্ ॥৩৭
জরাশোকক্লমাপেতাং নিষ্প্রকম্প্যাং শিবাং সুখাম্।
বেশ্মাসনবতীং রম্যাং জলন্তীমিব তেজসা ॥
অন্তঃসলিলসংযুক্তাং বিহিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
দিব্যবর্ণময়ৈর্বৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পপ্রদৈর্যুতাম্ ॥ ৩৯
নীলপীতাসিতশ্যামৈঃ শ্বেতৈর্লোহিতকৈরপি।
অবতানৈস্তথা গুল্মৈ রক্তমঞ্জরিধারিভিঃ ॥ ৪০
সিতাভ্রঘনসঙ্কাশাং প্লবন্তীঞ্চ দদর্শ সঃ ॥ ৪১

হইল। যৎকালে হিরণ্যকশিপু কালধর্ম্ম-প্রেরণায় বরমদে উৎসিক্ত হইয়া দৈত্যগণকে যজ্ঞাংশভাগী এবং দেবগণকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিল, তখন আদিত্য, সাধ্য, বিশ্বদেব, বসু, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ, সিদ্ধ, দ্বিজ ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া শরণ্য, মহাবল, দেবদেব, সনাতন, যজ্ঞপুরুষ, বাসুদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ নারায়ণ! আমরা দেবগণ, আপনার শরণাগত হইলাম। হে প্রভো! দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে সংহার করুন, আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আপনি আমাদিগের পরম পিতা। আপনি আমাদিগের পরম গুরু। হে সুরবর! আপনি ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবেরই পরম দেব। বিষ্ণু কহিলেন,—হে অমরগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, আমি তোমাদিগকে অভয় দান করিতেছি। হে দেবগণ! অচিরেই তোমরা ত্রিদিব ধাম প্রাপ্ত হইবে। আমি এই বরদানদর্পিত অমরেন্দ্রগণের অবধ্য, দানবেন্দ্রকে অচিরেই তদীয় অনুচরগণসহ সংহার করিব। ভগবান বিশ্বপতি অব্যয় বিষ্ণু এই কহিয়া হিরণ্যকশিপুর আবাসে গমন করিলেন। তখন তাঁহার দেহ তেজস্বিতায় ভাস্করাকার ধারণ করিল। তিনি কান্তিচ্ছটায় দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। ২৪—৩৫। তাঁহার অর্দ্ধ দেহ নরাকার এবং অর্দ্ধ সিংহাকার হইল। তিনি নরসিংহ দেহে পাণি দ্বারা পাণি স্পর্শ করিয়া অদূরে হিরণ্যকশিপুর সভা সন্দর্শন করিলেন। দেখিলেন—ঐ সভা শত যোজন বিস্তীর্ণ, শতার্দ্ধ যোজন আয়ত, দিব্য রম্য, মনোজ্ঞ, সর্ব্বকামসমৃদ্ধ, বৈহায়স, কামগামিনী, জরাশোকক্লমাপহা, নিষ্প্রকম্প্যা, মঙ্গলাবহা, সুখদায়িনী, নানা গৃহাসনবতী, প্রভাবে যেন প্রজ্বলিতা, অন্তঃসলিলা, বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিতা এবং ফলপুষ্পপ্রদ দিব্যবর্ণময় পাদপসমূহে সমাবৃতা। ঐ স া নীল, পীত, অসিত, শ্যাম, শ্বেত ও লোহিতবর্ণ বিতানসমূহে এবং শত শত রক্তমঞ্জরীধারী গুল্মসমূহে সুশোভিত হইয়া শ্বেতাদি নানা বর্ণময়ী

রশ্মিমতী স্বভাবেন দিব্যগন্ধমনোরমা।
সুসুখা ন চ দুঃখা সা ন শীতা ন চ ঘর্মদা॥ ৪২
ন ক্ষুৎপিপাসে গ্লানিং বা প্রাপ্য তাং প্রাপ্নুবন্তি তে।
নানারূপৈ রূপকৃতা সুচিত্রৈশ্চ সুভাস্বরৈঃ॥৪৩
অতিচন্দ্রাতিসূর্য্যাতিশিখিকান্তিঃ স্বয়ম্প্রভা।
দীপ্যতে নাকপৃষ্ঠস্থা ভাসয়ন্তী বিভাস্বরা॥ ৪৪
সর্ব্বে চকাশিরে তস্যাং মুদিতাশ্চৈব মানুষাঃ।
রসবচ্চ প্রভূতঞ্চ ভক্ষ্যভোজ্যান্নমুত্তমম্॥ ৪৫
পুণ্যগন্ধাঃ স্রজশ্চাপি নিত্যকালফলা দ্রুমাঃ।
উষ্ণে শীতানি তোয়ানি শীতে চোষ্ণানি সন্তিবৈ
পুষ্পিতাগ্রান্মহাশাখান্ প্রবালাঙ্কুরধারিণঃ।
লতাবিতানসঞ্ছন্নান্ কল্পান্নৈক্ষিষ্ট স প্রভুঃ॥ ৪৭
গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি রসবন্তি ফলানি চ।
স্থানি শীতানি চোষ্ণানি তত্র তত্র সরাংসি চ।
অপশ্যত্তুপ তীর্থানি সভায়াং তস্য স প্রভুঃ॥ ৪৮

নলিনৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
রক্তৈঃ কুবলয়ৈশ্চৈব কহ্লারৈরুৎপলৈস্তথা॥৪৯
নানাশ্চর্য্যসমোপেতৈঃ পুষ্পৈরন্যৈশ্চ সুপ্রিয়ৈঃ।
কারণ্ডবৈশ্চক্রবাকৈঃ সারসৈঃ কুররৈরপি।
বিমলস্ফটিকাভৈশ্চ পাণ্ডুরচ্ছদনৈর্দ্বিজৈঃ॥ ৫১
বহুহংসোপগীতানি সারসানাং রুতানি চ।
গন্ধযুক্তা লতাস্তত্র পুষ্পমঞ্জরিধারিণীঃ॥ ৫২
দৃষ্টবান্ ভগবান্ হৃষ্টঃ খদিরান্ বেতসার্জ্জুনান্।
চূতানিম্বানাগবৃক্ষাঃ কদম্বাবকুলাধবাঃ।
প্রিয়ঙ্গবঃ পাটলাখ্যাঃ শাল্মল্যঃ সহরিদ্রুমাঃ॥৫৪
শালাস্তালাস্তমালাশ্চ চম্পকাশ্চ মনোরমাঃ।
তথৈবান্যে ব্যরাজন্ত সভায়াং পুষ্পিতা দ্রুমাঃ।
এলাককুভকঙ্কোল-লবলীকর্ণপূরকাঃ।
মধুকাঃ কোবিদারাশ্চ বহুতাসসমুচ্ছ্রয়াঃ।
অঞ্জনাশোকপর্ণাসা বহুবশ্চিত্রকা দ্রুমাঃ॥ ৫৬
বরুণাশ্চ পলাশাশ্চ পনসাঃ সহ চন্দনৈঃ।
নীলাঃ সুমনসশ্চৈব নীপাশ্চাশ্বত্থতিন্দুকাঃ॥ ৫৭
পারিজাতাশ্চ তরবো মল্লিকা ভদ্রদারবঃ।

মেঘমালার ন্যায় উহা রশ্মিময়ী, ভাস্বরা, দিব্যগন্ধ-মনোরমা, সুসুখাবহা, দুঃখহা, অশীতা ও অঘর্ম্মদা। অসুরেরা উক্ত সভায় উপবেশন করিয়া কোনরূপ ক্ষুধা, পিপাসা বা গ্লানি প্রাপ্ত হয় না। ঐ সভা বিবিধরূপে রূপিত এবং সুদীপ্ত সুন্দর সুন্দর চিত্রে সুসজ্জিত। ঐ স্বয়ম্প্রভা সভা চন্দ্র, সূর্য্য ও ময়ূরশোভা জয় করিয়া নাকপৃষ্ঠে অবস্থান-পূর্ব্বক অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইতেছে। ঐ সভায় মানুষগণ মুদিত মনে বিরাজ করিতেছে। তথায় সরস ভক্ষ্য ভোজ্যাদি বস্তু প্রচুর পরিমাণে রক্ষিত। ঐ সভায় মাল্য সকল পুণ্যগন্ধযুত এবং দ্রুমরাজি নিত্য ফলপ্রদ। সেই সভা-সন্নিহিত জলরাশি গ্রীষ্মে শীতস্পর্শ এবং শীতে উষ্ণস্পর্শ, তত্রত্য তরুসমূহের প্রবালাঙ্কুরধারী মহাশাখা সকল পুষ্পিতাগ্র হইয়া বিরাজিত এবং লতাবিতানে আচ্ছাদিত। নরসিংহদেব তথায় নানা স্থানে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প, প্রচুর সরস ফল এবং শীতোষ্ণ সরোবর সকল সন্দর্শন করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, ঐ সকল সরোবরে নানা তীর্থ বিরাজিত। সুগন্ধি নলিন, পুণ্ডরীক,শতপত্র, রক্ত কুবলয়, কহ্লার, উৎপল, ও নানা আশ্চর্য্যময় পুষ্প এবং প্রিয়দর্শন কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস, কুরর ও অন্যান্য স্ফটিক-সন্নিভ পাণ্ডুরপক্ষ বিমল পক্ষিসমূহে ঐ সকল সরোবর সমাকুল। তথায় হংসগণ গান করিতেছে এবং সারস-রবে সরোবর সকল মুখরিত হইতেছে। নরসিংহ দেব হৃষ্ট হইয়া তথায় পুষ্পমঞ্জরী-ধারিণী বহু সুগন্ধলতা দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, সেই সভাসমীপে খদির, অর্জ্জুন, চূত, নিম্ব, নাগবৃক্ষ, কদম্ব, বকুল, ধব, প্রিয়ঙ্গু, পাটল, শাল্মলী, হরিচন্দন, শাল, তাল, তমাল ও চম্পক প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পিত দ্রুমসকল বিরাজমান। এতদ্ভিন্ন এলা, ককুভ, কঙ্কোল, লবলী, কর্ণপূরক, মধুক, কোবিদার, অঞ্জন, অশোক, পর্ণাস, বহুবিধ চিত্রকদ্রুম, বরুণ, পলাশ, পনস, চন্দন, নীলপুষ্প, নীপ, অশ্বত্থ, তিন্দুক, পারিজাত, মল্লিকা, ভদ্রদারু,

অটরূষাঃ পীলুকাশ্চ তথা চৈবৈলবালুকাঃ ॥৫৮
মন্দারকাঃ কুরুবকাঃ পুন্নাগাঃ কুটজাস্তথা।
রক্তাঃ কুরুবকাশ্চৈব নীলাশ্চাগরুভিঃ সহ ॥৫৯
কিংশুকাশ্চৈব ভব্যাশ্চ দাড়িমা বীজপূরকাঃ।
কালেয়কা দুকূলাশ্চ হিঙ্গবস্তৈলবর্ত্তিকাঃ ॥ ৬০
খর্জ্জুরা নারিকেলাশ্চ হরীতকমধূককাঃ।
সপ্তপর্ণাশ্চ বিল্বাশ্চ যবাবাশ্চ শরাবতাঃ ॥ ৬১
অসনাশ্চ তমালাশ্চ নানাগুল্মসমাবৃতাঃ।
লতাশ্চ বিবিধাকারাঃ পুষ্পপত্রফলোপগাঃ ॥৬২
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র কাননজা দ্রুমাঃ।
নানাপুষ্পফলোপেতা ব্যরাজন্ত সমন্ততঃ ॥৬৩
চকোরাঃ শতপত্রাশ্চ মত্তকোকিলশারিকাঃ।
পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাংশ্চ সম্পতন্তি মহাদ্রুমান্
রক্তপীতারুণাস্তত্র পাদপাগ্রগতাঃ খগাঃ।
পরস্পরমবৈক্ষন্ত প্রহৃষ্টা জীবজীবকাঃ ॥ ৬৫
তস্যাং সভায়াং দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যকশিপুস্তদা
আসীন আসনে চিত্রে দশনল্বে প্রমাণতঃ ॥ ৬৬
দিবাকরনিভে দিব্যে দিব্যাস্তরণসংস্তৃতে।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্য আস্তে জ্বলিতকুণ্ডলঃ ॥ ৬৭
উপচেরুর্মহাদৈত্যা হিরণ্যকশিপুং তদা।
দিব্যতানানি গীতানি জগুর্গন্ধর্ব্বসত্তমাঃ ॥ ৬৮
বিশ্বাচী সহজন্যা চ প্রম্লোচেতি চ পুঞ্জিতা।
দিব্যাথ সৌরভেয়ী চ সমীচী পুঞ্জিকস্থলা ॥ ৬৯
মিশ্রকেশী চ রম্ভা চ চিত্রভা শুচিবিভ্রমা।
চারুনেত্রা ঘৃতাচী চ মেনকা চোর্ব্বশী তথা ॥৭০
এতাঃ সহস্রশশ্চান্যা নৃত্যগীতবিশারদাঃ।
উপাতিষ্ঠন্ত রাজানং হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্ ॥৭১
উপাসতেঽদিতেঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে লব্ধবরাস্তথা।
বলির্বিরোচনস্তত্র নরকঃ পৃথিবীসুতঃ ॥ ৭২
প্রহ্লাদো বিপ্রচিত্তিশ্চ গবিষ্ঠশ্চ মহাসুরঃ।
সুরহন্তা দুঃখকর্ত্তা সুমনাঃ সুমতিস্তথা ॥ ৭৩
ঘটোদরো মহাপার্শ্বঃ ক্রথনঃ পিঠরস্তথা।
বিশ্বরূপঃ স্বরূপশ্চ বিশ্বকায়ো মহাবলঃ ॥ ৭৪
দশগ্রীবশ্চ বালী চ মেঘবাসা মহাসুরঃ।
ঘটাভো বিটরূপশ্চ জ্বলনশ্চেন্দ্রতাপনঃ ॥ ৭৫
দৈত্যদানবসঙ্ঘাস্তে সর্ব্বে জ্বলিতকুণ্ডলাঃ।

অটরুষ, পীলুক, এলবালুক, মন্দারক, কুরুবক, পুন্নাগ, কুটজ, রক্ত কুরুবক, অগরু, কিংশুক, ভব্য, দাড়িম, বীজপূরক, কালেয়ক, দুকূল, হিঙ্গু, তৈলবর্ত্তিক, খর্জ্জুর, নারিকেল, হরীতক, মধুক, সপ্তপর্ণ, বিল্ব, যাব, শরাবত, অসন ও তমাল, এই সকল নানাগুল্মসমাবৃত পুষ্পপত্রফলোপগত বিবিধাকার লতা এবং অন্যান্য নানা পুষ্পফলযুত বহু কানন-দ্রুম তথায় ইতস্ততঃ বিরাজিত। চকোর, শতপত্র, মত্তকোকিল ও শারিকা প্রভৃতি পক্ষী তত্রত্য পুষ্পিতাগ্র মহাদ্রুমসমূহে পতিত হইতেছে। রক্ত পীত ও অরুণবর্ণ বিহঙ্গম সকল পাদপগণের উপরিভাগে অবস্থান করিতেছে। প্রহৃষ্ট জীবজীবকগণ পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টিলাভ করিতেছে। সভামধ্যে দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু দশনল্বপরিমিত বিচিত্র আসনে সমাসীন। ঐ আসন প্রভাকরপ্রভ, সুদিব্য আস্তরণে আস্তৃত। উজ্জ্বল কুণ্ডলধারী হিরণ্যকশিপু তথায় উপবিষ্ট, মহা দৈত্যগণ হিরণ্যকশিপুর পরিচর্য্যায় নিরত। গন্ধর্ব্ববরগণ দিব্য তানলয়যুক্ত গীত সকল গান করিতেছে। বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, দিব্যা, সৌরভেয়ী, সমীচী, পুঞ্জিকস্থলা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রভা, শুচিবিভ্রমা, চারুনেত্রা, ঘৃতাচী, মেনকা ও উর্ব্বশী, ইহারা এবং অন্যান্য নৃত্যগীতবিশারদ সহস্র সহস্র অপ্সরা রাজা হিরণ্যকশিপুর সেবা করিতেছে। শত সহস্র লব্ধবর দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুর উপাসনায় নিরত রহিয়াছে।৩৬—৭১। বলি, বিরোচন, পৃথিবীসুত নরক, প্রহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, মহাসুর গবিষ্ঠ, সুরহন্তা, দুঃখকর্ত্তা, সুমনা, সুমতি, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ সুরূপ, বিশ্বকায়, মহাবল দশগ্রীব, বালী, মহাসুর মেঘবাসা, ঘটাভ, বিটরূপ, জ্বলন ও ইন্দ্রতাপন, এই দৈত্য দানবগণ সকলেই জ্বলিতকুণ্ডল, মাল্যধারী,

স্রগ্বিণো বর্ম্মিণঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চ চরিতব্রতাঃ ॥ ৭৭
সর্ব্বে লব্ধবরাঃ শূরাঃ সর্ব্বে বিহতমৃত্যবঃ।
এতে চান্যে চ বহবো হিরণ্যকশিপুং প্রভুম্ ॥
উপাসতে মহাত্মানং সর্ব্বে দিব্যপরিচ্ছদাঃ।
বিমানৈর্ব্বিবিধাকারৈর্ভ্রাজমানৈরিবাগ্নিভিঃ ॥ ৭৮
মহেন্দ্রবপুষঃ সর্ব্বে বিচিত্রাঙ্গদবাহবঃ।
ভূষিতাঙ্গা দিতেঃ পুত্রাস্তমুপাসত সর্ব্বতঃ ॥ ৭৯
ঐশ্বর্য্যং দৈত্যসিংহস্য যথা তস্য মহাত্মনঃ।
ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টঞ্চ কস্যাপি ভুবনত্রয়ে ॥ ৮০

রজতকনকচিত্রবেদিকায়াং
পরিকৃতরত্নবিচিত্রবীথিকায়াম্।
স দদর্শ মৃগাধিপঃ সভায়াং
সুরুচিরজালগবাক্ষশোভিতায়াম্ ॥ ৮১
কনকবলয়হারভূষিতাঙ্গং
দিতিতনয়ং স মৃগাধিপো দদর্শ।
দিবসকর-করপ্রভং জ্বলন্তং
দিতিজসহস্রশতৈর্নিষেব্যমাণম্ ॥ ৮২

ততো দৃষ্ট্বা মহাভাগং কালচক্রমিবাগতম্।
নারসিংহ বপুশ্ছন্নং ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্ ॥ ৮৩
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো নাম বীর্য্যবান্
দিব্যেন বপুষা সিংহমপশ্যদ্দেবমাগতম্ ॥ ৮৪
তং দৃষ্ট্বা রুক্মশৈলাভামপূর্ব্বাং তনুমাশ্রিতম্।
বিস্মিতা দানবাঃ সর্ব্বে হিরণ্যকশিপুশ্চ সঃ ॥৮৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

মহারাজ মহাবাহো দৈত্যানামাদিসম্ভব।
ন শ্রুতং নৈব মে দৃষ্টং নারসিংহমিদং বপুঃ ॥৮৬
অব্যক্তং পরমং দিব্যং কিমিদং রূপমাগতম্।
দৈত্যান্তকরণং ঘোরং শংসতীব মনো মম ॥ ৮৭
অস্য দেবাঃ শরীরস্থাঃ সাগরাঃ সরিতস্তথা।
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ যে চান্যে কুলপর্ব্বতাঃ ॥৮৮
চন্দ্রমাঃ সহনক্ষত্রৈরাদিত্যা রশ্মিভিঃ সহ।
ধনদো বরুণশ্চৈব যমঃ শক্রঃ শচীপতিঃ ॥ ৮৯
মরুতো দেবগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
নাগা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।

বর্ম্মাচ্ছাদিত, চরিতব্রত, বীর, লব্ধবর এবং সকলেই মৃত্যুজয়ী। ইহারা এবং এইরূপ অন্য দিব্য পরিচ্ছদধারী বহু বীর দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর সেবা করিতেছে। ঐ অসুরগণের সকলেরই অনলতুল্য জাজ্বল্যমান বিবিধাকার বিমান, মহেন্দ্রতুল্য বপু এবং বহু বিচিত্র অঙ্গদে ভূষিত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অশেষ আভরণে অলঙ্কৃত। এই সকল দিতিসুত সর্ব্বতোভাবে হিরণ্যকশিপুর উপাসনা কার্য্যে নিরত। সেই মহাত্মা দৈত্যসিংহ হিরণ্যকশিপুর যাদৃশ ঐশ্বর্য্য, এরূপ ঐশ্বর্য্য ত্রিভুবনে কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণ করে নাই। সেই মৃগাধিপ সুবর্ণ ও রৌপ্যময় বেদিকাযুক্ত রত্নখচিত বিচিত্র বীথিকাশোভিত, সুরচিত রত্নগবাক্ষময়ী সভামধ্যে কনকবলয় ও হার দ্বারা ভূষিতাঙ্গ, শত সহস্র দৈত্যনিষেবিত আদিত্যাভ প্রদীপ্তকান্তি দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে দর্শন করিলেন। অনন্তর কালচক্রের ন্যায় অথবা ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় নরসিংহদেহে আচ্ছন্ন সেই মহাত্মাকে সমাগত দেখিয়া হিরণ্যকশিপুর পুত্র বীর্য্যবান্ প্রহ্লাদ দিব্যনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল, ইনি প্রকৃত সিংহ নহেন, ইনি সেই দেবাধিপ হরি। তখন সেই কনক গিরিনিভ অপূর্ব্ব দেহধারী হরিকে দেখিয়া স্বয়ং হিরণ্যকশিপু এবং অন্যান্য সমস্ত দানবই বিস্ময়াপন্ন হইল। ৭২—৮৫। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দৈত্যগণের আদিসম্ভব, মহাবাহু মহারাজ! এই নরসিংহ বপু আমরা কখন দেখি নাই, এহেন আকৃতির কথা আমরা কখন শুনিও নাই। এই দিব্য অব্যক্ত পরম নারসিংহ মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল। আমার মন যেন বলিয়া দিতেছে যে, এই নরসিংহাকৃতি হইতেই দৈত্যগণের দারুণ সংক্ষয় সংঘটিত হইবে। দেখিতেছি, এই নরসিংহদেহে দেবগণ অবস্থান করিতেছেন; এবং নদ-নদী, সাগর, হিমবান্ ও পারিযাত্রগিরি, অন্যান্য কুলাচল সকল, চন্দ্রমা, নক্ষত্র, আদিত্য, বসু, ধনদ, বরুণ, যম, ইন্দ্র, মরুদ্গণ দেব, গন্ধর্ব্ব, তপোধন ঋষি, নাগ, যক্ষ,

ব্রহ্মা দেবাঃ পশুপতির্ললাটস্থা ভ্রমন্তি হি।
স্থাবরাণি চ সর্ব্বাণি জঙ্গমানি তথৈব চ ॥ ৯১
ভবাংশ্চ সহিতোহস্মাভিঃ সর্ব্বৈর্দৈত্যগণৈর্বৃতঃ
বিমানশতসঙ্কীর্ণা সর্ব্বা যা ভবতঃ সভা ॥ ৯২
সর্ব্বং ত্রিভুবনং রাজন্ লোকধর্ম্মশ্চ শাশ্বতঃ।
দৃশ্যতে নরসিংহেহস্মিংস্তথেদং নিখিলং জগৎ

প্রজাপতিশ্চাত্র মনুর্মহাত্মা
গ্রহাশ্চ যোগাশ্চ মহী নভশ্চ।
উৎপাতকালশ্চ ধৃতির্মতিশ্চ
রতিশ্চ সত্যঞ্চ তপো দমশ্চ ॥ ৯৪
সনৎকুমারশ্চ মহানুভাবো
বিশ্বে চ দেবা ঋষয়শ্চ সর্ব্বে।
ক্রোধশ্চ কামশ্চ তথৈব হর্ষো
দর্পশ্চ মোহঃ পিতরশ্চ সর্ব্বে ॥ ৯৫

প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা হিরণ্যকশিপুঃ প্রভুঃ।
উবাচ দানবান্ সর্ব্বান গণাংশ্চ স গণাধিপঃ ॥
মৃগেন্দ্রো গৃহ্যতামেষ অপূর্ব্বাং তনুমাস্থিতঃ।
যদি বা সংশয়ঃ কশ্চিদ্বধ্যতাং বনগোচরঃ ॥ ৯৭
তে দানবগণাঃ সর্ব্বে মৃগেন্দ্রং ভীমবিক্রমম্।
পরিক্ষিপন্তো মুদিতাস্ত্রাসয়ামাসুরোজসা ॥ ৯৮
সিংহনাদং বিমুচ্যাথ নরসিংহো মহাবলঃ।
বভঞ্জ তাং সভাং সর্ব্বাং ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ
সভায়াং ভজ্যমানায়াং হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্।
চিক্ষেপাস্ত্রাণি সিংহস্য রোষব্যাকুললোচনঃ ॥
সর্ব্বাস্ত্রাণামথ শ্রেষ্ঠং দণ্ডমস্ত্রং সুদারুণম্।
কালচক্রং তথা ঘোরং বিষ্ণুচক্রং তথাপরম্ ॥
পৈতামহং মহাত্যুগ্রং ত্রৈলোক্যদহনং মহৎ।
বিচিত্রামশনিঞ্চৈব শুষ্কার্দ্রঞ্চাশনিদ্বয়ম্ ॥ ১০২
রৌদ্রং তথোগ্রশূলঞ্চ কঙ্কালং মুষলং তথা।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ব্রাহ্মমস্ত্রং তথৈব চ ॥ ১০৩
নারায়ণাস্ত্রমৈন্দ্রঞ্চাপ্যাগ্নেয়ং শৈশিরং তথা।
বায়ব্যং মথনঞ্চৈব কপালমথ কিঙ্করম্ ॥ ১০৪
তথাপ্রতিহতাং শক্তিং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ।
মোহনং শোষণঞ্চৈব সন্তাপনবিলাপনে ॥ ১০৫
কম্পনং শাতনঞ্চৈব মহাস্ত্রঞ্চৈব রোধনম্।
কালমুদ্গারমক্ষোভ্যং তাপনঞ্চ মহাবলম্ ॥ ১০৬
সংবর্ত্তনং মোহনঞ্চ তথা মায়াধরং বরম্।
গান্ধর্ব্বমস্ত্রং দয়িতমসিরত্নঞ্চ নন্দকম্ ॥ ১০৭

পিশাচ, ভীষণ রাক্ষস এবং দেব ব্রহ্মা ও অন্যান্য চর অচর যে কিছু জীব সমস্তই ঐ দেববরের ললাটে অবস্থিত এবং ঘূর্ণ্যমান। অপিচ, অস্মাদি নিখিল দৈত্যগণ সহ আপনি আমি, শত শত বিমানাকীর্ণ ভবদীয় সভা, সমস্ত ত্রিভুবন এবং সনাতন লোকধর্ম্ম সমস্তই এই নরসিংহদেহে দৃষ্ট হইতেছে। ইহার এই দেহে দেখিতেছি সমস্ত জগৎই অবস্থিত। ঐ দেহে প্রজাপতি, মহাত্মা মনু, গ্রহগণ, যোগসমূহ, মহীরুহদল, উৎপাত-কাল, ধৃতি, মতি, রতি, সত্য, তপস্যা, দম, মহানুভব সনৎকুমার, বিশ্বদেবগণ, ঋষিগণ এবং কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ধর্ম্ম, মোহ, ও পিতৃপুরুষগণ সকলেই বিদ্যমান। প্রভু হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের এই কথা শুনিয়া সমস্ত দানববাহিনীকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা এই অপূর্ব্ব দেহধারী মৃগেন্দ্রকে ধর। অথবা যদি কোন সংশয় হয়, তবে ঐ বন্য পশুকে সংহার কর। তখন সেই দানবেরা সকলে মুদিত মনে ভীমবিক্রম সিংহের প্রতি কটূক্তি বর্ষণপূর্ব্বক স্ব স্ব প্রভাবে তাহাকে ত্রাসিত করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর মহাবল নরসিংহ সিংহনাদ করিয়া ব্যাদিতবদন অন্তকের ন্যায় সেই সমগ্র সভা ভঞ্জন করি-লেন। তখন হিরণ্যকশিপু স্বীয় সভাগৃহ বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া রোষে ক্ষোভে আকুল-নেত্রে সিংহোপরি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সর্ব্বাস্ত্রমধ্যে প্রধান ও সুদারুণ দণ্ড, কালচক্র, ঘোর বিষ্ণুচক্র, ত্রৈলোক্য-দহনক্ষম অত্যুগ্র পৈতামহ অস্ত্র, বিচিত্র অশনি, শুষ্ক ও আর্দ্রভেদে আরও দুই প্রকার বজ্র, প্রচণ্ড উগ্রশূল, কঙ্কাল, মুষল, ব্রহ্মশির; ব্রহ্মাস্ত্র, নারায়ণ, রৌদ্র, আগ্নেয়, শৈশির, বায়ব্য, মথন, কপাল ও কিঙ্করাস্ত্র, অপ্রতিহতশক্তি ক্রৌঞ্চ অস্ত্র, মোহন, শোষণ, সন্তাপন, বিলাপন, কম্পন, শাতন, মহাস্ত্র বিরোধন, অক্ষোভ্য কালমুদ্গর, মহাবল তাপন, সংবর্ত্তন, মোহন, মায়া-

প্রস্বাপনং প্রমথনং বারুণঞ্চাস্ত্রমুত্তমম্।
অস্ত্রং পাশুপতঞ্চৈব যস্যাপ্রতিহতা গতিঃ ॥১০৮
এতান্যস্ত্রাণি দিব্যানি হিরণ্যকশিপুস্তদা।
অসৃজন্নরসিংহস্য দীপ্তস্যাগ্নেরিবাহুতিম্ ॥ ১০৯
অস্ত্রৈঃ প্রজ্বলিতৈঃ সিংহমাবৃণোদসুরোত্তমঃ।
বিবস্বান্ ঘর্ম্মসময়ে হিমবন্তমিবাংশুভিঃ ॥ ১১০
স হ্যমর্ষানিলোদ্ভূতো দৈত্যানাং সৈন্যসাগরঃ।
ক্ষণেনাপ্লাবয়ৎ সর্ব্বং মৈনাকমিব সাগরঃ ॥ ১১১
প্রাসৈঃ পাশৈশ্চ খড়্গৈশ্চ গদাভির্মুষলৈস্তথা।
বজ্রৈরশনিভিশ্চৈব বহুশাখৈর্মহাদ্রুমৈঃ ॥ ১১২
মুদ্গরৈঃ কূটপাশৈশ্চ শিলোলূখলপর্ব্বতৈঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাভির্দণ্ডৈরপি সুদারুণৈঃ ॥

তে দানবাঃ পাশগৃহীতহস্তা
মহেন্দ্রতুল্যাশনিতুল্যবেগাঃ।
সমন্ততোঽভ্যুদ্যতবাহুকায়াঃ
স্থিতাঃ সশীর্ষা ইব নাগপোতাঃ ॥ ১১৪
সুবর্ণমালাকুলভূষিতাঙ্গাঃ
সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাকুলবক্ত্রগর্ত্তাঃ।
স্ফুরৎপ্রভাস্তে চ সশৃঙ্গদেহা-
শ্চীনাংশুকা ভান্তি যথৈব হংসাঃ ॥ ১১৫
সোঽসৃজদ্দানবো মায়ামগ্নিং বায়ুসমীরিতম্।
তমিন্দ্রস্তোয়দৈঃ সার্দ্ধং সহস্রাক্ষো মহাদ্যুতিঃ।
মহতা তোয়বর্ষেণ শময়ামাস পাবকম্ ॥ ১১৭
তস্যাং প্রতিহতায়ান্তু মায়ায়াং যুধি দানবঃ।
অসৃজদ্ঘোরসঙ্কাশং তমস্তীব্রং সমন্ততঃ ॥১১৮
তমসা সংবৃতে লোকে দৈত্যেষ্বাত্তায়ুধেষু চ।
স্বতেজসা পরিবৃতো দিবাকর ইবোদ্গতঃ ॥ ১১৯
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীমস্য দদৃশুর্দানবা রণে।
ললাটস্থাং ত্রিকূটস্থাং গঙ্গাং ত্রিপথগামিব ॥১২০
ততঃ সর্ব্বাসু মায়াসু হতাসু দিতিনন্দনাঃ।
হিরণ্যকশিপুং দৈত্যা বিষণ্ণাঃ শরণং যযুঃ।
ততঃ প্রজ্বলিতঃ ক্রোধাৎ প্রদহন্নিব তেজসা।
তস্মিন্ ক্রুদ্ধে তু দৈত্যেন্দ্রে তমোভূতমভূজ্জগৎ।
আবহঃ প্রবহশ্চৈব বিবহোঽথ সমীরণঃ।

বহু গান্ধর্ব্ব, অসিরত্ন নন্দক, প্রস্বাপন, প্রমথন, বারুণ, এবং অপ্রতিহতগতি পাশুপত, এই সকল দিব্য দিব্য অস্ত্র দীপ্তানলে আহুতির ন্যায় হিরণ্যকশিপু নরসিংহোপরি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অসুরোত্তম প্রজ্বলিত অস্ত্রশস্ত্রে নরসিংহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মনে হইল, সূর্য্য যেন নিদাঘকালে হিমাচলকে অংশুজালে আবৃত করিল। অনন্তর দৈত্যসৈন্যরূপ সাগর অমর্ষপবনে চালিত হইয়া যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সিন্ধুরূপ মৈনাককে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। দৈত্যগণ তৎকালে প্রাস, পাশ, খড়্গ, গদা, মুষল, বজ্র, অশনি, বহু শাখান্বিত মহাদ্রুম, মুদ্গর, কূটপাশ, শিলা, উলূখল, পর্ব্বত, দীপ্তা শতঘ্নী ও সুদারুণ দণ্ড দ্বারা নরসিংহ সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মহেন্দ্রের অশনির ন্যায় তীব্র বেগশালী দানবেরা কম্পিত হইল না, তাহারা সশীর্ষ নাগসমূহের ন্যায় দেহ বাহু উদ্যত করিয়া বিবিধ পাশাদিহস্তে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিল। ঐ সকল দানবের অঙ্গ সুবর্ণমালায় ভূষিত এবং মুখগহ্বর তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রায় সমাকুল, উহারা স্ফুরৎপ্রভাশালী এবং সশৃঙ্গ দেহসম্পন্ন। দেখিয়া মনে হইল, উহারা যেন চীনাংশুকযুত হংসের ন্যায় প্রতিভাত। অনন্তর দানব হিরণ্যকশিপু মায়াবলে বায়ুচালিত অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। তখন মহাদ্যুতি সহস্রাক্ষ ইন্দ্র মেঘবৃন্দ প্রেরণ করিয়া প্রবল জলবর্ষণে তাহা প্রশমিত করিলেন। ১০১—১১৭ পরে সেই মায়া প্রতিহত হইলে দানব ঘোরতর অন্ধকার সৃষ্টি করিল। তখন সর্ব্বলোক অন্ধকারাবৃত ও দৈত্যগণ সশস্ত্রে সমাগত দেখিয়া নরসিংহদেব স্বীয় তেজে পরিবৃত দিবাকরের ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইলে, সর্ব্বদানব তাঁহার ত্রিশিখা ভ্রুকুটী মাত্র দর্শন করিতে লাগিল। তাঁহার ললাটতটগতা ভ্রুকুটী যেন ত্রিকূটস্থা ত্রিপথগা গঙ্গার ন্যায় প্রতিভাত হইল। অনন্তর সমস্ত দানবী মায়া প্রতিহত হইলে দিতিনন্দনগণ বিষণ্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপুর শরণাপন্ন হইল। তখন দানবেন্দ্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তেজ দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। দৈত্যেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে এই জগৎ তমোজালে

পরাবহঃ সংবহশ্চ উদ্বহশ্চ মহাবলঃ ॥ ১২৩
তথা পরিবহঃ শ্রীমান্ উৎপাতভয়শংসিনঃ।
ইত্যেবং ক্ষুভিতাঃ সপ্ত মরুতো গগনেচরাঃ॥
যে গ্রহাঃ সর্ব্বলোকস্য ক্ষয়ে প্রাদুর্ভবন্তি হি।
তে সর্ব্বে গগনে হৃষ্টা ব্যচরংশ্চ যথাসুখম্॥
অযোগতশ্চাপ্যচরদযোগং নিশি নিশাচরঃ।
সগ্রহঃ সহনক্ষত্রৈস্তারাপতিররিন্দম ॥ ১২৬
বিবর্ণতাঞ্চ ভগবান্ গতো দিবি দিবাকরঃ।
কৃষ্ণঃ কবন্ধশ্চ তদা লক্ষ্যতে সুমহান্ দিবি॥
অসৃজচ্চাসিতাং সূর্য্যো ধূমবন্তাং বিভাবসুঃ।
গগনস্থশ্চ ভগবানভীক্ষ্ণং পরিবিষ্যতে॥ ১২৮
সপ্ত ধূমনিভা ঘোরাঃ সূর্য্যা দিবি সমুত্থিতাঃ।
সোমস্য গগনস্থস্য গ্রহাস্তিষ্ঠন্তি শৃঙ্গগাঃ॥ ১২৯
বামে চ দক্ষিণে চৈব স্থিতৌ শুক্রবৃহস্পতী।
শনৈশ্চরো লোহিতাঙ্গো লোহিতাঙ্গসমদ্যুতিঃ
সমং সমধিরোহন্ত সর্ব্বে বৈ গগনেচরাঃ।
শৃঙ্গাণি শনকৈর্ঘোরা যুগান্তাবর্ত্তনগ্রহাঃ॥ ১৩১
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রো গ্রহৈঃ সহ তমোনুদঃ।
চরাচরবিনাশায় রোহিণীং নাভ্যনন্দত॥ ১৩২
গৃহীতো রাহুণা চন্দ্র উল্কাভিরভিহন্যতে।
উল্কাঃ প্রজ্বলিতাশ্চন্দ্রে ব্যচরন্ত যথাসুখম্॥
দেবানামধিপো দেবঃ সোঽপ্যবর্ষত শোণিতম্
অপতন্গগনাদুল্কা বিদ্যুদ্রূপা মহাস্বনা॥ ১৩৪
অকালে চ দ্রুমাঃ সর্ব্বে পুষ্পন্তি চ ফলন্তি চ।
লতাশ্চ সফলাঃ সর্ব্বা যা আহুর্দৈত্যনাশিকাঃ॥
ফলে ফলান্যজায়ন্ত পুষ্পে পুষ্পং তথৈব চ॥
উন্মীলন্তি নিমীলন্তি হসন্তি প্ররুদন্তি চ।
বিক্রোশন্তি চ গম্ভীরং ধূমায়ন্তে জ্বলন্তি চ।
প্রতিমাঃ সর্ব্বদেবানাং কথয়ন্ত্যো মহদ্ভয়ম্॥১৩৭
আরণ্যৈঃ সহ সংসৃষ্টা গ্রাম্যাশ্চ মৃগপক্ষিণঃ।
চুক্রুশুর্ভৈরবং তত্র মৃগযুদ্ধ উপস্থিতে॥ ১৩৮
নদ্যশ্চ প্রতিকূলানি বহন্তি কলুষোদকাঃ।

আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, সংবহ, উদ্বহ ও পরিবহাখ্য ভীষণ সপ্ত পবন অশুভ সূচনা করিয়া ক্ষুব্ধভাবে গগনে প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগতের ক্ষয়কালে যে সকল গ্রহের প্রাদুর্ভাব হয়, তৎকালে সেই সকল দুষ্টগ্রহের আবির্ভাব হইল। তাহারা যথাসুখে গগনে বিচরণ করিতে লাগিল। যোগের কারণ না থাকিলেও নিশাচর তারাপতি, ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। ভগবান্ দিবাকর ও বিবর্ণ হইয়া পড়িলেন। আকাশে তখন কৃষ্ণ কবন্ধ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। সূর্য্য এবং অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ ধূমপুঞ্জ উদ্গিরণ করিতে লাগিলেন। গগনস্থ ভগবান্ দিবাকর বারম্বার পরিধিযুক্ত হইতে লাগিলেন। ধূমনিভ সপ্ত সূর্য্য আকাশে উত্থিত হইল। গ্রহগণ গগনগত চন্দ্রের শৃঙ্গগামী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। শুক্র এবং বৃহস্পতি বামে এবং দক্ষিণে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শনৈশ্চর এবং লোহিতাঙ্গ মঙ্গল ইঁহারাও বামে দক্ষিণে অবস্থান করিলেন। যুগান্তাবর্ত্তনবৎ সমস্ত গগনেচর ঘোর গ্রহ যুগপৎ শৃঙ্গসমূহে আরোহণ করিল। গ্রহ নক্ষত্র সহ তমোনুদ চন্দ্রমা চরাচর বিনাশের জন্য রোহিণীকে অভিনন্দিত করিলেন না। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র উল্কাসমূহ দ্বারা অভিহত হইতে লাগিলেন। উল্কাসকল প্রজ্বলিত হইয়া যথাসুখে চন্দ্রমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিল। দেবগণের অধিপতিও শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যুতাকার উল্কাসকল গগন হইতে মহাশব্দে নিপতিত হইতে লাগিল। দ্রুমগণ অকালে ফল-পুষ্প প্রসব করিতে লাগিল। ফলিনী লতা সকলও দৈত্যনাশ সূচনা করিতে লাগিল। ফলে ফল এবং পুষ্পে পুষ্প উদ্ভূত হইতে লাগিল। দেব-দেবীর প্রতিমা সকল মহাভয় সূচনা করিয়া উন্মীলন, নিমীলন, হাস্য, রোদন এবং কখন বা গম্ভীর বিক্রোশন করিতে লাগিল এবং কখন ধূমায়মান, কখন বা প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। গ্রাম্য মৃগ-পক্ষিগণ আরণ্যগণ সহ মিলিত হইয়া মৃগদ্বন্দ্বে ঘোর চিৎকার করিতে লাগিল। কলুষোদকা নদী সকল

ন প্রাকাশন্ত চ দিশো রক্তরেণুসমাকুলাঃ ॥
বানস্পত্যা ন পূজ্যন্তে পূজনার্হাঃ কথঞ্চন।
বায়ুবেগেন হন্যন্তে ভজ্যন্তে প্রণমন্তি চ ॥১৪০
তথা চ সর্ব্বভূতানাং ছায়া ন পরিবর্ত্ততে।
অপরেণ গতে সূর্য্যে সলোকানাং যুগক্ষয়ে ॥
তদা হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যস্যোপরিবেশ্মনঃ।
ভাণ্ডাগারায়ুধাগারে নিবিষ্টমভবন্মধু ॥ ১৪২
অসুরাণাং বিনাশায় সুরাণাং বিজয়ায় চ।
দৃশ্যন্তে বিবিধোৎপাতা ঘোরা ঘোরনিদর্শনাঃ ॥
এতে চান্যে চ বহবো ঘোররূপাঃ সমুত্থিতাঃ।
দৈত্যেন্দ্রস্য বিনাশায় দৃশ্যন্তে রণশংসিনঃ ॥
মেদিন্যাং কম্পমানায়াং দৈত্যেন্দ্রেণ মহাত্মনঃ
মহীধরা নাগগণা নিপেতুরমিতৌজসঃ ॥ ১৪৫
বিষজ্বালাকুলৈর্বক্ত্রৈর্বিমুঞ্চন্তো হুতাশনম্।
চতুঃশীর্ষাঃ পঞ্চশীর্ষাঃ সপ্তশীর্ষাশ্চ পন্নগাঃ ॥ ১৪৬
বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ।
এলামুখঃ কালিয়শ্চ মহাপদ্মশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৪৭
সহস্রশীর্ষঃ শুদ্ধাঙ্গো হেমতালধ্বজঃ প্রভুঃ।
শেষোঽনন্তো মহানাগো হ্যপ্রকম্প্যশ্চ কম্পিতঃ ॥ ১৪৮
দীপ্যন্তেঽন্তর্জ্জলস্থানি পৃথিবীবিবরাণি বৈ।
দীপ্তদৈত্যেন্দ্রকোপেন কম্পিতানি সমন্ততঃ ॥
নানাতেজোধরাশ্চাপি পাতালতলচারিণঃ।
পাতালে সহসা ক্ষুব্ধে হ্যপ্রকম্প্যাঃ প্রকম্পিতাঃ
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যস্তদা সংস্পৃষ্টবান্মহীম্।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ ক্রুদ্ধো বরাহ ইব পূর্ব্বজঃ। ১৫১
গঙ্গা ভাগীরথী চৈব কৌশিকী সরয়ূরপি।
যমুনা চাথ কাবেরী কৃষ্ণবেণী চ নিম্নগা ॥১৫২
তুঙ্গভদ্রা মহাবেগা নদী গোদাবরী তথা।
চর্ম্মণ্বতী চ সিন্ধুশ্চ তথা নদনদীপতিঃ। ১৫৩
মেকলপ্রভবশ্চৈব শোণো মণিনিভোদকঃ।
নর্ম্মদা চ শুভস্রোতাস্তথা বেত্রবতী নদী ॥১৫৪
গোমতী গোকুলাকীর্ণা তথা পূর্ব্বা সরস্বতী।
মহাকালমহী চৈব তমসা পুষ্পবাহিনী ॥ ১৫৫

প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রক্তরেণুরঞ্জিত দিক্ সকল অপ্রকাশ হইয়া রহিল। পূজার্হ বনস্পতিগণ কোথাও পূজা প্রাপ্ত হইতে লাগিল না। তাহারা বায়ুবেগে হত, ভগ্ন এবং আনত হইয়া পড়িল। সূর্য্য অপরাহ্নগত হইলেও সর্ব্বভূতের ছায়া পরিবর্ত্তিত হইল না। তাদৃশ যুগক্ষয়কর কালে দানব হিরণ্যকশিপুর ভাণ্ডাগারে এবং আয়ুধাগারে উপরিতন গৃহ হইতে মধু পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে অসুরগণের বিনাশ এবং দেবগণের জয়ের নিমিত্ত ঘোরাকার বিবিধ উৎপাত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। দৈত্যেন্দ্রের বিনাশ জন্য এইরূপ এবং অন্য আরও ঘোররূপ রণসূচক বহু উৎপাত আবির্ভূত হইল। মহাত্মা দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে সঙ্গে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিলে, অমিতপ্রভাব নাগগণ ও মহীধরগণ নিপতিত হইতে লাগিল। চতুঃশীর্ষ, পঞ্চশীর্ষ, এমন কি সপ্তশীর্ষ নাগগণ বিষজ্বালাকুল বদনাবলী দ্বারা হুতাশন উদ্গিরণ করিতে লাগিল। বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এলামুখ, কালিয়, মহাপদ্ম ও সহস্রশীর্ষ হেমতালধ্বজ মহাভাগ শেষ অনন্ত প্রমুখ দুষ্প্রকম্প্য হইলেও তখন কম্পিত হইল। এইরূপে জলমধ্য ও ভূগর্ভস্থ প্রাণিবৃন্দ ক্রোধোদ্দীপ্ত দৈত্যেন্দ্রের কোপে চতুর্দ্দিকে কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে পাতাল ক্ষুব্ধ হইলে পাতালতলবাসী তেজস্বী নাগগণও মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। দৈত্য হিরণ্যকশিপু তৎকালে মহীস্পর্শ করিল। সে, স্বীয় ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া ক্রুদ্ধ আদিবরাহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। ১১৮—১৫১। এই সময় ভাগীরথী, সরয়ূ, কৌশিকী, যমুনা, কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, তুঙ্গভদ্রা, গোদাবরী, চর্ম্মণ্বতী, নদনদীপতি সিন্ধু,মণিপ্রতিমজলশালী মেকলোদ্ভব শোণ, শুভতোয়া নর্ম্মদা, বেত্রবতী, গোকুলাকীর্ণা গোমতী, সরস্বতী, মহাকালমহী, তমসা ও পুষ্পবাহিনী প্রভৃতি নদ-নদী, সর্ব্বরত্নোপ-

জম্বুদ্বীপং রত্নবচ্চ সর্ব্বরত্নোপশোভিতম্ ।
সুবর্ণপুটকশ্চৈব সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্ ॥ ১৫৬
মহানদশ্চ লৌহিত্যঃ শৈলঃ কাঞ্চনশোভিতঃ ।
পত্তনং কোশকারাণাং কশশ্চ রজতাকরম্ ॥১৫৭
মগধাশ্চ মহাগ্রামাঃ পুণ্ড্রা উগ্রাস্তথৈব চ ।
ব্রুহ্মা মল্লা বিদেহাশ্চ মালবাঃ কাশিকোশলাঃ
ভবনং বৈনতেয়স্য দৈত্যেন্দ্রেণাভিকম্পিতম্ ।
কৈলাসশিখরাকারং যৎকৃতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১৫৯
রক্ততোয়ো মহাভীমো লৌহিত্যো নাম সাগরঃ
উদয়শ্চ মহাশৈল উচ্ছ্রিতঃ শতযোজনম্ ॥১৬০
সবর্ণবেদিকঃ শ্রীমান্ মেঘপঙ্ক্তিনিষেবিতঃ ।
ভ্রাজমানোঽর্কসদৃশৈর্জাতরূপময়ৈর্দ্রুমৈঃ ॥১৬১
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ ।
অয়োমুখশ্চ বিখ্যাতঃ সর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ ।
তমালবনগন্ধশ্চ পর্ব্বতো মলয়ঃ শুভঃ ॥ ১৬২
সুরাষ্ট্রাশ্চ সবাহ্লীকাঃ শূদ্রাভীরাস্তথৈব চ ।
ভোজাঃ পাণ্ড্যাশ্চ বঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ
তথৈব পৌণ্ড্রাঃ শুভ্রাশ্চ বামচূড়াঃ সকেরলাঃ ।
ক্ষোভিতাস্তেন দৈত্যেন দেবাশ্চাপ্সরসাং
গণাঃ ॥ ১৬৪
অগস্ত্যভবনঞ্চৈব যদগম্যং কৃতং পুরা ।
সিদ্ধচারণসঙ্ঘৈশ্চ বিপ্রকীর্ণং মনোহরম্ ॥১৬৫
বিচিত্রনানাবিহগং সপুষ্পিতমহাদ্রুমম্ ।
জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈরপ্সরোগণসেবিতম্ ॥ ১৬৬
গিরিঃ পুষ্পিতকশ্চৈব লক্ষ্মীবান প্রিয়দর্শনঃ ।
উত্থিতঃ সাগরং ভিত্ত্বা বিশ্রামশ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥
ররাজ স মহাশৃঙ্গৈর্গগনং বিলিখন্নিব ।
চন্দ্রসূর্য্যাংশুসঙ্কাশৈঃ সাগরাম্বুসমাবৃতৈঃ ॥ ১৬৮
বিদ্যুত্মান পর্ব্বতঃ শ্রীমানায়তঃ শতযোজনম্ ।
বিদ্যুতাং যত্র সম্পাতা নিপাত্যন্তে নগোত্তমে
ঋষভঃ পর্ব্বতশ্চৈব শ্রীমানৃষভসংস্থিতঃ ।
কুঞ্জরঃ পর্ব্বতঃ শ্রীমানগস্ত্যস্য গৃহং শুভম্ ॥ ১৭০
বিমলাখ্যা চ দুর্দ্ধর্ষা সর্পাণাং মালতী পুরী ।
তথা ভোগবতী চাপি দৈত্যেন্দ্রেণাভি-
কম্পিতা ॥ ১৭১

মহাসেনগিরিশ্চৈব পারিযাত্রশ্চ পর্ব্বতঃ ।
চক্রবাংশ্চ গিরিশ্রেষ্ঠো বারাহশ্চৈব পর্ব্বতঃ ॥

শোভিত রত্নবটাধিষ্ঠিত জম্বুদ্বীপ, সুবর্ণাকর-মণ্ডিত সুবর্ণপুটক, মহানদ লৌহিত্য ; কাঞ্চন-গিরি ; রজতাকর কশনামক কোশকারপত্তন ; মগধ,মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, উগ্র, ব্রুহ্ম, মল্ল, বিদেহ, মালব,কাশী,কোশল,এবং বিশ্বকর্ম্মকৃত কৈলাস-শিখরাকার বৈনতেয়ভবন, এই সমস্তই দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক কম্পিত হইল। রক্তবর্ণ জলশালী অতিভীষণ লোহিত সাগর, শতযোজন সমুচ্ছ্রিত সুবর্ণবেদিকান্বিত মেঘসমূহসেবিত শ্রীমান্ মহান্ উদয়াচল, সূর্য্যসদৃশ সুবর্ণময় দ্রুমসমূহরাজিত, শাল তাল তমাল ও কর্ণিকারাদি নানা পুষ্পিত পাদপে শোভিত, ধাতুমণ্ডিত বিখ্যাত অয়োমুখ গিরি, তমালবনগন্ধাঢ্য শুভ মলয়াচল, এবং সুরাষ্ট্র, বাহ্লীক, শূর, আভীর, ভোজ, পাণ্ড্য, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, ওড্র, পৌণ্ড্র, বামচূড় ও কেরল এবং দেব ও অপ্সরোগণ সকলেই সেই দৈত্য কর্ত্তৃক ক্ষোভিত হইল। পূর্ব্বে যেখানে দুর্গম অগস্ত্যভবন ছিল, যাহার সর্ব্বত্র সিদ্ধ ও চারণগণ বিচরণ করিত, বিচিত্র বিহগনাদিত পুষ্পিত মহাদ্রুমরাজি যথায় বিরাজিত, যাহা জাতরূপময় শৃঙ্গসমূহ দ্বারা শোভিত এবং অপ্সরোগণ দ্বারা সেবিত হইত, সেই লক্ষ্মীবান্ প্রিয়দর্শন পুষ্পিতক গিরি, এই গিরি সাগর ভেদ করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের বিশ্রামরূপে উত্থিত হইয়াছে। উহা রবিশশিসদৃশ সাগরাম্বুসমাবৃত মহাশৃঙ্গরাজি দ্বারা যেন গগনতল বিলিখন করিয়াই বিরাজ করিতেছে। এ হেন মহাগিরি, তথা শত যোজন-বিস্তৃত বিদ্যুৎপুঞ্জপাতযুক্ত শ্রীমান্ বিদ্যুত্মান্ গিরি এবং ঋষভ, বৃষভ ও কুঞ্জরাখ্য অগস্ত্যনিবাস অন্যান্য গিরিশ্রেণী, সর্পগণের মালতী-নাম্নী দুর্দ্ধর্ষ পুরী এবং ভোগবতী নদী এই সমস্তই দৈত্যেন্দ্র কর্ত্তৃক কম্পিত হইল।১৫২-১৭১। মহাসেনগিরি,পারি-যাত্র পর্ব্বত, গিরিশ্রেষ্ঠ চক্রবাক্,বারাহ পর্ব্বত,

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরঞ্চাপি জাতরূপময়ং শুভম্।
যস্মিন্ বাস দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ ॥১৭৩
মেঘশ্চ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠো মেঘগম্ভীরনিঃস্বনঃ।
ষষ্টিরত্র সহস্রাণি পর্ব্বতানাং বিশাম্পতে ॥ ১৭৪
তরুণাদিত্যসঙ্কাশো মেরুশ্চৈব মহান্ গিরিঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব্বৈর্নিত্যং সেবিতকন্দরঃ ॥
হেমগর্ভো মহাসেনস্তথা মেঘসখো গিরিঃ।
কৈলাসশ্চৈব শৈলেন্দ্রো দানবেন্দ্রেণ কম্পিতঃ
হেমপুষ্করসঙ্ছন্নং তেন বৈখানসং সরঃ।
কম্পিতং মানসঞ্চৈব হংসকারণ্ডবাকুলম্ ॥ ১৭৭
ত্রিশৃঙ্গঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ কুমারী চ সরিদ্বরা।
তুষারচয়সঙ্ছন্নো মন্দরশ্চাপি পর্ব্বতঃ ॥ ১৭৮
উশীরবীজশ্চ গিরির্ভদ্রপ্রস্থস্তথাদ্রিরাট্।
প্রজাপতিগিরিশ্চৈব তথা পুষ্করপর্ব্বতঃ ॥ ১৭৯
দেবাভঃ পর্ব্বতশ্চৈব তথা বৈ বালুকাগিরিঃ।
ক্রৌঞ্চঃ সপ্তর্ষিশৈলশ্চ ধূম্রবর্ণশ্চ পর্ব্বতঃ ॥ ১৮০
এতে চান্যে চ গিরয়ো দেশা জনপদাস্তথা।
নদ্যঃ সসাগরাঃ সর্ব্বা দানবেনাভিকম্পিতাঃ ॥
কপিলশ্চ মহীপুত্রো ব্যাঘ্রবাংশ্চ প্রকম্পিতঃ।
খেচরাশ্চ নিশাপুত্রাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥ ১৮২
গণস্তথাপরো রৌদ্রো মেঘনামাঙ্কুশায়ুধঃ।
ঊর্দ্ধগো ভীমবেগশ্চ সর্ব্ব এতেঽভিকম্পিতাঃ ॥
গদী শূলী করালশ্চ হিরণ্যকশিপুস্তদা।
জীমূতঘননির্ঘোষো জীমূত ইব বেগবান্।
দেবারিদিতিজো দৃপ্তো নৃসিংহং সমুপাদ্রবৎ।
স তু তেন ততস্তীক্ষ্ণৈর্মৃগেন্দ্রেণ মহানখৈঃ।
তদোঙ্কারসহায়েন বিদার্য্য নিহতো যুধি ॥ ১৮৫

মহী চ কালশ্চ শশী নভশ্চ
গ্রহাঃ সসূর্য্যাশ্চ দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
নদ্যশ্চ শৈলাশ্চ মহার্ণবাশ্চ
গতাঃ প্রসাদং দিতিপুত্রনাশাৎ ॥ ১৮৬

ততঃ প্রমুদিতা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
তুষ্টুবুর্নামভির্দিব্যৈরাদিদেবং সনাতনম্ ॥ ১৮৭
যত্ত্বয়া বিধৃতং দেব নারসিংহমিদং বপুঃ।
এতদেবার্চ্চয়িষ্যন্তি পরাপরবিদো জনাঃ ॥১৮৮

ব্রহ্মোবাচ।

ভবান্ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ মহেন্দ্রো দেবসত্তমঃ।

দুষ্টাত্মা নরকাসুরের বাসস্থল জাতরূপময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, মেঘগম্ভীরনাদী পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মেঘপর্ব্বত, অন্যান্য ষষ্টিসহস্র পর্ব্বত, তরুণাদিত্য-সন্নিভ যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব্ব-সেবিত মহাগিরি মেরু, হেমগর্ভ মহাসেন, মেঘসখ পর্ব্বত এবং শৈলশ্রেষ্ঠ কৈলাস, এই সমস্তই দানবেন্দ্রভয়ে কম্পিত হইল। হেমপদ্মাচ্ছন্ন বৈখানস সরোবর এবং হংসকারণ্ডবাকুল মানস সরোবরও তৎকর্ত্তৃক কম্পিত হইল। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ত্রিশৃঙ্গ, সরিদ্বরা কুমারী, তুষারজালাচ্ছন্ন মন্দরগিরি, উশীরবীজ পর্ব্বত, অদ্রিরাজ ভদ্রপ্রস্থ, প্রজাপতি গিরি, পুষ্করাচল, দেবাভ, বালুকগিরি, ক্রৌঞ্চ ও সপ্তর্ষি পর্ব্বত এবং ধূম্রবর্ণ গিরি এই সকল এবং অন্যান্য পর্ব্বত সকল, তথা দেশ, জনপদ, নদী, সাগর, সমস্তই দানব কর্ত্তৃক কম্পিত হইল। মহীপুত্র কপিল এবং ব্যাঘ্রবান্ ইহারাও দৈত্য-ভয়ে কম্পিত হইলেন। খেচরগণ, পাতালতলবাসী নিশাপুত্রগণ, অঙ্কুশায়ুধ মেঘ, ঊর্দ্ধগ ও ভীমবেগ রৌদ্রগণ, ইহারাও দানবেন্দ্র কর্ত্তৃক কম্পিত হইল। তখন গদাশূলধারী ভীষণ হিরণ্যকশিপু জীমূতবৎ গভীর নিনাদ-করত বেগবান্ জীমূতের ন্যায় প্রধাবিত হইল। এই অবস্থায় দেবারি দিতিনন্দন দৃপ্ত হইয়া নৃসিংহকে আক্রমণ করিল। অতঃপর মৃগেন্দ্র ওঙ্কারসাহায্যে তীক্ষ্ণ নখরনিকর দ্বারা সেই দৈত্যেন্দ্রকে বিদারিত করিয়া নিহত করিলেন। সেই দৈত্যধর নিহত হইলে মহী, কাল, আকাশ, গ্রহ, সূর্য্য, চন্দ্র, দিঙ্মণ্ডল, নদী, শৈল ও মহার্ণব সকল প্রসন্ন হইল। অনন্তর দেব ও তপোধন ঋষিগণ সেই সনাতন দেবদেবকে তদীয় দিব্য নামনিচয় উচ্চারণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।১৭২—১৮৭। তাঁহারা কহিলেন,—হে দেব। তুমি যে এই নরসিংহ-দেহ ধারণ করিয়াছ, পরাবরজ্ঞ জনগণ তোমার ঐ রূপেরই অর্চ্চনা করিবেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে প্রভো। আপনিই ব্রহ্মা,

ভবান্ কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ লোকানাং
প্রভবোঽব্যয়ঃ ॥ ১৮৯
পরাঞ্চ সিদ্ধিঞ্চ পরঞ্চ সত্ত্বং
পরং রহস্যং পরমং হবিশ্চ।
পরঞ্চ ধর্ম্মং পরমং যশশ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যাং পরমং পুরাণম্ ॥ ১৯০
পরঞ্চ সত্যং পরমং তপশ্চ
পরং পবিত্রং পরমঞ্চ মার্গম্।
পরঞ্চ যজ্ঞং পরমঞ্চ হোত্রং
ত্বামাহুরগ্র্যাং পরমং পুরাণম্ ॥ ১৯১
পরং শরীরং পরমঞ্চ ব্রহ্ম
পরঞ্চ যোগং পরমাঞ্চ বাণীম্।
পরং রহস্যং পরমাং গতিঞ্চ
ত্বামাহুরগ্র্যাং পরমং পুরাণম্ ॥ ১৯২
এবমুক্তা তু ভগবান্ সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
স্তুত্বা নারায়ণং দেবং ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ ॥
ততো নদৎসু তূর্য্যেষু নৃত্যন্তীষপ্সরঃসু চ।
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং জগাম হরিরীশ্বরঃ ॥
নারসিংহং বপুর্দেবঃ স্থাপয়িত্বা সুদীপ্তমান্।
পৌরাণং রূপমাস্থায় প্রযযৌ গরুড়ধ্বজঃ ॥১৯৫
অষ্টচক্রেণ যানেন ভূতিযুক্তেন ভাস্বতা।
অব্যক্তপ্রকৃতির্দেবঃ স্বস্থানং গতবান্ প্রভুঃ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে নরসিংহ-
প্রাদুর্ভাবো নাম পঞ্চচত্বারিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।
নরসিংহস্য মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ ত্বয়েরিতম্।
তথা ভবস্য মাহাত্ম্যং ভৈরবস্যাভিধীয়তাম্ ॥১
পুলস্ত্য উবাচ।
তস্যাপি দেবদেবস্য শৃণু ত্বং কর্ম্ম চোত্তমম্ ॥ ২
আসীদ্দৈত্যোঽন্ধকো নাম ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ।
তপসা মহতা যুক্তো হ্যবধ্যস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৩
স কদাচিন্মহাদেবং পার্ব্বত্যা সহিতং বিভুম্।
ক্রীড়মানং তদা দৃষ্ট্বা হর্ত্তুং দেবীং প্রচক্রমে ॥৪
এতাং দেবীং হরাম্যদ্য বিয়োগে মৃত্যুমেষ্যতি

রুদ্র, ও মহেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেব আখ্যায় অভিহিত এবং আপনিই কর্ত্তা, বিকর্ত্তা ও লোকসমূহের প্রভবভূমি। পরম পণ্ডিতগণ আপনাকেই পরম সিদ্ধি, পরম সত্ত্ব, পরম রহস্য, পরম হবি, পরম ধর্ম্ম, পরম যশ, পরম পুরাণ পুরুষ, পরম সত্য, পরম তপ, পরম পবিত্র, পরম পদ্ধতি, পরম যজ্ঞ, পরম হোত্র, পরম শরীর, পরম ব্রহ্ম, পরম যোগ, পরমা বাণী, পরম রহস্য, ও পরমা গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপে দেবদেব নারায়ণকে স্তব করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তখন তূর্য্য সকল নাদিত হইল। অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। ঈশ্বর হরি ক্ষীরাব্ধির উত্তর তীরে গমন করিলেন। তিনি তাঁহার তাৎকালিক সেই দীপ্ত নারসিংহরূপ তথায় স্থাপনপূর্ব্বক পৌরাণ রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রস্থিত হইলেন। ভগবান্ বিচিত্র ভূষান্বিত ভাস্বর অষ্টচক্রযুত গরুড়ধ্বজ যানারোহণে সেই অব্যক্তপ্রকৃতি দেবদেব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ১৮৮—১৯৬।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—আপনি নরসিংহ-মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বলিলেন, এক্ষণে ভৈরব ভবদেবের মাহাত্ম্য বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—সেই দেবদেবের উত্তম কর্ম্ম শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অন্ধক নামে এক দলিত অঞ্জন-পুঞ্জাকৃতি দৈত্য ছিল। ঐ দৈত্য মহা তপস্যায় অন্বিত হওয়ায় দেবগণের অবধ্য হইয়াছিল। ১-৩। একদা পার্ব্বতী সহ মহাদেবকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া ঐ দৈত্য পার্ব্বতীকে হরণ করিতে উদ্যত হইল, ভাবিল—এই দেবীকে অদ্য আমি হরণ করি। ইহার

হতঃ স্বিয়া ভবিত্রী মে ভার্য্যেয়া লোকসুন্দরী
বিম্বোষ্ঠং চারুবদনং চারুকান্ততরং মুখম্।
যদেষা ন ভবেদ্ভার্য্যা জীবিতে কিং
প্রয়োজনম্ ॥ ৬

এতাং মতিমথাস্থায় মন্ত্রিভিঃ সহ মন্ত্র্য চ।
চক্রে যোগং স সৈন্যস্য সেনাপতিমভাষত ॥ ৭
আনয়স্ব রথং মহ্যং জৈত্রং দেবনিপাতনম্।
জয়িষ্যে ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ বিষ্ণুরুদ্রপুরোগমান্
হরিষ্যে পর্ব্বতসুতাং তয়া মেহপহৃতং মনঃ ॥ ৮
মন্ত্রিণা তস্য চাখ্যাতঃ কনকস্য বধঃ সুরৈঃ।
পরভার্য্যানুরক্তস্য কৃতো দেবৈঃ সবাসবৈঃ ॥ ৯
প্রাহ কোপপরীতাত্মা হন্মি দেবান্ সশঙ্করান্ ॥
তং হত্বা দানবং শক্রো ভয়াদন্ধাসুরস্য চ।
জগাম শরণান্বেষী কৈলাসং শঙ্করালয়ম্ ॥ ১১
দৃষ্ট্বা প্রণম্য দেবেশং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্।
ভীতো বিজ্ঞাপয়ামাস প্রুতসাহস্রলোচনঃ ॥ ১২
অভয়ং দেহি মে দেব দানবাদন্ধকাদহম্।
বিভেমি তস্য পুত্রোঽদ্য ময়া যুধি নিপাতিতঃ।
তদ্‌যাবন্ন স জানাতি হতং পুত্রং মহাসুরঃ।
তাবত্তমেব এবাশু হন্যতাং মন্ত্রয়াবহঃ ॥ ১৪
স্ত্রীলোল্যাদ্দানবঃ ক্রূরঃ পরভার্য্যাপহারকঃ।
সর্ব্বথা ঘাতনীয়স্তু ভবতা সুরসত্তম ॥ ১৫
শক্রস্যৈবং বচঃ শ্রুত্বা শরণ্যঃ শঙ্করস্তদা।
দদাবভয়মেবাসৌ মা ভৈষিতি শতক্রতোঃ ॥ ১৬
দত্ত্বাভয়োঽথ কৈলাসাদাজগাম কুশস্থলীম্।
বৃতো ভূতগণৈরীশো বধার্থমন্ধকস্য তু ॥ ১৭
কৃত্বা রূপং মহাকায়ং বিশ্বরূপং সুভৈরবম্।
সর্পৈর্জ্জ্বলদ্ভির্ধাবদ্ভির্ভীমং ভীমভুজঙ্গবৎ ॥ ১৮
জটাসটাভিরাকাশং ফণিরত্নশিখার্চ্চিষা।
দহন্নতীব তেজোভিঃ কালাগ্নিরিব সংক্ষয়ে ॥ ১৯

বিয়োগে মহাদেব নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তখন এই লোকসুন্দরী পার্ব্বতী আমারই ভার্য্যা হইয়া থাকিবে। এই পার্ব্বতীর সুন্দর বদন, বিম্বপ্রায় ওষ্ঠ, এক কথায় সমস্ত মুখখানিই কমনীয়তর; যদি এই পার্ব্বতী আমার ভার্য্যা না হয়, তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া আমার ফল কি? অন্ধক দৈত্য এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করত সর্ব্বসৈন্য একত্রিত করিল এবং নিজ সেনাপতিকে বলিল, মদীয় দেবধ্বংসী জৈত্র রথ আনয়ন কর। আমি বিষ্ণু, রুদ্রপ্রমুখ দেবগণকে জয় করিব এবং শৈলনন্দিনীকে হরণ করিয়া লইব; কারণ, সেই সুন্দরী আমার মনোহরণ করিয়াছে। অন্ধকের মন্ত্রী উত্তর করিল—মহারাজ! ইন্দ্রাদি দেবগণ পরভার্য্যানুরক্ত কনকাসুরের বধ সাধন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া অন্ধকাসুর কোপপরীত চিত্তে বলিল,—আমি শঙ্করপ্রমুখ দেবগণকে হনন করিব। এদিকে ইন্দ্র সেই কনকদানবকে নিহত করিয়া অন্ধকাসুরের ভয়ে শরণার্থী হইয়া কৈলাসে শঙ্করালয়ে গমন করিলেন। ভীত সহস্রাক্ষ ইন্দ্র তথায় গিয়া দেবদেব চন্দ্রশেখরকে দর্শনপূর্ব্বক প্রণামান্তে নিবেদন করিলেন,—হে দেব! অন্ধক দানব হইতে আমায় অভয় দান করুন। অদ্য যুদ্ধে তাহার পুত্রকে আমি নিপাতিত করিয়াছি। এইজন্য অন্ধক হইতে আমার ভয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাবৎকাল সে স্বীয় পুত্রের নিধনবার্ত্তা জানিতে না পারে, তাবৎকাল মধ্যেই সেই অবস্থাতেই তাহাকে নিধন করুন। হে সুরসত্তম! ঐ দানব স্ত্রীলম্পট, পরভার্য্যাপহারক ক্রূর; সুতরাং ঐ অসুর অপনার অবশ্যবধ্য। ৪–১৫। শরণ্য শঙ্কর শক্রের বাক্য শুনিয়া তাহাকে অভয় দানপূর্ব্বক বলিলেন,—শতক্রতো! তোমার ভয় নাই। ঈশান দেব এই কথায় অভয় দান করিয়া অন্ধকের বধের জন্য ভূতগণ সমভিব্যাহারে কুশস্থলীপুরীতে আগমন করিলেন। তিনি তৎকালে অতিভীষণ বিরাটদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, জ্বলিত ধাবিত সর্পসমূহে তাঁহার ভীষণ ভুজঙ্গযুত দেহ আরও ভীষণ হইয়াছিল। তদীয় জটাজুট ফণিফণাস্থিত রত্নকান্তিচ্ছটায় যেন আকাশদেশ স্পর্শ করিল। যুগান্তকালীন

মুখৈর্দংষ্ট্রাঙ্কুরাঙ্কৈশ্চ দ্বিতীয়েন্দুকলোজ্জ্বলৈঃ।
পাতালোদরকল্পাভৈর্ভৈরবারাবনাদিভিঃ ॥ ২০
ভুজৈরনেকসাহস্রৈর্বহুশস্ত্রকৃতগ্রহঃ।
বহ্বাভরণভূষাঢ্যো রণে ঘোরনিনাদিভিঃ ॥ ২১
সিংহচর্ম্মপরীধানং ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়কম্।
গজাজিনকৃতাটোপং পতদ্ভুজঙ্গরবাকুলম্ ॥ ২২
ঈদৃগ্রূপং বিধায়েশো দস্যুদৈত্যভয়াবহম্।
অবাতরন্মহীং ভীমো দনূনাং ক্ষয়কারকঃ ॥২৩
অন্ধাসুরোঽপি দস্যুজঃ পুত্রং শ্রুত্বা হতং যুধি।
ক্রোধেন তমসাবিষ্টো রণতূর্য্যাণ্যচোদয়ৎ ॥
সংহত্যাবহিতঃ প্রাপ্তো যত্র তে ত্রিদশাঃ স্থিতাঃ
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং রথবারণযুক্তয়া ॥ ২৫
তে দেবা দানবান্ বীক্ষ্য মহাহবকৃতাদরান্।
ব্যপযাতাস্ত্রত্রাণাঃ শম্ভুং শরণমন্বয়ুঃ ॥ ২৬
মা ভৈরিতি চ তান্ দেবো দেবানুক্ত্বা ত্রিলোচনঃ।
গৃহীত্বা শূলমাস্তিষ্ঠদ্দংষ্ট্রারবধরো রুষা ॥ ২৭
অন্ধকেনাথ রুষ্টেন শতকোটিশরৈর্গণাঃ।
নিহতাশ্চাপি দেবানাং বহুনামেকতা কৃতা ॥২৮
সস্ফুলিঙ্গার্চ্চিষো বহ্নের্মুঞ্চমানঃ পিনাকধৃক্।
শরৈঃ সমাবৃতং চক্রে রথগাঙ্কাঙ্ককস্ততঃ ॥ ২৯
দস্যুনাথো রথস্থোঽথ শিথিলঃ শিথিলায়ুধঃ।
নিমন্ত্র্য দানবান্ সর্ব্বান্ স যোদ্ধুমুপচক্রমে ॥৩০
বহুধা তদ্বলং ভগ্নং বিবিধায়ুধযোধিভিঃ।
যুধি বীরৈর্হতং দেবৈঃ স্থাণুনা সখ্যমাশ্রিতৈঃ ॥
দানবশ্চান্ধকঃ সৈন্যং ভিন্নং দৃষ্ট্বা কৃতং সুরৈঃ।
আত্মানঞ্চ মহেশেন নিরুদ্ধং বাণকোটিভিঃ ॥
বিহ্বলীভূতদেহোঽসৌ ধৈর্য্যমালম্ব্য কেবলম্।
পিনাকং চৈব রুদ্রস্য গৃহ্য রুদ্রমতাড়য়ৎ ॥ ৩৩
পিনাকস্যাভিঘাতেন রুদ্রো ভূমিমথাগমৎ।
ভূমৌ নিপাতিতে দেবে চলিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥৩৪
তত্যজুঃ সাগরা বেলাং পর্ব্বতাঃ শিখরাণি চ।

কালাগ্নির ন্যায় তিনি তেজ দ্বারা জগৎ যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখসমূহ দংষ্ট্রাঙ্কুরে অঙ্কিত, দ্বিতীয়া তিথির ইন্দুকলায় সমুজ্জ্বল ও পাতালোদরবৎ প্রতিভাত হইয়া ভৈরব রব করিতে লাগিল। বহু ভূষণভূষিত ঘোর নিনাদী অনেক সহস্র ভুজ দ্বারা তিনি বহু শস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিধানে সিংহচর্ম্ম, উত্তরীয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং গজাজিন দ্বারা তিনি কটিবন্ধন করিলেন। তাঁহার কলেবর পতনোন্মুখ ভুজঙ্গসমূহের রবে আকুল হইয়া উঠিল। ঈদৃশ দস্যুদৈত্যভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়া ভীম দেব দস্যুকুল সংহারের জন্য মহীতলে অবতরণ করিলেন। দৈত্য অন্ধকাসুরও সমরে স্বীয় পুত্রের নিধন সংবাদ অবগত হইয়া ক্রোধান্ধভাবে রণভেরী বাজাইবার আদেশ প্রদান করিল এবং যেখানে দেবগণ অবস্থান করিতেছিলেন, রথবারণযুক্তা মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ দানবগণকে মহাযুদ্ধে সমুদ্যত দর্শনে স্খলিতবর্ম্ম হইয়া শম্ভুর শরণাপন্ন হইলেন। দেব ত্রিলোচন দেবগণকে 'মা ভৈঃ মা ভৈঃ' বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া রোষে দংষ্ট্রা দংশন ও শূল গ্রহণপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। অন্ধকাসুর রুষ্ট হইয়া শত কোটি শর দ্বারা বহুসংখ্যক প্রমথ ও দেব-সৈন্য নিহত করিল। দেব পিনাকপাণি বহ্নিস্ফুলিঙ্গ-জাল বর্ষণ করিতে করিতে শরসমূহ দ্বারা রথস্থ অন্ধকাসুরকে আবৃত করিলেন। ১৬—২৯। শিথিলায়ুধ শিথিলোদ্যম দস্যুনাথ তখন রথে অবস্থিত হইয়াই দানব সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। তখন বিবিধ আয়ুধযোধী স্থাণুসহায় দেববীরগণ কর্ত্তৃক সমরে দানববল বহুধা ভগ্ন হইল। সুরগণ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য ভিন্ন এবং নিজেকে মহেশ কর্ত্তৃক বাণকোটি দ্বারা অবরুদ্ধ দেখিয়া অন্ধকাসুর বিহ্বলীভূতদেহে ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সবলে রুদ্রের পিনাক গ্রহণ করিল এবং তদ্দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিল। রুদ্র পিনাকপ্রহারে ভূপতিত হইলেন। দেবদেব ভূপতিত হইলে, ত্রিভুবন বিচলিত হইল। সাগরসমূহ বেলা অতিক্রম করিল। পর্ব্বত

নক্ষত্রাণি বিয়োগীনি অস্থূর্ক্ষাভ্যনেকশঃ। ৩৫
পতিতে ভুবি দেবেশে হৃদ্ধকো গদয়া পুনঃ।
জঘান কুপিতো নাগং তং হত্বাপাতয়দ্ভুবি।৩৬
শিবং ত্যক্তা নাগরাজঃ প্রপলায্যাস্ততো গতঃ
মুহূর্ত্তাচ্চেতনাং লব্ধা হ্যুত্থিতঃ পরমেশ্বরঃ।
গৃহীত্বা পরশুং দিব্যং দানবং নৈব পশ্যতি।
কৃত্বা তু তামসীং মায়াং মায়াশতবিশারদঃ।
তয়া বিমোহিতে দেবে ক স্থবৈ দানবো গতঃ।
শম্ভোর্ভয়মথো প্রাপ্য কিন্নু পাপঃ করিষ্যতি।
তমসাচ্ছাদিতা যাবদ্দেবা ব্যাকুলতাং গতাঃ।
সম্ভ্রান্তমানসানীকাস্তদোচুঃ কার্য্যগৌরবাৎ।৪০
এতস্মিন্নন্তরে সূর্য্যস্তেজোরূপো ব্যবস্থিতঃ।
উত্তস্থৌ নররূপেণ কুর্ব্বন্ বিতিমিরা দিশঃ।৪১
নষ্টে তমসি হৃষ্টাঙ্গে খদ্যোতে প্রকটে স্থিতে।
দেবা মুদমবাপুস্তে স্পষ্টাননবিলোচনাঃ। ৪২

উদ্দীপ্তাস্তু সুরাঃ সর্ব্বে গণাঃ স্কন্দপুরোগমাঃ।
স্তুবন্তি বিবিধৈস্তোত্রৈঃ নররূপং দিবাকরম্।
অনৌপম্যং জগদ্ব্যাপি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাৎপরম্।৪৩
স্নিগ্ধবিক্রমসচ্ছায়ং সিন্দূরারুণসপ্রভম্।
প্রভাসন্তং তদা দৃষ্টা পঞ্চাঙ্গালিঙ্গিতাবনিঃ।৪৪
পুনঃ প্রণামপ্রবণঃ প্রণিধানপুরঃসরম্।
আলোক্য স্নিগ্ধয়া দৃষ্ট্যা দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ।
উবাচ স্নিগ্ধগম্ভীর-বাচা দেবং শনৈর্হরঃ।
পূরয়ন্নিব তেজোভির্ভগবান্ ভুবনত্রয়ম্।৪৬
দৈত্যমায়াভিপন্নানাং দর্শনাকুলচেতসাম্।
প্রাণিনামিদ মেবৈকমবিসংবাদি দৈবতম্।৪৭
অয়মেব চ সংসারসাগরাৎ সকলাদপি।
সত্বানুত্তারয়ন্ দেবঃ কর্ণধারায়তে প্রভুঃ।৪৮
যজন্তো জন্তবো ভক্ত্যা যং দেবং বিবিধাঃ সদা
নিঃশ্রেয়সায় কল্পন্তে তং নতো ভাস্করং বিভুম্।
যস্তূদয়াদ্রিশিখরে মুকুটায় মান,-
লীলাগভস্তিভিরলং কুসুমপ্রকাশৈঃ।

পর্ব্বতশিখর এবং নক্ষত্রপুঞ্জ স্থানচ্যুত হইয়া নানাদিকে নিপতিত হইল। দেবদেব ভূপতিত হইলে অন্ধকাসুর ক্রোধে গদা দ্বারা নাগরাজকে আহত করিল। গদাহত নাগরাজ ভূপতিত হইল। পরে সে শিবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। অনন্তর পরমেশ্বর মুহূর্ত্ত মধ্যেই চেতনালাভ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং পরশু গ্রহণ করিয়া আর সেই দানবকে দেখিতে পাইলেন না। মায়াশতবিশারদ অন্ধক তামসী মায়া বিস্তার করিলে, তদ্দ্বারা দেবদেব বিমোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই দানব কোথায় গমন করিল? শম্ভুর নিকট ভীত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ এক্ষণে কি করিবে? তমসাচ্ছন্ন ব্যাকুল দেবগণ কার্য্যগৌরবার্থ সম্ভ্রান্তমনে ঐরূপ বলিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তেজঃপুঞ্জরূপে ব্যবস্থিত সূর্য্য নরাকারে সর্ব্বদিক্ অন্ধকারহীন করিয়া উত্থিত হইলেন। অন্ধকার নষ্ট হইল। সূর্য্যদেবের উদয়ে অন্ধকার নিরাকৃত হইলে দেবগণের নেত্রবক্ত্র স্পষ্ট হইল, তাঁহারা আনন্দিত হইলেন। প্রমথ সৈন্যগণ উদ্দীপ্ত হইয়া স্কন্দকে অগ্রগামী করিয়া বিবিধ স্তোত্রে নররূপী দিবাকরকে স্তব করিতে লাগিল। তখন দেবদেব ভগবান্ ত্রিলোচন নিরুপম, জগদ্ব্যাপী, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব হইতে প্রধান, স্নিগ্ধ বিক্রমবৎ কান্তিসম্পন্ন, সিন্দূরবৎ অরুণাভ এবং প্রভাসমান দিবাকরকে দেখিয়া পঞ্চাঙ্গ দ্বারা অবনি আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রণিধানসহকারে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা পুনরায় দর্শন ও তেজো দ্বারা যেন ত্রিভুবন আপূরিত করিয়াই স্নিগ্ধগম্ভীর বাক্যে বলিলেন, দৈত্যমায়াভিপন্ন দর্শনাকুলচিত্ত প্রাণিগণের ইনিই একমাত্র অবিসংবাদিত দৈবত। ৩০—৪৭। এই প্রভু সূর্য্যদেবই সমস্তপ্রাণীকে কর্ণধারের ন্যায় সমগ্র সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। বিবিধ প্রাণী নিয়তই ভক্তিসহকারে যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, সেই বিভু ভাস্করকে প্রণাম করি। লোকে যিনি উদয়াচল শিখরে মুকুটবৎ শোভাকর কুসুমসম সুপ্রকাশ

ব্যাপ্য স্বদীধিতিগণৈঃ প্রদিশো দিশশ্চ,
দেদীপ্যতে স সবিতা বিভবায় লোকে ॥ ৫০
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদচ্যুতবহ্নিপাথো-,
নাথৈঃ প্রয়োগনিপুণৈশ্চ ঋষীন্দ্রসঙ্ঘৈঃ।
শ্রেয়োর্থিভিঃ প্রতিদিনং দিবসাঙ্গরাগৈ,-
র্দিব্যাঙ্গরাগপরিলিপ্তসমস্তদেহৈঃ ॥ ৫১
পূজ্যং বপুস্তব সদাপ্রলয়ং হি বেদৈ,-
র্গীর্ভির্বিচিত্রপদমণ্ডলমণ্ডিতাভিঃ।
যে ত্বাং স্তুবন্তি পরসম্মনি সন্নহীনা,
নিত্যং প্রসারিতকরা ভুবি তে ভবন্তি ॥ ৫২
যে দক্রুকুষ্ঠপিটিকাদিভির্র্দিতাঙ্গাঃ,
শীর্ণত্বচঃ কুনখিনশ্চ্যুতকেশনাসাঃ।
দেবেশ তেঽপি তব পাদনতা ভবন্তি,
সদ্যো দ্বিরষ্টশরদাকৃতয়ো মনুষ্যাঃ ॥ ৫৩
সামেতি সামগগণা হি যথার্থকং ত্বা,-
মধ্বর্য্যবস্তু যগিতি বহ্বৃচমুখ্যপূগাঃ।
আমেবমার্য্যমিতি কার্য্যবিদোঽধিগচ্ছং,
নাগাশ্চ বেত্তি পিতরোঽপ্যথ সর্ব্বগন্ধম্ ॥ ৫৪
মায়েতি চোপনিষদর্ক ষড়েব দেবা,
মর্ত্ত্যাস্তথা বয়মিবেহ উপাসতেঽমী।
গন্ধর্ব্বকিন্নরগণাঃ সহচারণৈশ্চ,
রূপং তথা চ ভগবন্ প্রতিপদ্যসে ত্বম্ ॥ ৫৫
যে নার্চ্চয়ন্তি সততং ভবতোঽর্চ্চ্যমর্চ্চি,-
স্তেঽর্চ্চিপ্রতাপিতদিগম্বরবিত্তহীনাঃ।
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠজঠরা ঘটখর্পরেণ,
ভিক্ষামটন্তি পরবেশ্মসু তেঽর্থহীনাঃ ॥ ৫৬
উৎফুল্লকোকনদকোশবিশালনেত্র,-
মীষাদ্বিলাসলুলিতাঞ্চিতপিঙ্গতারম্।
কামং প্রশস্ততরসুন্দরহাররম্য,-
মুত্তুঙ্গপীবরপয়োধরভারখিন্নম্ ॥ ৫৭

কিরণজালে দিক্ বিদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া দীপ্তি পাইয়া থাকেন, সেই সবিতা আমাদিগের বিভববর্দ্ধক হউন।৪৮—৫০। ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র মরুৎ বিষ্ণু বহ্নি বরুণ এবং উপাসনানিপুণ প্রধান প্রধান মুনিসমূহও প্রতিদিন মঙ্গল-কামনায় দিব্যাঙ্গরাগরঞ্জিতশরীর হইয়াও স্বৎ-কৃত দিবসরূপ অঙ্গরাগে সম্যক্ রঞ্জিত হইয়া আপনার পূজ্য শরীরের পূজা করিয়া থাকেন। আপনার শরীর প্রলয়কাল পর্য্যন্তই বিদ্যমান থাকে। যাহারা বেদোক্ত বিচিত্র পদমণ্ডল-মণ্ডিত মন্ত্র দ্বারা আপনার স্তুতিবাদ করে, তাহারা এই ভূমণ্ডলে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় এবং মরণান্তে পরব্রহ্মভবনে গমন করে; কদাচ আর ইহলোকে আসিয়া ভবন পরিগ্রহ করিতে হয় না। হে দেবেশ! যাহারা দক্রু কুষ্ঠ পিটিকাদি চর্ম্মরোগে পীড়িত এবং যাহাদিগের ত্বক্ শীর্ণ, নখ ক্ষীণ, কেশ চ্যুত ও নাসা স্ফুটিত হইয়াছে, তাহারাও যদি আপনার পদে প্রণত হয়, তবে সদ্যই ষোড়শ-বর্ষীয়বৎ নব্যাকৃতি লাভ করিয়া থাকে। সামগ জনগণ আপনাকে 'সাম' বলিয়া, অধ্বর্য্যুগণ 'যজুঃ' বলিয়া, বহ্বৃচগণ 'ঋক্' বলিয়া, কর্ম্মিগণ 'আর্য্য' বলিয়া, সর্পগণ 'বায়ু' বলিয়া, পিতৃগণ আপনাকে সমগ্র গন্ধতত্ত্ব বলিয়া, উপনিষৎ আপনাকে মায়া বলিয়া, মর্ত্ত্যগণ আপনাকে ষট্‌দেবতা (গণেশ দিনেশ, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি) বলিয়া এবং এই সকল গন্ধর্ব্ব কিন্নর চারণগণের সহিত আমরা আপনাকে এই দৃশ্যমান রূপেই উপাসনা করিয়া থাকি। পরন্তু হে ভগবন্! আপনিও সাধকবর্গের অভিলাষানুরূপ রূপই পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। আপনার অর্চ্চনীয় কিরণজালের যাহারা অর্চ্চনা না করে, তাহারা তীব্রাতপতাপে প্রতাপিত, দিগম্বর, নির্দ্ধন, ও সম্পত্তিরহিত হইয়া ক্ষুৎক্ষামজঠরে ক্ষীণ-কণ্ঠে পরভবনে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিয়া থাকে। হে ভগবন্! আপনি ভবমোচন; যাহারা আপনার অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের ভবনে, যাহাদিগের নয়ন প্রফুল্ল রক্তকমলকোশবৎ বিশাল ও নেত্রতারকা ঈষৎ বিলাসচাঞ্চল্যে শোভমান ও কিঞ্চিৎ পিঙ্গলবর্ণ, যাহাদিগের শরীর সুপ্রশস্ত সুন্দর হারধারণে অত্যন্ত শোভাযুক্ত ও উত্তুঙ্গ পীনস্তনভারে পীড়িত,

রম্ভোপমোরুপৃথুপীননিতম্ববিম্বা,-
নব্ধক্কণন্মণিরণদ্রশনাকলাপম্।
বৃন্দং ললাটতটকোটিপটান্তলম্বি,
হেমাঞ্চলাঞ্চিতমুখং কুলপালিকানাম্॥ ৫৮
কান্তং গৃহেষু কলগদ্গদভাষিতানাং,
ঝঙ্কারনূপুররবেণ বিরাবিতানাম্।
তেষাং কৃশাম্বুকরমিন্দুসমানকান্তং,
যৈরর্চ্চিতোঽসি ভগবন্ ভবমোচনস্তম্॥ ৫৯
ব্রহ্মাত্বমেব হরিরস্থনিলোঽনলোঽসি,
রুদ্রোঽন্তকোঽসি বরুণোঽস্থমরাধিপোঽসি।
সোমোঽসি বায়ুরসি ভূরসি চেশ্বরোঽসি,
যক্ষোঽসি বিত্তপতিরস্থপরাজিতোঽসি॥ ৬০
তে সপ্তসপ্তিস্বরবাহরণে ন মুক্তা,
ভূমাবথেতি তরসোরুতরস্তরীতাঃ।
ব্যোমৈতদন্তরহিতং পরিতো হি গত্বা,
গচ্ছন্তি ন শ্রমদলং হি মনাগপীমে॥ ৬১

ধ্যানৈকযোগনিরতাশ্চ সমাধিভাবাদ্,
ধ্যাত্বা পদং তব তুরীয়মনন্তমূর্ত্তে।
মুক্তাময়াস্তমুভৃতো ন ভিয়াভিযুক্তা,-
স্তদ্ব্রহ্ম শাশ্বতমচিন্ত্যমনাদ্যনন্তম্॥ ৬২
জন্মাদিরোগরহিতং পরমং পুরাণ,-
মীশং জরামরণশোকভয়াতিরিক্তম্।
স্থূলাম্বুভাবনগণাগণিতং বিশুদ্ধং,
বেদান্তবাদিভিরলং পরিমস্থতে যৎ॥ ৬৩
ত্বামগ্নিপুঞ্জবপুষং তপসাং নিবাসং,
যাতা দিবং সুচিরকালমুপাস্য ভক্তাঃ।
ভানো সুরাসুরসমূহশিরোনিঘৃষ্ট-,
পাদারবিন্দযুগলামলচারুমূর্ত্তে॥ ৬৪
ভূতেশ ভূতবরদাসকৃদব্যয়াত্মন,
ব্যোমাট্টহাস সবিতর্ভুবনৈকদীপ।

যাহাদিগের উরু রম্ভাতরুসম, নিতম্ববিম্ব বর্ত্তুল ও বিশাল, এবং তাহাতে সুচারুনিবদ্ধ মণি-মেখলা মধুর রবে শব্দায়মান; যাহাদিগের মুখ ললাটতটের প্রান্তভাগস্থ বসনের প্রান্ত-ভাগে নিবদ্ধ স্বর্ণাঞ্চল দ্বারা উদ্ভাসিত; যাহা-দিগের বাক্য অব্যক্তমধুর ও গদ্‌গদ এবং যাহাদিগের পাদচালনে নূপুরের মধুর ঝঙ্কার-ধ্বনি হয়,চন্দ্রসম সুন্দর,এতাদৃশ মনোহর কুল-নারীনিকর, তাহার কামানলের শান্তিবিধান করিয়া থাকে। তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই হরি, তুমিই অনিল, তুমিই অনল, তুমিই রুদ্র, তুমিই অন্তক, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই চন্দ্র, তুমিই বায়ু, তুমিই ভূমি, তুমিই ঈশ্বর, তুমিই যক্ষ, তুমিই ধনপতি এবং তুমিই জগতে অপরাজিত। ৫১—৬০। আপনি আপনার (ছন্দঃস্বরূপ) সপ্ত অশ্বকে (প্রণবাত্মক) মধুর ধ্বনির সহিত আপনাকে বহন করিবার জন্য ভুবর্লোকেই পরিচালন করিলেন, পরন্তু ভূলোকে পরিচালন করিলেন না বলিয়া সেই অশ্বগণ প্রবল বিক্রমে মহাবেগে এই বিশাল ব্যোমমণ্ডলের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইয়া সমগ্র ব্যোমমণ্ডল লঙ্ঘন করিয়াও অল্পমাত্রশ্রমেও কদাচ আক্রান্ত হয় না। হে অনন্তমূর্ত্তে! যে সমস্ত দেহী, ধ্যানযোগে নিরত হইয়া চিত্তের একতানতা-বশে সমাধিলাভ করিয়া আপনার তুরীয় পদের ধ্যানে আসক্ত হয়, তাহারা চিরতরে রোগমুক্ত হয়; কদাচ কোন প্রকার ভয়দ্বারা আর আক্রান্ত হয় না;—পরন্তু শাশ্বত অচিন্ত্য অনাদি অনন্ত জন্মাদি ষড়্ভাববিকারহীন পুরাণ পরমেশ্বর জরা-মরণ-শোক-ভয়াদি-রহিত স্থূলাম্বুভবাতীত সাংখ্যজ্ঞানের অতীত ও বেদান্তবাদিগণ কর্ত্তৃক যাহা বিশুদ্ধ চরম বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্তীকৃত সেই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে অমল চারুমূর্ত্তে! হে ভানো! আপনার পদারবিন্দযুগল সুরাসুর-নিকরের মস্তক দ্বারা ঘর্ষিত হয়; আপনার শরীর অগ্নিপুঞ্জবৎ সমুজ্জ্বল; আপনিই তপস্যার আধারস্থল; ভক্তগণ আপনার উপাসনা করিয়া সুচির কাল স্বর্গে যাইয়া বাস করিয়া থাকে। হে ভূতেশ! আপনি ভূতগণকে পুনঃপুন বরদান করিয়া থাকেন। হে অব্যয়াত্মন! ব্যোমাট্টহাস! সবিতঃ! ভুব-

ঋক্সামমন্ত্রযজুষামধিবাস নাম,
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণ লোকপাল ॥ ৬৫
দীনস্য দেব কৃপণস্য ভবে ভবে মে,
মগ্নস্য চারুদ বিচারমনোরথানি।
শশ্বদ্‌যতীশ্বর সশীকরণাঙ্ক ঘোরোৎ,-
পাতো জরামরণশোককৃগস্তরস্য ॥ ৬৬
যঃ প্রাতঃসায়মিদং,
মধ্যাহ্নে বা পঠেৎস্তু দীপ্তাংশোঃ।
সালোক্যং যাতি রবেঃ,
প্রাপ্নোতি ধর্ম্মার্থকামাংশ্চ ॥ ৬৭
নিত্যং যস্মাচ্চ সূর্য্যাচ্চ মনসোঽভিহিতঞ্চ যৎ।
নমস্তে দেবদেবেশ ভক্তানামভয়ঙ্কর।
সুব্রহ্মণ্য নমস্তে তু সর্ব্বদেবনমস্কৃত ॥ ৬৮
তিগ্মাংশো বৈ নমস্তভ্যং জগতশ্চক্ষুষে নমঃ।
প্রভাকর নমস্তেঽস্তু ভানো জয় জগৎপতে ॥

অনেন দস্যুমুখ্যেন পীড়িতোঽহং জগৎপতে।
কিং করোমি কথঞ্চৈনং ঘাতয়ামি দিবাকর ॥ ৭০
সূর্য্য উবাচ।
জয় শূলেন পাপিষ্ঠং মায়াশতবিশারদম্।
জয়ং প্রাপ্নুহি দেবেশ হত্বা শূলেন চান্ধকম্ ॥ ৭১
গৃহ্য শূলং ততো দূরমাক্ষিপ্য হরতেজসা।
ততোঽন্ধকস্ত্রিশূলেনাতাড়য়ৎ পাপকর্ম্মকৃৎ ॥ ৭২
তস্মিন্ যুদ্ধে তথা রুদ্রো হ্যন্ধকেনাভিপীড়িতঃ।
মুমোচ বাণমুক্ত্যগ্রং নাম্না পাশুপতং হি যৎ।
পিনাকমানম্য দোর্ভ্যাং পিনাকী শঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥
রুদ্রবাণবিনির্ভেদাদ্রুধিরাদন্ধকস্য তু।
অন্ধকাশ্চ সমুৎপন্নাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭৫
তেষাং বিদার্য্যমাণানাং রুধিরাদপরে পুনঃ।
বভূবুরন্ধকা ঘোরা যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ ॥ ৭৬
তস্য মায়াবিনং দৃষ্ট্বা দেবদেবস্তদান্ধকম্।

নৈকদীপ! আপনিই ঋক্ সাম ও যজুঃ-বেদের আবাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ; আপনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ ও লোকপাল-স্বরূপ। হে দেব! আমি দীন ও অনুকম্পার্হ; এই সংসারসাগরে আমি জন্মে জন্মেই আপাত প্রীতিকর বিবিধ সবিচার মনোরথে নিয়ত মগ্ন হইয়া পড়ি; হে যতীশ্বর! আপনিই নিজ কিরণদানে চন্দ্রের আপ্যায়ন করেন; আমি পাতক নিকরকৃত ঘোর উৎপাত ও জরামরণ জন্য ক্লেশে আক্রান্তচিত্ত; আপনি আমাকে আমার প্রীতিকর প্রার্থিত দান করুন। যে জন ভানুর এই স্তব; প্রাতঃ মধ্যাহ্ন বা সায়াহ্নে পাঠ করে, সে ইহলোকে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম লাভ করিয়া অন্তে রবিসালোক্য লাভে সমর্থ হয়। জনগণ যে সূর্য্যের কৃপায় নিত্য মনোবাঞ্ছিত প্রাপ্ত হয়, আপনি সেই দেবদেবেশ। হে ভক্তভয়হর! আপনাকে নমস্কার করি। হে সুব্রহ্মণ্য! আপনাকে নমস্কার, হে সর্ব্বদেবনমস্কৃত! হে তিগ্মাংশো! আপনি জগতের চক্ষুঃস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে প্রভাকর! আপনাকে নমস্কার। হে ভানো! জগৎপতে! আপনার জয় হউক। হে জগৎপতে! এই দানববর, আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছে; হে দিবাকর! আমি এখন কি করিব? কি প্রকারে ইহাকে বিনাশিত করিব?।১৬১-১৭০।

সূর্য্য কহিলেন,—এই মায়াশতবিশারদ পাপিষ্ঠ দৈত্যকে শূলাঘাতে পরাজিত করুন। হে দেবেশ! শূল দ্বারা অন্ধককে বিনাশ করিয়া আপনি জয়ী হউন। আপনি শূল গ্রহণ করিয়া স্বীয় তেজে নিক্ষেপপূর্ব্বক ইহাকে বিনাশ করুন। এই সময়ে পাপকর্ম্মা অন্ধক ত্রিশূল দ্বারা ত্রিলোচনকে তাড়ন করিল। পিনাকপাণি শঙ্কর অন্ধক কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া হস্ত দ্বারা পিনাক ধনু আনত করত পাশুপত নামক অতি ভীষণ বাণ তৎপ্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রুদ্রবাণে নির্ভিন্ন হওয়ায় অন্ধকের রুধির ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই রুধির হইতে তখন শত শত সহস্র সহস্র অন্ধক উৎপন্ন হইল। তাহারা বিদারিত হইলে অস্র আরও বহু অন্ধক উৎপন্ন হইতে লাগিল। ক্রমে এত অন্ধক জন্মিল যে, এই নিখিল জগৎই তাহারা পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। ৬২—৭৬। দেবদেব সেই

পানার্থমন্ধকস্যাস্য সসৃজে মাতৃকাস্তদা ॥ ৭৭
মাহেশ্বরীং তথা ব্রাহ্মীং শৌরীং বা বাড়বীং তথা।
সৌপর্ণীমথ বায়ব্যাং শঙ্খিনীং তৈত্তিরীং তথা
সৌরীং সৌম্যাং শিবদূতীং চামুণ্ডামথ বারুণীম্
বারাহীং নারসিংহীঞ্চ বৈষ্ণবীঞ্চ বিভাবরীম্ ॥
শতানন্দাং ভগানন্দাং পিচ্ছিলাং ভগমালিনীম্
বলামতিবলাং রক্তাং সুরভীং মুখমণ্ডিতাম্ ॥
মাতৃনন্দাং সুনন্দাঞ্চ বিড়ালীং শকুনীং তথা।
রেবতীঞ্চ মহাপুণ্যাং তথৈব শিখিপট্টিকাম্ ॥৮১
শূলেন চ ততো দৈত্যং বিভেদ ত্রিপুরান্তকঃ।
নির্গতং রুধিরং তস্মাৎ পপুস্তা মাতরস্তদা ॥৮২
নীরক্তো হি তদা দৈত্যঃ শুষ্কতাং প্রাপ ভূপতে
শূলে প্রোতস্তদা দৈত্যো দিব্যবর্ষসহস্রকম্ ॥৮৩
মহাবলেন রুদ্রেণ বিধৃতোঽপি মৃতো ন হি।
ততস্তেন তদা শম্ভুর্ভক্ত্যা দৈত্যেন সুব্রত ॥ ৮৪

নমোঽস্তু শম্ভো ভবনাশহেতো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
ত্বং ভূজলাগ্নীরনভোঽর্কসোম-
যজ্ঞাষ্টমূর্ত্তির্ভবভাবনোঽমলম্ ॥ ৮৫
ত্বাং বৈ বাণো বাহুবাদ্যেন তোষ্য,
প্রাপৈশ্চর্য্যং স্বে পুরে ত্বৎস্বরক্ষ্যম্।
রক্ষোঽধীশো বাহুভিস্তোল্য শৈলং,
যুষ্মৎক্রান্তক্লিষ্টরূপো হ্যনৌষীৎ।
প্রাপ্তোঽপ্যৈশ্বর্য্যং সর্ব্বরক্ষোগণানাং,
পুত্রঞ্চাপি প্রোর্জ্জিতং শক্রবন্ধম্ ॥৮৬
ভবভয়হর হর পরম উদার,
মম সুখকরণ নিখিলসুরসার।
জিতমকরন্দভিমঃবিতরণপার,
তব পদকমলমিহারণসার ॥ ৮৭
তবেশ পাদপঙ্কজং, করোতি যো নরো হৃদি।
সদেশ তস্য বাঞ্ছিতং, দদাসি ভক্তিভাবিতঃ।
মুনীশ্বরাঃ পুরা হরং ভবন্তমেব সাদরাৎ।
প্রপূজ্য লিঙ্গরূপিণং সমাপিতা মনোরথান্ ॥৮১

মায়াবী অন্ধক দানবকে দেখিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত মাতৃকাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, শৌরী, বাড়বী, সৌপর্ণী, বায়ব্যা, শঙ্খিনী, তৈত্তিরী, সৌরী, সৌম্যা, শিবদূতী, চামুণ্ডা, বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, বিভাবরী, শতানন্দা, ভগানন্দা, পিচ্ছিলা, ভগমালিনী, বালা, অতিবালা, রক্তা, সুরভী, মুখমণ্ডিতা, মাতৃনন্দা, সুনন্দা, বিড়ালী, শকুনী, রেবতী, মহাপুণ্যা, ও শিখিপট্টিকা প্রভৃতি মাতৃগণ সৃষ্ট হইলেন। অনন্তর ত্রিপুরান্তক শূল দ্বারা দৈত্যকে বিদারণ করিলেন। তখন দৈত্যগাত্র হইতে রুধির নির্গত হইলে উক্ত মাতৃগণ তাহার সমস্ত রুধির পান করিলেন। হে ভূপতে! তখন দৈত্য নীরক্ত হইয়া শুষ্ক হইল! দৈত্য শূলে প্রোত হইয়া দিব্য সহস্র বর্ষ অবস্থান করিল। মহাবল রুদ্র কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়া ও অন্ধক মৃত্যুগ্রস্ত হইল না। হে সুব্রত! তৎকালে শম্ভুকে অন্ধকাসুর ভক্তিভরে স্তব করিতে লাগিল। অন্ধক বলিল—হে শম্ভো, তোমায় নমস্কার, হে ভবনাশহেতো, দেববর! তুমি প্রসন্ন হও। তুমি ভূ, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অর্ক, সোম, ও যজ্ঞা প্রভৃতি অষ্ট মূর্ত্তি ধারণ কর। বাণাসুর তোমাকে বাহুবাদ্যে পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় পুরে তোমারই রক্ষিত অপার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাক্ষসাধিপতি রাবণ বাহুদ্বারা কৈলাসগিরি উত্তোলিত করিয়াছিলেন। তোমার আক্রমণে ক্লিষ্টদেহ হইয়াও তোমারই প্রসাদে সেই রাবণ সমস্ত রাক্ষসগণের আধিপত্য এবং ইন্দ্রজয়ী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। হে ভবভয়হর! হে পরম, উদার! হে মম-সুখকর, হে নিখিল সুরগণের সারভূত! হে ঈশ! যে নর ভক্তিভরে হৃদয়ে তোমার পাদপঙ্কজ ধারণ করে, তাহাকে তুমি বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করিয়া থাক।৭৭--৮৮। পূর্ব্বে মুনীশ্বরগণ সাদরে লিঙ্গরূপী আপনাকে পূজা করিয়া সর্ব্ব মনোরথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তুমি

ভবোদ্ভবৈকরূপিণং, প্রপঞ্চপঞ্চীকারকৃতিম্ ।
বিচিন্ত্য বৃক্ষকোটরস্থ এষ জীবজীবনম্ ॥ ৯০
ভবেন্তবাঙ্ঘ্রিচিন্তনাপ্তসর্ব্বকাম ঈশ্বর ।
ত্বদীয়কিঙ্করাম্বিতে পদে পদে সমাগতঃ ॥ ৯১
মূঢ়োঽহং নাভিজানামি ত্বাং স্তোতুং ভক্ত-
বৎসল ।
ত্বদীশ্বরেণ মনসাপ্যনুকম্প্যো রণং গতঃ ॥ ৯২
ইতি স্তুতো মহেশস্তু ভক্ত্যা দৈত্যেন সাদরম্
গণেশতাং দদৌ তস্মৈ নাম ভৃঙ্গীরিটীতি চ ॥
এষ তে মহিমা ভূপ হরস্য ভবহারিণঃ ।
কথিতো বিঘ্নবিধ্বংসী তৎপরাণাং সুখাবহঃ ॥৯৪

ভীষ্ম উবাচ ।

মনুষ্যাণাপি দেবত্বং সুখং রাজ্যং ধনং যশঃ ।
জয়ং ভোগ্যং তথারোগ্যমায়ুর্ব্বিদ্যাং স্ত্রিয়ং সুতম্
বন্ধুবর্গশিবং সর্ব্বং ব্রূহি মে বিপ্রসত্তম ॥ ৯৫

পুলস্ত্য উবাচ ।

এভির্গুণৈর্যুতঃ শ্রীমান্ সদৈব ব্রাহ্মণো ভুবি ।
ত্রৈলোক্যে তু সদা মেধ্যো বিপ্রদেবো যুগে
যুগে ॥ ৯৬
পূজয়িত্বা দ্বিজান্ দেবাঃ স্বর্গং ভুঞ্জন্তি চাক্ষয়ম্ ।
ধরামবন্তি রাজানো লোকা বিত্তসুখং শিবম্ ॥
লোকে বিপ্রসমো নাস্তি দেবানামপি দৈবতম্ ।
স চ ধর্ম্মময়ঃ সাক্ষাদ্ভুবি ভুক্তিপ্রদো ভৃশম্ ॥৯৮
লোকানাং স গুরুঃ পূজ্যস্তীর্থভূতোঽনঘো জনঃ
সর্ব্বদেবালয়ঃ সৃষ্টো নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা পুরা ॥৯৯
ইমমর্থং পুরা পৃষ্টো নারদেন পিতামহঃ ।
কস্মিংস্তু পূজিতে ব্রহ্মন্ প্রসাদী মাধবো ভবেৎ

ব্রহ্মোবাচ ।

যস্য বিপ্রাঃ প্রসীদন্তি তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণশুশ্রূষুঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১০১
বিষ্ণুর্ব্রাহ্মণদেহেষু সদা বসতি নান্যথা ।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণপূজায়াং বিষ্ণুস্তুষ্যতি তৎক্ষণাৎ
বিপ্রান্ যঃ পূজয়েন্নিত্যং দানমানার্চ্চনাদিভিঃ

ভবোদ্ভবরূপী, প্রপঞ্চপঞ্চীকৃত তোমার আকৃতি এবং তুমিই জীবের জীবন, ইহা চিন্তা করিয়া এবং তোমার পাদযুগলে চিত্তসন্নিবেশ করিয়া এই বৃক্ষকোটরস্থ আমি সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইলাম। তোমার পদে শরণ গ্রহণ করিলাম। হে ভক্তবৎসল! আমি মূঢ়, তোমার স্তব জানি না। ঈশ্বর তুমি, রণগত আমি, আমার প্রতি তুমি অন্তরে অনুকম্পা প্রকাশ কর। দৈত্য অন্ধক ভক্তি-ভরে এইরূপ স্তব করিলে মহেশ তাহাকে ভৃঙ্গীরিটী নামক গণাধিপতি করিয়া দিলেন। হে ভূপ। ভবহারী হরের মহিমা তোমার নিকট এই কীর্ত্তন করিলাম, ইহা হরভক্তগণের সুখাবহ এবং বিঘ্নহর। ৯১—৯৩। ভীষ্ম কহিলেন,—হে বিপ্রসত্তম! আপনি মনুষ্য-দিগেরও দেবত্ব সুখ রাজ্য ধন যশ জয়, ভোগ্য আরোগ্য আয়ু বিদ্যা স্ত্রী পুত্র বন্ধুবর্গ এবং সর্ব্ববিধ মঙ্গল কিরূপে লাভ হয়, তাহার বিবরণ বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—ব্রাহ্মণ সকলকালেই এই সকল গুণে অন্বিত শ্রীমান্ হইয়া থাকেন। ত্রৈলোক্যে যুগে যুগেই বিপ্রদেব সদাই পবিত্রতাসাধক। দেবতারা দ্বিজগণের অর্চ্চনা করিয়াই অক্ষয় স্বর্গভোগ করেন। রাজারা ধরা পালন এবং লোকেরা বিত্ত সুখ বা অন্যান্য যাহা কিছু ভোগ করে, ব্রাহ্মণপূজারই তৎসমস্ত ফল। লোকে বিপ্রসমান আর কিছু নাই; তাঁহারা দেবতাদিগেরও দেবতা। সেই ব্রাহ্মণ ভূতলে ধর্ম্মময় ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ বৃক্ষ। তিনি লোক সকলের গুরু এবং পূজ্য; বিশেষতঃ তীর্থ স্বরূপ পাপহর। পুরাকালে ব্রহ্মা সর্ব্বদেবালয়স্বরূপ করিয়াই ব্রাহ্মণকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পুরাকালে নারদ ইহা পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মন্! কাহার পূজা করিলে মাধব প্রসন্ন হন? ৯৪—৯৯। ব্রহ্মা কহিলেন,—বিপ্রগণ যাহার প্রতি প্রসন্ন, বিষ্ণুও তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। সেই জন্যই ব্রাহ্মণসেবাপরায়ণ ব্যক্তি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণদেহে সদাই বাস করেন, ইহার অন্যথা হয় না। সেই জন্যই ব্রাহ্মণপূজায়

কৃতং ক্রতু শতং তেন বিধ্যুক্তং প্রিয়দক্ষিণম্‌ ॥
ব্রাহ্মণস্য মুখঃ ক্ষেত্রমনূষরমকণ্টকম্‌।
বাপয়েৎ সর্ব্ববীজানি সা কৃষিঃ সার্ব্বকালিকী ॥
অভিগম্য তু যদ্দত্তং যচ্চ দানং মনোরমম্‌।
বিদ্যতে সাগরস্যান্তো দানস্যান্তো ন বিদ্যতে
মনসাপি ন হিংসন্তি ভূদেবমাততায়িনম্‌।
মনোহরকুলতাং যান্তি দেবৈরপি চ দুর্লভাম্‌ ॥
গৃহে যস্যাগতো বিদ্বান্‌ নৈরাশ্যং নোপগচ্ছতি।
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য চাক্ষয়ং স্বর্গমশ্নুতে ॥ ১০৭
কালে দেশে চ পাত্রে চ বিপ্রে যচ্চার্পয়েদ্বসু।
তদ্ধনং চাক্ষয়ং বিদ্ধি জন্মজন্মনি তিষ্ঠতি ॥ ১০৮
ন চ দারিদ্র্যতামেতি নাতুরো ন চ কাতরঃ।
মনোহরকুলাং প্রমদামর্চ্চয়িত্বা দ্বিজান্‌ লভেৎ ॥
কৃত্বা সাহসকর্ম্মাণি দদ্যাদ্বিপ্রায় পর্ব্বসু।
তদ্দানং সুগুণং প্রোক্তমভয়ং লাভ এব চ।
বিপ্রপাদতলোদ্ঘৃষ্টিক্ষতো ভবতি যঃ করঃ।
স করঃ শ্রীকরো নাম অন্যঃ কর্ম্মকরঃ করঃ।
বিপ্রপাদরজঃপূতাঃ পূতাস্তজ্জলবিন্দুভিঃ।
বিপদ্ভিশ্চ সদা পাপৈর্মুক্তা যান্তি ত্রিবিষ্টপম্‌ ॥১১১
বিপ্রপাদরজঃপূতাঃ শুচয়ো গৃহচত্বরাঃ।
পুণ্যক্ষেত্রসমাস্তে স্যুঃ প্রশস্তা যজ্ঞকর্ম্মসু।
আদৌ ব্রহ্মমুখাদ্বিপ্রঃ সম্ভূতঃ পুরানঘঃ।
বেদাস্তত্রৈব সঞ্জাতাঃ সৃষ্টিসংস্থিতিহেতবঃ ॥১১২
তস্মাদ্বিপ্রমুখে বেদাশ্চার্পিতাঃ পুরুষেণ হি।
পূজার্থং সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বযজ্ঞার্থতো ধ্রুবম্‌।
পিতৃযজ্ঞে বিবাহে চ বহ্নিকার্য্যেষু শান্তিষু।
প্রশস্তা ব্রাহ্মণা নিত্যং সর্ব্বস্বস্ত্যয়নেষু চ ॥ ১১৩
দেবা ভুঞ্জন্তি হব্যানি বলিং প্রেতাদয়োঽসুরাঃ
পিতরশ্চৈব কব্যানি বিপ্রস্যৈব মুখাদ্‌ ধ্রুবম্‌।
দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যো দদ্যাদ্‌ যজ্ঞকর্ম্মসু।

তৎক্ষণাৎ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যাহারা নিয়ত দান মান ও অর্চ্চনা দ্বারা বিপ্রবর্গের সন্তোষ বিধান করে, তৎকর্ত্তৃক যথাবিধি প্রিয় দক্ষিণান্বিত ক্রতুশত অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণের মুখ অনূষর ও অকণ্টক ক্ষেত্র, উহাতে সমস্ত বীজ বপন করিবে; সেই কৃষি সর্ব্বকালেই সুফলপ্রসূ হয়। যাহা অভিগমন করিয়া প্রদত্ত হয়, যে দান মনোরম, সাগরেরও অন্ত আছে পরন্তু সেই দানের ফলের অন্ত নাই। যে জন আততায়ী ব্রাহ্মণকেও মনে মনেও হিংসা না করে, সে দেবগণেরও দুর্লভ সর্ব্বলোকপ্রিয়তা লাভ করে। বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ যাহার গৃহে আসিয়া নৈরাশ্য প্রাপ্ত না হন, তাহার সর্ব্ব পাপ ক্ষয় পায় এবং সে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করে। দেশ কাল ও পাত্র বিচার করিয়া যদি ব্রাহ্মণকে দান করা যায়, সে ধন জন্মে জন্মে অক্ষয় হয়, জানিও। সে কদাচ দারিদ্র প্রাপ্ত হয় না, অথবা রুগ্ন কিম্বা কাতর হয় না; দ্বিজগণের অর্চ্চনাফলে মনোহরকুলা কামিনী লাভ হইয়া থাকে। কোনরূপ সাহসকর্ম্ম করিলে পর্ব্বদিনে ব্রাহ্মণকে ধনদান করিবে। সেই দানের উত্তম ফল হয় এবং উহার ফলে অভয় লাভ ঘটে। যে কর—বিপ্রপাদতলঘর্ষণে ক্ষত হয়, তাহাকে শ্রীকর এবং অন্য কর কর্ম্মকর বলিয়া উল্লেখ্য।১০০—১১০। যাহারা বিপ্রপাদরজঃস্পর্শে ও বিপ্রপাদজলবিন্দু দ্বারা পূত, তাহারা সতত বিপৎ সকল ও পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। গৃহচত্বর সকল বিপ্রপাদধূলিতে পূত হইয়া পুণ্যক্ষেত্র সদৃশ সুতরাং যজ্ঞকার্য্যে প্রশস্ত হইয়া থাকে। পুরাকালে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সৃষ্টির স্থিতিহেতু বেদসকলও তখনই উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই জন্যই সর্ব্বলোকের উন্নতি, সর্ব্ব যজ্ঞের সিদ্ধি নিমিত্ত সেই আদি পুরুষ ব্রহ্মা বিপ্রমুখেই বেদনিচয় নিহিত করিয়াছিলেন। পিতৃযজ্ঞ, বিবাহ, বহ্নিকার্য্য, শান্তিকর্ম্ম এবং অন্য সমস্ত স্বস্ত্যয়ন ব্যাপারেই ব্রাহ্মণগণ নিয়ত প্রশস্ত। বিপ্রমুখেই দেবতারা হব্য, অসুর ও প্রেতগণ বলি এবং পিতৃগণ কব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। যজ্ঞকর্ম্মে যাহারা দেবগণকে ও পিতৃগণকে ব্রাহ্মণ

দানং তোমং বলিকৈব বিনা বিপ্রেণ নিষ্ফলম্ ॥
ভুঞ্জন্তি চাসুরাস্তত্র প্রেতা দৈত্যাশ্চ রাক্ষসাঃ।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণমাহুয় তেষু কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
কালে দেশে চ পাত্রে চ লক্ষকোটিগুণং ভবেৎ
শ্রদ্ধয়া চ দ্বিজং দৃষ্ট্বা প্রকুর্য্যাদভিবাদনম্।
দীর্ঘায়ুস্তস্য বাক্যেন চিরজীবী ভবেন্নরঃ ॥ ১২০
অনভিবাদনাদ্বিপ্র-দ্বেষাদশ্রদ্ধয়াপি চ।
আয়ুঃ ক্ষীণং ভবেৎ পুংসাং ভূতিনাশশ্চ দুর্গতিঃ
আয়ুর্বৃদ্ধির্যশোবৃদ্ধির্বৃদ্ধিবিদ্যাধনস্য চ।
পূজয়িত্বা দ্বিজান্ শ্রেষ্ঠো ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
ন বিপ্রপাদোদককর্দ্দমানি
ন বেদশাস্ত্রপ্রতিঘোষিতানি।
স্বাহাস্বধাস্বস্তিবিবর্জ্জিতানি
শ্মশানতুল্যানি গৃহাণি তানি ॥ ১২৩

নারদ উবাচ।

কশ্চ পূজ্যতমো বিপ্রো হ্যপূজ্যো বাথ কো ভবেৎ।
বিপ্রস্য লক্ষণং ব্রূহি যাথাতথ্যং গুরোরপি ॥

ব্রহ্মোবাচ।

পূজ্যঃ শ্রোত্রিয়কো নিত্যং সদাচারসমন্বিতঃ।
সদ্বৃত্তঃ কলুষৈর্ম্মুক্তস্তীর্থভূতো জনোঽনঘঃ ॥ ১২৫

নারদ উবাচ।

জাতঃ কঃ শ্রোত্রিয়স্তাত সৎকুলে বাপ্য সৎকুলে।
সদসৎকর্ম্মকর্ত্তা বা কঃ পূজ্যো ভুবি বান্ধবঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সচ্ছ্রোত্রিয়কুলে জাতো হ্যক্রিয়ো নৈব পূজিতঃ
অসৎক্ষেত্রকুলে পূজ্যো ব্যাসবৈভাণ্ডকৌ যথা
ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতো বিশ্বামিত্রোঽস্তি মৎসমঃ।
বেশ্যাপুত্রো বসিষ্ঠশ্চ অন্যে সিদ্ধা দ্বিজাদয়ঃ ॥
তস্মাৎ সচ্ছ্রোত্রিয়াদীনাং শৃণু পুত্রক লক্ষণম্।
ধরায়াং তীর্থভূতানাং সর্ব্বপাপহরায় চ ॥ ১২৯

ব্যপদেশে দান করে, তাহাদিগের সেই দানই সফল, অন্যথা উহা নিষ্ফল হইয়া যায়; অসুর প্রেত দৈত্য ও রাক্ষসগণই তাহা ভোজন করিয়া থাকে। সেই জন্য ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাঁহাতেই ঐ সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে। দেশ কাল পাত্র বিচারসহকারে ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহা লক্ষকোটিগুণ ফলপ্রদ হয়। ব্রাহ্মণ দেখিয়া শ্রদ্ধাসহকারে অভিবাদন করিবে, কারণ সেই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে মানব দীর্ঘায়ু হয়। অভিবাদন না করিলে কিম্বা বিপ্রকে দ্বেষ করিলে অথবা তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা করিলে পুরুষের আয়ু ক্ষীণ হয়, মঙ্গল নাশ হয় এবং সে দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিজগণকে পূজা করিও; তাহার ফলে আয়ুবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি, বিদ্যাবৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধি হয় এবং ব্রাহ্মণপূজা করিয়া সমাজে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে সংশয় নাই। যাহা বিপ্রপাদোদকে কর্দ্দমাবিত নহে, যাহা বেদশাস্ত্রবাদে প্রতিঘোষিত নহে ও যাহা স্বাহা স্বধা স্বস্তিশব্দ বিবর্জ্জিত, সেই সমস্ত গৃহ শ্মশানতুল্য। নারদ কহিলেন,—কোন্ বিপ্র পূজ্যতম? আর কেই বা অপূজ্য? আপনি বিপ্রের লক্ষণ এবং গুরুরও লক্ষণ বলুন।১১১—১২৩। ব্রহ্মা কহিলেন, সদাচারযুক্ত নিষ্পাপ শ্রোত্রিয় সদা পূজ্য। সদ্বৃত্ত হইলে তিনি জনসমাজে পাপনাশক তীর্থস্বরূপ। নারদ কহিলেন,—যদি কেহ শ্রোত্রিয়কুলে জন্মিয়া অসৎকর্ম্মকর্ত্তা, আর যদি কেহ হীনকুলে জন্মিয়াও সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা হয়, তবে ইহাদিগের মধ্যে কে ভূতলে পূজ্য হইবে? ব্রহ্মা কহিলেন,—শ্রোত্রিয় কুলজাত অসৎক্রিয় ব্যক্তি পূজ্য নহে, পরন্তু অসৎকুলজ ব্যক্তিও সদাচারপর হইলে ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় পূজ্য হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়কুলজ বিশ্বামিত্র কর্ম্মফলে আমার তুল্য হইয়াছেন। বেশ্যাসুত বশিষ্ঠও সমাজে সমধিক সম্মানার্হ, আরও অনেক সিদ্ধ মাহাত্মা ব্রাহ্মণাদি আছেন। অতএব হে পুত্রক! সৎ শ্রোত্রিয়াদির লক্ষণ তুমি আমার নিকট শুন। তাঁহারা ধরাতলে তীর্থভূত; তাঁহাদিগের বিবরণ শ্রবণে তোমার সর্ব্ব পাপক্ষয় হইবে। মানব

জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়-
লক্ষণম্ ॥ ১৩০
বিদ্যাপূতো মন্ত্রপূতো বেদপূতস্তথৈব চ।
তীর্থস্নানাদিভির্মেধ্যো বিপ্রঃ পূজ্যতমঃ স্মৃতঃ
নারায়ণে সদা ভক্তঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্তথা।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধঃ সমঃ সর্ব্বজনেষু চ ॥
গুরুদেবাতিথেৰ্ভক্তঃ পিত্রোঃ শুশ্রূষণে রতঃ।
পরদারে মনো যস্য কদাচিন্নৈব মোদতে ॥১৩৩
পুরাণকথকো নিত্যং ধর্ম্মাখ্যানস্য সন্ততিঃ।
অস্যৈব দর্শনান্নিত্যমশ্বমেধাদিজং ফলম্ ॥১৩৪
সংলাপে গতিমেত্যস্য ভাগীরথ্যাঃ প্রবস্য চ।
ব্রতৈশ্চ বিবিধৈঃ পূতো নিত্যস্নানদ্বিজার্চ্চনৈঃ
মিত্রামিত্রে দয়ালুঃ স্যাৎ সমঃ সর্ব্বজনেষু চ।
পরস্বং ন হরেদ্‌যস্তু তৃণমপ্যটবীগতম্ ॥ ১৩৬
কামক্রোধাদিনির্ম্মুক্ত ইন্দ্রিয়ৈরজিতঃ পুমান্।
পরদারাস্ত গৃহ্লাতি মনসাপি গৃহাগতান্ ॥১৩৭

নারদ উবাচ।

গায়ত্র্যা লক্ষণং কিংবা প্রত্যেকাক্ষরজং গুণম্
কুক্ষিচরণগোত্রাণাং তস্যা ব্রূহি সুনিশ্চয়ম্।

ব্রহ্মোবাচ।

ছন্দো গায়ত্রী গায়ত্র্যাঃ সবিতা দেবতা ধ্রুবম্
শুক্লবর্ণা ত্বগ্নিমুখা বিশ্বামিত্র ঋষিস্তথা ॥ ১৩৯
ব্রহ্মণঃ শির আরূঢ়া শিখা বিষ্ণুর্হৃদি স্থিতা।
উপনয়নে নিয়োগঃ স্যাৎ সাংখ্যায়নসগোত্রজা।
ত্রৈলোক্যচরণা জ্ঞেয়া পৃথিবী কুক্ষিসংস্থিতা।
চতুর্ব্বিংশতিস্থানে চ পাদাদৌ মস্তকান্তকে।
চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরান্ন্যস্য ব্রহ্মলোকং স বিন্দতি।
প্রত্যর্ণদেবতাং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি গায়ত্র্যা লক্ষণং ধ্রুবম্।
সপ্তপঞ্চ তথা ব্রহ্ম যজুরষ্টাদশাক্ষরম্ ॥১৪৩

জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, সংস্কারফলে দ্বিজ, বিদ্যা-দ্বারা বিপ্র বলিয়া উক্ত হয়। এই ত্রিগুণ-সমবায়ই শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ জানিবে। যিনি বিদ্যাপূত, মন্ত্রপূত ও বেদপূত, তিনি তীর্থ-স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হইলে সেই বিপ্র পূজ্য-তম হইয়া থাকেন। যিনি সদা নারায়ণে ভক্তিমান্, যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ, যিনি জিতে-ন্দ্রিয়, জিতক্রোধ এবং সর্ব্বজনে সমব্যবহারী, যিনি গুরু দেবতা ও অতিথিতে ভক্তিযুক্ত, পিতৃমাতৃশুশ্রূষাপরায়ণ, যাঁহার পরদারে মনোরতি নাই, এবং যিনি নিত্য পুরাণকথক, ও যিনি বিবিধ ধর্ম্মাখ্যানের প্রচারক, তাঁহার দর্শনে নিত্য অশ্বমেধাদিজনিত ফল লাভ হয়। যে মানব নিত্যস্নান, বিবিধ ব্রত, দ্বিজার্চ্চন, এবং ভাগীরথীস্নান করেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণের সহিত আলাপাদি দ্বারা সম্যক্ বিশ্রাম ফলে সুগতি লাভ হইয়া থাকে। যিনি মিত্রামিত্র উভয়েই দয়ালু, সর্ব্বজনে সমব্যবহারী, আর যিনি পরস্ব এমনকি অটবীগত তৃণমাত্রও অপহরণ না করেন, যে পুরুষ কামক্রোধাদি-মুক্ত ও জিতেন্দ্রিয়, এবং যিনি গৃহাগত পর-নারীর প্রতিও মনেমনেও অনুরাগী নহেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণই সদ্‌গুরু বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। নারদ কহিলেন,—গায়ত্রীর লক্ষণ কি? আর উহার প্রত্যেক অক্ষরেরই বা গুণ কি? আর উহার কোন্ কোন্ অংশ কুক্ষি চরণ ও গোত্র ইহার নির্ণীত সিদ্ধান্ত বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—গায়ত্রীর গায়ত্রী ছন্দ ও সবিতা দেবতা নিশ্চিত। সেই দেবী শুক্লবর্ণা ও অগ্নিমুখী; বিশ্বামিত্র উহার ঋষি, ঐ দেবী ব্রহ্মশিরঃসমারূঢ়া, উহার শিখা বিষ্ণু, হৃদয়ই ঐ দেবীর অধিষ্ঠানস্থান। উপনয়নে উহার নিয়োগ। ঐ দেবী সাংখ্যায়নের সগোত্রজা। ত্রৈলোক্য উহার চরণ, পৃথিবী উহার কুক্ষি, পাদাদি চতুর্ব্বিংশতি স্থানে উহার চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর বিন্যাস করিলে সেই মানব ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকে। আর প্রতিবর্ণের দেবতা জানিলে বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।১২৪—১৪১। আমি গায়ত্রীর আরও একটী সত্য লক্ষণ বলিতেছি। উক্ত লক্ষণ সপ্তবিধ এবং ঐ মন্ত্র পঞ্চবিধ ব্রহ্মের উদ্‌বোধক। ঐ অক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র অষ্টাদশপ্রকার হইয়া থাকে। উহার

প্রণবাদিহকারান্তং জলে স্থিত্বা শতং জপেৎ।
উপপাতককোট্যা তু তথাতিপাতকৈরপি।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্মুক্তা যান্তি মমালয়ম্॥
ওঁ অগ্নের্বাক্‌পুংসি যজুর্ব্বেদেন জুষ্টাৎ সোমং
পিব স্বাহা।
বিষ্ণুমন্ত্রং মহামন্ত্রং তথা মাহেশ্বরস্য চ।
দেবীসূর্য্যগণেশানাং তথা ক্রতুভুজাং সুত॥
যস্য কস্য কুলে জাতো গুণবানেব তৈর্গুণৈঃ।
সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো বিপ্রঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥১৪৬
দানং দদ্যাচ্চ বিধিবৎ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
অক্ষয়ং লভতে দাতা জন্মকোটিশতান্ প্রতি
স্বাধ্যায়নিরতো বিপ্রো যঃ পঠেৎ পাঠয়েৎ পরান
ধর্ম্মঞ্চ শ্রাবয়েল্লোকে সদাচারং শ্রুতিং স্মৃতিম্॥
পুরাণসংহিতাং নূনং তথৈব ধর্ম্মসংহিতাম্।
শ্রাবয়িত্বা তু লোকেষু শ্রাবয়িত্বা দ্বিজাতিষু॥
উর্ব্ব্যাং বিষ্ণুসমঃ সোঽপি পূজনীয়ো নরৈঃ
সুরৈঃ॥ ১৫০
যদ্বলং চাক্ষয়ং তস্য তীর্থভূতানঘস্য চ।
সমানমর্চ্চনং কৃত্বা নরো যাত্যচ্যুতালয়ম্॥ ১৫১
কদাচিৎ ক্রিয়তে পাপং বিপ্রঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে
চাণ্ডালস্য গৃহে লিপ্তৌ ভাস্করজ্বলনৌ যথা॥
যাজনাধ্যাপনাদ্‌যৌনাত্তথৈবাসৎপ্রতিগ্রহাৎ।
বিপ্রাণাং ন ভবেদ্দোষো জ্বলনার্কসমা দ্বিজাঃ
তান্ প্রতিগ্রহজান্ দোষান্ প্রাণায়াম-
ব্যবস্থিতাঃ।
নাশয়ন্তীহ পাপানি বায়ুর্মেঘমিবাম্বরে॥ ১৫৪
গায়ত্রীং যো জপেন্নিত্যং প্রাণায়ামসমন্বিতাম্।
প্রত্যক্ষরামরৈর্যুক্তাং স্বাঙ্গে বিন্যস্য তামপি॥
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো জন্মকোটিকৃতাদপি।
ব্রহ্মণঃ পদবীং প্রাপ্য স গচ্ছেৎ প্রকৃতেঃ পরম্

"তৎ সবিতুঃ" হইতে "ধীমহি" পর্য্যন্ত এবং "ওঁ অগ্নের্বাক্ পুংসি যজুর্ব্বেদেন জুষ্টাৎ সোমং পিব স্বাহা" এই মন্ত্র, * বিষ্ণুমন্ত্র, শিবমন্ত্র, দেবীমন্ত্র সূর্য্যমন্ত্র, গণেশমন্ত্র, এবং অন্যান্য দেবতার মহামন্ত্র জলমধ্যে থাকিয়া জপ করিলে কোটি উপপাতক ও ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক হইতেও মুক্ত হইয়া মদীয়ভবনে গমনে সমর্থ হয়। ১৪২—১৪৫। ব্রাহ্মণ যে কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, উক্ত গুণনিচয়ে অন্বিত হইলে তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়; সুতরাং প্রযত্ন সহকারে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। পর্ব্বে পর্ব্বে সতত ব্রাহ্মণকে দান করা বিধেয়। ইহাতে দাতা শতকোটি জন্ম যাবৎ অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়। যে বিপ্র স্বাধ্যায়ে নিরত থাকিয়া স্বয়ং পাঠ করে এবং অপরকে পাঠ করান, শ্রুতি স্মৃতি সদাচার ধর্ম্মকথা পুরাণসংহিতা ধর্ম্মসংহিতা—এই সমস্ত সাধারণ লোকদিগকে বিশেষতঃ দ্বিজগণকে শ্রবণ করান, তিনি ভূতলে বিষ্ণুবৎ সুরগণের ও নরগণের পূজনীয় হন। তাঁহার বল চিরকাল অক্ষয় থাকে, সেই তীর্থভূত অনঘ মহাত্মার বিষ্ণুসম উপচারে অর্চ্চনা করিলে মানব বিষ্ণুলোকে গমন করে। তিনি কদাচিৎ কোনও পাপ কার্য্য করিলেও চণ্ডালগৃহগত সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় পাতকে লিপ্ত হন না। যাজন অধ্যাপন বিবাহাদি এবং অসৎ প্রতিগ্রহ করিলেও ব্রাহ্মণগণের কোনও দোষ হয় না; যেহেতু তাঁহারা সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য। সেই সমস্ত প্রতিগ্রহাদি জন্য দোষ বায়ুকর্ত্তৃক নভোগত মেঘমালার ন্যায় তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত প্রাণায়ামদ্বারা নিরাকৃত হয়। যিনি প্রাণায়ামের সহিত গায়ত্রী জপ করেন, এবং উহার প্রত্যেক অক্ষর অধিষ্ঠাতৃদেবতার সহিত নিজাঙ্গে বিন্যাস করেন, তিনি কোটিজন্মকৃত সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদবী প্রাপ্ত হন এবং শেষে প্রকৃতির পরপারে গমন করিতে পারেন। অত-

* ইহার ব্যাখ্যান্তর যথা,—"সেই গায়ত্রী মন্ত্র, এবং ওঁ অগ্নের্বাক্ পুংসি যজুর্ব্বেদেন জুষ্টাৎ সোমং পিব স্বাহা" এই যজুর্মন্ত্র ও বিষ্ণুমন্ত্র" ইত্যাদি।

প্রাণায়ামযুতাং তস্মাদ্গায়ত্রীং জপ নারদ ॥১৫৬
নারদ উবাচ।
প্রাণায়ামাঃ কথং ব্রহ্মন্ প্রত্যেকাক্ষরদেবতাঃ
তেষাং ন্যাসং তথাঙ্গেষু বদ তাত যথাক্রমম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
গুহ্যদেশে ত্বপানঃ স্যাদ্ধৃদি প্রাণোঽস্তি দেহিনঃ
তস্মাদ্গুহ্যং সমাকুঞ্চ্য প্রাণেন সহ যোজয়েৎ ॥
পূরকেণ তদা পুত্র কৃত্বা কুম্ভকমুত্তমম্।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা গায়ত্রীং সংজপেদ্দ্বিজঃ ॥
অনেনৈব জপেদ্যস্তু মহাপাতকসঞ্চয়ঃ।
সকৃদুচ্চারিতেনৈব ক্ষয়ং যাত্যুপপাতকম্ ॥১৬০
প্রতিবর্ণস্বরং জ্ঞাত্বা বিন্যসেদ্যঃ কলেবরে।
স জনো ব্রহ্মতামেতি ফলং বক্তুং ন শক্নুমঃ ॥
প্রত্যক্ষরস্য যদ্দৈবং শৃণু পুত্র বদাম্যহম্।
যজ্জপ্ত্বা চ পুনর্মাতুঃ স্তনং ন পিবতি দ্বিজ ॥১৬২
আগ্নেয়ং প্রথমং জ্ঞেয়ং বায়ব্যন্তু দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং সূর্য্যদৈবত্যং চতুর্থং বৈয়তং তথা।
পঞ্চমং যমদৈবত্যং বারুণং ষষ্ঠমুচ্যতে।
সপ্তমং বার্হস্পত্যন্তু পার্জ্জন্যঞ্চাষ্টমং বিদুঃ ॥১৬৭
ঐন্দ্রঞ্চ নবমং জ্ঞেয়ং গান্ধর্ব্বং দশমং তথা।
পৌষ্ণমেকাদশং বিদ্ধি মৈত্রং দ্বাদশকং স্মৃতম্।
ত্বাষ্ট্রং ত্রয়োদশং জ্ঞেয়ং বাসবন্তু চতুর্দ্দশম্।
মারুতং পঞ্চদশকং সৌম্যং ষোড়শকং স্মৃতম্।
আঙ্গিরসং সপ্তদশং বৈশ্বদেবমতঃপরম্।
আশ্বিনঞ্চৈকোনবিংশং প্রাজাপত্যন্তু বিংশকম্
সর্ব্বদেবময়ং জ্ঞেয়মেকবিংশকমক্ষরম্।
রৌদ্রং দ্বাবিংশকং জ্ঞেয়ং ব্রাহ্মং জ্ঞেয়মতঃপরম্
বৈষ্ণবন্তু চতুর্ব্বিংশমেতা অক্ষরদেবতাঃ।
জপকালে তু সঞ্চিন্ত্য তাসু সাযুজ্যতাং ব্রজেৎ
জ্ঞাত্বা তু দেবতাস্তস্য বাঙ্ময়ং বিদিতং ভবেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণঃ পদবীং ব্রজেৎ।
গায়ত্রীং বিন্যসেৎ পূর্ব্বং শরীরে চাত্মনো বুধঃ।

এব হে নারদ! তুমি প্রাণায়ামের সহিত গায়ত্রী জপ কর।১৪৬—১৫৬। নারদ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! প্রাণায়াম কিরূপ? গায়ত্রীর প্রত্যেক অক্ষরের দেবতাই বা কি? হে তাত! আর সেই সমস্ত অক্ষরের স্বীয় অঙ্গে ন্যাসবিধান যথাক্রমে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—মানবের গুহ্যদেশে অপান বায়ু আর হৃদয়ে প্রাণবায়ু বিদ্যমান। অতএব হে পুত্র! উত্তম কুম্ভক সহকারে সেই গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত করিয়া অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুর সহিত যোজনা করিবে। দ্বিজ তারপর প্রাণায়ামত্রয় করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। এই নিয়মানুসারে জপ করিলে তাহার যাবতীয় মহাপাতক এবং একবার মাত্র গায়ত্রীর উচ্চারণেই সমস্ত উপপাতক ক্ষয় পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উহার প্রত্যেক বর্ণের ও স্বরের স্বরূপ জানিয়া নিজ দেহে উহার বিন্যাস করে, সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়; বস্তুতঃ আমি তাহার সম্যক্ ফল বলিতে সক্ষম নহি। হে পুত্র! যাহা জানিলে দ্বিজগণ নরায় আর মাতৃস্তন পান করিতে হয় না, গায়ত্রীর সেই প্রত্যেক অক্ষর দেবতার বিবরণ আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। গায়ত্রীর প্রথম বর্ণ আগ্নেয়, দ্বিতীয় বায়ব্য, তৃতীয় সৌর, চতুর্থ নাভস, পঞ্চম যাম্য, ষষ্ঠ বারুণ, সপ্তম বার্হস্পত্য, অষ্টম পার্জ্জন্য, নবম ঐন্দ্র, দশম গান্ধর্ব্ব, একাদশ পৌষ্ণ, দ্বাদশ মৈত্র, ত্রয়োদশ ত্বাষ্ট্র, চতুর্দ্দশ বাসব, পঞ্চদশ মারুত, ষোড়শ সৌম্য, সপ্তদশ আঙ্গিরস, অষ্টাদশ বৈশ্বদেব, উনবিংশ আশ্বিন, বিংশ প্রাজাপত্য, এবং একবিংশাক্ষর সর্ব্বদেবময়; উহার দ্বাবিংশবর্ণ রৌদ্র, ত্রয়োবিংশ ব্রাহ্ম আর চতুর্ব্বিংশবর্ণ বিষ্ণুদৈবত্য বলিয়া জানিবে। এই অক্ষরদেবতা কীর্ত্তিত হইল। জপকালে এই সকল দেবতার চিন্তা করিলে সেই সেই দেবতার সাযুজ্য লাভ করিতে পারে। আর এই সমস্ত দেবতার বিবরণ জানিতে পারিলে সমগ্র বাঙ্ময় তাহার সম্যক্ আয়ত্ত হইয়া থাকে। সেই দ্বিজ সমস্ত পাপে মুক্ত হইয়া অন্তে ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন।১৫৭—১৭০। ধীমান

চতুর্ব্বিংশতিস্থানেষু আপাদমস্তকেষু চ ॥ ১৭১
তৎকারং বিন্যসেদ্ যোগী পদাঙ্গুষ্ঠে বিচক্ষণঃ।
সকারং গুলফদেশে তু বিকারং জঙ্ঘয়োর্ন্যসেৎ
তুকারং জানুমধ্যে চ বকারঞ্চোরুদেশতঃ।
রেকারং গুহ্যদেশে তু ণিকারং বৃষণে ন্যসেৎ ॥
যকারং কটিদেশে তু ভকারং নাভিমণ্ডলে।
র্গোকারং জঠরে ন্যস্য দেকারং স্তনয়োর্ন্যসেৎ
বকারং হৃদয়ে ন্যস্য স্যকারং করদেশতঃ।
ধীকারং বদনে ন্যস্য মকারং তালুকে ন্যসেৎ ॥
হিকারং নাসিকাগ্রে চ ধিকারং চক্ষুষোর্ন্যসেৎ।
যোকারস্তু ভ্রুবোর্মধ্যে যোকারঞ্চ ললাটকে ॥
নঃকারস্তু মুখে পূর্ব্বে প্রকারং দক্ষিণে মুখে।
চোকারং পশ্চিমে ন্যস্য দকারং চোত্তরে ন্যসেৎ
য়াৎকারং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য সর্ব্বব্যাপী ব্যবস্থিতঃ ॥
এতান্ বিন্যস্য ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
মহাযোগী মহাজ্ঞানী পরং নির্ব্বাণকং ব্রজেৎ ॥
সন্ধ্যাকালে পুনর্ন্যাসং শৃণু ত্বং তদ্‌যথার্থতঃ।

ওঁ ভূরিতি হৃদয়ে ন্যস্য ওঁ ভুবঃ শিরসি ন্যসেৎ
ওঁ স্বঃ শিখায়ৈ তৎসবিতুর্বরেণ্যমিতি কলেবরে
ওঁ ভর্গো দেবস্য ধীমহীতি ন্যসেচ্চ নেত্রয়োঃ ॥
ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি করয়োর্ন্যসেৎ
ওঁআপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্।
ইত্যুদকস্পর্শমাত্রেণ পাপাৎপূতো ব্রজেদ্ধরিম্ ॥
ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ
ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্।
ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং
ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।
ইতি সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং দ্বাদশোঙ্কারাং সন্ধ্যাকালে কুম্ভকেন বারত্রয়ং জপ্ত্বা।
সূর্য্যোপস্থানে সাবিত্রীং চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরাং জপ্ত্বা। মহাবিদ্যাধিপো ভবতি। ব্রহ্মত্বং লভতে ॥ ১৮৩
ষট্‌কুক্ষিলক্ষণাং পুত্র গায়ত্রীং শৃণু যত্নতঃ।

সাধক প্রথমতঃ পাদতলাবধি মস্তকান্ত সমগ্র দেহে চতুর্ব্বিংশতি স্থানে গায়ত্রীর উক্ত চতুর্ব্বিংশতি বর্ণ বিন্যাস করিবে। যথা,—বিচক্ষণ যোগী পদাঙ্গুষ্ঠে 'তৎ'কার, গুলফদেশে 'স'কার, জঙ্ঘাযুগলে 'বি'কার, জানুযুগ্মে 'তু'কার, উরুদ্বয়ে 'র্ব'কার, গুহ্যদেশে 'রে'কার, বৃষণদ্বয়ে 'ণি'কার, কটিদেশে 'য'কার, নাভিমণ্ডলে 'ভ'কার, জঠরে 'র্গো'কার, স্তনদ্বয়ে 'দে'কার, হৃদয়ে 'ব'কার, করদ্বয়ে 'স্য'কার, বদনে 'ধী'কার, তালুতে 'ম'কার, নাসাগ্রে 'হি'কার, নেত্রদ্বয়ে 'ধি'কার, ভ্রূমধ্যে 'য়ো'কার, ললাটে 'যো'কার, মুখসম্মুখদিকে 'নঃ'কার, মুখদক্ষিণে 'প্র'কার, মুখপশ্চিমে 'চো'কার, মুখের উত্তরে অর্থাৎ বামদিকে 'দ'কার' এবং মস্তকে 'য়াৎ'কার, বিন্যাস করিতে হয়। যে ধর্ম্মাত্মা এই সমস্ত গায়ত্রীবর্ণ যথাস্থানে বিন্যাস করেন, তিনি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক, মহাযোগী মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া অন্তে নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হন। ১৭১—১৭৯। অতঃপর তুমি আমার নিকট সন্ধ্যাকালকর্ত্তব্য ন্যাস-বিধান যথাযথ শ্রবণ কর। যথা—হৃদয়ে 'ওঁ ভূঃ', মস্তকে 'ওঁ ভুবঃ', শিখায় 'ওঁ স্বঃ', সর্ব্ব শরীরে 'ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং; নেত্রদ্বয়ে 'ওঁ ভর্গোদেবস্য ধীমহি' করদ্বয়ে 'ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' এই ন্যাস করিয়া 'ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্" এই মন্ত্রে জলস্পর্শ করিবে। ইহাতে মানব নিষ্পাপ হইয়া হরিলোক লাভ করিতে পারে। "ওঁ ভূঃ ভুবঃ ওঁ স্বঃ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।" সব্যাহৃতি সপ্রণবা দ্বাদশোঙ্কারবতী গায়ত্রী সন্ধ্যাকালে কুম্ভকসাহায্যে একবার বা তিনবার জপ করিয়া পরে সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বক চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা সাবিত্রী জপ করিলে মহাবিদ্যা জপেরও অধিক ফল হয়। সেই জাপক ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে

যাং জ্ঞাত্বা তু পরং ব্রহ্মস্থানং গচ্ছতি বৈ দ্বিজঃ
ওঁ তৎসবিতুর্বরেণিয়ং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৮৫
অথ গায়ত্রীপঞ্চশীর্ষলক্ষণম্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ। ওঁ স্বঃ। ওঁ মহঃ। ওঁ জনঃ। ওঁ তপঃ। ওঁ সত্যম্।
ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৮৬
সব্যাহৃতিস্তু গায়ত্রীং পুনর্ন্যাসন্তু কারয়েৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যতাং ব্রজেৎ ॥
ওঁ ভূঃ পাদাভ্যাম্। ওঁ ভুবঃ জানুভ্যাম্। ওঁ স্বঃ কট্যাম্। ওঁ মহঃ নাভৌ। ওঁ জনঃ হৃদয়ে ন্যসেৎ। ওঁ তপঃ করয়োঃ। ওঁ সত্যং ললাটে। ওঁ তৎসবিতুর্বরেণিয়ং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি শিখায়াম্ ॥ ১৮৮
এবং বিপ্রো ন জানাতি স এব ব্রাহ্মণাধমঃ।
ন তস্য ক্ষীয়তে পাপ্মা ভবেদ্ভূরিপ্রতিগ্রহঃ ॥

ইমাং যো বেত্তি গায়ত্রীং সর্ব্ববীজসমন্বিতাম্।
স বেত্তি চতুরো বেদান্ যোগজ্ঞানং জপত্রয়ম্।
য এনাং নৈব জানাতি স শূদ্রাৎ পরতঃ স্মৃতঃ।
তস্যাপূতস্য বিপ্রস্য ন দেয়ং পিতৃপার্ব্বণম্।
ন স্নানফলদঃ কশ্চিৎ সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলং ভবেৎ।
বিদ্যা বিত্তং তথা জন্ম দ্বিজত্বং কারণং যতঃ।
নিষ্ফলং সকলং তস্য মেধ্যং পুষ্পং যথাশুচৌ।
চতুর্ব্বেদাশ্চ গায়ত্রী পুরা বৈ তুলিতা ময়া।
চতুর্ব্বেদাৎ পরা গুর্ব্বী গায়ত্রী মোক্ষদা স্মৃতা।
দশভির্জন্মজনিতং শতেন চ পুরাকৃতম্।
ত্রিযুগন্তু সহস্রেণ গায়ত্রী হন্তি কিল্বিষম্। ১১৪
গায়ত্রীমক্ষমালায়াং সায়ম্প্রাতশ্চ যো জপেৎ।
চতুর্ণামপি বেদানাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
ত্রিসন্ধ্যং যো জপেন্নিত্যংগায়ত্রীং হায়নং দ্বিজঃ
তস্য পাপং ক্ষয়ং যাতি জন্মকোটিসমুদ্ভবম্।

পুত্র! ষট্‌কুক্ষিলক্ষণযুতা গায়ত্রীর বিবরণ যত্নসহকারে শ্রবণ কর; যাহা জানিলে দ্বিজ ব্রহ্মস্থান গমনে সমর্থ হইয়া থাকে।১৮১–১৮৪। "ওঁ তৎসবিতুর্বরেণিয়ং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" অতঃপর গায়ত্রীর পঞ্চশীর্ষলক্ষণ বলিতেছি। "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ও জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। অতঃপর আবার সব্যাহৃতি গায়ত্রী ন্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহাতে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করিতে পারে। পাদদ্বয়ে ওঁ ভূঃ, জানুদ্বয়ে ওঁ ভুবঃ, কটিতে ওঁ স্বঃ, নাভিতে ওঁ মহঃ, হৃদয়ে ওঁ জনঃ, করদ্বয়ে ওঁ তপঃ,ললাটে ওঁ সত্যম্ এবং শিখায় ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণিয়ং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। যে এই ন্যাসক্রম জানে না সে ব্রাহ্মণকুলে অধম বলিয়া গণ্য। তাহার পাপক্ষয় হয় না; পরন্তু প্রতিগ্রহাদি জন্য প্রচুরতর পাতক সঞ্চিত হইয়া থাকে। যে দ্বিজ এই সর্ব্ববীজসমন্বিতা গায়ত্রী জানে, সে চতুর্ব্বেদ, যোগজ্ঞান ও ত্রিবিধ তপস্যা সকলই জানে। ১৮৫—১৯০। আর যে ইহা না জানে সে শূদ্রাপেক্ষাও হীন বলিয়া স্মৃত হয়। সেই অপবিত্র ব্রাহ্মণকে পিতৃপার্ব্বণ দান করিবে না। কোন তীর্থই তাহার স্নানফলপ্রদ হয় না। তাহার সমস্ত সৎকর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া থাকে। দ্বিজের কারণ সদাচার এবং বিদ্যা বিত্ত ও সৎকুলোৎপত্ত্যাদি গুণ থাকিলেও অশুচিস্থানগত পবিত্র পুষ্পের ন্যায় তাহার তৎসমস্ত বিফল জানিবে। আমি পূর্ব্বে চতুর্ব্বেদ এবং গায়ত্রী একত্র তুলারোপণ করিয়া জানিয়াছি, মোক্ষদা গায়ত্রী চতুর্ব্বেদ অপেক্ষা গুরুতরা। গায়ত্রী দশবার জপে আজন্ম সঞ্চিত, শতবারে পুরাকৃত এবং সহস্রজপে ত্রিযুগাচরিত পাতক হরণ করিয়া থাকে। যে জন অক্ষমালাযোগে সায়ংপ্রাতঃকালে গায়ত্রী জপ করে, সে নিশ্চয়ই চতুর্ব্বেদের ফল প্রাপ্ত হয়। আর যে দ্বিজ এক বৎসর যাবৎ ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করে, তাহার কোটিজন্মসঞ্চিত পাপ-

গায়ত্র্যুচ্চারমাত্রেণ পাপকূটাৎ পুনাতি চ।
স্বর্গাপবর্গমাপ্নোতি জপ্ত্বা নিত্যং দ্বিজোত্তমঃ ॥
বাসুদেবস্য মন্ত্রাণি জপেদ্‌যস্তু দিনে দিনে।
প্রণমেচ্চ হরেঃ পাদৌ স গচ্ছেদপবর্গিতাম্ ॥
বাসুদেবস্য স্তোত্রাণি মুখে চাপি কথোত্তমা।
পঙ্কস্য লবমাত্রস্তু তস্য দেহে ন তিষ্ঠতি ॥ ১৯৯
বেদশাস্ত্রাবগাহেন ত্রিস্রোতঃস্নানজং ফলম্।
ধর্ম্মপাঠকৃতাং লোকে যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ ॥
এবং বিপ্রগুণান্ বক্তুং ন শক্নোমি দ্বিজোত্তম
বিশ্বরূপশ্চ কো দেহী স মূর্ত্তো হরিরেব চ।
যস্য শাপাদ্বিনাশঃ স্যাদায়ুর্বিদ্যা যশো ধনম্।
বরদানাৎ সমায়ান্তি সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তথা ॥ ২০২
বিষ্ণুর্ব্রহ্মণ্যতামেতি সদা বিপ্রপ্রসাদতঃ ॥ ২০৩
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২০৪

মন্ত্রেণৈবং হরিং যস্তু পূজয়েৎ সততং নরঃ।
প্রসাদী চ হরিস্তস্য বিষ্ণুসাযুজ্যতাং ব্রজেৎ ॥
য ইদং শৃণুয়াৎ পুণ্যমাখ্যানং ধর্ম্মবিগ্রহম্।
তস্য পাপং ক্ষয়ং যাতি জন্মজন্মকৃতঞ্চ যৎ ॥
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি উপদেষ্টা জনস্য চ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ স্বর্গমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২০৭
ধনং ধান্যং লভেদত্র রাজ্যভোগানরোগিতাম্।
সৎসুতঞ্চ শুভাং কীর্ত্তিং দেববদ্রমতে দিবি ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখণ্ডে
ব্রাহ্মণসংস্কারো নাম ষট্‌চত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
তব প্রসাদতো জাতো বিপ্রঃ পুণ্যতমশ্চ যঃ।
যথা জানামি দেবেশ ক্রিয়য়া ব্রাহ্মণাধমম্।

রাশিও বিলয়প্রাপ্ত হয়। গায়ত্রীর উচ্চারণমাত্রেই পাপকূট হইতে মুক্ত হয়; এবং নিত্য জপের ফলে সেই দ্বিজোত্তম অন্তে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি বাসুদেবের মন্ত্র প্রতিদিন জপ করে, এবং হরিপদে প্রণাম করে, সে অপবর্গভাজন হয়। যাহার মুখে বাসুদেবের স্তবাদি গুণগাথা উচ্চারিত হয়, তাহার দেহে পাপের লেশও থাকে না। সে সমগ্র বেদশাস্ত্রালোচনা ও গঙ্গাবগাহনের ফল লাভ করে; ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের এবং কোটি কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলও তাহার লাভ হয়। হে দ্বিজোত্তম! আমি এই প্রকার ব্রাহ্মণের গুণ সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে সক্ষম নহি, ফলতঃ সেই দেহধারী ব্যক্তি মূর্ত্তিমান্ বিশ্বরূপী হরি বলিয়াই সম্মানার্হ। তাদৃশ ব্রাহ্মণের অভিশাপে আয়ুঃ বিদ্যা যশ ও ধন বিনষ্ট হয়; আর বরদানে সর্ব্বসম্পত্তিপ্রাপ্তি ঘটে। অধিক কি, বিপ্রপ্রসাদফলেই বিষ্ণু সতত ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। "ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী দেবকে নমস্কার, জগতের হিতকারী দেবকে নমস্কার, কৃষ্ণকে নমস্কার এবং গোবিন্দকে নমস্কার।" যে মানব এই মন্ত্রে সতত হরির পূজা করেন, হরি তৎপ্রতি প্রসন্ন হন; তৎফলে সে বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। যে এই ধর্ম্মকথাময় পুণ্য উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার জন্মজন্মান্তরকৃত পাপও নষ্ট হয়। যে ইহা পাঠ করে, কিম্বা পাঠ করায়, অথবা অপরকে উপদেশ করে, সে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করে; তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। সে ইহলোকেও ধন ধান্য রাজ্য বিবিধ ভোগ্য অরোগিতা সৎপুত্র ও শুভা কীর্ত্তি লাভ করিয়া দেবতার ন্যায় স্বর্গে বিহার করিয়া থাকে। ১৯১—২০৮।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ দেবেশ! আপনার প্রসাদে পুণ্যবিপ্রকে জানিলাম;

ব্রূহি শীঘ্রং সুরশ্রেষ্ঠ যদি প্রীতিং মযীচ্ছসি ॥ ১
ব্রহ্মোবাচ।
স্নানৈর্দশবিধৈর্মুক্তস্তথৈব তর্পণাদিভিঃ।
সন্ধ্যাসংযমহীনশ্চ স এব ব্রাহ্মণাধমঃ ॥ ২
দেবপূজাব্রতৈর্মুক্তো বেদবিদ্যাদিভিস্তথা।
সত্যশৌচাদিভিশ্চৈব যোগজ্ঞানাগ্নিতর্পণৈঃ ॥ ৩
পঞ্চ স্নানানি বিপ্রাণাং কীর্ত্তিতানি মহর্ষিভিঃ।
আগ্নেয়ং বারুণং ব্রাহ্মং বায়ব্যং দিব্যমেব চ ॥৪
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানমদ্ভির্বারুণমুচ্যতে।
আপো হিষ্ঠেতি বৈ ব্রাহ্মং বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতম্ ॥ ৫
অদ্ভিরাতপবর্ষাভির্দিব্যং স্নানমুদাহৃতম্।
এতৈস্তু মন্ত্রতঃ স্নানাৎ তীর্থানাং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৬
তুলসীপত্রসংলগ্নং সালগ্রামশিলাসু চ।
গবাং শৃঙ্গোদকং চৈব বিপ্রপাদোদকঞ্চ যৎ ॥ ৭
গুরূণামেব মুখ্যনাং পূতাৎ পূতমিতি স্মৃতিঃ ॥ ৮
ত্যাগতীর্থাদিভির্যজ্ঞৈর্ব্রতহোমাদিভিস্তথা।
যৎফলং লভতে ধীরঃ স্নানৈরেতৈস্তু তৎফলম্
তর্পণৈশ্চ বিনির্ম্মুক্তঃ পিতৃণামেব নিত্যশঃ।
পিতৃহা নরকং যাতি সন্ধ্যাহীনস্তু বিপ্রহা ॥ ১০
মন্ত্রব্রতবিহীনশ্চ বেদবিদ্যাগুণৈরপি।
যজ্ঞদানাদিভির্ম্মুক্তো ব্রাহ্মণশ্চাধমাধমঃ ॥ ১১
যজ্ঞার্থকা দেবলকা নাক্ষত্রা গ্রামযাজকাঃ।
পরদাররতা নিত্যং পঞ্চৈতে ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ১২
মন্ত্রসংস্কারহীনাশ্চ শুচিসংযমবর্জ্জিতাঃ।
মোঘাশিনো দুরাত্মানো ব্রাহ্মণাশ্চাধমাধমাঃ ॥
অপি স্তেয়রতা মূঢ়াঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
উন্মার্গগামিনো নিত্যং ব্রাহ্মণাশ্চাধমাধমাঃ ॥১৪
শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মরহিতা গুরুসেবাবিবর্জ্জিতাঃ।
অমন্ত্রা ভিন্নমর্য্যাদা এতে সর্ব্বাধমাধমাঃ ॥ ১৫
অসম্ভাষ্যা ইমে দুষ্টাঃ সর্ব্বে নিরয়গামিনঃ।
অমেধ্যাস্তে দুরাচারা অপূজ্যাশ্চ সমন্ততঃ ॥১৬
খড়্গোপজীবিকাঃ প্রেষ্যা গোবাহনরতা দ্বিজাঃ

এক্ষণে যাহাতে ক্রিয়া দ্বারা অধম ব্রাহ্মণকে জানিতে পারি; যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি থাকে তবে তাহা বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—যে ব্রাহ্মণ দশবিধ স্নান তর্পণাদি ক্রিয়াহীন এবং যে সন্ধ্যা ও সংযমরহিত, দেবপূজা বা কোনও ব্রত করে না, আর যাহার বেদবিদ্যাদি নাই, সত্যশৌচাদি নাই, যোগ জ্ঞান বা হোমানুষ্ঠান নাই, সে-ই অধম ব্রাহ্মণ। মহর্ষিগণ বিপ্রগণের কর্ত্তব্য পঞ্চবিধ স্নান কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য, এবং দিব্য। ভস্ম দ্বারা স্নান আগ্নেয়, জল দ্বারা বারুণ, 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্ম, গোধূলি দ্বারা বায়ব্য, রৌদ্র ও বৃষ্টিজলে যে স্নান তাহাকে দিব্য স্নান বলা যায়। এই সকল স্নান যদি আবার স্নানবিধানোক্ত মন্ত্র সহযোগে করে, তাহা হইলে তীর্থস্নানের ফল লাভ হয়। তুলসীপত্রস্পৃষ্ট জল, শালগ্রামশিলাস্পৃষ্ট জল, গোশৃঙ্গস্পৃষ্ট জল, ব্রাহ্মণের পাদোদক এবং মুখ্য গুরুগণের পাদোদক পবিত্র হইতেও পবিত্রতর জানিবে। এইরূপ স্মৃতি আছে। দান তীর্থসেবা যজ্ঞ ব্রত ও হোমানুষ্ঠানে যে ফল, ধীর মানব পূর্ব্বোক্ত জলে স্নান করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হয়। ১—৯। যে বিপ্র নিত্য পিতৃতর্পণহীন সে পিতৃহা আর যে সন্ধ্যাহীন সে ব্রহ্মহা বলিয়া গণ্য। ইহারা নরকে গমন করে। যে ব্রাহ্মণ মন্ত্র ব্রত বেদ বিদ্যা সদ্‌গুণ ও যজ্ঞ দানাদি সৎকার্য্যহীন সে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অধমাধম। যজ্ঞযাজনজীবী দেবল নক্ষত্রজীবী গ্রামযাজী ও পরদারপর এই পাঁচজন ব্রাহ্মণাধম। মন্ত্রসংস্কারহীন, শৌচসংযমরহিত, অনিবেদিতভোজী ও দুরাত্মা ব্রাহ্মণেরাও অধমাধম। আর চৌর্য্যরত মূঢ় সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত ও উন্মার্গগামী ব্রাহ্মণেরাও অধমাধম। শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যবিমুখ, গুরুসেবাবর্জ্জিত মন্ত্রোপদেশহীন ও শাস্ত্রমর্য্যাদা-ভঙ্গকারী—ইহারাও সকলেই সর্ব্বাধমাধম। এই দুষ্টেরা সকলেই অসম্ভাষ্য, ইহারা সকলেই নরকগামী হইবে। এই দুরাচারগণ সর্ব্বপ্রকারেই অপবিত্র সুতরাং

কারুবৃত্ত্যুপজীবাশ্চ গণবার্দ্ধুষিকাশ্চ যে ॥ ১৭
বালাপণ্যাভিচারাশ্চ অন্ত্যজাশ্রয়মাশ্রিতাঃ।
কৃতঘ্নাশ্চ গুরুঘ্নাশ্চ এতে সর্ব্বাধমাঃ স্মৃতাঃ ॥১৮
যে চৈবান্যে হতাচারাঃ পাষণ্ডা ধর্ম্মনিন্দকাঃ।
দূষকা দেবভেদানামেতে ব্রহ্মদ্বিষো দ্বিজাঃ ॥
তথাপি ব্রাহ্মণশ্চৈব ন হন্তব্যঃ কদাচন।
এনং হত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মহা পুরুষো ভবেৎ ॥২০
অন্ত্যজাতিষু ম্লেচ্ছেষু তথা চাণ্ডালজাতিষু।
পতিতো বান্নযোনিভ্যাং ন হন্তব্যঃ কথঞ্চন ॥
সর্ব্বজাতিস্ত্রিয়ং গত্বা সর্ব্বাভক্ষ্যস্য ভক্ষণাৎ।
দ্বিজত্বং ন বিনশ্যেত পুণ্যাদ্বিপ্রো ভবেৎ পুনঃ

নারদ উবাচ।

ঈদৃশং দুষ্কৃতং কৃত্বা পশ্চাৎ পুণ্যং সমাচরেৎ।
কাং গতিং যাত্যসৌ বিপ্রঃ সর্ব্বলোকপিতামহ

ব্রহ্মোবাচ।

কৃত্বা সর্ব্বাণি পাপানি পশ্চাদ্যস্তু জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পুনর্ব্রহ্মত্বমর্হতি ॥ ২৪
শৃণু পুত্র কথাং রম্যাং বিচিত্রাঞ্চ পুরাতনীম্।
কস্যচিদ্ব্রাহ্মণস্যাপি যৌবনাঢ্যঃ সুতোঽভবৎ ॥
ততো যৌবনসম্পন্নস্তমোহাচ্চ পূর্ব্বকর্ম্মণঃ।
চাণ্ডালীমগমৎসদ্যস্তস্যাঃ প্রিয়তরোঽভবৎ ॥ ২৬
তস্যামুৎপাদিতাস্তেন পুত্রা দুহিতরস্তথা।
স্বকুটুম্বং পরিত্যজ্য গৃহে তস্যাশ্চিরং স্থিতঃ ॥২৭
অস্যাভক্ষ্যং ন চাশ্নাতি ঘৃণয়া চ সুরাং ত্যজেৎ
তমুবাচ সদা সা চ ভক্ষয়াস্যতরাং সুরাম্ ॥ ২৮
তামুবাচ জদাশৌচং গদিতুং নার্হসি প্রিয়ে।
উৎকারো জায়তে তস্যাঃ শ্রবণাৎ সততং মম ॥
একদা স মৃগান্বেষাৎ শ্রান্তঃ সুপ্তো গৃহে দিবা

অপূজ্য। যাহারা খড়্গাদি অস্ত্র দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যাহারা প্রেষ্য,যাহারা গোবাহনজীবী, আর যাহারা শিল্পজীবী, কামক্রিয়োপজীবী,বার্দ্ধুষিক, বালিকাপণ্যজীবী, অভিচারপর, অন্ত্যজাশ্রয়ী, গুরুঘ্ন, ও কৃতঘ্ন,—ইঁহারা সকলেই সর্ব্বাধম বলিয়া স্মৃত। আর যাহারা আচারহীন পাষণ্ড ধর্ম্মনিন্দুক ও বিভিন্ন দেবদূষক—এই সকল ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মদ্বেষী বলিয়া জ্ঞাতব্য। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ এই সমস্ত দোষে দোষী হইলেও কদাচ তাহাকে হত্যা করিবে না; কারণ ইহাকে হত্যা করিলেও পুরুষ ব্রহ্মঘাতী বলিয়া গণ্য হইবে। ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ চণ্ডালাদি অন্ত্যজাতির অন্ন ভোজন বা যোনিসম্বন্ধ করিয়া পতিত হইলেও কদাচ হন্তব্য নহে। সর্ব্বজাতির স্ত্রীগমন কিম্বা সর্ব্ববিধ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলেও ব্রাহ্মণত্ব কদাচ বিনষ্ট হয় না। পুনরায় পাপনাশক সৎকর্ম্ম করিলেই তিনি আবার ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। ১০—২২। নারদ কহিলেন,—হে পিতামহ! যদি ব্রাহ্মণ প্রথমে এই প্রকার দুষ্কার্য্য করিয়া পরে আবার পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তবে সেই ব্রাহ্মণের কিরূপ গতি লাভ হয়? ব্রহ্মা কহিলেন,—যে ব্রাহ্মণ প্রথমে সর্ব্ববিধ পাপ কার্য্য করিয়াও পশ্চাৎ জিতেন্দ্রিয় হয়, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। হে পুত্র! এ সম্বন্ধে আমি একটী পুরাতনী বিচিত্র রমণীয় কথা কীর্ত্তন করিতেছি। তুমি তাহা শ্রবণ কর। কোন এক ব্রাহ্মণের একটী পুত্র ছিল। সে কালক্রমে যৌবনাঢ্য হইয়া পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যৌবনমোহবশতঃ এক চাণ্ডালীর প্রিয়পাত্র হইয়া ক্রমে সেই চাণ্ডালীর গর্ভে কতগুলি পুত্র-কন্যা উৎপাদন করে এবং নিজ জ্ঞাতি কুটুম্ব পরিহার করিয়া সেই চাণ্ডালীর গৃহেই বাস করিতে থাকে। সেই বিপ্রনন্দন সে অবস্থায়ও অস্যাস্য অভক্ষ্য ভক্ষণ কিম্বা সুরাপান করিত না। মদ্যের প্রতি তাহার কেমন একটা ঘৃণা ছিল। সেই চাণ্ডালী কিন্তু তাহাকে সর্ব্বদাই নানাবিধ সুরাপান করিতে অনুরোধ করিত, কিন্তু দ্বিজনন্দন বলিত,—“প্রিয়ে! তুমি এরূপ অপবিত্র কার্য্য করিতে বলিও না। উহার কথা শুনিলেও সকল সময়েই আমার বমি আইসে।” ২৩—২৯। একদা সেই দ্বিজনন্দন মৃগয়ায় শ্রান্ত হইয়া দিবা-

গৃহীত্বা সা সুরাং তস্ক হসিত্বা চ মুখে দদৌ ॥৩০
ততো বিপ্রমুখাদগ্নিঃ প্রজজ্বাল সমন্ততঃ।
জ্বালা তু সকুটুম্বাত্মামদহচ্চ গৃহং বসু ॥ ৩১
হাহা কৃত্বা সমুত্থায় বিললাপ তদা দ্বিজঃ।
বিলাপান্তে চ জিজ্ঞাসা সমারব্ধা চ তেন হি।
কুতশ্চাগ্নিঃ সমুদ্ভুতো গৃহে দাহঃ কথং মম ॥৩২
ততঃ খে তমুবাচেদং তেজস্তে ব্রাহ্মণস্ত চ।
কথিতে তদ্যথাবৃত্তে ব্রাহ্মণো বিস্ময়ং গতঃ ॥৩৩
বিমৃশ্যার্থমুবাচেদং পুনঃ খেহস্থ হিতং বচঃ।
বিপ্রনষ্টং স্বতেজস্তে তস্মাদ্ধর্ম্মচরো ভব ॥ ৩৪
ততো মুনিবরান্ গত্বা পপ্রচ্ছাত্মহিতং দ্বিজঃ।
তমূচুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে দানধর্ম্মং সমাচর ॥ ৩৫

ঋষয় উচুঃ।

পূয়ন্তে সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রাহ্মণা নিয়মৈর্ব্রতৈঃ।
নিয়মান্ শাস্ত্রদৃষ্টাংশ্চ পূতাত্মার্থমুপাচর ॥ ৩৬
চান্দ্রায়ণাংশ্চ কৃচ্ছাংশ্চ তপ্তকৃচ্ছান্ পুনঃপুনঃ।
প্রাজাপত্যাংশ্চ দিব্যাংশ্চ দোষশোধায় সত্বরম্
গচ্ছ তীর্থানি পূতানি গোবিন্দারাধনং কুরু।
ক্ষয়মেষ্যন্তি পাপানি নচিরেণ সমন্ততঃ। ৩৮
পুণ্যতীর্থপ্রভাবাচ্চ গোবিন্দস্য প্রভাবতঃ।
ক্ষয়মেষ্যন্তি পাপানি ব্রহ্মত্বং প্রাপ্স্যসে ভবান্
শৃণু তাত যথাবৃত্তং কথয়ামঃ পুরাতনম্ ॥ ৪০
আহারার্থী পুরা বৎস গরুড়ো বিনতাসুতঃ।
পতঙ্গোহপি বহিঃ সাক্ষাদণ্ডান্নিঃসৃত্য শাবকঃ
ক্ষুধার্থী মাতরং প্রাহ ভক্ষ্যং মে দীয়তামিতি।
ততঃ পর্ব্বতসঙ্কাশং গরুড়ঞ্চ মহাবলম্।
দৃষ্ট্বা মাতা মহাভাগা তনয়ং হৃষ্টমানসা ॥ ৪২
ক্ষুধান্তে বাধিতুং পুত্র ন শক্নোমি সমন্ততঃ ॥ ৪৩

ভোগে নিরত হইলে সেই চাণ্ডালী সুরা লইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার মুখে প্রদান করিল। তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণের মুখ হইতে চতুর্দ্দিক্ বিসারী মহান্ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সেই চাণ্ডালী অগ্নিজ্বালায় সপরিবারে ভস্মীভূত হইল। তাহার ভবন ও ধন সমস্তই পুড়িয়া গেল। সেই বিপ্রতনয় তখন গাত্রোত্থান করিয়া হাহাকার করত বিলাপ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল বিলাপ করিয়া পরে সে "কোথা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল? কেন আমার গৃহদাহ হইল?" এ সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন আকাশবাণী তাহাকে কহিল যে, উহা তোমারই ব্রহ্মতেজ! ইহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইল। তখন আকাশবাণী পুনরায় তাহাকে এই হিতকর বাক্য কহিল যে, তোমার সেই উত্তম ব্রহ্মতেজ এক্ষণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব তুমি আবার ধর্ম্মাচারী হও। ইহা শুনিয়া সেই বিপ্র মুনিবরগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগকে আত্মহিত বিষয়ক প্রশ্ন করিল। সেই মুনিগণ সকলেই তাহাকে দান-ধর্ম্ম আচরণ করিতে উপদেশ করিলেন। ৩০—৩৫। ঋষিগণ কহিলেন,—ব্রাহ্মণ-গণ নিয়ম ও ব্রতপ্রভাবে সর্ব্বপাপ হইতে পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমিও শাস্ত্রবিধানানুরূপ নিয়ম সকল আত্ম-শুদ্ধি নিমিত্ত অনুষ্ঠান কর। দোষনাশের জন্য চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্র, তপ্তকৃচ্ছ্র, প্রাজাপত্য, এবং দিব্য ব্রতাদির অনুষ্ঠান কর; সত্বর পবিত্র তীর্থসমূহে গমনপূর্ব্বক গোবিন্দের আরাধনা করিতে থাক। ইহাতেই তোমার সর্ব্ববিধ পাপনিচয় অল্পকাল মধ্যেই ক্ষয় পাইবে। পুণ্যতীর্থের প্রভাবে ও গোবিন্দের মাহাত্ম্যে তোমার পাপরাশি ক্ষয় পাইবে; তুমি আবার ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে। হে তাত! এ সম্বন্ধে একটী পুরা-তন বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৬—৪০। পুরাকালে বিনতাসুত গরুড় পক্ষী অণ্ডমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া শাবকাবস্থায়ই ক্ষুধা নিবারণার্থ মাতাকে কহিলেন যে, আমাকে ভক্ষ্য প্রদান করুন। মহাভাগা মাতা বিনতা পুত্র গরুড়কে পর্ব্বত সদৃশ বিপুলকায় এবং মহাবল অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহি-লেন,—পুত্র! আমি তোমার বিপুল ক্ষুধা সম্পূর্ণরূপ নিবারণ করিতে সমর্থা নহি।

তব তাতস্তপস্তেপে লৌহিত্যস্যোত্তরে তটে।
কশ্যপো নাম ধর্ম্মাত্মা সাক্ষাল্লোকপিতামহঃ ॥৪৪
তত্র গচ্ছস্ব পিতরং পৃচ্ছ কামং যথা তব।
তস্যোপদেশতস্তাত ক্ষুধা তে শমমেষ্যতি ॥৪৫
ততো মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
অগমৎ পিতুরভ্যাসং স মুহূর্ত্তান্মনোজবঃ ॥৪৬
দৃষ্ট্বা তাতং মুনিশ্রেষ্ঠং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
প্রণম্য শিরসা বাক্যমুবাচ পিতরং খগঃ ॥ ৪৭
ভক্ষ্যার্থী সমনুপ্রাপ্তঃ সুতোঽহস্তে মহাত্মনঃ।
ক্ষুধয়া পীড়িতো নাথ ভক্ষ্যং মে দীয়তাং প্রভো ॥ ৪৮
ততো ধ্যানং সমালভ্য জ্ঞাত্বা তং বিনতাসুতম্
পুত্রস্নেহাদ্বচশ্চেদং প্রোবাচ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৯
অনেকশতসাহস্রা নিষাদাঃ সরিতাম্পতেঃ।
তীরে তিষ্ঠন্তি পাপিষ্ঠাস্তান্ সম্ভক্ষ্য সুখী ভব
তীর্থমুৎসাদয়ন্তি স্ম তীর্থকাকা দুরাসদাঃ।

তোমার পিতা ধর্ম্মাত্মা কশ্যপ ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর তটে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। তিনি লোক সকলের সাক্ষাৎ পিতামহ সদৃশ। হে তাত! তুমি সেখানে যাও, গিয়া তাঁহাকে তোমার অভিলাষ জ্ঞাপন কর। তাঁহার উপদেশে তোমার ক্ষুধাশান্তি হইবে। ৪১—৪৫। মহাবল বৈনতেয় পক্ষী মাতার সেই কথা শুনিয়া মনঃসদৃশ বেগে ক্ষণমাত্রেই পিতা কশ্যপের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং জ্বলন্ত পাবক তুল্য সেই পিতা কশ্যপ মুনিবরকে দেখিয়া মস্তকদ্বারা প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মহাত্মন্! আমি আপনার পুত্র; আমি ভক্ষ্যার্থী হইয়া আসিয়াছি; হে নাথ! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত হইয়াছি, হে প্রভো! আমাকে ভক্ষ্য প্রদান করুন। মুনিসত্তম কশ্যপ, এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল ধ্যানদ্বারা তাহাকে বিনতাসুত বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং পুত্রস্নেহবশে এই কথা বলিলেন,—এই সাগরের তীরে অনেক শতসহস্র নিষাদ বাস করে। তুমি সেই পাপিষ্ঠদিগকে ভক্ষণ করিয়া সুখী হও। সেই

বিনা বিপ্রঃ নিষাদেষু ভক্ষয় ত্বমলক্ষিতম্ ॥ ৫১
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ পক্ষী ভক্ষয়ামাস তাংস্ততঃ
অলক্ষ্যভাবো বিপ্রোঽপি গিলিতস্তেন পক্ষিণা
স তস্য গলকে গাঢ়ং লালগীতি দ্বিজস্তদা।
বমিতুং গিলিতুঞ্চাপি ন শশাক দ্বিজোত্তমঃ ॥৫৩
গত্বাথ পিতরং প্রাহ কিমেতদিতি মে পিতঃ।
লগ্নং মে গলকে সত্ত্বং প্রতিকর্ত্তুং ন শক্নুয়াম্।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কশ্যপস্তমুবাচ হ।
ময়োক্তস্তে পুরা বৎস ব্রাহ্মণোঽয়ং ন বুধ্যসে।
ইত্যুক্ত্বা চ মুনির্ধীমান্ দ্বিজং প্রাহ স ধার্ম্মিকঃ।
আগচ্ছ ত্বং মমাসন্নং হিতস্তে প্রবদাম্যহম্ ॥৫৬
তমুবাচ তদা বিপ্রঃ কশ্যপং মুনিপুঙ্গবম্।
মমৈতে সুহৃদো নিত্যং সর্ব্বে সম্বন্ধিনঃ প্রিয়াঃ

তীর্থকাকেরা তীর্থ উৎসাদিত করিয়া থাকে; অথচ উহারা দুরাসদ; অতএব তুমি তাহাদিগকে ভক্ষণ কর; কিন্তু তন্মধ্যে একটী ব্রাহ্মণ আছে, তাহার কিছুমাত্র ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই; তথাপি তুমি কিন্তু তাহাকে যেন ভক্ষণ করিও না। কশ্যপের এই কথা শুনিয়া গরুড় তথায় যাইয়া সেই নিষাদগণকে ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু বিশেষ কোন চিহ্ন না থাকায় সেই সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণকেও গিলিয়া ফেলিলেন। সেই সময় সেই ব্রাহ্মণ গরুড়ের কণ্ঠনালীতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইল; গরুড় তাহাকে গিলিতেও পারিলেন না, কিম্বা বমন করিতেও পারিলেন না। তখন তিনি পিতা কশ্যপের নিকট গিয়া কহিলেন,—হে পিতঃ! এ কি?—আমার গলায় একটা প্রাণী লগ্ন হইয়াছে, তাহার কোনও প্রতিকার করিতে পারিতেছি না। গরুড়ের সেই কথা শুনিয়া কশ্যপ তাঁহাকে কহিলেন,—বৎস! আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এটা ব্রাহ্মণ। তুমি বুঝিতেছ না? ধীমান্ ধার্ম্মিক কশ্যপ মুনি এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—ওহে বিপ্র! তুমি আমার নিকটে আইস, আমি তোমাকে হিত কথা কহিতেছি। তখন সেই

শ্বশুরাঃ শ্যালকাশ্চাপ্তাঃ সবালাশ্চ তথাপরে।
এতৈঃ সহ প্রযাস্যামি নিরয়ঞ্চাপি বা শিবম্॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতঃ কশ্যপোঽব্রবীৎ।
দ্বিজানাঞ্চ কুলে জাতশ্চাণ্ডালৈঃ পতিতো
ভবান্॥ ৫৯
পুরুষাস্তে প্রতিষ্ঠন্তে ঘোরে চ নিরয়ে ধ্রুবম্।
চিরায় নিষ্কৃতিস্তেষাং নৈবাস্তীহ কথঞ্চন। ৬০
সর্ব্বাংশ্চৈব দুরাচারাংশ্চাণ্ডালান্ পাপকারিণঃ।
দোষাংস্ত্যক্ত্বা নরঃ পশ্চাৎ সুখী ভবতি নান্যথা
অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ কৃত্বা পাপং
সুদারুণম্।
ততো ধর্ম্মং চরেদ্যস্তু স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্
পাপকৃচ্চ চরেদ্ধর্ম্মং পাপে কুর্য্যান্মতিং পুনঃ।
শিলানাবং যথারূঢ়ঃ সাগরে সন্নিমজ্জতি॥ ৬৩

কৃত্বা সর্ব্বাণি পাপানি তথা দুর্গতিসঞ্চয়ম্।
উপশান্তো ভবেৎ পশ্চাত্তদ্দোষং শময়িষ্যতি।
তমুবাচ মহাপ্রাজ্ঞং দ্বিজং মুনিবরোত্তমম্॥ ৬৫
যদি মাং ন জহাতীহ খগঃ সর্ব্বাংশ্চ বান্ধবান্।
ততঃ প্রাণঞ্চ ত্যক্ষ্যামি খগে মর্ম্মাবঘাতিনি।
নো চেত্ত্যজতু মে বন্ধূন্ প্রতিজ্ঞা মে দৃঢ়াত্মনঃ
ততস্তার্ক্ষ্যমুবাচেদং মুনির্ব্রহ্মবধে ভয়াৎ।
উদ্বমৈতান্ সবিপ্রাংশ্চ ম্লেচ্ছানেতান্ সমন্ততঃ
বনেষু পর্ব্বতান্তেষু দিক্ষু তান্ পতগেশ্বরঃ।
উদ্ববাম ততঃ শীঘ্রং দোষজ্ঞঃ পিতুরাজ্ঞয়া॥ ৬৮
ততঃ সর্ব্বেঽভবন্ ব্যক্তা অকেশাঃ
শ্মশ্রুবর্জ্জিতাঃ।

ব্রাহ্মণ মুনিপুঙ্গব কশ্যপকে কহিল, এই আমার নিয়ত সুহৃৎ সম্বন্ধী শ্বশুর শ্যালক বিশ্বস্ত জন সন্তানগণ ও প্রিয়জনগণ; আমি ইহাদিগকে ছাড়িতে পারিব না; নরকেই হউক বা স্বর্গাদি সুখভোগস্থানেই হউক, আমি ইহাদের সহিতই যাইব। তাহার সেই কথা শুনিয়া কশ্যপ মুনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—তুমি বিপ্রকুলে জন্মিয়া চাণ্ডালসংসর্গে পতিত হইয়াছ; তোমার পিতৃপুরুষগণ নিশ্চয়ই ঘোর নরকে বাস করিতেছেন। দীর্ঘকালেও তাঁহাদিগের নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে, ইহলোকে এমন কোনও উপায় নাই। তুমি দুরাচার পাপাত্মা চণ্ডালদিগের সংসর্গে নিতান্ত দূষিত হইয়াছ, পরন্তু এক্ষণে সেই সমস্ত দোষ পরিহার কর; মানব এরূপ করিলে সুখী হইতে পারে; ইহার অন্যথা হয় না।৪৬—৬১। যদি অজ্ঞানবশে কিম্বা মোহে পড়িয়া প্রথমে সুদারুণ পাপেরও অনুষ্ঠান করে, কিন্তু শেষে ধর্ম্মাচরণ করে, সেও পরিণামে পরমগতি প্রাপ্ত হইতে পারে। সাধারণতঃ পাপকারী ব্যক্তির ধর্ম্মাচরণে মতি হয় না, পাপানুষ্ঠানেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; যেমন নৌকায় শিলা স্থাপিত হইলে সে নৌকা উক্ত শিলার দোষেই সাগরে মগ্ন হয়। * সর্ব্বপাপ ও নানা দুষ্কার্য্য করিয়াও পশ্চাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মাচারপর হইলে সেই দোষ হইতে পরিত্রাণ পায়। ইহা শুনিয়া সেই বিপ্র মুনিপুঙ্গব কশ্যপকে কহিল,—এই পক্ষী যদি আমাকে ও আমার সমস্ত বান্ধবগণকে পরিত্যাগ না করে, এই পক্ষী যদি আমার এরূপ মর্ম্মভেদী কর্ম্ম করে, তবে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি দৃঢ়চিত্তে এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলিতেছি; নচেৎ পক্ষী আমার বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করুক। তখন কশ্যপমুনি ব্রহ্মবধভয়ে ভীত হইয়া গরুড়কে কহিলেন,—তুমি বিপ্রের সহিত এই সমস্ত ম্লেচ্ছদিগকে চতুর্দ্দিকে বমন কর। পন্নগপতি গরুড়, পিতার এই আদেশ পাইয়া কার্য্যের দোষ বুঝিয়া সত্বর সেই ম্লেচ্ছগণসহ ব্রাহ্মণকে নানাদিকে নানা বনে ও নানা পর্ব্বতোপান্তে বমন করিলেন। তদবধি সেই সকল ম্লেচ্ছ কেশহীন ও শ্মশ্রুরহিত হইল।

* পাষাণরচিতা নৌকায় আরূঢ় মানব, পাষাণতাদোষে সাগরপারে সমর্থ হয় না, পরন্তু নিমজ্জিতই হইয়া থাকে; পাপী ব্যক্তিও তদ্রূপ পাপেই লিপ্ত হয়। পুণ্যে নহে। ইতি ব্যাখ্যান্তর।

যবনা ভোজনপ্রীতাঃ কিঞ্চিচ্ছ্মশ্রুযুতাশ্চ যে ॥৬৯
অগ্নৌ চ নগ্নকাঃ পাপা দক্ষিণস্যামবাচকাঃ।
ঘোরাঃ প্রাণিবধে প্রীতা দুরাত্মানো গবাশিনঃ
নৈর্ঋতে কুবদাঃ পাপা গোব্রাহ্মণবধোদ্যতাঃ।
খর্পরাঃ পশ্চিমে পূর্ব্বে নিবসন্তি চ দারুণাঃ ॥৭১
বায়ব্যাঞ্চ তুরুষ্কাশ্চ শ্মশ্রুপূর্ণা গবাশিনঃ।
অশ্বপৃষ্ঠসমারূঢ়াঃ প্রযুদ্ধেষনিবর্ত্তিনঃ ॥ ৭২
উত্তরস্যাঞ্চ গিরয়ো ম্লেচ্ছাঃ পর্ব্বতবাসিনঃ।
সর্ব্বভক্ষা দুরাচারা বধবন্ধরতাঃ কিল।
ঐশান্যাং নিরয়াঃ সন্তি কর্ত্তৄণাং বৃক্ষবাসিনঃ ॥
এতে ম্লেচ্ছান্বিতা দিক্ষু ঘোরাস্তে শস্ত্রপাণয়ঃ।
যেষাঞ্চ স্পর্শমাত্রেণ সচেলো জলমাবিশেৎ ॥
এতেষাঞ্চ কলৌ দেশেঽপ্যকালে ধর্ম্মবর্জ্জিতে
সংস্পর্শঞ্চ প্রকুর্ব্বন্তি বিত্তলোভাৎ সমন্ততঃ ॥ ৭৫

ম্লেচ্ছাংস্তান্ মোচয়িত্বা তু ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ।
পুনরাহ দ্বিজস্তাত ক্ষুধা মে বাধতেতরাম্ ॥ ৭৬
অবদৎ গারুড়ং তত্র কশ্যপঃ কৃপয়ান্বিতম্ ॥ ৭৭
তিষ্ঠতস্তৌ বিপুলৌ তত্র জিঘাংসূ গজকচ্ছপৌ।
অপ্রমেয়ৌ মহাসত্ত্বৌ সাগরস্যৈকদেশতঃ।
তাবপ্সু চ দ্রুতং বৎস ক্ষুধাস্তে বারয়িষ্যতঃ ॥৭৮
স পিতুর্বচনং শ্রুত্বা তত্র গত্বাভিপদ্য তৌ।
নখৈর্ভিত্ত্বা কূর্ম্মগজৌ মহাসত্ত্বৌ মহাজবঃ ॥ ৭৯
খমুৎপপাত তৌ ধৃত্বা বিদ্যুদ্বেগো মহাবলঃ।
আধারন্তাং ন গচ্ছন্তি নগাশ্চ মন্দরাদয়ঃ ॥ ৮০
ততো যোজনলক্ষে দ্বে গত্বা মারুতরংহসা।
মহত্যাং জম্বুশাখায়াং নিপপাত মহাবলঃ ॥
ভগ্না সা সহসা শাখা তাং পতন্তীং খগেশ্বরঃ।
গোব্রাহ্মণবধাদ্ভীতো দধার তরসা বলী ॥ ৮২

তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ভোজনপ্রিয়; এবং অল্পমাত্র শ্মশ্রুযুক্ত হইয়াছিল। অগ্নি-কোণে যাহারা বাস করিল তাহারা নগ্ন ও অতি পাপী। যাহারা দক্ষিণদিকে ছিল তাহারা অনির্দ্দেশ্যমূর্ত্তি, ঘোরাকার, প্রাণিবধ-প্রিয়, দুরাত্মা ও গোখাদক। যাহারা নৈর্ঋতে ছিল তাহারা কুবদ নামে প্রসিদ্ধ, পাপরূপ ও গোব্রাহ্মণহিংসক। আর পূর্ব্ব ও পশ্চিম-দিকে খর্পরনামধারী দারুণপ্রকৃতি ও বায়ু-কোণে তুরুষ্ক পদবাচ্য শ্মশ্রুবহুল গোখাদক, অশ্বারোহী ও যুদ্ধে অনিবর্ত্তী ম্লেচ্ছগণ বাস করিতে লাগিল। যাহারা উত্তরদিকে পর্ব্বত-নিচয়ে বাস করিতে লাগিল তাহারা সর্ব্বভক্ষ্য দুরাচার ও বধবন্ধনরত; আর যাহারা ঈশানকোণে বাস করিতে লাগিল, সেই সমস্ত ম্লেচ্ছ বৃক্ষবাসী ও সাক্ষাৎ নরক-স্বরূপ। সেই ম্লেচ্ছগণ এইভাবে এই এই নামে ভিন্ন ভিন্ন দিকে বাস করিতে লাগিল। উহারা সকলেই ঘোরস্বভাব ও শস্ত্রপাণি। উহাদিগকে স্পর্শ করিলে বসনের সহিতই জলে অবগাহন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কলিকালপ্রভাবে কুদেশে কুকালে এই সমস্ত ধর্ম্মবর্জ্জিত দেশে অবস্থিত এই সকল ম্লেচ্ছের সহিতও জনগণ বিত্ত-লোভে সংসর্গ করিতেছে। ৬২—৭৫। গরুড় ম্লেচ্ছগণকে এইভাবে চারিদিকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় পিতাকে কহিলেন,—হে তাত! আমাকে ক্ষুধা অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। কশ্যপ তখন কৃপাবশে অবিলম্বেই কহিলেন, সাগরে একপ্রদেশে পরস্পর জিঘাংসু একটা গজ ও একটা কচ্ছপ আছে। ঐ দুইটা মহাসত্ত্ব আকারে অপ্রমেয়। জলমধ্যগত সেই দুইটা প্রাণীই তোমার ক্ষুধা বারণ করিতে সক্ষম হইবে। মহাবল মহাবেগবান্ গরুড় পিতার এই কথা শুনিয়া বিদ্যুৎসমবেগে তথায় যাইয়া সেই মহাকায় কূর্ম্ম ও গজকে নখে বিদ্ধ করিয়া লইয়া আকাশে উড্ডীন হইলেন এবং কোনও উচ্চ স্থানে উপবেশ-নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মন্দরাদি পর্ব্বতেও সেই দুই প্রাণী লইয়া উপবেশন-যোগ্য স্থান পাইলেন না। পরে দুই লক্ষ যোজন গমন করিয়া জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থ বিশাল জম্বুবৃক্ষের শাখায় উপবেশন করি-লেন। মহাবল গরুড় সেই জম্বুশাখায় উপ-বেশন করিবা মাত্র সেই শাখাও ভগ্ন হইল। বলবান্ গরুড় তখন সেই শাখাপতনে বহু গোব্রাহ্মণের বধ আশঙ্কা করিয়া বেগে

ধৃত্বা তাং রুচিরং বেগাদ্ প্রবস্তং খেমহাবলম্ ।
গত্বা বিষ্ণুরুবাচেদং নররূপধরো হরিঃ ॥ ৮৩
কথং ভ্রমসি চাকাশে কিমর্থং পতগেশ্বর ।
বিধৃত্য মহতীং শাখাং মহান্তৌ গজকচ্ছপৌ ॥
তমুবাচ দ্বিজস্তস্মিন্ নররূপধরং হরিম্ ॥ ৮৫
গরুড়োঽহং মহাবাহো খগরূপঃ স্বকর্ম্মণা ।
কশ্যপস্য মুনেঃ পুত্রবিনতাগর্ভসম্ভবঃ ॥ ৮৬
পশ্যৈতৌ চ মহাসত্ত্বৌ ভক্ষণার্থং ময়া ধৃতৌ ।
ন ধরা চ মমাধারো ন বৃক্ষা ন চ পর্ব্বতাঃ ॥ ৮৭
অনেকযোজনানূর্দ্ধং দৃষ্ট্বা জম্বুমহীরুহম্ ।
অপতস্তস্য শাখায়াং সহেমৌ পরিভক্ষিতুম্ ॥৮৮
তস্যা সা সহসা শাখা তাঞ্চ ধৃত্বা ভ্রমাম্যহম্ ।
কোটিকোটিসহস্রাণাং ব্রাহ্মণানাং গবাং বধাৎ
ভয়ং তত্র বিষাদো মে সহসা প্রাবিশদ্বুধ ।

কিং করোমি কথং যামি কো মে বেগং
সহিষ্যতি ॥ ৯০
ইত্যুক্তে পতগশ্রেষ্ঠং প্রোবাচেদং হরিস্তদা ।
অস্মদ্বাহুং সমারুহ্য ভক্ষেমৌ গজকচ্ছপৌ ॥ ৯১

গরুড় উবাচ ।

মমাধারং ন গচ্ছন্তি গিরয়শ্চ নগোত্তমাঃ ।
অথ চৈবং মহাসত্ত্বং কথস্ত্বং ধারয়িষ্যসি ॥ ৯২
ঋতে নারায়ণাদন্যঃ কো মাং ধারয়িতুং ক্ষমঃ ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদ্ যো বেগং মে
সহিষ্যতি ॥৯৩

হরিরুবাচ ।

স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ স্বকার্য্যং কুরু সাম্প্রতম্
কৃত্বা কার্য্যং খগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীষে চ মাং ধ্রুবম্
মহাসত্ত্বঞ্চ তং দৃষ্ট্বা বিমৃশ্য মনসা খগঃ ।
এবমস্ত্বিতি চোক্তা স পপাত হ মহাভুজে ॥ ৯৫
ন চচাল ভুজস্তস্য সন্নিপাতে খগেশিতুঃ ।

তাহাও ধারণ করিলেন এবং সবেগে আকাশে উড়িতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অতি মনোহর শোভা হইয়াছিল। সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ হরি তখন নররূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া কহিলেন,—হে খগেশ্বর! তুমি কে? কেনই বা মহতী শাখা ও মহান্ গজ-কচ্ছপ ধারণ করিয়া আকাশে ভ্রমণ করিতেছ? ইহা শুনিয়া গরুড় সেই নররূপধারী হরিকে কহিলেন,—হে মহাবাহো! আমি কশ্যপমুনির পুত্র, বিনতাগর্ভজাত; আমার নাম গরুড়; নিজ কর্ম্মবশেই আমি পক্ষী হইয়া জন্মিয়াছি। এই দেখ, এই দুইটা মহাপ্রাণী আমি ভক্ষণার্থ গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু ধরা ধরাধর বা কোন তরুই আমার আধার হইতে পারিতেছে না। জম্বু মহীরুহকে উর্দ্ধে বহুযোজন বিস্তৃত দেখিয়া তাহার শাখায় বসিয়া এই দুইটা প্রাণী ভক্ষণ করিব; মনে করিয়া যেমন তাহার শাখায় দুইটা প্রাণী লইয়া উপবেশন করিলাম অমনি সেই শাখাটাও ভগ্ন হইয়া গেল, আমি তখন মুখদ্বারা সেই শাখাটাও ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছি। হে বুধ! এই শাখার পতনে কোটি কোটি সহস্র গো-ব্রাহ্মণের বধের আশঙ্কা; তাই আমি ভীত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি। এখন কি করি! কোথায় যাই! কে আমার ভার সহিবে? গরুড় এই কথা কহিলে তখন হরি তাহাকে কহিলেন,—ওহে! তুমি আমার বাহুতে আরোহণ করিয়া এই গজ-কচ্ছপ ভক্ষণ কর। ৭৬—৯১। গরুড় কহিলেন,—পর্ব্বতনিচয় কিম্বা প্রধান প্রধান পাদপেরাও আমার আধার হইতে পারিতেছে না,তুমি কিরূপে মাদৃশ মহাপ্রাণীকে ধারণ করিবে? এই ত্রৈলোক্যে কে আমার বেগ ধারণ করিতে পারে? একমাত্র নারায়ণ ব্যতীত আমার বেগ সহিতে কে পারে? হরি কহিলেন,—প্রাজ্ঞ ব্যক্তির স্বকার্য্য উদ্ধার করাই কর্ত্তব্য; তাই তুমিও অগ্রে স্বকার্য্য সাধন কর। হে খগশ্রেষ্ঠ! তুমি কার্য্য করিয়া নিশ্চয়ই আমাকে জানিতে পারিবে। খগবর গরুড় সেই নররূপী হরিকে মহাকায় দেখিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া "তাহাই হউক" বলিয়া হরির মহাবাহুতে পতিত হইলেন। খগেশ্বর গরুড় সেই বাহুতে পতিত হইলেও বিষ্ণুর সেই বাহু কম্পিত

তত্র স্থিত্বা স তাং শাখাং মুমোচ পর্ব্বতালয়ে।
শাখাপতনমাত্রেণ সচরাচরকাননা।
চচাল বসুধা চৈব সাগরাঃ প্রচকম্পিরে॥ ৯৭
ততশ্চ খাদিতৌ সদ্যো সহসা গজকচ্ছপৌ।
তৃপ্তিং ন প্রাপ্তবান্ সোঽপি ক্ষুধা তস্য ন শাম্যতি॥ ৯৮
এতজ্জ্ঞাত্বা তু গোবিন্দস্তমুবাচ খগেশ্বরম্।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব মম মাংসত্ত্ব ভক্ষয়িত্বা সুখী ভব॥ ৯৯
ইত্যুক্তে প্রচুরং মাংসং ভুক্তস্য তস্য তেন হি।
খাদিতং ক্ষুধয়া পুত্র ব্রণং তস্য ন বিদ্যতে॥
তমুবাচ মহাপ্রাজ্ঞশ্চরাচরগুরুং হরিম্।
কস্ত্বং কিংবা প্রিয়স্তেঽদ্য করিষ্যামি চ সাম্প্রতম্

হরি উবাচ।

বিদ্ধি নারায়ণং মাং হি ত্বৎপ্রিয়ার্থং সমাগতম্
রূপং স্বং দর্শয়ামাস প্রত্যয়ার্থঞ্চ তস্য বৈ॥ ১০২
পীতবস্ত্রং ঘনশ্যামং চতুর্ভুজমনোহরম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং সর্ব্বসুরেশ্বরম্॥ ১০৩
তঞ্চ দৃষ্ট্বা গরুত্মাংশ্চ প্রণম্য শিরসা হরিম্।
প্রিয়ং কিন্তে করিষ্যামি বদ নঃ পুরুষোত্তম॥
তমব্রবীন্মহাতেজা দেবদেবেশ্বরো হরিঃ।
ভব মে বাহনং শূর সখে ত্বং সার্ব্বকালিকম্॥
তমুবাচ খগশ্রেষ্ঠো ধন্যোঽহং বিবুধেশ্বর।
সফলং জন্ম মে নাথ ত্বাঞ্চ দৃষ্ট্বাদ্য মে প্রভো
প্রার্থয়িত্বা চ পিতরাবাগমিষ্যামি তেঽন্তিকম্।
প্রীতো বিষ্ণুরুবাচেদং ভব ত্বমজরামরঃ।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কর্ম্ম তেজশ্চ মৎসমম্॥
সর্ব্বত্র তে গতিশ্চাস্তু নিখিলস্তু সুখং ধ্রুবম্।
সম্মিলতু ক্রুতং সর্ব্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥
যথেষ্টং প্রীতিমাহারমকষ্টেন প্রলপ্স্যসে।
ব্যসনান্মাতরং সদ্যো মোচয়িষ্যসি নান্যথা॥১০৯

হইল না। তখন গরুড় সেই বাহুতে বসিয়া সেই জম্বুশাখা পর্ব্বতাকীর্ণ প্রদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পতনে স্থির-চর-কানন-সমন্বিতা সসাগরা ধরা কম্পিতা হইল। অতঃপর গরুড় সেই মহাকায় গজ-কচ্ছপ ভক্ষণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে সম্যক্ তৃপ্তি হইল না; তাঁহার ক্ষুধানিবৃত্তি হইল না। হরি ইহা বুঝিয়া পক্ষিবরকে কহিলেন,—তুমি আমার বাহুর মাংস ভক্ষণ করিয়া সুখী হও। এই কথা শুনিয়া গরুড় ক্ষুধা-বশে হরির বাহু হইতে প্রচুরতর মাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাহাতে হরির বাহুতে কোনও ক্ষত হইল না। ইহা দেখিয়া মহাপ্রাজ্ঞ গরুড় তখন চরাচরগুরু হরিকে কহিলেন,—কে তুমি? সম্প্রতি আমি তোমার কোন্ প্রিয়কর্ম্ম করিব? ৯২—১০১। হরি কহিলেন,—আমি তোমার প্রিয়সাধনার্থ আগমন করিয়াছি; আমাকে তুমি নারায়ণ বলিয়া জানিও। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে বিশ্বাসের জন্য স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার সেই মূর্ত্তি মেঘসম শ্যামল, পীতবসনান্বিত, এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর বাহুচতুষ্টয়ে শোভমান ও সর্ব্বসুরগণের ঈশ্বর বলিয়া নিনীত। গরুড় সেই রূপ দেখিয়া মস্তকদ্বারা হরিকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার কোন্ প্রিয়কার্য্য করিব বল? মহাতেজা দেবদেবেশ্বর হরি তখন তাঁহাকে বলিলেন,—হে শূর! হে সখে! তুমি আমার সকল সময়ের জন্য বাহন হও। খগবর গরুড় কহিলেন,—হে বিবুধেশ্বর! আমি ধন্য হইলাম; হে নাথ! তোমাকে দেখিয়া অদ্য আমার জন্ম সফল করিলাম। প্রভো! আমি মাতা-পিতাকে এ বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তোমার নিকট আসিব। বিষ্ণু এই কথায় প্রীত হইয়া কহিলেন,—তুমি অজরামর ও সর্ব্বভূতের অবধ্য হও। তোমার কর্ম্ম ও তেজ আমার সমান হউক। সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতি হউক। সমস্তই সুখময় হউক। তোমার মনে যাহা অভিলাষ অবিলম্বেই তাহা পূর্ণ হউক। আর তুমি অনায়াসে প্রচুর আহার লাভ করিয়া যথেষ্ট প্রীতি অনুভব করিও। অপিচ তুমি সদ্যই মাতাকে ব্যসন হইতে মোচিত

এবমুক্তা হরিঃ সদ্যস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
তাক্ষ্যোঽপি পিতরং গত্বাকথয়চ্চাখিলং ততঃ
স তচ্ছ্রুত্বা প্রহৃষ্টাত্মা তনয়ং পুনরব্রবীৎ॥ ১১১
ধন্যোঽহঞ্চ খগশ্রেষ্ঠ ধন্যা তে জননী শিবা।
ধন্যং ক্ষেত্রং কুলঞ্চৈব যস্য পুত্রস্ত্বমীদৃশঃ॥১১২
যস্য পুত্রঃ কুলে জাতো বৈষ্ণবঃ পুরুষোত্তমঃ।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুসাযুজ্যতাং ব্রজেৎ॥
বিষ্ণুং যঃ পূজয়েন্নিত্যং বিষ্ণুং ধ্যায়েত গায়তি
জপেন্মন্ত্রং সদা বিষ্ণোঃ স্তোত্রং তস্য পঠিষ্যতি
প্রসাদঞ্চ ভজেন্নিত্যমুপবাসং হরের্দিনে।
ক্ষয়াচ্চ সর্ব্বপাপানাং মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥১১৫
যস্য তিষ্ঠতি গোবিন্দো মানসে চ সদৈব হি।
স এব চ লভেদ্দাস্যং স পুণ্যৈঃ পুরুষোত্তমঃ॥
জন্মকোটিসহস্রেভ্যঃ কৃত্বা সৎকর্ম্মসঞ্চয়ম্।
ক্ষয়াচ্চ সর্ব্বপাপানাং বিষ্ণোঃ কিঙ্করতাং ব্রজেৎ
ধন্যোঽসৌ মানবো লোকে বিষ্ণোঃ সাদৃশ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ১১৮
নিত্যঃ সুরবরৈঃ পূজ্যো লোকনাথোঽচ্যুতোঽব্যয়ঃ।
সুপ্রসন্নো ভবেদ্যস্য স এব পুরুষোত্তমঃ॥১১৯
তপোভির্বিবিধৈর্ধর্ম্মৈর্যজ্ঞৈর্নানাবিধৈরপি।
বিষ্ণুর্ন লভ্যতে দেবৈস্ত্বয়াসৌ বিপ্রলভ্যতে॥
সপত্নীব্যসনাদ্ ঘোরান্মাতরগ্রে প্রমোচয়।
ততো যাস্যসি দেবেশং কৃত্বা মাতুঃ প্রতিক্রিয়াম্
গৃহীত্বা জনকস্যাজ্ঞাং লব্ধা বিষ্ণোর্বরং মহৎ।
অম্বাপার্শ্বং গতো হৃষ্টস্তাং প্রণম্যাগ্রতঃ স্থিতঃ॥

বিনতোবাচ।

অভবত্তোজনং তেঽদ্য পুত্র দৃষ্টঃ পিতাপি চ।
কিমর্থং বা বিলম্বস্তে চিন্তয়া ব্যথিতা হ্যহম্॥১২৩
স মাতুর্বচনং শ্রুত্বা গরুড়ঃ প্রহসন্নিব।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং সা শ্রুত্বা বিস্মিতাভবৎ॥১২৪

করিতে পারিবে। ইহার অন্যথা হইবে না। হরি এই কথা বলিয়া সেই স্থলেই অন্তর্ধান করিলেন; গরুড়ও পিতার নিকট গিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিলেন। কশ্যপ মুনিও তাহা শুনিয়া প্রহৃষ্টমনে পুত্র গরুড়কে কহিলেন,—হে খগবর! এতাদৃশ তুমি যাহার পুত্র—সেই আমিও ধন্য, আর তোমার সেই মঙ্গলময়ী মাতাও ধন্যা; অপিচ তোমার জন্মক্ষেত্র এবং কুলও ধন্য। যাহার বংশে পুরুষোত্তম বৈষ্ণব সন্তান জন্মে, সে কোটি কুল উদ্ধার করিয়া অন্তে বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ১০২—১১৩। যে জন,নিত্য বিষ্ণুর ধ্যান পূজা কীর্ত্তন স্তোত্রপাঠ মন্ত্রজপ ও প্রসাদ ভক্ষণ করে, হরিবাসরে উপবাস করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া মুক্তিভাজন হয়, সন্দেহ নাই। যাহার মানসে সতত গোবিন্দ বিরাজ করেন, সেই জনই হরির দাস্যলাভ করিতে পারে, এবং পুণ্যফলে পুরুষোত্তম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কোটি সহস্র জন্ম যাবৎ বিবিধ সৎকর্ম্ম করিয়া তৎফলে পাতকরাশির বিনাশ করিতে পারিলে মানব বিষ্ণুর কিঙ্করতা লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। লোকে সে-ই ধন্য,সেই মানবই বিষ্ণুর সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে। সুরবরপূজ্য নিত্য লোকনাথ অচ্যুত অব্যয় হরি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, সে-ই পুরুষোত্তম। বহু তপস্যা, বিবিধ ধর্ম্মকার্য্য, কিম্বা নানাপ্রকার যজ্ঞ করিয়াও যে বিষ্ণুকে লাভ করা যায় না, তুমি তাঁহাকে বিশেষ আত্মীয়রূপেই পাইয়াছ। অতএব সম্প্রতি ঘোর সপত্নীব্যসন হইতে তোমার মাতাকে অগ্রে মোচন কর; মাতার প্রতিক্রিয়া করিয়া তারপর তুমি দেবেশ বিষ্ণুর নিকট যাইও। গরুড় এইরূপে বিষ্ণুর নিকট মহান্ অভীষ্টবর ও পিতার নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে মাতা বিনতার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে রহিলেন।১১৪—১২২। বিনতা কহিলেন,—পুত্র! তোমার ভোজন হইয়াছে? তুমি কি পিতাকে দেখিয়াছ? তোমার বিলম্বই বা হইল কেন? আমি সেই চিন্তায় ব্যথিত হইতেছিলাম। মাতার কথা শুনিয়া গরুড় হাসিতে হাসিতে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন; মাতা বিনতাও তাহা শুনিয়া

কথং দুষ্করং কর্ম্ম শিশুভাবাৎ ত্বয়া কৃতম্ ।
ধন্যাহং মে কুলং ধন্যং যত্ত্বং বিষ্ণুসখোঽভবঃ ॥
লব্ধা বরং মহাত্মানং দৃষ্ট্বা মে হৃষ্যতে মনঃ ।
পৌরুষেণ ত্বয়া বৎস উদ্ধৃতং মে কুলদ্বয়ম্ ॥১২৬

গরুড় উবাচ ।

মাতঃ কিং তে করিষ্যামি প্রিয়মেব তদুচ্যতাম্ ।
কার্য্যং কৃত্বাথ যাস্যামি পার্শ্বং নারায়ণস্য চ ॥১২৭
এতচ্ছ্রুত্বা তু সা প্রাহ গরুড়ং বিনতা সতী ।
মহদ্দুঃখঞ্চ মে চাস্তি কুরু তাত প্রতিক্রিয়াম্ ॥
ভগিনী মে সপত্নী সা পণিতাহং তয়া পুরা ।
তস্যা দাস্যমহং প্রাপ্তা কস্তারয়তি মামিতঃ ॥
কৃষ্ণং কৃত্বা বিষৈরশ্বং তস্যাঃ পুত্রৈর্মহোরগৈঃ ।
উষঃকালেঽবদৎ সা চ অশ্বোঽয়ং কৃষ্ণতাং
ব্রজেৎ ।
ততোঽহমবদং তত্র সদা চায়ং রুচা সিতঃ ॥
মিথ্যা তে বচনং তাত প্রতিজ্ঞাং সাকরোত্তদা ।
ততোঽহমব্রুবং কদ্রুং শপথং নাগমাতরম্ ॥১৩১
যদীমং কৃষ্ণতাভ্যেতি হয়েরশ্বমহং তদা ।
কৃত্বা ভবামি তে দাসীত্যহমেতত্তদাবদম্ ॥১৩২
ততস্তস্মিন্ হয়েরশ্বে কৃতে কৃষ্ণে চ কৃত্রিমৈঃ ।
তস্যাঃ পুত্রৈশ্চ ধূর্ত্তৈশ্চ দাসীত্বমগমং তদা ॥১৩৩
যস্মিন্ কালে হ্যভীষ্টঞ্চ তস্যা দ্রব্যং দদাম্যহম্ ।
তস্মিন্ কালে হ্যদাসীত্বং যাস্যামি কুলনন্দন ॥

গরুড় উবাচ ।

পৃচ্ছ শীঘ্রঞ্চ মাতস্তাং করিষ্যামি প্রতিক্রিয়াম্ ।
ভক্ষয়িষ্যামি তান্নাগান্ প্রতিজ্ঞা মে যথার্থতঃ ॥
ততঃ কদ্রুমুবাচেদং বিনতা দুঃখিতা সতী ।
অভীষ্টং বদ কল্যাণি যেন মুচ্যেয় কৃচ্ছ্রতঃ ॥১৩৬
অব্রবীৎ সা দুরাচারা পীযূষং দীয়তামিতি ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনমভবৎ সা চ নিষ্প্রভা ॥ ১৩৭

বিস্মিতা হইলেন। তিনি কহিলেন,—তুমি এই বালক অবস্থায়ই এমন দুষ্কর কর্ম্ম কি প্রকারে করিলে? তুমি যে বিষ্ণুর সখা হইয়াছ, ইহাতে আমি ধন্যা হইলাম, আমার কুলও ধন্য হইল। বৎস! তুমি যে মহাত্মা বিষ্ণুর নিকট পৌরুষ-প্রদর্শনে বরলাভ করিয়াছ, ইহা দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত হৃষ্ট হইতেছে। তুমি আমার কুলদ্বয় উদ্ধার করিলে। গরুড় কহিলেন,—মাতঃ! আপনার কোন্ প্রিয়কার্য্য করিব? আপনি তাহা বলুন। আপনার কার্য্য করিয়া পরে আমি নারায়ণের নিকট যাইব। সতী বিনতা এই কথা শুনিয়া গরুড়কে কহিলেন,—তাত! আমার একটী মহদ্দুঃখ আছে; তুমি তাহার প্রতিক্রিয়া কর। পূর্ব্বে আমার সপত্নী ভগিনী কদ্রুর নিকট আমি পণে পরাজিত হইয়া তাহার দাসী হইয়াছি; কে আমাকে ইহা হইতে ত্রাণ করিবে! তাহার পুত্র মহোরগগণ বিষদ্বারা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া সেই পণে আমাকে মিথ্যা পরাজিত করিয়াছে। একদা প্রাতঃকালে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব কোন্ বর্ণ? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ পণ করিয়া কদ্রু উহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলে, কিন্তু আমি উহা শ্বেতবর্ণ জানিতাম বলিয়াই শ্বেতবর্ণ বলি। তখন কদ্রু এ বিষয়ে পণ বন্ধন করে। আমি তখন নাগমাতা কদ্রুকে বলি যে, তোমার কথা মিথ্যা, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি সেই ইন্দ্রাশ্ব কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে তোমার দাসী হইব। তখন আমি তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলাম। তার পর তাহার ধূর্ত্ত পুত্রেরা সেই ইন্দ্রাশ্বকে কৃত্রিমতায় কৃষ্ণবর্ণ করিয়া আমার দাসীত্ব ঘটাইয়াছে। কথা আছে,—হে কুলনন্দন! যখন আমি তাহার অভীষ্ট দ্রব্য দান করিব, তখন আমার দাসীত্ব ঘুচিবে। ১২৩—১৩৪। গরুড় কহিলেন,—মাতঃ! আপনি শীঘ্র সেই বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি ইহার প্রতিক্রিয়া করিব; সেই নাগগণকে ভক্ষণ করিব; ইহা আমার যথার্থ প্রতিজ্ঞা। অতঃপর সতী বিনতা দুঃখিতচিত্তে কদ্রুকে কহিলেন,—"অয়ি কল্যাণি! তুমি তোমার যাহা অভীষ্ট বল; আমি তাহা সম্পাদন করিয়া দাস্যভাব হইতে মুক্ত হই।" ইহার উত্তরে সেই দুরাচারা কদ্রু বিনতাকে কহিলেন,—"অমৃত আনিয়া দেও।" এই কথা

ততঃ শনৈরুপাগম্য তনয়ং প্রাহ দুঃখিতা।
অমৃতং প্রার্থয়ৎ পাপা তাত কিংবা করিষ্যসি॥
শ্রুত্বা বাক্যং গরুত্মাংশ্চ মহাক্রোধসমন্বিতঃ।
অমৃতমানয়িষ্যামি মাতর্মা বিমুখী ভব॥১৩৯
এবমুক্ত্বা তু তরসা স গতঃ পিতুরন্তিকম্।
অমৃতমানয়িষ্যামি মাতুরর্থেঽধুনানঘ॥ ১৪০
স তস্য বচনং শ্রুত্বা মুনিঃ প্রাহ খগেশ্বরম্।
সত্যলোকস্য বৈ চোর্দ্ধে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতা॥
পুরী চাস্তি সভা রম্যা দেবানাং হিতহেতবে।
বহ্নিপ্রাকারদুর্লভ্যা দুর্দ্ধর্ষা চাসুরৈঃ সুরৈঃ॥১৪২
রক্ষার্থং নির্ম্মিতো দেবঃ সুরৈস্তত্র মহাবলঃ।
যং যং পশ্যতি বীরঃ স স এব ভস্মতাং ব্রজেৎ

গরুড় উবাচ।

নারায়ণান্বয়ো লব্ধো ময়া চ মুনিসত্তম।
ভয়ং নাস্তীহ মে তাত সুরাসুরগণাদপি॥১৪৪
এবমুক্ত্বা গরুত্মান্ স উদ্ধৃত্য সাগরাজ্জলম্।
জগামাকাশমাবিশ্য খগশ্চোর্দ্ধং মনোজবঃ॥১৪৫
পক্ষবাতেন তস্যৈব রজঃ সমুৎপাতং বহু।
তস্যান্তিকং ন চ ত্যক্তমগমত্তস্য তচ্চয়ঃ॥ ১৪৬
গত্বা চঞ্চুজলেনাপি বহ্নিং নির্বাপয়দ্বলী।
রজোভিঃ পরিপূর্ণাক্ষো ন সুরস্তঞ্চ পশ্যতি।
জঘান রক্ষিবর্গাংস্তানমৃতঞ্চাহরদ্বলী॥ ১৪৭
আনয়ন্তঞ্চ পীযূষং খগং গত্বা শতক্রতুঃ।
ঐরাবতং সমারূঢ়ো বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১৪৮
খগরূপধরঃ কস্ত্বং পীযূষং হরসে বলাৎ।
অপ্রিয়ং সর্ব্বদেবানাং কৃত্বা জীবে রতিঃ কথম্।

শুনিয়া বিনতা হতপ্রভা হইলেন এবং দুঃখিত চিত্তে ধীরে ধীরে আসিয়া পুত্রকে কহিলেন—হে তাত! সেই পাপিষ্ঠা অমৃত প্রার্থনা করিয়াছে; সুতরাং তুমি আর কি উপায় করিবে? এই কথা শুনিয়া গরুড় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মাতাকে কহিলেন,—মাতঃ! আপনি নিরাশ হইবেন না, আমি অমৃতও আনিয়া দিব। গরুড় মাতাকে এই কথা বলিয়া সবেগে পিতার নিকট গমন করিলেন এবং কহিলেন,—হে অনঘ পিতঃ! আমি মাতার দাস্য মোচনার্থ অমৃত আনয়ন করিব। কশ্যপমুনি তাঁহার কথা শুনিয়া সেই খগবরকে কহিলেন, সত্যলোকের ঊর্দ্ধভাগে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতা এক মহতী পুরী আছে। উহা দেবগণের হিতবিধানার্থ বিরচিতা। ঐ পুরী বহ্নি প্রাচীরে পরিবেষ্টিত বলিয়া সুরাসুরবর্গের দুরধিগম্য। তন্মধ্যে এক রমণীয়া সভা আছে। সেই সভায় এক মহাবল দেবতা বিরাজমান। তিনি অমৃত রক্ষণার্থ দেবগণ কর্ত্তৃক তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সেই বীর যাহাকে যাহাকে অবলোকন করেন সেই সেই ব্যক্তিই তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। গরুড় কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! আমিও নারায়ণের নিকট বরলাভ করিয়াছি; তাই হে তাত! সুরাসুরগণ হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। গরুড় এই বলিয়া মহাবেগে যাইয়া সাগর হইতে চঞ্চুপুটে জল উঠাইয়া লইয়া আকাশাবলম্বনে ক্রমশঃ মনের ন্যায় বেগে ঊর্দ্ধদিকে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি তখন এমন বেগে গমন করিয়াছিলেন যে, তদীয় পক্ষবায়ুতে আহত হইয়া যে ধূলিপটল গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছিল, সঙ্গত্যাগ করে নাই। বলবান্ গরুড় সেখানে যাইয়া চঞ্চুপুটস্থ জল দ্বারা তত্রত্য বহ্নিপ্রাকার নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিলেন; আর তাঁহার পক্ষবেগে যে ধূলিপটল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছিল; সেই ধূলিপটলে তত্রত্য রক্ষকদেবের অক্ষিদ্বয়ও সমাচ্ছন্ন হওয়ায় তিনিও তখন আর গরুড়কে দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং বলী বৈনতেয় তত্রত্য রক্ষিবর্গকে বিনষ্ট করিয়া অমৃত লইয়া প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্র তখন ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক গরুড়কে কহিলেন,—ওহে, খগরূপধর! তুমি কে? তুমি যে বলপূর্ব্বক পীযূষ হরণ করিতেছ,—দেবগণের এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়া কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবে? আর বাঁচিলেই

বিশিখৈরগ্নিসঙ্কাশৈর্নয়ামি যমমন্দিরম্ ॥১৫০
শ্রুত্বা বাক্যং হরেঃ কোপাদুবাচ স মহাবলঃ।
নয়ামি তব পীযূষং দর্শয়স্ব পরাক্রমম্ ॥ ১৫১
এতচ্ছ্রুত্বা মহাবাহুর্জঘান বিশিখৈঃ শিতৈঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ ॥ ১৫২
নখৈরশনিসঙ্কাশৈর্বিভেদ গরুড়ো গজম্।
মাতলিঞ্চ রথং চক্রং তথা দেবান্ পুরঃসরান্ ॥
ব্যথিতোঽসৌ মহাবাহুর্মাতলির্গজপুঙ্গবঃ।
বিমুখাঃ পক্ষবাতেন সর্ব্বে দেবগণাস্তদা ॥ ১৫৪
ততশ্চ কোপিতো জিষ্ণুর্জঘান কুলিশেন তম্।
কুলিশস্যাবপাতেন ন চ ক্ষুব্ধো মহাখগঃ ॥ ১৫৫
অমোঘং ভিদুরং দৃষ্ট্বা হরির্ভীতোঽভবত্তদা।
সন্নিবৃত্য ততো যুদ্ধাৎ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৫৬
সুতরামপি গচ্ছন্তং বেগাদ্ভূতলগাগতঃ।
অব্রবীৎ স সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বদেবগণাগ্রতঃ ॥ ১৫৭

শক্র উবাচ।

যদি দাস্যসি পীযূষমিদানীং নাগমাতরি।
ভুজগাশ্চামরাঃ সর্ব্বে ক্রিয়ন্তে হি ধ্রুবং তয়া ॥
প্রতিজ্ঞা তে ভবেন্নষ্টা ন ফলং জীবিতস্য তে
তস্মাদিদং হরিষ্যামি সম্মতেন তবানঘ ॥১৫৯

গরুড় উবাচ।

যস্মিন্ কালে হ্যদাসী সা মাতা মে দুঃখিতা সতী
বিদিতা সর্ব্বলোকেষু হরেঽমৃতং হরিষ্যসি ॥
এবমুক্তা মহাবীর্য্যো গত্বোবাচ প্রসূং তদা।
আনীতমমৃতং মাতস্তস্যা এব প্রদীয়তাম্ ॥ ১৬১
প্রোৎফুল্লহৃদয়া সা চ দৃষ্ট্বা পুত্রং সহামৃতম্।
তামাহূয়ামৃতং দত্ত্বা চাদাসীতাং তদা গতা ॥
তৃণকাষ্ঠানি ভূতানি পশবশ্চ সরীসৃপাঃ।
দৃষ্ট্বা সবিস্ময়াঃ সর্ব্বে দেবা মহর্ষয়স্তদা ॥ ১৬৩

বা কিরূপে সুখী হইবে? আমি অগ্নিসম বিশিখাঘাতে তোমাকে যমভবনে প্রেরণ করিতেছি। ১৩৫—১৫০। মহাবল গরুড় ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সকোপে কহিলেন,—আমি তোমার পীযূষ লইয়া চলিলাম, যদি পরাক্রম থাকে দেখাও। এই কথা শুনিয়া মহাবাহু ইন্দ্র নিশিত বিশিখাঘাত করিতে লাগিলেন; যেন মেরুগিরিশৃঙ্গে, জলদের জলধারা পড়িতে লাগিল। তখন গরুড়, বজ্রসদৃশ-নখরাঘাতে গজরাজকে আর ইন্দ্রের মাতলি, রথ, চক্র এবং ইন্দ্রের পুরোগামী অপরাপর দেবগণকেও বিভিন্ন করিয়া পক্ষ-বাতে সকলকেই দূরে অপসারিত করিলেন। তখন মহাবাহু মাতলি, গজরাজ এবং দেবগণ সকলেই ব্যথিত হইয়া যুদ্ধে বিমুখ হইলে ইন্দ্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া গরুড়কে কুলিশ দ্বারা আঘাত করিলেন। মহাপক্ষী গরুড় কুলিশাঘাতেও ক্ষুব্ধ হইলেন না; পরন্তু ইন্দ্র তাঁহার বজ্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া ভীত হইলেন এবং যুদ্ধ পরিহারপূর্ব্বক সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর অতিবেগগামী গরুড়ের অনুসরণ করিয়া ক্রমে ভূতলে আসিলেন এবং সর্ব্বদেবগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গরুড়কে কহিলেন,—পক্ষিবর! তুমি যদি ইদানীং এই পীযূষ নাগমাতাকে দান কর,তাহা হইলে তিনি ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই সমস্ত ভুজগবর্গকে অমর করিবেন; তাহা হইলে তুমি যে সর্পভক্ষণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সে প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে। তোমার মত বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে জীবনের আর সাফল্য কি থাকে? অতএব হে অনঘ! তোমার মত হইলে আমি ইহা হরণ করিয়া লইব। গরুড় কহিলেন,—হে ইন্দ্র! দুঃখিতা সতী মাতা বিনতা যখন সর্ব্বলোকে অদাসী বলিয়া বিদিতা হইবেন, তখন আপনি ইহা হরণ করিয়া লইতে পারেন। মহাবীর্য্য গরুড় এই বলিয়া জননীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—মাতঃ! অমৃত আনিয়াছি, আপনি ইহা সেই বিমাতাকে প্রদান করুন। ১৫১—১৬১। বিনতা তখন পুত্রকে অমৃতসহ সমাগত দেখিয়া প্রফুল্লহৃদয়া হইলেন এবং কদ্রুকে আহ্বানপূর্ব্বক অমৃত প্রদান করিয়া দাস্য হইতে মুক্তি লাভ করি-লেন। গরুড়কৃত এই মাতৃদাস্য-মোচন ব্যাপার দর্শনে তৃণ কাষ্ঠাদি স্বল্পচেতন উদ্-ভিদ্গণ, পশু সরীসৃপাদি [illegible] প্রাণিগণ

মোচয়িত্বা তু তামম্বাং গরুড়ঃ স্বস্থতাং গতঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে শক্রো জহার সহসা সুধাম্।
নিধায় গরলং তত্র তয়া চাপ্যুপলক্ষিতঃ ॥ ১৬৫
প্রহৃষ্টহৃদয়া কদ্রুঃ পুত্রানাহূয় সম্ভ্রমাৎ।
তেষাং মুখে দদৌ দৃষ্ট্বা ক্ষ্বেড়ঞ্চামৃতলক্ষণম্ ॥
তান্নুবাচ প্রসূঃ পুত্রান্ যুষ্মাকঞ্চ কুলে সদা।
মুখে তিষ্ঠত্বমী দৈবা বিন্দবশ্চাস্তু নির্বৃতাঃ ॥ ১৬৭
মহর্ষয়স্ততো দেবাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বমানুষাঃ।
চুঃ সন্তু কুলে মাতরস্মাকঞ্চ প্রসাদতঃ ॥১৬৮
নাগৈর্বিসর্জ্জিতা দেবাঃ সসিদ্ধা মুনয়স্তথা।
জগ্মুঃ স্বমালয়ং দৃষ্ট্বা নাগাঃ প্রমুদিতাঃ স্থিতাঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে নাগাংশ্চখাদ গরুড়ো বলাৎ।
দিক্ষু পলায়িতাঃ শেষাঃ পর্ব্বতেষু বনেষু চ ॥
সাগরেষু চ পাতালে বিলেষু তরুকোটরে।
নিভৃতেষু নিকুঞ্জেষু স্থিতাঃ সর্পাশ্চ নির্বৃতাঃ।
ভুজগাস্তস্য ভক্ষ্যাশ্চ সদৈব বিধিনির্ম্মিতাঃ।
স খাদয়িত্বা নাগাংশ্চ সম্ভাষ্য পিতরাবথ।
বিবুধান্ পূজয়িত্বা তু জগাম হরিমব্যয়ম্ ॥ ১৭২
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সুপর্ণচরিতং শুভম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সুরলোকে মহীয়তে ॥১৭৩

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে গরুড়োৎপত্তির্নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।
অতঃপরন্তু বিপ্রর্ষে চাণ্ডালপতিতো দ্বিজঃ।
প্রলপ্য চ বহূন্ শোকাজ্জগাম কশ্যপং মুনিম্ ॥১
গত্বোবাচ মুনিশ্রেষ্ঠ বদাস্মাকং হিতং বচঃ।
যথা পাপাদ্বিমুচ্যেঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ তথা কুরু ॥ ২

এবং দেব মহর্ষি প্রভৃতি শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তিগণ,—সকলেই বিস্মিত হইল। গরুড় এইরূপে মাতাকে দাস্যমোচিত করিয়া যখন সুখ-বিশ্রামে গমন করিলেন, সেই অবকাশে শক্র সহসা সেই সুধা অপহরণ করিলেন এবং সেখানে তৎপরিবর্ত্তে গরল স্থাপন করিলেন। কদ্রু ইহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে ব্যস্তভাবে পুত্রগণকে ডাকিয়া তাহাদিগের মুখে সেই অমৃতের ন্যায় দৃশ্যমান বিষ প্রদান করিলেন। আর কহিলেন,—তোমাদের বংশে ইহা নূতন ঘটিল। এই দেবভোগ্য দ্রব্য অতঃপর তোমাদের মুখে নিরন্তর বিরাজিত থাকুক; তোমরা অতঃপর নিতান্ত সুস্থচিত্তে থাক। তখন তথায় সমাগত দেব মহর্ষি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও মানুষগণ কদ্রুকে কহিলেন,—মাতঃ! আমাদের কুলেও আপনার প্রসাদে এইরূপ অমৃতপান জন্য শান্তি নিরন্তর বিরাজিত হউক। পরে দেব সিদ্ধ মুনিগণ নাগগণকে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। নাগগণও সানন্দমনে অবস্থান করিতে লাগিল। ইহার পর গরুড় বলপূর্ব্বক নাগগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অবশিষ্ট নাগগণ দিকে দিকে পর্ব্বতে বনে সাগরে পাতালে গর্ত্তে তরুকোটরে নিকুঞ্জে ও অন্যান্য নিভৃত স্থানে যাইয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল। সেই হইতেই নাগগণ, গরুড়ের খাদ্য হইয়াছে। ইহা ক্রমে বিধিবিহিত নিয়মের ন্যায়ই হইয়া দাঁড়াইল। সেই গরুড় এইরূপে নাগগণকে ভক্ষণ করিয়া পিতামাতার সম্ভাষণপূর্ব্বক দেবগণের অর্চ্চনান্তে অব্যয় হরির নিকটে গমন করিলেন। যে মানব প্রতিদিন এই গরুড়চরিত পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া অন্তে সুরলোকে সম্মানিত হয়। ১৬২—১৭৩।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! অতঃপর সেই চণ্ডালমধ্যগত ব্রাহ্মণ বহু বিলাপ করত কশ্যপ মুনির নিকটে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদিগকে হিতকর বাক্য বলুন; হে মুনিবর! আমি যাহাতে এই পাপ হইতে

কশ্যপ উবাচ মহাতেজা ঈষদ্ধাস্যসমন্বিতঃ।
গণদর্শনাচ্চ ম্লেচ্ছানামুপশান্তোঽসি বৈ স্বয়ম্ ॥৩
গায়ত্র্যাশ্চ জপৈর্হোমৈর্ব্রতৈশ্চান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
স্মর নিত্যং হরেঃ পাদমুপোষ্য হরিবাসরম্ ॥ ৪
অহর্নিশং হরের্ধ্যানং প্রণামং কুরু তং প্রভুম্।
তীর্থস্নানেন মন্ত্রেণ পঙ্কস্যান্তং গমিষ্যসি ॥ ৫
ততঃ পাপক্ষয়াদেব ব্রাহ্মণত্বঞ্চ লপ্স্যসে।
ব্রতৈর্বহুবিধৈর্মোক্ষং নাশয়ন্ কল্মষং দ্বিজ ॥৬
মুনেস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃতকৃত্যোঽভবত্তদা।
পুণ্যং স বিবিধং কৃত্বা পুনর্ব্রাহ্মণ্যমাপ্তবান্।
ততস্তপ্ত্বা তপস্তীব্রং স্বর্লোকং চিরমভ্যগাৎ ॥৭
সদ্বৃত্তস্যাখিলং পাপং ক্ষয়ং যাতি দিনে দিনে
অসদ্বৃত্তস্য পুণ্যং হি ক্ষয়ং যাত্যঞ্জনোপমম্

অনাচারাদ্ধতো বিপ্র আচারাৎ সুরতাং ব্রজেৎ
ততঃ কণ্ঠগতৈঃ প্রাণৈরাচারং কুরুতে দ্বিজঃ ॥
কর্ম্মণা মনসাঙ্গেন সদাচারং সদা কুরু ॥ ১০
কশ্যপস্যোপদেশেন স বিনীতোঽভবদ্দ্বিজঃ।
আচারস্তু পুনঃ কৃত্বা তপস্তপ্ত্বা দিবং গতঃ ॥১১
অনাচারী হতো বিপ্রঃ স্বর্গলোকেষু গর্হিতঃ।
আচারস্তু পুনঃ কৃত্বা সুরলোকে মহীয়তে ॥ ১২

নারদ উবাচ।

প্রাপ্নুবন্তি গতিং লোকাঃ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্
দ্বিজানাং পীড়নং কৃত্বা গতিং গচ্ছতি কাং প্রভো ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ।

ক্ষুধাসন্তপ্তদেহানাং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।
নার্চ্চয়েচ্ছক্তিতো ভক্ত্যা স যাতি নরকং নরঃ ॥১৪
পরুষেণ ক্রোশয়িত্বা ক্রোধাদ্যস্তু বিসর্জ্জয়েৎ ।
স যাতি নরকং ঘোরং মহারৌরবকৃচ্ছ্রকম্ ॥ ১৫

মুক্তিলাভ করিতে পারি আপনি দয়া করিয়া তাহা করুন। মহাতেজা কশ্যপ সেই ব্রাহ্মণকে ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন,—দ্বিজ! তুমি তোমার চতুর্দ্দিকে এই ম্লেচ্ছগণকে দেখিয়া এখন স্বয়ংই উপশান্ত হইয়াছ। তুমি এক্ষণ হইতে গায়ত্রীর জপ, হোম, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত আচরণ কর; হরিবাসরে উপবাস করিয়া হরির আরাধনায় রত হও; অহর্নিশ প্রভু হরিকে স্মরণ কর, ধ্যান কর, প্রণাম কর, তীর্থস্নান কর, আর মন্ত্র উচ্চারণ কর। এইরূপ করিলেই তুমি তোমার এই পাতক-রাশি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। পাপক্ষয় হইলে তারপর তুমি ব্রাহ্মণত্বও প্রাপ্ত হইবে। দ্বিজ! তুমি সমধিক পুণ্যজনক ব্রতানুষ্ঠানের ফলে কল্মষ বিদূরিত করিয়া অন্তে মোক্ষও লাভ করিতে পারিবে। কশ্যপ মুনির কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ তখন আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন এবং বিবিধ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণত্বও প্রাপ্ত হইলেন। তার পর তিনি তীব্র তপস্যা করিয়া চিরকাল স্বর্গবাসে অধি-কারী হইলেন। সদ্বৃত্ত ব্যক্তির সমস্ত পাতকই দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া থাকে; আর অসদ্বৃত্তের পুণ্য দোয়াতের কালির মত ক্ষয় পাইয়া থাকে। বিপ্র অনাচারে অধঃ পতিত হয়, কিন্তু সদাচারে সুরতা লাভ করিতে পারে। সেই জন্য দ্বিজগণ প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও সদাচার করিতে কুণ্ঠিত হন না। তুমিও কর্ম্ম মন ও শরীর দ্বারা সর্ব্বদা সদাচার করিও। ১—১০। কশ্যপের উপদেশে সেই বিপ্র শিক্ষিত ও সদাচারী হইয়াছিল এবং পরে সদাচার করিয়া স্বর্গলাভে সমর্থ হইয়াছিল। অনাচারী বিপ্র মৃতবৎ, স্বর্গলোকে সকলেই তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে; আর সদাচার করিলে সুরলোকে সম্মান লাভ করে। নারদ কহিলেন,—প্রভু! লোক সকল দ্বিজগণের অর্চ্চনা করিয়া সদ্‌গতি লাভ করে; পরন্তু দ্বিজগণের পীড়ন করিয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়? ব্রহ্মা কহিলেন,—যে মানব ক্ষুধাসন্তপ্তদেহ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের যথাশক্তি ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা না করে, সে নরকে গমন করে। অপিচ তাঁহাকে ক্রোধবশে পরুষভাষায় দুর্ব্বাক্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিলে সে অতি ক্লেশ-প্রদ মহারৌরব নামক ঘোর নরকে গমন

সম্প্রিবৃত্তস্ততঃ কীটাদ্যন্ত্যজাতিষু জায়তে।
ততো রোগী দরিদ্রস্থ ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ॥ ১৬
নাবমন্যেত্ততো বিপ্রং ক্ষুধয়া গৃহমাগতম্॥ ১৭
ন দদামীতি যো ব্রূয়াদ্দেবাগ্নিব্রাহ্মণেষু সঃ।
তির্য্যগ্‌যোনিশতং গত্বা চাণ্ডাল্যমুপগচ্ছতি॥ ১৮
পাদমুদ্যম্য যো বিপ্রং হন্তি গাং পিতরৌ গুরুম্
রৌরবে নিয়তো বাসস্তস্য নাস্তীহ নিষ্কৃতিঃ॥১৯
যদি পুণ্যাস্তবেজ্জন্ম স এব পঙ্গুতাং ব্রজেৎ।
অতিদীনো বিষাদী চ দুঃখশোকাভিপীড়িতঃ।
এবং জন্মত্রয়ং প্রাপ্য ভবেত্তস্য চ নিষ্কৃতিঃ॥ ২০
মুষ্টিচপেটকীলৈশ্চ হন্যাদ্বিপ্রস্তু যঃ পুমান্।
তাপনে রৌরবে ঘোরে কল্পান্তং সোঽপি
তিষ্ঠতি॥ ২১
অথ জন্ম সমাসাদ্য কুক্কুরঃ ক্রূরচণ্ডকঃ।
অন্ত্যজাতিষু জাতোঽপি দরিদ্রঃ কুক্ষিশূলবান্

পাদমুদ্যচ্ছতে বা যস্তস্য পাদে শিলীপদঃ।
খঞ্জো বা মন্দজঙ্ঘো বা খণ্ডপাদো ভবেন্নরঃ।
পক্ষবাতেন চাঙ্গানি প্রকম্পন্তে সদৈব হি॥২৩
মাতরং পিতরং বিপ্রং স্নাতকঞ্চ তপস্বিনম্।
হত্বা গুরুগণং ক্রোধাৎ কুম্ভীপাকে চিরং ভবেৎ
উষিত্বা চৈব জায়েত কীটজাতিষু তৎপরম্॥২৫
বিরুদ্ধং পরুষং বাক্যং যো বদেদ্ধি দ্বিজাতিষু
অষ্টৌ কুষ্ঠাঃ প্রজায়ন্তে তস্য দেহে দৃঢ়ং সুত।
বিচর্চ্চিকাথ দদ্রুশ্চ মণ্ডলঃ শুক্তিসিধ্মকৌ।
কালকুষ্ঠস্তথা শুক্লস্তরুণশ্চাতিদারুণঃ॥ ২৭
ততো ভিষক্‌প্রয়োগে চ পাপাৎ পুণ্যং
পলায়তে।
অপুণ্যাজ্জলরেখেব তেনৈব নিধনং ব্রজেৎ॥২৮
এষাং মধ্যে মহাকুষ্ঠাস্ত্রয় এব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কালকুষ্ঠস্তথা শুক্লস্তরুণশ্চাতিদারুণঃ॥ ২৯

করে। তারপর কীটাদি যোনিতে তাহার জন্ম হয় এবং ক্রমে অন্ত্য চণ্ডালাদি যোনিতে জন্মিয়া রোগী দরিদ্র ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত কদাচ গৃহাগত ক্ষুধার্ত্ত বিপ্রকে অবমানিত করিতে নাই। যে নর, দেবতা অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে দেওয়ার প্রসঙ্গে "দিব না" বলে, সে শতবার তির্য্যগ্‌-যোনি ভোগ করিয়া শেষে চণ্ডালতা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বিপ্র, গো, পিতামাতা কিম্বা অন্য গুরুজনগণের প্রতি পাদপ্রহারের উদ্যম করে, কিম্বা প্রহার করে, তাহার নিয়ত কাল রৌরব নরকেই বাস হয়; কদাচ নিষ্কৃতি লাভ হয় না। তবে যদি তাহার তেমন কোনও পুণ্য থাকে, তাহা হইলে সে পুনরায় সংসারে অতি দরিদ্র মহা বিষাদগ্রস্ত দুঃখ-শোকসমাক্রান্ত পঙ্গু হইয়া জন্মে। এইরূপ তিন জন্মের পর তাহারও নিষ্কৃতি হইতে পারে। ১১—২০। যে পুরুষ, মুষ্টি চপেট ও কীল দ্বারা ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, সেও কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত ঘোর সন্তাপময় রৌরব নরকে বাস করিয়া থাকে। তারপর প্রথমে অতি ক্রূর চণ্ডস্বভাব কুক্কুর হইয়া জন্মে, পরে অন্ত্যযোনিতে দরিদ্র ও কুক্ষি-শূলবান্ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি কেবল মাত্র প্রহারার্থ পাদ উত্তোলন করে, তাহার পাদে শ্লীপদ (গোদ) হয়, অথবা সে খঞ্জ কিম্বা জঙ্ঘাবলহীন অথবা খণ্ডপাদ (যাহার একপাদ অপেক্ষা অন্যপাদ ছোট) হয়। আর সে গাত্রকম্প রোগে নিয়ত ক্লেশ-ভোগ করে। মাতা পিতা বিপ্র স্নাতক তপস্বী ও অপরাপর গুরুজনগণকে ক্রোধ-বশে প্রহার করিলে দীর্ঘকাল কুম্ভীপাক নরকে বাস করিয়া পরে কীটযোনি লাভ করে। হে পুত্র! যে ব্যক্তি দ্বিজাতিগণের প্রতি বিরুদ্ধ পরুষবাক্য প্রয়োগ করে, তাহার শরীরে বিচর্চ্চিকা, দদ্রু, মণ্ডল, শুক্তি, সিধ্ম, কালকুষ্ঠ, শুক্ল ও অতিদারুণ তরুণ নামক কুষ্ঠ—এই অষ্টবিধ কুষ্ঠ জন্মে; এবং চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসা করাইলেও সেই পাত-কের ফলে জলরেখার ন্যায় তাহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়, ও পাপপ্রভাবে ক্রমে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই অষ্টবিধ কুষ্ঠের মধ্যে কালকুষ্ঠ, শুক্ল ও অতিদারুণ তরুণ

মহাপাতকভাবানাং জ্ঞানাৎ সংসর্গতোঽপি বা
অতিপাতকিনামেব ত্রয়ো দেহে ভবন্তি বৈ ॥৩০
সংসর্গাৎ সহ সম্বন্ধাদ্রোগঃ সঞ্চরতে নৃণাম্।
দূরাৎ পরিত্যজেদ্ধীরঃ স্পৃষ্ট্বা স্নানং সমাচরেৎ
পতিতং কুষ্ঠসংযুক্তং চাণ্ডালঞ্চ গবাশিনম্।
শ্বানং রজস্বলাং ভিল্লং স্পৃষ্ট্বা স্নানং সমাচরেৎ
দুরিতস্যানুরূপেণ দেহে কুষ্ঠা ব্যবস্থিতাঃ।
ইহ লোকে পরত্রৈবাপ্যত্র নাস্তি তু সংশয়ঃ ॥৩৩
ন্যায়েনোপার্জ্জিতাং বৃত্তিং ব্রহ্মস্বং হরতে তু যঃ
অক্ষয়ং নরকং প্রাপ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৩৪
পিশুনো যস্তু বিপ্রাণাং রন্ধ্রান্বেষণতৎপরঃ।
তং দৃষ্ট্বাপ্যথবা স্পৃষ্ট্বা সচেলো জলমাবিশেৎ ॥
ব্রহ্মস্বং প্রণয়াদ্ভুক্তং দহত্যাসপ্তমং কুলম্।
বিক্রমেণ তু ভুঞ্জানো দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥
ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রকম্ ॥৩৭
মোহাচ্চ মাতরং গত্বা ব্রাহ্মণীঞ্চ গুরোঃ স্ত্রিয়ম্
পতিত্বা রৌরবে ঘোরে পুনরুৎপত্তিদুর্লভঃ ॥৩৮
পতন্তি পিতরস্তস্য কুম্ভীপাকেঽথ তাপনে।
অবীচিকালসূত্রে চ মহারৌরবরৌরবে।
কদাচিদপি বা তেষাং নিষ্কৃতিং নানুমেনিরে ॥
প্রাণং হত্বা দ্বিজাতীনাং স্বয়ং যাত্যপুনর্ভবম্।
পতন্তি পুরুষাস্তস্য রৌরবে চ সহস্রশঃ ॥ ৪০

নারদ উবাচ।

সর্ব্বেষামেব বিপ্রাণাং বধে চ পাতকং সমম্ ॥
বিষমং বা কুতস্তিষ্ঠেত্তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ।

হত্বা বিপ্রং এবং পুত্র পাতকং যদুদাহৃতম্।
লভতে ব্রহ্মহা ঘোরং বক্ষ্যাম্যপরং শৃণু ॥ ৪২

নামক কুষ্ঠ—এই তিনটী মহাকুষ্ঠ। এই তিনটী কুষ্ঠ জ্ঞানতঃ মহাপাতকানুষ্ঠান, ও মহাপাতকীর সংসর্গ এবং অতিপাতক করিলেই তাহাদিগের দেহে প্রকাশ পায়। ২১—৩০। সংসর্গ ও একত্র উপবেশনাদি সম্বন্ধ ঘটিলে নরদেহে রোগ সঞ্চারিত হয়। অতএব ধীর ব্যক্তি দূর হইতেই তাদৃশ রোগীকে পরিহার করিবে এবং স্পর্শ করিলে স্নান করিবে। পতিত, কুষ্ঠী, চণ্ডাল, গোখাদক, কুক্কুর, রজস্বলা ও ভিল্ল,—ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। ইহলোকেই হউক কিম্বা পরলোকেই হউক, পাতকের অনুরূপ কুষ্ঠরোগ দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে; ইহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ন্যায়োপার্জ্জিত ধন অপহরণ করে, সে অক্ষয় নরক-ভাজন হয়; তাহার আর জন্ম হয় না। যে জন খলস্বভাব নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণের ছিদ্র অন্বেষণে তৎপর, তাহাকে দেখিয়া বা স্পর্শ করিয়া পরিধেয় বসনের সহিতই জলে অবগাহন করিবে। ব্রহ্মস্ব যদি বন্ধুভাবেও ভোগ করে, তথাপি সপ্তম কুল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়, আর যদি বলপূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব ভোগ করে, তাহা হইলে অতীত দশ পুরুষ ও ভবিষ্য দশ পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যায়। বিষকে বিষ বলা যায় না পরন্তু ব্রহ্মস্বকেই প্রকৃত বিষ বলে। কারণ বিষ কেবল একজনকেই নাশ করে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব পুত্রপৌত্রাদিও বিনষ্ট করিয়া থাকে। মোহবশেও যদি মাতা ব্রাহ্মণী কিম্বা গুরুপত্নী গমন করে, তবে সে ঘোর রৌরব নরকে পতিত হইয়া থাকে; তাহার পুনর্জন্ম দুর্লভ হয়। তাহার পিতৃলোক কুম্ভীপাক তাপন অবীচি কালসূত্র মহারৌরব ও রৌরব নরকে পতিত হয়। কদাচিৎ তাহাদিগের যে নিষ্কৃতিলাভ হইবে, মনীষিগণ তাহাও অনুমান করেন নাই। যদি দ্বিজাতিগণের প্রাণনাশ করে তবে সে পুনর্জন্মরহিত ঘোর নরকে পতিত হয় এবং তাহার সহস্র সহস্র পিতৃপুরুষ রৌররে পতিত হইয়া থাকে। ৩১—৪০। নারদ কহিলেন,—সমস্ত ব্রাহ্মণের বধেই কি সমান পাতক হয়? না ব্রাহ্মণভেদে অসমান পাতক হয়? কেনইবা এরূপ তারতম্য ঘটে? যথাযথ ইহা বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—পুত্র! ব্রহ্মহত্যা করিলে যে ঘোর পাতক হয় বলিয়া নিরূপিত আছে, সাধারণ ব্রহ্মহত্যায় তাহাই

লক্ষকোটিসহস্রাণাং ব্রাহ্মণানাং বধং ভজেৎ
বেদশাস্ত্রযুক্তং হত্বা শ্রোত্রিয়ং বিজিতেন্দ্রিয়ম্ ॥
বিপ্রঞ্চ বৈষ্ণবং হত্বা তস্মাদ্দশগুণোত্তরম্।
স্ববংশান্ পাতয়িত্বা তু পুনর্জন্ম ন বিন্দতে ॥৪৪
ত্রিবেদং স্নাতকং হত্বা বধস্যান্তং ন বিন্দতে ॥
শ্রোত্রিয়ঞ্চ সদাচারং তীর্থমন্ত্রপ্রপূতকম্।
ঈদৃশং ব্রাহ্মণং হন্তুঃ পাপস্যান্তো ন বিদ্যতে ॥
অপকারং সমুদ্দিশ্য দ্বিজঃ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
দৃশ্যতে যেন চান্যেন ব্রহ্মহা স ভবেন্নরঃ ॥ ৪৭
বচোভিঃ পরুষৈর্ব্বৈস্তৈঃ পীড়িতস্তাড়িতো দ্বিজঃ।
যমুদ্দিশ্য ত্যজেৎ প্রাণাংস্তমাহুর্ব্রহ্মঘাতিনম্ ॥
ঋষয়ো মুনয়ো দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিদস্তথা।
দেশানাং পার্থিবানাঞ্চ সা চ বধ্যা ভবেদিহ ॥৪৯
অতো ব্রহ্মবধং প্রাপ্য পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।

প্রায়োপবেশকং বিপ্রং বুধঃ সম্মানয়েদ্ ধ্রুবম্।
দোষৈশ্চাপি বিনির্ম্মুক্তমুদ্দিশ্য প্রাণমুৎসৃজেৎ।
স প্রলিপ্তো বধৈর্ঘোরৈর্ন তু যং পরিকীর্ত্তয়েৎ
আত্মঘাতং দ্রুমারোহং কোটরৈরুপজীবনম্।
যঃ কুর্য্যাদাত্মনো ঘাতং স্ববংশে ব্রহ্মহা ভবেৎ
ভ্রূণঞ্চ ঘাতয়েদ্‌যস্তু শিশুং বাপ্যাতুরং গুরুম্।
ব্রহ্মহা স্বয়মেব স্যান্ন তু যং পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥৫৩
মারয়েচ্চ সগোত্রং বা ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণাধমঃ।
তস্যৈব তদ্ভবেৎ পাপং ন তু যং পরিকীর্ত্তয়েৎ
পীড়য়িত্বা দ্বিজং শূদ্রঃ স্বকার্য্যং চাপি সাধয়েৎ।
তত্রাপাপে চ শূদ্রস্য পাতকং নান্যথা ভবেৎ।
তাৎকালিকবধং হত্বা হন্তারমাততায়িনম্।
ন চ হন্তা চ তৎপাপৈর্লিপ্যতে দ্বিজসত্তম ॥ ৫৬

হয়, এ সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য শ্রবণ কর। সহস্র লক্ষ কোটি ব্রহ্মহত্যা করিলে যে পাতক হয়, একজন বেদশাস্ত্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলেও সেই পাতকই হইয়া থাকে। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের হত্যায় তদপেক্ষাও দশগুণ অধিক পাপ হয়। তাহার ফলে তাহার সমগ্র বংশই নরকভাগী হয়, তাহার আর নরকবাসান্তে পুনর্জন্ম হয় না। ত্রিবেদী স্নাতক ব্রাহ্মণের হত্যায় পাতকের আর সীমা থাকে না। শ্রোত্রিয় সদাচারপর তীর্থ ও মন্ত্র দ্বারা পবিত্র ব্রাহ্মণকে বধ করিলে সে পাপেরও অন্ত থাকে না। যৎকৃত অপকারের উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি এবং যাহার সাক্ষাতে তাদৃশ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, সেই-ব্যক্তি উক্ত ব্রহ্মহত্যাপাপে পাপী হয়। যাহার পরুষবাক্য ব্যবহার ও তাড়নাদির দ্বারা পীড়িত হইয়া কোনও বিপ্র প্রাণত্যাগ করে, ঋষি মুনি দেবতা ব্রহ্মবিদ্ ইঁহারা সকলেই তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলেন এবং তদ্দেশবাসীদিগের ও তত্রত্য রাজারও সেই পাতকের অংশ ভোগ করিতে হয়। সুতরাং ইহারাও সেই ব্রহ্মহত্যাপাতকে নরকে পচিতে থাকে। নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ যদি প্রায়োপবেশন করেন, তবে ধীমান্ ব্যক্তির তাঁহাকে নিশ্চয়ই সম্মান করা কর্ত্তব্য। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন, সে এমন ঘোরপাতকে লিপ্ত হয় যে তাহা কীর্ত্তন করিয়া উঠিতে পারা যায় না। ৪১—৫১। যদি কেহ কাহাকেও বৃক্ষারোহণে কিম্বা বৃক্ষকোটরগত পক্ষ্যাদি সংগ্রহ দ্বারা জীবিকার্জ্জনে পরামর্শ দিয়া তাহার আত্মহত্যা ঘটায় কিম্বা স্বয়ং আত্মঘাতী হয়, সে তাহার বংশে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া গণ্য হয় অর্থাৎ তাহার সেই দুষ্কর্ম্মের ফলে তদীয় বংশেও কিঞ্চিৎ ব্রহ্মহত্যাপাপ সঞ্চারিত হয়। আর যদি কেহ ভ্রূণহত্যা শিশুহত্যা আতুর-হত্যা বা গুরুজনের হত্যা করায় তবে তাহারও এমন ব্রহ্মহত্যা পাতক হয় যে, তাহা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা যায় না। যে ব্রাহ্মণাধম কোনও সগোত্র ব্রাহ্মণকে হত্যা করায়, তাহারই সেই পাতক হয়, যে ব্যক্তি হত্যা করে, সে পাপী হয় না। যদি কোনও শূদ্র কোনও নিষ্পাপ দ্বিজের পীড়া ঘটাইয়া স্বকার্য্য সাধন করে, তবে তজ্জন্য সেই শূদ্রেরই পাতক হইবে, যাহাকে দিয়া পীড়া

আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তগং রণে।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসেচ্চ ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ
অগ্নিদো গরদশ্চৈব ধনহারী চ সুপ্তগঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ ॥৫৮
খলো রাজবধোদ্যোগী পিতৃণাঞ্চ বধে রতঃ।
অনুযায়ী নৃপো রাজ্যশ্চস্থারশ্চাততায়িনঃ ॥ ৫৯
তৎক্ষণান্ন মৃতং বিপ্রং পুনর্হন্তুং ন যুজ্যতে।
পুনর্হত্বা বধং ঘোরং জ্ঞানাৎ প্রাপ্নোতি
নিশ্চিতম্ ॥ ৬০
লোকে বিপ্রসমো নাস্তি পূজনীয়ো জগদ্‌গুরুঃ
হত্বা তং যম্ভবেৎ পাপং তৎপরঞ্চ ন বিদ্যতে ॥
দেববৎপূজনীয়োঽসৌ দেবাসুরগণৈর্নরৈঃ।
ব্রাহ্মণস্ত সমো নাস্তি ত্রিষু লোকেষু নিশ্চিতম্

জন্মাইবে, তাহার হইবে না। হে দ্বিজ-সত্তম! হননার্থ সমাগত আততায়ীকে তৎকালে হত্যা করিলে হন্তা পাপলিপ্ত হয় না। বিপদ স্থলে হননার্থ সমাগত আততায়ী ব্যক্তি যদি বেদান্তপারগামীও হন, তথাপি তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে; তাহাতে ব্রহ্মঘাতী হইতে হয় না। গৃহদাহে অগ্নিপ্রদাতা, বিষদাতা, ধনাপহর্ত্তা, নিদ্রিতাবস্থায় হত্যোদ্যমকারী, ক্ষেত্রাপহরণকারী ও দারাপহর্ত্তা—এই ছয় জনকে আততায়ী বলে। আর খল, রাজহত্যোদ্‌যোগী, পিতৃপিতামহাদির হত্যাকারী, এবং রাজার রাজ্যগ্রহণাভিলাষী অনুগত অপর রাজা—ইহারাও আততায়ী বলিয়া গণ্য। কিন্তু এইরূপ আততায়ী বিপ্রকে হননার্থ আঘাত করিলেও তিনি যদি তৎক্ষণাৎ মৃত না হন, তবে পুনরায় তাঁহাকে আঘাত করিবে না; জ্ঞানতঃ পুনঃ প্রহার দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিলে ঘোর ব্রহ্মহত্যা পাপে নিশ্চয়ই পাপী হইতে হইবে।৫২—৬০। লোকে ব্রাহ্মণের সমান পূজনীয় আর কিছু নাই; তাঁহারা জগতের গুরু; তাঁহাকে হত্যা করিলে যে পাপ হয়, তদপেক্ষা অধিক পাতক আর নাই। তিনি সুরাসুরনরগণের দেববৎ পূজনীয়। ত্রিলোকে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ আর কেহই নাই। ইহা নিশ্চয়।

নারদ উবাচ।
কাং বৃত্তিং সমুপাশ্রিত্য জীবিতব্যং দ্বিজেন হি
অপাপেন সুরশ্রেষ্ঠ তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি ॥ ৬৩
ব্রহ্মোবাচ।
অযাচিতা চ যা ভিক্ষা প্রশস্তা সা প্রকীর্ত্তিতা।
উঞ্ছবৃত্তিস্ততো ভদ্রা সুভদ্রা সর্ব্ববৃত্তিষু ॥ ৬৪
যামাশ্রিত্য মুনিশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তি ব্রহ্মণঃ পদম্।
দক্ষিণা যজ্ঞশেষাণাং গ্রাহ্যা যজ্ঞাগতেন হি।
পাঠনং যাজনং কৃত্বা গ্রহীতব্যং ধনং দ্বিজৈঃ।
পাঠয়িত্বা পঠিত্বা চ কৃত্বা স্বস্ত্যয়নং শুভম্।
ব্রাহ্মণানামিদং জীব্যং শিষ্টা বৃত্তিঃ প্রতিগ্রহঃ ॥
শাস্ত্রোপজীবিনো ধন্যা ধন্যা বৃক্ষোপজীবিনঃ।
ধন্যা বৃক্ষলতাজীব্যা বাটীশস্যোপজীবিনঃ ॥ ৬৭
অন্নজং তু বধে পাপং তস্য দোষোপশান্তয়ে।
নবধান্যানি শস্তানি বিপ্রেভ্যঃ সম্প্রদাপয়েৎ ॥
ন চেৎ প্রাণিবধে হ্যত্র ক্ষীয়েন্তে চায়ুষো ধ্রুবম্

নারদ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ কোন্ অপাপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন; তাহা যথার্থরূপে বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—অযাচিতা ভিক্ষা প্রশস্ত বৃত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত। তদপেক্ষাও উঞ্ছবৃত্তি শুভা; উহা সমস্ত বৃত্তির মধ্যেই সুপ্রশস্ত বলিয়া নিরূপিত। ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই মুনিশ্রেষ্ঠগণ ব্রহ্মপদবী লাভ করিয়া থাকেন। যজ্ঞশেষ করিয়া তাহার দক্ষিণাও যজ্ঞে ব্রতী বিপ্রের গ্রাহ্য প্রশস্ত বৃত্তি। দ্বিজগণ যাজন ও অধ্যাপন করিয়া ধনগ্রহণ করিবেন। পাঠ করাইয়া, পাঠ করিয়া এবং শুভ স্বস্ত্যয়ন করিয়া তল্লব্ধ ধনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ-করিবেন। ব্রাহ্মণগণের এই কয়টীই জীবিকা। এতদ্ভিন্ন আরও একটী বৃত্তি আছে, তাহা প্রতিগ্রহ। যাঁহারা শাস্ত্রোপজীবী তাঁহারা ধন্য, বৃক্ষোপজীবীরাও ধন্য, তরুলতাজীবীরাও ধন্য, আর বাগান বা শস্য দ্বারা যাহারা জীবিকার্জ্জন করে, তাহারাও ধন্য। অন্নসংগ্রহ করিতে সকলেরই বিবিধ প্রাণিবধ

তস্মাদ্দদ্যাৎ সুবহূনি পিতৃদেবদ্বিজাতিষু।
অভাবাৎ ক্ষত্রিয়া বৃত্তির্ব্রাহ্মণৈরুপজীব্যতে।
ন্যায়যুদ্ধেষু যোদ্ধব্যং চরেদ্বীরব্রতং শুভম্॥ ৭০
স তয়া চ দ্বিজো বৃত্ত্যা যদ্ধনং লভতে নৃপাৎ।
পিতৃযজ্ঞাদিদানেষু মেধ্যং তদ্ধনমুচ্যতে॥ ৭১
সমভ্যসেদ্ধনুর্ব্বিদ্যাং বেদযুক্তাং সদানঘঃ।
শক্তিকুন্তগদাখড়্গ-পরিঘানাং সমস্ততঃ॥ ৭২
অশ্বারোহং গজারোহমৈন্দ্রজালমমানকম্।
রথভূমিগতং যুদ্ধং যুক্তং সর্ব্বত্র কারয়েৎ॥ ৭৩
দ্বিজদেবস্থবিরাণাঞ্চ স্ত্রীণাং বৃত্তং তপস্বিনাম্।
সাধুসাধ্বীগুরূণাঞ্চ নৃপাণাং রক্ষণাদ্ ধ্রুবম্॥
যৎপুণ্যং লভ্যতে শূরৈঃ কথং তদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ
সর্ব্বপাপক্ষয়ং কৃত্বা সোঽক্ষয়ং স্বর্গমশ্নুতে॥ ৭৫

সম্মুখে ন্যায়যুদ্ধে চ পতন্তি ব্রাহ্মণা রণে।
তে ব্রজন্তি পরং স্থানং ন গম্যং ব্রহ্মবাদিনাম্
ধর্ম্মযুদ্ধস্য যদ্বৃত্তং শৃণু পুণ্যং যথার্থতঃ॥ ৭৭
সম্মুখেন প্রযুধ্যন্তে ন চ গচ্ছন্তি কাতরম্।
ন স্থয়ং পৃষ্ঠতো ঘ্নন্তি নিঃশস্ত্রং প্রপলায়িতম্।
অযুধ্যমানং ভীরুঞ্চ পতিতং গতকল্মষম্।
অসচ্ছূদ্রং স্তুতিপ্রীতমাহবে শরণাগতম্।
হত্বা চ নরকং যান্তি দুর্বৃত্তা জয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৭৯
এষা চ ক্ষত্রিয়া বৃত্তিঃ সদাচারৈশ্চ গীয়তে।
যামাশ্রিত্য দিবং যান্তি সর্ব্বক্ষত্রিয়কুঞ্জরাঃ॥ ৮০
ধর্ম্মযুদ্ধে শুভো মৃত্যুঃ সম্মুখে ক্ষত্রিয়স্য চ।
অত্র মৃতো ভবেৎ সোঽপি সর্ব্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে॥ ৮১
স তিষ্ঠেৎ স্বর্গলোকে চ প্রাসাদে রত্নভূষিতে।
জাম্বূনদময়স্তম্ভে রত্নভূষিতভূতলে॥ ৮২

জনিত পাতক ঘটিয়া থাকে, সেই দোষের শান্তির নিমিত্ত প্রশস্ত নবধান্য ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবে, নচেৎ এ বিষয়ে প্রাণিবধ-জনিত পাতকে নিশ্চয়ই আয়ুঃক্ষয় হয়। অতএব পিতৃ দেবতা ও দ্বিজগণকে সুবহু দান করা কর্ত্তব্য। এই সকল বৃত্তিতে অভাব-পূরণ না হইলে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। তদর্থে ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিবে। শুভ বীরব্রত অবলম্বন করিবে। ৬১—৭০। এই বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ রাজার নিকট যে ধনলাভ করিবে, সেই ধন তাঁহার শ্রাদ্ধ যজ্ঞদানাদিকার্য্যে পবিত্র বলিয়াই কথিত আছে। নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ বেদের সহিত ধনুর্ব্বিদ্যা, শক্তি কুন্ত গদা খড়্গ পরি-ঘাদিপ্রয়োগ, অশ্বারোহণ, গজারোহণ, ইন্দ্র-জাল, এবং রথযুদ্ধ ও ভূমিযুদ্ধ ইত্যাদি সর্ব্ববিধ যুদ্ধবিদ্যা নিরভিমানে মনোযোগ সহকারে শিক্ষা করিবে। দ্বিজ, দেবতা, স্থবির, স্ত্রীলোক, তপস্বী, সাধু, সাধ্বী, গুরু-জন এবং রাজা ইহাঁদের চরিত্র রক্ষা করিলে শূরগণ যে পুণ্যলাভ করিতে পারে, ব্রহ্মবাদী-রাই বা তাহা কি প্রকারে পাইবে? বস্তুতঃ সেই বীরব্যক্তি এই সকল কার্য্যের ফলে অক্ষয় স্বর্গভোগে সমর্থ হয়। ৭১—৭৫। যে সকল ব্রাহ্মণ সম্মুখযুদ্ধে দেহপাত করেন, তাঁহারা যে স্থানে ব্রহ্মবাদীরাও গমনে সমর্থ নহেন,সেই পরম স্থানে গমন করিয়া থাকেন; এক্ষণে ধর্ম্মযুদ্ধের বিবরণ ও উহার পুণ্যকথা যথাযথ শ্রবণ কর। যাহারা সম্মুখভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করে, যুদ্ধে কাতর হয় না, কেহ নিরস্ত্র পরাজিত হইয়া পরাঙ্মুখ কিম্বা পলায়ন-পর হইলে তাহাকে তাহার পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া প্রহার করে না, তাহারাই ধর্ম্মযোধী। অযুধ্যমান, ভীরু, পতিত, অন্যরূপ বিপদ্গ্রস্ত, অসৎ, শূদ্র, স্তুতিপ্রিয়, ও শরণাগত,—যুদ্ধে এই সমস্ত ব্যক্তিকে যে সকল দুর্ব্বৃত্ত জয়া-ভিলাষীরা আঘাত করে, তাহারা নরকগামী হয়। সমস্ত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠেরা যে বৃত্তির আশ্রয়ে স্বর্গবাসী হন, সেই ক্ষত্রিয়বৃত্তি এই কহিলাম। সদাচারপর মহাজনেরা এইরূপ গান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রুর সম্মুখে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু শুভকর; সেই ক্ষত্রিয় এরূপ যুদ্ধে মরণান্তে পবিত্র হয়; সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। ৭৭—৮১। সে স্বর্গলোকে যাইয়া এমন রত্নভূষিত প্রাসাদে বাস করে, যাহার স্তম্ভসমূহ জাম্বূনদময়,

ইষ্টদ্রব্যৈঃ সুসম্পূর্ণে দিব্যবস্ত্রোপশোভিতে।
পুরতঃ কল্পবৃক্ষাশ্চ তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদায়িনঃ ॥ ৮৩
বাপীকূপতড়াকাদ্যৈরুদ্যানৈরুপশোভিতে।
যৌবনাঢ্যাশ্চ সেবন্তে তং দেবপুরকন্যকাঃ ॥ ৮৪
তস্যাগ্রতো মুদা নিত্যং নৃত্যন্ত্যপ্সরসাং গণাঃ।
গীতং গায়ন্তি গন্ধর্ব্বা দেবাশ্চ স্তুতিপাঠকাঃ ॥
এবং ক্রমেণ কল্পান্তে সার্ব্বভৌমো ভবেন্নৃপঃ।
সর্ব্বভোগৈককর্ত্তা চ নীরুঙ্মন্মথবিগ্রহঃ ॥ ৮৬
তস্য পত্ন্যঃ প্ররূপাঢ্যাঃ সদৈব যৌবনান্বিতাঃ।
ধর্ম্মশীলাঃ সুতাঃ শুভ্রাঃ সমৃদ্ধাঃ পিতৃসম্মতাঃ ॥৮৭
এবং ক্রমেণ ভুঞ্জন্তি সপ্তজন্মসু ক্ষত্রিয়াঃ।
অন্যায়েন তু যোদ্ধারস্তিষ্ঠন্তি নরকে চিরম্ ॥৮৮
এবঞ্চ ক্ষত্রিয়া বৃত্তির্ব্রাহ্মণৈরুপজীব্যতে।
বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈস্তথান্যৈশ্চাপ্যন্ত্যজৈর্ম্লেচ্ছজাতিভিঃ

যে চ যোধাঃ প্রযুধ্যন্তে ন্যায়যুদ্ধেন সর্ব্বদা।
তেঽপি যান্তি পরং স্থানং সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ
ন শূদ্রো যো দ্বিজো ভীরুরস্ত্রশস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ।
বিপত্তৌ বৈশ্যবৃত্তিঞ্চ কারয়েদ্দ্বিজসত্তম ॥৯১
বৈশ্যবৃত্তিং বণিগ্ভাবং কৃষিঞ্চৈব তথাপরৈঃ।
কারয়েৎ কৃষিবাণিজ্যং বিপ্রকর্ম্ম ন চ ত্যজেৎ
বণিগ্ভাবান্মৃষাত্যুক্তৌ দুর্গতিং প্রাপ্নুয়াদ্দ্বিজঃ
আর্দ্রদ্রব্যং পরিত্যজ্য ব্রাহ্মণো লভতে শিবম্।
সমুৎপাদ্য ততো বৃত্তিং দদ্যাদ্বিপ্রায় সর্ব্বশঃ।
পিতৃযজ্ঞে তথা চাগ্নৌ জুহুয়াদ্বিধিবদ্দ্বিজঃ ॥ ৯৪
তুলেঽসত্যং ন কর্ত্তব্যং তুলা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতা।
ছলভাবং তুলে কৃত্বা নরকং প্রতিপদ্যতে ॥৯৫
অতুলঞ্চাপি যদ্দ্রব্যং তত্র মিথ্যা পরিত্যজেৎ।
এবং মিথ্যা ন কর্ত্তব্যা মৃষা পাপপ্রসূতিকা ॥৯৬
নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং
পরম্।

কুট্টিম রত্নবিচিত্র, যাহা বাঞ্ছিত দ্রব্যসম্ভারে সম্পূর্ণ ও দিব্যবসনে উপশোভিত, যাহার সম্মুখভাগে সর্ব্বকামফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ সমুদায় বিরাজিত, আর যাহা বাপী কূপ তড়াগাদি সমন্বিত বিবিধ উদ্যানে সুশোভিত; সেই প্রাসাদবাসী ক্ষত্রিয়কে নিরন্তর সুরপুর-কন্যকারা সেবা করিয়া থাকে। অপ্সরোগণ তাঁহার অগ্রে সানন্দে সতত নৃত্য করিয়া থাকে। দেবগণ স্তুতিপাঠ ও গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত দ্বারা সতত তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। এই ভাবে এক কল্প অতীত হইলে তিনি ভূতলে সার্ব্বভৌম নৃপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি রূপে মন্মথসদৃশ ও নীরোগ দেহে সর্ব্বভোগের একমাত্র ভোক্তা হইয়া থাকেন। তাঁহার পত্নীরাও অতিশয় রূপাঢ্যা ও সদাযৌবনমণ্ডিতা হন। আর পুত্রগণ সকলেই ধর্ম্মশীল সদ্গুণশালী সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সকলেই পিতার প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। সুক্ষত্রিয়গণ এই প্রকারে সপ্ত জন্ম ভোগ করিতে সমর্থ হন। আর যাহারা অন্যায়পূর্ব্বক যুদ্ধ করে, তাহারা চিরকাল নরকে বাস করে। ব্রাহ্মণগণ এবম্বিধ ক্ষত্রিয়বৃত্তি উপজীব্য করিয়া থাকেন। যে দ্বিজাতি যোদ্ধারা বৈশ্য শূদ্র ও অন্যান্য অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছাদির সহিতও এইরূপ ন্যায়-যুদ্ধ করেন, তাঁহারা এবং অপর যে কোন বর্ণই হউন, ব্রাহ্মণগণের ন্যায় সসম্মানে এইরূপ পরম স্থানে গমনে সমর্থ হন ।৮২-৯০। যে ব্রাহ্মণ শূর নহেন, কিম্বা ভীরু বা অস্ত্র-শস্ত্রহীন, তিনি বিপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি করাইতে পারেন। তিনি অন্য লোক দ্বারা কৃষি ও বাণিজ্য করাইবেন কিন্তু বিপ্রকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। বাণিজ্য অবলম্বন করিয়াও ব্রাহ্মণ যদি মৃষোক্তি বা অত্যুক্তি দ্বারা বঞ্চনা করেন তবে দুর্গতিভাজন হইবেন। তুলাদণ্ডে অসত্য ব্যবহার করিবেন না; কারণ তুলায় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তুলাদণ্ডে ছলভাব করিলে নরকভাগী হইতে হয়। আর যে দ্রব্য তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া বিক্রয় করিতে হয় না, তাহাতেও মিথ্যা ব্যবহার পরিহার করিবেন। এইরূপে সর্ব্বথা মিথ্যা ব্যবহার অকর্ত্তব্য, মিথ্যাই পাপের প্রসূতি। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর মিথ্যা অপেক্ষা

অতঃ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥
অশ্বমেধসহস্রন্তু সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ ৯৮
যো বদেৎ সর্ব্বকার্য্যেষু সত্যং মিথ্যাপরিত্যজেৎ
স নিস্তরতি দুর্গাণি স্বর্গমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৯৯
বাণিজ্যং কারয়েদ্বিপ্রো মিথ্যাবর্জ্জং পরিত্যজেৎ
বৃদ্ধিঞ্চ নিক্ষিপেত্তীর্থে স্বয়ং শেষন্তু ভোজয়েৎ ॥
দেহক্লেশাৎ তৎ সহস্রগুণং ভবতি সর্ব্বদা ॥১০১
অর্থার্জ্জনবিধৌ মর্ত্ত্যা বিশন্তি বিষমে জলে।
কান্তারমটবীঞ্চৈব শ্বাপদৈঃ সেবিতাং তথা ॥১০২
গিরিং গিরিগুহাং দুর্গাং ম্লেচ্ছানাং শস্ত্রপাতিনাম্
গৃহং প্রতিভয়স্থানং ধনলোভাৎ সমন্ততঃ ॥
সুতদারান্ পরিত্যজ্য দূরং গচ্ছন্তি লোভিনঃ।
স্কন্ধে ভারং বহন্ত্যন্যে তর্য্যাঞ্চ কেনিপাতকৈঃ
ক্ষেপণীভির্মহাদুঃখৈঃ সদা প্রাণব্যয়েন চ।
অর্থস্য সঞ্চয়ঃ পুত্র প্রাণাৎ প্রিয়তরো মহান্।
এভির্ন্যায়ার্জ্জিতং বিত্তং বণিগ্‌ভাবেন যত্নতঃ।
পিতৃদেবদ্বিজাতিভ্যো দত্ত্বাক্ষয়মশ্নুতে ॥১০৬
এতৌ দোষৌ মহান্তৌ চ বাণিজ্যে লাভকর্ম্মণি
লোভানাশপরিত্যাগো মৃষাখ্যানশ্চ বিক্রয়ঃ ॥১০৭
এতৌ দোষৌ পরিত্যজ্য কুর্য্যাদর্থার্জ্জনং বুধঃ।
অক্ষয়ং লভতে দানাদ্বণিগ্‌দোষৈর্ন লিপ্যতে ॥
পুণ্যকর্ম্মরতো বিপ্রঃ কৃষিং হি পরিকারয়েৎ।
বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং বলীবর্দ্দচতুষ্টয়ম্ ॥ ১০৯
অভাবাল্লিভয়ঞ্চৈব অবিশ্রামং ন কারয়েৎ।
চারয়েচ্চ তৃণেঽচ্ছিন্নে চোরব্যাঘ্রবিবর্জ্জিতে।
দদ্যাদ্ঘাসং যথেষ্টঞ্চ নিত্যমাতর্পয়েৎ স্বয়ম্।
গোষ্ঠঞ্চ কারয়েত্তস্য কিঞ্চিদ্দ্বারবিবর্জ্জিতম্।

পরম পাতক আর নাই। এ নিমিত্ত সর্ব্বকার্য্যেই সত্য প্রশংসনীয়। পূর্ব্বে সহস্র অশ্বমেধ এবং সত্য উভয়কে একত্র তুলাদণ্ডে পরিমাণ করা হইয়াছিল, তাহাতে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই সমধিক গৌরবান্বিত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। যে জন সর্ব্বকার্য্যেই মিথ্যা পরিহার করিয়া সত্য ব্যবহার করে, সে সমস্ত দুর্গম বিপৎ অতিক্রম করিয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকে। বাণিজ্য করাইবেন বটে কিন্তু মিথ্যা ব্যবহার অবশ্যই পরিহার করিবেন, আর কুষীদলব্ধ বৃদ্ধি তীর্থে নিক্ষেপ করিবেন। পরন্তু স্বয়ং অবশিষ্ট লভ্যাংশই উপভোগ করিবেন। ৯১—১০০। দেহক্লেশে উপার্জ্জিত সেই অর্থ সর্ব্বদাই সহস্রগুণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মানবগণ অর্থার্জ্জন জন্য বিষম জলে, শ্বাপদসেবিত কান্তারে ও ঘোর অরণ্যেও প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহারা ধনলোভে দুর্গম পর্ব্বতে পর্ব্বতগুহায় এবং নিতান্ত ভয়স্থান শস্ত্রপাণি ম্লেচ্ছাদির নিবাসস্থলেও যাইয়া থাকে। লোভে পড়িয়া তাহারা স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া চতুর্দ্দিকে দূরদূরান্তরে গমন করিতেও বাধা করে না। কেহ কেহ স্কন্ধে ভার বহন করিয়া, কেহ বা নৌকায় দাঁড় টানিয়া বিষম জলাবর্ত্ত ভেদ করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রমে মহাক্লেশ স্বীকারে ধনার্জ্জনে প্রযত্ন করিয়া থাকে। পুত্র! অর্থের সঞ্চয়, লোকের পক্ষে প্রাণাপেক্ষাও অত্যন্ত প্রিয়। বণিক্ ভাবাবলম্বনে যত্নসহকারে ন্যায়ার্জ্জিত ধন পিতৃ-দেব-দ্বিজগণকে দিয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিতে পারে। বাণিজ্য লাভজনক কর্ম্ম বটে, কিন্তু উহাতে মহান্ দুই দোষ আছে,—একটী লোভসংযম না করা, আর বিক্রয়কালে মিথ্যা ব্যবহার। অতএব ধীমান ব্যক্তি এই দুইটী দোষ পরিহারপূর্ব্বক বাণিজ্য দ্বারা অর্থার্জ্জন করিবে; আর বৈধ দানও করিবে; এরূপ করিলে বণিগ্‌দোষে লিপ্ত হইতে হয় না।১০১—১০৮। পুণ্যকর্ম্মরত বিপ্র কৃষিকার্য্য করাইবেন, তদর্থে দিবসের অর্দ্ধভাগ বলীবর্দ্দচতুষ্টয় দ্বারা একখানি হল চালনা করাইবেন। চারিটীর অভাবে তিনটী দ্বারাও হলচালনা করাইতে পারেন, পরন্তু উহাদিগকে যেন অবিশ্রামে পরিচালিত করা না হয়। প্রতিদিন উহাদিগকে চোর-ব্যাঘ্রবর্জ্জিত অচ্ছিন্নতৃণান্বিত ক্ষেত্রে চারণ করাইবেন এবং স্বয়ং উহাদের তৃপ্তিসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যথেষ্ট ঘাস

সদা গোময়মূত্রাভ্যাং বিঘসৈশ্চ বিবর্জ্জিতম্ ॥
ন মলং নিক্ষিপেদ্গোষ্ঠে সর্ব্বদেবনিকেতনে ॥
আত্মনঃ শয়নীয়স্য সদৃশং কারয়েদ্বুধঃ ॥ ১১২
সমং নির্বাপয়েদ্‌যত্নাচ্ছীতবাতরজস্তথা।
প্রাণস্য সদৃশং পশ্যেদ্গাঞ্চ সামান্যবিগ্রহম্ ॥১১৩
স্বস্য দেহে সুখং দুঃখং তথা তস্যৈব কল্পতে ॥
অনেন বিধিনা যস্তু কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
স চ গোবাহনৈর্দোষৈর্ন লিপ্যেত ধনী ভবেৎ ॥
দুর্ব্বলং পীড়য়েদ্‌ যস্তু তথৈব গদসংযুতম্।
অতিবালাতিবৃদ্ধঞ্চ স গোহত্যাং সমালভেৎ ॥
বিষমং বাহয়েদ্‌যস্তু দুর্ব্বলং সবলং তথা।
স গোহত্যাসমং পাপং প্রাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ
যো বাহয়েদ্বিনা শস্যং খাদন্তং গাং নিবারয়েৎ।
মোহাত্তৃণং জলং বাপি স গোহত্যাসমং লভেৎ
সংক্রান্ত্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চামাবাস্যায়াং তথৈব চ
হলস্য বাহনাৎ পাপং গবাময়ুতহত্যয়া। ১১৯
অমূনূ পূজয়েদ্‌যস্তু সিতৈশ্চিত্রাদিভির্নরঃ।
কজ্জলৈঃ কুসুমৈস্তৈলৈঃ সোঽক্ষয়ং স্বর্গমশ্নুতে ॥
ঘাসমুষ্টিং পরগবে যো দদাতি সদাহ্নিকম্।
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য স্বর্গশ্চাক্ষয়মশ্নুতে ॥ ১২১
যথা বিপ্রস্তথা গৌশ্চ দ্বয়োঃ পূজাফলং সমম্।
বিচারে ব্রাহ্মণো মুখ্যো নৃণাং গাবঃ পশৌ তথা ॥ ১২২

নারদ উবাচ।

বিপ্রো ব্রহ্মমুখে জাতঃ কথিতো মে ত্বয়ানঘ।
কথং গোভিঃ সমো নাথ বিস্ময়ো মে বিধে ধ্রুবম্ ॥ ১২৩

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু চাত্র যথাতথ্যং ব্রাহ্মণানাং গবাং যথা।
একপিণ্ডক্রিয়ৈক্যস্তু পুরুষৈর্নির্ম্মিতং পুরা ॥১২৪

উহাদিগকে প্রদান করিবেন। উহাদিগের জন্য কতকটা স্থানে একটা গোষ্ঠ নির্ম্মাণ করাইবেন। উহা যাহাতে বিঘ্নরহিত, গোময় মূত্র ও ভুক্তাবশিষ্ট ঘাষাদিশূন্য হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন রাখিবেন। গোষ্ঠ সর্ব্বদেবের নিকেতন, তাহাতে মল নিক্ষেপ করিবেন না। বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ স্থানকে নিজের শয্যাগৃহতুল্য করিয়া রাখিবেন। ঐ স্থানের শীত বাত ও ধূলি সমানভাবেই অপসারিত করিবেন। গো সামান্যবিগ্রহ হইলেও উহাকে নিজ প্রাণসদৃশ অবলোকন করিবেন। ইহার দৈহিক সুখ-দুঃখকে নিজেরই সুখ-দুঃখরূপে কল্পনা করিয়া লইবেন। এইরূপে বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি কৃষিকর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনি গো-বাহনদোষে লিপ্ত না হইয়া ধনী হইয়া থাকেন। যে জন দুর্ব্বল, রুগ্ন, অতি বালক বা অতি বৃদ্ধ গোকে পীড়ন করে, তাহার গোহত্যা-পাপ হয়। যে ব্যক্তি একটা দুর্ব্বল এবং অন্যটা সবল, এইরূপ বিষম গোযুগ পরিচালন করে, তাহার গোহত্যাতুল্য পাপ হয়, সন্দেহ নাই। যে গাভী শস্য ছাড়িয়া কেবল তৃণ-জল আহার করিতেছে, মোহক্রমে যে ব্যক্তি তাহাকে বারণ ও পরিচালন করে, তাহার গোহত্যা-সমান পাপ হয়। যে জন সংক্রান্তি, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা দিনে হল পরিচালন করে, তাহার অযুত গো-বধের পাতক হইয়া থাকে। যে নর গোগাত্রে শুক্লবর্ণ চিত্রাদি রচনা করিয়া দিয়া কজ্জল, কুসুম ও তৈল দ্বারা গোপূজা করে, তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন পরের গাভীকে ঘাসমুষ্টি প্রদান করে, তাহার সর্ব্বপাপক্ষয় ও অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বিপ্র এবং গো, উভয়েরই পূজাফল তুল্য; বিচার করিয়া দেখিলে,ব্রাহ্মণ যেমন মনুষ্যমধ্যে মুখ্য, গাভীও পশুমধ্যে সেইরূপ।১০৯—১২২। নারদ কহিলেন,—হে অনঘ! আপনি আমার নিকট বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তিনি গাভীর সমান কিরূপে হইলেন? হে নাথ! ইহা শ্রবণে আমার বিস্ময় জন্মিয়াছে। ব্রহ্মা কহিলেন,—এ স্থানে গো-ব্রাহ্মণের যাথাতথ্য শ্রবণ কর। পুরাকালে পুরুষেরা গো-ব্রাহ্মণের এক পিণ্ড ও এক ক্রিয়া দর্শনে উক্ত উভয়ের একত্বই স্থির করিয়াছিল। কেননা

পুরা ব্রহ্মমুখোদ্ভূতং কূটং তেজোময়ং মহৎ।
চতুর্ভাগপ্রজাতং তদ্বেদোঽগ্নির্গোদ্বিজস্তথা॥
প্রাক্‌তেজঃসম্ভবো বেদো বহ্নিরেব তথৈব চ
পরতো গৌস্তথা বিপ্রো জাতশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্
তত্র সৃষ্টা ময়া চাদৌ বেদাশ্চত্বার একশঃ।
স্থিত্যর্থং সর্ব্বলোকানাং ভুবনানাং সমস্ততঃ॥
অগ্নির্হব্যানি ভুঙ্‌ক্তে দেবহেতোস্তথা দ্বিজঃ।
আজ্যং গোপ্রভবং বিদ্ধি তস্মাদেতে প্রসূতকাঃ॥ ১২৮
ন সন্তি যদি লোকেষু চত্বারোঽমী মহত্তরাঃ।
তদাখিলঞ্চ ভুবনং নষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্॥ ১২৯
এভির্দ্ধৃতাঃ সদা লোকাঃ প্রতিষ্ঠন্তি স্বভাবতঃ।
স্বভাবো ব্রহ্মরূপোঽসাবেতে ব্রহ্মময়াঃ স্মৃতাঃ॥
তস্মাদ্গোঃ পূজনীয়োঽসৌ বিপ্রদেবাসুরৈরপি
উদারঃ সর্ব্বকার্য্যেষু জাতস্তথ্যো গুণাকরঃ॥
সর্ব্বদেবময়ঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বসত্ত্বানুকম্পকঃ।
অস্য কার্য্যং ময়া সৃষ্টং পুরৈব পোষণং প্রতি॥
অতএব ময়া দত্তং বরঞ্চাতিসুশোভনম্।
একজন্মনি তে মোক্ষস্তবাস্ত্বিতি বিনিশ্চিতম্॥
অত্রৈব যে মৃতা গাবস্তাগচ্ছন্তি মমালয়ম্।
পাপস্য কণমাত্রন্তু তেষাং দেহে ন তিষ্ঠতি॥
দেবী গৌর্ধেনুকা দেবাশ্চাদিদেবী ত্রিশক্তিকা।
প্রসাদাদ্যস্য যজ্ঞানাং প্রভবো হি বিনিশ্চিতঃ
গবাং সর্ব্বপবিত্রাণি পুনন্তি সকলং জগৎ।
মূত্রং গোর্গোময়ং ক্ষীরং দধিসর্পিস্তথৈব চ॥১৩৬
অমীষাং ভক্ষণে পাপং ন তিষ্ঠতি কলেবরে।
তস্মাদ্ঘৃতং দধি ক্ষীরং নিত্যং খাদন্তি ধার্ম্মিকাঃ
বিশিষ্টং সর্ব্বদ্রব্যেষু গব্যমিষ্টং পরং শুভম্।
যস্যাস্যে ভোজনং নাস্তি তস্য মূর্ত্তিস্তু পূতিকা
অন্নাদ্যং পঞ্চরাত্রেণ সপ্তরাত্রেণ বৈ পয়ঃ।
দধি বিংশতিরাত্রেণ ঘৃতং স্যান্মাসমেককম্॥
অগব্যৈর্যস্তু ভুঙ্‌ক্তে বৈ মাসমেকং নিরন্তরম্।
ভোজনে তস্য মর্ত্ত্যস্য প্রেতাঃ খাদন্তি চৈব হি

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার মুখ হইতে একটা বিশাল তেজোময় কূট আবির্ভূত হইয়াছিল। ঐ কূট বেদ, অগ্নি, গো ও দ্বিজ এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথমেই ঐ তেজঃকূট হইতে বেদ, পরে বহ্নি, তৎপরে গো এবং তৎপশ্চাৎ বিপ্র—ইহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সমস্ত ভুবন ও ভুবনবাসী জনগণের স্থিতির নিমিত্ত অগ্রেই আমি চতুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিয়াছিলাম। অগ্নি দেবতাদের হেতু হব্য এবং দ্বিজ গোজাত ঘৃত ভোজন করেন, অতএব ইঁহারা সকলেই একপ্রসূতি বলিয়া জানিবে। জগতে যদি এই চারিটী মহত্তর বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে এই চরাচর অখিল বিশ্বই নষ্ট হইয়া যাইত। ইহাদের দ্বারাই লোক সকল ধৃত হইয়া স্বভাবতঃ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাদের স্বভাব ব্রহ্ম-স্বরূপ, তাই ইহারা ব্রহ্মময় বলিয়া কথিত। সুতরাং বিপ্র, দেব ও অসুরগণ কর্ত্তৃক গো পূজনীয়। গো সর্ব্বকার্য্যেই উদার গুণাকর, সাক্ষাৎ সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পাশীল। কেবল পোষণ করাই ইহার কার্য্য; ইহা আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই কার্য্যের জন্য আমি ইহাকে এইরূপ উত্তম বর দিয়া রাখিয়াছি যে, এক জন্মেই তোমার মোক্ষলাভ হইবে। এই স্থানে যে সকল গো মৃত্যুগ্রস্ত হইবে, তাহারা আমারই আলয়ে আগমন করিবে। তাহাদের দেহে পাপের কণামাত্র থাকিবে না। গোদেবী ধেনুকা সর্ব্বদেবস্বরূপা আদি দেবী এবং ত্রিশক্তিকা। ইহার প্রসাদেই যজ্ঞসমূহের সমুদ্ভব। গরুর মূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, ঘৃত সকলই পবিত্র; ইহারা সর্ব্বজগৎ পবিত্র করিয়া থাকে। এই সকল ভক্ষণ করিলে দেহে আর পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। এই জন্যই ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ঘৃত, দধি, ক্ষীর, নিত্য ভক্ষণ করেন।১২৩—১৩৭। সর্ব্ব দ্রব্য মধ্যেই গব্যবিশিষ্ট, ইষ্ট এবং পরম শুভদায়ক। যাহার মুখে ইহা প্রবেশ করে না, তাহার দেহ অপবিত্র হইয়া থাকে। অন্নাদি পঞ্চরাত্র দুগ্ধ সপ্তরাত্র, দধি বিংশতিরাত্র এবং ঘৃত এক মাস দেহমধ্যে থাকে। যে ব্যক্তি

পরমান্নং পরং শুদ্ধং বিরক্তাতপতণ্ডুলৈঃ।
ভুক্তা তু যৎকৃতং পুণ্যং কোটিকোটি গুণং ভবেৎ ॥ ১৪১
অন্যচ্চাপি চ যদ্দ্রব্যং হবিষ্যং শাস্ত্রনির্মিতম্।
তদ্ভুক্তা যৎকৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং লক্ষগুণং ভবেৎ ॥
নিরামিষঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ তস্মাদ্যদ্যৎফলং লভেৎ
তস্মাদ্গোঃ সর্ব্বকার্য্যেষু শস্ত এবকো যুগে যুগে
সর্ব্বদা সর্ব্বকামেষু ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥ ১৪৩
নারদ উবাচ।
কেষু কিংবা প্রয়োগেণ পরং পুণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্
বদ তৎসর্ব্বলোকেশ যথা জানামি তত্ত্বতঃ ॥১৪৪
ব্রহ্মোবাচ।
সকৃৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বা গোধনঞ্চাভিবন্দয়েৎ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গঞ্চাক্ষয়মশ্নুতে ॥ ১৪৫
সুরাচার্য্যো যথা বন্দ্যঃ পূজ্যোঽসৌ মাধবো যথা।
সপ্ত প্রদক্ষিণং কৃত্বা চৈশ্বর্য্যাৎ পাকশাসনঃ ॥
কল্য উত্থায় গোমধ্যে পাত্রং গৃহ্য সহোদকম্।
নিষিঞ্চেদ্যো গবাং শৃঙ্গং মস্তকেনৈব তজ্জলম্
প্রতীচ্ছেত নিরাহারস্তস্য পুণ্যং নিবোধত ॥
শ্রূয়ন্তে যানি তীর্থানি ত্রিষু লোকেষু নারদ।
সিদ্ধচারণযুক্তানি সেবিতানি মহর্ষিভিঃ ॥ ১৪৯
অভিষেকঃ সমস্তেষাং গবাং শৃঙ্গোদকস্য চ।
প্রাতরুত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ স্পৃশেদ্গাশ্চ ঘৃতং মধু।
সর্ষপাংশ্চ প্রিয়ঙ্গুংশ্চ কল্মষাৎ প্রতিমুচ্যতে ॥
ঘৃতক্ষীরপ্রদা গাবো ঘৃতযোন্যো ঘৃতোদ্ভবাঃ।
ঘৃতনদ্যো ঘৃতাবর্ত্তাস্তা মে সন্তু সদা গৃহে।
ঘৃতং মে সর্ব্বগাত্রেষু ঘৃতং মে মনসি স্থিতম্ ॥
গাবো মমাগ্রতো নিত্যং গাবঃ পৃষ্ঠত এব চ।
গাবশ্চ সর্ব্বগাত্রেষু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ॥১৫৩
ইত্যাচম্য জপেন্মন্ত্রং সায়ম্প্রাতরিদং শুচিঃ।
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য স্বর্লোকে পূজিতো ভবেৎ ॥

এক মাস কাল নিরন্তর গব্যহীন ভোজন করে, সেই মানবের ভোজনে প্রেতগণই ভোজন করিয়া থাকে। আতপতণ্ডুল-নিষ্পন্ন পরম শুদ্ধ পরমান্ন ভোজন করিয়া যে পুণ্য-কার্য্য করা হয়, তাহা কোটি কোটিগুণ হইয়া থাকে। অন্য যে কিছু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট হবিষ্য দ্রব্য আছে, তাহা ভোজন করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাতে লক্ষগুণ ফল হইয়া থাকে। অতএব একমাত্র গাভী যুগে যুগে সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত। এবং তাহাই একমাত্র সর্ব্ব ব্যাপারে ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষপ্রদ। নারদ কহিলেন,—হে সর্ব্বলোকেশ! কোথায় কি প্রয়োগ করিলে পরম পুণ্য হয়, আমি যাহাতে যথাযথ জানিতে পারি, আপনি তাহা বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—গোধনকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকে। সপ্ত গোধন প্রদক্ষিণ করায় সুরাচার্য্য সর্ব্ব-বন্দ্য, মাধব সর্ব্বপূজ্য এবং ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া সোদকপাত্র হস্তে গোমধ্যে গমনপূর্ব্বক গোশৃঙ্গ নিষেচন করে এবং নিজে সেই জল মস্তকে গ্রহণ করিয়া সমস্ত দিন উপবাসী থাকে, তাহার যে কত পুণ্য হয়, শ্রবণ কর। হে নারদ! শুনিতে পাওয়া যায়, ত্রিলোকমধ্যে সিদ্ধচারণ ও মহর্ষিগণসেবিত যে সকল তীর্থ আছে, গোশৃঙ্গজলে অভিষেক সেই সকল তীর্থস্নানের সমান। যে ব্যক্তি প্রাতঃ-কালে উঠিয়া গো, ঘৃত, মধু, সর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু স্পর্শ করে তাহার পাপ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। ঘৃতক্ষীরপ্রদ, ঘৃতযোনি, ঘৃতোদ্ভব, ঘৃতনদী এবং ঘৃতাবর্ত্ত গোগণ সর্ব্বদা মদীয় গৃহে বিরাজ করুন। আমার সর্ব্বগাত্রে ঘৃত থাকুক, আমার মনেও ঘৃতই বিরাজিত হউক। গো সকল আমার অগ্রভাগে, গো সকল আমার পৃষ্ঠদেশে এবং গো সকল আমার সর্ব্বগাত্রে বিরাজিত হউক। আমি যেন গোমধ্যে বাস করিতে পারি।” শুচি হইয়া আচমনপূর্ব্বক সায়ংপ্রাতঃকালে এই সকল মন্ত্র পাঠ করিলে তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, সে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকে।১৩৮—১৫৪।

যথা গৌশ্চ তথা বিপ্রো যথা বিপ্রস্তথা হরিঃ।
হরির্যথা তথা গঙ্গা এতে ন হ্যবৃযাঃ স্মৃতাঃ ॥১৫৫
গাবো বন্ধুর্মনুষ্যাণাং মনুষ্যা বান্ধবা গবাম্।
গৌশ্চ যস্মিন্ গৃহে নাস্তি তদ্বন্ধুরহিতং গৃহম্ ॥
গোমুখে চাশ্রিতা বেদাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ।
শৃঙ্গয়োশ্চ স্থিতৌ নিত্যং সদৈব হরকেশবৌ ॥
উদরে চ স্থিতঃ স্কন্দঃ শীর্ষে ব্রহ্মা স্থিতঃ সদা।
বৃষধ্বজো ললাটে চ শৃঙ্গাগ্রে ইন্দ্র এব চ ॥১৫৮
কর্ণয়োরশ্বিনৌ দেবৌ চক্ষুষোঃ শশিভাস্করৌ।
দন্তেষু গরুড়ো দেবো জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী ॥
অপানে সর্ব্বতীর্থানি প্রস্রাবে চৈব জাহ্নবী।
ঋষয়ো রোমকূপেষু মুখতঃ পৃষ্ঠতো যমঃ ॥ ১৬০
ধনদো বরুণশ্চৈব দক্ষিণং পার্শ্বমাশ্রিতৌ।
বামপার্শ্বে স্থিতা যক্ষাস্তেজস্বন্তো মহাবলাঃ ॥
মুখমধ্যে চ গন্ধর্ব্বা নাসাগ্রে পন্নগাস্তথা।
খুরাণাং পশ্চিমে পার্শ্বেঽপ্সরসশ্চ সমাশ্রিতাঃ ॥
গোময়ে বসতে লক্ষ্মীর্গোমূত্রে সর্ব্বমঙ্গলা।
পাদাগ্রে খেচরা বেদ্যা হম্বাশব্দে প্রজাপতিঃ ॥
চত্বারঃ সাগরাঃ পূর্ণা ধেনূনাঞ্চ স্তনেষু বৈ।
গাঞ্চ স্পৃশতি যো নিত্যং স্নাতো ভবতি নিত্যশঃ ॥ ১৬৪
অতো মর্ত্ত্যঃ প্রপুষ্টৈশ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
গবাং রজঃ খুরোদ্ভূতং শিরসা যস্তু ধারয়েৎ।
সর্ব্বতীর্থজলে স্নাতঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৬৫

নারদ উবাচ।

গবাঞ্চ দশবর্ণানাং কস্ত দানে চ কিং ফলম্।
ব্রূহি তত্ত্বং গুরুশ্রেষ্ঠ পরমেষ্ঠিন্ প্রিয়ং যদি ॥১৬৬

ব্রহ্মোবাচ।

শ্বেতাঙ্গাং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা মানবশ্চেশ্বরো ভবেৎ
প্রাসাদে বসতে নিত্যং ভোগী চ সুখমেধতে।
ধূম্রা তু স্বর্গকান্তার-সংসারে পাপমোক্ষিণী।
অক্ষয়ং কপিলাদানং কৃষ্ণাং দত্ত্বা ন সীদতি।
পাণ্ডুরা দুর্লভা লোকে গৌরী চ কুলনন্দিনী।
রক্তাক্ষী রূপকামস্য ধনকামস্য নীলিকা ॥১৬৯

যেমন গো তেমনই বিপ্র, যেমন বিপ্র হরিও তেমনি। আর হরি যেমন গঙ্গাও তেমনই। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইঁহারা সর্ব্বথা পাপ-নাশক। গো-গণ মনুষ্যদিগের বন্ধু, আর মনুষ্যেরাও গো-গণের বন্ধু; যে গৃহে গো নাই, তাহা বন্ধুরহিত। ষড়ঙ্গ ও পদক্রম সহ বেদ সকল গোমুখে প্রতিষ্ঠিত, আর শৃঙ্গ-দ্বয়ে শিব ও কেশব অবস্থিত। উদরে স্কন্দ, শীর্ষে ব্রহ্মা, ললাটে বৃষধ্বজ, শৃঙ্গাগ্রে ইন্দ্র, কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারযুগল, নেত্রদ্বয়ে শশী ও ভাস্কর, দন্তনিচয়ে গরুড়, জিহ্বায় সরস্বতী, অপানে সর্ব্বতীর্থ, প্রস্রাবে জাহ্নবী, রোম-কূপসমূহে ঋষিগণ, মুখের উপর দিকে যম, দক্ষিণ পার্শ্বে ধনদ ও বরুণ, বাম পার্শ্বে তেজস্বী মহাবল যক্ষগণ, মুখমধ্যে গন্ধর্ব্বগণ, নাসাতে পন্নগবর্গ, খুর-চতুষ্টয়ের পশ্চাদ্ভাগে অপ্সরোগণ, গোময়ে লক্ষ্মী, গোমূত্রে সর্ব্ব-মঙ্গলা দেবী, পাদাগ্রে সিদ্ধাদি খেচরগণ, 'হম্বা' শব্দে প্রজাপতি, এবং ধেনুগণের স্তনচতুষ্টয়ে সাগরচতুষ্টয়, সম্পূর্ণ বিরাজ-মান। যে প্রতিদিন গোস্পর্শ করে, তাহার স্নান করা হয়; অতএব মানব প্রকৃষ্ট পুষ্টি কামনায় গোস্পর্শ করিবে; ইহাতে সর্ব্ব-পাপমুক্ত হওয়া যায়। গোখুরোদ্ভূত ধূলি যে ব্যক্তি মস্তক দ্বারা ধারণ করে সেও তীর্থজলে স্নাত বলিয়া গণ্য হয় এবং সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।১৫৫—১৬৫। নারদ কহিলেন,—হে গুরুশ্রেষ্ঠ, পরমেষ্ঠিন্! দশবিধ বর্ণশালী গোগণ মধ্যে কোন্ গো-দানে কি ফল হয়, যদি প্রিয় বোধ করেন, তবে তাহা যথাযথ বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—ব্রাহ্মণকে শ্বেতবর্ণা গাভী দানে মানব ঐশ্বর্য্যশালী হয়, প্রাসাদে বাস করে এবং ভোগী হইয়া নিত্য সুখভোগ করিয়া থাকে। ধূম্রবর্ণা গাভী সংসারে পাপমোচন করে। কপিলা দানে অক্ষয় ফল হয় এবং কৃষ্ণবর্ণা গাভী দানে কেহই কখন অবসাদগ্রস্ত হয় না। পাণ্ডুরবর্ণা গাভী জগতে সুদুর্লভ; গৌরবর্ণা গাভী কুলানন্দ প্রদান করে। রূপকামী ব্যক্তি রক্তাক্ষী গাভী এবং ধনকামী নীলবর্ণা গাভী

একাঞ্চ কপিলাং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
যত্তু বাল্যকৃতং পাপং যৌবনে বার্দ্ধকে কৃতম্ ।
বাচা কৃতং কর্ম্মকৃতং মনসা যৎ প্রচিন্তিতম্ ॥
অগম্যাগমনঞ্চৈব মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ।
মানকূটং তুলাকূটং কন্যানৃতং গবানৃতম্ ॥ ১৭২
সর্ব্বঞ্চ নাশয়েৎ ক্ষিপ্রং কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি॥*
যাবদ্বৎসস্য দ্বৌ পাদৌ মুখং যাবন্ন জায়তে।
তাবদ্গৌঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্গর্ভং ন মুঞ্চতি ॥
সুবর্ণশৃঙ্গীং বস্ত্রাঢ্যাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্ ।
তাম্রপৃষ্ঠীং রৌপ্যখুরাং তথা কাংস্যোপদোহনাম্
শোভিতাং গন্ধপুষ্পৈশ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্ ।
ঈদৃশীং কপিলাং দদ্যাদ্দ্বিজাতৌ বেদপারগে ॥
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য বিষ্ণুলোকেঽচ্যুতো ভবেৎ ॥
তস্যাস্তু দুহ্যমানায়াং ভূমৌ পতন্তি বিন্দবঃ ।

দান করিবেন। একমাত্র কপিলা দানে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কপিলা দান করে, তাহার বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যকৃত বাচিক ও মানসিক পাপ, অগম্যাগমন, মিত্রদ্রোহ, মানকূট, তুলা-কূট, কন্যানৃত ও গবানৃত প্রভৃতি সমস্ত পাপই প্রনষ্ট হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত বৎসের মুখ বাহির হয় নাই, পাদদ্বয় মাত্র বাহির হইয়াছে, সম্পূর্ণ গর্ভমোচন করে নাই, এমন গাভীকে পৃথিবী বলিয়া জানিবে। এই পৃথিবীরূপিণী কপিলা গাভীকে স্বর্ণ-শৃঙ্গ, রজত-খুর, তাম্র-পৃষ্ঠ এবং কাংস্যোপদোহনে সুসজ্জিত বস্ত্র ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত এবং গন্ধ পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া যে ব্যক্তি বেদপারগ দ্বিজাতিকে দান করেন, তাঁহার সর্ব্বপাপক্ষয় হয়, তিনি বিষ্ণুলোকে অচ্যুত হইয়া থাকেন। উক্ত গাভী দোহন কালে ভূতলে যে বিন্দু

আরামা দিবি জায়ন্তে বহুপুষ্পফলোত্তমাঃ ॥১৭৮
যত্র কামফলা বৃক্ষা নদ্যঃ পায়সকর্দ্দমাঃ ।
প্রাসাদাশ্চাপি সৌবর্ণাস্তত্র গচ্ছন্তি গোপ্রদাঃ ॥
দশধেনুশ্চ যো দদ্যাদেকঞ্চৈব ধুরন্ধরম্ ।
সমানন্তু ফলং প্রোক্তং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্ ॥
একঞ্চ দশভির্দদ্যাৎ সহস্রাণাং শতং ফলম্ ।
তস্যানুসারতো বেদ্যং ফলং নারদ যত্নতঃ ॥
পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ পুত্রো বৃষঞ্চ মোক্ষয়েদ্ভুবি ।
পিতরো বিষ্ণুলোকেষু মহীয়ন্তে যথেপ্সিতম্ ॥
চতস্রো বৎসতর্য্যশ্চ একস্যৈব বৃষস্য চ ।
মোক্ষ্যন্তে সর্ব্বতঃ পুত্র বিধিরেষ সনাতনঃ ॥
যাবন্তি চৈব রোমাণি তস্য তাসাঞ্চ সর্ব্বশঃ ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গং ভুঞ্জন্তি মানবাঃ ॥ ১৮৪
লাঙ্গূলেন বৃষো যচ্চ জলঞ্চোৎক্ষিপতি ধ্রুবম্ ।
তত্তোয়ন্তু সহস্রাব্দং পিতৄণামমৃতং ভবেৎ ॥ ১৮৫
খুরেণ কর্ষয়েদ্ভূমিং ততো লোষ্টঞ্চ কর্দ্দমঃ ।

সকল পতিত হয়, তাহাতে বহু পুষ্পশালী আরাম সকল স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেখানে কামফলপ্রদ বৃক্ষ, পায়সকর্দ্দমযুক্ত নদী এবং সুবর্ণময় প্রাসাদ সকল বিদ্যমান, গোদাতৃগণ সেই স্থানে গমন করেন। যে ব্রাহ্মণ সানন্দে দশধেনু বা একটী ধুরন্ধর বৃষ সংগ্রহ করিয়া দান করে, তাহার তুল্যরূপ ফলই হইয়া থাকে। হে নারদ! একটী ধুরন্ধর বৃষদানে দশটী ধেনু দানের এবং শত বৃষ দানে সহস্র ধেনুদানের ফল হইয়া থাকে। এই অনুসারে ধেনু ও বৃষদানের ফল জানিবে। ১৬৫—১৮১। যে পুত্র পিতৃলোক উদ্দেশে বৃষ মোচন করে, তাহার পিতৃগণ বিষ্ণুলোকে যথেচ্ছ বিহার করেন। হে পুত্র! এক এক বৃষের জন্য চারি চারিটী বৎসতরী মোচিত হইয়া থাকে, ইহাই সনাতন বিধি। বৃষের এবং বৎসতরী-সমূহের গাত্রে যাবৎ পরিমাণ লোম আছে, মানবগণ তাবৎ সহস্রবর্ষ স্বর্গভোগ করিয়া থাকে। বৃষ লাঙ্গুল দ্বারা যত জল উৎক্ষেপণ করে, সেই জল সহস্রাব্দ পর্য্যন্ত পিতৃগণের অমৃত হইয়া থাকে। বৃষ খুর দ্বারা ভূমি

* "দশযোজনবিস্তীর্ণা মহাপারা মহানদী।
নাম্না চ জলকান্তারে প্রস্থতে চোদকার্ণবে ॥"
ক্বচিদয়মধিকঃ পাঠঃ, কিন্তু প্রসঙ্গসঙ্গত্যভাবাদুপেক্ষিতঃ।

পিতৃভ্যশ্চ স্বধা তত্র লক্ষকোটিগুণং ভবেৎ।
বিদ্যমানে চ জনকে যদি মাতা বিনশ্যতি।
চন্দনেনাঙ্কিতা ধেনুস্তস্যাঃ স্বর্গায় দীয়তে ॥ ১৮৭
দাতা চৈব পিতৃণাঞ্চ ঋণঞ্চৈব প্রমুঞ্চতি।
অক্ষয়ং লভতে স্বর্গং পুজিতো মঘবা যথা ॥
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তা তরুণী গৌঃ পয়স্বিনী।
সমা প্রসূতিকা ভদ্রা সা চ গৌঃ পৃথিবী স্মৃতা
তস্যা দানেন মর্ত্ত্যস্য পৃথ্বীদানসমং ফলম্।
শতক্রতুসমো মর্ত্ত্যঃ কুলমুদ্ধরতে শতম্ ॥ ১৯০
গবাঞ্চ হরণং কৃত্বা মৃতে গোরথ বৎসকে।
ক্রিমিপূর্ণে স কূপে চ তিষ্ঠেদাভূতসংপ্লবম্ ॥১৯১
গবাঞ্চৈব বধং কৃত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।
রৌরবে নরকে ঘোরে তাবৎকালং প্রতিক্রিয়া
গোপ্রচারপ্রভঙ্গশ্চ ষণ্ডবাহনবন্ধনঃ।
অক্ষয়ং নরকং প্রায়াৎ পুনর্জন্মনি জন্মনি ॥ ১৯৩
সকৃচ্চ শ্রাবয়েদ্যস্তু কথাং পুণ্যতমামিমাম্।
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য দেবৈশ্চ সহ মোদতে ॥১৯৪
য ইদং শৃণুয়াদ্বাপি পরং পুণ্যতমং মহৎ।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে তৎক্ষণে হি ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে গোমাহাত্ম্যং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

কর্ষণ করিলে, লোষ্ট্র বা কর্দ্দম যাহাই হউক, তাহাতেই পিতৃগণের লক্ষকোটিগুণ পিণ্ডদানতৃপ্তি হয়। জনক বিদ্যমানে মাতা যদি মৃত্যুগ্রস্ত হন, তবে তাঁহার স্বর্গের নিমিত্ত চন্দনাঙ্কিত ধেনু দান করিতে হইবে। দাতা যদি পিতৃগণের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন, তবে তাঁহার অক্ষয় স্বর্গ হয় এবং তিনি মঘবার নগরে পুজিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বলক্ষণযুক্তা, যুবতী পয়স্বিনী, বর্ষে বর্ষে প্রসবকারিণী, শুভা গাভী পৃথিবী বলিয়া বিখ্যাত। তাদৃশ গাভী দানে পৃথিবীদানের সমান ফল হয়। এরূপ দাতা মানব ইন্দ্রতুল্য হইয়া স্বীয় শত কুল উদ্ধার করিয়া থাকেন। গাভী হরণ করিলে, সেই হৃত গাভীর বৎস যদি মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তবে সেই হরণকর্ত্তা আপ্রলয় ক্রমিপূর্ণ নরকে বাস করে। গোবধ করিলে নর পিতৃগণ সহ উক্ত কাল ঘোর রৌরব নরকে পচিতে থাকে। যে ব্যক্তি গোপ্রচার স্থান নষ্ট করে এবং বৃষকে বন্ধন করিয়া রাখে, তাহার জন্মে জন্মে অক্ষয় নরক ভোগ হয়। যে ব্যক্তি এই পুণ্যকথা একবার মাত্রও শ্রবণ করায়, তাহার সর্ব্বপাপক্ষয় হয়, সে দেবগণ সহ বিহার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই পরম পুণ্যতম মহৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে তৎক্ষণাৎ সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৮২—১৯৫।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কেনাচারেণ বিপ্রস্য ব্রহ্মতেজো বিবর্দ্ধতে।
কেনাচারেণ তস্যৈব ব্রাহ্মং তেজো বিনশ্যতি।১
ব্রহ্মোবাচ।
শয়নীয়াৎ সমুত্থায় রাত্র্যংশে দ্বিজসত্তমঃ।
দেবাংশ্চৈব স্মরেন্নিত্যং তথা পুণ্যবতো জনম্
গোবিন্দং মাধবং কৃষ্ণং হরিং দামোদরং তথা
নারায়ণং জগন্নাথং বাসুদেবমজং বিভুম্ ॥ ৩
সরস্বতীং মহালক্ষ্মীং সাবিত্রীং বেদমাতরম্।
ব্রহ্মাণং ভাস্করং চন্দ্রং দিক্পালাংশ্চ গ্রহাংস্তথা

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—কিরূপ আচার করিলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি পায় এবং কি করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—দ্বিজবর রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্য দেব ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের নাম স্মরণ করিবেন। "গোবিন্দ, মাধব, কৃষ্ণ, হরি, দামোদর, নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব, সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, বেদমাতা, সাবিত্রী, ব্রহ্মা, ভাস্কর, চন্দ্র, দিক্পালবৃন্দ, গ্রহসমূহ, শঙ্কর,

শঙ্করঞ্চ শিবং শম্ভুমীশ্বরঞ্চ মহেশ্বরম্ ।
গণেশঞ্চ তথা স্কন্দং গৌরীং ভাগীরথীং শিবাম্
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৬
অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনূমাংশ্চ বিভীষণঃ ।
কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ ॥ ৭
এতান্ যস্তু স্মরেন্নিত্যং প্রাতরুত্থায় মানবঃ ।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্ম্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
সকৃদুচ্চরিতে তাত সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ।
গবাং শতসহস্রাণাং দানস্য ফলমশ্নুতে ॥ ৯
ততশ্চাপি শুচৌ দেশে মলমূত্রং পরিত্যজেৎ ।
দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ ॥১০
পরতো দন্তকাষ্ঠঞ্চ তৃণৈরুদুম্বরাদিভিঃ ।
অতঃপরঞ্চ সন্ধ্যায়াং সংযতশ্চ দ্বিজো ভবেৎ ॥১১
পূর্ব্বাহ্নে রক্তবর্ণাস্তু মধ্যাহ্নে শুক্লবর্ণিকাম্ ।
সায়ং সরস্বতীং কৃষ্ণাং দ্বিজোধ্যায়েদ্যথাবিধি ॥
ততঃ সমাচরেৎ স্নানং যথা জ্ঞানেন যত্নতঃ ।
অঙ্গং প্রক্ষালয়িত্বা তু মৃত্তিঃ সংলেপয়েত্ততঃ ॥

শিরোদেশে ললাটে চ নাসিকায়াং হৃদি ভ্রুবোঃ
বাহ্বোঃ পার্শ্বে তথা নাভৌ জান্বোরঙ্ঘ্রিদ্বয়ে তথা
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা ॥১৫
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে ।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া পূর্ব্বসঞ্চিতম্ ॥ ১৬
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ মৃত্তিকাং যস্তনৌ ক্ষিপেৎ ।
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য শুচির্ভবতি মানবঃ ॥ ১৭
ততশ্চ বেদপূর্ব্বেণ স্নানং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
নদে নদ্যাং তথা কূপে পুষ্করিণ্যাং তটাককে ॥
জলরাশৌ চ বপ্রে চ ঘটস্নানং তথোত্তরম্ ।
কারয়েদ্বিধিবন্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ ॥ ১৯
প্রাতঃস্নানং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
যঃ কুর্য্যাৎ সততং বিপ্রো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে
প্রাতঃসন্ধ্যাসমীপে চ যাবদ্দণ্ডচতুষ্টয়ম্ ।
তাবৎ পানীয়মমৃতং পিতৃণামুপতিষ্ঠতে ॥ ২০
পরতো ঘটিকাযুগ্মং যাবদ্যামৈকমাহ্নিকম্ ।

শিব, শম্ভু, ঈশ্বর, মহেশ্বর, গণেশ, ভাস্কর, গৌরী, ভাগীরথী, পুণ্যশ্লোক নলরাজা, পুণ্যশ্লোক জনার্দ্দন, পুণ্যশ্লোকা জানকী, পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির এবং অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ, ও পরশুরাম এই সপ্ত চিরজীবীর নাম নিত্য প্রাতে উঠিয়া যে মানব স্মরণ করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে তাত! ঐ সকল নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেও সর্ব্বযজ্ঞফল হয় এবং শত-সহস্র গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে। অনন্তর দ্বিজ শুচিদেশে মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে। রাত্রিতে দাক্ষিণাভিমুখে এবং দিবসে উদঙ্মুখ হইয়া ঐ কার্য্য করিতে হইবে। পরে উডুম্বরাদি দ্বারা দন্তকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে সংযতভাবে থাকিবে। দ্বিজ পূর্ব্বাহ্নে রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নে শুক্লবর্ণা, এবং সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণা সরস্বতীকে যথাবিধি ধ্যান করিবেন। অনন্তর যথাবিধি স্নানাচরণপূর্ব্বক অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া সযত্নে মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিবেন। শিরোদেশে, ললাটে, নাসিকায়, হৃদয়ে, ভ্রূযুগলে, উভয় বাহুপার্শ্বে, নাভিতে, জানুদ্বয়ে, এবং অঙ্ঘ্রিযুগে মৃত্তিকা লেপন করিতে হইবে। শুদ্ধিকামী ব্যক্তি লিঙ্গে এক, গুহ্যে তিন, বাম করে দশ এবং উভয় করে সপ্তবার করিয়া মৃত্তিকা দান করিবেন। ১—১৫। হে অশ্বক্রান্তে, রথক্রান্তে, বিষ্ণুক্রান্তে, বসুন্ধরে মৃত্তিকে! আমার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ হরণ কর।” যে ব্যক্তি এই মন্ত্র দ্বারা দেহে মৃত্তিকা লেপন করে, তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, সে মানব শুচি হইয়া থাকে। পরে বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি স্নান করিবেন। নদ, নদী, কূপ, পুষ্করিণী ও তড়াগ প্রভৃতির জলে স্নানান্তর বপ্রে থাকিয়া সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থ যথাবিধি ঘটস্নান করিবেন। যে বিপ্র সর্ব্বপাপনাশন, মহাপুণ্যজনক প্রাতঃস্নান নিত্য আচরণ করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকেন। প্রাতঃসন্ধ্যাকালের নিকট চারিদণ্ড কাল যাবৎ পানীয় অমৃত হইয়া পিতৃগণের তৃপ্তি-

মধুতুল্যং জলং তস্মিন্ পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥
ততস্তু সার্দ্ধযামৈকং জলং ক্ষীরময়ং স্মৃতম্ ।
ক্ষীরমিশ্রং জলং তাবদ্যাবদ্দণ্ডচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৩
অতঃপরঞ্চ পানীয়ং যাবদ্ধি প্রহরত্রয়ম্ ।
তৎপরং লোহিতং প্রোক্তং যাবদস্তং গতো রবিঃ ॥ ২৪
চতুর্থপ্রহরে স্নানং রাত্রৌ বা তর্পয়েৎ পিতৄন্ ।
তত্তোয়ং রক্ষসামেব গ্রহণেন বিনা স্মৃতম্ ॥ ২৫
পানীয়ং সর্ব্বসিদ্ধ্যর্থং পুরৈব নির্ম্মিতং ময়া ।
রক্ষার্থং তস্য তোয়স্য যক্ষাশ্চৈব ধুরন্ধরাঃ ॥ ২৬
ন প্রাপ্নুবন্তি পিতরো যে চ লোকান্তরং গতাঃ
দুষ্প্রাপ্যং সলিলং তেষামৃতে স্বান্মর্ত্ত্যবাসিনঃ ॥
তস্মাচ্ছিষ্যৈশ্চ পুত্রৈশ্চ পৌত্রদৌহিত্রকাদিভিঃ ।
বন্ধুবর্গৈস্তথা চান্যৈস্তর্পণীয়ং পিতৃব্রতৈঃ ॥ ২৮
নারদ উবাচ ।
জলস্য দৈবতং ব্রূহি তর্পণস্য বিধিং ময়ি ।
যথা জানামি দেবেশ তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি ॥ ২৯
ব্রহ্মোবাচ ।
জলস্য দেবতা বিষ্ণুঃ সর্ব্বলোকেষু গীয়তে ।
জলপূতো ভবেদ্যস্তু বিষ্ণুস্তচ্ছঙ্করো ভবেৎ ॥
জলং গণ্ডূষমাত্রন্তু পীত্বা পূতো ভবেন্নরঃ ।
বিশেষাৎ কুশসংসর্গাৎ পীযূষাদধিকং জলম্ ॥৩১
সর্ব্বদেবালয়ো দর্ভো ময়ায়ং নির্ম্মিতঃ পুরা ॥ ৩২
কুশমূলে ভবেদ্ব্রহ্মা কুশমধ্যে তু কেশবঃ ।
কুশাগ্রে শঙ্করং বিদ্ধি কুশ এতে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
কুশহস্তঃ সদা মেধ্যঃ স্তোত্রং মন্ত্রং পঠেদ্যদি ।
সর্ব্বং শতগুণং প্রোক্তং তীর্থে সাংপ্রযুচ্যতে ॥৩৪
কুশাঃ কাশাস্তথা দূর্ব্বা যবপত্রাণি ব্রীহয়ঃ ।
বল্বজাঃ পুণ্ডরীকাশ্চ কুশাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
আনুপূর্ব্ব্যেণ মেধ্যাঃ স্যুঃ কুশা লোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৫
বিনা মন্ত্রেণ যৎ স্নানং সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ ।

জনক হয়। উক্ত সময়ের পরেও দুই দণ্ড অর্থাৎ প্রায় এক প্রহর কাল যাবৎ জল মধু-তুল্য হইয়া পিতৃগণের প্রীতিবর্দ্ধন হয়। সার্দ্ধ একপ্রহর কাল জল ক্ষীরময় হইয়া থাকে। তৎপরে চারি দণ্ড কাল জল ক্ষীর-মিশ্র হয়। প্রহরত্রয় পর্য্যন্ত পানীয়রূপে থাকে। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত উক্ত জল রক্ত নামে অভিহিত হয়। চতুর্থ প্রহরে স্নান কিম্বা রাত্রিকালে পিতৃগণের তর্পণ করিলে উক্ত জল রাক্ষসগণের গ্রহণীয় হয় কিন্তু সূর্য্য-চন্দ্রাদির গ্রহণকালে এ বিধান প্রতিপাল্য নহে। আমি সর্ব্বসিদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বকালেই পানীয় সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার জন্য ধুরন্ধর যক্ষগণের সৃষ্টি করিয়াছি। লোকান্তরগত পিতৃ-গণ পানীয় প্রাপ্ত হন না। আত্মীয় মর্ত্ত্যবাসী জন না থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে উত্তম জল সুদুর্লভ। অতএব পিতৃব্রতপরায়ণ শিষ্য, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, বা অন্যান্য বন্ধুবর্গ, মৃত-গণের তৃপ্তির জন্য তর্পণ করিবেন। নারদ কহিলেন,—হে দেবেশ! জলের দেবতা এবং তর্পণের বিধি আমি যাহাতে জানিতে পারি, আপনি আমাকে তাহা বলুন। ব্রহ্মা কহি-লেন,—সর্ব্বলোকে বিষ্ণুই জলাধিদেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত। সুতরাং যে ব্যক্তি জল-পূত হয়, বিষ্ণু তাহার মঙ্গলকর হইয়া থাকেন।১৬—৩০। গণ্ডূষমাত্র জল পান করি-লেই নর পবিত্র হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কুশসংসর্গে জল পীযূষ অপেক্ষাও অধিক গুণকর হয়। আমি পুরাকালে এই কুশকে সর্ব্বদেবতার আবাসস্থলরূপেই নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। কুশের মূলে ব্রহ্মা, মধ্যে কেশব এবং অগ্রভাগে শঙ্কর—ইঁহারা তিন-জনেই কুশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কুশহস্ত ব্যক্তি সদাই পবিত্র, সে স্তোত্র বা মন্ত্র পাঠ করিলে তৎসমস্ত শতগুণ অধিক পুণ্যপ্রদ হয়; কারণ কুশ সহস্র তীর্থসদৃশ। কুশ, কাশ, দূর্ব্বা, যবপত্র, ধান্যপত্র, বল্বজ ও পুণ্ড-রীক—কুশ এই সপ্তবিধ। ইহলোকে প্রতি-ষ্ঠিত এই সপ্তবিধ কুশের মধ্যে যথাক্রমে পূর্ব্বপূর্ব্বটী সমধিক ফলজনক। বিনা মন্ত্রে যে স্নান, উহা সর্ব্বথা নিষ্ফল। তিলের

অমৃতাৎ স্বাদুতামেতি সংস্পর্শাচ্চ তিলস্য চ।
তস্মাচ্চ তর্পয়েন্নিত্যং পিতৄংস্তিলজলৈর্বুধঃ ॥ ৩৬
দশাভশ্চ তিলৈস্তাবৎ পিতৄণাং প্রীতিরুত্তমা।
অগ্নিস্তম্ভভয়াদ্দেবা ন চেচ্ছন্ত্যতিবিস্তরম্ ॥
স্নাত্বাতস্তর্পয়েন্নিত্যং তিলমিশ্রোদকৈঃ পিতৄন্।
নীলষণ্ডবিমোক্ষেণ অমাবাস্যাতিলোদকৈঃ।
বর্ষাসু দীপদানেন পিতৄণামনৃণো ভবেৎ ॥৩৭
বৎসরৈকমমায়ান্তু তর্পয়েদ্‌যস্তিলৈঃ পিতৄন্।
বিনায়কত্বমাপ্নোতি সর্ব্বদেবৈঃ প্রপূজ্যতে ॥৪০
যুগাদ্যাসু চ সর্ব্বাসু যস্তিলৈস্তর্পয়েৎ পিতৄন্।
উক্তং যদ্ধাপ্যমায়াস্তু তস্মাচ্ছতগুণাধিকম্ ॥ ৪১
অয়নে বিষুবে চৈব রাকামায়াং তথৈব চ।
তর্পয়িত্বা পিতৄব্যূহং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৪২
তথা মন্বন্তরাখ্যায়ামস্তস্যাং পুণ্যসংস্থিতৌ।
গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যস্য পুণ্যতীর্থে গয়াদিষু ॥ ৪৩

তর্পয়িত্বা পিতৄন্ যাতি মাধবস্য নিকেতনম্।
তস্মাৎ পুণ্যাহকং প্রাপ্য তর্পয়েৎ পিতৃসঞ্চয়ম্
তর্পণং দেবতানাঞ্চ পূর্ব্বং কৃত্বা সমাহিতঃ।
অধিকারী ভবেৎ পশ্চাৎ পিতৄণাং তর্পণে বুধঃ
শ্রাদ্ধে ভোজনকালে চ পাণিনৈকেন দাপয়েৎ।
উভাভ্যাং তর্পণে দদ্যাদ্ বিধিরেষ সনাতনঃ ॥
দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা শুচিস্তু তর্পয়েৎ পিতৄন্।
তৃপ্যতামিতি বাক্যেন নামগোত্রেণ বৈ পুনঃ ॥
অকৃষ্ণৈর্যস্তিলৈর্মোহাৎ তর্পয়েৎ পিতৃসঞ্চয়ম্।
ভূম্যাং দদাতি যদপো দাতা চৈব জলে স্থিতঃ
বৃথা তদ্দীয়তে দানং নোপতিষ্ঠতি কস্যচিৎ ॥ ৪৮
স্থলে স্থিত্বা জলে যস্তু প্রযচ্ছেদুদকং নরঃ।
নোপতিষ্ঠেৎ পিতৄণাস্তু সলিলং তন্নিরর্থকম্ ॥ ৪৯
আর্দ্রবাসা জলে যস্তু কুর্য্যাদুদকতর্পণম্।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি সহ দেবৈঃ সদানঘ ॥ ৫০
রজকৈঃ ক্ষালিতং বস্ত্রমশুদ্ধং কবয়ো বিদুঃ।

সংস্পর্শ ঘটিলে জল অমৃত অপেক্ষাও স্বাদু হইয়া থাকে। অতএব ধীমান্ মানব তিল-জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। প্রত্যেক বারে দশটী করিয়া তিল দিলেও পিতৃগণের উত্তমা প্রীতি হয়। অগ্নিস্তম্ভভয়ে দেবতারা অত্যধিক তিল ব্যবহার কামনা করেন না। অতএব মানব প্রতিদিন স্নানান্তে তিলমিশ্র জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। যে ব্যক্তি নীলষণ্ড উৎসর্গ, অমাবস্যায় তিলোদক দান আর বর্ষাকালে দীপপ্রদান করে, সে পিতৃঋণ হইতে সর্ব্বথা মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি এক বৎসর যাবৎ অমাবস্যায় তিল দ্বারা তর্পণ করে, সে দেহান্তে গাণপত্যপদ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া থাকে। আর যেজন সমস্ত যুগাদ্যায় তিল দ্বারা পিতৃ-তর্পণ করে, সে অমাবস্যার তর্পণে যে ফল কথিত হইয়াছে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফলভাগী হয়। অয়ন সংক্রান্তি, বিষুধ-সংক্রান্তি,পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই সমস্ত দিনে পিতৃলোকের তর্পণ করিলে স্বর্গে সসম্মানে বাস করিতে পারে। সেইরূপ মন্বন্তরায়, অস্তান্ত পুণ্যযোগে, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণে, ও গয়াদি পুণ্যতীর্থে, পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া মানব মাধবনিকেতনে গমনে সমর্থ হয়। অতএব পুণ্যাহ উপলক্ষে পিতৃলোকের তর্পণ করিবে। বুদ্ধিমান্ মানব প্রথমতঃ সমাহিত ভাবে দেবগণের তর্পণ করিবে ; উহা করিলে পরে পিতৃতর্পণে অধিকারী হওয়া যায়। তর্পণকালে উভয় হস্ত দ্বারাই দিতে হয় ; শ্রাদ্ধে ও ভোজন দানকালেই কেবল এক হস্তে প্রদান করিবে। দক্ষিণমুখ হইয়া শুচি মানব নাম-গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক "তৃপ্যতাম্" বলিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে। মোহ-বশতঃ অকৃষ্ণ তিলদ্বারা পিতৃতর্পণ করা আর দাতা জলে থাকিয়া ভূমিতে যে জল দান করা এই উভয়বিধ দানই বৃথা, কারণ উহা কাহারও নিকটে উপস্থিত হয় না। আর স্থলে থাকিয়া জলে যে উদকাদি দান তাহাও পিতৃ-লোকসন্নিধানে উপস্থিত হয় না, সুতরাং নিরর্থক।৩৯—৪৯। হে অনঘ! যে জন আর্দ্র-বস্ত্রে জলে থাকিয়া জলমধ্যে তর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ দেবগণসহ সদাই তৃপ্তি লাভ করেন। কবিগণ, রজকক্ষালিত বস্ত্র অশুচি

হস্তপ্রক্ষালনে চৈব পুনর্বস্ত্রন্তু শুধ্যতি ॥ ৫১
শুক্লবাসাঃ শুচৌ দেশে স্থানে যস্তর্পয়েৎ পিতৃন্
ততো দশগুণেনৈব তুষ্যন্তি পিতরো ধ্রুবম্ ॥
স্নানং সন্ধ্যা চ পাষাণে খড়্গে বা তাম্রভাজনে
তর্পণং কুরুতে যস্তু প্রত্যেকঞ্চ শতাধিকম্ ॥ ৫৩
রৌপ্যাঙ্গুলীয়ং তর্জ্জন্যাং ধৃত্বা যস্তর্পয়েৎ পিতৃন
সর্ব্বঞ্চ শতসাহস্রগুণং ভবতি নান্যথা ॥ ৫৪
তথৈবানামিকায়ান্তু ধৃত্বা স্বর্ণাঙ্গুলীং বুধঃ।
তর্পয়েৎ পিতৃসন্দোহং লক্ষকোটিগুণং ভবেৎ ॥
অঙ্গুষ্ঠদেশিনীমধ্যে সব্যহস্তস্য খড়্গকম্।
ধৃত্বানামিকয়া রত্নমঞ্জলেরক্ষয়ং ফলম্ ॥ ৫৬
স্নানার্থমভিগচ্ছন্তং দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ।
বায়ুভূতাম্নগচ্ছন্তি তৃষার্ত্তাঃ সলিলার্থিনঃ ॥ ৫৭
নিরাশাস্তে নিবর্ত্তন্তে বস্ত্রনিষ্পীড়নেন চ।
তস্মান্ন পীড়য়েদ্বস্ত্রমকৃত্বা পিতৃতর্পণম্ ॥ ৫৮
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানুষে।
স্রবন্তি সর্ব্বতীর্থানি তস্মান্ন পরিপীড়য়েৎ ॥ ৫৯
দেবাঃ পিবন্তি শিরসি শ্মশ্রুতঃ পিতরস্তথা।
চক্ষুষোরপি গন্ধর্ব্বা অধস্তাৎ সর্ব্বজন্তবঃ ॥ ৬০
দেবাঃ পিতৃগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বা জন্তবস্তথা।
স্নানমাত্রেণ তুষ্যন্তি স্নানাৎ পাপং ন বিদ্যতে
নিত্যস্নানঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ স নরঃ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তো নাকলোকে মহীয়তে ॥ ৬২
স্নানং তর্পণপর্য্যন্তং দেবা মহর্ষয়ো বিদুঃ।
অতঃপরঞ্চ দেবানাং পূজনং কারয়েদ্বুধঃ ॥ ৬৩
গণেশং পূজয়েদ্যস্তু বিঘ্নস্তস্য ন জায়তে।
আরোগ্যার্থঞ্চ সূর্য্যঞ্চ ধর্ম্মমোক্ষায় মাধবম্ ॥ ৬৪
শিবঞ্চ কৃত্যকামার্থং সর্ব্বকামায় চণ্ডিকাম্।

বলেন। সেই বস্ত্র যদি আবার হস্ত দ্বারা কেবল জলে প্রক্ষালন করা যায় তবে তখন পবিত্র হয়। পবিত্র দেশে পবিত্র স্থানে শুক্ল বসনে যে তর্পণ করা যায়,তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল হয়, সন্দেহ নাই। পাষাণ-পাত্রে, তাম্রপাত্রে বা গণ্ডারের অস্থিরচিত পাত্রে স্নান, সন্ধ্যা ও তর্পণ করিলে উহা শতগুণাধিক ফলপ্রদ হয়। তর্জ্জনীতে রৌপ্যাঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া যদি পিতৃতর্পণ করে, তবে তাহা শতসহস্রগুণ ফলপ্রদ হয়, সন্দেহ নাই। সেই প্রকার বুদ্ধিমান্ মানব অনামিকায় স্বর্ণাঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া পিতৃ-লোকের তর্পণ করিবে ; তাহাতে লক্ষকোটি-গুণ ফল হয়। বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগে গণ্ডারের অস্থি এবং অনামিকায় রত্ন ধারণ করিয়া অঞ্জলি রচনা করত যদি তর্পণ করে, তবে তাহার অক্ষয় ফল হয়। ৫০—৫৬। কেহ স্নানার্থ গমন করিতে থাকিলে তৃষার্ত্ত দেবতারা পিতৃগণের সহিত জলাভিলাষে অনুগমন করিয়া থাকেন। স্নানান্তে বসননিষ্পীড়ন করিলে তাঁহারা নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন। অতএব পিতৃতর্পণ না করিয়া বস্ত্র নিপীড়ন করিবে না। মনুষ্য-দেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম আছে, সেই লোমসংসর্গী যে জলরাশি বস্ত্র হইতে ক্ষরিত হয় ; উহা ভূলোকগত সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থের ক্ষরণ বলিয়াই অবধারণ করা কর্ত্তব্য ; অত-এব তর্পণাদি পিতৃকার্য্যের পূর্ব্বে উহা নিপী-ড়ন করিবে না। দেব পিতৃ গন্ধর্ব্বাদি সর্ব্ব প্রাণীই স্নান মাত্রেই মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট হন ; দেবতারা স্নাত ব্যক্তির মস্তকগত জল, পিতৃগণ শ্মশ্রুগত জল, গন্ধর্ব্বগণ নেত্রগত জল আর অন্য সমস্ত প্রাণী অপরাপর অঙ্গের জল পান করিয়া থাকেন। স্নান করিলে পাপ থাকিতে পারে না। যে জন নিত্য স্নান করে, সে পুরুষোত্তম বলিয়া গণ্য ; সে সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া স্বর্গে সসম্মানে বাস করিয়া থাকে। দেবতা ও মহর্ষিগণ তর্পণ পর্য্যন্তই স্নান বলিয়া জানেন। ধীমান্ মানব অতঃপর দেবগণের পূজা করিবে। ৫৭—৬৩। যে জন গণেশের পূজা করে, তাহার বিঘ্ন হয় না। আরোগ্যার্থ সূর্য্যকে, ধর্ম্ম ও মোক্ষকামনায় বিষ্ণুকে, অভিচারাত্মক কামনা-সাধন করিবার জন্য শিবকে, আর অপরাপর সাধারণ কামনা পূরণার্থ দেবী

দেবাংশ্চ পূজয়িত্বা তু বৈশ্বদেববলিং চরেৎ ॥৬৫
বহ্নিকার্য্যং ততঃ কৃত্বা যজ্ঞং ব্রাহ্মণতর্পণম্।
দেবানাং সর্ব্বসত্ত্বানাং পুনস্ত্রিবিষ্টপং ব্রজেৎ ॥৬৬
গতাগতং স্থিরং কৃত্বা কামান্মোক্ষং সুখং দিবম্
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নিত্যং কর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥

নারদ উবাচ।

কিমর্থঞ্চ জলং তাত দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ।
ন প্রাপ্নুবন্তি সর্ব্বজ্ঞ লভন্তে মানবা যথা ॥ ৬৮

ব্রহ্মোবাচ।

পুরা সৃষ্টং ময়া তোয়ং সর্ব্বদেবময়ামৃতম্।
তস্যৈব রক্ষণার্থঞ্চ রক্ষা যক্ষা ধনুর্দ্ধরাঃ ॥ ৬৯
দ্বন্তি তে পিতরং দেবমস্মদ্বাক্যান্ন মানুষম্।
পশবঃ পক্ষিণঃ কীটা মর্ত্ত্যলোকে ব্যবস্থিতাঃ
মর্ত্ত্যজাতাশ্চ দেবা যে তথৈব মানুষা ধ্রুবম্।
তর্পয়িত্বা গুরুং নিত্যং সুরলোকে প্রতিষ্ঠিতাঃ
অন্যায়ী চ মলং ভুঙ্ক্তে অজপী পূয়শোণিতম্
অকৃত্বা তর্পণং নিত্যং পিতৃহা চোপজায়তে।
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং দেবানামপ্যপূজনে ॥
সন্ধ্যাকৃত্যমকৃত্বা চ সূর্য্যং হন্তি চ পাপকৃৎ ॥৭৩

নারদ উবাচ।

ব্রাহ্মণস্য সদাচারক্রমং ব্রূহি চ কর্ম্মণাম্।
ইতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবৃত্তমখিলং বদ ॥ ৭৪

ব্রহ্মোবাচ।

আচারাল্লভতে চায়ুরাচারাল্লভতে সুখম্।
আচারাৎ স্বর্গমোক্ষঞ্চ আচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥
অনাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ ॥৭৬
নরকে নিয়তং বাসো হ্যনাচারান্নরস্য চ।
আচারাচ্চ পরং লোকমাচারং শৃণু তত্ত্বতঃ ॥৭৭

চণ্ডিকার পূজা করা কর্ত্তব্য। দেবগণের পূজা করিয়া বৈশ্বদেববলি প্রদান করিবে। তারপর হোম করিয়া ভোজন দ্বারা ব্রাহ্মণের তৃপ্তিসাধন করিবে। এইরূপ দেবগণের এবং সমস্ত প্রাণীর তৃপ্তিবিধান করিয়া মানব ত্রিবিষ্টপে গমন করিয়া থাকে। 'সংসারে গতাগতি করিতেই হইবে' ইহা স্থির বুঝিয়া যাহাতে কামনানিচয়, সুখসমূহ, স্বর্গভোগ এবং মোক্ষ লাভ হইতে পারে সেইরূপ কার্য্যই সদা কর্ত্তব্য; অতএব প্রতিদিনই বিহিত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবে।৬৪—৬৭। নারদ কহিলেন,—হে তাত! মনুষ্যেরা যেরূপ জল লাভ করে, কোন্ কারণে পিতৃগণ সহ দেবগণ সেই জল লাভ করিতে পারেন না? ব্রহ্মা কহিলেন,—পুরাকালে আমি সর্ব্বদেবময় অমৃতস্বরূপ জল সৃষ্টি করিয়া পরে তাহার রক্ষণার্থ ধনুর্দ্ধর রক্ষ ও যক্ষগণকে নিযুক্ত করিয়াছি। তাহারা আমারই কথানুসারে পিতৃগণকে ও দেবতাদিগকে জল ব্যবহারে বাধা দিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যদিগকে কোনও বাধা দেয় না। পশু পক্ষী কীটাদি মর্ত্ত্যলোকেই জন্মিয়াছে, আর মনুষ্যেরাও মর্ত্ত্যলোকেই জন্মিয়াছে; মর্ত্ত্যজাত ব্যক্তিরাই সৎকর্ম্মফলে দেবত্ব লাভ করে। নিয়ত গুরুতর্পণ করিয়া মর্ত্ত্যেরাই সুরলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যায়ী ব্যক্তি মল ভোজন, আর অজপী পূয়-শোণিত পান করে; যে পিতৃতর্পণ না করিয়া পান-ভোজন করে, সে পিতৃহা বলিয়া গণ্য। নিত্য পূজ্য দেবগণের পূজা না করিলে ব্রহ্মহত্যা সম পাতক হয়। আর সন্ধ্যোপাসনা না করিলে সূর্য্যহত্যাপাতকভাগী হয়।৬৮—৭৩। নারদ কহিলেন,—এক্ষণে ব্রাহ্মণের সদাচারক্রম এবং সর্ব্বসাধারণের করণীয় বৈধ কার্য্য সকলও সম্পূর্ণরূপে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—আচার হইতে আয়ু লাভ হয়, আচার হইতেই সুখ লাভ হয়, আচার হইতেই স্বর্গ ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, আর আচারই অলক্ষণ বিনাশ করিয়া থাকে। লোকে অনাচার পুরুষ নিন্দিত হয়, অধিকন্তু সে সতত দুঃখভাগী রোগী ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। মনুষ্যের অনাচারফলে নিয়ত নরকবাস ঘটিয়া থাকে; পরন্তু আচারফলে উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। অতএব যথাযথ আচার বিবরণ

গোময়েন গৃহে নিত্যং প্রকুর্য্যাদুপলেপনম্।
প্রক্ষালয়েত্ততঃ পীঠং কাষ্ঠং পাত্রং শিলাতলম্
ভস্মনা কাংস্যপাত্রন্তু তাম্রমম্লেন শুধ্যতি।
শিলাপাত্রন্তু তৈলেন ফালং গোবালকেন তু॥
স্বর্ণরৌপ্যাদিপাত্রন্তু জলমাত্রেণ শুধ্যতি।
অগ্নিনা লোহপাত্রন্তু পাকপ্রক্ষালনেন তু॥ ৮০
খননাদ্দাহনাচ্চৈব উপলেপনধাবনাৎ।
পর্জ্জন্যবর্ষণাচ্চৈব ভূরমেধ্যা বিশুধ্যতি॥ ৮১
তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ।
ভস্মভির্মৃত্তিকাভিশ্চ শুদ্ধিরুক্তা ময়া পুরা॥ ৮২
শয্যা ভার্য্যা শিশুর্বস্ত্রমুপবীতং কমণ্ডলুঃ।
আত্মনঃ কথিতাঃ শুদ্ধা ন পরেষাং কদাচন॥ ৮৩
ন ভুঞ্জীতৈকবস্ত্রেণ ন স্নায়াদেকবাসসা।
ন ধারয়েৎ পরস্যৈবং স্নানবস্ত্রং কদাচন॥ ৮৪
সংস্কারং কেশদন্তানাং প্রাতরেব সমাচরেৎ।
গুরূণাঞ্চ নমস্কারং নিত্যমেব সমাচরেৎ॥ ৮৫
হস্তপাদে মুখে চৈব পঞ্চার্দ্রো ভোজনঞ্চরেৎ।
পঞ্চার্দ্রকস্তু ভুঞ্জানঃ শতং বর্ষাণি জীবতি॥ ৮৬
দেবতানাং গুরোরাজ্ঞাং স্নাতকাচার্য্যয়োরপি।
নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং বিপ্রস্য দীক্ষিতস্য চ।
গোগণং দৈবতং বিপ্রং ঘৃতং মধু চতুষ্পথম্।
প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বীত প্রখ্যাতাংশ্চ বনস্পতীন্।
গোবিপ্রাবগ্নিবপ্রৌ চ বিপ্রৌ দ্বৌ দম্পতী তথা
তয়োর্মধ্যে ন গচ্ছেত স্বর্গস্থোঽপি পতেদ্ধ্রুবম্
উচ্ছিষ্টো ন স্পৃশেদগ্নিং ব্রাহ্মণং দৈবতং গুরুম্
স্বশীর্ষং পুষ্পবৃক্ষঞ্চ যজ্ঞবৃক্ষমধার্ম্মিকম্॥ ৯০
ত্রীণি তেজাংসি নোচ্ছিষ্ট উদীক্ষেত কদাচন।
সূর্য্যাচন্দ্রমসাবেবং নক্ষত্রাণি চ সর্ব্বশঃ॥ ৯১
নেক্ষেদ্বিপ্রং গুরুং দেবং রাজানং যতিনাং বরম্
যোগিনং দেবকর্ম্মাণং ধর্ম্মাণাং কথকং দ্বিজম্।
নদীনাঞ্চ প্রতীরে চ পত্যুশ্চ সরিতাং তথা।
যজ্ঞবৃক্ষস্য মূলে চ উদ্যানে পুষ্পবাটকে॥ ৯৩
শরীরস্য মলত্যাগং ন কুর্য্যাজ্জীবনে তথা।

শ্রবণ কর। প্রতিদিন গোময় দ্বারা গৃহে উপলেপ প্রদান করিবে। কাষ্ঠ পাত্র শিলা ও পীঠ সকল প্রক্ষালন করিবে। কাংস্য পাত্র ভস্ম দ্বারা, তাম্র পাত্র অম্ল দ্বারা, শিলা-পাত্র তৈল দ্বারা, ফাল পাত্র গোপুচ্ছ দ্বারা এবং স্বর্ণ-রৌপ্যাদি পাত্র জল দ্বারা প্রক্ষালন মাত্র করিলেই শুদ্ধ হয়। অগ্নি দ্বারা পাক ও প্রক্ষালন করিলে লৌহপাত্র বিশুদ্ধ হয়। খনন, দাহন, উপলেপন, ধাবন ও বৃষ্টিপাতে অপবিত্রা ভূমি পবিত্র হয়। তৈজস পাত্র, মণিপাত্র ও সমস্ত প্রস্তরপাত্র সম্বন্ধে 'ভস্ম ও মৃত্তিকা দ্বারা যে উহারা বিশুদ্ধ হয়'—একথা আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। শয্যা, ভার্য্যা, শিশু, বস্ত্র, উপবীত ও কমণ্ডলু,—এ সমস্ত নিজের হইলে সর্ব্বদাই পবিত্র, কিন্তু পরের হইলে কদাচ শুদ্ধ হয় না। একবসনে ভোজন বা স্নান করিবে না; কিন্তু অপরের স্নান-বসনও কদাচ ধারণ করিবে না। প্রাতঃকালেই কেশ ও দন্তের সংস্কার এবং গুরুবর্গের নমস্কার করিবে। হস্তদ্বয় পদদ্বয় ও মুখ—এই পঞ্চ অবয়ব আর্দ্র করিয়া ভক্ষণ করিবে। যিনি পঞ্চার্দ্র হইয়া নিয়ত ভোজন করেন, তিনি শতবর্ষ জীবিত থাকেন। দেবতা গুরু রাজা স্নাতক আচার্য্য ব্রাহ্মণ ও দীক্ষিত ব্যক্তির ছায়া ইচ্ছা করিয়া আক্রমণ করিবে না। গো দেবতা বিপ্র ঘৃত মধু চতুষ্পথ ও দেবাবাস বলিয়া প্রখ্যাত বৃক্ষ সকল প্রদক্ষিণ করিবে। গো ও বিপ্র, অগ্নি ও বিপ্র, দুই বিপ্র, অথবা দম্পতির মধ্য দিয়া যাইবে না; যদি যায়, তাহা হইলে স্বর্গস্থ ব্যক্তিও পতিত হয়, সন্দেহ নাই। অগ্নি, ব্রাহ্মণ, দেবতা, গুরু, নিজ মস্তক, পুষ্পবৃক্ষ, যজ্ঞোডুম্বর বৃক্ষ ও অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিবে না। সূর্য্য, চন্দ্র এবং সমস্ত নক্ষত্র—এই ত্রিবিধ তেজঃপদার্থ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় মুখ তুলিয়া উপরের দিকে চাহিয়া দেখিবে না। আর বিপ্র গুরু দেবতা রাজা যতিবর যোগী দেবকার্য্যপরায়ণ ও ধর্ম্মকথাকথক দ্বিজকেও ওরূপ ভাবে দেখিতে নাই।৮৬-৯৩। সাগর ও নদীর তীরে, যজ্ঞোডুম্বর বৃক্ষের মূলে, উদ্যানে, পুষ্পবাটিকায়, জল-

বিপ্রস্থায়তনে গোষ্ঠে রম্যে রাজপথেষু চ ॥৯৪
ন ক্ষৌরং কারয়েদ্ধীরঃ কুজস্থাহি কদাচন।
মলং ন ধারয়েদ্দন্তে নখং ন বদনে ক্ষিপেৎ ॥৯৫
তৈলাভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত বাসরে রবিভৌময়োঃ
স্বগাত্রাসনয়োর্বাদ্যং গুরোরেকাসনাসনম্ ॥ ৯৬
ন হরেচ্ছ্রোত্রিয়স্বঞ্চ দেবস্যাপি গুরোরপি।
রাজতপস্বিনাঞ্চৈব পঙ্গোরন্ধস্য যোষিতঃ ॥ ৯৭
পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণায় গোভ্যো রাজভ্য এব চ
রোগিণে ভারতপ্তায় গুর্ব্বিণ্যৈ দুর্ব্বলায় চ ॥ ৯৮
বিবাদং ন চ কুর্ব্বীত নৃপবিপ্রচিকিৎসকৈঃ।
ব্রাহ্মণং গুরুপত্নীঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৯৯
পতিতং কুষ্ঠসংযুক্তং চাণ্ডালঞ্চ গবাশিনম্।
নির্দ্ধূতং জ্ঞানহীনঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০০
স্ত্রিয়ং দুষ্টাঞ্চ দুর্ব্বৃত্তামপবাদপ্রদায়িনীম্।
কুকর্ম্মকারিণীং দুষ্টাং সদৈব কলহপ্রিয়াম্ ॥ ১০১
প্রমত্তামধিকাঙ্গীঞ্চ নির্লজ্জাং বাহ্যচারিণীম্।
ব্যয়শীলামনাচারাং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০২

মলিনাং নাভিবন্দেত গুরুপত্নীং কদাচন।
ন স্পৃশেত্তাঞ্চ মেধাবী স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যতি ॥
ন তয়া সহ কেলিঞ্চ বর্জ্জয়েচ্চ সদৈব হি।
শৃণুয়াচ্চ বচো নূনং ন পশ্যেচ্চ গুরোঃ স্ত্রিয়ম্ ॥
বধূং পুত্রস্য ভ্রাতুশ্চ স্বপুত্রীং যুবতীং ধ্রুবম্।
অন্যাঞ্চ গুরুপত্নীঞ্চ নেক্ষেৎ স্পর্শং ন কারয়েৎ
তাভিঃ সহ কথালাপং তথা ভ্রূভঙ্গদর্শনম্।
কলহং নিত্রপাং বাণীং সদৈব পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
ন দদ্যাচ্চ সদা পাদং তুষাঙ্গারাস্থিভস্মসু।
কার্পাসাস্থিষু নির্ম্মাল্যে চিতিকাষ্ঠে চিতৌ গুরৌ
শুষ্কং মীনং ন ভক্ষেত পূতিগন্ধিমমেধ্যকম্।
বিষসঞ্চাস্ত্যচ্ছিষ্টং পাকার্থঞ্চ পরস্য চ ॥ ১০৮
ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং ক্ষণমপ্যসতা সহ।
ন তিষ্ঠেচ্চ ক্ষণং ধীরো দীপচ্ছায়ে কলিদ্রুমে ॥
অস্পৃশ্যৈঃ সহ চালাপং পতিতৈঃ কুপিতৈঃ সহ

মধ্যে, বিপ্রভবনে, রম্যস্থানে, রাজপথে ও গোষ্ঠে শরীরের কোনরূপ মল ত্যাগ করিবে না। কুজবারে ধীর নর কদাচ ক্ষৌরকার্য্য করাইবেন না। দন্তে মলধারণ করিবে না। মুখে নখ নিক্ষেপ করিবে না; আর রবি ও মঙ্গলবারে তৈলাভ্যঙ্গও করিবে না। স্বগাত্র বা আসন বাজাইবে না। গুরুর সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না। শ্রোত্রিয় দেবতা গুরু রাজা তপস্বী পঙ্গু অন্ধ এবং স্ত্রীলোকের ধন কদাচ হরণ করিবে না। ব্রাহ্মণ গো রাজা রোগী ভারক্রান্ত গর্ভিণী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পথ ছাড়িয়া দিবে। রাজা বিপ্র ও চিকিৎসকের সহিত বিবাদ করিবে না। ব্রাহ্মণ ও গুরুপত্নীর নিকটে ঘেষিয়া থাকিবে না, পরন্তু ইঁহাদিগের একটু দূরে থাকিতেই চেষ্টা করিবে। পতিত কুষ্ঠী চণ্ডাল গোখাদক সমাজবহিষ্কৃত ও জ্ঞানহীনকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকিয়াই পরিহার করিবে। আর দুষ্টা দুর্ব্বৃত্তা অপবাদপ্রদায়িনী কুকর্ম্মকারিণী কলহপ্রিয়া প্রমত্তা অধিকাঙ্গী নির্লজ্জা বহির্বিহারিণী ব্যয়শীলা ও অনাচারা রমণীকেও দূরে পরিত্যাগ করিবে।৯৪-১০২। বুদ্ধিমান্ শিষ্য কদাচ গুরুপত্নী মলিনা থাকিলে তাঁহাকে অভিবাদন করিবে না; তদবস্থায় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে নাই, স্পর্শ করিলে স্নান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। তাঁহার সহিত কোন প্রকার ক্রীড়া সর্ব্বদাই বর্জ্জন করিবে; আর তাঁহার সমস্ত আদেশ অবশ্য প্রতিপালন করিবে। পরন্তু বিনা প্রয়োজনে তাঁহাকে দেখিবে না। আর পুত্রবধূ ভ্রাতৃবধূ কন্যা ও অন্যা গুরুজনপত্নী যুবতী হইলে তাঁহাদিগকেও বিনা প্রয়োজনে দেখিবে না বা স্পর্শ করিবে না। ইঁহাদিগের সহিত বৃথা কথোপকথন, ভ্রূভঙ্গী দর্শন, কলহ ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ সতত বর্জ্জনীয়। তুষ অঙ্গার অস্থি কার্পাস নির্ম্মাল্য চিতাকাষ্ঠ ও গুরু—এই সমস্তের উপর পদক্ষেপ করিবে না। শুষ্ক মৎস্য, পূতিগন্ধি দ্রব্য, অপবিত্র বস্তু, অপরের উচ্ছিষ্ট খাদ্য অথবা অপরের পাকার্থ দ্রব্য খাইবে না। ক্ষণকালও অসৎ লোকের সহিত কোনও স্থানে থাকিবেও না বা যাইবেও না। ধীর নর ক্ষণকালও দীপচ্ছায়ায় কিম্বা বহেড়া বৃক্ষে থাকিবে না।

ন কুর্য্যাৎ ক্ষণমাত্রন্তু কৃত্বা গচ্ছেচ্চ রৌরবম্ ॥
কনিষ্ঠং নাভিবন্দেত পিতৃব্যং মাতুলং তথা।
উত্থায় চাসনং দদ্যাৎ কৃতাঞ্জল্যগ্রতঃ স্থিতঃ ॥
তৈলাভ্যক্তং তথোচ্ছিষ্টমার্দ্রবস্ত্রঞ্চ রোগিণম্।
পারাবারগতোদ্বিগ্নং বহস্তং নাভিবাদয়েৎ ॥ ১১২
যজ্ঞস্কার্য্যগতং নষ্টং ক্রীড়ন্তং স্ত্রীজনৈঃ সহ।
বালক্রীড়াগতঞ্চাপি পুষ্পযুক্তং কুশৈর্যুতম্ ॥
শিরঃ প্রাবৃত্য কর্ণৌ বা অপ্সু মুক্তশিখো-
হপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ পূজাং নাচামেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥
উপবীতবিহীনশ্চ নগ্নকো মুক্তকচ্ছকঃ।
একবস্ত্রপিধানশ্চ আচান্তো নৈব শুধ্যতি ॥ ১১৫
মধ্যমাভির্মুখং পূর্ব্বং ত্রিসৃভিঃ সমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠদেশিনীভ্যাঞ্চ নাসাঞ্চ তদনন্তরম্ ॥ ১১৬
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুষী সমুপস্পৃশেৎ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠতঃ শ্রোত্রে নাভিমঙ্গুষ্ঠকেন তু ॥ ১১৭
তলেন হৃদয়ং ন্যস্য সর্ব্বাভির্মস্তকোপরি।
বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশ্য ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ।
অনেনাচমনং কৃত্বা মানবঃ প্রযতো ভবেৎ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্মুক্তঃ স্বর্গঞ্চাক্ষয়মশ্নুতে ॥ ১১৯
প্রাণস্ত্রিপুটশূন্যা চ ব্যানোঽপানশ্চ মুদ্রয়া।
সমানস্ত সমস্তাভিরুদানস্তর্জ্জনীং বিনা ॥ ১২০
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
উপপ্রীণন্তু তে প্রীতা যেভ্যো ভূমৌ প্রদীয়তে
শয়নঞ্চার্দ্রপাদেন শুষ্কপাদেন ভোজনম্।
নান্ধকারে চ শয়নং ভোজনং নৈব কারয়েৎ ॥
পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্।
উত্তরে পশ্চিমে চৈব ন স্বপেদ্ধি কদাচন ॥ ১২৩
স্বপ্নাদায়ুঃ ক্ষয়ং যাতি ব্রহ্মহা পুরুষো ভবেৎ।

অস্পৃশ্য পতিত ও কুপিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবে না, করিলে রৌরব নরকে যাইতে হয়।১০৩—১১০। পিতৃব্য ও মাতুল বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে অভিবাদন করিবে না, কিন্তু উত্থানপূর্ব্বক আসন দানান্তে অগ্রভাগে কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিবে। তৈলাভ্যক্ত উচ্ছিষ্ট আর্দ্রবসনধারী রোগী সমুদ্রগত উদ্বিগ্ন যজ্ঞকর্ম্মলিপ্ত স্ত্রীজনসহ ক্রীড়াসক্ত, বালক লইয়া ক্রীড়ানিরত, পুষ্পহস্ত বা কুশবহনকারী ও ভারাক্রান্ত ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবে না। মস্তক বা কর্ণদ্বয় আবৃত করিয়া বা মুক্তশিখ হইয়া অথবা জলমধ্যে কিম্বা দক্ষিণমুখে আচমন করিবে না; আর আচমনকালে পাদপ্রক্ষালনও অবশ্য কর্ত্তব্য। উপবীতহীন নগ্ন মুক্তকচ্ছ ও একবস্ত্রপরিধায়ী হইয়া আচমন করিলেও শুদ্ধিলাভ হয় না। প্রথমে হস্তের মধ্যম তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা চক্ষুদ্বয়, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কর্ণদ্বয়, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি,তলদেশ দ্বারা হৃদয়, সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা মস্তকের উপরিভাগ, এবং অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুযুগল স্পর্শ করিবে। এরূপ করিলে তবেই নর শুদ্ধ হইতে পারে। মানব এই বিধান অনুসারে আচমন করিয়া পবিত্র হয়,—সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগে প্রাণমুদ্রা, অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা ও অনামাযোগে ব্যানমুদ্রা, অঙ্গুষ্ঠ অনামা ও কনিষ্ঠাযোগে অপানমুদ্রা, সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগযোগে সমানমুদ্রা ও তর্জ্জনীহীন অঙ্গুলীনিচয়যোগে উদান মুদ্রা হয়। ভোজনকালে প্রথমতঃ এই পঞ্চমুদ্রায় প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে পঞ্চ আহুতি দিয়া নাগ কর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পঞ্চ বহির্বায়ুকেও ভূমিতে অন্নদান করিবে, তৎকালে "নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই পঞ্চ বায়ুকে ভূমিতে অন্ন প্রদত্ত হইতেছে, ইহাঁরা আমার প্রতি প্রীত হউন" এই মন্ত্র পাঠ করিবে।* আর্দ্রপাদে শয়ন ও শুষ্কপাদে ভোজন এবং অন্ধকারে শয়ন কিম্বা ভোজন করিতে নাই। ১১১—১২২। পশ্চিম ও দক্ষিণ মুখে দন্তধাবন কদাচ করিবে না। উত্তর বা পশ্চিম শিরে কদাচ শয়ন করিবে না, কারণ ওরূপ

* এই নিয়ম দেশান্তর প্রচলিত।

ন কুর্ব্বীত ততঃ স্বপ্নং শস্তঞ্চ পূর্ব্বদক্ষিণম্ ॥
আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে যশো ভুঙ্ক্তে
উদঙ্মুখঃ ॥ ১২৫
প্রাচ্যাং নরো লভেদায়ুর্যাম্যাং প্রেতত্বমশ্নুতে।
বারুণে চ ভবেদ্রোগী আয়ুর্ব্বিত্তং তথোত্তরে ॥
দেবানামেকভুক্তন্তু দ্বিভুক্তং স্যান্নরস্য চ।
ত্রিভুক্তং প্রেতদৈত্যস্য চতুর্থং কৌণপস্য তু ॥
নিরামিষং হবির্দেবা মৎস্যমাংসাদি মানুষাঃ।
পূতি পর্য্যুষিতং দুষ্টমন্যে ভুঞ্জন্ত্যনাবৃতাঃ ॥১২৮
স্বর্গচ্যুতানা*মিহ জীবলোকে
চত্বারি তেষাং হৃদয়ে চ সন্তি।
দানং প্রশস্তং মধুরা চ বাণী
দেবার্চ্চনং ব্রাহ্মণতর্পণঞ্চ ॥ ১২৯
কার্পণ্যবৃত্তিঃ স্বজনেষু নিন্দা
কুচেলতা নীচজনেষু ভক্তিঃ।
অতীব রোষঃ কটুকা চ বাণী
নরস্য চিহ্নং নরকাগতস্য ॥ ১৩০
নবনীতোপমা বাণী করুণাকোমলং মনঃ।
ধর্ম্মবীজপ্রসূতানামেতৎ প্রত্যক্ষলক্ষণম্
দয়াদরিদ্রহৃদয়ং বচঃ ক্রকচকর্কশম্।
পাপবীজপ্রসূতানামেতৎ প্রত্যক্ষলক্ষণম্ ॥
শ্রাবয়েচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সদাচারাদিকং নরঃ।
আচারাদেঃ ফলং লব্ধ্বা পাপাৎপূতো-
হচ্যুতো দিবি ॥ ১৩৩

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে সদাচার-
বর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

শয়নে আয়ুঃক্ষয় হয় এবং সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম-হত্যাপাপভাগী হইয়া থাকে। অতএব উত্তর বা পশ্চিম শিরে শয়ন করিবে না; পরন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব্ব শিরেই শয়ন করিবে; উহাই প্রশস্ত। পূর্ব্বমুখে ভোজন করিলে আয়ুঃ, উত্তরমুখে † ও দক্ষিণমুখে যশ এবং পশ্চিম মুখে লক্ষ্মীলাভ হয়। সাধারণ উপবেশন সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পূর্ব্বমুখে আয়ুঃ, দক্ষিণ-মুখে মৃত্যু, পশ্চিমমুখে রোগ ও উত্তরমুখে উপবেশন করিলে আয়ু ও ধন লাভ হইয়া থাকে। দিবারাত্রমধ্যে একবার ভোজন দেবগণের, দ্বিভোজন মনুষ্যগণের, ত্রিভোজন প্রেতদৈত্যাদির, আর চতুর্ভোজন রাক্ষস-দিগের বলিয়া জানিবে। নিরামিষ হবিঃ দেবতাদিগের, মৎস্য-মাংসাদি মনুষ্যগণের, এবং পূতি পর্য্যুষিতাদি খাদ্য অপর সকলের বলিয়া জানিবে। প্রশস্ত দান, মধুর বাক্য, দেবার্চ্চন ও ব্রাহ্মণ-তৃপ্তিসাধন এই চারিটী কার্য্য করিবার অভিলাষ এই জীবলোকে স্বর্গ হইতে সমাগত ব্যক্তিবর্গের চিত্তেই নিয়ত বিরাজ করে। আর যাহারা নরক হইতে আগত তাহাদের কার্পণ্য, স্বজননিন্দা, মলিন বসন ব্যবহার, নীচজনে অনুরাগ, রোষাধিক্য, ও কূটবাক্যপ্রয়োগ এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা ধর্ম্মবীজপ্রসূত তাঁহাদের বাণী নবনী-তোপমা, ও মন করুণাকোমল হইয়া থাকে; ইহাই প্রত্যক্ষ লক্ষণ। আর যাহারা পাপ-বীজপ্রসূত তাহাদের হৃদয় দয়াদরিদ্র, ও বচন ক্রকচবৎ কর্কশ হইয়া থাকে; ইহাই প্রত্যক্ষ লক্ষণ। মানব যদি সদাচারাদি স্বয়ং শ্রবণ করে কিম্বা অপরকে শ্রবণ করায় তবে সে'ও উক্ত আচারাদ্যনুষ্ঠানের যে ফল তাহাই লাভ করে বলিয়া নিষ্পাপ শরীরে স্বর্গে যাইয়া বাস করে; তাহার আর পতন হয় না।১২৩—১৩৩।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

---

* স্বর্গস্থিতানামেতি চ পাঠঃ।

† শাস্ত্রান্তরে উত্তরমুখ ভোজনে জ্ঞানলাভ ও বংশনাশ হয় বলিয়াই উক্ত আছে।

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

যৎপুণ্যমধিকং লোকে সর্ব্বদা সর্ব্বসম্মতম্।
তবদ স্বেচ্ছয়া বিপ্র যৎকৃতং পূর্ব্বপূর্ব্বকৈঃ॥ ১

পুলস্ত্য উবাচ।

একদা তু দ্বিজাঃ সর্ব্বে ব্যাসশিষ্যাঃ সহাদরাৎ
ব্যাসং প্রণম্য পপ্রচ্ছুর্ধর্ম্মং মাঞ্চ যথা ভবান্॥

দ্বিজা উচুঃ।

পুণ্যাৎ পুণ্যতমং লোকে সর্ব্বধর্ম্মেষু চোত্তমম্
কিং কৃত্বা মানবাঃ স্বর্গং ভুঞ্জতে চাক্ষয়ং বদ॥৩
নত্যক্লাকষ্টকং শুদ্ধং বর্ণানাং মর্ত্ত্যবাসিনাম্।
গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চ সাধ্যমেকং ক্রতুং বদ॥৪
যদ্‌যৎ কৃত্বা চ দেবানাং পূজ্যো নাকে ভবেন্নরঃ
তত্তদ্বদ চ নো ব্রহ্মন্ প্রসাদী ভব ধর্ম্মতঃ॥ ৫

ব্যাস উবাচ।

পঞ্চাখ্যানং বদিষ্যামি শৃণুধ্বং তত্র পূর্ব্বতঃ।
পঞ্চানামেককং কৃত্বা বিন্দেন্মোক্ষং দিবং যশঃ
পিত্রোরর্চ্চাথ পত্যুশ্চ সাম্যং সর্ব্বজনেষু চ।
মিত্রাদ্রোহো বিষ্ণুভক্তিরেতে পঞ্চ মহামখাঃ। ৭
প্রাক্ পিত্রোরর্চ্চয়া বিপ্রা যদ্ধর্ম্মং সাধয়েন্নরঃ।
ন তৎ ক্রতুশতৈরেব তীর্থযাত্রাদিভির্ভুবি। ৮
পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। ৯
পিতরো যস্য তৃপ্যন্তি সেবয়া চ গুণেন চ।
তস্য ভাগীরথীস্নানমহন্যহনি বর্ত্ততে। ১০
সর্ব্বতীর্থময়ী মাতা সর্ব্বদেবময়ঃ পিতা॥১১
মাতরং পিতরঞ্চৈব যস্তু কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। ১২
জানুনী চ করৌ যস্য পিত্রোঃ প্রণমতঃ শিরঃ।
নিপতন্তি পৃথিব্যাঞ্চ সোঽক্ষয়ং লভতে দিবম্
তয়োশ্চরণয়োর্যাবদ্রজশ্চিহ্নানি মস্তকে।
প্রতীকে চ বিলগ্নানি তাবৎ পূতঃ সুতস্তয়োঃ

পঞ্চাশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,—হে বিপ্র! ইহলোকে যাহা সমাধিক পুণ্য, পূর্ব্বপূর্ব্ব মহাত্মারা যাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বসম্মত, আপনি ইচ্ছানুসারে তাহা বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—তুমি আমাকে এক্ষণে যেমন জিজ্ঞাসা করিতেছ, পূর্ব্বে একদা ব্যাসশিষ্য দ্বিজগণ সকলে মিলিত হইয়া যাইয়া ব্যাসকে প্রণামপূর্ব্বক সাদরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দ্বিজগণ কহিলেন,—ইহলোকে মানবগণ পুণ্য হইতেও পুণ্যতম ও সর্ব্বধর্ম্ম মধ্যে উত্তম কোন্ কর্ম্ম করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিয়া থাকে, তাহা বলুন। আর মর্ত্ত্যবাসী সমস্ত বর্ণের ও গুরু লঘু সকল জনের সম্পাদনযোগ্য অক্লেশসাধ্য শুদ্ধ একটী যজ্ঞেরও উল্লেখ করুন। হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মানুসারে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। মনুষ্য যাহা যাহা করিয়া স্বর্গে যাইয়া দেবতাদিগেরও পূজ্য হয়, তাহাও বলুন। ব্যাস কহিলেন,—আমি পঞ্চ আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, প্রথমতঃ তোমরা তাহাই শুন। এই পঞ্চাখ্যান একীভূত করিয়া স্বর্গ যশ ও মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। পিতামাতার সেবা, পতিসেবা, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, মিত্রদ্রোহ না করা, ও বিষ্ণুভক্তি এই পাঁচটী মহামখ। হে বিপ্রগণ! ভূতলে পিতামাতার সেবা দ্বারা পুত্র যে পুণ্যার্জ্জনে সমর্থ হয়, শত শত ক্রতু ও তীর্থযাত্রাদি দ্বারাও তাহা অর্জ্জন করা যায় না। পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা, পিতা প্রীত হইলে সকল দেবতাই প্রীত হন। যাহার সেবায় ও গুণগরিমায় পিতৃগণ প্রীত হন, প্রতিদিনই তাহার ভাগীরথীস্নান হইয়া থাকে। ১—১০। মাতা সর্ব্বতীর্থময়ী, আর পিতা সর্ব্বদেবময়; সেই মাতাপিতাকে যে পুত্র প্রদক্ষিণ করে, তাহার পক্ষে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীই প্রদক্ষিণ করা হয়। পিতামাতাকে প্রণাম করিবার সময় যাহার জানুদ্বয় করদ্বয় ও মস্তক ভূতলে নিপতিত হয়, সে অক্ষয় স্বর্গলাভ করে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত পিতামাতার পদধূলিচিহ্ন পুত্রের মস্তকে ও শরীরে সংলগ্ন দৃষ্ট হয়, তাবৎকাল

পাদারবিন্দসলিলং যঃ পিত্রোঃ পিবতে সুতঃ।
তস্য পাপক্ষয়ং যাতি জন্মকোটিশতার্জ্জিতম্॥
ধন্যোঽহসৌ মানবো লোকে পূতোঽহসৌ সর্ব্বকল্মষাৎ।
বিনায়কত্বমাপ্নোতি জন্মনৈকেন মানবঃ॥ ১৬
পিতরৌ লঙ্ঘয়েদ্যস্তু বচোভিঃ পুরুষাধমঃ।
নিরয়ে চ বসেত্তাবদ্যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ১৭
পিত্রোরনর্চ্চনং কৃত্বা ভুঙ্ক্তে যস্তু সুতাধমঃ।
ক্রিমিকূপেঽথ নরকে কল্পান্তমুপতিষ্ঠতি॥ ১৮
রোগিণঞ্চাপি বৃদ্ধঞ্চ পিতরং বৃত্তিকর্শিতম্।
বিকলং নেত্রকর্ণাভ্যাং ত্যক্ত্বা গচ্ছেচ্চ রৌরবম্
অন্ত্যজাতিষু ম্লেচ্ছেষু চাণ্ডালেষ্বপি জায়তে।
পিত্রোরপোষণং কৃত্বা সর্ব্বপুণ্যক্ষয়ো ভবেৎ॥
নারাধ্য পিতরৌ পুত্রস্তীর্থদেবান্ ভজন্নপি।
তয়োর্ন ফলমাপ্নোতি কীটবদ্ভ্রমতে মহীম্॥২১
কথয়ামি পুরাবৃত্তং বিপ্রাঃ শৃণুত যত্নতঃ।
যং শ্রুত্বা ন পুনর্মোহং প্রয়াস্যথ পুনর্ভুবি॥ ২২
পুরাসীচ্চ দ্বিজঃ কশ্চিন্নরোত্তম ইতি স্মৃতঃ।
স্বপিত্রারাধনাদৃত্য গতোঽহসৌ তীর্থসেবয়া॥২৩
ততঃ সর্ব্বাণি তীর্থানি গচ্ছতো ব্রাহ্মণস্য চ।
আকাশে স্নানচেলানি প্রশুষ্যন্তি দিনে দিনে॥
অহঙ্কারোঽবিশত্তস্য মানসে ব্রাহ্মণস্য চ।
মৎসমো নাস্তি বৈ কশ্চিৎ পুণ্যকর্ম্মা মহাযশাঃ
ইত্যুক্তে চাননে তস্য হ্যহদচ্চ বকস্তদা।
ক্রোধাচ্চৈবেরিতস্তস্য স শশাপ দ্বিজো বকম্
পপাত চ বকঃ পৃথ্ব্যাং স ভস্মীভূতবিগ্রহঃ।
তং দ্বিজেন্দ্রং মহামোহঃ প্রাবিশচ্চান্তকর্ম্মণি॥
ততঃ পাপাচ্চ বিপ্রস্য চেলং খঞ্চ ন গচ্ছতি।
বিষাদমগমৎ সদ্যস্ততঃ খে তমুবাচ হ॥ ২৮

সেই পুত্র পবিত্র থাকে। যে পুত্র পিতামাতার পাদপদ্মধৌত জল পান করে, তাহার শত-কোটি-জন্মার্জ্জিত পাতকরাশি ক্ষয় পায়। সেই মানবই ইহলোকে ধন্য ও সর্ব্বপাপমুক্ত পবিত্র ব্যক্তি। সে এক জন্মেই এই সৎকর্ম্মের ফলে গাণপত্য পদ প্রাপ্ত হয়। যে পুরুষাধম বাক্য দ্বারা পিতামাতাকে অবজ্ঞাত করে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নিরয়ে বাস করে। যে অধম পুত্র পিতামাতার অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করে, সে মরণান্তে কৃমিকূপ নরকে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। রোগী বৃদ্ধ বৃত্তিক্ষীণ ও যাঁহার নেত্র ও কর্ণ বিকল হইয়াছে এমন পিতাকে ত্যাগ করিলে রৌরব নরকে যায়। পিতামাতার পোষণ না করিলে তাহার সমস্ত পুণ্য ক্ষয় পায় এবং সে ম্লেচ্ছ চণ্ডালাদি অন্ত্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। ১১—২০। পুত্র, পিতামাতার আরাধনা না করিয়া তীর্থসেবা বা দেবারাধনা করিলেও তাহার ফল পায় না; পরন্তু সে ভূতলে কেবল কীটবৎ হীনভাবেই বিহার করিয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! এ সম্বন্ধে একটী পুরাবৃত্ত বলিতেছি, তোমরা যত্নসহকারে শ্রবণ কর। যাহা শুনিলে ভূতলে আর মোহাপন্ন হইতে হইবে না। পুরাকালে নরোত্তম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে নিজ পিতা মাতার সেবা না করিয়া তীর্থসেবায় বহির্গত হইল। সে তীর্থসেবায় প্রবৃত্ত হইলে পর প্রতিদিন তাহার পরিধেয় বসন পথে পথে আকাশেই শুষ্ক হইত। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই ব্রাহ্মণের মনে মহা অহঙ্কার জন্মিল এবং তজ্জন্য "আমার মত আর কেহ পুণ্যকর্ম্মা মহাযশা লোক নাই" এইরূপ বাক্যও উচ্চারণ করিল। ঠিক সেই সময়েই একটা বক তাহার মুখে মলত্যাগ করিল। তাহাতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বককে অভিশাপ দিল; বকও তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। এই জীবহিংসাফলে সেই দ্বিজেন্দ্রের মনে মহা-মোহ প্রবেশ লাভ করিল। সেই ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্র যে আকাশে নিরালম্বে থাকিয়া শুষ্ক হইতে হইতেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত, এই পাপের ফলে সেই সিদ্ধি বিনষ্ট হইল, সে বস্ত্রের আর আকাশে গতি রহিল না; তাহাতে সেই দ্বিজ সদ্যই বিষাদগ্রস্ত

গচ্ছ বাড়ব চাণ্ডালং মূকং পরমধার্ম্মিকম্।
তত্র ধর্ম্মঞ্চ জানীষে ক্ষেমস্তে তদ্বচো ভবেৎ ॥
যাচ্চ তদ্বচনং শ্রুত্বা গতোঽসৌ মূকমন্দিরম্।
শুশ্রূষন্তঞ্চ পিতরৌ সর্ব্বারম্ভাদদর্শ সঃ ॥ ৩০
দদতং শীতকালে চ সম্যগুষ্ণং জলং তয়োঃ।
তৈলতাপনতাম্বুলং তথা তুলবতীং পটীম্ ॥ ৩১
নিত্যাশনঞ্চ মিষ্টান্নং দুগ্ধখণ্ডং তথৈব চ।
দাপয়ন্তং বসন্তে চ মধুমালাং সুগন্ধিকাম্ ॥ ৩২
অন্যানি যানি ভোগ্যানি কৃত্যানি বিবিধানি চ
উষ্ণে চাবীজয়ৎ সোঽপি নিত্যঞ্চ পিতরাবপি
ততস্তয়োঃ প্রচর্য্যাঞ্চ কৃত্বা ভুঙ্‌ক্তেঽথ সর্ব্বদা।
শ্রমস্য বারণং কুর্য্যাৎ সন্তাপস্য তথৈব চ ॥ ৩৪
এভিঃ পুণ্যৈঃ স্থিতো বিষ্ণুস্তস্য গেহোদরে চিরম্
অন্তরীক্ষে চ ক্রীড়ন্তমাধারস্তম্ভবর্জ্জিতে।
তস্যাপি ভবনে নিত্যং স্থিতং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ॥
বিপ্ররূপধরং কান্তং নানৈর্ভূতঞ্চ সৎপরম্।
তেজোময়ং মহাসত্বং শোভয়ন্তঞ্চ মন্দিরম্ ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপন্নো বিপ্রঃ প্রোবাচ মূককম্।
আসন্নঞ্চ সমাগচ্ছ ত্বয়ৈবেচ্ছামি শাশ্বতম্।
হিতং মে সর্ব্বলোকানাং তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি ॥ ৩৮

মূক উবাচ।

পিত্রোরর্চ্চাং করোম্যদ্য কথমায়ামি তেঽন্তিকম্
অর্চ্চয়িত্বা তু পিতরৌ কৃত্যং তে করবাণি বৈ।
তিষ্ঠ মে দ্বারদেশে চ আতিথ্যস্তে করোম্যহম্ ॥
ইত্যুক্তে চৈব চাণ্ডালে চুকোপ ব্রাহ্মণস্তদা।
ব্রাহ্মণং মাং পরিত্যজ্য কিং কার্য্যমধিকং তব ॥

মূক উবাচ।

কিং কুপ্যসি বৃথা বিপ্র ন বকোঽহং তবাধুনা

হইল। তখন তাহাকে আকাশবাণী কহিল,—হে ব্রাহ্মণ! পরম ধার্ম্মিক মূক চণ্ডালের নিকট যাও, সেখানে যাইয়া তুমি প্রকৃত ধর্ম্মও জানিতে পারিবে আর তাহার উপদেশ তোমার মঙ্গলজনকও হইবে। ব্রাহ্মণ আকাশবাণী শুনিয়া সেই মূক চণ্ডলের ভবনে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন,—সেই মূক চণ্ডাল সর্ব্বারম্ভে তাহার পিতামাতার সেবায় নিরত রহিয়াছে। দেখিলেন,—শীতকালে তাহাদিগকে সম্যক্ উষ্ণজল, তৈল, অগ্নিতাপ, তাম্বুল, তুলবহুলা শয্যা প্রদানে সে তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছে। ২১—৩১। সেই চণ্ডাল প্রতিদিন নিত্য ভোজ্যস্বরূপ মিষ্ট অন্ন ও শর্করান্বিত দুগ্ধ প্রদান; বসন্তকালে মধু ও সুগন্ধিমালা ও অপরাপর রুচিকর উপচারনিকর দান এবং গ্রীষ্মকালে নিয়ত পিতামাতাকে ব্যজন দ্বারা বীজন করিত। এইরূপ পরিচর্য্যা করিয়া পরে সে ভোজন করে। সেই চণ্ডাল এইভাবে সতত পিতামাতার শ্রমোপনোদন ও তাপ বারণ করিত। তাহার এই সমস্ত পুণ্যে তাহার গৃহোদরে বিষ্ণু দীর্ঘকাল যাবৎ বাস করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ সেই চণ্ডালভবনে আধারস্তম্ভবর্জ্জিত অন্তরীক্ষে বিরাজমান বিহারপরায়ণ ত্রিভুবনেশ্বর অন্য প্রাণীর অতুলনীয় পরম পুরুষ তেজোময় মহাসত্ত্ব বিষ্ণুকে কমনীয় বিপ্রমূর্ত্তিতে সেই মূক চণ্ডালের তাদৃশ গৃহশোভা সাধন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সেই মূক চণ্ডালকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ওহে! তুমি আমার নিকটে আইস; আমি তোমার সাহায্যেই শাশ্বতপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করি; সর্ব্বলোকের—বিশেষতঃ আমার যাহা হিতকর, তুমি যথাযথ সেই উপদেশ আমাকে বল। মূক কহিল,—আমি এখন পিতামাতার সেবা করিতেছি, সুতরাং তোমার নিকটে যাইব কিরূপে? পিতামাতার অর্চ্চনা করিয়া পরে তোমার যাহা কর্ত্তব্য করিব। আমার দ্বারদেশে অপেক্ষা কর, আমি তোমার আতিথ্য করিব। চণ্ডাল এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তখন তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ, এমন কি শ্রেষ্ঠ কাজ আছে? ৩২—৪০। মূক কহিল,—হে বিপ্র! তুমি বৃথা কেন কোপ করিতেছ? আমি

কোপঃ সিধ্যতি তে তাবৎকে নান্যত্র কিঞ্চন।
গগনে স্নানশাটী তে ন শুষ্যতি ন তিষ্ঠতি।
বচনং খাত্ ততঃ শ্রুত্বা মদ্গৃহঞ্চাগতো ভবান্॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বদিষ্যামি নোচেদ্গচ্ছ পতিব্রতাম্।
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দয়িতং তে ফলিষ্যতি॥
ততস্তস্য গৃহাদ্বিষ্ণুর্দ্বিজরূপধরো বিভুঃ।
বিনিঃসৃত্য দ্বিজং প্রাহ গেহং তস্যাঃ প্রয়াম্যহম্
স বিস্মিতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তেন সার্দ্ধং চচাল হ।
গচ্ছন্তং তমুবাচেদং হরিং বিপ্রোঽতিবিস্মিতঃ
কিমর্থঞ্চ ত্বয়া বিপ্র চাণ্ডালস্য গৃহোদরে।
সদা সংস্থীয়তে তাত যোষাজনবৃতে মুদা॥ ৪৬

হরিরুবাচ।

ইদানীং মানসং শুদ্ধং ন ভূতং ভবতো ধ্রুবম্।
পতিব্রতাদিকং দৃষ্ট্বা পশ্চাজ্জ্ঞাস্যসি মাং কিল

বিপ্র উবাচ।

পতিব্রতা চ কা তাত কিং বা তস্যাঃ শ্রুতং মহৎ
যেনাহং তত্র গচ্ছামি কারণং বদ মে দ্বিজ॥ ৪৮

হরিরুবাচ।

নদীনাং জাহ্নবী শ্রেষ্ঠা প্রমদানাং পতিব্রতা।
মনুষ্যাণাং প্রজাপালো দেবানাঞ্চ জনার্দ্দনঃ॥
পতিব্রতা চ যা নারী পত্যুর্নিত্যং হিতে রতা।
কুলদ্বয়স্য পুরুষান্ শতং শতম্॥ ৫০
স্বর্গং ভুনক্তি তাবচ্চ যাবদাভূতসংপ্লবম্।
স্বর্গাদ্ভ্রষ্টো ভবেদ্যস্যাঃ সার্ব্বভৌমো নৃপঃ পতিঃ
অস্যৈব মহিষী ভূত্বা সুখং বিন্দেদনন্তরম্।
পুনঃ পুনঃ স্বর্গরাজ্যং তস্য তস্যা ন সংশয়ঃ।
এবং জন্মশতং প্রাপ্য অন্তে মোক্ষো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ৫২

বিপ্র উবাচ।

পতিব্রতা ভবেৎ কা বা তস্যাঃ কিং বা চ লক্ষণম্।
ব্রূহি মে দ্বিজশার্দ্দূল যথা জানামি তত্ত্বতঃ॥ ৫৩

তোমার সেই বক নহি। তোমার কোপ বকেই সফল হওয়া সম্ভব, অন্যত্র উহার সাফল্যসম্ভাবনা নাই। গগনে তোমার স্নানশাটী এখন আর শুকাইতেছে না বা তিষ্টিতে পারিতেছে না। তুমি আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া মদীয় গৃহে আগমন করিয়াছ। থাক থাক, আমি তোমায় উপদেশ দিব, অথবা তুমি পতিব্রতার নিকট গমন কর! হে দ্বিজবর! তাহার সাক্ষাৎ পাইলে তোমার প্রিয়-কার্য্য সফল হইবে। অনন্তর দ্বিজরূপী ভগবান্ বিষ্ণু মূকের গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, আমিও সেই পতিব্রতার গৃহে গমন করিব। তখন সেই দ্বিজবর কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া তাঁহার সহিত প্রস্থান করিলেন এবং যাইতে যাইতে সবিস্ময়ে বিষ্ণুকে বলিলেন,—বিপ্র! আপনি কি নিমিত্ত স্ত্রীজনপরিবৃত চণ্ডালগৃহে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছিলেন? হরি কহিলেন,—এখনও তোমার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। পতিব্রতা প্রভৃতিকে দেখিয়া পশ্চাৎ আমাকে তুমি জানিতে পারিবে। বিপ্র কহিলেন,—হে দ্বিজ! পতিব্রতা কে? তাঁহার মহা বৃত্তান্তই বা কি আছে, যাহার জন্য আমি তথায় গমন করিতেছি। ইহার কারণ আপনি আমার নিকট বলুন। হরি কহিলেন,—নদীগণ মধ্যে যেমন জাহ্নবী, মনুষ্যগণ মধ্যে যেমন রাজা এবং দেবগণ মধ্যে যেমন জনার্দ্দন, তেমনি প্রমদাগণ মধ্যে পতিব্রতাই প্রধান। যে পতিব্রতা নারী নিত্য পতির প্রিয়-হিতে রতা, সে উভয় কুলের শত শত পুরুষের উদ্ধার সাধন করে। আপ্রলয় তাহার স্বর্গ-ভোগ হয়। তাহার পতি যদি স্বর্গভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে সার্ব্বভৌম নরপতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ঐ পতিব্রতা তাহারই মহিষী হইয়া সুখভোগ করিতে থাকে। তাহাদের পতি-পত্নীর পুনঃপুন স্বর্গরাজ্য লাভ হয়। এইরূপে শত জন্ম প্রাপ্ত হইয়া পরে তাহাদের নিশ্চয় মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ৪১—৫২। বিপ্র কহিলেন,—পতিব্রতা কে? তাহার লক্ষণই বা কি? হে দ্বিজবর! যাহাতে যথার্থপক্ষে ইহা আমি জানিতে পারি, সেইরূপে আপনি

হরিরুবাচ।
পুত্রাচ্ছতগুণং স্নেহাদ্রাজানঞ্চ ভয়াদথ।
আরাধয়েৎ পতিং শৌরিং যা পশ্যেৎ সা পতিব্রতা॥ ৫৪
কার্য্যে দাসী রতৌ বেশ্যা ভোজনে জননীসমা
বিপৎসু মন্ত্রিণী ভর্ত্তুঃ সা চ ভার্য্যা পতিব্রতা॥
ভর্ত্তুরাজ্ঞাং ন লঙ্ঘেদ্যা মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
ভুঙ্‌ক্তে পত্যৌ সদা চাত্তি সা চ ভার্য্যা পতিব্রতা
যস্যাং যস্যান্ত শয্যায়াং পতিঃ স্বপিতি যত্নতঃ।
তত্র তত্র চ সা ভর্ত্তুরর্চ্চাং করোতি নিত্যশঃ॥৫৭
নৈব মৎসরমায়াতি ন কার্পণ্যং ন মানিনী।
মানেঽমানে সমানঞ্চ যা পশ্যেৎ সা পতিব্রতা॥
সুবেশং যা নরং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং পিতরং সুতম্।
মন্যতে চ পরং সাধ্বী সা চ ভার্য্যা পতিব্রতা॥
তাং গচ্ছ দ্বিজশার্দ্দূল বদ কামং যথা তব॥৬০
তস্য পত্ন্যোঽষ্ট তিষ্ঠন্তি তন্মধ্যে বরবর্ণিনী।
রূপযৌবনসম্পন্না দয়াযুক্তা যশস্বিনী॥ ৬১
শুভা নামেতি বিখ্যাতা গত্বা তাং পৃচ্ছ তে হিতম্
এবমুক্তা তু ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৬২
তস্মৈবাদৃশ্যতাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতোঽভূদ্দ্বিজস্তদা।
স চ সাধ্বীগৃহং গত্বা পপ্রচ্ছাথ পতিব্রতাম্॥
অতিথের্বচনং শ্রুত্বা গৃহান্নিঃসৃত্য সম্ভ্রমাৎ।
দৃষ্ট্বা দ্বিজসতী তত্র দ্বারদেশে স্থিতাভবৎ॥৬৪
তাং চ দৃষ্ট্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ উবাচ বচনং মুদা।
প্রিয়ং মম হিতং ব্রূহি যথাদৃষ্টং ত্বমেব হি॥৬৫
পতিব্রতোবাচ।
সাম্প্রতং পত্যুরর্চ্চাস্তি ন চাস্মাকং স্বতন্ত্রতা।
পশ্চাৎ কার্য্যং করিষ্যামি গৃহাণাতিথ্যমদ্য বৈ॥
বিপ্র উবাচ।
মম দেহে ক্ষুধা নাস্তি পিপাসাদ্য ন চ শ্রমঃ।
অভীষ্টং বদ কল্যাণি নোচেচ্ছাপং দদামি তে

উহা বলুন। হরি কহিলেন,—যে নারী পতিকে পুত্রাপেক্ষা শতগুণ স্নেহে আরাধনা করে এবং ভয়ে রাজার ন্যায় দর্শন করে, সেই নারীই পতিব্রতা। যে ভার্য্যা ভর্ত্তার কার্য্যে দাসী, রতিকালে বেশ্যা, ভোজনে জননী এবং বিপদে সুমন্ত্রিণীর ন্যায় বিরাজমানা, সেই ভার্য্যাই পতিব্রতা। যে ভার্য্যা মন, বাক্য, কায় ও কর্ম্ম দ্বারা ভর্ত্তাকে অতিক্রম করে না এবং ভর্ত্তার ভোজনের পর নিজে ভোজন করে, সেই ভার্য্যাই পতিব্রতা। ভর্ত্তা যে যে শয্যায় শয়ন করেন, নিত্য সেই সেই শয্যায়ই ভর্ত্তার যিনি পরিচর্য্যা করেন, কখনও মাৎসর্য্য, কার্পণ্য বা মানযুক্ত হন না, মানে বা অপমানে পতিকে যিনি তুল্যভাবে দর্শন করেন, তিনিই সাক্ষাৎ পতিব্রতা। যে সতী নারী সুবেশসম্পন্ন ভ্রাতা, পিতা বা পুত্র দর্শন করিয়া পরপুরুষ বলিয়া মনে করেন, তিনিই যথার্থ পতিব্রতা। হে দ্বিজবর! তুমি সেই পতিব্রতার নিকট গমন কর, গিয়া তাঁহার নিকট মনোবাসনা ব্যক্ত কর। তুমি যাঁহার গৃহে যাইতেছ, সেই ব্রাহ্মণের অষ্ট-পত্নী; তন্মধ্যে যিনি রূপ-যৌবনশালিনী, যশস্বিনী, দয়াবতী, বরবর্ণিনী, তাঁহার নাম শুভা; তিনিই বিখ্যাত পতিব্রতা। তুমি তাঁহারই নিকট গিয়া নিজের হিত জিজ্ঞাসা কর। ভগবান্ হরি এই কথা কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। বিপ্র তাঁহাকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া তৎকালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সেই সাধ্বীর গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে নিজ হিত জিজ্ঞাসা করিলেন। পতিব্রতা সতী অতিথির বাক্যালাপ শুনিয়া সসম্ভ্রমে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং সেই দ্বিজবরকে দেখিয়া দ্বারদেশে অবস্থান করিলেন। দ্বিজবর সেই পতিব্রতাকে দেখিয়া সহর্ষে বলিলেন,—সাধ্বি! আপনি যেরূপ অবগত আছেন, আমার প্রিয় হিতবার্ত্তা বলুন। ৫৩—৬৫। পতিব্রতা কহিলেন,—সম্প্রতি আমাকে পতির পরিচর্য্যা করিতে হইবে, আমাদের এক্ষণে স্বতন্ত্রতা নাই, অতএব পরে আপনার কার্য্য সাধন করিব আপনি অদ্য এখানেই আতিথ্য গ্রহণ করুন। বিপ্র কহিলেন,—আমার দেহে অদ্য ক্ষুধা পিপাসা বা শ্রম নাই। অতএব হে কল্যাণি! আমার অভী-

তমুবাচ তদা সাপি ন বকোহহং দ্বিজোত্তম।
গচ্ছ ধর্ম্মতুলাধারং পৃচ্ছ তস্তে'হিতং দ্বিজ ॥৬৮
ইত্যুক্ত্বা সা মহাভাগা প্রযযৌ চ গৃহোদরম্।
তত্রাপশ্যদ্দ্বিজো বিপ্রং যথা চাণ্ডালবেশ্মনি ॥ ৬৯
বিস্মৃশ্য বিস্ময়াপন্নস্তেন সোহথ যযৌ দ্বিজঃ।
তিষ্ঠন্তঞ্চ দ্বিজং তঞ্চ সোহপশ্যদ্হৃষ্টমানসম্ ॥ ৭০
স চোবাচ মুদা বিপ্রং দৃষ্ট্বা তং তাং সতীঞ্চ সঃ
দেশান্তরে চ যদ্বৃত্তং ত্বয়া চ কথিতং কিল ॥৭১
কথং জানাতি মদ্বৃত্তং চাণ্ডালোহপি পতিব্রতা
অতো মে বিস্ময়স্তাত কিমাশ্চর্য্যং পরং মহৎ ॥
হরিরুবাচ।
জায়তে কারণং তাত সর্ব্বেষাং ভূতভাবনৈঃ।
অতিপুণ্যাৎ সদাচারাদ্যতস্ত্বং বিস্ময়ং গতঃ।
কিমুক্তশ্চ তয়া তঞ্চ বদ তৎ সাম্প্রতং মুনে ॥৭৩
বিপ্র উবাচ।
প্রষ্টুং ধর্ম্মতুলাধারং সা চ মাং সমুপাদিশৎ ॥ ৭৪
হরিরুবাচ।
আগচ্ছ মুনিশার্দ্দূল অহং গচ্ছামি তং প্রতি।
গচ্ছন্তঞ্চ হরিং প্রাহ তুলাধারঃ ক তিষ্ঠতি ॥৭৫
হরিরুবাচ।
জনানাং নিকরো যত্র বহুদ্রব্যস্থবিক্রয়ে।
বিক্রীণাতি চ ক্রীণাতি তুলাধারস্ততস্ততঃ ॥ ৭৬
জনো যবান্ রসং স্নেহং কূটমন্নস্য সঞ্চয়ম্।
সর্ব্বং তস্য তুলাদেব গৃহ্নাতি চ দদাত্যপি ॥ ৭৭
সত্যং ত্যক্তানৃতং কিঞ্চিৎ প্রাণান্তে সমুপস্থিতে
নোক্তং নরবরশ্রেষ্ঠস্তেন ধর্ম্মতুলাধরঃ ॥ ৭৮
ইত্যুক্তে তু তমদ্রাক্ষীদ্বিক্রীণন্তং রসান্ বহূন্
মলপঙ্কধরং মর্ত্ত্যং দস্তকুড্যলপঙ্কিলম্ ॥ ৭৯

পিত বিষয় বল, নচেৎ তোমায় অভিশাপ প্রদান করিব। তখন সেই পতিব্রতা বলিলেন,—দ্বিজোত্তম! আমি বক নহি, আপনি ধর্ম্মতুলাধারের নিকট গিয়া প্রশ্ন করুন। তিনি আপনাকে হিতোপদেশ প্রদান করিবেন। মহাভাগা শুভা এই কথা কহিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে দ্বিজবরও তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি পূর্ব্বে চণ্ডালগৃহে যে ব্রাহ্মণকে দেখিয়াছিলেন, এখানেও সেই ব্রাহ্মণকে দেখিলেন এবং 'এই ব্রাহ্মণ এখানে কখন কিরূপে আসিলেন?'—ভাবিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও তাঁহার নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। দ্বিজ সেই পতিব্রতাকে এবং পতিব্রতার গৃহে সেই ব্রাহ্মণকে হৃষ্টচিত্তে অবস্থিত দেখিয়া সহর্ষে তাঁহাকে বলিলেন,—দেশান্তরে আমার সম্বন্ধে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বোধ হয় আপনিই বলিয়াছেন; নতুবা চণ্ডাল এবং পতিব্রতা আমার সেই ঘটনা কিরূপে অবগত হইলেন? ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয়। হে তাত! ইহা অপেক্ষা অতীব আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? হরি কহিলেন,—তাত! ভূতভাবন মহাত্মগণ অতিমাত্র পুণ্য ও সদাচারবলে সমুদায়েরই কারণ অবগত হইয়া থাকেন। এই কারণেই তোমার বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মুনে! পতিব্রতা তোমায় কি বলিয়া দিলেন, তাহা এক্ষণে তুমি প্রকাশ করিয়া বল। বিপ্র বলিলেন,—ধর্ম্মতুলাধারের নিকট প্রশ্ন করিতে পতিব্রতা আমায় উপদেশ দিলেন। হরি কহিলেন,—মুনিবর! আমার সহিত আগমন কর; আমি সেই ধর্ম্মতুলাধারের নিকট গমন করিব। এই বলিয়া হরি চলিতে আরম্ভ করিলে বিপ্র বলিলেন, তুলাধার কোথায় থাকেন? হরি কহিলেন,—জনগণ যে বহু দ্রব্যের বিক্রয়স্থানে ক্রয়-বিক্রয় করে, তুলাধার সেই স্থানেই অবস্থিত। লোকে যব, রস, স্নেহ ও অন্নকূটাদি সমস্ত দ্রব্যই তাঁহার তুলা হইতে গ্রহণ ও দান করিয়া থাকে। সেই নরশ্রেষ্ঠ প্রাণান্তেও সত্য ত্যাগ করিয়া কিছুমাত্র মিথ্যা বলেন নাই, তাঁহার সেই কার্য্যবশতই তিনি ধর্ম্মতুলাধার নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।৬৬—৭৮। হরি এই কথা বলিবার পর বিপ্র সেই তুলাধারকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, তুলাধার বহু রস বিক্রয় করিতেছে, তাহার গাত্র

তত্র বহুধনোর্থঞ্চ ভাষন্তং বিবিধাং গিরম্।
বৃতং বহুবিধৈর্মর্ত্ত্যৈঃ স্ত্রীভিঃ পুংভিশ্চ সর্ব্বতঃ ॥
কথং কথমিতি প্রাহ স তং মধুরয়া গিরা।
ধর্ম্মস্য মে সমুদ্দেশং বদ প্রাপ্তোঽস্তিকং হি তে
তুলাধার উবাচ।
যাবজ্জনাঃ প্রতিষ্ঠন্তি মমৈব সন্নিধৌ দ্বিজ।
তাবন্মে স্বস্থতা নাস্তি যাবচ্চ রাত্রিযামকঃ ॥৮২
তচ্ছোপদেশমাদায় গচ্ছ ধর্ম্মাকরং প্রতি।
বকস্য মরণে দোষং খে চ বস্ত্রাবিশোষণম্ ॥ ৮৩
সর্ব্বং তত্র চ জানীষে সজ্জনাদ্রোহকং ব্রজ।
তত্র তস্যোপদেশেন তব কামঃ ফলিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা তং তুলাধারঃ করোতি ক্রয়বিক্রয়ৌ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
তথা তাত গমিষ্যামি সজ্জনাদ্রোহকং প্রতি।
তুলাধারসমুদ্দেশান্ন জানামি তদালয়ম্ ॥ ৮৫

হরিরুবাচ।
এহ্যাগচ্ছ গমিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ তদ্গৃহম্।
অথ বর্ত্মনি গচ্ছন্তমুবাচ ব্রাহ্মণো হরিম্ ॥ ৮৬
বিপ্র উবাচ।
তুলাধারে চ ন স্নানং ন দেবপিতৃতর্পণম্।
মলদিগ্ধঞ্চ গাত্রন্তু সর্ব্বং চেলমলক্ষণম্ ॥ ৮৭
কথং জানাতি মদ্বৃত্তং দেশান্তরসমুদ্ভবম্।
অতো মে বিস্ময়স্তাত সর্ব্বং ত্বং বদ কারণম্।
হরিরুবাচ।
সত্যেন সমভাবেন জিতস্তেন জগত্রয়ম্।
তেনাতৃপ্যন্ত পিতরো দেবা মুনিগণৈঃ সহ ॥ ৮৯
ভূতভব্যপ্রবৃত্তঞ্চ তেন জানাতি ধার্ম্মিকঃ ॥৯০
নাস্তি সত্যাৎপরো ধর্ম্মো নানৃতাৎপাতকং পরম্
বিশেষে সমভাবস্য পুরুষস্যানঘস্য চ ॥ ৯১
অরৌ মিত্রেঽপ্যুদাসীনে মনো যস্য সমং ব্রজেৎ
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য বিষ্ণুসাযুজ্যতাং ব্রজেৎ।

মলপঙ্কলিপ্ত এবং দন্তপঙ্ক্তি মলপঙ্কিল। সে দ্রব্য এবং অর্থ সম্বন্ধে নানা কথা কহিতেছে। বহুবিধ নরনারী তাহার চারিদিক্ ঘিরিয়া রহিয়াছে। তুলাধার বিপ্রের আগমনে "কেন কেন কি জন্য ?" এইরূপ বলিয়া উঠিলে বিপ্র তাহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন,—তুমি আমার নিকট ধর্ম্মসমুদ্দেশ কীর্ত্তন কর; আমি এই জন্যই তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। তুলাধার কহিল,—দ্বিজ! জনগণ যে পর্য্যন্ত আমার নিকট উপস্থিত আছে, এমন কি রাত্রির যে পর্য্যন্ত এক প্রহর অতীত না হয়, তাবৎকাল আমার স্বাস্থ্য নাই। অতএব আমার উপদেশে তুমি ধর্ম্মাকরের নিকট গমন কর। বকমরণের দোষ এবং আকাশে বস্ত্রের অশোষণ ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার নিকট জানিতে পারিবে। তাঁহার নাম অদ্রোহক; তিনি অতি সজ্জন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তদীয় উপদেশে তোমার সর্ব্বকাম সফল হইবে। তুলাধার তাঁহাকে এই কথা কহিয়া পুনরায় ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বিপ্র তখন ব্রাহ্মণবেশী হরিকে বলিলেন,—তাত! আমি তুলাধারের উপদেশে অদ্রোহকের নিকট গমন করিব; কিন্তু তাঁহার গৃহ আমি চিনি না। হরি কহিলেন,—এস এস, আমিও তোমার সহিত তাঁহার গৃহে গমন করিব। পথে যাইতে যাইতে বিপ্র সেই ব্রাহ্মণরূপী হরিকে বলিলেন,—তাত! তুলাধার স্নান বা দেব-পিতৃতর্পণ কিছুই করে না, তাহার সর্ব্বগাত্র মলাচিত এবং পরিধেয় বস্ত্রও অপবিত্র, সে কিরূপে আমার দেশান্তরঘটিত বৃত্তান্ত অবগত হইল? হে তাত! এই ব্যাপারে আমার বিস্ময় জন্মিয়াছে। অতএব আপনি ইহার কারণ ব্যক্ত করুন।৭৯-৮৮। হরি কহিলেন,—সত্য এবং সমদর্শনে তুলাধার জগত্রয় জয় করিয়াছেন। তাই দেব, পিতৃ ও মুনিগণ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এবং সেই কারণেই ধার্ম্মিক তুলাধার ভূত,ভব্য ও বর্ত্তমান সকলই অবগত আছেন। সত্য অপেক্ষা পর ধর্ম্ম নাই এবং অনৃত হইতেও পরম পাতক আর নাই। যিনি নিষ্পাপ সমদর্শী পুরুষ; অরি, মিত্র এবং উদাসীন, সর্ব্বত্রই যাঁহার মন সমভাবাপন্ন তাঁহার সর্ব্বপাপক্ষয় হয়, তিনি

এবং যো বর্ত্ততে নিত্যং কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ
সত্যং দমঃ শমশ্চৈব ধৈর্য্যং স্থৈর্য্যমলোভতা।
অনৈশ্বর্য্যমনালস্যং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
তেন বৈ দেবলোকস্য নরলোকস্য সর্ব্বশঃ।
বৃত্তং জানাতি ধর্ম্মজ্ঞস্তস্য দেহে স্থিতো হরিঃ॥
লোকে তস্য সমো নাস্তি সমঃ সত্যার্জ্জবেষু চ
স চ ধর্ম্মময়ঃ সাক্ষাত্তেনৈব ধারিতং জগৎ॥৯৫

দ্বিজ উবাচ।

জ্ঞাতং মে ত্বৎপ্রসাদাচ্চ তুলাধারস্য কারণম্।
অদ্রোহকস্য যদ্বৃত্তং তদ্ব্রূহি ত্বং যদীচ্ছসি॥

হরিরুবাচ।

পুরৈকরাজপুত্রস্য কুলস্ত্রী নবযৌবনা।
পত্নীব কামদেবস্য শচীব বাসবস্য চ॥৯৭
তস্য প্রাণসমা ভার্য্যা সুন্দরী নাম সুন্দরী।
অকস্মাৎ পার্থিবস্যৈব কার্য্যে গন্তুং সমুদ্যতঃ।
মনসালোচিতং তেন প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্
কস্মিন্ স্থানে স্থাপয়ামি যতো রক্ষা ভবেদ্
ধ্রুবম্॥৯৯
ইত্যালোচ্যৈব সহসা স্বাগতোঽস্য গৃহং প্রতি
উক্তঞ্চ তাদৃশং বাক্যং শ্রুত্বা স বিস্ময়ং গতঃ
ন তাতস্তে ন চ ভ্রাতা ন চাহং তব বান্ধবঃ।
পিতৃমাতৃকুলস্যৈব তস্যা ন হি সুহৃজ্জনঃ॥১০১
কথঞ্চ মদ্গৃহে তাত স্থিত্বা স্বস্থো ভবিষ্যসি॥
এতস্মিন্নন্তরে তেন চোক্তং বাক্যং যথোচিতম্
লোকে ত্বৎসদৃশো নাস্তি ধর্ম্মজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ
স চাহ তঞ্চ সর্ব্বজ্ঞ বক্তুং নার্হসি দূষণম্।
ত্রৈলোক্যমোহিনীং ভার্য্যাং কঃ পুমান্
রক্ষিতুং ক্ষমঃ॥১০৪

রাজপুত্র উবাচ।

ধরণ্যাং পরিবিজ্ঞায় স্বাগতোঽহং তবান্তিকম্।
এষা তিষ্ঠতু তেঽগারে ব্রজামি নিজমন্দিরম্॥

বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে সংসারে যিনি নিত্য ব্যবহার করেন, তিনি কোটি কুলের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। সত্য, দম, শম, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, অলোভ, অনৈশ্বর্য্য, অনালস্য সকলই তাঁহাতে অবস্থিত; তিনিই ধর্ম্মজ্ঞ এবং দেবলোক ও নরলোকের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন্। তাঁহার দেহে হরি অবস্থান করেন। জগতে তাঁহার তুল্য কেহ নাই, তিনিই সত্য-সারল্য-সম্পন্ন এবং সমদর্শী; তিনিই সাক্ষাৎ ধর্ম্মময়; এ জগৎ তিনিই ধারণ করিয়া থাকেন। দ্বিজ কহিলেন,—আপনার প্রসাদে আমি তুল্যধারের তত্ত্ব অবগত হইলাম। এক্ষণে যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে অদ্রোহকের বৃত্তান্ত বলুন। হরি কহিলেন,—পুরাকালে কোন এক রাজপুত্রের নবযৌবনশালিনী সুন্দরীনাম্নী সুন্দরী কুলস্ত্রী ছিলেন। কামদেবের রতি এবং ইন্দ্রের শচীর ন্যায় রাজপুত্রের তিনি প্রাণপ্রতিমা হইয়াছিলেন। হঠাৎ রাজকার্য্যে রাজপুত্র অন্যত্র গমনে উদ্যত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমার প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী এই ভার্য্যাকে আমি কোথায় রাখিয়া যাই, কোথায় রাখিলে ইহার প্রকৃত রক্ষা হইবে? এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি অদ্রোহকের গৃহে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার ভার্য্যা-রক্ষার ভারার্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। অদ্রোহক সেই প্রস্তাব শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—আমি আপনার পিতা ভ্রাতা বা বান্ধব নহি, পিতৃমাতৃকুলেরও কেহই নহি, কিম্বা আপনার এই ভার্য্যারও কোন আত্মীয় স্বজনও নহি; সুতরাং এ অবস্থায় আমার গৃহে আপনার ভার্য্যা থাকিলে আপনি কিরূপে সুস্থ থাকিতে পারিবেন? তখন রাজপুত্র যথোচিত বাক্যে বলিলেন,—সংসারে আপনার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি নাই। অদ্রোহক দ্বিজ রাজপুত্রকে উত্তর করিলেন,—আপনি দোষ বলিয়া উল্লেখ করিবেন না, দেখুন, ত্রৈলোক্য-মোহিনী ভার্য্যাকে কোন্ পুরুষ রক্ষা করিতে সক্ষম? ৮৯—১০৪। রাজপুত্র কহিলেন,—আমি ভূতলে বিশেষরূপে জানিয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। সুতরাং এই ভার্য্যা আপনারই গৃহে থাকুক, আমি নিজালয়ে গমন

ইত্যুক্তে স পুনঃ প্রাহ নগরেঽস্মিন্ প্রশোভনে
বহুকামুকসম্পূর্ণে কথং রক্ষা ভবেৎ স্ত্রিয়াঃ ॥১০৬
স চোবাচ পুনস্তঞ্চ কুরু রক্ষাং ব্রজাম্যহম্।
গৃহস্থঃ সঙ্কটাদাহ ধর্ম্মস্থ রাজপুত্রকম্ ॥ ১০৭
করোম্যনুচিতং কার্য্যং সদাস্থামুচিতং হিতম্।
সদা চৈবেদৃশী ভার্য্যা স্থাতব্যা মদগৃহে পিতঃ।
অরক্ষ্যরক্ষণাদেব বদাভীষ্টং কুরু প্রিয়ম্ ॥১০৮
মম তল্পে ময়া সার্দ্ধং শয়ানাং ভার্য্যয়া সহ।
মন্তসে দৈবতং স্বক্ষেত্তিষ্ঠেন্নো চেত্তু গচ্ছতু ॥
ক্ষণং বিমৃশ্য তং প্রাহ রাজপুত্রঃ পুনস্তদা।
বাঢ়মেতদ্বচস্তাত যথাভীষ্টং তথা কুরু ॥ ১১০
ততো ভার্য্যাংজগাদাথ অস্য বাক্যাচ্ছিবা-
শিবম্।
কর্ত্তব্যঞ্চ ন তে দোষ আজ্ঞয়া মম সুন্দরি ॥১১১

এতদুক্ত্বা গতঃ সোঽপি ভূপতেঃ শাসনাৎ পিতুঃ
অনন্তরং ক্রপায়াঞ্চ যদুক্তঞ্চ তথা কৃতম্ ॥ ১১২
যোষিতোর্ম্মধ্যগঃ সোঽপি নিত্যং স্বপিতি
ধার্ম্মিকঃ।
ধর্ম্মান্ন চলতে সোঽপি স্বভার্য্যাপরভার্য্যয়োঃ॥
সংস্পর্শাৎ স্বস্ত্রিয়শ্চাস্য কামাভিলষিতং মনঃ।
তস্যাঃ সংসর্গতশ্চৈব দুহিতৈব প্রমন্যতে ॥ ১১৪
স্তনৌ তস্যাস্তু পৃষ্ঠে চ লগতো চ পুনঃপুনঃ।
বালকস্যেব পুত্রস্য স্তনৌ মাতুঃ স মন্যতে।
তস্যা অঙ্গানি চাঙ্গেষু লগন্তি চ পুনঃপুনঃ।
ততো মাতুঃ সুতস্যেব সোঽমন্যত দিনে দিনে
তস্য যোষাসু সংসর্গো নিবৃত্তস্তদ্ভবত্ততঃ।
এবং সংবৎসরস্যার্দ্ধে তৎপতিশ্চাগতঃ পুরম্ ॥
অপৃচ্ছত্তঞ্চ লোকেষু তস্যা বৃত্তমথোদিতম্।

করিলাম। রাজপুত্র এই কথা কহিলে, অদ্রোহক পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—এই সুশোভন নগর বহুল কামুকজনপূর্ণ; সুতরাং কিরূপে তোমার স্ত্রীকে রক্ষা করা যাইবে? রাজপুত্র পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—যেরূপে হয় আপনি রক্ষা করুন, আমি চলিলাম। গৃহস্থ অদ্রোহক ধর্ম্মসঙ্কটে পড়িয়া রাজপুত্রকে বলিলেন,—পিত! আমি এই অরক্ষণীয়া নারীর রক্ষা ব্যাপারে ইহাঁর সম্বন্ধে যাহা অনুচিত কর্ম্ম, তাহাও উচিত ও হিতবোধে আচরণ করিব; সেই অবস্থায় এইরূপ নারী আমার গৃহে থাকিতে পারিবে। এ বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় কি বল এবং প্রিয় যাহা হয় কর। আমি আমার ভার্য্যার সহিত শয্যায় শয়ন করিব, তোমার ভার্য্যাও সেই শয্যায় শয়ন করিবে, যদি তুমি ইহা পবিত্র কার্য্য বলিয়া মনে কর, তবে তোমার ভার্য্যা এই স্থানে থাকুক, নতুবা চলিয়া যাউক। রাজপুত্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—তাত! উত্তম কথা, আপনার যাহা অভিপ্রায় হয় করুন। অনন্তর রাজপুত্র ভার্য্যাকে বলিলেন,—সুন্দরি! তুমি ইহাঁর কথানুসারে ভাল মন্দ যাহাই হউক, আমার আজ্ঞায় করিবে; তাহাতে তোমার কোনই দোষ হইবে না। রাজপুত্র এই কথা কহিয়া স্বীয় পিতা ভূপতির আদেশে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অদ্রোহক যেরূপ বলিয়াছিলেন, রাত্রিতে তাহাই করিতে লাগিলেন। সেই ধার্ম্মিক পুরুষ নিজ পত্নী এবং রাজপুত্রপত্নীর মধ্যে নিত্য শয়ন করিতে লাগিলেন। স্বভার্য্যা ও পর-ভার্য্যার মধ্যগত হইয়াও তিনি ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইলেন না! তাঁহার নিজ স্ত্রীর সংস্পর্শেই তাঁহার চিত্ত কামাক্রান্ত হইতে লাগিল। পরন্তু রাজপুত্রপত্নীর সংসর্গে তাঁহাকে তাঁহার দুহিতা বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। রাজপুত্রপত্নীর স্তনযুগল পুনঃপুন তাঁহার পৃষ্ঠে লাগিত, কিন্তু বালক পুত্রের ন্যায় তিনি তাহা মাতৃস্তন বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার অঙ্গ সকল তদীয় অঙ্গসমূহে লাগিত বটে, কিন্তু তিনি তাহা মাতার অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতেন! এইরূপে দিনের পর দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ক্রমে তাঁহার নারীসঙ্গ-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইল। এইরূপে ক্রমে সংবৎসরার্দ্ধকালে রাজপুত্র নিজপুরে আগমন করিলেন। সকলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহার পত্নীর অবস্থিতির বিবরণ বলি-

কেচিত্তত্রং বোধয়ন্তো যুবানোঽপি সুবিস্মিতাঃ
কেচিদাহুস্তয়া দত্তা তয়া সার্দ্ধং স্বপিত্যসৌ।
স্ত্রীপুংসোরেকসংসর্গাৎ শান্ততা তু কথং ভবেৎ
তস্যাং যস্যাভিলাষোঽস্তি ন পৃষ্টঃ স বদেদ্যুবা
লোকানাং কুশ্রুতির্বার্ত্তা তেন পুণ্যবলাচ্ছ্রুতা॥
জনাপবাদমোক্ষার্থং বুদ্ধিস্তস্যাভবচ্ছুভা।
দারূণি স্বয়মাহৃত্যাজিজ্বলৎ স মহানলম্॥ ১২১
এতস্মিন্নন্তরে তাত রাজপুত্রঃ প্রতাপবান্।
আগমত্তদ্গৃহং সদ্যঃ সোঽপশ্যত্তঞ্চ যোষিতম্॥
প্রোৎফুল্লবদনাং নারীং প্রবিষাদগতং নরম্।
অনয়োর্মানসং জ্ঞাত্বা রাজপুত্রোঽবদদ্বচঃ॥১২৩
কিং ন সম্ভাষসে মাঞ্চ মিত্রকং চিরমাগতম্।
অব্রবীৎ সোঽপি ধর্ম্মাত্মা রাজপুত্রমনষ্টধীঃ॥
যৎকৃতং দুষ্করং কর্ম্ম ময়া ত্বদ্ধিতকারণাৎ।
সর্ব্বং ব্যর্থমহং মন্যে জনানাঞ্চ প্রবাদতঃ॥১২৫
অদ্য বহ্নিমহং যাস্যে প্রপশ্যন্তু নরাঃ সুরাঃ।
ইত্যুক্ত্বা স মহাভাগঃ প্রবিবেশ হুতাশনম্॥
বিশতস্তস্য বহ্নৌ ন কুসুমং চিকুরালয়ে।
নাঙ্গমস্থানলোঽধাক্ষীন্ন চ বস্ত্রং ন কুন্তলম্॥
খে চ দেবা মুদা সর্ব্বে সাধুসাধ্বিতি চাব্রুবন্।
অপতন্ পুষ্পবর্ষাণি তস্য মূর্দ্ধ্নি সমন্ততঃ॥ ১২৮
যৈর্যৈশ্চ দুষ্কৃতং বাক্যং গদিতং তাবুভৌ প্রতি
তেষাং মুখে প্রজায়ন্তে কুষ্ঠানি বিবিধানি চ॥
তত্রাগত্য চ দেবাশ্চ বহ্নেরাকৃষ্য তং মুদা।
অপূজয়ন্ সুপুষ্পৈশ্চ মুনয়ো বিস্ময়ং গতাঃ॥১৩০
সর্ব্বৈর্মুনিবরৈরেবং মনুষ্যৈর্বিবিধৈস্তদা।
অর্চ্চ্যতে তু মহাতেজাঃ স চ সর্ব্বানপূজয়ৎ॥
সজ্জনাদ্রোহকং নাম কৃতং দেবাসুরৈর্নৃভিঃ॥
তস্য পাদরজঃপূতা শস্যপূর্ণা ধরাভবৎ।

লেন। তাহাতে কতকগুলি যুবক "বেশ করিয়াছিলে" বলিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। কেহ কেহ বলিল, তুমি স্ত্রীকে দান করিয়া গিয়াছ, অদ্রোহক তাহার সহিত শয়ন করিতেছে। স্ত্রী-পুরুষের একত্র শয়নে সংযম আবার কিরূপে থাকিতে পারে? ফলে, সেই সুন্দরীর প্রতি যাহার যাহার অভিলাষ ছিল, সেই সেই যুবক জিজ্ঞাসা না করিলেও দোষ খ্যাপন করিতে লাগিল। অদ্রোহকের পুণ্যবলে ক্রমে জনসমূহের এই মন্দ সমালোচনা তিনি শুনিতে পাইলেন। তখন জনাপবাদ ক্ষালনের জন্য তাঁহার শুভ মতি উপস্থিত হইল। তিনি নিজে কাষ্ঠরাশি আহরণ করিয়া মহানল প্রজ্বালিত করিলেন। ইত্যবসরে রাজপুত্র তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, পত্নী প্রফুল্লবদনা আর সেই অদ্রোহক বিষাদগ্রস্ত; ইহা দেখিয়া রাজপুত্র তাঁহাদের মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন, আমি মিত্র—বহু দিন পরে আসিয়াছি, আমাকে কেন সম্ভাষণ করিতেছ না? কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি ধর্ম্মাত্মা অদ্রোহক তদুত্তরে বলিলেন, তোমার হিতের নিমিত্ত আমি যে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছি, জনাপবাদহেতু তৎসমস্তই ব্যর্থ বলিয়া মনে করি, অতএব সুর-নরগণ অবলোকন করুন, অদ্য আমি বহ্নি-প্রবেশ করিব। এই বলিয়া মহাত্মা অদ্রোহক হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। তিনি অগ্নিপ্রবেশ করিলে, তাঁহার মস্তকস্থ পুষ্প, অঙ্গ, বস্ত্র বা কেশ কিছুই অনলে দগ্ধ হইল না। দেবগণ আকাশে থাকিয়া সকলেই সাধু সাধু বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তখন চারিদিক্ হইতে অদ্রোহকের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। যে যে ব্যক্তি তাঁহাদের উভয়ের উদ্দেশে মন্দ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহাদের সকলের মুখেই তখন নানা জাতীয় কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইল। তখন দেবগণ সেই স্থানে আসিয়া অদ্রোহককে অগ্নি হইতে নিষ্কাশন করিলেন। মুনিগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলেই সুন্দর সুন্দর পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সমস্ত মুনি ও মনুষ্যগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। তখন মহাতেজা অদ্রোহকও তাঁহাদের সকলেরই পূজা করিতে লাগিলেন। দেব, অসুর ও নরগণ তখন হইতে তাঁহাকে সজ্জনাদ্রোহক নাম প্রদান করিলেন।১০৫-১৩১। তাঁহার পাদরজে পবিত্র

সুরাশ্চাহুশ্চ তং তত্র ভার্য্যা তে সম্প্রগৃহ্যতাম্ ॥
এতস্য সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
নাস্তীতি সাম্প্রতং পৃথ্ব্যাং কামলোভাজিতঃ পুমান্ ॥ ১৩৪
দেবাসুরমনুষ্যাণাং রক্ষসাং মৃগপক্ষিণাম্।
কীটাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং কাম এষ সুদুর্জ্জয়ঃ ॥
কামাল্লোভাত্তথা ক্রোধান্নিত্যং সত্ত্বেষু জায়তে
সংসারবন্ধকঃ কামো হ্যকামো ন ক্বচিদ্ভবেৎ ॥
অনেনৈব জিতং সর্ব্বং ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
অমুষ্য হৃদয়ে নিত্যং বাসুদেবো মুদা স্থিতঃ ॥
এবং স্পৃষ্টাথ দৃষ্ট্বা তং মনুষ্যাঃ সর্ব্বকল্মষাৎ।
মুমুচুস্তে হ্যনঘাশ্চৈব লভন্তে চাক্ষয়াং দিবম্ ॥১৩৮
এবমুক্ত্বা গতা দেবা বিমানৈশ্চ দিবং মুদা।
মনুষ্যাঃ প্রযযুস্তুষ্টা দম্পতী স্বগৃহং তথা ॥ ৩৯
দিব্যং চক্ষুস্তদা তস্য চাসীদ্দেবান্ স পশ্যতি।
ত্রৈলোক্যস্য চ বার্ত্তাঞ্চ জানাতি লীলয়া ভৃশম্
ততস্তস্য চ বীথ্যাঞ্চ দৃষ্টস্তেন সহৈব সঃ।

স পপ্রচ্ছ মুদা তঞ্চ ধর্ম্মোদ্দেশং হিতং বদ ॥১৪১
অদ্রোহক উবাচ।
গচ্ছ বান্ধব ধর্ম্মজ্ঞ বৈষ্ণবং পুরুষোত্তমম্।
তঞ্চ দৃষ্ট্বা হ্যভীষ্টন্তে সাম্প্রতঞ্চ ফলিষ্যতি ॥
বকস্য নিধনং যদ্বা বস্ত্রস্যাশোষণং তথা।
জানীষে চাপরো যশ্চ কামস্তেঽস্তি হৃদি স্থিতঃ
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনমাগতো বৈষ্ণবং প্রতি।
বিষ্ণুরূপদ্বিজেনৈব সার্দ্ধন্তেন মুদা যযৌ ॥ ১৪৪
অপশ্যৎ পুরুষং শুদ্ধং অলস্তঞ্চ পুরঃ স্থিতম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ১৪৫
অব্রবীৎ স চ ধর্ম্মাত্মা ধ্যানস্থঞ্চ হরেঃ প্রিয়ম্
বদ নো যদ্যদ্বৃত্তং বৈ দূরাত্ত্বাঞ্চাগতো হ্যহম্ ॥
বৈষ্ণব উবাচ।
প্রসন্নস্তে সুরশ্রেষ্ঠো দানবারীশ্বরঃ সদা।
দৃষ্ট্বা ত্বাঞ্চ মনোঽস্মাকং হৃষ্যতীবাধুনা দ্বিজ ॥
কল্যাণঞ্চাতুলং তেঽদ্য ফলিষ্যতি মনোরথঃ।

হইয়া পৃথিবী শস্যপূর্ণা হইল। সুরগণ রাজপুত্রকে বলিলেন, তোমার ভার্য্যা গ্রহণ কর। এই অদ্রোহকের সদৃশ পুরুষ জগতে হয় নাই এবং হইবেও না। পৃথিবীতে সম্প্রতি এমন ব্যক্তি নাই, যিনি কাম ও লোভ দ্বারা অবিজিত হইয়া থাকেন। দেব, অসুর, মনুষ্য, রাক্ষস, পক্ষী ও কীট প্রভৃতি সকলেরই পক্ষে এই কাম সুদুর্জ্জয়। কাম, লোভ, ক্রোধ নিত্যই প্রাণিসমূহে অবস্থিত। কাম সংসারবন্ধনকর হইলেও অকাম ব্যক্তি কোথায়ও নাই। কিন্তু এই অদ্রোহক কাম জয় করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনই জয় করিয়াছেন। ইঁহার হৃদয়ে নিত্য বাসুদেব বিরাজিত। এই বলিয়া মনুষ্যগণ তুষ্ট মনে স্বগৃহে প্রস্থান করিল এবং রাজপুত্র ও তৎপত্নী স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে অদ্রোহকের দিব্য চক্ষু হইল, তিনি দেবগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। নিখিল ত্রৈলোক্যবার্ত্তাই অনায়াসে তাঁহার জ্ঞানগোচর হইল। বিপ্ররূপী হরিসহ এই কথা বলিতে বলিতে পথিমধ্যে সেই অদ্রোহককে দ্বিজ দর্শন করিয়া সহর্ষে তাঁহার নিকট স্বীয় ধর্ম্মোপদেশ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সজ্জনাদ্রোহক বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ বিপ্র! আপনি পুরুষোত্তম বৈষ্ণবের নিকট গমন করুন! তাঁহাকে দর্শনেই আপনার অভীষ্ট সফল হইবে। বকের নিধন এবং বস্ত্রের অবিশোষণ কিম্বা অপর যদি কোন জিজ্ঞাস্য তোমার অন্তরে থাকে, সকলই তুমি জানিতে পারিবে, তিনি বলিয়া দিবেন। বিপ্র এই কথা শুনিয়া সেই দ্বিজরূপী বিষ্ণুর সহিত বৈষ্ণবের নিকট আগমন করিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, সেই বৈষ্ণব পুরুষ শুদ্ধ, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত ও স্বীয় তেজে দীপ্যমান হইতেছেন। ধর্ম্মাত্মা দ্বিজ সেই ধ্যানস্থ হরিপ্রিয় ব্যক্তিকে বলিলেন,—আমি বহুদূর হইতে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করুন।১৩২—১৪৬। বৈষ্ণব কহিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ দানবারি হরি সর্ব্বদাই তোমার প্রতি প্রসন্ন। হে দ্বিজ! তোমাকে দেখিয়া অদ্য আমাদের চিত্ত আহ্লাদিত হইতেছে। মদীয়

স্বরবর্ত্মনি তে নিত্যং চেলং শুষ্যতি নান্যথা।
দৃষ্ট্বা দেবং সুরশ্রেষ্ঠং মম গেহে হরিং স্থিতম্॥
ইত্যুক্তে বৈষ্ণবেনাথ স তু তং পুনরব্রবীৎ।
ক্বাসৌ বিষ্ণুঃ স্থিতো নিত্যং দর্শয়াদ্য প্রসাদতঃ

বৈষ্ণব উবাচ।

অস্মিন্ দেবগৃহে রম্যে প্রবিশ্য পরমেশ্বরম্।
তং দৃষ্ট্বা কিল্বিষাদ্ঘোরান্মুচ্যসে জন্মবন্ধনাৎ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রবিশ্য সদনং প্রতি।
অপশ্যত্তং দ্বিজং বিষ্ণুং তিষ্ঠন্তং পদ্মতল্পকে
শিরসৈব প্রবন্দ্যাথ জগ্রাহ চরণৌ মুদা।
প্রসাদী ভব দেবেশ ন জ্ঞাতস্ত্বং পুরা ময়া॥১৫২
ইহামুত্র চ দেবেশ তবাহং কিঙ্করঃ প্রভো।
অনুগ্রহশ্চ মে দৃষ্টো ভবতো মধুসূদন॥ ১৫৩
রূপন্তে দ্রষ্টুমিচ্ছামি যদি চাস্তি কৃপা ময়ি॥১৫৪

বিষ্ণুরুবাচ।

অস্তি মে ত্বয়ি ভূদেব প্রিয়ত্বঞ্চ সদৈব হি।
স্নেহাৎ পুণ্যবতামেব দর্শনং কারিতং ময়া॥১৫৫
দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্ধ্যানাৎ কীর্ত্তনাৎ ভাষণাত্তথা
সকৃৎ পুণ্যবতামেব স্বর্গং চাক্ষয়মশ্নুতে॥ ১৫৬
নিত্যমেব তু সংসর্গাৎ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
ভুক্ত্বা সুখমনন্তঞ্চ মদ্দেহে প্রবিলীয়তে॥ ১৫৭
স্নাত্বা চ পুণ্যতীর্থেষু দৃষ্ট্বা মাং চৈব সর্ব্বতঃ।
দৃষ্ট্বা পুণ্যবতাং দেশান্ মমদেহে বিলীয়তে॥
কথয়িত্বা কথাং পুণ্যাং লোকানামগ্রতঃ সদা।
স চৈব নরশার্দ্দূল মদ্দেহে প্রবিলীয়তে॥ ১৫৯
উপোষ্য বাসরেঽস্মাকং শ্রুত্বা মচ্চরিতং ধ্রুবম্
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা মদ্দেহে প্রবিলীয়তে॥
অত্যন্তঘোষণো নৃত্য-গীতবাদ্যাদিকৈঃ সদা।
নাম স্মরন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ মদ্দেহে প্রবিলীয়তে॥১৬১
মদ্ভক্তস্তীর্থভূতশ্চ ত্বমেব বকমারণাৎ।

গৃহে হরিদর্শনেই তোমার অতুলনীয় কল্যাণ হইবে; মনোরথ পূর্ণ হইবে এবং আকাশে নিত্যই তোমার বস্ত্র শুষ্ক হইতে থাকিবে, ইহার অন্যথা কখনও হইবে না। বৈষ্ণব এই কথা কহিলে বিপ্র তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,—কোথায় সেই বিষ্ণু নিত্য অবস্থান করিতেছেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দেখাইয়া দিন। বৈষ্ণব কহিলেন,—এই রম্য দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া সেই পরমেশকে দর্শন করিলে নিশ্চয়ই তুমি ঘোর পাপ ও জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। বৈষ্ণবের এই বাক্য শুনিয়া বিপ্র সেই দেবসদনে প্রবেশপূর্ব্বক পদ্মাসনে সমাসীন দ্বিজকেই বিষ্ণুরূপে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র মস্তক দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক সহর্ষে চরণযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনাকে পূর্ব্বে আমি জানিতে পারি নাই। আপনি এক্ষণে প্রসন্ন হউন। হে প্রভো! ইহ-পরকালে আমি যেন আপনার কিঙ্কর থাকিতে পারি। হে মধুসূদন! আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহদৃষ্টি হইল। যদি আমার প্রতি সত্যই আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তবে আমার ইচ্ছা, আপনি আমাকে আপনার রূপ প্রদর্শন করুন।

বিষ্ণু বলিলেন,—হে ভূদেব! তোমার প্রতি আমার সর্ব্বদাই স্নেহ আছে। স্নেহবশে পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণকে আমি দর্শন দিয়া থাকি। পুণ্যাত্মগণের একবারমাত্র দর্শনে, স্পর্শনে, ধ্যানে, কীর্ত্তনে এবং সম্ভাষণেই অক্ষয় স্বর্গভোগ হয়। নিত্য সংসর্গে সর্ব্ব পাপক্ষয় হইয়া থাকে এবং ইহকালে অনন্ত সুখভোগ করিয়া পশ্চাৎ আমারই দেহে বিলীন হওয়া যায়। বহু পুণ্যতীর্থে স্নান এবং সেই সেই তীর্থে আমাকে দর্শন ও পুণ্যাত্মগণের দেশ সকল অবলোকন করিয়া নর আমারই দেহে লয় প্রাপ্ত হয়। লোকসমূহের নিকট যিনি সর্ব্বদা পুণ্যকথা কীর্ত্তন করেন, হে নরবর! সেই ব্যক্তি আমারই দেহে বিলীন হইয়া থাকেন। ১৪৭-১৫৯। হরিবাসরে উপবাস, মদীয় চরিতাবলী শ্রবণ এবং রাত্রিতে জাগরণ করিয়া নর আমারই দেহে লয় প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজবর! যে ব্যক্তি নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহকারে সর্ব্বদা মদীয় নাম অতিমাত্র ঘোষণা করে, আমারই দেহে তাহার লয় হইয়া থাকে। তুমি আমার ভক্ত, তীর্থভূত; বক-বধে তোমার যে পাতক

যৎপাপং তস্য মোক্ষায় সখে স্থিত্বা উবাচ হ ॥
গচ্ছ মূকং মহাত্মানং তীর্থং পুণ্যবতাং বরম্।
মূকস্য দর্শনাত্তাত সর্ব্বে দৃষ্টা মহাজনাঃ ॥ ১৬৩
তেষাঞ্চ দর্শনাদেব তথা সম্ভাষণান্মম।
মম সম্পর্কভাবাচ্চ মদ্গৃহঞ্চাগতো ভবান্ ॥
জন্মকোটিসহস্রেভ্যো যস্য পাপক্ষয়ো ভবেৎ।
স মাং পশ্যতি ধর্ম্মজ্ঞো যথা তেন প্রসন্নতা ॥
মমৈবানুগ্রহাদ্বৎস হ্যহং দৃষ্টস্ত্বয়ানঘ।
তস্মাদ্বরং গৃহাণ ত্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥১৬৬

বিপ্র উবাচ।

অস্মাকং সর্ব্বথা নাথ মানসং ত্বয়ি তিষ্ঠতু।
ত্বদৃতে সর্ব্বলোকেশ কদাচিন্ন তু রোচতাম্ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

যস্মাদেতাদৃশী বুদ্ধিঃ স্ফুরতে তে সদানঘ।
তস্মান্মৎসদৃশান্ ভোগান্ মদ্গেহে
সংপ্রলপ্স্যসে ॥ ১৬৮
কিন্তু তে পিতরৌ পূজামাপ্নুতো ন ত্বয়ানঘ।
পূজয়িত্বা তু পিতরৌ পশ্চাদ্যাস্যসি মত্তনুম্ ॥
তয়োর্নিশ্বাসবাতেন মন্যুনা চ ভৃশং পুনঃ।
তপঃ ক্ষরতি তে নিত্যং তস্মাৎ পূজয় তৌ দ্বিজ
মন্যুর্নিপততে যস্মিন্ পুত্রে পিত্রোশ্চ নিত্যশঃ।
তন্নিরয়ং নাবাধেঽহং ন ধাতা ন চ শঙ্করঃ ॥১৭১
তস্মাত্ত্বং পিতরৌ গচ্ছ কুরু পূজাং প্রযত্নতঃ।
ততস্ত্বং হি তয়োরেব প্রসাদান্মৎপদং ব্রজ ॥
ইত্যুক্তে তু দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পুনরাহ জগদ্গুরুম্।
প্রসন্নো যদি মে নাথ রূপং স্বন্দর্শয়াচ্যুত ॥১৭৩
ততো দ্বিজপ্রণয়তঃ প্রসন্নহৃদয়ো বশী।
রূপং স্বন্দর্শয়ামাস ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকর্ম্মণে ॥ ১৭৪
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারণং পুরুষোত্তমম্।
কারণং সর্ব্বলোকস্য তেজসাপূরয়জ্জগৎ ॥ ১৭৫
প্রণম্য দণ্ডবদ্বিপ্র উবাচ পুনরচ্যুতম্।

হইয়াছে, তাহার মোচনের নিমিত্ত হে সখে! তুমি পুনরায় মূকের নিকট যাও। মূক পুণ্যাত্মগণের প্রধান তীর্থস্বরূপ। হে তাত! মূকের দর্শনে সমস্ত মহাজনই দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাদের দর্শন এবং আমার সহিত সম্ভাষণ ও সম্পর্ক বশতই তুমি আমার আলয়ে আসিতে পারিয়াছ। যিনি কোটি-সহস্র জন্মাবধি নিষ্পাপ থাকেন, তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিই আমাকে দর্শন করিতে পারেন। হে অনঘ! তুমি আমারই অনুগ্রহে আমাকে দর্শন করিতে পাইয়াছ। অতএব তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। বিপ্র কহিলেন,—হে অনঘ! আমাদের চিত্ত সর্ব্বথা আপনাতেই নিবিষ্ট থাকুক, হে সর্ব্বলোকেশ্বর! আপনি ব্যতীত আর কিছুই যেন কখনও আমাদের প্রীতিকর হয় না। বিষ্ণু কহিলেন,—অনঘ! তোমার যখন এরূপ বুদ্ধি বিকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি আমার গৃহে আমারই যোগ্য ভোগ সকল লাভ করিতে পারিবে। পরন্তু তোমার পিতা মাতা তোমার কোনই পূজা প্রাপ্ত হন নাই; তুমি পিতা মাতাকে পূজা করিয়া পশ্চাৎ আমার দেহে লয় প্রাপ্ত হইবে। তোমার পিতা মাতার নিশ্বাসবায়ু এবং তাঁহাদের কোপবশতঃ তোমার তপস্যা নিত্য ক্ষয় পাইতেছে; অতএব তুমি তাঁহাদিগকে পূজা কর। যে পুত্রের প্রতি পিতা মাতার কোপ নিত্য নিপতিত হয়, আমি বিধাতা বা শঙ্কর আমরা কেহই তাহার নরকলাভের অন্তরায় হইতে পারি না। অতএব তুমি পিতা মাতার নিকট গমন কর এবং যত্নের সহিত তাঁহাদের পূজা করিতে থাক। অনন্তর সেই পিতা মাতার প্রসাদে মৎপদে প্রয়াণ করিতে পারিবে ।১৬০-১৭২। বিষ্ণু এই কথা কহিলে; দ্বিজ পুনর্ব্বার সেই জগদ্গুরুকে বলিলেন,—হে নাথ, অচ্যুত! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনার স্বীয় রূপ আমায় প্রদর্শন করুন। অনন্তর প্রসন্নহৃদয় ব্রহ্মণ্যদেব দ্বিজের প্রতি প্রণয় বশতঃ তাঁহাকে স্বীয়রূপ প্রদর্শন করিলেন। দ্বিজ দেখিলেন, পুরুষোত্তম হরি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বলোকের কারণ; তাঁহার তেজে সর্ব্বজগৎ পরিপূরিত। বিপ্র তদ্দর্শনে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তৎকালে

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে চক্ষুষী শিবে ।
অদ্য মে চ করৌ শ্লাঘ্যৌ ধন্যোঽহং জগদীশ্বর
অদ্য মে পুরুষা যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥
নন্দন্তি বান্ধবা মেঽদ্য ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ।
ইদানীঞ্চ প্রসিদ্ধা মে সর্ব্বে চৈব মনোরথাঃ ॥
কিন্তু মে বিস্ময়ো নাথ মূকাদিজ্ঞানিনো ভৃশম্
কথং জানন্তি মদ্বৃত্তং দেশান্তরমুপস্থিতম্ ॥১৭৯
তস্য গেহোদরাকাশে স্থিতো বিপ্রোঽতি শোভনঃ ।
তথা পতিব্রতাগেহে তুলাধারশিরস্যপি ॥ ১৮০
তথা মিত্রাদ্রোহকস্য ত্বঞ্চ বৈষ্ণবমন্দিরে ।
অনুগ্রহাচ্চ মে বিপ্র তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি ॥১৮১

শ্রীভগবানুবাচ ।

পিত্রোর্ভক্তঃ সদা মূকঃ পতিব্রতা শুভা চ সা ।
সত্যবাদী তুলাধারঃ সমঃ সর্ব্বজনেষু চ ॥১৮২
লোভকামজিদদ্রোহো মদ্ভক্তো বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ।
সম্প্রীতোঽহং গুণৈরেষাং স্থিতাম্যাবসথে মুদা
ভারতীকমলাভ্যাঞ্চ সহিতো দ্বিজসত্তম ॥ ১৮৩

বিপ্র উবাচ ।

মহাপাতকিসংসর্গান্নরাশ্চৈবাতিপাতকাঃ ।
ইতি জল্পন্তি ধর্ম্মজ্ঞাঃ স্মৃতিশাস্ত্রেষু সর্ব্বদা ॥ ১৮৪
পুরাণাগমবেদেষু কথং ত্বং তিষ্ঠসে গৃহে ॥১৮৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

কল্যাণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা মূকো জগত্ত্রয়ে ।
বৃত্তস্থো যোঽপি চণ্ডালস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ
মূকস্য সদৃশো নাস্তি লোকেষু পুণ্যকর্ম্মতঃ ।
পিত্রোর্ভক্তিপরে নিত্যং জিতং তেন জগত্ত্রয়ম্
তয়োর্ভক্ত্যা হ্যহং তুষ্টঃ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ ।
তিষ্ঠামি দ্বিজরূপেণ তস্য গেহোদরে চ খে ॥১৮৮
তথা পতিব্রতাগেহে তুলাধারস্য মন্দিরে ।
অদ্রোহকস্য ভবনে বৈষ্ণবস্য চ বেশ্মনি ॥ ১৮৯
সদা তিষ্ঠামি ধর্ম্মজ্ঞ মুহূর্ত্তং ন ত্যজাম্যহম্ ।

অচ্যুতকে পুনরায় বলিলেন,—অদ্য আমার জন্ম সফল, অদ্য আমার নেত্রযুগল প্রসন্ন, অদ্য আমার করযুগল শ্লাঘ্য, হে জগদীশ! অদ্য আমি ধন্য হইলাম। অদ্য আমার বংশীয়গণ সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করিলেন। ভবৎপ্রসাদে অদ্য আমার বান্ধবগণও আনন্দিত। এক্ষণে আমার সমস্ত মনোরথই পূর্ণ হইল। কিন্তু নাথ। আমার মনে একটা এইরূপ বিস্ময় জন্মিয়াছে যে, মূকাদি জ্ঞানিগণ আমার দেশান্তরঘটিত বৃত্তান্ত কিরূপে অবগত হইলেন। আপনিও অতি সুন্দর বিপ্রাকারে, মূকের গৃহমধ্যাবকাশে, পতিব্রতাগৃহে, তুলাধারের মস্তকে এবং সজ্জনাদ্রোহকের গৃহে অবস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে এই বৈষ্ণবমন্দিরেও বিরাজ করিতেছেন। হে বিপ্র! অনুগ্রহ করিয়া প্রকৃতপক্ষে ইহার কারণ আমায় বলুন। ভগবান্ বলিলেন,—মূক সর্ব্বদা পিতা মাতার ভক্ত, শুভা নাম্নী নারী পতিব্রতা, তুলাধার সত্যবাদী, ও সর্ব্বজনে সমদর্শী, অদ্রোহক লোভ-কামজয়ী আর এই বৈষ্ণব আমার ভক্ত; আমি ইহাদের গুণে সম্প্রীত হইয়া সানন্দে ইহাদের গৃহে অবস্থান করিতেছি। লক্ষ্মী এবং সরস্বতীও আমার সহিত বাস করেন। বিপ্র কহিলেন,—স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, আগম এবং বেদালোচনায় ধর্ম্মজ্ঞগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, মহাপাতকীদিগের সংসর্গবশে নরগণ অতিপাতকী হইয়া থাকে। সুতরাং আপনি কিরূপে মূকাদির গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ১৭৩—১৮৫। ভগবান্ কহিলেন,—মূক এই ত্রিজগতে যাবতীয় কল্যাণকর্ম্মের কর্ত্তা। দেখ, চণ্ডালও যদি স্বীয় বৃত্তিতে অবস্থান করে তাহা হইলে দেবগণ তাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়াই অবধারণ করেন। জগতে পুণ্য কর্ম্ম ব্যাপারে মূকের তুল্য কেহই নাই। পিতা-মাতার প্রতি ভক্তিতৎপর হইয়া মূক এই জগত্ত্রয় জয় করিয়াছে। পিতামাতার প্রতি মূকের তাদৃশ ভক্তিবশতই আমি তুষ্ট হইয়া দেবগণ সহ দ্বিজরূপে তদীয় গৃহাবকাশে অবস্থান করিতেছি। এইরূপে পতিব্রতা, তুলাধার, অদ্রোহক এবং এই বৈষ্ণবের মন্দিরেও সর্ব্বদা আমি অবস্থান

তেন পশ্যন্তি মাং নিত্যং যে হ্যন্যে পাপকৃজ্জনাঃ
পুণ্যাথাচ্চ ত্বয়া দৃষ্টো মমানুগ্রহকারণাৎ।
পিত্রোর্ভক্তিপরঃ শুদ্ধশ্চাণ্ডালো দেবতাং গতঃ
তস্মাত্তেন সহ প্রীত্যা তিষ্ঠামি তস্য মন্দিরে।
পুনঃপুনঃ কথালাপং করোমি দ্বিজনন্দন ॥ ১৯২
তস্য বৈ মানসে নিত্যং বর্ত্তেঽহং ভবভাবনঃ
স তজ্জানাতি ত্বদ্বৃত্তং তথা পতিব্রতাদয়ঃ ॥১৯৩
তেষাং বৃত্তং বদিষ্যামি শৃণু ত্বং চানুপূর্ব্বশঃ।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বথা মর্ত্ত্যো মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥
পিতুর্মাতুঃ পরং তীর্থং দেবদেবেষু নৈব হি।
পিত্রোরর্চ্চা কৃতা যেন স এব পুরুষোত্তমঃ ॥
পিত্রোরাজ্ঞা চ দেবস্য গুরোরাজ্ঞা সমং ফলম্।
আরাধনাদ্দিবো রাজ্যং বাধয়া রৌরবং ব্রজেৎ
স চাস্মাকং হৃদিস্থোঽহপি তস্যাহং হৃদয়ে স্থিতঃ

করি। হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই সকল গৃহ আমি মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্যাগ করি না। তাই আমায় অন্যান্য পাপকারী ব্যক্তিরাও নিত্য দর্শন করিয়া থাকে। তোমার নিজ পুণ্য এবং মদীয় অনুগ্রহগুণে তুমিও আমায় অবলোকন করিয়াছ! পিতা-মাতার প্রতি ভক্তিতৎপর চণ্ডালও শুদ্ধ হইয়া দেবত্ব লাভ করে। এই জন্যই আমি তাহার সহিত প্রীতিভরে তদীয় গৃহে বাস, পুনঃপুনঃ তাহার সহিত কথালাপ এবং তাহারই মানসমন্দিরে নিত্য বিরাজ করিতেছি। এই কারণেই সেই মূক কিম্বা পতিব্রতা প্রভৃতি তোমার বৃত্তান্ত জানিতে পারিতেছেন। তুমি আনুপূর্ব্বীক্রমে শ্রবণ কর, আমি তাহাদের বৃত্ত বলিতেছি। ইহা শ্রবণে মর্ত্ত্যজন ভব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পিতা মাতা অপেক্ষা পরমতীর্থ দেবদেবগণ মধ্যেও নাই। পিতা-মাতার যিনি অর্চ্চনা করেন, তিনিই পুরুষোত্তম। পিতামাতার আজ্ঞাপালন দেব ও গুরুর আজ্ঞাপালনের সমান ফলজনক। তাঁহাদের আরাধনায় স্বর্গরাজ্যে এবং অবজ্ঞায় রৌরব নরকে গতি হইয়া থাকে। তাদৃশ পিতৃভক্ত ব্যক্তি আমার

আবয়োরন্তরং নাস্তি পরত্রেহ চ মৎসমঃ ॥১৯৭
মদগ্রে মৎপুরে রম্যে সর্ব্বৈশ্চ বান্ধবৈঃ সহ।
স ভুঞ্জীতাক্ষয়ং ভোগমন্তে ময়ি চ লীয়তে ॥
এতএব হি মূকোঽহসৌ বার্ত্তাং ত্রৈলোক্যসম্ভবাম্
জানাতি নরশার্দ্দূল এষ তে বিস্ময়ঃ কুতঃ ॥১৯৯

দ্বিজ উবাচ।

মোহাদজ্ঞানতো বাপি ন কৃত্বা পিতুরর্চ্চনম্।
জ্ঞাত্বা বা কিঞ্চ কর্ত্তব্যং সদসজ্জগদীশ্বর ॥ ২০০

শ্রীভগবানুবাচ।

দিনৈকং মাসপক্ষৌ বা পক্ষার্দ্ধং বাথ বৎসরম্।
পিত্রোর্ভক্তিঃ কৃতা যেন স চ গচ্ছেন্মমালয়ম্।
কারয়িত্বা মনঃকষ্টমবশ্যং নরকং ব্রজেৎ ॥ ২০২
ন কৃতা বা কৃতা বা স্যাৎ পিত্রোরর্চ্চা পরং পুরা
বৃষোৎসর্গং নরঃ কৃত্বা পিতৃভক্তিফলং লভেৎ ॥
অন্নং বস্ত্রং তথা গব্যং সামিষঞ্চ নিরামিষম্।
সর্ব্বং লক্ষগুণং প্রোক্তং জ্ঞাতিভ্যো যৎপ্রদীয়তে

হৃদয়স্থ, আর আমিও তাহার হৃদয়ে অবস্থিত। ইহকালেই কি, আর পরকালেই কি, তাহাতে আমাতে কোনই ভেদ নাই। তাদৃশ ব্যক্তি আমার অগ্রে মদীয় রম্যপুরে বন্ধুবান্ধবগণ সহ অক্ষয় ভোগ উপভোগ করে এবং অন্তে আমাতেই বিলীন হইয়া থাকে। এই কারণেই উক্ত মূক ত্রিলোকবার্ত্তা অবগত আছেন। সুতরাং হে নরবর! এক্ষেত্রে তোমার বিস্ময়ের বিষয় কি? দ্বিজ কহিলেন, হে জগদীশ! মোহে বা অজ্ঞান বশে পিতার অর্চ্চনা না করিয়া, পশ্চাৎ জ্ঞানোদয়ে কি করা কর্ত্তব্য? ভগবান্ বলিলেন,—এক দিন, এক মাস, এক পক্ষ, পক্ষার্দ্ধ বা এক বৎসর মাত্রও পিতামাতার প্রতি যে ব্যক্তি ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহারও আমার আলয়ে গতি হইয়া থাকে। কিন্তু যে জন তাঁহাদের মনঃকষ্ট উৎপাদন করে, তাহার নরকলাভ অবশ্যই হইয়া থাকে। পিতা-মাতার অর্চ্চনা অগ্রে না করা হইয়া থাকিলেও নর বৃষোৎসর্গ করিয়া পিতৃভক্তিফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন মানসে শ্রাদ্ধে অন্ন, বস্ত্র

সর্ব্বস্বেন কৃতং শ্রাদ্ধং যেন পুত্রেণ ধীমতা।
জাতিস্মরত্বং প্রাপ্নোতি পিতৃভক্তিফলং লভেৎ
শ্রাদ্ধাৎ পরো মহাযজ্ঞস্ত্রৈলোক্যে তু ন
ন বিদ্যতে।
অত্র যদ্দীয়তে কিঞ্চিৎ সর্ব্বঞ্চাক্ষয়মশ্নুতে ॥২০৬
অন্যস্মিংশ্চাযুতং বিদ্ধি জ্ঞাতিভ্যো লক্ষমুচ্যতে
পিণ্ডে কোটিগুণং প্রোক্তং দ্বিজায়ানন্তমুচ্যতে
গঙ্গাজলে গয়ায়াঞ্চ প্রয়াগে পুষ্করে তথা।
বারাণস্যাং সিদ্ধকুণ্ডে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥
অন্নপিণ্ডং প্রদদ্যাদ্‌যস্তস্য মুক্তির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
পিতরশ্চাক্ষয়ং স্বর্গং লভন্তে জন্মনঃ ফলম্ ॥
ভাগীরথ্যাং বিশেষেণ যস্তু দদ্যাত্তিলোদকম্।
মুক্তিমার্গং স চাপ্নোতি পিণ্ডদানে তু কিং পুনঃ
নদীতীরেষু সাহস্রং নদে ত্বযুতমিষ্যতে ॥
সামান্যফলসংসর্গাচ্ছ্রাদ্ধং শতগুণং ভবেৎ ॥ ২১১

অমায়াঞ্চ যুগাদ্যায়াং গ্রহণে সূর্য্যচন্দ্রয়োঃ।
পার্ব্বণং কুরুতে যস্তু সোঽক্ষয়ং লোকমশ্নুতে ॥
পিতরস্তস্য তুষ্যন্তি সর্ব্বে সমাযুতং প্রতি।
আশিষং দয়িতং দত্বা ভোগ্যঞ্চানন্তমাত্মজে ॥
ততঃ পর্ব্বণি পুত্রৈশ্চ কর্ত্তব্যং পার্ব্বণং মুদা।
পিত্র্যোযজ্ঞমিমং কৃত্বা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥ ২১৪
অহন্যহনি যচ্ছ্রাদ্ধং নিত্যশ্রাদ্ধমিতি স্মৃতম্।
শ্রদ্ধয়া কারয়েদ্‌যস্তু সোঽক্ষয়ং লোকমশ্নুতে ॥
তথৈবাপরপক্ষে চ কাম্যশ্রাদ্ধং বিধানতঃ।
কৃত্বা কামং স চাপ্নোতি যথা মনসি বর্ত্ততে ॥
আষাঢ়ীমবধিং কৃত্বা যস্তু পক্ষস্তু পঞ্চমঃ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত কন্যাং গচ্ছতু বা নবা ॥
কন্যাং গতে সবিতরি যান্যহানি তু ষোড়শ।
ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ॥
কাম্যশ্রাদ্ধং মহাপুণ্যমিদং তস্যাগতং শিবম্।

গব্য, আমিষ বা নিরামিষ যাহাই কিছু জ্ঞাতিগণকে প্রদান করা যায়, তৎসমস্তই লক্ষগুণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যে ধীমান্ পুত্র সর্ব্বস্বদানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে জাতিস্মর হইয়া পিতৃভক্তিফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধাপেক্ষা মহাযজ্ঞ ত্রৈলোক্যে কিছুই নাই। এই শ্রাদ্ধে যে কিছু দান করা হয়, তৎসমস্তই অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। যাহা অন্যত্রদানে অযুতগুণ ফল, জ্ঞাতিগণকে দান করিলে তাহাতেই লক্ষগুণ ফল হইয়া থাকে। পিণ্ডদানে কোটিগুণ ফল হয়। ঐ পিণ্ড দ্বিজকে দান করিলে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গঙ্গাজলে, গয়াক্ষেত্রে, প্রয়াগে, পুষ্করে, বারাণসীধামে, সিদ্ধকুণ্ডে কিম্বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে অন্নপিণ্ড প্রদান করে, নিশ্চয়ই তাহার মুক্তি হইয়া থাকে; পিতৃগণ অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন; ইহাতেই সে জন্মসাফল্য প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ ভাগীরথীজলে যে ব্যক্তি তিলোদক দান করে, তাহারও মুক্তিলাভ হয়, সুতরাং পিণ্ডদানের কথা আর বলাই বাহুল্য। নদীতীরে শ্রাদ্ধ করিলে, সহস্রগুণ ফল এবং নদে শ্রাদ্ধ করিলে, অযুত গুণ ফল হয়। সামান্য ফলজনক দেশকালাদি প্রসঙ্গে শ্রাদ্ধ করিলেও শতগুণ ফল হইয়া থাকে। অমাবাস্যা, যুগাদ্যা বা চন্দ্রসূর্য্যাদিগ্রহণে যে ব্যক্তি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করে, তাহার অক্ষয় লোক লাভ হয়। তাহার পিতৃগণ সকলেই অযুত বর্ষ যাবৎ তুষ্ট হইয়া থাকেন, এবং তাঁহারা প্রিয় আশিষ প্রদান করিয়া পুত্রকে অনন্ত ভোগ্য বস্তু অর্পণ করেন। সুতরাং পুত্রগণ পর্ব্বকালে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবেন। এই পিতৃযজ্ঞ করিয়া লোকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। ।১৮৬ — ২০৪। অহরহ যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম নিত্য শ্রাদ্ধ; শ্রদ্ধার সহিত যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য সম্পাদন করে, তাহার অক্ষয় লোক লাভ হয়। এইরূপে অপর পক্ষে যথাবিধি কাম্য শ্রাদ্ধ করিলে নর কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আষাঢ় হইতে গণনা করিলে যে পঞ্চম পক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে রবি কন্যারাশিগত হউন বা না হউন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। সূর্য্য কন্যারাশিগত হইলে ষোড়শ দিবস শ্রাদ্ধকার্য্য—উত্তম দক্ষিণাযুক্ত ক্রতুসমূহের সহিত তুলনীয় হইয়া থাকে। এই

অভাবাৎ কৃষ্ণপক্ষাদৌ তুলায়াং কর্ত্তুমর্হতি।
অমাবৃশ্চিকমায়াতি নৈরাশ্যং পিতরো গতাঃ।
পুনঃ স্বভবনং যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্॥
পিতৃশাপেন পুত্রস্য নষ্টং সর্ব্বমিতি স্মৃতম্।
ধনং পুত্রা যশঃ কাম্যমভীষ্টমায়ুরেব চ॥ ২২১
সর্ব্বাণ্যেতানি লভ্যন্তে জন্মজন্মসু মানবৈঃ।
পিতৃণাঞ্চ বরেণৈব তস্মাদেনং পরিত্যজেৎ॥
বিবাহব্রতযজ্ঞাদৌ কৃত্বা নান্দীমুখং দ্বিজঃ।
অক্ষয়ং লভতে পুণ্যং গোত্রং তস্য প্রবর্দ্ধতে॥
এতদ্বিপর্য্যয়ো যস্য স যাতি নরকং নরঃ।
কুলক্ষয়ো ভবেত্তস্য স জীবো দুঃখিতো ভবেৎ
ততস্তু পূজয়েদগ্রে গণেশং শম্ভুনন্দনম্।
পরং ষোড়শমাতৃশ্চ তৎপশ্চাৎ পিতৃসঞ্চয়ম্॥
নান্দীমুখেষু সর্ব্বেষু প্রপিতামহপূর্ব্বকম্।
নান্দীমুখে দ্বিজান্ সর্ব্বান্ স্থাপয়েৎ প্রাঙ্মুখান্ সুধীঃ।

মহাপুণ্য কাম্য শ্রাদ্ধ ঐ সকল দিবসে করিলেই মঙ্গল হয়। অভাবে সূর্য্য তুলারাশিগত হইলে কৃষ্ণ পক্ষের প্রথমে উহা করিতে পারা যায়। কিন্তু বৃশ্চিকগত অমাবাস্যায় পিতৃগণ নিরাশ হইয়া সুদারুণ শাপ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় স্বভবনে প্রয়াণ করেন। পিতৃশাপে পুত্রের সর্ব্বস্বই নষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃগণের বরে মানবগণ জন্মে জন্মে ধন, পুত্র, যশ, কাম্য ফল, এবং আয়ু এই সমস্তই লাভ করিয়া থাকে। অতএব ইহা কখনও পরিত্যাগ করিবে না। দ্বিজ বিবাহ, ব্রত এবং যজ্ঞের অগ্রে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া অক্ষয় পুণ্য লাভ করেন; তাঁহার গোত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ইহার বিপর্য্যয় করে, সে নরক ভোগ করিয়া থাকে, তাহার কুলক্ষয় হয় এবং সে জীবদ্দশায় দুঃখ ভোগ করে। এই নান্দী শ্রাদ্ধ ব্যাপারে প্রথমে গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও ষোড়শ মাতৃকা এবং পরে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে। সুধী ব্যক্তি সমস্ত নান্দীমুখ ব্যাপারে ব্রাহ্মণদিগকে প্রপিতামহপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে স্থাপন করিবেন। এই শ্রাদ্ধে

উচ্চারয়েন্নমো বাক্যং স্বধা চান্যত্র যোজয়েৎ।
গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যস্য দত্ত্বা পিণ্ডোদকং নরঃ।
অক্ষয়ং লভতে স্বর্গং পিতৃণাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥২২৭
তত্র স্নানং ন কুর্য্যাদ্যঃ শক্ত্যা পিণ্ডোদকং নরঃ
ন দদাতি পিতৃণান্তু চাণ্ডালত্বং স গচ্ছতি॥ ২২৮
সর্ব্বং ভূমিসমং দানং সর্ব্বে ব্যাসসমা দ্বিজাঃ।
সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং রাহুগ্রস্তে নিশাকরে॥
ইন্দোর্লক্ষগুণং প্রোক্তং দশলক্ষন্তু ভাস্করে।
গঙ্গাতোয়ে তু সংপ্রাপ্ত ইন্দোঃ কোটীরবের্দশ
গবাং শতসহস্রস্য সম্যগ্দত্তস্য যৎ ফলম্।
তৎ ফলং জাহ্নবীস্নানে রাহুগ্রস্তে নিশাকরে॥
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব যোঽবগাহতি জাহ্নবীম্।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু কিমর্থমটতে মহীম্॥২৩২
সূর্য্যগ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহস্তথা।
চূড়ামণিরিতি খ্যাতস্তত্রানন্তফলং স্মৃতম্॥ ২৩৩

'নমঃ' উচ্চারণ করিবে; কিন্তু অন্য শ্রাদ্ধে 'স্বধা' বাচন কর্ত্তব্য। নর চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণে পিণ্ডোদক দান করিয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করে এবং ইহাতে পিতৃগণের পুষ্টিবর্দ্ধন হয়। যে ব্যক্তি সামর্থ্য সত্ত্বেও স্নান বা পিতৃগণকে পিণ্ডোদক দান করে না, তাহার চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তি হয়। নিশাকর রাহুগ্রস্ত হইলে সমস্ত দানই ভূমিদান সমান, সমস্ত দ্বিজই ব্যাসতুল্য এবং সমস্ত জলই গঙ্গোদকসমান হয়। চন্দ্র-গ্রহে লক্ষগুণ এবং সূর্য্যগ্রহে দশলক্ষগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু গঙ্গাজলে চন্দ্রগ্রহে কোটি-গুণ এবং সূর্য্যগ্রহে দশকোটিগুণ ফল হয়। যথাবিধি শতসহস্র গোদান করিলে যে ফল, পাওয়া যায়, রাহুগ্রস্ত-নিশাকরে জাহ্নবীস্নানে সেই ফল হইয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে যে ব্যক্তি জাহ্নবীজলে অবগাহন করেন; তাঁহার আর সমস্ত মহী-অটনের প্রয়োজন কি? তিনি তো সর্ব্বতীর্থেই স্নাত হইয়া থাকেন।২১৫—২৩২। যদি রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ এবং সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হয়,তবে সেই যোগ 'চূড়ামণি' নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে। উক্ত যোগে স্নান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়।

সমুপোষ্য তয়োঃ পূর্ব্বে পুণ্যতীর্থে তু যঃ পুমান্
দত্বা পিণ্ডোদকং দানং সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিতঃ
দ্বিজ উবাচ।
পিতুরেব মহাযজ্ঞঃ শ্রাদ্ধঞ্চ ভবতেরিতম্।
তাতাপশ্চিমকালাদৌ কিং কর্ত্তব্যং সুতেন হি
কিং কৃত্বা চ পরং শ্রেয়ো জন্মজন্মসু লভ্যতে।
পুত্রেণ ধীমতা দেব যত্নতো বক্তুমর্হসি॥ ২৩৬
শ্রীভগবানুবাচ।
পূর্ব্বে বয়সি সম্প্রাপ্তে পিতা পুত্র ইতি স্মৃতঃ।
উত্তরে চ সুতস্তাতঃ পালনাম্নু তু পূজনাৎ॥২৩৭
দেববৎ পূজয়েত্তাতং স্নেহং কুর্য্যাচ্চ পুত্রবৎ।
ন লঙ্ঘয়েদ্বচস্তস্য মনসাপি কদাচন॥ ২৩৮
আতুরস্য পিতুঃ পুত্রো যস্তু কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াম্
সোঽক্ষয়ং লভতে স্বর্গং সদা দেবৈঃ প্রপূজ্যতে
মুমূর্ষোরপি তাতস্য পশ্যতো মৃত্যুলক্ষণম্।
কৃত্বা চ যজনং পুত্রো দেবানাং তুল্যতাং ব্রজেৎ
বিধিনানশনেনৈব পিতুঃ স্বর্গং দদাতি যঃ।
পুত্রস্য তস্য ধীরস্য শৃণু বক্ষ্যামি যদ্গুণম্॥ ২৪১
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
ভবেদনশনে পুণ্যং তীর্থকোটিগুণং তয়োঃ॥
ভাগীরথ্যা জলে চৈব যো মৃতঃ পুরুষোত্তমঃ।
পয়োধররসং মাতুর্ন পিবেন্মুক্ততাং ব্রজেৎ॥
বারাণস্যাং ত্যজেদ্যস্তু প্রাণাংশ্চৈব যদৃচ্ছয়া।
অভীষ্টঞ্চ ফলং ভুক্ত্বা মদ্দেহে প্রবিলীয়তে॥
যা গতির্যোগযুক্তানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ ব্রহ্মপুত্রেষু সপ্তসু॥
লৌহিত্যস্য বিশেষেণ তীরোত্তরসমাশ্রিতঃ।
বিধিনা যস্ত্যজেৎ প্রাণান্ স চ মৎসমতাং
ব্রজেৎ॥ ২৪৬
তস্যৈব চোর্ব্বশীকেশে পুণ্যতীর্থে দ্বিজোত্তম।
মৃতোৎপন্নঃ সমাপ্নোতি সর্ব্বং দোষৈর্ন লিপ্যতে
গৃহস্যাভ্যন্তরে যস্য প্রাণত্যাগো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
যাবদ্গ্রন্থির্গৃহে তিষ্ঠেৎ তাবদ্বদ্ধো ভবেত্তনৌ॥

যে ব্যক্তি গ্রহণপূর্ব্বদিনে উপবাস করিয়া পুণ্যতীর্থে পিণ্ডোদক দান করে, তাহার সত্যলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। দ্বিজ কহিলেন,—আপনি পিতৃমহাযজ্ঞ শ্রাদ্ধের কথা কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু পিতার অপশ্চিম-কালাদিতে পুত্রের কর্ত্তব্য কি? অন্য কি কিরূপ কার্য্য করিয়া ধীমান্ পুত্র জন্মে জন্মে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, হে দেব! তাহা আপনি বিশেষ করিয়া বলুন। ভগবান্ কহিলেন,—পূর্ব্ববয়সে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ নিরূপিত হয়; কিন্তু উত্তর বয়সে পুত্রই পালন হেতু পিতৃস্থানীয় হইয়া থাকে। পুত্রের এই পিতৃত্ব কদাচ পূজন হেতু হয় না। পিতাকে দেবতার ন্যায় পূজা এবং পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিবে। মন দ্বারাও পিতৃবাক্য কখনও লঙ্ঘন করিবে না; যে পুত্র আতুর পিতার পরিচর্য্যা করে, তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। সে দেবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকে। যে পুত্র মুমূর্ষু পিতার মৃত্যুলক্ষণ দেখিয়াও তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করে, সে দেবগণের সহিত তুল-নীয় হইয়া থাকে। বিধিপূর্ব্বক উপবাস করিয়া যে পুত্র পিতাকে স্বর্গ প্রদান করে, সেই ধীর পুত্রের পুণ্যগুণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞে যে পুণ্য হয়, ঐ পুত্র সেই পুণ্য এবং কোটি-তীর্থফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পুরুষো-ত্তম ভাগীরথীজলে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, সে আর কখনও মাতৃস্তন্য পান করে না; তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে বারা-ণসীক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে অভীষ্ট ফল ভোগ করিয়া মদীয় দেহে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যোগযুক্ত ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের যে গতি হয়, সপ্ত-ব্রহ্মপুত্রে প্রাণ পরিত্যাগে সেই গতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ব্রহ্ম-পুত্রের উত্তরতীরে থাকিয়া যে ব্যক্তি বিধি-পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে আমার সমত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।২৩৩—২৪৬। হে দ্বিজবর! ঐ ব্রহ্মপুত্রেরই পুণ্যতীর্থ উর্ব্বশীকেশে মৃত হইলে সমস্ত পুণ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত ব্যক্তি কোন দোষেই লিপ্ত হয় না। গৃহা-ভ্যন্তরে যাহার প্রাণত্যাগ হয়, গৃহের গ্রন্থি-

হায়নে হায়নে চাপি একৈকঃ পরিহীয়তে।
পশ্চাৎ পুত্রবন্ধূনাং বন্ধনে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥
পর্ব্বতে কাননে দুর্গে স্থানে বা জলবর্জ্জিতে।
মৃতো দুর্গতিমাপ্নোতি কীটাদৌ জায়তে পুনঃ ॥
সংস্কারশ্চ ভবেদ্যস্য মৃতস্য পরবাসরে।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি কুম্ভীপাকে প্রতিষ্ঠতি ॥ ২৪৯
অস্পৃশ্যস্পর্শনাদেব উচ্ছিষ্টঃ পতিতো মৃতঃ।
সুচিরং নরকে স্থিত্বা ম্লেচ্ছজাতিষু জায়তে ॥
তথৈব বহুকীটেষু জায়তে সর্ব্বজাতিষু।
তস্মাৎ চিরকালেষু জানীয়াৎ পুণ্যপাতকম্ ॥
পুণ্যাৎ পুণ্যপ্রয়োগৈশ্চ সর্ব্বেষাং মর্ত্ত্যবাসিনাম্
মরণে যা গতিঃ পুংসাং গতির্ভবতি তাদৃশী ॥
পুণ্যতীর্থে মৃতো যস্তু বিষ্ণোর্নামানি চিন্তয়ন্।
পাপাৎ পূতো ব্রজেৎ স্বর্গং সর্ব্বদোষৈর্ন লিপ্যতে
পিতুশ্চ তস্য দেহন্তু বহেদ্যস্তু সুতো বলী।

পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্
প্রাক্‌চিতৌ চ পিতুর্দেহে মুখাগ্নিং কারয়েৎ সুতঃ।
বিধিনা মন্ত্রপূতেন পশ্চাদ্দেহং দহেৎ পুনঃ ॥
লোভমোহসমাযুক্তং পাপপুণ্যসমাবৃতম্।
দহেহয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু
দগ্ধ্বা চ লঙ্ঘয়েৎ পুত্রোঽপ্যস্থিসঞ্চয়নং প্রতি।
দশাহে সমনুপ্রাপ্তে চার্দ্রবস্ত্রং পরিত্যজেৎ ॥
ছিত্ত্বা চ লোহিতং চেলং বহ্নৌ চাথ জলে ক্ষিপেৎ।
ততশ্চৈকাদশাহে চ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ২৬০
প্রেতস্য দেহপুষ্ট্যর্থং ব্রাহ্মণৈকন্তু ভোজয়েৎ।
দানং দদ্যাচ্চ বিধিবদ্বস্ত্রং পীঠঞ্চ পাদুকাম্ ॥২৬১
সর্ব্বোপকরণৈস্তুল্যং ধরাদি গজবাজিকম্।
কৃষ্ণাং গাঞ্চ প্রদদ্যাত্তু সর্ব্বপাপবিমুক্তয়ে ॥২৬২
চতুর্থাহে ত্রিপক্ষে চ ষণ্মাসে চাব্দিকে তথা।
দ্বাদশ প্রতিমাস্যানি শ্রাদ্ধান্যেতানি ষোড়শ ॥

সংখ্যানুসারে তাহার দেহে পুত্র এবং বন্ধুগণের সমস্তেই বন্ধন হইয়া থাকে। ঐ বন্ধন বৎসরে বৎসরে এক একটী করিয়া হীন হয়; উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটে না। পর্ব্বতে, কাননে, দুর্গে কিম্বা জলবর্জ্জিত স্থানে মৃত হইলে মানব দুর্গতি লাভ করে এবং কীটাদি যোনিতে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয়। যে মৃত ব্যক্তির পরাহে অগ্নিসংস্কার করা হয়, সে ষষ্টিসহস্র বর্ষ যাবৎ কুম্ভীপাক নরকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অস্পৃশ্য স্পর্শ করিয়া কিম্বা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় মৃত্যুগ্রস্ত হয়, সে দীর্ঘ কাল নরকে বাস করিয়া পরে ম্লেচ্ছ জাতি মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে। পরে বহুবিধ কীট ও নানা প্রাণিমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া বহুকালেও পুণ্য-পাতক বুঝিতে পারে না। পরে পুণ্য প্রসঙ্গে পুণ্যানুষ্ঠানে সমস্ত মর্ত্ত্যবাসীর মরণে যে গতি হয়, তাহাদেরও তাদৃশ গতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিষ্ণুনাম চিন্তা করিয়া পুণ্যতীর্থে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, সে পাপ হইতে পূত হইয়া স্বর্গে গমন করে এবং কোন দোষেই লিপ্ত হয় না। পিতার মৃত্যু হইলে যে সবল পুত্র তাঁহার দেহ বহন করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। চিতায় আরোপণ করিয়া প্রথমে মুখাগ্নি করিবে, পশ্চাৎ মন্ত্রপূত বিধি-অনুসারে পিতার দেহ দাহন করিবে। দাহ করিবার মন্ত্র—আমি লোভ-মোহ ও পাপপুণ্যযুত পিতার সর্ব্বগাত্র দাহ করিতেছি, তিনি দিব্যলোক সকল প্রাপ্ত হউন। অনন্তর পিতার মৃতদেহ দাহনান্তে অস্থিসঞ্চয়নার্থ দশাহ অতিবাহন করিবে; দশাহে আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। লোহিত বস্ত্র ছেদন করিয়া জলে বা অনলে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর বিজ্ঞ ব্যক্তি একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিবেন। প্রেতদেহের তুষ্টির জন্য একটী মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই দিন বিধিপূর্ব্বক বস্ত্র, পীঠ, পাদুকা এবং সর্ব্বোপকরণ সহিত ভূমি, গজ ও বাজী প্রভৃতি দান করিবে। সর্ব্বপাপ ক্ষালনের নিমিত্ত কৃষ্ণা গাভীও প্রদান করিতে হয়।২৪৭—২৬২। কন্যা-শ্রাদ্ধাধিকারিণীর পক্ষে চতুর্থাহে শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। একোদ্দিষ্ট,চতুর্দশ

যস্যৈতানি ন সন্তীহ যথাশক্তি চ শ্রদ্ধয়া।
পিশাচত্বং স্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥
অব্দমম্বুঘটং দদ্যাদন্নঞ্চামিষসংযুতম্।
নিত্যানিত্যমভাবাচ্চ ক্ষণমাসং ক্ষমাপয়েৎ ॥
সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধং গতে সংবৎসরে বুধঃ।
পার্ব্বণস্য বিধানেন কারয়েদ্দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২৬৬
পিতুরব্দমশৌচং স্যান্মাতুঃ ষণ্মাসমেব চ।
ত্রিমাসন্তু স্ত্রিয়শ্চৈব তদর্দ্ধং ভ্রাতৃপুত্রয়োঃ।
সপিণ্ডানামশৌচং স্যাদ্যাবদ্দেহো গৃহে স তিষ্ঠতি ॥
পুত্রস্য যন্নিষিদ্ধন্তু শৃণু তাত বদাম্যহম্।
ব্রহ্মচারী সদাচারী ন গচ্ছেচ্চ স্ত্রিয়ং কচিৎ ॥
সপ্তঘট্যাঃ পরশ্চৈব নবঘট্যাশ্চ পূর্ব্বতঃ।
স কালঃ কুতপো জ্ঞেয়ঃ পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥

শ্রাদ্ধে ত্রীণি পবিত্রাণি দৌহিত্রং কুতপস্তিলাঃ।
ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি সত্যমক্রোধমত্বরাম্ ॥
সায়ংসন্ধ্যাং পরান্নঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনম্।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিবর্জ্জয়েৎ ॥
অকর্ত্তব্যশতং কৃত্বা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
তচ্চ কর্ত্তব্যতামেতি স্বয়মুক্তং বিরিঞ্চিনা ॥২৭২
শৃণু পুত্র পুরাবৃত্তং বহূনাঞ্চ বদাম্যহম্ ॥ ২৭৩
গুরোর্গোহননং কৃত্বা দত্বঃ শ্রাদ্ধং যতুর্দ্দিবম্।
তেষাঞ্চ কীর্ত্তনাদেব শ্রাদ্ধং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥
বসিষ্ঠস্য মুনেঃ শিষ্যা ব্রাহ্মণাঃ সপ্ত সুব্রতাঃ।
পিতৃশ্রাদ্ধে সমায়াতে হোমধেনুং গুরোঃ
প্রিয়াম্ ॥ ২৭৫
প্রার্থয়িত্বা গৃহং নীত্বা সপ্তভির্ভ্রাতৃভির্মুদা।
গব্যার্থং পিতৃযজ্ঞে তাং ধেনুং হত্বা বিমৃশ্য চ ॥
দত্বর্মাংসঞ্চ বিপ্রে চ শেষং বিপ্রাংস্বভোজয়ন্

মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ, সমষ্টিতে এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ পুত্রের কর্ত্তব্য। ত্রিপক্ষ, ষণ্মাস এবং সংবৎসর এই তিনটী বৃষোৎসর্গের কাল। শক্তি অনুসারে শ্রদ্ধার সহিত যাহার এই সকল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় না, অন্য শত শ্রাদ্ধ দানেও তাহার পিশাচত্ব অপগত হইবার নহে। সংবৎসর যাবৎ নিত্য জলপূর্ণ ঘট এবং সামিষ অন্ন প্রদান করিবে। অভাব পক্ষে একমাস যাবৎ উক্ত দানকার্য্য করিয়া বিধি পালন করিবে। সংবৎসর পূর্ণ হইলে সেই দিন অভিজ্ঞ ব্যক্তি পার্ব্বণ বিধিক্রমে সপিণ্ডীকরণ করিবেন। পিতার মরণে এক বৎসর, মাতৃমরণে ছয় মাস, স্ত্রীর মরণে তিন মাস এবং ভ্রাতা ও পুত্রের মরণে ত্রিপক্ষ অশৌচ প্রতিপাল্য, এতদ্ভিন্ন যত-কাল মৃতদেহ গৃহে থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই সপিণ্ডগণের অশৌচ বিহিত। * এক্ষণে শ্রবণ কর, পুত্রের পক্ষে যাহা নিষিদ্ধ, তাহাই বলিতেছি। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সদাচারী ব্রহ্মচারী থাকিবে, কদাচ স্ত্রীগমন করিবে না। সপ্তম মুহূর্ত্তের পর এবং নবম মুহূর্ত্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কাল, তাহার নাম কুতপ। এই কুতপকালে পিতৃ-গণকে যাহা প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় তৃপ্তিজনক হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধে দৌহিত্র,কুতপ এবং তিল, এই তিনটী বস্তু পবিত্র এবং সত্য, অক্রোধ ও অত্বরা এই তিনটী প্রশস্ত। লোক শ্রাদ্ধ করিয়া সায়ংসন্ধ্যা, পরান্ন, পুন-র্ভোজন, মৈথুন, দান এবং প্রতিগ্রহ বর্জ্জন করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি শত অকার্য্য করি-য়াও শ্রাদ্ধ করিবেন। স্বয়ং বিরিঞ্চিও শ্রাদ্ধের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বলিয়াছেন।২৬৩-২৭২। বৎস! শ্রবণ কর,আমি বহুজনের পুরাবৃত্ত বলিতেছি। পুরাকালে সপ্ত ব্রাহ্মণ গুরুর গো-বধ করিয়া শ্রাদ্ধ দানান্তে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নামকীর্ত্তনেও শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সপ্ত সুব্রত ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ মুনির শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের পিতৃশ্রাদ্ধ-দিন উপস্থিত হইলে গব্যার্থ গুরুর প্রিয় হোম-ধেনু চাহিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। উক্ত ব্রাহ্মণেরা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা। তাঁহারা গুরুর হোমধেনু বধ করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণকে উহার মাংস দিলেন এবং অবশিষ্ট মাংস বিপ্রগণকে ভোজন করাই-

* এ ব্যবস্থা এ কালে নাই।

সমাপ্য পিতৃকর্ম্মাণি বৎসং সংগৃহ্য তে দ্বিজাঃ।
গুরৌ সমর্পয়ামাসুর্ধেনুর্ব্যাঘ্রেণ ভক্ষিতা॥ ২৭৭
ততস্তপোবলাদেব জ্ঞাত্বা তেষাঞ্চ কারণম্।
স শশাপ ততঃ শিষ্যাংশ্চাণ্ডালাশ্চ ভবিষ্যথ॥
বেপমানাস্ততো বিপ্রাঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ
ধেনোর্মাংসং প্রদাতারঃ পিতৃকৃত্যে সদানঘ॥
অকর্ত্তব্যসহস্রাণি মহান্তি পাতকানি চ।
কুর্ব্বন্তঃ পিতৃকার্য্যেষু পাপাৎপূতা দিবং গতাঃ॥
শ্রুতং বহুবিধং নাথ মুখাত্তে চ পুরাতনম্।
ক্ষন্তুমর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ শাপস্যান্তো বিধীয়তাম্॥২৮১

বসিষ্ঠ উবাচ।

শাপো বোঽথ যথা পাপ্যা ন তু ধর্ম্মবিচারণাৎ।
চাণ্ডালাদৌ সমুৎপন্নাঃ পুরাবৃত্তং স্মরিষ্যথ॥২৮২
ন চ বো জ্ঞানলোপশ্চ স্মৃতিশাস্ত্রমনষ্টকম্।
পাপযোনিং সমুত্তীর্য্য পশ্চান্মোক্ষং গমিষ্যথ॥

ততঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য গুরুশাপাত্তু তে দ্বিজাঃ
জাতাশ্চাণ্ডালযোনৌ তু সর্ব্বে জ্ঞানসমন্বিতাঃ॥
স্তন্যং তৈস্তু ন পীতং বৈ স্মরদ্ভিঃ পূর্ব্বজন্ম তৎ
মৃতা জাতা মৃগাঃ সর্ব্বে চক্রবাকাঃ পুনর্বনে॥
হংসাস্তু মানসে তীর্থে শুক্লা জাতাঃ পুনর্দ্বিজাঃ
মুমূর্ষবো মহাভাগা মৃতাস্তে খেদকারণাৎ॥
তস্মিন্ কালে মহারাজো ধর্ম্মকেতুরিতি স্মৃতঃ
যযৌ স্নাতুং ততস্তীর্থং সদারঃ সপরিচ্ছদঃ॥
ততো হংসাস্ত্রয়ো মোহাদ্রাজ্যং ভোগ্যাস্তু যোষিতঃ।
ভক্ষ্যাণি চিন্তয়ন্তশ্চ লোকান্তরময়ুস্তদা॥ ২৮৮
জ্ঞাত্বা বেদঞ্চ বেদাঙ্গং মোক্ষং যাস্যামহে বয়ম্
চিন্তয়ন্তো গতা অন্যে ততো লোকান্তরং প্রতি
অথ ত্রয়ো নৃপা জাতাশ্চত্বারো বিপ্রসত্তমাঃ॥

লেন। ভ্রাতৃগণ পিতৃকার্য্য সমাধা করিয়া বৎস গ্রহণপূর্ব্বক গুরুর নিকটে গিয়া অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—ব্যাঘ্র ধেনু ভক্ষণ করিয়াছে। গুরু বশিষ্ঠ তপোবলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই সপ্ত শিষ্যকে অভিশাপ দিলেন— তোরা চণ্ডাল হইবি। তখন বিপ্রগণ কম্পিত-গাত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থানপূর্ব্বক গুরুকে বলিলেন,—হে অনঘ! আমরা পিতৃকার্য্যে ধেনুমাংস প্রদান করিয়াছি। হে নাথ! এইরূপ বহুবিধ পুরাণ-তত্ত্ব, আপনার মুখে শুনিয়াছি যে, পিতৃকার্য্যে সহস্র সহস্র মহা-পাতক করিয়াও অনেকে পাপপূত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ক্ষমা করুন, আমাদের শাপাবসান করিয়া দিউন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—তোমাদের পাপানুসারেই শাপ প্রদান করিয়াছি; ধর্ম্ম-বিচারণায় শাপদান হয় নাই। অতএব চণ্ডালাদি যোনিতে উৎপন্ন হইলেও তোমা-দের পুরাবৃত্ত স্মরণ থাকিবে। তোমাদের জ্ঞানলোপ হইবে না, স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইবে না, তোমরা পাপযোনি পার হইয়া পরে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। অনন্তর উক্ত ব্রাহ্মণ-গণ গুরুশাপে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলেই জ্ঞানী হইয়া চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করি-লেন। কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রহিল। তাঁহারা স্ব স্ব পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিয়া মাতৃস্তন্য পান করিলেন না, অনাহারে তাঁহাদের মৃত্যু হইল। মরণের পর তাঁহারা অগ্রে সপ্ত মৃগ, পশ্চাৎ সপ্ত চক্রবাক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর মানস তীর্থে ঐ সকল দ্বিজ শুক্লবর্ণ সপ্ত হংস হইয়া জন্ম লয়েন। সেই মহাভাগ হংসগণ মরণাভিলাষে নানা-রূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ঐ সময় মহারাজ ধর্ম্মকেতু পরি-জন পরিবারবর্গ সহ তীর্থস্নানে আসিয়া-ছিলেন। মুমূর্ষুগণের মধ্যে তিনজন রাজ-কীয় ভোগ্য ভক্ষ্য ও পরিবারাদির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে লোকান্তর প্রাপ্ত হইল। অন্য হংসগণের চিন্তা ছিল—'আমরা বেদবেদান্ততত্ত্ব অবগত হইয়া মোক্ষ লাভ করিব', এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই তাহাদের লোকান্তর হইল।২৭৩—২৮৯। অন-ন্তর পূর্ব্বোক্ত হংসত্রয় রাজা এবং শেষোক্ত হংসচতুষ্টয় শ্রেষ্ঠ বিপ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিল।

কুরুক্ষেত্রে ততো বেদান্ বেদাঙ্গানি সমস্ততঃ
তপোবলাদ্বিদন্তি স্ম বার্ত্তাশ্চামুত্র চেহ চ ॥ ২৯১
ত্রয়ো রাজকুলে জাতা রাজানো মদমোহিতাঃ
জ্ঞানলোপাৎ পরং লোকং ন জানন্তি
হিতাহিতম্ ॥ ২৯২
তে চ বিপ্রাশ্চ সন্দেহাদাহূয় চেটকং স্বকম্।
রাজ্ঞো গচ্ছস্ব কার্পণ্যাৎ পত্রং দেহি চ সম্ভ্রমাৎ
সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসা সরসি মানসে ॥ ২৯
তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং কিমবসীদথ ॥ ২৯৫
গৃহীত্বা চেটকো লেখং রাজ্ঞস্তু সমদর্শয়ৎ।
দৃষ্ট্বা লেখন্তু রাজানো রাজ্যং ত্যক্ত্বা যযুর্দ্বিজান্
শ্রুত্বা বাক্যং ততস্তেষাং গতাস্তে চ তপোধনাঃ
অচিরেণৈব কালেন মোক্ষং যাতাশ্চ তৈঃ সহ

য ইদং শৃণুয়াচ্ছ্রাদ্ধে সপ্তব্যাধাদিকং দ্বিজ।
অক্ষয়ঞ্চান্নপানঞ্চ পিতৃণামুপতিষ্ঠতি ॥ ২৯৮
দ্বিজ উবাচ।
বিত্তহীনস্য বিপ্রস্য পিতৃকার্য্যং কথং ভবেৎ।
তপস্বিনো বনস্থস্য গৃহস্থস্য চ কেশব ॥ ২৯৯
ভগবানুবাচ।
তৃণকাষ্ঠার্জ্জনং কৃত্বা প্রার্থয়িত্বা বরাটকম্।
করোতি পিতৃকার্য্যাণি ততো লক্ষগুণং ভবেৎ
অকর্ত্তব্যশতং কৃত্বা পিতৃশ্রাদ্ধং করোতি যঃ।
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য স্বর্গং যাতি চ মানবঃ ॥ ৩০১
সর্ব্বাভাবে পিতৃতিথৌ গোভ্যো ঘাসং
দদাতি যঃ।
ফলঞ্চ পিণ্ডদানস্য সম্প্রাপ্নোত্যধিকং নরঃ ॥
পুরা বৈরাটবিষয়ে রুরোদাতীব দীনকঃ।
পিতৃতিথৌ স্বয়ং প্রাপ্তে সর্ব্বাভাবাচ্চ রোদিতি
রুদিত্বা সুচিরং সোঽপি পপ্রচ্ছ কোবিদং দ্বিজর্ষ

বিপ্রচতুষ্টয় কুরুক্ষেত্রে বেদ-বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করিলেন এবং তপোবলে ঐহিক পারলৌকিক ঘটনাসমূহ অবগত হইলেন। অন্য তিন জন রাজকুলে মদমোহিত রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল; তাই তাঁহারা পরলোক বা হিতাহিত কিছুই অবগত ছিলেন না। বিপ্রগণ সন্দেহবশে স্বীয় ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—ভৃত্য! তোমার দারিদ্র্য হেতু সসম্ভ্রমে রাজার নিকট গিয়া এই পত্র প্রদান কর। তাঁহারা পত্রে লিখিয়াছিলেন —দশার্ণ দেশে সপ্ত ব্যাধ ছিল। তাহারা কালঞ্জর পর্ব্বতে মৃগ, শরদ্বীপে চক্রবাক, এবং মানস সরোবরে হংস হইয়া জন্মগ্রহণ করে, পরে তাহাদেরই চারি জন কুরুক্ষেত্রে বেদ-পারগ ব্রাহ্মণরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। তোমরা দূর পথে প্রস্থিত হইয়া কেন অবসন্ন হইতেছ? ভৃত্য এই পত্র লইয়া গিয়া রাজাদিগকে প্রদর্শন করিল। রাজারা সেই পত্র পাঠ করিয়া সকলেই রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উক্ত দ্বিজগণের নিকট আগমন করি-লেন। অনন্তর সেই সকল বিপ্রের বাক্য শুনিয়া তপোধনগণ অচির কাল মধ্যেই তাঁহাদের সহিত মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে সপ্ত ব্যাধাদির বিষয় শ্রবণ করে, তৎপ্রদত্ত অন্নপান পিতৃ-গণের পক্ষে অক্ষয় হইয়া থাকে। দ্বিজ কহিলেন,—হে কেশব! বিত্তহীন তপস্বী, বনবাসী বা গৃহস্থ বিপ্রের পিতৃকার্য্য কিরূপে হইবে? ভগবান্ কহিলেন,—যে ব্যক্তি তৃণকাষ্ঠ অর্জ্জন ও বরাটক প্রার্থনা করিয়া পিতৃকার্য্য সম্পাদন করে, তাহার লক্ষগুণ ফল অধিক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শত অকর্ত্তব্য করিয়াও পিতৃশ্রাদ্ধ করে, তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, সে স্বর্গে গমন করে। ২৯০—৩০১। সমস্ত বস্তুর অভাবে যে মানব পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে গোদিগকে ঘাস মাত্র প্রদান করে, সে পিণ্ডদান অপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। পিতৃশ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে সর্ব্ব-বস্তুর অভাবে রোদন করিতে হয়। পুরা-কালে বিরাট দেশে এক অতি দরিদ্র ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধদিনে রোদন করিয়াছিল। সে বহুক্ষণ রোদন করিয়া এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের

ব্রহ্মন্ পিতৃতিথিাবদ্য কিং স্থিৎ কৃত্বা হিতং ভবেৎ ॥ ৩০৪
বরাটকশ্চ মে নাস্তি ধনং ব্রহ্মবিদাং বর।
উপদেশঞ্চ মে দেহি যেন ধর্ম্মে স্থিতো হ্যহম্ ॥
কোবিদ উবাচ।
গচ্ছ শীঘ্রং বনে তাত মুহূর্ত্তে কুতপেঽধুনা।
ঘাসং পিতরমুদ্দিশ্য গবে দেহীতি সত্বরম্ ॥ ৩০৬
ততস্তস্যোপদেশেন গৃহীত্বা ঘাসপূলকম্।
গবে দত্বা যথা হৃষ্টঃ পুষ্ট্যর্থং পিতুরেব চ ॥ ৩০৭
এতৎপুণ্যপ্রসাদেন গতোঽহসৌ সুরমন্দিরম্।
স্বর্গঞ্চ সুচিরং ভুক্ত্বা উৎপন্নো ধনিনাং কুলে ॥
ধনবান্ স পুরা পুণ্যাৎ পিতৃযজ্ঞস্য কারণাৎ।
স দদাতি পিতুঃ পিণ্ডং সর্ব্বস্বেন ধনেন চ ॥৩০৯
তত্রৈকজন্মনোঽভ্যাসাদ্গতোঽহসৌ বিষ্ণুমন্দিরম্
ভুক্তানন্তসুখং তত্র সার্ব্বভৌমোঽভবন্নৃপঃ ॥৩১০
পিতৃযজ্ঞাৎ পরো যস্মাদ্ধর্ম্মো নাস্তি কথঞ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শক্ত্যা কুর্য্যাদমৎসরঃ।
যঃ পঠেদ্ধর্ম্মসন্থানং জনানামগ্রতো নরঃ।
বিষ্ণুপদ্যা জলে স্নানং প্রতিলোকে চ লভ্যতে
জন্মজন্ম কৃতো যেন মহাপাতকসঞ্চয়ঃ
তৎসর্ব্বং প্রলয়ং যাতি সকৃদুচ্চরিতে শ্রুতে।

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে পঞ্চাখ্যানো নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নরোত্তম উবাচ।
ত্রিদশানাঞ্চ দেবানামন্যেষাং জগদীশ্বরঃ।
প্রভুঃ কর্ত্তা চ হর্ত্তা চ গোপ্তা ভর্ত্তা পিতা প্রভুঃ
অস্মাকং বাক্শ্রমো বিষ্ণোঃ কথনে নৈব যুজ্যতে।
কিন্তু কৌতূহলং মেঽস্তি পিপাসা বা ক্ষুধাপি বা
কৃতং পৃচ্ছতি যেনৈব বক্তব্যং তৎ প্রিয়েণ হি

নিকট গিয়া জিজ্ঞাসিল,—ব্রহ্মন্! অদ্য আমার পিতৃতিথি উপস্থিত; কি করিলে আমার হিত হইতে পারে? হে ব্রহ্মজ্ঞবর! আমার বরাটক মাত্র ধন নাই। আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে আমি ধর্ম্মে অবস্থান করিতে পারি। বিদ্বান্ দ্বিজ কহিলেন,—বৎস! এই কুতপ মুহূর্ত্ত উপস্থিত; তুমি শীঘ্র বনে গমন কর, এবং বন হইতে ঘাস আনিয়া পিতার উদ্দেশে গাভীকে অর্পণ কর। অনন্তর সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের উপদেশে ঘাসমুষ্টি আনিয়া ঐ দরিদ্র ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে পিতৃপুষ্টির জন্য গাভীকে প্রদান করিল। এই পুণ্যপ্রাসাদে তাহার স্বর্গলাভ হইল। সে সুচির কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া পরে ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিল এবং পিতৃযজ্ঞজনিত পূর্ব্ব পুণ্যপ্রভাবে ধনী হইয়া সর্ব্বস্ব ব্যয়ে পিতৃপিণ্ড প্রদান করিতে লাগিল। সেই এক জন্মের অভ্যাসেই তাহার বিষ্ণুমন্দিরপ্রাপ্তি হইল। অনন্তর সেখানে সে অনন্ত সুখভোগ করিয়া সার্ব্বভৌম নরপতিপদ লাভ করিল। পিতৃযজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই; অতএব মাৎসর্য্যহীন হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে যথাশক্তি পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। যে নর জনগণের অগ্রে এই ধর্ম্মসন্থান পাঠ করে, সে প্রতিলোকেই গঙ্গাস্নানপুণ্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি জন্ম জন্ম মহাপাতকসঞ্চয় করে, ইহা সকৃৎ উচ্চারণে বা শ্রবণে তাহার সর্ব্বপাপই প্রলীন হইয়া থাকে। ২০২—৩১৩।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

নরোত্তম দ্বিজ কহিলেন,—যিনি স্বর্গবাসী দেবগণের এবং অন্যান্য সকলের প্রভু, কর্ত্তা, হর্ত্তা, গোপ্তা, ভর্ত্তা, পিতা ও প্রভু, সেই জগৎপতি বিষ্ণুর বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে বাক্যশ্রম মাত্র; তথাপি তাহা শুনিবার কৌতূহল আছে, তাহাতে পিপাসা বা ক্ষুধা কিছুই বাধা জন্মাইতে পারে

অতীতঞ্চৈব জানাতি কথং নাথ পতিব্রতা।
কিং বা তস্যাঃ প্রভাবঞ্চ বক্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ৩
ভগবানুবাচ।
কথিতং মে পুরা বৎস পুনঃ কৌতুহলং দ্বিজ।
কথয়িষ্যামি তৎসর্ব্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪
পতিব্রতা পতিপ্রাণা সদা পত্যুর্হিতে রতা।
দেবানামপি সারাধ্যা মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥৫
ধবস্যৈকস্য যা নারী লোকে পূজ্যতমা স্মৃতা।
তস্যাসম্মাননে গুর্ব্বী নিষ্কৃতা ন ভবিষ্যতি ॥ ৬
মধ্যদেশে পুরা তাত নগরী চাতিশোভনা।
তস্যাঞ্চ ব্রহ্মজাতীয়া সেব্যানাম্নী পতিব্রতা ॥ ৭
তস্যা ধবোঽভবৎ কুষ্ঠী পূর্ব্বকর্ম্মবিরোধতঃ।
গলদ্ব্রণস্য পত্যুশ্চ নিত্যং চর্য্যাপরায়ণা ॥ ৮
যদ্ যন্মনোরথং তস্য শক্ত্যা সা কুরুতে ভৃশম্
অর্চ্চয়েদ্দেববন্নিত্যং স্নেহং কুর্য্যাদমৎসরা ॥ ৯

কদাচিৎ পথি গচ্ছন্তীং বেশ্যাং পরমসুন্দরীম্।
দৃষ্ট্বাতীবাভবন্মোহান্মন্মথাবিষ্টচেতনঃ ॥ ১০
নিঃশ্বস্য সুতরাং দীর্ঘং ততশ্চ বিমনাস্তবৎ।
শ্রুত্বা গৃহাদ্বিনিঃসৃত্য সাধ্বী পপ্রচ্ছ তং পতিম্
উন্মনাস্ত্বং কথং নাথ নিঃশ্বাসস্তে কথং বিভো
ব্রূহি মে যচ্চ কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যঞ্চ যৎপ্রিয়ম্ ॥ ১২
দয়িতস্তে করিষ্যামি ত্বমেকো মে গুরুঃ প্রিয়ঃ।
অভীষ্টং বদ মে নাথ যথাশক্তি করোম্যহম্ ॥
ইত্যুক্তে তামুবাচেদং বৃথা কিং ভাষসে প্রিয়ে
ন শক্তা ত্বং ন চৈবাহং মোঘং বক্তুং ন যুজ্যতে
প্রষ্টুং নাধিকরোষীতি যথা দীর্ঘতরোঃ ফলম্।
ভূমৌ স্থিত্বা তু খর্ব্বাত্মা সমুদ্ধর্ত্তুং প্রবাঞ্ছতি ॥
তথা মে রমণীলোভান্মোহাদ্ যদভিবাঞ্ছিতম্।
দম্পত্যোরপি দুঃসাধ্যমপযানং বদাম্যহম্ ॥ ১৩

না। যাহা হউক, হে নাথ! সেই পতিব্রতা কিরূপে অতীত ঘটনা অবগত হইল এবং তাহার প্রভাবই বা কিরূপ ছিল, তাহা আপনি সম্পূর্ণভাবে বলুন। ভগবান্ কহিলেন,—বৎস দ্বিজ! এই বিবরণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তথাচ পুনরায় তোমার কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত বিষয়ই বর্ণন করিব। যে নারী পতিব্রতা, পতিপ্রাণা, সদা পতিহিতেরতা, তিনি দেব, মুনি ও ব্রহ্মবাদিগণেরও আরাধ্যা; যিনি একমাত্র পতিসেবানিরতা, সেই নারীই জগতে পূজ্যতমা। বৎস! পূর্ব্বকালে মধ্যদেশে এক অতি শোভনা নগরী ছিল। তথায় সেব্যা নামে এক ব্রাহ্মণ জাতীয়া পতিব্রতা বাস করিতেন। পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকে তাঁহার পতি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিল। পতি গলৎকুষ্ঠ হইলেও সেব্যা নিত্যই তাঁহার সেবাপরায়ণা ছিলেন। পতির যাহা যাহা মনোভীষ্ট, তিনি যথাসাধ্য তাহা সাধন করিতেন। পতিব্রতা দেবতার ন্যায় নিত্য পতির অর্চ্চনা এবং মাৎসর্য্যহীন হইয়া নিত্য তৎপ্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। একদা এক পরমা সুন্দরী বেশ্যা পথ দিয়া যাইতেছিল। পতিব্রতার কুষ্ঠী পতি তাহাকে দেখিয়া মোহক্রমে কামাবিষ্ট হইল, সুতরাং এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াই ভগ্নমনে অবস্থান করিল। পতির নিশ্বাসধ্বনি শুনিয়া সাধ্বী স্ত্রী গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং পতিকে জিজ্ঞাসা করিল,—নাথ! কি জন্য আপনি উন্মনা হইয়াছেন? কেন আপনার নিশ্বাস নির্গত হইল? আপনি বলুন, আপনার যাহা প্রিয় হইবে, তাহা কর্ত্তব্যই হউক বা অকর্ত্তব্যই হউক, আমি নির্ব্বাহ করিব। আপনিই আমার একমাত্র প্রিয় গুরু। হে নাথ! আপনি অভীষ্ট বিষয় বলুন, আমি তাহা যথাশক্তি সম্পাদন করিব।১—১৩। পতিব্রতা এই কথা কহিলে পতি উত্তর করিল—প্রিয়ে! বৃথা আমার কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি ইহা সম্পাদন করিতে পারিবে না, আমিও অফল বলিতে অক্ষম। অতএব এরূপ প্রশ্নই তুমি করিও না। যেমন ভূমিস্থিত খর্ব্বকায় ব্যক্তির দীর্ঘ তরুর ফলাহরণে অভিলাষ হয়, তেমনি মোহক্রমে আমারও রমণী-লাভে লালসা

পতিব্রতোবাচ।

জ্ঞাত্বা তু ত্বন্মনোবৃত্তং শক্তাহং কার্য্যসাধনে।
আদেশং কুরু মে নাথ কর্ত্তব্যং যেন কেনচিৎ॥
যদি তে দুর্লভং কার্য্যং কর্ত্তুং শক্নোমি যত্নতঃ।
তদা মে স্বতিকল্যাণং ফলিষ্যতি পরে হ্যিহ॥
ইত্যুক্তে পরমঃ প্রীতঃ স্থিতো বচনমব্রবীৎ।
পাপাভ্যাসাচ্চ পাপ্মানং পৃচ্ছতীতি বিনিশ্চয়ঃ
পথ্যস্মিন্ সম্প্রগচ্ছন্তীং বেশ্যাং পরমসুন্দরীম্
সর্ব্বতশ্চানবদ্যাঙ্গীং দৃষ্ট্বা মে দহ্যতে মনঃ॥২০
যদি তাং ত্বৎপ্রসাদাচ্চ প্রাপ্নোমি নবযৌবনাম্
তদা মে সফলং জন্ম কুরু সাধ্বি হিতং মম॥
যদি মাং কুষ্ঠিনং দীনং পূতিগন্ধনবব্রণম্।
ন গচ্ছতি বরারোহা তদা মে নিধনং হিতম্॥
শ্রুত্বা তেনেরিতং বাক্যং সাধ্বী বচনমব্রবীৎ।
যথাশক্তি করিষ্যামি স্থিরীভব প্রভোঽধুনা॥
মনসাথ সমালোচ্য ক্ষপান্তে হ্যুষসি দ্রুতম্।
গোময়ং সহ শোধন্যা গৃহীত্বা সা যযৌ মুদা॥২৪
সম্প্রাপ্য গণিকাগেহং শোধয়িত্বা চ চত্বরম্।
প্রতোলীং বীথিকাঞ্চৈব গোময়ং প্রদদৌ মুদা
সা তূর্ণমাগতা গেহে জনস্যালোকনে ভয়াৎ।
এবং ক্রমেণ সা সাধ্বী চরতিস্ম দিনত্রয়ম্॥২৬
অথ সা বারমুখ্যা চ চেটিকাশ্চেটকানপি।
অপৃচ্ছৎ কস্য কর্ম্মাণি শোভনানি চ চত্বরে॥২৭
ময়া নোক্তেঽপ্যুষঃকালে কস্য মৎপ্রিয়কারণাৎ
রুচ্যকর্ম্মাণি দীপ্যন্তে রথ্যাচত্বরবীথিকাঃ॥২৮
পরস্পরেণ সঞ্চিন্ত্য বারমুখ্যাঞ্চ তেঽব্রুবন্।
অস্মাভির্ন কৃতং ভদ্রে কর্ম্ম চৈতৎ প্রমার্জ্জনম্॥
অথ সা বিস্ময়ং গত্বা সঞ্চিন্ত্য রজনীক্ষয়ে।
তয়া চ দৃশ্যতে সা চ তথৈব পুনরাগতা॥৩০
দৃষ্ট্বা তাং মহতীং সাধ্বীং ব্রাহ্মণীঞ্চ পতিব্রতাম্

হইয়াছে। পতিব্রতা কহিলেন,—আমি আপনার মনোভিলাষ জানিতে পারিলে কার্য্যসাধনে সক্ষম হইব। অতএব নাথ! আদেশ করুন, যে-কোনরূপে আমি উহা সমাধা করিব। যদি আপনার ঐ কার্য্য দুর্লভও হয়, তথাচ সযত্নে তাহা সমাধা করিব। ঐরূপ করিতে পারিলে পরকালেও আমার অতি কল্যাণ হইবে। পতিব্রতা এই কথা কহিলে পতি পরম প্রীত হইয়া কহিল,—এই পথ দিয়া এক পরমা সুন্দরী বেশ্যা যাইতেছিল। সেই সুন্দরীকে দেখিয়া অবধি আমার মন দগ্ধ হইতেছে। যদি তোমার প্রসাদে সেই নব-যৌবনশালিনী বেশ্যাকে আমি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমার জন্ম সফল হয়। অতএব হে সাধ্বি! আমার হিতাচরণ কর। আমি কুষ্ঠরোগী, দরিদ্র, পূতিগন্ধ ও নবব্রণযুত, আমাকে যদি সেই বরগাত্রী না আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে আমার মরণই মঙ্গল হইবে। পতির উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পতিব্রতা কহিলেন,—প্রভো! আপনি স্থির হউন, আমি যথাশক্তি আপনার প্রিয় সাধন করিব। এই বলিয়া পতিব্রতা মনে মনে আলোচনা করিয়া প্রত্যূষে গোময় এবং সম্মার্জ্জনী সহ সত্বর সেই গণিকাগৃহে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি তাহার গৃহ, প্রতোলী এবং বীথিকা শোধন করিয়া গোময় প্রদানপূর্ব্বক লোকালোকন-ভয়ে শীঘ্রই স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে সেই সাধ্বী তিন দিন যাবৎ গণিকার গৃহশোধনাদি করিলে, গণিকা তাহার দাসদাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিল,—আমার গৃহপ্রাঙ্গণে কে এমন সুন্দর কার্য্য করিল? আমি না বলিয়া দিলেও আমার প্রিয়ানুষ্ঠান জন্য প্রাতঃকালে কাহার দ্বারা আমার এই রথ্যা, চত্বর বীথিকাগুলি পরিষ্কৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। ১৪—২৮। তখন দাসদাসীগণ পরস্পর আলোচনা করিয়া কহিল,—ভদ্রে! আমরা কেহই এই মার্জ্জনকর্ম্ম করি নাই। অনন্তর সেই বেশ্যা বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল এবং রাত্রিশেষে উত্থিত হইয়া দেখিল—সেই পতিব্রতা পুনরায় আসিয়া মার্জ্জন শোধনাদি কর্ম্মে নিরত হইয়াছে। বেশ্যা সেই মহাসাধ্বী পতিব্রতা ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া

পপাত চরণে তস্যা হা ক্ষমস্বেতি ভাষিণী ॥ ৩১
আয়ুর্দেহধনং সম্পত্তির্যশোহর্থঃ কীর্ত্তিরেব চ ।
এতাসাং মে বিনাশায় স্ফুরসীব পতিব্রতে ॥
যদ্যৎ প্রার্থয়সে সাধ্বি নিত্যং দাস্যামি তদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩৩
সুবর্ণং মণিরত্নং বা চেলং বা যন্মনোরথম্ ।
তামুবাচ ততঃ সাধ্বী নমে চার্থে প্রয়োজনম্ ॥
অস্তি কার্য্যঞ্চ তে কিঞ্চিৎ দদামি কুরুষে যদি
তদা মে হৃদি সন্তোষঃ কৃতং সর্ব্বং ত্বয়াধুনা ॥৩৫
গণিকোবাচ ।
সত্যং সত্যং করিষ্যামি দ্রুতং বদ পতিব্রতে ।
কুরু মে রক্ষণং মাতঃ কর্ত্তব্যং কৃত্যঞ্চ মে বদ ॥৩৬
ত্রপয়া নিষ্কৃতং বাচ্যং তস্যামুক্তং বরং প্রিয়ম্ ।
ক্ষণং বিমৃশ্য সা বেশ্যা কৃত্বা ক্ষান্তিমুবাচ চ ॥ ৩৭
কুষ্ঠিনঃ পূতিগন্ধস্য সম্পর্কে দুঃখিতা ভৃশম্ ।
দিনৈকং চ করিষ্যামি যদ্যাগচ্ছতি মদ্গৃহম্ ॥
পতিব্রতোবাচ ।
আগমিষ্যামি তে গেহমদ্য রাত্রৌ চ সুন্দরি ।
ভুক্তভোগ্যং পতিং হৃষ্টং পুনর্নেষ্যামি মদ্গৃহম্
গণিকোবাচ ।
গচ্ছ শীঘ্রং মহাভাগে স্বগৃহং চ পতিব্রতে ।
পতিস্তে চার্দ্ধরাত্রে স আগচ্ছতু চ মদ্গৃহম্ ॥
বহবো মে প্রিয়াঃ সন্তি রাজানস্তৎসমাশ্চ যে ।
একৈকো মদ্গৃহে নিত্যং তিষ্ঠতীহ নিরন্তরম্ ॥
অদ্যাহং মে গৃহং শূন্যং করিষ্যামি চ তদ্ভয়াৎ ।
স চাগচ্ছতু তে ভর্ত্তা স চাস্মান্ প্রাপ্য গচ্ছতু
এতচ্ছ্রুত্বা তু সা সাধ্বী গতাসৌ স্বগৃহে তথা ।
পত্যৌ নিবেদয়ামাস কৃত্যং তে ফলিতং প্রভো
অদ্য রাত্রৌ চ তদ্গেহং গন্তুং খ্যাতিং করোতি সা ।
প্রভূতাঃ পতয়স্তস্যাস্তব কালো ন বিদ্যতে ॥

হা ক্ষমা কর’ এই বলিয়া তাহার পাদযুগল ধারণ করিল এবং বলিল,—হে পতিব্রতে! আপনি আমার আয়ু, দেহ, সম্পত্তি, যশ, অর্থ এবং কীর্ত্তিসমূহের নাশের জন্যই যেন প্রতিভাত হইতেছেন। অতএব আপনি সুবর্ণ, মণিরত্ন বা বস্ত্র যাহা কিছু প্রার্থনা করিতেছেন বলুন, হে সাধ্বি! আপনার সমস্ত মনোরথই আমি নিশ্চয় পূরণ করিব। অনন্তর সেই সাধ্বী বেশ্যাকে বলিলেন,—আমার অর্থে প্রয়োজন নাই। আমার আরও কিছু কার্য্য আছে, যদি তুমি তাহা কর, তবে আমি বলি এবং সেই কার্য্য করিলেই আমার মনে পরম সন্তোষ হয়, বলিতে কি, তাহা হইলেই আমার সম্বন্ধে তোমার সমস্ত করা হইয়া যায়। গণিকা কহিল,—পতিব্রতে! সত্বর বল, আমি তাহা সত্য সত্যই করিব। হে মাতঃ! তোমার কার্য্য কি, তাহা শীঘ্র বলিয়া আমায় রক্ষা কর। তখন পতিব্রতা লজ্জিতভাবে সেই বেশ্যার নিকট স্বীয় প্রিয়প্রস্তাব করিলেন। বেশ্যা তৎশ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পূতিগন্ধযুত কুষ্ঠরোগী ব্যক্তির ভাবী সংসর্গে দুঃখিত হইয়াও ক্ষমার সহিত বলিল, তিনি যদি আমার গৃহে আগমন করেন, তবে একদিন মাত্র তাঁহার সংসর্গ করিতে আমি প্রস্তুত আছি।২৯-৩৮। পতিব্রতা কহিলেন,—সুন্দরি! আজই রাত্রে তাঁহাকে লইয়া তোমার গৃহে আসিব, পরে ভোগ্য-ভোগে হৃষ্ট হইলে পুনরায় আমি তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইব। গণিকা কহিল,—অয়ি মহাভাগে, পতিব্রতে! তুমি শীঘ্র স্বগৃহে গমন কর, তোমার পতি অর্দ্ধরাত্রে আমার গৃহে আগমন করুন, রাজা এবং রাজতুল্য বহুব্যক্তি আমার প্রিয় আছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক একজন নিত্যই আমার গৃহে অবস্থান করেন। কিন্তু আপনার ভয়ে অদ্য আমি কাহাকেও গৃহে স্থান দিব না। আপনার সেই ভর্ত্তা আসুন, আসিয়া আমায় ভোগ করিয়া চলিয়া যাউন। পতিব্রতা এই কথা শুনিয়া স্বীয় গৃহে গমনপূর্ব্বক পতির নিকট নিবেদন করিলেন প্রভো! কার্য্য সফল হইয়াছে, কিন্তু অদ্য রাত্রেই বেশ্যা তাহার গৃহে যাইতে বলিয়াছে।

বিপ্র উবাচ।
কথং যাস্যামি তদ্‌গেহং ময়া গন্তুং ন শক্যতে।
এতজ্জ্ঞাত্বা কুতঃ শান্তিঃ কুতঃ কার্য্যং কথং ভবেৎ॥ ৪৫

পতিব্রতোবাচ।
স্বপৃষ্ঠস্থমহং কৃত্বা নেষ্যামি তদ্‌গৃহং প্রতি।
সিদ্ধে হার্থে নয়িষ্যামি পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা॥ ৪৬

দ্বিজ উবাচ।
কল্যাণি ত্বৎকৃতে নৈব সর্ব্বং মে কৃত্যমেষ্যতি
ইদানীং যৎকৃতং কর্ম্ম স্ত্রীজনৈরপি দুঃসহম্‌॥৪৭
তস্মিংশ্চ নগরে রম্যে নিত্যঞ্চ ধনিনো গৃহে।
চৌরৈশ্চ প্রচুরং বিত্তং হৃতং রাজ্ঞা শ্রুতং তদা॥
ক্রুধা সর্ব্বান্নিশাচারানাহূয় নৃপতীরুষা।
জীবিতুং যদি বো বাঞ্ছা চৌরং মামদ্য দাস্যথ॥
গৃহীত্বা তু নৃপস্যাজ্ঞাং যত্নৈর্জিঘৃক্ষয়াকুলৈঃ।
চারৈশ্চৌরো গৃহীতস্তৈর্বলাচ্চৈব নৃপাজ্ঞয়া॥৫০
নগরোপান্তদেশে চ বৃক্ষমূলে ঘনে বনে।
সমাধিস্থো মহাতেজা মাণ্ডব্যো মুনিপুঙ্গবঃ॥৫১
ব্যাতিষ্ঠদ্বহ্নিসঙ্কাশো যোগিনাং প্রবরো মুনিঃ।
অন্তর্নাড়ীগতো বায়ুঃ কিঞ্চিন্ন প্রতিভাতি চ॥
তং ব্রহ্মতুল্যং তিষ্ঠন্তং দৃষ্ট্বা দুষ্টা মহামুনিম্‌।
চৌরোঽয়মদ্ভুতাকারো ধূর্ত্তস্তিষ্ঠতি কাননে॥৫৩
এবমুক্ত্বা তু তং পাপা ববন্ধুর্মুনিসত্তমম্‌।
নোক্তাশ্চ নেক্ষিতাস্তেন পুরুষা অতিদারুণাঃ॥
ততো রাজা উবাচেদং সম্প্রাপ্তস্তস্করো ময়া।
উপান্তে চ পথিদ্বারে কুরুধ্বং ঘোরদণ্ডনম্‌॥৫৫
মাণ্ডব্যশ্চ মুনিস্তত্র পথিশূলে চ কীলিতঃ।
পায়ুদেশে চ তৈর্দ্দত্তং শূলং যাবচ্চ মস্তকম্‌॥৫৬
ব্যথাং স চ ন জানাতি শূলবিদ্ধতনুর্ধমাৎ।
অন্যৈরপি কৃতো দণ্ডঃ কৃতস্তৈস্তু মনোহিতঃ॥

বেশ্যার বহু পতি আছে। তাই তাহার সময় অধিক নাই। বিপ্র কহিলেন, আমি কি করিয়া যাইব? আমার তো চলিবার শক্তি নাই। এই সংবাদ পাইয়া কিরূপে আমি শান্ত থাকিব? কিরূপে আমার কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে? পতিব্রতা কহিলেন, আমি আপনাকে স্বীয় পৃষ্ঠে রাখিয়া সেই বেশ্যাগৃহে লইয়া যাইব, কার্য্য সিদ্ধি হইলে, পুনরায় সেই রূপেই লইয়া আসিব। দ্বিজ কহিলেন, কল্যাণি! তোমার চেষ্টাতেই আমার সমস্ত কার্য্য সফল হইবে, তুমি এক্ষণে যে কার্য্য করিয়া আসিলে, তাহা সমগ্র নারীসমাজেরই দুঃসহ। ইত্যবসরে সেই দেশের রাজা শুনিতে পাইয়াছিলেন,তাঁহার রম্য রাজধানীস্থ ধনীর গৃহ হইতে নিত্য চোরগণ প্রচুর বিত্ত অপহরণ করিয়া লইতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া রাজা সক্রোধে রাত্রিচারী চরদিগকে ডাকিয়া বলেন—তোমরা যদি জীবিত থাকিতে চাও, তাহা হইলে অদ্যই আমার নিকট চোর ধরিয়া দিতে হইবে! রাজার এইরূপ আজ্ঞা লইয়া চারগণ চোর ধরিবার জন্য যত্নবান্ হইল এবং রাজাদেশে বলপূর্ব্বক এক চোর ধরিয়া লইয়া গেল। ঐ নগরের উপকণ্ঠে এক নিবিড় বন ছিল। সেই বন মধ্যস্থ বৃক্ষমূলে মুনিবর মহাতেজা মাণ্ডব্য সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বহ্নিপ্রতিম যোগিপ্রবর মুনি। বায়ু অন্তর্নাড়ীগত হওয়ায় বাহিরে তাঁহার কিছু মাত্র স্ফুরণ নাই।৩৯-৫২। দুষ্ট চারগণ সেই ব্রহ্মতুল্য মহামুনিকে অবহিত দেখিয়া পরস্পর বলিল—এই অদ্ভুতাকার ব্যক্তিই চোর, ধূর্ত্ত আত্মগোপনের জন্য অরণ্যে অবস্থান করিতেছে। এই বলিয়া পাপিষ্ঠ চারগণ সেই মুনিবরকে বন্ধন করিল। কিন্তু সেই মুনি অতি নিষ্ঠুর চারগণকে কিছুই বলিলেন না বা তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না; অনন্তর রাজা বলিলেন, এই চোরকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব নগরোপান্তে পথপ্রবেশ স্থানে ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান কর। তখন চারগণ সেই পথ মধ্যে মাণ্ডব্য মুনিকে শূলে চাপাইয়া দিল! তাহারা মুনিবরের পায়ুদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শূলবিদ্ধ করিল। এতদ্ভিন্ন তাহারা তাহাদের মনোমত প্রহারাদি অন্য প্রকার দণ্ডও করিল। কিন্তু মুনিবর শূলবিদ্ধ হইয়াও যমানুষ্ঠান হেতু

এতস্মিন্নন্তরে রাত্রাবন্ধকারে ঘনোন্নতে।
স্বপতিং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রযযৌ সা পতিব্রতা ॥৫৮
মাণ্ডব্যস্য তনৌ সঙ্গাৎ কুষ্ঠিনো গন্ধ আগতঃ।
ভগ্নঃ সমাধিস্তিস্থৈবং কুষ্ঠিসংসর্গতো ধ্রুবম্ ॥৫৯

মাণ্ডব্য উবাচ।

এবং যেনাধুনা কৃচ্ছ্রং কারিতং গাত্রবেদনম্।
স এব ভস্মতাং যাতু প্রোদিতে চ বিরোচনে
মাণ্ডব্যেনৈবমুক্তঃ স পপাত ধরণীতলে।
ততঃ পতিব্রতা চাহ ব্রধ্নো নোদয়তু ধ্রুবম্ ॥৬১
দিনত্রয়ং গৃহং নীত্বা শাপাদ্বেশ্মগতা ততঃ।
শয়নীয়ে স্থিতং রম্যে ধৃত্বাতিষ্ঠৎ পতিব্রতা ॥ ৬২
শপ্ত্বা তং চ মুনিশ্রেষ্ঠো গতো দেশমভীষ্টকম্।
সূর্যো নোদয়তে লোকে যাবচ্চৈব দিনত্রয়ম্ ॥
নিখিলং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
শতক্রতুং পুরস্কৃত্য গতা দেবাঃ পিতামহম্ ॥৬৪
বৃত্তং স্ববেদয়ন্ সর্ব্বং পদ্মযোনৌ দিবৌকসঃ।
কারণঞ্চ ন জানীমস্তং তু যোগ্যং বিধেহি নঃ ॥
পতিব্রতায়া যদ্বৃত্তং মাণ্ডব্যস্য মুনেশ্চ যৎ।
যথা নোদয়তে ব্রধ্নো ধাতা দেবেষবেদয়ৎ ॥৬৬
ততো দেবা বিমানৈশ্চ পুরস্কৃত্য প্রজাপতিম্।
গতাস্তদন্তিকং বিপ্র তূর্ণং সর্ব্বে চ ভূতলম্ ॥ ৬৭
তেষাং শ্রিয়া বিমানানাং মুনিনাং কিরণৈস্তথা।
শতসূর্য্যমিবা ভাতি নাস্তত্র চ গৃহোদরে ॥ ৬৮
হা হতাস্মি কথং সূর্য্যো মদ্গৃহে সমুপস্থিতঃ।
অদৃশ্যন্ত তয়া দেবা বিমানৈর্হংসসন্নিভৈঃ ॥ ৬৯
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা তামুবাচ পতিব্রতাম্।
অখিলানাঞ্চ দেবানাং দ্বিজানাঞ্চ গবাং তথা ॥
যথৈব নিধনং তেষাং কথং তে পরিরোচতে।
মাতঃ ক্রোধং ত্যজস্বাদ্য সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি

পতিব্রতোবাচ।

সর্ব্বলোকানতিক্রম্য পতিরেকো গুরুর্মম।
অস্য মৃতুর্মুনেঃ শাপা-দিতে চ বিরোচনে ॥৭২

ব্যথানুভব করিলেন না। এই সময়ে রাত্রির ঘনান্ধকারে সেই পতিব্রতা স্বীয় পতিকে পৃষ্ঠে লইয়া যাইতেছিলেন। অন্ধকারে মাণ্ডব্যের দেহের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হওয়ায় তদীয় পৃষ্ঠস্থ কুষ্ঠীর পূতি গন্ধ নির্গত হয়। এইরূপে কুষ্ঠীর সংসর্গে মাণ্ডব্য মুনির সমাধি ভঙ্গ হইয়া গেল। মাণ্ডব্য বলিলেন, এইরূপে যে ব্যক্তি অধুনা এই কৃচ্ছ্র গাত্রবেদনা উৎপাদন করিল, দিবাকর উদিত হইলে নিশ্চয় সে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। মাণ্ডব্য এই কথা কহিলে তিনি ধরণীতলে পতিত হইলেন। তখন পতিব্রতা বলিলেন, সূর্য্য যেন তিন দিনের মধ্যেও উদিত হন না। এই বলিয়া অভি-শপ্ত স্বামীকে লইয়া পতিব্রতা গৃহে গেলেন এবং রম্য শয্যায় শয়ন করাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া রহিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ মাণ্ডব্য অভিশাপ দিয়াই অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন। এদিকে তিন দিন যাবৎ দিবাকরের উদয় রহিত হইল। ইহাতে নিখিল চরাচর ত্রৈলোক্য ব্যথিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ইন্দ্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেবগণ পিতামহের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সকল ঘটনা জানাইয়া বলিলেন,—দেব! সূর্য্যোদয় না হইবার কারণ কিছুই জানিতেছি না; এ বিষয়ে যাহা যোগ্য হয়, করুন। ব্রহ্মা দেবগণের নিকট পতিব্রতা এবং মাণ্ডব্য মুনি-ঘটিত সকল বৃত্তান্ত ও সূর্য্যোদয় না হইবার কারণ দেবগণকে বুঝাইয়া বলিলেন। তখন দেবগণ প্রজাপতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভূতলে সেই পতিব্রতা সমীপে গমন করিলেন, দেব ও মুনিগণের বিমান-শ্রেণীর কিরণসমূহ তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে শত সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইল। ৫৩—৬৮। তখন পতিব্রতা 'হা হতাস্মি' বলিয়া বলিলেন, একি সূর্য্য কেন আমার গৃহে উপ-স্থিত! এই কথা বলিবা মাত্র হংসসন্নিভ বিমানশ্রেণীসহ দেবগণ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা সেই পতিব্রতাকে বলিলেন, মাতঃ! নিখিল দেব, দ্বিজ ও গোগণের যাহাতে নিধন হয়, এরূপ রুচি তোমার কেন হইল? তুমি ক্রোধ সংবরণ কর, সূর্য্যোদয়ে বিঘ্ন ঘটাইও না। পতিব্রতা কহিলেন, সর্ব্বলোক মধ্যে পতিই আমার এক-

তেনৈব কারণেনৈষ ময়া শপ্তো দিবাকরঃ।
ন কোপান্ন চ মোহাচ্চ লোভাৎ কামান্ন
মৎসরাৎ ॥ ৭৩

ব্রহ্মোবাচ।

একস্য নিধনেনৈব ত্রৈলোক্যস্য হিতং ভবেৎ।
ততস্তে চাধিকং পুণ্যং মাতরেবং ভবিষ্যতি।
সাচোবাচ বিধিং তত্র দেবানামগ্রতঃ সতী।
পতিং ত্যক্ত্বা চ মে সত্যং শিবং মে নাম্নুরোচতে

ব্রহ্মোবাচ।

উদিতে চ খগে সৌম্যে পত্যৌ তে ভস্মতাং
গতে।
স্বস্থে ভূতে চ ত্রৈলোক্যে করিষ্যামি হিতং তব
ভস্মনঃ পুরুষো ভাব্যঃ কামদেবসমপ্রভঃ।
গুণৈঃ সর্ব্বৈর্যুক্তো ভর্ত্তা রতিরবশ্চ সর্ব্বদা। ৭৭
যথা পূজ্যো হরির্দেবৈর্যথা লক্ষ্মীশ্চ পূজিতা।
তথৈব দম্পতী স্বর্গে তস্মান্মদ্বচনং কুরু ॥ ৭৮

পতিব্রতোবাচ।

পত্যুর্বৈ নিধনে ব্রহ্মন্ বিধবা লোকনিন্দিতা।
কাংশ্চ লোকান্ গমিষ্যামি ভগ্নাচারামলীমসা।

ব্রহ্মোবাচ।

অতস্তে নাস্তি দোষো বৈ ন মৃতস্তে ধবোঽধুনা
অস্মাকং বচনেনৈব কুষ্ঠী মন্মথতাং ব্রজেৎ। ৮
বদত্যেবং বিধৌ সা চ বিমৃশ্য ক্ষণমেব চ।
বাচমুক্তবতী সা চ ততঃ সূর্য্যোদয়োঽভবৎ।
অভবস্তস্মরূপোঽসৌ মুনিশাপপ্রপীড়িতঃ।
ভস্মনো মধ্যতো জাতো দ্বিজো মন্মথপীড়িতঃ
দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপন্নাঃ সর্ব্বে তে পুরবাসিনঃ।
মুদিতা দেবসঙ্ঘাশ্চ জনঃ স্বস্থতরোঽভবৎ। ৮৩
বিমানেনার্কবর্ণেন স্বর্লোকাদাগতেন চ।
পতিনা সহ সা সাধ্বী সুরৈঃ সার্দ্ধং গতা দিবম্
এবং পতিব্রতা যস্মাচ্ছুভা চৈব তু মৎসমা।
তেন বৃত্তঞ্চ জানাতি ভূতং ভব্যং প্রবর্ত্তনম্।

মাত্র গুরু। দিবাকর উদিত হইলে মুনির শাপে ইঁহার মৃত্যু হইবে, এই কারণেই আমি দিবাকরকে অভিশাপ দিয়াছি। কোপ, লোভ, মোহ, কাম বা মাৎসর্য্য, ইহার কোন কিছুর জন্যই আমি শাপ দিই নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, এক জনের নিধনে যদি ত্রৈলোক্যের হিত সাধন হয়, তবে হে মাতঃ! ইহাতে তোমার পুণ্য অধিকই হইবে। পতিব্রতা সর্ব্বদেব সমক্ষে বিধাতাকে বলিলেন, পতি পরিত্যাগ করিয়া আমি অন্য কোনই মঙ্গলাভিলাষ করি না। ব্রহ্মা কহিলেন, দিবাকরের উদয়ে তোমার পতির মৃত্যু ঘটিলে যখন ত্রৈলোক্য স্বাস্থ্য লাভ করিবে, তখন আমি তোমার হিত বিধান করিব। তোমার পতির দেহভস্ম হইতে এক কামদেব-সমদ্যুতি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুরুষ উৎপন্ন হইয়া তোমার ভর্ত্তা হইবে আর তুমি তাহার পার্শ্বে সর্ব্বদা রতির ন্যায় বিরাজ করিবে। যেমন হরি এবং লক্ষ্মী দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, সেইরূপে স্বর্গে তোমরা পতি-পত্নী পূজিত হইবে, অতএব তুমি আমার বচন পালন কর।

পতিব্রতা কহিলেন, ব্রহ্মন্! পতির নিধনে বিধবা লোক নিন্দিতা হয়। সুতরাং আচার-হীনা ও অপবিত্রা হইয়া আমি কোন্ লোকে গমন করিব? ব্রহ্মা কহিলেন, ইহাতে তোমার দোষ হইবে না, তোমার পতিতো এখনও মরেন নাই। আমাদের বাক্যানুসারেই তিনি কুষ্ঠী হইয়াও মন্মথশ্রী লাভ করিবেন। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, পতিব্রতা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সম্মতিবাক্য জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ সূর্য্যোদয় হইল। এদিকে মুনিশাপে পীড়িত পতিব্রতার পতিও ভস্মাকার হইলেন। তখন সেই ভস্ম মধ্য হইতে এক মন্মথপ্রতিম বিপ্রের আবির্ভাব হইল। তাহা দেখিয়া পুরবাসিগণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন ও দেবগণ হৃষ্ট হইলেন এবং জনসাধারণ সুস্থ হইল। ৬৯—৮৩। তখন স্বর্গ হইতে সূর্য্য-বর্ণ বিমান আসিল। সেই বিমানে আরোহণ করিয়া পতিব্রতা তাঁহার পতি ও দেবগণ সহ স্বর্গে গমন করিলেন, এইরূপে সেই শুভা পতিব্রতা আমারই তুল্য জ্ঞানযুক্তা; তাই তিনি ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান অবগত আছেন। যে

য ইদং শ্রাবয়েল্লোকে পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্।
তস্য পাপং ক্ষয়ং যাতি জন্মজন্মকৃতঞ্চ যৎ ॥৮৬
অক্ষয়ং লভতে স্বর্গং বিবুধৈঃ সম্প্রযুজ্যতে।
ব্রাহ্মণো লভতে বেদং জন্মজন্মসু বাড়ব ॥ ৮৭
সকৃচ্ছৃণোতি যঃ পূতো দুষ্কৃতৌঘাদ্বিমুচ্যতে।
সুরালয়মবাপ্নোতি স্বর্গাদ্ভ্রষ্টো ধনী ভবেৎ ॥৮৮

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে
পতিব্রতোপাখ্যানং নামৈক-
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫১॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিজ উবাচ।

মাণ্ডব্যস্য মুনের্বিষ্ণোঃ শূলাঘাতঃ কথং তনৌ।
পত্নী পতিব্রতা যাশ্চ কথং কুষ্ঠং কলেবরে ॥১

হরিরুবাচ।

শিশুভাবাচ্চ মাণ্ডব্যো ঝিল্লিকায়ামজানতঃ।
বস্তিদেশে তৃণং দত্বা মোহাৎ স চ মুমোচ তাম্
ক্লেনাপবাদদোষেণ ধর্ম্মস্যাজ্ঞাতুরেব চ।
অহোরাত্রং ব্যথা কৃচ্ছ্রা ভুক্তা তেন দ্বিজন্মনা ॥
কিন্তু সমাধিনা তেন ন জ্ঞাতং শূলসম্ভবম্।
কৃচ্ছ্রঞ্চ মুনিনা কৃৎস্নং যোগাভ্যাসাদ্‌ভৃশাদপি ॥
কুষ্ঠিনো ব্রহ্মণো ঘাতাদজিতেন্দ্রিয়কারণাৎ।
পূতিগন্ধং তনৌ কুষ্ঠং সঞ্জাতং দ্বিজসত্তম ॥ ৫
পুরা বিপ্রায় তেনৈব দত্তং গৌরীচতুষ্টয়ম্।
কন্যকাত্রিতয়ং বিপ্র তেন তস্য পতিব্রতা ॥ ৬
অন্যাস্তু কারণাদেব স চ মৎসমতাং ব্রজেৎ।
অত্র তে বিস্ময়ঃ কুত্র বেদকর্ম্ম পুরাতনম্ ॥ ৭

দ্বিজ উবাচ।

কৃত্যা নারী ন যস্যৈব তস্য স্বর্গো ভবেদ্ধ্রুবম্।
যথৈতচ্চরিতং নাথ সর্ব্বেষাং শিবমিষ্যতে ॥ ৮

হরিরুবাচ।

সন্তি কৃত্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কাশ্চিৎ পুংসঃ সর্ব্বস্বদস্য চ।
তত্রাপ্যরক্ষণীয়াঞ্চ মনসাপি ন ধারয়েৎ ॥ ৯

যে ব্যক্তি লোকে এই উত্তম পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করায়, তাহার জন্ম জন্ম কৃত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় এবং সে দেব-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজ ! ব্রাহ্মণ এই পুণ্যাখ্যান শ্রবণে প্রতিজন্মে বেদজ্ঞান লাভ করেন। যে ব্যক্তি পূত হইয়া ইহা একবার মাত্র শ্রবণ করে, তাহার দুষ্কৃতরাশি হইতে মুক্তি লাভ হয়,সে সুরালয় লাভ করে ; কালে স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়াও জন্মান্তরে ধনী হইয়া থাকে। ৮৪—৮৮।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

দ্বিজ কহিলেন, বিষ্ণো! মাণ্ডব্য মুনির দেহে শূলাঘাত হইল কেন? এবং পতি-ব্রতার পতির দেহেই বা কুষ্ঠ হইয়াছিল কি জন্য? হরি কহিলেন, মাণ্ডব্য মুনি শৈশবে অজ্ঞানবশে একটী ঝিল্লিকার বস্তিদেশে তৃণ প্রয়োগ করাইয়া পরে তাহা টানিয়া বাহির করেন। ধর্ম্মজ্ঞানহীন শিশু মাণ্ডব্যের সেই অপবাদ দোষে পরে অহোরাত্র যাবৎ তাঁহার দারুণ ব্যথা ভোগ হইয়াছিল। পরন্তু সেই মুনি তখন সমাধি অবলম্বনে যোগাভ্যাসে ছিলেন বলিয়া সেই দারুণ শূলবেদনা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। হে দ্বিজবর! সেই যে কুষ্ঠী ব্রাহ্মণের কথা কহিলে, সেই ব্রাহ্মণের অজিতেন্দ্রিয়তার জন্যই তাঁহার অঙ্গে পূতিগন্ধময় কুষ্ঠ জন্মিয়াছিল! ঐ কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণকে চারিটী গৌরীদান এবং তিনটী কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার পত্নী পতিব্রতা হইয়াছিল! সেই পতিব্রতার কারণেই উক্ত ব্রাহ্মণ আমার তুল্য হইয়াছিল। তুমি পুরাতন ঘটনাবলী জান অথচ এবিষয়ে তোমার বিস্ময় হইতেছে কেন? ১—৭। দ্বিজ কহিলেন, যাঁহার কৃত্যা নারী নাই, তাঁহার স্বর্গ নিশ্চিতই! এ সম্বন্ধে উল্লিখিত পতিব্রতা-চরিতই দৃষ্টান্ত। ইহা সকলেরই মঙ্গলরূপে অভীপ্সিত। হরি কহিলেন, সর্ব্বস্বদাতা পুরুষেরও অনেক

ন স্ত্রীণামপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ প্রিয়ো বাপি ন বিদ্যতে
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবম্ ॥ ১০
পুমাংসং বিত্তহীনঞ্চ বিরূপং গুণবর্জ্জিতম্।
অকুলীনঞ্চ ভৃত্যঞ্চ কামিনী ভজতে ধ্রুবম্ ॥১১
ভর্ত্তারঞ্চ গুণোপেতং কুলীনঞ্চ মহাধনম্।
সুন্দরং রতিদক্ষঞ্চ ত্যক্তা নীচং ভজেদ্বধূঃ ॥১২
উমানারদসংবাদমাখ্যানং বিদ্ধি ভূসুর।
যেন বিদ্যাস্ত্রিয়াশ্চেষ্টা বিবিধাঃ কৃৎস্নশো দ্বিজ ॥
স্বভাবান্নারদো বিপ্র বিশ্বজিজ্ঞাসকো মুনিঃ।
স্বান্তে বিমৃশ্যাথ গতঃ কৈলাসং গিরিমুত্তমম্ ॥১৪
বৃষকেতুসদাখ্যানসপ্রতিষ্ঠে হি মে গিরৌ।
প্রণিপত্য মহাত্মা বৈ পপ্রচ্ছ পার্ব্বতীং মুনিঃ ॥
দেবি সীমন্তিনীনান্তু দুশ্চেষ্টাং জ্ঞাতুমুৎসহে।
কৌতুকেন ত্বয়া চর্য্য। বধূনাং সম্প্রযুজ্যতে ॥১৬

সর্ব্বাসামপি নারীণাং স্বান্তং জানাসি তত্ত্বতঃ।
তস্মাৎ কথয় সর্ব্বেষু বিনীতমজ্ঞমত্র চ ॥ ১৭

দেব্যুবাচ।

যুবতীনাং সদা চিত্তং পুংসু তিষ্ঠত্যসংশয়ম্।
অস্মিন্ যোনৌ সুসংযোগ্যো সঙ্গতে বাপ্যসঙ্গতে
সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদি বা সুতম্।
যোনিঃ ক্লিদ্যতি নারীণাং সত্যং সত্যং হি
নারদ ॥ ১৯
স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ
তেন নারদ নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে ॥ ২০
ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
তস্মাদ্‌ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকস্থানে চ ধারয়েৎ ॥
যথৈব মত্তমাতঙ্গং সৃণিমুদ্গরযোগতঃ।
স্ববশং কুরুতে যন্তা তথা স্ত্রীণাং প্ররক্ষকঃ ॥ ২২
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাশ্চ স্থাবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥২৩
ততঃ স্বাতন্ত্র্যভাবাচ্চ স্বেচ্ছয়া চ বরাঙ্গনা।
পুরুষেণার্থিতাধীরা প্রেরণাদিচরীভবেৎ ॥ ২৪

কৃত্যা নারী আছে। তন্মধ্যে যে নারী অরক্ষ-ণীয় তাহাকে মনে মনেও স্থান প্রদান করিতে নাই। স্ত্রীগণের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই, অরণ্যে গো-গণ যেমন নিত্য নব নবতৃণ অন্বেষণ করে, তেমনি তাহারা নব নব পুরুষ প্রার্থনা করিয়া থাকে। পুরুষ বিত্তহীন, বিরূপ, গুণহীন, অকুলীন বা ভৃত্য হইলেও কামিনী তাহাকে ভজনা করিয়া থাকে। নিজ পতি গুণবান কুলীন মহাধনশালী বা সুন্দর হইলেও নারী রতিদক্ষ নীচ জনকে সেবা করে। হে ভূদেব। তুমি এ বিষয়ে উমা-নারদ-সংবাদাত্মক উপাখ্যান অবগত হও। হে দ্বিজ! তাহা অবগত হইলেই তুমি বিবিধ স্ত্রীচেষ্টা আমূলতঃ অবগত হইতে পারিবে। হে বিপ্র! নারদ মুনি স্বভাবতই বিশ্ববৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসু; তিনি একদা মনে মনে আলোচনা করিয়া উত্তম কৈলাসাচলে গমন করিলেন। হিমাচল মহাদেবের মাহাত্ম্য ঘটিত পুণ্য কথায় নিত্য প্রতিষ্ঠাপন্ন; মহাত্মা নারদ তথায় গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক পার্ব্বতীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবি! সিমন্তিনীগণের দুশ্চেষ্টা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি কৌতুক-ক্রমে স্ত্রীগণের আচরণ বর্ণন করুন! মাতঃ! আপনি সমস্ত নারীর হৃদয়াভিজ্ঞ। অতএব বিনীত অজ্ঞ আমি, আমার নিকট উহা ব্যক্ত করুন। দেবী কহিলেন, যুবতীগণের চিত্ত নিত্যই পুরুষের প্রতি অবস্থিত। হে নারদ, সুবেশ পুরুষ দর্শনে সে পুরুষ ভ্রাতাই হউক, আর সুতই হউক, নারীগণের যোনি সত্য সত্যই ক্লেদযুক্ত হইয়া থাকে। স্থান নাই, ক্ষণ নাই, প্রার্থয়িতা জন নাই, তাই নারী-গণের সতীত্ব রক্ষা হয়। নারী ঘৃতকুম্ভসমা, পুরুষ তপ্তাঙ্গার তুল্য, অতএব ঘৃত এবং অগ্নিকে এক স্থানে স্থাপন করিবে না। চালক যেমন সৃণি এবং মুদ্গর দ্বারা মত্ত মাতঙ্গকে স্বীয় বশে আনয়ন করে, তেমনি পতিও স্ত্রীকে আপন বশে রাখিবেন।৮—২৪। পিতা কৌমারে, ভর্ত্তা যৌবনে এবং পুত্রগণ বার্দ্ধক্যে রক্ষা করিবেন, সুতরাং স্ত্রী কখনই স্বতঃপ্রভাবে অবস্থান করিবে না। বরাঙ্গনা স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্রভাবে থাকিলে পুরুষের প্রার্থ-

অরক্ষণাদ্‌যথা পাকঃ শ্বকাকবশগো ভবেৎ।
তথৈব যুবতী নারী স্বচ্ছন্দাদ্দুষ্টতাং ব্রজেৎ॥
পুনরেব কুলং দুষ্টং তস্যাঃ সংসর্গতো ভবেৎ।
পরবীজেন যো জাতঃ স চ স্যাদ্বর্ণসঙ্করঃ॥ ২৬
জারজঃ সঙ্করঃ পাপো নরকে নিয়তং বসেৎ।
কীটজাতৌ গতা জাতাঃ পুনঃ সর্ব্বে মহীতলে
ততো ম্লেচ্ছমুপানীতং কুলং স্যাদ্দ্বিজনন্দন।
কুলক্ষয়ো ভবেদ্‌যস্মাত্তস্মাদ্দুষ্টাং ন ধারয়েৎ॥
জাত্বৈব যোষিতাং দোষং ক্ষমতে যো নরাধমঃ
স তিষ্ঠেন্নিরয়ে ঘোরে রৌরবে পিতৃভিঃ সহ॥২৯
কাচিৎ পাতয়তে নারী কাচিদুদ্ধরতে কুলম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুলজামুদ্বহেদ্‌বুধঃ॥ ৩০
কুলদ্বয়ং সমা নারী সময়িত্বা তু তিষ্ঠতি।
সাধ্বী তারয়তে বংশান্ দুষ্টা পাতয়তি ধ্রুবম্॥
দারেষধীনং স্বর্গঞ্চ কুলং পঙ্কং যশোঽযশঃ।

পুত্রং দুহিতরং মিত্রং সংসারে কথয়ন্তি চ॥ ৩২
তস্মাদেকাং দ্বিতীয়াং বা বামামুদ্বাহয়েদ্‌বুধঃ।
সন্তানার্থাত্তু কামাচ্চ বহুদোষাশ্রিতা চ সা॥ ৩৩
রজস্বলাঞ্চ বনিতাং নাবগচ্ছতি যঃ পতিঃ।
ব্রহ্মহা ভ্রূণহা সোঽপি দুর্গতিঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ৩৪
যো মোহাদ্দুর্ভগাং কৃত্বা সাধ্বীং ত্যজতি পাপকৃৎ
তস্যা বধেন যৎপাপং তদ্ভুক্ত্বা নরকং ব্রজেৎ॥
বনিতাহরণং কৃত্বা চাণ্ডালকুলতাং ব্রজেৎ।
তথৈব বনিতাহানাৎ পতিতো জায়তে নরঃ॥৩৬
রামাং বিন্যস্য স্কন্ধে চ চিরং যমপুরে বসেৎ।
মলমূত্রং শিরোদেশে নিত্যং তস্য চ সম্পতেৎ
এবং বর্ষসহস্রাণি ভারং বহতি দুর্ম্মতিঃ।
পুনর্যাবন্তি লোমানি তাবৎ স রৌরবং ব্রজেৎ
পুনঃ কীটেষু সম্ভীর্ণস্তদা মানুষতাং ব্রজেৎ।
ততশ্চ কলহং শোকং প্রাপ্নোতি পূর্ব্বকল্মষাৎ॥
এবং জন্মত্রয়ং প্রাপ্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ।

নার অধীর হইয়া ব্যভিচার অবলম্বন করে। পাক দ্রব্য অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে তাহা যেমন কাক ও কুক্কুরের আয়ত্ত হয়, তেমনি যুবতী নারীও স্বচ্ছন্দচারিণী হইলে দুষ্ট হইয়া থাকে। সেই দুষ্টার সংসর্গে পুনরায় সমস্ত কুল দুষ্ট হয়। যে ব্যক্তি পরবীজে জন্মগ্রহণ করে, সে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। জারজ সঙ্কর পাপাত্মা নর নিয়ত নরকে বাস করে। তাহারা কীট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় মহীতলে উৎপন্ন হয়। হে দ্বিজতনয়! তাহাদের দ্বারা কুল ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব কুলক্ষয় হয় বলিয়া দুষ্টা নারীকে কখন স্থান প্রদান করিবে না। যে নরাধম নারীগণের এইরূপ দোষ অবগত হইয়াও ক্ষমা করে, সে পিতৃগণ সহ ঘোর রৌরব নরকে অবস্থান করিয়া থাকে। কোন নারী কুল পাতিত করে, কেহ কুল উদ্ধার করিয়া থাকে, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে কুলজা কন্যাকেই বিবাহ করিবেন। সমা নারী উভয় কুলেরই সমান-সম্মান রাখিয়া অবস্থান করে, সাধ্বী নারী সমস্ত বংশের উদ্ধার সাধন করে এবং দুষ্টা নারী সকলকে পাতিত করিয়া থাকে। স্বর্গ, কুল, পাপ, পুণ্য, যশ অপযশ, পুত্র, কন্যা, মিত্র, সংসারে এই সমস্তই দারাধীন বলিয়া কথিত। অতএব বিজ্ঞজন সন্তানার্থ ও কাম নিমিত্ত একটী বা দুইটী পত্নী বিবাহ করিবেন; কেননা, নারী বহু দোষাকর, সুতরাং অধিক বিবাহ কর্ত্তব্য নহে। যে পতি বনিতার রজোভাব অবগত হইয়া তাহাতে উপগত না হয়, সে ব্রহ্মঘ্ন ভ্রূণঘাতী হইয়া দুর্গতি লাভ করে। ২৩—৩৪। যে পাপাত্মা নর মোহক্রমে সাধ্বী পত্নীকে হতভাগিনীবোধে পরিত্যাগ করে, সে তাহার বধজনিত পাপ ভোগ করিয়া নরকে গমন করে। নর বনিতাহরণে চণ্ডাল হয় এবং বনিতাত্যাগে পতিত হইয়া থাকে। অপিচ ঐ বনিতাকে স্কন্ধে লইয়া বহুকাল যমপুরে বাস করিতে হয়। তাহার শিরোদেশে নিত্য মলমূত্র পতিত হইয়া থাকে। এইরূপে সহস্র বর্ষ যাবৎ সেই দুর্ম্মতি ব্যক্তির ভার বহন করিতে হয়। পরে দেহের রোমসংখ্যাসম বর্ষকাল সে রৌরব নরকভোগ করে। তৎপরে কীটকুলে জন্মিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এই জন্মে পূর্ব্বতন পাপের জন্য কলহ এবং শোকাকুল হইয়া পড়ে। এইরূপে তিন

তৎকালং নরকং ভুক্ত্বা সাতু কাকী তু বঞ্চকী ॥
উচ্ছিষ্টনরকং ভুক্ত্বা মানুষে বিধবা ভবেৎ।
যঃ পুনশ্চান্ত্যজাং গচ্ছেন্ম্লেচ্ছাং বা
পুৰুসাং নরঃ।
দ্বিত্রিচতুর্গুণং ভুক্ত্বা তত্র সঙ্কীর্ণবঞ্চকঃ ॥ ৪১
মাতরং গুরুভার্য্যাঞ্চ ব্রাহ্মণীং মহিষীং তথা।
অন্যাং বা প্রভুপত্নীঞ্চ গত্বায়াত্যপুনর্ভবম্ ॥ ৪২
ভগিনীং তৎপুত্রভার্য্যাং তথা দুহিতরং স্নুষাম্
পিতৃব্যাং মাতুলানীং তু তথৈব চ পিতৃস্বসাম্।
মাতৃস্বস্রাদিকামন্যাং গত্বা নাস্তি চ নিষ্কৃতিঃ ॥৪৩
ব্রহ্মহা স ভবেদন্ধো বচসা জড়তাং ব্রজেৎ।
কর্ণয়োর্বধিরো জাতশ্চ্যবতে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥
উক্তমশ্লীলমত্যর্থমখিলং স্ত্রীকৃতে ন হি ॥ ৪৪
দ্বিজ উবাচ।
এবং দুষ্কৃতমাসাদ্য কথং মোক্ষো ভবেৎ পুনঃ
তৎসমাচক্ষ ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৪৫

শ্রীভগবানুবাচ ॥
তাসাঞ্চ গমনং কৃত্বা তপ্তাং লোহস্য পুত্তলীম্।
সমালিঙ্গ্য ত্যজেৎ প্রাণং শুচির্লোকান্তরং
ব্রজেৎ।
যো বৈ গৃহাশ্রমং ত্যক্ত্বা মচ্চিত্তো জায়তে নরঃ
নিত্যং স্মরতি গোবিন্দং সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ
ব্রহ্মহত্যাযুতং তেন কৃতং গুর্ব্বঙ্গনাগমাৎ ॥৪৯
শতং শতসহস্রঞ্চ পৈষ্টীমদ্যস্য ভক্ষণাৎ।
স্বর্ণাদের্হরণং কৃত্বা তেষাং সংসর্গকং চিরম্ ॥৫০
এতান্যন্যানি পাপানি মহান্তি পাতকানি চ।
অগ্নিং প্রাপ্য যথা তুলং তৃণং শুষ্কং প্রণশ্যতি।
তস্মান্নামগোবিন্দং স্মৃত্বা পূতো ভবেন্নরঃ।
যো বা গৃহাশ্রমে তিষ্ঠেন্নিত্যং গোবিন্দঘোষণম্
কৃত্বা চ পূজয়িত্বা চ স পাপাৎ সন্তরো ভবেৎ।
ভাগীরথীতটে রম্যে খগস্য গ্রহণে শিবে ॥৫২
গবাং কোটিপ্রদানেন যৎফলং লভতে নরঃ।

জন্ম প্রাপ্ত হইয়া পরে পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এই গেল পুরুষের পক্ষে; পরন্তু ঐরূপ পাপাক্রান্ত নারী উল্লিখিত কাল নরক ভোগ করিয়া অগ্রে কাকী ও পরে শৃগালী হইয়া উচ্ছিষ্ট নরক ভোগান্তে মনুষ্য-লোকে বিধবা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্ত্যজা ম্লেচ্ছ বা পুৰুস-নারী গমন করে, তাহার দুই তিন বা চতুর্গুণ নরক ভোগ করিয়া পরে পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। মাতা, গুরু ভার্য্যা, ব্রাহ্মণী, মহিষী বা অন্য প্রভুপত্নী গমন করিয়া চিরকাল নরক ভোগ করিতে হয়, সে জন্ম হইতে আর কখন নিষ্কৃতি ঘটে না। ভগিনী, ভাগিনেয়বধূ, দুহিতা, স্নুষা, পিতৃব্য-পত্নী, মাতুলানী, পিতৃস্বসা এবং মাতৃস্বসা প্রভৃতি গমন করিলে নরক হইতে কদাচ নিষ্কৃতি হয় না। ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মঘ্ন অন্ধ এবং বাক্যজড় হইয়া থাকে। তাহার কর্ণযুগল বধির ও পাদযুগল খঞ্জ হয়; নিষ্কৃতি তাহার কিছুতেই ঘটে না। এই আমি স্ত্রী নিমিত্ত সমগ্র অশ্লীল কথা কহিলাম। দ্বিজ কহিলেন, এইরূপ দুষ্কৃতি করিয়া লোক কিরূপে মোক্ষ-লাভ করে, হে ভগবন্! আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি যথাযথ বলুন। শ্রীভগ-বান্ কহিলেন,—ঐ সকল স্ত্রী গমন করিয়া লোক তপ্ত লৌহপুত্তলী আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, এই কার্য্যকরণে শুচি হইয়া লোকান্তরে উপনীত হইবে। ৩৫-৪৬। যে নর গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মৎপ্রতি নিবিষ্টচিত্ত হয়, এবং নিত্য গোবিন্দনাম স্মরণ করে, তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। অযুত ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীগমন, শত সহস্র পৈষ্টি মদ্য পান, স্বর্ণা'দ হরণ ও স্বর্ণাদি হরণকারীদিগের সহিত দীর্ঘকাল সংসর্গ এই সকল এবং অন্যান্য যে কিছু মহাপাতক আছে, অগ্নিসংযোগে তুলারাশি কিংবা শুষ্ক তৃণের ন্যায় তৎ-সমস্তই গোবিন্দ নাম স্মরণে প্রনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব নর গোবিন্দ স্মরণ করি-য়াই পূত হইবে। যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিয়া নিত্য গোবিন্দ স্মরণ ও গোবিন্দ পূজন করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। নর সূর্য্য গ্রহণে রম্য ভাগীরথীতটে কোটি গো-প্রদান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, বৎস!

তৎফলং সমবাপ্নোতি সহস্রঞ্চাধিকঞ্চ যৎ ॥৭৪
গোবিন্দকীর্ত্তনে তাত মৎপুরে চাক্ষয়ং বসেৎ।
কামাৎ সভবনে স্থিত্বা সার্ব্বভৌমো ভবেন্নৃপঃ ॥
পুরাণে মৎকথাং শ্রুত্বা মৎসাদৃশ্যং লভেন্নরঃ
কথয়িত্বা পুরাণঞ্চ বিষ্ণুসাযুজ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ৫৬
তস্মান্নিত্যঞ্চ শ্রোতব্যং পুরাণং ধর্ম্মসঞ্চয়ম্।
শ্রাবিতব্যং প্রযত্নেন লোকে বিষ্ণুতনুং ব্রজেৎ ॥
অন্যথা স্ত্রীকৃতে দোষে যথাযোগং ভবেদ্ধ্রুবম্
নিশাময় প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বতো দ্বিজনন্দন ॥ ৫৮
সর্ব্ববীজস্য দানেন সাম্বুকুম্ভমহাফলম্।
দত্ত্বা দ্বিপ্রায় পুণ্যাহে সদ্যঃ পূতো ভবেৎ ক্ষণাৎ
সর্ব্বং ধান্যাদিকং বীজং কালে দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে
সর্ব্বপাপক্ষয়ং কৃত্বা অক্ষয়ং স্বর্গমশ্নুতে ॥ ৬০
গুণং বক্ষ্যামি বিপ্রর্ষে সতীনাং যাদৃশং দৃঢ়ম্
শুদ্ধবংশো ভবেত্তস্যা নিত্যং লক্ষ্মীঃ প্রবর্ত্ততে ॥
উভয়োর্বংশয়োঃ স্বর্গো ভর্ত্তুরাত্মন এব চ।
পতিব্রতাগুণো বিপ্র বিস্মৃতঃ পৃচ্ছতস্তব ॥৬২
পুনর্ব্বক্ষ্যামি যোষাণাং সর্ব্বলোকহিতং শুভম্।
উষিত্বা পূর্ব্বকালঞ্চ পুণ্যাপুণ্যেন যোষিতঃ ॥৬৩
পশ্চাৎ পতিব্রতা যাশ্চ তাশ্চ গচ্ছন্তি মদ্গতিম্
ষণ্মাসং বাথ বর্ষং বা অধিকঞ্চ প্রশস্যতে ॥ ৬৪
পতিব্রতা ভবেদ্ যা চ যাবৎ পূতা ব্রজেদ্দিবম্।
সুরাপং বিপ্রহন্তারং সর্ব্বপাপযুতং পতিম্ ॥ ৬৫
পশ্চাৎ পূতং নয়েৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।
কন্দর্পসদৃশো ভর্ত্তা সা রতীব মনোরমা ॥ ৬৬
জিষ্ণোরেব চিরং লোকে ভুঙ্ক্তেঽনন্তময়ং সুখম্
পতিব্রতাবলা যা চ বিদূরে স্বামিপাতনে।
চিহ্নং লব্ধ্বা মৃতা বহ্নৌ পাপাদুদ্ধরতে পতিম্ ॥
পতিব্রতা চ যা নারী দেশান্তরমৃতে পতৌ ॥৬৮
সা ভর্ত্তুশ্চিহ্নমাদায় বহ্নৌ সুপ্ত্বা দিবং ব্রজেৎ।

গোবিন্দ নাম কীর্ত্তনে তাহার সহস্রগুণ অধিক ফল লাভ হয়, সে নর আমারই পুরে অনন্তকাল বাস করে। পরে ইচ্ছানুসারে মদ্‌ভবনে বাস করিয়া সে সার্ব্বভৌম নরপতি হইয়া থাকে। নর পুরাণ প্রস্তাবে আমার কথা শ্রবণ করিয়া আমারই সাদৃশ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি পৌরাণিক কথা কীর্ত্তন করে, সে বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব নিত্যই ধর্ম্মসংগ্রহ পুরাণ শ্রবণ করিবে এবং যত্নের সহিত অন্যকে শ্রবণ করাইবে। এইরূপ করিয়া নর বিষ্ণুদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। হে দ্বিজনন্দন! স্ত্রীকৃত দোষে অন্য যে কিছু নিষ্কৃতি উপায় আছে, তাহাও তোমায় বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। পাপী নর পুণ্যাহে সর্ব্ববীজ প্রদান করিবে। ঐ সময় অম্বুপূর্ণ মহাফল যুত কুম্ভ ব্রাহ্মণকে দান করিলে সদ্যই পূত হইয়া থাকে। যথাকালে ধান্যাদি সমুদায় বীজই দ্বিজাতিকে অর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ দানে লোকে সর্ব্বপাপ ক্ষয় করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে বিপ্রর্ষে! যেরূপ গুণ থাকিলে সতীগণের বংশ বিশুদ্ধ হয়, গৃহে লক্ষ্মী বৃদ্ধি পায় এবং উভয় বংশের ভর্ত্তার ও আপনার স্বর্গলাভ হয়, আমি এক্ষণে সতীগণের তাদৃশ গুণের উল্লেখ করিতেছি। হে বিপ্র! তুমি প্রশ্ন করিতে করিতে পতিব্রতার গুণ বিস্মৃত হইয়াছ। আমি পুনরায় নারীগণের সেই সর্ব্বলোকহিতকর শুভগুণ বর্ণন করিতেছি। প্রথমে পুণ্যাপুণ্য আচরণে কালাতিপাত পূর্ব্বক পশ্চাৎ যে সকল নারী পতিব্রত হয়, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নারী ছয় মাস, এক বর্ষ অথবা বর্ষাধিককাল পতিব্রতা হইয়া থাকে, সে পূত হইয়া স্বর্গে গমন করে। পতি সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী বা সর্ব্বপাপযুত হইলেও ভর্ত্তার অনুগামিনী রমণী তাহাকে পাপমুক্ত করিয়া স্বর্গে উপনীত করিয়া থাকে। তাহার কন্দর্পকান্তি পতি হয়, সে রতির মত অতি মনোহরা হইয়া থাকে এবং জয়যুক্ত লোকে সুচিরকাল তাহার অনন্ত সুখভোগ হয়। অতি দূরদেশে পতির মৃত্যু হইলেও যে অবলা পতিব্রতা নারী ভর্ত্তার কোনরূপ চিহ্ন লইয়া অনলে প্রাণাহুতি প্রদান করে, সে পতিকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। ৪৭—৬৭। দেশান্তরে পতির মৃত্যু হইলে যে পতিব্রতা নারী ভর্ত্তার

যা স্ত্রী ব্রাহ্মণজাতীয়া মৃতং পতিমনুব্রজেৎ।
সা স্বাত্মঘাতেন নাত্মানং ন পতিং নয়েৎ ॥৬৯
ন ম্রিয়েত সমং গত্বা ব্রাহ্মণী ব্রহ্মশাসনাৎ।
প্রব্রজ্যাগতিমাপ্নোতি মরণাদাত্মঘাতিনী ॥ ৭০

নরোত্তম উবাচ।

সর্ব্বাসামপি জাতীনাং ব্রাহ্মণঃ শস্ত ইষ্যতে।
পুণ্যঞ্চ দ্বিজমুখ্যেষু অত্র কিং বা বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৭১

শ্রীভগবানুবাচ।

ব্রাহ্মণ্যাঃ সাহসং কর্ম্ম নৈব যুক্তং কদাচন ॥ ৭২
নিঃশেষেহস্যা বধং কৃত্বা স নরো ব্রহ্মহা ভবেৎ
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণজাতীয়া বিপ্রয়া চ ব্রতঞ্চরেৎ ॥
প্রবক্ষ্যামি যথাতথ্যং শৃণু বিপ্র যথার্থতঃ ॥ ৭৪
আপণাস্তরমামিষ্যং ভক্ষয়েন্ন কদাচন।
অশ্বমেধসহস্রাণাং হায়নে ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৫
অর্হণং চেষ্টদেবস্য হরের্ব্রতমনুত্তমম্।
স্বামিনোহপি জলং পিণ্ডং সম্প্রদদ্যাদমৎসরাৎ
যুগকোটিসহস্রাণি যুগকোটিশতানি চ।
পতিনা সহ সা সাধ্বী বিষ্ণুলোকে যুতা ভবেৎ
ততো মহাব্রতং প্রাপ্য নিরয়ে ব্রাহ্মণীবধুঃ।
উদ্ধরেদুভয়োর্বংশাস্তুতশোহথ সহস্রশঃ ॥
অতো বন্ধুজনৈরেব পুত্রৈর্ভ্রাত্রাদিভির্ব্বুধৈঃ।
বিনিয়ম্য সদা তস্যা ব্রতলোপং ন কারয়েৎ ॥
হরেশ্চেদ্বাসরং প্রাপ্য বিধবা ন ব্রতং চরেৎ।
পুনর্বৈধব্যতামেতি জন্মজন্মনি দুর্ভগা ॥
ভোজনাৎ মৎস্যমাংসস্য ব্রতানাং বিপ্র-
যোগতঃ।
চিরং নিরয়মাসাদ্য শুনী ভবতি নিশ্চিতম্ ॥
দুষ্টায়া মৈথুনং গচ্ছেৎ বিধবা কুলনাশিনী ॥৮১
নরকাননুভূয়াথ গৃধ্রিণী দশজন্মসু।
দ্বিজন্ম ফেরবা ভূত্বা ততো মানুষতাং ব্রজেৎ
তথৈব বালবৈধব্যা দাসীত্বমুপগচ্ছতি ॥ ৮২

দ্বিজ উবাচ।

কন্যাদানফলং ব্রূহি বদ দাস্যাঃ ফলঞ্চ যৎ।

চিহ্ন লইয়া বহ্নিপ্রবেশ করে, তাহার স্বর্গ লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণজাতীয়া নারী মৃত পতির অনুবর্ত্তন করে, সে স্বীয় আত্মঘাতন দ্বারা আত্মাকে এবং পতিকে স্বর্গে উপনীত করিতে পারে না। ব্রাহ্মণী ব্রহ্মশাসন হেতু পতিসহ গমন করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইবে না, সে প্রব্রজ্যাগতি অবলম্বন করিবে; অন্যথা মরণে আত্মঘাতিনী হইয়া থাকে। নরোত্তম কহিলেন, সকল জাতির মধ্যেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; পুণ্যার্জ্জনেও দ্বিজমুখ্যগণই অধিক অগ্রসর; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার বিপর্য্যয় হয় কেন? ভগবান্ কহিলেন, ব্রাহ্মণীর সাহসিক কর্ম্ম কদাচ উচিত নহে। বস্তুতঃ ইহার বধ সাধন করিয়া নর ব্রহ্মঘাতী হইয়া থাকে। অতএব যে ব্রাহ্মণজাতীয়া নারী ব্রতাচরণ করে, হে বিপ্র! তাহার যথাবৎ আচরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। উক্ত নারী আপণানীত আমিষ সম্পৃক্ত বস্তু কখন ভক্ষণ করিবে না; এক বৎসর এইরূপ করিলেও ব্রাহ্মণী সম্পূর্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণী ইষ্টদেবের পূজা, অনুত্তম হরিব্রত পালন এবং অমৎসরভাবে স্বামীকে জল পিণ্ড প্রদান করিবেন। এইরূপ করিয়া সাধ্বী নারী সহস্র সহস্র কোটি ও শত শত কোটি যুগ পতিসহ বিষ্ণুলোকে মিলিত হইয়া থাকে। অনন্তর মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণী উভয়বংশীয় নরকস্থ শত সহস্র ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করে। অতএব বন্ধুজন, পুত্র বা ভ্রাতা প্রভৃতি বিজ্ঞজন কোনরূপ নিয়ম বন্ধনে কদাচ তাঁহার ব্রতলোপ করিবেন না।৬৮—৭৯। হরিবাসর প্রাপ্ত হইয়া যে বিধবা ব্রতাচরণ করে না, সে জন্মে জন্মে দুর্ভগা বিধবা হইয়া পুনরায় বৈধব্য দশা ভোগ করিয়া থাকে। মৎস্য মাংস ভোজন এবং ব্রতসমূহের সম্যক্ অপালন হেতু বিধবা ব্রাহ্মণী দীর্ঘকাল নরক ভোগ করিয়া পরে নিশ্চয় শুনী হইয়া থাকে। যে দুষ্টা বিধবা কুলনাশিনী হইয়া মৈথুনাচরণ করে, সে নরকযাতনা ভোগ করিয়া দশ জন্ম গৃধ্রিণী হইয়া থাকে। তৎপরে দুই জন্ম শৃগালী হয়, তদনন্তর মানুষী হইয়া থাকে। মানুষী জন্মে বাল্যকালেই বিধবা হইয়া পরের দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করে। দ্বিজ কহিলেন, ভগবন্! কন্যা

বিধানঞ্চ যথোক্তঞ্চ যদি মেহনুগ্রহঃ প্রভো ॥৮৩
শ্রীভগবানুবাচ।
রূপাঢ্যে গুণসম্পন্নে কুলীনে যৌবনান্বিতে।
সমৃদ্ধে বিত্তসম্পূর্ণে কন্যাদানফলং শৃণু ॥ ৮৪
সর্ব্বাভরণসংযুক্তাং কন্যকাং যো দদাতি চ।
তেন দত্তা ধরা সর্ব্বা সশৈলবনকাননা ॥৮৫
অর্দ্ধাভরণদানেন ফলং দাতুর্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥৮৬
অনাভরণকন্যায়াঃ পাদৈকস্য ফলং ভবেৎ।
যঃ পুনঃ শুল্কমশ্নাতি স যাতি নরকে নরঃ ॥ ৮৭
বিক্রীয় চাত্মজাং মূঢ়ো নরকান্ন নিবর্ত্ততে।
লোভাদসদৃশে পুংসি কন্যাং যস্ত প্রযচ্ছতি।
রৌরবং নরকং প্রাপ্য চাণ্ডালত্বং চ গচ্ছতি ॥৮৮
অতএব হি শুল্কস্তু জামাতুর্ন কদাচন।
গৃহ্ণাতি মনসা প্রাজ্ঞো যদ্দত্তং তস্য চাক্ষয়ম্ ॥ ৮৯
ভূমিং গাঞ্চ হিরণ্যঞ্চ ধনং বস্ত্রঞ্চ ধান্যকম্।
জামাতুর্যৌতকং দত্বা সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥৯০

বিবাহসময়ে বৎস সগোত্রপরগোত্রজৈঃ।
যৌতকং দীয়তে কিঞ্চিৎ তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং
ভবেৎ ॥ ৯১
দাতা ন স্মরতে দানং প্রতিগ্রাহী ন যাচতে।
উভৌ তৌ নরকং যাতশ্ছিন্নরজ্জুর্ঘটো যথা ॥
অবশ্যং যৌতকং দানং দাতব্যং সাত্বিকেন হি
অদত্বা নরকং প্রাপ্য দাসীত্বমুপগচ্ছতি ॥ ৯৩
অত্যাসন্নেঽতিদূরস্থে চাত্যাঢ্যে চাতিদুর্গতে।
কুলহীনে চ মূর্খে চ ষট্সু কন্যা ন দীয়তে ॥
অতিবৃদ্ধে চাতিদীনে রোগিষ্ঠে দেশবাসিনি।
অতিক্রুদ্ধেঽপ্যসন্তুষ্টে ষট্সু কন্যা ন দীয়তে ॥
এতেভ্যঃ কন্যকাং দত্বা নরকং চাধিগচ্ছতি ॥
লোভাৎ সম্মানলাভাচ্চ কন্যকাপরিবর্ত্তনাৎ।
মুনীনাং প্রিয়সীং নারীং যুবতীং রূপশালিনীম্
সালঙ্কারাং সশয্যাঞ্চ দত্বানন্তফলং লভেৎ।

ও দাসী দানের ফল বর্ণন করুন। হে প্রভো! আমার প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে উক্ত দানবিধিও যথাযথ বিবৃত করুন। ভগবান্ কহিলেন, রূপ-গুণ-বিত্ত সম্পন্ন, সমৃদ্ধ কুলীন যুবক পাত্রে কন্যা-দানে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি সর্ব্বাভরণান্বিতা কন্যা দান করে, তৎ-কর্ত্তৃক সশৈলবনকাননা সমগ্র ধরাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। অর্দ্ধাভরণ দানেও দাতার ফল লাভ হয়; অনাভরণা কন্যা দানে এক পাদ মাত্র ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে, সে নরকগামী হয়। মূঢ় জন কন্যা বিক্রয় করিয়া নরক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। যে ব্যক্তি লোভক্রমে অসদৃশ পাত্রে কন্যা দান করে, সে রৌরব নরক প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ জামাতার নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ মন দ্বারাও চিন্তা করিবেন না; পরন্তু তিনি জামাতাকে যাহা দান করিবেন, তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকিবে। গো, ভূমি, হিরণ্য, ধন, বস্ত্র, বা ধান্য, জামাতাকে এই সকল যৌতুক দান করিলে, সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। বৎস! বিবাহকালে সগোত্র বা পতির গোত্রীয়-গণ যে কিছু যৌতুক প্রদান করেন, তৎসমস্তও অক্ষয় হইয়া থাকে। দাতা যদি দত্ত বস্তু স্মরণ করিয়া না দেন বা প্রতিগ্রাহী ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিয়া তাহা চাহিয়া না লয়েন, তাহা হইলে দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা, উভয়েই ছিন্ন-রজ্জু ঘটের ন্যায় নরকগামী হইয়া থাকেন। সাত্বিক ব্যক্তি জামাতাকে অবশ্যই দত্ত যৌতুক দান করিবেন; দান না করিলে নরক ভোগান্তে প্রতিগ্রহীতার দাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ৮০—৯৩। অতি নিকটবর্ত্তী, অতি দূরস্থ, অতি আঢ্য, অতি দুর্ম্মতি, অকুলীন কিংবা মূর্খ, এই ষড়্বিধ পাত্রে কন্যা দান করিবে না। অপিচ অতি বৃদ্ধ অতি দীন, রুগ্ন, অনির্দ্দিষ্ট দেশবাসী, অতি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট, এই ছয় পাত্রেও কন্যাদান নিষিদ্ধ। নর এই সকল নিষিদ্ধ পাত্রে কন্যাদান করিয়া নরকগামী হয়; কিংবা লোভ বা সম্মান লাভের জন্য কন্যাদান অথবা এক কন্যা দেখাইয়া অন্য কন্যা দান করিলেও নরক-ভোগ হইয়া থাকে। মুনিগণের প্রেয়সী

অনয়োশ্চ ফলং তুভ্যং যুবতীকন্যয়োরপি ॥৯৮
একা বরায় দাতব্যা অপরা ব্রাহ্মণায় তু।
ক্রীতা দেবায় দাতব্যা ধীরেণাকষ্টকর্ম্মণা ॥ ৯৯
কল্পকালং ভবেৎ স্বর্গং নৃপো বাসৌ মহাধনী।
প্রতিজন্ম লভেতৈষ সুপত্নীং বরবর্ণিনীম্ ॥ ১০০
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্।
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ১০১
লভেত সোঽক্ষয়ং স্বর্গং নারীণাং বল্লভো ভবেৎ।
ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী চাথ লোকনাথো ভবেদ্ধ্রুবম্
শ্রুতং হরতি পাপানি জন্মজন্মকৃতানি চ।
সৌভাগ্যং লভতে লোকে তথৈব চ বরাঙ্গনা ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে স্ত্রীণামাখ্যানং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫২॥

রূপবতী যুবতী নারী অলঙ্কার ও শয্যাসহ দান করিয়া নর অনন্ত ফল প্রাপ্ত হয়; যুবতী এবং কন্যা, এই উভয় দানেরই তুল্য ফল; পরন্তু একজন বরকে এবং অপরজন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে হয়। ধীর ব্যক্তি ক্রীত কন্যা দেবোদ্দেশে দান করিবেন। এইরূপ দানে কল্পকাল দাতার স্বর্গভোগ হয়। অথবা তিনি ভূতলে মহাধনসম্পন্ন রাজা হইয়া থাকেন। জন্মে জন্মে তাঁহার বরবর্ণিনী সুপত্নী লাভ হয়। যে ব্যক্তি নিত্য এই পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়; তিনি সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ হইয়া থাকেন। তাঁহার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, তিনি নারীগণের প্রিয় হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় ব্যক্তি বিজয়ী হইয়া সর্ব্বলোকে প্রভুত্ব লাভ করেন। ইহা শ্রবণে জন্মজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয় এবং বরাঙ্গনা হইয়া ত্রিলোকে সৌভাগ্য লাভ করেন। ৯৪—১০৩।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিজ উবাচ।

তুলাধারস্য চরিতং প্রভাবমতুলং প্রভো।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ যদি ময্যস্ত্যনুগ্রহঃ ॥ ১

ভগবানুবাচ।

সত্যভাবাদলোভাচ্চ দদ্যাদ্যো বৈ হ্যমৎসরাৎ
নিত্যং যজ্ঞশতং তস্য সুনিষ্পন্নং সুদক্ষিণম্ ॥২
সত্যেনোদয়তে সূর্য্যো বাতি বাতস্তথৈব চ
ন লঙ্ঘয়েৎ সমুদ্রস্তু বেলাং কূর্ম্মো ধরাং তথা॥
সত্যেন লোকাস্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বে চ বসুধাধরাঃ।
সত্যাদ্ভ্রষ্টোঽথ যঃ সত্ত্বোঽপ্যধোবাসী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৪
সত্যবাচিরতো যস্তু সত্যকার্য্যরতঃ সদা।
স শরীরেণ স্বর্লোকমাগত্যাচ্যুততাং ব্রজেৎ ॥ ৫
সত্যেন মুনয়ঃ সর্ব্বে মাঞ্চ গত্বা স্থিরং গতাঃ।
সত্যাদ্যুধিষ্ঠিরো রাজা সশরীরো দিবং গতঃ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

দ্বিজ কহিলেন,—প্রভো! যদি মৎপ্রতি আপনার অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে তুলাধারের চরিত ও তাহার অতুল প্রভাব আমার নিকট অশেষরূপে বর্ণন করুন। ভগবান্ কহিলেন যে ব্যক্তি সত্যভাব, অলোভ ও অমৎসরভাবে দান করে, তাহার নিত্যই সুদক্ষিণান্বিত শত যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সত্যবলেই সূর্য্যোদয় হয়, সত্যবলেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, সত্যবলেই সমুদ্র বেলাতিক্রম করে না এবং সত্যবলেই কূর্ম্ম ধরা ধারণ করেন। সত্যবলেই সর্ব্বলোক ও সর্ব্ব পর্ব্বত অবস্থিত; যে প্রাণী সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সত্য বাক্যে এবং সত্য কার্য্যে নিরত, সে সশরীরে স্বর্গলোকে আগমন করিয়া বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১— ৫। মুনিগণ সত্যবলেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করেন। রাজা যুধিষ্ঠির সত্যবলেই সশরীরে

সর্ব্বশত্রুগণং জিত্বা লোকো ধর্ম্মেণ পালিতঃ।
অকরোচ্চ মখঃ শুদ্ধং রাজসূয়ং সুদুর্লভম্ ॥ ৭
চতুরশীতিসহস্রাণি ব্রাহ্মণানাঞ্চ নিত্যশঃ।
ভোজয়েদ্রুক্মপাত্রেষু রাজোপকরণেষু চ ॥ ৮
ভোজয়িত্বোপকরণাংস্তেভ্যো দত্বা বিসর্জ্জয়েৎ
যদভীষ্টং দ্বিজাতীনামতোষ্যদ্দাপয়েদ্ধনম্ ॥ ৯
অদরিদ্রং ততো জ্ঞাত্বা দ্বিজব্যূহং পরিত্যজেৎ
তথৈব স্নাতকানাস্তু সহস্রাণি তু ষোড়শ।
নিত্যং সম্ভোজয়েদ্রাজা সত্যো নৈব বিমৎসরঃ
অতিষ্ঠস্ত গহে পূর্ব্বং চিরং তস্য জিগীষয়া।
জিতঃ তেন জগৎ সর্ব্বং প্রাণানুগ্রহকারণাৎ ॥
সত্যেন চাসুরো রাজা বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি।
পাতালস্থস্য তস্যৈব ভূয়স্তিষ্ঠামি বেশ্মনি ॥ ১২
নিরন্তরঞ্চ তিষ্ঠামি স্বান্তে পুণ্যৈককর্ম্মণঃ।
যত্বা পুরা ময়া বদ্ধো দৈত্যযোনেৰ্বিমোক্ষণাৎ ॥
তস্যৈবামরত্বং হি শক্রত্বং প্রদদাম্যহম্।
হরিশ্চন্দ্রো নৃপঃ সত্যাৎ সবাহনপরিচ্ছদঃ ॥ ১৪
সশরীরেণ শুদ্ধেন সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিতঃ।
রাজানো বহবশ্চান্যে যে চ সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৫
জ্ঞানিনো যতয়শ্চৈব সর্ব্বে সত্যেঽচ্যুতা স্তবন্।
তস্মাৎ সত্যরতো লোকে সংসারোদ্ধরণক্ষমঃ ॥
তুলাধারো মহাত্মা বৈ সত্যবাক্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
লোকে তৎসদৃশো নাস্তি সত্যবাক্যস্য কারণাৎ
অশ্বমেধসহস্রেণ সত্যন্তু তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ ১৮
সর্ব্বং সত্যাত্তবেৎ সাধ্যং সত্যো হি দুরতিক্রমঃ
সত্যবাক্যেন সা ধেনুর্বহুলা স্বর্গগামিনী ॥ ১৯
সর্ব্বরাষ্ট্রং সমাধায় পুনরাবৃত্তিদুর্লভা।
তথায়ং সর্ব্বদা সাক্ষী মৃষা নাস্তি কদাচন ॥ ২০
বহ্বর্ঘমল্পমর্ঘঞ্চ ক্রয়বিক্রয়ণে সুধীঃ।

স্বর্গে গিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব শত্রু জয় করিয়া ধর্ম্মানুসারে লোক সকল পালন করিয়াছিলেন। তিনি রাজসূয় নামক সুদুর্লভ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। চতুরশীতি সহস্র ব্রাহ্মণ রাজোপকরণে রুক্মপাত্রে নিত্য তাঁহার গৃহে ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে সেই সকল উপকরণ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন। এতদ্ভিন্ন দ্বিজাতিগণের অভিলাষানুরূপ অন্য ধনও তিনি দান করিতেন। যখন যুধিষ্ঠির বুঝিতেন, দ্বিজগণের দারিদ্র্য ঘুচিয়াছে তখন তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন। তিনি সত্যবলেই মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া ষোড়শ সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণকে নিত্য ভোজন করাইতেন। এই সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার জয়াভিলাসের জন্য পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহে আসিয়া অবস্থান করিতেন। এইরূপে প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তিনি সমস্ত জগৎই জয় করিয়াছিলেন। অসুর রাজা বলি সত্যবলেই ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইবেন। তিনি পাতালস্থ হইলে সত্যবলেই আমি তাঁহার গৃহে অবস্থান করিব। সেই পুণ্যৈককর্ম্মা বলির অন্তরে নিরন্তর আমার অধিষ্ঠান। অথবা তাঁহাকে অসুরযোনি হইতে মোচন করিবার জন্য পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলাম। পাতাল স্থান, অমরত্ব এবং ইন্দ্রত্ব, আমিই তাঁহাকে প্রদান করিব। রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যবলেই সবাহনে, সপরিচ্ছদে, সশরীরে সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এইরূপে অন্যান্য বহু রাজা, বহু সিদ্ধমহর্ষি, বহু জ্ঞানী এবং যতি সত্যবলেই অচ্যুতপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জন্যই লোক সত্যব্রত হইয়া সংসারোদ্ধারে সক্ষম হইয়া থাকে। মহাত্মা তুলাধারও সত্যবাক্যেই প্রতিষ্ঠিত। সত্যবাক্য-প্রয়োগে লোকে তাহার সদৃশ অন্য কেহই নাই।৬-১৭। সহস্র অশ্বমেধ এবং সত্য এই দুইটী পূর্ব্বে তুলাদণ্ডে ধৃত হইয়াছিল,তখন একমাত্র সত্যই সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা গৌরব যুক্ত হয়। সত্য হইতেই সমস্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং সত্য দুরতিক্রমণীয়। সত্য বাক্যেই সেই ধেনুর বিপুল স্বর্গলাভ হইয়াছে। তথায় সর্ব্বত্র তাহার প্রভাব, সে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। এই তুলাধারও সেইরূপ সত্যবাদী সাক্ষী। ইহাতে কখন মিথ্যার লেশ মাত্র নাই। বহু মূল্য বা অল্প মূল্য বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে এই তুলাধার সর্ব্বদাই

সত্যবাক্যং প্রশস্তঞ্চ বিশেষাৎ সাক্ষিণো
ভবেৎ ॥ ২১
সাক্ষিণঃ সত্যমুক্তা চ অক্ষয়ং স্বর্গমাযযুঃ।
বাবদূকঃ সভাং প্রাপ্য সত্যং বদন্তি বাক্পতিঃ
স যাতি ব্রহ্মণো গেহং যজ্ঞৈরনৈশ্চ দুর্লভম্।
সভায়াং যো বদেৎ সত্যমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
লোভাদ্দেষান্মৃষোক্তা চ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ
সর্ব্বসাক্ষী তুলাধারো জনানাং শূর এব চ ॥২৪
বিশেষাল্লোভসন্ত্যাগান্নাকে নির্জরতাং ব্রজেৎ
কশ্চিচ্ছূদ্রো মহাভাগো ন লোভে বর্ত্ততে
ক্বচিৎ ॥ ২৫
বৃত্তিঃ শাকেন দুঃখেন তথা শিলোঞ্ছতো ভৃশম্
জর্জ্জরং বস্ত্রযুগ্মঞ্চ করৌ পাত্রে চ সর্ব্বদা ॥ ২৬
সদাপি লাভরহিতো ন পরস্বং গৃহীতবান্।
তস্য জিজ্ঞাসয়ৈবাহং গৃহীত্বা বস্ত্রযুগ্মকম্ ॥ ২৭
অবকোটে নদীতীরে স্থিতঃ সংস্থাপ্য সাদরম্।
স দৃষ্ট্বা বস্ত্রযুগ্মং তত্র লোভে কুরুতে মনঃ।
ইতরস্য পরিজ্ঞায় তৎক্ষান্ত্যা স্বগৃহং যযৌ ॥ ২৮
ততো বিচিন্তয়িত্বা তু হৃদা স্বল্পমিতি দ্বিজ।
উড়ুম্বরং হেমগর্ভং ময়া তত্রৈব পাতিতম্ ॥ ২৯
কিঞ্চ স চ নদীতীরে বিকোণে জনবর্জ্জিতে।
তস্য যাতস্য দেশে তু দৃষ্টস্তেন তদদ্ভুতম্ ॥ ৩০
অলং বিধানমেতত্তু কৃত্রিমং চোপলক্ষ্যতে ॥৩১
গ্রহণে বাধুনা চাস্য অলোভং নষ্টমেব মে।
অস্যৈব রক্ষণে কষ্টমহঙ্কারপদন্ত্বিদম্ ॥ ৩২
যতো লোভস্ততো লাভো লাভাল্লোভঃ
প্রবর্ত্ততে।
লোভগ্রস্তস্য পুংসশ্চ শাশ্বতো নিরয়ো ভবেৎ ॥
যদিনো বিপুলং বিত্তং যদা বেশ্মনি তিষ্ঠতি।
তদা মে দারপুত্রাণামুন্মাদো হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৪
উন্মাদাৎ কামসঞ্জাতবিকারান্মতিবিভ্রমঃ।
ভ্রমান্মোহোহপ্যহঙ্কারঃ ক্রোধলোভাবতঃপরম্ ॥
এষাং প্রচুরভাবাচ্চ তপঃ ক্ষয়ং গমিষ্যতি।

ধীরচিত্ত। সুতরাং সত্য বাক্যই প্রশস্ত,—বিশেষতঃ সাক্ষীর পক্ষে। সাক্ষিগণ সত্য বাক্য বলিয়া অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে বাবদূক বক্তা সভায় গিয়া সত্য বাক্য বলে, সে অযজ্ঞলভ্য অনন্তদুর্লভ ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সভামধ্যে সত্য বাক্য বলে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। লোভে বা দ্বেষবশে মিথ্যা বলিয়া নর রৌরব নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুলাধার সর্ব্বসাক্ষী এবং জনগণ মধ্যে প্রধান। সে বিশেষরূপে লোভ পরিহার করায় স্বর্গে দেবত্ব লাভ করিবে। একজন মহাত্মা শূদ্র কখনই লোভপরবশ হইত না। শোকে, দুঃখে, শিলোঞ্ছ দ্বারা তাহার বৃত্তি নির্ব্বাহ হইত। তাহার বস্ত্রযুগল অতি জীর্ণ ছিল, করে সর্ব্বদাই ভিক্ষাপাত্র থাকিত। কোথায় কখন তাহার কিছুই লাভ হইত না, তথাচ সে পরস্ব গ্রহণ করিত না। তাহার মনোভাব জানিবার জন্য আমি বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিয়া নদীতীরের কোন এক স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক লুকাইয়া রহিলাম, শূদ্র বস্ত্রযুগল দেখিল, কিন্তু তাহার মন লোভাকৃষ্ট হইল না। সে ভাবিল, ইহা কোন পরের বস্ত্র, এই মনে করিয়া সে সংযত মনে গৃহে প্রস্থান করিল। হে দ্বিজ! অনন্তর আমি ইহা স্বল্প বস্ত্র মনে করিয়া এক হেমগর্ভ উড়ুম্বর সেইখানে ফেলিয়া রাখিলাম। শূদ্র সেই নির্জ্জন নদীতীর ধরিয়া যাইতেছিল। তাহার যাইবার পথে সে সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিল। দেখিয়া ভাবিল, চমৎকার বস্তু,কিন্তু ইহা কৃত্রিম বলিয়া দেখা যাইতেছে। আমি যদি ইহা গ্রহণ করি, তবে আমার অলোভ নষ্ট হইবে। ইহা রক্ষা করাও আমার পক্ষে কষ্ট এবং ইহাই অহঙ্কারাস্পদ।১৮—৩২। যেখানে লোভ, সেইখানেই লাভ, লাভ হইতেই লোভের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। লোভগ্রস্ত পুরুষের নিত্য নিরয় হয়, যদি আমাদের গৃহে প্রচুর বিত্ত থাকে, তাহা হইলে আমার স্ত্রী-পুত্রের মত্ততা জন্মিবে। মত্ততা হইতে কাম-বিকার এবং তাহা হইতে মতি-বিভ্রম হয়। ভ্রম হইতে মোহ, মোহ হইতে অহঙ্কার, এবং তাহা হইতেই ক্রোধ ও লোভ উৎ-

ক্ষীণে তপসি বর্ত্তন্তে পঙ্কাশ্চিত্তপ্রমোহকাঃ ॥৩৬
তৈশ্চ শৃঙ্খলযোগৈশ্চ বদ্ধো নৈবোদ্ধৃতিং ব্রজেৎ
এতদ্বিমৃশ্য শূদ্রোঽহসৌ পরিত্যজ্য গৃহং গতঃ ॥৩৭
স্বর্গস্থা দেবা মুদা তত্র সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্।
নির্গ্রন্থিরূপমাদায় তস্যান্তিকং গৃহং তথা ॥ ৩৮
গত্বাহং দৈবসংবাদমবদং ভূতবর্ত্তনম্।
ততোঽভ্যাসপ্রসঙ্গাচ্চ জনানাঞ্চ পরিপ্লবাৎ ॥৩৯
তস্য যোষা তদাগত্য পপ্রচ্ছ দৈবকারণম্।
ততোঽহমবদং তস্য যথা চেতো গতং দ্রুতম্ ॥
নিভৃতোঽথ নিনাদস্য কারণং কথিতং ময়া।
ক্ষণগতং পতিনা তেঽহদ্য বিধিনা দত্তমজ্ঞবৎ ॥৪১
পরিত্যক্তং মহাভাগে পুনর্নায়াতীহ তে বসু।
যাবজ্জীবতি দৌর্বিধ্যং তস্য ভোক্তা ন সংশয়ঃ
গচ্ছ মাতর্গৃহং শূন্যমলব্ধং তৎ প্রপৃচ্ছ তম্।

শ্রুত্বা তদ্বৈ শিবং সা চ বচনং পত্যুরন্তিকে ॥ ৪৩
গত্বা প্রোবাচ দুর্বৃত্তং তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং গতঃ।
স বিচিন্ত্য তয়া সার্দ্ধমাগতোঽহসৌ মমান্তিকম্ ॥
নিভৃতং মামুবাচেদং ক্ষপণ ত্বং প্রকীর্ত্তয় ॥ ৪৪

ক্ষপণক উবাচ।

চাক্ষুষং চিরসংশুদ্ধং হেলয়া তৃণবৎ কথম্ ॥ ৪৫
ত্বয়া ত্যক্তং যতস্তাত নাস্তি ভাগ্যমকণ্টকম্।
ঐশ্বর্য্যমতুলং শৌর্য্যং শীর্য্যতে ভাবুকং পুনঃ ॥৪৬
স্ববন্ধূনাং মহদ্দুঃখমাজন্মমরণান্তিকম্।
দ্রক্ষ্যসে চাত্মনা নিত্যং মৃতানাং যাগতির্ধ্রুবম্
তস্মাত্তদ্গৃহ্যতাং তূর্ণং ভুঙ্ক্ষ ভোগ্যমকণ্টকম্।
ঐশ্বর্য্যমতুলং শৌর্য্যং লোকানাং বিস্ময়ং বরম্ ॥

শূদ্র উবাচ।

ন মে বিত্তে স্পৃহা চাস্তি ধনং সংসারবাগুরা।
তদ্বিধো পতিতো মর্ত্ত্যো ন পুনর্মোক্ষকং ব্রজেৎ

পন্ন হইয়া থাকে। এই সমুদায়ের প্রাচুর্য্যে তপস্যার ক্ষয় হয়। তপস্যা ক্ষীণ হইলে চিত্তমোহক মালিন্য উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই মালিন্যরূপ শৃঙ্খলযোগে বদ্ধ হইয়া নর কখন উদ্ধারলাভ করে না। শূদ্র এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই হেমগর্ভ উদুম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে গমন করিল। তখন স্বর্গস্থ দেবগণ সানন্দে তাহার উদ্দেশে সাধু সাধু বাদ প্রদান করিলেন। আমি সেই কালে ক্ষপণকরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার গৃহান্তিকে গমন করিলাম; সেখানে গিয়া প্রাণিগণের দৈব সংবাদ বলিতে লাগিলাম। অনন্তর লোকসমূহের গমনাগমনে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহাতে সেই শূদ্রের ভার্য্যাও মৎসমীপে আগমন করিয়া দৈব কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন আমি অবিলম্বে তাহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলাম এবং নিভৃতে তাহার হৃদয়ের বিষাদ কারণ বলিয়া দিলাম। আমি আরও বলিলাম,—বিধাতা অদ্য তোমার পতিকে ধন দান করিয়াছিলেন। তোমার পতি তাহা মূর্খের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে সে ধন আর নাই। সুতরাং যাবৎ বাঁচিয়া থাকিবে, তাবৎ দারিদ্র্যই ভোগ করিতে হইবে। হে মাতঃ! তুমি গৃহে যাও, গিয়া সেই অলব্ধ ধনের কথা পতির নিকট জিজ্ঞাসা কর। শূদ্রবনিতা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পতির নিকট গমনপূর্ব্বক সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল। পতি শূদ্র সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং একটু চিন্তা করিয়া ভার্য্যার সহিত আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক নিভৃতে বলিল,—হে ক্ষপণক! তুমি আমার নিকট অতীত বিবরণ বল। ৩৩-৪৮। ক্ষপণক কহিল, তুমি চিরশুদ্ধ চাক্ষুষ ধন হেলাক্রমে তৃণের ন্যায় কেন পরিত্যাগ করিলে! বৎস! ইহাতে তোমার ভাগ্য নিষ্কণ্টক হইবে না। তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য এবং ভাবী মঙ্গল সকলই নষ্ট হইয়াছে। মৃতব্যক্তিগণের অবস্থার ন্যায় তুমি নিজের চক্ষে স্বীয় বন্ধুগণের আজন্ম মরণান্তিক মহৎ দুঃখ অবলোকন করিবে। অতএব সত্বর সেই ধন গ্রহণ কর এবং অকণ্টক ভোগ্য উপভোগ করিতে থাক। অতুল ঐশ্বর্য্য এবং শৌর্য্যই লোকগণের শ্রেষ্ঠ। শূদ্র কহিল,—বিত্তে আমার স্পৃহা নাই, ধন সংসার-বাগুরাস্বরূপ; ধন ব্যাপারে আসক্ত মর্ত্ত্য কিছুতেই মোক্ষ-

শৃণু বিত্তস্য যদ্দোষমিহ লোকে পরত্র চ।
ভয়ং চৌরাচ্চ জ্ঞাতিভ্যো রাজভ্যস্তৎপরাদপি
সর্ব্বে জিঘাংসবো মর্ত্ত্যাঃ পশুমৎস্যবিবিদ্বিরাঃ।
তথা ধনবতাং নিত্যং কথমর্থাঃ সুখাবহাঃ ॥৫১
প্রাণস্যান্তকরো হ্যর্থঃ সাধকো দুরিতস্য চ।
কামাদীনাং প্রিয়ং গেহং নিদানং দুর্গতেঃ পরম্ ॥ ৫২

ক্ষপণক উবাচ।
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
কুলং শীলঞ্চ পাণ্ডিত্যং রূপং ভোগ্যং যশঃ সুখম্ ॥ ৫৩
ধনেন তু বিহীনস্য পুত্রদারোজ্‌ঝিতস্য চ।
কথং মিত্রং কথং ধর্ম্মং দীনানাং জন্মনঃ কথম্
সত্ত্বাদিক্রতুকার্য্যঞ্চ পুষ্করিণ্যুপকারকম্।
দানং নাকস্য সোপানং নিঃস্বস্য চ ন সিধ্যতি ॥
ব্রতকার্য্যস্য রক্ষা চ ধর্ম্মাদিশ্রবণং ভৃশম্।
পিতৃযজ্ঞাদিতীর্থঞ্চ নির্ব্বিত্তস্য ন সিধ্যতি ॥ ৫৬
তথা রোগপ্রতীকারঃ পথ্যমৌষধসঞ্চয়ম্।
রক্ষণং বিগ্রহশ্চৈব শত্রূণাং বিজয়ো ধ্রুবম্। ৫৭
স্ত্রীণাঞ্চ জন্মনাং বার্ত্তা বস্তুযোগেন লভ্যতে।
ভূতভব্যপ্রবৃত্তানাং সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ যৎ ॥ ৫৮
তস্মাদ্বহুধনং যস্য তস্য ভোগ্যং যদৃচ্ছয়া।
স্বর্গং বিতরণাদেব লপ্স্যসে হ্যচিরাদিতঃ। ৫৯

শূদ্র উবাচ।
অকামাচ্চ ব্রতং সর্ব্বমক্রোধাত্তীর্থসেবনম্।
দয়া জপ্যসমা শুদ্ধং সন্তোষো ধনমেব চ ।৬০
অহিংসা পরমা সিদ্ধিঃ শিলোঞ্ছবৃত্তিরুত্তমা।
শাকাহারঃ সুধাতুল্য উপবাসঃ পরন্তপ। ৬১
সন্তোষো মে মহাভোগ্যং মহাদানং বরাটকম্
মাতৃবৎপরদারাশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্টবৎ। ৬২
পরদারা ভুজঙ্গাভাঃ সর্ব্বযজ্ঞ ইদং মম।
তস্মাদেনং ন গৃহ্ণামি সত্যং সত্যং গুণাকর।
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্ ॥৬৩
ইত্যুক্তে তু নরশ্রেষ্ঠ পুষ্পবর্ষং পপাত হ।
মূর্দ্ধ্নি দেশে তনৌ তস্য সর্ব্বদেবেরিতং দ্বিজ ॥৬৪

লাভ করিতে পারে না। ইহ পরকালে বিত্তের কি দোষ আছে, শ্রবণ করুন। বিত্ত থাকিলে চোর, জ্ঞাতি, রাজা, এবং রাজপুরুষ হইতে ভয় উপস্থিত হয়। সমস্ত মানব এমন কি পশু-মৎস্য ও পক্ষিগণও পরস্পর জিঘাংসা-পর; সুতরাং ধনিগণের অর্থ কিরূপে সুখাবহ হইবে? অর্থ প্রাণান্তকর, পাপজনক কামাদির প্রিয় নিকেতন এবং দুর্গতির পরম নিদান। ক্ষপণক কহিল,—যাহার অর্থ আছে, তাহার মিত্রগণ বান্ধব, কুল, শীল, পাণ্ডিত্য, রূপ, সৌভাগ্য, যশ এবং সুখ বিদ্যমান। স্ত্রীপুত্রহীন ধনহীন ব্যক্তির কোথায় মিত্র, কোথায় ধর্ম্ম আর কোথায় জন্মসাফল্য। প্রাণি প্রভৃতির উপকারার্থ ক্রতুকার্য্য ও পুষ্করিণী উৎসর্গ স্বর্গগমনের সোপান স্বরূপ। কিন্তু ঐ সকল কার্য্য নিঃস্ব ব্যক্তির সিদ্ধ হইবার নহে। ব্রত কার্য্য অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম কথাদি শ্রবণ এবং পিতৃযজ্ঞাদি তীর্থ এ সকলও বিত্তহীন ব্যক্তির অসিদ্ধ। রোগের প্রতীকার, পথ্য, ঔষধসংগ্রহ, আত্মরক্ষা, বিগ্রহ, শত্রুজয়, স্ত্রীগণের বিবরণ, জন্মবৃত্তান্ত, ভূত ভব্য ও বর্ত্তমান কথা এবং সুকৃত বা দুষ্কৃত সমস্তই ধন সাহায্যে লভ্য হইয়া থাকে। অতএব যাহার বহু ধন আছে, তাহারই ভোগ্য যদৃচ্ছাক্রমে ঘটে। এই অর্থ হইতেই দানের ফলে তুমি অচিরে স্বর্গলাভ করিতে পারিবে।৪৯-৫৯ শূদ্র কহিল,—অকামই সর্ব্বব্রত, অক্রোধ তীর্থসেবা, দয়া জপসমা, সন্তোষই শুদ্ধ ধন, অহিংসা পরম সিদ্ধি, শিলোঞ্ছ উত্তম বৃত্তি, শাক আহার উপবাস সুধাসম, সন্তোষই মহাভোগ্য এবং বরাটকই মহাদান। পরদার মাতৃবৎ, পরদ্রব্য লোষ্টবৎ এবং পরনারী ভুজঙ্গাভ, ইহাই আমার সর্ব্বযজ্ঞ। অতএব হে গুণাকর! এই ধন আমি গ্রহণ করিব না, ইহা সত্য সত্যই বলিতেছি। পঙ্ক হস্তে লইয়া হস্ত প্রক্ষালন করা অপেক্ষা দূর হইতে উহা স্পর্শ না করাই শ্রেয়। নরশ্রেষ্ঠ শূদ্র এই কথা কহিলে তাহার মস্তকে ও সর্ব্বগাত্রে আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইল,দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে

দেবদুন্দুভয়োনেদুর্ন্নৃত্যন্ত্যপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৬৫
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো বিমানঞ্চাপতদ্দিবঃ।
উচুর্দেবগণাস্তত্র বিমানমিদমারুহ।
সত্যলোকং সমাসাদ্য ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগ্যং মহেন্দ্রবৎ
সংখ্যা তে নাপি বর্ত্তেত ভোগ্যকালস্য ধার্ম্মিক ॥
ইত্যুক্তেষু চ দেবেষু শূদ্রো বচনমব্রবীৎ।
কথং নির্গ্রন্থকস্যাস্য জ্ঞানং চেষ্টাস্য ভাষণম্ ॥
কিংবা হরিহরৌ ব্রহ্মা কিংবা শক্রো বৃহস্পতিঃ
কিংবা মচ্ছলনাদেব সাক্ষাদ্ধর্ম্ম ইহাগতঃ ॥ ৬৯
ইত্যুক্তে ক্ষপণশ্চাসৌ স্মিতো বচনমব্রবীৎ।
বিজ্ঞাতুঞ্চৈব বো ধর্ম্মমহং বিষ্ণুরিহাগতঃ ॥ ৭০
বিমানেন দিবং গচ্ছ সকুটুম্বো মহামুনে।
মৎপ্রসাদাচ্চ যুষ্মাকং সদৈব নবযৌবনম্ ॥৭১
ভবিষ্যতি মহাপ্রাজ্ঞ ভাগ্যানন্ত্যং প্রলপ্স্যথ।
দিব্যাভরণসংযুক্তা দিব্যবস্ত্রোপশোভিতাঃ ॥৭২
গতাস্তে সহসা নাকং সর্ব্বৈর্বন্ধুজনৈর্বৃতাঃ।
এবং দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ লোভত্যাগাদ্‌যযুর্দিবম্।
তুলাধারস্তথা ধীমান্ সত্যধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩
যেন জানাতি তদ্বৃত্তং দেশান্তরসমুদ্ভবম্।
তুলাধারসমো নাস্তি সুরলোকে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৪
তস্মাত্ত্বমপি ভূদেব সমং গত্বা দিবং ব্রজ ॥ ৭৫
য ইদং শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতঃ।
জন্মজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি ॥
সকৃৎ পঠনমাত্রেণ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ।
লোকানাং পুরতো বিপ্র দেবানামর্চ্চ্যতাং
ব্রজেৎ ॥ ৭৭

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে শূদ্রস্যা-
লোভাখ্যানং নাম ত্রিপঞ্চাশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

লাগিলেন, দেবদুন্দুভি সকল বাদিত হইল, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল, গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিতে লাগিলেন, স্বর্গ হইতে এক বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ বলিলেন,—শূদ্র! তুমি এই বিমানে আরোহণ কর এবং সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রবৎ ভোগ্য ভোগ কর। হে ধার্ম্মিক! তোমার ভোগ্যকালের সীমা নাই। দেবগণ এই কথা কহিলে শূদ্র কহিলেন, এই ক্ষপণকের জ্ঞান, চেষ্টা এবং বাক্য কি প্রকার? ইনি কি হরি, হর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র বা বৃহস্পতি অথবা সাক্ষাৎ ধর্ম্মই আমাকে ছলিবার জন্য এখানে উপস্থিত? শূদ্র এই কথা কহিলে, ক্ষপণক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি বিষ্ণু, তোমাদের ধর্ম্ম জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। হে মহামুনে। তুমি এই বিমানযোগে সপরিবারে স্বর্গে গমন কর। আমার প্রসাদে সর্ব্বদাই তোমাদের নবযৌবন থাকিবে। মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি অনন্ত ভাগ্য লাভ করিবে। এই কথার পর সেই সমস্ত শূদ্র পরিবার বন্ধুজনে পরিবৃত হইয়া স্বর্গে গমন করিল। হে দ্বিজবর! এইরূপে লোভত্যাগে তাহাদের সকলেরই স্বর্গলাভ হইল। পূর্ব্বে যে তুলাধারের কথা কহিয়াছি, ঐ তুলাধারও ঐরূপ সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি তোমার দেশান্তর ঘটিত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন। সুরলোকেও তুলাধারের তুল্য কেহই নাই। অতএব হে ভূদেব! তুমিও তত্তুল্য হইয়া স্বর্গে গমন কর। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে সর্ব্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্মজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। হে বিপ্র! ইহা একবার মাত্র লোকসমূহের অগ্রে পাঠ করিলে সর্ব্বযজ্ঞফল লাভ হয়, পাঠক দেবগণেরও পূজ্য হইয়া থাকে। ৬০—৭৭।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অদ্রোহকস্য চাখ্যাতো মহিমা লোকদুঃসহঃ।
একতল্পগতাং বামাং ক্ষান্ত্বা সর্ব্বজিতোঽভবৎ
জ্ঞানিনামপি দুঃসাধ্যং মুনীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
সুরাসুরমনুষ্যাণাং বিষমং তৎসমং গতঃ ॥ ২
স্বভাবাদ্বিষমং কামং জেতুং কঃ পুরুষঃ ক্ষমঃ।
অদ্রোহকস্তে বিপ্র স এব ভবজিৎ পুমান্ ॥৩
অহল্যাহরণাদেব সুরেশস্য ভগাঙ্কতা।
পুনর্দেব্যাঃ প্রসাদাচ্চ সহস্রাক্ষেতি বিশ্রুতঃ ॥
বিদিতং সর্ব্বলোকে চ ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥৪

দ্বিজ উবাচ।

কথঞ্চ দেবদেবস্য অহল্যাহরণং প্রভো।
ভগাঙ্কত্বঞ্চ সম্প্রাপ্য সহস্রাক্ষঃ সুরাধিপঃ ॥
নগাঙ্কোঽপি ভগাঙ্কত্বং সম্প্রাপ্তঃ সুররাট্ কথম্
দুঃশ্রুতং সুরবৈকল্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৬

শ্রীভগবানুবাচ।

পুরা স্বাঃস্তাম্ভবাং কন্যাং লোকেশশ্চ মহামনাঃ
গৌতমায় দদৌ ধাতা লোকপালাগ্রতো মুদা।
ততস্ত লোকপালানাং মন্মথাবিষ্টচেতসাম্।
শচীপতেস্তু সম্মোহো হৃদি শল্য ইব স্থিতঃ ॥
লোকপালানতিক্রম্য সুবেশা বরবর্ণিনী।
দ্বিজায় রত্নভূতৈষা দত্তা কিং বা করোম্যহম্ ॥৯
ইতি সঞ্চিন্ত্য তস্যাস্তু বর্ত্তমানে চ যৌবনে।
পুনশ্চ মায়য়া দৃষ্টং রূপং তস্যাঃ সুশোভনম্ ॥১০
পুনশ্চিন্তয়মানোঽসৌ গৌতমাধ্যাসনং গতঃ।
পশ্চাত্তু তস্য গমনাদ্যদ্বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব মে ॥১১
একদা গৌতমঃ স্নাতুং গতোঽসৌ পুষ্করং প্রতি
সাধ্বী চ গৃহশৌচে চ গৃহবস্তুনি তৎপরা।
প্রবৃত্তা দেববাস্তূনাং বলিং কর্ত্তুঞ্চ তৎপরা ॥১৩

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন,—অদ্রোহকের লোকোত্তর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অদ্রোহক এক শয্যাগত রমণীকে ক্ষমাগুণে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বলোকজয়ী হইয়াছেন। তিনি যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানী, মুনি, ব্রহ্মচারী; সুর, অসুর ও মনুষ্যগণের দুঃসাধ্য। তাঁহাদের যাহা বিষম, তাহা তাঁহার নিকট সমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্রোহক ব্যতীত নিসর্গ বিষম কাল কে জয় করিতে পারে? হে বিপ্র! যে কালজয়ী হইয়াছে, সেই পুরুষই সংসারজয়ে সমর্থ। অহল্যাহরণেই সুররাজের ভগচিহ্ন হইয়াছিল। পুনরায় দেবীর প্রসাদে সহস্র চক্ষু হয়, ইহাই চরাচর সর্ব্বলোকেই সুবিদিত। দ্বিজ কহিলেন,—প্রভো! দেবদেবের অহল্যাহরণ কি প্রকার? কিরূপে তিনি ভগাঙ্ক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সহস্র চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? সুররাজ নগাঙ্ক হইয়াও ভগাঙ্ক হইলেন কিরূপে? এই দেববৈগুণ্য দুঃশ্রুত হইলেও আমি আমূলতঃ শুনিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ কহিলেন, পূর্ব্বকালে মহাত্মা ব্রহ্মা স্বীয় মানসী কন্যা অহল্যাকে লোকপালগণের সমক্ষে গৌতমকে সাদরে সম্প্রদান করেন। সেই কন্যা দর্শনে লোকপালগণের চিত্ত মন্মথাবিষ্ট হইয়াছিল। শচীপতি সম্মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সম্মোহ তাঁহার হৃদয়ে শল্যের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। তিনি চিন্তা করিতে থাকিলেন, বিধাতা লোকপালদিগকে অতিক্রম করিয়া এই রত্নভূতা কন্যা এক ব্রাহ্মণের করে সম্প্রদান করিলেন, অহো আমি কি করিব? ১—৯। দেবরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় মায়াবলে অহল্যার যৌবনকালীন সুশোভন রূপ অবলোকন করিলেন। পুনর্ব্বার তাঁহার চিন্তার উদয় হইল। তিনি মায়ায় গৌতমাশ্রমে গমন করিলেন। ইন্দ্র সেই আশ্রমে উপনীত হইলে পরে যেরূপ যাহা ঘটিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা গৌতম মুনি পুষ্কর তীর্থে স্নান করিতে গমন করেন। তখন সাধ্বী অহল্যা গৃহশৌচে ও গৃহ-বস্তুসজ্জায় তৎপরা, দেববাস্ত-

ইন্ধনং বহ্নিকার্য্যঞ্চ নিত্যকর্ম্মানুসঞ্চয়ম্ ।
এতস্মিন্নন্তরে শক্রো মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ ॥
রূপমাস্থায় গাত্রেণ প্রবিবেশোটজং মুদা ॥ ১৪
পতিব্রতা পতিং দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধয়া পরয়া সতী ।
দেবস্থানে চ বস্তূনাং সঞ্চয়ং কর্ত্তুমুদ্যতা ॥ ১৫
ততস্তামব্রবীদার্ত্তো মুনিবেশধরো হরিঃ ॥ ১৬
প্রদ্যুম্নবশগো বামে দেহি মে চুম্বনাদিকম্ ।
এতস্মিন্নন্তরে সা চ ত্রপাযুক্তাব্রবীদ্বচঃ ॥ ১৭
দেবকার্য্যাদিকং ত্যক্ত্বা বক্তুং নার্হসি মে প্রভো
সর্ব্বং জানাসি ধর্ম্মজ্ঞ পুণ্যানাং নিশ্চয়ং মুনে ॥
অয়মর্থো হি বেলায়ামধুনৈব ন যুজ্যতে ।
ততস্তাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং দৃষ্ট্বা মন্মথপীড়িতঃ ॥ ১৯
অলং প্রিয়ে ন বক্তব্যং হৃচ্ছয়ো মে প্রজায়তে
কর্ত্তব্যং চাপ্যকর্ত্তব্যং পত্যুর্ব্বচনসম্মতম্ ।
করোতি সততং যা চ সা চ নারী পতিব্রতা ॥২০
লঙ্ঘয়েদ্যা চ তস্যাজ্ঞাং সুরতে চ বিশেষতঃ ।
পুণ্যং তস্যা ভবেন্নষ্টং দুর্গতিঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ২১
সাব্রবীদ্দেববস্তূনি সন্তি দেবার্থতো মুনে ॥ ২২
নিত্যকর্ম্মাণি চান্যানি কিংবা তেষু বিপর্য্যয়ঃ ।
স চোবাচ সতীং তত্র দেহ্যালিঙ্গাদিকং মম ॥২৩
মনসা ভয়মুৎসৃজ্য ময়া দত্তানি তানি চ ।
ইত্যুক্ত্বা তাং পরিষ্বজ্য কৃতস্তেন মনোরথঃ ॥২৪
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র মুনের্হৃদ্যা স কল্মষম্ ।
ততো ধ্যানং সমারভ্যাজানাদ্বৃত্তং শচীপতেঃ
তূর্ণমেব দ্বারদেশে গত্বা চ সমুপস্থিতঃ ।
শক্রো মুনিং তু সংলক্ষ্য চৌতুদেহং বিবেশ হ
গচ্ছতঃ পৃষদংশস্য পদ্ধতৌ প্রচচাল হ ।
মুনিস্তত্রাবদত্তং বৈ কস্ত্বং মার্জ্জাররূপধৃক্ ॥ ২৭
ভয়াত্তস্য মুনেরগ্রে শক্রঃ প্রাঞ্জলিরাস্থিতঃ ।
মঘবন্তং পুরো দৃষ্ট্বা চুকোপ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৮
যত্ত্বয়া চেদৃশং কর্ম্ম ভগার্থং ছলসাহসম্ ।

সমূহের বলিকর্ম্মে নিরতা এবং হোমাগ্নি-জ্বালনের কাষ্ঠ ও অন্যান্য নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মসাধনে ব্যাপৃতা। এই সময় ইন্দ্র সেই মহামনা মুনির রূপ ধারণ করিয়া সানন্দে সেই পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। পতিব্রতা অহল্যা পতিকে দর্শন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে দেবস্থানে বস্তু সকল আয়োজন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মুনিবেশধারী ইন্দ্র আর্ত্তভাবে তাঁহাকে বলিলেন, সুন্দরি! আমি মন্মথপরবশ হইয়াছি, আমাকে তুমি চুম্বনাদি প্রদান কর। এই সময় অহল্যা ত্রপান্বিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো! দেবকার্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে এসময়ে এরূপ করিতে বলিবেন না। হে ধর্ম্মজ্ঞ মুনে! আপনি তো পুণ্যাপুণ্য নিশ্চয় সমস্তই অবগত আছেন। এই বেলায় এই কার্য্য কখনই উপযুক্ত নহে। তখন সেই চারুগাত্রী অহল্যাকে দেখিয়া মন্মথপীড়িত ইন্দ্র কহিলেন,—প্রিয়ে! অধিক কথা কহিও না, আমার অন্তরে কামোদ্রেক হইয়াছে। নারীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পতিরই আদেশসম্মত। যে সর্ব্বদা পতির আদেশ পালন করে, সেই নারীই পতিব্রতা। যে নারী পতির বচন লঙ্ঘন করে, বিশেষতঃ সুরত ব্যাপারে বাক্য পালন না করে, তাহার পুণ্য নষ্ট হয়, সে দুর্গতি-লাভ করে। অহল্যা কহিলেন,—মুনে! দেবতার নিমিত্ত দেব বস্তু সকল রহিয়াছে, অন্যান্য নিত্য কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে, সেই সমুদায় ব্যাপারে বিপর্য্যয় হয় কেন? মুনিবেশী ইন্দ্র কহিলেন,—তুমি অগ্রে আমায় নির্ভয়ে আলিঙ্গনাদি প্রদান কর।১০—২৩। ইন্দ্র এইরূপ কথা কহিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মনোরথ পূর্ণ করিলেন! হে বিপ্র! ইত্যবসরে গৌতম মুনির হৃদয়ে মালিন্য উপস্থিত হয়। তিনি ধ্যানাবলম্বনে শচীপতির সর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া সত্বর স্বীয় দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে ইন্দ্র মুনিকে দর্শন করিয়া মার্জ্জারদেহে প্রবেশ করিলেন এবং মার্জ্জার হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। মুনি বলিলেন, —কে তুই মার্জ্জাররূপে গমন করিতেছিস? ইন্দ্র ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনির অগ্রে অবস্থান করিলেন। মুনিপুঙ্গব মঘবাকে অগ্রে দেখিয়া কুপিত হইলেন এবং বলিলেন,

কৃতং তস্মাত্তবাঙ্গেষু সহস্রভগমুত্তমম্ ॥ ২৯
ভবত্বিহ তু পাপিষ্ঠ লিঙ্গন্তে নিপতিষ্যতি ।
গচ্ছ মে পুরতো মূঢ় সুরস্থানং দিবৌকসঃ ॥
পশ্যন্তি মুনিশার্দ্দুলা নরাঃ সিদ্ধাঃ সহোরগাঃ ॥ ৩০
এবমুক্তা মুনিশ্রেষ্ঠো রুদন্তীং তাং পতিব্রতাম্
পপ্রচ্ছ কিমিদানীন্তে কর্ম্ম দারুণমাগতম্ ॥
ইত্যুক্তা বেপমানাসা ভীতা পতিমুবাচ হ ।
অজ্ঞানাদ্যৎ কৃতং কর্ম্ম ক্ষন্তুমর্হসি বৈ প্রভো ॥

মুনিরুবাচ ।

পরেণাভিগতাসি ত্বমমেধ্যা পাপচারিণী ॥ ৩৩
অস্থিচর্ম্মসমাবিষ্টা নির্ম্মাংসা নখবর্জ্জিতা ।
চিরং স্থাস্যসি চৈকাপি ত্বাং পশ্যন্ত জনাঃ স্ত্রিয়ঃ
দুঃখিতা তমুবাচেদং শাপস্যান্তো বিধীয়তাম্ ।
ইত্যুক্তে করুণাবিষ্টো মন্যুনাপি পরিপ্লুতঃ ।
জগাদ গৌতমো বাক্যং রামো দাশরথির্যদা ॥৩৫
বনমভ্যাগতো বিষ্ণুঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ । ৩৬
দৃষ্ট্বা ত্বাং কুৎসিতাং শুষ্কাং নির্দ্দেহাং পথি-
সংস্থিতাম্ ।
গমিষ্যতি চ বৈ রামো বশিষ্ঠশ্চাগতো বনম্ ।৩৭
কিমিয়ং শুষ্করূপা চ প্রতিমাস্থিময়ী শুভা ।
ন দৃষ্টং মে পুরা ব্রহ্মন্ রূপং লোকবিপর্য্যয়ম্ ।
ততো রামং মহাভাগং বিষ্ণুং মানুষবিগ্রহম্ ।
যদ্বৃত্তমাসীৎ পূর্ব্বং তদ্বশিষ্ঠঃ কথয়িষ্যতি । ৩৯
বশিষ্ঠবচনং শ্রুত্বা রামো বক্ষ্যতি ধর্ম্মবিৎ ।
অস্যা দোষো ন চৈবাস্তি দোষোহয়ং
পাকশাসনে । ৪০
এবমুক্তে তু রামেণ ত্যক্ত্বা রূপং জুগুপ্সিতম্ ।
দিব্যং রূপং সমাস্থায় মদগৃহমাগমিষ্যসি । ৪১
শপ্ত্বা তু গৌতমস্তাং বৈ তপস্তপ্তুং গতো বনম্
ততোহত্যন্তং শুষ্করূপা তত্রৈব পথিসংস্থিতা ।৪২
রামস্য বচনাদেব গৌতমং পুনরাগতা ।

—তুই যেহেতু ভগনিমিত্ত এই ছল সাহস কর্ম্ম করিয়াছিল, এই নিমিত্ত তোর সর্ব্বাঙ্গে সহস্র ভগ হউক, আরও বলি—রে পাপিষ্ঠ! তোর লিঙ্গ নিপতিত হইবে, রে মূঢ়! তুই আমার সম্মুখ হইতে সুরস্থানে গমন কর, দেব, মুনি, সিদ্ধ, উরগ ও নরগণ তোর এই-রূপ আকৃতি অবলোকন করুন। মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম ইন্দ্রকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া সেই রোদনপরায়ণা পতিব্রতাকে বলিলেন, আজ একি দারুণ কর্ম্ম তুমি করিলে! মুনি এই কথা কহিলে অহল্যা ভীত হইয়া কম্পিতকায়ে পতিকে বলিলেন,—প্রভো! আমি অজ্ঞানে যে কর্ম্ম করিয়া বসিয়াছি তাহা আপনি ক্ষমা করুন। মুনি বলিলেন,—তুমি পরপুরুষগত হইয়া পাপাচারিণী অমেধ্যা হইয়াছ, অতএব অস্থিচর্ম্মসার হইয়া মাংসনখবর্জ্জিত ভাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে, নরনারীগণ সেই অবস্থায় তোমায় অবলোকন করিবে। তখন অহল্যা দুঃখিতা হইয়া বলিলেন,—প্রভো! আমার শাপান্ত বিধান করুন। অহল্যা এই কথা কহিলে, কারুণ্য ও দৈন্যপূর্ণ মুনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু যখন দাশরথি রামরূপে সীতা ও লক্ষ্মণসহ এই বনে আগমন করিবেন, তখন তোমাকে এইরূপ কুৎসিত শুষ্ক ও নির্দ্দেহ অবস্থায় পথের পার্শ্বে পতিত দেখিয়া বশিষ্ঠের নিকট সহর্ষে জিজ্ঞাসা করি-বেন,—মুনে! কে এই শুষ্ক পা অস্থিময়ী প্রতিমা অবস্থিতা? হে ব্রহ্মন্! আমি পূর্ব্বে এরূপ লোকবিপর্য্যয় রূপ কখন দেখি নাই। অনন্তর মানুষ বিগ্রহধারী মহাভাগ সাক্ষাৎ বিষ্ণু রামচন্দ্রের নিকট বশিষ্ঠ যথাযথ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবেন। বশিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, এই অহল্যার দোষ কিছুই নাই। যত কিছু দোষ সমস্তই সেই ইন্দ্রের।২৪-৪০। রামচন্দ্র এইকথা কহিলে, তুমি এই জুগুপ্সিত রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় আমার গৃহে আগ-মন করিবে। গৌতম মুনি অহল্যাকে এই-রূপ অভিশাপ দিয়া তপস্যার্থ বনগমন করি-লেন। অনন্তর অহল্যা অত্যন্ত শুষ্কদেহে পথিমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে রামচন্দ্রের বাক্যে তিনি পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় গৌতম সমীপে আগমন করিলেন।

গৌতমোঽপি তয়া সার্দ্ধমদ্যৈবং দিবিতিষ্ঠতি ॥ ৪৩
ইন্দ্রোঽপি ত্রপয়াযুক্তঃ স্থিতশ্চান্তর্জলে চিরম্।
স্থিত্বা চান্তর্জলে দেবীমস্তৌদিন্দ্রাক্ষিসংজ্ঞিতাম্
সুপ্রসন্না ততো দেবী স্তোত্রেণ পরিতোষিতা
গত্বোবাচ ততঃ সা চ বরোঽস্মত্তোবিগৃহ্যতাম্ ॥
ততো দেবীমুবাচেদং শক্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে দেবি বৈরূপ্যং মুনিশাপজম্ ॥
সন্ত্যজ্য দেবরাজ্যঞ্চ লব্ধাঽস্তু পুরা যথা।
তমুবাচ ততো দেবী পাপং তন্মুনিশাপজম্ ॥ ৪৭
হন্তুং ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ শক্তানাঽহং সুরেশ্বর।
কিন্তু বুদ্ধিং স্বজামাদ্য যেন লোকৈর্ন লক্ষ্যতে
যোনিমধ্যগতং দৃষ্টিসহস্রন্তে ভবিষ্যতি।
সহস্রাক্ষ ইতি খ্যাতঃ সুররাজ্যং করিষ্যসি ॥ ৪৯
মেষাণ্ডং তব শিশ্নঞ্চ ভবিষ্যতি চ মদ্বরাৎ।
ইত্যুক্তা সা জগন্মাতা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫০
শক্রো দেববরৈঃ পূজ্যো হ্যদ্যাপি দিবি বর্ত্ততে
ইন্দ্রস্যৈতাদৃশী কামাদবস্থা দ্বিজসত্তম ॥ ৫১

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে অহল্যাহরণং নাম
চতুষ্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি কামেনাধিষ্ঠিতস্য চ।
পুরা ভাগীরথীতীরে দ্বিজঃ পরমহংসকঃ ॥ ১
উপদেষ্টা সহস্রাণাং দ্বিজানাং শান্তিদঃ পরঃ।
একদণ্ডধরঃ সাক্ষাৎ কূর্ম্মবদ্ধরণীস্থিতঃ ॥ ২
একাকিনঃ সতস্তস্য দেবাগারে বিনিষ্কৃতে।
পত্যুর্গৃহাৎ পরং গেহং গন্তুং সায়ং সমুদ্যতা ॥ ৩
অকস্মাদ্যুবতী নারী মিলিতা রূপধারিণী।
দৃষ্ট্বা তাং ভগবান্ বিপ্রো মন্মথস্য ভয়ার্দ্দিতঃ ॥

গৌতম তাঁহার সহিত অদ্যাপি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। ইন্দ্র ত্রপান্বিত হইয়া জল মধ্যে বহু কাল বাস করিলেন। তিনি জলে থাকিয়া ইন্দ্রাক্ষী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া দেবী ইন্দ্রাক্ষী তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং ইন্দ্রের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে বরগ্রহণ কর। পরপুরঞ্জয় ইন্দ্র দেবীকে বলিলেন,—দেবি! আপনার প্রসাদে আমি মুনিশাপজনিত বৈরূপ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেবরাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করি। দেবী কহিলেন,—সুরেশ্বর! তোমার এই মুনিশাপজনিত পাপ ব্রহ্মাদি দেবগণও অপনয়ন করিতে অক্ষম, আমি তো পারিবই-না; কিন্তু এ বিষয়ে একটা বুদ্ধি উদ্ভাবন করিতেছি, ইহাতে লোকসমূহ লক্ষ্য করিতে পারিবে না। তোমার যোনিমধ্যগত সহস্র চক্ষু হইবে। ইহাতে সহস্রাক্ষ নামে বিখ্যাত হইয়া তুমি স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য করিবে। আমার বরে তোমার মেষাণ্ড ও মেষশিশ্ন হইবে। সেই জগন্মাতা এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। ইন্দ্র দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন। হে দ্বিজসত্তম! কামহেতু ইন্দ্রেরও এতাদৃশী দশা হইয়াছিল। ৪১—৫১।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন,—আমি অপর এক কামাক্রান্ত ব্যক্তির কথা বলিতেছি। পুরাকালে ভাগীরথী তীরে এক পরমহংস ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের উপদেশদাতা ও পরম শান্তিদাতা হইয়া এক দণ্ড ধারণপূর্ব্বক কূর্ম্মের ন্যায় ধরণীতলে অবস্থান করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ একাকী এক নির্জ্জন দেবাগারে অবস্থান করিতেছিলেন। দৈবক্রমে একদা সায়ংকালে এক রূপবতী যুবতী নারী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঐ নারী পতিগৃহ হইতে কোন কুটুম্ব গৃহে গমনে উদ্যতা হইয়াছিল। ভগবান্ বিপ্র সেই যুবতীকে

অগারজঠরে কৃত্বা স চৈনাং প্রাক্ষিপৎ কপাম্।
অর্গলং সা দৃঢ়ং কৃত্বা দেবাগারে সুশোভনে ॥৫
কদাচিদপি তং দ্বারাদাগন্তুং ন দদাতি হ।
এবম্ভূতঃ সমাধিস্থঃ ক্ষপাং ক্ষিপ্ত্বা বিলপ্য সঃ ॥৬
চিন্তয়ংস্তাং বরারোহাং যাবৎ কিং বা কৃতং মম
এবং সঞ্চিন্ত্য তামাহ দ্বারং দেহীহ নঃ প্রিয়ে ॥
পতিস্তে বশগঃ কান্তে দয়িতস্তে ভবিষ্যতি।
ততস্তং প্রাহ সা বিপ্রং বৃদ্ধং কামপ্রলালসম্ ॥ ৮
অনন্বিতা গিরস্তাত বক্তুং ত্বং নার্হসি প্রভো।
অথাসৌ ভগবান্ প্রাহ প্রচুরং চাস্তি মে বসু ॥
তব দাস্যামি কল্যাণি প্রস্ফোটয় কপাটিকাম্।
বিপ্রমাহ পুনঃ সা চ ত্বং বৈ মে ধর্ম্মতঃ পিতা।
মাগচ্ছ পুত্রিকাং মাঞ্চ পরযোষাঞ্চ ধার্ম্মিক।
মনসা স সমালোচ্য সুচিরেণ পথা গৃহান্ ॥ ১১
বাহুনোদ্ঘাট্য তেনৈব গন্তুং চৈব সমুদ্যতঃ।
গচ্ছতশ্চার্দ্ধমস্য উত্তমাঙ্গং সুসঙ্কটে। ১২
প্রবিষ্টং ন পুনশ্চৈতি পঞ্চত্বমগমত্তদা।
উষঃ কালে সমায়াতা রক্ষিণো যে চ কিঙ্করাঃ।
অদ্ভুতং তং শবং দৃষ্ট্বা তামূচুস্তে চ বিস্মিতাঃ।
কথঞ্চ নিধনং হ্যস্য সম্ভূতং ব্রূহি সুন্দরি ॥ ১৪
কথয়িত্বা তু তদ্বৃত্তমভীষ্টং দেশমাগতা।
এবং কামস্য মহিমা দুর্নিবারো জনেষু চ ॥ ১৫
সর্ব্বেষামপি জন্তূনাং সুরাসুরনৃণাং ভবেৎ।
দৃষ্ট্বা মোঘাং বরারোহাং সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥১৬
চ্যুতবীজোঽভবত্তত্র লৌহিত্যসম্ভবস্মৃতঃ।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ সর্ব্বতীর্থময়ো হি সঃ
যমাশ্রিত্য নরো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥

দ্বিজ উবাচ।

কথঞ্চ ব্রহ্মণো মোহো হ্যমোঘা কা বরাঙ্গনা।

দেখিয়া কামশরে পীড়িত হইলেন এবং তাহাকে সেই দেবালয়ের মধ্যে স্থান দিয়া নিজে বাহিরে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। এ দিকে ঐ রমণী সুশোভন দেবালয় মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দৃঢ়রূপে অর্গল বদ্ধ করিয়া দিল। সেই ব্রাহ্মণকেই কিছুতেই সেই দ্বারপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ মৌনী রহিয়া পরে বিলাপ করত রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন এবং সেই বরবর্ণিনীকে মনোমধ্যে চিন্তা করিতে করিতে ভাবিলেন, আমি কি করিলাম, এক্ষণেই বা কি করিব? এইরূপ ভাবনার পর তিনি সেই যুবতীকে বলিলেন, প্রিয়ে! দ্বার উন্মোচন কর, কান্তে! আমি তোমার বশীভূত প্রিয়পতি হইব। তখন যুবতী সেই কামাতুর বৃদ্ধ বিপ্রকে বলিল, পিতঃ! আপনি অযুক্তিযুক্ত বাক্য বলিবেন না। তখন বিপ্র বলিল, কল্যাণি! তুমি দ্বার উদ্‌ঘাটন কর, আমার প্রচুর বিত্ত আছে, তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিব। যুবতী পুনরায় ব্রাহ্মণকে বলিল, আপনি আমার ধর্ম্মপিতা; হে ধার্ম্মিক! আমি পুত্রী, পরস্ত্রী আমাতে আপনি উপগত হইবেন না। তখন কামার্ত্ত বিপ্র মনে মনে আলোচনা করিয়া গবাক্ষপথেই গৃহগমনে উদ্যত হইল। সে বাহু দ্বারা উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক সেই পথে অর্দ্ধ দেহ প্রবেশ করাইল। সেই সুসঙ্কট পথে তাহার উত্তমাঙ্গ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল, কিন্তু আর তাহা নিষ্কাশিত হইল না। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রভাতে রক্ষী রাজপুরুষগণ আসিয়া সেই শব দর্শনে যুবতীকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—হে সুন্দরি! কিরূপে ইহার নিধন হইল, তুমি তাহা বল ।১—১৪। তখন যুবতী সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া স্বীয় অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিল। এইরূপে জনসমাজে কামের মহিমা দুর্নিবার। সুর, অসুর, নর, সমস্ত প্রাণীরই কাম সুদুর্জ্জয়। দেখ, সুন্দরী অমোঘাকে অবলোকন করিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বীর্য্যস্খলন হইয়াছিল, তাহাতেই লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র উৎপন্ন হইয়া নিখিল লোক পবিত্র করিতেছেন। ব্রহ্মপুত্র সর্ব্বতীর্থময়, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নর অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। দ্বিজ কহিলেন, ব্রহ্মার মোহ হইল কেন বরাঙ্গনা অমোঘাই বা কে?

উদ্ভবং তীর্থরাজস্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১৮
শ্রীভগবানুবাচ।
মুনির্দেবৈঃ সমারাধ্যঃ পদ্মযোনিসমপ্রভঃ ॥ ১৯
শন্তনুশ্চেতি বিখ্যাতঃ পত্নী তস্য পতিব্রতা।
অমোঘেতি সমাখ্যাতা রূপযৌবনশালিনী ॥২০
অস্যাশ্চ পতিমন্বেষ্টুং যাতো ব্রহ্মা চ তদ্‌গৃহম্।
তস্মিন্ কালে মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুষ্পাদ্যর্থং বনং গতঃ
সা তং দৃষ্ট্বা সুরশ্রেষ্ঠমর্ঘ্যপাদ্যাদিকং দদৌ।
দূরেঽভিবাদনং কৃত্বা সা গৃহং প্রবিবেশ হ ॥ ২২
তাঞ্চ দৃষ্ট্বানবদ্যাঙ্গীং ধাতা কামবশং গতঃ।
ধ্রষ্টাত্মানং সমাধায়াচিন্তয়ত্তাং পুরোগতাম্ ॥২৩
বীজং পপাত খট্বায়াং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ততো ব্রহ্মা গতস্ত্রস্তস্ত্বরয়া পরিপীড়িতঃ ॥ ২৪
অথায়াতে মুনির্গেহং শুক্রং পীঠে দদর্শ হ।
তমপৃচ্ছদ্বরারোহাং কশ্চাপ্যত্রাগতঃ পুমান্ ॥২৫

তমুবাচ ততোঽমোঘা ব্রহ্মা হ্যত্রাগতঃ পতে।
ত্বামেবান্বেষিতুং নাথ ময়া দত্তোঽস্য পীঠকঃ।
শুক্রস্য কারণং চাত্র তপসা জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ২৭
ততো ধ্যানাৎ পরিজ্ঞাতং তেনৈব চ দ্বিজন্মনা
ব্রহ্মরেতঃ পরং সাধ্বী পালয়স্ব মমাজ্ঞয়া।
উৎপদ্যতে সুতস্তে তু সর্বলোকৈকপাবনঃ ॥২৮
আবয়োঃ সর্বকল্যাণং ভবিষ্যতি মনোগতম্।
ততঃ পতিব্রতা তস্য আজ্ঞামাগৃহ্য সত্বরাৎ ॥২৯
পপৌ রেতো মহাভাগা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
আবর্ত্ত ইব সঞ্জজ্ঞে রৌদ্রগর্ভ ইতি স্ফুরন্।
প্রসোঢ়ুং নৈব শক্তা সা শন্তনুং চাব্রবীত্ততঃ ॥
গর্ভং ধারয়িতুং নাথ ন শক্নোম্যধুনা প্রভো ॥৩১
কিং করিষ্যামি ধর্মজ্ঞ প্রাণো মে সঙ্কলত্যপি।
আজ্ঞাপয় মহাভাগ গর্ভং ত্যক্ষ্যামি যত্র চ ॥৩২

এবং তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রের উদ্ভবই বা কিরূপে হইল? ইহা আমূলতঃ শুনিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ কহিলেন,—পুরাকালে পদ্মযোনি-প্রতিম দেবারাধ্য শন্তনু নামে এক বিখ্যাত মুনি ছিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী অমোঘা নামে বিখ্যাতা। অমোঘা রূপবতী ও যৌবন-শালিনী ছিলেন। একদা ব্রহ্মা ইহাঁর পতির অন্বেষণার্থ ইহাঁর গৃহে গমন করেন। মুনিবর শন্তনু তখন পুষ্পাদি চয়নের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। অমোঘা অভ্যাগত সুরপ্রবরকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য পাদ্যাদি অর্পণ করিলেন এবং দূর হইতে অভিবাদন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বিধাতা সেই অনবদ্যাঙ্গী অমোঘাকে দেখিয়া কামাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি আত্মসমাধানপূর্ব্বক পুরোবর্ত্তিনী অমোঘাকে চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিতে করিতে সেই পরমাত্মা ব্রহ্মার বীর্য্য খট্বায় স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন ব্রহ্মা ত্বরান্বিত হইয়া ত্রস্তভাবে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শন্তনু মুনি গৃহে আসিয়া পীঠোপরি শুক্র দর্শনপূর্ব্বক বরারোহা অমোঘাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ স্থানে কোন্ পুরুষ আগমন করিয়াছিল? অমোঘা কহিলেন,—স্বামিন্! এ স্থানে আপনাকে অন্বেষণ করিতে ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত এই পীঠ প্রদান করিয়াছিলাম। তবে শুক্রপতনের কারণ কি, তাহা আপনি তপস্যা দ্বারা অবগত হউন। অনন্তর দ্বিজবর শন্তনু ধ্যানাবলম্বনে উহা ব্রহ্মার বীর্য্য বলিয়া জানিতে পারিয়া স্বীয় পত্নীকে বলিলেন,—সাধ্বি! আমার আদেশে ব্রহ্মার এই পরম বীর্য্য তুমি ধারণ কর। ইহাতে তোমার সর্ব্বলোকৈক-পাবন পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহাতে আমাদের মনোগত সর্ব্ব-কল্যাণই সাধিত হইবে। তখন মহাভাগা পতিব্রতা পতির আজ্ঞা লইয়া পরমাত্মা ব্রহ্মার বীর্য্য পান করিলেন। ক্রমে উহা রৌদ্র-গর্ভ-রূপে স্ফুরিত হইয়া আবর্ত্তের ন্যায় উৎপন্ন হইল। তখন অমোঘা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া শন্তনুকে বলিলেন, হে নাথ, হে প্রভো! এখন আর আমি এ গর্ভ ধারণ করিতে পারিতেছি না। ১৫—৩১। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি কি করিব, আমার প্রাণ যে যায় যায় হইল। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি এ গর্ভ পরিত্যাগ

পত্যুরাজ্ঞাং সমাদায় মুক্তো গর্ভো যুগান্ধরে।
পয়স্তেজোময়ং শুদ্ধং সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩৩
তন্মধ্যে পুরুষঃ শুদ্ধঃ কিরীটী নীলবাসসা।
রত্নদাম্না চ বিদ্ধাঙ্গো দুষ্প্রেক্ষ্যো জ্যোতিষাং
গণঃ ॥ ৩৪
ততো দেবগণাঃ স্বর্গাৎ পুষ্পবর্ষমবাকিরন্।
প্রসূতঃ সর্ব্বতীর্থেষু তীর্থরাজ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৫
ততো রাম ইতি খ্যাতঃ প্রজাতোঽহং
ভৃগোঃ কুলে।
ক্ষত্রিয়ান্ পিতৃহন্তৃংশ্চ সসৈন্যবলবাহনান্ ॥ ৩৬
হত্বা যুদ্ধগতান্ ভীতান্ পাপৈঃ সর্ব্বৈর্যুতো হ্যহম্
ব্রহ্মহত্যাসমং ঘোরং মদ্গেহে সমুপস্থিতম্ ॥৩৭
পঙ্কযুক্তং কুঠারং মে ক্ষালিতং নৈব শুধ্যতি।
ততঃ খে চাভবদ্বাণী রাম মদ্বচনং কুরু ॥ ৩৮
যত্র তীর্থে কুঠারং তে নির্ম্মলঞ্চ ভবেদিহ।
তত্র তে সর্ব্বপাপানাং জাতানাঞ্চ ক্ষয়ো ভবেৎ

জনানাং তত্র সর্ব্বেষাং হিতার্থং তিষ্ঠ মানদ।
চাপলং গচ্ছ তীর্থানি সর্ব্বাণি সুমহান্তি চ ॥৪০
তেষাং মধ্যে মহাতীর্থে পর্শুঃ শুদ্ধো ভবেদ্যদি
তচ্চ জানীহি তীর্থেষু মুক্তিদং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
তচ্ছ্রুত্বা জামদগ্ন্যস্তু তীর্থানি প্রযযৌ তদা।
গঙ্গাং সরস্বতীং শুভ্রাং কাবেরীং সরযূং তথা ॥
গোদাবরীঞ্চ যমুনাং কক্ষাঞ্চ বসুদাং তথা।
অন্যাঞ্চ পুণ্যদাং রম্যাং গৌরীং পূর্ব্বাং
স্থিতাং শুভাম্ ॥ ৪৩
গচ্ছতস্তস্য ধীরস্য সদাগতিসমস্য চ।
ক্ষালিতঃ সর্ব্বতীর্থেষু ন পুনর্নির্ম্মলোঽভবৎ ॥৪৪
ততো গিরিগুহাং দুর্গাং মহারণ্যং চ পর্ব্বতম্।
গিরিকূটঞ্চ দুর্লভ্যং যযৌ তীর্থমসৌ হরিঃ ॥৪৫
ন চ নির্ম্মলতামেতি কুঠারস্তস্য তেন চ।
বিষাদমগমত্তত্র রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৪৬
হা হেতি বিবিধং কৃত্বা চোপবিশ্য ধরাতলে।
প্রচিন্তামগমদ্বীরস্তমুবাচ পুনস্তথা ॥ ৪৭

করি। তখন পতির আজ্ঞা পাইয়া অমোঘা যুগন্ধরে গর্ভ মোচন করিলেন। ঐ গর্ভ সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত তেজোময় শুদ্ধ জলরূপে পরিণত হইল। ঐ জলমধ্যে এক কিরীটযুক্ত শুদ্ধ পুরুষ পরিদৃষ্ট হইলেন। তাঁহার নীল বসন পরিধান, তিনি রত্নদামে আবৃতাঙ্গ এবং জ্যোতিঃপুঞ্জের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য। অনন্তর দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবর্ষণ করিলেন। তখন সর্ব্বতীর্থ মধ্যে এই ব্রহ্মপুত্র তীর্থরাজরূপে প্রথিত হইলেন। অনন্তর আমি রাম নামে ভৃগুকুলে উৎপন্ন হইলাম। তৎকালে যুদ্ধস্থলগত ভীত পিতৃঘাতী ক্ষত্রিয়দিগকে সবলবাহনে নিধন করিয়া সর্ব্ববিধ পাপে লিপ্ত হইয়া পড়িলাম। তখন ব্রহ্মহত্যাসম ঘোর কুঠার আমার গৃহে উপস্থিত হইল। আমি পঙ্কযুক্ত কুঠার ক্ষালন করিলাম, কিন্তু ক্ষালিত হইয়াও তাহা শুদ্ধ হইল না। অনন্তর এইরূপ এক আকাশবাণী হইল যে, হে রাম! আমার বাক্য পালন কর। যে তীর্থে তোমার কুঠার নির্ম্মল হইবে, সেইখানেই তোমার সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া যাইবে। হে মানদ! সর্ব্বলোকের হিতের জন্য সেইখানেই তুমি অবস্থান করিবে। সুতরাং পৃথিবীতে যে কিছু প্রধান তীর্থ আছে,তুমি সত্বর সেই সকল তীর্থে গমন কর। ঐ তীর্থসমূহের মধ্যে যাহা মহাতীর্থ সেই তীর্থেই তোমার পরশু শুদ্ধ হইবে। তুমি সেই তীর্থকেই মুক্তিপ্রদ বলিয়া জানিবে। জামদগ্ন্য সেই কথা শুনিয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি গঙ্গা, সরস্বতী, শুভ্রা, কাবেরী, সরযূ, গোদাবরী, যমুনা, কক্ষ, বসুদা, অন্যান্য পুণ্যদায়িনী রম্যা, এবং পূর্ব্বস্থিতা,শুভা গৌরীতীর্থে গমন করিলেন। সেই ধীর বায়ুবৎ গমনে সর্ব্বতীর্থে গিয়া তাঁহার পরশু ক্ষালন করিলেন, তথাচ পরশু নির্ম্মল হইল না।৩২—৪৪। অনন্তর জামদগ্ন্য দুর্গম গিরিগুহা, মহারণ্য, পর্ব্বত ও দুর্লভ্য গিরিকূট তীর্থে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার কুঠার তাহাতেও নির্ম্মল হইল না। তখন পরপুরঞ্জয় রাম বিষন্ন হইলেন এবং বিবিধ আর্ত্তনাদ করিয়া ধরাতলে উপবেশনপূর্ব্বক চিন্তা করিতে

পূর্ব্বস্যাং দিশি দেবেশ তীর্থং চাস্তি গুহোদরে
তচ্ছ্রুত্বা নরশার্দ্দূলো গত্বা কুণ্ডং দদর্শ সঃ ॥৪৮
প্রদক্ষিণং জলাবর্ত্তং শুভ্রং পাপহরং শুভম্ ।
তজ্জলস্পর্শমাত্রেণ কুঠারঃ শুদ্ধতাং গতঃ ॥ ৪৯
ততো রামোঽভিষেকন্তু কৃতবান্ প্রমুদান্বিতঃ ।
শুদ্ধাত্মনস্তপাপস্য বুদ্ধির্জাতা প্রপাবিনী ॥ ৫০
স রামঃ সুচিরং স্থিত্বা তীর্থরাজং প্রসাদ্য তম্
ততস্ততোঽচলাৎ প্রাপ্য পুরং বেগসমন্বিতঃ ॥
খাতং কৃত্বা ততশ্চোর্ব্ব্যাং গতোঽসৌ লবণার্ণবম্
অয়ং তীর্থবরঃ সাক্ষাৎ পিতামহকৃতো ভুবি ।
সুখদঃ সর্ব্বতঃ শুদ্ধো মুক্তিমার্গপ্রদঃ কিল ।
এবং কামপ্রভাবঞ্চ বিদ্ধি দুর্ব্বারদুঃসহম্ ॥ ৫৩
কামাজ্জাতং ধ্রুবং পাপং পুণ্যং পুণ্যপ্রয়োগতঃ
স জাতশ্চৈব লৌহিত্যো বিরিঞ্চেশ্চৈব চৌরসঃ
শন্তনোঃ ক্ষেত্রসঞ্জাতস্ত্বমোঘাগর্ভসম্ভবঃ ।
বিরিঞ্চিনাজিতঃ কামঃ শন্তনোরপ্যমৎসরাৎ ।
তস্যাঃ পতিব্রতাত্বাচ্চ তীর্থাত্তীর্থবরো হি সঃ ॥
এবং যস্তু পঠেন্নিত্যং পুণ্যাখ্যানমিদং শিবম্ ।
শৃণুয়াদ্বা মুদা পৃথ্ব্যাং মুক্তিমার্গং স গচ্ছতি ॥৫৬
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে লৌহিত্যোৎপত্তির্নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫॥

লাগিলেন। তখন পুনরায় আকাশবাণী উত্থিত হইয়া তাহাকে কহিল,—হে দেবেশ! পূর্ব্বদিকে গুহাভ্যন্তরে এক তীর্থ আছে। ইহা শ্রবণ করিয়া জামদগ্ন্য তথায় গিয়া এক কুণ্ড দর্শন করিলেন। ঐ কুণ্ডজল প্রদক্ষিণ-ক্রমে আবর্ত্তিত হইতেছিল। উহা শুভ এবং পাপহর। সেই জলস্পর্শনে তাঁহার কুঠার শুদ্ধ হইল। তখন পরশুরাম সহর্ষে সেই কুণ্ড-জলে স্নান করিলেন। তাহাতে তাঁহার দেহ শুদ্ধ হইল। তিনি নিষ্পাপ হইলেন। তাঁহার পবিত্রবুদ্ধি উৎপন্ন হইল। তখন পরশুরাম অনেক কাল সেই তীর্থে থাকিয়া তীর্থরাজকে প্রসাদিত করিলেন। অনন্তর ঐ কুণ্ডজল ক্রমে স্ফীত হইয়া পৃথিবীর উপর খাত প্রস্তুত করত সবেগে লবণার্ণবে ধাবিত হইল। এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ সাক্ষাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভূতলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা সুখদ, সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ এবং মুক্তিমার্গপ্রদ। জানিবে—কামের প্রভাব এইরূপই দুর্ব্বার এবং দুঃসহ। কাম হইতেই পাপ পুণ্য জন্মিয়া থাকে। পুণ্য প্রয়োগ হেতুই কেবল পুণ্য উৎপন্ন হয়। বিরিঞ্চির ঔরসে সেই পুণ্য লৌহিত্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। লৌহিত্য শন্তনুর ক্ষেত্রজাত এবং অমোঘার গর্ভোৎপন্ন। বিরিঞ্চি কাম জয় করিয়াছিলেন। শন্তনুর অমৎসরভাবে এবং অমোঘার পাতিব্রত্যে লৌহিত্য শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে পরিগণিত। এই মঙ্গলাবহ পুণ্যাখ্যান যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার মুক্তিমার্গে গতি হইয়া থাকে।৪৫—৪৮।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পুরা শর্ব্বঃ স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা যুবতীরূপশালিনীঃ।
গন্ধর্ব্বকিন্নরাণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ১
মন্ত্রেণ তাঃ সমাকৃষ্য স্বতিদূরে বিহায়সি।
তপো ব্যাজপরো দেবস্তাসু সঙ্গতমানসঃ ॥ ২
অতিরম্যাং কুটীং কৃত্বা তাভিঃ সহ মহেশ্বরঃ।
ক্রীড়াঞ্চকার সহসা মনোভবপরাভবঃ ॥ ৩
এতস্মিন্নন্তরে গৌর্য্যাশ্চিত্তমুদ্‌ভ্রান্ততাং গতম্।

ষটপঞ্চাশ অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন,—পুরাকালে মহাদেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও মনুষ্যগণের রূপবতী যুবতী স্ত্রীসকল দেখিয়া মন্ত্রবলে তাহাদিগকে আকর্ষণপূর্ব্বক অতি দূরে আকাশপথে লইয়া গেলেন। দেবদেব তপস্যাব্যাজে তাহাদের সহিত সঙ্গম করিবার মানসে এক অতিরম্য কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি মনোভবের পরাভবকর্ত্তা হইলেও সেই সকল রমণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে

অপশ্যদ্ধ্যানযোগেন ক্রীড়ন্তং জগদীশ্বরম্ ॥ ৪
স্ত্রীভিরন্তর্গতং জ্ঞাত্বা রোষস্য বশগাভবৎ।
ততঃ ক্ষেমঙ্করীরূপা ভূত্বা চ প্রবিবেশ সা ॥ ৫
ব্যোমৈকান্তেহতিদূরে চ কামদেবসমপ্রভম্।
বামাভিমধ্যগং শুভ্রং পুরুষং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৬
স্ত্রীভিঃ সহ সমালিঙ্গ্য প্রক্রীড়ন্তং মুহুর্মুহুঃ।
চুম্বন্তং নির্ভরং দেবং হরং রাগপ্রপীড়িতম্ ॥ ৭
বৃত্তং ক্ষেমঙ্করী দৃষ্ট্বা নিপপাতাগ্রতস্তদা।
তাসাং কেশেষু চাকৃষ্য চকার চরণাহতিম্ ॥ ৮
ত্রপয়া পীড়িতঃ শর্ব্বঃ পরাঙ্মুখমবস্থিতঃ।
কেশেষাকৃষ্য রোষাত্তাঃ পাতয়ামাস ভূতলে ॥৯
স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা ধরাং প্রাপ্য সহসা বিকৃতাননাঃ।
উমাশাপপ্রদগ্ধাঙ্গা ম্লেচ্ছানাং বশমাগতাঃ ॥ ১০
তাশ্চাণ্ডালস্ত্রিয়ঃ খ্যাতা অধবাধবসংযুতাঃ।
অদ্যাপ্যুমাকৃতং শাপং সর্ব্বাস্তাশ্চ সমশ্নুয়ুঃ ॥১১

অথোমা শতধারূপং কৃত্বেশং সঙ্গতা তদা।
এবং প্রভাবং জানীহি কামস্য সততং দ্বিজ ॥১২
ততশ্চিরাত্তয়া সার্দ্ধং গতঃ কৈলাসমন্দিরম্।
অতঃ ক্ষেমঙ্করীং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি মানবাঃ।
তেষাং বিত্তর্দ্ধিবিভবা ভবন্তীহ পরত্র চ।
কুঙ্কুমারক্তসর্ব্বাঙ্গি কুন্দেন্দুধবলাননে ॥ ১৪
সর্ব্বমঙ্গলদে দেবি ক্ষেমঙ্করি নমোঽস্তু তে। *
দৃষ্ট্বা তাং নাভিবন্দেদ্যস্তস্য যুদ্ধে পরাজয়ঃ।
রাজগৃহেষু বিদ্যায়াং নমস্কারাজ্জয়ো ভবেৎ ॥১৫
এবং কামস্য মাহাত্ম্যং ভবো মোহবশং গতঃ
অয়ং দেবাসুরাণাঞ্চ ক্ষময়া প্রভুতাং গতঃ ॥ ১৭
অস্যৈব সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি
রামামঙ্কস্থিতাং রম্যাং ক্ষমাতল্পগতেন চ ॥ ১৮
ত্যক্তৈব সাধিতা লোকাঃ সুরাসুরসুদুর্লভাঃ।

গৌরীর চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইল। তিনি ধ্যানযোগে জগদীশ্বরকে স্ত্রীগণ মধ্যে ক্রীড়া করিতে দেখিলেন। দেখিয়াই রোষাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি ক্ষেমঙ্করীরূপ ধারণ করিয়া সুদূর আকাশপ্রান্তে সেই রম্য কুটীরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন—শুভ্র সুপুরুষ দেবদেব রমণীগণমধ্যে কামদেব তুল্য কান্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন, তাহাদের সহিত মুহুর্মুহু ক্রীড়ন ও নির্ভরভাবে তাহাদিগকে চুম্বন করিতেছেন। ক্ষেমঙ্করী এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার অগ্রেই গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই সকল নারীর কেশাকর্ষণ করিয়া চরণাঘাত প্রদান করিলেন। মহাদেব লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্ষেমঙ্করী রোষে কেশাকর্ষণ করিয়া সেই সকল নারীকে ভূতলে পাতিত করিলেন। স্ত্রীগণ ধরাতল প্রাপ্ত হইয়া সকলেই সহসা বিকৃতবদন হইয়া গেল। উমার শাপে তাহাদের অঙ্গ দগ্ধ হইল। তাহারা ম্লেচ্ছগণের বশীভূত হইয়া পড়িল। তাহারা চণ্ডাল স্ত্রী নামে বিখ্যাত এবং পতিবিরহিত হইয়াও পতিযুক্ত হইল। ঐ সকল নারী অদ্যাপি উমাকৃত শাপ সমানভাবে ভোগ করিতেছে। তৎকালে উমা শতধা রূপ ধারণ করিয়া দেবদেবের সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলেন। হে দ্বিজ! কামের এইরূপই নিত্য প্রভাব জানিবে। অনন্তর দেবদেব অচিরেই ক্ষেমঙ্করী সহ কৈলাসমন্দিরে গমন করিলেন। অতএব যে সকল মানব ক্ষেমঙ্করীকে দেখিয়া অভিনন্দন করে, ইহ পরকালে তাহাদের বিত্ত, সমৃদ্ধি ও বিভব হইয়া থাকে। হে কুঙ্কুমারক্তসর্ব্বগাত্রি! হে কুন্দেন্দুধবলাননে! হে সর্ব্বমঙ্গলদে, ক্ষেমঙ্করি, দেবি! তোমাকে নমস্কার করি। যে ব্যক্তি তোমাকে দেখিয়া অভিবাদন না করে, যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইয়া থাকে। তোমাকে নমস্কার করিলে রাজগৃহে বিদ্যায় সর্ব্বত্রই জয়লাভ হয়। কামের মাহাত্ম্য এইরূপই; এই মাহাত্ম্যেই ভবদেব মোহবশীভূত হইয়াছিলেন। ১—১৭। এই দেবই ক্ষমাগুণে সুরাসুরগণের প্রভু লোকে এবং ইহার সদৃশ হয় নাই, হইবেও না। ইনি ক্ষমারূপ তল্পগত হইয়া স্বীয় অঙ্কস্থিতা রমণীয়া রামাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরাসুর সুদুর্লভ লোক সকল লাভ

* অয়মত্রাধিকঃ পাঠঃ—"যোগিনী সাম্যং তেনৈর সংমুখা বিমুখাপি বা।"

এবং বৈষ্ণবমুখ্যশ্চ সুরাসুরগণার্চ্চিতঃ ॥ ১৯
যো নো দদাতি ভুক্ত্যগ্রং শেষঞ্চ স্বয়মশ্নুতে।
এবমভ্যাসধৈর্য্যেণ দীর্ঘকালে সুখং গতে ॥২০
প্রাক্‌সঙ্গমাৎ স্বভার্য্যাঞ্চ দৃষ্ট্বা মাং প্রদদৌ মুদা।
দ্বাদশাব্দং প্রসকল্প্য প্রাগ্‌ভোগো ময়ি বেশিতঃ
তেন তস্য গৃহে নিত্যং তিষ্ঠামি গৃহরক্ষণাৎ।
তথা ধাত্রীফলস্যাপি সদা স্বরসমীহতে ॥ ২২
তস্মাদুক্তো ময়ান্যেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ বৈষ্ণবঃ।
পুরা যে বিপ্র মে ভক্তাঃ সুরা মৎপথগামিনঃ।
তৈরেব ন কৃতং যচ্চ তদনেন কৃতং পরম্ ॥২৩
তস্মাদ্বৈষ্ণবসর্ব্বস্বং নাম রম্যং ময়াকৃতম্ ॥ ২৪
অস্য বেশ্মনি তিষ্ঠামি মুহূর্ত্তং ন চলাম্যহম্।
অতো যে চৈব মদ্ভক্তাস্তেষহং সুলভো দ্বিজ ॥
অস্মাকং পদবীস্তেভ্যো হৃদ্য দদ্মি স্বকারণম্।
আবয়োর্ব্বিপ্রসৌজন্যং স্বপ্নভোজ্যাদিকং সমম্

সাযুজ্যঞ্চ সখিত্বঞ্চ পশ্য ভূদেব নান্তরম্।
ততো মূকাদয়ঃ সর্ব্বে স্বর্গতা হরিমীশ্বরম্ ॥ ২৭
গন্তুকামা দিবং পুণ্যাঃ সদারাঃ সপরিচ্ছদাঃ।
যে চ তেষাং গৃহাভ্যাসেঽপ্যাত্মনো গৃহগোধিকাঃ।
নানাকীটাদয়ো যে চ তেষামন্বযযুঃ সুরাঃ ॥

ব্যাস উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
প্রচক্রুঃ পুষ্পবর্ষাণি সাধুসাধ্বিত্যনাদয়ন্ ॥ ২৯
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ব্বিমানেষু বনেষু চ ॥ ৩০
সমারুহ্য রথং স্বং স্বং হরিবীথীপুরং যযুঃ।
তদদ্ভুতং সমালোক্য বিপ্রোঽবোচজ্জনার্দ্দনম্।
উপদেশঞ্চ দেবেশ ব্রূহি মে মধুসূদন ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

গচ্ছস্ব পিতরৌ তাত শোকবিক্লবমানসৌ।
সমারাধ্য প্রযত্নেন মদ্‌গৃহং প্রাপ্স্যসে চিরাৎ ॥

করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই বৈষ্ণবপ্রবরও সুরাসুরগণের অর্চ্চিত। তিনি আমাদিগকে ভোজনাগ্র প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট স্বয়ং ভোজন করেন, এইরূপ অভ্যাস ও ধৈর্য্যবলে বৈষ্ণবের দীর্ঘকাল সুখে অতীত হইয়াছিল। ঐ বৈষ্ণব সঙ্গমের পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়া দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্বীয় ভার্য্যা আমাকে প্রীতিভরে অর্পণ করিয়াছিল। তাহার যে কিছু ভোগবস্তু তাহা প্রথমে আমাতেই অর্পিত হইত। তাই তাহার গৃহরক্ষার্থ তদীয় গৃহে নিত্য আমি অবস্থিত। ঐ বৈষ্ণব নিত্য ধাত্রীফল রস পান করিত। এই জন্যই আমি উহাকে অন্যান্য বৈষ্ণবগণের মধ্যেও প্রধান বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। হে বিপ্র! মদ্ভক্ত মৎপথগামী পূর্ব্বতন সুরগণ যাহা করেন নাই, এই বৈষ্ণব তাহা করিয়াছেন। এই জন্যই আমি ইহাঁর রম্য 'বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব' নাম নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমি ইহাঁর গৃহে অবস্থান করি, মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হই না। অতএব যাহারা আমার ভক্ত তাহাদের আমি সদা সুলভ। আমার ভক্তবৃন্দকে অদ্য আমি মৎপদটী প্রদান করিব। হে

বিপ্র! আমি এবং আমার ভক্ত—আমাদের উভয়ের সৌজন্য স্বপ্ন এবং ভোজ্যাদি সমস্তই তুল্য। হে ভূদেব! অবলোকন কর, সযুজ্য বা সখিত্ব এ দুয়েরও অন্তর কিছুই নাই। অনন্তর মূকাদি সকলেই সদার এবং সপরিচ্ছদে স্বর্গগমনেচ্ছায় ঈশ্বর হরির নিকট আগমন করিল। তাহাদের গৃহ সন্নিকটে যে সকল গৃহগোধা ও বিবিধ কীটাদি ছিল, তাহারাও স্বর্গগমনার্থ উপস্থিত হইল। সুরগণ তাহাদের অনুগমন করিলেন।১৮—২৮। ব্যাস বলিলেন, ইত্যবসরে দেব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ সাধু সাধু বাক্য উচ্চারণ করিয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিমানে এবং উপবনে দেবদুন্দুভি সকল ধ্বনিত হইল, তখন তাহারা সকলেই স্ব স্ব রথে আরোহণ করিয়া হরিবীথীপুরে প্রয়াণ করিল। বিপ্র সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া জনার্দ্দনকে বলিলেন, হে দেবেশ মধুসূদন! আমাকে উপদেশ প্রদান করুন, ভগবান্ কহিলেন, বৎস! তোমার পিতা মাতা শোক বিক্লবমনে অবস্থান করিতেছেন। তুমি তাঁহাদের

পিতৃমাতৃসমা দেবা ন তিষ্ঠন্তি সুরালয়ে।
যাভ্যাং সুগর্হিতং দেহং শিশুত্বে পালিতং সদা
অজ্ঞানদোষসহিতং প্রপুষ্টঞ্চাপি বর্দ্ধিতম্।
যাভ্যাং তয়োঃ সমং নাস্তি ত্রৈলোক্যে
সচরাচরে ॥ ৩৪
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে পঞ্চভিস্তৈর্মুদান্বিতাঃ।
মাধবং সংস্তুবন্তশ্চ গতাস্তে হরিমন্দিরম্ ॥ ৩৫
খচিতাঞ্চ পুরীং রম্যাং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতাম্ ॥ ৩৬
রত্নাঢ্যামিষ্টসম্পূর্ণাং কল্পবৃক্ষাদিভির্যুতাম্।
শাতকুম্ভময়ৈর্গেহৈঃ সর্ব্বরত্নৈঃ সকর্ব্বুরাম্ ॥ ৩৭
বজ্রবৈদূর্য্যসোপানাং স্বর্ণদীতোয়সংযুতাম্।
গীতবাদ্যাদিসম্পূর্ণাং সর্ব্বদুর্গসমাকুলাম্ ॥ ৩৮
কোকিলালাপবহুলাং সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতাম্।
রূপাঢ্যৈঃ সুজনৈঃ পূর্ণাং প্রয়াস্তীমিব খে পুরীম্

ততঃ স্থিতাশ্চ্যুতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বলোকোর্দ্ধতোভূশম্
দ্বিজোঽপি পিতরৌ গত্বা সমারাধ্য প্রযত্নতঃ।
অচিরেণৈব কালেন সকুটুম্বো হরিং যযৌ ॥ ৪০
পঞ্চাখ্যানমিদং পুণ্যং ময়া তে সমুদাহৃতম্।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি তস্য নাস্তীহ দুর্গতিঃ ॥ ৪১
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্ন লিপ্যেত কদাচন ॥ ৪২
গবাং কোটিপ্রদানেন যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি পঞ্চাখ্যানাবগাহনাৎ।
স্নানেন পুষ্করে নিত্যং ভাগীরথ্যাঞ্চ সর্ব্বদা।
যৎফলং তদবাপ্নোতি সকৃচ্ছ্রবণগোচরাৎ ॥ ৪৪
দুঃস্বপ্নং নাশয়েৎ ক্ষিপ্রং তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি
লক্ষ্ম্যারোগ্যকরঞ্চৈব তস্মাচ্ছ্রোতব্যমেব হি ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে পঞ্চাখ্যানং নাম ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

নিকট যাও। অতি যত্নের সহিত তাঁহাদের সেবা করিয়া অচিরেই মদ্ভবনে আগমন করিবে। পিতামাতার সমান দেবতা সুরালয়েও নাই। শৈশবাবস্থায় তাঁহারাই অজ্ঞান-দোষযুক্ত গর্হিত শিশুদেহ পালন, পোষণ ও বর্দ্ধন করিয়াছেন। সুতরাং চরাচর ত্রৈলোক্যে তাঁহাদের সমান কেহই নাই। অনন্তর সমস্ত দেব মুদান্বিত হইয়া সেই পঞ্চজন সহ মাধবের স্তব করিতে করিতে হরিমন্দিরে প্রয়াণ করিলেন। হরির পুরী,—রম্যা, রত্নখচিতা, বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিতা, উহাতে নানা রত্ন আছে; নানা ইষ্ট সামগ্রী দ্বারা উহা পূর্ণ রহিয়াছে, উহার নানা স্থানে কল্পপাদপাদি শোভা পাইতেছে। শাতকুম্ভময় গৃহ ও অন্যান্য বিবিধ রত্নের কিরণচ্ছটায় ঐ পুরী কর্ব্বুরকান্তি ধারণ করিয়াছে। উহাতে হীরক ও বৈদূর্য্যমণির সোপানশ্রেণী বিরাজ করিতেছে এবং সুরশৈবলিনীর জল প্রবাহিত হইতেছে। উহার অভ্যন্তরে নানা গীতবাদিত্র চলিতেছে এবং বিবিধ দুর্গমালয়ে উহা বেষ্টিত রহিয়াছে। ঐ পুরীমধ্যে কোকিলেরা নিরন্তর কথালাপ করিতেছে, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ ঐ স্থানে বিরাজ করিতেছেন এবং রূপবান্ সুজনগণে উহা পূর্ণ রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় যেন ঐ পুরী আকাশ-গমনেই সমুদ্যতা! তখন ভক্তবৃন্দ সকলেই অচ্যুতাকারে সর্ব্বলোকোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই দ্বিজ পিতা মাতার নিকট গমন করিয়া সযত্নে তাঁহাদের আরাধনাপূর্ব্বক অচিরকাল মধ্যেই কুটুম্বগণসহ হরির নিকট গমন করিলেন। এই পুণ্য পঞ্চাখ্যান তোমার নিকট আমি বলিলাম, যে ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার আর দুর্গতি নাই। উক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি পাপেও কদাচ লিপ্ত হয় না। নর কোটি গোদানে যে ফল লাভ করে, এই পঞ্চাখ্যান শ্রবণে তাহার সেইরূপই ফল হইয়া থাকে। পুষ্করে বা ভাগীরথীতে নিত্য স্নান করিলে যে পুণ্যফল হয়, এই পঞ্চাখ্যান একবার মাত্র শ্রবণেই সেই ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দুঃস্বপ্ন নাশ করে এবং সত্বর আরোগ্য প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়, আরোগ্যলাভ হয়, সুতরাং ইহা অবশ্যই শ্রবণযোগ্য। ২৯—৪৫।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিজা উচুঃ।

কীর্ত্তির্ধর্ম্মোঽথ লোকেষু সর্ব্বাণি প্রবরাণি চ।
বদ নো মুনিশার্দ্দূল যদি নোঽস্তি ত্বদনুগ্রহঃ ॥ ১
ব্যাস উবাচ।
যস্য খাতে বনে গাবস্তৃপ্যন্তি মাসমেব চ।
যদ্বা সপ্তদিনং পূতঃ সর্ব্বৈর্দেবৈঃ স পূজিতঃ ॥২
পুষ্করিণ্যা বিশেষেণ পূতায়া যজ্ঞকর্ম্মণা।
যৎফলং জলদানেন সর্ব্বমত্রাস্তি তচ্ছৃণু ॥ ৩
হায়নে হায়নে চৈব কল্পং কল্পং বিধীয়তে।
দানাৎ স্বর্গমবাপ্নোতি তোয়দঃ সর্ব্বদো ভুবি ॥ ৪
মেঘে বর্ষতি খাতে চ জায়ন্তে যে তু শীকরাঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি দিবমশ্নাতি মানবঃ ॥ ৫
তোয়ৈরন্নাদিপাকৈশ্চ প্রসন্নো মানবো ভবেৎ।
প্রাণানাঞ্চ বিনান্নৈশ্চ ধারণং নৈব জায়তে ॥ ৬
পিতৃণাং তর্পণং শৌচং রূপং বৈগন্ধনাশনম্।
বীজং দ্বিহার্জ্জিতং সর্ব্বং সর্ব্বং তোয়ে প্রতিষ্ঠিতম্
বস্ত্রস্য ধাবনং রুচ্যং ভাজনানাং তথৈব চ।
তেনৈব সর্ব্বকার্য্যঞ্চ পানীয়ং মেধ্যমেব চ ॥ ৮
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বাপীকূপতটাককম্।
কারয়েচ্চ বলৈঃ সর্ব্বৈস্তথা সর্ব্বধনেন চ ॥ ৯
ততো বিনির্জ্জলে দেশে যো দদাতি জলাশয়ম্
বাসরে বাসরে তস্য কল্পং স্বর্গং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
ত্রিবিষ্টপাচ্চ্যুতো বিপ্রো বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ।
লোকবন্ধুঃ স ধর্ম্মাত্মা তপস্তপ্ত্বা দিবং ব্রজেৎ ॥
এবং জন্মাষ্টকং প্রাপ্য একস্যাক্ষয়মিষ্যতে।
ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতঃ সার্ব্বভৌমো ভবেন্নৃপঃ
বিশোঽক্ষয়ং ধনং বিদ্যাজন্মজন্মসু যৎপ্রিয়ম্।
শূদ্রাদয়োঽন্ত্যজাশ্চান্যে লভন্তে স্বর্গতিং মুহুঃ ॥
চতুর্হস্তপ্রমাণং তু কূপং খনতি যঃ পুমান্।
পরোপকারকং নিত্যং কল্পং স্বর্গস্তু হায়নে ॥ ১৪
দ্বিগুণে দ্বিগুণং বিদ্যাচ্ছতঞ্চৈব চতুর্গুণে।
বিংশৎকিষ্কুপ্রমাণান্তু দদ্যাৎ পুষ্করিণীন্তু যঃ ॥১৫

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

দ্বিজগণ কহিলেন,—হে মুনিবর! যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তবে আপনি এক্ষণে কীর্ত্তি ধর্ম্ম এবং প্রবর কর্ম্মসমূহ কি, তাহা আমাদের নিকট বলুন। ব্যাস বলিলেন, যাহার খাতে বা বনে গোগণ একমাস বা সপ্তদিন তৃপ্তি লাভ করে, সে ব্যক্তি পূত হইয়া সর্ব্বদেব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে। যে পুষ্করিণী যজ্ঞ কর্ম্ম দ্বারা বিশেষরূপে পূত হইয়াছে, তাহার জল প্রদান করিলে যে ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐরূপ পুষ্করিণীর জল এক এক বৎসর দানে এক এক কল্প স্বর্গ লাভ হয়। ভূতলে জলদানকর্ত্তাই সর্ব্বদাতা। মেঘ খাতে বর্ষণ করিলে যে সকল শীকর উৎপন্ন হয়, মানব তত সহস্র বর্ষ স্বর্গভোগ করে। সেই জলে অন্নাদি পাক করিলে মানব প্রসন্ন হইয়া থাকে। অন্ন বিনা প্রাণধারণ হয় না। পিতৃগণের তর্পণ, শৌচ, রূপ, দুর্গন্ধনাশ, সমস্ত বীজ সকলেই জলে প্রতিষ্ঠিত। বস্ত্রধাবন, পাত্রপরিষ্কার এ সমুদায় জল দ্বারাই করিতে হয়, সুতরাং পানীয়ই পবিত্র। অতএব সর্ব্ববিধ বল ও সর্ব্বধন দ্বারা সর্ব্বপ্রযত্নে বাপী, কূপ ও তটাক প্রস্তুত করিবে। যে ব্যক্তি জলহীন দেশে জলাশয় করিয়া দেয়, বাসরে বাসরে তাহার কল্পকালভোগ্য স্বর্গ হইয়া থাকে। পরে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইবার পর সে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রার্থপারগ, লোকহিতৈষী ও ধর্ম্মাত্মা হইয়া তপস্যা দ্বারা স্বর্গলাভ করে।১—১১। এইরূপে আট জন্ম লাভ করিয়া পরে অক্ষয় স্বর্গলাভের অধিকারী হয়। ক্ষত্রিয় ব্যক্তি সার্ব্বভৌম নরপতি হইয়া থাকেন। বৈশ্য প্রতিজন্মে প্রিয় অক্ষয় ধন ও বিদ্যা এবং শূদ্রাদি অন্ত্যজ জাতি বারংবার স্বর্গগতি লাভ করিয়া থাকে। যে পুরুষ পরোপকারার্থ চতুর্হস্ত প্রমাণ কূপ খনন করে, তাহার বর্ষে বর্ষে কল্পকালভোগ্য স্বর্গ হইয়া থাকে। এই পরিমাণের দ্বিগুণে দ্বিগুণ ফল এবং চতুর্গুণে শতগুণ ফল হয়। যে ব্যক্তি বিংশতি কিষ্কুপরিমাণ পুষ্করিণী-

বিষ্ণোর্ধাম লভেৎ সোঽপি দিব্যভোগং তথৈব চ।
অনন্তরং নৃপো জাতো ধনী বাগীশ্বরো ভবেৎ
এবং দ্বিস্ত্রিশ্চতুর্ব্বাপি গুণতো ভোগ্যমিষ্যতে।
বিস্তীর্ণে প্রচুরং বিদ্ধি সহস্রেণাচ্যুতো দিবঃ॥
সহস্রাদ্দ্বিগুণেনৈব সুরপূজ্যো ভবেন্নরঃ।
জন্তবস্তত্র যে সন্তি যাবন্তো জীবনং যযুঃ॥১৮
তৎসংখ্যাকা জনাস্তস্য কিঙ্করাঃ পৃষ্ঠলগ্নকাঃ।
ভবন্তি সততং গেহে পুরে জনপদেষু চ॥১৯
বিহায় পিতরং ভোগ্যা ধনে ক্ষীণে যথা বনম্।
পক্ষিণঃ শূকরশ্চৈব মহিষী করিণী তথা॥২০
উপদেষ্টা চ কর্ত্তা চ ষড়েতে স্বর্গগামিনঃ।
দিব্যঞ্চ পক্ষিণাঞ্চৈব শতং স্বর্গং বিনির্দ্দিশেৎ॥
ক্রোড়ো বর্ষসহস্রন্তু মহিষ্যযুতহায়নম্।
দেবরূপং সমাস্থায় করিণ্যা লক্ষমুচ্যতে॥২২
কোট্যেকমুপদেষ্টুশ্চ কর্ত্তুরক্ষয়মেব চ।
পুরা ধানসুতেনৈব কৃতঃ খাতো জলাশয়ঃ॥২৩
অযুতধনব্যয়েনৈব প্রাণেনৈব বলেন চ।
সর্ব্বসত্ত্বোপকারায় শিবশ্রদ্ধাযুতেন চ॥২৪
কালেন কিয়তা চাপি ক্ষীণবিত্তোঽভবৎ কিল।
কশ্চিদর্থীধনী তস্য মূল্যদানায় চোদ্যতঃ।
বিমৃশ্য ধনিনা চোক্তং ব্যাহারং শৃণুতাধুনা॥২৫
দীনারস্যাযুতং বা তে দাস্যাম্যস্যাশ্চ কারণাৎ।
লব্ধস্তে পুষ্করিণ্যাশ্চ পুণ্যং লাভাৎ প্রমন্যসে।
শক্ত্যা দত্ত্বাথ মূল্যং তাং স্বীয়াং কর্ত্তুং ব্যবস্থিতঃ
এবমুক্তে স তং প্রাহ বাসরেঽপ্যযুতং পুনঃ।
ফলং ভবতি বৈ নিত্যং পুণ্যং পুণ্যবিদো বিদুঃ
এতস্মিন্নির্জ্জলে দেশে শিবং খাতং কৃতঞ্চ মে।
স্নানপানাদিকং কর্ম্ম সর্ব্বে কুর্ব্বন্ত্যভীষ্টতঃ॥২৯
তস্মান্মেঽপ্যযুতার্থস্য নৈত্যকং ফলমিষ্যতে।
ততস্তস্যাভবদ্বাস্যং তথৈব চ সভাসদাম্॥৩০

দান করে, তাহার বিষ্ণুধামে গতি হয় এবং সর্ব্বভোগ লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর ঐ ব্যক্তি রাজা হইয়া প্রভূত ধনবান্ ও বাগীশ্বর হয়। এইরূপে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ এবং চতুগুণ পরিমাণ পুষ্করিণী করণে তত্তৎ গুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। সহস্র গুণ বিস্তীর্ণ হইলে প্রচুর ফল জানিবে। ঐরূপ পুষ্করিণীকরণে স্বর্গ হইতে আর বিচ্যুতি ঘটে না। ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ পুষ্করিণীকরণে নর সুরপূজ্য হইয়া থাকে। ঐ পুষ্করিণী মধ্যে যত পরিমাণ জন্তু থাকে, তাবৎসংখ্যক লোক পুষ্করিণীকর্ত্তার গৃহে, পুরে এবং জনপদে পৃষ্ঠলগ্ন কিঙ্কর হইয়া থাকে। পক্ষী, শূকর, মহিষী, করিণী, উপ-দেষ্টা এবং কর্ত্তা এই ছয় ব্যক্তিই স্বর্গগামী হয়। পক্ষিগণের দিব্য শতবর্ষ স্বর্গ হইয়া থাকে। শূকর বর্ষ সহস্র, মহিষী অযুতবর্ষ, করিণী দেবরূপ অবলম্বন করিয়া লক্ষ বর্ষ, উপ-দেষ্টা কোটি বর্ষ, এবং কর্ত্তা অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করে। পুরাকালে এক ধনি-সন্তান জলাশয় খনন করেন। তিনি মনে প্রাণে অযুত পরিমাণ ধন ব্যয় করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর উপকারার্থ শ্রদ্ধার সহিত এই কার্য্য করিয়া-ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি ক্ষীণবিত্ত দরিদ্র হইয়া পড়েন। তখন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার কৃতকার্য্যের মূল্যদানে উ ত হইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা বলিলেন, তাহা বা র্তাহ শ্রবণ কর। ১২—২৫। ধনী ব্যক্তি বলিলেন, আমি এই পুষ্করিণীর জন্য তোমাকে অযুত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব। তুমি পুষ্করিণী খননের পুণ্যলাভ করিয়াছ, এক্ষণে যদি মনে কর তবে লাভার্থ এই মূল্য গ্রহণ করিতে পার। আমি যথাশক্তি মূল্য দিয়া এক্ষণে এই পুষ্করিণীটী নিজের করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছি। ধনী এই কথা কহিলে পুষ্করিণী কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন,—আমার এক এক বাসরেই এক এক অযুত পুণ্য হইতেছে। পুণ্যবিদ্গণ বলিয়া থাকেন, এই কার্য্যে নিত্যই পুণ্যফল হয়। এই নির্জ্জন দেশে এই মঙ্গলময় খাত প্রস্তুত করিয়াছি। সকলেই এই স্থানে ইচ্ছানুরূপ স্নানপানাদি কর্ম্ম সম্পাদন করে। অতএব অযুত অর্থ আমার এই পুষ্করিণী-করণের নৈত্যক ফল। এ কথায় ধনী এবং

স্থিত্বা চ প্রীতিতঃ সোঽপি বাক্যমেতদুবাচ হ।
সত্যমেতদ্বচোঽস্মাকং পরীক্ষাং কুরু ধর্ম্মতঃ॥
মৎসরাৎ স তু তং প্রাহ শৃণু মে বচনং পিতঃ।
দীনারাযুতমেতত্তে দত্বা চানীয় প্রস্তরম্॥ ৩২
পাতয়িষ্যামি তে খাতে যথা যোগং প্রমজ্জতু
উন্মজ্জতি চ যৎকালে প্রস্তরঃ সন্তরত্যপি॥ ৩৩
ক্ষয়ং যাস্যতি নো বিত্তং নোচেন্মে ধর্ম্মতো
হি সা।
বাঢ়মুক্ত্বাযুতং তস্য গৃহীত্বা স্বগৃহং গতঃ॥ ৩৪
সাক্ষিণামগ্রতস্তেন প্রস্তরঃ পাতিতস্তথা।
পুষ্করিণ্যাং মহত্যাঞ্চ দৃষ্টং নরসুরাসুরৈঃ॥ ৩৫
ততো ধর্ম্মতুলায়াস্তু তুলিতং ধর্ম্মসাক্ষিণা।
দীনারাযুতদানস্য পুষ্করিণ্যা জলস্য তু॥ ৩৬
ন সমস্ত দিনৈকস্ত জলস্য ধর্ম্মতো ভৃশম্।
ধনিনো মানসং দুঃখং মোঘার্থঞ্চ পরেঽহনি॥৩৭
শিলোচ্চয়োঽভবত্তীর্ণো দ্বীপবচ্চ জলোপরি।
ততঃ কোলাহলঃ শব্দো জনানাং সমুপস্থিতঃ॥
তচ্ছ্রুত্বাদ্ভুতবাক্যঞ্চ মুদা তৌ চাগতৌ স্তকঃ॥
দৃষ্ট্বা শৈলং তথাভূতং ক্রেতং তেনাযুতং তথা।
ততঃ খাতাধিপেনৈব শৈলঃ দূরে নিপাতিতম্
পঙ্কং খাতস্য চোৎখাতে প্রলুপ্তস্য সুতেন হি
সোঽপি নাকং সমারুহ্য জন্মজন্মসুনির্বৃতঃ।
গোত্রমাতৃগণানাঞ্চ নৃপাণাং সুহৃদাং তথা॥৪১
সখীনাং চোপকর্ত্তৃণাং খাতং খাত্বাক্ষয়ং ফলম্
তপস্বিনামনাথানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
খাতন্তু জনয়িত্বা তু স্বর্গং চাক্ষয়মশ্নুতে॥ ৪২
তস্মাৎ খাতাদিকং বিপ্রাঃ শক্তিতো যঃ
করিষ্যতি।
সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ পুণ্যং মোক্ষং যাস্যন্ন সংশয়ঃ॥
য ইদং শ্রাবয়েল্লোকে ধর্ম্মাখ্যানং মহোৎকটম্
সর্ব্বগাতপ্রদানস্য ফলমশ্নাতি ধার্ম্মিকঃ॥ ৪৪

ধনীর সন্তানগণ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন পুষ্করিণীকর্ত্তা লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—আমার বাক্যই সত্য, আপনি ধর্ম্মানুসারে পরীক্ষা করুন। তখন ধনী মাৎসর্য্যের সহিত বলিলেন,—বৎস! আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি তোমাকে অযুত স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক প্রস্তর আনয়ন করিয়া তোমার পুষ্করিণীখাতে ফেলিব; স্বাভাবিক নিয়মে তাহা জলমধ্যে মগ্ন হইয়া যাইবে। পরন্তু যদি ঐ প্রস্তর কালে উন্মজ্জন বা সন্তরণ করে, তাহা হইলে আমার বিত্ত আমি পাইব না, আর যদি তাহা না হয়, তবে ধর্ম্মতঃ ঐ পুষ্করিণী আমারই হইবে। পুষ্করিণীকর্ত্তা সম্মত হইয়া অর্থগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। অনন্তর সাক্ষিগণের সমক্ষে সেই ব্যক্তি সুবৃহৎ পুষ্করিণী মধ্যে প্রস্তর ফেলিয়া দিলেন। সুর, অসুর ও নর সকলেই তাহা দেখিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরূপ সাক্ষী অযুত স্বর্ণমুদ্রা এবং পুষ্করিণী জলের তুলনা করিলেন; কিন্তু ঐ অযুত মুদ্রা ধর্ম্মত উহার এক দিনের পুণ্যফলেরও তুল্য হইল না। তখন

পরদিন একটা শিলোচ্চয় পুষ্করিণীর জলোপরি দ্বীপের ন্যায় ভাসিয়া উঠিল। তখন জনগণের মধ্যে একটা কোলাহল উত্থিত হইল। সেই অদ্ভুত কোলাহল শুনিয়া পুষ্করিণীকর্ত্তা এবং ক্রেতা ধনী উভয়েই সহর্ষে সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং তাদৃশ শৈল দর্শনে ক্রেতা ইহার দৈনিক অযুত ফল স্বীকার করিয়া লইলেন। তখন খাতাধিপ জলোপরিস্থ শিলাসকল দূরে ফেলিয়া দিলেন। পিতার কৃত খাত প্রলুপ্ত হইলে পুত্র যদি তাহার পঙ্কোদ্ধার করে, তবে সেই পুত্রও জন্ম জন্ম স্বর্গবাস করে। জ্ঞাতি, মাতা, নৃপ, সুহৃৎ, সখী ও উপকর্ত্তৃগণের জন্য খাত খনন করাইলে অক্ষয় ফল হয়। তপস্বী, অনাথ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের জন্য খাত প্রস্তুত করিয়া মানব অক্ষয় স্বর্গভোগ করিয়া থাকে। অতএব হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি সাধ্যানুসারে খাত খনন করে, তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হওয়ায় পুণ্য হয়; সে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করে। যে ব্যক্তি এই উত্তম ধর্ম্মাখ্যান শ্রবণ

গ্রহণে ভাস্করস্যৈব ভাগীরথ্যাঃ তটে বরে।
গবাং কোটিপ্রদানস্য ফলং প্রাপ্য লভেন্নরঃ।
নচ দারিদ্র্যতামেতি ন শোকং ব্যাধিসঞ্চয়ম্ ॥৪৬
অসম্মানং মহদ্দুঃখমুত্তমোর্ন্নাধিগচ্ছতি ॥ ৪৭

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে স্বর্গখণ্ডে খাতাদি-কীর্ত্তনং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শাখিনামেব সর্ব্বেষাং ফলং বক্ষ্যামি যাদৃশম্।
তচ্ছৃণুধ্বং মহাভাগা রোপণে চ পৃথক্ পৃথক্ ॥১
যস্তু রোপয়তে তীরে পুণ্যবৃক্ষান সমন্ততঃ।
তস্য পুণ্যফলং জ্ঞাতুং কথিতুং নৈব শক্যতে ॥২
অন্যত্র রোপণং কৃত্বা শাখিনাং যৎফলং লভেৎ
ততো জলসমীপে তু লক্ষকোটিগুণং ভবেৎ ॥৩
স্বয়ং পুষ্করিণীতীরে অনন্তং ফলমশ্নুতে।
তস্মাচ্ছতগুণং জ্ঞেয়ঃ শাখিনাং পুণ্যকারিণাম্ ॥৪
অশ্বত্থরোপণং কৃত্বা জলাশয়সমীপতঃ।
যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো ন তৎ ক্রতুশতৈরপি।
পতন্তি যানি পত্রাণি জলে পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
তানি পিণ্ডসমানীহ পিতৄণামক্ষয়ং যযুঃ ॥ ৬
খাদন্তি পতগাস্তত্র ফলানি কামতো ধ্রুবম্।
ব্রহ্মভক্ষ্যসমং তস্য পুণ্যং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥৭
অশ্বত্থেনৈব ভক্ষ্যেণ রোপণেনৈব যৎফলম্।
তন্নৈব ক্রতুশতৈর্নৈব পুত্রৈরেব শতৈরপি ॥ ৮
উষ্ণাচ্ছায়াং প্রগৃহ্ণন্তি গাবো দেবদ্বিজাতয়ঃ।
কর্ত্তুঃ পিতৃগণানাঞ্চ স্বর্গো ভবতি চাক্ষয়ঃ ॥৯
কর্ত্তুঃ স্বস্বস্য বৈ বিঘ্নমক্ষয়ন্নাম্ন শক্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন রোপয়েদ্বৃক্ষমাধবম্ ॥ ১০
একং বৃক্ষং সমারোপ্য নরঃ স্বর্গান্ন হীয়তে।
তস্মাদেব মহাবৃক্ষং রোপয়ধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥১১
জলানাং নিকটে রম্যে রসানাং ক্রয়বিক্রয়ে।

ফল প্রাপ্ত হয়। নর এই ধর্ম্মাখ্যান শ্রবণ করিয়া গঙ্গাতীরে সূর্য্যগ্রহণে কোটি গাভী-প্রদানের ফল লাভ করে; তাহার দারিদ্র্য হয় না, সে কখন ব্যাধি বা শোক ভোগ করে না, কোনরূপ অসম্মান বা ঘোর দুঃখ প্রাপ্তি কখনই তাহার হয় না। ২৬—৪৭।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষসমূহ রোপণে যে ভিন্ন ভিন্ন ফল হয়, তাহা এক্ষণে বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি পুষ্করিণীর চারি তীরে পুণ্য বৃক্ষসমূহ রোপণ করে, তাহার ফল পরিমাণ জানিতে বা বলিতে আমি অক্ষম। অন্যত্র বৃক্ষরোপণে যে ফল পাওয়া যায়, জলসমীপে বৃক্ষরোপণে তাহা হইতে লক্ষকোটি গুণ ফল হইয়া থাকে। পুষ্করিণী সান্নিধ্যে সাধারণ বৃক্ষরোপণে অনন্ত ফলভোগ হয়। যাহারা পুণ্যকারী বৃক্ষ তাহাদের রোপণে তদপেক্ষাও শতগুণ ফল হইয়া থাকে। জলাশয় সমীপে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণে যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, শত শত যজ্ঞ করিয়াও মানব সে ফল লাভ করে না। ১—৫। প্রতি পর্ব্বে অশ্বত্থতরুর যত পত্র পুষ্করিণীর জলে পতিত হয়, সে সমস্ত পিণ্ডতুল্য হইয়া পিতৃগণের অনন্ত তৃপ্তি সাধন করে। পক্ষিগণ সেই সকল বৃক্ষে ইচ্ছানুরূপ ফল ভক্ষণ করে, তাহাতে রোপণকর্ত্তার ব্রহ্মভক্ষ্যসম অক্ষয় পুণ্য হয়। ভক্ষ্য অশ্বত্থরোপণে যে ফল লাভ করা যায়, তাহা শত শত যজ্ঞ বা শত শত পুত্র দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি দেব, দ্বিজ ও গাভীগণ আতপ তাপে অশ্বত্থের ছায়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রোপণ কর্ত্তার অক্ষয় স্বর্গ হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিবে। নর একটী বৃক্ষ রোপণ করিলেও স্বর্গ হইতে কদাচ বিচ্যুত হয় না। সুতরাং দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা মহাবৃক্ষ

মার্গে জলাশয়ে বৃক্ষান্ রোপয়েদ্‌যো মহাশয়ঃ।
অশ্বত্থাদীন্ সমারোপ্য স্বর্গং যাতি মনোরমম্॥
অর্চ্চয়িত্বা তু যৎপুণ্যং প্রবক্ষ্যামি দ্বিজাতয়ঃ।
স্নাত্বাশ্বত্থং স্পৃশেদ্‌যস্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
অস্নাতো যঃ স্পৃশেন্মর্ত্ত্যো লভতে স্নানজং
ফলম্॥ ১৪
দৃষ্ট্বা চ নাশয়েৎ পাপং স্পৃষ্ট্বা লক্ষ্মীং প্রপদ্যতে
প্রদক্ষিণে ভবেদায়ুঃ সদাশ্বত্থ নমোঽস্তু তে॥১৫
চলদ্দলায় বৃক্ষায় সদা বিষ্ণুস্থিতায় চ।
বোধিসত্ত্বায় যোগ্যায় সদাশ্বত্থ নমোঽস্তু তে॥
অশ্বত্থায় তু হব্যন্তু পয়ো নৈবেদ্যমেব চ।
পুষ্পং ধূপং দীপকঞ্চ দত্ত্বা স্বর্গান্ন হীয়তে॥১৭
সপুত্রং চাক্ষয়ং বিদ্ধি ধনবৃদ্ধিযশস্করম্।
বিজয়ং মানদং ভদ্রং অশ্বত্থস্য প্রপূজনম্॥১৮
যজ্জপ্তঞ্চ হুতং স্তোত্রং যন্ত্রমন্ত্রাদিকঞ্চ যৎ।
সর্ব্বং কোটিগুণং প্রোক্তং মূলে চলদলস্য চ॥১৯
যস্য মূলে স্থিতো বিষ্ণুর্মধ্যে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ।
অগ্রভাগে স্থিতো ব্রহ্মা কস্তং জগতি নার্চ্চয়েৎ
সোমবারে ত্বমায়াঞ্চ স্নানং যন্মৌনিনা কৃতম্।
দানস্য গোসহস্রস্য ফলং চাশ্বত্থবন্দনে॥ ২১
সপ্তপ্রদক্ষিণেনৈব গবাময়ুতজং ফলম্।
প্রচুরাল্লক্ষকোটিশ্চ তস্মাৎ কার্য্যা হি সা সদা॥
যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে তত্র ফলমূলজলাদিকম্।
সর্ব্বং তচ্চাক্ষয়ফলং জন্মজন্মসু জায়তে॥২৩
অহোশ্বত্থসমো নাস্তি বৃক্ষরূপী হরির্ভুবি।
যথা পূজ্যো দ্বিজো লোকে যথা গাবো যথামরাঃ
তথাশ্বত্থবৃক্ষরূপী দেবঃ পূজ্যতমঃ স্মৃতঃ॥২৪
রোপণে রক্ষণে স্পর্শে পূজাকর্ম্মণি বৈ সদা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ স্বর্গং মোক্ষং পুনঃ ক্রমাৎ
কিঞ্চিচ্ছেদং তু যঃ কুর্য্যাদশ্বত্থস্য তনৌ নরঃ।
কল্পৈকং নিরয়ং ভুক্ত্বা চাণ্ডালাদৌ প্রজায়তে।
মূলচ্ছেদেন তস্যৈব স চ যাত্যপুনর্ভবম্॥

রোপণ করুন। যে মহাশয় ব্যক্তি রম্য জল নিকটে, রসসমূহের ক্রয় বিক্রয় স্থলে, পথে ও জলাশয়তীরে অশ্বত্থাদি বৃক্ষসমূহ রোপণ করেন, তাঁহার মনোরম স্বর্গবাস হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! ঐ সকল বৃক্ষ অর্চ্চনা করিলে যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি। যে ব্যক্তি স্নানপূর্ব্বক অশ্বত্থ স্পর্শ করে, তাহার সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে, মানব অস্নাত অবস্থায় অশ্বত্থ বৃক্ষ স্পর্শ করিলেও স্নান-জন্য ফল লাভ করে। অশ্বত্থ দর্শনে পাপ নাশ, স্পর্শে লক্ষ্মীলাভ এবং প্রদক্ষিণে আয়ু-বৃদ্ধি হয়,—হে অশ্বত্থ! সর্ব্বদা তোমাকে নমস্কার। অশ্বত্থ তুমি চলদ্দল, সদা বিষ্ণু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, বোধিসত্ত্ব ও যোগ্য, তোমাকে সদা নমস্কার করি। নর অশ্বত্থ বৃক্ষকে হব্য, দুগ্ধ, নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ ও দীপ দান করিয়া স্বর্গ হইতে কখন বিচ্যুত হয় না জানিবে। অশ্বত্থপূজনে পুত্র, অক্ষয়, ধনবৃদ্ধি, বিজয়, মান এবং মঙ্গল লাভ হয়। অশ্বত্থ-মূলে যে কিছু জপ, হোম, স্তোত্রপাঠ ও যন্ত্র-মন্ত্রাদি করা যায়, তৎসমস্তই কোটিগুণ হইয়া থাকে। যাহার মূলে বিষ্ণু, মধ্যে শঙ্কর এবং অগ্রভাগে ব্রহ্মা অবস্থিত, এ জগতে কে না তাঁহাকে অর্চ্চনা করে? অমাবস্যায় সোম-বারে মৌনস্নানে এবং গোসহস্রদানে যে ফল হয়, অশ্বত্থতরুর বন্দনা করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। অশ্বত্থ তরু সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলে, অযুত গোদানের এবং ততোধিক প্রচুর প্রদক্ষিণে লক্ষ কোটি গুণ ফল লাভ হয়। অতএব সর্ব্বদাই উহাকে প্রদক্ষিণ করিবে। ৬—২২। অশ্বত্থ তলে যে কিছু ফলমূল জলাদি প্রদান করা যায়, জন্মে জন্মে তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। ভূতলে অশ্বত্থই বৃক্ষরূপী হরি; সুতরাং তত্তুল্য বৃক্ষ আর নাই। জগতে যেমন দ্বিজ, গো ও অমরগণ পূজ্য, তেমনি অশ্বত্থরূপী হরি দেব পূজ্যতম। এই বৃক্ষ রোপণে, রক্ষণে এবং স্পর্শনে ক্রমশ বিত্ত, পুত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। নর অশ্বত্থদেহ কিঞ্চিন্মাত্র ছেদন করিলেও এক কল্পকাল নরক ভোগ করিয়া পরে চাণ্ডালাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। উহার মূলচ্ছেদনে চির নরক ভোগ

পুরুষাস্তস্য তিষ্ঠন্তি রৌরবে ঘোরদর্শনে ॥ ২৭
অশ্বথস্যৈকবৃক্ষস্য রোপণে যৎফলং ভবেৎ।
তথৈব চম্পকেঽর্কে চ ত্রয়াণাং রোপণেঽপি চ ॥
অষ্টৌ বিল্বস্য বৃক্ষাশ্চ ন্যগ্রোধাশ্চৈব সপ্ত চ।
নিম্বস্য দশবৃক্ষাশ্চ ফলং চৈষাং সমং ভবেৎ ॥
একৈকস্য ফলং চোক্তং বৃক্ষাণাং রোপণে দ্বিজাঃ
এবং বুদ্ধা তু ধর্মাত্মা যঃ কুর্য্যাৎ কৃত্রিমং বনম্
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
নাকমেতি স চূতস্য সমারোপ্য সহস্রকম্ ॥ ৩১
ততো দ্বিত্রিগুণেনৈব ন্যূনে বা প্রচুরেঽপি বা
ভুক্তে ভুক্তা পুনঃ কুর্য্যাৎ নৃপো বাথ সদীশ্বরঃ
স্বর্গং ভোগ্যং ততো রাজ্যং কল্যাণং মঙ্গলং শুভম্।
আরোগ্যং শৌর্য্যসম্পন্নমারামাদেব জায়তে ॥৩৩
ফলানি যস্য খাদন্তি জন্তবোঽথ সহস্রশঃ।
আশ্রিতা বিহগাঃ কীটাঃ পতগাঃ শলভাদয়ঃ ॥

ছায়াশ্রিতাশ্চ যে সত্ত্বাস্তৎসংখ্যাতা পৃথগ্‌জনাঃ
তস্য কিঙ্করতাং যান্তি শতশো দেবতার্চ্চিতাঃ।
যে চ বৃক্ষা মহাসত্ত্বাঃ সর্ব্বে তে দেবরূপিণঃ।
তদর্চ্চা পিতৃবৎকার্য্যা শুশ্রূষাং জলপিণ্ডকম্ ॥৩৬
মর্ত্ত্যলোকে চ তে পুত্রাস্তস্য জন্মনি জন্মনি ॥৩৭
সুরূপাঃ সুবিনীতাশ্চ সদা পুণ্যক্রিয়াঃ শুভাঃ।
এবং গণেশতাং যান্তি জন্তবশ্চূতরোপকাঃ ॥ ৩৮
ধাত্রীহরীতকী চান্যে কটুতিক্তাম্লসম্ভবাঃ।
সর্ব্বে চারামতঃ শুদ্ধাঃ ফলদাঃ শিবদাঃ সদা।
প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণাঃ সর্ব্বরত্নবিভূষিতাঃ।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তা বিমানাশ্চানিলোপমাঃ ॥ ৪০
শাতকুম্ভময়া বৃক্ষাঃ সদৈব সর্ব্বদায়িনঃ।
সর্ব্বর্ত্তুসুখদাঃ সৌম্য কন্যকা অপ্সরঃসমাঃ ॥ ৪১
গীতনৃত্যপরাধীরাস্তত্র তিষ্ঠন্তি বৃক্ষদাঃ।
পুষ্করিণ্যো বিশেষেণ খাতান্যন্যানি যানি চ ॥৪২

নিশ্চিত। ছেদনকর্ত্তার বংশস্থ পুরুষগণ ঘোর দর্শন রৌরবে অবস্থান করে। একমাত্র অশ্বথ বৃক্ষের রোপণে যে ফল হয়, তিনটী চম্পক, তিনটী অর্ক, অষ্ট বিল্ব, সপ্ত ন্যগ্রোধ, এবং দশ নিম্ব বৃক্ষরোপণে সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! এই সকল বৃক্ষের এক একটী রোপণেও ফল উক্ত হইয়াছে। এইরূপ বুঝিয়া যে ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি কৃত্রিম বন প্রস্তুত করেন, কল্প কোটি সহস্র এবং কল্প কোটিশত কাল তাঁহার স্বর্গভোগ হয়। যেজন সহস্র চূত বৃক্ষ কিংবা তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ অথবা তদপেক্ষা ন্যূন বা অধিক বৃক্ষ রোপণ করে, তাহারও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, স্বর্গভোগের পর, ঐ ব্যক্তি ভূলোকে রাজা বা প্রচুর ধনশালী হইয়া পুনরায় আরাম প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইহার ফলেও তাঁহার শুভ স্বর্গভোগ ও পরে কল্যাণময় রাজ্যলাভ হইয়া থাকে। অতএব আরাম হইতেই মঙ্গল, আরোগ্য এবং শৌর্য্য সম্পত্তি হয়। যাহার ফল সকল সহস্র সহস্র বিহগ ও অন্যান্য প্রাণিগণ ভক্ষণ করে, পক্ষী কীট ও শলভাদি যাহাতে আশ্রয় লয়, প্রাণিগণ ও তৎসংখ্যক জনগণ যাহার ছায়াতলে বাস করে, সেই বৃক্ষরোপণকর্ত্তার শত শত লোক কিঙ্কর হইয়া থাকে। যে সকল দেবতার্চ্চিত বৃক্ষ, তাহারা সকলেই মহাসত্ব এবং সকলেই দেবরূপী। সুতরাং তাহাদের পিতৃবৎ অর্চ্চনা, শুশ্রূষা ও জল পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে তাহারা মর্ত্ত্যলোকে প্রতিজন্মে তাহার পুত্র হইয়া থাকে। ঐ সকল পুত্র সুরূপ, সুবিনীত, সর্ব্বদা পুণ্যক্রিয়ারত হয়। এইরূপে চূতবৃক্ষরোপক মানবগণ গণেশত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৩—৩৮। ধাত্রী হরীতকী এবং অন্যান্য যে সকল কটুতিক্ত অম্লজ বৃক্ষ আছে, তাহারাও সর্ব্বদা আরামে শুদ্ধ; তাহারাও ফলদ মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে। যেখানে সর্ব্বরত্নভূষিত সুবর্ণময় প্রাসাদ সর্ব্বাভরণান্বিত বায়ুবেগী বিমান সর্ব্বঋতুসুখদ সর্ব্ব ফলদাতা সুবর্ণ বৃক্ষ, এবং নৃত্যগীতপরায়ণা অপ্সরোপমা সুন্দরী কন্যাগণ বিরাজিত, বৃক্ষদাতা মনুষ্যগণ সেইখানে বাস করেন। তাঁহাদের জন্য বিবিধ পুষ্করিণী, অন্যান্য অনেক প্রকার

শুদ্ধোপলাস্তরচিতা নদ্যঃ পায়সকর্দ্দমাঃ।
পুনর্দুগ্ধসফেনাশ্চ অন্নাদিষসভ্রান্বিতাঃ ॥ ৪৩
মর্ত্ত্যলোকে যথা ভোগ্যং পুনঃ স্বর্গে পুনর্ভুবি
পুনরেব তদভ্যাসাৎ খাতমারামকং পুনঃ ॥ ৪৪
যথা পুণ্যাদিকং কৃত্বা স্বর্গমর্ত্ত্যাধিপঃ পুমান্।
অশক্তস্তু প্রপাং কৃত্বা পুষ্করিণ্যাঃ ফলং লভেৎ
প্রপায়া লক্ষণঞ্চাত্র সর্ব্বপাপহরং পরম্।
সর্ব্বভোগপ্রদং শুদ্ধং স্বর্গাপবর্গদং স্থিরম্ ॥ ৪৬
লক্ষণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি প্রপায়াঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
নির্জ্জলেঽধ্বনি পৃক্তে চ স্থানে কৃত্বা চ মণ্ডপম্
বহুপান্থে সমায়াতে গ্রীষ্মবর্ষাশরৎস্বপি।
অগুরুকাদিসৌগন্ধ্যং জলং পূগং সচন্দ্রকম্।
আসনঞ্চৈব তাম্বূলং দত্ত্বা স্বর্গান্ন হীয়তে ॥ ৪৮
এবং বর্ষত্রয়েণৈব পুষ্করিণ্যাঃ ফলং লভেৎ ॥
স্বর্গাচ্চৈবাচ্যুতো মর্ত্ত্যো দেবৈরপি প্রপূজ্যতে
মাসমেকন্তু যো দদ্যাৎ প্রপাং গ্রীষ্মেঽথ নির্জ্জলে
কল্পৈকন্তু বসেৎ স্বর্গে স্বর্গাদ্ভ্রষ্টো মহীয়তে।
প্রপাদাস্তত্র তিষ্ঠন্তি যত্র পুষ্করিণীপ্রদাঃ ॥ ৫১
নোচেদ্ধর্ম্মঘটো দেয়ঃ পুণ্যপাপক্ষয়ায় চ।
এষ ধর্ম্মঘটো জ্ঞেয়ো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
তব প্রসাদাৎ সফলাঃ মম সন্তু মনোরথাঃ ॥৫২
স্বর্ণমাষং চতুর্ভাগং দক্ষিণার্থং ঘটস্য চ।
এবং বর্ষত্রয়েণৈব প্রপাদানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
যঃ পঠেচ্ছ্রাবয়েদ্বাপি পুষ্করিণ্যাদিজং ফলম্।
সাক্ষাৎ পাপাৎ ভবেন্মুক্তস্তৎপ্রসাদাত্তু সদ্গতিঃ
জনেষু শ্রাবয়েদ্যস্তু পুণ্যাখ্যানমিদং শুভম্।
কল্পকোটিসহস্রাণি সুরলোকে স তিষ্ঠতি ॥ ৫৫

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে পুষ্করিণ্যাদিধর্ম্মকীর্ত্তনং নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

খাত, মসৃণ উপল রচিত পায়স পঙ্কযুতা নদী দুগ্ধফেননিভ শয্যা এবং ষড়্রসান্বিত অন্নাদি তথায় প্রস্তুত থাকে। তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে ঐ সকল ভোগ্য বিষয় যথাযথ ভোগ করিয়া পুনরায় স্বর্গে এবং তৎপরে পুনরায় ভূতলে উহা ভোগ করিতে থাকেন। মানব জন্মান্তরীয় অভ্যাসবশে পুনঃ পুনঃ খাত ও আরামাদি নির্ম্মাণজনিত পুণ্যাদি সঞ্চয় করিয়া বার বার স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে আধিপত্য লাভ করেন। অশক্ত পক্ষে মাত্র প্রপা প্রস্তুত করিয়াও নর পুষ্করিণীখননের ফল লাভ করিয়া থাকে। প্রপার লক্ষণ বলিতেছি; উহা সর্ব্বপাপহর, সর্ব্বভোগপ্রদ শুদ্ধ, স্বর্গ ও অপবর্গজনক এবং কীর্ত্তিবর্দ্ধন। নির্জ্জল দেশের পরিষ্কৃত স্থানে মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে কখন বহু পান্থ সমাগম হইবে, তখন তাহাদিগকে অগুরুকাদি সৌগন্ধ্যযুক্ত জল, সকর্পূর তাম্বূল ও গুবাক, এবং বসিবার আসন প্রদান করিবে। এইরূপ করিলে মানব স্বর্গ হইতে কখন ভ্রষ্ট হয় না। এইরূপ কার্য্য তিন বৎসর করিলে, পুষ্করিণী নির্ম্মাণের ফল লাভ হয়। এই সদনুষ্ঠানের ফলে মানব স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় না; দেবগণ তাহাকে পূজা করিতে থাকেন। গ্রীষ্মকালে নির্জ্জল প্রদেশে যে ব্যক্তি একমাস যাবৎ প্রপা দান করে, এক কল্পকাল তাহার স্বর্গবাস হয়। কল্পাবসানে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় সে মহীতলে অর্চ্চিত হইয়া থাকে। পুষ্করিণীদাতৃগণ যেখানে বাস করেন, প্রপাদাতৃগণও সেই স্থানে অবস্থান করেন।৩৯—৫১। পুষ্করিণী বা প্রপা এই উভয়ের কোন একটা দান করিতেও যিনি অশক্ত, তিনি পাপক্ষয়ার্থ অন্ততঃ একটী ধর্ম্মঘটও প্রদান করিবেন। দানকালে বলিবেন, এই ধর্ম্মঘট ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক; হে ঘট! তোমার প্রাসাদে আমার মনোরথ সকল সিদ্ধ হউক। উক্ত ঘটের দক্ষিণার্থ স্বর্ণমাষের চতুর্থাংশ দক্ষিণা দান করিতে হয়। এইরূপে তিন বর্ষ যাবৎ ধর্ম্মঘট প্রদান করিলে প্রপাদানের ফললাভ হইয়া থাকে। পুষ্করিণী প্রভৃতি দানের ফল যে ব্যক্তি পাঠ করে বা শ্রবণ করায়, সে পাপমুক্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করে। এই শুভ পুণ্যাখ্যান যে ব্যক্তি জনগণকে শ্রবণ

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কীর্ত্তিধর্ম্মং পরং শুভম্।
সেতুবন্ধফলং পুণ্যং ব্রহ্মণা ভাষিতং যথা॥ ১
কান্তারে দুস্তরে পঙ্কে পুরুশঙ্কুসমাকুলম্।
আলি কৃত্বা ভবেৎ পূতো দেবত্বং যাতি মানবঃ
বিতস্তৌ তু লভেৎ স্বর্গং দিব্যং বর্ষশতং সমম্
এবং সংখ্যাবিধানেন নরঃ স্বর্গান্ন হীয়তে॥ ৩
কদাচিৎ পঙ্কযোগাচ্চ স্বর্গাদ্ভুবি বিজায়তে।
তদা ভট্টারকঃ শ্রীমান্ রোগশোকবিবর্জ্জিতঃ॥৪
পঙ্কাদৌ সংক্রমাংশ্চৈব কৃত্বা স্বর্গান্ন হীয়তে।
সর্ব্বপাপং ক্ষয়ং তস্য সম্প্রয়াতি দিনে দিনে॥
তথালিসংক্রমাণাঞ্চ ফলং তুল্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
ধনপ্রাণাব্যয়েনৈব ধীমতা ক্রিয়তে সদা॥ ৬
শ্রূয়তাং যৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং বৃদ্ধসম্মতম্।
কশ্চিচ্চোরো মহাভীষ্মে স্তেয়কর্ম্মণি চোদ্যতঃ॥
কান্তারে গোশিরঃ স্থাপ্য ক্রান্ত্বা স্তেয়ং গতো হৃসৌ।
ধনাপহরণং কৃত্বা গৃহস্থস্য চ তেন হি।
গতঃ স্বমন্দিরং তত্র জনা গচ্ছন্তি বর্ত্মনি॥ ৮
সর্ব্বেষামেকপাদস্য সুখং ভবতি নিশ্চিতম্॥৯
একপাদে হ্রদে দুর্গে তারকং গোশিরঃ পরম্।
চান্দ্রায়ণঞ্চ তত্তস্য কান্তারে সংস্থিতং শিরঃ॥১০
ততশ্চোরস্য নিধনে চিত্রগুপ্তপ্রণীতকে।
ধর্ম্মস্য ফলমাত্রন্তু এতস্য চ ন বিদ্যতে॥ ১১
ন দৈবং পৈতৃকং কার্য্যং তীর্থস্নানং দ্বিজার্চ্চনম্
দানং গুরুজনে মানং জ্ঞানং পরহিতং শুভম্॥
মনসা ন কৃতং তেন ক্রিয়য়া চ কথং পুনঃ।
কৃতং সাহসিকং স্তেয়ং পরদারাভিমর্শনম্॥১৩
ভূতমিথ্যাপবাদঞ্চ সাধুনিন্দাপরং তথা।
এবং শতসহস্রন্তু তথা গোহরণং কৃতম্॥ ১৪

করায়, সে কোটি সহস্র কল্পকাল দেবলোকে বাস করিয়া থাকে। ৫২—৫৫।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮

—

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অতঃপর ব্রহ্মার বচনাস্বরূপ কীর্ত্তিধর্ম্মকর পরম পুণ্যজনক শুভ সেতুবন্ধ ফল কীর্ত্তন করিতেছি। দুস্তর কান্তারে পঙ্ক মধ্যে প্রচুর শঙ্কুসমাকুল আলি প্রস্তুত করিয়া মানব দেবত্ব লাভ করে। ঐরূপ বিতস্তি প্রমাণ আলি নির্ম্মাণে দিব্য শতবর্ষব্যাপী স্বর্গভোগ হয়। এরূপ সংখ্যানুপাতে ফল লাভ হওয়ায় নর কখন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয় না; ঐ আলি পঙ্কযুক্ত হইলেও স্বর্গবাস হইবে বটে, কিন্তু পঙ্কযোগহেতু স্বর্গ হইতে ভূতলে আসিতে হইবে; কিন্তু আল নির্ম্মাণ মাহাত্ম্যে সে দিবাকরদ্যুতি ও সর্ব্বরোগ বিবর্জ্জিত হইবে; আর পঙ্কাদিতে আলি নির্ম্মাণ করিলে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইবে না। দিনে দিনে আলিনির্ম্মাতার সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া যায়। ভগ্ন আলি সংযোজন করিয়া দিলেও তুল্য ফল হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধন প্রাণ ব্যয় করিয়াও সর্ব্বদা উহা প্রস্তুত করিবেন। এই সম্বন্ধে বৃদ্ধসম্মত এক প্রাচীন আখ্যান আছে। কোন চোর ভীষণ চৌর্য্যকর্ম্মে উদ্যত হইয়া এক কান্তার পথে একটা গোমুণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপর দিয়া চুরি করিতে গিয়াছিল। চোর গৃহস্থের ধনাপহরণ করিয়া পুনরায় সেই পথে স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। তদবধি জনগণ সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। চোর যেখানে গোমুণ্ড রাখিয়া গিয়াছিল, সেখানে পান্থসমূহের নিশ্চিতই এক পাদপাতের সুখানুভব হইত। এক পাদপরিমিত দুর্গম হ্রদে সেই গোমুণ্ডই পরম তারক হইয়াছিল। সেই কান্তারস্থ গোমুণ্ডই চোরের প্রায়শ্চিত্ত হইল। চোর মৃত্যুগ্রস্ত হইলে চিত্রগুপ্ত গণিয়া দেখিলেন, চোরের কিছুমাত্র ধর্ম্মফল নাই। দৈবপৈত্রকার্য্য, তীর্থস্নান, দ্বিজার্চ্চন, দান, গুরুজনে সম্মান, জ্ঞান, শুভ পরোপকার ইহার কোন কিছুই চোর কার্য্যতঃ করা দূরে থাক, মন দ্বারাও করে নাই। সাহসিক স্তেয় কর্ম্ম, পরদার ধর্ষণ, প্রাণিবর্গের মিথ্যাপবাদ রটনা, সাধুজনের নিন্দা এবং শত সহস্র গোহরণ এই সকল কার্য্যই এই চোর প্রতিনিয়ত করিয়াছে।

ততোহহ ধর্ম্মরাজস্তু কালানলসমপ্রভঃ।
নয়তৈনং ফলং শুরা দুর্গতিঞ্চাপুনর্ভবম্ ॥ ১৫
এতস্মিন্নন্তরেহবোচচ্চিত্রগুপ্তোহনুকম্পকঃ।
অস্যাস্য গোশিরঃপুণ্যং কিঞ্চিন্নাথ ক্ষমাধুনা ॥
নৃপো দ্বাদশবার্ষিক্যং লভেৎ পুণ্যোদয়ং ক্ষিতৌ
তথাহ ধর্ম্মরাজস্তং গচ্ছ মর্ত্ত্যং দুরাত্মক।
অকণ্টকঞ্চ রাজ্যঞ্চ ভুঙ্ক্ষ, দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ১৭
যদ্ধৃতং গোশিরো মার্গে মুক্তস্তস্যৈব কারণাৎ।
পুনরত্র সমাগম্য সঙ্গতশ্চাপুনর্ভবম্ ॥
ততঃ কৃতাঞ্জলির্দৈবমুবাচ দুঃখপীড়িতঃ ॥ ১৯
ধর্ম্মরাজানুকম্পা চ ময্যেবং পাপকারিণি।
কুরু নাথ ত্বনাথে চ জানামি প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥২০
ধর্ম্মরাজস্তু তং চাহ বাঢ়মেবমিতো ব্রজ।
স্মরিষ্যসি স্ববৃত্তান্তং মৎপ্রসাদাৎ সুদুঃখিতঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে চৈব মোচিতঃ কিঙ্করেণ হি।
তস্য জন্মাভবৎ কৌ চ দুর্গিধে চাতিবাণিকে
আজন্ম বিবিধং দুঃখং ভুক্তং পূর্ব্ববিকর্ম্মতঃ।
ভুক্ত্বা ক্লেশং মহান্তং চ একবিংশতিহায়নম্ ॥২৩
তস্মিন্ রাষ্ট্রে মৃতো ভূপঃ স্বকর্ম্মপরিপীড়িতঃ।
এতস্মিন্নন্তরেহমাত্যৈঃ সমালোক্য সুমন্ত্রিভিঃ ॥
অনেকপরিমর্শৈশ্চ পৃথিব্যাং ভ্রমণং কৃতম্।
তমারুধ্বংশ্চ তে সদ্যঃ সর্ব্বেষাং পুরতো দৃঢ়ম্ ॥
ততো রাজ্যাভিষেকশ্চ কৃতস্তৈস্তস্য বিমৎসরৈঃ।
স চ রাজ্যঞ্চ সংশ্রিত্য ধর্ম্মরাজবরেণ চ ॥ ২৬
অকরোদালিকং কর্ম্ম শিলাবদ্ধঞ্চ মৃন্ময়ম্।
সংক্রমং জলদুর্গে চ তরণিং চ তথাপরে ॥ ২৭
বাপীকূপতটাকানি প্রপারামমহীরুহম্।
কৃতবান্ বিবিধং যজ্ঞং দানপুণ্যমতঃ পরম্ ॥২৮
স্মরংশ্চ পূর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বপাপক্ষয়ায় বৈ।
কৃতং বহুবিধং ধর্ম্মং ব্রতানি বিবিধানি চ ॥ ২৯

তখন কালানল সমপ্রভ ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—দূতগণ! ইহাকে অনন্তকালের জন্য দুর্গতি ভোগ করাও, ধর্ম্মরাজ এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে ইত্যবসরে চিত্রগুপ্ত সদয়ভাবে আসিয়া বলিলেন,—প্রভো! ক্ষমা করুন, এই ব্যক্তির গোমুণ্ডদানজন্য কিঞ্চিৎ পুণ্য আছে। ইহাকে ক্ষমা করুন। এই ব্যক্তি ভূতলে গিয়া নৃপতি হইয়া দ্বাদশবার্ষিক পুণ্যোদয় লাভের অধিকারী হইয়াছে। তৎশ্রবণে ধর্ম্মরাজ তাহাকে বলিলেন,—হে দুরাত্মক! তুমি মর্ত্ত্যলোকে যাও, সেখানে দ্বাদশ বর্ষ অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর। তুমি পথে একটা গোমুণ্ড রাখিয়াছিলে, এই কারণেই মুক্তিলাভ করিলে। তোমাকে পুনরায় এখানে আসিতে হইবে, আসিয়া অনন্তকাল নরক ভোগ করিবে। অনন্তর চোর দুঃখপীড়িত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্ম্মরাজকে বলিল,—ধর্ম্মরাজ! আমি পাপকারী অনাথ, আমার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করুন। হে নাথ! আমি যেন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি। ধর্ম্মরাজ তাহাকে বলিলেন,—উত্তম কথা, তুমি এস্থান হইতে মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। আমার প্রসাদে তুমি পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিবে। তখন যমকিঙ্কর তাহাকে মোচন করিল। অনন্তর পৃথিবীতে অতি দরিদ্র বণিক্ কুলে তাহার জন্ম হইল। সে পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে জন্মাবধি বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। ক্রমে একবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত মহাক্লেশ ভোগ করিল। এই সময় ঐ রাজ্যের রাজা স্বীয় কর্ম্মপীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ নূতন রাজা করিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান ও পরামর্শ করিয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সহসা সর্ব্বজনসমক্ষে সেই ব্যক্তিকে রাজরূপে বরণ করিলেন। তাঁহারা তৎপরেই বিমৎসরভাবে তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া লইলেন। ধর্ম্মরাজের বরপ্রভাবে সে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পূর্ব্ব কর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্ব পাপ ক্ষয় নিমিত্ত বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।১১—২৬। সেই চোর রাজা হইয়া কোথাও আলি প্রস্তুত করিল, কোন স্থান শিলা দ্বারা বাঁধাইয়া দিল, কোথাও জলদুর্গে সেতু প্রস্তুত করাইল, কোথাও বা পারাপারের জন্য নৌকা রাখিয়া দিল; অনেক বাপী, কূপ, তড়াগ, প্রপা ও আরাম নির্ম্মাণ এবং বৃক্ষ রোপণ করিল। এতদ্ভিন্ন বিবিধ যজ্ঞ ও

সুরাণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুরূণাং চৈব তর্পণাৎ।
পাপাৎ পূতো যযৌ গেহং ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ ॥
স যানস্থং ততো দৃষ্ট্বা ক্রোধরক্তেক্ষণোঽভবৎ
স চ তং প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ভো ধর্ম্ম কুরু তারণম্
চিত্রগুপ্তোঽব্রবীদ্বাক্যং ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
কর্ম্মণা মনসা পূতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতু ॥৩২
স তচ্ছ্রুত্বা পুনশ্চাহ তস্য বিজ্ঞায় কারণম্।
স্মিতঃ প্রীত্যা প্রসন্নাত্মা গচ্ছ গচ্ছাচ্যুতালয়ম্ ॥
বিমানং সুরলোকাচ্চ স্বাগতং বর্ণকর্ব্বুরম্।
সমারুহ্য গতঃ স্বর্গং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৩৪
তস্মাৎ কিষ্কুপ্রমাণং হি দত্তং যেনালিকং পুরা
স তু রাজান্বয়ং স্বর্গং মহান্তং চানুগচ্ছতি ॥৩৫
তথৈব গোপ্রচারন্তু দত্ত্বা স্বর্গান্ন হীয়তে।
যা গতির্গোপ্রদস্যৈব ধ্রুবং তস্য ভবিষ্যতি ॥ ৩৬
ব্যামৈকং গোপ্রচারন্তু মুক্তং যেন সুধীমতা।
তস্য স্বর্গং ভবেদিষ্টং কিমন্যৈঃ পুরুভাষিতৈঃ।
গোপ্রচারং যথাশক্তি যো বৈ ত্যজতি হেতুনা
দিনে দিনে ব্রহ্মভোজ্যং পুণ্যং তস্য শতাধিকম্
তস্মাদ্গবাং প্রচারন্তু মুক্ত্বা স্বর্গান্ন হীয়তে।
যশ্ছিনত্তি দ্রুমং পুণ্যং গোপ্রচারং ছিনত্ত্যপি।
তস্যৈকবিংশপুরুষাঃ পচ্যন্তে রৌরবেষু চ।
গোচারঘ্নং গ্রামগোপঃ শক্তো জ্ঞাত্বা তু
দণ্ডয়েৎ ॥ ৪০
ছেত্তারং ধর্ম্মবৃক্ষাণাং বিশেষাদ্গোপ্রচারঘম্।
তস্য দণ্ডে সুখং তস্য তস্মাত্তং দণ্ডয়েত্তু সঃ।
প্রাসাদং কুরুতে যস্তু বিষ্ণুলিঙ্গস্য মানবঃ।
ত্রিকাণ্ডং পঞ্চকাণ্ডঞ্চ সুশোভং সুঘটান্বিতম্ ॥
ইতোঽধিকস্তু যো দদ্যান্মৃন্ময়ং বা দৃষন্ময়ম্।
বসুবৃত্তিসুপূর্ণঞ্চ সুরম্যং দিব্যভূতলম্ ॥ ৪৩

দানানুষ্ঠান করিতে লাগিল। এইরূপে সেই রাজা কর্ত্তৃক বহুবিধ ধর্ম্ম ও বিবিধ ব্রত অনুষ্ঠিত হইল; দেব, ব্রাহ্মণ ও গুরুগণের তর্পণে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরে উক্ত রাজা ধীমান্ ধর্ম্মরাজের গৃহে গমন করিলেন, তাঁহাকে যানস্থ দেখিয়া ধর্ম্মরাজের নেত্র ক্রোধারক্ত হইল। রাজা প্রাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, ভো ধর্ম্ম! আমায় পরিত্রাণ করুন। তখন চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজসমীপে বলিলেন, এই ব্যক্তি কর্ম্ম ও মন দ্বারা পূত হইয়াছে; এক্ষণে বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করুন। ধর্ম্মরাজ সেই কথা শুনিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা-বাদে তাহার কারণ জানিতে পারিয়া সহাস্যে প্রীতিপ্রসন্নচিত্তে বলিলেন, যাও যাও, তুমি অচ্যুতালয়ে গমন কর। তোমাকে লইবার জন্য সুরলোক হইতে বিবিধ বর্ণের বিমান আসিয়াছে। এই কথার পর রাজা সেই বিমানে আরোহণ করিয়া অপুনরাবৃত্তি স্বর্গধামে প্রয়াণ করিলেন। অতএব পূর্ব্বে যিনি একহস্ত প্রমাণ আলিও প্রদান করেন তিনি অগ্রে প্রধান রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্তে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, এইরূপে গোপ্রচার দানেও স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে না। গোদানকর্ত্তার যে গতি হয়, তাহারও সেই গতি হইয়া থাকে। যে সুবুদ্ধিশালী ব্যক্তি গোপ্রচারের জন্য এক ব্যাম পরিমিত স্থানও ছাড়িয়া দেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। অন্য অধিক বলিয়া আর কি হইবে? যে ব্যক্তি যথাশক্তি গোপ্রচার স্থান দান করেন, প্রতিদিন তাঁহার শতাধিক ব্রহ্মভোজ্য পুণ্য হইয়া থাকে। অতএব গোপ্রচার স্থান মোচন করিয়া কেহই স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি গোপ্রচার স্থান রোধ করে বা পুণ্য বৃক্ষচ্ছেদন করে,তাহার একবিংশতি পুরুষ রৌরব নরকে মজ্জন হইয়া থাকে। ২৭—৩৯। সমর্থ গ্রামরক্ষক যে ব্যক্তি গোপ্রচারে বিঘ্ন জন্মায়, তাহা জানিয়া তাহাকে দণ্ডপ্রদান করিবেন। ধর্ম্মবৃক্ষসমূহের ছেদনকর্ত্তাকে—বিশেষতঃ গোপ্রচারঘাতীকে দণ্ডদান করিলে, দণ্ডদানকর্ত্তার সুখ হয়, সুতরাং দণ্ডদানক্ষম ব্যক্তি তাদৃশ দণ্ড্য ব্যক্তির দণ্ড বিধান করিবেন। যে মানব বিষ্ণুমূর্ত্তির জন্য ত্রিকাণ্ড, বা কাণ্ডযুক্ত ঘটান্বিত সুশোভন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, অথবা মৃত্তিকা বা প্রস্তরময় বসুবৃত্তিপূর্ণ সুরম্য দিব্য ভূতল বহুকিঙ্কর সহ

প্রতিষ্ঠাকর্ম্মসম্পন্নং কিঙ্করাদিভিরাবৃতম্।
পুলিঙ্গমিষ্টদেবস্য বিষ্ণোরেব বিশেষতঃ॥ ৪৪
কৃত্বা চ বিষ্ণুসাযুজ্যং সমাপ্নোতি নরোত্তমঃ।
তথৈব প্রতিমাং কৃত্বা হরেরন্তস্তরস্য চ॥ ৪৫
কৃত্বা দেবকুলং রম্যং যৎফলং লভতে নরঃ।
ন তত্মখসহস্রৈশ্চ দানৈর্ব্বুরিব্রতাদিভিঃ॥ ৪৬
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
প্রাসাদে রত্নসংযুক্তে সম্পূর্ণদ্রব্যসঙ্কুলে॥ ৪৭
স বসেৎ কামগে যানে সর্ব্বলোকমনোহরে।
স্বর্গাচ্চ্যুতো ভবেদ্রাজা সার্ব্বভৌমো গুণৈর্বশী
শিবলিঙ্গে তু প্রাসাদং কারয়িত্বা স্বশক্তিতঃ।
যদুক্তং বিষ্ণুলিঙ্গে তু তজ্জ্ঞেয়ং শিববেশ্মনি॥
ভুঙ্ক্তে ভোগং মহাভাগো মনঃশর্ম্মকরং পরম্।
রামাভিরামসম্পূর্ণং সর্ব্বতঃ সুখদং দিবি॥ ৫০
উর্ব্যামক্ষয়ভোগ্যানি নৃপো বাথ মহাধনী।
হরস্য প্রতিমাং যশ্চ কৃত্বা দেবগৃহে নরঃ॥

সুলিঙ্গাং বা সুরূপাং বা কল্পকোটিং বসেদ্দিবি
স্বর্গাদ্ভ্রষ্টো ভবেদ্রাজা ধনী পূজ্যতমোঽপিবা॥
দেবীলিঙ্গেষু সর্ব্বেষু কৃত্বা দেবগৃহং নরঃ।
সুরত্বং প্রাপ্নুয়াল্লোকে দেব্যাঃ সর্ব্বসুখোত্তবে॥
ভূশমচ্যুততামেতি সুখমেতি নিরাময়ম্॥
রত্নসংসৃষ্টপ্রাসাদে মণিকর্ব্বুরভূতলে॥ ৫৪
রামাযুতপ্রসম্ভোগ্যে দেবীসংসৃষ্টনির্ভয়ে।
নৃত্যগীতপরে রম্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোরমে॥ ৫৫
রত্নমর্দ্দলতালাঢ্যে সর্ব্বদা স্ত্রীজনৈরিতে।
নির্ম্মলে সুখদে রম্যে রত্নানাং সুশুভে গৃহে॥৫৬
তথৈব প্রতিমায়াশ্চ দেব্যাঃ প্রাসাদমুত্তমম্।
নিযুতং কল্পকোটীনাং স্বর্লোকমেতি মানবঃ॥৫৭
স্বর্গাদ্ভ্রষ্টো ভবেদ্ভূপো দেবীভক্তিপরায়ণঃ।
এবঞ্চ জন্মসাহস্রং স্মর এব ভবেদ্ভুবি॥৫৮
প্রাসাদং গাণপত্যঞ্চ দেব্যা বা প্রীতিমান্নরঃ।

প্রতিষ্ঠা করিয়া দান করেন, সেই নরোত্তম দাতা বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, স্বীয় ইষ্টদেবের মূর্ত্তি—বিশেষতঃ বিষ্ণুর মূর্ত্তির জন্য ঐরূপ প্রাসাদ ও ভূতল নির্ম্মাণেই উল্লিখিত ফল হয়। হরির অন্তরূপের প্রতিমা ও রম্য দেবকুল নির্ম্মাণ করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, সহস্র যজ্ঞ,দান ও বহু ব্রতাদি কর্ম্ম করিয়াও সে ফল প্রাপ্ত হয় না। ঐ ব্যক্তি রত্ন ও অন্যান্য দ্রব্য পরিপূর্ণ প্রাসাদে কোটি সহস্র ও কোটিশত কল্প বাস করে। সর্ব্বলোক-মনোহর কামগামী যানে আরোহণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে এবং স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া গুণবান্ সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া থাকে। বিষ্ণু মূর্ত্তির প্রাসাদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, শিবলিঙ্গের নিমিত্তও সেইরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি শক্তি অনুসারে শিবলিঙ্গোপরি তাদৃশ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করায়, সেই মহাভাগ ব্যক্তি স্বর্গে গিয়া পরম রমণীয় মনঃসুখকর উত্তম ভোগ উপভোগ করে এবং পৃথিবীতে ধনী বা নৃপতি হইয়া অক্ষয় ভোগ্য সকল উপ-ভোগ করিতে থাকে। যে নর দেবালয়ে সুলিঙ্গা বা সুরূপা হরপ্রতিমা স্থাপন করে, কোটি কল্পকাল তাঁহার স্বর্গে বাস হয়। পরে তিনি স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে ধন-বান্ বা সর্ব্বজনের পূজ্যতম হইয়া থাকেন। নর সমুদয় দেবীমূর্ত্তির জন্য দেবীপ্রীতিকর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে,জগতে তাহার দেবত্ব লাভ হয়, অন্তে অচ্যুত স্বরূপ লাভ করিয়া নিরাময় সুখ লাভ করে। ৪০—৫৫। রত্নময় প্রাসাদে, বিবিধ মণিমণ্ডিত ভূতলে এবং সুখদ রম্য নির্ম্মল রত্নময় গৃহে তাহার বাস হয়। ঐ গৃহ অযুত রমণীজনের ভোগ্য হইয়া থাকে। দেবীর সান্নিধ্যে তথায় কোনই ভয় থাকে না, ঐ রম্য গৃহ নিত্য নৃত্য গীত-সঙ্কুল, সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ের মনোরম রত্ন মর্দ্দল তালযুক্ত এবং সর্ব্বদাই নারীজনে পরিবৃত হইয়া থাকে। এইরূপে দেবীর জন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে মানব নিযুত কল্পকোটিকাল স্বর্গে বাস করে; পরে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে দেবীভক্ত ভূপতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপে জন্ম সহস্র যাবৎ তাঁহাকে ভূতলে কন্দর্প তুল্য হইয়া জন্ম হইতে হয়। দেবীভক্ত নর গাণপত্য

কৃত্বা সুরগণানাঞ্চ পূজিতো দিবি জায়তে ॥৫৯
তথৈব রাজতামেতি ভোগ্যান দেবীপুরে তথা
অবিঘ্নং সর্ব্বকার্য্যেষু সদৈব গণপোযথা ॥ ৬০
আজ্ঞা ন স্খলিতা তস্য সুরাসুরনরেষু চ।
তথৈব সৌরপ্রাসাদে ফলমেতি নরোত্তমঃ ॥৬১
অরোগী সুপ্রসন্নাত্মা কামদেবসমপ্রভঃ।
বরদঃ সর্ব্বলোকেষু যথারবিস্তথা হি সঃ ॥ ৬২
সূরস্য প্রতিমায়াঞ্চ গৃহং কৃত্বা শিলাময়ম্।
কল্পকোটিশতং ভুক্ত্বা স্বর্গং পৃথ্বীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৬৩
বিষ্ণ্বাদিসর্ব্বদেবানামর্চ্চনং যৎ পৃথক্ পৃথক্।
প্রত্যেকং সম্প্রবক্ষ্যামি নরাণাং হিতহেতবে ॥
ঘৃতপ্রদীপং যো দদ্যান্মাসমেকমহর্নিশম্।
দিব্যং বর্ষাযুতং স্বর্গে পূজিতো দেবসত্তমৈঃ ॥৬৫
ঘৃতস্নানং তথা লিঙ্গে যঃ কুর্য্যাদ্ভুবি মানবঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি মাসৈকে লভতে নরঃ ॥৬৬
তিলতৈলপ্রদীপস্য তথান্যস্যার্দ্ধকং ফলম্।
মাসৈকং জলদানস্য ফলেনেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥৬৭
ধূপদানেন গান্ধর্ব্বং চন্দনে দ্বিগুণং ভবেৎ।
মৃগমদাগরুসত্বস্য দানে বহুফলং ভবেৎ ॥ ৬৮
মালাপুষ্পপ্রদানেন নরঃ স্যাত্রিদশেশ্বরঃ।
শীতে তূলপটীং দত্ত্বা সর্ব্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে ॥৬৯
জন্মজন্ম স্থলভ্যেত উষ্ণে চ শীতলাং পটীম্।
দত্ত্বা চ নৈব সীদেত শক্ত্যা বস্ত্রং দদাতি যঃ।
চতুর্হস্তপ্রমাণঞ্চ বর্ম্মবেষ্টং সুশোভনম্।
পিধানং চরণানাঞ্চ দত্ত্বা স্বর্গান্ন হীয়তে ॥ ৭১
শক্ত্যা স্বর্ণপ্রদানেন স্বর্গে পূজ্যো ভবেন্নরঃ।
দশযোজনবিস্তীর্ণে মণ্ডপে রূপভাগ্ভবেৎ ॥৭২
সুবর্ণং রত্নসংযুক্তং দত্ত্বা দশগুণং লভেৎ।
বজ্রবৈদূর্য্যগারুত্মমাণিক্যাদীনমর্ঘতঃ ॥ ৭৩
দত্ত্বা লিঙ্গে বিধানাচ্চ ব্রাহ্মণে বা যশস্বিনি।
শতযোজনবিস্তীর্ণমণ্ডলেহধিপতির্ভবেৎ ॥ ৭৪

প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেও স্বর্গে সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে। তৎপরে রাজা হইয়া পুনরায় দেবীপুরে বিবিধ ভোগ উপভোগ করে। তাহার সর্ব্ব কার্য্য বিঘ্নবিরহিত হয়, সে সর্ব্বদা গণপতির ন্যায় বিরাজ করে। সুর, অসুর ও নরসমাজে তাহার আজ্ঞা কখন স্খলিত হয় না; সৌর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেও নরোত্তম ব্যক্তি ঐরূপ ফললাভ করেন। তিনি অরোগী, প্রসন্নচিত্ত, কামদেব-সমপ্রভ এবং সর্ব্বলোকে সূর্য্যের বরপ্রদ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সূর্য্যপ্রতিমার জন্য শিলাময় গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেয়, সে কল্পকোটিকাল স্বর্গ ভোগ করিয়া পরে ভূতলে রাজা হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি নরগণের হিত নিমিত্ত বিষ্ণু প্রভৃতি সর্ব্বদেবের পৃথক্ পৃথক্ অর্চ্চনা প্রকার বলিতেছি। যে ব্যক্তি একমাস যাবৎ অহোরাত্র ঘৃত প্রদীপ প্রদান করে, সে দেবসত্তমগণ কর্ত্তৃক দিব্য অযুতবর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকে। ঐরূপ যে মানব এক মাস লিঙ্গে ঘৃত দ্বারা স্নান করায়, সে কল্পকোটি সহস্রবর্ষ স্বর্গে বাস করে। তিল তৈল বা অন্য তৈলের প্রদীপদানে অর্দ্ধ ফল হয়, একমাস যাবৎ জলদান করিলে মানব রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধূপদানে গন্ধর্ব্ব-লোক লাভ হয়, চন্দনদানে দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে। মৃগমদ এবং অগুরুসারদানে প্রভূত ফল লাভ হয়। মালা এবং পুষ্প প্রদানে নর ত্রিদশেশ্বর হইয়া থাকেন। শীতকালে তূলপটী প্রদান করিলে সর্ব্বদুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় এবং দাতা ব্যক্তি প্রতিজন্মে উষ্ণ-কালে শীতলপটী লাভ করিয়া থাকেন। চতুর্হস্ত প্রমাণ সুশোভন দেহবেষ্টন বস্ত্র দান করিয়া, নর কখনই অবসাদ প্রাপ্ত হয় না; চরণপিধান দান করিলে দাতা কখন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হন না। নর শক্তি অনুসারে স্বর্ণ প্রদান করিলে স্বর্গে পূজ্য হইয়া থাকেন এবং দশযোজন বিস্তীর্ণ মণ্ডপে সৌন্দর্য্যশালী হইয়া বিরাজ করেন। ৫৬—৭২। রত্নযুক্ত সুবর্ণ দান করিলে সুবর্ণদানের দশগুণ ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি লিঙ্গে বা যশস্বী ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অমূল্য রত্ন হীরক, বৈদূর্য্য, গারুত্ম ও মাণি-ক্যাদি প্রদান করে, শতযোজন বিস্তীর্ণ মণ্ডলে

তথৈব ভুবি জাতোঽপি সর্ব্বলোকপ্ররঞ্জনঃ।
সুরভিদ্রব্যদানেন বাবদূকশ্চ সুন্দরঃ ॥ ৭৫
রক্তাম্বৃতসুকণ্ঠশ্চ পূগদানান্নরো ভবেৎ।
বরদাসীপ্রদানেন নরঃ কল্পং বসেদ্দিবি ॥ ৭৬
বরদাসীপ্রদানেন উর্ব্ব্যাং জাতো ধনেশ্বরঃ।
তথৈব ভৃত্যদানেন বহুভৃত্যো ভবেদ্দিবি ॥৭৭
ধরায়ামক্ষয়া ঋদ্ধির্জন্মজন্মসু জায়তে।
সর্ব্বতূর্য্যপ্রদানেন গুণবান্ লোকসম্মতঃ ॥ ৭৮
নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রেণ গন্ধর্ব্বাণাং পতির্ভবেৎ।
দাসীদাসযুতঃ স্বর্গে ধনৈঃ স্ত্রীভির্বরৈর্যুতঃ ॥ ৭৯
তথৈব গো-প্রদানেন তাবৎকালং বসেদ্দিবি।
লিঙ্গে দুগ্ধপ্রদানাচ্চ নরঃ কল্পং বসেদ্দিবি ॥ ৮০
দধ্না স্নানেন দ্বিগুণং ঘৃতেন তু শতাধিকম্।
অন্নং ষড্রসসংযুক্তং দত্ত্বা ক্ষিতিপতির্ভবেৎ ॥৮১
তথৈব পায়সং দত্ত্বা মুনীনাং প্রবরো ভুবি।
হবিষ্যান্নং মুদা দত্ত্বা বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ।
নিরামিষপ্রদানাচ্চ ব্রহ্মচারী ব্রতী ভবেৎ
মধুদানাচ্চ সৌভাগ্যং গুড়েন লবণেন চ।
শর্করাদিভির্লাবণ্যং সর্ব্বলোকেষু গীয়তে ॥
দেবানাং শম্ভুলিঙ্গানামর্চ্চাং কৃত্বা বিধানতঃ।
অনুক্রমেণ স্বর্গাদৌ লোকানাং স পতির্ভবেৎ ॥
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় দেবাস্তিষ্ঠন্তি সম্মুখাঃ ॥ ৮৫
সকৃৎ প্রদক্ষিণাং কৃত্বা শম্ভুলিঙ্গেষু পণ্ডিতঃ।
দিব্যং বর্ষশতং পূর্ণং স্বর্গমেতি নরোত্তমঃ ॥ ৮৬
এবমেব ক্রমেণৈব নমস্কারৈঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
লোকবন্দ্যো ব্রজেৎ স্বর্গং তস্মান্নিত্যং সমাচরেৎ
লিঙ্গরূপস্য দেবস্য যো ধনং হরতে নরঃ।
স চ রৌরবমাসাদ্য হরণাৎ কীটতাং ব্রজেৎ ॥
দাতুঃ পূজাঞ্চ লিঙ্গার্থে হরেশ্চাপ্যাদদাতি যঃ।
কুলকোটিসহস্রেণ নরকান্ন নিবর্ত্ততে ॥ ৮৯
জলপুষ্পাদিদীপার্থে বসু চান্যদ্‌গৃহীতবান্।
পশ্চান্ন দীয়তে লোভাদক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥৯০

তাহার আধিপত্য হইয়া থাকে। অপিচ ঐ ব্যক্তি ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জন হইয়া থাকেন। নর সুরভি দ্রব্য দানে সুন্দর ও বাবদূক হয় এবং গুবাক দানে রাগজ্ঞানযুত ও সুধাসম সুকণ্ঠ হইয়া থাকে। নর উত্তম দাসী প্রদান করিয়া কল্পকাল স্বর্গে বাস করে। উত্তম দাসী প্রদানে ভূতলে ধনাধিপত্য লাভ হয়। ভৃত্যদানে স্বর্গে বহু ভৃত্য লাভ হইয়া থাকে এবং প্রতি জন্মে ধরাতলে অক্ষয় ঋদ্ধি লাভ হয়। সর্ব্ববিধ তূর্য্যদানে নর গুণবান্ ও জনপ্রিয় হইয়া থাকে। নৃত্য গীতাদি শাস্ত্রদানে মানব গন্ধর্ব্বপতি হয় এবং প্রভূত ধনবান্ হইয়া দাস দাসী ও স্ত্রীগণ সহ স্বর্গে বাস করে। গোপ্রদানে তাবৎকাল স্বর্গে বাস। লিঙ্গে দুগ্ধ প্রদানে নর কল্পকাল স্বর্গে বাস করে। দধি দ্বারা স্নানে দ্বিগুণ এবং দুগ্ধ দ্বারা স্নানে শতাধিক গুণ ফল হইয়া থাকে। নর ষড়্‌রস যুক্ত অন্ন দান করিয়া ক্ষিতিপতি হয়। পায়স দানে ভূতলে শ্রেষ্ঠ মুনি এবং হবিষ্যান্ন দানে বেদশাস্ত্র পারগ হইয়া থাকে। নিরামিষদানে নর ব্রহ্মচারী ও ব্রতনিষ্ঠ হয়। মধু গুড় ও লবণ দানে সৌভাগ্য এবং শর্করাদি দানে লাবণ্য হইয়া থাকে। দেব ও শিবলিঙ্গ সমূহের যথাবিধি অর্চ্চনায় মানব অনুক্রমে স্বর্গাদি লোকের অধিপতি হয়। লোকসমূহের হিতের নিমিত্ত দেবগণ সম্মুখভাগে অবস্থান করেন।৭৩—৮৫। বিজ্ঞ ব্যক্তি একবার মাত্র শিবলিঙ্গ সমূহ প্রদক্ষিণ করিলে, দিব্য শত বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গ ভোগ করে। এইরূপ ক্রমে ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলে, মানব লোকপূজিত হইয়া স্বর্গে বাস করে, অতএব নিত্যই তাঁহাকে নমস্কার করিবে। যে নর লিঙ্গরূপী দেবের ধন হরণ করে, সে রৌরব নরক প্রাপ্ত হইয়া কীটযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শিব-লিঙ্গের ও হরির পূজা দ্রব্য যে ব্যক্তি হরণ করে, কোটি সহস্র কুল সহ তাহার নরকভোগ হয়; কদাচ নরক হইতে নিবৃত্তি ঘটে না। জল, পুষ্প ও প্রদীপাদি প্রদানার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়া পরে যদি লোভক্রমে তাহা না দেয়, তবে ঐ অর্থগৃহীতার অক্ষয় নরক বাস

দাসীং হৃত্বা তু লিঙ্গস্য নরকান্ন নিবর্ত্ততে।
কামার্ত্তো মাতরং গচ্ছেন্ন গচ্ছেচ্ছিবচেটিকাম্॥
শিবদাসীং ততো গত্বা শিবস্বহরণে তথা।
ভক্ষণাদন্নপানানাং নরো দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৯২
অতো দেবলবিপ্রো যো নরকান্ন নিবর্ত্ততে।
তস্মাদ্বেশ্যাঙ্গনানাঞ্চ দৌষ্ট্যমেব হিতং ভবেৎ
অতস্তু গণিকাং স্পৃষ্ট্বা নরঃ স্নানাদ্বিশুধ্যতি।
মলিনাঃ দুর্গতিং যাতি বহুপুরুষসংশ্রয়াৎ॥ ৯৪
বেশ্যা তপস্বিনী যা চ দেবার্চ্চনরতা সদা।
পতিব্রতপরা শুদ্ধা স্বর্গঞ্চাক্ষয়মশ্নুতে॥ ৯৫
গণিকাং মাতৃবদ্যস্তু সদাসন্নাং প্রপশ্যতি।
দেববৎ সুরলোকেষু নিখিলং ভোগমশ্নুতে॥৯৬
সুরাসুরনরাণাঞ্চ বন্দনীয়ো যথা হরিঃ।
তথার্হোঽয়ং সর্ব্বলোকে সর্ব্বভূতৈকপাবনঃ॥ ৯৭
দেবদাসঃ সদা যস্তু দেবকৃত্যেষু লোলুপঃ।
স চ গচ্ছতি লোকেশো দেবলোকে মহীয়তে॥

এতেষামেব লিঙ্গানি কারয়িত্বা চ মণ্ডপম্।
শক্ত্যায়ং লভতে নাকং কালস্য নিশ্চয়ং শৃণু॥৯৯
হায়নৈকং তৃণেনৈব শরকাণ্ডেন তচ্ছতম্।
অযুতং স্বল্পকাষ্ঠেন লক্ষং খাদিরদারুণা॥ ১০০
কোটি কোটি চ পাষাণৈঃ সুদৃঢৈর্যত্নসংযুতৈঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ॥ ১০১
যাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে নরো মণ্ডপকারকঃ।
তাবৎ কালঞ্চ হরণে নরো দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ১০২
জনানাং নিচয়ে রম্যে বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ে।
আশ্রয়ে চাধ্বগানাঞ্চ নদীনদসমাগমে॥ ১০৩
দেবানাং মণ্ডপং কৃত্বা যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি দ্বিগুণং বিপ্রমন্দিরে।
অনাথস্য চ দীনস্য শ্রোত্রিয়স্য বিশেষতঃ।
কারয়িত্বা গৃহং রম্যং নরঃ স্বর্গান্ন হীয়তে॥১০৫
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্।
অক্ষয়ং লভতে স্বর্গং প্রাসাদাদেঃ ফলং লভেৎ

হয়, শিবলিঙ্গসেবিকা দাসী হরণ করিলে, চিরকাল নরকভোগ হইয়া থাকে। কামার্ত্ত হইয়া বরং মাতৃগমন করিবে, তথাচ শিবসেবিকা-গমন করিবে না। শিবদাসী গমন, শিবস্ব-হরণ বা অন্ন পান ভক্ষণ করিলে নর দুর্গতি লাভ করে। সুতরাং দেবল বিপ্র কদাচ নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে না। বেশ্যাগণের দুঃশীলতাই হিতকর; সুতরাং গণিকা স্পর্শ করিয়া মাত্র স্নান দ্বারাই নর শুদ্ধ হইয়া থাকে। বেশ্যা বহু পুরুষ সংসর্গে মলিনা হইয়া দুর্গতিলাভ করে। যে বেশ্যা তপস্বিনী হইয়া সর্ব্বদা দেবার্চ্চনায় নিরত হয়, সে শুদ্ধা পতিব্রতপরা হইয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করে। যে ব্যক্তি গণিকাকে সর্ব্বদা মাতার ন্যায় অবলোকন করে, সে সুরলোকে দেববৎ নিখিল ভোগ উপভোগ করিয়া থাকে। হরি যেমন সুর অসুর ও নরগণের বন্দনীয়, সর্ব্বভূতপাবন, উক্ত নরও তেমনি সর্ব্বলোকে বন্দনাযোগ্য। যে দেবদাস ব্যক্তি নিত্যই দেব কার্য্যে লোলুপ হয়, সে লোকেশ্বর হইয়া পরে দেবলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গসমূহের জন্য যথাশক্তি মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া স্বর্গলাভ করে। এক্ষণে উক্ত কালনির্ণয় শ্রবণ কর। তৃণদ্বারা মণ্ডপ প্রস্তুত করিলে এক বৎসর, শরকাণ্ডে শত বৎসর, সাধারণ কাষ্ঠে অযুত বৎসর খাদির কাষ্ঠে, লক্ষ বৎসর, এবং যত্ন সঞ্চিত সুদৃঢ় পাষাণ দ্বারা নির্ম্মাণে কোটি কোটি বৎসর স্বর্গ ভোগ হয়। অতএব বুধজন সর্ব্বপ্রযত্নে মণ্ডপ প্রস্তুত করাইবেন। মণ্ডপকর্ত্তা নর যতকাল স্বর্গ বাস করে,হরণকর্ত্তা নর তাবৎকাল দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।৮৬—১০২। রম্য জনসমাচার স্থানে, দ্রব্যসমূহের ক্রয় বিক্রয় স্থলে ও পথিকগণের আশ্রয়ে এবং নদীনদসঙ্গমস্থলে দেবোদ্দেশে মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া নর যে ফললাভ করে, বিপ্র মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে। দীন অনাথ বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় ব্যক্তির জন্য রম্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, নর স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয় না। যে ব্যক্তি নিত্য এই উত্তম পুণ্যা-খ্যান শ্রবণ করে, তাহার অক্ষয় স্বর্গ লাভ

ধনিনাং চেশ্বরাণাঞ্চ তথা পুণ্যবতাং পুনঃ।
পাঠয়িত্বা পঠিত্বা তু নরঃ স্বর্গান্ন হীয়তে॥ ১০৭
দেবানাং দাসদাসীনাং সদা দেবালয়েষু চ।
পঠেদ্যস্তু সদা বিপ্রো মোক্ষমার্গং স গচ্ছতি॥
নৃপাণামীশ্বরাণাঞ্চ ধনিনাং গুণিনাং পুরঃ।
পঠিত্বা মোক্ষমাপ্নোতি শ্রবণাৎ তৎফলং লভেৎ
দ্বিজা ঊচুঃ।
সামান্যেকঃ পরঃ পুণ্যো মর্ত্ত্যলোকে দ্বিজোত্তম
সুলভো মর্ত্ত্যপূজ্যস্তু মুনীনাঞ্চ তপস্বিনাম্॥১১০
চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাণাঞ্চ পাপপুণ্যবতাং নৃণাম্।
গুণাগুণবতাঞ্চৈব বর্ণাবর্ণবতাং তথা॥ ১১১
ব্যাস উবাচ।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং রুদ্রাক্ষেণ যুতো বরঃ।
দর্শনাদ্যস্য লোকানাং পাপরাশিঃ প্রলীয়তে॥
স্পর্শনাদ্দিবমশ্নাতি ধারণাদ্রৌদ্রতাং ব্রজেৎ।
শিরস্যুরসি বাহ্বৌ চ রুদ্রাক্ষং ধারয়েত্তু যঃ॥১১৩

সচেশানসমো লোকে মখে সর্ব্বত্র গোচরঃ।
যত্র তিষ্ঠত্যসৌ বিপ্রঃ স দেশঃ পুণ্যবান্ ভবেৎ
তং দৃষ্ট্বাপ্যথবা স্পৃষ্ট্বা নরঃ পূয়েত কল্মষাৎ।
যজ্জপ্যং তর্পণং দানং স্নানমর্চ্চাপ্রদক্ষিণম্॥
যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পুণ্যং নিখিলং তদনন্তকম্।
তীর্থানাঞ্চ মহত্তীর্থং রুদ্রাক্ষস্য ফলং দ্বিজাঃ॥
অস্যৈব ধারণাদ্দেহী পাপাৎ পূতোঽতি-
পুণ্যভাক্।
গৃহীত্বা চাক্ষমালাঞ্চ ব্রহ্মগ্রন্থিযুতাং শিবাম্॥
যজ্জপ্তং চ কৃতং দানং স্তোত্রং মন্ত্রং সুরার্চ্চনম্
সর্ব্বং চাক্ষয়তামেতি পাপঞ্চ ক্ষয়মাব্রজেৎ॥ ১১৮
মালায়া লক্ষণং ক্রমঃ শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ।
তস্যাস্তু লক্ষণং জ্ঞাত্বা শৈবমার্গং প্রলপ্স্যথ॥
নির্যোনিকীটবিদ্ধঞ্চ ভগ্নলিঙ্গং যথাক্রমম্।
অন্যোন্যং বীজলগ্নঞ্চ মালায়াং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
স্বয়ঞ্চ গ্রথিতা যা চ শ্লথান্যোন্যপ্রসজ্জিতা।

হয়, এবং উল্লিখিত প্রাসাদি নির্ম্মাণ করাইবার ফললাভ হইয়া থাকে। নর ধনবান্ রাজা ও পুণ্যকারীদিগের নিকট ইহার পঠন পাঠন করিলে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয় না। যে বিপ্র দেবালয়ে দেবদাস ও দেবদাসীগণের সমক্ষে ইহা পাঠ করেন, তাঁহার মোক্ষমার্গে গতি হইয়া থাকে। নৃপ, ঈশ্বর, ধনী ও গুণী জনের সমক্ষে ইহা পাঠ করিয়া নর মোক্ষলাভ করে এবং ইহা শ্রবণেও ঐরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। দ্বিজগণ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! মুনি তপস্বী, চতুরাশ্রমসেবী, পুণ্যাপুণ্যশালী গুণাগুণযুক্ত, বর্ণাবর্ণভুক্ত নরগণের মধ্যে সাধারণতঃ কোন্ পরম পুণ্যবান্ ব্যক্তি মর্ত্ত্যলোকে সুলভ ও মর্ত্ত্যবাসীদিগের পূজ্য হইয়া থাকেন? ব্যাস বলিলেন, সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে রুদ্রাক্ষধারী নরই শ্রেষ্ঠ; তাঁহার দর্শনে লোকসমূহের পাপরাশি প্রলীন হইয়া যায়, রুদ্রাক্ষস্পর্শে স্বর্গলাভ হয় এবং ধারণে রুদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মস্তকে, বক্ষে এবং বাহুতে রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, জগতে তিনি সর্ব্বযজ্ঞগোচর ঈশানসদৃশ হইয়া থাকেন, রুদ্রাক্ষধারী বিপ্র যথায় অবস্থান করেন, সেই দেশ পূত হইয়া থাকে, নর তাদৃশ বিপ্রকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া জপ, তর্পণ, দান, স্নান পূজা, প্রদক্ষিণ ইত্যাদি যে কিছু পুণ্য কার্য্য করা যায়, তৎসমস্তই অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! রুদ্রাক্ষফল তীর্থসমূহেরও পরম তীর্থ, এই রুদ্রাক্ষ ধারণে দেহী পাপ হইতে পূত হইয়া অতিশয় পুণ্যভাজন হইয়া থাকে। ব্রহ্মগ্রন্থিযুতা মঙ্গলাবহা, অক্ষমালা গ্রহণ করিয়া যে কিছু জপ, দান স্তোত্র ও দেবার্চ্চনাদি করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে এবং সর্ব্বপাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ১০৩—১১৮। হে দ্বিজোত্তমগণ! এক্ষণে অক্ষমালার লক্ষণ বলিতেছি, এই লক্ষণ অবগত হইয়া শৈবমার্গ লাভ কর। যাহা নিশ্ছিদ্র, কীটবিদ্ধ, যথাক্রমে ভগ্নচিহ্ন, এবং অন্যান্য বীজলগ্ন, এহেন রুদ্রাক্ষ মালাব্যাপারে বর্জ্জনীয়। স্বয়ং গ্রথিতা, শ্লথা অন্যোন্য-

শূদ্রাদিগ্রথিতা শুদ্ধা দূরাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ।১২১
মধ্যমাঙ্গুলকং বীজং তজ্জপেচ্চ যথাক্রমম্ ।
অলঙ্ঘয়নেব মেরুমার্গং পুনঃ পুনঃ ।১২২
সংখ্যাতং মন্ত্রজপেয়মসংখ্যাতং চ নিষ্ফলম্ ।
সর্ব্বদামেব দেবানাং জপেন্মন্ত্রং স্বমালয়া ।১২৩
প্রযতঃ সকলে তীর্থে কোটিকোটিগুণং ভবেৎ
শুদ্ধায়ামেব ভূম্যাঞ্চ বিল্বকে বৃক্ষমূলকে ।১২৪
গোষ্ঠে চতুষ্পথাগারে বিষ্ণোর্মন্ত্রং শিবস্য চ ।
গণপতেশ্চ সূর্য্যস্য লিঙ্গেহনন্তফলং লভেৎ ।
শূন্যাগারে শবস্যাগ্রে শ্মশানে চ চতুষ্পথে ।
দেবীমন্ত্রং জপেদ্যস্তু সদ্যঃ সিধ্যতি সাধকঃ ।
যাবচ্চ বৈদিকং মন্ত্রং পৌরাণঞ্চাগমোদ্ভবম্ ।
সর্ব্বং রুদ্রাক্ষমালায়ামীপ্সিতেষ্টার্থদায়কম্ ।১২৭
রুদ্রাক্ষস্রবজং শুদ্ধং জলং শিরসি ধারয়েৎ ।
সর্ব্বপাপাৎ স্বয়ং পূতঃ পুণ্যং ভবতি চাক্ষয়ম্
রুদ্রাক্ষস্য চ প্রত্যেকং বীজং প্রত্যেকনির্জ্জরম্
ধারয়েদ্যস্তু তন্মালাং মর্ত্ত্যঃ সুরাণাং সত্তমো ভবেৎ

দ্বিজা ঊচুঃ ।

রুদ্রাক্ষস্তু কুতো জাতঃ কুতো বা মেধ্যতাং গতঃ ।
কিমর্থং ধারয়েৎ ভূমৌ কেনৈব চ প্রচারিতঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

পুরা কৃতযুগে বিপ্রাস্ত্রিপুরো নাম দানবঃ ।
সুরাণাঞ্চ বধং কৃত্বা অন্তরিক্ষপুরে হি সঃ ।১৩১
প্রণাশে সর্ব্বলোকানাং স্থিরো ব্রহ্মবরেণ চ ।
শুশ্রাব শঙ্করো ভীমং দেবৈরীশো নিবেদিতম্
ততোঽজগবমাসজ্য বাণমন্তকসন্নিভম্ ।
ধৃত্বা তত্র জঘানাথ দৃষ্টং দিব্যেন চক্ষুষা ।১৩৩
স পপাত মহীপৃষ্ঠে মহোল্কেব চ্যুতা দিবঃ ।
ঘটনব্যাকুলাদ্রুদ্রাৎ পতিতাঃ স্বেদবিন্দবঃ ।১৩৪
তত্রাশ্রবিন্দুতো জাতো মহারুদ্রাক্ষকঃ ক্ষিতৌ
অস্যৈব চ ফলং জীবা ন জানন্ত্যতিগুহ্যতঃ ।

গ্রথিত, ও শূদ্রাদি-গ্রথিত মালা অশুদ্ধ, সুতরাং তাহা দূরে বর্জ্জনীয়। মধ্যমা অঙ্গুলীতে বীজসকল হয় এমনভাবে মেরু স্পর্শ না করিয়া পুনঃপুন যথাক্রমে জপ করিবে, মেরু পর্য্যন্ত গিয়া যত্ন সহকারেই মালা ফিরাইয়া লইবে। সংখ্যা রাখিয়াই মন্ত্র জপ করিবে, সংখ্যাহীন জপ নিষ্ফল হইয়া থাকে, সর্ব্বদেবের মন্ত্রই স্বীয় মালায় জপ করিবে, প্রযত হইয়া সর্ব্বতীর্থে জপ করিলে, কোটি-কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধ ভূমি, বিল্ববৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ এবং গৃহ এই সকল স্থানে বিষ্ণু এবং শিব মন্ত্র জপ করিবে। গণপতি এবং সূর্য্যের মন্ত্র লিঙ্গ সম্মুখে জপ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। শূন্যাগারে, শবাগ্রে, শ্মশানে এবং চতুষ্পথে যে ব্যক্তি দেবীমন্ত্র জপ করে, তাহার সদ্যই সিদ্ধি লাভ হয়। যে কিছু বৈদিক পৌরাণিক ও আগ-মোদ্ভব মন্ত্র সমস্তই রুদ্রাক্ষমালায় জপে ইষ্টার্থ-ফলদায়ক হয়। রুদ্রাক্ষ মালায় গলিত পবিত্র জল যে ব্যক্তি মস্তকে ধারণ করে, সে সর্ব্ব-পাপ হইতে পূত হয়, তাহার অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে। রুদ্রাক্ষমালার প্রত্যেক বীজই ভগ্নাদি দোষশূন্য হইবে; যে মানব এইরূপ রুদ্রাক্ষমালা দেহে ধারণ করেন, তিনি সুরশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। দ্বিজগণ কহিলেন, রুদ্রাক্ষ কোথায় জন্মিয়াছে কিরূপে পবিত্র হইয়াছে, কে কি জন্য উহা ভূতলে প্রচার করিলেন? ১১৯-১৩১। ব্যাস বলিলেন, বিপ্রগণ! পূর্ব্বে সত্যযুগে ত্রিপুর নামক দানব ব্রহ্মবরে সুর-গণের বধসাধন করিয়া সর্ব্বলোকের বিনাশার্থ অন্তরীক্ষপুরে অবস্থান করিতেছিল। শঙ্কর দেবগণের মুখে সেই ভীষণ দানবের চেষ্টার বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক স্বীয় আজগব ধনুকে অন্তকপ্রতিম বাণ যোজনা করিয়া দিব্যচক্ষে অবলোকান্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন প্রভূত মহোল্কার ন্যায় উক্ত পুরী স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিত হইল। রুদ্র ঐ কার্য্যে শ্রম-শ্রান্ত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার গাত্র হইতে স্বেদবিন্দু সকল পতিত হইল। সেই সকল বিন্দু হইতে ভূতলে মহারুদ্রাক্ষ প্রাদু-র্ভূত হইতে লাগিল। গোপনীয় বলিয়া, এই রুদ্রাক্ষের ফল জীবগণ জানিতে পারিল না।

ততঃ কৈলাসশিখরে দেবদেবং মহেশ্বরম্।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ স্কন্দো বচনমব্রবীৎ।। ১৩৬
রুদ্রাক্ষস্য ফলং নাথ জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
জপ্যেহথ ধারণে চৈব দর্শনে স্পর্শনেহপি বা।।

ঈশ্বর উবাচ

লক্ষন্তু দর্শনাৎ পুণ্যং কোটির্ব্বৈ স্পর্শনেন চ।
দশকোটিফলং পুণ্যং ধারণাল্লভতে নরঃ।। ১৩৮
লক্ষকোটিসহস্রাণি লক্ষকোটিশতানি চ।
জপ্তাস্য লভতে পুণ্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।
উচ্ছিষ্টো বা বিকর্ম্মস্থো যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রাক্ষধারণেন বৈ।।
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমাদায় শ্বাপদো ম্রিয়তে যদি।
সোহপি রুদ্রত্বমাপ্নোতি কিং পুণর্মানুষাদয়ঃ।।
ধ্যানধারণহীনোহপি রুদ্রাক্ষং যদি ধারয়েৎ।
সর্ব্বাপাপবিনির্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্।।

কার্ত্তিকেয় উবাচ।।

একবক্তং দ্বিত্রিচতুঃপঞ্চষড়্বক্তমেব চ।
সপ্তাষ্টনববক্তঞ্চ দশৈকাদশবক্তকম্।। ১৪৩
রুদ্রাক্ষং দ্বাদশাস্যঞ্চ ত্রয়োদশমুখং তথা।
চতুর্দ্দশাস্যসংযুক্ত স্বয়মুক্তঞ্চ শঙ্করম্।। ১৪৪
তেষাঞ্চ তম্মুখানাঞ্চ দেবতাঃ কাশ্চ তদ্বদ।
গুণো বা কীদৃশস্তেষাং দোষো বা জগদীশ্বর।।
যদি মেহনুগ্রাহো বাস্তি কথয়স্ব যথার্থতঃ।

ঈশ্বর উবাচ

একবক্তঃ শিবঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি
তস্মাত্তু ধারয়েদ্দেহে সর্ব্বপাপাক্ষয়ায় চ।
শিবলোকং স গচ্ছেচ্চ শিবেন সহ মোদতে।।
মহতা পুণ্যযোগেন হরানুগ্রহকারণাৎ।
একবক্তং লভেম্মর্ত্ত্যো কৈলাসং চ ষড়ানন।।
দেবদেবে দ্বিবক্তশ্চযস্তু ধারয়তে নরঃ।
সর্ব্বপাপক্ষয়ং যাতি যদ্গুহ্যং গোবধাদিকম্।।
স্বর্গং চাক্ষয়মাপ্নোতি দ্বিবক্তধারণাত্ততঃ।
ত্রিবক্তমনলঃ সাক্ষাদ্যস্য দেহে প্রতিষ্ঠতি।
তস্য জন্মার্জ্জিতং পাপং দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্।।

অনন্তর একদা স্কন্দ কৈলাসশিখরে দেবদেব মহেশ্বরকে ভূতলে মস্তক দ্বারা বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- হে নাথ! আমি রুদ্রাক্ষের যথাযথ ফল জানিতে ইচ্ছা করি; জপে, ধারণে, দর্শনে ব স্পর্শে কিসে উহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমায় বলুন। ঈশ্বর কহিলেন, রুদ্রাক্ষ দর্শনে লক্ষগুণ, স্পর্শে কোটিগুণ, ধারণে দশকোটিগুণ এবং জপে কোটি সহস্র লক্ষ, লক্ষ কোটি শত পূণ্য লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। নয় উচ্ছিষ্ট, বিকর্ম্মস্থ বা সর্ব্বপাতকান্বিতই হউক, রুদ্রাক্ষ ধারণে নিখিল পাপ হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া শ্বাপদও যদি মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তবে সেও রুদ্রত্ব লাভ করে, মানুষাদির কথা আর কি বলিব? ধ্যান ধারণাহীন মানবও যদি রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, তবে তাহারও সর্ব্বপাপ দূরীভূত হয়, সে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,-আপনি নিজেই বলিয়াছেন, এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃ, পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, অষ্ট, নব, দশ, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ বক্ত রুদ্রক্ষ আছে। ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ মুখের কোন্ কোন্ দেবতা, কাহার কিরূপ গুণ বা দোষ, হে জগদীশ। যদি মৎপ্রতিঅনুগ্রহ থাকে, তবে তাহা আমার নিকট বলুন। ১৩২-১৩৬। ঈশ্বর কহিলেন, একবক্ত রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ শিব, উহাতে ব্রহ্মহত্যা নির্ধারিত হয়। অতএব সর্ব্বপাপক্ষয়ের নিমিত্ত উহা দেহে ধারণ করিবে, একবক্ত রুদ্রাক্ষধারী নর শিবলোকে প্রয়াণ করিয়া শিবসহ সুখে বিহার করে। হে কার্ত্তিকেয়! মহাপুণ্যযোগে হরের অনুগ্রহে নর একবক্ত রুদ্রাক্ষ এবং কৈলাসধাম লাভ করিয়া থাকে। দ্বিবক্ত রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ দেবদেব; যে ব্যক্তি উহা ধারণ করে, গোবধাদি নিখিল গোপনীয়্য পাপও তাহার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দ্বিবক্ত ধারণে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ত্রিবক্ত রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ অগ্নি দেব, ইহা যাহার দেহে থাকে, অগ্নিদগ্ধ ইন্ধনের ন্যায় তাহার জন্মার্জ্জিত পাপ দগ্ধ

স্ত্রী হত্যাব্রহ্মহত্যাং বহুনাং চৈব হত্যয়া।
যৎপাপং লভতে মর্ত্যঃ সর্ব্বং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ
যৎফলং বহ্নিপূজায়ামগ্নিকার্য্যে ঘৃতাহুতৌ।
তৎফলং লভতে ধীরঃ স্বর্গধ্যানন্ত্যমশ্নুতে।।
ত্রিবক্তং ধারয়েদ্যত্র স চ ব্রহ্মসমো ভুবি।। ১৫৩
নিচিতং দুষ্কৃতং সর্ব্বং দহেজ্জন্মনি জন্মনি।
নচোদরে ভবেদ্রোগো ন চৈবাপটুতাং ব্রজেৎ
পরাজয়ং ন লভতে নাগ্নিনা দহ্যতে গৃহম্।
এতান্যন্যানি সর্ব্বাণি বজ্রাদেশ্চ নিবারণম্।।১৫৫
নাশুভং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ ত্রিবক্তস্য তু ধারণাৎ
চতুর্ব্বক্তং স্বয়ং ব্রহ্মা যস্য দেহে প্রতিষ্ঠতি।
স ভবেৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞো দ্বিজো বেদবিদাং বয়ঃ
সর্ব্বধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ পৌরাণিকো ভবেৎ।।
যৎপাপং নরহত্যায়াং বহুসত্ত্বেষু বেশ্মাসু।
তৎসর্ব্বং দহতে শীঘ্রং চতুর্ব্বক্তস্য ধারণাৎ।।১৫৮

মহেশস্তুষ্যতে নিত্যং ভূতানামধিপো ভবেৎ
সদ্যোজাতস্তথেশানস্তৎপুরুষোহঘোর এব চ
বামদেব ইমে দেবা বক্তৈঃ পঞ্চভিরাশ্রিতাঃ।
অতঃ সর্ব্বত্র ভূয়িষ্ঠঃ পঞ্চবক্তো ধরাতলে।
রুদ্রস্যাত্মজরূপোহয়ং তস্মাত্তং ধরয়েদ্বুধঃ।।
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
তবিৎকালং শিবস্যাগ্রে পূজনীয়ঃ সুরাসুরৈঃ।।
সার্ব্বভৌমো ভবেদ্ভূমৌ শর্ব্বতেজাঃ শিবালয়ে
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পঞ্চবক্তন্তু ধারয়েৎ।
ষড়বক্তং কার্ত্তিকেয়স্তু ধারয়ন্ দক্ষিণে ভূজে।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্ম্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
স্কন্দস্য সদৃশঃ শুরঃ কল্পান্তে সমুপস্থিতে। ১৬৪
নাত্র পরাজয়ং চৈতি গুণানামাকরো ভুবি।
কুমারত্বমবাপ্নোতি যথা গৌরীশনন্দনঃ।। ১৬৫
ব্রাহ্মণো ভূপপূজ্যশ্চ ক্ষত্রিয়ো লভতে জয়ম্।

হইয়া যায়। মানব স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা এবং অন্যান্য হত্যাজনিত যে কিছু পাপভোগ করুক, সমস্ত পাপই তৎক্ষণাৎ ইহার প্রভাবে নষ্ট হইয়া যায়। অগ্নিপূজায় ও অগ্নিকার্য্যে ঘৃতাহুতি দানে যে ফল হয়, ইহা ধারণে ধীর ব্যক্তি সেই ফল লাভ করেন এবং তাঁহার অনন্তকাল স্বর্গভোগ হয়। যে জন ত্রিবক্ত রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, ভূতলে তিনি ব্রহ্ম সদৃশ হইয়া থাকেন। নিশ্চই তাঁহার জন্মজন্মার্জ্জিত পাপ দগ্ধ হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির উদর রোগ হয় না, কোন কিছুতে অপটুতা ঘটে না; সে কুত্রাপি পরাজয় লাভ করে না এবং অগ্নি দ্বারা তাহার গৃহ দগ্ধ হয় না। ত্রিবক্ত রুদ্রাক্ষ ধারণে এই সকল এবং অন্যান্য সর্ব্ব উপদ্রব নষ্ট হয়; তাহার গৃহে বজ্রাদি নিবারণ হইয়া থাকে এবং কোনরূপ অশুভ ঘটনাই ঘটে না। চতুর্ব্বক্ত রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মা; এই রুদ্রাক্ষ যাহার গৃহে থাকে, সেই দ্বিজ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, বেদবিদ্‌রব, সর্ব্বধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ, স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক হইয়া থাকেন। নরহত্যায় এবং বহুপ্রাণিপূর্ণ গৃহে যে পাপ হয় চতুর্ব্বক্ত রুদ্রাক্ষ ধারণে তৎসমস্তই দগ্ধ হইয়া থাকে। মহেশ নিত্য তুষ্ট থাকেন এবং ঐ রুদ্রাক্ষধারী ব্যক্তি ভূতবৃন্দের আধিপত্য লাভ করে। সদ্যোজাত, ঈশান তৎপুরুষ, অঘোর এবং বামদেব, এই পঞ্চদেব পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষে নিত্য অধিষ্ঠিত। অতএব ধরাতলে পঞ্চবক্ত রুদ্রাক্ষই শ্রেষ্ঠ। ইহা রুদ্রের আত্মজস্বরূপ; সুতরাং পন্ডিতজন ইহা ধারণ করিবেন। ১৪৭-১৬০। এই রুদ্রাক্ষধারী ব্যক্তি কোটি সহস্র কোটি শত কল্পকাল সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক শিবাগ্রে পূজনীয় হইয়া থাকেন, তিনি ভূতলে সার্ব্বভৌম নরপতি এবং শিবালয়ে শিবতুল্য তেজঃশালী হন; অতএব সর্ব্ব প্রয়ত্নে পঞ্চবক্ত রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে। ষড়বক্ত রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয়; উহা দক্ষিণ ভূজে ধারণ করিলে ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্বপাপ হইতে নর মুক্তি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই এই রুদ্রাক্ষধারী ব্যক্তি স্কন্দসদৃশ বলবান হইয়া কল্পান্তে অপরাজেয় হইয়া থাকেন। ভূতলে তিনি সর্ব্বগুণের আকর এবং হরগৌরীনন্দনবৎ কুমার হন। তিনি ব্রাহ্মণ হইলে নৃপপূজ্য, ক্ষত্রিয় হইলে যশোভাজন

বৈশ্যাঃ শূদ্রাদয়ো বর্ণাঃ সদৈশ্বর্য্য প্রপূরিতাঃ।।
তস্যৈব বরদা গৌরী মাতেব সুলভা ভবেৎ।।
ততো ভুজবলাদেব বিশ্বতেজা ভবেন্নরঃ।
বাগ্মী ধীরঃ সভায়াঞ্চ নৃপবেশ্মনি সংসদি।।
নচ কাতরতামেতি নৈব ভয়োভবেদ্ ধ্রুবম্।।
এতান্যন্যানি সর্ব্বাণি ষড়বক্তস্যৈব ধারণাৎ।
সপ্তবক্তো মহাসেনস্ত্বনন্তো নাম নাগরাট্।। ১৬৯
অস্য প্রত্যেকবক্তে তু প্রতিনাগা ব্যবস্থিতাঃ।।
অনন্তঃ কর্কটশ্চৈব পুন্ডরীকোহথ তক্ষনঃ।। ১৭০
বিষোল্বণশ্চ কারীষঃ শঙ্খচূড়শ্চ সপ্তমঃ।
এতে নাগা মহাবীর্য্যাঃ সপ্তবক্তে ব্যবস্থিতাঃ।।
অস্য ধারণমাত্রে তু বিষং ন ক্রমতে তনৌ।
হরশ্চ পরম প্রীতো ভবেন্নাগেশ্বরে যথা।।১৭২
প্রীত্যাস্য সর্ব্বপাপানি ক্ষয়ং যান্তি দিনেদিনে
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়াদি গুরুতল্পজম্।।১৭৩
যৎপাপং লক্ষতে মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ
দেবস্য সদৃশং ভোগ্যং ত্রৈলোক্যে নিশ্চিতং
লভেৎ।।১৭৪
অষ্টবক্তো মহাসেন সাক্ষাদ্দেবো বিনায়কঃ।
অস্যৈব ধারণাদেব যৎপুণ্যং তচ্ছৃণুষ্ব মে।। ১৭৫
জন্মজন্ম ন মূর্খঃ স্যান্নাতুরো ন চ নষ্টধীঃ।
অবিঘ্নং সর্ব্বকার্য্যেষু তস্যৈব সততং ভবেৎ।।
নৈপুণ্যং লিপিকার্য্যেষু মহাকার্য্যেষু কৌশলম্।
সর্ব্বারম্ভাদিকার্য্যেষু ক্ষমং তস্য দিনে দিনে।।
অর্দ্ধকূটং তুলাকূটং সর্ব্বকূটং সর্ব্বকূটং তথৈব চ।
শিশ্নোদরকরেণৈব সংস্পৃশেদ্বা গুরুস্ত্রিয়ম্ ।। ১৭৮
এবমাদীনি সর্ব্বাণি হন্তি পাপানি সর্ব্বথা।
অক্ষয়ং ত্রিদিবং ভুক্ত্বা মুক্তো যাতি পরাং ম্।।১৭৯
গুণান্যেতানি সর্ব্বাণি অষ্টবক্রস্য ধারণাৎ।
নাবাস্যং ভৈরবং প্রোক্তং ধারয়েদ্যস্তু বাহুতঃ।
কপিলং মুক্তিদং ধৃত্বা মম তুল্যবলো ভবেৎ।।
লক্ষকোটি সহস্রাণি ব্রহ্মহত্যাঃ করোতি যঃ।

এবং বৈশ্য বা শূদ্র হইলে সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। গৌরী তৎপ্রতি বরদাত্রী হইয়া মাতার ন্যায় সুলভা হন। উক্ত নর স্বীয় ভুজবলেই বিশ্ববিজয়ী হইয়া থাকেন। সাধারণ সভাক্ষেত্রে বা নৃপালয়ে তিনি ধীর বাকপটু রূপে বিরাজ করেন; তাঁহার কখনই কাতরতা ও ভয় হয় না। ষড়্বক্ত্র রুদ্রাক্ষধারণে মানবের এই সকল এবং অন্য আরও অনেক গুণ প্রকাশ পইয়া থাকে। হে মহাসেন! সপ্তমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ নাগরাজ অনন্ত, ইহার প্রতি মুখে এক এক নাগ বিরাজমান। অনন্ত, কর্কট, পুন্ডরীক, তক্ষক, বিষোল্বণ, কারীষ এবং শঙ্খচূড়, এই সপ্ত মহাবীর্য্য নাগ সপ্তমুখ রুদ্রাক্ষের এক এক মুখে অবস্থিত। এই রুদ্রাক্ষ ধারণে দেহে বিষ সংক্রামিত হয় না এবং হর নাগেশের প্রতি যেরূপ প্রীত, তদ্রূপ তাহার প্রতি পরমপ্রীত হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রসন্নতায় এই রুদ্রাক্ষধারী ব্যক্তির দিনে দিনে সর্ব্বপাপক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় ও গুর্ব্বাঙ্গনাগমনাদি জনিত যাবতীয় পাপ এই রুদ্রাক্ষ ধারণে তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। এই রুদ্রাক্ষধারী নর ত্রৈলোকে দেবোচিত ভোগ্য সামগ্রী লাভ করেন। হে মহাসেন অষ্টবক্র রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ দেব বিনায়ক। উহা ধারণে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। অষ্টমুখ রুদ্রাক্ষধারী মানব কোন জন্মেই মূর্খ অচতুর বা নষ্টবুদ্ধি হয় না, তাহার সর্ব্বকার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। লিপিকার্য্যে নৈপুণ্য, মহাকার্য্যে কৌশল এবং সর্ব্বারম্ভাদি কার্য্যে দিনে দিনে দক্ষতা লাভ হয়: অর্দ্ধকূট, তুলাকুট সর্ব্বকূট এবং শিশ্ন, উদর ও কর দ্বারা গুরুস্ত্রীস্পর্শ, ইত্যাদি ক্রমে যে কিছু পাপ আছে, তৎসমস্ত পাপ এই রুদ্রাক্ষ ধারণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি অক্ষয় স্বর্গলাভ করেন এবং অন্তে মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হন। ১৬১-১৭৯। অষ্টবক্ত রুদ্রাক্ষের ধারণে এই সকল গুণই প্রকাশ পায়। নববক্ত্র রুদ্রাক্ষ ভৈরব বলিয়া অভিহিত যে ব্যক্তি ইহা বাহুতে ধারণ করে, সে আমার তুল্য বলশালী হয়। এই রুদ্রাক্ষের মধ্যে

তাঃ সর্ব্বা দহতে শীঘ্রং নববক্তস্য ধারণাৎ।।
সুরলোকে সদা দেবৈঃ পূজিতো মঘবান্ যথা।।
হরবদ্বরবেশ্মাস্থো গণেশো নাত্র সংশয়ঃ।
পন্নগাশ্চ বিনশ্যন্তি দশবক্তস্য ধারণাৎ।। ১৮৩
বক্তে চৈকাদশে বৎস রুদ্রাশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ।
শিখায়াং ধারয়েন্নিত্যং তস্য পুণ্যফলং শৃণু।।
অশ্বমেধ সহস্রাণি যজ্ঞকোটি শতানি চ।
গবাং শতসহস্রস্য সম্যগ্দত্তস্য যৎফলম্।
তৎফলং শীঘ্রমাপ্নোতি বক্তৈকাদশধারণাৎ।।
হরস্য সদৃশো লোকে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।১৮৬
রুদ্রাক্ষং দ্বাদশাস্য যঃ কণ্ঠদেশে তু ধারয়েৎ।
আদিত্যস্তুষ্যতে নিত্যং দ্বাদশাস্যে ব্যবস্থিতঃ।
গোমেধং নরমেধঞ্চ কৃত্বা যৎ ফলমশ্নুতে।
তৎফলং শীঘ্রমাপ্নোতি বজ্রদেশ্চ নিবারণম্।।
নৈব বহ্নের্ভয়ঞ্চৈব ন চ ব্যাধিঃ প্রবর্ত্ততে।

অর্থলাভং সুখং ভুঙক্ত ঈশ্বরো ন দরিদ্রতা।।
হস্ত্যশ্বনরমার্জ্জারমূষকাঙ্খশকাংস্তথা।
ব্যালদং ষ্ট্রিশৃগালাদীন্ হত্বা ব্যাঘাতরত্যপি।।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বক্তদ্বাদশধারণাৎ।
বক্তত্রয়োদশো রুদ্রো রুদ্রাক্ষঃ প্রাপ্যতে যদি
শস্তমঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ।।১৯১
সুধারসায়নঞ্চৈব ধাতুবাদশ্চ পাদুকা।
সিধ্যন্তি তস্য বৈ সর্ব্বে ভাগ্যযুক্তস্য ষণ্মুখ।।১৯২
মাতৃপিতৃস্বসৃভ্রাতৃগুরূন্ বাথ নিহত্য চ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ত্রয়োদশাস্য ধারণাৎ।।
অক্ষয়ং লভতে স্বর্গং যথা দেবো মহেশ্বরঃ।।১৯৪
চতুর্দ্দশমুখং বৎস রুদ্রাক্ষং যদি ধারয়েৎ।
সততং মূর্দ্ধি বাহৌ বা শক্তিপিন্ডং শিবস্য চ।১৯৫
কিং পুনর্বহুনোক্তেন বর্ণিতেন পুনঃপুনঃ।
পূজ্যতে সততং দেবৈঃ প্রাপ্যতে পুণ্যগৌরবাৎ।

কপিলবর্ণ রুদ্রাক্ষ মুক্তিপ্রদ। যে ব্যক্তি লক্ষ কোটি সহস্র ব্রহ্মহত্যা করে, নববক্ত রুদ্রাক্ষ ধারণে তাহার সেই সকল পাপই দগ্ধ হইয়া যায়। ঐ ব্যক্তি দেবলোকে মঘবার ন্যায় সর্ব্বদা দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন এবং গণাধিপতি হইয়া হরের ন্যায় দিব্য গৃহে বাস করেন। দশবক্ত রুদ্রাক্ষের ধারণে পন্নগণ বিনষ্ট হয়। বৎস! একাদশমুখ রুদ্রাক্ষে একাদশ রুদ্র অবস্থিত। এই রুদ্রাক্ষ নিত্য শিখায় ধারণ করিবে। ইহা ধারণের পুণ্যফল শ্রবণ কর। সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যান্য কোটি শত যজ্ঞ এবং শত সহস্র গোদানে যে ফল হয়, একাদশ বক্ত রুদ্রাক্ষের ধারণে মানব সেই ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত রুদ্রাক্ষধারী ব্যক্তি হরের সদৃশ হন এবং তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। দশমুখ রুদ্রাক্ষ যে ব্যক্তি কণ্ঠে ধারণ করেন, আদিত্য তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, উক্ত রুদ্রা ক্ষে আদিত্য দেব নিত্য অধিষ্ঠিত। গোমেধ ও নরমেধ যজ্ঞকরণে যে ফল লাভ হয়, ইহা ধারণে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া যায়, বজ্রাদি বারিত হইয়া থাকে, বহ্নিভয় থাকে না, এবং ব্যধির আক্রমণ ঘটে না। ঐ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অর্থলাভ ও সুখভোগ করে, কখনই দারিদ্র্য উপস্থিত হয় না। যে ব্যক্তি হস্তী, অশ্ব, নর, মার্জ্জার, মূষক, শশক, ব্যাল, দংষ্ট্রী ও শৃগালাদি হনন করে বা করায়, দ্বাদশ বক্ত রুদ্রাক্ষের ধারণে তাহার পাপমুক্তি হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ত্রয়োদশ বক্ত রুদ্রাক্ষে রুদ্রদেব অধিষ্ঠিত। ঐ রুদ্রাক্ষ ক্কচিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় । উহা অত্যন্ত মঙ্গলকর ও সর্ব্বকামফলপ্রদ বলিয়া জানিবে ১৮০-১৯১। হে ষন্মুখ! উক্ত রুদ্রাক্ষধারী ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সুধারসায়ন, ধাতুবাদ এবং পাদুকা এই সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। মাতা, পিতা, ভাগিনী, ভ্রাতা বা গুরুহত্যার পাপও এই ত্রয়োদশ মুখ রুদ্রাক্ষের ধারণে দূরীভূত হইয়া যায়। ঐ ব্যক্তি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে এবং মহেশ্বর দেববৎ বিরাজ করিয়া থাকেন। বৎস। মানব চতুর্দ্দশ মুখ রুদ্রাক্ষ যদি মস্তকে বা বাহুতে যথাশক্তি ধারণ করে, তবে তাহার সম্বন্ধে আর অধিক বলিয়া কি হইবে? সেই ব্যক্তি পুণ্যগৌরবে সর্ব্বদেব কর্ত্তৃক

কার্ত্তিকেয় উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি বক্ত্রে বক্ত্রে যথাবিধি।
ন্যসনং কেন মন্ত্রেণ ধারণং বা কথং বদ ॥১৯৭
ঈশ্বর উবাচ।
শৃণু ষণ্মুখ তত্ত্বেন বক্ত্রে বক্ত্রে যথাবিধি।
অমন্ত্রোচ্চারণাদেব গুণা হেতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
যঃ পুনর্মন্ত্রসংযুক্তং ধারয়েদ্ভুবি মানবঃ।
গুণাস্তস্য মহত্বঞ্চ কথিতুং নৈব শক্যতে॥১৯৯
ইদানীং মন্ত্রা দিশ্যন্তে—ওঁ রুদ্র একবক্ত্রস্য। ওঁ ধং দ্বিবক্ত্রস্য। ওঁ বুং ত্রিবক্ত্রস্য। ওঁ হ্রীং চতুর্বক্ত্রস্য। ওঁ হ্রাং পঞ্চবক্ত্রস্য। ওঁ হূং ষড়্বক্ত্রস্য। ওঁ হ্রঃ সপ্তবক্ত্রস্য। ওঁ কং অষ্টবক্ত্রস্য। ওঁ জূং নববক্ত্রস্য। ওঁ ক্ষং দশবক্ত্রস্য। ওঁ শ্রীং একাদশবক্ত্রস্য। ওঁ হ্রীং দ্বাদশবক্ত্রস্য। ওঁ ক্ষীং ত্রয়োদশবক্ত্রস্য। ওঁ ন্‌াং চতুর্দ্দশবক্ত্রস্য।
এবং মন্ত্রা যথাক্রমং ন্যস্তব্যাঃ।
শিরস্যুরসি মালাঞ্চ গৃহীত্বা যো ব্রজেন্নরঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নান্যথা॥
সর্ব্বেষামপি বক্ত্রাণাং ধারণে মৎসমো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন রুদ্রাক্ষং পুত্র ধারয় ॥২০১
ধারয়িত্বা তু রুদ্রাক্ষং ম্রিয়তে যঃ ক্ষিতৌ নরঃ।
স যাতি মৎপুরং রম্যং সর্ব্বদেবৈঃ প্রপূজিতঃ ॥
মরুদেশে পুরা বৎস বাণিজ্যায় কিল স্থলে।
গচ্ছন্ বণিক্সুতস্তাত তরৌ প্রেতাপ্রপীড়িতঃ
নরীনর্ত্তি ততঃ প্রেতা দ্বিজেন পরমৈক্ষি চ।
কা ত্বং নৃত্যসি দীনাসি সংবৃতা জীর্ণবাসসা॥২০৪
অথ সা চ দ্বিজং প্রাহ দেবদূতান্ময়া শ্রুতম্।
অস্য চারুনরস্যৈব বজ্রপাতেন সাম্প্রতম্।
নিশ্চিতং নিধনং বিপ্র মদ্ভর্ত্তা তু ভবিষ্যতি ॥
একস্মিন্নন্তরে নাকাদ্বজ্রং তস্য শিরোপরি।
অপতৎ স পপাতোর্ব্ব্যাং রুদ্রাক্ষস্যার্দ্ধখণ্ডকে ॥
ততো মম পুরাৎ পুত্র বিমানঞ্চাপতদ্দ্রুতম্।
সমারুহ্য ততঃ শ্রীমাংস্তত্র তিষ্ঠতি সত্বরম্ ॥

সতত পূজিত হইয়া থাকে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—ভগবন্! রুদ্রাক্ষের প্রত্যেক মুখে কোন্ মন্ত্রে কিরূপ ন্যাস এবং কিরূপ বিধি অনুসারে উহা ধারণ করিতে হয়, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; আপনি বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—ষড়ানন! যেরূপ বিধি অনুসারে রুদ্রাক্ষের প্রত্যেক মুখে ন্যাস করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। কোনরূপ মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলেই উল্লিখিত গুণ সকল হইয়া থাকে, পরন্তু যে মানব মন্ত্রযুক্ত রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, তাহার গুণ ও মহত্ব ব্যক্ত করিতে আমি অক্ষম। এক্ষণে মন্ত্র সকল উপদেশ দিতেছি। * এই সকল মন্ত্র যথাক্রমে ন্যাস করিবে। মন্ত্র ন্যাসযুক্ত অক্ষমালা মস্তকে এবং বক্ষে ধারণ করিয়া যে নর গমন করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। যে জন সকল মুখের রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি আমার সমান হইয়া থাকেন; তাই বলিতেছি, পুত্র! তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে রুদ্রাক্ষ ধারণ কর। যে নর রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, সে আমার পুরে প্রয়াণ করে। দেবগণ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ১৯২—২০২। বৎস! পূর্ব্বকালে এক বণিক্‌পুত্র বাণিজ্য করিবার জন্য স্থলপথে যাইতে যাইতে ক্রমে মরুপ্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথাকার এক তরুশাখায় একটা প্রেত নারী নৃত্য করিতেছিল। দ্বিজ বণিক্ প্রেতনারীকে নৃত্য করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি জীর্ণ বসনে অঙ্গ আবৃত করিয়া দীনভাবে নৃত্য করিতেছ? প্রেতনারী উত্তর করিল, আমি দেবদূতের মুখে শুনিয়াছি, সম্প্রতি এই সুন্দর নর নিশ্চয়ই বজ্রপাতে নিহত হইয়া পরে আমার ভর্ত্তা হইবে। এই কথা বলিবার পরক্ষণেই আকাশ হইতে সেই মানবের মস্তকোপরি বজ্রপাত হইল। দ্বিজ বজ্রাহত হইয়া ভূতলে একটা রুদ্রাক্ষের অর্দ্ধখণ্ডোপরি পতিত হইলেন। বৎস! অনন্তর আমার পুরী হইতে সত্বর বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দ্বিজ তাহাতে

* মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য।

মমাংশকং সমাসাদ্য ঈশ্বরঃ কৌ ধনী ভবেৎ।
এবং রুদ্রাক্ষখণ্ডে চ মৃতস্থ স্বগাতিঃ স্থত।
জ্ঞানেন ধারিণঃ পুংসঃ ফলং বক্তুং ন শক্নুমঃ।
স শৈবো বা ভবেচ্ছাক্তো গাণপত্যোহথ সৌরকঃ।
যো দধাতি মৃতো মালামেকং রুদ্রাক্ষকস্তু বা।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি শ্রাবয়েচ্ছৃণুতেহপি বা।
সর্ব্বপাপাৎ প্রমুক্তাত্মা সুখং স্বর্গং লভেৎ-ক্রমাৎ। ২১২

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যং নামৈকোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ। ৫৯।

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

অপরস্থাপি পৃচ্ছামি ফলস্থ পূততাং তরোঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় বদ নো জগদীশ্বর। ১

ঈশ্বর উবাচ।

ধাত্রীফলং পরং পূতং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
যস্থ রোপায়িরো নারী মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ।২
পাবনং বাসুদেবস্থ ফলং প্রীতিকরং শুভম্।
অস্থ ভক্ষণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বকল্মষাৎ।৩
ভক্ষণে চ ভবেদায়ুঃ পানে বৈ ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ।
অলক্ষ্মীনাশনং স্নানে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়াৎ।৪
যস্মিন্ গৃহে মহাসেন ধাত্রী তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ গৃহে ন গচ্ছন্তি প্রেতাদৈত্যেয়রাক্ষসাঃ।
ন গঙ্গা ন গয়া চৈব ন কাশী ন চ পুষ্করম্।
একৈব হি নৃণাং ধাত্রী সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে।৬
একাদশ্যাং পক্ষযুগে ধাত্রীস্নানং করোতি যঃ।
সর্ব্বপাপং ক্ষয়ং যাতি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।৭
ধাত্রীফলং সদা সেব্যং ভক্ষণে স্নান এব চ।
নিয়মং পারণে বিষ্ণোঃ স্নানমাত্রে হরের্দ্দিনে।
সংযতে পারণে চৈব ধাত্র্যেকস্পর্শনে নরঃ।
ভুক্ত্বা তু লঙ্ঘয়েদ্যস্ত একাদশ্যাং সিতাসিতে।

আরোহণ করিয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতে লাগিল। পরে আমার অংশ প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে ধনাঢ্য রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। হে সুত! এইরূপে রুদ্রাক্ষের অর্দ্ধ-খণ্ডোপরি মরণ হইলেও সেই দ্বিজ সুগতি লাভ করিয়াছিল। অতএব জ্ঞানপূর্ব্বক রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে মানব যে কত ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিবার শক্তি আমার নাই। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে রুদ্রাক্ষ মালা বা একটী মাত্র রুদ্রাক্ষও ধারণ করে,যে শৈব শাক্ত গাণপত্য বা সৌর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ করে বা করায়, বাহাকে শুনায় বা শুনে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ সুখে স্বর্গ লাভ করে। ২০৩—২১২।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯

ষষ্টিতম অধ্যায়।

স্কন্দ কহিলেন,—আমি অপর কোন তরুর ও ফলের পবিত্রতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে জগদীশ! সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত আপনি আমাকে তাহা বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—ধাত্রীফল পরম পবিত্র এবং সর্ব্বলোকবিশ্রুত, ধাত্রী রোপণে নর কিংবা নারী উভয়ই জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এই পবিত্র ফল বাসুদেবের প্রীতি-কর। ইহা ভক্ষণ মাত্র সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে। উহা ভক্ষণে আয়ু, পানে ধর্ম্মসঞ্চয় এবং স্নানে অলক্ষ্মী নাশ হয়। ফলে আমলকীতে সর্ব্বৈশ্বর্য্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মহাসেন! যে, গৃহে ধাত্রী অবস্থান করে, প্রেত, দৈত্য বা রাক্ষসগণ তথায় প্রবেশ করে না। গঙ্গা, গয়া, কাশী, বা পুষ্কর সেবার প্রয়োজন নাই; হরিবাসরে একমাত্র ধাত্রীই নরগণের সেব্য। উভয় পক্ষের একাদশীতে যে ব্যক্তি ধাত্রী স্নান করে, তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সে বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে।১—৭। ভক্ষণে এবং স্নানে ধাত্রীফল সর্ব্বদাই সেব্য। হরিবাসরে স্নানে নিয়ত ধাত্রী সেবা করিবে। সংযমে এবং পারণে যে নর একমাত্র ধাত্রীস্পর্শ করিয়া ভোজন-

একেনৈবোপবাসেন কৃতেন তু ষড়ানন।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০
অক্ষয়ং লভতে স্বর্গং বিষ্ণুসাযুজ্যমাত্রজেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধাত্রীব্রতং সমাচর ॥ ১১
ধাত্রীদ্রবেণ সততং যস্য কেশাঃ সুরঞ্জিতাঃ।
ন পিবেৎ স পুনর্মাতুঃ স্তনং কশ্চিৎ ষড়ানন ॥
ধাত্রীদর্শনসংস্পর্শান্ নাম উচ্চারণেঽপি বা।
বরদঃ সম্মুখো বিষ্ণুঃ সন্তুষ্টো ভবতি প্রিয়ঃ ॥ ১৩
ধাত্রীফলঞ্চ যত্রাস্তে তত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তত্র ব্রহ্মা স্থিরা পদ্মা তস্মাত্তাস্তু গৃহে ন্যসেৎ॥১৪
অলক্ষ্মীর্নশ্যতে তত্র যত্র ধাত্রী প্রতিষ্ঠিতি।
সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবাশ্চ ন ত্যজন্তি ক্ষণং মুদা ॥১৫
ধাত্রীফলেন নৈবেদ্যং যো দদাতি মহাধনম্।
তস্য তুষ্টো ভবেদ্বিষ্ণুর্নান্যৈঃ ক্রতুশতৈরপি ॥ ১৬
স্নাত্বা ধাত্রীদ্রবেণৈব পূজয়েদ্যস্তু মাধবম্।
সোঽভীষ্টফলমাপ্নোতি যদ্বা মনসি বর্ত্ততে ॥ ১৭
তথৈব লক্ষণং স্মৃত্বা পূজয়িত্বা ফলেন তু।
সুবর্ণশতসাহস্রং ফলমেতি নরোত্তমঃ ॥ ১৮
যাগতির্জ্ঞানিনাং স্কন্দ মুনীনাং যোগসেবিনাম্
গতিং তাং সমবাপ্নোতি ধাত্রীসেবারতো নরঃ
তীর্থসেবাভিগমনে ব্রতৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
সা গতির্লভ্যতে পুংসাং ধাত্রীফলসুসেবয়া ॥
প্রীতিশ্চ সর্ব্বদেবানাং দেবীনাং নো গণস্য চ।
সম্মুখা বরদা স্নানে ধাত্রীফলনিষেবণে ॥ ২১
গ্রহা দুষ্টাশ্চ যে কিচিদুগ্রাশ্চ দৈত্যরাক্ষসাঃ।
সর্ব্বে ন দুষ্টতাং যান্তি ধাত্রীফলসুসেবনাৎ ॥২২
সর্ব্বযজ্ঞেষু কার্য্যেষু শস্তঞ্চামলকীফলম্।
সর্ব্বদেবস্য পূজায়াং বর্জ্জয়িত্বা রবিং সুত ॥২৩
তস্মাদ্রবিদিনে তাত সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
ধাত্রীফলানি সততং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২৪
যস্তু স্নাতি তথাশ্নাতি ধাত্রীঞ্চ রবিবাসরে।
আয়ুর্বিত্তং কলত্রঞ্চ সর্ব্বং তস্য বিনশ্যতি ॥ ২৫
সংক্রান্তৌ চ ভৃগোর্বারে ষষ্ঠ্যাং প্রতিপদি ধ্রুবম্

পূর্ব্বক উভয় পক্ষের একাদশী লঙ্ঘন করে, তাহার সেই একমাত্র উপবাসেই সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির অক্ষয় স্বর্গ হয় এবং সে বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ধাত্রীব্রত আচরণ কর। ধাত্রীরসে যাহার কেশ সুরঞ্জিত হয়, সে আর কখন মাতৃস্তন্য পান করে না। ধাত্রীর দর্শন স্পর্শ এবং উহার নামোচ্চারণেও বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদ হন এবং সন্তুষ্ট হইয়া প্রিয় হইয়া থাকেন। যেখানে ধাত্রীফল আছে, সেইখানেই কেশব অবস্থিত। ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মীও তথায় বিরাজ করেন। অতএব ধাত্রীকে গৃহে বিন্যাস করিবে। যেখানে ধাত্রীর অবস্থান, তথায় অলক্ষ্মী বিনাশ হয় এবং সর্ব্বদেব সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষণকালের জন্যও সে গৃহ ত্যাগ করেন না। যে ব্যক্তি ধাত্রী-ফলের নৈবেদ্য দান করে, বিষ্ণু তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন; অন্য শত যজ্ঞেও তাঁহার সেরূপ তুষ্টি হয় না। ধাত্রীর স্নান করিয়া যে ব্যক্তি মাধবের পূজা করে, সে তাহার মনোভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নরোত্তম ব্যক্তি লক্ষণ স্মরণে ধাত্রীফল দ্বারা পূজা করিয়া শত সহস্র সুবর্ণ দানের ফল লাভ করে। হে স্কন্দ! জ্ঞানী, মুনি এবং যোগি-গণের যে গতি হয়, ধাত্রীসেবক নরও সেই গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তীর্থসেবা, তীর্থ-গমন ও বিবিধ ব্রত দ্বারা যে গতিলাভ হয়, ধাত্রীফল সেবায় নরগণের সেই গতি লাভ হয়। ধাত্রীফল সেবনে সর্ব্বদেব, দেবী ও মদীয় গণেরও প্রীতি হয়। তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদ হইয়া থাকেন ৷৮—২১৷ যে কিছু দুষ্ট গ্রহ বা উগ্রদর্শন দৈত্যরাক্ষস আছে, ধাত্রীফল সেবায় সকলেই শান্ত হইয়া থাকে। সমস্ত কার্য্যে এবং রবি ব্যতীত যাবতীয় দেব-পূজায় আমলকীফল প্রশস্ত। অতএব রবি-বারে বিশেষতঃ সপ্তমী তিথিতে ধাত্রীফল সকল দূরে বর্জ্জন করিবে। যে ব্যক্তি রবি-বারে ধাত্রীস্নান বা ধাত্রীফল ভক্ষণ করে, তাহার আয়ু, বিত্ত, কলত্র সমস্তই নষ্ট হইয়া থাকে। সংক্রান্তি, শুক্রবার, ষষ্ঠী, প্রতিপৎ,

নবম্যাং চাপ্যমায়াঞ্চ ধাত্রীং দূরাৎ পরিত্যজেৎ
নাসিকাকর্ণতুণ্ডেষু মৃতস্য চিকুরেষু বা।
তিষ্ঠেদ্ধাত্রীফলং যস্য স যাতি বিষ্ণুমন্দিরম্॥
ধাত্রীসম্পর্কমাত্রেণ মৃতো যাত্যচ্যুতালয়ম্।
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য স্বর্গং যাতি রথেন তু॥ ২৮
ধাত্রীদ্রবং নরো লিপ্ত্বা যস্তু স্নানং সমাচরেৎ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি ধার্ম্মিকঃ
অস্য দর্শনমাত্রেণ যে বৈ পাপিষ্ঠজন্তবঃ।
সর্ব্বে তে প্রপলায়ন্তে গ্রহা দুষ্টাশ্চ দারুণাঃ॥৩০
পুরৈকঃ পুক্কসঃ স্কন্দ মৃগয়ার্থং বনং গতঃ।
মৃগপক্ষিগণান্ হত্বা তৃষয়া পরিপীড়িতঃ॥ ৩১
ক্ষুধয়ামলকীবৃক্ষং পুরঃ পীনফলান্বিতম্।
দৃষ্ট্বা সংরুহ্য সহসা চখাদ ফলমুত্তমম্॥ ৩২
ততো দৈবাৎ স বৃক্ষাগ্রান্নিপপাত মহীতলে
বেদনাগাঢ়সম্বিদ্ধঃ পঞ্চত্বমগমত্তদা॥ ৩৩
ততঃ প্রেতগণাঃ সর্ব্বে রক্ষোভূতগণাস্তথা।
তন্নং বোঢ়ুং মুদা সর্ব্বে যে বৈ শমনসেবকাঃ॥

ন শক্নুবন্তি চাণ্ডালং মৃতং দ্রষ্টুং মহাবলাঃ।
অন্যোন্যং বিগ্রহস্তেষাং মমায়মিতি ভাষতাম্
গ্রহীতুং চাপি নেতুঞ্চ ন শক্তাস্তে পরস্পরম্।
ততস্তে তু সমালোক্য গতা মুনিগণান্ প্রতি।
প্রেতা ঊচুঃ।
কিমর্থং মুনয়ো ধীরাশ্চাণ্ডালং পাপকারিণম্।
প্রেক্ষিতুং ন বয়ং শক্তা ন চাপি যমসেবকাঃ।
ম্রিয়ন্তে পাতিতা যে চ স্থিরৈর্যুদ্ধপরাঙ্মুখাঃ।
সাহসৈঃ পাতিতা ভীতা বজ্রাগ্নিকাষ্ঠপীড়িতাঃ।
সিংহব্যাঘ্রহতা মর্ত্ত্যা ব্যাঘ্রৈর্বা জলজন্তুভিঃ।
জলস্থলস্থিতাঃ প্রেতাঃ বৃক্ষপর্ব্বতপাতিতাঃ। ৩৯
পশুপক্ষিহতা যে চ কারাগারে গরে মৃতাঃ।
আত্মঘাতমৃতা যে চ শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।৪০
গূঢ়কর্ম্মমৃতা ধূর্ত্তা গুরুবিপ্রনৃপদ্বিষঃ।
পাষণ্ডাঃ কৌলিকাঃ ক্রূরা গরদাঃ কূটসাক্ষিণঃ।
আশৌচান্নস্য ভোক্তারঃপ্রেতভোগ্যা ন সংশয়ঃ

নবমী এবং অমাবস্যায় ধাত্রীফল দূরে বর্জ্জন করিবে। যে মৃত ব্যক্তির নাসিকা, কর্ণ, তুণ্ড বা কেশপাশে ধাত্রীফল অর্পণ করা হয়, সে বিষ্ণুভবনে প্রয়াণ করিয়া থাকে। ধাত্রীসম্পর্ক মাত্রেই মৃত ব্যক্তি অচ্যুতালয়ে গমন করে, তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, সে উত্তম রথে স্বর্গারোহণ করে। যে ধার্ম্মিক নর ধাত্রীরস গাত্রে লেপন করিয়া স্নান করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে সকল পাপিষ্ঠ লোক বা দুষ্ট দারুণগ্রহ তাহারা ইহার দর্শনমাত্রেই পলায়ন করিয়া থাকে। হে স্কন্দ! পুরাকালে এক পুক্কস মৃগয়া নিমিত্ত বনগমন করিয়া মৃগপক্ষীদিগের নিধন সাধনপূর্ব্বক ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়ে এবং সম্মুখে স্থূলফলান্বিত আমলকী বৃক্ষ দেখিয়া তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক তাহার উত্তম উত্তম ফল ভক্ষণ করে। তখন দৈবক্রমে ঐ পুক্কস উক্ত বৃক্ষ হইতে মহীতলে পতিত হয় এবং তীব্র বেদনায় অভিভূত হইয়া পঞ্চত্ব-লাভ করে। অনন্তর শ্মশানসেবক সমস্ত রাক্ষস ও ভূতবৃন্দ সেই মৃত চণ্ডালকে লইতে আসিল। কিন্তু কেহই লইতে পারিল না। এই শব আমার,এই বলিয়া তাহাদের পরস্পর বিগ্রহ বাধিয়া গেল। তাহারা কেহই সেই শবদেহ গ্রহন করিতে বা লইতে পারিল না। তখন তাহারা মুনিগণের নিকট গমন করিয়া কহিল,—হে ধীর মুনিগণ! আমরা এই পাপাত্মা চণ্ডালকে কি নিমিত্ত দর্শন করিতে পারিতেছি না। এই যমকিঙ্করগণ পরাঙ্মুখ হইতেছেন।২২—৩৭। যাহারা পাতিত, মৃত, যুদ্ধপরাঙ্মুখ ও ভীত হওয়ায় সাহসিকগণ কর্ত্তৃক পাতিত, কিংবা যাহারা বজ্র অগ্নি ও কাষ্ঠ-পীড়িত, সিংহ ব্যাঘ্র হত, এবং ব্যাঘ্র বা জল জন্তুগণ কর্ত্তৃক নাশিত, যাহারা জলস্থলস্থিত বৃক্ষ পর্ব্বত হইতে পাতিত প্রেত,যাহারা পশু-পক্ষিহত, যাহারা কারাগৃহে বিষপ্রয়োগে মৃত, যাহারা আত্মঘাতী, শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মবর্জ্জিত,যাহারা গূঢ়কর্ম্মমৃত, ধূর্ত্ত, গুরু বিপ্র ও নৃপদ্বেষী যাহারা পাষণ্ড কৌলিক, ক্রূর, গরদ, কূটসাক্ষী এবং অশৌচান্নভোজী, তাহারা সকলেই

প্রায়মিতি জ্ঞায়ন্তো নেতুং তং ন শক্নুমঃ ।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ কিং বা কস্য প্রভাবতঃ

মুনয় ঊচুঃ ।

অনেন ভক্ষিতং প্রেতাঃ পক্কামলকীফলম্ ।
তৎসঙ্গং যান্তি তস্যৈব ফলানি প্রচুরাণি চ ।
তেনৈব কারণে নায়ং দুষ্প্রেক্ষ্যো ভবতাং ধ্রুবম্
বৃক্ষাগ্রপতিতস্যাথ প্রাণঃ স্নেহান্ন চ ত্যজেৎ ।
নায়ং চারেণ সূর্য্যস্য ন চাস্তে পাপকারিণঃ ।
ধাত্রীভক্ষণমাত্রেণ পাপাৎ পূতো ব্রজেদ্দিবম্ ।

প্রেতা ঊচুঃ ।

পৃচ্ছামো বো হ্যবিজ্ঞানান্ন বয়ং নিন্দকাঃ ক্বচিৎ
বিষ্ণুলোকাদ্বিমানস্তু যাবন্নৈবাত্র গচ্ছতি ।
উচ্যতাং মুনিশার্দ্দূলা বো জ্ঞাতং মনসি স্থিতম্ ।
যাবদ্দ্বিজা ন ঘোষন্তি বেদমন্ত্রাদিকল্পিতম্ ।
ঘোষ্যন্তে যত্র বেদাশ্চ মন্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
পুরাণস্মৃতয়ো যত্র ক্ষণং স্থাতুং ন শক্নুমঃ ॥ ৪৮

যজ্ঞহোমজপস্থানদেবতার্চ্চনকর্ম্মণাম্ ।
পুরতো বৈ ন তিষ্ঠামস্তস্মাৎ ব্রুত সমুচ্যতাম্ ॥
কিং বৈ কৃত্বা প্রেতযোনিং লভন্তে হি

নরা দ্বিজাঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে সম্যক্ কথং বৈ বিকৃতং বপুঃ

দ্বিজা ঊচুঃ ।

শীতবাতাতপক্লেশৈঃ ক্ষুৎপিপাসাবিশেষকৈঃ ॥
অন্যৈরপি চ দুঃখৈর্যে পীড়িতাঃ কূটসাক্ষিণঃ ।
বধবন্ধপ্রমীতাশ্চ প্রেতাস্তে নিরয়ং গতাঃ ॥৫২
ছিদ্রান্বেষপরা যে চ দ্বিজানাং কর্ম্মঘাতিনঃ ।
তথৈব চ গুরূণাঞ্চ তে প্রেতাশ্চাপুনর্ভবাঃ ॥ ৫৩
দীয়মানে দ্বিজাগ্র্যে তু দাতারং প্রতিবিধ্যতি ।
চিরং প্রেতত্বমাশ্রিত্য নরকান্ন নিবর্ত্ততে ॥
পরস্য বাত্মনো বা গাং কৃত্বা পীড়নবাহনে ।
ন পালয়ন্তি যে মূঢ়াস্তে প্রেতাঃ কর্ম্মজা ভুবি ॥
হীনপ্রতিজ্ঞকাঃ সত্যন্তথা ভগ্নব্রতা নরাঃ ।

প্রেতভোগ্য সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই ইহাকে আমার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, কিন্তু কেহই ইহাকে লইতে পারিতেছি না। এই চণ্ডালশব কি নিমিত্ত আদিত্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিল। মুনিগণ কহিলেন,—প্রেতগণ! এই ব্যক্তি পক্ক আমলকী ফল ভক্ষণ করিয়াছে, তাহাতে ইহার প্রচুর পুণ্য-ফল হইয়াছে। সেই কারণেই এ ব্যক্তি তোমাদের দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত হইলেও স্নেহবশতঃ প্রাণ ইহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। বস্তুতঃ ধাত্রীফল ভক্ষণ মাত্রেই নর পাপ হইতে পূত হইয়া স্বর্গে গমন করে। প্রেতগণ কহিল,—আমরা কাহারও নিন্দক নহি; অজ্ঞান বশতই আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। বিষ্ণুলোক হইতে যাবৎ না বিমান আসিয়া উপস্থিত হয়, যাবৎ না দ্বিজগণ বেদমন্ত্র ঘোষণা করেন, তাবৎ কালের মধ্যে হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমাদের মনের কথার উত্তর প্রদান করুন। যেখানে বেদ, বিবিধ মন্ত্র এবং পুরাণ ও স্মৃতি ঘোষিত হয়, তথায় আমরা ক্ষণকালও থাকিতে পারি না। যজ্ঞ, হোম, জপস্থান দেবতার্চ্চনাদি কার্য্যের অগ্রে আমরা তিষ্ঠিতে পারি না। ইহার কারণ কি আপনারা বলুন। হে দ্বিজগণ! নর কি কাজ করিয়া প্রেতযোনি লাভ করে, কেন তাহারা বিকৃত দেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা সম্যক্‌রূপে আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।৩৮-৫০। দ্বিজগণ কহিলেন,—শীত বাত ও আতপক্লেশ ক্ষুধা বা পিপাসা এবং অন্যান্য দুঃখে অভি-ভূত হইয়া যাহারা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, যাহারা কূটসাক্ষ্য দান করে, এবং যাহারা বধবন্ধনে জীবন হারায়, তাহারাই প্রেত হইয়া নরক প্রাপ্ত হয়। যাহারা দ্বিজগণের ছিদ্রান্বেষী এবং তাঁহাদের ও গুরুজনের কর্ম্মলোপী, তাহারাই অনন্তকাল প্রেত হইয়া থাকে। কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠকে কিঞ্চিৎ প্রদান করিবার কালে যাহারা দাতাকে নিবারণ করে, তাহারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল নরক ভোগ করে। সে সকল-মূঢ় নর পরের বা নিজের গাভীকে পীড়ন ও বাহন করিয়া যথাযোগ্য পালন করে না, ভূতলে তাহারাই কর্ম্মজন্য

নলিনীদলভুক্তাশ্চ তে প্রেতাঃ কর্ম্মজা ভুবি ॥
বিক্রীণন্তি সুতাং শুদ্ধাং স্ত্রিয়ং সাধ্বীমকণ্টকাম্
পিতৃব্যমাতুলাদেশ্চ তে প্রেতাঃ কর্ম্মজা ভুবি
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রেতা জাতা স্বকর্ম্মভিঃ ॥

প্রেতা উচুঃ।

ন ভবন্তি কথং প্রেতাঃ কর্ম্মণা কেন বা দ্বিজাঃ
হিতায় বদ নস্তূর্ণং সর্ব্বলোকহিতং পরম্ ॥

দ্বিজা উচুঃ।

যেন চৈব কৃতং স্নানং জলে তীর্থস্য ধীমতা।
নমস্কৃতং পরং লিঙ্গং ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥
একাদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং চ বিশেষতঃ।
পূজয়িত্বা হরিং মর্ত্ত্যাঃ প্রেতত্বং ন ব্রজন্তি বৈ
বেদাক্ষরপ্রসূক্তৈশ্চ স্তোত্রমন্ত্রাদিভিস্তথা।
দেবানাং পূজনে রক্তা ন বৈ প্রেতা ভবন্তি তে
শ্রুত্বা পৌরাণিকং বাক্যং দিব্যঞ্চ ধর্ম্মসংহিতম্
পাঠয়িত্বা পঠিত্বা চ পিশাচত্বং ন গচ্ছতি ॥৬৩

ব্রতৈশ্চ বিবিধৈঃ পূতাঃ পদ্মাক্ষধারণৈস্তথা।
জপ্ত্বা পদ্মাক্ষমালায়াং প্রেতত্বং নৈব গচ্ছতি।
ধাত্রীফলদ্রবৈঃ স্নাত্বা নিত্যং তদ্ভক্ষণে রতাঃ।
তেন বিষ্ণুং সুসম্পূজ্য ন গচ্ছন্তি পিশাচতাম্ ॥

প্রেতা উচুঃ।

সতাং সন্দর্শনাৎ পুণ্যমিতি পৌরাণিকা বিদুঃ।
তস্মাদ্বো দর্শনং জাতং হিতং নঃ কর্ত্তুমর্হথ।
প্রেতভাবাদ্যথা মুক্তিঃ সর্ব্বেষাং নো ভবিষ্যতি
ব্রতোপদেশকং ধীরা যুষ্মাকং শরণাগতাঃ ॥৬৭
ততো দয়ালবঃ সর্ব্বে তানূচুর্দ্বিজসত্তমাঃ।
ধাত্রীণাং ভক্ষণং শীঘ্রং কুর্ব্বতাং মুক্তিহেতবে।

প্রেতা উচুঃ।

ধাত্রীণাং দর্শনে বিপ্রা বয়ং স্থাতুং ন শক্নুমঃ
কথং তেষাং ফলানাঞ্চ শক্তা বৈ ভক্ষণেঽধুনা

দ্বিজা উচুঃ।

অস্মাকং বচনে নাত্র ধাত্রীণাং ভক্ষণং শিবম্।

প্রেত হইয়া থাকে। যে সকল নর হীন-প্রতিজ্ঞ, অসত্যনিষ্ঠ, এবং পদ্মপত্রে ভোজন-কারী, তাহারাই কর্ম্মজন্ত ভূতলে প্রেতত্ব লাভ করে। যাহারা স্বীয় শুদ্ধা কন্যা ও সাধ্বী পত্নীকে এবং পিতৃব্য ও মাতুলাদির কন্যা-পত্নীকে বিক্রয় করে, তাহারাই ভূতলে কর্ম্মজন্য প্রেত হইয়া থাকে। এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য আরও অনেকেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভূতলে প্রেতত্ব লাভ করে। প্রেতগণ কহিল,—হে দ্বিজগণ! কিরূপ কর্ম্ম করিলে প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয় না, সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত তাহা আমাদিগকে সত্বর প্রকাশ করিয়া বলুন। দ্বিজগণ কহিলেন,—যে ধীমান্ নর তীর্থজলে স্নান করেন এবং পরম লিঙ্গ বন্দনা করেন, তিনি কখন প্রেত হন না। মানবগণ একাদশীতে উপবাস ও দ্বাদশীতে হরিপূজা করিয়া কখন প্রেতত্ব লাভ করে না। বেদাক্ষরময় সূক্ত ও স্তোত্রমন্ত্রাদি দ্বারা যাহারা দেবপূজায় নিরত, তাহারা কদাচ প্রেত হয় না। মানব ধর্ম্মযুক্ত দিব্য পৌরাণিক বাক্য শ্রবণ পঠন ও পাঠ করিয়া কখন পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয় না। বিবিধ ব্রতানুষ্ঠানে ও পদ্মাক্ষ ধারণে পূত হইয়া যাহারা পদ্ম-মালায় জপ করে, তাহারা কখন প্রেতত্ব লাভ করে না। যাহারা ধাত্রীফল রসে স্নান করে, সেই ফল নিত্য ভক্ষণ করে এবং তাহা দ্বারাই বিষ্ণুপূজা করে, তাহারা কদাচ পিশাচত্ব লাভ করে না। প্রেতগণ কহিল,—পৌরাণিকগণ বলিয়া থাকেন, সাধুজনের সন্দর্শনেই পুণ্য হয়, আপনাদের দর্শন লাভ হইল; অতএব আপনারা আমাদের হিত-সাধন করুন। হে ধীরগণ! আমরা আপ-নাদের শরণাপন্ন হইলাম। যাহাতে আমাদের সকলের প্রেত ভাব হইতে মুক্তি হয়, আপ-নারা আমাদিগকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন। অনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা মুক্তিলাভার্থ সত্বর ধাত্রীফল ভক্ষণ কর। প্রেতগণ কহিল,—বিপ্রগণ! আমরা ধাত্রীবৃক্ষের দর্শনপথেও অবস্থান করিতে অসমর্থ। কিরূপে তাহার ফল আমরা ভক্ষণ করিতে পারিব। দ্বিজগণ কহিলেন,—আমাদের বাক্যেই তোমরা ধাত্রী

ফলিষ্যতি পরং লোকং তস্মাদ্গম্যতাং সমর্হথ ॥
অথ তেভ্যো বরং লব্ধ্বা ধাত্রীবৃক্ষং পিশাচকৈঃ
সমারুহ্য ফলং প্রাপ্য ভক্ষিতং লীলয়া তদা ॥
ততো দেবালয়াত্তূর্ণং রথং পীনস্বশোভনম্ ॥ ৭১
আগতস্তং সমারুহ্য সচাণ্ডালপিশাচকাঃ ।
গতাস্তে ত্রিদিবং পুত্র ব্রতৈর্যজ্ঞৈঃ সুদুর্লভম্ ॥৭২

স্কন্দ উবাচ ।

ধাত্রীভক্ষণমাত্রেণ পুণ্যং লব্ধ্বা দিবং গতাঃ ।
তদ্ভক্ষিণঃ কথং স্বর্গং ন গচ্ছন্তি নরাদয়ঃ ॥ ৭৩

ঈশ্বর উবাচ ।

পূর্বমস্তে জ্ঞানলোপাচ্চ ন জানন্তি হিতাহিতম্ ।
উচ্ছিষ্টং শ্বভিরুৎস্পৃষ্টং শ্লেষ্মমূত্রং শকৃত্তু বা ॥৭৪
মত্বা চ মোহিতাঃ শ্রেষ্ঠং প্রেতাদন্তি সদৈব হি ।
শকৃচ্ছৌচজলং বাস্তং বলিশূকরকুক্কুটৈঃ ॥ ৭৫
মৃতকে সূতকে জপ্যং ন ত্যক্তং যেন কেনচিৎ
তস্যান্নঞ্চ জলং প্রেতাঃ খাদন্তি তু সদৈব হি ॥

দুর্দ্দান্তা গৃহিণী যস্য শুচিসংযমবর্জ্জিতা ।
শুরুনিঃসারিতা দুষ্টা সন্তি প্রেতাশ্চ তত্র বৈ ॥৭৭
অপুঙ্গবাঃ কুলৈর্জ্জাত্যা বলোৎসাহবিবর্জ্জিতাঃ
বধিরাশ্চ কৃশা দীনাঃ পিশাচাঃ কর্ম্মজাতয়ঃ ॥ ৭৮
ক্ষণঞ্চ মঙ্গলং নাস্তি দুঃখৈর্দেহযুতা ভৃশম্ ।
তেনৈব বিকৃতাকারাঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতাঃ ॥
নগ্নকা রোগসন্তপ্তা মৃতা রুক্ষা মলীমসাঃ ।
এতে চান্যে চ দুঃখার্ত্তাঃ সদৈব প্রেতজাতয়ঃ ॥
তেন কর্ম্মবিপাকেন জায়ন্তে কামমীদৃশাঃ ।
পিতৃমাতৃগুরূণাঞ্চ দেবনিন্দাপরাশ্চ যে ॥
পাষণ্ডাঃ কৌলিকাঃ পাপাস্তে প্রেতাঃ কর্ম্মজা ভুবি ॥ ৮১
গলপাশৈর্জলৈঃ শস্ত্রৈর্গরলৈরাত্মঘাতকাঃ ।
ইহলোকে চ তে প্রেতাশ্চাণ্ডালাদিষু সম্ভবাঃ ॥
অন্ত্যজাঃ পতিতাশ্চৈব পাপরোগমৃতাশ্চ যে ॥
অন্ত্যজৈর্ঘাতিতা যুদ্ধে তে প্রেতা নিশ্চিতা ভুবি
মহাপাতকসংযুক্তা বিবাহে চ বহিষ্কৃতাঃ ।

ভক্ষণ করিতে পারিবে এবং পরলোকে তোমাদের মঙ্গল হইবে, তোমরা এক্ষণে প্রস্থান কর। অনন্তর প্রেতগণ তাঁহাদের নিকট বর লাভ করিয়া ধাত্রীবৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক অনায়াসে ফল ভক্ষণ করিল। বৎস! ইহার পরই দেবালয় হইতে সুন্দর রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। চণ্ডাল ও পিশাচগণ তখন তাহাতে আরোহণ করিয়া ব্রতযজ্ঞ-দুর্লভ স্বর্গধামে প্রয়াণ করিল। স্কন্দ কহিলেন,—ধাত্রীফল ভক্ষণ মাত্রেই পিশাচগণ পুণ্য-লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। কিন্তু সেই ফলভোজী মানবাদি কেন স্বর্গে গমন করে না? ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্ব্বে তাহারা অজ্ঞান-বশে হিতাহিত কিছুই জানিতে পারে না। উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, শ্লেষ্ম, মূত্র, পুরীষ, শৌচ জল এবং শূকর ও কুক্কুটবাস্ত এই সকল উত্তম মনে করিয়া প্রেতগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে। মৃতাশৌচে বা জননাশৌচে যে ব্যক্তি জপ্য পরিত্যাগ করে না, প্রেত-গণ সদাই তাহার অন্ন জল ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাহার গৃহিনী দুর্দ্দান্ত, শুচিসংযম-বর্জ্জিত বহিষ্কৃতা, এবং দুষ্টা, প্রেতগণ তাহারই গৃহে অবস্থান করে। যাহারা কুল ও জাত্যংশে হীন, বল ও উৎসাহবর্জ্জিত, বধির, কৃশ ও দীন, তাহারাই কর্ম্মজাত পিশাচ। ক্ষণকালও যাহাদের শান্তি নাই, যাহারা সর্ব্বদাই একান্ত দুঃখযুক্ত দেহ ধারণ করে, যাহারা বিকৃতাকার, সর্ব্বভোগবর্জ্জিত, নগ্ন, রোগসন্তপ্ত, মৃত রুক্ষ, মলিন, ইহারা এবং এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট অপর সকলেও সদা দুঃখার্ত্ত প্রেতজাতি। ইহারা কর্ম্মবিপাকেই এই প্রকার হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা পিতা মাতা গুরু ও দেবনিন্দারত, যাহারা পাষণ্ড কৌলিক, পাপিষ্ঠ, তাহারাই ভূতলে কর্ম্ম-জাত প্রেত ৫১-৮১। যাহারা গলপাশে, জলে, শস্ত্রে এবং গরলে আত্মহত্যা করে, ইহলোকে তাহারা প্রেত হইয়া চণ্ডালাদি যোনিতে উৎ-পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা অন্ত্যজ, পতিত, পাপরোগে মৃত, অন্ত্যজগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে ঘাতিত ভূতলে তাহারা নিশ্চিতই প্রেত। যাহারা

শৌর্য্যাৎ সাহসিকা যে চ তে প্রেতাঃ কর্ম্মজা ভুবি ॥ ৮৪
রাজদ্রোহকরা যে চ পিতৃণাং দ্রোহচিন্তকাঃ।
ধ্যানাধ্যয়নহীনাশ্চ ব্রতৈর্দেবার্চ্চনাদিভিঃ ॥ ৮৫
অমন্ত্রাঃ স্নানহীনাশ্চ গুরুস্ত্রীগমনে রতাঃ।
তথৈব চান্ত্যজস্ত্রীষু দুর্গতাসু চ সঙ্গতাঃ।
মৃতাঃ ক্রূরোপবাসেন ম্লেচ্ছদেশস্থিতা মৃতাঃ ॥৮৭
ম্লেচ্ছভাষাযুতাশুদ্ধাস্তথা ম্লেচ্ছোপজীবিনঃ।
অনুবর্ত্তন্তি যে ম্লেচ্ছান্ স্ত্রীধনৈরুপজীবকাঃ ॥৮৮
স্ত্রিয়ো যৈশ্চ ন রক্ষ্যন্তে তে প্রেতা নাত্র সংশয়ঃ
ক্ষুধাসন্তপ্তদেহন্তু শ্রান্তং বিপ্রং গৃহাগতম্।
গুণপুণ্যাতিথিং ত্যক্ত্বা পিশাচত্বং ব্রজন্তি তে।
বিক্রীণন্তি চ বৈ গাশ্চ ম্লেচ্ছেষু চ গবাশিষু ॥ ৯০
প্রেতলোকে সুখং স্থিত্বা তে চ যান্ত্যপুনর্ভবম্
অশৌচাভ্যন্তরে যে চ জাতাশ্চ পশবো মৃতাঃ।
চিরং প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ মৃতা জাতাঃ পুনঃপুনঃ
জাতকর্ম্মমুখৈশ্চৈব সংস্কারৈর্যে বিবর্জ্জিতাঃ।
একৈকস্মিংশ্চ সংস্কারে প্রেতত্বং পরিহীয়তে ॥
স্নানসন্ধ্যাসুরার্চ্চাভির্বেদযজ্ঞব্রতাক্ষরৈঃ।
আজন্মবর্জ্জিতাঃ পাপাস্তে প্রেতাশ্চাপুনর্ভবাঃ
ভোজনোচ্ছিষ্টপাত্রাণি যানি দেহমলানি চ।
নিপাতয়ন্তি যে তীর্থে তে প্রেতা নাত্র সংশয়ঃ
দানমানার্চ্চনৈর্নৈব যৈর্দ্বিপ্রা ভুবি তর্পিতাঃ।
পিতরো গুরবশ্চৈব প্রেতাস্তে কর্ম্মজা ভৃশম্।
পতিং ত্যক্ত্বা চ যা নার্য্যো বসন্তি চেতরৈর্জ্জনৈঃ
প্রেতলোকে চিরং স্থিত্বা জায়ন্তে চান্ত্যযোনিষু
পতিঞ্চ বঞ্চয়িত্বা যা বিষয়েন্দ্রিয়মোহিতাঃ।
মিষ্টঞ্চাদন্তি যাঃ পাপাস্তাস্তু প্রেতাশ্চিরং ভুবি
বিণ্মূত্রভক্ষকা যে চ অভক্ষ্যভক্ষণে রতাঃ।
অভক্ষ্যভক্ষকাশ্চান্যে তে প্রেতাশ্চাপুনর্ভবাঃ
বলাদ্যে পরবস্তূনি গৃহ্নন্তি ন দদত্যপি ॥ ৯৯
অতিথীনবমন্যন্তে প্রেতা নিরয়মাস্থিতাঃ।
তস্মাদামলকীং ভুক্ত্বা স্নাত্বা তস্য দ্রবেণ চ।

মহাপাতকযুক্ত, বিবাহে বহিষ্কৃত এবং শৌর্য্য-গুণে সাহসিক কর্ম্মকারী, ভূতলে তাহারাই কর্ম্মজন্য প্রেত। যাহারা রাজদ্রোহী, পিতৃ-গণের দ্রোহচিন্তক, ধ্যান ও অধ্যয়নহীন, ব্রত ও দেবার্চ্চন বর্জ্জিত, মন্ত্র ও স্নান রহিত, গুরু-স্ত্রীগামী, এবং যাহারা দুর্গত অন্ত্যজ স্ত্রীগামী ও কঠোর উপবাসে মৃত, ম্লেচ্ছদেশে মৃত, ম্লেচ্ছভাষাভাষী, ম্লেচ্ছোপজীবী, ম্লেচ্ছানুবর্ত্তী, স্ত্রীধন দ্বারা জীবিকার্জ্জনকারী এবং যাহারা স্ত্রী রক্ষা করে না, তাহারা নিশ্চিতই প্রেত। যাহারা ক্ষুধাসন্তপ্ত, শ্রান্ত, গৃহাগত পুণ্য অতিথি বিপ্রকে অতিথিসৎকার না করায়, তাহারা পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা ম্লেচ্ছ এবং গোখাদকদিগের নিকট গোবিক্রয় করে, তাহারা অনন্তকাল প্রেতলোকে বাস করিয়া থাকে। যে সকল পশু অশৌচ মধ্যে জন্মে এবং মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহারা জন্মে জন্মে পুনঃ পুনঃ প্রেত ও পিশাচ হইয়া থাকে। যাহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কার-বর্জ্জিত, তাহাদের এক একটী সংস্কারে প্রেতত্ব পরিহার হয়। যাহারা আজন্ম স্নান, সন্ধ্যা, দেবার্চ্চনা, বেদ, যজ্ঞ ও ব্রতবর্জ্জিত, তাদৃশ পাপিষ্ঠগণ অনন্ত-কাল প্রেত হইয়া থাকে। যাহারা যে কিছু উচ্ছিষ্ট পাত্র ও দেহমল সকল তীর্থজলে পাতিত করে, তাহারা প্রেত হয়, সন্দেহ নাই। ভূতলে যাহারা দান মানাদি দ্বারা বিপ্রগণকে, পিতৃগণকে এবং গুরুগণকে তর্পিত করে না, তাহারাই কর্ম্মজন্য প্রেত, যে সকল নারী পতি পরিত্যাগ করিয়া তর জনের সহিত বাস করে, তাহারা প্রেতলোকে চিরকাল থাকিয়া অন্ত্যজযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যে সকল বিষয়েন্দ্রিয়মোহিত নারী পতিকে বঞ্চনা করিয়া মিষ্ট ভক্ষণ করে, সেই সকল পাপিনীরা চিরকাল ভূতলে প্রেত হইয়া থাকে। যাহারা বিষ্ঠামূত্রভোজী, যাহারা অভক্ষ্যভক্ষণে নিরত, এবং যাহারা অভক্ষ্য ভক্ষক, তাহারাও চিরকালই প্রেত হইয়া থাকে। ৮২—৯৮। যাহারা বলপূর্ব্বক পরদ্রব্য গ্রহণ করিয়া পুনরায় প্রদান করে না এবং যাহারা অতিথিবর্গের অবমাননা করে, তাহারাই প্রেত হইয়া নিরয়নিমগ্ন হয়। অতএব আমলকী-

সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সেবয়ামলকীং শিবাম্ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুণ্যাখ্যানমিদং শুভম্ ।
সর্ব্বপাপপ্রপূতাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১০২
শ্রাবয়েৎ সততং লোকে বৈষ্ণবেষু বিশেষতঃ
স যাতি বিষ্ণুসাযুজ্যমিতি পৌরাণিকা বিদুঃ ॥

স্কন্দ উবাচ ।

মহীরুহফলং জ্ঞাতং প্রপূতং দ্বিবিধং প্রভো।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি পত্রং পুষ্পং
সুমোক্ষদম্ ॥১০৪

ঈশ্বর উবাচ ।

সর্ব্বেভ্যঃ পত্রপুষ্পেভ্যঃ সত্তমা তুলসী শিবা ।
সর্ব্বকামপ্রদা শুদ্ধা বৈষ্ণবী বিষ্ণুসুপ্রিয়া ॥১০৫
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা মুখ্যা সর্ব্বলোকপরা শুভা ।
যামাশ্রিত্য গতাঃ স্বর্গমক্ষয়ং মুনিসত্তমাঃ ॥ ১০৬
হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং বিষ্ণুনা রোপিতা পুরা ।
তুলসীপত্রপুষ্পঞ্চ সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০৭
যথা বিষ্ণোঃ প্রিয়া লক্ষ্মীর্যথাহংপ্রিয় এব চ ।
তথেয়ং তুলসী দেবী চতুর্থো নোপপদ্যতে ॥
তুলসীপত্রমেকন্তু শতহেমফলপ্রদম্ ।
নান্যৈঃ পুষ্পৈস্তথাপত্রৈর্নানৈর্গন্ধানুলেপনৈঃ ॥
তুষ্যতে দৈত্যহা বিষ্ণুস্তুলস্যাশ্চ দলৈর্ব্বিনা ।
অনেন পূজিতো যেন হরির্নিত্যং পরাশয়া ।
তেন দত্তং হুতং জ্ঞাতং কৃতং যজ্ঞব্রতাদিকম্ ॥
জন্মজন্মনি ভাসিত্বং সুখং ভাগ্যং যশঃ শ্রিয়ম্
কুলং শীলং কলত্রঞ্চ পুত্রং দুহিতরং তথা ।
ধনং রাজ্যমরোগত্বং জ্ঞানং বিজ্ঞানমেব চ ॥
বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রঞ্চ পুরাণাগমসংহিতাঃ ।
সর্ব্বং করগতং মন্যে তুলস্যাভ্যর্চ্চনে হরেঃ ॥১১৩
যথা গঙ্গা পবিত্রাঙ্গী সুরলোকে বিমোক্ষদা ।
যথা ভাগীরথী পুণ্যা তথৈবং তুলসী শিবা ॥
কিঞ্চ গঙ্গাজলেনৈব কিঞ্চ পুষ্করসেবয়া ।
তুলসীদলমিশ্রেণ জলেনৈব প্রমোদ্যতে ॥১১৫

ভোজন ও তাহার রসে স্নান করিয়াই নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে শিবদায়িনী আমলকীকে সেবা কর। যে ব্যক্তি নিত্য এই শুভ পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার আত্মা নিষ্পাপ হইয়া বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে। পৌরাণিকগণ বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি সতত জনসমাজে বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগকে ইহা শ্রবণ করাব, তাহার বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। স্কন্দ কহিলেন, প্রভো! দুই প্রকার পবিত্র বৃক্ষফলের বৃত্তান্ত অবগত হইলাম, এক্ষণে মোক্ষপ্রদ পত্র ও পুষ্পের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বর কহিলেন, সমস্ত পত্র পুষ্প মধ্যে মঙ্গলময়ী তুলসীই সাধুতমা। ইহা সর্ব্বকামপ্রদা, শুদ্ধা, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভুক্তিমুক্তিপ্রদা, মুখ্যা এবং সর্ব্বলোক মধ্যে পরম শুভা। মুনিশ্রেষ্ঠগণ ইহাকে আশ্রয় করিয়াই অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। পুরাকালে বিষ্ণু সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত ইহা রোপণ করিয়াছিলেন! তুলসীপত্রে এবং তুলসী মঞ্জরীতে সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর প্রিয়া এবং আমি যেমন বিষ্ণুর প্রিয়, তেমনি এই তুলসীদেবীও তাঁহার প্রিয়া। এই তিনজন প্রিয় ব্যতীত চতুর্থ আর নাই। তুলসীদল শতহেম ফলপ্রদ; তুলসী-দল ব্যতীত অন্য পুষ্প, পত্র বা গন্ধানু-লেপন দ্বারা দৈত্যঘাতী বিষ্ণু অন্য কিছু-তেই তুষ্ট হন না। ৯৯—১০৯। যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা নিত্য হরির অর্চ্চনা করে, তৎকর্ত্তৃক সমস্তই দত্ত, হুত, জ্ঞাত এবং নিখিল যজ্ঞ ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জন্মজন্মে সুখ, ভাগ্য, যশঃ শ্রী, কুল, শীল, কলত্র, পুত্র, দুহিতা, ধন, রাজ্য, আরোগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বেদ, বেদাঙ্গ শাস্ত্র, পুরাণ আগম ও সংহিতা সমস্তই তুলসী দল দ্বারা বিষ্ণুপূজনকারীর করগত বলিয়াই আমি মনে করি। পবিত্রাঙ্গী গঙ্গা যেমন সুরলোকে মোক্ষপ্রদা, এবং ভাগীরথী যেমন পুণ্যা, তেমনি এই শিবদা তুলসীই সেইরূপ গুণ-যুতা। গঙ্গাজলে বা পুষ্করসেবায় কি হইবে, একমাত্র তুলসীদল দ্বারাই যথেষ্ট

মাধবঃ সম্মুখো যস্য জন্মজন্মসু ধীমতঃ।
তস্য শ্রদ্ধা ভবেচ্ছুত্বা তুলস্যা হরিমর্চ্চিতুম্ ॥১১৬
যো মঞ্জরীদলৈরেব তুলস্যা বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ।
তস্য পুণ্যফলং স্কন্দ কথিতুং নৈব শক্যতে।
তত্র কেশবসান্নিধ্যং যত্রাস্তি তুলসীবনম্।
তত্র ব্রহ্মা চ কমলা সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ ॥ ১১৮
তস্মাত্তাং সন্নিকৃষ্টে তু সদা দেবীং প্রপূজয়েৎ
স্তোত্রমন্ত্রাদিকং যথা সক্ষমানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ১১৯
যে চ প্রেতাশ্চ কুষ্মাণ্ডাঃ পিশাচা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ
ভূতদৈত্যাদয়স্তত্র পলায়ন্তে সদৈব হি ॥ ১২০
অলক্ষ্মীর্নাশিনী ঘূর্ণা যা ডাকিন্যাদিমাতরঃ।
সর্ব্বাঃ সঙ্কোচিতাং যান্তি দৃষ্ট্বা তু তুলসীদলম্ ॥
ব্রহ্মহত্যাদয়ঃ পাপা ব্যাধয়ঃ পাপসম্ভবাঃ।
কুমন্ত্রিণা কৃতা যে চ সর্ব্বে নশ্যন্তি তত্র বৈ ॥১২২
ভূতলে বাপিতং যেন হর্য্যর্থং তুলসীবনম্।
কৃতং ক্রতুশতং তেন বিধিবৎ প্রিয়দক্ষিণম্ ॥

হরিলিঙ্গেষু চান্যেষু শালগ্রামশিলাসু চ।
তু সীগ্রহণং কৃত্বা বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাত্রজেৎ।
নন্দন্তি পুরুষাস্তস্য মাধবার্থে ক্ষিতৌ তু যঃ।
তুলসীং রোপয়েদ্ধীরঃ স যাতি মাধবালয়ম্ ॥১২৫
পূজয়িত্বা হরিং দেবং নির্ম্মাল্যং তুলসীদলম্।
ধারয়েদ্যঃ স্বশীর্ষে তু পাপাৎ পূতো দিবং
ব্রজেৎ ॥ ১২৬
পূজনে কীর্ত্তনে ধ্যানে রোপণে ধারণে কলৌ
তুলসী দহতে পাপং স্বর্গং মোক্ষং দদাতি চ।
উপদেশং দিশেদস্যাঃ স্বয়মাচরতে পুনঃ।
স যাতি পরমং স্থানং মাধবস্য নিকেতনম্ ॥১২৮
হরেঃ প্রিয়করং যচ্চ তন্মে প্রিয়তরং ভবেৎ।
সর্ব্বেষামপি দেবানাং দেবীনাঞ্চ সমন্ততঃ।
শ্রাদ্ধেষু যজ্ঞকার্য্যেষু পর্ণমেকং ষড়ানন ॥১৩০
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তুলসীসেবনং কুরু।
তুলসী সেবিতা যেন তেন সর্ব্বং তু সেবিতম্।
গুরুং বিপ্রং দেবতীর্থং তস্মাৎ সেবয় ষণ্মুখ।

পবিত্রতা হইয়া থাকে। জন্মে জন্মে মাধব যাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তুলসী দ্বারা হরি অর্চ্চনায় সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তুলসীমঞ্জরী দ্বারা হরির অর্চ্চনা করে, হে স্কন্দ! তাহার পুণ্যফল বর্ণন করিতে আমি অক্ষম। যেখানে তুলসী বন, সেইখানেই কেশব এবং সেইখানেই ব্রহ্মা, কমলা ও অন্য সমস্ত দেব সন্নিহিত। অতএব তুলসী দেবীকে সর্ব্বদাই পূজা করিবে। তুলসীর সমীপে যে কিছু স্তোত্র বা মন্ত্রাদি পাঠ করা যায়, সমস্তই অনন্তফলজনক হয়, সকল প্রেত, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ ব্রহ্মরাক্ষস বা ভূত দৈত্য প্রভৃতি সমস্তই তুলসীর সান্নিধ্য হইতে পলায়ন করে। অলক্ষ্মীনাশিনী, ঘূর্ণা এবং ডাকিনী প্রভৃতি মাতৃগণ সকলেই তুলসীদল দেখিয়া সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। কুমন্ত্রিকৃত ব্রহ্মহত্যাদি এবং পাপজ পাপব্যাধি সমস্তই তুলসী সান্নিধ্যে নষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরির নিমিত্ত ভূতলে তুলসীবন প্রস্তুত করেন, তৎকর্ত্তৃক বিধিবিহিত প্রিয় দক্ষিণান্বিত শত যজ্ঞ অনু-

ষ্ঠিত হইয়া থাকে। হরি প্রতিমা বা অন্যান্য শালগ্রাম শিলায় তুলসী অর্পণ করিয়া নর বিষ্ণু-সাযুজ্য লাভ করে। যে ধীর ব্যক্তি মাধবার্থ ভূতলে তুলসী রোপণ করে,তাহার পূর্ব্বপুরুষ-গণ আনন্দিত হয় এবং রোপণকর্ত্তা মাধবা-লয়ে প্রয়াণ করিয়া থাকে।১১০--১২৫। যে ব্যক্তি হরি দেবের অর্চ্চনা করিয়া নির্ম্মাল্য তুলসী-দল স্বীয় শীর্ষে ধারণ করে, সে পাপ হইতে পূত হইয়া স্বর্গে গমন করে। কলিকালে তুলসী পূজন, তুলসী কীর্ত্তন, তুলসী ধ্যান, তুলসী রোপণ এবং তুলসী ধারণ সর্ব্বপাপহর এবং স্বর্গমোক্ষপ্রদ। যে ব্যক্তি তুলসী দ্বারা সেবার উপদেশ দেয় এবং স্বয়ং উহা দ্বারা অর্চ্চনা করে, সে পরম স্থান মাধবনিকেতনে উপনীত হইয়া থাকে। হরির যাহা প্রিয়কর, আমারও তাহা প্রিয়তর। হে ষড়ানন! সমস্ত দেবদেবীর অর্চ্চনায়,শ্রাদ্ধ বা যজ্ঞকার্য্যে তুলসী পত্রই একমাত্র প্রশস্ত। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তুলসী পত্রেরই সেবা কর। যে ব্যক্তি তুলসী সেবা করে, তৎকর্ত্তৃক গুরু, বিপ্র, দেব, তীর্থ,

শিখায়াং তুলসীং কৃত্বা যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
দুষ্কৃতৌঘাদ্বিনির্মুক্তঃ স্বর্গমেতি নিরাময়ম্।
রাজসূয়াদিভির্যজ্ঞৈর্ব্রতৈশ্চ বিবিধৈর্যমৈঃ।
যা গতিঃ প্রাপ্যতে ধীরৈস্তুলসীসেবিনাং ভবেৎ ॥ ১৩৩
তুলসীদলেন চৈকেন পূজয়িত্বা হরিং নরঃ।
বৈষ্ণবত্বমবাপ্নোতি কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ॥১৩৪
ন পিবেৎ স পয়ো মাতুস্তুলস্যাঃ কোটিসংখ্যকৈঃ
অর্চ্চিতঃ কেশবো যেন শাখামৃদুলপল্লবৈঃ।
ভাবয়েৎ পুরুষান্মর্ত্যঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৩৫
পূজয়িত্বা হরিং নিত্যং কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
প্রধানতো গুণাস্তাত তুলস্যা গদিতা ময়া ॥ ১৩৭
নিখিলং পুরুকালেন গুণং বক্তুং ন শক্নুমঃ।
যস্ত্বিদং শৃণুয়ান্নিত্যমাখ্যানং পুণ্যসঞ্চয়ম্।
পূর্ব্বজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥ ১৩৮

সমস্তই সেবিত হইয়া থাকে। অতএব হে সুবন্ধু! তুমি তুলসীরই সেবা কর। যে ব্যক্তি শিখায় তুলসী রাখিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে দুষ্কৃতরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিরাময় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। রাজসূয়াদি যজ্ঞ এবং বিবিধ ব্রত নিয়ম দ্বারা ধীরগণ যে গতি প্রাপ্ত হয়, তুলসীসেবিগণেরও সেই গতি হইয়া থাকে। নর একটী মাত্র তুলসী দল দ্বারা হরি পূজা করিয়াও বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্য বহুল শাস্ত্রজ্ঞানের আর প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি তুলসীর কোটিসংখ্যক শাখা ও মৃদুল পল্লব দ্বারা কেশবের অর্চ্চনা করে, তাহাকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। কোমল তুলসীদল দ্বারা নিত্য হরিপূজা করিয়া মানব শত সহস্র ব্যক্তির প্রতিপালক হইয়া থাকে। বৎস! আমিও প্রধানতঃ তুলসীর এই সকল গুণ বর্ণন করিলাম। কিন্তু ইহার সমস্ত গুণ বর্ণন করিতে বহুকালেও আমরা সমর্থ নহি। যে ব্যক্তি নিত্য এই পুণ্যপুঞ্জ-জনক আখ্যা শ্রবণ করে, পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ ও জন্মবন্ধন হইতে তাহার মুক্তি হইয়া থাকে।

সকৃৎ পঠনমাত্রেণ বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
ন তস্য ব্যাধয়ঃ পুত্র মূর্খত্বং ন কদাচন।
সর্ব্বদা জয়মাপ্নোতি ন গচ্ছেৎ স পরাজয়ম্ ॥
লেখস্তিষ্ঠেৎ গৃহে যস্য তস্য লক্ষ্মীঃ প্রবর্ত্ততে।
ন চাধয়ো ন চ প্রেতা ন শোকা নাবমাননা ॥
ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণং তত্র যত্রৈবং বর্ত্ততে লিপিঃ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে তুলসী-মাহাত্ম্যং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিজা উচুঃ।

তুলসীপুষ্পমাহাত্ম্যং শ্রুতং ত্বত্তো হরেঃ শুভম্
তস্যাস্তোত্রং কৃতং পুণ্যং শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্

ব্যাস উবাচ।

পুরা স্কন্দপুরাণে চ যন্ময়া কীর্ত্তিতং দ্বিজাঃ।
কথয়ামি পুরাণঞ্চ পুরতো মোক্ষহেতবে ॥ ২

ইহা একবার মাত্র পাঠ করিলে মানব অগ্নিষ্টোম ফল প্রাপ্ত হয়। তাহার ব্যাধি বা মূর্খত্ব কখন হয় না। ঐ ব্যক্তি সর্ব্বদা জয়লাভ করে, তাহার কখনই পরাজয় হয় না। এই আখ্যান লিখিত হইয়া যাহার গৃহে থাকে, তাহার লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়। এই আখ্যানলিপি যেখানে অবস্থান করে, তথায় ক্ষণমাত্রও ব্যাধি, শোক, প্রেত বা কোন অবমাননার কারণ থাকে না। ১২৬—১৪২।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০

একষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্বিজগণ কহিলেন,—আমি আপনার নিকট শুভ তুলসী মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে তৎসম্বন্ধীয় পুণ্য স্তোত্র আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বলিলেন,—দ্বিজগণ! পূর্ব্বে আমি স্কন্দপুরাণে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে মোক্ষহেতু অগ্রে সেই পুরাণ-কথা

শতানন্দমুনেঃ শিষ্যাঃ সর্ব্বে তে সংশিতব্রতাঃ
প্রণিপত্য গুরুং বিপ্রাঃ পপ্রচ্ছুঃ পুণ্যতো হিতম্
পূর্ব্বং ব্রহ্মমুখান্নাথ যচ্ছ্রুতং তুলসীস্তবম্।
তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥ ৪

শতানন্দ উবাচ।

নামোচ্চারে কৃতে তস্যাঃ প্রীণাত্যসুরদর্পহা।
পাপানি বিলয়ং যান্তি পুণ্যং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৫
সা কথং তুলসী লোকৈঃ পূজ্যতে বন্দ্যতে ন হি
দর্শনাদেব যস্যাস্তু দানং কোটিগবাং ভবেৎ ॥ ৬
ধন্যাস্তে মানবা লোকে যদ্‌গৃহে বিদ্যতে কলৌ
শালগ্রামশিলার্থন্তু তুলসী প্রত্যহং ক্ষিতৌ ॥ ৭
তুলসীং যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তে করপল্লবাঃ।
কেশবার্থং কলৌ যে চ রোপয়ন্তীহ ভূতলে।
কিং করিষ্যতি সংরুষ্টো যমোঽপি সহকিঙ্করৈঃ
তুলসীদলেন দেবেশঃ পূজিতো যে ন দুঃখহা ॥
তীর্থযাত্রাদিগমনৈঃ ফলৈঃ সিধ্যন্তি কিন্নরঃ।

স্নানে দানে তথা ধ্যানে প্রাশনে কেশবার্চ্চনে
তুলসী দহতে পাপং কীর্ত্তনে রোপণে কলৌ।
তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়।
কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈর্নিত্যং পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি ॥ ১২
মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যাদ্বিচিত্য তুলসীদলম্।
পূজনং বাসুদেবস্য লক্ষকোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১৩
প্রভাবং তব দেবেশি গায়ন্তি সুরসত্তমাঃ ॥ ১৪
মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ পাতালে নাগরাট্ স্বয়ম্।
ন তে প্রভাবং জানন্তি দেবতাঃ কেশবাদৃতে
গুণানাং পরিমাণন্তু কল্পকোটিশতৈরপি।
কৃষ্ণানন্দাৎ সমুদ্ভূতা ক্ষীরোদমথনোদ্যমে ॥ ১৬
উত্তমাঙ্গে পুরা যেন তুলসী বিষ্ণুনা ধৃতা।
প্রাপ্যৈতানি ত্বয়া দেবি বিষ্ণোরঙ্গানি সর্ব্বশঃ।
পবিত্রতা ত্বয়া প্রাপ্তা তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্।

কীর্ত্তন করিতেছি। শতানন্দ মুনির শিষ্যগণ সকলেই সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ; তাহারা গুরু শতানন্দকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পুণ্যার্হ হিত জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন,—নাথ! আপনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখে যে তুলসীবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, হে ব্রহ্মবিদ্‌বর! আমরা আপনার নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। শতানন্দ কহিলেন,—তুলসীর নামোচ্চারণমাত্রেই মুরারি হরি প্রীতি লাভ করেন, পাপ সকল বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। এ হেন তুলসীকে লোকে কেন পূজা বন্দনা করিবে না? তুলসীর দর্শনমাত্রেই কোটি গোদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। কলিকালে জগতে সেই সকল মানবই ধন্য, যাহাদের গৃহে প্রত্যহ শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনার্থ তুলসী অবস্থান করে। যে করপল্লব সকল কলিতে কেশব নিমিত্ত তুলসী রোপণ বা তুলসী চয়ন করে; তাহারাই ধন্য। যে ব্যক্তি তুলসী দল দ্বারা দুঃখহারী দেবদেবের অর্চ্চনা করে, কিঙ্করগণ সহ যম রুষ্ট হইয়া তাহার কি করিতে পারে? সুতরাং তীর্থযাত্রাদিজনিত ফল দ্বারা আর কি সিদ্ধ হইয়া থাকে? স্নানে, দানে, ধ্যানে প্রাশনে বা কেশবার্চ্চনে এবং রোপণে ও কীর্ত্তনে তুলসী পাপ হরণ করে। হে তুলসি! তুমি অমৃতোদ্ভবা, সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়া; আমি তোমাকে কেশবার্থ চয়ন করিতেছি, হে শোভনে! তুমি বরপ্রদা হও। তোমার অঙ্গজাত তুলসী পত্র দ্বারা হরিকে যাহাতে পূজা করিতে পারি, হে পবিত্রাঙ্গি! হে কলিমলনাশিনি! তুমি তাহাই বিধান কর। এইরূপ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তুলসীদল চয়ন করিয়া যে ব্যক্তি বাসুদেবের অর্চ্চনা করে, তাহার লক্ষ কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। ১—১৩। হে দেবেশি! সুরসত্তমগণ তোমার মাহাত্ম্য গান করেন। মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, পাতালস্থ নাগরাজ, কেশব ব্যতীত দেবগণ কেহই তোমার প্রভাব অবগত নহেন কিংবা শতকল্পকোটি কালেও গুণের পরিমাণ করিতে সমর্থ নহেন। তুলসি! তুমি ক্ষীরোদ মন্থনকালে কৃষ্ণানন্দ হইতে সমুদ্ভূতা। পূর্ব্বে বিষ্ণু তোমাকে উত্তমাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গসঙ্গ

ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরুষ মেহবিঘ্নং যতো যামি পরাং গতিম্
রোপিতা গোমতীতীরে স্বয়ং কৃষ্ণেন পালিতা
জগদ্ধিতায় তুলসী গোপীনাং হিতহেতবে।
বৃন্দাবনে বিচরতা সেবিতা বিষ্ণুনা স্বয়ম্ ॥ ২০
গোকুলস্য বিবৃদ্ধ্যর্থং কংসস্য নিধনায় চ।
বসিষ্ঠবচনাৎ পূর্ব্বং রামেণ সরযূতটে ॥ ২১
রাক্ষসানাং বধার্থায় রোপিতা ত্বং জগৎপ্রিয়ে
রোপিতা তপসো বৃদ্ধ্যৈ তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্
বিয়োগে বাসুদেবস্য ধ্যাত্বা ত্বাং জনকাত্মজা।
অশোকবনমধ্যে তু প্রিয়েণ সহ সঙ্গতা ॥ ২৩
শঙ্করার্থং পুরা দেবি পার্ব্বত্যা ত্বং হিমালয়ে।
রোপিতা তপসো বৃদ্ধ্যৈ তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্
সর্ব্বাভির্দেবপত্নীভিঃ কিন্নরৈশ্চাপি নন্দনে।
দুঃস্বপ্ননাশনার্থায় সেবিতা ত্বং নমোহস্তু তে ॥
ধর্ম্মারণ্যে গয়ায়াঞ্চ সেবিতা পিতৃভিঃ স্বয়ম্।
সেবিতা তুলসী পুণ্যা আত্মনো হিতমিচ্ছতা ॥
রোপিতা রামচন্দ্রেণ সেবিতা লক্ষ্মণেন চ।
পালিতা সীতয়া ভক্ত্যা তুলসী দণ্ডকে বনে ॥২৭
ত্রৈলোক্যব্যাপিনী গঙ্গা যথা শাস্ত্রেষু গীয়তে।
তথৈব তুলসী দেবী দৃশ্যতে সচরাচরে ॥ ২৮
ঋষ্যমূকে চ বসতা কপিরাজেন সেবিতা।
তুলসী বালিনাশায় তারাসঙ্গমহেতবে ॥ ২৯
প্রণম্য তুলসীদেবীং সাগরোৎক্রমণং কৃতম্
কৃতকার্য্যঃ প্রহৃষ্টশ্চ হনূমান্ পুনরাগতঃ ॥ ৩০
তুলসীগ্রহণং কৃত্বা বিমুক্তো যাতি পাতকৈঃ।
অথবা মুনিশার্দ্দূলা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৩১
তুলসীপত্রগলিতং যস্তোয়ং শিরসা বহেৎ।
গঙ্গাস্নানমবাপ্নোতি দশধেনুফলপ্রদম্ ॥ ৩২
প্রসীদ দেবি দেবেশি প্রসীদ হরিবল্লভে।
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতে তুলসি ত্বাং নমাম্যহম্ ॥৩৩

প্রাপ্ত হইয়া তুমি পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব হে দেবি! তোমাকে আমি নমস্কার করি। তোমার অঙ্গজাত পত্রপুঞ্জ দ্বারা যাহাতে হরিকে আমি অর্চ্চনা করিতে পারি, তুমি তাহাই নির্বিঘ্নে করিয়া দাও, তাহাতেই আমি পরম গতি প্রাপ্ত হইব। হে দেবি! তুমি গোমতীতীরে রোপিত এবং জগতের ও গোপীগণের হিতের নিমিত্ত স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছ। বৃন্দাবন বিচরণ কালে স্বয়ং বিষ্ণু গোকুলরক্ষা ও কংসের নিধন নিমিত্ত তোমার সেবা করিয়াছেন। হে জগৎপ্রিয়ে! পূর্ব্বে বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত রামচন্দ্র তোমাকে সরযূতটে রোপণ করিয়াছিলেন, আমি তপোবৃদ্ধি নিমিত্ত তুলসী তোমাকে প্রণাম করি। বাসুদেবের বিয়োগে জনকসুতা অশোকবন মধ্যে তোমাকে ধ্যান করিয়া প্রিয়জন সহ মিলিত হইয়াছিলেন,—হে দেবি! পুরাকালে পার্ব্বতী শঙ্কর নিমিত্ত এবং তপোবৃদ্ধির জন্য তোমাকে হিমালয়ে রোপণ করিয়াছিলেন, সেই তুলসী তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। সমস্ত দেবপত্নী ও কিন্নরগণ দুঃস্বপ্ননাশের নিমিত্ত নন্দনে তোমার সেবা করিয়াছিলেন, তোমাকে নমস্কার করি। গয়াধামে ধর্ম্মারণ্যে পিতৃগণ তোমার সেবা করেন। আত্মহিতেচ্ছু ব্যক্তিগণই পুণ্য তুলসী সেবা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যে তুলসী রাম কর্ত্তৃক রোপিত, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেবিত এবং সীতা কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক পালিত হইয়াছিলেন।১৪-২৭। ত্রৈলোক্যব্যাপিনী গঙ্গা যেমন শাস্ত্রসমূহে গীত হইয়া থাকেন, তেমনি তুলসী দেবীও চরাচরে দৃষ্ট হইতেছেন। কপিরাজ সুগ্রীব ঋষ্যমুক বাস কালে তারাসঙ্গলাভের নিমিত্ত বালিবধ কামনায় তুলসী সেবা করিয়াছিলেন। হনূমান্ তুলসী দেবীকে প্রণাম করিয়াই সাগর লঙ্ঘন করেন এবং কৃতকার্য্য ও হৃষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হে মুনিবরগণ! তুলসী গ্রহণ করিয়া নর পাতকমুক্ত হয়। ইহাতে ব্রহ্মহত্যাও দূরীভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মস্তকে তুলসীপত্রগলিত জল বহন করে, তাহার গঙ্গাস্নান তুল্য ফল এবং দশধেনুদানের পুণ্যলাভ হয়। হে ক্ষীরোদমথন সম্ভবে, তুলসি, হে দেবি, হরিবল্লভে,

দ্বাদশ্যাং জাগরে রাত্রৌ যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥৩৪
যৎপাপং যৌবনে বাল্যে কৌমারে বার্দ্ধকে কৃতম্।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি তুলসীস্তবপাঠতঃ ॥৩৫
প্রীতিমায়াতি দেবেশস্তুষ্টো লক্ষ্মীং প্রযচ্ছতি।
কুরুতে শত্রুনাশঞ্চ সুখং বিদ্যাং প্রযচ্ছতি ॥ ৩৬
তুলসীনামমাত্রেণ দেবা যচ্ছন্তি বাঞ্ছিতম্।
গর্হ্যাণমপি দেবেশো মুক্তিং যচ্ছতি দেহিনাম্
তুলসীস্তবসন্তুষ্টা সুখং বৃদ্ধিং দদাতি চ।
উদ্ধার্ত্তং হেলয়া বিদ্ধি পাপং যমপথে স্থিতম্ ॥
যস্মিন্ গৃহে চ লিখিতো বিদ্যতে তুলসীস্তবঃ।
নাশুভং বিদ্যতে তস্য শুভমাপ্নোতি নিশ্চিতম্
সর্ব্বঞ্চ মঙ্গলং তস্য নাস্তি কিঞ্চিদমঙ্গলম্।
সুভিক্ষং সর্ব্বদা তস্য ধনং ধান্যঞ্চ পুষ্কলম্ ॥৪০
নিশ্চলা কেশবে ভক্তির্ন বিয়োগশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
জীবতি ব্যাধিনির্ম্মুক্তো নাধর্ম্মে জায়তে মতিঃ
দ্বাদশ্যাং জাগরে রাত্রৌ যঃ পঠেৎ তুলসীস্তবম্
তীর্থকোটিসহস্রৈস্তু যৎফলং লক্ষকোটিভিঃ ॥
তৎফলং সমবাপ্নোতি পঠিত্বা তুলসীস্তবম্ ॥৪৩

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে তুলসী-
স্তবমাহাত্ম্যং নামৈকষষ্টিতমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিজা উচুঃ।
মজ্জনাদখিলং পাপং ক্ষয়ং যাতি সুনিশ্চিতম্।
মহাপাতকমন্যচ্চ তদা দেশং বদস্ব নঃ ॥ ১
পাপাৎ পূতোঽক্ষয়ং নাকমশ্নুতে দিবি শক্রবৎ
সুরযোনের্ন হানিঃ স্যাত্তুপদেশং বদস্ব নঃ ॥ ২
অত্র ভোগ্যং পরং সর্ব্বং মৃতে স্বর্গে সুরোত্তমঃ
কলিপাপহতানাঞ্চ স্বর্গসোপানমুচ্যতে ॥ ৩

দেবেশি। তোমাকে আমি নমস্কার করি। যে ব্যক্তি দ্বাদশী রাত্রে জাগরণ করিয়া এই তুলসী স্তব পাঠ করে, কেশব তাহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। বাল্যে, কৌমারে, যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে যে কিছু পাপ করা হয়, তুলসী স্তব পাঠে তৎ-সমস্তই বিলীন হইয়া থাকে। ইহাতে দেবেশ প্রীত হন, তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মী প্রদান করেন, শত্রু নাশ করিয়া দেন এবং সুখ ও বিদ্যা দান করেন। তুলসীর নাম মাত্র উচ্চারণেই দেব-গণ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তুলসী-সেবী দেহিগণকে দেবেশ মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করেন। স্তবতুষ্টা তুলসী সুখ সমৃদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন এবং অনায়াসেই সর্ব্বপাপ নাশ করেন। যাহার গৃহে তুলসী-স্তব লিখিত হইয়া থাকে, তাহার কোনই অশুভ থাকে না, সে নিশ্চিতই শুভ লাভ করে। তাহার সমস্তই মঙ্গলময় হয়, কিছুই অমঙ্গল থাকে না। সর্ব্বদাই তাহার সুভিক্ষ হয়, ধনধান্য প্রচুর হইয়া থাকে। কেশবে তাহার নিশ্চলা ভক্তি হয়, বৈষ্ণবগণ সহ কখনই তাহার বিয়োগ ঘটে না। সে নীরোগ হইয়া জীবন ধারণ করে, অধর্ম্মে তাহার মতি হয় না। দ্বাদশীরাত্রে জাগরণ করিয়া যে ব্যক্তি তুলসীস্তব পাঠ করে, কোটি সহস্র লক্ষ কোটি তীর্থ সেবায় যে ফল হয়, তুলসীস্তব পাঠে তাহারও সেই ফল হইয়া থাকে। ২৮—৪৩।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬১

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্বিজগণ কহিলেন,—যাহাতে মজ্জনে সর্ব্ব-সাধারণ পাপ এবং অন্য মহাপাতকও বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরে পাপ হইতে পূত হইয়া স্বর্গে ইন্দ্রবৎ অক্ষয় স্বর্গসুখ ভোগ হয় এবং সুরযোনি হইতে কদাচ ভ্রষ্ট হইতে হয় না। ইহলোকে পরমভোগ্য সকল উপভোগ হয় ও অন্তে স্বর্গে সুরোত্তম হইয়া বিরাজ করা যায়, এবং যাহা স্বর্গের সোপান বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে ;—এরূপ কি পুণ্য নদী আছে,

ব্যাস উবাচ।

গতিং চিন্তয়তাং বিপ্রাস্তূর্ণং সামান্যজন্মনাম্‌।
স্ত্রীপুংসামীক্ষণাদ্‌যস্মাদ্‌গঙ্গা পাপং ব্যপোহতি॥
গঙ্গেতি স্মরণাদেব ক্ষয়ং যাতি চ পাতকম্‌।
কীর্ত্তনাদতিপাপানি দর্শনাদ্‌গুরুকল্মষম্‌॥ ৫
স্নানাৎ পানাচ্চ জাহ্নব্যাং পিতৃণাং তর্পণাত্তথা
মহাপাতকবৃন্দানি ক্ষয়ং যান্তি দিনে দিনে॥ ৬
অগ্নিনা দহ্যতে তূলং তৃণং শুষ্কং ক্ষণাদ্‌যথা।
তথা গঙ্গাজলস্পর্শাৎ পুংসাং পাপং দহেৎ-
ক্ষণাৎ॥ ৭
সম্প্রাপ্নোত্যক্ষয়ং স্বর্গং গঙ্গাস্নানেন কেশবম্‌।
যশোরাজ্যং লভেৎ পুণ্যং স্বর্গমন্তেপরাং গতিম্‌
পিতৃমুদ্দিশ্য গঙ্গায়াং যস্তু পিণ্ডং প্রযচ্ছতি।
বিধিনা বাক্যপূর্ব্বেণ তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ৯
অন্নেনৈকেন তু সাহস্রং বর্ষং পূজ্যঃ সুরালয়ে।
তিলেন দ্বিগুণং বিদ্ধি তথা মেধ্যফলেন চ॥ ১০
গব্যেন বিধিনা বিপ্রাঃ স্বর্গস্যান্তো ন বিদ্যতে
এবং পিণ্ডপ্রদানেন নিত্যং ক্রতুশতং ভবেৎ।
পিতরো নিরয়স্থা যে ধন্যাস্তে মর্ত্ত্যবাসিনঃ।
ধনপুত্রযুতারোগ্যাঃ সুখসম্মানপূজিতাঃ॥ ১২
রসাতলগতা যে চ যে চ কীটা মহীতলে।
স্থাবরে পক্ষিসঙ্ঘাদৌ তে মর্ত্ত্যা ধনিনো নৃপাঃ
তত্তৎপুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ গোত্রৈর্দৌহিত্রকৈস্তথা
জামাতৃভাগিনেয়ৈশ্চ সুহৃন্মিত্রৈঃ প্রিয়াপ্রিয়ৈঃ॥
প্রদীয়তে জলং পিণ্ডং যথোপকরণান্বিতম্‌।
গঙ্গাতোয়েষু তীরেষু তেষাং স্বর্গোঽক্ষয়োভবেৎ
পিণ্ডাদূর্দ্ধং স্থিতা যে চ পিতরো মাতৃগোত্রজাঃ
ভবন্তি সুখিনঃ সর্ব্বে মর্ত্ত্যাঃ শতসহস্রশঃ॥ ১৬
স্বর্গে তস্য স্থিতাঃ সর্ব্বে অধঃস্থা মধ্যবাসিনঃ।
নিত্যং বাঞ্ছন্তি সদ্গঙ্গাং গচ্ছন্তু সুরনিম্নগাম্‌॥
একো গচ্ছতি গঙ্গাং যঃ পূয়ন্তে তস্য পূরুষাঃ
এতদেব মহাপুণ্যং তরতে তারয়ত্যপি॥ ১৮

আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন এবং আমাদিগকে তাহার উপদেশ দিন। ব্যাস বলিলেন,—বিপ্রগণ! যাহারা সুগতি চিন্তা করে, তাদৃশ সামান্তজন্মা স্ত্রীপুরুষের দর্শন মাত্রেই গঙ্গা পাপ নাশ করেন। গঙ্গাস্মরণ করিলেও পাতক লয়প্রাপ্ত হয়। গঙ্গার নামকীর্ত্তনে অতিপাতক, দর্শনে গুরুপাপ, এবং গঙ্গায় স্নানে পানে ও পিতৃগণের তর্পণে মহাপাতকসমূহ দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণ বা তূল তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করে, গঙ্গাজল স্পর্শে পুরুষগণের পাপও তেমনি ক্ষণমাত্রে দগ্ধ হইয়া থাকে। গঙ্গাস্নানে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, কেশবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যশ, রাজ্য, পুণ্য, স্বর্গ ও অন্তে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পিতৃগণোদ্দেশে যথাবিধি বাক্য করিয়া গঙ্গায় পিণ্ড প্রদান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। অন্নদ্বারা পিণ্ড প্রদানে সহস্র বর্ষ স্বর্গে পূজ্য হইয়া থাকে। তিল দ্বারা বা ফল দ্বারা পিণ্ড দানে তাহার দ্বিগুণ কাল স্বর্গভোগ এবং গব্য দ্বারা যথাবিধি পিণ্ডদানে অনন্তকাল স্বর্গভোগ হইয়া থাকে। এইরূপে গঙ্গায় পিণ্ডদানে নিত্যই শতযজ্ঞ ফল হয়।১—১১। যে সকল পিতৃ পুরুষ নিরয়স্থ, যাহারা মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য ধনপুত্রযুক্ত, নীরোগ ও সুখসম্মানপূজিত, যাহারা রসাতলগত, যাহারা মহীতলে কীটযোনিতে স্থাবররূপে বা পক্ষিপ্রভৃতির যোনিতে উৎপন্ন এবং যাহারা ধনী বা নৃপতিরূপে জাত, তাহাদের পুত্র, পৌত্র, গোত্র, দৌহিত্র, জামাতা, ভাগিনেয়, সুহৃৎ, মিত্র, প্রিয় বা অপ্রিয়জন যদি গঙ্গাজলে বা গঙ্গাতীরে যথোপকরণান্বিত জল পিণ্ড দান করে, তবে তাহাদের অক্ষয় স্বর্গ হইয়া থাকে। ঐরূপ কার্য্যে অপিণ্ডভাগী মাতৃগোত্রজ শত সহস্র পিতৃপুরুষেরাও সুখী হইয়া থাকেন। জলপিণ্ডদাতার আত্মীয়বর্গ স্বর্গে মর্ত্ত্যে বা পাতালে যেখানেই থাকুন, তাঁহারা নিত্যই আকাঙ্ক্ষা করেন যে, আমাদের বংশধরেরা গঙ্গায় গমন করুক। একমাত্র ব্যক্তি গঙ্গায় গমন করিলেও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ পবিত্র হইয়া থাকেন। গঙ্গাসেবার ইহাই মহাপুণ্য যে, যে ব্যক্তি সেবা করে, সে নিজে উদ্ধার

গঙ্গাকৃৎস্নগুণং বক্তুং ন শক্তশ্চতুরাননঃ।
অতঃ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ভাগীরথ্যা দ্বিজা গুণম্ ॥১৯
মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা যে চান্যে সুরসত্তমাঃ।
গঙ্গাতীরে তপস্তপ্ত্বা স্বর্গলোকেঽচ্যুতা ভবন্ ॥
দিব্যেন বপুষা সর্ব্বে কামগেন রথেন চ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে রত্নপূর্ণক্ষয়েষু বৈ ॥ ২১
প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণাঃ সর্ব্বলোকোর্দ্ধগাঃ শিবাঃ।
ইষ্টদ্রব্যৈঃ সুসম্পূর্ণাঃ স্ত্রিয়ো যত্র মনোরমাঃ ॥২২
পারিজাতসমাঃ পুষ্পবৃক্ষাঃ কল্পদ্রুমোপমাঃ।
গঙ্গাতীরে তপস্তপ্ত্বা তত্রৈশ্বর্য্যং লভন্তি হি ॥২৩
তপোভির্বহুভির্যজ্ঞৈর্ব্রতৈর্নানাবিধৈস্তথা।
পুরুদানৈর্গতির্যা চ গঙ্গাং সংসেবতাঞ্চ সা ॥২৪
জারজং পতিতং দুষ্টমন্ত্যজং গুরুঘাতিনম্।
সর্ব্বদ্রোহেণ সংযুক্তং সর্ব্বপাতকসংযুতম্ ॥ ২৫
ত্যজন্তি পিতরং পুত্রাঃ প্রিয়ং পত্ন্যঃ সুহৃদ্গণাঃ
অন্যে চ বান্ধবাঃ সর্ব্বে গঙ্গা তু ন পরিত্যজেৎ
যথা মাতা স্বয়ং জন্মমলশোধঞ্চ কারয়েৎ।
ক্রোড়ীকৃত্য তথা তেষাং গঙ্গা প্রক্ষালয়েন্মলম্
ভবন্তি তে সুবিখ্যাতা ভোগ্যালঙ্কারপূজিতাঃ
দর্শনে ক্রিয়তে গঙ্গা সকৃদ্ভক্ত্যা নরস্তু যৈঃ।
তেষাং কুলানাং লক্ষন্তু ভবাত্তারয়তে শিবা।
স্মৃতাভিষ্টুতা ধ্যাতা সংস্তুতা সাধুমোদিতা।
গঙ্গা তারয়তে নৃণামুভৌ বংশৌ ভবার্ণবাৎ ॥ ২৯
সংক্রান্তিষু ব্যতীপাতে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পুণ্যে স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ
শুক্লপক্ষে দিবা মর্ত্ত্যা গঙ্গায়ামুত্তরায়ণে।
ধন্যা দেহং বিমুঞ্চন্তি হৃদিস্থে চ জনার্দ্দনে ॥ ৩১
অনেন বিধিনা যস্তু ভাগীরথ্যা জলে শুভে।
প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ব্রজেৎ স্বর্গং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্॥

পায় এবং অন্ত্যজকেও উদ্ধার করিয়া থাকে। গঙ্গার সমস্ত গুণ বর্ণন করিতে চতুরাননও সমর্থ নহেন। তথাচ হে দ্বিজগণ! ভাগীরথীর কিঞ্চিৎ গুণ আমি প্রকাশ করিব। মুনি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব এবং অপর যে সকল সুরসত্তম সকলেই গঙ্গাতীরে তপস্যা করিয়া স্বর্গলোকে অচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহারা দিব্য-দেহে কামগামী রথে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বর্গীয় রত্নপূর্ণ গৃহে বাস করেন, অদ্যাপি তাঁহাদের প্রত্যাগমন হয় নাই। যেখানে সর্ব্বলোকের উর্দ্ধস্থিত মঙ্গলময় সৌবর্ণ প্রাসাদ সকল বিবিধ ইষ্ট দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজিত এবং যথায় মনোরম স্ত্রী সকল ও পারিজাত ও কল্পদ্রুমোপম পুষ্প বৃক্ষাবলী অবস্থিত, গঙ্গাতীরে তপস্যা করিয়া তাঁহারা সেখানেই ঐশ্বর্য্যলাভ করেন। বিপুল তপস্যা, প্রচুর যজ্ঞ, নানাবিধ ব্রত এবং বহুল দান করিয়া যে গতি লাভ করা যায়, গঙ্গার সেবা করিয়াও নর সেই গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জারজ, পতিত, দুষ্ট, অন্ত্যজ, গুরুঘাতী, সর্ব্বদ্রোহ ও সর্ব্বপাতকযুত ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণ পরিত্যাগ করে, পুত্র পিতাকে এবং পত্নীও পতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, কিন্তু গঙ্গা কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। মাতা যেমন কোলে তুলিয়া সন্তানের জন্মমল ধৌত করিয়া দেন, তেমনি গঙ্গা তাঁহার সেবকদিগের মলক্ষালন করিয়া থাকেন।১২—২৭। যে সকল নর ভক্তিপূর্ব্বক একবার মাত্র গঙ্গা দর্শন করেন, তাঁহারাও ভোগ্য ও অলঙ্কারপূজিত হইয়া সুবিখ্যাত হইয়া থাকেন। যাহারা গঙ্গাকে স্মরণ করে, ধ্যান করে এবং স্তব করে, মঙ্গলময়ী গঙ্গা তাহাদের লক্ষকুল পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। গঙ্গা নরগণের উভয় কুলই ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করিয়া দেন। সংক্রান্তি ব্যতীপাত, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ এই সকল পুণ্য যোগে গঙ্গাস্নানে কোটিকুল উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। শুক্লপক্ষে, দিবাভাগে বা উত্তরায়ণে হৃদয়ে জনার্দ্দনকে চিন্তা করিয়া ধন্য মানবগণই গঙ্গাজলে দেহ পরিত্যাগ করেন, এই বিধি অনুসারে ভাগীরথীর শুভজলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া নর স্বর্গে গমন করে। সে স্থান হইতে তাহাকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়

যো গঙ্গানুগতো নিত্যং সর্ব্বদেবানুগো হি সঃ
সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুর্গঙ্গা বিষ্ণুময়ী যতঃ ॥৩৩
গঙ্গায়াং পিণ্ডদানেন পিতৃণাং বৈ তিলোদকৈঃ
নরকস্থা দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৩৪
পরদারপরদ্রব্যবাধাদ্রোহপরস্য চ।
গতির্মনুষ্যমাত্রস্য গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥ ৩৫
বেদশাস্ত্রবিহীনস্য গুরুনিন্দাপরস্য চ।
সদাচারহীনস্য নাস্তি গঙ্গাসমা গতিঃ ॥ ৩৬
কিং যজ্ঞৈর্বহুবিত্তাঢ্যৈঃ কিং তপোভিঃ সুদুষ্করৈঃ
স্বর্গমোক্ষপ্রদা গঙ্গা সুখসৌভাগ্যপূজিতা ॥৩৭
নিয়মৈঃ পরমৈর্নিত্যং কিং যোগৈশ্চিত্তরোধকৈঃ
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা গঙ্গা সুখমোক্ষাগ্রতঃ স্থিতা ॥
অনেকজন্মসঙ্ঘাতপাপং পুংসাং বিনশ্যতি।
স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং সদ্যঃ স্যাৎ পুণ্যভাঙ্নরঃ
প্রভাসে গোসহস্রস্য রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
লভতে যৎফলং দানে গঙ্গাস্নানাদ্দিনেদিনে ॥
দৃষ্ট্বা তু হরতে পাপং স্পৃষ্ট্বা তু লভতে দিবম্।
প্রসঙ্গাদপি সা গঙ্গা মোক্ষদা হ্যবগাহিতা ॥ ৪১
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং চাপল্যং বাসনাশক্তিসম্ভবম্।
নির্ঘৃণত্বং ততো গঙ্গাদর্শনাৎ প্রবিনশ্যতি ॥ ৪২
পরদ্রব্যাভিকাঙ্ক্ষিত্বং পরদারাভিলাষিতা।
পরধর্ম্মে রুচিশ্চৈব দর্শনাদেব নশ্যতি ॥ ৪৩
যদৃচ্ছালাভসন্তোষঃ স্বধর্ম্মেষু প্রবর্ত্ততে।
সর্ব্বভূতসমত্বঞ্চ গঙ্গায়াং মজ্জনাদ্ভবেৎ ॥ ৪৪
যস্তু গঙ্গাং সমাশ্রিত্য সুখং তিষ্ঠতি মানবঃ।
জীবন্মুক্তঃ স এবেহ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ ॥ ৪৫
গঙ্গাং সংশ্রিত্য যস্তিষ্ঠেত্তস্য কার্য্যং নবিদ্যতে।
কৃতকৃত্যঃ স বৈ মুক্তো জীবন্মুক্তশ্চ মানবঃ ॥
যজ্ঞো দানং তপোজপ্যং শ্রাদ্ধঞ্চ সুরপূজনম্।
গঙ্গায়াস্তু কৃতং নিত্যং কোটি কোটি গুণং ভবেৎ ॥৪৭
অন্যস্থানে কৃতং পাপং গঙ্গাতীরে বিনশ্যতি।
গঙ্গাতীরে কৃতং পাপং গঙ্গাস্নানেন নশ্যতি ॥

না। যে ব্যক্তি গঙ্গানুগত, সে নিত্যই সর্ব্বদেবানুগ। যেহেতু বিষ্ণু সর্ব্বদেবময় আর গঙ্গা সেই বিষ্ণুময়ী। গঙ্গায় পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড ও তিলোদক দানে নরকস্থ পিতৃগণ স্বর্গে এবং স্বর্গস্থ পিতৃগণ মোক্ষপদে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। পরদাররত, পরদ্রব্যে বাধাপ্রদ বা 'পরদ্রোহপর মনুষ্য মাত্রেরই গতি পরমা গতি গঙ্গা। বেদশাস্ত্রহীন, গুরু-নিন্দারত, আচারবর্জ্জিত ব্যক্তির গঙ্গা সম গতি আর নাই। বহু বিত্তব্যয়ে যজ্ঞ করিয়া কি হইবে এবং দুষ্কর তপস্যা দ্বারাই বা কি ফল আছে? কেননা, সুখসৌভাগ্যপূজিতা একমাত্র গঙ্গাই স্বর্গমোক্ষপ্রদা। পরম নিয়ম-নিচয়ের অনুষ্ঠান এবং চিত্তরোধক যোগসমূহ দ্বারা কি হইবে? যে হেতু ভুক্তিমুক্তিপ্রদা গঙ্গাই সুখ ও মোক্ষের মূলীভূতা। গঙ্গা-সেবায় নরগণের অনেক জন্মসঞ্চিত পাপ-রাশিও বিনষ্ট হইয়া যায়। নর গঙ্গায় স্নান করিবামাত্র সদ্যই পুণ্যভাজন হইয়া থাকে। প্রভাসে সূর্য্যগ্রহণে গোসংপ্রদানে যে ফল-লাভ হয়, গঙ্গাস্নানে দিনে দিনে সেই ফল হইয়া থাকে। গঙ্গাদর্শনে পাপনাশ এবং স্পর্শনে স্বর্গলাভ হয়। প্রসঙ্গক্রমেও গঙ্গায় অবগাহন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চাপল্য এবং বাসনা-শক্তিজাত নির্ঘৃণত্ব সকলই গঙ্গাদর্শনে নষ্ট হইয়া থাকে। পরদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, পরদার-ভোগ-বাসনা বা পরধর্ম্মে অভিরুচি, এ সকলই গঙ্গাদর্শন-মাত্রে বিনষ্ট হইয়া থাকে।২৩—৪৩। যদৃচ্ছা-লাভে সন্তোষ, স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং সর্ব্বভূতে সমত্ব, এ সকলেই গঙ্গাবগাহনের ফল। যে মানব গঙ্গাকে আশ্রয় করিয়া সুখে অবস্থান করে,সে জীবন্মুক্ত হইয়া এ সংসারে সর্ব্বোত্তম ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। গঙ্গা আশ্রয় করিয়া যে ব্যক্তি অবস্থান করে, তাহার কোনই কার্য্য নাই। সে মানব কৃতকৃত্য, জীবন্মুক্ত ও মুক্তপুরুষ হয়। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, জপ, শ্রাদ্ধ বা দেবপূজা, এ সকল অনুষ্ঠান নিত্য গঙ্গায় করিলে কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। অন্যস্থান কৃত পাপ গঙ্গাতীরে হয়। গঙ্গাতীরে কৃত পাপ গঙ্গাস্নানেই

আত্মনো জন্মনক্ষত্রে জাহ্নবীগাঙ্গতে দিনে।
নরঃ স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং স্বকুলঞ্চ সমুদ্ধরেৎ ॥ ৪৯
আদরেণ যথা স্তৌতি ধনবন্তং সদা নরঃ।
সকৃদ্‌গঙ্গাং তথা স্তুত্বা ভবেৎ স্বর্গস্য ভাজনম্ ॥
অশ্রদ্ধয়াপি গঙ্গায়াং যোঽসৌ নামানুকীর্ত্তনম্
করোতি পুণ্যবাহিন্যাঃ স বৈ স্বর্গস্য ভাজনম্ ॥
ক্ষিতৌ তারয়তে মর্ত্ত্যান্নাগাংস্তারয়তেঽপ্যধঃ।
দিবি তারয়তে দেবান্ গঙ্গা ত্রিপথগা স্মৃতা ॥৫২
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি কামতো-
হকামতোঽপি বা।
গঙ্গায়াঞ্চ মৃতো মর্ত্ত্যঃ স্বর্গং মোক্ষঞ্চ বিন্দতি ॥
যা গতির্যোগযুক্তস্য সত্ত্বস্থস্য মনীষিণঃ।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ গঙ্গায়াস্তু শরীরিণঃ ॥
চান্দ্রায়ণসহস্রাণি যশ্চরেৎ কায়শোধনম্।
পানং কুর্য্যাদ্‌যথেচ্ছঞ্চ গঙ্গাম্ভঃ স বিশিষ্যতে ॥
তাবৎ প্রভাবস্তীর্থানাং দেবানাং তু বিশেষতঃ
তাবৎপ্রভাবো দেবানাং যাবন্নাপ্নোতি জাহ্নবীম্

তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি।
বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবেতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি।
বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
ত্রাহি মামেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥ ৫৯
শ্রদ্ধয়া ধর্ম্মসম্পূর্ণে শ্রীমাতারজসাচ তে।
অমৃতেন মহাদেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্ ॥ ৬০
ত্রিভিঃ শ্লোকবরৈরেভির্যঃ স্নায়াজ্জাহ্নবীজলে।
জন্মকোটিকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬
মূলমন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি জাহ্নব্যা হরভাষিতম্।
সকৃজ্জপান্নরঃ পূতো বিষ্ণুদেহে প্রতিষ্ঠতি ॥ ৬২
মন্ত্রশ্চায়ম্—ওঁ নমো গঙ্গায়ৈ বিশ্বরূপিণ্যৈ
নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।
জাহ্নবীতীরসম্ভূতাং মৃদং মূর্দ্ধা বিভর্ত্তি যঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো গঙ্গাস্নানং বিনা নরঃ ॥৬৪

নষ্ট হইয়া থাকে। নিজের জন্মনক্ষত্রে-দিনে এবং পৃথিবীতে জাহ্নবীর অবতরণ জাহ্নবীজলে স্নান করিলে নর স্বীয় কুলের উদ্ধার সাধন করে। নর সর্ব্বদা ধনবান্ ব্যক্তিকে যেমন সাদরে স্তব করে, সেইরূপ একবার মাত্র গঙ্গা-স্তব করিলেও স্বর্গভাগী হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গায় অশ্রদ্ধার সহিতও পুণ্যবাহিনী গঙ্গানাম কীর্ত্তন করে, তাহারও স্বর্গলাভ হয়। ক্ষিতিতলে নরগণকে, পাতালে নাগগণকে এবং স্বর্গে দেবগণকে তারণ করেন, এই জন্য তিনি ত্রিপথগা নামে বিখ্যাত। জ্ঞানে, অজ্ঞানে, কামে বা অকামে গঙ্গায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে মানব স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভ করে। সত্বস্থ যোগযুক্ত মনীষী ব্যক্তির যে গতি, গঙ্গায় প্রাণপরিত্যাগকারী মানবেরও সেই গতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দেহশুদ্ধির জন্য সহস্র চান্দ্রায়ণ করে আর যে নর যথেচ্ছ গঙ্গাজল পান করে, এতদুভয়ের মধ্যে গঙ্গাজলপায়ী ব্যক্তিই বিশিষ্ট। যাবৎ জাহ্নবীজল প্রাপ্ত হওয়া না যায় তীর্থ, দেব ও বেদসমূহের তাবৎ কালই প্রভাব। বায়ু

বলিয়াছেন, হে জাহ্নবি। স্বর্গে ভূতলে এবং অন্তরীক্ষে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ আছে, তৎসমস্তই তোমাতে অবস্থিত। হে গঙ্গে! তুমি বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা, ত্রিপথগা এবং ধর্ম্মদ্রবা নামে বিখ্যাতা, হে জাহ্নবি! তুমি আমার পাপহরণ কর। তুমি বিষ্ণু-পাদপ্রসূতা, বিষ্ণুপূজিতা বৈষ্ণবী, আমাকে আজন্ম মরণান্তিক পাপ হইতে পরিত্রাণ কর। হে ভাগীরথি! হে মহাদেবি! তোমার শ্রদ্ধা-গৃহীত শ্রীসম্পন্ন পঙ্ক এবং জল দ্বারা আমাকে পবিত্র কর।৪৪—৬০। এই তিনটী শ্রেষ্ঠ শ্লোক পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি জাহ্নবীজলে স্নান করে, সে জন্মকোটিকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে হরপ্রোক্ত জাহ্নবীর মূলমন্ত্র বলিতেছি, নর এই মন্ত্র একবার মাত্র জপ করিয়া পূত ও বিষ্ণু-দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মন্ত্র যথা* যে ব্যক্তি জাহ্নবীতীরসম্ভূত মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করে, সে গঙ্গাস্নান ব্যতিরেকেও

* মূল দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাজলোর্ম্মিনির্ধূতপবনং স্পৃশতে যদি।
স পূতঃ কল্মষাদেবাবাৎ স্বর্গং চাক্ষয়মশ্নুতে ॥৬৫
যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গাতোয়ে প্রতিষ্ঠিতি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৬৬
পিত্রোর্বন্ধুজনানাঞ্চ অনাথানাং গুরোরপি।
গঙ্গায়ামস্থিপাতেন নরঃ স্বর্গান্ন হীয়তে ॥ ৬৭
গঙ্গাং প্রতিবহেদ্যস্ত পিতৃণামস্থিখণ্ডকম্।
পদেপদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
ধন্যা জানপদা যে চ পশবঃ পক্ষিকীটকাঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চান্যে গঙ্গাতীরসমাশ্রিতাঃ ॥ ৬৯
ক্রোশান্তরমৃতা যে চ জহ্নব্যা দ্বিজসত্তমাঃ।
মানবা দেবতাঃ সন্তি ইতরে মানবা ভুবি ॥ ৭০
গঙ্গাস্নানায় সংগচ্ছন্ পথি সংম্রিয়তে যদি।
স চ স্বর্গমবাপ্নোতি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥
গঙ্গাজলে প্রযাস্যন্তি তে জীবাঃ পথি যে মৃতাঃ
কীটাঃ পতঙ্গাঃ শলভাঃ পাদাঘাতেন গচ্ছতাং
যে বদন্তি সমুদ্দেশং গঙ্গাং প্রতিজনং দ্বিজাঃ।
তে চ যান্তি পরং পুণ্যং গঙ্গাস্নানফলং নরাঃ ॥
জাহ্নবীং যে চ নিন্দন্তি পাষণ্ডৈর্হতচেতসঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥৭৪
কিমন্যো বাপি স্মরন্নিত্যং গঙ্গেতি পরিকীর্ত্তয়ন্।
পঠন্ স্বর্গমবাপ্নোতি কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ ॥৭৫
গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
অন্ধাশ্চ পঙ্গবস্তে চ বৃথা ভবসমুদ্ভবাঃ।
গর্ভপাতাদ্বিপদ্যন্তে যে গঙ্গাং ন গতা নরাঃ ॥
ন কীর্ত্তয়ন্তি যে গঙ্গাং জড়তুল্যা নরাধমাঃ।
পরান্নোপদিশন্তিস্ম বাতুলাশ্চিত্তবিভ্রমাঃ ॥ ৭৮
ন পঠন্তি জনা যে চ তেষাং শাস্ত্রং বিনিষ্ফলম্।
গঙ্গাপুণ্যফলং বিপ্রাঃ কুধিয়ঃ পতিতাধমাঃ ॥৭৯
পাঠয়ন্তি জনা যে চ শ্রদ্ধয়া নিপঠন্তি চ।

সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। গঙ্গাজলোর্ম্মি-নির্দ্ধূত পবন স্পর্শেও নর ঘোর পাপ হইতে পূত হইয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করে। যাবৎকাল মনুষ্যাস্থি গঙ্গাজলে থাকে, তাবৎ সেই মনুষ্য স্বর্গলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। পিতা, মাতা, বন্ধুজন, অনাথ ও গুরুজনের অস্থি গঙ্গায় পড়িলে নর স্বর্গ হইতে কখন ভ্রষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি পিতৃগণের অস্থিও গঙ্গাভিমুখে লইয়া যায়, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাতীরস্থ জনপদ, পশু, পক্ষী, কীট, স্থাবর, জঙ্গম সকলই ধন্য। হে দ্বিজসত্তমগণ! জাহ্নবীর একক্রোশ ব্যবধানেও যে সকল মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা দেবতা হইয়া থাকে, তদিতর সকলেই ভূতলস্থ মানব মাত্র। গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিয়া যদি পথিমধ্যে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার গঙ্গাস্নান ফল লাভ হয়, সে স্বর্গলাভ করে। গঙ্গাস্নানে যাইবার পথে যে সকল কীট পতঙ্গ ও শলভ পদাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারাও গঙ্গাজলে উপনীত হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যে সকল ব্যক্তি অন্যকে গঙ্গাস্নানে যাইবার উপদেশ দেয়, তাহারাও পরম পুণ্য গঙ্গাস্নান ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক হতচিত্ত হইয়া যে সকল মানব জাহ্নবীর নিন্দা করে, তাহারা ঘোর নরকে নিপতিত হয়; সেই নরক হইতে তাহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। অন্য বহু বাক্য বলিয়া কি হইবে? যদি তংস্থ ব্যক্তিও নিত্য গঙ্গা স্মরণ করে, গঙ্গানাম কীর্ত্তন করে বা পাঠ করে, তাহারও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।৬১—৭৫। শত যোজন দূর হইতেও যে ব্যক্তি গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া ডাকে, সেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া থাকে। যে সকল নর গঙ্গায় গমন করে না, তাহারা অন্ধ বা পঙ্গু হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে অথবা গর্ভপাতেই বিপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা গঙ্গা নাম কীর্ত্তন করে না, তাহারা জড়তুল্য নরাধম; যাহারা অন্যকে গঙ্গাস্নানে উপদেশ দেয় না, তাহারা ভ্রান্তচিত্ত বাতুল আর যাহারা গঙ্গামাহাত্ম্য পাঠ করে না, তাহাদের শাস্ত্র জ্ঞান নিষ্ফল, তাহারা কুবুদ্ধি-

গচ্ছন্তি তে দিবং ধীরাস্তারয়ন্তি পিতৄন্ গুরূন্॥
পাথেয়কং গচ্ছতাং যো বসুশক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
ভাগীরথ্যা লভেৎ স্নানং যঃ পরান্নেন গচ্ছতি
কর্ত্তুঃ স্নানফলং বিদ্যাদ্দ্বিগুণং প্রেরকস্য চ।
ইচ্ছায়ানিচ্ছয়া চাপি প্রেরণেনান্তসেবয়া॥ ৮২
জাহ্নবীং যো গতঃ পুণ্যাং স গচ্ছেন্নির্জ্জরালয়ম্

দ্বিজা ঊচুঃ।

গঙ্গায়াঃ কীর্ত্তনং ব্যাস শ্রুতং ত্বত্তো বিনির্ম্মলম্
গঙ্গা কস্মাৎ কিমাকারা কুতঃ সা হৃতিপাবনী।

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বং কথয়াম্যদ্য কথাং পুণ্যাং পুরাতনীম্।
যাং শ্রুত্বা মোক্ষমার্গঞ্চ প্রাপ্নোতি নরসত্তমঃ॥
ব্রহ্মলোকং পুরা গত্বা নারদো মুনিপুঙ্গবঃ।
নত্বা বিধিঞ্চ পপ্রচ্ছ পূতং ত্রৈলোক্যপাবনম্॥
কিং স্বষ্টঞ্চ ত্বয়া তাত সম্মতং শম্ভুকৃষ্ণয়োঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় ভুবঃ স্থানে সমীহিতম্॥ ৮৬
দেবী বা দেবতা কা বা সর্ব্বাসামুত্তমোত্তমা॥৮৭
যাং সমাসাদ্য দেবাশ্চ দৈত্যমানুষপন্নগাঃ।
অণ্ডজাঃ স্বেদজা বৃক্ষা যে চান্য উদ্ভিদাদয়ঃ।
সর্ব্বে যান্তি শিবং ব্রহ্মন্ সমগ্রং বিভবং ধ্রুবম্

ব্রহ্মোবাচ।

সৃজতা চ পুরা প্রোক্তা মায়া প্রকৃতিরূপিণী।
আদ্যা ভবস্ব লোকানাং ত্বত্তো ভবং সৃজাম্যহম্
এতচ্ছ্রুত্বাপরা সা চ সপ্তধা চাভবত্তদা॥ ৯০
গায়ত্রী বাক্ চ স্বর্লক্ষ্মীঃ সর্ব্বশস্যবসুপ্রদা।
জ্ঞানবিদ্যা উমাদেবী শক্তিবীজা তপস্বিনী॥
বর্ণিকা ধর্ম্মদ্রবা চ এতাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গায়ত্রীপ্রভবা বেদা বেদাৎ সর্ব্বং স্থিতং জগৎ
স্বস্তি স্বাহা স্বধা দীক্ষা এতা গায়ত্রিজাঃ স্মৃতাঃ
উচ্চারয়েৎ সদা যজ্ঞে গায়ত্রীং মাতৃকাদিভিঃ॥
ক্রতৌ দেবাঃ স্বধাং প্রাপ্য ভবেয়ুরজরামরাঃ।

শালী পতিত অধম জীবমাত্র। যে সকল ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত নিত্য গঙ্গাসেবার পুণ্যফল পঠন পাঠন করেন, তাঁহারা স্বর্গপ্রাপ্ত হন এবং পিতৃ ও গুরুগণের উদ্ধার সাধন করেন। যে ব্যক্তি গঙ্গাযাত্রী জনগণের যথাশক্তি পাথেয় প্রদান করেন, তিনি ভাগীরথী স্নানের ফললাভ করিয়া থাকেন। গঙ্গা স্নানকর্ত্তার যে ফল হয়, গঙ্গাস্নানপ্রেরক ব্যক্তির তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক কিংবা অন্য দ্বারা প্রেরিত হইয়াই হউক, যে ব্যক্তি পুণ্য জাহ্নবীজলে গমন করে, তাহার দেবালয়ে গতি হইয়া থাকে। দ্বিজগণ কহিলেন, হে ব্যাস! আপনার নিকট গঙ্গার নির্ম্মল কীর্ত্তন কথা শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি গঙ্গা কোথা হইতে আসিলেন? তাঁহার আকার কি? কি নিমিত্ত তিনি অতি পাবনী? ব্যাস বলিলেন, আপনারা পুণ্য পুরাতনী কথা শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণে নরশ্রেষ্ঠগণ মোক্ষপথ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুরাকালে মুনিপুঙ্গব নারদ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিধাতাকে নমস্কারপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—তাত! আপনি সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত হরি-হরের সম্মত এমন কি ত্রৈলোক্য-পাবন বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন? হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বোত্তমা দেবী বা দেবতা কে এমন আপনা কর্ত্তৃক ভূতলে সৃষ্ট হইয়াছেন, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া দেব, দৈত্য,মানুষ, পন্নগ,অণ্ডজ, স্বেদজ ও বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ সকলেই পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারে? ৭৬—৮৮। ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে সৃষ্টিকালে প্রকৃতিরূপিণী মায়াকে বলিলাম, তুমি লোকসমূহের আদ্যা হও; তোমা হইতে আমি সৃষ্টি বিস্তার করি। এই কথা শুনিয়া পরমা দেবী সপ্তধা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ঐ সপ্ত মূর্ত্তির নাম—গায়ত্রী সরস্বতী, সর্ব্বশস্যধনপ্রদা স্বর্গলক্ষ্মী, জ্ঞানবিদ্যা উমা, শক্তিবীজা তপস্বিনী দেবী, বর্ণিকা এবং ধর্ম্মদ্রবা। বেদ সকল গায়ত্রী হইতে উদ্ভূত, বেদ হইতেই এই সর্ব্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত। স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা এবং দীক্ষা ইহারা গায়ত্রীজাত বলিয়া বিখ্যাত। যজ্ঞে মাতৃকাদির সহিত সর্ব্বদা গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে। দেবগণ যজ্ঞে স্বধা প্রাপ্ত হইয়া অজর এবং অমর হইয়া

ততঃ সুধারসং দেবা মুমুচুর্ধরণীতলে ॥ ৯৪
অথ শস্যবতী পৃথ্বী ওষধীনাং পরা শুভা।
ফলমূলৈররসৈর্ভক্ষ্যৈর্জনাঃ সুস্থতরাভবন্॥ ৯৫
ভারতী সর্বলোকানাঞ্চাননে মানসেস্থিতা।
তথৈব সর্বশাস্ত্রেষু ধর্ম্মোদেশং করোতি সা॥৯৬
বিজ্ঞানং কলহং শোকং মোহামোহং শিবাশিবম্
তয়া বিনা জগৎ সর্বং যাত্যতত্ত্বমিতি স্মৃতম্ ॥
কমলাসম্ভবশ্চৈব বস্ত্রভূষণসঞ্চয়ঃ।
সুখং রাজ্যং ত্রিলোকে তু ততঃ সা হরিবল্লভা
উময়া হেতুনা শম্ভোর্জ্ঞানং লোকেষু সন্ততম্।
জ্ঞানমাতা চ সা জ্ঞেয়া শম্ভোরর্দ্ধাঙ্গবাসিনী ॥ ৯৯
বর্ণিকা শক্তিরত্যুগ্রা সর্বলোকপ্রমোহিনী।
সর্বলোকেষু লোকানাং স্থিতিসংহারকারিণী ॥
দেব্যা চ নিহতৌ পূর্বমসুরৌ মধুকৈটভৌ।
রুরুশ্চাপি হতো ঘোরঃ সর্বলোকপরিশ্রুতঃ॥
সর্বদেবৈকজেতারং সা জঘ্নে মহিষাসুরম্।
নিহতা লীলয়া দেব্যা যেঽসুরা দৈত্যপুঙ্গবাঃ॥
এবং বলানি দৈত্যানাং নিহত্য সর্বদা তয়া।
পালিতং মোদিতঞ্চৈব কৃৎস্নমেতজ্জগত্রয়ম্ ॥
ধর্ম্মদ্রবস্বরূপা চ সর্বধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতা।
মহতীং তাং সমালোক্য ময়া কমণ্ডলৌ ধৃতা ॥
বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভূতা শম্ভুনা শিরসা ধৃতা।
অস্মাভিশ্চ ত্রিভির্যুক্তা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ ॥১০৫
ধর্ম্মদ্রবা পরিব্যাপ্তা জলরূপা কমণ্ডলৌ।
বলিযজ্ঞেষু সম্ভূতা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১০৬
ছদ্মনা ছলিতঃ পূর্বং বলির্বলবতাং বরঃ।
ততঃ পাদদ্বয়েনৈব ক্রান্তং সর্বমহীতলম্ ॥১০৭
নভঃ পাদশ্চ ব্রহ্মাণ্ডং ভিত্বা মম পুরঃস্থিতঃ।
ময়া সম্পূজিতঃ পাদঃ কমণ্ডলুজলেন বৈ ॥১০৮
প্রক্ষাল্যেবাচিতাৎপাদাদ্ধেমকূটেঽপতজ্জলম্।
তৎকূটাচ্ছঙ্করঃ প্রাপ্য ভ্রমতে সা জটাস্থিতা ॥

থাকেন। অনন্তর তাঁহারা ধরণীতলে সুধারস পরিত্যাগ করেন। তাহাতে পৃথিবী শস্যবতী ও ওষধিশালিনী হইয়া পরম রমণীয়াকারে বিরাজ করিতে থাকেন। তাই ফল, মূল, রস ও ভক্ষ্য সামগ্রী দ্বারা জনগণ সুস্থতর হইয়া থাকে। ভারতী সর্বলোকের বদনে এবং মানসে বিরাজ করেন। তিনিই সর্বশাস্ত্রে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান, কলহ, শোক, মোহ, অমোহ, মঙ্গল, অমঙ্গল, সমস্তই তিনি সম্পাদন করেন। তিনি ভিন্ন সর্ব-জগৎই অতত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়। বস্ত্র ভূষণ সঞ্চয়, সুখ, রাজ্য, এই সকলই কমলা হইতে সম্ভূত। তাই তিনি হরিবল্লভা। উমা হেতু জগতে শম্ভুর জ্ঞান প্রকাশিত। তাই তিনি জ্ঞান মাতা, শম্ভুর অর্দ্ধাঙ্গস্থিতা। বর্ণিকা সর্বলোকপ্রমোহিনী অত্যুগ্র শক্তি। ইনি লোকসমূহের স্থিতি ও সংহারকারিণী। পূর্বে এই দেবী কর্তৃক মধুকৈটভ, এবং সর্বলোক বিশ্রুত ঘোর রুরুদৈত্য নিহত হইয়াছে। সর্ব-দেবের একমাত্র জেতা মহিষাসুরকে তিনি নিহত করিয়াছেন। বহু দৈত্য এবং অসুর-শ্রেষ্ঠই উক্ত দেবীর হস্তে লীলাক্রমে নিহত হইয়াছে। এইরূপে তিনি সমস্ত দৈত্যবল নিহত করিয়া সর্বদা এই সমগ্র ত্রিজগৎ পালন ও প্রমোদিত করিয়াছেন। যিনি ধর্ম্মদ্রবস্বরূপা, তাঁহাতে সর্বধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা। সেই মহনীয়া দেবীকে দেখিয়া আমি তাঁহাকে কমণ্ডলু মধ্যে ধারণ করিয়াছি। ৮৯—১০৪। তিনি বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে সম্ভূতা; শম্ভু তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহে-শ্বর, আমাদের এই তিন জনের সহিতই তিনি মিলিতা, আমার কমণ্ডলু মধ্যে জলরূপে আছেন বলিয়া তিনি ধর্ম্মদ্রবা নামে বিখ্যাতা! বলির যজ্ঞে ইঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রভ-বিষ্ণু পূর্বে বলবৎপ্রবর বলিকে ছলিয়া-ছিলেন, তৎকালে তিনি দুই পদে সমগ্র মহীতল আক্রমণ করেন। তাঁহার উর্দ্ধগত পাদ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া আমার পুরে উপ-স্থিত হইয়াছিল। আমি কমণ্ডলু জলে সেই পদ পূজা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রক্ষালন জল তাঁহার পাদ হইতে হেমকূটে পতিত হইয়াছিল। সেই হেমকূট হইতে শঙ্কর তাহা

ততো ভগীরথেনৈব সমারাধ্য শিবং ভুবি।
আনীয়ারাধিতো নিত্যং তপসা গজপুঙ্গবঃ ॥১১০
তেন ভিত্বা নগং বীর্য্যাত্ত্রিভির্দন্তৈঃ কৃতং বিলম্
ততস্ত্রিবিলগা যস্মাত্ত্রিস্রোতা লোকবিশ্রুতা॥
হরিব্রহ্মহরযোগাৎ পূতা লোকস্য পাবনী।
সমাসাদ্য চ তাং দেবীং সর্ব্বধর্ম্মফলং লভেৎ ॥
পাঠযজ্ঞপথৈঃ সর্ব্বৈর্মন্ত্রহোমসুরার্চ্চনৈঃ।
সা গতির্ন ভবেজ্জন্তোর্গঙ্গাসংসেবয়া চ যা॥
ধর্ম্মস্য সাধনোপায়ো হ্যতঃ পরো ন বিদ্যতে।
ত্রৈলোক্যপুণ্যসংযোগাৎ তস্মাত্তাং ব্রজ নারদ
গঙ্গাতোয়াস্থিসংযোগাৎ সুতাস্তে সগরস্য চ।
স্বর্গতাঃ পিতৃভিশ্চৈব স্বপূর্ব্বাপরজৈঃ সহ ॥১১৫
ততো ব্রহ্মমুখাচ্ছ্রুত্বা নারদো মুনিপুঙ্গবঃ।
গঙ্গাদ্বারে তপঃ কৃত্বা ব্রহ্মণা সদৃশোঽভবৎ ॥

সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ১১৭
ত্রিরাত্রেণৈকরাত্রেণ নরো যাতি পরাং গতিম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সদ্যো মুক্তিং বিচিন্তয়েৎ॥
ততো গচ্ছত ধর্ম্মজ্ঞাঃ শিবাং ভাগীরথীমিহ।
অচিরেণৈব কালেন স্বর্গং মোক্ষং প্রগচ্ছথ॥
বিশেষাৎ কলিকালে চ গঙ্গামোক্ষপ্রদা নৃণাম্
কৃচ্ছ্রাচ্চ ক্ষীণ...স্নানামনন্তঃ পুণ্যসম্ভবঃ॥ ১২০
ততস্তে ব্রাহ্মণা হৃষ্টাঃ শ্রুত্বা ব্যাসাদ্গিরং শুভাম্
গঙ্গায়াস্তু তপস্তপ্ত্বা মোক্ষমার্গং যযুস্তদা ॥ ১২১
য ইদং শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ পুণ্যাখ্যানমনুত্তমম্।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥
সকৃদুচ্চারিতে চৈব সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ।
দানং জপ্যং তথা ধ্যানং স্তোত্রং মন্ত্রসুরার্চ্চনম্
তত্রৈব কারয়েদ্যস্তু স চানন্তফলং লভেৎ।

লাভ করেন, পরে তাঁহার জটাস্থিত হইয়া তিনি ভ্রমণ করিতে থাকেন। অনন্তর ভগীরথ শিবারাধনা করিয়া তাঁহাকে ভূতলে আনয়নপূর্ব্বক গজরাজের আরাধনা করেন। গজরাজ বীর্য্যবলে স্বীয় দন্তত্রয় দ্বারা পর্ব্বত ভেদ করিয়া বিলত্রয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই বিলত্রয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি ত্রিস্রোতা নামে বিখ্যাত হইলেন। হরি হর ও ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁহার পবিত্রতা হইল। তিনি সর্ব্বলোকের পাবনী হইলেন। সেই দেবীকে আরাধনা করিয়া লোকে সর্ব্বধর্ম্মফল লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং গঙ্গাসেবনে জীবের যে গতি লাভ হয়, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রজপ, হোম বা দেবার্চ্চনা দ্বারাও সে গতি প্রাপ্তি হয়, না। অতএব ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-সাধনোপায় আর নাই। ইহাতে ত্রিলোকের পুণ্যসংযোগ হয়, সুতরাং হে নারদ! তুমি সেই গঙ্গাতেই প্রয়াণ কর। গঙ্গাজলে অস্থি-সংযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া সগর-নন্দনগণ স্বীয় পূর্ব্বাপর পিতৃগণসহ স্বর্গে উপনীত হইয়াছিলেন। তখন মুনিপুঙ্গব নারদ ব্রহ্মার মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গঙ্গাদ্বারে তপস্যা করেন। তপস্যার ফলে তিনি ব্রহ্মসাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গা সর্ব্বত্রই সুলভ, কিন্তু গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গম, এই তিন স্থানে দুর্লভ। এই স্থানত্রয়ে তিন রাত্র বা এক রাত্র বাসেও নর পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে মুক্তির বিষয় চিন্তা করিবে। তাই বলিতেছি, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! তোমরা শিবদায়িনী ভাগীরথীতে গমন কর, অচিরকাল মধ্যেই স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভ করিবে। বিশেষতঃ কলি-কালে গঙ্গাই নরগণের মোক্ষপ্রদা। ক্ষীণ-সত্ত্ব ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ কষ্টেই অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হয়।১০৫--১২০। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ ব্যাসমুখে শুভবাণী শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হই-লেন এবং গঙ্গাতীরে তপস্যা করিয়া মোক্ষ-মার্গ লাভ করিলেন। যে মানব এই অনুত্তম পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হয়, সে গঙ্গাস্নান ফল লাভ করিয়া থাকে। একবার মাত্র গঙ্গানাম উচ্চারণেও সর্ব্বযজ্ঞ ফল লাভ হয়। দান, জপ, ধ্যান, স্তোত্র মন্ত্রপাঠ এবং দেবতার্চ্চন এই সমুদায় গঙ্গাতীরে যে ব্যক্তি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার অনন্ত ফল লাভ হইয়া

তস্মাৎ তত্রৈব কর্ত্তব্যং জপহোমাদিকং নরৈঃ ॥
অনন্তং চ ফলং প্রোক্তং জন্মজন্মসু লভ্যতে।

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে গঙ্গা-মাহাত্ম্যং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬২॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে পূর্ব্বং ব্যাসশিষ্যো মহামুনিঃ।
নমস্কৃত্য গুরুং ভীষ্ম সঞ্জয়ঃ পরিপৃচ্ছতি ॥ ১
দেবানাং পূজনোপায়ং ক্রমং ব্রূহি সুনিশ্চিতম্
অগ্রে পূজ্যতমঃ কোঽসৌ কো মধ্যো নিত্য-পূজনে ॥ ২
অন্তে চ পূজা কস্যৈব কস্য কো বা প্রভাবকঃ
কিংবা কস্য ফলং ব্রহ্মন্ পূজয়িত্বা লভেন্নরঃ ॥৩

ব্যাস উবাচ।

গণেশং পূজয়েদগ্রে সর্ব্ববিঘ্নার্থং পরে স্থিহ।
বিনায়কত্বমাপ্নোতি যথা গৌরীসুতো হি সঃ ॥৪
পার্ব্বত্যজনয়ৎ পূর্ব্বং সুতৌ মহেশ্বরাদিমৌ।
সর্ব্বলোকধরৌ শূরৌ দেবৌ স্কন্দগণাধিপৌ ॥ ৫
তৌ চ দৃষ্ট্বা নগসুতা সিদ্ধ্যর্থং পর্য্যভাষত।
ইদন্তু মোদকং পুত্রৌ দেবৈর্দত্তং মুদান্বিতৈঃ ॥৬
মহাবুদ্ধীতি বিখ্যাতং সুধয়া পরিনির্ম্মিতম্।
গুণং চাস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণু তত্র সমাহিতৌ ॥৭
অস্যৈবাঘ্রাণমাত্রেণ অমরত্বং লভেদ্ধ্রুবম্।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদঃ।
নিপুণঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু লেখকশ্চিত্রকৃৎ সুধীঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯
পুত্রৌ ধর্ম্মাদধিকতাং প্রাপ্য সিদ্ধিশতং ব্রজেৎ
যস্তস্য বৈ প্রদাস্যামি পিতুস্তে সম্মতং ত্বিদম্
শ্রুত্বা মাতৃমুখাদেবং বচঃ পরমকোবিদঃ।
স্কন্দতীর্থং যযৌ সদ্যঃ সর্ব্বং ত্রিভুবনস্থিতম্ ॥১১
বর্হিণং স্বং সমারুহ্য ত্বভিষেকঃ কৃতঃ ক্ষণাৎ।

থাকে। অতএব জপহোমাদি সমস্ত কার্য্য গঙ্গাতীরেই নরগণের কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে ঐ সকল কার্য্য করিলে জন্মে জন্মে অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। ১২১—১২৪।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬২

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—ভীষ্ম! এই সময় ব্যাসশিষ্য মহামুনি সঞ্জয় গুরুদেবকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরো! আপনি দেবগণের পূজোপায়ক্রম নিশ্চিতরূপে বলুন। নিত্য পূজায় অগ্রে কাহার পূজা করিতে হয়? মধ্যে এবং অন্তেই বা কোন্ কোন্ দেবতার পূজা কর্ত্তব্য? কোন দেবই বা কাহার প্রভু? হে ব্রহ্মন! কোন্ দেবকে পূজা করিয়া কিরূপ ফল লাভ করে? ব্যাস বলিলেন,—নর অবিঘ্নার্থ অগ্রে গণেশ পূজা করিবে। এইরূপ পূজা করিলে নর পরে বিনায়কত্ব প্রাপ্ত হয় এবং গৌরীসুত সদৃশ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পার্ব্বতী মহেশ্বরের ঔরসে স্কন্দ ও বিনায়ক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। সেই দুই সর্ব্বলোকধর বীর পুত্র দেখিয়া নগসুতা সিদ্ধি নিমিত্ত তাহাদিগকে বলিলেন—বৎসগণ! দেবগণ প্রীত হইয়া এই মোদক প্রদান করিয়াছেন। ইহা মহাবুদ্ধি নামে বিখ্যাত এবং সুধারসে নির্ম্মিত। আমি ইহার গুণব্যাখ্যা করিতেছি, তোমরা সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। ইহার আঘ্রাণমাত্রেই নিশ্চয় অমরত্ব লাভ হয়। পুত্রগণ! এই মোদকের গুণে লোক সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্র-কোবিদ, সর্ব্বতন্ত্রে সুনিপুণ, সুলেখক, চিত্রকৃৎ, সুধী, জ্ঞান-বিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ এবং সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ভ্রাতা অধিক ধার্ম্মিক হইয়া শত সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাকেই আমি এই মোদক প্রদান করিব, ইহা তোমাদের পিতৃসম্মত। ১—১০। মাতার মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পণ্ডিত স্কন্দ তৎক্ষণাৎ স্বীয় বাহন ময়ূরে আরোহণ করিয়া

পিতরৌ প্রদক্ষিণং কৃত্বা লম্বোদরধরঃ সুধীঃ ॥
তত এব মুদা যুক্তঃ পিত্রোরেবাগ্রতঃ স্থিতঃ।
পুরতশ্চ তথা স্কন্দো মে দেহীতি ব্রুবন্ স্থিতঃ
ততস্তু তৌ সমীক্ষ্যাথ পার্ব্বতী বিস্মিতাব্রবীৎ
সর্ব্বতীর্থাভিষেকৈস্তু সর্ব্বদেবনতৈস্তথা ॥ ১৪
সর্ব্বযজ্ঞব্রতৈর্মন্ত্রৈর্যোগৈরন্যৈর্যমৈস্তথা।
পিত্রোরর্চ্চাকৃতঃ কোঽপি কলাং নার্হতি
ষোড়শীম্ ॥ ১৫
তস্মাৎ সুতশতাদেষোঽধিকঃ শতগুণৈরপি।
অতো দদামি হেরম্বে মোদকং দেবনির্ম্মিতম্ ॥
অস্যৈব কারণাদস্য অগ্রে পূজা মখেষু চ।
বেদশাস্ত্রস্তবাদৌ চ নিত্যং পূজাবিধাসু চ ॥১৭
পার্ব্বত্যা সহ ভূতেশো দদৌ তস্মৈ বরং মহৎ।
অস্যৈব পূজনাদগ্রে দেবাস্তুষ্টা ভবন্তু চ ॥ ১৮
সর্ব্বাসামপি দেবীনাং পিতৄণাঞ্চ সমস্ততঃ।
তপো ভবতু নিত্যঞ্চ পূজিতেঽস্যাগ্রে গণেশ্বরে।
ততঃ সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু পূজয়েদ্গণপং দ্বিজঃ।
কোটিকোটিগুণং তেষু দেবদেবীবচো যথা ॥
দত্বা সর্ব্বগুণং পুণ্যং দেবদেব্যা তথা মুদা।
কৃতং গণাধিপত্যঞ্চ সর্ব্বদেবাগ্রতস্তদা।
তস্মাৎ প্রাজ্যেষু যজ্ঞেষু স্তোত্রেষু নিত্যপূজনে
গণেশং পূজয়িত্বা তু সর্ব্বসিদ্ধিং লভেন্নরঃ ॥২২
এবং জ্ঞাত্বা তু দেবৈস্তু দয়িতপ্রাপ্তিকাময়া।
পূজিতশ্চাথ সর্ব্বৈস্তু স্বর্গমোক্ষার্থতো ধ্রুবম্।
নক্তাহারশ্চতুর্থ্যান্তু পূজয়িত্বা গণাধিপম্।
লিঙ্গে বা প্রতিমাচিত্রে দেবঃ পূজ্যো ভবেদ্যদি
গণাধিপ নমস্তুভ্যং সর্ব্ববিঘ্নপ্রশান্তিদ।
উমানন্দপ্রদ প্রাজ্ঞ ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥ ২৫
হরানন্দকর ধ্যানজ্ঞানবিজ্ঞানদ প্রভো।
বিঘ্নরাজ নমস্তুভ্যং প্রসন্নো ভব সর্ব্বদা ॥২৬

ত্রিভুবনস্থ সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং ক্ষণমধ্যেই সেই সকল তীর্থে স্নান করিলেন। এদিকে সুধী লম্বোদর পিতা মাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তদ্দণ্ডেই পিতা-মাতার অগ্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন স্কন্দও আমাকে মোদক প্রদান করুন, এই বলিয়া তাঁহাদের অগ্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর পার্ব্বতী তাঁহাদিগকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, যদি কেহ পিতা মাতার অর্চ্চনা করে, তবে সর্ব্বতীর্থ স্নান, সর্ব্বদেব নমস্কার, সমুদায় যজ্ঞ, ব্রত, মন্ত্র, যোগ ও বিবিধ যম নিয়মও তাহার ষোড়-শাংশের তুল্য হইতে পারে না। অতএব এই হেরম্বই শত শত পুত্র অপেক্ষা অধিক গুণশালী। সুতরাং ইহাঁকেই আমি এই দেব-নির্ম্মিত মোদক প্রদান করি। এই কারণেই সর্ব্বযজ্ঞ, বেদশাস্ত্র পাঠ, স্তবাদিপাঠ ও নিত্য পূজা ব্যাপারে অগ্রে গণেশ পূজা বিহিত। হরপার্ব্বতী তৎকালে হেরম্বকে এই মহাবর প্রদান করিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে ইহাঁর পূজনে দেবগণ পরিতুষ্ট হউন। অগ্রে গণপতির অর্চ্চনায় সমস্ত দেবদেবীর ও পিতৃপুরুষ-গণের নিত্য আরাধনা হউক। এই জন্যই দ্বিজগণ সর্ব্বযজ্ঞে সর্ব্বাগ্রে গণপতির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। গণেশার্চ্চনার পর যে কিছু পূজা যজ্ঞ করা হয়, হরপার্ব্বতীর বচনবলে তাহা কোটি কোটিগুণ ফলজনক হইয়া থাকে। হরপার্ব্বতী প্রহর্ষভরে সর্ব্বগুণ পুণ্য প্রদান করিয়া সর্ব্বদেবাগ্রে হেরম্বকে গণাধি-পত্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই কারণেই কি বিপুল যজ্ঞ, স্তোত্রসমূহ কি নিত্য পূজা ব্যাপার, সর্ব্বকার্য্যে অগ্রে গণেশকে পূজা করিয়া নর সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। দেবগণ ইহা অবগত হইয়া প্রিয় প্রাপ্তিকাম-নায় এবং স্বর্গ ও মোক্ষলাভার্থ গণপতির পূজা করেন।১১—২৩। নক্তাহার ব্যক্তি চতুর্থীতে গণপতির পূজা করিবেন ; লিঙ্গে বা প্রতিমা-চিত্রে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ পূজা করিয়া বলিবে—হে সর্ব্ববিঘ্নশান্তিপ্রদ গণাধিপ। তোমাকে নমস্কার, হে উমানন্দ-প্রদ, প্রাজ্ঞ! আমাকে ভবসাগর হইতে পরি-ত্রাণ কর। হে হরানন্দকর, হে ধ্যানজ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রদ! হে প্রভো বিঘ্নরাজ! তুমি সর্ব্বদা

কৃতোপবাসো গণপং পূজয়েদ্যো নরো মুদা।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সুরলোকে মহীয়তে ॥ ২৭
স্তোত্রং তস্য প্রবক্ষ্যামি নামদ্বাদশকং শুভম্।
ওঁ নমো গণপতয়ে মন্ত্র এষ উদাহৃতঃ ॥ ২৮
গণপতির্বিঘ্নরাজো লম্বতুণ্ডো গজাননঃ।
দ্বৈমাতুরশ্চ হেরম্ব একদন্তো গণাধিপঃ ॥ ২৯
বিনায়কশ্চারুকর্ণঃ পশুপালো ভবাত্মজঃ।
দ্বাদশৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
বিশ্বং তস্য ভবেদ্বশ্যং নচ বিঘ্নং ভবেৎ ক্বচিৎ ॥
মহাপ্রেতাঃ শমং যান্তি পীড্যতে ব্যাধিভির্ন চ।
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো হ্যক্ষয়ং স্বর্গমশ্নুতে ॥ ৩১

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে গণপতি-স্তোত্রং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

প্রসন্ন হও। যে নর উপবাসী থাকিয়া প্রফুল্ল-মনে গণপতির অর্চ্চনা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুরলোকে পূজিত হইয়া থাকে। এক্ষণে গণপতির দ্বাদশনামান্বিত শুভ স্তোত্র কীর্ত্তন করিতেছি। 'ওঁ নমো গণপতয়ে' ইহাই গণেশের মন্ত্র। গণপতি, বিঘ্নরাজ, লম্বতুণ্ড, গজানন, দ্বৈমাতুর, হেরম্ব, একদন্ত গণাধিপ, বিনায়ক, চারুকর্ণ, পশুপাল ও ভবাত্মজ, এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পাঠ করে, বিশ্ব তাহার বশ্য হয়, কোন কার্য্যেই তাহার বিঘ্ন ঘটে না। ইহার প্রভাবে মহাপ্রেতগণ প্রশমিত হয়, ব্যাধিসমূহ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইতে হয় না। এই সকল নামোচ্চারণকারী ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। ২৪—৩১।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং গণাধিপস্য চ।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং পূতং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্ ॥ ১
একদন্তং মহাকায়ং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভম্।
লম্বোদরং বিশালাক্ষং বন্দেঽহং গণনায়কম্ ॥ ২
মুঞ্জকৃষ্ণাজিনধরং নাগযজ্ঞোপবীতকম্।
বালেন্দুকলিকামৌলিং বন্দেঽহং গণনায়কম্ ॥ ৩
সর্ব্ববিঘ্নহরং দেবং সর্ব্ববিঘ্নবিবর্জ্জিতম্।
মূষকোত্তমমারুহ্য দেবাসুরমহাহবে।
যোদ্ধুকামং মহাবাহুং বন্দেঽহং গণনায়কম্ ॥ ৪
অম্বিকাহৃদয়ানন্দং মাতৃকাপরিবেষ্টিতম্।
ভক্তিপ্রিয়ং মদোন্মত্তং বন্দেঽহং গণনায়কম্ ॥ ৫
চিত্ররত্নবিচিত্রাঙ্গং চিত্রমালাবিভূষণম্ ॥ ৬
কামরূপধরং দেবং বন্দেঽহং গণনায়কম্।
গজবক্ত্রং সুরশ্রেষ্ঠং চারুকর্ণবিভূষিতম্।
পাশাঙ্কুশধরং দেবং বন্দেঽহং গণনায়কম্।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—আমি পুনরায় গণাধিপের স্তোত্রান্তর কীর্ত্তন করিতেছি। এই স্তোত্র সর্ব্বসিদ্ধিকর, পবিত্র ও সর্ব্বাভীষ্ট ফল-প্রদ। একদন্ত, মহাকায়, তপ্তকাঞ্চননিভ, লম্বোদর, বিশালাক্ষ, গণনায়ককে আমি বন্দনা করি। যিনি মুঞ্জকৃষ্ণাজিনধারী, নাগ-যজ্ঞোপবীতী, বালেন্দু-কলিকামৌলি, সেই গণপতিকে আমি বন্দনা করি। যে দেব সর্ব্ববিঘ্নহর, স্বয়ং সর্ব্ববিঘ্নবর্জ্জিত, এবং যিনি মূষকবরে আরোহণ করিয়া দেবাসুর যুদ্ধে যুদ্ধকামী, সেই মহাসিন্ধু গণনায়ককে আমি বন্দনা করি। যিনি অম্বিকার হৃদয়ানন্দ, মাতৃকামণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত, ভক্তিপ্রিয় ও মদোন্মত্ত, আমি সেই গণনায়ককে বন্দনা করি। বিচিত্র রত্নরাজী দ্বারা যাহার অঙ্গ চিত্রিত এবং যিনি চিত্রমালায় বিভূষিত, আমি সেই কামরূপ-ধারী গণনায়ক দেবকে বন্দনা করি।১-৭। যিনি

যক্ষকিন্নরগন্ধর্ব্বৈঃ সিদ্ধবিদ্যাধরৈঃ সদা।
স্তূয়মানং মহাদেহং বন্দেঽহং গণনায়কম্ ॥ ৮
গণাষ্টকমিদং পুণ্যং ভক্তিতো যঃ পঠেন্নর।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৯
ন নিঃস্বতাং তথাভোতি সপ্তজন্মসু মানবঃ।
য ইদং পঠতে নিত্যং মহারাজো ভবেন্নরঃ ॥ ১০
বশ্যং করোতি ত্রৈলোক্যং পঠনাচ্ছ্রবণাদপি।
স্তোত্রং পরং মহাপুণ্যং গণপস্য মহাত্মনঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে গণপতি-স্তোত্রং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নান্দীমুখেষু সর্ব্বেষু পূজয়েদ্‌যো গণাধিপম্।
তস্য সর্ব্বো ভবেদ্বশ্যঃ পুণ্যং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥১
গণানাত্ত্বেতি মন্ত্রেণ সর্ব্বযজ্ঞঘটেষু চ।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি স্বর্গং মোক্ষং লভেন্নরঃ ॥২
মৃন্ময়ে প্রতিমায়াঞ্চ চিত্রে চাথ দৃষন্ময়ে।
দ্বারদারুণি পাত্রে চ হেরম্বং লেখয়েদ্‌বুধঃ ॥ ৩
অন্যস্মিন্নপি দেশে তু সততং দৃষ্টিগোচরে।
স্থাপয়িত্বা তু হেরম্বং শক্ত্যা যঃ পূজয়েদ্‌বুধঃ ॥৪
তস্য কার্য্যাণি সিধ্যন্তি দয়িতানি সমন্ততঃ।
ন বিঘ্নং জায়তে কিঞ্চিৎ ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ৫
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং বেদশাস্ত্রসমুদ্ভবাম্।
অন্যাঞ্চ শিল্পিবিদ্যাঞ্চ বিজয়াং স্বর্গদায়িনীম্ ॥৬
ধনার্থী বিপুলং বিত্তং কন্যাং সাধ্বীং মনোরমাম্।
ঐশ্বর্য্যং ধর্ম্মসাধ্যঞ্চ তনয়ং কুলমোক্ষদম্ ॥ ৭
ন রোগৈঃ পীড্যতে কশ্চিন্ন গ্রহৈঃ প্রেতযোনিভিঃ।
শৃঙ্গিভির্নাপি রক্ষোভির্বিদ্যুদ্ভির্বা ন তস্করৈঃ ॥৮

গজবক্ত্র, সুরশ্রেষ্ঠ, চারুকর্ণ-বিভূষিত, পাশাঙ্কুশধর, গণনায়ক দেব, আমি তাঁহাকে বন্দনা করি। যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ যাঁহার স্তব করেন, আমি সেই মহাকায় গণপতিকে বন্দনা করি। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক এই—গণাষ্টক পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকেন, ইহা পাঠ করিলে মানব সপ্ত জন্মেও নিঃস্ব হয় না। নিত্য ইহা পাঠ করিলে, সাধারণ নরও মহারাজ হইতে পারে। ইহা শ্রবণে বা পাঠে ত্রৈলোক্যই বশীভূত হয়। মহাত্মা গণপতির ইহা মহাপুণ্যজনক পরম স্তোত্র। ৮—১১।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—সমস্ত নান্দীমুখব্যাপারে যে ব্যক্তি গণাধিপের পূজা করে, সকলেই তাঁহার বশ্য হয়, তিনি অক্ষয় পুণ্যভাজন হইয়া থাকেন। 'গণানাং ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে যে ব্যক্তি সর্ব্বযজ্ঞে সর্ব্বঘটে গণাধিপের আবাহন করে, তাহার সর্ব্বসিদ্ধি করগত হয়, সে স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ করিয়া থাকে। মৃন্ময় বস্তুতে, প্রতিমায়, পাষাণময় চিত্রে দ্বার-কাষ্ঠে, কিংবা অন্য বিধ ভাজনে বিজ্ঞ ব্যক্তি হেরম্বমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবেন। অন্যত্র সতত দৃষ্টিগোচর হয়, এমন প্রদেশে হেরম্বকে স্থাপন করিয়া যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে। যিনি এইরূপ অর্চ্চনা করেন, তাঁহার যাবতীয় প্রিয় কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে, কোন কার্য্যেই কিঞ্চিন্মাত্র বিঘ্ন ঘটে না; এই ত্রৈলোক্যই তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকে।১—৫। বিদ্যার্থী বেদবিদ্যালাভ করে এবং অন্য শিল্পবিদ্যা ও স্বর্গদায়িনী যুদ্ধবিদ্যাও তাহার লাভ হইয়া থাকে। ধনার্থী ব্যক্তির বিপুল বিত্ত লাভ হয়। মনোরমা সাধ্বী কন্যা, ধর্ম্মসাধ্য ঐশ্বর্য্য ও কুলমুক্তিজনক পুত্র এই সকলও এইরূপ অর্চ্চনায় লব্ধ হইয়া থাকে। রোগযাতনা, গ্রহকোপ, প্রেতযোনি, শৃঙ্গী, রক্ষ, বিদ্যুৎ বা

ন রাজা কুপ্যতি গেহে ন চ মারী প্রবর্ত্ততে।
ন দৌর্ভিক্ষ্যং ন দৌর্বল্যং পূজয়িত্বা বিনায়কম্॥
অভিপ্রেতার্থসিদ্ধ্যর্থং পূজিতো যৎ সুরৈরপি।
সর্ব্ববিঘ্নছিদে তস্মৈ গণাধিপতয়ে নমঃ॥১০
মন্ত্রশ্চায়ং—ওঁ নমো গণপতয়ে।
নারায়ণপ্রিয়ৈঃ পুষ্পৈরন্যৈশ্চাপি সুগন্ধিভিঃ।
মোদকৈঃ ফলমূলৈশ্চ দ্রব্যৈঃ কালোদ্ভবৈস্তথা॥
দধিদুগ্ধৈঃ প্রিয়ৈর্বাদ্যৈরপি ধূপসুগন্ধিভিঃ।
পূজয়েদ্গণপং যস্তু সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ১২
বিশেষাত্তস্য লিঙ্গে তু যো দদাতি বসুপ্রিয়ম্।
পূজোপকরণং বস্ত্রং সর্ব্বং লক্ষগুণং ভবেৎ॥১৩
দেশে চ ভারতে বর্ষে বনিতা পূর্ব্বসন্নিধৌ।
লৌহিত্যদক্ষিণে তীরে লিঙ্গরূপো বিনায়কঃ॥
হরগৌরীসমাদেশাদ্দেবানাং সম্মতেন চ।
স্থিতো লোকপ্রশান্ত্যর্থং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনাৎ॥
পূজয়িত্বা তু তং দেবং শক্তিতো দ্রব্যসঞ্চয়ৈঃ।
বিনায়কত্বমাপ্নোতি বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ॥ ১৬
সকৃৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বা দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা তু মানবঃ।
অক্ষয়ং লভতে স্বর্গং সদা দেবৈঃ প্রপূজ্যতে॥
সংসর্গিণাঞ্চ ম্লেচ্ছানাং গত্যর্থং সুতপস্বিনাম্।
পুত্রার্থং সর্ব্বলোকানাং তত্র শম্ভুর্বিনায়কঃ॥১৮
কৃত্বাভিষেকং লৌহিত্যে স্পৃশেদ্যস্তু গণাধিপম্
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥১৯
ন বৈধব্যং ন কার্পণ্যং ন শোকং ন তু মৎসরম্
বিনায়কং সমাসাদ্য জন্মজন্মনি সংলভেৎ॥ ২০
পুনঃ সিদ্ধিং পুনর্ভোগ্যং পুনঃ কীর্ত্তিঃ পুনর্বলম্
পূজয়িত্বা তু গণপং নরস্য নাত্র সংশয়ঃ॥ ২১
অস্য পূজামকৃত্বা চ সর্ব্বাভীষ্টং বিনশ্যতি।
তত্র দেবাশ্চ সুপ্রীতা ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ॥ ২২
মঘোনো গণপস্যাথ পূজাবিরহিতস্য চ।
অথাসুরৈর্মহাবীর্য্যৈর্হিরণ্যাক্ষমুখৈররণে॥ ২৩
মঘবা তু জিতো বীর্য্যাদ্ধিরণ্যাক্ষেণ বৈ তদা।

তস্কর দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না, রাজা গণেশার্চ্চকের প্রতি কুপিত হন না, তাহার গৃহে মারীভয় থাকে না! বস্তুতঃ বিনায়কের পূজা করিয়া দৌর্ভিক্ষ বা দৌর্ব্বল্য কিছুই অনুভব করিতে হয় না। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সুরাধিপগণও যাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছেন, সেই সর্ব্ববিঘ্নচ্ছেদী গণাধিপতিকে নমস্কার করি। গণপতির মন্ত্র—ওঁ নমো গণপতয়ে। নারায়ণপ্রিয় পুষ্পরাজি, অন্যান্য সুগন্ধি কুসুমসমূহ, বিবিধ মোদক, কালজাত ফল, মূল, দ্রব্য, দধি, দুগ্ধ, প্রিয় বাদ্য, ধূপ ও সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ দ্বারা যে ব্যক্তি গণপতিকে অর্চ্চনা করে, তাহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। বিশেষতঃ গণপতির প্রতিমায় যে ব্যক্তি ধন, প্রিয় পূজোপকরণ ও বস্ত্র দান করে, তাহার প্রদত্ত সেই সকল দ্রব্যই লক্ষগুণ ফলজনক হয়। হরগৌরীর আদেশে এবং দেবগণের মতানুসারে লোকসমূহের শান্তি ও সর্ব্ববিঘ্নের বিনাশার্থ লিঙ্গরূপী বিনায়ক দেব ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে ব্রহ্মপুত্রনদের দক্ষিণ তীরে অবস্থান করিতেছেন। মানব যথাশক্তি দ্রব্যসমূহ দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া বেদশাস্ত্রপারগ হয় এবং বিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব ইহাঁকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ, দর্শন ও স্পর্শ করিয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করে এবং সর্ব্বদা দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে, ম্লেচ্ছ সংসর্গী ও সুতপস্বিগণের গতি ও সর্ব্বলোকের পুত্রার্থ তথায় শম্ভু বিনায়ক বিরাজ করেন। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি গণাধিপতিকে স্পর্শ করে, সপ্তজন্ম কৃত পাপ হইতে তাহার মুক্তি হয় সন্দেহ নাই। ৬—১৯। বিনায়ক দেবকে দর্শন করিয়া বৈধব্য, কার্পণ্য শোক, ও মাৎসর্য্য কোন জন্মেই কেহ প্রাপ্ত হয় না। গণপতিকে পূজা করিয়া মানবের পুনঃপুন সিদ্ধি, পুনঃপুন ভোগ্য, পুনঃপুন কীর্ত্তি এবং পুনঃপুন বল লাভ হইয়া থাকে, সংশয় নাই। এই বিনায়ক দেবের পূজা না করিলে, সর্ব্বাভীষ্টই বিনষ্ট হয়। তাঁহার পূজা করিলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হরাদিদেব সুপ্রীত হইয়া থাকেন। ইন্দ্র গণপতির পূজা হেলাক্রমে করেন নাই। তাই হিরণ্যাক্ষ প্রমুখ মহাবীর্য্য অসুরগণ সমরে সুরেন্দ্রকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য

ততঃ সুরাশ্চ নির্বীর্য্যা যাবদ্বর্ষশতং পুরা ॥ ২৪
দৈবাসুরে মহাযুদ্ধে সুরাণাঞ্চ পরাজয়ঃ।
ততো দেবাধিদেবে তু শিবে দেবৈর্নিবেদিতম্
ভগবন্নসুরৈর্নো হি জিতং রাজ্যং গতা মখাঃ।
এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুর্দেবান্ বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬
হেরম্বায় বরো দত্ত উময়া প্রীতয়া ময়া।
পূজয়া তে পরা সিদ্ধির্দেবাদীনাং ভবিষ্যতি ॥ ২৭
অবজানাতি যো মোহাৎ পুরুষস্তু মহোৎসবে।
ন ভবেত্তস্য সিদ্ধিশ্চ রণে চাপি পরাজয়ঃ ॥ ২৮
মহামখেন যুষ্মাভিঃ পূজা গণপতেঃ কৃতা।
হেলয়া ন কৃতা মোহাৎ তস্মাৎ প্রাপ্তঃ পরাজয়ঃ
শীঘ্রং গচ্ছত বৈ পুণ্যাং গণপস্য মহাত্মনঃ।
পূজাং কুরুত ধর্ম্মজ্ঞা জয়স্তূর্ণং ভবিষ্যতি ॥৩০
ততো হরমুখাচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্ষেমপরং হিতম্।
প্রহৃষ্টা বিবুধাঃ সর্ব্বে গণপস্য পুরঃস্থিতাঃ ॥ ৩১

দেবা উচুঃ।

গণাধিপ নমস্তভ্যং সর্ব্বদেবৈকপালক।
স্বর্গভোগপদপ্রীত্যা হেরম্ব ত্বাং নতাঃ স্মহ ॥৩২
জয়দং সর্ব্বযুদ্ধেষু সিদ্ধিদং সর্ব্বকর্ম্মসু।
মহামায়ং মহাকায়ং হেরম্ব ত্বাং নতাঃ স্মহ ॥৩৩
একদন্তং মহাপ্রাজ্ঞং লম্বতুণ্ডং বিনায়কম্।
দেবং মহর্ষিদেবানামিন্দ্রস্য চ নতাঃ স্মহ ॥ ৩৪
যজ্ঞে পুরার্চ্চনং যজ্ঞে ন কৃতং তৎ ক্ষমস্ব নঃ।
সুরাণাঞ্চ গিরঃ শ্রুত্বা গণপো বাক্যমব্রবীৎ।
যুষ্মাভির্ব্রিয়তাং দেবা বরো মত্তো হি বাঞ্ছিতঃ
ততঃ শক্রাদয়ঃ সর্ব্বে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
উচুর্গণপতিং দেবা জয়োঽস্মাকং ভবত্বিতি ॥৩৬
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা গণেশো বাক্যমব্রবীৎ।
বাঢ়মেব সুরশ্রেষ্ঠা জয়ো বো ভবতু দ্রুতম্।
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
গণেশং পূজয়ামাসুর্গন্ধসারৈস্তু মণ্ডনৈঃ ॥ ৩৮
দিব্যধূপৈঃ সুবস্ত্রৈশ্চ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।

অধিকার করিয়াছিল। তাহাতে সুরগণ শত বর্ষ পর্য্যন্ত নির্ব্বীর্য্য হইয়া রহিলেন। ঘোর দেবাসুর সমরে সুরগণের পূর্ণ পরাজয় হইলে তাহারা দেবাধিদেব শিবের নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! অসুরগণ আমাদের রাজ্য জয় করিয়াছে। যজ্ঞ সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। তখন শম্ভু দেবগণকে বলিলেন,—উমা এবং আমি আমরা উভয়ে প্রীত হইয়া হেরম্বকে এইরূপ বর দান করিয়াছি যে, তোমার পূজা করিলে দেব প্রভৃতির পরম সিদ্ধি লাভ হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মোহক্রমে এই পূজাকার্য্যে অবহেলা করিবে, তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে না। রণে তাহার পরাজয় হইবে। তোমরা মহাযজ্ঞে গণপতির পূজা কর নাই। মোহবশে হেলাক্রমেই ঐ কার্য্যে ঔদাস্য করিয়াছ; এই কারণেই তোমাদের পরাজয় ঘটিয়াছে। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! তোমরা শীঘ্র যাও, সত্বর মহাত্মা গণপতির পুণ্য পূজানুষ্ঠান কর। তাহাতেই তোমাদের অচিরে জয়লাভ হইবে। অনন্তর বিবুধগণ হরের মুখে মঙ্গলকর হিত বাক্য শুনিয়া প্রফুল্লচিত্তে গণপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

দেবগণ বলিলেন,—হে গণাধিপ,হে সর্ব্বদেবকপালক! তোমাকে নমস্কার করি। হে স্বর্গভোগপ্রদ হেরম্ব! তোমাকে আমরা প্রীতিভরে প্রণাম করি। তুমি সর্ব্বযুদ্ধে জয়প্রদ ও সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধিপ্রদ; হে হেরম্ব! তুমি মহাকায়, মহামায়, তোমাকে আমাদের নমস্কার। তুমি একদন্ত, মহাপ্রাজ্ঞ, লম্বতুণ্ড,বিনায়ক এবং দেব মহর্ষি ও ইন্দ্রের ও তুমি দেব, তোমাকে আমরা নমস্কার করি। পূর্ব্বে তোমাকে যে যজ্ঞে অর্চ্চনা করা হয় নাই, সেজন্য দেব তুমি ক্ষমা কর। সুরগণের কথা শুনিয়া গণপতি কহিলেন,—দেবগণ! আপনারা আমার নিকট বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করুন।২০—৩৫। তখন ইন্দ্র ও বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবগণ গণপতিকে বলিলেন, যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হউক। দেবগণের বাক্য শুনিয়া গণেশ বলিলেন,—উত্তম প্রস্তাব! হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! সত্বর তোমাদের জয় হউক। অনন্তর হর্ষনির্ভরচিত্ত সর্ব্বদেব গন্ধসার মণ্ডন দ্বারা গণেশকে অর্চ্চনা করিলেন। গণপতি দিব্য ধূপ, সুবস্ত্র, নন্দন-

পারিজাতাদিভিঃ পুষ্পৈরন্যৈর্দেবমনোহরৈঃ।
পূজিতো গণপো দেবৈরুবাচ সুরসত্তমান্॥ ৪০
গচ্ছধ্বং বিবুধা দেবং বিষ্ণুমদ্ভুতসাহসম্।
স বিধাস্যতি বঃ কামং বাঞ্ছিতঞ্চ ততঃ সুরাঃ॥
স্বং স্বং রথং সমারুহ্য গতাস্তে হরিমব্যয়ম্।
পীতাম্বরং নমস্কৃত্য উচুর্দেবগণা মুদা॥ ৪২
হরাত্মজন্তু সম্প্রাপ্য পূজয়িত্বা গণাধিপম্।
আগতাস্ত্বৎসকাশং বৈ মহাত্মন্নদ্য কেশব॥ ৪৩
এতচ্ছ্রুত্বা তু দেবানাং বচনং হরিরব্যয়ঃ॥
যথাতথ্যমুবাচেদং হনিষ্যে দৈত্যপুঙ্গবান্॥৪৪
শ্রুত্বা বাগমৃতং দেবা নারায়ণমুখাচ্চ্যুতম্।
হৃষ্টাশ্চ সুমুদাবিষ্টা দ্রব্যৈরিষ্টৈঃ সমর্চ্চয়ন্॥৪৫
পুনর্বিষ্ণুরুবাচেদং দেবানিন্দ্রপুরোগমান্।
স্বং স্বং বলং সমাহৃত্য সজ্জীভবন্ত বিজ্বরাঃ॥৪৬
হরিষ্যে তান্ দুরাচারান্ বলঞ্চৈব সমন্ততঃ।
অস্ত্রবৃন্দন্তু সংগৃহ্য যূয়ং তিষ্ঠত নির্ভয়াঃ॥ ৪৭

মাধবস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রগতাঃ সুরপুঙ্গবাঃ।
বিমানানি সমারুহ্য সর্ব্বে দিব্যাস্ত্রধারিণঃ॥ ৪৮
দেবানাং হর্ষবাক্যানি দৈত্যচারাঃ শ্রুতানি বৈ
রাজানং কথয়ামাসুর্হিরণ্যাক্ষং মহাবলম্॥ ৪৯
শ্রুত্বা দৈত্যপতিস্তত্র চুকোপাতিমহাবলঃ।
সচিবাংশ্চ সমাহূয় ক্রুদ্ধো বচনমব্রবীৎ॥ ৫০
অধুনেন্দ্রাদিদেবাশ্চ নিখিলাঃ ক্রূরবুদ্ধয়ঃ।
মাধবঞ্চ পরীপ্সন্তঃ শম্ভৌ সর্ব্বং ন্যবেদয়ন্॥৫১
কথং জয়ঞ্চ লপ্স্যামো দৈত্যবৃন্দেতি দারুণে।
ত্রিপুরারিরুবাচেদং গণেশং যজতামরাঃ॥ ৫২
পূজয়িত্বা তু তং দেবং জেষ্যথাসুরদানবান্।
ততো দেবগণৈর্হৃষ্টৈঃ পূজিতো গণনায়কঃ॥৫৩
গণাধিপেন তুষ্টেন ক্রূরো দত্তো বরো মহান্।
জেষ্যথাদ্যাসুরান্ সর্ব্বাংস্ততো দেবা মুদান্বিতাঃ

জাত কুসুম, পারিজাতাদি প্রসূন এবং অন্যান্য দেবমনোহর সামগ্রী দ্বারা পূজিত হইয়া সুরশ্রেষ্ঠগণকে বলিলেন,—বিবুধগণ! আপনারা অদ্ভুতসাহস বিষ্ণুর নিকট গমন করুন, তিনি আপনাদের ইষ্টার্থ সাধন করিবেন। তখন দেবগণ স্ব স্ব রথে আরোহণ করিয়া পীতাম্বর অব্যয় হরিদেবের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সহর্ষে কহিলেন,—হে কেশব! আমরা হরাত্মজ গণাধিপতিকে পূজা করিয়া ভবৎসকাশে আগমন করিতেছি। হরি দেবগণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—তাহা হইলে দৈত্যপুঙ্গবগণকে আমি বিনাশ করিব। দেবগণ নারায়ণমুখচ্যুত এই বাগমৃত পান করিয়া হর্ষাবিষ্ট ও পুলকযুক্ত হইয়া বিবিধ ইষ্টদ্রব্য দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। বিষ্ণু পুনরায় ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগনকে কহিলেন; তোমরা স্ব স্ব বল সংগ্রহ করিয়া সজ্জীভূত হও। আমি সেই সকল দুরাচার দৈত্য ও তাহাদের সমস্ত বল সংহার করিব। তোমরা অস্ত্ররাজি সংগ্রহ করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করিতে থাক।

মাধবের বাক্য শুনিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ স্ব স্ব বিমানারোহণে প্রস্থান করিলেন এবং সকলেই দিব্যাস্ত্র ধারণ করিয়া সুসজ্জিত হইয়া রহিলেন।৩৬-৪৮। দৈত্যচরগণ দেবগণের হর্ষবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবলশালী রাজা হিরণ্যাক্ষকে গিয়া সর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিল। তখন দৈত্যপতি সেই সংবাদ শুনিয়া কুপিত হইল এবং স্বীয় সচিববৃন্দকে আহ্বান করিয়া সক্রোধে বলিল,—এক্ষণে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ সকলেই ক্রূরবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে। তাহারা মাধবকে আশ্রয় করিয়া শম্ভুর নিকট গিয়া নিবেদন করিয়াছে যে, অতি দারুণ দৈত্যবৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিয়া কিরূপে আমরা জয়লাভ করিব। ত্রিপুরারি তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন—হে অমরগণ! তোমরা গিয়া গণেশের অর্চ্চনা কর। তাঁহাকে পূজা করিয়া তোমরা অসুর ও দানবদিগকে জয় করিতে পারিবে। শম্ভুর এই উপদেশ মতে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া গণনায়ককে অর্চ্চনা করিয়াছে। গণাধিপ তুষ্ট হইয়া তাহাদিকে এক দারুণ মহাবর প্রদান করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন,—দেবগণ! তোমরা অসুরদিগকে জয় করিতে পারিবে। এইরূপ বরলাভে

হরিং নিবেদয়ামাসুরস্মদ্বধপরাঙ্গবঃ।
হরেস্বাঢ়মপশ্রুত্বা রথিনঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৫৫
যুদ্ধার্থমধিতিষ্ঠন্তি নির্জ্জরাস্ত্বভয়া ময়ি।
যস্থ যা শক্তিরস্তীহ দেবান্ জেতুং বদস্বলম্ ॥
ততো রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা মধুর্ব্বচনমব্রবীৎ।
জেষ্যামি চ হরিং রাজন্ সহায়ং মে নিযোজয়
জিতে নারায়ণে দেবাঃ সভয়াস্ত্রিদশা ধ্রুবম্।
তস্মান্নারায়ণোঽস্মাকং ভাগঃ সর্ব্বপুরঞ্জয় ॥৫৮
ততো ধূম্রশ্চ শুন্দশ্চ কালকেয়ো মহাবলঃ।
সহায়শ্চ মধোস্তস্থ জেষ্যামো মাধবং নৃপ ॥৫৯
সর্ব্বদৈত্যবলে মুখ্যাশ্চত্বারো দৃঢ়বিক্রমাঃ।
কালমৃত্যুসমা বীরাঃ সর্ব্বাস্ত্রবিধিপারগাঃ ॥ ৬০
বলস্তত্রাব্রবীদ্বাক্যং যস্মিন্ জয় উপস্থিতঃ।
তঞ্চ জেষ্যামি জিষ্ণুঞ্চ প্রতিজ্ঞা মে দৃঢ়া নৃপ ॥
নমুচিশ্চ মুচিশ্চৈব ভ্রাতরৌ বলদর্পিতৌ।
উচতুস্তৌ নৃপং হ্যাবাং জেষ্যাবো বৈ বলান্বিতৌ
জম্ভশ্চৈবাব্রবীদ্বাক্যমিন্দ্রমিন্দ্রপুরোগমান্।
জেষ্যামি নাত্র সন্দেহো দৈত্যা ভবত বিজ্বরাঃ
ত্রিপুরশ্চাব্রবীদ্বাক্যং জেষ্যামি চ বিনায়কম্।
তাবদুচেঽথ সেনানীর্ময়ো দেবান্তকো বলী।
কুবেরং প্রতি রক্ষোভিঃ সর্ব্বাংশ্চৈব হিরণ্যকান্
এতস্মিন্নন্তরে তত্র নারদো মুনিসত্তমঃ।
গত্বোবাচ হিরণ্যাক্ষং জিষ্ণুদূতোঽহমাগতঃ ॥৬৫
রাজ্যং ত্যজস্ব বাচা নঃ প্রাণেষু যদি তে হিতম্
নচেদ্যুধ্যস্ব মামদ্য ন বা গচ্ছ রসাতলম্ ॥ ৬৭
ততঃ কোপাত্তুবাচেদং নারদং মুনিসত্তমম্।
অহিংস্যস্ত্বং ব্রাহ্মণাদ্য গচ্ছ তূর্ণং মমাগ্রতঃ ॥৬৮
দেবানাঞ্চ বিপত্তিঞ্চ কদনং নিধনং পুরঃ।
পশ্য বিপ্র ক্ষণেনান্তং প্রাপ্তং হরিহরাদিকম্ ॥

মুদান্বিত হইয়া আমাদের বধকামনায় দেবগণ হরিকে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছে। হরি তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। ইহার পরই দেবগণ রথী ও শস্ত্রপাণি হইয়া নির্ভয়ে যুদ্ধার্থ অবস্থান করিতেছে। অতএব আমাদের মধ্যে দেবগণকে জয় করিবার যাহার যেরূপ শক্তি আছে, সে তাহা প্রকাশ করিয়া বল। দৈত্যরাজের বাক্য শুনিয়া তৎকালে মধুদৈত্য বলিল,—রাজন্! আমার উপযুক্ত সাহায্য করুন। আমিই হরিকে সমরে জয় করিব। নারায়ণকে জয় করিলেই দেবগণ ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। অতএব সর্ব্বপুরঞ্জয় নারায়ণ আমারই ভাগে রহিলেন। তখন ধূম্র, শুন্দ এবং মহাবল কালকেয় এই অসুরত্রয় মধুর সহায় হইয়া বলিল,—হে নৃপ! আমরা মাধবকে জয় করিব। সমস্ত দৈত্য সৈন্ত মধ্যে এই মধু প্রভৃতি দৈত্য চতুষ্টয় প্রধান। ইহারা দৃঢ়বিক্রম, কাল ও মৃত্যুসদৃশ, বীর ও সর্ব্বাস্ত্রবিদ্যায় পারগ। তখন বলাসুর বলিল,—হে নৃপ! আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, যাহাতে গিয়া জয় উপস্থিত হয়, আমি সেই জিষ্ণুকে জয় করিব। তখন বলদর্পিত মুচি ও নমুচি তাহাদের রাজাকে বলিল,—রাজন্! আমরাই উভয়ে ইন্দ্রকে জয় করিব। জম্ভাসুর বলিল, আমিই ইন্দ্র ও ইন্দ্রপুরোগামী দেবগণকে জয় করিব ইহা নিশ্চিতই, অতএব হে দৈত্যগণ! তোমরা নিশ্চিন্ত হও। ত্রিপুর বলিল, আমি বিনায়ককে জয় করিব। তখন সেনানী ময় এবং বলবান্ দেবান্তক বলিল,—আমরা রাক্ষসগণসহ কুবেরকে এবং হিরণ্যকদিগকে জয় করিব। ইত্যবসরে মুনিসত্তম নারদ হিরণ্যাক্ষের নিকট গিয়া বলিলেন,—আমি ইন্দ্রদূত আগমন করিয়াছি। ইন্দ্র বলিয়া দিয়াছেন, যদি প্রাণধারণের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমাদের কথানুসারে রাজ্য পরিত্যাগ কর। যদি তাহা না কর, তবে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, অন্যথা রসাতলে পলায়ন কর। তখন অসুররাজ কোপভরে মুনিসত্তম নারদকে বলিল,—ব্রাহ্মণ তুমি, তাই আমার অবধ্য; কিন্তু সত্বর তুমি আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান কর ।৬৯--৬৭। ওহে বিপ্র! দেবগণের বিপত্তি কদন ও নিধন ক্ষণকাল মধ্যেই নিজ সমক্ষে দেখিতে পাইবে আর অদ্য হরিহরাদিরও

এবমুক্তো স দৈত্যেন্দ্রো বলাধ্যক্ষমুবাচ হ।
সজ্জীকৃত্য বলং সর্ব্বান্ রথাংশ্চানয়ত দ্রুতম্॥
দৈত্যরাজবচঃ শ্রুত্বা বলাধ্যক্ষঃ সমন্ততঃ।
বলান্যাহুয় সহসা সম্ভ্রান্তাস্তূর্ণমাগতাঃ॥ ৭০
কোটিকোটিসহস্রাণি অক্ষৌহিণ্যো বলানি চ।
একৈকস্য চ বীরস্য বাহনানি মহান্তি চ।
স্যন্দনানি বিচিত্রাণি গজোষ্ট্রাশ্বখরানপি॥ ৭২
সিংহব্যাঘ্রতুলায়াংশ্চ সমারুহ্য যযুস্তদা।
বাদ্যৈঃ সর্ব্বৈশ্চ তুর্য্যৈশ্চ সিংহনাদৈর্ভয়ানকৈঃ
দিশশ্চ পুরয়ামাসুঃ সিন্ধুর্বেলাচলাধরাঃ॥ ৭৩
সর্ব্বলোকাশ্চ বিত্রেসুঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ সর্ব্বদেবৈঃ সমীরিতাঃ॥৭৪
বাদ্যৈশ্চ বিবিধৈরন্যৈর্ব্বায়ুপূর্ণৈর্ঘনস্বনৈঃ।
সর্ব্বলোকা ভয়ত্রস্তা যে চ ত্রৈলোক্যবাসিনঃ॥
ভ্রষ্টকামা গতাকাশং ঘোরং তীব্রং মহাহবম্॥
পরিঘৈঃ পাশশূলৈশ্চ খড়্গযষ্টিপরশ্বধৈঃ।

শরৈশ্চ নিশিতৈর্ঘোরৈর্জঘ্নুরন্যোন্যমাহবে॥৭৭
শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধামুক্তৈর্দিশঃ সর্ব্বা নিরন্তরম্।
বিগৃহেষু ধরণ্যাঞ্চ পর্ব্বতেষু জলেষু চ॥ ৭৮
দেবস্থানে তথাকাশে পর্ব্বতাগ্রেষু সানুষু।
গহ্বরেষু মহারণ্যে তয়োর্যুদ্ধমবর্ত্তত॥ ৭৯
পুষ্কলাদিঘনানাঞ্চ বর্ষধারা জলং যথা।
পতন্ত্যস্ত্রাণি সৈন্যেষু শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৮০
কেচিৎ পেতুঃ পৃথিব্যান্তু শরৈঃ সম্ভিন্নবিগ্রহাঃ।
শক্তিভির্মুসলৈশ্চান্যে ছত্রশূলপরশ্বধৈঃ॥ ৮১
পতিতাঃ সম্মুখে শূরা যুদ্ধেষু ন্যায়বর্ত্তিনঃ।
গচ্ছন্তি সুরসদ্মানি স্বাম্যর্থে যে ত্বভীরবঃ॥ ৮২
যে চান্যে কাতরাঃ পাপা হন্তারো বিমুখান্ রণে
অন্যায়ৈর্যে চ যোদ্ধারস্তে যান্তি যমমন্দিরম্॥ ৮৩
ত্রিদিবস্থা গজারোহাঃ সৈন্ধবস্থা স্তথাপরান্।
রথস্থাংশ্চ রথারোহাঃ পদগাংশ্চ পদাতয়ঃ॥ ৮৪
পরস্পরং বিনিঘ্নন্তি শূরা যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ।

অবসান দেখিবে। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যাক্ষ এই কথা কহিয়া বলাধ্যক্ষকে আদেশ করিল, আমার সমস্ত বল সুসজ্জিত করিয়া সত্বর রথসমূহ আনয়ন কর। দৈত্যরাজের আজ্ঞা পাইয়া বলাধ্যক্ষ চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্যদিগকে আহ্বান করিল। সৈন্যগণ সন্ত্রস্ত হইয়া সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। কোটি কোটি সহস্র সহস্র অক্ষৌহিণী দৈত্যসেনা আগমন করিল, এক এক অসুর বীরের বহুল বাহন প্রস্তুত হইল। বীরগণ বিচিত্র রথ,গজ, উষ্ট্র, অশ্ব, খর, সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহিষসমূহে আরোহণ করিয়া সমরে ধাবিত হইল। প্রভূত বাদ্যোদমে এবং ভয়ঙ্কর সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠিল। সিন্ধুবেলা, পর্ব্বত, পৃথ্বী ও সর্ব্বলোক বিত্রস্ত হইল। সমুদ্র সকল কম্পিত হইতে লাগিল। সর্ব্বদেবানুমোদিত দেবদুন্দুভি সকল ধ্বনিত হইল। বিবিধ বাদ্যধ্বনি ও বায়ুপূর্ণ অন্য ঘনধ্বনি দ্বারা ত্রিলোকবাসী সর্ব্বলোক ভয়গ্রস্ত হইয়া ভগ্নমনে আকাশে উত্থিত হইল। এদিকে দেবাসুরগণের ঘোর তীব্র মহাহব আরম্ভ হইল। পরিঘ, পাশ, শূল, খড়্গ, যষ্টি, পরশ্বধ ও নিশিত শর দ্বারা সমরে পরস্পর পরস্পরকে আহত করিতে লাগিল। বহুধামুক্ত শস্ত্রাস্ত্রসমূহ দ্বারা সর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন হইল। নিরাশ্রয় স্থানে, ধরাতলে, পর্ব্বতে, জলে, দেবস্থানে আকাশে, পর্ব্বতসানুতে, গহ্বরে এবং মহারণ্যে উভয় দলের যুদ্ধারম্ভ হইল। ৬৮—৭৯। পুষ্কলাদি মেঘবৃন্দের বর্ষণধারা জলের ন্যায় শত শত সহস্র সহস্র অস্ত্র সৈন্যসমূহোপরি পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ শরসম্ভিন্নদেহে ভূতলে পতিত হইল, অনেক শূর বীর শক্তি, মুষল, ছত্র শূল ও পরশ্বধ দ্বারা প্রভুর নিমিত্ত ন্যায়যুদ্ধে সম্মুখ সমরে পতিত হইয়া সুরালয়ে প্রস্থান করিল। যাহারা ভীরু, পাপী, যোদ্ধা তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। যাহারা অন্যায়পথে যুদ্ধ করে, তাহারা যমালয়ে উপনীত হইয়া থাকে। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বীর গজারোহিগণ অশ্বারোহীদিগকে, রথারোহিগণ রথারোহীদিগকে এবং পদাতিগণ পদাতিদিগকে পরস্পর আহত করিতে লাগিল।

মুদিতাঃ সত্ত্বসম্পন্না ধর্ম্মিষ্ঠা বলসংবৃতাঃ ॥ ৮৫
কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্না মুসলৈর্ভিন্নমস্তকাঃ ।
কেশাঃ শিরাংসি বস্ত্রাণি নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ৮৬
মধ্যচ্ছিন্নাস্তথা ভিন্নাঃ পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাবলাঃ
খড়্গপাতৈস্তথা চোগ্রৈশ্ছিন্নভিন্নাঃ পরশ্বধৈঃ ॥৮৭
গামেব পতিতা ধীরা দিব্যালঙ্কারভূষিতাঃ ।
প্রদীপ্তোঽভূদ্ধরাদেশো বীরৈর্নাগৈর্হয়ৈ রথৈঃ ॥
বিবিধাভরণৈর্নষ্টৈঃ পতাকাভিশ্চ কেতুভিঃ ।
ততো বসুন্ধরা সর্ব্বা সশৈলবনকাননা ॥ ৮৯
রুধিরৌঘপ্লুতা তত্র বিবুধাসুরয়োর্যুধি ॥
ক্রব্যাদৈর্বহুভিস্তত্র খাদিতো দ্রব্যসঞ্চয়ঃ ॥ ৯০
লোহিতং প্রচুরং পীতং রক্ষোভিশ্চ বৃকাদিভিঃ
অন্যৈর্মহাগণৈরেব ক্ষতজং পবনান্বিতম্ ॥৯১
খাদিতং প্রীতিমদ্ভিশ্চ ফেরুগৃধ্রগণৈর্মুদা ।
এতস্মিন্নন্তরে সূরিঃ সুরপূজ্যো বৃহস্পতিঃ ॥৯২
মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যাং সুরাণাং সঞ্জজাপ হ ।
বিশল্যকরণীং দিব্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং মহাবলাম্ ॥

ততো ধন্বন্তরির্ব্বিদ্বান সুরবৈদ্যো মনোজবঃ ।
ঔষধৈস্তৎ প্রয়োগৈশ্চ রণে পর্য্যটতে মুদা ॥৯৪
তত্র দেবাশ্চ জীবন্তি যে মৃতাশ্চ মহাহবে ।
অব্রণা বলসম্পন্নাঃ প্রযুধ্যন্তি ভৃশং পুনঃ ॥ ৯৫
এবংশতসহস্রন্তু গণং দৈত্যস্য চোদ্ধতম্ ।
পতিতং পুণ্যযোগাচ্চ শরৈর্নির্ভিন্নকন্ধরম্ ॥৯৬
ততস্তু জয়শব্দেন নন্দন্তি সিদ্ধচারণাঃ ।
ঋষয়ঃ খেচরাশ্চান্যে যে চৈবাপ্সরসাং গণাঃ ।
গীতিং গায়ন্তি গন্ধর্ব্বাঃ শশংসুঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৯৭
অথ ক্রুদ্ধো মহাতেজা দৈত্যমুখ্যো মহাবলঃ
কালকেয় ইতি খ্যাতঃ সেনানীর্দৈত্যপস্য চ ॥
স্যন্দনস্থো মহাবীর্য্যো ধনুরাদায় তত্র চ ।
জঘান সুরসঙ্ঘাংস্তান্নর্ত্তয়ামাস ভূতলে ॥ ৯৯
নিরন্তরশরৌঘেণ চ্ছাদিতং গগনং তদা ।
নিপতন্তি শরাঃ সৈন্যে কোটিকোটিসহস্রশঃ ॥

সেনাপরিবৃত সত্যসম্পন্ন ধর্ম্মিষ্ঠ বীরগণ সোৎসাহচিত্তে যুদ্ধারম্ভ করিল। মুষলাঘাতে কাহার কাহারও বাহু ছিন্ন এবং মস্তক ভিন্ন হইয়া গেল। কাহারও কাহারও কেশ, মস্তক, বস্ত্র ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। অনেক মহাবলশালী বীর মধ্যভাগে ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। দারুণ খড়্গপাতে ও পরশ্বধাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দিব্যালঙ্কারভূষিত বীরগণ ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। বীর, নাগ, রথ, অশ্ব, প্রনষ্ট বিবিধ আভরণ, পতকা ও কেতুসমূহ দ্বারা ধরাদেশ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর সুরাসুরগণের যুদ্ধে সশৈলবনকাননা সমগ্র ধরা রুধিরৌঘ দ্বারা পরিপ্লুত হইল। রাক্ষসগণ তাহাদের প্রচুর খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বৃকগণ প্রচুর শোণিত পান করিতে লাগিল। শৃগাল ও গৃধ্র প্রভৃতি অন্যান্য জন্তু ও পক্ষিগণ প্রীতচিত্তে পবনচালিত প্রভূত শোণিত পান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সুরপূজ্য বৃহস্পতি সুরগণের জন্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ও বিশল্যকরণী নাম্নী মহবলা দিব্য ব্রহ্মবিদ্যা জপ করিতে লাগিলেন। তখন সুরবৈদ্য বিদ্বান্ ধন্বন্তরি মনের ন্যায় বেগগামী হইয়া ওষধি প্রয়োগ করিতে করিতে সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যে সকল দেব মহাসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে তাঁহারা জীবিত হইয়া উঠিলেন। তখন সকলেই অক্ষত ও বলসম্পন্ন হইয়া আবার সমরে দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবগণের পুণ্যযোগে ক্রমে শত সহস্র উদ্ধত দৈত্য সৈন্য শরাঘাতে ভিন্নকন্ধর হইয়া পতিত হইল। তখন সিদ্ধ, চারণ, ঋষি অন্যান্য খেচরগণ ও অপ্সরোগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল এবং পরমর্ষিগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৮০—৯৭। অনন্তর দৈত্যরাজের সেনাপতি মহাবল মহাতেজা কালকেয় নামক বিখ্যাত, দৈত্য ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ দ্বারা সুরসমূহকে নিহত ও ধরাতলে পাতিত করিতে লাগিল। তৎকালে নিরন্তর শরধারাবর্ষণে গগন আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। সৈন্যসমূহোপরি

নিপতন্তি ততো দেবাঃ সংযুগেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥
রুধিরোদ্গারিণঃ সর্ব্বে সিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
বিশিখৈঃ পীড়িতা দেবা নিপেতুর্ধরণীতলে ॥
কেচিচ্ছরশতৈর্ভিন্নাঃ সহস্রৈরযুতৈস্তথা।
পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাবীর্য্যা যে রণে সুরপুঙ্গবাঃ ॥
ব্যথিতাশ্চাভবন্ সর্ব্বে স্যন্দনস্থা দিবৌকসঃ।
শরৈঃ প্রব্যথিতাস্তে তু স্থাতুং শক্তা ন সম্মুখে
তেনাবগাহিতং সৈন্যং গজেনেব সরোবনম্।
শরৈস্তস্যার্দিতা দেবা বজ্রানলসমপ্রভৈঃ ॥ ১০৫
ন শেকুঃ সমরে স্থাতুং মঘবন্তং যযুস্তদা।
চিত্ররথ ইতি খ্যাতো দেবঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥
যযৌ স্যন্দনমারুহ্য যুদ্ধং প্রতি ধনুর্ধরঃ।
অব্রবীদ্বচনং সোঽপি সেনান্যন্তু মহাসুরম্ ॥১০৭
যথা হংসি মহাশূর সুরসেনাং মুদান্বিতঃ।
স ত্বং প্রশংসনীয়শ্চ শূরোঽসি সুরসম্মতঃ ॥১০৮
হিরণ্যাক্ষপ্রিয়ং কর্ম্ম কৃতং যুদ্ধে ত্বয়াধুনা।
ইদানীং মম বাণৈশ্চ গচ্ছস্ব যমমন্দিরম্ ॥ ১০৯
ততশ্চ কালকেয়স্তু স্মিতো বচনমব্রবীৎ।
পূর্ব্বৈব বিজিতো দেবগণঃ সর্ব্বঃ প্রলীলয়া ॥১১০
ইদানীন্তু স্থিতং যুদ্ধে বলং সর্ব্বন্তু হেলয়া।
যদি তে নিধনে প্রীতিরস্তীহ সুরপুঙ্গব ॥১১১
এভস্ত্বাং নিশিতৈর্ব্বাণৈর্নয়ামি যমমন্দিরম্।
ইত্যুক্ত্বা পরমঃ ক্রুদ্ধো বাণমন্তকসন্নিভম্।
জঘান সমরে বীরস্ত্রিভিশ্চিচ্ছেদ সোঽম্বরে ॥
পুনর্ব্বাণাংশ্চ সমরে যোজয়িত্বা দ্রুতং রুষা ॥
জঘান প্রচুরান্ দৈত্যাংস্তাংশ্চকর্ত্ত স লাঘবাৎ।
ততোঽন্যোন্যং শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কালানলসমপ্রভৈঃ
যুদ্ধে ধনুষ্মতাং শ্রেষ্ঠশ্চিচ্ছেদ ভুবি বেগতঃ ॥
তদ্যুদ্ধমভবদ্দেবদৈত্যয়োর্ধর্ম্মতো ভৃশম্ ॥১১৫
দ্রষ্টুকামাগতাঃ পার্শ্বমৃষিদেবাঃ সুরোরগাঃ।
এবংশতসহস্রাণি বাণানাং বিধুতানি চ ॥ ১১৬

কোটি কোটি সহস্র সহস্র শর নিপতিত হইতে লাগিল। তখন সমরে অপরাঙ্মুখ সুরগণও নিপতিত হইতে লাগিলেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অন্যান্য দেবগণ সকলেই শরতাড়িত হইয়া শোণিত বমন করিতে করিতে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। কোন কোন মহাবীর্য্য দেবশ্রেষ্ঠ শত সহস্র ও অযুত শরে ভিন্নগাত্র হইয়া ধরাতলে পতিত এবং কোন কোন দেব ব্যথিত হইয়াও রথোপরি অবস্থিত হইলেন। তাঁহারা শরসমূহ দ্বারা ব্যথিত হইয়া সম্মুখসমরে অবস্থান করিতে পারিলেন না। করী যেমন কমল বনে প্রবেশ করে, তেমনি সেই কালকেয় দৈত্য সৈন্যব্যূহে প্রবেশ করিল। তদীয় বজ্রানল সমপ্রভ শর দ্বারা তাড়িত হইয়া দেবগণ সমরে তিষ্টিতে পারিলেন না, তাঁহারা সকলেই তখন দেবরাজের শরণাপন্ন হইলেন। ইত্যবসরে শস্ত্রধারী শ্রেষ্ঠ চিত্ররথ নামক বিখ্যাত দেব ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক রথারোহণে সমরাভিমুখে ধাবিত হইয়া অসুর সেনাপতিকে বলিলেন,—হে মহাসুর! তুমি যেরূপে সোৎসাহে সুরসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতেছ, ইহাতে তুমি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়, অপিচ তুমি প্রকৃতই সুরসম্মত বীর। সমরে তুমি হিরণ্যাক্ষের প্রিয় কর্ম্ম করিয়াছ, এক্ষণে আমার বাণে যমমন্দিরে প্রয়াণ কর। ৯৮—১০৯। তখন কালকেয় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, আমি পূর্ব্বেই লীলাক্রমে সর্ব্বদেবকে জয় করিয়াছি। এক্ষণে এই মদীয় বল সমস্তই হেলাক্রমে সমরে অবস্থিত রহিয়াছে। হে সুরপুঙ্গব! যদি তোমার মরণে প্রীতি থাকে, তাহা হইলে এই নিশিত বাণনিচয় দ্বারাই তোমাকে আমি যমমন্দিরে উপনীত করিতেছি। এই কথা কহিয়া পরম ক্রুদ্ধ দৈত্যবর তাঁহার প্রতি এক যমোপম বাণ নিক্ষেপ করিল। চিত্ররথ দেব অম্বরপথে তাহা তিনটী বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন এবং পুনরায় সক্রোধে বাণ যোজনা করিয়া তদ্দ্বারা বহু দৈত্য বিনাশ করিলেন। অনন্তর কালানলসমপ্রভ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা উভয়েই উভয়কে আহত করিতে লাগিলেন। দেব ও দৈত্যের সেই ধর্ম্ম যুদ্ধ অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। ঋষি, দেব, অসুর ও উরগগণ যুদ্ধ দর্শনার্থ তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত

অন্যোন্যং সমরে বীরৌ বিজয়ায় বিরেজতুঃ।
অথ ক্রুদ্ধো মহাতেজা গন্ধর্ব্বাণাং পতিস্তদা ॥
ত্রিভির্বিভেদ বাণৈশ্চ ললাটে হৃদি পঞ্চভিঃ।
সপ্তভির্জঠরে নাভৌ বস্তৌ তস্য সপঞ্চভিঃ।
শরৈঃ সম্পাতিতো দৈত্যো মুক্তঃ কশ্মলতাং গতঃ
শিথিলীকৃতচাপশ্চ লেভে সংজ্ঞাং চিরাদ্বলী ॥
মধুসংজ্ঞং ত্রিভির্বাণৈঃ স বিভেদ সুরোত্তমম্।
চকর্ত্ত ধনুরস্ত্রৈশ্চ দৈত্যরাজস্য পশ্যতঃ ॥ ১২০
ততো বাণসহস্রৈস্তু কালান্তকসমপ্রভৈঃ।
বিভেদ দৈত্যসিংহস্তু সুরাণামুত্তমো বলী ॥ ১২১
হতচেতাঃ স দৈত্যেন্দ্রো বহুশোণিতসংস্রবঃ।
বিহ্বলো বহুবাণার্ত্তঃ শূলং জগ্রাহ দানবঃ ॥১২২
শূলহস্তস্য তস্যৈব চতুর্ভিস্তুরগান্ শরৈঃ।
হত্বা চ পাতয়ামাস ত্রিভির্যন্তারমেব চ ॥ ১২৩
জঘান শূলমুদ্বীক্ষ্য ততো গন্ধর্ব্বসত্তমম্।
বিচকর্ত্ত ত্রিভির্বাণৈঃ শূলং চিত্ররথো বলী ॥১২৪

শূলঞ্চ নষ্টকং দৃষ্ট্বা হতভোগমিবোরগম্।
গৃহীত্বা মুদ্গরং ঘোরং প্রদুদ্রাব সুরং বলী।
সমুদ্গরং সমায়ান্তং দৈত্যসেনাধিপং তদা।
বিচকর্ত্ত শিরোদেহাদর্দ্ধচন্দ্রেণ সত্বরাৎ ॥ ১২৬
স পপাত মহীপৃষ্ঠে সঞ্চচাল বসুন্ধরা।
ততো দৈত্যগণাঃ সর্ব্বে বিমুখা বিপ্রদুদ্রুবুঃ।

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে কালকেয়-বধো নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা কালেয়ো নাম দানবঃ।
চিত্ররথং প্রদুদ্রাব ধৃত্বা বাণং স কার্মুকম্ ॥ ১
দৃষ্ট্বা সুরং বিধাবন্তং কালমৃত্যুসমপ্রভম্।
অরৌৎসীত্তং মহাবীর্য্যো জয়ন্তঃ পাকশাসনিঃ।

হইলেন। শতসহস্র বাণ ধারণপূর্ব্বক সমরে সেই বীরদ্বয় পরস্পর জয় নিমিত্ত বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাতেজা গন্ধর্ব্বপতি ক্রুদ্ধ হইয়া তিনবাণে ললাট, পঞ্চবানে হৃদয়, সপ্তবাণে জঠর ও নাভি এবং পঞ্চবাণে বস্তিদেশ ভেদ করিলেন। শরদ্বারা তাড়িত হইয়া দৈত্যবর মোহপ্রাপ্ত হইল। তাহার ধনুর্ব্বাণ শিথিল হইয়া গেল। অনেক কাল পরে দৈত্যবর চৈতন্যলাভ করিলেন। তিনি মধু নামক সুরবরকে তিন বাণে বিদ্ধ করিলে মধুদেব দৈত্যরাজের সমক্ষেই অস্ত্র দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন। অনন্তর কালান্তকোপম সহস্র বাণ দ্বারা সুরশ্রেষ্ঠ বলবান্ মধু দৈত্য সিংহের দেহ ভেদ করিলে, দৈত্যেন্দ্র হতচিত্ত হইয়া বহু শোণিত মোক্ষণ করিল এবং বহু বাণাঘাতে আর্ত্ত হইয়া বিহ্বল ভাবে শূল গ্রহণ করিল। দৈত্যবর শূল হস্তে ধাবিত হইলে গন্ধর্ব্বপতি চারি শরে তাহার অশ্ব এবং তিন শরে তাহার রথচালককে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন। তখন ধরাপৃষ্ঠস্থ দৈত্যবর গন্ধর্ব্বপতির প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল। বলবান্ চিত্ররথ তিন বাণে সেই শূল কর্ত্তন করিলেন। শূল ব্যর্থ হইল দেখিয়া দৈত্যবর হতভোগ উরগের ন্যায় ঘোরতর মুদ্গর গ্রহণ পূর্ব্বক সুরসৈন্যের প্রতি ধাবিত হইল। তখন চিত্ররথ অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে সেই মুদ্গর হস্তে ধাবিত দৈত্য সেনাপতির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। দৈত্য সেনাপতি কালকেয় ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলে, বসুন্ধরা চালিত হইলেন দৈত্যগণ সকলেই সমরে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল। ১১০—১২৭।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৫।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,- ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া কালেয় নামক দানব সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক চিত্ররথের প্রতি ধাবিত হইল। মৃত্যুপ্রতিম অসুরকে ধাবিত হইতে দেখিয়া ইন্দ্রনন্দন মহাবীর্য্য জয়ন্ত তাহাকে অবরুদ্ধ করিলেন

অব্রবীচ্চ মহাতেজা দৈতেয়ং সুরসত্তমঃ ॥
তথ্যং ধর্ম্মাভিসংযুক্তং লোকদ্বয়হিতং ধ্রুবম্ ।
শস্ত্রাভিঘাতদুঃখার্ত্তং কশ্মলঞ্চাপ্যসংযুতম্ ।
প্রভগ্নঞ্চ নিরস্তঞ্চ যো হন্তি স চ বালিশঃ ॥ ৪
সুচিরং রৌরবং ভুক্ত্বা তস্য দাসোঽভবেচ্চিরম্
তস্মান্মামুং প্রযুধ্য স যুদ্ধধর্ম্মস্থিতো ভব ॥ ৫
জয়ন্তমব্রবীদ্বাক্যং কালেয়ঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
নিহত্য ভ্রাতৃহন্তারমথ ত্বাং হন্মি সাম্প্রতম্ ॥ ৬
ততস্তঞ্চাসুরশ্রেষ্ঠং কালানলসমপ্রভম্ ।
জয়ন্তো নিশিতৈর্ব্বাণৈর্জ্জঘান সুরসত্তমঃ ॥ ৭
নিচকর্ত্ত শরান্ সোঽপি ত্রিভির্ব্বিব্যাধ চোসুরঃ
যথা বৃষ্টিগণং প্রাপ্য নদী গৈরিকবাহিনী ॥ ৮
তথা তৌ চ মহাবীর্য্যৌ ন ক্ষীণৌ ন চ কাতরৌ
ন শর্ম্ম পরিলেভাতে পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥ ৯
অথ তস্য চ দৈত্যস্য ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুণা ।
যন্তারং পঞ্চভির্ব্বাণৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে ॥১০
অষ্টাভির্নিশিতৈর্ব্বাণৈশ্চতুরোঽশ্বানপাতয়ৎ ।
শক্তিং সংগৃহ্য ভূমিষ্ঠঃ কুমারঞ্চ জঘানহ ॥ ১১
গদয়া পীড়িতং সাশ্বং সবরূথং সকূবরম্ ।
পাতয়িত্বা ধরণ্যাঞ্চ সিংহনাদং ননাদ হ ॥ ১২
লাঘবাৎ স ধরাং গত্বা গদাপাণিরুপস্থিতঃ ।
বজ্রপাতাদ্যথা শব্দো লোকানাং দুঃসহোভবেৎ
তথা তয়োর্গদাপাতে শব্দঃ স্যাত্তু মুহুর্মুহুঃ ।
এবং তয়োর্গদাযুদ্ধং যাবদব্দচতুষ্টয়ম্ ॥ ১৪
প্রভগ্নে তে গদে খস্থৌ খড়্গচর্ম্মধরাবুভৌ ।
তদা পদাতিনোর্যুদ্ধমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ১৫
দৃষ্ট্বা চ বিস্ময়ং জগ্মুর্দেবাসুরমহোরগাঃ ।
খড়্গপাতৈর্মুহূর্ত্তান্তে তয়োশ্ছিন্নে তু বর্ম্মণী ॥১৬
অভবৎ খড়্গযুদ্ধঞ্চ তয়োর্যুদ্ধাতিশালিনোঃ ।
দধার চিকুরে তস্য জয়ন্তো ভীমবিক্রমঃ ॥ ১৭
শিরশ্ছিত্ত্বাস্য খড়্গেন পাতয়ামাস ভূতলে ।

এবং সেই দৈত্যকে তিনি উভয় লোক হিতকর ধর্ম্মসম্মত বাক্যে বলিলেন, যে মূর্খ শস্ত্র-প্রহারে দুঃখার্ত্ত, কশ্মল, প্রভগ্ন বা নিরস্ত যোদ্ধাকে হনন করে, সে দীর্ঘকাল নরক ভোগ করিয়া চিরতরে তাহার দাস হইয়া থাকে। অতএব যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিও না; যুদ্ধধর্ম্মে অবস্থিত হও। তখন কালেয় ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া জয়ন্তকে বলিল, আমি অগ্রে ভ্রাতৃহন্তাকে বিনাশ করিয়া পরে তোমাকে নিহত করিব। অনন্তর সুরসত্তম জয়ন্ত নিশিত শরনিকর-বর্ষণে সেই কালানলপ্রভ অসুরবরকে আহত করিতে লাগিলেন। অসুর কালেয় জয়ন্ত-প্রেরিত সমস্ত শর তিনটী মাত্র বাণে ছেদন করিয়া ফেলিল। বৃষ্টিজলোপচিত গৈরিক-বাহিনী নদীর ন্যায় তখন সেই মহাবীর্য্য দেব ও অসুর বীর মধ্যে কেহই ক্ষীণ বা কাতর বলিয়া পরিলক্ষিত হইলেন না। তাঁহারা পরস্পর জিগীষু হইয়া কেহই প্রকৃত শান্তি-লাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর জয়ন্ত বাণাঘাতে দৈত্যের ধনুশ্ছেদন করি-লেন এবং পাঁচটীমাত্র বাণপ্রহারে তাহার সারথিকে ভূপাতিত করিলেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ অষ্ট শরে দৈত্যের অশ্বচতুষ্টয় ভূতলে পাতিত হইল। তখন দৈত্যবর ভূমিস্থিত হইয়া ইন্দ্র-নন্দনের প্রতি শক্তিপ্রহার করিল এবং গদা-ঘাতে অশ্ব বরূথ ও কূবর সহ রথ পীড়নপূর্ব্বক ধরণীতলে পাতিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ১—১২। জয়ন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত গদা লইয়া ধরাপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইলেন। বজ্রপাতের শব্দ যেমন লোকসমূহের দুঃসহ, তেমনি সেই উভয় বীরের মুহুর্মুহু গদাপাতশব্দ অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। এইরূপে চারি বর্ষ পর্য্যন্ত তাহাদের গদাযুদ্ধ চলিল। ক্রমে উভয়ের গদা ভগ্ন হইলে, তাঁহারা খড়্গচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক তৎকালে পদাতিবেশে অদ্ভুত লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেব অসুর ও মহোরগগণ সেই যুদ্ধ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মুহূর্ত্ত পরেই খড়্গাঘাতে তাহাদের বর্ম্ম ছিন্ন হইয়া গেল। তখন সেই দুই যুদ্ধাবশারদ খড়্গযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ভীমবিক্রমে জয়ন্ত যুদ্ধ করিতে করিতে সহসা অসুর কালেয়ের কেশপাশ ধারণ করিয়া

ততস্তু জয়শব্দেন দেবাঃ সর্ব্বে ননন্দিরে ॥১৮
প্রভগ্না দৈত্যসঙ্ঘাশ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥১৯

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে কালেয়-বধো নাম ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমো'ঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ
সরোষশ্চাতিতাম্রাক্ষো হ্যসুরানাদিদেশ হ ॥ ১
স্বয়ং গচ্ছামি যুদ্ধায় দেবানাং বিজিঘাংসয়া।
নাগচ্ছন্তি ন যুধ্যন্তে তে ন যাস্যন্তি নিশ্চিতম্ ॥২
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং শেষা দৈত্যগণাধিপাঃ।
যুদ্ধায় প্রযযুঃ সর্ব্বে শূলপাশাতিপণ্ডিতাঃ ॥ ৩
অধিকং পূর্ব্বসৈন্যাশ্চ তথা শতগুণৈরপি।
নিরন্তরং তথাকাশং প্রযযুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৪
ততো রুদ্রাঃ সমাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ বসবস্তথা।
স্কন্দশ্চ গণপশ্চৈব বিষ্ণুজিষ্ণুপুরোগমাঃ।
সর্ব্বে যোদ্ধুং গতাস্তে চ হৃষ্টা রণসমুৎসুকাঃ ॥৫
এতস্মিন্নন্তরে যুদ্ধং দেবদানবয়োরপি।
ন ভূতং ন শ্রুতং পূর্ব্বং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৬
শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধা যুদ্ধং শিশিরেণেব কাননম্ ॥ ৭
ধরাং স্বর্গঞ্চ আকাশং সংরুধ্য যুদ্ধমাবভৌ।
অন্যোন্যং জঘ্নুরাকাশে তথান্যোন্যং মহীতলে
শক্তিভির্মুসলৈর্ভল্লৈর্বহুভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ।
দারুণৈঃ খড়্গপাতৈশ্চ তথা চক্রপরশ্বধৈঃ ॥ ৯
অন্যায়ুধৈশ্চ বিবিধৈর্নির্জঘ্নুস্তে পরস্পরম্।
অভবন্ ঘোররূপাণি ধরাকাশেঽব্যয়ানি চ ॥ ১০
শস্ত্রৈঃ শরৈরসৃক্পাতৈঃ কঙ্কবায়সজম্বুকৈঃ।

খড়্গাঘাতে শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর দেবগণ সকলেই জয়ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দৈত্যসৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া নানাদিকে পলায়ন করিল। ১৩—১৯।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৬।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—দৈত্যরাজ মহাবল হিরণ্যাক্ষ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-তাম্রনেত্রে অসুরগণকে আদেশ করিল—দেবগণকে বধ করিবার নিমিত্ত আমি নিজেই যুদ্ধে গমন করিব। যাহারা আমার সহিত যুদ্ধে যাইবে না বা যুদ্ধ করিবে না, তাহারা এ স্থান হইতে কেহই যাইতে পারিবে না। অবশিষ্ট দৈত্যাধিপগণ দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত হইল। এই অসুরেরা সকলেই শূল ও পাশ যুদ্ধে সুনিপুণ, ইহারা সংখ্যায় পূর্ব্বগামী অসুরগণ অপেক্ষা শত-গুণ অধিক। এই অসুর সৈন্য সকল আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। তখন রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বেদেব ও বসুগণ এবং স্কন্দ, গণেশ, বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ হৃষ্ট ও যুদ্ধসমুৎসুক হইয়া সকলেই যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন। এই সময় দেব ও দানবগণের মধ্যে যেরূপ লোক-ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সেরূপ যুদ্ধ কখন হয় নাই বা কেহ শুনে নাই। রণক্ষেত্র তখন বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে আবৃত হইয়া শিশিরাবৃত কাননের ন্যায় প্রতিভাত হইল। ভূতল, নভস্তল এবং স্বর্গ, এই তিন স্থান ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আকাশে এবং ভূতলে সর্ব্বত্রই দেব ও দানব সৈন্য পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। প্রচুর শক্তি. মুসল, ভল্ল, শরবৃষ্টি, দারুণ খড়্গপাত, চক্র, পরশ্বধ এবং অন্যান্য বিবিধ আয়ুধ দ্বারা তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিলেন। শস্ত্র, শররক্তপাত এবং কঙ্কবায়স ও জম্বুকগণের ইতস্ততঃ ধাবন এই সকল দ্বারা আকাশে এবং ভূতলে যুদ্ধ অতি ভীষণাকারে পরিণত হইল। ১—১০। মেঘবৃন্দ যেন

যথা মুসলধারাভির্ঘনা বর্ষন্তি লোহিতম্ ।
তথৈব ক্ষতজৈঃ স্রস্তৈঃ স্বাঙ্গাচ্চ দেবদানবাঃ ॥
কেচিৎ পতন্তি মুহ্যন্তি স্খলন্তি চ হসন্তি চ ।
মুঞ্চন্তি চার্ত্তনাদাংশ্চ সিংহনাদং মুহুর্মুহুঃ ॥ ১২
কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নপাদাস্তথাপরে ।
ছিন্নপার্শ্বোদরাঃ কেচিন্নিপেতুঃ শতশো ভুবি ॥
কোটিকোটিসহস্রাণি গজবাজ্যসুরাণি চ ।
অপতন্ ধরণীপৃষ্ঠে রক্তৌঘে বহুধা ভুবি ॥ ১৪
ততস্তু ধরণীপৃষ্ঠে হ্যভবল্লোহিতার্ণবঃ ।
বিপরীতাস্ততো নদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ ॥১৫
তৃণকাষ্ঠপরাস্তত্র শক্তয়ো দারুসঞ্চয়াঃ ।
মুদ্গরা মুসলাঃ শূলা মকরাদ্যা ভবন্তি চ ॥ ১৬
জয়ন্তিকা ধ্বজা মীনাঃ কমঠাশ্চর্ম্মকায়কাঃ ।
শরাদিভির্মহোষ্ট্রৈশ্চ নিরুদ্ধাঃ প্রচুরৈস্তথা ॥ ১৭
কেশচামরশৈবালাঃ সম্পূর্ণাস্তাস্ততস্ততঃ ।
পতন্তিশ্চ তথান্যৈশ্চ বিবিধৈঃক্ষতজার্ণবঃ ॥ ১৮
তদা বসুন্ধরা সর্ব্বা সশৈলবনকাননা ।
রুধিরৌঘমহাঘোরা সর্ব্বলোকভয়ঙ্করা ॥ ১৯
স্কন্দস্য শক্তিপাতেন গতা দৈত্যা যমক্ষয়ম্ ॥
পর্শুনা পরমেণৈব অগ্নিনাগ্নিশিখৈঃ শরৈঃ ।
বরুণস্য চ পাশেন বদ্ধা মগ্না যমক্ষয়ে ॥ ২১
যেষাং পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ পুরোগৈঃ সচিবৈস্তথা
নিপাতিতাশ্চ দৈতেয়াঃ শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ ॥২২
গ্রহৈশ্চ শ্বসনৈরেব যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ ।
মহত্যা গদয়া চৈব কুবেরেণ চ ধীমতা ॥ ২৩
ঘনানাং নিকরৈর্বজ্রৈস্তুষারৈর্বিধুনেরিতৈঃ ।
পন্নগানাং বিষৈর্ঘোরৈর্দৈত্যাঃ পেতুর্ধরাতলে
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্দেবৈঃ কোটিকোটিসহস্রশঃ ।
পাতিতাঃ প্রযযুঃ সর্ব্বে ধরণ্যাস্তু গতাসবঃ ॥ ২৪
দেহাংস্ত্যক্ত্বা দিবং যান্তি কেচিচ্চ যমমন্দিরম্
কেচিদ্গচ্ছন্তি পাতালং পুণ্যাপুণ্যপ্রযোগতঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে বেদাঙ্গজল্পুঃ পরমর্ষয়ঃ ।

মুষলধারে শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। দেব ও দানবগণ স্ব স্ব অঙ্গ হইতে ক্ষরিত ক্ষতজরাশি দ্বারা আপ্লুত হইয়া গেলেন। কেহ পতিত, কেহ মুগ্ধ, এবং কেহ কেহ স্খলিত হইল, কেহ কেহ হাস্য করিতে লাগিল। কেহ আর্ত্তনাদ এবং কেহ কেহ মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিল। কাহারও বাহু, কাহারও পদ, কাহারও পার্শ্ব এবং কাহারও বা উদর ছিন্ন হইল। শত শত সৈন্য পতিত হইল। কোটি কোটি সহস্র সহস্র গজ, বাজী ও অসুর ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। ভূতলে বহু পথে রক্তপ্রবাহ ছুটিল, ধরাপৃষ্ঠে শোণিত সাগর প্রবাহিত হইল। বিপরীত নদী সকল সদ্য আবির্ভূত হইয়া নানা পথে চলিতে লাগিল। শক্তিসমূহ ঐ সকল নদীর তৃণকাষ্ঠাদি, মুদ্গর মুসল ও শূল মকরাদি, ধ্বজ-পতাকা মীনসমূহ এবং চর্ম্মরাজি কমঠকুলরূপে প্রতিভাত। প্রচুর শর ও মহোষ্ট্রসমূহ সমুদায় স্থানে স্থানে নিরুদ্ধ হইয়াছে। কেশ ও চামরবাজি শোণিত নদীর শৈবালরূপে ইতস্ততঃ ভাসমান হইতেছে। এইরূপে পতনোন্মুখ অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যেও শোণিতসাগর আরও পরিপূর্ণ হইতে চলিল। তৎকালে সশৈলবন কানন সমগ্র বসুন্ধরা রুধির প্রবাহে মহা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া সর্ব্বলোকের ভয়াবহ হইয়া উঠিল।১১—১৯। স্কন্দের শক্তিপাতে, অগ্নিময় পরম পরশু প্রহারে, ও অগ্নিশিখ শরাঘাতে দৈত্যগণ যমালয়ে প্রয়াণ করিতে লাগিল। অনেকে বরুণপাশে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইল। তাহাদের পুত্র, পৌত্র ও পুরোগামী সচিব দৈতেয়গণও শর, শক্তি ও ঋষ্টি বর্ষণে যমালয়ে প্রেরিত হইতে লাগিল। গ্রহ, পবন, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও ধীমান্ কুবের কর্ত্তৃক মহতী গদাঘাতে, বিধু প্রেরিত মেঘবৃন্দ, বজ্র ও তুষারবর্ষণে, এবং পন্নগসমূহের বিষ প্রেরণে বহু দৈত্য ধরাশায়ী হইল। অন্যান্য দেবগণ কর্ত্তৃকও কোটি কোটি সহস্র সহস্র দৈত্য ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দৈত্যগণ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুণ্য অপুণ্য প্রভাবে কেহ স্বর্গে, কেহ যমালয়ে এবং

স্বস্ত্যস্ত ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ গোভ্যঃ স্ত্রীভ্যস্তপস্বিনাম্ ।
যুধ্যমানেষ্বেতেষু সাম্প্রতং সর্বজন্তুষু ।
বিবুধৈরর্দ্দিতা দৈত্যাঃ শেষাঃ পর্ব্বতমাশ্রিতাঃ ॥
প্রজগ্মুশ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ কাতরা রণভীরবঃ ।
দৈত্যব্যূহে প্রভগ্নে চ বলো নাম মহাবলঃ ॥ ২৯
অর্দ্দয়ামাস দেবাংশ্চ সংযম্যাগ্নিসমৈঃ শরৈঃ ।
তস্য বাণার্দ্দিতা দেবা বহবো বলদর্পিতাঃ ।
পতিতা ধরণীপৃষ্ঠে কেচিদ্ভগ্না রণাজিরে ॥৩০
দৃষ্ট্বা তস্য মহৎকর্ম্ম দারুণং লোকভীষণম্ ।
শশংসুরৃষয়ো দেবাস্তত্র শিষ্টাঃ প্রচুক্রুশুঃ ॥ ৩১
অথ ক্রুদ্ধো মহাতেজাঃ শতক্রতুররিন্দমঃ ।
জঘান শরসন্দোহৈর্ম্মহাবলং বলবত্তাং বরম্ ॥ ৩২
সোঽপি ক্রুদ্ধো বলো যুদ্ধে তথা শক্রং সসম্ভ্রমঃ
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গৌ প্রস্থিতেন মহাবলৌ ।
তৌ যথা মাধবে মাসি পুষ্পিতৌ কিংশুকদ্রুমৌ

চক্রাণি চ সহস্রাণি শূলানি মুষলানি চ ।
চিক্ষেপ রণে শক্রে চপলে চাসুরোত্তমঃ ।
তানি চক্রাণি শূলানি নিচকর্ত্ত শরোত্তমৈঃ ॥ ৩৫
সুররাট্ সহসাক্রান্তো লীলয়া সমরে বলী ॥ ৩৬
স চ দৈত্যো মহাতেজাঃ শক্ত্যা চৈব পুরন্দরম্
নিজঘান তদা তূর্ণং গজস্থং স্তনান্তরে ॥ ৩৭
তয়া বিনিহতঃ শক্রঃ প্রচচাল গজোপরি ;
লব্ধসংজ্ঞো বলং জিষ্ণুর্ব্বিভেদ দনুজং ক্ষণাৎ ।
রথসংস্থস্য হস্তৌ চ ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুণা ।
চর্ম্ম তীক্ষ্ণং ধ্বজং তস্য শরেণৈকেন বীরহা ॥৩৯
চতুর্ভির্নিশিতৈর্বাণৈর্ব্বিব্যাধ চতুরো হয়ান ।
শরেণৈকেন সূতস্য শিরশ্চিচ্ছেদ তৎক্ষণাৎ ॥ ৪০
ছিন্নধন্বা হতরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ।
নিপত্য মূর্চ্ছিতঃ পৃথ্ব্যাং মুহূর্ত্তান্ মৃত্যুমাপ সঃ ।
অথ ক্রুদ্ধো মহাদৈত্যো নমুচিঃ সুরদর্পহা ।
গদামাদায় সহসা স জঘান মহাগজম্ ॥ ৪২
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গে বজ্রপাতো ভবেদ্ধ্রুবম্

কেহ বা পাতালে প্রয়াণ করিল। ইত্যবসরে পরমর্ষিগণ বেদমন্ত্র সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, বলিলেন,—গো ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, তপস্বী ও অন্যান্য যুধ্যমান প্রাণিবর্গের স্বস্তি হউক। তখন বিবুধগণ কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া অবশিষ্ট দৈত্যগণ পর্ব্বত আশ্রয় করিল। রণভীরু কাতর অসুরগণ নানা দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। দৈত্যব্যূহ ভগ্ন হইলে, মহাবল বলাসুর অগ্নিসম শর প্রহারে দেবগণকে অর্দ্দিত করিতে লাগিল। তাহার বাণাঘাতে পীড়িত হইয়া বলদর্পিত বহু দেব ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন এবং অনেকে রঙ্গে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। বলাসুরের লোকভীষণ দারুণ কর্ম্ম দেখিয়া ঋষিগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট দেবগণ চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন মহাতেজা ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকর বর্ষণে মহাবল বলাসুরকে আহত করিলেন। ক্রুদ্ধ বলাসুরও সসম্ভ্রমে সমরে শতক্রতুকে শরাহত করিল। তৎকালে প্রসৃত শোণিত ধারায় উভয়ের অঙ্গ আপ্লুত হওয়ায় মাধব-মাসীয় পুষ্পিত কিংশুকদ্রুমের ন্যায় তাঁহারা বিরাজ করিতে লাগিলেন। অসুরোত্তম বল সমরে শক্রের প্রতি সহস্র সহস্র চক্র, শূল ও মুষল নিক্ষেপ করিল। সুররাজ শক্র উত্তম উত্তম শর নিক্ষেপ করিয়া সেই সকল চক্র ও শূল সসম্ভ্রমে লীলাক্রমে কর্ত্তন করিলেন। মহাতেজা বল দৈত্য গজোপরিস্থ ইন্দ্রের স্তনান্তরে সত্বর শক্তি প্রহার করিল। সেই শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া শক্র গজোপরি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরেই তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলদৈত্যকে শরবিদ্ধ করিলেন। ২০—৩৮। রথস্থ বলাসুরের হস্ত এবং ধনু ইন্দ্রশরে ছিন্ন হইয়া গেল। পরবীরঘাতী ইন্দ্র এক শরে তাহার চর্ম্ম ও ধ্বজ, সুতীক্ষ্ণ চারি শরে চারি অশ্ব এবং এক শরে সারথির মস্তক তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন হতাশ্ব, হতসারথি, ছিন্নধনু বলাসুর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইল। অনন্তর দেবদর্পহা মহাদৈত্য নমুচি ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা গদা গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রবাহন মহাগজকে আহত করিল। যেমন মেরু

তস্যৈব চ মহাশব্দো হ্যভবল্লোমহর্ষণঃ ॥ ৪৩
প্রহারেণার্দ্দিতঃ পদ্মী সঞ্চচাল সবিহ্বলঃ।
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গো বিমুখো বেদনাতুরঃ ॥ ৪৪
শতক্রতুং বিধাবন্তি শতশোহথ সহস্রশঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রৈঃ ক্ষুরপ্রৈশ্চ চিচ্ছেদ পাকশাসনঃ ॥ ৪৫
জন্তুভিস্তস্য মায়াভিরর্দিতাঃ সুরপুঙ্গবাঃ।
ভূমৌ নিপতিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ সুপ্তা রথোপরি ॥ ৪৬
দৃষ্ট্বা তস্য মহৎকর্ম্ম মাধবো বিশিখাংস্তথা।
জন্তুভূতান্ স চক্রেণ চিচ্ছেদ দেহলগ্নকান্ ॥ ৪৭
ততো জিষ্ণুস্ত্রিভির্বাণৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে।
পৃথিব্যাং পতিতো দৈত্যো মূর্চ্ছিতঃ স্খলিতঃ পুনঃ ॥ ৪৮
দধার মুদ্গরং ঘোরং শক্রং হন্তুং সমুদ্যতঃ।
ততো জঘান মঘবা কুলিশেন মহাসুরম্ ॥ ৪৯
স পপাত মহীপৃষ্ঠে ক্ষতবক্ষা মহাবলঃ।
সাধুসাধ্বিতি দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ৫০
অপূজয়ংস্তদা শক্রং বহুভিঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ।
ততো দৈত্যগণাঃ সর্ব্বে ভীতাস্তত্র প্রদুদ্রুবুঃ।
গীতং গায়ন্তি গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে বল-নমুচিবধো নাম সপ্তষষ্টিতমো-হধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

বলঞ্চ নিহতং দৃষ্ট্বা নমুচিঞ্চ স্বকাগ্রজম্।
মুচিস্তত্রাব্রবীদ্বাক্যং জ্যেষ্ঠো মে সূদিতস্ত্বয়া ॥ ১
পরোক্ষেণাধুনা ত্বঞ্চ শরৈর্নেষ্যামি ভাস্করিম্।
তমব্রবীন্মহাতেজাঃ শক্রঃ সর্ব্বসুরার্চ্চিতঃ ॥ ২
ভ্রাতুস্তে ধর্ম্মসংস্থানমিদানীং লপ্স্যসে ধ্রুবম্।
বহ্নেরুগ্রমবিজ্ঞায় প্রমোহাচ্ছলভা যথা।
সহসা প্রাবিশন্ত্যগ্নিং তথা মাং যোদ্ধুমিচ্ছসি।

গিরির শৃঙ্গে বজ্রপাত ধ্বনি হয়, তেমনি একটা লোমহর্ষণ মহাশব্দ তখন উত্থিত হইল। ঐরাবত প্রহারপীড়িত হইয়া বিহ্বলভাবে ছুটিতে লাগিল। তাহার অঙ্গ রুধিরপ্লুত হইল, সে বেদনাতুর হইয়া রণে বিমুখ হইলে শত শত সহস্র সহস্র অসুর ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল। ইন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র ও ক্ষুরপ্র বাণ দ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করিলেন। সুর-শ্রেষ্ঠগণ নমুচির মায়াজনিত জন্তুগণ দ্বারা অর্দ্দিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভূপতিত এবং কেহ কেহ রথোপরি হতচেতন হইয়া পড়িলেন। নমুচির এই দারুণ কর্ম্ম দেখিয়া বিষ্ণু চক্রপ্রহারে দেহলগ্ন জন্তুভূত বিশিখগণকে ছেদন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র তিন বাণে নমুচিকে ভূতলে পাতিত করিলে, ঐ দৈত্য মূর্চ্ছিত ও স্খলিত হইয়া ভূপতিত হইল, পরন্তু লব্ধসংজ্ঞ হইয়া ইন্দ্র হননার্থ ঘোর মুদ্গর ধারণ করিল। অনন্তর ইন্দ্র বজ্রাঘাতে মহাসুরকে হনন করিলে, মহাবল অসুর ক্ষতবক্ষা হইয়া মহীপৃষ্ঠে পতিত হইল। দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সাধু সাধু বলিয়া বহু পুষ্পবর্ষণে ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করিলেন। তখন দৈত্যগণ সকলেই ভীত হইয়া পলায়ন করিল, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্যারম্ভ করিল। ৩৯—৫১।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, বলাসুরকে এবং স্বীয় অগ্রজ নমুচিকে নিহত দেখিয়া মুচি বলিল, হে ইন্দ্র! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ নমুচি দানবকে নিহত করিয়াছ, অধুনা আমি তোমায় শরাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিব। সর্ব্ব দেবার্চ্চিত মহাতেজা ইন্দ্র মুচিকে বলিলেন, মুচে! তুমিও এই দণ্ডেই তোমার ভ্রাতার ধর্ম্মপথ প্রাপ্ত হইবে। বহ্নির উগ্রতা জানিতে না পারিয়া শলভগণ যেমন মোহক্রমে সহসা অগ্নিপ্রবেশ করে, তেমনি তুমিও আমার সহিত

এবং স্ববাণমিশ্রঞ্চ জঘান বিশিখৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৪
স চিচ্ছেদ ত্রিভির্বাণৈঃ শক্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
ততো জঘান দশভিরিন্দ্রমৈরাবণং ত্রিভিঃ ॥ ৫
সপ্তভির্মাতলিং ছিত্বা নাদৈরুচ্চৈর্ননাদ হ।
শক্রং প্রতি পুনর্দৈত্যো ভ্রাময়ামাস সম্ভ্রমাৎ ॥ ৬
আয়সীং তাং গদাং কোপান্মহাবলপরাক্রমঃ।
ততস্তু মাঘবাচ্ছক্রো জঘান কুলিশেন হি ॥ ৭
ভিন্নবক্ষাবপাতেন গতাসুর্নিপপাত হ।
দনুজস্য প্রপাতেন সঞ্চচাল বসুন্ধরা ॥ ৮
দেবাঃ প্রচক্রুর্নৃত্যানি দানবা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে মুচি-
বধো নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। ইন্দ্র এই কথা কহিলে মুচি ইন্দ্রের প্রতি তিনটী শর নিক্ষেপ করিল। পরপুরজয়ী ইন্দ্র তিন বাণে তাহা ছেদন করিলেন। তখন মুচি দশবাণে ইন্দ্রকে, তিন বাণে ইন্দ্রবাহন ঐরাবতকে এবং সপ্তবাণে মাতলিকে আহত করিয়া উচ্চনাদে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। অপিচ সেই মহাবল পরাক্রম মুচি শক্রের উদ্দেশে তদীয় লৌহ গদা ঘুরাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র ক্ষিপ্রতার সহিত কুলিশ দ্বারা তৎপ্রতি আঘাত করিলেন। কুলিশপ্রহারে মুচি দৈত্য গতাসু হইয়া ভূপতিত হইল। সেই অসুরের পতনে বসুন্ধরা সঞ্চালিত হইলেন, দেবগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং দানবগণ পলায়ন করিল। ১—৯।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তারেয়ো বলসম্পন্নঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
জঘান বিশিখৈঃ স্কন্দং পিতৃঘাতিনমাহবে ॥ ১
ততঃ স্কন্দো মহাবাহুর্হরিতুল্যপরাক্রমঃ।
বিচকর্ত্ত শরাংস্তাংস্তান্নির্ব্বিভেদ শরোত্তমৈঃ ॥ ২
স দৈত্যঃ সহসা স্কন্দং ছাদয়ামাস মার্গণৈঃ।
অসম্ভ্রান্তঃ পরিচ্ছেদবিশাখো বিশিখৈস্তদা ॥ ৩
তারেয়োঽগ্নিশরৈঃ স্কন্দং জঘান রণমূর্দ্ধনি।
বিশিখং ভিদুরপ্রখ্যং চখান হরনন্দনে ॥ ৪
বৈশ্বানরেণ সেনানীস্তত্র সম্পর্য্যবারয়ৎ।
রৌদ্রমস্ত্রং পুনর্দৈত্যঃ প্রেষয়ামাস তং প্রতি।
তন্নিরস্ত্রং কৃতং তেন বাণেনাস্ফালিতেন চ ॥ ৫
অঘোরং প্রাক্ষিপদ্দৈত্যো ঘোররূপং সুদারুণম্
ভূধরা বিটপাঃ সিংহাস্তথা সর্পাদয়ঃ শরাঃ।
ধাবন্তি পার্ব্বতীপুত্রং কোটিকোটিসহস্রশঃ ॥ ৭
ছিত্বা তাংস্তু শরান স্কন্দো বিভেদ দৈত্যপুঙ্গবম্

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম বলবান্ তারকনন্দন পিতৃঘাতী স্কন্দকে সমরে শরাহত করিতে লাগিল। বিষ্ণুতুল্য পরাক্রম মহাবাহু স্কন্দ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে তদীয় শরসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই দৈত্য সহসা স্কন্দকে বাণজালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। স্কন্দ অবলীলাক্রমে বাণ বর্ষণে সেই সকল বাণ ছেদন করিলেন। তারকনন্দন অগ্নিতুল্য শরবর্ষণে স্কন্দকে পীড়িত করিয়া তুলিল। অসুরের বজ্র সদৃশ শর হরনন্দনের গাত্রে বিদ্ধ হইল। স্কন্দ অগ্নি দ্বারা শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টন করিলেন। দৈত্য পুনর্ব্বার স্কন্দের প্রতি রৌদ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। স্কন্দ তাহা বাণ দ্বারা নিবারিত করিলেন। ১—৫। দৈত্য ঘোররূপ সুদারুণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। তাহা হইতে ভূধর, বিটপ, সিংহ ও সর্পাদির আকারে কোটি কোটি সহস্র সহস্র শর পার্ব্বতীপুত্রের প্রতি ধাবিত

আপাদং শীর্ষপর্য্যন্তং শরৈরগ্ন্যর্কসন্নিভৈঃ।
স্বর্ণপুঙ্খাঃ শরা লগ্না দেহে দৈত্যপতের্ভৃশম্।
রেজুস্তে স্বর্ণশকলা যথা কৃষ্ণশিলোচ্চয়ে।
তস্য দেহাত্ততশ্চৈব বহু সুস্রাব শোণিতম্ ॥ ৯
যথা চ মাধবে মাসি পুষ্পপুষ্পঃ শমীতরুঃ ॥ ১০
স্যন্দনাধশ্চরাশ্বাশ্চ শিখিনে ভূমিলগ্নকাঃ।
অথ ক্রুদ্ধো মহাদৈত্যঃ শূলং ভীমঞ্চ দারুণম্।
ধৃত্বা তং প্রা°চিক্ষেপ কালমৃত্যুসমপ্রভম্ ॥
পার্ব্বতীনন্দনেনাপি শূলং পাশুপতেন হ।
ক্ষিপ্তং তেন কৃতং দগ্ধং মুহূর্ত্তেন রণাজিরে ॥১২
পুনঃ শক্তিং মুমোচাথ ব্রহ্মদত্তাস্তু দানবঃ।
শূলং প্রতিজঘানাথ শতকূটসমপ্রভম্ ॥ ১৩
ততোঽস্ত্রে বজ্রসঙ্কাশে জঘটাতে বিয়ত্যপি।
তয়োঃ সবীর্য্যয়োরস্ত্রে ধরণ্যাং প্রণিপেততুঃ ॥
ততো দৈত্যপতিঃ স্কন্দং শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
অর্দ্দয়ামাস সহসা ঘনধারেব পর্ব্বতম্ ॥

তাংস্তু চ্ছিত্ত্বা মহাবাহুঃ সেনানীশ্চাপমস্য বৈ
বিচকর্ত্তার্দ্ধচন্দ্রেণ তথা যন্তুঃ শিরো মহৎ ॥ ১৬
তথাশ্বান্ বহুভির্বাণৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে ॥
গৃহীত্বা মুসলং বেগাৎ স দুদ্রাব স্থলে গুহম্।
জঘান তেন দৈতেন্দ্রঃ শিখিনং শিখি-
বাহনম্ ॥ ১৮
ততো মোহং গতো বহ্নী প্রচকম্পে মুহুর্ম্মুহুঃ।
ততঃ স্কন্দঃ পুনস্তঞ্চ জঘানাসুরপুঙ্গবম্ ॥ ১৯
প্রচিচ্ছেদাসিনা বেগান্ মুসলং চাতিদারুণম্।
তারেয়ঃ শক্তিমাদায় জঘান ক্রৌঞ্চদারণম্ ॥ ২০
সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ অমোঘাং
দুষ্টঘাতিনীম্।
ততঃ সন্দহ্য সা শক্তির্বিশ্বপ্রলয়কারিণী।
যমদণ্ডসমানঞ্চ ভিত্ত্বা পুনর্গৃহং গতা ॥ ২১
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং চালয়ংশ্চ বসুন্ধরাম্
পুষ্পধূপাদিভিঃ স্কন্দঃ সর্ব্বদেবৈঃ প্রপূজিতঃ ॥২২

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে তারেয়-
বধো নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৯॥

হইল। স্কন্দ সেই সকল শর ছেদন করিয়া অগ্নি ও অর্কসন্নিভ শর দ্বারা পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দৈত্যবরকে বিদ্ধ করিলেন। দৈত্যপতির দেহে স্বর্ণপুঙ্খ শর সকল সংলগ্ন হইয়া কৃষ্ণবর্ণ শিলোচ্চয়লগ্ন স্বর্ণখণ্ডসমূহের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। তখন তাহার দেহ হইতে বহু শোণিত পরিশ্রুত হইতে লাগিল। দৈত্যবর তাহাতে বৈশাখ মাসীয় বহু পুষ্পান্বিত শমীতরুর ন্যায় প্রতিভাত হইল। তাহার রথানয়স্থ অশ্বগণ ভূমিলগ্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর মহাদৈত্য ক্রুদ্ধ হইয়া দারুণ ভীষণ শূল ধারণপূর্ব্বক স্কন্দের প্রতি নিক্ষেপ করিল। পার্ব্বতীনন্দন পাশুপতাস্ত্র দ্বারা সেই কালান্তক সমপ্রভ শূল ন্যাহত ও মুহূর্ত্ত মধ্যে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। দানব পুনরায় ব্রহ্মদত্ত শক্তি মোচন করিল। স্কন্দ শতকূট সমপ্রভ শূল নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই বজ্রপ্রতিম অস্ত্রদ্বয় আকাশে সংঘট্ট প্রাপ্ত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। অনন্তর দৈত্যপতি অগ্নিশিখোপম শরনিচয় দ্বারা সহসা স্কন্দকে নিপীড়িত করিল। যেন ঘনধারায় পর্ব্বত গাত্র মর্দ্দিত হইতে লাগিল। মহাবাহু স্কন্দ দানবের সমস্ত শর ও চাপ ছেদন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র শরে তদীয় সারথির শিরচ্ছেদন করিলেন। পরে প্রভূত বাণ বর্ষণে তাহার অশ্বসমূহকেও ভূতলে পাতিত করিলেন।৬—১৭। তখন দানবেন্দ্র মুষল গ্রহণ করিয়া সবেগে স্থলপথে ধাবিত হইল এবং সেই মুষল দ্বারা শিখী ও শিখিবাহনকে আঘাত করিল। শিখী সেই আঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইয়া মুহুর্ম্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর স্কন্দ পুনরায় সেই অসুরবরকে আহত করিয়া অসি প্রহারে সবেগে সেই অতিদারুণ মুষল খণ্ড করিলেন। তখন তারকনন্দন শক্তি গ্রহণ করিয়া স্কন্দকে প্রহার করিল। স্কন্দও তাহার প্রতি দুষ্টঘাতিনী অমোঘা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিশ্বপ্রলয়কারিণী শক্তি প্রতিপক্ষ দগ্ধ করিয়া যমদণ্ডসম তারনন্দনকে ভেদ করত পুনরায় স্কন্দের নিকট উপস্থিত হইল। তারকনন্দন গতাসু

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ততো দেবান্তকো দৈত্যো ব্যনদৎ সমরং প্রতি
রণং চকার ধর্ম্মেণ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটো বলী ॥ ১
স গত্বা চাব্রবীদ্বাক্যং সর্ব্বলোকবিগর্হিতম্।
ন জানাসি মদ্ধর্ম্মং দুষ্ট মোহাদ্‌যথাক্রমম্ ॥ ২
পাপপুণ্যপ্রয়োগেণ নিগ্রহানুগ্রহে প্রভুঃ।
অহঞ্চ নির্ম্মিতো ধাত্রা করোমি তব শাসনম্ ॥ ৩
ন জানাসি যতো ধর্ম্মং কালমৃত্যুপুরঃসরঃ।
ন রোগো ন জরা কালো ন মৃত্যুর্ন চ কিঙ্করঃ
ধর্ম্মাৎ প্রচলিতঃ কর্ম্মী কষ্টং যাতি দিবানিশম্
উক্তবন্তং মহাবীর্য্যং যমং ধর্ম্মৈকসাক্ষিকম্ ॥

হইয়া সমগ্র বসুধা সঞ্চালনপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল। দেবগণ সকলেই সেইকালে পুষ্প ধূপাদি দ্বারা স্কন্দকে পূজা করিতে লাগিলেন। ১৮—২২।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর বলবান্ দৈত্য দেবান্তক সমরে সিংহনাদ করিতে করিতে স্বীয় ওষ্ঠপুট দংশনপূর্ব্বক যমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যম অগ্রসর হইয়া সেই লোকগর্হিত অসুরকে বলিলেন, রে দুষ্ট! তুই প্রবল ধর্ম্ম বা তাঁহার বিক্রম কিছুই জানিস্ না। লোকের পাপ বা পুণ্যানুসারে আমিই নিগ্রহ ও অনুগ্রহদানের প্রভুরূপে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছি। অতএব আমিই এক্ষণে তোর শাসন বিধান করিব। তুই ধর্ম্মরাজকে চিনিতে পারিস্ নাই, আমিই সেই ধর্ম্মরাজ; কাল ও মৃত্যু আমার অগ্রসর। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথানুগত রোগ, জরা, কাল, মৃত্যু বা মৃত্যুকিঙ্কর তাহার কিছুই করিতে পারে না। যে কর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়, সে নিরন্তর কষ্টভোগ করে। একমাত্র

স জঘান ত্রিভির্ব্বাণৈঃ কালমৃত্যুসমপ্রভৈঃ।
প্রচিচ্ছেদ স ধর্ম্মাত্মা তে স্বৈস্ত্রিভির্বিশিখৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৬
ততস্তু চৈঃ শরৈঃ প্রাক্ষৈপ্যুর্গান্তানলসপ্রভৈঃ।
নিজঘান যমং সংখ্যে স চিচ্ছেদ শরৈঃ শরান্।
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ।
জঘ্নতুঃ সমরেঽন্যোন্যং মহাবলপরাক্রমৌ ॥ ৮
অহোরাত্রং তয়োর্যুদ্ধমবর্ত্তত সুদারুণম্।
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধঃ শক্ত্যা প্রশমনং রুষা ॥ ৯
বিভেদ দৈত্যশার্দ্দূলো হুহুঙ্কারযুতো বলী।
তামেবাথ রুষা ধর্ম্মো গৃহীত্বা শক্তিকাং দ্রুতম্
নিজঘান তয়ৈবাসুং স্তনয়োরন্তরে ভৃশম্ ॥
স বিহ্বলিতসর্ব্বাঙ্গো মুখাদাগতশোণিতঃ ॥ ১১
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ধৃত্বা দণ্ডং সুদারুণম্।
অমোঘং পাতয়ামাস তস্য দৈত্যস্য বিগ্রহে ॥
সাশ্বং রথং তথা সূতং যোদ্ধারং শস্ত্রসঞ্চয়ম্।
চকার ভস্মসাত্তঞ্চ শমনঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৩

ধর্ম্মসাক্ষী, মহাবীর্য্য যম এই কথা কহিলে দৈত্য দেবান্তক, কাল ও মৃত্যুসমপ্রভ তিন বাণে তাঁহাকে আহত করিল। ধর্ম্মাত্মা যম অন্য তিন শরে তাহার শরত্রয় ছেদন করিলেন। অনন্তর দৈত্য দেবান্তক যুগান্তানলপ্রভ অসংখ্য শরনিকর দ্বারা সমরে যমরাজকে প্রহার করিল। যম তাহার প্রেরিত সমস্ত শর, স্বীয় শর দ্বারা ছেদন করিলেন। এই সময় পরস্পর জয়ৈষী মহাবল পরাক্রম উভয় বীরই ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়কে আহত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের অহোরাত্র-ব্যাপী দারুণ যুদ্ধ হইল। ইত্যবসরে অহঙ্কারী দৈত্যবর সরোষে শক্তি প্রহারে যমকে আহত করিল। ধর্ম্মরাজ সক্রোধে সত্বর সেই শক্তি গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারাই দৈত্যকে স্তনান্তরে বিদ্ধ করিলেন। শক্তিপ্রহারে দৈত্যের সর্ব্বাঙ্গ বিহ্বল হইল; তাহার মুখ হইতে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল।১—১১। অনন্তর মহাতেজা যম ক্রুদ্ধ হইয়া সুদারুণ দণ্ড ধারণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা দৈত্যদেহে আঘাত করিলেন। ক্রোধমূর্চ্ছিত যম সেই আঘাতে

পতিতে চ তথা দৈত্যে দুর্দ্ধর্ষো নাম দানবঃ।
শমনং শূলহস্তস্তু প্রদুদ্রাব জিঘাংসয়া ॥ ১৪
শূলহস্তং সমায়ান্তং বড়বানলসন্নিভম্।
আসসাদ রণে মৃত্যুঃ শক্তিহস্তোঽতিনির্ভয়ঃ ॥
স চ দৃষ্ট্বাসুরো মৃত্যুং শূলেনৈব জঘান হ।
শক্তিঞ্চৈব ততো মৃত্যুঃ প্রচিক্ষেপ রণাজিরে
ননাশ সহসা শূলং বহ্নিকূটসমপ্রভম্।
দৈত্যস্য হৃদয়ং ভিত্ত্বা গতা সা চ ধরাতলম্ ॥১৭
স্বয়ং স পপাতোর্ব্ব্যাং শক্তিজর্জ্জরবিগ্রহঃ।
অথান্যো দুর্ম্মুখো মৃত্যুং কৃষ্টচাপো মহাবলঃ ॥১৮
খড়্গচর্ম্মধরঃ কালো রথ এব গতোঽভবৎ।
দৃষ্ট্বা তং বিশিখৈঃ প্রাজ্যৈর্জঘান স যমং রণে
স চাপ্লুত্য রথাদ্দেবো হ্যসিনা চ সকুণ্ডলম্।
শিরশ্চিচ্ছেদ সহসা পাতয়িত্বা চ ভূতলে॥ ২০
হতশেষং বলং সর্ব্বং প্রদুদ্রাব দিশো দশ ॥২১

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে দেবা-
ন্তকদুর্দ্ধর্ষদুর্ম্মুখবধো নাম সপ্ততি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

তাহার অশ্ব, রথ সূত ও সমস্ত অস্ত্র এবং স্বয়ং তাহাকেও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। দৈত্য দেবান্তক পতিত হইলে দুর্দ্ধর্ষ নামক দানব শূলহস্তে শমনাভিমুখে ধাবিত হইল। দুর্দ্ধর্ষকে শূল হস্তে বাড়বানলবৎ সমাগত হইতে দেখিয়া নির্ভীক মৃত্যু শক্তিহস্তে সমরে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অসুর মৃত্যুকে দেখিয়া শূলদ্বারা আহত করিল। মৃত্যু তাহার প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। উহা দৈত্যপ্রেরিত বহ্নিকূটসমপ্রভ শূল সহসা দগ্ধ করিয়া দৈত্য হৃদয় ভেদ করত ধরাতলে প্রবেশ করিল। দৈত্য শক্তি জর্জ্জর দেহে রথসহ ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর দুর্ম্মুখ নামক অপর এক মহাবল দৈত্য চাপ আকর্ষণপূর্ব্বক ধাবিত হইল। কাল খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক রথে অবস্থিত হইয়াই তাহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। দুর্ম্মুখ তাহাকে দেখিয়া প্রভুত শরে আহত করিল। যমদেব লম্ফ দিয়া অসি প্রহারে তাহার সকুণ্ডল মস্তক ছেদন করিলেন। হতাবশিষ্ট অসুরবল তখন দশদিকে পলায়ন করিল। ১২—২১।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথান্যো নমুচিঃ ক্রুদ্ধঃ স্যন্দনস্থো দিবৌকসঃ।
বিশিখৈরর্দ্দয়ামাস ঘোরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ১
ততস্তু সংযুগে দেবাঃ সিদ্ধকিন্নরপন্নগাঃ।
ন শক্নুবন্তি বাণানাং বেগং সোঢ়ুং সমন্ততঃ ॥
রথমুচ্চৈঃশ্রবোঽশ্বেন যুক্তং মাতলিনেরি[illegible]।
পুরুহূতঃ সমাস্থায় প্রাগমত্তং মহাবলম্ ॥ ৩
দৃষ্ট্বা শক্রং মহাবীর্য্যং নমুচির্দৈত্যপুঙ্গবঃ।
অব্রবীদ্বাসবং সংখ্যে বচনং সানুগং তদা ॥৪
প্রাকৃতং নির্জ্জরং হত্বা ন যশোঽস্তি ন চ প্রিয়ম্
ন লাভকৃতকং বাপি ন জয়স্তু পুরষ্টুত ॥৫
তস্মাত্ত্বয়ি হতেঽত্রৈব সর্ব্বং ভবতি শাশ্বতম্।
দেবরাজ্যং প্রলপ্স্যামি সুখং ভোগ্যং সুরালয়ে

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর অন্য নমুচি ক্রুদ্ধ হইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক আশীবিষোপম দারুণ শরবর্ষণে দেবগণকে অর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন দেব, সিদ্ধ, কিন্নর ও পন্নগগণ সেই বাণসমূহের বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই সময় ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বযুক্ত মাতলি-পরিচালিত রথে আরোহণ করিয়া সেই মহাবল অসুরের প্রতি ধাবিত হইলেন। দৈত্যবর নমুচি মহাবীর্য্য-সানুচর ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়া কহিল, হে পুরুহূত! প্রাকৃত দেবগণকে বিনাশ করায় যশ, লাভ বা জয় নাই; এবং উহা আমার প্রিয় কার্য্যও নহে। অতএব তোমাকে বিনাশ করিতে পারিলেই আমার স্থির যশ ও প্রিয় কার্য্য হবে। আমি দেবরাজ্য, ও দেবালয়ে সুখভোগ্য লাভ করিব।

তমব্রবীন্মহাতেজাঃ শক্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
শূরতা বাক্যমাত্রেণ সর্ব্বত্র সুলভা ভবেৎ ॥৭
মহাপরাক্রমং যত্তা অস্তি তে দানবাধম।
দর্শয়স্বাহবে বীর্য্যং পুরং নেষ্যামি ভাস্করেঃ ॥৮
এতচ্ছ্রুত্বা মহাতেজাশ্চুকোপ দৈত্যপুঙ্গবঃ।
পঞ্চভির্নিশিতৈর্ব্বাণৈর্জঘান সুরসত্তমম্ ॥৯
তাংশ্চ চিচ্ছেদ মঘবা ক্ষুরপ্রৈঃ পঞ্চভির্ত্ততম্।
জগ্মতুস্তৌ মহাবীর্য্যৌ সমরে বিযয়ৈষিণৌ ॥১০
অন্যোন্যং সহসা বেগাচ্ছরৈশ্চিচ্ছিদতুঃ শরান্
বিভিদাতেথ গাত্রাণি বিশিখৈর্ব্বিজ্রোপমৈঃ ॥
অত্যপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম তাভ্যামেব রণে ভৃশম্।
লাঘবং শরসন্ধানগ্রহমোক্ষং সুদুর্লভম্ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা তু বিস্ময়ং জগ্মুর্দেবা সুরগণাস্তদা।
এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যো মায়াঃ সম্প্রমুমোচ হ ॥১৩
বিশিখাঃ শতশস্তত্র বিনিশ্চেরুঃ সমন্ততঃ।
শক্রঃ কোপাৎ পুনঃ শীঘ্রং ধনুরুদ্যম্য বীর্যবান্

জঘান বিশিখৈরুগ্রৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু সংজ্বলন্।
ততো মার্গেণ সাহস্রৈরষ্টভিস্ত্বধিকৈঃ তথা।
বিভিদাতে ততোহন্যোন্যংচিচ্ছিদাতেপরস্পরম্
শরৈর্নিরন্তরাকাশং দদৃশুস্তত্র সংযুগে।
নিপতন্তি ধরাপৃষ্ঠে খড়্গাপাতৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬
এবং সুদীর্ঘকালে তু গতে তস্মিন্ মহাহবে।
কূমায়াস্ত্রং দর্শয়ামাস ক্রূরকৃন্নমুচিস্তদা ॥ ১৭
তামসং ত্রিষু লোকেষু কৃতং হ্যাত্তু নিরন্তরম্।
পর পরং ন পশ্যন্তি দেবাসুরগণা ভৃশম্ ॥ ১৮
সূর্য্যচন্দ্রগ্রহাণাঞ্চ বহ্নীনাঞ্চ দিবৌকসাম্।
তস্মিংস্তমসি দুষ্পারে গভস্তির্নৈব দৃশ্যতে ॥১৯
দৈত্যস্য চ ততস্তূর্ণং শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
বিভগ্নাঃ সর্ব্বদেবাশ্চ শক্রশ্চ রণসম্মুখে ॥ ২০
শরৈর্বিভিন্নদেহাস্তু নিপেতুর্ধরণীতলে।
প্রভগ্নাশ্চাপরে শূরাঃ সংযান্তি চ দিশোদশ ॥২১
কূটং তস্য পরিজ্ঞায় সর্ব্বদেবার্চ্চিতো হরিঃ।
সৌম্যমস্ত্রং মুমোচাথ দিবি সূর্য্যশতপ্রভম্ ॥ ২২

পরপুরজয়ী ইন্দ্র তাহাকে কহিলেন, শূরত্ব বাক্যমাত্রে সর্ব্বত্রই সুলভ। হে দানবাধম! তোমার যে মহাপরাক্রম আছে, তাহা সমরে প্রদর্শন কর! আমি কিন্তু তোমাকে যমালয়েই প্রেরণ করিব। মহাতেজা দৈত্যবর এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং পঞ্চবাণ দ্বারা সুররাজকে আহত করিল, সুররাজ পঞ্চ-ক্ষুরপ্রবাণে তাহার সেই সকল বাণ ছেদন করিলেন। তখন বিজয়াভিলাষী হইয়া উভয় মহাবীরই সমরে অবতীর্ণ হইলেন, পরস্পর উভয়েই উভয়ের শরসমূহ ছেদন করিলেন। এবং উভয়েই বজ্রোপম শর দ্বারা উভয়ের গাত্র বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই অতি অপূর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, সেরূপ শরচালনের ক্ষিপ্রতা, সেরূপ শরসন্ধান, গ্রহণ ও মোচন অতি দুর্লভ! দেব ও অসুরগণ সেই যুদ্ধ-প্রণালী দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইত্যবসরে দৈত্য মায়া বিস্তার করিল। মায়াবলে শত শত সহস্র সহস্র বাণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ শক্র সকোপে ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক পুনরায় উগ্র বিশিখ সমূহ দ্বারা অসুরের সর্ব্বগাত্র বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর উভয়ে উভয়ের প্রতি অষ্টাধিক সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১—১৫। আকাশমণ্ডল শরে শরে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। খড়্গাঘাতে সহস্র সহস্র শর ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সুদীর্ঘকাল অতীত হইলে ক্রূরকারী নমুচি মায়াস্ত্র প্রদর্শন করিল। তাহাতে ত্রিভুবনে তমোরাশি বিস্তৃত হইল। তখন দেব ও অসুরগণ পরস্পর কেহই কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, বহ্নি ও দেবগণের তেজ সেই দুষ্পার অন্ধকারে কিছুই দৃষ্ট হইল না। ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেব তখন দৈত্য নিক্ষিপ্ত অগ্নিশিখোপম শর দ্বারা সমরে বিদ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহারা শরসমূহ দ্বারা বিভিন্নগাত্র হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। অপর শূরগণ রণে ভঙ্গ দিয়া দশদিকে পলায়ন করিল। সর্ব্বদেবপূজিত হরি আসুরী মায়া অবগত

বিলম্বিতং সমালোক্য শক্ত্যা চ বহুঘণ্টয়া।
জঘানোরসি দৈত্যস্য স পপাত ব্যথান্বিতঃ ॥২৩
চিরাৎ সংলভ্য সংজ্ঞাঞ্চ দৈতেয়ঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ
গত্বা বেগাৎ সুরশ্রেষ্ঠমৈরাবতং দধার হ ॥ ২৪
ত্রাসয়ামাস সুতরামিন্দ্রস্য দ্বিরদং রুষা।
ধৃত্বা স তু গজং সেন্দ্রং মুমোচ ধরণীতলে ॥২৫
ততো ভূমিগতঃ শক্রঃ কশ্মলঞ্চ ক্ষণং গতঃ ॥২৬
অবপ্লুত্য স দৈত্যেন্দ্রো গজদন্তান্তরস্থিতঃ।
শক্রং গ্রহীতুকামস্য বধার্থং যূথপস্য সঃ ॥ ২৭
অসিনাসুরমুখ্যস্য শিরশ্ছিত্বা ন্যপাতয়ৎ।
সর্ব্বে প্রজহৃষুর্দেবা গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ।
মুদিতাস্তে চ মুনয়ঃ স্তবন্তি সুরসত্তমম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে দ্বিতীয়-নমুচিবধো নামৈকসপ্ততিতমো-হধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

হইয়া শতসূর্য্যপ্রভ সৌম্য অস্ত্র প্রয়োগ করি-লেন, ঐ অস্ত্র বহু ঘণ্টাশালিনী শক্তি দ্বারা বিলম্বিত ছিল; হরি তাহা দ্বারা দৈত্যবক্ষ আহত করিলেন। দৈত্য ব্যথান্বিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। দৈত্য কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিতভাবে সবেগে গমনপূর্ব্বক ঐরাবতসহ ইন্দ্রকে ধরিল এবং ক্রোধে ইন্দ্রবাহনকে ত্রাসান্বিত করিয়া তুলিল। অনন্তর দৈত্য ইন্দ্রসহ গজেন্দ্রকে ধরিয়া ধরণীতলে নিক্ষেপ করিলেন, ইন্দ্র ধরাগত হইয়া ক্ষণকাল মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তখন দৈত্যবর অবতরণপূর্ব্বক গজদন্তান্তরে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে হরি সেই অসুরবরের মস্তক অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। এই ব্যাপারে সর্ব্বদেব হৃষ্ট হইলেন, গন্ধর্ব্বগণ ললিতগীত গান করিলেন এবং মুনিগণ মুদিত হইয়া সুরশ্রেষ্ঠ হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৩—২৮।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দিব্যং রথং সমাস্থায় ধনুর্হস্তো বলৈর্বৃতঃ।
গত্বা চ মাধবং সংখ্যে দেবাসুরগণাগ্রতঃ ॥ ১
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো মধুর্নির্জ্জরমর্দ্দনঃ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যমব্যয়ং হরিমীশ্বরম্ ॥ ২
নারায়ণ ন জানাসি যুদ্ধধর্ম্মমিতঃ কথম্।
অন্যায়াদ্‌ বধোপায়ং কৃত্বা নষ্টো ন শোচসি ॥৩
অনেন পক্ষযোগেন ব্যবহারাকৃতস্য চ।
সুরত্বং চোপনষ্টং স্যাদন্যসৃষ্টিং করোম্যহম্ ॥ ৪
ত্বামেব নিহনিষ্যামি সহ দেবগণৈরিহ।
ইত্যুক্ত্বা ধনুরাদায় জঘান বিশিখৈর্বিভুম্ ॥ ৫
মাধবস্তান্ বিভেদাথ শরৈর্বজ্রসমপ্রভৈঃ।
বহুভিঃ সর্ব্বগাত্রেষু জঘান চ মধুং ততঃ ॥ ৬
মায়য়া ছাদিতঃ সোঽভূদ্দৈত্যস্তং সুরসত্তমাঃ।
যে বৈ শূরাশ্চ রুদ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সত্ত্বধারিণঃ ॥৭
দেবো নানাবিধাশ্চাপি সায়ুধা বাহনান্বিতাঃ।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর মহাক্রোধাবিষ্ট মধু রথারোহণপূর্ব্বক সসৈন্যে ধনুর্ব্বাণ হস্তে সমরে অবতীর্ণ হইয়া দেবাসুরগণের সমক্ষে অব্যয় হরিকে পরুষবাক্যে বলিল, ওহে নারায়ণ! তুমি যুদ্ধধর্ম্ম কিছুই অবগত নহ; অন্যায়ক্রমে শত্রুপক্ষের বধসাধন করিয়া তুমি হীনপৌরুষ হইয়াছ; এ জন্য শোক করিতেছ না! এই পাপ ব্যবহারের জন্য তুমি পলায়ন না করিলে তোমার সুরত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে, আমি অন্য উপায় অবলম্বন করিব। দেবগণসহ তোমাকে মারিয়া ফেলিব। মধু এই কথা কহিয়া ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিল। বিষ্ণু বজ্রসদৃশ বিশিখ-সমূহ দ্বারা সেই সকল বাণ ব্যাহত করিলেন এবং অন্য বহু বাণ নিক্ষেপ করিয়া মধু দৈত্যের সর্ব্বগাত্র বিদ্ধ করিলেন। ১—৬। মধু মায়া দ্বারাআচ্ছাদিত হইল। তখন রুদ্রাদি সুরশ্রেষ্ঠ সুরগণ, সত্ত্বগুণাবলম্বী দেবগণ, আয়ুধ ও

সেনান্যো গণপা দেবা লোকেশহরবিষ্ণবঃ ॥ ৮
অন্যে গ্রহাদয়ো দেবাঃ সর্ব্বে যুধ্যন্তি সঙ্গতাঃ।
বিনষ্টাশ্চ তদা দেবা মধোর্বৈ মায়য়া ধ্রুবম্ ॥ ৯
সম্মুখে বিমুখে চৈব শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
পতন্তি সহসা দেবা ভূমৌ শস্ত্রাভিপীড়িতাঃ ॥ ১০
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুর্গৃহীত্বা চ সুদর্শনম্।
অসুরান্ মায়য়া দেবান্ জঘানরণমূর্দ্ধনি ॥ ১১
অথ তেষাং শিরাংস্যেষ ছিত্ত্বা চৈব সহস্রশঃ।
পাতয়ামাস দেবেশো দৈত্যানাঞ্চ সুরাত্মনাম্ ॥
এবমন্যান্ বিভুর্দৈত্যান দ্রাবয়ামাস সঙ্গরাৎ।
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ো দেবাঃ সর্ব্বে বিস্ময়মাযযুঃ ॥১৩
কর্ণে কর্ণে প্রজল্পন্তে দেবা মুনিগণাস্তথা।
সদা দেবৈকগোপ্তা চ হরিরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৪
সর্ব্বসাক্ষ্যব্যয়ং দেবো দৈত্যো জিষ্ণুর্যুগেযুগে।
কথং হন্তি সুরান্ সর্ব্বান্ কল্পান্ত ইহ জায়তে।
এতস্মিন্নন্তরে দূরে মধুর্মায়াং প্রযোজিতা।
হররূপধরো ভূত্বা অব্রবীদ্ধরিমব্যয়ম্ ॥ ১৬
দৈত্যানামগ্রতঃ পাপ রণে দেবান্ সমন্ততঃ।
হত্বা কিং তে শিবঞ্চাদ্য ধর্ম্মকীর্ত্তিযশোগুণাঃ ॥
মহতোন্মত্তভাবেন ন জানাসি পরান্ স্বকান্।
অতস্ত্বাং নিশিতৈর্বাণৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ১৮
এবমুক্ত্বা শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্জঘান কেশবং রণে।
নিচকর্ত্ত শরাংস্তাংস্তু মাধবো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৯
জানামি ত্বাং রণে দৈত্যং হররূপধরং প্রিয়ম্।
শূরং শূরবিকর্ম্মাণং মধুং মায়ানিযোজিতম্ ॥২০
মিথ্যালোকং প্রদাস্যামি পাতয়িত্বা রণাজিরে।
এতস্মিন্নন্তরে তীক্ষ্ণৈঃ শরৈর্বিব্যাধ সংযুগে ॥২১
জটিলং বৃষকেতুঞ্চ বৃষভস্থং মহেশ্বরম্।
তয়োর্যুদ্ধমভূত্তীব্রাসীদ্দেবদানবয়োস্তদা ॥ ২২
পরস্পরং ভিন্দতোশ্চ প্রাপ্তান্ প্রাপ্তান্
শরান্ শরৈঃ।
ক্ষুরপ্রেণ ধনুস্তস্য চিচ্ছেদ হরিরব্যয়ঃ ॥ ২৩

বাহনান্বিত নানাবিধ দেবীগণ, সেনানী ও গণপতি, দেবগণ, লোকেশ হর ও বিষ্ণু এবং অন্যান্য গ্রহাদি দেব সকলেই একযোগে মধুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মধু দৈত্যের মায়ায় সকল দেবই অদৃশ্য হইলেন। শস্ত্রপীড়িত দেবগণ শর, শক্তি ও ঋষ্টি বর্ষণে সহসা সম্মুখে ও বিমুখে ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিয়া মায়াবলে দেবরূপধারী অসুরদিগকে সমরে বিনাশ করিলেন। এই-রূপে দেবেশ বিষ্ণু দেবাকার দৈত্যগণের সহস্র সহস্র মস্তক ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। ক্রমে অন্য দৈত্যদিগকেও তিনি রণস্থল হইতে তাড়াইয়া দিলেন। মুনি ও দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দেব ও মুনিগণ কাণে কাণে জল্পনা করিতে লাগিলেন যে, অব্যয় ঈশ্বর হরিই সর্ব্বদা দেবগণের রক্ষাকর্ত্তা। এই দৈত্যজয়ী দেবই যুগে যুগে সর্ব্বসাক্ষী কিন্তু এক্ষণে ইনি দেবগণকে কেন বিনাশ করিতেছেন! তবে কি এই কল্পান্ত উপস্থিত হইল!

ইত্যবসরে দূরে মধুদৈত্য মায়ায় হররূপ ধারণ করিয়া অব্যয় হরিকে বলিতে লাগিল,—পাপাত্মন্! তুমি দৈত্যগণের অগ্রে সমরে দেবগণকে বিনাশ করিয়া অদ্য তুমি কি মঙ্গললাভ করিবে? ইহাতে তোমার কীর্ত্তি ধর্ম্ম বা যশোগুণ কোথায় থাকিবে? অতি বড় উন্মত্ততার জন্য তুমি আত্মপর কিছুই জানিতেছ না। অতএব তোমাকে নিশিত শরাঘাতে যমসদনে প্রেরণ করিব। ৭—১৮। এই কথা কহিয়া তীক্ষ্ণ শরদ্বারা কেশবকে আহত করিল। মাধব দৈত্যনিক্ষিপ্ত সেই সকল শর ছেদন করিয়া তাহাকে বলিলেন, জানি তোমাকে, তুমি হররূপধারী বীর,—মায়া নিয়োজিত মধুদৈত্য। তোমাকে সমরে পাতিত করিয়া তোমার এই মিথ্যা আচরণ প্রকাশ করিয়া দিব এই বলিয়া মাধব তৎকালে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর বর্ষণে বৃষভারূঢ় জটাধারী মহেশ্বরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দেব ও দানব উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রম্পর উভয়পক্ষই পরস্পর নিক্ষিপ্ত শরসমূহ শরাঘাতে ছেদন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অব্যয়

ততশ্চ পাতয়ামাস ঘোটকং বৃষরূপিণম্ ।
স দৈত্যঃ শূলহস্তোঽথ প্রদুদ্রাব জগৎপতিম্ ॥
ভ্রাময়িত্বা ততঃ শূলং জঘান পরমেশ্বরম্ ।
ত্রিভিশ্চিচ্ছেদ বাণৈশ্চ শূলং কালানলপ্রভম্ ॥
ততঃ ক্রূরো মহাবাহুর্মধুর্মায়াতিমায়িকঃ ।
দেবীরূপং সমাস্থায় সিংহস্থঃ প্রযযৌ হরিম্ ॥২৬
শরৈর্বহুবিধৈর্বিষ্ণুং জঘানৈবাব্রবীদ্বচঃ ।
স্বামী তু মে সুরশ্রেষ্ঠ ত্বয়ৈব পাতিতো যুধি ।
অহঞ্চ হনিষ্যামি সুতৌ স্কন্দবিনায়কৌ ॥২৭
উক্তবন্তঞ্চ দৈতেয়ং জঘান বহুমার্গণৈঃ ।
স পপাত মহীপৃষ্ঠে গতাসুর্লোহিতং তা দ্গিরঃ ॥২৮
পিতরৌ নিহতৌ দৃষ্ট্বা মায়াবদ্ধো মহাবলঃ ।
স্কন্দঃ শক্তিং সমাদায় প্রায়াদ্‌যোধয়িতুং হরিম্
ততো ধাতাব্রবীদ্বাক্যং স্কন্দং মোহপ্রপীড়িতম্
পশ্যতে পিতরৌ দূরে পশ্যন্তৌ যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩০
অন্তরিক্ষে ভ্রমন্তৌ চ সংস্থিতৌ লোকসাক্ষিণে
এতচ্ছ্রুত্বা ততো দৃষ্ট্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩১
ততো ধুন্ধুশ্চ সুন্ধুশ্চ ভ্রাতরাবতিদর্পিতৌ ।
বধং প্রতি হরের্যুদ্ধে পেততুর্গরুড়োপরি ॥ ৩২
খড়্গহস্তঞ্চ ধুন্ধুঞ্চ সগদং সুন্ধুমেব চ ।
চিচ্ছেদ নন্দকেনৈকং গদয়াসাবয়ৎ পরম্ ॥ ৩৩
পেততুস্তৌ ধরাপৃষ্ঠে প্রবীরৌ ক্ষতবিক্ষতৌ ॥
মধুস্তদাগতস্তূর্ণমন্তর্দ্ধানং তমোবৃতঃ ।
পাতয়ামাস বিষ্ণৌ চ মায়য়া শতপর্ব্বতান্ ॥ ৩৫
ততস্তান্ পর্ব্বতাংশ্ছিত্ত্বা তমসোঽন্তর্গতো যুধি ।
ক্রোধাৎ সুদর্শনেনৈব শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ॥
ততো ব্রহ্মাদিভির্দেবৈঃ শম্ভুনা ত্রিদশৈরপি ।
মধুসূদন ইতি খ্যাতির্বিষ্ণোর্লোকেষু কারিতা

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে মধুবধো নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

হরি ক্ষুরপ্র বাণে দৈত্যের ধনুশ্ছেদন করিলেন। তাহার বৃষরূপী ঘোটক হরির শরাঘাতে পতিত হইল। তখন দৈত্য শূলহস্তে জগৎপতির অভিমুখে ধাবিত হইয়া শূলঘূর্ণন করত পরমেশ হরিকে আহত করিল। হরি তিনটী বাণে সেই কালানলপ্রভ শূল ছেদন করিলেন। তখন ক্রূরাত্মা মায়াতিমায়িক মহাবাহু মধু দেবীরূপ ধারণপূর্ব্বক সিংহারোহণে হরির সমীপে গমন করিল এবং বহুবিধ শরে বিষ্ণুকে আহত করিয়া কহিল, হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি যুদ্ধে আমার স্বামীকে পাতিত করিয়াছ; আমি এবং পুত্রদ্বয় স্কন্দ ও বিনায়ক আমরা তোমাকে বিনাশ করিব। দৈত্য এই কথা কহিলে হরি তাহাকে বহু শরে বিনাশ করিলেন, দৈত্য শোণিত বমন করিতে করিতে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। পিতামাতাকে নিহত দেখিয়া মায়াবদ্ধ মহাবল স্কন্দ শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক হরির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। তখন মোহাক্রান্ত স্কন্দকে ধাতা বলিলেন, স্কন্দ ঐ দেখ, দূরে তোমার পিতামাতা যুদ্ধ দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা লোকসমূহের সাক্ষিরূপে অবস্থিত হইয়া অন্তরীক্ষ পথে ভ্রমণ করিতেছেন। স্কন্দ এই কথা শুনিয়া পিতামাতাকে দর্শনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর ধুন্ধু ও সুন্ধু নামে অতিদর্পিত ভ্রাতৃদ্বয় হরির বধসাধনার্থ গরুড়োপরি আপতিত হইল। ধুন্ধু খড়্গহস্ত এবং সুন্ধু গদাধারী; হরি নন্দক দ্বারা ধুন্ধুকে এবং গদা দ্বারা সুন্ধুকে বিনাশ করিলেন। বীরদ্বয় ক্ষতবিক্ষত দেহে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। তখন মধু দৈত্য তমসাবৃত হইয়া সত্বর অন্তর্দ্ধান করিল এবং মায়াবলে বিষ্ণুর প্রতি শত পর্ব্বত নিক্ষেপ করিল। অনন্তর হরি সমরে সেই সকল পর্ব্বত ছেদন করিয়া সুদর্শন দ্বারা মধুদৈত্যের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে নিপাতিত করিলেন। তখন শম্ভু ও ব্রহ্মাদি দেবগণ জগতে বিষ্ণুর মধুসূদন এই আখ্যা প্রচার করিলেন।১৯—৩৭।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ততো বৃত্রো মহাতেজা দৈত্যানাং প্রবরো যুধি
দিগ্গজাঢ্যং গজারূঢ়ঃ প্রাদ্রবদ্বলসূদনম্ ॥ ১
আগচ্ছন্তং ততো বৃত্রং শরৈঃ কালানলপ্রভৈঃ
বিব্যাধ সর্ব্বগাত্রেষু দ্বিরদস্থো মহাহবে ॥ ২
ততো বৃত্রস্তু শীর্ষঞ্চ জিষ্ণোরেব পতত্রিণা।
বিব্যাধ সহসা তেন স চচাল মহাবলঃ ॥ ৩
আত্মানঞ্চ সমাশ্বাস্য ধনুরুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
ববর্ষ শরবর্ষেণ তস্য দৈত্যস্য বিগ্রহে ॥ ৪
শরাংশ্ছিত্বা বিভেদাশু শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
শতক্রতুং মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বদেবাধিপং যুধি ॥ ৫
ততঃ শরসহস্রৈস্তু দৈত্যং বিব্যাধ দেবরাট্।
পরস্পরং শরা যান্তি যথা সপ্তাশ্বরশ্ময়ঃ ॥ ৬
এবং শরসহস্রৈস্তু বিভিদাতে পরস্পরম্।
মনোজবসমাঃ শীঘ্রা গাঢ়াঃ শিখরিণো যথা ॥ ৭
বড়বানলসংস্পর্শাঃ খগা বজ্রাবভেদকাঃ।
তয়োর্ধনুষ্মতোর্যুদ্ধে শরাস্তুল্যগুণা বভুঃ ॥ ৮
এবং ক্রমেণ যুদ্ধে চ অহোরাত্রমবর্ত্তত।
মহেন্দ্রো দ্বিরদং তস্য শূলেনৈব জঘান হ ॥ ৯
স নিপত্য মহীপৃষ্ঠে লাঘবাৎ স্বরথং যযৌ।
রথস্থস্তস্য দেবস্য শক্ত্যা চৈরাবণং দৃঢ়ম্ ॥১০
বিভেদ লাঘবেনাশু বজ্রেণেব মহাগিরিম্।
শুশুভে কম্পমানস্তু সেন্দ্রঃ স চ মহাগজঃ ॥১১
ততঃ শক্তিং সমাদায় আবিধ্য মঘবাসুরম্।
বিভেদোরসি দৈত্যস্য স পপাত রথোপরি ॥১২
ক্ষণাৎ সজ্ঞাং সমালভ্য স বিনদ্য পতত্রিণা।
বিভেদ সমরে শক্রং স ততঃ কশ্মলং গতঃ ॥১৩
ইন্দ্রঃ সজ্ঞাং পুনঃ প্রাপ্য জঘান বিশিখৈঃ শিতৈঃ
শতকোটিসমৈর্বাণৈরর্দ্দিতো ব্যথয়ান্বিতঃ।
ততো বৃত্রো মহাশূলং প্রাক্ষিপন্নির্জরেশ্বরে।
শাম্ভবাস্ত্রেণ দেবেশো বৈষ্ণবাস্ত্রং মুমোচ হ ॥১৫
উভয়োরস্ত্রে চাস্ত্রে বহ্নিকূটসমপ্রভে।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—দৈত্যপ্রবর মহাতেজা বৃত্র গজারোহণপূর্ব্বক দিগ্গজারূঢ় বলসূদনের প্রতি ধাবিত হইলে গজারোহী ইন্দ্র সমাগত বৃত্রকে কালানলপ্রভ শরসমূহ দ্বারা সর্ব্বগাত্রে বিদ্ধ করিলেন। বৃত্র শরাঘাতে সহসা ইন্দ্রের মস্তক ভেদ করিল। তাহাতে মহাবল ইন্দ্র বিচলিত হইলেন। তিনি আত্মাকে সমাশ্বস্ত করিয়া ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক দৈত্যের দেহে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর্য্য বৃত্রাসুর আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা বিপক্ষ শর ছেদন করিয়া সর্ব্বদেবাধিপ ইন্দ্রকে আহত করিতে লাগিল। অনন্তর দেবরাজ সহস্র সহস্র শরে দৈত্যপতিকে বিদ্ধ করিলেন, তৎকালে সূর্য্যরশ্মিপুঞ্জের ন্যায় পরস্পরের শরসমূহ পরস্পরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। এইরূপে সহস্র সহস্র শরে পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়েরই শরনিকর মনের ন্যায় বেগশালী ক্ষিপ্রগামী, পর্ব্বতবৎ প্রগাঢ়, বাড়বানলতুল্য, ও বজ্রভেদনে সমর্থ। যুদ্ধে সেই দুই ধনুর্দ্ধারী-রই শরসমূহ তুল্য গুণসম্পন্ন। এইরূপ ক্রমে যুদ্ধ ঘটনা অহোরাত্র চলিত লাগিল। মহেন্দ্র শূল দ্বারা বৃত্রের দ্বিরদ বিনাশ করি-লেন। বৃত্র মহীতলে অবতরণ করিয়া সত্বর স্বীয় রথে আরোহণ করিল এবং সেই রথে থাকিয়াই ইন্দ্রের ঐরাবতের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল। তাহাতে ঐ মহাগজ বজ্র-বিদ্ধ মহাগিরির ন্যায় ভিন্নগাত্র হইয়া ইন্দ্রস-কম্পিতকায়ে বিরাজ করিতে লাগিল।১—১১ অনন্তর মঘবা শক্তি গ্রহণ করিয়া বৃত্রাসুরকে আহত করিলেন। তাহাতে দৈত্যের বক্ষ ভিন্ন হওয়ায় দৈত্য রথোপরি পতিত হইল। বৃত্র ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক শরাঘাতে সমরে ইন্দ্রকে আহত করিল। ইন্দ্র মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে বৃত্রকে বি- করিলেন, শত কোটি বাণ দ্বারা অর্দ্দিত ব্যথিত হইয়া বৃত্র ইন্দ্রের প্রতি মহাশূ- নিক্ষেপ করিল। ইন্দ্র বৈষ্ণবাস্ত্র মোচ-

অন্যোন্যং জয়তুস্তত্র স্ফুলিঙ্গানি বিমুঞ্চতৌ ॥১৬
স্পর্শনে চ স্ফুলিঙ্গানামুভয়োঃ সেনয়োর্ভটাঃ।
ন শক্তাঃ সম্মুখে স্থাতুং শলভা জ্বলনে যথা ॥
দগ্ধাঃ পেতুঃ পৃথিব্যাঞ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রদুদ্রুবুঃ।
দেবদানবযোর্বীরাঃ শূন্যস্তত্রাভবদ্রণঃ ॥ ১৮
অস্ত্রং নিরস্তকং দৃষ্ট্বা স দৈত্যঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
মায়য়া শৈলসন্দোহমস্ত্রং শক্রে মুমোচ হ ॥ ১৯
বাণৌঘৈঃ শৈলসঙ্ঘাতং প্রচিচ্ছেদ রণে হরিঃ
অঘোরং প্রাসৃজদ্দৈত্যঃ পুরুহূতে মহাসনে ॥
কোটিকোটিসহস্রাণি জন্তূনাং প্রবরাণি চ।
সিংহশার্দ্দূলভল্লূকবৃকব্যাঘ্রমহাগজাঃ ॥ ২১
দন্দশূকাদয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রধাবন্তি সুরেশ্বরম্।
ক্ষুরপ্রৈরর্দ্ধচন্দ্রৈশ্চ ভল্লৈঃ শিলীমুখৈস্তথা।
অসম্প্রাপ্তান্ প্রচিচ্ছেদ মঘবা পরবীরহা ॥ ২২
ততো বৃত্রো মহাবাহুর্ধনুরুদ্যম্য বীর্য্যবান্।

বিভেদ শরসাহস্রৈর্বজ্রকল্পৈঃ শতক্রতুম্ ॥ ২৩
ছিত্ত্বা ক্ষুরপ্রৈঃ শক্রশ্চ ধনুস্তস্য চকর্ত্ত চ।
সূতং চাশ্বান্ পৃথিব্যাঞ্চ পাতয়ামাস তৎক্ষণাৎ
সকণ্টকাং গদাং ভীমাং সম্পূজ্যাসুরসত্তমঃ ॥
জঘান পদ্মিনঃ শীর্ষে মোহাদ্দন্তী ক্ষিতিং যযৌ
সগদঃ সর্ব্বদেবেশো ধরণীং সমুপস্থিতঃ ॥ ২৬
ততস্তয়োর্গদাযুদ্ধমবর্ত্তত মুহুর্ম্মুহুঃ।
তয়োঃ প্রহরতোঃ শব্দো গদাপাতোদ্ভবোঽভবম্
আবর্ত্তং পরিবর্ত্তঞ্চ চক্রতুস্তৌ পুনঃপুনঃ।
অধ উর্দ্ধং প্রহারঞ্চ পার্শ্বয়োরতিভীষণম্ ॥ ২৮
বভূবৈবং তয়োর্যুদ্ধং লোকালোকভয়ঙ্করম্।
দৃষ্ট্বা দেবগণাঃ সিদ্ধা দানবা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ২৯
যুধ্যমানৌ তু তৌ বীরৌ মৃত্যুসংশয়মাগতৌ।
দেবদানববীরাশ্চ দ্রষ্টুং নৈব তদীশিরে ॥ ৩০
ঈশব্রহ্মাদয়ঃ খে তু স্থিতা দ্রষ্টুং তদদ্ভুতম্।

করিলেন। তখন বৃত্র ও ইন্দ্রের বহ্নিকূট-সমপ্রভ অস্ত্রদ্বয় অন্তরে স্ফুলিঙ্গ বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আহত করিল। শলভগণ যেমন অনল সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি সেই স্ফুলিঙ্গস্পর্শে উভয়পক্ষীয় সৈন্য-মধ্যেই ভটগণ সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিল না। দেব ও দানবপক্ষীয় বীরগণ শরদগ্ধ হইয়া কেহ কেহ পৃথ্বীতলে পতিত এবং অনেকে দশদিকে পলায়নপর হইল। তখন রণভূমি বীরশূন্য হইয়া উঠিল। অস্ত্র নিরস্ত হইল দেখিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিত দৈত্য মায়াবলে শৈলসন্দোহ অস্ত্র ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল। ইন্দ্র বাণসমূহ দ্বারা সেই শৈলসঙ্ঘ ছেদন করিলেন। দৈত্যপুত্র ইন্দ্রের প্রতি অঘোরাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। তখন সিংহ, শার্দ্দূল, ভল্লূক, বৃক, ব্যাঘ্র, মহাগজ ও দন্দ-শূকাদি প্রাণী এবং কোটি কোটি সহস্র সহস্র জন্তু সুরেশ্বরাভিমুখে ধাবিত হইল। পরবীর-ঘাতী ইন্দ্র ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র ভল্ল, এবং অন্যান্য শিলীমুখ দ্বারা ঐ সকল জন্তু উপস্থিত হইতে না হইতেই ছেদন করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ মহাবাহু বৃত্র ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক বজ্রকল্প সহস্র সহস্র শর দ্বারা ইন্দ্রকে বিদ্ধ করিলে ইন্দ্র ক্ষুরপ্র দ্বারা বৃত্রের শরসমূহ ছেদন করিয়া তাহার ধনু কর্ত্তন করি-লেন এবং তদীয় সারথি ও অশ্বদিগকে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতলে পাতিত করিলেন। অসুরবর বৃত্র স্বীয় কণ্টকাকীর্ণ ভীষণ গদা অর্চ্চনা করিয়া তদ্দ্বারা ঐরাবতের মস্তকে আঘাত করিল। গজরাজ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূপতিত হইল।১২-২৫। দেবরাজ তখন গদাহস্তে ধরণীতলে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মুহুর্ম্মুহু তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে গদাযুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয় প্রহারকেরই গদাপাত শব্দ উত্থিত হইল। তাঁহারা উভয়ে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঊর্দ্ধে, নিম্নে, উভয় পার্শ্বে অতি ভীষণ প্রহার চলিতে লাগিল। এইভাবে তাঁহাদের লোকালোক—ভয়ঙ্কর দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেব, দানব ও সিদ্ধগণ তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বীরদ্বয় যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুসন্দেহে উপনীত হইলেন। দেব ও দানব বীরগণ তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও পারিলেন না। সেই

হুয়োর্হুঙ্কারশব্দেন গদাপাতস্বনেন চ। ৩১
ঊর্দ্ধোর্দ্ধমগমচ্ছব্দো হ্যশনেশ্চোপজায়তে।
ভগ্নে গদে দ্বয়োরেব করঃ সম্পুটিতস্তয়োঃ।
এবঞ্চৈবার্দ্ধযামেন তয়োরস্ত্রে নিপেততুঃ॥ ৩২
এতস্মিন্নন্তরে বীরৌ খড়্গচর্ম্মধরৌ তদা।
প্রতিযোদ্ধুং মহাঘোরমাহবে সম্প্রচেরতুঃ॥ ৩৩
নিস্ত্রিংশৌ বিদ্যুদুল্কাভৌ তয়োর্গাত্রে চ চর্ম্মণী।
দৃষ্টস্তে সর্ব্বলোকৈশ্চ লাঘবং বিস্ময়ং গতৈঃ॥
চিচ্ছিদাতে তয়োরেব চর্ম্মণী বহুবর্ণকে।
ভীমকং বলযুদ্ধঞ্চ তয়োরেবং প্রবর্ত্ততে॥ ৩৫
মণ্ডলং চক্রধরঞ্চ লাঘবঞ্চ পরিপ্লুতম্।
বৃত্রবাসবয়োর্যুদ্ধং বৃত্রবাসবয়োরিব॥ ৩৬
কেশান্ বৃত্রস্ত উৎপ্লুত্য সম্প্রধৃত্যাসিনা দ্রুতম্
শিরশ্চিচ্ছেদ সহসা মঘবা রণমূর্দ্ধনি॥৩৭
জয়শব্দস্ততস্ত্বাসীদ্দেবানাঞ্চ সমন্ততঃ।

প্রোৎফুল্লহৃদয়া দেবা মঘবন্তমপূজয়ন্॥৩৮
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
গীতং গায়ন্তি গন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ স্তুতিপাঠকাঃ।
ভীতাঃ পলায়িতাঃ সর্ব্বে দৈত্যাস্ত্যক্তায়ুধা দিশঃ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে বৃত্রাসুরবধো নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

চতুর্ভিস্তুরগৈর্জুষ্টং রথং সূর্য্যসমপ্রভম্।
ত্রৈপুরিঃ সংরুরুহাথাব্রবীদ্বাক্যং গণাধিপম্॥ ১
পিতা মে নিহতঃ পিত্রা তব যস্মাদ্গণাধিপ।
তস্মাত্ত্বামদ্য বিশিখৈর্নয়ামি যমসাদনম্॥ ২
ততস্তমব্রবীদ্দেবো গণেশস্ত্রিপুরাত্মজম্।
তব তাতেন দুষ্টেন সুরাণামহিতং পুরা॥ ৩

অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিবার জন্য ঈশান ও ব্রহ্মাদি দেবগণ আকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হুঙ্কার গদাপাতজনিত শব্দ নিম্নে ও উর্দ্ধে উত্থিত হইল। মধ্যে মধ্যে অশনি শব্দও হইতে লাগিল। উভয়ের গদা ভগ্ন হইয়া গেলেও উভয়েই মুষ্টিবদ্ধ ভগ্ন গদা লইয়াই অর্দ্ধযাম যুদ্ধ করিলেন, পরে তাঁহাদের সেই ভগ্নাস্ত্র নিপতিত হইল। ইত্যবসরে উভয়েই খড়্গচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গাত্রে এবং বর্ম্মে বিদ্যুৎ ও উল্কাপ্রতিম অস্ত্রপাত হইতে লাগিল। সর্ব্বলোক বিস্ময়ের সহিত তাহা দর্শন করিতে লাগিল। যুদ্ধে বৃত্র-বাসবের বহুবর্ণক বর্ম্ম ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহাদের মণ্ডল, চক্রধর, লাঘব ও পরিপ্লুত এই চতুর্বিধ ভীষণ বলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বৃত্র-বাসবের যুদ্ধ বৃত্র-বাসবের ন্যায়ই হইয়া উঠিল। বাসব সহসা লম্ফ দিয়া বৃত্রের কেশ আকর্ষণ পূর্ব্বক খড়্গে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। দেবগণ তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে ইন্দ্রকে পূজা করিতে লাগিলেন। দেবদুন্দুভি সকল বাদিত হইতে লাগিল, অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিল, গন্ধর্ব্বগণ গান গাহিতে লাগিলেন। এবং মুনিগণ স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। দৈত্যগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সকলেই সভয়ে নানাদিকে পলায়ন করিল। ২৬—৩৯।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৩।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর ত্রিপুরাসুরনন্দন ত্রৈপুরি তুরগচতুষ্টয়বাহিত সূর্য্যসমপ্রভ রথে আরোহণ করিয়া গণাধিপকে বলিল,—ওহে গণাধিপ! তোমার পিতা কিজন্য আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছেন? আমি সেই পিতৃহত্যার নিমিত্তই তোমাকে অদ্য শরাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিব। অনন্তর গণপতি ত্রিপুরনন্দনকে বলিলেন,—তোমার

কৃতং কর্ম্ম মহৎ পাপং শ্রুতং নো জনকেন হি
পাপকর্ম্মরতং দুষ্টং জ্ঞাত্বা জ্ঞানবলেন চ ॥ ৪
অবধীত্তং শরেণৈকেন পিত্রবং তে বলেন চ।
পঙ্কাৎ প্রতারিতো মোহাৎ প্রেষিতো
যমমন্দিরম্ ॥ ৫
ত্বাং চাহং তৎপথং দৈত্য প্রেষয়ামি ক্ষণাদিহ
উক্তবন্তং মহাপ্রাজ্ঞং সুরাণাঞ্চ গণাধিপম্ ॥ ৬
বিব্যাধ দশভিস্তীক্ষ্ণৈঃ কালানলসমপ্রভৈঃ।
ততঃ শরসহস্রৈস্তু দৈত্যং বিব্যাধ সাহসাৎ ॥৭
যমদণ্ডসমৈর্বাণৈঃ ক্ষুরপ্রৈশ্চ শিলীমুখৈঃ।
কঙ্কপত্রৈর্মহাতীক্ষ্ণৈর্বজ্রানলসমপ্রভৈঃ ॥ ৮
বিচকর্ত্ত শরাংশ্চাস্য লম্বোদরঃ সুরার্চ্চিতঃ।
পুনর্বিব্যাধ বিশিখৈঃ সহসা ভিদুরোপমৈঃ ॥ ৯
শরৈরর্দ্দিতসর্ব্বাঙ্গো মূর্চ্ছিতস্ত্বপতদ্ভুবি।
ততো ভদ্রশ্চ সৌভদ্রো ভীষণো নির্জ্জরান্তকঃ ॥
স্বাং স্বাং গদাং সমাদায় দুদ্রুবুস্তং বিনায়কম্।

যুগপত্তে গদাপাতৈর্নিজঘ্নুর্গণনায়কম্ ॥ ১১
লাঘবাত্তু রথা কৃত্বা গদাস্তেষাং মহাবলঃ।
ভদ্রকস্য তু শীর্ষে চাহনৎ পরশুনা তদা ॥ ১২
সৌভদ্রস্যোত্তমাঙ্গঞ্চ অসিনাগ্রে নিপাতিতম্
ভীষণস্য কুঠারেণ খড়্গেন নির্জ্জরান্তকম্ ॥ ১৩
পাতয়িত্বা চ হেরম্বো মহাগিরিসমাংস্তদা।
চতুরো গণমুখ্যাংশ্চ অন্যাংশ্চাপাতয়দ্দ্বিষঃ ॥ ১৪
ততঃ সংজ্ঞাং সমালভ্য ত্রৈপুরিশ্চাসুরোত্তমঃ।
সমারুহ্য রথং স্বঞ্চ জঘান সুরসত্তমম্ ॥ ১৫
বিশিখৈরর্দ্ধচন্দ্রৈশ্চ ক্ষুরপ্রৈর্ভল্লকৈস্তথা।
তাংস্তু চিচ্ছেদ ধর্ম্মাত্মা পুনর্ব্বিব্যাধ তং শরৈঃ
চতুর্ভিঃ সৈন্ধবাংশ্চৈব শরেণৈকেন চ সারথিম্।
শরৈঃ সম্পাতয়ামাস ধরণ্যাং গণনায়কান্ ॥ ১৭
লাঘবাত্তু রথঞ্চান্যং গত্বা ত্রিপুরনন্দনঃ।
বিশিখৈর্বজ্রসঙ্কাশৈঃ সন্বিভেদ গণাধিপম্ ॥ ১৮

দুষ্ট পিতা পূর্ব্বে দেবগণের অহিতাচরণ করিয়াছিল। আমার পিতা তাহার সেই পাপকর্ম্মের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানবলে তাহাকে দুষ্ট ও পাপকর্ম্মরত জানিতে পারিয়া একটী মাত্র শরে বধ করিয়াছেন; অপিচ তাহাকে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া যমালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন। হে দৈত্য! আমিও তোমাকে এইক্ষণে নিহত করিয়া তোমার পিতার পথে প্রেরণ করিব। মহাপ্রাজ্ঞ গণাধিপ এই কথা কহিলে দৈত্য তাঁহাকে কালানল সমপ্রভ দশটী তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিল। লম্বোদর বিক্রমের সহিত তাহাকে সহস্র সহস্র শরে বিদ্ধ করিলেন এবং ক্ষুরপ্র শিলীমুখ ও কঙ্কপত্র প্রভৃতি যমদণ্ড ও বজ্রানলপ্রভ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা অসুরের শরনিকর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বজ্রোপম বাণাঘাতে তাহাকে জর্জ্জরিত করিলেন। অসুরের সর্ব্বাঙ্গ শরাহত হইল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। তখন ভদ্র, সৌভদ্র, ভীষণ ও নির্জ্জরান্তক এই বীরচতুষ্টয় স্ব স্ব গদা গ্রহণ করিয়া বিনায়কের দিকে ধাবিত হইল এবং যুগপৎ গদাঘাতে গণপতিকে আহত করিল। মহাবল গজানন ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাদের গদা ব্যাহত করিয়া ভদ্রকের শীর্ষদেশে পরশু প্রহার করিলেন। সৌভদ্রের উত্তমাঙ্গ অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কুঠারাঘাতে ভীষণের ও খড়্গাঘাতে নির্জ্জরান্তকের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া তাহাদিগকে ভূপাতিত করিলেন। ১—১৪। হেরম্ব এইরূপে মহাগিরিসদৃশ শত্রুপক্ষীয় বীরচতুষ্টয়কে নিপাতিত করিয়া অপর অনেক অসুরকেও সংহার করিলেন। অনন্তর অসুরবর ত্রিপুরনন্দন সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক সুরবর গণপতিকে আহত করিল। ধর্ম্মাত্মা গণেশ ভল্লক এবং অর্দ্ধচন্দ্র ও ক্ষুরপ্র প্রভৃতি শর দ্বারা ত্রিপুরনন্দনের শরসমূহ ছেদনপূর্ব্বক শরবর্ষণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তিনি চারি শরে অসুরের চারি অশ্ব, এক শরে তাহার সারথি এবং অন্যান্য সেনানায়কদিগকে সংহার করিলেন। ত্রিপুরনন্দন ক্ষিপ্রতার সহিত অন্য রথে আরোহণ করিয়া বজ্রসদৃশ শরসমূহ দ্বারা গণাধিপতিকে

রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গো রুষা ঘোরযমপ্রভঃ।
ললাটে চ ত্রিভির্ব্বাণৈঃ সপ্তভিশ্চ স্তনান্তরে ॥ ১৯
চতুর্ভির্নাভিদেশে চ পঞ্চভির্মুষ্টিমস্তকে।
সম্বিভেদ মহাক্রোধো বলিনং শম্ভুনন্দনঃ ॥ ২০
শরৈরর্দ্দিত সর্ব্বাঙ্গঃ স দৈত্যো রণমূর্দ্ধনি।
কশ্মলং পরমং গত্বা সম্পপাত রথোপরি ॥ ২১
ততঃ সূতেন ধীরেণ অপনীতো রণাজিরাৎ।
বিমুখং নাহনচ্ছূরো বিনায়কঃ সুরার্চ্চিতঃ ॥ ২২
চিরাৎ সংজ্ঞাং সমালভ্য যন্তারঞ্চাব্রবীদ্বচঃ।
গচ্ছ সূত রণে ভীরুং বিনায়কং হরাত্মজম্ ॥২৩
ততো যন্তাব্রবীদ্বাক্যং সত্যং পথ্যঞ্চ কোমলম্
হরাত্মজশরান্ সোঢ়ুং কঃ সমর্থো রণাজিরে ॥২৪
তস্মান্মোহগতস্ত্বঞ্চ ময়ানীতঃ প্রভাসুত।
এতজ্জ্ঞাত্বা ত্বিদানীং ভো যদ্যুক্তংতদ্বিধীয়তাম্
এতস্মিন্নন্তরে রাজ্ঞা প্রেরিতঃ কবিসত্তমঃ।
ঔষধাদিপ্রয়োগেণ গজঃ সংজ্ঞামবোধয়ৎ ॥ ২৬
অকারয়চ্ছতগুণং প্রাণঞ্চ জয়মাদিশৎ।
প্রাগ্জলং মন্ত্রিতং দত্ত্বা করোধাস্যাঙ্গকব্রণান্।
স গজো দশনৈরেব স্ফোটয়ামাস বৈ গিরিম্।
এবং শতসহস্রাণি সৈন্যানি সৈন্যপালকান্।
পাতয়ামাস সমিতৌ গজঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ ॥ ২৮
স দৈত্যস্তস্য পৃষ্ঠস্থঃ শরৈঃ কালানলপ্রভৈঃ।
হত্বা স্বপাতয়চ্ছোর্য্যাং মুখ্যমুখ্যান্ সুরাধিপান্
শরৈস্তস্য তদা দেবা যমদণ্ডসমপ্রভৈঃ।
নিপতন্তি মহাবীর্য্যা রুধিরৌঘপরিপ্লুতাঃ ॥ ৩০
যস্মিন্ যাস্মংশ্চ মার্গে তু স দৈত্যঃ সগজো গতঃ
তত্র তত্র চকারাশু ভীষণং সঞ্চিতং শরৈঃ ॥৩১
গজেন পাতিতাঃ কেচিদ্গজারোহেণ চাপরে।
বেগেন ভ্রমণেনৈব সুরাঃ কেচিৎ প্রতাপিতাঃ ॥
এবং সুরগণাধ্যক্ষাঃ শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বিবিধৈশ্চ তম্।
সগজং যুদ্ধনির্ভীতা নিজঘ্নুর্বহুভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৩
তথাপি তদ্গজং যোদ্ধুং ন শক্তাস্তে মহাবলাঃ

বিদ্ধ করিল। রুধিরধারায় গণপতির দেহ সিক্ত হইল। তিনি ক্রোধে ঘোর যম সদৃশ হইয়া তিন বাণে বলবান্ অসুরের ললাটে, সপ্ত বাণে স্তনান্তরে, চারি বাণে নাভিদেশে, এবং পঞ্চ বাণে মুষ্টিতে ও মস্তকে প্রহার করিলেন। দৈত্যের সর্ব্বাঙ্গ শরাহত হইল। দৈত্যবর পরম মোহ প্রাপ্ত হইয়া রথোপরি পতিত হইল। তখন ধৈর্য্যশালী সূত রণাঙ্গন হইতে দৈত্যকে সরাইয়া লইল। সুর-পূজিত গণাধিপ রণবিমুখ অসুরকে হনন করিলেন না। অসুরবর অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সারথিকে বলিলেন, হে সূত! রণভীরু হরনন্দনের দিকে রথ চালনা কর। তখন সারথি সত্য অথচ কোমল বাক্যে অসুরবরকে বলিল, সমরে হরনন্দনের শর কে সহ্য করিতে পারে? আপনি সেই শরেই মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন, আমি আপনাকে রণস্থল হইতে সরাইয়া আনিয়াছি। ইহা জানিয়া যেরূপ উপযুক্ত হয়, তাহা করুন। ইত্যবসরে দৈত্যরাজ শুক্রাচার্য্যকে সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন, তাঁহার ঔষধাদির প্রয়োগে একটা প্রবল গজ সংজ্ঞা লাভ করিল। শুক্রাচার্য্য তাহার শতগুণ বলসঞ্চার করিয়া দিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে মন্ত্রপূত জল প্রদান করিয়া তাহার অঙ্গব্রণ সকল অপনয়ন করিলেন। সেই গজ দশন দ্বারা গিরিবিদারণ করিতে লাগিল। এইরূপে শত সহস্র সৈন্য এবং সৈন্যপালককে সেই পরম দুর্জ্জয় গজ ধরাশায়ী করিল।১৫-২৮। দৈত্যবর সেই গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কালানল তুল্য শরনিকর দ্বারা প্রধান প্রধান সুরসেনানায়ককে ভূপাতিত করিতে লাগিল। মহাবীর্য্য দেবগণ অসুরের যমদণ্ডোপম শরাঘাতে শোণিতসিক্ত দেহে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল, দৈত্যবর সেই গজারোহণে যে যে প্রদেশে যাইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই ভীষণ শরবর্ষণ হইতে লাগিল। সুরগণের মধ্যে অনেকে দৈত্যগজের বেগ ভ্রমণে এবং অনেকে গজারোহীর প্রহারে প্রপতিত হইলেন। ক্রমে যুদ্ধনির্ভীক সুরসেনাপতিগণ বিবিধ শস্ত্রাস্ত্র এবং অন্যান্য বহু শর দ্বারা সেই গজকে আহত করিতে লাগিলেন, তথাপি মহাবল সুরগণ

ক্ষিপ্রং তাংস্তু গজো দন্তৈস্তৈঃ সুরোহপা-
তয়চ্ছরৈঃ ॥ ৩৪
ন গতা যে ধরণ্যাঞ্চ দেবা জর্জ্জরবিগ্রহাঃ।
শরণাং গণপং জগ্মুর্ভীতাস্তে বেদনাতুরাঃ ॥ ৩৫
দেবানাং কদনং দৃষ্টা গণাধীশঃ প্রতাপবান্ ॥
সগজং তাড়য়ামাস বজ্রানলসমৈঃ শরৈঃ।
সগজো বেগসংরুদ্ধঃ শরেণ চ সমুত্থিতঃ ॥ ৩৭
অথো তৌ দ্বৌ শরৈরেব বিভিদাতে পরস্পরম্
উভৌ তৌ নর্দমানৌ চ অন্যোন্যং জয়মৈচ্ছতাম্
শোণিতৈর্লিপ্তসর্ব্বাঙ্গৌ বীরমুখ্যৌ সুরাসুরৌ।
অথাখুং সগজো মত্তো বিভেদ দশনৈঃ স্বকৈঃ
আখুনাভিক্রতো নাগো ঘোরযুদ্ধং তয়োঃ পরম
অধোর্দ্ধং সংবিভাগে চ চতুর্ভির্যুদ্ধমদ্ভুতম্ ॥ ৪০
সশব্দং তুমুলং যুদ্ধং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্।
দশনৈর্দশনৈরেব শরৈরেব শরোত্তমৈঃ ॥ ৪১
তদেবাসুরমভবদ্‌যুদ্ধং দেবদানবসঙ্গরে।
আখুকো ভেদয়াঞ্চক্রে মহানাগং মহাবলম্ ॥ ৪২
পর্শুনা পৃষ্ঠবংশাগ্রে স্থিত্বা তেনাহনৎ পুনঃ।
দৈত্যাস্য দশনপ্রান্তে হৃদি স্কন্ধেহথ সাযদাৎ ॥৪৩
সগজঃ স পপাতোর্ব্যাং গতাসুর্লোহিতং বমন
শশংসুর্মুনয়ো দেবাঃ সাধুসাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥৪৪
অস্ত্রান্যেস্তৈরমোঘৈশ্চ দৈত্যানাজঘ্নুরাহবে।
যাবত্তু সেনয়োর্নৈব জয়যুদ্ধং সমাপয়েৎ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ত্রৈপুরি-
বিমর্দো নাম চতুঃসপ্ততিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা মহেশ্বরাদ্বাক্যং দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
তত্রুবুর্দৈত্যসম্ভবাংস্তান্ সর্ব্বে সর্ব্বান্ সমন্ততঃ ॥১

সেই গজরাজকে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। ত্রিপুরনন্দন শরসমূহ দ্বারা এবং গজবর দন্ত দ্বারা সত্বর সুরনিক্ষিপ্ত শর সকল ব্যর্থ করিতে লাগিল। যে সকল দেব শর-জর্জ্জর দেহে ধরণীতলে পতিত হইলেন না, তাঁহারা ভীত ও বেদনাতুর হইয়া শরণাগত-বৎসল গণপতির নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। প্রতাপবান গণপতি দেবগণের এই ব্যসন দর্শন করিয়া বজ্রানল সমপ্রভ শর-নিকর দ্বারা সেই গজবরকে তাড়িত করিলেন। গজরাজ শরাঘাতে রুদ্ধবেগ হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল। তখন বীরশ্রেষ্ঠ সুর ও অসুরবর পরস্পর পরস্পরকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গ শোণিতলিপ্ত হইল। উভয়েই পরস্পর জয়ৈষী হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসুরবাহন মত্ত মাতঙ্গ স্বীয় দশন দ্বারা গণেশবাহন মূষিককে বিদারণ করিল। মূষিক কর্তৃক মাতঙ্গ সবলে আক্রান্ত হইল। তখন গজ ও মূষিকের দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে উর্দ্ধে এবং নিম্নে বিভাগক্রমে চারিজনে পরস্পর অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সশব্দ সুতুমুল যুদ্ধ সর্ব্বলোকের ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। দেব-দানবের সমরক্ষেত্রে দশনে দশনে শরে শরে সেই যুদ্ধ অতি ভীষণাকারে পরিণত হইল। ইতিমধ্যে মূষিক মহাবল গজরাজকে সংহার করিল। বিনায়ক তদীয় পৃষ্ঠাংশে অবস্থিত হইয়া পরশু দ্বারা দৈত্যের দশন প্রান্তে হৃদয়ে এবং স্কন্ধে ক্ষিপ্রতার সহিত আঘাত করিলেন। দৈত্যবর রুধির বমন করিতে করিতে গজসহ ধরাতলে পতিত হইল। দেব ও মুনিগণ সাধু সাধু ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গণপতি অন্যান্য অমোঘ অস্ত্র দ্বারা দৈত্যগণকে সমরে বিনাশ করিলেন। ২৯—৪৫।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৪।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর মহেশ্বরের বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে

আজগাম মহাবাহুঃ কুম্ভো নাম মহাসুরঃ।
নৈর্ঋতো যক্ষরাজানং গদয়া চাহনস্তৃশম্ ॥ ২
গুহ্যকেশো গদাপাতৈর্জঘান ভৃশমুত্তমম্।
ততোঽন্যোন্যং গদাযুদ্ধমভবদ্ভীষণং তয়োঃ ॥ ৩
চক্রবন্ধং মহাবন্ধং পুরোবধ্যনিবন্ধনম্।
প্রাচুরং ভীষণং যানং স্ফোটৈতলাভিবাস্তিকম্
তেন কৃত্বা মহাযুদ্ধমবসানে ধনেশ্বরঃ।
পাতয়ামাস তং স্ফোটং তস্য কুম্ভস্য চোরসি ॥ ৫
ভগ্নদংষ্ট্রস্ততঃ কুম্ভো নিপপাত মহীতলে।
স্যন্দনস্থো মহাবীর্য্যো জম্ভো হরিহয়ং তদা ॥ ৬
জঘান শরসঙ্ঘৈশ্চ তথৈবৈরাবণং ভৃশম্।
বাসবো ভিদুরেণৈব সংবিভেদাসুরোত্তমম্ ॥ ৭
স পপাত ধরাপৃষ্ঠে গতাসুর্লোহিতোক্ষিতঃ।
স্কথারণ্যং সুঘোরঞ্চ অঘোরং ঘোরমেব চ ॥ ৮
চতুরো গণমুখ্যাংশ্চ শক্ত্যা বিভেদ সংযুগে।
সেনান্যশ্চৈব প্রত্যেকং পাতয়ামাস লাঘবাৎ ॥৯

সৌরভং শরসঙ্ঘৈশ্চ জয়ন্তো বশমানয়ৎ।
শক্তিহস্তঞ্চ সংহ্রাদং যমদণ্ডং নরান্তকম্ ॥ ১০
হত্বা চ পাতয়ামাস সভস্মীকৃতবিগ্রহঃ।
কালশ্চ খড়্গপাতেন পাতয়ামাস বাভ্রবম্ ॥ ১১
শক্ত্যা মৃত্যুর্বিভেদাশ্বং তথা নির্ঘৃণকং রণে।
অগ্নিনা দহ্যমানাশ্চ সপ্তৈতে চ মহাবলাঃ ॥ ১২
ভদ্রবাহুর্মহাবাহুঃ সুগন্ধো গন্ধ এব চ।
ভৌরিকো বল্মিকো ভীম এতে সেনাগ্রগামিনঃ
রণে সন্দগ্ধদেহাশ্চ পেতুরুর্ব্ব্যাং গতাসবঃ।
পাশবদ্ধা মহাবীর্য্যা বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৩
পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসত্ত্বাঃ শূরাঃ শূরভয়ানকাঃ।
শূরস্য রশ্মিজালেন নিহতাঃ পঞ্চদানবাঃ ॥ ১৫
তুরুতুম্বুরুদুর্ম্মেধঃ সাধকা সাধকাভিধাঃ।
ক্রূরক্রৌঞ্চরণেশানমোদসম্মোদবণ্মুখাঃ ॥ ১৬
শরৈর্নিপাতিতা দৈত্যাঃ সংযুগে মাতরিশ্বনা।
নৈর্ঋতো গদয়া ভীমং পাতয়ামাস ভূতলে ॥১৭
শূলপাতৈশ্চ রুদ্রাণাং শতশোঽদৈত্যদানবাঃ।

দৈত্যগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন কুম্ভ নামক মহাবাহু মহাসুর সমরে আগমন করিয়া যক্ষরাজের প্রতি দারুণ গদা প্রহার করিল, যক্ষপতি গদাঘাতে আসুরী গদা সংহার করিলেন। তৎকালে তাঁহাদের উভয়ের ভীষণ গদাযুদ্ধ হইতে লাগিল। চক্রবন্ধ, মহাবন্ধ, পুরোবধ্য নিবন্ধন, প্রাচুর, ভীষণ, যান ও স্ফোট প্রভৃতি বিবিধ গদাযুদ্ধ করিয়া অবশেষে ধনেশ্বর কুম্ভাসুরের বক্ষে স্ফোটপাত করিলেন। কুম্ভ সেই স্ফোটপাতে ভগ্নদংষ্ট্র হইয়া মহীতলে পতিত হইল। তৎকালে মহাবীর্য্য জম্ভ রথোপরি অবস্থিত হইয়া শরসমূহ বর্ষণে ইন্দ্রকে এবং ইন্দ্রবাহন ঐরাবতকে আহত করিল। বাসব বজ্রাঘাতে অসুরবরকে নিহত করিলেন। জম্ভাসুর শোণিত বমন করিতে করিতে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। তখন ইন্দ্র অরণ্য, সুঘোর, অঘোর ও ঘোর নামক অসুরসেনাপতি চতুষ্টয়কে শক্তি প্রহারে সমরে সমাহত করিয়া প্রত্যেককে ভূতলে পাতিত করিলেন।

ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত সৌরভাসুরকে শরসমূহ দ্বারা পরাঙ্মুখ করিলেন এবং শক্তিহস্ত সংহ্রাদ, যমদণ্ড ও নরান্তকের দেহ ভস্মীভূত করিয়া পাতিত করিলেন। কাল খড়্গাঘাতে বাভ্রবাসুরকে বিনাশ করিলেন।১—১১। মৃত্যু শক্তিপ্রহারে সমরে নির্ঘৃণক অসুরকে ও তাহার অশ্বকে বিদারণ করিলেন। ভদ্রবাহু, মহাবাহু, সুগন্ধ, গন্ধ, ভৌরিক, বল্মীক ও ভীম এই মহাবল সপ্ত অসুরসেনানী অগ্নি কর্তৃক দগ্ধগাত্র হইয়া ধরাতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তরু, তুম্বুরু, দুর্ম্মেধ, সাধক ও অসাধক নামক পঞ্চ মহাবীর্য্য বলশালী মহাসত্ত্ব পঞ্চ দানব মহাত্মা বরুণের পাশবদ্ধ এবং সূর্য্যের রশ্মিতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ক্রূর, ক্রৌঞ্চ, রণেশান, মোদ, সম্মোদ ও বণ্মুখ নামক দানবগণকে পবন দেব সমরে পাতিত করিলেন। নৈর্ঋতদেবের গদাঘাতে ভীমাসুর ভূপতিত হইল। রুদ্রগণের শূলাঘাতে শত শত রণনিপুণ দৈত্য দানব ভীত হইয়া পলা-

নিপেতুঃ সংযুগে ভীতাঃ সম্মুখা রণপণ্ডিতাঃ ॥১৮
বসূনাং শরপাতৈশ্চ শূরাণাং রশ্মিমালিনাম্ ।
মেঘানাং করকাভিশ্চ বজ্রপাতৈঃ সুদারুণৈঃ ॥১৯
নিপাতিতা রণে দৈত্যাঃ শতশোবলশালিনঃ ।
কুবেরস্য গদাপাতৈর্নিপতন্তি সহস্রশঃ ॥ ২০
শক্রস্য ভিদুরেণৈব ভেদিতা দৈত্যপুঙ্গবাঃ ।
অসংখ্যাতাঃ পতন্ত্যুর্ব্ব্যাং স্কন্দশক্ত্যা তথাহতাঃ
গণেশপর্শুপাতেন পতন্তি মুখ্যমুখ্যকাঃ ।
বৈকুণ্ঠকরমুক্তেন চক্রেণ তীব্রকর্ম্মণা ॥ ২২
দৈত্যানাং প্রবরাণাঞ্চ শিরাংসি নিপতন্তি কৌ
শমনো যমদণ্ডেন কোটিকোটিসহস্রশঃ ॥ ২৩
অপাতয়ত্তদা ভূম্যাং কালঃ খড়্গেন দানবান্ ।
মৃত্যুঃ শক্ত্যা তথা দৈত্যান্ পাশী পাশেন
চাপরান্ ॥
পাতেন তক্ষকাদীনাং সুধাংশোঃ শিশিরেণ চ *
পরিঘেণ গজং কুম্ভে দৈত্যানাং নাশয়ন্ততঃ ।
এবমশ্বান্ গজাংশ্চৈব লাঘবাৎ সন্ন্যপাতয়ৎ ॥২৬
এবং সিদ্ধৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভির্মহাবলৈঃ ।
অস্ত্রাভির্দ্দেবতাভিশ্চ সমাতৃগণনায়কৈঃ ॥ ২৭
নিপাতিতা মহোঘোরা যে তে প্রলয়দানবাঃ ।
শরৈশ্চ খড়্গপাতৈশ্চ শূলশক্তিপরশ্বধৈঃ ॥
যষ্টিপরিঘকুন্তৈশ্চ পাতয়ন্ত্যসুরান্ সুরাঃ ॥ ২৮
এবং সঙ্ক্ষীয়মাণেষু দৈত্যরাট্ সমপদ্যত ॥ ২৯
আদিত্যরথসঙ্কাশং রথরত্নবিভূষিতম্ ।
শাতকুম্ভময়ং দিব্যং ঘণ্টাচামরভূষিতম্ ॥ ৩০
পতাকাধ্বজসম্পূর্ণং রম্যং শক্ররথোপমম্ ।
সমারুহ্য মহাবীরো হিরণ্যাক্ষোঽসুরাধিপঃ ॥ ৩১
জঘান শরজালৈশ্চ দুর্নিবার্য্যঃ সুরাসুরৈঃ ।
সসৈন্যানি গজান্ বীরো রথাংশ্চ সহসৈন্ধবান্ ॥
পাতয়ামাস ভূমৌ চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
এবঞ্চরন্ সবৃন্দেষু নিখিলেষু দিবৌকসাম্ ॥ ৩৩
পাতয়ামাস দৈত্যেন্দ্রঃ শরৌঘান্ মৃত্যুসন্নিভান্
ক্রমেণ সমরে চাথ দেবসৈন্যান্যমন্থত ॥ ৩৪
যথা পুষ্করিণীবৃন্দে গজঃ কুঞ্জবনং শিতৈঃ ।
শরপাতৈরথোবেগাৎ সিংহনাদৈঃ পুনঃপুনঃ ॥

য়ন করিল । বসুগণের শরনিকর দ্বাদশাদিত্যের রশ্মিজাল এবং মেঘবৃন্দের করকানিকর ও দারুণ বজ্রপাতে শত শত বলশালী দানব রণে নিপতিত হইল। কুবেরের গদাপাতে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে, স্কন্দের শক্তিপ্রহারে গণেশের পরশুক্ষেপে শত, শত সহস্র সহস্র অসংখ্য দানব শ্রেষ্ঠ ছিন্ন ভিন্ন বিদারিত ও ভূপতিত হইয়া যমালয়ে প্রেরণ করিল। চক্রপাণির করমুক্ত সুতীব্র চক্রাঘাতে অগণিত দৈত্যবরশির ভূলুণ্ঠিত হইল। যম স্বীয় দণ্ডাঘাতে, কাল খড়্গ প্রহারে, মৃত্যুশক্তি নিক্ষেপে, বরুণ পাশচালনায়, তক্ষকাদি সর্পগণ দংশনপাতে এবং সুধাংশু শিশিরবর্ষণে কোটি কোটি সহস্র সহস্র দানবের সংহার সাধন করিলেন। কোন দেব দৈত্যগণের গজকুম্ভে পরিঘাঘাত করিয়া গজগণকে বিনাশ করিলেন। এইরূপ অশ্ব ও গজরাজি অতি সত্বরই বিনষ্ট হইল। ক্রমে সিদ্ধ, গন্ধর্ব, অপ্সরোগণ, অস্ত্র দেবগণ ও মাতৃগণ শর, খড়্গ, শূল, শক্তি, পরশ্বধ, যষ্টি, পরিঘ, এবং কুন্তপাতে মহাঘোর প্রলয়ঙ্কর দানবগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন ।১২—২৮। এইরূপে দৈত্যদল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ স্বয়ং আদিত্যবর সঙ্কাশ রত্নভূষিত রথে আরোহণ করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। দৈত্যরাজের রথ স্বর্ণময়, দিব্য, ঘণ্টাচামরমণ্ডিত, ধ্বজপতাকা শোভিত, রম্য, এবং ইন্দ্ররথ তুল্য। দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ সুরাসুরগণের দুর্জ্জেয়। তিনি শরজাল বর্ষণে অশ্বরথ, ও গজসহ শত শত সহস্র সহস্র দেবসৈন্য নিপাতিত করিলেন। এইরূপে দৈত্যেন্দ্র দেবসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিয়া মৃত্যুপ্রতিম শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে ক্রমশঃ দেবসৈন্যদল মথিত করিতে লাগিলেন। যেমন পুষ্করিণীসমূহে গজরাজ কর্ত্তৃক পদ্মবন দলিত হয়, তেমনি হিরণ্যাক্ষ কর্ত্তৃক দেবসৈন্য দলিত মথিত হইতে লাগিল।

* অশ্বারোহী খরোমন্ত্যোঽহনিপাশস্তথা গজান্ ।
অতঃপরময়মধিকঃ পাঠঃ ক্বচিদ্ দৃশ্যতে ।

ধরণ্যাং পতিতা বেগাত্তদা দৈত্যেশ্বরস্য চ।
দশভিশ্চ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈর্জয়ন্তং স জঘান হ ॥৩৬
রেমন্তং পঞ্চভির্বাণৈঃ শক্রং পঞ্চদশেন তু।
চিত্ররথং বিংশতিভিঃ পঞ্চবিংশতিভির্গুহম্ ॥ ৩৭
হেরম্বং ত্রিশরেণৈব চত্বারিংশচ্ছরৈর্যমম্।
তথৈব কালং মৃত্যুঞ্চ পাণিনা দ্বিগুণেন চ ॥ ৩৮
গুহ্যকেশং জগৎপ্রাণং দশা দশভিঃ শরৈঃ।
ষড়ভিশ্চ সপ্তভিশ্চৈব রুদ্রান্ সর্ব্বান্ পৃথক্ পৃথক্
বসূন্ সর্ব্বাংশ্চ সশরৈঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বপন্নগান্।
দশাষ্টদশভিঃ ষড়ভির্যুদ্ধে দেবান্ ভিনত্ত্যসৌ ॥
ওজোঘাদতিবীর্য্যাত্তু শীঘ্রলাঘবদর্শনান্।
আপৎপ্রাপ্তাঃ সুরা ভীত্যা প্রতিকর্ত্তুং নচেশ্বরাঃ
মহেশশূলসঙ্কাশৈঃ শরৈর্মর্ম্মবিভেদিভিঃ।
তাড়িতা নির্জ্জরা যুদ্ধে মূর্চ্ছিতা ধরণীং যযুঃ ॥৪২
তস্যৈব সম্মুখে স্থাতুং ন শেকুঃ প্রবরাঃ সুরাঃ।
ততো দেবা বিনির্ধূতাস্ত্রিদিবেশেন সংযুতাঃ ॥৪৩
শরণ্যস্তে হরিস্তত্র শরণং ন তাড়িতা যযুঃ।

এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুঃ প্রাহ জিষ্ণুং খগেশ্বরম্।
অধুনা গচ্ছ দৈত্যস্য সম্মুখং রণমূর্দ্ধনি।
নাশায় স ততস্তূর্ণং গতস্তস্যান্তিকং জবাৎ ॥৪৫
স রথং মার্গণৈর্ভিত্ত্বা বিষ্ণুমারোধয়জ্জবম্।
রথস্য সম্মুখে দৈত্য উবাচ বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৪৬
অন্যস্মৃষ্টিং করোম্যদ্য হত্বা ত্বাঞ্চ সনির্জ্জরম্।
ততো বিষ্ণুরুবাচেদং গর্জ্জন্তং দৈত্যপুঙ্গবম্ ॥৪৭
শক্তস্ত্বং স্পর্দ্ধনে পাপ যদি যুদ্ধে স্থিরো ভব।
ততঃ শরশতৈরেব জঘান বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৪৮
অসম্ভ্রান্তঃ স চিচ্ছেদ যমদণ্ডনিভান্ শরান্।
পুনঃ শরসহস্রাণি প্রেরয়ামাস তং রণে ॥ ৪৯
তাংশ্চ ছিত্ত্বা শরৈঃ শৌরিস্তঞ্চ বিব্যাধ মার্গণৈঃ
প্রগৌরবাদহার্য্যাভৈঃ সংস্পর্শাদ্বাড়বানলৈঃ ॥৫০
শরৈশ্চ ভেদকৈস্তীক্ষ্ণৈঃ খগৈশ্চ মনোজবৈঃ।

দৈত্যরাজের শরপাতে এবং পুনঃ পুন সিংহ নাদে বহু বিপক্ষসৈন্য ধরাশায়ী হইল। হিরণ্যাক্ষ সুতীক্ষ্ণাগ্র দশ বাণ বর্ষণে জয়ন্তকে আহত করিল। অতঃপর রেমন্তকে পঞ্চ বাণে, ইন্দ্রকে পঞ্চদশ বাণে, চিত্ররথকে বিংশতি বাণে, কার্ত্তিকেয়কে পঞ্চবিংশতি বাণে, হেরম্বকে তিন শরে, যমকে চত্বারিংশৎ শরে, কাল ও মৃত্যুকে দশ বাণে, যক্ষপতি ও সমীরণকে দশ দশ বাণে, প্রত্যেক রুদ্রকে ষট ও সপ্ত বাণে এবং বসু, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণকে দশ, অষ্টাদশ ও ষট্ শরে তিনি বিদ্ধ করিলেন। অসুররাজের বীর্য্যাধিক্যে ক্ষিপ্রতার সহিত নিপুণ বাণবর্ষণে সুরগণ আপৎ প্রাপ্ত হইলেন। ভয়ে তাঁহারা কোনই প্রতিকার করিতে পারিলেন না। মহেশের শূল সদৃশ মর্ম্মবিদারী শরসমূহ দ্বারা তাড়িত ও মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া দেবগণ ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান সুরগণও অসুররাজের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না। তখন পরাভূত তাড়িত দেবগণ ইন্দ্রের সহিত শরণ্য হরির শরণাপন্ন হইলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণু দেবরাজ জিষ্ণুকে বলিলেন,—এক্ষণে দৈত্যরাজের সম্মুখে সমরে অবতীর্ণ হও। জিষ্ণু এই কথা শুনিয়া দৈত্য বিনাশার্থ সবেগে বিপক্ষসমীপে গমন করিলেন। দৈত্যরাজ শরবর্ষণে ইন্দ্রের রথ ভেদ করিয়া সবেগে বিষ্ণুকে অবরুদ্ধ করিল এবং রথসম্মুখস্থ অব্যয় বিষ্ণুকে বলিল, আমি দেবগণসহ তোমাকে বিনাশ করিয়া অদ্য সৃষ্টির অন্যোপায় অবলম্বন করিব। অনন্তর বিষ্ণু সেই গর্জ্জনশীল দৈত্যপুঙ্গবকে বলিলেন, ওরে পাপিষ্ঠ! যদি শক্তি থাকে, তবে সম্মুখ সমরে স্থিরভাবে অবস্থান কর। তখন দৈত্যবর শত শত শরে অব্যয় বিষ্ণুকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ২৯-৪৮। বিষ্ণু অসম্ভ্রান্তভাবে দৈত্যবরের সেই যমদণ্ডনিভ শর সকল ছেদন করিলেন। দৈত্যরাজ পুনরায় সহস্র সহস্র শর বিষ্ণুর প্রতি নিক্ষেপ করিল। শৌরি শরবর্ষণে সেই সকল শর ছেদন করিয়া অন্য শরনিকর দ্বারা দৈত্যরাজকে বিদ্ধ করিলেন। গুরুহেতু শৌরির সকল শরই যেন বহনের অযোগ্য, ও সংস্পর্শে বাড়বানলতুল্য; উহারা ভেদক,তীক্ষ্ণ,মনোজব ও বেগে

লাঘবাৎ কেশবাস্ত্রস্য তূলশুষ্কতৃণোপমৈঃ ॥ ৫১
হৈমৈঃ শরসহস্রৈস্তু তাড়িতো দৈত্যপুঙ্গবঃ।
বাধয়াভ্যর্দ্দিতঃ ক্রুদ্ধো ধৃত্বা শিখরিণং রণে ॥৫২
জঘান মাধবং বেগাদ্ধিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ।
তঞ্চ সংচূর্ণয়ামাস গদয়া লীলয়া হরিঃ ॥ ৫৩
এবং পর্ব্বতসাহস্রং পাতিতস্তু ক্রমেণ হি।
তথৈব লাঘবাচ্চূর্ণঃ হরিণা দানবারিণা ॥ ৫৪
পুনর্ব্বাহুসহস্রাণি কৃত্বাসো দানবোত্তমঃ।
শরৈঃ শক্তিভিরত্যুগ্রৈঃ শূলৈঃ পরশ্বাদিভিঃ ॥
ববর্ষ বহুভির্ব্বিষ্ণুং ক্রোধাবিষ্টেন চেতসা।
তাংস্তু তেনৈব প্রহিতাংশ্চিচ্ছেদ সুরসত্তমঃ ॥৫৬
শরৈর্দীপ্তৈর্মহাঘোরৈরসুরাণাং ভয়ঙ্করৈঃ।
বিব্যাধ সর্ব্বগাত্রেষু শম্ভুশূলোপমৈঃ শরৈঃ ॥৫৭
দানবাধিপতিঃ সংখ্যে হ্যব্যয়ো হরিরীশ্বরঃ।
স চ কশ্মলতাং গত্বা সর্ব্বশক্তিমনুত্তমাম্ ॥ ৫৮
কালজিহ্বোপমাং ঘোরামষ্টঘণ্টাসমন্বিতাম্।
হরেরুরসি পীনে চ বিক্রত্যাপাতয়দ্দ্রুতম্ ॥৫৯
শুশুভে স সুরশ্রেষ্ঠস্তটিত্বৎ সাভ্রমেঘবৎ।
ততশ্চ চুক্রুশুর্দৈত্যা জয়েতি সাধুবাদিনঃ ॥ ৬০
ততশ্চক্রং দৈত্যসৈন্যে দানবারির্ব্ব্যসর্জ্জয়ৎ।
তেষাং শিরাংসি সঞ্ছিদ্য মাধবঃ পুনরাগমৎ ॥
সদৈত্যং শক্তিপাতেন পাতয়ামাস বৈ রণে।
চিরাৎ সংজ্ঞাং সমাসাদ্য বহ্নিবাণেন কেশবম্ ॥
নিজঘান রণে ক্রুদ্ধো হরিঃ কৌবেরমাক্ষিপৎ।
ততো মুমোচ মায়াস্ত্রং চাসুরং চাতিদারুণম্ ॥৬৩
সিংহব্যাঘ্রলূলায়াংশ্চ তথা দ্বিপসরীসৃপান্।
জঘান সমরে বিষ্ণুং হিরণ্যাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥
ততো মায়াসমুদ্ভূতান্ শস্ত্রাস্ত্রৌঘান্ রণে হরিঃ।
প্রচিচ্ছেদ শরৈরেব শূলেনৈবমতাড়য়ৎ ॥ ৬৫
সবিহ্বলিতসর্ব্বাঙ্গস্তৎক্ষণং লোহিতোক্ষিতঃ।
বিচকর্ষ হরন্ বিষ্ণুরস্থিপ্রস্থিতবিগ্রহঃ ॥ ৬৬
তচ্ছূলঞ্চ ত্রিভির্ব্বাণৈঃ প্রবিব্যাধ সুরাধিপঃ।

আকাশগামী। অন্য দিকে কেশবাস্ত্রের ক্ষিপ্র গতিবশত ঐ সকল শর যেন তুল ও শুষ্ক তৃণের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। কেশবের সহস্র সহস্র হৈম শরে দৈত্যপুঙ্গব তাড়িত হইতে লাগিল। মহাবল দৈত্যরাজ বাধাহত হইয়া সক্রোধে পর্ব্বত গ্রহণপূর্ব্বক মাধবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। হরি লীলাক্রমে তাহা গদাঘাতে চূর্ণ করিলেন। দৈত্যরাজ ক্রমে ক্রমে সহস্র পর্ব্বত নিক্ষেপ করিল। দানবারি হরি সেই সমস্ত পর্ব্বতই চূর্ণ করিলেন। দানববর পুনরায় সহস্র বাহু ধারণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে অত্যুগ্র শর, শক্তি, শূল ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র বিষ্ণুর প্রতি বর্ষণ করিল। সুরসত্তম হরি সেই সকল অস্ত্রই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অসুর ভয়ঙ্কর সুদীপ্ত শরনিকর দ্বারা দানবাধিপতির সর্ব্ব গাত্র বিদ্ধ করিলেন। দানবাধিপ মোহাপন্ন হইয়া কালজিহ্বোপমা ভীষণা অষ্টঘণ্টান্বিতা শক্তি হরির পীন বক্ষে অতি দ্রুত নিক্ষেপ করিল। তখন সুরশ্রেষ্ঠ তড়িদ্যুক্ত সাভ্র মেঘবৎ বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন দৈত্যগণ সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সময় দানবারি দৈত্যসৈন্য মধ্যে স্বীয় চক্র নিক্ষেপ করিলেন। বিষ্ণুচক্র দানবগণের মস্তক সকল ছেদন করিয়া পুনরায় মাধবের নিকট আগমন করিল। হরি শক্তিপ্রহারে সমরে দৈত্যবরকে পাতিত করিলেন। দৈত্যরাজ কিছুকাল পরেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া বহ্নিবাণে কেশবকে আহত করিল।৪৯—৬২। হরি ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যরাজের প্রতি কৌবেরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। প্রতাপবান্ হিরণ্যাক্ষ অতি দারুণ আসুরী মায়াস্ত্র নিক্ষেপ করিল। ঐ অস্ত্র হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, লূলুয়, দ্বিপ ও সরীসৃপ সকল নির্গত হইয়া সমরে বিষ্ণুর প্রতি ধাবিত হইল। অনন্তর হরি সেই মায়াস্ত্র সম্ভূত অস্ত্র শস্ত্র সকল শরাঘাতে ছেদন করিয়া শূল দ্বারা অসুরবরকে তাড়ন করিলেন। শূলাঘাতে অসুরের সর্ব্বাঙ্গ বিহ্বল হইল। সর্ব্বগাত্র রক্তধারায় লিপ্ত হইয়া গেল। বিষ্ণু সেই নিক্ষিপ্ত শূল পুনরায়

বরূথং সধ্বজং কেতুং রথং চৈবাতপত্রকম্ ॥ ৬৭
যন্তারঞ্চ প্রচিচ্ছেদ দশভিশ্চ হরিঃ শরৈঃ।
পতিতে চ রথে দৈত্যঃ সংপ্লুত্যাথ রথং পরম্ ॥
আরুরোহ সদৈত্যেন্দ্রঃ সম্মুখং চাকরোদ্বলী।
ততো যুদ্ধং মহাঘোরমভবল্লোমহর্ষণম্ ॥ ৬৯
হিরণ্যাক্ষস্য চ হরের্লোকবিস্মাপনং মহৎ।
অস্ত্রযুদ্ধং তথান্যোন্যং কৃতপ্রতিকৃতঞ্চ তৎ ॥ ৭০
ততো নিযুদ্ধে সততং দিব্যবর্ষশতং গতম্।
ততো দৈত্যো মহাসত্ত্বো ববৃধে বামনো যথা ॥
মুখেন জগ্রাহ রুষা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ভূমণ্ডলং সমুদ্ধৃত্য বিবেশ চ রসাতলম্ ॥ ৭২
শেষাশ্চ বিবিশুর্দ্দৈত্যাস্তমনু প্রীতিসংযুতাঃ।
ততো বিষ্ণুর্মহাতেজা জ্ঞাত্বা দৈত্যবলং মহৎ ॥
দধার রূপং বারাহং দৈত্যরাজজিঘাংসয়া।
ধৃত্বা ক্রোড়তনুং বিষ্ণুর্বিবেশ তমনুক্রমম্ ॥ ৭৪
তত্র গত্বা রসামূলে রসাতলগতাং মহীম্।
দৃষ্ট্বা স্বদংষ্ট্রয়োর্দধ্রে লোকাধারাং বসুন্ধরাম্ ॥৭৫
তাং ধৃত্বা গচ্ছতস্তস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
সমাজগাম দৈত্যেন্দ্রো ধৃষ্টং বাগ্‌ভিস্তুদন্নমুং ॥৭৬
মায়াক্রোড়তনুর্বিষ্ণুর্দ্দুর্বচাংসি সহন্ রুষা।
জলোপরি দধারেমাং ধরাং ভূধর এব চ ॥ ৭৭
তস্যাং স্বস্য স্বসত্ত্বঞ্চ স চকার তদা চলাম্।
ততঃ পশ্চাৎ সমংলগ্নো দৈত্যরাট্ সমুপস্থিতঃ ॥
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো জঘান গদয়া হরিম্।
মায়য়া শূকরো বিষ্ণুস্তাং গদাং সমবঞ্চয়ম্ ॥ ৭৯
যোগযুক্তো যথা মৃত্যুং কৌমোদক্যাহনচ্চ তম্
ততঃ পুনারুষাবিষ্টো হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ ॥৮০
মুষ্টিনাপ্রাহরদ্দেবং দক্ষিণে তু ভুজে প্রভোঃ।
এবং যুদ্ধং মহাঘোরং সব্যাসব্যং গতাগতম্ ॥৮১
পরিভ্রমণবিক্ষেপং কৃতানুকরণং তথা।
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবা যুদ্ধং পশ্যন্তি খেস্থিতাঃ

গ্রহণ করিবার জন্য আকার্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারও সর্ব্বগাত্র দৈত্যশোণিতে পরিলিপ্ত হইল। অসুরাধিপ তিন বাণে সেই শূল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। হরি দশ শরে দৈত্যরাজের রথের ধ্বজ, কেতু, রথ ও আতপত্র ছেদন করিলেন। রথ ভগ্ন হইলে বলবান্ দৈত্যবর লম্ফ দিয়া অন্য রথে আরোহণ করিল এবং সমরে হরির সম্মুখীন হইল। অনন্তর হিরণ্যাক্ষ ও হরির লোকবিস্ময়কর লোমহর্ষণ ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমেই তাঁহাদের পরস্পর অস্ত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর বাহু যুদ্ধে তাঁহাদের দিব্য শত বর্ষ অতীত হইল। অতঃপর মহাসত্ত্ব দৈত্যবর ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি বামনের ন্যায় বর্দ্ধিত হইল এবং মুখ ব্যাদান করিয়া চরাচর ত্রৈলোক্য গ্রাস করিল, পরে ভূমণ্ডল উত্তোলন করিয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন অবশিষ্ট দৈত্যগণ প্রীতিভরে তাহার অনুগমন করিল। অনন্তর মহাতেজা বিষ্ণু দৈত্যবল প্রবল হইয়াছে বুঝিয়া দৈত্যরাজের হননার্থ বরাহরূপ ধারণ করিলেন। বিষ্ণু শোকর দেহ ধারণপূর্ব্বক দৈত্যবরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তিনি রসামূলে গমন করিয়া মহীকে রসাতলগতা দর্শনে স্বীয় দংষ্ট্রা দ্বারা বসুন্ধরার উদ্ধার সাধন করিলেন। অমিত-তেজা বিষ্ণু মহীধারণ করিয়া গমন করিলে দৈত্যেন্দ্র বাক্যবাণে তাঁহাকে আহত করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল। ৬২--৭৬। মায়া-শূকর-দেহ বিষ্ণু দৈত্যরাজের দুর্ব্বাক্য সকল সহ্য করত এই ধরাকে জলোপরি স্থাপন করিলেন, এবং তদুপরি স্বীয় স্বত্ব স্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে অচল করিয়া দিলেন। দৈত্যরাজ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মহাক্রোধে আবিষ্ট হইয়া গদা দ্বারা হরিকে আহত করিল। মায়া-শূকর বিষ্ণু সেই গদা ব্যাহত করিলেন। যোগী যেমন মৃত্যুকে নিরস্ত করেন, তেমনি হরি কৌমোদকী দ্বারা দৈত্যরাজকে আহত করিলেন। মহাবল দৈত্যরাজ ক্রোধে পুনরায় হরির দক্ষিণ ভুজে মুষ্ট্যাঘাত করিল। এইরূপে সব্যাসব্য, গতাগত, ভ্রমণ-বিক্ষেপণ, কৃতানুকৃত মহাঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ আকাশে থাকিয়া

স্বস্তি প্রজাভ্যো দেবেভ্যঋষিভ্যশ্চেতিচাব্রুবন্
উচুশ্চ দেবদেবেশং বিষ্ণুং বারাহরূপিণম্ ॥ ৮৩
মাক্রীড় বালবদ্দেব জহ্যমুং দেবকণ্টকম্
ততো বিষ্ণুর্মহাতেজা মায়াবারাহরূপধৃক্ ॥ ৮৪
ব্রহ্মাদ্যনুমতিং প্রাপ্য চক্রং প্রাক্ষিপদুল্বণম্।
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশং সহস্রারং মহাপ্রভম্ ॥ ৮৫
দৈত্যান্তকরণং রৌদ্রং প্রলয়াগ্নিসমপ্রভম্।
তচ্চক্রং বিষ্ণুনা মুক্তং হিরণ্যাক্ষং মহাবলম্ ॥
চকার ভস্মসাৎ সদ্যো ব্রহ্মাদীনাঞ্চ পশ্যতাম্।
দৈত্যান্তকরণং রৌদ্রং চক্রঞ্চাগমদচ্যুতম্ ॥ ৮৭
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ শক্রমুখ্যাশ্চ লোকপাঃ
দৃষ্ট্বা চ বিজয়ং বিষ্ণোঃ স্তবন্তিস্ম সমাগতাঃ ॥৮৮

দেবা উচুঃ।

নতাঃ স্ম বিষ্ণুং জগদাদিভূতং
সুরাসুরেন্দ্রং জগতাং প্রপালকম্।
যন্নাভিপদ্মাৎ কিল পদ্মযোনি-
র্বভূব তং বৈ শরণং গতাঃ স্মঃ ॥ ৮৯
নমো নমো মৎস্যবপুর্দ্ধরায়
নমোঽস্তু তে কচ্ছপরূপধারিণে।
নমঃ প্রকুর্ম্মশ্চ নৃসিংহরূপিণে
তথা পুনর্ব্বামনরূপিণে নমঃ ॥ ৯০
নমোঽস্তু তে ক্ষত্রবিনাশনায়
রামায় রামায় দশাস্যনাশিনে।
প্রলম্বহন্ত্রে শিতিবাসসে নমো
নমোঽস্তু বুদ্ধায় চ দৈত্যমোহিনে ॥ ৯১
ম্লেচ্ছান্তকায়াপি চ কল্কিনাম্নে
নমঃ পুনঃ ক্রোড়বপুর্ধরায়।
জগদ্ধিতার্থং চ যুগেযুগে ভবান্
বিভর্ত্তি রূপস্ত্বসুরাভবায় ॥ ৯২
নিষূদিতোঽয়ং হ্যধুনা বিল ত্বয়া
দৈত্যো হিরণ্যাক্ষ ইতি প্রগল্ভঃ।
যশ্চেন্দ্রমুখান্ কিল লোকপালান্
সংহেলয়া চৈব তিরশ্চকার ॥ ৯৩
স বৈ ত্বয়া দেবহিতার্থমেব
নিপাতিতো দেববর প্রসীদ।
ত্বমস্য বিশ্বস্য বিসর্গকর্ত্তা
ব্রাহ্মেণ রূপেণ চ দেবদেব ॥ ৯৪

যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং প্রজা, দেব ও ঋষিগণের মঙ্গল হউক, ইহাই বার-বার বলিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা বরাহরূপী দেবদেব বিষ্ণুকে বলিলেন, হে দেব! আপনি আর বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিবেন না; এই দেবকণ্টককে বিনাশ করুন। অনন্তর মায়াবরাহরূপী মহাতেজা বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণের অনুমতি পাইয়া স্বীয় ভীষণ চক্র দানবাধিপের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ চক্র সহস্র সূর্য্যসদৃশ, সহস্রার, মহাপ্রভ, দৈত্যান্তকারী, রৌদ্র ও প্রলয়ানল সমপ্রভ। উহা বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া ব্রহ্মাদির সমক্ষেই মহাবল হিরণ্যাক্ষকে ভস্মসাৎ করিল। পরে ঐ দৈত্যান্তকারী রৌদ্র চক্র পুনরায় অচ্যুতের নিকট উপস্থিত হইল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণ বিষ্ণুর বিজয় দর্শনে সমাগত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন, আমরা জগদাদিভূত, জগৎপালক, সুরাসুরেন্দ্র বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে পদ্মযোনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, আমরা সেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলাম। তুমি মৎস্যরূপী,তোমাকে নমস্কার,তুমি কূর্ম্মরূপী, তোমাকে নমস্কার, তুমি নৃসিংহরূপী, তোমাকে নমস্কার, তুমি বামনরূপী, তোমাকে নমস্কার। ৭৭—৯০। তুমি ক্ষত্রিয়নাশার্থ পরশুরাম ও দশাস্যনাশন রাম, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রলম্বঘাতী, নীলাম্বর, এবং দৈত্যমোহী বুদ্ধদেব, তোমাকে নমস্কার,নমস্কার,তুমিই ম্লেচ্ছান্তক কল্কিমূর্ত্তি এবং তুমিই বরাহমূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার। জগতের হিতার্থ এবং সুরগণের মঙ্গলার্থ যুগে যুগে তুমি বিভিন্নরূপ ধারণ কর! তুমিই অধুনা এই উদ্ধত হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বিনাশ করিলে। এই দৈত্যই অবজ্ঞার সহিত ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে তিরস্কার করিত। এক্ষণে দেবহিতার্থ ইহাকে আপনি বিনাশ করিলেন। হে দেববর! প্রসন্ন

পাতা ত্বমেবাস্য যুগে যুগে চ
রূপাণি ধৎসে সুমনোহরাণি।
ত্বমেব কালাগ্নিহরশ্চ ভূত্বা
বিশ্বং ক্ষয়ং নেষ্যসি চান্তকালে ॥ ৯৫
অতো ভবানেব চ বিশ্বকারণং
নতে পরং জীবমজীবমীশ।
যৎকিঞ্চ ভূতঞ্চ ভবিষ্যরূপং
প্রবর্ত্তমানঞ্চ তথৈব রূপম্ ॥ ৯৬
সর্ব্বং ত্বমেবাসি চরাচরাখ্যং
ন ভাতি বিশ্বং ত্বদৃতে চ কিঞ্চিৎ।
অস্তীতি নাস্তীতি চ ভেদনিষ্ঠ-
স্ত্বয্যেব ভাতং সদসৎ স্বরূপম্ ॥ ৯৭
ততো ভবং তং কতমোঽপি দেব
ন জ্ঞাতুমর্হত্যবিপক্কবুদ্ধিঃ।
ঋতে ভবৎপাদপরায়ণং জনং
তে নাগতাস্মঃ শরণং শরণ্যম্ ॥ ৯৮

ব্যাস উবাচ।

ততো বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা উবাচ ত্রিদিবৌকসঃ।
তুষ্টোঽস্মি দেবা ভদ্রং বো যুষ্মৎস্তোত্রেণ সাম্প্রতম্ ॥ ৯৯
য ইদং প্রপঠেদ্ভক্ত্যা বিজয়স্তোত্রমাদরাৎ।
ন তস্য দুর্লভং দেবা ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
গবাং শতসহস্রস্য সম্যগ্দত্তস্য যৎফলম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি কীর্ত্তনাচ্ছ্রবণান্নরঃ ॥ ১০১
সর্ব্বকামপ্রদং নিত্যং দেবদেবস্য কীর্ত্তনম্।
অতঃ পরং মহাজ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে দেবাসুর সংগ্রামসমাপ্তৌ বিজয়স্তোত্রং নাম পঞ্চ-সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

যেঽসুরাশ্চ মৃতা যুদ্ধে সম্মুখে বিমুখেঽপি বা।
গতিং তেষামহং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।

হউন। হে দেবদেব! আপনি ব্রহ্মার আকারে এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা,যুগে যুগে সুমনোহররূপ ধারণ করিয়া আপনিই ইহার পালনকর্ত্তা, আর আপনিই কালাগ্নি রুদ্ররূপে অন্তকালে ইহার সংহার সাধন করিবেন। অতএব হে ঈশ! আপনিই বিশ্বের কারণ, কোন জীব বা অজীব আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই। যাহা কিছু ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান সমস্তই আপনার রূপ। এই নিখিল চরাচর নামে তুমিই প্রতিভাত হইতেছ। তোমা ব্যতীত এ বিশ্ব অন্য কিছুই নহে। অস্তি নাস্তি ইত্যাদি ভেদনিষ্ঠ সদসত্স্বরূপ তোমাতেই বিদ্যমান। হে দেব! এই জন্যই কোন কোন অবিপক্কবুদ্ধি ব্যক্তি আপনাকে জ্ঞান-গোচর করিতে পারে না। একমাত্র আপনার চরণপরায়ণ ব্যক্তিই আপনাকে অবগত হইতে পারে। তাই আমরা শরণ্য আপনার শরণা-গত হইতেছি। ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর প্রসন্নচিত্ত, বিষ্ণু দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ! আপনাদের স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি। আপনাদের মঙ্গল হউক। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক সাদরে এই বিজয় স্তোত্র পাঠ করে, এই ত্রিলোকে তাহার দুর্লভ কিছুই থাকে না। যথাবিধি শতসহস্র গোদান করিলে যে ফল হয়, এই স্তব কীর্ত্তনে বা শ্রবণে মানব সেই ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিত্য দেবদেবের এই স্তবকীর্ত্তন সর্ব্ব-কামপ্রদ। এই স্তব পাঠ অপেক্ষা মহাজ্ঞান কিছুই নাই এবং হইবেও না। ৯১—১০২।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৫।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে সকল অসুর সমরে সম্মুখে বা বিমুখে প্রাণ পরি-ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহা আমি যথাযথ শুনিতে

অসংখ্যাতা ইমে দৈত্যাস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে
অদ্যাপ্যাসন্ গতাঃ কুত্র এতন্মে শংস ভো
গুরো ॥ ২

ব্যাস উবাচ।

যে মৃতাঃ সম্মুখে শূরা দৈত্যানাং প্রবরা রণে।
স্বয়ং প্রাপ্য চ দেবত্বং ভোগ্যমশ্নন্তি শাশ্বতম্ ॥
প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণা নানারত্নবিভূষিতাঃ।
সর্ব্বকামপ্রদা বৃক্ষাঃ স্বর্ণদীতোয়সংযুতাঃ ॥ ৪
পদ্মোৎপলসুকল্হারৈর্গন্ধাঢ্যৈরন্যপুষ্পকৈঃ।
দধিদুগ্ধাজ্যখণ্ডৈশ্চ যুতা পুষ্করিণী শুভা ॥ ৫
অতীবরূপসম্পন্নাঃ সদৈব নবযৌবনাঃ।
তত্র রাজ্যং প্রকুর্ব্বন্তি তথৈব বসুধাতলে ॥ ৬
এবং জন্মাষ্টকং প্রাপ্য ধনিনোঽধ্যক্ষমন্ত্রিণঃ।
অর্দ্ধসম্মুখগাত্রেণ দিবমশ্নন্তি শাশ্বতম্ ॥ ৭
বিমুখাঃ কাতরা ভীতা যে চ মায়াবিনো রণে।
তে যান্তি নিরয়ং ঘোরং যে চ দেবদ্বিজদ্বিষঃ ॥
পতিতং মূর্চ্ছিতং ভগ্নমন্যয়োদ্ধারমাহবে।
হন্তারো নিরয়ং যান্তি তে চ ম্লেচ্ছাঃ কুবাচকাঃ
পরন্যাসাপহর্ত্তারো বিমুখাঃ সন্তি তত্বতঃ।
রাত্রৌ বা বিপিনে নষ্টে চোরাঃ সাহসকারিণঃ ॥
সর্ব্বভক্ষরতা মূঢ়া ম্লেচ্ছা গোব্রহ্মঘাতকাঃ।
কুবাচকাঃ পরে ম্লেচ্ছা এতে যে কুটযোনয়ঃ ॥১১
তেষাং পৈশাচিকী ভাষা লোকাচারো
ন বিদ্যতে।
নাস্তি শৌচং তপো জ্ঞানং ন দেবপিতৃতর্পণম্
দানশ্রাদ্ধাদিকং যজ্ঞে সুরাণাং প্রপূজনম্।
পিতৄণাঞ্চ ন শুশ্রূষা দ্বিজদেবতপস্বিনাম্ ॥ ১৩
জ্ঞানলোপাদত স্তেষাং মলশৌচং ন বিদ্যতে।
মাতরং ভগিনীং চান্যাং গৃহিণীং কাময়ন্তি চ ॥১৪
সর্ব্বো বিপর্য্যয়ো লোকাৎ সদাচারো মলীমসঃ।
তার্ক্ষ্যস্তোদ্ভবনানাঞ্চ অন্যেষাং গোত্রবাসিনাম্
কুলজাতাঃ সদা দৈত্যা যেষাং পুণ্যমকারণম্।
দুর্গতিঞ্চ মৃতা যান্তি দ্বিজস্ত্রীশিশুঘাতিনঃ ॥ ১৬
গবাশিনো দুরাত্মানো হ্যভক্ষ্যভক্ষণেরতাঃ।
কীটযোনিং ব্রজন্ত্যেতে তরবশ্চ পিপীলিকাঃ ॥

ইচ্ছা করি, হে গুরো! এই চরাচর ত্রৈলোক্যে সংখ্যাতীত দৈত্য আছে। এক্ষণে তাহারা কোথায় গিয়া অবস্থান করিতেছে, ইহা আমার নিকট বলুন। ব্যাস বলিলেন, যে সকল প্রধান দৈত্য সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিত্যকাল ভোগসুখ উপভোগ করিতেছে। যেখানে সৌবর্ণময় প্রাসাদশ্রেণী নানাবিধ রত্নরাজি দ্বারা বিরাজিত, যথায় বৃক্ষ সকল সর্ব্বকামপ্রদ, যেখানে পুষ্করিণী সকল স্বর্গ-মন্দাকিনীজলে পরিপূর্ণ, গন্ধাঢ্য পদ্মোৎপল ও অন্য বিবিধ পুষ্প এবং দধি দুগ্ধ ও আজ্যখণ্ড দ্বারা সমন্বিত এবং যেখানে রমণীকুল অতীব রূপসম্পন্ন ও সদাই নবযৌবনযুত, তাদৃশ বসুধাতলেও তাহারা রাজত্ব করিয়া থাকে। এইরূপে অষ্টজন্ম পর্য্যন্ত তাহারা ধনী, অধ্যক্ষ মন্ত্রী হইয়া অর্দ্ধ সম্মুখ গাত্রে নিত্য স্বর্গ ভোগ করে। যাহারা সমরে বিমুখ কাতর ও মায়াবী এবং যাহারা দেবদ্বিজদ্বেষী, তাহারা ঘোর নিরয়ে গমন করিয়া থাকে। অন্য যোদ্ধা পতিত মূর্চ্ছিত বা ভগ্ন হইলেও যাহারা তাহাকে হনন করে, তাহারা নরকে যায় এবং ম্লেচ্ছ ও কুবক্তা হইয়া থাকে। যাহারা পরের ন্যাসাপহর্ত্তা যুদ্ধবিমুখ, রাত্রিকালে বা নিবিড় অরণ্যে সাহসকর্ম্মকারী চোর কিংবা যাহারা সর্ব্বভক্ষ্যরত মূঢ় গো-ব্রাহ্মণঘাতক, কুবাচক, ও কূটকারী, তাহারা ম্লেচ্ছ হইয়া থাকে। তাহাদের ভাষা পৈশাচিকী। কোনরূপ লোকাচার শৌচ তপস্যা, জ্ঞান, দেব বা পিতৃ-তর্পণ, দান ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, যজ্ঞে দেবপূজা অথবা দেব, পিতৃ, দ্বিজ ও তপস্বিগণের শুশ্রূষা এই সমুদায়ের কিছুই তাহাদের নাই। জ্ঞানলোপ হেতু তাহাদের মলশৌচ নাই। তাহারা মাতা, ভগিনী বা অন্যের গৃহিণীকেও কামনা করিয়া থাকে।১-১৪। যাহাদের অহৈতুক পুণ্য সঞ্চয় হয়, দৈত্যগণ তাহাদের কুলেও জন্মগ্রহণ করে। যাহারা দ্বিজ, স্ত্রী ও শিশু-ঘাতী, তাহারা মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা গোখাদক, দুরাত্মা, অভক্ষ্যভক্ষক,

ন মন্ত্রেষু ন দেবেষু কল্পন্তে তে সুরদ্বিষঃ।
অগ্রজঃ সহজস্তেষাং সদৃশো গ্রাম্যবৃত্তয়ঃ॥ ১৮
লোমকেশপ্রণেতারঃ ক্রব্যভক্ষরতা ভুবি।
সাহসঞ্চ ব্রতং দানং স্নানং যজ্ঞাদিকঞ্চ যৎ॥ ১৯
মৎস্যমাংসাদিষু প্রীতা মৃষা বচনভাষিণঃ।
সদা কামাঃ সদা লোভাঃ সদা ক্রোধমদান্বিতাঃ
বধবন্ধরতোদ্বেগা দ্যূতসঙ্গীতসংপ্রিয়াঃ।
কুভৃত্যাঃ কুজনপ্রীতাঃ পূতিগন্ধরতা নরাঃ॥২১
ন দেবেষু ন বিপ্রেষু ন ধর্ম্মশ্রবণেষু চ।
স্তোত্রমন্ত্রাদিকে পুণ্যে যথা কার্য্যেষ্বনিশ্চয়াঃ॥
বহুরোগাধিরোষাশ্চ বহুরূপপরিচ্ছদাঃ।
নরজাতিষু দৈত্যানাং চিহ্নান্যেতানি ভূতলে॥
ন জানন্তি পরং লোকং ন গুরুং স্বং ন চাপরম্
গর্ভপূরণমিচ্ছন্তি নাতিথিং ন গুরূন্ দ্বিজান্॥২৪
ন দেবং ন সুতং গোত্রং ন মিত্রং ন চ বান্ধবম্
স্বপ্নে দানং ন জানন্তি ভক্ষণান্ন পরিচ্ছদম্॥২৫
গোপায়ন্তি ধনং যস্মাৎ তে যক্ষা নররূপিণঃ।
প্রাণান্তেঽপি ধনং কিঞ্চিৎ ন দিশন্তি চ রাজনি
তে যক্ষা দুর্গতিস্থাশ্চ পরার্থে ভারবাহকাঃ॥২৬
প্রেতানাং লক্ষণং বক্ষ্যে সর্ব্বলোকবিগর্হিতম্॥২৭
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ শৃণুষ্বৈকমনা মম।
মলপঙ্কধরা নিত্যং সত্যশৌচবিবর্জ্জিতাঃ॥ ২৮
দন্তকুন্তলবস্ত্রাণাং বপুষো মলসঞ্চয়াঃ।
গৃহপীঠাদিপাত্রাণাং সকৃচ্ছৌচং ন রোচতে॥ ২৯
ন পশ্যন্তি মুখং স্ত্রীণাং বিশন্তি কাননে ক্রতম্।
বিঘসোচ্ছিষ্টপূতীনাং ভক্ষণেঽভিরতা ভুবি।
অন্নপানঞ্চ শয়নমন্ধকারেষু রোচতে।
কদাচিৎ স্বস্থতা নাস্তি ক্বচিদ্বা শুচিতা তনৌ॥৩১
লক্ষণং নরলোকেষু প্রেতানামীদৃশং কিল।
হিতাহিতং ন জানন্তি মিত্রামিত্রং গুণাগুণম্॥৩২
পাপপুণ্যাদিকং স্থানং স্নানং দেবদ্বিজার্চ্চনম্।
অরিমিত্রমুদাসীনং ন বিন্দন্তি স্বভাবতঃ॥ ৩৩
মর্ত্ত্যস্থাঃ পশবস্তে চ জায়ন্তে বুদ্ধিসম্মতৈঃ।

তাহারা কীটযোনি প্রাপ্ত হয় অথবা তরু কিংবা পিপীলিকা হইয়া থাকে। দেবদ্বেষিগণেরই মন্ত্রে এবং বেদে অনুরক্তি থাকে না। যাহারা লোম ও কেশ প্রণেতা, ক্রব্যভোজনরত, কিংবা যাহারা সাহসসাধ্য রজস্তমোবহুল ব্রত, দান ও যজ্ঞাদি আচরণকারী, যাহারা মৎস্য-মাংসাদিপ্রিয়, যাহারা মিথ্যাবাক্যভাষী, যাহারা সদাকামী, সদা লোভী ও সদা ক্রোধ মদশালী, যাহারা বধ বন্ধন ও রতিব্যাপারে উৎকণ্ঠিত, যাহারা দ্যূত ও সঙ্গীতপ্রিয়, যাহারা কুভৃত্যযুক্ত, কুজনপ্রীত, পূতিগন্ধরত যাহা দেবতায় বিপ্রজনে, ধর্ম্মশ্রবণে,স্তোত্র ও মন্ত্রাদি পাঠে কিংবা পুণ্য কার্য্যে অনাসক্ত এবং যাহারা বহু রোগগ্রস্ত, অত্যন্ত ক্রোধী, বহুরূপী বা বহু পরিচ্ছদধারী, ভূতলে নরজাতি মধ্যে তাহারাই দৈত্য চিহ্নশালী। যাহারা পরম ধর্ম্ম বা পরলোক জানে না, গুরুকে, নিজেকে বা অপরকে চিনে না, কেবল গর্ভপূরণ কামনা করে; অতিথি, গুরু, দ্বিজ, দেব, পুত্র, গোত্র, মিত্র বা বান্ধবের আদর করে না, দান কি স্বপ্নেও তাহা জানে না, ভক্ষ্য, অন্ন, পরিচ্ছদ ও ধনই কেবল যাহাদের রক্ষণীয়, তাহারাই নররূপী যক্ষ। যাহারা প্রাণান্তে রাজাকেও কিঞ্চিৎ ধন দান করে না, তাহারাই পরার্থে ভারবাহক দুর্গতিস্থ যক্ষ। ১৫—২৬। এক্ষণে সর্ব্বলোকগর্হিত স্ত্রীপুরুষাশ্রিত প্রেতলক্ষণ বলিতেছি, একমনে আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। নিত্য যাহারা মলপঙ্কধর, সত্য-শৌচহীন, দন্ত, কুন্তল, বস্ত্র, বপু, গৃহ, পীঠ ও পাত্রাদি যাহাদের মলাক্ত; শৌচকার্য্য একবারও যাহাদের অনভিপ্রেত, যাহারা স্ত্রীর মুখ দর্শন করে না, নিরন্তর কাননে প্রবেশ করে,—যাহারা বিঘস, উচ্ছিষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণে নিরত, অন্নপান ও শয়ন যাহাদের অন্ধকারেই রুচিকর, সুস্থতা যাহাদের কোথাও নাই, এবং দেহে অশুচিতাও যাহাদের কোথাও নাই, তাহারাই প্রেত; নরলোকে উক্ত বিষয় সকলই প্রেতগণের লক্ষণ। যাহারা হিতাহিত অরিমিত্র বা গুণাগুণ জানে না, পাপ বা পুণ্যস্থান, স্নান,

বুদ্ধ্যা নানাস্বভাবাশ্চ ভ্রমন্তি চ মৃষা ভুবি ॥ ৩৪
যক্ষরূপা নরাস্তে চ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।
এষাং ভেদং প্রবক্ষ্যামি লক্ষণং ধরণীতলে ॥ ৩৫
বিজ্ঞাতা মর্ত্ত্যলোকেষু পাপৈস্তৈবানুরূপতঃ।
মলীমসভুবি প্রস্থং নাগরং ছদ্মরূপিণম্ ॥ ৩৬
বিষসাদিপ্রভোক্তারং কাকমাহুর্মনীষিণঃ।
অভক্ষ্যে নিরতঃ পাপঃ কুক্কুরঃ পূতিসংপ্রিয়ঃ ॥
প্রবৃত্তঃ সর্ব্বগুহ্যেষু ভক্ষ্যাভক্ষ্যে সজীবনঃ ॥ ৩৭
ভূম্যাং পশ্বাদিযোনীনাং কুলেষু প্রাপ্তসম্ভবাঃ।
শুনো বিগৃহ্য হস্তেনামেধ্যানাং ভক্ষণপ্রিয়াঃ ॥
বিশেষাৎ শূকরাণাঞ্চ তথা চরণযোধিনাম্।
পোষণে ভক্ষণে প্রীতাঃ পূতিগন্ধেঽপ্যসাধুষু ॥৩৯
পর্ব্বতে করণাদ্বহ্নেঃ কাষ্ঠসঞ্চয়সংগ্রহে।
বিজ্ঞেয়াস্তে সদা ম্লেচ্ছাঃ ক্ষত্রিয়াণাং ভয়াকুলাঃ
লোকানাং নষ্টধর্ম্মে চ সত্যশৌচবিবর্জ্জিতে।
কুলীনানাং তদা ম্লেচ্ছা ভবিষ্যন্তি চ দস্যবঃ ॥
তেষাং সংসর্গতোঽহন্তে চ সম্বন্ধাদন্নভোজনাৎ
মৈথুনাত্তস্য যোষাসু তদ্ভাবন্তু ব্রজন্তি তে ॥
তস্মিন্ কালে জনাঃ সর্ব্বে দুঃখরোগপ্রতাপিতাঃ
দুর্ভিক্ষায়পরা মূঢ়াঃ সদা রাজপ্রপীড়িতাঃ।
তত্রাসত্যে রতা মর্ত্ত্যাঃ সর্ব্বশৌচবিবর্জ্জিতাঃ ॥৪২
ন শ্রায়ন্তে জনৈরেব পুরাণাগমসংহিতাঃ।
মদ্যমাংসপ্রিয়াঃ পাপাঃ সর্ব্বভক্ষাঃ সুদারুণাঃ ॥
দারুণাচারনিরতা নিত্যং ছলপরায়ণাঃ।
ন পুচ্ছন্তি সুতাস্তাতং প্রসূবঞ্চ গুরূনপি ॥ ৪৪
ন শুশ্রূষন্তি বৈ ভৃত্যাঃ স্বামিনং গুণশালিনম্।
ভর্ত্তারং ন স্ত্রিয়ঃ কাশ্চচ্ছ্বশুরৌ চ স্বমাতরঃ ॥৪৭
নিত্যকষ্টা নরাস্তত্র কলহশ্চ গৃহে গৃহে।
নৃপা ম্লেচ্ছাঃ সুরাপাশ্চ তথা মন্ত্রিপুরোহিতাঃ ॥

দেবদ্বিজ অর্চ্চন, অরি মিত্র বা উদাসীন, এই সকল বিষয়ে স্বভাবতই যাহারা অনভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্‌গণ জানেন, তাহারাই মর্ত্ত্যবাসী পশু। বুদ্ধিপূর্ব্বক নানাস্বভাবে নিবিষ্ট হইয়া ভূতলে যাহারা বৃথা ভ্রমণ করে, তাহারা সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃত যক্ষরূপী নর। এক্ষণে ইহাদের ভেদ ও লক্ষণ বলিতেছি। ইহারা স্ব স্ব পাপের অনুরূপ জন্ম ভূতলে গ্রহণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মলিন ভূখণ্ডে বিচরণশীল, ছদ্মরূপী নাগরিক এবং যে ব্যক্তি বিষসাদি ভোজনকারী মনীষিগণ তাহাকে কাক বলিয়া থাকেন। অভক্ষ্যনিরত পূতিগন্ধপ্রিয় পাপিষ্ঠ নর কুক্কুর নামে অভিহিত। সেই কুক্কুর স্বভাবাপন্ন নরগণ সকল প্রকার গুপ্ত-ব্যাপারের অনুসন্ধানে থাকে আর ভক্ষ্যা-ভক্ষ্য বিষয়েও তাহাদিগের কিছুমাত্র বিচার থাকে না।২৭—৩৭। পাপের ফলে জনগণ ভূতলে পশ্বাদি যোনিতে এইভাবে জন্ম প্রাপ্ত হয়। যাহারা কুকুর হাতে করিয়া বেড়ায়, অশুচি পলাণ্ডু লশুনাদি ভক্ষণ করে, শূকর ও কুক্কুট প্রতিপালনে ও ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত, দুর্গন্ধি হেয় বা জঘন্য দ্রব্য ভক্ষণ তৎপর, অগ্নিপ্রজ্বালনার্থ পর্ব্বতে পর্ব্বতে কাষ্ঠ সংগ্রহ কার্য্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং সতত ক্ষত্রিয়দিগের ভয়ে ব্যাকুল, তাহারা ম্লেচ্ছ বলিয়া জ্ঞাতব্য। কালপ্রভাবে যখন জন-সমাজে ধর্ম্ম নষ্টপ্রায় হয় এবং কুলীনগণ যখন সত্যশৌচাদি পরিহার করেন, তখন সেই ম্লেচ্ছগণ দস্যুবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সমাজে বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দেয়। ক্রমে সেই ম্লেচ্ছদিগের সংসর্গে উহাদের সহিত কুটুম্বিতা, উহাদের অন্ন ভোজন ও উহা-দিগের রমণীতে সঙ্গমাদির ফলে কুলীনাদি হিন্দুসমাজও ম্লেচ্ছভাব প্রাপ্ত হয়। জনগণ তখন রোগ শোক দুর্ভিক্ষ রাজপীড়াদিতে উপদ্রুত হইয়া অসত্য ভাষণ ও শৌচ কার্য্য পরিহার করে।৩৮—৪৪। সকলেই মদ্য-মাংস প্রিয়, পাপাচার, সর্ব্বভুক্ দারুণাচার প্রসক্ত ও সতত ছলপরায়ণ হয়, কুত্রাপি কেহ পুরাণ আগম সংহিতাদি পাঠ বা শ্রবণ করে না। পিতা মাতা বা গুরুগণকেও কেহ প্রতিপালন করিতে চাহে না। ভৃত্যগণ প্রভুকে কিংবা পত্নীগণ গুণবান্ পতিকেও যথোচিত পরি-চর্য্যা করে না। এমন কি নারীগণ তখন শ্বশ্রূ শ্বশুর বা নিজ পিতামাতারও পরিচর্য্যা

মনুষ্যৈশ্চ বলিস্তেষাং মৎস্যৈর্মাংসৈর্নিরামিষৈঃ
পাষণ্ডায়াসযোগেভ্যঃ প্রধানাগুণবার্ত্তয়োঃ ॥
ধনিকৈঃ কোকিলৈর্মূর্খৈর্ব্যাপ্তংতৈস্ত মহীতলম্
ততোহন্যোন্যং প্রিয়া মূঢ়া বনে বা নগরেষু চ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যং সমশ্নন্তি মৎস্যমাংসাদিকং নরাঃ
বনে দ্বিজাতয়শ্চান্যে ভুঞ্জতে নষ্টপাপকম্।
ভক্তিমন্তং পশুং চাদ্যৎ সর্ব্বে যাস্ত্যপুনর্ভবম্ ॥
পাতয়ন্তি পিতৄন্ পাপাঃ সর্ব্বে তে পূর্ব্বদেবকাঃ
পিশাচা রাক্ষসা যক্ষা মর্ত্ত্যকা গুহ্যকা ধ্রুবম্ ॥ ৫২
এতে চাবিনয়প্রীতা ন দেবা ন চ মানুষাঃ ॥৫৩

সঞ্জয় উবাচ।

কথঞ্চ মর্ত্ত্যভাবেষু লক্ষং জানন্তি তাত্ত্বিকাঃ।
এতং মে সংশয়ং নাথ দূরীকুরু ততস্ততঃ ॥ ৫৪

ব্যাস উবাচ।

কৃতপাপানুরূপাশ্চ দ্বিজাতিষ্বন্যজাতিষু।
অসুরা রাক্ষসাঃ প্রেতাঃ স্বভাবং ন ত্যজন্তি তে
জাতা যে চাসুরা মর্ত্ত্যে সদা তে কলহোৎসুকাঃ
কুহকাঃ কচ্চরাঃ ক্রূরাঃ বিজ্ঞেয়া রাক্ষসা ভুবি।
জনোদ্বেগকরং দানং তথা দেবার্চ্চনং ভুবি।
উগ্রভাবাদ্ধনং লব্ধা রাজ্যং ভুঞ্জন্তি শাশ্বতম্।
জয়ং শৌর্য্যাদিকং পুণ্যং পুনশ্চাপিক্ষয়ং ব্রজেৎ
এবমুর্ব্ব্যাং তথানাকে নাগলোকে যমালয়ে।
উগ্রেণ তপসা কশ্চিৎ সুরত্বং লভতে দিবি ॥৫৮
বাসুদেবং সমারাধ্য প্রহ্লাদঃ সুরপূজিতঃ।
হরং তথান্ধকোদৈত্যঃস্তত্বা তৎসভ্যকোঽভবৎ
তস্যৈব গণমুখ্যত্বং লেভে ভৃঙ্গী মহাবলঃ ॥ ৬০
এতে চান্যে চ বহবো বলিবিপ্রো ভবিষ্যতি।

করে না। নরগণ সকলেই নিয়ত ক্লেশ-ভাজন হয়, আর প্রতিগৃহেই কলহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। রাজগণ ম্লেচ্ছ ও মন্ত্রি-পুরোহিতগন সুরাপায়ী; আর তাহাদিগের পূজোপহার—মনুষ্য, মৎস্য, মাংস এবং বিবিধ নিরামিষ দ্রব্য। প্রযত্নসাধ্য যাগাদি কর্ম্মকাণ্ডে পাষণ্ডবৎ অবিশ্বাসী, কিন্তু কলা-বিদ্যায় ও বার্ত্তা শাস্ত্রেই সকলে পারদর্শী হয়। ধনী ও চাটুকার মূর্খদলেই তখন মহীমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং বনেই কি আর ভব-নেই কি, পরস্পর প্রীতিনিবন্ধন ভক্ষাভক্ষ্য-বিচার পরিহারপূর্ব্বক যথেচ্ছবাস করিতে থাকে। এখন কিন্তু অরণ্যে এমন অনেক দ্বিজাতি আছেন, যাঁহারা খাদ্যাদি সম্পর্কে কোন প্রকার পাপ [সংস্পৃষ্ট নহেন; তাঁহারা ভক্তিসহকারে দেবতা উদ্দেশে পশুবধ করিয়া সেই মহাপ্রসাদ ভক্ষণে পুনর্জ্জন্মের দায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন; কিন্তু অসুর পিশাচ রাক্ষস যক্ষ কিন্নর গুহ্যকাদি উপ-দেবতারা মদ্য মাংসাদি রাজস উপচারে প্রীত হইলেও পাপহেতুক বলিয়া উহারা পিতৃগণের অধঃপাতের কারণ হইয়া থাকে। উহারা ঔদ্ধত্যযুক্ত রাজস উপহারেই প্রীত হয়; কিন্তু দেবতারা বা মনুষ্যেরা রাজস উপচারে প্রীত হন না। সঞ্জয় কহিলেন,—তত্ত্ববিদ্‌গণ কিরূপে মর্ত্ত্যভাব লক্ষণ বিদিত হন, হে নাথ! আমার এই সংশয়; অপনীত করুন। ব্যাস কহিলেন,—অনুষ্ঠিত পাপের তারতম্য অনুসারে এই মর্ত্ত্যলোকে দ্বিজ-বংশে বা অন্য বংশে যে সকল অসুর রাক্ষস প্রেতাদি জন্মগ্রহণ করে, তাহারা কদাচ স্ব স্ব স্বভাব পরিত্যাগ করে না। ৪৫—৫৫। যে সকল অসুর ইহলোকে জন্মে তাহারা সতত কলহপ্রিয় হয়, আর রাক্ষসগণ কদাচারপর কুহকরত ও ক্রূর হইয়া থাকে। উহারা যে দান ও দেবার্চ্চনাদি করে, তাহা জন সমাজের উদ্বেগজনকই হয়। যদিও উহারা উগ্রভাবে ধর্ম্মসাধন করিয়া সুদীর্ঘকাল ধন, রাজ্য ভোগ, জয় ও শৌর্য্যাদি লাভ করে, কিন্তু সেই সাধন পুণ্য ক্ষয় পাইলে সে সকল বিভূতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভূতলে পাতালে যমলোকে বা সুরলোকে এই প্রকার অনেকেই উগ্র তপস্যার ফলে দেবত্ব লাভ করিয়া দেবলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। প্রহ্লাদ বাসুদেবের আরাধনা করিয়া সুরগণেরও পূজিত হইয়াছেন। মহাবল অন্ধক দৈত্য শঙ্করের স্তুতি করিয়া তদীয়

গচ্ছন্তি সদ্গতিং তাত ইহামুত্র চ সর্ব্বদা ॥ ৬১
কেচিদ্দৈত্যকুলে জাতাঃ পৃথিব্যাং সুরসত্তমাঃ।
ভাবয়ন্তি পিতৃন্ সর্ব্বান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
একেনাপি সুপুত্রেণ কুলত্রাণঞ্চ ধীমতা।
একোঽপি বৈষ্ণবঃ পুত্রঃ কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ
জিতেন্দ্রিয়োঽপি ধর্ম্মাত্মা দ্বিজদেবার্চ্চনে রতঃ
ক্ষয়ে ধর্ম্মে কলৌ শেষে পুরে জনপদেষু চ।
একো রক্ষতি ধর্ম্মাত্মা পুরে গ্রামং জনং কুলম্॥
বিপ্রাত্তমেত্বরঞ্চাসীদ্ব্রাহ্মণানাং পুরং মহৎ ॥ ৬৫
তত্র সর্ব্বে দ্বিজাঃ শশ্বৎ সন্ধ্যোপাসনতৎপরাঃ।
বেদপাঠরতা ধীরা দেবোধতিথিদ্বিজার্চ্চকাঃ॥
যজ্ঞব্রতাগ্নিকর্ম্মাণঃ ষট্‌কর্ম্মপরিনিশ্চয়াঃ।
অতিকৃচ্ছ্রে চ তেষাং বৈ ন পাপে বর্ত্ততে মনঃ

সভাপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি তদীয় গণমুখ্যতা লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা এবং আরও অনেকে উক্ত প্রকার তপস্যার ফলে ইহপরকালে সদ্গতি লাভ করিয়াছেন এবং করিবেন। হে তাত! এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বলি দৈত্য তপস্যার ফলেই ভবিষ্যকালে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন।৫৬—৬১। আবার কোন কোন সুরবর ভূতলে দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃলোকের প্রীতিবিধান করে; এরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। একটীমাত্র বুদ্ধিমান্ সুপুত্র দ্বারাও কুল রক্ষিত হয়। একটীমাত্র পুত্রও যদি জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা দ্বিজদেবার্চ্চণরত বৈষ্ণব হয়, তবে কুলকোটীর উদ্ধার করিতে পারে। কলির শেষে পুর জনপদাদি স্থানে ধর্ম্ম ক্ষীণপ্রায় হইয়া পড়িলে একজন ধার্ম্মিকই সেই ক্ষীণপুর জনপদাদির রক্ষণে সম্যক্ সমর্থ হয়। পূর্ব্বে বিপ্রজনপূর্ণ ব্রাহ্মণপুর নামে এক বিশাল নগরে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা নিত্য সন্ধ্যোপাসনা, বেদপাঠ, দেবাতিথিপরিচর্য্যা, যজ্ঞ ব্রতাদির অনুষ্ঠান, হোম, ষট্‌কর্ম্মাদি কর্ম্মকাণ্ডে সমাসক্ত ও পারদর্শী ছিলেন। অতি ক্লেশ উপস্থিত হইলেও সেই ধীর বিপ্রগণের মন কোনরূপ পাপকার্য্যে আসক্ত হইত না।

কুর্ব্বন্তি সততং বীরা ব্রতং যজ্ঞং সনাতনম্।
কদাচিদ্দৈবযোগাচ্চ গৃহস্থশ্চ স কোবিদঃ॥৬৮
বহ্নৌ জুহোতি বিপ্রর্ষির্হাজ্যং মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ
তস্মিন্ কালে চ তস্যৈব মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্॥
তৎ প্রোজ্ঝিতুং গতঃ সোঽপি রক্ষার্থং স্থাপ্য চেটিকাম্।
তস্যাস্ত্বনবধানেন শুনা চাজ্যঞ্চ ভক্ষিতম্ ॥ ৭০
ভিয়া তয়া ততঃ পাত্রং স্বীয়মূত্রেণ সম্ভৃতম্।
অসংলক্ষ্যাজুহোদগ্নৌ স বিপ্রস্ত্বরয়া ততঃ॥৭১
আশ্চর্য্যঞ্চ ততো বহ্নৌ লক্ষিতং তেন তৎক্ষণাৎ।
কূটং হেমময়ং সাক্ষাৎ স্বর্ণং জাম্বূনদপ্রভম্॥ ৭২
গৃহীত্বা তন্মুদা বিপ্রঃ পাপযোগং চকার হ।
পপ্রচ্ছ বিস্ময়াদ্দাসীং কথমেতদ্বদ প্রিয়ে॥৭৩

তাঁহারা সর্ব্বদা বীরের ন্যায় অক্লান্তভাবে বেদবিহিত ব্রত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানেই রত থাকিতেন। একদা তত্রত্য কোনও পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গৃহে বসিয়াই বহ্নিতে হোম করিতেছিলেন; সহসা তাঁহার মূত্রকৃচ্ছ্রের পীড়া উপস্থিত হইল; তিনি হোমার্থ অভিমন্ত্রিত ঘৃত দ্বারা আহুতি না দিয়াই পরিচারিকাকে তত্রত্য দ্রব্যাদি রক্ষার ভার দিয়া প্রস্রাব ত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে গমন করিলেন। পরে সেই পরিচারিকার অনাবধানতা নিবন্ধন সহসা একটা কুকুর আসিয়া সেই ঘৃত খাইয়া ফেলিল, তাহা দেখিয়া পরিচারিকা প্রভুর ভয়ে পড়িয়া বঞ্চনা করিবার জন্য ঘৃতপাত্রটী প্রস্রাব করিয়া তদ্দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিল। ব্রাহ্মণ আসিয়া ত্বরাবশতঃ এ ব্যাপার লক্ষ্য না করিয়াই তদ্দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন; পরন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সেই যজ্ঞাগ্নি মধ্যে আশ্চর্য্য দেখিতে পাইলেন যে, সাক্ষাৎ জাম্বূনদ সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল স্বর্ণের একটী ডেলা জমিয়াছে। ৬২—৭২। ব্রাহ্মণ তখন সেই স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া স্বীয় কালুষ্য জন্মাইলেন; তিনি বিস্মিতমনে দাসীকে জিজ্ঞাসা

মূদা তত্র যথারব্ধং কথিতস্তু তয়া দ্বিজে।
ততো নিত্যং যথাকালং তচ্চ তস্য প্রবর্ত্ততে॥
সমৃদ্ধিরক্রুতা গেহে লোকবিস্ময়কারিণী।
ততঃ পরম্পরাচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বৈরেব চ তৎপুরে।
কৃতং কর্ম্ম দুরাচারং শ্রুত্বা লোভাদসাধুভিঃ॥৭৫
গুরুলোভাচ্চ সুমহৎ স্বান্তে পঙ্কং বিশত্যপি।
পঙ্কাদেবাভবন্মোহো মতিভ্রংশোঽভবত্ততঃ॥
অথ কিঞ্চিৎকুটেন দগ্ধমেব পুরঞ্চ তৎ॥৭৭
স্ত্রিয়ো দুষ্টা জনা দুষ্টাঃ সর্ব্বে পাপবলাত্তদা।
বৃদ্ধো জ্ঞাতা দ্বিজস্তত্র তৎকার্য্যে ন মতিং দধৌ
তস্য ভার্য্যা তদা সাধ্বী পুরুদুঃখেন সংযুতা।
ভর্ত্তারং কৃচ্ছ্রসন্তপ্তা পুরকার্য্যং জগাদ সা॥৭৯

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।
কষ্টং মে বর্ত্ততে নাথ দৃষ্ট্বা ত্বাং দুঃখসংযুতম্।
গ্রামাচারমিমং যদ্বাপ্যপরং কর্ত্তুমর্হসি॥৮০
ততস্তত্র স দোষজ্ঞঃ স্মিত্বা বচনমব্রবীৎ।
যস্তু জীবতি পাপেন ত্যক্তা ধর্ম্মং পরং হিতম্
সবৈধেয়ো মহাভাগে প্রগচ্ছত্যপুনর্ভবম্।
এতে বিপ্রা দুরাচারাঃ সদারাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥৮২
অতিপাতকযোগাচ্চ মহাপাতকসম্মতাঃ।
সহ পাপেন মহতা প্রযাস্যন্তি রসাতলম্॥৮৩
অন্তে পুনর্ভবং প্রাপ্যাপরাধান্তো ন বিদ্যতে।
অহমেকোঽত্র তিষ্ঠামি স্বপুণ্যপরিরক্ষণাৎ॥৮৪
ততঃ সা তমুবাচেদং লোকহাস্যবচস্তব।
বক্তুমর্হসি নশ্চাগ্রে ন পুরোঽন্যস্য কস্যচিৎ॥৮৫

দ্বিজ উবাচ।
যদি যাস্যামি চাত্যত্র ইতোঽহং তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে

করিলেন—প্রিয়ে! এ ঘটনা কি প্রকারে ঘটিল? পরিচারিকা তখন প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া কহিল। সেই হইতে প্রতিদিন হোমের সময়ে সেই প্রকার মূত্র দ্বারা হোম কার্য্য চলিতে লাগিল। ফলে অল্পকালেই তাঁহার লোকবিস্ময়কারিণী অতুলা সমৃদ্ধি লাভ হইল। ক্রমে অপরাপর ব্রাহ্মণগণও পরস্পর এ ঘটনা জানিতে পারিয়া সকলেই লোভবশে সাধুতা পরিহারপূর্ব্বক সেই দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইল। তাহারা সেই গুরুতর ধনলোভে পড়িয়া নিজ নিজ অন্তরে পাপপঙ্ক লেপন করিতে লাগিল। দেখ, পাপদ্রব্যের স্পর্শ মাত্র ফলেই এতাদৃশ মহান্ অনর্থের হেতুভূত মোহ ঘটিল এবং তাহারই জন্য শেষে এবংবিধ মতিভ্রংশ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণবর্গের পাপপুঞ্জের ফলে ক্রমে সেই নগর দগ্ধ প্রায় হইয়া গেল। পাতক প্রভাবে রমণীগণ দুঃশীলা ও পুরুষেরাও বহুদোষে সমাক্রান্ত হইল। সেখানে একজন বৃদ্ধ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি কিন্তু সেই পাপকার্য্যে লিপ্ত হন নাই; তাঁহার সাধ্বী পত্নী অতীব দুঃখিনী; তিনি একদা নিতান্ত ক্লেশে সন্তপ্তা হইয়া ব্রাহ্মণকে পৌরবর্গের সেই পাপ-হোম ব্যাপার নিবেদন করিবেন। ৭৩—৭৯।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! আপনার এ প্রকার দুঃখসংযোগ দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। ইহার নিবারণার্থে আপনি এই গ্রামের আচার অথবা অপর কোনও উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হয়। পত্নীর এই কথা শুনিয়া সেই দোষজ্ঞ ব্রাহ্মণ হাস্য সহকারে কহিলেন,—অয়ি মহাভাগে! যে ব্যক্তি পরম হিতকর ধর্ম্মপথ পরিহার করিয়া পাপ উপায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, সেই মূর্খ চিরকালের জন্যই নরকে যায়। এই দুরাচার বিপ্রগণ পাতকবাহুল্যে মহাপাতকীর ন্যায় হইয়াছে; ইহারা স্ত্রী-পুত্র পরিবারসহ বিপুল পাতকের ফলে রসাতলগামী হইবে। তারপর জন্মান্তর লাভ করিয়াও অবশিষ্ট পাতক ভোগ করিবে। সে জন্মেও তাহাদিগের অপরাধের অন্ত হইবে না। আমি কিন্তু এখানে একাকীই বাস করিব; আমার পুণ্যই এই নগরের সহিত আমাকে রক্ষা করিতেছে। দ্বিজ পত্নী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আপনার কথা লোকসমাজের হাস্যকর; এমন কথা আমাদিগের সমক্ষে বলিতে পারেন বটে, কিন্তু আর কাহারও সমক্ষে

সবিত্তৈঃ স্বজনৈরেব পুরী যাস্যত্যধোগতিম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রীতঃ সংগৃহ্য চ ধনং স্বকম্ ।
ক্ষিপ্রং স চ তয়া সার্দ্ধং যযৌ সীমান্তরং দ্বিজঃ ॥
দ্বিবাপশ্যৎ পুরী তাবৎ স্থিরা তিষ্ঠতি পূর্ব্ববৎ
সাচাহ তং পতিং সাধ্বী পুরী চেয়ং ন নশ্যতি
বিমৃশ্য তামুবাচেদং বিপ্রবর্য্যঃ সুবিস্মিতঃ ।
কিং নু তিষ্ঠতি তত্রৈব দ্রব্যমস্মদ্গৃহাদ্বহিঃ ॥ ৮৯
বিচার্য্য সা ধনং প্রাহ ময়া ভ্রান্ত্যা উপানহৌ ।
নানীতে তিষ্ঠতস্তত্র ধারয়িষ্যামি কিং নু বৈ ॥
এবমুক্ত্বা পতিং সাধ্বী গৃহীত্বা তে উপাগতা ।
পত্যুরভ্যাসতো দৃষ্টং পুরং নির্ব্যথনং গতম্ ॥
ততো বিপ্রাদয়ো বর্ণাঃ কচ্চরাঃ পুরবাসিনঃ ।
তিষ্ঠন্তি নরকে ঘোরে দুঃখিতাশ্চাপুনর্ভবে ॥ ৯২
কৃচ্ছ্রাদ্ যমপুরং যান্তি নাস্তি তেষাঞ্চ নিষ্কৃতিঃ ।
পূতিগন্ধং ততোঽমেধ্যং বর্জ্জনীয়ং প্রকীর্ত্তিতম্

এমন কথা বলা যায় না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! আমি যদি এখান হইতে অন্যত্র যাই, তবে ধন জন সহ এই নগরীর অবিলম্বেই অধঃপাত ঘটিবে। এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ প্রীতচিত্তেই স্বীয় ধন সংগ্রহ করিয়া পত্নীর সহিত অবিলম্বে নগর সীমা অতিক্রম করিলেন। সাধ্বী বিপ্রপত্নী কিয়ৎকাল পরে দেখিলেন; নগরী পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। তখন দ্বিজকে কহিলেন,—কৈ পুরীতো নষ্ট হইতেছে না! বিপ্রবর একটু ভাবিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন—প্রিয়ে! আমার গৃহের বহির্ভাগে কোনও দ্রব্য ফেলিয়া আসিয়াছ কি? বিপ্রপত্নী স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি ভ্রমক্রমে পাদুকাযুগল আনি নাই; নচেৎ আর কি ফেলিয়া আসিব? এই বলিয়া তিনি যাইয়া পাদুকাদ্বয় লইয়া আসিলেন। তার পর তিনি পতি সন্নিধানে থাকিয়াই দেখিলেন—সেই নগরীর ক্রমে অধোগতি ঘটিতে লাগিল! তত্রত্য বিপ্রাদিবর্গ সেই দারুণ কদাচারের ফলে ক্রমশঃ এমন নরকযাতনায় পতিত হইল যে, আর পরিত্রাণের আশা রহিল না। মহাক্লেশে অবশেষে যমভবনে গমন করিতে

পূর্ব্ববদ্ভক্ষণে প্রীতো যদা পাপং করোতি চ।
স্তেয়শীলো নিশাচারী বুধৈর্জ্ঞেয়ঃ সবঞ্চকঃ ॥৯৪
অবুধঃ সর্ব্বকার্য্যেষু অজ্ঞাতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
সময়াচারহীনশ্চ পশুরেব স বালিশঃ ॥ ৯৫
এবমুষ্ট্রাদয়ঃ সন্তি ভক্ষ্যাদনকুলাদয়ঃ।
হিংস্রো জ্ঞাতিজনোদ্বেগরতো যুদ্ধে চ কাতরঃ
বিঘসাদিপ্রিয়ো নিত্যং নরঃ শ্বা কীর্ত্তিতো বুধৈঃ
চৌর্য্যকর্ম্মরতো নিত্যং বহুমিত্রং প্রবঞ্চকঃ।
মিথুনে কলহে নিত্যং মৎস্যশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
প্রকৃত্যা চপলো নিত্যং সদা ভোজনচঞ্চলঃ।
প্লবগঃ কাননপ্রীতো নরঃ শাখামৃগো ভুবি ॥ ৯৮
সূচকো ভাষয়া বুধ্যা স্বজনেঽন্যজনেষু চ।
উদ্বেগজনকত্বাচ্চ স পুমানুরগঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৯
বলবান্ ক্রান্তশীলশ্চ সততং চানপত্রপঃ।
পূতিমাংসপ্রিয়ো ভোগী নৃসিংহঃ সমুদাহৃতঃ ॥

লাগিল, এই জন্যই পূতিগন্ধ দ্রব্য অমেধ্য ও বর্জ্জনীয় বলিয়া নিরূপিত। ৮০—৯৩। যাহারা পূর্ব্ববৎ অভক্ষ্যভক্ষণে রত, স্তেয়কারী, নিশাবিহারী ও পাপাচারী, তাহারা জন্মান্তরে শৃগাল ছিল; ধীমান্‌গণ ইহা অবধারণ করিবেন। যে ব্যক্তি সকল কার্য্যেই নির্ব্বোধবৎ অসমর্থ, এবং সাধু সমাজের পালনীয় আচার জানে না; তাহাকে জন্মান্তরীণ গো বলিয়া জানিবে। স্বভাব ও খাদ্যাদির তারতম্য বিচারে এই প্রকারে উষ্ট্রাদি ও নকুলাদি প্রাণীকে চিনিয়া লইতে হয়। হিংস্র, জ্ঞাতিবর্গের উদ্বেগকারী, যুদ্ধকাতর ও উচ্ছিষ্টপ্রিয় হইলে তাহাকে পণ্ডিতগণ কুক্কুর বলিয়া নিরূপণ করেন। নিয়ত, চৌর্য্যনিরত, বহু মিত্রশালী, অতীব বঞ্চক, স্ত্রী-পুরুষে সতত কলহপরায়ণ, জনগণকে মৎস্য বলিয়া জানিবে। স্বভাবতঃ চপল, ভোজনলোলুপ, কাননপ্রিয় ও লম্ফনগামী জনগণকে শাখামৃগ বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি ভাষা ও বুদ্ধি দ্বারা আত্ম পর সকলেরই নিয়ত উদ্বেগজনক, তাহাকে উরগ বলিয়া জানিবে। বলবান্, বিক্রমশালী, নিয়ত নির্লজ্জ, ভোগাসক্ত ও

তৎস্বনাদেব সীদন্তি ভীতা অন্তে বৃকাদয়ঃ ॥
দ্বিরদাদি নরা যে চ জ্ঞায়ন্তে দূরদর্শিনঃ।
এবমাদিক্রমেণৈব বিজ্ঞানীয়ুর্নরেষু চ ॥ ১০২
সুরাণাং লক্ষণং ক্রমো নররূপং ব্যবস্থিতম্।
দ্বিজদেবাতিথীনাঞ্চ গুরুসাধুতপস্বিনাম্ ॥ ১০৩
পূজাতপোরতো নিত্যং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নীতিবৃ।
ক্ষমাশীলো জিতক্রোধঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
দয়ালুর্দয়িতো লোকে রূপবান্মধুরস্বরঃ।
বাগীশঃ সর্ব্বকার্য্যেষু গুণী দক্ষো মহাবলঃ ॥১০৫
স্বাক্ষরশ্চাপি বিদ্বাংশ্চ গীতনৃত্যার্থতত্ত্ববিৎ।
আত্মবিদ্যাদিকার্য্যেষু সর্ব্বভন্ত্রী স্বরেষু চ ॥ ১০৬
হবিষ্যেষু চ সর্ব্বেষু গব্যেষু চ নিরামিষে।
সদ্‌যোগাস্বাদদ্রব্যে চ প্রত্যগ্রে চাতিশোভনে ॥
গন্ধমাল্যেষু বস্ত্রেষু শাস্ত্রেষ্বাভরণেষু চ।
সম্প্রীতশ্চাতিথৌ দানে পার্ব্বণাদিষু কর্ম্মসু ॥
স্নানদানাদিভিঃ কার্য্যৈ ব্রতৈর্যজ্ঞৈঃ সুরার্চ্চনৈঃ
কালো গচ্ছতি পাঠৈশ্চ ন ক্লীবং বাসরং ভবেৎ
অয়মেব মনুষ্যাণাং সদাচারো নিরন্তরম্।
দেববন্মানবাচারো গীয়তে মুনিসত্তমৈঃ ॥ ১১০
কিন্তু সত্ত্বাধিকো দেবো মনুষ্যো ভীত এব চ
গম্ভীরঃ সর্ব্বদা দেবঃ সদৈব মানবো মৃদুঃ ॥ ১১১
দ্বয়োস্তত্যা চ সম্প্রীতির্ন দৈত্যাদৌ ভবেৎ দ্বিজ
প্রীতিভাবং পরং সৌখ্যং সৌহৃদং সুকৃতং শুভম্ ॥ ১১২
দৈবমানুষয়োরেব দৈত্যরাক্ষসয়োস্তথা।
প্রেতাদীনাঞ্চ প্রেতেষু পশৌ প্রীতিঃ পশোরপি
কাকাদয়ঃ স্বজাতৌ চ তথান্যে চ স্বজাতিষু।
প্রীতা ভবন্তি চাপ্রীতা বিদ্যাত্তেষাঞ্চ লক্ষণম্।
এবং পুণ্যবিশেষেণ সবিশেষাসু জাতিষু।

পূতিমাংস প্রিয় ব্যক্তিকে নরসমাজে সিংহ বলিয়া জানিবে; ইহার গভীর শব্দে বৃকাদি অপরাপর প্রাণিগণ অবসাদ প্রাপ্ত হয়। নরসমাজে মাতঙ্গাদি পশুবর্গকেও জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার লক্ষণাবলী দ্বারাই সুধীগণ তাহাদিগকে তত্তৎপ্রকারে অবধারণ করিতে পারেন। ৯৪—১০২। এক্ষণে নরাকারে অবস্থিত সুরগণের লক্ষণ বলিতেছি। যাহারা দ্বিজ দেবতা অতিথি গুরু সাধু তপস্বী প্রভৃতির অর্চ্চনায় উৎসুক, তপস্যাপ্রিয়, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, নীতিমান্, ক্ষমাবান্ ক্রোধজয়ী, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, দয়ালু, লোকপ্রিয়, রূপবান্, মধুরভাষী, বক্তা, সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ, গুণবান্, বলবান্, সদক্ষরলেখক, বিদ্বান্, নৃত্য, গীতাভিজ্ঞ, আত্মবিদ্যাবিশারদ, কামশাস্ত্রে ও স্বরশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, হবিষ্য গব্য নিরামিষ এবং বৈধ সংযোগ জন্য সাদাস্বাদযুক্ত দ্রব্য ভোজনে অনুরাগী, অভিনব সুন্দর গন্ধমাল্য বসনাদি ধারণে প্রীতিমান্, নূতন শাস্ত্র বা ভূষণাদি লাভে সুখী, অতিথি পরিচর্য্যা দান পার্ব্বণাদি কার্য্যে উৎসাহবান্ ও যাহারা স্নান দান ব্রত যজ্ঞ দেবার্চ্চনা বেদপাঠাদি সৎকার্য্য দ্বারাই কালাতিপাত করিতে ভালবাসে, সৎকার্য্য ব্যতীত একটী দিনও বৃথা অতিবাহিত করে না, তাহারাই দেবতা বলিয়া জ্ঞাতব্য। এই দেববৎ আচারই মানবগণের প্রতিপালনীয় সদাচার মুনিসত্তমগণ এই কথা কহিয়াছেন। ১০৩—১১০। কিন্তু দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে, দেবতা সত্ত্বগুণাধিক অর্থাৎ নির্ভীক আর মনুষ্য তমোবহুল অর্থাৎ ভীরু; দেবতা সর্ব্বদা গম্ভীর আর মনুষ্য নিয়তই চঞ্চল। দেবতা ও মানুষ ইহারা উভয়েই স্তুতি দ্বারা সন্তোষ লাভ করে এবং ইহাদিগের পরস্পরে প্রীতিবন্ধন হয়; কিন্তু দৈত্যাদির সহিত সদ্ভাব স্থাপিত হয় না। দেবতায় ও মানুষে পরস্পর প্রীতিভাব, বন্ধুতা, সৌহার্দ্দ বা শুভ সদ্ব্যবহারাদি ঘটিয়া থাকে আর অসুরে ও রাক্ষসেও পরস্পর এই সমস্ত ভাব সংস্থাপিত হয়। এইরূপ প্রেতাদির প্রেতাদিতে এবং পশুদিগের পশুতেই বন্ধুতাদি ঘটে। কাকাদি পক্ষী বা অন্যান্য প্রাণীরাও স্বজাতিতে প্রীতি লাভ করে এবং তদ্বিপরীতে অপ্রীতি পোষণ করিয়া থাকে। লক্ষণ দেখিয়া সে সমস্ত জানিবে। পুণ্যগত তারতম্য নিবন্ধন এই

প্রিয়াপ্রিয়ং বিজ্ঞানীয়াৎ পুণ্যাপুণ্যং গুণাগুণম্
দম্পত্যোর্ন সুখং কিঞ্চিজ্জাতিভেদাম্নৃণাং ভুবি
স্বজাতিষু ভবেৎ প্রীতির্মুক্তৌ বা নিরয়েঽপি বা
অতিপুণ্যাদভেদায়ুঃ শোভনাঃ পুণ্যকারিণঃ।
পাপাত্মানো লভন্তেঽস্তং যে চ দৈত্যাদয়ো নরাঃ
কৃতে জাতাঃ সুরা ভূমৌ ন দৈত্যাশ্চান্যজাতয়ঃ
ত্রেতায়ামেকপাদঞ্চ দ্বিপদং দ্বাপরে যুগে।
সন্ধ্যায়াঞ্চ কলেরেব সর্ব্বপাদঞ্চ সঙ্কুলম্ ॥ ১১৮
দেবাদীনাং ভবেজ্জাতং ভারতং যৎপ্রবর্ত্তিতম্
যে তে দুর্য্যোধনস্যৈব যোধাঃ সৈন্যাদয়স্তথা।
তে চ দৈত্যাদয়ঃ সর্ব্বে যে চ কর্ণাদয়ো ভুবি ॥
গাঙ্গেয়ো বসুমুখ্যশ্চ দ্রোণো দেবমুনিঃ প্রভুঃ।
অশ্বত্থামা হরঃ সাক্ষাদ্ধরির্নন্দকুলোদ্ভবঃ ॥ ১২১
পঞ্চেন্দ্রাঃ পাণ্ডবা জাতা বিদুরো ধর্ম্ম এব চ।
গান্ধারী দ্রৌপদী কুন্তী চৈতা দেব্যো ধরাতলে
দেবদৈত্যাঃ কলের্মধ্যে দৈত্যাঃ শেষে চ
মানবাঃ।
উৎপদ্যন্তে সদা প্রেতাঃ ক্রব্যাদাঃ পশুপক্ষিণঃ
তেষাঞ্চ কুলটা দাসী নিত্যকষ্টা যবীয়সী।
নিত্যং দ্বন্দ্বেষু সম্প্রীত্যা তেষামাচারভাষিণী ॥
কিল্বিষেষু চ সর্ব্বেষু কলহেঽন্যায়কর্ম্মণি।
রতা দৈত্যাদয়ো যে তে সর্ব্বে নিরয়গামিনঃ ॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
দৈত্যাদীনাং মৃষাভাবাৎ সুরত্বং ন সুরালয়ম্।
কথং ভোগ্যং কথং সৌখ্যমারোগ্যং বলসঞ্চয়ম্
রাজ্যমায়ুস্তথা কীর্ত্তিরভীষ্টং দয়িতং বলম্।
নীতিবিদ্যাদিকং ভাব্যং জন্মবৃদ্ধং সনাতনম্ ॥
দানাধ্যয়নকর্ম্মাণি যজ্ঞাদি চ কথং প্রভো।
এতদাপ্তায় শিষ্যায় মহ্যং ভো বক্তুমর্হসি ॥ ১২৮

প্রকার বিশেষ বিশেষ জাতিতে জন্ম হয়; তাহাদিগের, প্রিয়াপ্রিয়াদি বিচার করিয়া পুণ্যাপুণ্য গুণাগুণাদি নির্ণয় করিবে। দম্পতির জাতিভেদ নিবন্ধন ভূতলে কিছুমাত্র সুখ থাকে না। সালোক্যাদি মুক্তিতেই কি, আর নরকেই কি,—স্বজাতি সংযোগেই প্রীতিলাভ হয়, অন্যথা নহে। পুণ্যকারিগণ পুণ্যাতিশয্যে সুখানুবিদ্ধ দীর্ঘ আয়ু লাভ করে, পাপাত্মা মানব ও মানবগণ অল্পায়ু হইয়া থাকে। সত্যযুগে ভূতলে কেবল সুরগণই জন্মিয়া থাকেন, দৈত্যাদি অপর জাতিই জন্মে না? ত্রেতাযুগে চতুর্থাংশ ও দ্বাপরে অর্দ্ধাংশ পরিমাণ দানবাদির জন্ম হয়। কিন্তু কলির সন্ধ্যাকালে আর এ নিয়ম প্রতিপালিত হয় না; তখন দেবতারাও যেমন জন্ম গ্রহণ করেন, তেমনি পাতকী দানবাদিও পূর্ণমাত্রায়ই জন্ম গ্রহণ করিয় ধর্ম্মাচারাদির বিষম সঙ্কুলভাব ঘটাইয়া থাকে। দেবাসুরগণের এইরূপ জন্মগ্রহণের ফলেই ভারত-যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।১১১—১১৯। রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষে কর্ণ শকুনি প্রভৃতি এবং অপরাপর যে সকল যোদ্ধা ছিল, তাহারা সকলেই ভূতলগত দানব। আর ভীষ্ম—বসুগণের প্রধান, শক্তিমান্ দ্রোণ—দেবমুনি, অশ্বত্থামা—সাক্ষাৎ শিব, নন্দনন্দন—সাক্ষাৎ হরি, পঞ্চ ইন্দ্র—পঞ্চ পাণ্ডব, বিদুর—ধর্ম্ম, এবং গান্ধারী দ্রৌপদী ও কুন্তী ইহাঁরাও দেবী, ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলির প্রথমাবধি মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভূতলে দেবতা দৈত্যেরা জন্ম গ্রহণ করে, আর শেষভাগে দানব, মানব, প্রেত রাক্ষস ও পশুপক্ষীরাই জন্মিয়া থাকে। তাহাদিগের দাসীগণ যুবতী কিন্তু কুলটা ও নিয়ত ক্লেশভাজন এবং সতত বিপদে আসক্ত তাহাদিগেরই ন্যায় কদাচার পরায়ণা হইয়া থাকে। সেই সমস্ত দানবাদিরা নিরন্তর নানাপ্রকার পাপকার্য্যে কলহে ও অনুচিত ব্যাপারে আসক্ত থাকে বলিয়া চরমে নিরয়ে গমন করে। ১২০—১২৫। বৈশম্পায়ন কহিলেন,—প্রভো! দৈত্যাদি প্রাণিবর্গ সত্ত্বগুণাভাবে ও বিবিধ পাপাচার নিবন্ধন স্বর্গবাস বা স্বর্গীয় সুখ ভোগ্য আরোগ্য বল সমৃদ্ধি রাজ্য আয়ু কীর্ত্তি বা অভীষ্ট বিষয়, নীতি বিদ্যা যজ্ঞ দান অধ্যয়ন ও জন্ম বৃদ্ধি প্রভৃতি লাভ করে কি প্রকারে? আমি আপনার বিশ্বস্ত শিষ্য, আমাকে ইহা

ব্যাস উবাচ।

দৈত্যানাং সাহসাদেব তপোভবতি নিশ্চিতম্।
ব্রতং যজ্ঞাদিকং চৈব সম্প্রীতিঃ স্বজনস্ত চ॥
যো দান্তো বিগুণৈর্মুক্তো নীতিশাস্ত্রার্থতত্ত্বগঃ।
ব্রতৈশ্চ বিবিধৈঃ পূতঃ স ভবেৎ সুরলক্ষণঃ॥
পুরাণাগমকর্ম্মাণি নাকেষত্র চ বৈ দ্বিজ।
স্বয়মাচরতে পুণ্যং স ধরোদ্ধরণক্ষমঃ॥ ১৩১
বিশেষাদ্বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা প্রীয়তে পূজয়েচ্চ যঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স ধরোদ্ধরণক্ষমঃ॥ ১৩২
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ সর্ব্বযজ্ঞরতঃ সদা।
ধর্ম্মাখ্যানপ্রিয়ো নিত্যং স ধরোদ্ধরণক্ষমঃ॥ ১৩৩
বিশ্বাসঘাতিনো যে চ কৃতঘ্না ব্রতলোপিনঃ।
দ্বিজদেবেষু বিদ্বিষ্টাঃ শাতয়ন্তি ধরাং নরাঃ॥
যে চ মদ্যরতাঃ পাপা দ্যূতকর্ম্মরতাস্তথা।
পাষণ্ডপতিতালাপাঃ শাতয়ন্তি ধরাং নরাঃ॥
সুকর্ম্মরহিতা যে চ নিত্যোদ্বেগাশ্চ নির্ভয়াঃ।
স্মৃতিশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ শাতয়ন্তি ধরাং নরাঃ॥
নিজবৃত্তিং পরিত্যজ্য কুর্ব্বন্তি চাধমাশ্চ যে।
গুরুনিন্দারতা দ্বেষাচ্ছাতয়ন্তি ধরাং নরাঃ॥ ১৩৭
দাতারং যে রোধয়ন্তি পাতকে প্রেরয়ন্তি চ।
দীনানাথান্ পীড়য়ন্তি শাতয়ন্তি ধরাং নরাঃ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ পাপকর্ম্মকৃতো নরাঃ।
পুরুষান্ পাতয়িত্বা তু শাতয়ন্তি ধরাং নরাঃ॥
য ইদং শৃণুয়াদ্রম্যং গুহ্যাদ্‌গুহ্যং পরং হিতম্।
ন তস্য দুর্গতির্দুঃখং দৌর্ভাগ্যং দীনতা ভুবি॥
ন দৈত্যাদৌ ভবেজ্জন্ম স্বর্লোকে শাশ্বতং সুখম্‌
নাকালে মরণং তস্য ন চ পাপৈঃ প্রলিপ্যতে।
ইহ সর্ব্বজনাধ্যক্ষস্ত্রিদিবে ত্রিদিবেশ্বরঃ।

বলুন। ব্যাস কহিলেন,—দৈত্যগণের সাহসাবলম্বনেই তপস্যা ব্রত যজ্ঞাদি কার্য্য ও স্বজন প্রীতি-লাভাদি ঘটিয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত। তবে যদি দোষবিমুক্ত নীতিতত্ত্বজ্ঞ ও দান্ত হয়, আর বিবিধ ব্রতাচরণ দ্বারা পাপহীন হয়, তবে তাহাতে দেবলক্ষণ সকল বিকাশ পাইতে থাকে। হে দ্বিজ! কি স্বর্গে আর কি মর্ত্ত্যে, যেজন পুরাণ আগমাদি শাস্ত্রে বিহিত পুণ্য কর্ম্মনিচয়ের স্বয়ং অনুষ্ঠান করে, সে পাপমগ্ন ধরণীর উদ্ধার সাধনে সক্ষম। আর বৈষ্ণবকে দেখিয়া যে ব্যক্তি প্রীতমনে যথোচিত অর্চ্চনা করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া ধরণীর উদ্ধার সাধনে সমর্থ হয়। যে বিপ্র ষট্‌কর্ম্মরত, সর্ব্বযজ্ঞপরায়ণ এবং ধর্ম্মাখ্যানপ্রিয়, সে ধরণীর উদ্ধার সাধনে সমর্থ। ১২৬—১৩৩। আর বিশ্বাসঘাতী কৃতঘ্ন ব্রতলোপক দেব-ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী জনগণ এই ধরণীকে উৎসাদিত করিয়া থাকে। মদ্যপায়ী দ্যূতকার পাপরুচি জনগণ এবং যাহারা পাষণ্ড পতিতাদির সহিত সতত আলাপ করিয়া থাকে, তাহাদিগের জন্য ধরণী উৎসাদিত হয়। সৎকর্ম্মরহিত নির্ভয় নিত্যোদ্বেগকর ও যাহারা স্মৃতিশাস্ত্রার্থ ব্যবহারীদিগের প্রচারিত নিয়মাদিতে অন্তরে উদ্বেগ পোষণ করে, তাহারাও ধরণীর উৎসাদনকারী। যাহারা নিজ বৃত্তি পরিহার করিয়া অধমা বৃত্তি গ্রহণ করে, এবং দ্বেষবশে গুরুকেও নিন্দা করে, তাহাদিগের জন্যও ধরা উৎসন্ন হয়। যাহারা দানকালে দাতাকে দান কার্য্যে নিষেধ করে, যাহারা মনুষ্যকে পাপকার্য্যে প্রেরণা করে আর যাহারা দীন অনাথাদিকেও পীড়া প্রদান করে, তাহাদিগের জন্যও ধরণী উৎসাদিত হয়। ইহারা এবং আরও অনেকানেক পাতকী মানব স্বীয় বহুপূর্ব্বপুরুষকে অধঃপাতিত করে এবং রমণীকেও উৎসাদিত করিয়া থাকে। যে মানব এই অতি গোপনীয় পরম হিতকর রমণীর বিবরণ শ্রবণ করে, ভূতলে কদাচ তাহার দুর্গতি দীনতা দুর্ভাগ্যাদি দুঃখ ঘটে না। দৈত্যাদি মধ্যে তাহার জন্ম হয় না, অকালে মরণ হয় না, কদাচ কোনও পাপে লিপ্ত হয় না; এবং সে সুরলোকে সুদীর্ঘ কাল বাস করিতে পারে। সে ইহলোকে সর্ব্বজনাধ্যক্ষ হইয়া পরে সুরলোকে ইন্দ্রত্ব

কল্পং কল্পং দিবং ভুক্তা মোক্ষমার্গং
ব্রজত্যসৌ ॥ ১৪২

ইতি শ্রীপাদ্মে পুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে পুণ্যব্যক্তি-
র্নাম ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রভবত্যয়মাকাশে নিত্যং দ্বিজবর প্রভো।
কোঽয়ং কে বা প্রভাবোঽস্য কুত্র জাতো
ঘৃণীশ্বরঃ ॥১
কিং করোতি হি কার্য্যং বৈ যতো রশ্মিময়ো
ভৃশম্।
দেবৈর্মুনিবরৈঃ সিদ্ধৈশ্চারণৈর্দৈত্যরাক্ষসৈঃ।
নিখিলৈর্ম্মানুষৈঃ পূজ্যঃ সদৈব ব্রাহ্মণাদিভিঃ ॥
ব্যাস উবাচ।
পরমং ব্রহ্মণস্তেজো ব্রহ্মদেহাদ্বিনিঃসৃতম্ ॥ ৩
সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ং বিদ্ধি ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।
ময়ূখৈর্নির্ম্মলৈঃ কূটমতিচণ্ডং সুদুঃসহম্।
দৃষ্ট্বা প্রতপ্তবপুর্লোকাঃ করৈশ্চণ্ডৈঃ প্রপীড়িতাঃ ॥
ততশ্চ সাগরাঃ সর্ব্বে বরনদ্যো নদাদয়ঃ।
শুষ্যন্তি জন্তবস্তত্র ম্রিয়ন্তে চাতুরা জনাঃ ॥ ৫
অথ শক্রাদয়ো দেবা ব্রহ্মাণং সমুপাগতাঃ।
ইমমর্থং তদা প্রোচুর্দেবাংশ্চ বিধিরব্রবীৎ ॥ ৬
আদির্ব্রহ্মতনোর্দেবাঃ সত্ত্বগো জনকঃ প্রভুঃ।
অয়ং রজোময়ঃ সাক্ষাৎ সুধাংশুস্তন্মধ্যগঃ ॥ ৭
এতাভ্যাং পালিতা লোকাস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরাঃ
দিব্যোপপাদকা দেবা যে বাত্রৈব জরায়ুজাঃ।
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব যে বাত্রৈবোদ্ভিজ্জাদয়ঃ
সূর্য্যস্যাস্য প্রভাবন্তু বক্তুমেব ন শক্নুমঃ ॥ ৯
অনেন রক্ষিতা লোকা জনিতাঃ পালিতা ক্রমম্
অস্যৈব সদৃশো নাস্তি সর্ব্বেষাং পরিরক্ষণাৎ ॥
যঞ্চ দৃষ্ট্বা প্রত্যুষঃকালে পাপরাশিঃ প্রলীয়তে।
তমারাধ্য জনা মোক্ষং সাধয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥১১
সন্ধ্যোপাসনকালে তু বিপ্রা ব্রহ্মবিদঃ কিল ॥
উর্দ্ধবাহবো ভবন্ত্যেব তে চ দেবপ্রপূজিতাঃ।

লাভ করিয়া বহুকল্পকাল স্বর্গসুখ ভোগের পর অন্তিমে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে।১৩৪—১৪২

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে প্রভো দ্বিজ-বর! এই যিনি নিত্য নিত্য আকাশে প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, ইনি কে? ইহাঁর প্রভাব কিরূপ? কে এই ঘৃণীশ্বর. কোথায় জন্মিয়াছেন? ইনি কি কার্য্য করেন? দেব, মুনি, সিদ্ধ, চারণ, দৈত্য, রাক্ষস, এবং ব্রাহ্মণাদি নিখিল মনুষ্য ইহাঁকে কি জন্য পূজা করেন? ব্যাস বলিলেন, ইহা ব্রহ্মদেহবিনিঃসৃত পরম ব্রহ্মতেজ, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষপ্রদ সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় বলিয়াই ইহাঁকে অবগত হইবে। লোক সকল ইহাঁকে নির্ম্মল ময়ূখমালায় অতি প্রচণ্ড ও সুদুঃসহ দর্শন করিল এবং ইহাঁর প্রচণ্ড করে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। নদ, নদী, সর্ব্ব সাগর শুষ্ক হইতে লাগিল, আতুর প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিষয় নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, দেবগণ! ইনি ব্রহ্মদেহের আদিভূত সত্ত্বময় প্রভু, আর এই সুধাংশু সাক্ষাৎ রজোময়। ইহাঁদের উভয় দ্বারা চরাচর সর্ব্বলোক প্রতিপালিত। দিব্যোপপাদক দেব, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, এবং উদ্ভিজ্জগণের মধ্যে কেহই আমরা এই সূর্য্যের প্রভাব বর্ণনে সক্ষম নহি।১—৯। লোক সকল ইহাঁ কর্ত্তৃক জনিত, রক্ষিত এবং পালিত। সর্ব্বপ্রাণীর পরিরক্ষণ ব্যাপারে ইহাঁর তুল্য আর কেহই নাই। প্রত্যুষকালে ইহাঁকে দর্শন করিলে পাপরাশি প্রলীন হইয়া যায়। দ্বিজাতি জনগণ ইহাঁকে আরাধনা করিয়াই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সন্ধ্যোপাসনা কালে ব্রহ্মজ্ঞ বিপ্রগণ ঊর্দ্ধবাহু

অস্যৈব মণ্ডলস্থাঞ্চ দেবীং সন্ধ্যাস্বরূপিণীম্।
সমুপাস্য দ্বিজাঃ সর্ব্বে লভন্তে স্বর্গমোক্ষকৌ ॥১৩
ধরায়াং পতিতোচ্ছিষ্টাঃ পূতাস্তে চাস্য রশ্মিভিঃ
সন্ধোপাসনমাত্রেণ কল্মষাৎ পূততাং ব্রজেৎ ॥
দৃষ্ট্বা চাণ্ডালকং গোঘ্নং পতিতং কুষ্ঠসঙ্গতম্।
মহাপাতকসঙ্কীর্ণমুপপাতকসংবৃতম্ ॥ ১৫
পশ্যন্তি যে নরাঃ সূর্য্যং তে পূতা গুরুকিল্বিষাৎ
অস্যোপাসনমাত্রেণ সর্ব্বরোগাৎ প্রমুচ্যতে।
নান্ধত্বং ন চ দারিদ্র্যং ন দুঃখং ন চ শোচ্যতাম্
লভতে চ ইহামুত্র সমুপাস্য বিরোচনম্ ॥ ১৭
অদৃষ্টা নৈব লোকৈশ্চ দেবা হরিহরাদয়ঃ।
ধ্যানরূপপ্রগম্যাস্তে দৃষ্টো দেবো হ্যয়ং স্মৃতঃ ॥ ১৮
দেবা উচুঃ।
অস্য প্রসাদনারাধ্যশ্চাস্যুপাসনপূজনম্।
অস্যৈব দর্শনং ব্রহ্মন্ প্রলয়ানলসন্নিভম্ ॥ ১৯
সর্ব্বে নরাদয়ঃ সর্ব্বা মৃতাবস্থাং গতা ভুবি ॥২০
অস্য তেজঃপ্রভাবেণ প্রনষ্টাঃ সাগরাদয়ঃ।
ন সমর্থা বয়ং সোঢ়ুং কথমন্যে পৃথগ্জনাঃ ॥২১
তস্মাত্তব প্রসাদাচ্চ পূজয়ামো যথা রবিম্।
যজন্তি চ নরা ভক্ত্যা তদুপায়ো বিধীয়তাম্ ॥
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা গতো ব্রহ্মা খগেশ্বরম্।
গত্বা স্তোতুং সমারেভে সর্ব্বলোকহিতায় বৈ ॥
দেবত্বং সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ভূতো নিরাময়ঃ।
ব্রহ্মরূপধরঃ সাক্ষাদ্দুষ্প্রেক্ষ্যঃ প্রলয়ানলঃ ॥ ২৪
সর্ব্বদেবস্থিতস্ত্বং হি সদা বায়ুসখস্তনৌ।
অন্নাদিপাচনং ত্বত্তো জীবনঞ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥২৫
উৎপত্তিপ্রলয়ৌ দেব ত্বমেকো ভুবনেশ্বরঃ।
ত্বদৃতে সর্ব্বলোকানাং দিনৈকং নাস্তি জীবনম্
প্রভুস্ত্বং সর্ব্বলোকানাং ত্রাতা গোপ্তা পিতাপ্রসূঃ
চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং ত্বৎপ্রসাদাদ্ধৃতং জগৎ ॥২৭
দেবেষু ত্বৎসমো নাস্তি ভগবংস্ত্বখিলেষু চ।
সর্ব্বত্র তেঽস্তি সদ্ভাবস্ত্বয়ৈব ধারিতং জগৎ ॥২৮

হইয়া ইঁহারই মণ্ডলস্থিতা সন্ধ্যারূপিণী দেবীর উপাসনা করত সকলেই স্বর্গ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। ধরাতলে উচ্ছিষ্ট পতিত হইলে ইঁহার রশ্মিমালায় পূত হইয়া থাকে। লোক সন্ধ্যোপাসনা মাত্রেই পাপ হইতে পবিত্রতা লাভ করে। যে সকল নর চণ্ডাল, গোঘ্ন, পতিত, কুষ্ঠাক্রান্ত, মহাপাতকসঙ্কীর্ণ বা উপপাতকযুক্ত ব্যক্তিকে দর্শন করে, তাহারা সূর্য্য দর্শন করিয়া ঘোর পাতক হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। ইঁহার উপাসনামাত্রে নর সর্ব্ব রোগ হইতে মুক্ত হয়। বিরোচনের উপাসনা করিলে নর না ইহকাল না পরকাল কোন কালেই অন্ধতা, দারিদ্য, দুঃখ বা শোক প্রাপ্ত হয় না। লোক সকল হরিহরাদি দেবকে দর্শন করিতে পারে না; তাঁহারা ধ্যানরূপগম্য। কিন্তু এই দেব দিবাকরই মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন। দেবগণ কহিলেন, ইঁহার প্রসাদারাধনা বা পূজোপাসনা দূরে থাক, ইঁহার দর্শনই যে প্রলয়ানল সন্নিভ; নরাদি সর্ব্ব প্রাণীই ভূতলে মৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইঁহার তেজঃপ্রভাবে সাগরাদি সমস্তই নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমরাই ইঁহার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না, তাহাতে অন্য প্রাকৃত জন কিরূপে সহ্য করিবে? অতএব আপনার প্রসাদে আমরা যাহাতে রবির পূজা করিতে পারি এবং নরগণও যাহাতে ভক্তিপূর্ব্বক ইঁহার উপাসনা করিতে পারে, আপনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন ।১০—২২ দেবগণের বচনশুনিয়া ব্রহ্মা আদিত্যের নিকট গমন করিলেন এবং সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেব! আপনি সর্ব্বলোকের চক্ষুঃস্বরূপ, নিরাময়, সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপধর দুষ্প্রেক্ষ্য, প্রলয়ানল তুল্য। আপনি সর্ব্ব দেহস্থ, সদা বায়ুসখ; আপনা হইতেই অন্নাদি পাচন এবং লোকের জীবন ধারণ হয়। হে দেব! আপনি উৎপত্তি, প্রলয় এবং আপনিই একমাত্র ভুবনেশ্বর। আপনি ভিন্ন লোক সমূহের একদিন মাত্র জীবন ধারণ চলে না। আপনি সর্ব্বলোকের প্রভু, ত্রাতা, গোপ্তা, পিতা, মাতা। আপনার প্রসাদেই এই জগৎ পালিত। হে ভগবন্! অখিল দেবমধ্যে

রূপগন্ধাদিকারী ত্বং রসানাং স্বাদুতা ত্বয়া।
এবং বিশ্বেশ্বরঃ সূর্য্যো নিখিলস্থিতিকারকঃ॥২৯
তীর্থানাং পুণ্যক্ষেত্রাণাং মখানাং জগতঃ প্রভো।
ত্বমেকঃ প্রযতো হেতুঃ সর্ব্বসাক্ষী গুণাকরঃ॥৩০
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ হর্ত্তা পাতা সদোৎসুকঃ।
ধ্বান্তপঙ্কাময়ঘ্নশ্চ দারিদ্র্যদুঃখনাশনঃ। ৩১
প্রেত্যেহ চ পরো বন্ধুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বলোচনঃ।
ত্বদৃতে সর্ব্বলোকানামুপকারী ন বিদ্যতে॥ ৩২

আদিত্য উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ বিশ্বেন্দ্রো বিশ্বভাবকঃ।
ব্রূহি শীঘ্রং পরং যত্তে করিষ্যামি মতং বিধে॥৩৩

ব্রহ্মোবাচ।

ময়ূখস্তিগ্মশ্চ লোকানামতিদুঃসহঃ।
যথৈব মৃত্তামেতি তথা কুরু সুরেশ্বর। ৩৪

আদিত্য উবাচ।

কিরণাঃ কোটিকোটির্মে লোকনাশকরাঃ পরাঃ।
ন চাভীষ্টকরা লোকে প্রয়োগাচ্ছিন্ধি তান্ প্রভো।৩৫
ততো বিরিঞ্চিনা তূর্ণং রবিবাক্যবশাদ্ ধ্রুবম্।
আহূয় বিশ্বকর্ম্মাণং কৃত্ব। বজ্রময়ীং ভ্রমিম্॥ ৩৬
চিচ্ছেদ চ রবের্ভানূন্ প্রলয়ানলসন্নিভান্।
তৈরেব রচিতং তত্র বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনম্॥৩৭
অমোঘং যমদণ্ডঞ্চ শূলং পশুপতেস্তথা।
কালস্য চ পরঃ খড়্গঃ শক্তির্গুরুপ্রমোদিনী॥৩৮
চণ্ডিকায়াঃ পরং শস্ত্রং বিচিত্রং শূলকং তথা।
চক্রে ব্রহ্মাজ্ঞয়া শীঘ্রং তেনৈব বিশ্বকর্ম্মণা। ৩৯
সহস্রকিরণং শিষ্টমষ্টচ্চৈব প্রশাতিতম্।
অজনোপায়ভাবেন পুনশ্চ কশ্যপান্মুনে॥ ৪০
অদিতের্গর্ভসঞ্জাত আদিত্য ইতি বৈ স্মৃতঃ।
অয়ং চরতি বিশ্বান্তে মেরুশৃঙ্গং ভ্রমত্যপি॥ ৪১
সদোর্দ্ধং দিনরাত্রঞ্চ ধরণ্যা লক্ষযোজনে।
গ্রহাশ্চন্দ্রাদয়স্তত্র চরন্তি বিধিনোদিতাঃ॥ ৪২

আপনার তুল্য কেহই নাই। আপনার সম্ভাব সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; আপনি এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আপনিই রূপ ও গন্ধাধিকারী; আপনা দ্বারাই রসসমূহের স্বাদুতা। এইরূপে আপনিই বিশ্বেশ্বর নিখিল স্থিতিকারক সূর্য্য। হে জগৎপ্রভো! তীর্থসমূহ, পুণ্যক্ষেত্র সকল এবং যজ্ঞ নিচয়ের আপনিই একমাত্র হেতু। আপনি সর্ব্বসাক্ষী, গুণাকর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, হর্ত্তা, পাতা এবং নিত্য উৎসুক, আপনি অন্ধকার, পাপ ও আময়ঘ্ন, দারিদ্র্য-দুঃখহর, ইহ পরকালের পরমবন্ধু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব লোচন; আপনি ব্যতীত লোকসমূহের প্রকৃত উপকারী কেহই নাই। আদিত্য কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, পিতামহ, হে বিশ্বভাবন, বিশ্বেন্দ্র! আপনার অভিপ্রায় কি সত্বর বলুন, তাহাই আমি করিব। ব্রহ্মা কহিলেন, আপনার ময়ূখনিচয় অতি প্রচণ্ড এবং লোকসমূহের অতি দুঃসহ। ইহা যাহাতে মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, আপনি তাহা এক্ষণে করুন। আদিত্য কহিলেন, আমার কোটি কোটি কিরণ লোকনাশকর, জগতের ইহা অভীপ্সিত নহে। অতএব প্রভো! আপনিই এ কিরণ ছেদন করিয়া ফেলুন। তখন রবির বাক্যানুসারে বিরিঞ্চি সত্বর বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বজ্রময়ী ভ্রমি নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রলয়ানলসন্নিভ রবিকিরণরাজি ছেদন করিলেন। ছিন্ন রবিকিরণসমূহ দ্বারা বিষ্ণুচক্র সুদর্শন নির্ম্মিত হইল। এতদ্ভিন্ন তদ্দ্বারা অমোঘ যমদণ্ড, পশুপতির ত্রিশূল, কালের খড়্গ ও গুরুপ্রমোদিনী শক্তি এবং চণ্ডিকার পরম শস্ত্র বিচিত্র ত্রিশূল এই সকল অস্ত্র ব্রহ্মাজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা প্রস্তুত করিলেন। ২৩—৩৯। সূর্য্যের কেবল সহস্র কিরণ অবশিষ্ট রহিল, অন্য সমস্ত প্রশাতিত হইল। হে মুনে! ইনি মৈথুন ব্যাপার ব্যতিরেকেই কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে উৎপন্ন হন, তাই ইহাঁর নাম আদিত্য। ইনি বিশ্বাণ্ডে বিচরণ করেন, মেরুশৃঙ্গে ভ্রমণ করেন, ধরণী হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে দিবারাত্র অবস্থান করেন। বিধিপ্রেরিত চন্দ্রাদি গ্রহ ও ঐ স্থানে বিচরণ করিয়া

স্থূরঃ সঞ্চরতে মাসান্ দ্বাদশ দ্বাদশাত্মকঃ।
সংক্রমাদস্য সংক্রান্তিঃ সর্ব্বৈরেব প্রতীয়তে॥
তাসু যথা ফলং জন্মো লোকানাং নিখিলং মুনে।
ধনুর্মিথুনমীনেষু কন্যায়াং ষড়শীতয়ঃ॥ ৪৪
বৃষবৃশ্চিককুম্ভেষু সিংহে বিষ্ণুপদী স্মৃতা।
তর্পণং চাক্ষয়ং বিদ্ধি দানং দেবার্চ্চনং তথা॥
ষড়শীতিসহস্রাণি ষড়শীতৌ ফলং ভবেৎ।
বিষ্ণুপদ্যাস্তু লক্ষন্তু অয়নে কোটিকোটিকম্॥৪৬
বিষ্ণুপদ্যাস্তু যদ্দানমক্ষয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।
দাতুর্বশামি সান্নিধ্যং সদা জন্মনি জন্মনি॥৪৭
শীতে তুলপটীদানান্ন দুঃখং জায়তে তনৌ।
তুলাদানে তল্পদানে দ্বয়োরেবাক্ষয়ং ফলম্॥ ৪৮
সর্ব্বোপকরণাং শয্যাং যো দদাতি বিমৎসরঃ।
বর্ণমুখ্যায় বিপ্রায় স রাজপদবীং লভেৎ॥ ৪৯

তথৈবাগ্নিং জলং দত্বা নদীতীরে পথিপ্রগে।
দত্বা চ তৈলতাম্বূলমুর্ব্ব্যা অধিপতির্ভবেৎ॥ ৫০
সত্যভাবাদ্দ্বিজং নত্বা ধনী চাক্ষয়তাং ব্রজেৎ।
মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যামহর্মুখে॥৫১
পিতৄংস্তিলজলৈরেব তর্পয়িত্বাক্ষয়ো দিবি।
সুলক্ষণাঞ্চ গাং দত্বা হেমশৃঙ্গাং মণিপ্রভাম্॥
রৌপ্যখুরপ্রদেশাং চ তথা কাংস্যসুদোহনাম্
এতাং দত্বা দ্বিজাগ্র্যায় সার্ব্বভৌমো ভবেন্নৃপঃ
দত্বান্নাভরণং রাজমণ্ডলেশো ধনীশ্বরঃ।
তিলধেনুং তু যো দদ্যাৎ সর্ব্বোপস্করণান্বিতাম্
সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুক্তো নাকেঽক্ষয়ো ভবেৎ।
ভোজ্যান্নং ব্রাহ্মণে দত্বা অক্ষয়ং স্বর্গমশ্নুতে।
ধান্যং বস্ত্রং তথা ভৃত্যং গৃহপীঠাদিকঞ্চ যৎ।
যো দদাতি দ্বিজাগ্র্যায় তস্য লক্ষ্মীর্ন মুঞ্চতি॥ ৫৬
যৎ কিঞ্চিদ্দীয়তে দানং স্বল্পং বা যদি বা বহু।
অক্ষয়ং পরলোকেষু যুগাদ্যাসু তথৈব চ॥ ৫৭

থাকেন। দ্বাদশাত্মক সূর্য্য দ্বাদশ মাসে বিচরণ করেন। ইঁহারই সংক্রমণে সকলের সংক্রান্তি প্রতীতি হয়। হে মুনে! এই সকল সংক্রান্তিতে সদনুষ্ঠান করিলে লোকসমূহের যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি। ধনু, মিথুন, মীন ও কন্যা রাশিতে ষড়শীতি সংক্রান্তি এবং বৃষ, বৃশ্চিক, কুম্ভ ও সিংহ রাশিতে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি হয়। এই সকল সংক্রান্তিতে তর্পণ, দান ও দেবার্চ্চন অক্ষয় ফলজনক বলিয়া জানিবে। ষড়শীতি সংক্রান্তিতে ঐ সকল কার্য্য করিলে ষড়শীতি সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে লক্ষ এবং অয়নে কোটি কোটি গুণ ফল হয়। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে যে দান করা হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে এবং দাতা জন্মে জন্মে উত্তম উত্তম নিধির আধিপত্য লাভ করেন। শীতকালে তুলপটী দানে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। তুলা দান এবং তল্প দান, উভয় দানেই অক্ষয় ফল হয়। যে ব্যক্তি বিমৎসরভাবে সর্ব্বোপকরণান্বিত শয্যা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি রাজপদবী লাভ করিয়া থাকেন। প্রাতঃকালে নদীতীরে পথে অগ্নি জল ও তাম্বূল দানে মানব ভূপতি হইয়া থাকে। মানব সত্যভাবে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া ধনী হয়। মাঘ মাসের অমাবস্যার দিন প্রাতে তিল জল দ্বারা পিতৃলোকদিগকে তর্পণ করিলে স্বর্গে তাহা অক্ষয় ফলজনক হয়। মানব ঐ দিনে দ্বিজশ্রেষ্ঠকে হেমশৃঙ্গ, মণিপ্রভা, কাংস্যদোহন, রৌপ্যখুরা সুলক্ষণা গাভী দান করিলে সার্ব্বভৌম নরপতি হইয়া থাকে। ৪০—৫৩। অন্ন এবং আভরণ দানে রাজা ধনাঢ্য মণ্ডলেশ্বর হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বোপকরণান্বিত তিল ধেনু দান করে, সে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া চির কাল স্বর্গে বাস করে। ব্রাহ্মণকে ভোজ্যান্ন দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। ধান্য, বস্ত্র, ভৃত্য, গৃহ ও পীঠাদি বস্তু দ্বিজশ্রেষ্ঠকে দান করিলে, লক্ষ্মী সেই দাতাকে কখন পরিত্যাগ করেন না। ঐ দিনে এবং যুগাদ্যা তিথি সমূহে স্বল্প বা বহু যে কিছু দ্রব্য দান করা হয়, সমস্তই পরলোকে অক্ষয় হইয়া

যথা দেবার্চ্চনং স্তোত্রং ধর্ম্মাখ্যানপ্রতিশ্রবঃ।
পুনাতি সর্ব্বপাপেভ্যো দিবিপূজ্যো ভবত্যসৌ
তৃতীয়া মাঘমাসস্য সিতা মন্বন্তরা স্মৃতা।
তস্যাং যদ্দীয়তে দানং সর্ব্বমক্ষয়মুচ্যতে ॥ ৫৯
ধনং ভোগ্যং তথা রাজ্যং নাকং কল্পান্তরস্থিতম্
তস্মাদ্দানং সতাং পূজা প্রেত্যানন্তফলপ্রদা ॥
মন্বন্তরা তু মাঘে স্যাৎ সপ্তমী যাসিতেতরা।
তিথিঃ পুণ্যতমা প্রোক্তা পুরাণৈরভিরক্ষিতা ॥
মাঘমাসে সিতে পক্ষে সপ্তমী কোটিভাস্করা।
তামুপোষ্য নরঃ পুণ্যঃ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
সূর্য্যগ্রহণতুল্যা হি শুক্লা মাঘস্য সপ্তমী।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং স্নানং মহাফলম্।
যচ্চ তত্র কৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ ভাস্করী হন্তু সপ্তমী * ॥
জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তম্যাম্মুদিতে † দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে ॥ ৬৫
অর্কপত্রং যবাঃ পুষ্পং সুগন্ধং বদরীফলম্।
তৎপাত্রে তাম্রপাত্রে বা যুক্তমানীয় তণ্ডুলম্ ।
যজ্ঞসূত্রং সসিন্দূরং দত্বা চার্ঘং সুশোভনম্।
সর্ব্বপাপং ক্ষয়ং যাতি সপ্তজন্মকৃতং চ যৎ ॥৬৭
নরকৈঃ পীড্যতে তাবদ্রোগৈঃ পাপৈশ্চ দুঃখদৈঃ
হবিষ্যং ভোজয়েদন্নং শুদ্ধমাতপতণ্ডুলৈঃ ॥৬৮
বর্জ্জয়েচ্চ শিলাস্বিষ্টং শৃঙ্গবেরং তু শাককম্।
ক্ষোরদূষকপত্রঞ্চ রম্ভা চ্ছাগীঘৃতং তথা ॥ ৬৯
কেশকীটাদিকং বর্জ্জ্যমুক্ষোদস্নানমেব চ।
অল্পবীজাদিকং সর্ব্বং ব্রতে সূর্য্যস্য বর্জ্জয়েৎ ॥৭০
অন্যচ্চ নাচরেত্তত্র ধর্ম্মচিন্তাং বিনা ব্রতী।
সৌরব্রতং মহাপুণ্যং পুরাণৈরভিনন্দিতম্ ॥ ৭১
বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ।
আদিত্যস্য সমং ভোগ্যং লভতে দিবি শাশ্বতম্

থাকে। ঐ সকল দিবসে দেবার্চ্চন, স্তোত্র এবং ধর্ম্মাখ্যান শ্রবণ করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে এবং অন্তে স্বর্গধামে পূজিত হইয়া থাকে। মাঘ মাসের শুক্ল তৃতীয়া মন্বন্তরা নামে বিখ্যাত। উক্ত মন্বন্তরায় যে কিছু দান করা হয়, সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। ইহাতে ধন, ভোগ্য, রাজ্য এবং কল্পান্তরস্থায়ী স্বর্গ-ভোগ হয়। অতএব এই দিনে দান এবং সাধুজনের পূজা পরলোকে অনন্ত ফলপ্রদ হয়। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী মন্বন্তরা নামে বিখ্যাত। এই পুণ্যতমা তিথি প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত। ইহা কোটি সূর্য্যগ্রহণের তুল্য। নর এই পুণ্য তিথিতে উপবাস করিয়া মোক্ষ লাভ করে সন্দেহ নাই। মাঘী শুক্লা সপ্তমী কোটি সূর্য্যগ্রহণের তুল্য। এই তিথিতে অরুণোদয় বেলায় স্নান করিলে মহাফল হইয়া থাকে। আমি সপ্ত জন্মে যে কিছু পাপ করিয়াছি, সেই জন্য আমার যে কিছু রোগ শোক হইয়া থাকুক, ভাস্করী সপ্তমী তাহা অপনয়ন করুন। হে দেবি! তুমি সর্ব্বভূত-জননী সপ্তমী তিথি; সপ্তাশ্বচালিত রবি-মণ্ডলের উদয়ে আমি তোমাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া ঐ দিনে বদরী-পত্রে বা তাম্রপাত্রে অর্কপত্র, যব, পুষ্প, সুগন্ধ, বদরী-ফল, তণ্ডুল, যজ্ঞসূত্র ও সিন্দূর স্থাপনপূর্ব্বক সুশোভন অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া দান করিলে মানবের সপ্তজন্মকৃত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং নরক, রোগ ও দুঃখপ্রদ পাপযাতনা থাকে না। এই দিনে আতপতণ্ডুল প্রস্তুত শুদ্ধ হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। ৫৪—৬৮। এই দিনে শিলাস্বিষ্ট বস্তু, শৃঙ্গবের শাক, কোর-দূষকপত্র, রম্ভা, ছাগীঘৃত, উক্ষোদকে স্নান ও অল্প বীজাদি; বিশেষতঃ হবিষ্যান্নে কেশ কীটাদির সম্পর্ক সূর্য্যব্রতে জর্জ্জনীয়। ব্রতী ব্যক্তি এই দিন ধর্ম্মচিন্তা ব্যতীত অন্য কিছুই আচরণ করিবেন না। এই মহা পুণ্যজনক সৌরব্রত প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত! এই ব্রতানুষ্ঠানে নর কোটি সহস্র কোটি শত বর্ষ আদিত্য সহ নিত্য দিব্য ভোগ লাভ

* "তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী" ইতি পাঠান্তরম্।

† "সপ্তব্যাহৃতিকে" ইতি পাঠান্তরম্।

এবং স্বর্গক্ষয়াদেব রাজা ভূমৌ মহাধনী।
মর্ত্ত্যলোকে পুরাভ্যাসাৎ করোতি ভাস্করব্রতম্
তথা স্বয়ং সুখং ভোগ্যং লভতে দিবিশাশ্বতম্
আরোগ্যং সম্পদং জন্মী ভাস্করস্থ প্রসাদতঃ॥
রবিবারে ভবেদ্যা চ সপ্তমী মাঘশুক্লকে।
মহাজয়েতি বিখ্যাতা অন্যত্র বিজয়া স্মৃতা ॥৭৫
বিজয়াকোটিলক্ষং স্যাদনন্তং স্যান্মহাজয়া।
তত্রৈকেন ব্রতেনৈব মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ॥ ৭৬
অশ্বরত্নং সুবর্ণঞ্চ রক্তবস্ত্রঞ্চ ধান্যকম্।
দদাতি ভাস্করপ্রীত্যা স্বর্গমর্ত্ত্যপতিঃ ক্রমাৎ॥ ৭৭
এষাং ভেদং প্রবক্ষ্যামি শৃণু বিপ্র যথার্থবৎ।
উত্তমাভরণৈর্যুক্তং সদাশ্বং যো দদাতি হ।
সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্জুষ্টাং ভূমিমেত্যরিবর্জ্জিতাম্ ॥৭৮
লভেত্তবান্তরে মর্ত্ত্যমেকেনৈকাধিপো ভবেৎ॥
অশ্বহীনং চ পত্রাঙ্গং বৃষভৈর্বাপ্যলঙ্কৃতম্।
হেমমাষং দ্বিমাষং বা দক্ষিণা বিহিতা বুধৈঃ॥
রত্নভাণ্ডং মহার্ঘঞ্চ হৈমৈরেব কৃতং চ যৎ।
স্বর্ণং বা কেবলং দত্ত্বা ত্রিবিষ্টপধনেশ্বরঃ॥ ৮১
রক্তবস্ত্রঞ্চ ধান্যঞ্চ শক্তিতো যঃ প্রযচ্ছতি।
স্বর্গোর্ব্ব্যোর্যাবীশতামেতি ন তং লক্ষ্মীর্বিমুখঞ্চতি
অরোগী সুপ্রসন্নাত্মা দস্যুজেতা প্রতাপবান্।
যাবৎ প্রভাসতে ভানুস্তাবৎ পূজ্যতমো হি সঃ
মাঘাদৌ দ্বাদশীং মায়াং সপ্তমীং কারয়েৎ স তু
ইহাভীষ্টফলং ভুক্ত্বা সুরৈশ্চৈব প্রপূজ্যতে ॥৮৪
অর্কাঙ্গসপ্তমীব্রতং কৃত্বা চ বিধিবদ্বুধঃ।
পাপাৎ পূত ইহাভীষ্টং সংপ্রাপ্য মুক্তিমাপ্নুয়াৎ
লক্ষণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি মাসি মাসি চ যো বিধিঃ।
ব্রতস্যাস্য প্রসাদাচ্চ সুরাণামর্চ্চিতো দিবি ॥৮৬
শুক্লপক্ষে রবিদিনে প্রবৃত্তে গোত্তরায়ণে।
পুন্নামধেয়নক্ষত্রে গৃহ্ণীয়াৎ সপ্তমীব্রতম্॥ ৮৭

করিতে পারে। এইরূপ স্বর্গভোগের পর নর ভূতলে মহা ধনবান্ রাজা হইয়া থাকে। পরে পূর্ব্ব অভ্যাসের ফলে ঐ ব্যক্তি মর্ত্ত্য-লোকে ভাস্কর-ব্রতের অনুষ্ঠান করে। ইহার ফলে নিজে স্বর্গে শাশ্বত ভোগ্য সুখ লাভ করিয়া থাকে। পরে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া ঐ ব্যক্তি ভাস্কর প্রসাদে আরোগ্য ও সম্পদ্ লাভ করে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে রবিবাসরীয় সপ্তমী তিথি মহাজয়া এবং তদিতর দিনে বিজয়া নামে বিখ্যাত। বিজ-য়ার ব্রতানুষ্ঠানে কোটি লক্ষ এবং মহাজয়ায় অনন্তগুণ ফল হয়। এই দিনে একবার মাত্র ব্রতানুষ্ঠানে নর জন্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। ভাস্করের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যবাসকালে ক্রমশঃ অশ্বরত্ন, সুবর্ণ, রক্তবস্ত্র ও ধান্য দান করিবে! হে বিপ্র! এক্ষণে আমি এই সকল দানের ভেদ বলি-তেছি, যথাযথরূপে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি ইহকালে উত্তমাভরণযুক্ত সদশ্ব দান করে, সে জন্মান্তরে সপ্তসমুদ্র বেষ্টিতা নিঃসপত্না ভূমি লাভ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে রাজা হইয়া থাকে। অশ্বহীন শকট বা গোযুক্ত অলঙ্কৃত শকট দান করিয়া দক্ষিণার্থ একমাষ বা দ্বিমাষ পরিমিত সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিবে। হেমময় রত্নপূর্ণ ভাণ্ড কিংবা কেবল সুবর্ণ দান করিয়া নর স্বর্গে ধনেশ্বর হইয়া থাকে। রক্ত বস্ত্র ও ধান্য যে ব্যক্তি যথাশক্তি দান করেন, তিনি স্বর্গের ও ভূতলের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। লক্ষ্মী তাঁহাকে কদাচ পরিত্যাগ করে না। ঐ ব্যক্তি নীরোগ, প্রসন্নাত্মা, দস্যুজয়ী ও প্রতাপবান্ হইয়া থাকে। যতকাল দিবাকর দীপ্তিলাভ করেন, তাবৎ তিনি পূজ্যতম হইয়া থাকেন। ৬৯—৮৩। মাঘ মাসের প্রথম দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথিতে ব্রতাচরণ করিয়া নর ইহ-কালে অভীষ্ট ফল ভোগ করত অন্তে সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে। বুধ ব্যক্তি অর্কাঙ্গ সপ্তমী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ইহ-কালে পাপ হইতে পূত ও অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। মাসে মাসে যে বিধি অনুসারে এই ব্রত করিতে হয়, এক্ষণে তাহার লক্ষণ বলিতেছি, এই ব্রতপ্রভাবে নর স্বর্গে সুরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকে। উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে রবিবারে পুংনামধেয় নক্ষত্রে এই সপ্তমী ব্রত গ্রহণ করিতে হয়।

হস্তমৈত্রং তথা পুষ্যঃ শ্রবোমৃগপুনর্ব্বসু।
পুন্নামধেয়নক্ষত্রাণ্যেতান্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ৮৮
পঞ্চম্যামেকভক্তন্তু ষষ্ঠ্যাং নক্তং প্রকীর্ত্তিতম্।
সপ্তম্যামুপবাসঞ্চ অষ্টম্যাং পারণং ভবেৎ॥ ৮৯
অর্কাগ্রং শুচিগোময়ং মুমরিচং তোয়ং ফলং চাশুতে
মূলং নক্তমুপোষণঞ্চ বিধিবৎ কৃত্বৈকভক্তং তথা
ক্ষীরং বাপ্যশনং ঘৃতাক্তমিতি চ প্রোক্তাঃ ক্রমেণামুনা
কৃত্বা বাসরসপ্তমীং দিনকৃতঃ প্রাপ্নোত্যভীষ্টং ফলম্॥ ৯০

অর্কাগ্রং গ্রামাৎ পূর্ব্বোত্তরদিগ্গতার্কবিটপস্থ শাখাগ্রস্থিতং বিশিষ্টং সূক্ষ্মপত্রদ্বয়ং সতোয়ং দন্তৈরস্পৃষ্টং পাতব্যম্। শুচিগোময়ং ভূমাবপতিতং মধ্যাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং পলমাত্রং দন্তৈরস্পৃষ্টং সতোয়ং পাতব্যম্। সুমরিচমব্রণমপুরাতনং স্থূলমবশুকমেকং দন্তৈরস্পৃষ্টং সতোয়ং পাতব্যম্। তোয়ং ব্রহ্মপিত্রঙ্গুলীমূলপ্রসন্নং পাতব্যম্। ফলং খর্জ্জুর নারিকেলানামন্যতমং দন্তৈরস্পৃষ্টং পাতব্যম্। ঘৃতাক্তমিতি চাহারং ময়ূরডিম্বপরিমাণম্। ঘৃতমপি তৎপরিমাণম্॥ ৯১

আত্মনো দ্বিগুণাং ছায়াং যদা কুর্ব্বীত ভাস্করঃ
তদা নক্তং বিজানীয়ান্নক্তং নিশিশোভনম্॥ ৯২
প্রথমং পূজয়েদ্দেবং ফলপুষ্পাদিমন্ত্রকৈঃ।
অন্নদানং ততঃ কুর্য্যাদ্বিধ্যুক্তপরিমাণকম্॥ ৯৩

ততো ধ্যানম্—

সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
দ্বিভুজং রক্তবর্ণঞ্চ রক্তপঙ্কজধৃৎকরম্। ৯৪
তেজো বিম্বং বহুজলমধ্যস্থং সপরিচ্ছদম্।
পদ্মাসনগতং দেবং রক্তগন্ধানুলেপনম্।
আদিত্যং চিন্তয়েদ্দেবং পূজাকালে বিশেষতঃ

অথ মন্ত্রশ্চায়ম্—

ভাস্করায় বিদ্মহে সহস্ররশ্ময়ে ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৯৬
জপ্য এষ পরঃ প্রোক্তঃ সপ্তম্যাং বিজয়াবহঃ
করবীরৈঃ করঞ্জৈশ্চ রক্তকুঙ্কুমসন্নিভৈঃ॥ ৯৭

হস্তা, অনুরাধা, পুষ্যা, শ্রবণা, মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসু এই সকলে নক্ষত্র পুংনামধেয় বলিয়া অভিহিত। পঞ্চমীতে একাহার, ষষ্ঠীতে নক্তাহার, সপ্তমীতে উপবাস এবং অষ্টমীতে পারণ করিতে হয়। অর্কাগ্র, পবিত্র গোময়, সুমরিচ, তোয়, ফল, মূল, ক্ষীর ও ঘৃতাক্ত বস্তু যথাক্রমে ভোজন নক্তাশন। উপবাস ও একাহার করিয়া দিবসকরের বাসর-সপ্তমীব্রত করিয়া মানব অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গ্রামের পূর্ব্বোত্তর দিক্‌স্থিত অর্কবৃক্ষের শাখাগ্রস্থ বিশিষ্ট সূক্ষ্মপত্র দুইটী দন্তস্পর্শ না হয়, এমনভাবে জলের সহিত পান করিবে। ভূমিতে অপতিত বিশুদ্ধ পলপরিমিত গোময় মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির সাহায্যে দন্ত স্পর্শ না ঘটে, এমনভাবে জল সহ পান করিবে। একটী অব্রণ, অপুরাতন, স্থূল অশুষ্ক, সুমরিচ দশন-স্পর্শন বিনা জল সহ পান করিবে. ব্রহ্ম বং পিতৃ-অঙ্গুলীর মূলগলিত জল পান করিবে। খর্জ্জুর বা নারিকেল ফল দন্ত দ্বারা অস্পৃষ্টভাবে খাইবে। ঘৃতাক্ত আহার ময়ূরাণ্ডের পরিমাণ এবং ঘৃত ও তৎপরিমাণ। ৮৪—৯১। সূর্য্যের গতিকে নিজের যখন দ্বিগুণ হয়, সেইকালকেই নক্ত বলিয়া জানিবে, রাত্রির আহার নক্তাহার নহে। ফল, পুষ্প ও মন্ত্রাদি দ্বারা প্রথমে ভাস্করদেবের পূজা করিবে, পরে বিধিবোধিত পরিমাণ অনুসারে অন্ন দান করিতে হইবে। অনন্তর ধ্যান করিবে, যথা—সর্ব্বলক্ষণযুত, সর্ব্বাভরণভূষিত, দ্বিভুজ, রক্তবর্ণ, রক্তপঙ্কজকর, তেজোবিম্ব, বহুজলমধ্যগত, সপরিচ্ছদ, পদ্মাসনগত, রক্তগন্ধানুলিপ্ত, আদিত্য দেবকে বিশেষতঃ পূজাকালে চিন্তা করিবে। আদিত্যের মন্ত্র * এই মন্ত্র পরম জপ্য; সপ্তমীতে জপ করিলে, ইহা বিজয় প্রদান করে। রক্তকুঙ্কুমনিভ করবীর এবং করঞ্জ

---

* মূল দ্রষ্টব্য।

পশ্চাচ্চ পারণা কার্য্যা তথাষ্টম্যাং বিশেষতঃ।
অষ্টম্যামেব কর্ত্তব্যং নবম্যাং নৈব পারণম্ ॥৯৮
ব্রতেফলং ন চাপ্নোতি নবম্যাং পারণে কৃতে।
পারণং ত্বপরাহ্লে তু কটুতিক্তাম্লবর্জ্জিতম্ ॥ ৯৯
তণ্ডুলং শোধয়েদ্যত্নাৎ তৃণবীজাদিকং ত্যজেৎ
মুদ্গমাষতিলাদীনি ঘৃতঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা শক্তঃ ক্ষীরাদি-
হব্যকৈঃ।
যথাশক্ত্যন্নপানৈশ্চ ব্যঞ্জনৈশ্চ নিরামিষৈঃ ॥১০১
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাদ্বিভজ্য চানুরূপতঃ।
ইমামনন্তফলদাং যঃ কুর্য্যাৎ সপ্তমীং নরঃ ॥
সর্ব্বপাপপ্রশমনীং ধনপুত্রবিবর্দ্ধনীম্।
মাসিমাসি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রতং কৃত্বার্কতুষ্টয়ে ॥ ১০৩
যঃ কুর্য্যাৎ পারণং ভক্ত্যা সূর্য্যলোকং স গচ্ছতি
কল্পকোটিং বসেৎ স্বর্গে ততো যাতি পরাং
গতিম্ ॥১০৪
ইদমেব পরং গুহ্যং ভাষিতং শম্ভুনা পুরা।
শ্রবণাৎ সততং তস্য ব্রতস্য পরিপালনাৎ ॥
শ্রাবয়েদ্বাপি লোকস্য ফলং তুল্যং প্রকীর্ত্তিতম্

ইতি পাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে অর্কাঙ্গ-
সপ্তমীব্রতং নাম সপ্তসপ্ততিতমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদাচ্চ শ্রুতং মে পাবনং ব্রতম্।
অপরং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রধ্নস্য চ প্রিয়ঞ্চ যৎ ॥ ১
ব্যাস উবাচ।
কৈলাসশিখরে রম্যে সুখাসীনং মহেশ্বরম্।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ স্কন্দো বচনমব্রবীৎ ॥ ২
অর্কাঙ্গাখ্যবিধিস্তত্তো ময়ৈবং বিস্তরাচ্ছ্রুতঃ।
বারাদের্যৎফলং নাথ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ঈশ্বর উবাচ।
রক্তপুষ্পৈ রবের্বারে স্বর্ঘ্যং দদ্যাদ্ব্রতী নরঃ।

দ্বারা পরে বিশেষতঃ অষ্টমীতে পারণ করিবে। পারণ অষ্টমীতেই কর্ত্তব্য, নবমীতে কখনই উহা করিবে না। নবমীতে পারণ করিলে ব্রত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পারণ অপরাহ্লে করিবে; ইহাতে কটু তিক্ত এবং অম্ল বর্জ্জন করিতে হইবে। যত্নপূর্ব্বক তণ্ডুল শোধন করিবে, তৃণ বীজাদি সকল পরিত্যাগ করিবে। এতদ্ভিন্ন মুদ্গ, মাষ, তিল ও ঘৃত প্রভৃতি বর্জ্জন করিতে হইবে। সামর্থ্য পক্ষে ক্ষীরাদি দ্বারা অথবা যথাশক্তি অন্ন, পান ও নিরামিষ ব্যঞ্জন দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে গুণানুসারে বিভাগ করিয়া দক্ষিণা দান করিবে। যে নর এই অনন্ত ফলপ্রদ সপ্তমী ব্রত করে, তাহার সূর্য্যলোকে গতি হয়। এই সপ্তমী সর্ব্বপাপনাশিনী, ও ধন-পুত্রবৰ্দ্ধিনী, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অর্ক তুষ্টির জন্য মাসে মাসে এই ব্রত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি পারণ আচরণ করে, তাহার কোটিকল্পকাল স্বর্গে বাস হয়, পরে সে পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। পুরাকালে শম্ভু এই পরম গুহ্য ব্রত ব্যক্ত করিয়াছেন! এই ব্রত পালন বা শ্রবণ, করিলে কিম্বা করাইলে তুল্য ফলই হইয়া থাকে। ৯২—১০৫।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৭।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমি এই পবিত্র ব্রত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সূর্য্যের প্রিয় আরও কোন বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বলিলেন, রম্য কৈলাস শিখরে সুখাসীন মহেশ্বরকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! আমি অর্কাঙ্গাখ্য-বিধি আপনার নিকট বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে বারাদির ফল, আমি যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বর কহিলেন,

নক্তাহারং হবিষ্যান্নং কৃত্বা স্বর্গান্ন হীয়তে ॥ ৪
সপ্তম্যাশ্চ সদাচারং সর্ব্বমেবার্কবাসরে।
কুর্ব্বতঃ প্রীতিমাপ্নোতি সগণঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৫
সূর্য্যস্য সদৃশং যাতি তিথিবারস্য পালনাৎ।
একেন গাণপত্যস্য যাবৎ স্বর্য্যো নভস্তলে ॥ ৬
সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যমৈশ্বর্য্যং রোগনাশনম্।
স্বর্গদং মোক্ষদং পুণ্যং রবের্বারে ব্রতং হিতম্
রবিবারেণ সংক্রান্ত্যা সপ্তম্যা তদ্দিনে শিবে।
ব্রতপূজাদিকং জাপ্যং সর্ব্বকাক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥৮
আদিত্যবাসরে শুভ্রে গ্রহাধিপপ্রপূজনম্।
প্রাণাদহতবক্ত্রেণ নিঃসার্য্য মণ্ডলে ন্যসেৎ ॥ ৯
দ্বিভুজং রক্তপদ্মস্থং সুগলং রক্তবাসসম্।
সর্ব্বরক্তাভরণং ধ্যাত্বা হস্তাভ্যাং পুষ্পং বিধৃত্য সংঘ্রায়ৈশান্যাং ক্ষিপেৎ ॥ ১০
আদিত্যায় বিদ্মহে ভাস্করায় ধীমহি। তন্নো ভানুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১১

ততো গুরূপদিষ্টেন বিধিনা চ বিলেপনম্।
বিলেপনান্তে সদ্ধূপং ধূপান্তে চ প্রদীপকম্ ॥১২
প্রদীপান্তে চ নৈবেদ্যং ততো বারি নিবেদয়েৎ
ততো জপ্যং স্তুতিং মুদ্রাং নমস্কারন্তু কারয়েৎ
অঞ্জলিঃ প্রথমা মুদ্রা দ্বিতীয়া ধেনুকা স্মৃতা।
এবং যঃ পূজয়েদর্কং রবিসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
মম ব্রহ্মবধং ঘোরং কপালং করলগ্নকম্।
রবেস্তস্য প্রসাদাত্তু মুক্তং বারাণসীতটে ॥ ১৫
রবেঃ পরতরং দৈবং ত্রৈলোক্যে তু ন বিদ্যতে
যস্য প্রসাদতো ঘোরান্মুক্তোঽহং গুরুকিল্বিষাৎ

স্কন্দ উবাচ।

শ্রুত্বা ত্বত্তো গিরং নাথ বিস্ময়ো মেঽভবৎ প্রভো।
ত্বদন্যোঽস্তি ন কো দেবঃ কথং ব্রহ্মবধঃ ত্বয়ি ॥
ত্বঞ্চ জ্ঞানীশ্বরো যোগী লোকে ভোক্তা-ক্ষরোঽব্যয়ঃ
দেবানাং গুরুরেকস্ত্বং ব্যাপ্তরূপী মহেশ্বরঃ ॥ ১৮

ব্রতী নর রবিবারে অর্ক পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য দান, নক্তাহার ও হবিষ্যান্ন আহার করিলে, স্বর্গে গিয়া তথা হইতে আর বিচ্যুত হয় না। সপ্তমী বিহিত সমস্ত সদাচর রবিবাসরে অনুষ্ঠান করিলে, মহান্ পরমেশ্বর পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। তিথি ও বার ব্রত পালন করিলে নর সূর্য্য সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে। একটী ব্রত পালনে নভস্তলে সূর্য্যের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত গাণপত্য সাদৃশ্য লাভ হয়। রবিবার-ব্রত সর্ব্ব ফলপ্রদ, পবিত্র, ঐশ্বর্য্যদায়ক, রোগ-হর, স্বর্গদায়ক, মোক্ষপ্রদ এবং হিতাবহ। হে শিবে! রবিবারে সংক্রান্তিযোগে সপ্তমী তিথি হইলে ঐ দিন ব্রত পূজাদি যাহা কিছু করা যায়, তৎ সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষীয় রবিবারে গ্রহাধিপতির পূজা করিতে হয়। প্রাণ হইতে তাঁহাকে বক্ত্র-পথে নিঃসারিত করিয়া মণ্ডলে বিন্যাস করিবে। তিনি দ্বিভুজ, রক্তপদ্মস্থ, সুগল, রক্তবস্ত্রধারী ও সর্ব্বাভরণযুত, তাঁহাকে এই-রূপ ধ্যান করিয়া হস্তযুগ দ্বারা বিধৃত পুষ্পের আঘ্রাণ লইয়া ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে। পরে 'আদিত্যায় বিদ্মহে' ইত্যাদি মন্ত্রে গুরূপ-দিষ্ট বিধি অনুসারে বিলেপন, বিলেপনান্তে উত্তম ধূপ, ধূপান্তে প্রদীপ, প্রদীপান্তে নৈবেদ্য, এবং নৈবেদ্যের পর জল নিবেদন করিবে। অনন্তর জপ, স্তুতি, মুদ্রা ও নমস্কার করিতে হইবে। মুদ্রা মধ্যে প্রথম মুদ্রা অঞ্জলি এবং দ্বিতীয় মুদ্রা ধেনু, এই দুই মুদ্রাই বিহিত। এইরূপে যে ব্যক্তি অর্ক পূজা করে, তাহার রবিসাযুজ্য লাভ হয়।১—১৪। মদীয় ব্রহ্মহত্যারূপ করলগ্ন ভীষণ কপাল ভাস্কর প্রসাদেই জাহ্নবীতটে মুক্ত হইয়াছিল। রবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর দেব ত্রিভুবনে আর নাই। তাঁহারই প্রসাদে আমি মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। স্কন্দ কহিলেন, হে প্রভো! আপনার মুখে এ বিবরণ শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। আপনা অপেক্ষা পরম দেব অন্য কেহই নাই। আপনার ব্রহ্মহত্যা পাপ হইল কিরূপে? আপনি জ্ঞানী, ঈশ্বর, যোগী, ভোক্তা, অক্ষর, অব্যয়, একমাত্র দেবগুরু, ব্যাপ্তরূপী, মহেশ্বর,

সর্ব্বজ্ঞো বরদো নিত্যং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রভুঃ।
দুষ্কৃতস্তে কুতো নাথ তথা ক্রোধো বিশেষতঃ॥
শিব উবাচ।
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় পৃথগ্ ভূতা যুগেযুগে।
সর্ব্বং কুর্ম্মো বয়ং পুত্র ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥ ২০
নাস্মাকং বন্ধমোক্ষৌ চ নাকার্য্যং কার্য্যমেব বা
তথা লোকস্য রক্ষার্থং চরামো বিধিপূর্ব্বকম্॥
সর্ব্বঞ্চ পরমঞ্চৈব সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্।
সর্ব্বরোগপ্রশমনং সর্ব্বার্থপ্রতিসাধকম্॥ ২২
একোঽসৌ বহুধা ভূত্বা কালভেদাদনিন্দিতঃ।
মাসে মাসে তু তপতি একো দ্বাদশতাং ব্রজেৎ
মিত্রো মার্গশিরে মাসি পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ
বরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা
চৈত্রে মাসি তপেদ্ভানুর্ব্বৈশাখে তাপনঃ স্মৃতঃ।
জ্যৈষ্ঠমাসে তপেদিন্দ্র আষাঢ়ে তপতে রবিঃ॥
গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমো ভাদ্রপদে তথা।
হিরণ্যরেতাশ্বযুজি কার্ত্তিকে তু দিবাকরঃ॥ ২৬
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা মাসি মাসি প্রকীর্ত্তিতাঃ
উরুরূপা মহাতেজা যুগান্তানলবর্চ্চসঃ॥ ২৭
য ইদং পঠতে নিত্যং তস্য পাপং ন বিদ্যতে।
ন রোগো ন চ দারিদ্র্যং নাবমানো ভবেৎ ক্বচিৎ
অক্ষয়ং লভতে স্বর্গং সুখং রাজ্যং যশঃ ক্রমাৎ
মহামন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপ্রীতিকরং পরম্॥ ২৯
ওঁ নমঃ সহস্রবাহবে আদিত্যায় নমো নমঃ।
নমস্তে পদ্মহস্তায় বরুণায় নমো নমঃ॥ ৩০
নমস্তিমিরনাশায় শ্রীসূর্য্যায় নমো নমঃ।
নমঃ সহস্রজিহ্বায় ভানবে চ নমো নমঃ॥ ৩১
ত্বঞ্চ ব্রহ্মা ত্বঞ্চ বিষ্ণুরুদ্রস্ত্বঞ্চ নমো নমঃ।
ত্বমগ্নিঃ সর্ব্বভূতেষু বায়ুস্ত্বঞ্চ নমো নমঃ॥ ৩২
সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতেষু নহি কিঞ্চিত্ত্বয়া বিনা।
চরাচরে জগদ্ যস্মিন্ সর্ব্বদেহে ব্যবস্থিতঃ॥৩৩
ইতি জপ্ত্বা লভেৎ কামং স্বর্গভোগ্যাদিকং ক্রমাৎ॥৩৪
আদিত্যো ভাস্করঃ সূর্য্যো হ্যর্কো ভানুর্দিবাকরঃ

সর্ব্বজ্ঞ, বরদ, ও সর্ব্বপ্রাণীর প্রভু; আপনার কিরূপে দুষ্কৃতি বিশেষতঃ ক্রোধাবির্ভাব হইল! শিব কহিলেন—আমরা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর—লোকসমূহের হিতের নিমিত্ত বিভিন্ন দেহে যুগে যুগে সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করি। আমাদের বন্ধন-মোচন বা কার্য্যাকার্য্য নাই। আমরা লোকরক্ষার্থ বিধিমত সর্ব্বলোকে বিচরণ করি। কিন্তু ঐ দিবাকর একাকীই সমস্ত, উনিই পরম, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন, সর্ব্বরোগ প্রশমন এবং সর্ব্বার্থপ্রসাধন। ঐ অনিন্দিত দেব এক হইয়াও কালভেদে অনেক, উনিই এক হইয়াও মাসে মাসে দ্বাদশরূপে তাপ দান করেন। উনি মার্গশীর্ষে মিত্র, পৌষে সনাতন বিষ্ণু, মাঘ মাসে বরুণ, ফাল্গুনে সূর্য্য, চৈত্রে ভানু, বৈশাখে তাপন, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতা এবং কার্ত্তিকে দিবাকররূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। এইরূপে দ্বাদশ আদিত্য মাসে মাসে কীর্ত্তিত। ইঁহারা বিপুল রূপধর, মহাতেজস্বী এবং যুগান্তবহ্নিবৎ তেজঃসম্পন্ন। যে ব্যক্তি নিত্য ইহা পাঠ করেন, তাঁহার কোনই পাপ থাকে না। রোগ, দারিদ্র্য বা অবমান কখন হয় না। তিনি অক্ষয় স্বর্গ, সুখ, রাজ্য ও যশ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে সর্ব্বপ্রীতিকর পরম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি।১৫—২৯। সহস্র বাহু আদিত্যকে নমস্কার নমস্কার; তুমি পদ্মহস্ত, বরুণ, তোমাকে নমস্কার নমস্কার, তুমি তিমিরনাশক, শ্রীসূর্য্য, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি সহস্রজিহ্ব ভানু, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি অগ্নি, তুমি সর্ব্বভূতে বায়ু; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, তুমি সর্ব্বগামী, সর্ব্বভূতে তোমা বিনা আর কিছুই বিদ্যমান নাই। এই চরাচর জগতে সর্ব্বদেহে তুমি বিরাজমান। এই সকল মন্ত্র জপ করিয়া নর স্বর্গ ভোগ্যাদি কাম ক্রমশঃ লাভ করে। আদিত্য, ভাস্কর, সূর্য্য, অর্ক,

সুবর্ণরেতা মিত্রশ্চ পুষা ত্বষ্টা চ তে দশ।
স্বয়ম্ভুস্তিমিরাশশ্চ দ্বাদশঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। ৩৫
নামান্যেতানি সূর্য্যস্য শুচির্যস্তু পঠেন্নবঃ।
সর্ব্বপাপাচ্চ রোগাচ্চ মুক্তো যাতি পরাং গতিম
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি ভাস্করস্য মহাত্মনঃ।
রক্তাখ্যা যে রক্তনিভাঃ সিন্দূরারুণবিগ্রহাঃ।। ৩৭
যানি নামানি মুখ্যানি তচ্ছৃণুস্ব ষড়ানন।। ৩৮
তপস্তাপনশ্চৈব কর্ত্তা হর্ত্তা গহেশ্বরঃ।
লোকসাক্ষীত্রিলোকেশো ব্যোমাধিপো দিবাকরঃ।।৩৯
অগ্নিগর্ভো মহাবিপ্রঃ স্বর্গ সপ্তাশ্চবাহনঃ।
পদ্মহস্তস্তমোভেদী ঋগ্বেদো যজুঃসামগঃ।। ৪০
কালপ্রিয়ং পুন্ডরীকং মূলস্থানঞ্চ ভাবিতম্।
যঃ স্মরেচ্চ সদা ভক্ত্যা তস্য রোগভয়ং কুতঃ।।
শৃণু কার্ত্তিক যত্নেন সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
ন সন্দেহো মনাক্কার্য্য আদিত্যস্য মহামতে।। ৪২
ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।।
সর্ব্বশান্তিকরশ্চৈব সর্ব্বাবিঘ্নবিনাশনঃ।। ৪৩
নাশয়েৎ সর্ব্বরোগাংশ্চ লুতাবিস্ফোটকাদিকান্
কামলাদিকরোগাংশ্চ যে রোগাশ্চৈব দারুণাঃ।।
ঐকাহিকং ত্র্যাহিকঞ্চ জরঞ্চাতুর্থিকং তথা।
কুষ্টং রোগং ক্ষয়ং রোগং কুক্ষিরোগং জ্বরং থা।।৪৫
অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছাংশ্চ নানারোগাময়াংস্তথা।
যে বাতপ্রভবা রোগা যে রোগা গর্ভসম্ভবাঃ।।
মর্দ্দয়ন্তো মহারোগা মর্দ্দিতা বেদনাত্মকাঃ।
বিলয়ং যান্তি তে সর্ব্ব আদিত্যোচ্চারণেন তু।।
রক্ষ মাং দেবদেবেশ গ্রহরোগভয়েষু চ।
প্রশমং যান্তি তে সর্ব্বে কীর্ত্তিতে তু দিবাকরে
মুলমন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বকামার্থসাধকম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নিত্যং ভাস্করস্য মহাত্মনঃ।।৪৯
ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় নমঃ।
অনেন মন্ত্রেণ সদা সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
ব্যাধয়ো বৈ ন বাধন্তে ন চানিষ্টভয়ং ভবেৎ।।৫০

ভানু, দিবাকর, সুবর্ণরেতা, মিত্র, পুষা, ত্বষ্টা, স্বয়ম্ভু ও তিমিরাশ, সূর্য্যের এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি পবিত্রভাবে নিত্য পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি পুনরায় মহাত্মা ভাস্করের অন্য মুর্ত্তির বিষয় বলিতেছি, ঐসকল মূর্ত্তি রক্তাস্য, রক্তনিভ, এবং সিন্দুরবৎ অরুণবর্ণ। হে ষড়ানন। সূর্য্যের যে সকল মুখ্য নাম আছে, তাহা শ্রবণ কর। তপন, তাপন, কর্ত্তা, হর্ত্তা, গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ব্যোমপতি, দিবাকর, অগ্নিগর্ভ, মহাবিপ্র, স্বর্গ, সপ্তাশ্ববাহন, পদ্মহস্ত, তমোভেদী, ঋগ্বেদ, যজু ও সামগায়ী, কালপ্রিয়, পুন্ডরীক, ও মুলস্থান, যে ব্যক্তি ভক্তি পুর্ব্বক এই সকল নাম স্মরণ করে, তাহার রোগভয় কোথায়? হে কার্ত্তিকেয়! যত্নের সহিত সর্ব্বপাপহর শুভ সূর্যমন্ত্র সযত্নে শ্রবণ কর। হে মহামতে। ইহা শ্রবণে যে রোগ নাশ হয়, তৎপক্ষে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩০-৪২। মন্ত্র যথা-ঞ্চ এই মন্ত্র জপ্য এবং হোম ও সন্ধ্যোপাসনায় পাঠ্য; ইহা সর্ব্ব শান্তিকর, সর্ব্ববিঘ্নহর এবং লূতাবিস্ফোটকাদি সর্ব্বরোগহর। কামলাদি যে সকল দারুণ রোগ ঐকাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থিক জর, কুষ্ঠরোগ ক্ষয়রোগ, কুক্ষিরোগ, অশ্মরী, মুত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নানা রোগ, বাতপ্রভব ও গর্ভসম্ভব রোগ, মর্দ্দনকারী মহারোগ এবং বেদনাত্মক যে কিছু মর্দ্দিত রোগ, সমস্তই আদিত্যনামোচ্চারণে বিলয় প্রাপ্ত হয়। যে দেব দেবেশ! গ্রহরোগভয়ে আমায় রক্ষা কর। দিবাকরের নাম কীর্ত্তনেই ঐ সকল প্রশমিত হইয়া যায়। এক্ষণে মহাত্মা বাস্করের সর্ব্বকামার্থসাধক মুলমন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি। উহা নিত্য ভুক্তিদুক্তিপ্রদ। মন্ত্র যথা- ঞ্চ। এই মন্ত্রবলে সর্ব্বদা সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহার প্রভাবে ব্যধি পীড়া হয় না, অনিষ্ট

* মূল দেখ।

সূর্য্যাবর্ত্তোদকং যস্তু গৃহীত্বা তু ক্রমেণ তু।
তস্য প্রাশনমাত্রেণ নরো রোগাৎ প্রমুচ্যতে।। ৫১
ন দাতব্যং ন খ্যাতব্যং জপ্তব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ।
অভক্তেম্বনপত্যেষু পাষন্ডলৌকিকেষু চ।। ৫২
কটুতৈলসমাযুক্তং নস্যে পানে চ দাপয়েৎ।
সূর্য্যাবর্ত্তজলং পুত্র সর্ব্বরোগাদ্বিমুচ্যতে।। ৫৩
মূত্রমন্ত্রস্তু জপ্তব্যঃ সন্ধ্যায়ং হোমকর্ম্মসু।
জপ্যমানে তু নশ্যন্তি রোগাঃ ক্রূরগ্রহাস্তথা।। ৫৪
কিমন্যৈর্বহুভিঃ শাস্ত্রৈর্ম্মন্ত্রৈর্বা বহুবিস্তরৈঃ।
সর্ব্বশান্তিরিয়ং বৎস সর্ব্বার্থপ্রতিসাধিকা।। ৫৫
নাস্তিকায় ন দাতব্যা দেবব্রাহ্মণনিন্দকে।
গুরুভক্ত্যায় দাতব্যা নান্যেভ্যোহপি কদাচন।।
প্রাতরুত্থায় যো নিত্যং কীর্ত্তরিষ্যতি মানবঃ।
গোঘ্নঃ কৃতঘ্নকশ্চৈব মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।।
শরীরারোগ্যকৃচ্চৈব ধনবৃদ্ধিযশস্করঃ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো যস্য তুষ্যেদ্দিবাকরঃ।।
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং নিত্যমেব চ।
যঃ পঠেদ্রবিসান্নিধ্যে সোহভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং কন্যার্থী কন্যকাং লভেৎ
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্
শৃণুয়াৎ সংযতো ভক্ত্যা শুদ্ধাচারসমন্বিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যলোকং ব্রজত্যপি।।৬১
ভাস্করস্য ব্রতে যচ্চ ব্রতাচারমখেষু চ।
পুণ্যস্থানেষু তীর্থেষু পঠেৎ কোটিগুণং ভবেৎ
গ্রহভোজ্যেষু পুজায়াং ব্রহ্মভোজ্য দ্বিজাগ্রতঃ।
য ইদং পঠতে বিপ্রস্তস্যানন্তফলং ভবেৎ।।৬৩
তপস্বিনাঞ্চ বিপ্রাণাং দেবানামগ্রতঃ সুধীঃ।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি সুরলোকে মহীয়তে।।৬৪

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখন্ডে সূর্য্য
শান্তির্নামাষ্টসপ্ততি তমোহধ্যায়ঃ।। ৭৮।।

ভয় ঘটে না। যে মানব ক্রমশঃ সূর্য্যাবর্ত্তো দক গ্রহণ করিয়া পান করে, সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইয়া থাকে। এই মন্ত্র কাহাকেও দান করিবে না, কাহারও নিকট কীর্ত্তন করিবে না, ইহা প্রযত্নপুর্ব্বক কেবল জপ করিবে। অভক্ত, অনপত্য ও পাষন্ড ব্যক্তিদিগকে এই মন্ত্র শুনাইবে না। বৎস। কটু তৈল সহ সূর্য্যাবর্ত্ত জল নস্যে এবং পানে প্রদান করিবে; ইহাতে রোগী রোগমুক্ত হইবে। উক্ত মূলমন্ত্র সন্ধ্যায় হোমকর্ম্মে জপ করিবে। ইহা জপ করিলে ক্রূরগ্রহ এবং রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। অন্য বহুল শাস্ত্রালোচনা বা মন্ত্র জপ করিয়া কি হইবে? একমাত্র ইহাই সর্ব্বর্থসাধিকা সর্ব্বশান্তি। নাস্তিক বা দেবব্রাহ্মনিন্দককে ইহা দান করিবে না। গুরুভক্তকে ইহা দান করিবে। তদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখন দান করিবে না। যে মানব প্রভাতে উঠিয়া নিত্য ইহা কীর্ত্তন করে, সে গোঘ্ন বা কৃতঘ্ন যাহাই হউক, সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে। দিবাকর যাহার প্রতি তুষ্ট হন, নিশ্চয় তাহার আরোগ্য, ধন ও যশোবৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি নিত্য এক কাল, দ্বিকাল বা ত্রিকাল রবিসন্নিধানে ইহা পাঠ করে, তাহার অভীষ্ট, ফল লাভ হইয়া থাকে। পুত্রার্থী পুত্র, কন্যার্থী কন্যা, বিদ্যার্থী বিদ্যা, এবং ধনার্থী ধন লাভ করিয়া থাকে নর সংযত ও শুদ্ধাচারে অন্বিত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবে। ইহা শ্রবণে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। ভাস্করব্রতে কিংবা অন্য ব্রতাচারে,যজ্ঞে, পুণ্যস্থানে বা তীর্থে ইহা পাঠ করিলে কোটিগুণ ফল হয়। গ্রহ ভোজ্যে, পুজায়, ব্রহ্মভোজ্যে বা দ্বিজাগ্রে যে বিপ্র ইহা পাঠ করে, তাহারও অনন্ত ফল হইয়া থাকে। যে সুধী ব্যক্তি তপস্বী বিপ্র ও দেবগণের অগ্রে ইহা পাঠ করেন বা করান, তিনি স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকেন। ৪৩-৬৪।

অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

মধ্যদেশে স্বরাট্ সম্রাট্ ভদ্রেশ্বর ইতি শ্রুতঃ।
তপোভির্বহুভিঃ পূতো ব্রতৈর্নানাবিধৈরপি।। ১
বেদাংস্তু পূজয়েন্নিত্যং সুভাবেন সদা খলু।
তস্য সব্যেঽভবৎ কুষ্ঠং করে শ্বেতমজায়ত।।২
ততো ভিষক্প্রয়োগাচ্চ লক্ষণং দৃশ্যতে পুরা আহুর
দ্বিজমুখ্যাংশ্চ মন্ত্রিণঃ সোঽব্রবীদ্বচঃ।। ৩

রাজোবাচ।

কিল্বিষং মে করে বিপ্রা দুঃসহং লোকগর্হিতম্
তস্মাৎ পুণ্যং মহাক্ষেত্রং যত্র ত্যক্ষ্যামি বিগ্রহম্।। ৪
আজ্ঞাপয়ত ধর্ম্মজ্ঞাঃ পরলোকহিতায় বৈ।
বংশহীনস্য মে বীরাঃ প্রেত্যামুত্র হিতঞ্চ যৎ।
তদ্ব্রূত সুপ্রসন্না ম উদ্দিষ্টং যৎ করোম্যহম্।।৫

দ্বিজা উচুঃ।

পরিত্যক্তে ত্বয়া রাষ্ট্রে ধর্ম্মশীলেন ধীমতা।
নষ্টং জগদিদং রাজংস্তস্মান্নো বক্তুমর্হসি।। ৬
অয়মস্য প্রতীকারো হ্যস্মাভিরবগম্যতে
সূরং মন্ত্রৈর্মহাদেবং যত্নাদারাধয় প্রভো।। ৭

রাজোবাচ।

কেনোপায়েন বিপ্রেন্দ্রাস্তোষয়িষ্যামি ভাস্করম্।
অমেধ্যেনাথ কুষ্ঠেন লোকানাং গর্হিতেন চ।। ৮
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং গর্হিতোঽস্মি দ্বিজাতয়ঃ।
কিং করিষ্যামি রাজ্যঞ্চ কিং স্যাদারাধনেন তু

দ্বিজা উচুঃ।

অত্র স্থিত্বা স্বরাজ্যে তু সমুপাস্য বিরোচনম্।
প্রমুচ্য কিল্বিষাদ্ঘোরাৎ স্বর্গং মোক্ষঞ্চ লপ্স্যসে
এতচ্ছ্রুত্বা তু রাজেন্দ্রঃ প্রণিপত্য দ্বিজোত্তমান্
আকার্ষীত্তস্য সূর্য্যস্য পরমারাধনঞ্চ যৎ।। ১১
নিত্যপূজাং তথা মন্ত্রৈরুপহারৈর্বিলেপনৈঃ।
ফলৈর্নানাবিধৈরর্ঘৈরক্ষতা তপতণ্ডুলৈঃ।। ১২
জপাপুষ্পার্কপর্ণৈশ্চ করবীরকরঞ্জকৈঃ।

উনাশীতিতম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, মধ্যদেশে ভদ্রেশ্বর নামে এক সম্রাট্ ছিলেন। তিনি বহু তপস্যা ও বিবিধ ব্রতাচরণে পূত হইয়া নিত্য নিত্য ভক্তিভাবে দেবার্চ্চনা করিতেন। একদা তাঁহার বাম হস্তে শ্বেতকুষ্ঠ উৎপন্ন হইল। ঔষধ প্রয়োগেও কুষ্ঠের লক্ষণই স্পষ্ঠ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন সম্রাট ভদ্রেশ্বর দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণকে ও মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,-বিপ্রগণ! আমার করে লোকগর্হিত দুঃসহ পাপরোগ প্রকট হইয়াছে। অতএব আমি কোন পুণ্য মহাক্ষেত্রে দেহ পরিত্যাগ করিব। হে ধর্ম্মজ্ঞগণ। আমার পরলোকহিতের জন্য আজ্ঞা করুণ। আমি বংশবিহীন, যাহাতে ইহ-পরকালে হিত হয়, তাহাই আপনারা প্রসন্ন হইয়া বলুন, আমি সেইরূপ কার্য্যই করিব। দ্বিজগণ কহিলেন,-আপনি ধর্ম্মশীল ধীমান্ নরপতি, আপনিরাজ্য পরিত্যাগ করিলে, এ জগৎ নষ্ট হইয়া যাইবে তাই বলিতেছি, হে রাজন্। আপনি এমন কথা কহিবেন না। আপনার এই রোগের প্রতিকার কি, তাহা আমরা জানি। হে প্রভো! আপনি মহাদেব দিবাকরকে মন্ত্র জপ করিয়া সযত্নে আরাধনা করুন। রাজা কহিলেন, - হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আমি লোকগর্হিত অমেধ্য কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া কোন্ উপায়ে ভাস্করকে আরাধনা করিব? হে দ্বিজগণ! আমি গর্হিত; সুতরাং সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়াছি। কিরূপে রাজ্য করিব? এবং সূর্য্যারাধনা করিয়াই বা কি হইবে? ১-৯। দ্বিজগণ কহিলেন,-এই স্বরাজ্যে থাকিয়াই আপনি বিরোচনদেবের উপাসনা করুন, তাঁহার উপাসনায় ঘোর পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভ করিতে পারিবেন। রাজেন্দ্র এই কথা শুনিয়া দ্বিজবরদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সূর্য্যের পরম আরাধনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের মন্ত্রসমূহ উচ্চারণপূর্ব্বক বিবিধ উপহার, বিলেপন, নানাবিধ ফল, অর্ঘ, অক্ষত, আতপতণ্ডুল,

রক্তকুঙ্কুমসিন্দুরৈস্তথা বাসন্তিকাদিভিঃ।। ১৩
সগন্ধকদলীপত্রৈস্তৎফলৈঃ সুমনোহরৈঃ।
অর্ঘমৌদুম্বরে কৃত্বা সদা সূর্য্যায় পার্থিবঃ।। ১৪
আদিত্যসম্মুখো দত্তে সদামন্ত্রিপুরোহিতৈঃ।।
মহিষীভিস্তথা চার্ঘো ভোগিনীভিঃ সমন্ততঃ।।
সর্ব্বৈরন্তঃপুরস্থৈশ্চ সপত্নীকৈশ্চ রক্ষিভিঃ।
চেটবর্গৈস্তথান্যৈশ্চ দীয়তেহর্ঘো দিনে দিনে।।
অর্কশান্তিভিরত্যুগ্রৈঃ স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ পরৈঃ।
মূলমন্ত্রান্যমন্ত্রৈশ্চ যজন্তি স্ম দিবাকরম্।। ১৭
তথার্কাঙ্গব্রতং চান্যৎ কৃতবন্তৈঃ সুসমাহিতৈঃ।
ক্রমাৎ সমাং সমাসাদ্য রোগস্যান্তং গতো নৃপঃ
বাধিতে চামরে ঘোরে স রাজা নিখিলং জগৎ
নিয়ম্য কারয়ামাস কল্যে চ যাজনব্রতম্।। ১৯
এবমেব জপাপুষ্পং সুগন্ধকদলীফলম্।
বাণৈর্জায়াভিরালভ্যমর্কপর্ণান্যপুষ্পকম্।। ২০

এবমেব মহাপুণ্যং কৃত্বা সর্ব্বজনপ্রিয়ম্।
হবিষ্যাশো নিরাহারো জনো যজতি ভাস্করম্
এবমেব ত্রিভির্বর্ষৈরর্চ্চিতস্তৈর্বিভাকরঃ।
সন্তুষ্টো ভূপমাগম্য কৃপয়া চাব্রবীদ্বচঃ।। ২২
বরং বরয় চাভীষ্টং যস্তে মনসি বর্ত্ততে।
সর্ব্বেষাং বো হিতার্থায় সানুগঃ পুরবাসিনাম্।।

রাজোবাচ।

যদীচ্ছসি বরং দাতুং সর্ব্বলোচন মৎপ্রিয়ম্।
সর্ব্বোষাং নঃ পরং স্বর্গং ত্বৎসকাশে ভবত্বিতি।।

সূর্য্য উবাচ।

অমাত্যাস্তে দ্বিজা বিপ্রাঃ সদারাঃ সপরিচ্ছদাঃ
নবীনযৌবনাঃ শুদ্ধা যাবদাভূতসংপ্লবম্।। ২৫
তিষ্ঠন্তু মৎপুরে রম্যে সর্ব্বভোগৈর্নিরাময়াঃ।
সুরদ্রুমৈঃ সুসম্পূর্ণৈঃ প্রাসাদৈর্দ্রুমকল্পকৈঃ।। ২৬
প্রমদাভির্মহাভাগ নৃত্যগীতাদিভিঃ পরৈঃ।

জবাপুষ্প, অর্কপত্র, করবীর, করঞ্জ, রক্তকুঙ্কুম সিন্দুর, বাসন্তিকাদিবর্ণ, সুগন্ধ কদলীপত্র, এবং সুমনোহর কদলীফল দ্বারা নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে ঐদুম্বর পাত্রে অর্ঘ রচনা করিয়া আদিত্যাভিমুখে সর্ব্বদা সূর্য্যকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন্ত্রী, পুরোহিত, মহিষী, ভগিনী, অন্তঃপুরস্থ অন্যান্য রক্ষিবর্গ এবং দাসবর্গও প্রতিদিন সূর্য্যকেঅর্ঘ দান করিতে লাগিলেন। অর্কশান্তিকর অত্যুগ্র স্তোত্র মন্ত্র এবং মূল মন্ত্র ও অন্যান্য মন্ত্র দ্বারা তাঁহারা দিবাকরকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন এবং সুসমাহিত হইয়া অন্য অর্কাঙ্গ ব্রত আচরণ করিলেন। এইরূপে এক বৎসর যাবৎ সূর্য্যারাধনায় ক্রমশ রাজা রোগমুক্ত হইলেন। রাজার সেই দারুণ রোগ প্রশমিত হইলে তিনি নিয়ম করিয়া প্রত্যহ প্রভাতে রাজস্থ সকল লোক দ্বারাই সূর্য্যপূজাব্রত করাইতে লাগিলেন। রাজা এইরূপে নিজেও জবা পুষ্প সুগন্ধ কদলীফল, অর্কপত্র ও অন্যান্য পুষ্প দ্বারা পত্নীগণ সহ প্রত্যহ প্রাতে সূর্য্যার্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় মহাপুণ্য আচরণ করিলেন। রাজ্যস্থ অন্যলোক সকলও হবিষ্যাশী বা উপবাসী থাকিয়া ভাস্করের অর্চ্চনা করিতে লাগিল। এইরূপে তিন বর্ষ যাবৎ তাহারা ভাস্করদেবের অর্চ্চনা ভাস্কর সন্তুষ্ট হইয়া নরপতির নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিলেন, রাজন্! তুমি সমস্ত পুরবাসীর হিতের নিমিত্ত অনুচরগণ সহ অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ১০ - ২৩। রাজা কহিলেন,-হে সর্ব্বলোচন! যদি আমার প্রিয় বর দানে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রার্থনা এই যে, আমাদের সকলের আপনার সকাশেই পরম স্বর্গ বাস হউক। সূর্য্য কহিলেন,-তোমার অমাত্য বিপ্রগণ এবং অন্য ব্রাহ্মণগণ, সকলেই সপরিবারে নবযৌবনশালী হইয়া সুপরিচ্ছদ সহ শুদ্ধভাবে প্রলয় পর্য্যন্ত মদীয় রম্যপুরে বাস করুন এবং তাঁহারা সর্ব্বভোগযুত হইয়া নিরাময়ভাবে জীবন যাপন করিতে থাকুন। তাঁহাদের ভোগ-বিলাসের জন্য দেবক্রম সকল, সুসম্পূর্ণ প্রাসাদরাজি এবং নৃত্যগীত-

পঞ্চকল্পান্তরে রাজা মন্বাদৌ ত্বং ভবিষ্যসি।।২৭
অমী তে মনুজা ভূপ পুরস্থাশ্চ পুরোধসঃ।
তথা জনপদস্থাশ্চ বিদ্বাংসো ধনিনো নরাঃ।।২৮
তত্র মত্তো বরং লব্ধা সুখং স্বর্গমবাপ্স্যথ।
এবমুক্ত্বা জগচ্চক্ষুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।। ২৯
ততো ভদ্রেশ্বরো রাজা সপুরো দিবি মোদতে।।
তত্র কীটাদয়ো যে চ তেহপীতাঃ সসুতাদয়ঃ।
স্বর্গে দেবদ্রুমে ভোগ্যং কুর্ব্বন্তি মহদদ্ভুতম্।।৩১
এবমেব নৃপা বিপ্রা মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
যে চ ক্ষত্রাদয়ো বর্ণাঃ সূরস্বর্গং যযুর্দ্রুতম্।।৩২
কৈশ্চিদভ্যর্থিতং বিত্তং পুত্রদারাস্তথা পরৈঃ।
সুখং স্বর্গং তথারোগ্যং ভাস্করস্য প্রসাদতঃ।।৩৩
পুণ্যকৃটমিদং ভদ্রং যঃ পঠেন্মানবঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপক্ষয়স্তস্য রুদ্রবৎ পূজিতো ভুবি।।৩৪
সর্ব্বসাক্ষী ভবেৎ স্বর্গে বরদো ভাস্করপ্রিয়ঃ।
শৃণোতি সংযতো মর্ত্ত্যঃ সোহভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ
পারগঃ সর্ব্বপাপানাং ভাস্করস্যৈব সংসদি।
বাবদুকো ভবেন্নিত্যং শ্রবণাৎ পুণ্যবান্ ধনী।।
ইদং গুহ্যাতিগুহ্যঞ্চ ভাস্করেণ প্রচারিতম্।।
ইদং যমায় কথিতং ক্ষিতৌ ব্যাসেন কীর্ত্তিতম্।।
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ভদ্রেশ্বরাখ্যানং নামৈকোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ।। ৭৯।।

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুতো গ্রহেশ্বরস্যৈব প্রভাবস্ত্বৎপ্রসাদতঃ।
রব্যাদীনাং গ্রহানাঞ্চ সাধনং নো বদ দ্বিজ।। ১
কে তে রব্যাদয়স্তেষাং কথং তোষং কথং প্রিয়ম্।
কালে দেশে তু সম্প্রাপ্তে দর্শনং তচ্ছিবাশিবম্

ব্যাস উবাচ।

গ্রহোদয়ো যে লোকে তু ভুঞ্জন্তি পুণ্যপাতকম্।

নিরত প্রমদাগণ নিযুক্ত হইবে। হে মহাভাগ! পঞ্চ কল্পের অবসানে মন্বন্তরে তুমি রাজা হইবে। আর হে ভূপ! এই যে তোমার পুরোহিত কি অন্যান্য জন, তথা জনপদবাসী ধনী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ, সকলেই আমার নিকট লব্ধবর হইয়া সুখ-স্বর্গ লাভ করিবে। বিশ্বচক্ষু রবি এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর রাজা ভদ্রেশ্বর পুরবাসী জনগণসহ স্বর্গে বিহার করিতে লাগিলেন। সেই পুরে যে কীটাদি জীব ছিল তাহারাও স্ব স্ব সন্তানাদির সহিত দেবদ্রুমপূর্ণ স্বর্গে অতীব অপূর্ব্বভোগ উপভোগ করিতে লাগিল। এইরূপে নৃপগণ, বিপ্রগণ, শংসিতব্রত মুনিগণ এবং ক্ষত্রাদি সর্ব্ববর্ণ সত্বর সৌর স্বর্গ লাভকরিল। কেহ কেহ বিত্ত, কেহ পুত্র কলত্র, কেহ কেহ সুখ, স্বর্গ বা আরোগ্য প্রার্থনা করিয়াছিল, সূর্য্যের প্রসাদে তাহারা সকলেই পার্থিত বর লাভ করিল। যে মানব শুচি হইয়া এই মঙ্গলাবহ পুণ্যকূট শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়, ভূতলে সে রুদ্রবৎ, পুজিত হইয়া থাকে এবং স্বর্গে সর্ব্বসাক্ষী, বরদ ও ভাস্করপ্রিয় হইয়া অবস্থান করে। যে মর্ত্ত্য সংযতভাবে ইহা শ্রবণ করে, তাহার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। সে সর্ব্বপাপের অতিবর্ত্তী হইয়া ভাস্করসমীপেই বাস করে। ইহা শ্রবণ করিয়া নর নিত্য বাবদুক, পুণ্যবান্ ও ধনী হইয়া থাকে এই গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য ভাস্কর নিজেই যমের নিকট প্রকাশ করিয়া ছিলেন। ব্যাসদেব ক্ষিতিতলে ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ২৪ -৩৭।

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ণ কহিলেন,-হে দ্বিজ! আপনার প্রাসাদে গ্রহেশ্বরের প্রভাব শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে রবি প্রভৃতি গ্রহের সাধনবিধি আমার নিকট বলুন। কে তাঁহারা রবি প্রভৃতি? কি রূপে তাঁহাদের সন্তোষ বা প্রিয় হইয়া থাকে, এবং কোন্ দেশে বা কালে তাঁহাদের দর্শনে মঙ্গলামঙ্গল হয়?

শিবাশিবং চ কুর্ব্বন্তি বিশ্বকর্ম্মক্ষয়ায় বৈ।। ৩
সূরঃ কালোহন্তকো জ্ঞেয়ো জনেষু চ গ্রহেষু চ
তিগ্মসৌম্যাচ্চ যোগাৎ স নিগ্রহানুগ্রহে প্রভুঃ
গ্রহভাবাচ্চ তস্যৈব সন্তোষং নিগদাম্যহম্।। ৫
উদুম্বরপলাশাভ্যাং পল্লবাভ্যাং জুহোতি যঃ।
আকৃষ্ণেনেতি মন্ত্রেণ মূলকেনাথ শান্তয়ে।। ৬
জুহুয়াদাজ্যযুক্তাভ্যামভীষ্টফলহেতবে।
শান্তয়ে সর্ব্বরোগাণাং বধবন্ধবিমোচনে।। ৭
একৈকেন তু মন্ত্রেণ হোতব্যঞ্চ শতং শতম্।
শিতং চ ছাগলং দদ্যাৎ সূরায়াদিত্যবাসরে।।
ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্শক্ত্যা হব্যকব্যৈর্ণনোহরৈঃ
সপ্তম্যাং চ সিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং তথৈব চ।
রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী ন রোগাৎ কৃচ্ছ্র মেষ্যতি
প্রাণসর্গে জনানাং স পাতা বিশ্বচরস্তনৌ।
মৃত্যুকালে তনোর্মধ্যাৎ প্রাণেন সহ গচ্ছতি।।
শীর্ষান্তস্থঃ সদা চন্দ্রো দ্বিরষ্টকলয়া যুতঃ।
অহর্নিশং সুবাবৃষ্টিং দেহে বর্ষত্যধোমুখঃ।।১২
জন্তবস্তেন জীবন্তি মহাসত্ত্বানুমাত্রকাঃ।
উর্ব্ব্যাং শস্যানি পুষ্ণাতি তথা স্থাবরজঙ্গমান্।।
এতাব্যাং পুষ্পবন্ত্যাঞ্চ ধারিতং জনিতং জগৎ
তয়োরারাধনাৎ পুষ্টিঃ সদা পুণ্যা পরার্দ্ধিকা।।১৪
সাধয়েৎ সর্ব্বকার্য্যাণি সাধকঃ সর্ব্বদা শুচিঃ।।১৫
ন পূজয়তি যো মোহাৎ শুধাংশু মানবাধমঃ।
আয়ুস্তস্য ক্ষয়ং যাতি নরকঞ্চাধিগচ্ছতি।।১৬
নিষ্কলঙ্ক কলাধার গঙ্গাধরশিরোমণে।
দ্বিতীয়ায়াং জগন্নাথ তুভ্যং চন্দ্র নমোহস্তু তে।।
তিথিমন্যামনুপ্রাপ্য নমস্কারং বিধোরপি।
প্রকরোতি নরো যস্তু সোহভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ।।

ব্যাস বলিলেন,-যে সকল গ্রহাদি লোকে পুণ্য-পাপ ভোগ করে কিম্বা মঙ্গলামঙ্গল বিধান করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে সূর্য্যকেই জনসমাজে এবং গ্রহসমাজে কাল বা অন্তক বলিয়া জানিবে। তিনি তিগ্ম অথচ সৌম্য, তাই নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ করণে সমর্থ। তাঁহার গ্রহভাবে যেরূপে সন্তোষ বিধান হয়, তাহা বলিতেছি। নর শান্তি এবং সর্ব্বাভীষ্ট ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত 'আকৃষ্ণেন' ইত্যাদি মন্ত্র ও মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘৃতাক্ত উদুম্বর ও পলাশ পল্লব দ্বারা রবির উদ্দেশে হোম করিবে। সর্ব্বরোগ প্রশমন এবং বধ বন্ধন হইতে মোচনার্থ এক এক মন্ত্রে শতশতবার হোম করিবে। আদিত্যবারে সূর্য্যকে শ্বেত ছাগল প্রদান করিবে। শক্তি অনুসারে মনোরম হব্য কব্য দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। এই সকল শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী বা পূর্ণিমার সম্পাদন করিবে। এইরূপ করিলে রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে আর কখনই কৃচ্ছ্র প্রাপ্ত হইতে হয় না। তিনি প্রাণসর্গে জনগণের দেহস্থরূপে পালনকর্ত্তা, আবার মৃত্যু কালে তনু মধ্য হইতে প্রাণসহ নির্গমনশীল। ১ -১১। ষোড়শ কলাত্মক চন্দ্র শীর্ষান্তে অবস্থিত হইয়া অধোমুখে অহোরাত্র দেহে সুধা বর্ষন করিতেছেন। জন্তুগণ তাহাতে মহাবলে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। পৃথিবীস্থ শস্যরাশি এবং স্থাবর জঙ্গম সমস্তই পরিপুষ্ট হইতেছে। ইহাদের উভয়ের দ্বারাই এই জগৎ জনিত ও পালিত হইয়াছে সুতরাং তাঁহাদের আরাধনা করিলেই সর্ব্বদা পুষ্টি এবং পুণ্যসমৃদ্ধি হইয়া থাকে। সাধক জন শুচিভাবে তাঁহাদেরই আরাধনা করিয়া সর্ব্বকার্য্য সাধন করিবেন। যে মানবাধম মোহক্রমে শুধাংশুর অর্চ্চনা করে না, তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়, সে নরকে গমন করিয়া থাকে। সে নিষ্কলঙ্ক কলাধার! হে গঙ্গাধর-শিরোমণে! হে জগন্নাথ চন্দ্র! দ্বিতীয়া তিথিতে তোমাকে নমস্কার করি। যে নর অন্য তিথি প্রাপ্ত হইয়াও বিধুকে নমস্কার করে তাহারও

* অতঃপরম-
"পরমং চামরং সত্ত্বমাব্রহ্মান্তস্বমাত্রকে।
ব্রহ্মাণ্ডে চাণুমাত্রে চ সূরঃ সম্ভাবয়িষ্যতে।
সংহারান্তংক্রমাৎসর্ব্বমুৎ পত্তিস্থিতিকারণাৎ।।"
পাঠোহয়মধিকঃ কচিৎ।।

অত্রিনেত্রোদ্ভব শ্রীমন্ ক্ষীরোদমথনোদ্ভব।
মহেশমুকটাবাস তুভ্যং চন্দ্র নমোঽস্তু তে।।১৯
দিব্যরূপ নমস্তভ্যাং সুধাকর জগৎপতে।
শুক্লপক্ষে তথা কৃষ্ণে ত্রিযামায়াং বিদুর্বুধাঃ।।২০
ওঁ হ্রাং হ্রীং সোমায় নমঃ।
ইতি জপ্য- মন্ত্রঃ প্রভাতে জপনীয়ঃ।
এবং যঃ পূজয়েৎ সোমং শ্রাবয়েচ্চ শৃণোতি বা
স পীযূষসমো লোকে ভবেজ্জন্মনি জন্মনি।। ২১
এবং সহস্রনাম্না যঃ স্তৌতি পূজয়তে ভুবি।
সোঽক্ষয়ং লভতে স্বর্গং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্।। ২২
পিত্তলে ভাজনে কাংস্যে দধিপূর্ণে ঘৃতে শিবে
ন্যূনোঽধিকস্তু বিভবাচ্ছু ত্বা কর্ম্মবিমৎসরঃ।। ২৩
স্বর্ণে বা রাজতে বারে সৌম্যে কৃষ্ণভবে বুধম্।
সংস্থাপ্য সর্ব্বসংস্থানে দদ্যাদ্বহুসুতায় চ।। ২৪
পরং ভবতি সৌভাগ্যং পীযূষাদধিকং ভৃশম্।
স্ত্রীণাঞ্চপুরুষাণাঞ্চ ন দৌর্ভাগ্যং কদাচন।। ২৫
রূপসৌভাগ্যকামোঽহং দধিপূর্ণঞ্চ ভাজনম্।
দদামি কাংস্যপাত্রস্থং দেহি সৌভাগ্যরূপকম্।।
দ্বিজায় বাক্যপূর্ব্বেণ দদ্যাদ্বিমৎসরো নরঃ।
শক্তিতো দক্ষিণা দেয়া তথা বস্ত্রাদিকং নবম্।।
ভোজ্যান্নং সর্ব্বসম্পূর্ণং তাম্বূলং সুমনোহরম্।।
পুষ্পমালাদিকং দদ্যাদ্রূপসৌভাগ্যহেতবে।। ২৮
এবং যঃ কুরুতে দানং সোমোদ্দিষ্টং দ্বিজাতয়ে
স্বর্লোকে নরলোকে বা রূপসৌভাগ্যভুগ্ভবেৎ
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে সোমা-
র্চ্চনং নামাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।। ৮০ ।।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
উদ্ভবং লোহিতাঙ্গস্য সন্তোষস্তু জনেষু চ।
প্রভাবং বৈভবং তেজঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ

অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে অত্রিনেত্রজাত, ক্ষীরোদমথনোদ্ভূত, মহেশমুকুটাবাস, শ্রীমন্ চন্দ্র। তোমাকে নমস্কার করি। হে জগৎপতে, সুধাকর। হে দিব্যরূপধর! তোমাকে নমস্কার। শুক্ল কৃষ্ণ উভয়পক্ষীয় রাত্রিতেই চন্দ্রারাধনা বিহিত। প্রভাতকালে চন্দ্রের জপনীয় মন্ত্র যথা-*। এইরূপে যে ব্যক্তি চন্দ্রের পূজা করে এবং চন্দ্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে যা করায়, জগতের জনসমাজে জন্মে জন্মে সে অমৃতবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপে সহস্র নাম দ্বারা যে ব্যক্তি চন্দ্রের স্তব বা পূজা করে তাহার পুনরাবৃত্তি দুর্লভ অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। উচ্চ বা নীচ ব্যক্তি কম্মাক্রম শ্রবণপূর্ব্বক বিমৎসর হইয়া যদি শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষে দধি বা ঘৃতপূর্ণ পিত্তল, কাংস্য, রজত বা স্বর্ণ পাত্রে বুধমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক বহুসুত ব্যক্তিকে প্রদান করে তাহা হইলে তাহার অমৃতাধিক পরম সৌভাগ্য লাভ হয়। এইরূপ করিলে নর কিম্বা নারী কাহারও কখনও দৌর্ভাগ্য থাকে না। আমি রূপ-সৌভাগ্য কামনা করিয়া দধিপূর্ণ কাংস্যপাত্রস্থ বুধমূর্ত্তি প্রদান করিতেছি; আমাকে রূপ সৌভাগ্য প্রদান করুন। বিমৎসর নর রূপ-সৌভাগ্য হেতু ব্রাহ্মণকে বাক্যপুর্ব্বক যথাশক্তি দক্ষিণা, নূতন বস্ত্রাদি, সর্ব্বসম্পূর্ণ ভোজ্যান্ন, মনোহরতাম্বুল, এবং পুষ্পমালাদি প্রদান করিবেন এইরূপে সোমোদ্দেশে যে ব্যক্তি দ্বিজাতিকে দান করে, সে স্বর্লোকে ও নরলোকে রূপ-সৌভাগ্যভাজন হইয়া থাকে। ১২ - ২৯।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

একাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, - মঙ্গলগ্রহের উদ্ভব, যেরূপ করিলে জনসমূহের প্রতি তাঁহার সন্তোষ হয়, তাহা এবং তদীয় প্রভাব বৈভব ও তেজ আমি যথাযথ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা

---

* মূল দেখ।

ব্যাস উবাচ।

হরাংশসম্ভবো দেবঃ কুজাতঃ পৃথিবীসুতঃ।
সত্ত্বস্থঃ সত্ত্বসম্পূর্ণঃ শূরঃ শক্তিধরো ভুবি।। ২
তীক্ষ্ণঃ ক্রূরগ্রহো দেবো লোহিতাঙ্গঃ প্রতাপবান্।
কুমারো রূপসম্পন্নো বিদ্যুৎপাতময়ঃ প্রভুঃ।। ৩
অনেন ভর্জ্জিতা দৈত্যাঃ ক্রব্যাদায় সুরদ্বিষঃ।
দশাযোগাচ্চ মনুজা উদ্ভিজ্জাঃ পশুপক্ষিণঃ।। ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শম্ভোরেষ কথং জাতঃ কথং জাতো মহীসুতঃ
গ্রহো দেবঃ কথং ক্রূর এতদিচ্ছামি বেদিতুম্।।
কথমস্য ভবেতুষ্টিঃ সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বদা।
গুরো ময়াপ্তভাবে তু বদ নিঃসংশয়ং মুখাৎ।। ৬

ব্যাস উবাচ।

হিরণ্যাক্ষকুলে ধীমানসুরানাঞ্চ পার্থিবঃ।
অন্ধকেতি সমাখ্যাতো দৈত্যঃ সর্ব্বসুরান্তকৃৎ।।৭
জাতো বিষ্ণুবরাদেব জাতো বিষ্ণুপরাক্রমঃ।
তেনৈব নির্জ্জিতা দেবাঃ সেন্দ্রাঃ ক্রতুভূজঃ ক্রমাৎ।। ৮
ততো দেবা বিধিং গত্বা বচনঞ্চেদমব্রুবন্।
অন্ধকেনৈব চাস্মাকং হৃত রাজ্যং সুখং মখঃ
তস্মাত্তস্য বধোপায় উচ্যতাং তদ্বিধীতাম্।। ৯
অথ ধাতা ব্রবীদ্বাক্যং দেবানস্য চ নৈধনম্।
নাস্তি বিষ্ণুবরাদেব পীযূষস্য চ ভক্ষণাৎ।। ১০
কিন্তু তস্যাসুরত্বস্য যথা পরিভবো ধ্রুবম্।
কুর্ব্বে লোকহিতার্থায় শ্রদ্ধাং কামসমন্বিতাম্।। ১১
বিচিকিৎসা তু তত্রৈব সর্ব্বাঃ স্ত্রীরতিগচ্ছতি।
ত্যক্ত্বৈকাং পার্ব্বতীং দুর্গাং ন তস্য মানসং স্থিরম্।।১২
ততঃ ক্রুদ্ধো জগৎস্বামী তঞ্চ বৈরূপ্যাতাং নয়েৎ
ততোহসুরত্বং সন্ত্যজ্য গণস্তস্য ভবিষ্যতি।। ১৩
এবমুক্তা প্রজাধ্যক্ষঃ শ্রদ্ধাং কামসমন্বিতাম্।
বিচিকিৎসাং স্বমায়াঞ্চ প্রেষয়ামাস তং প্রতি।।
ততো বিচেষ্টিতঃ কামাদ্যোষান্বেষণতৎপরঃ।

করি। ব্যাস বলিলেন, - পৃথিবীনন্দন মঙ্গলদেব হরাংশসম্ভব। ইনি অসম্পুর্ণ সত্ত্বস্থ, শুর শক্তিধর, তীক্ষ্ণ, ক্রূরগ্রহ, লোহিতাঙ্গ, প্রতাপবান্ কুমার, রূপবান্, বিদ্যুৎপাতময়, প্রভু ইনি ক্রব্যাদার্থ সুরদ্বেষী দৈত্যগণকে এবং দশাযোগে মানব, উদ্ভিজ্জ ও পশুপক্ষী দিগকে ভর্জ্জিত করিয়া থাকেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,-কিরূপে ইনি শম্ভু হইতে জাত, কিরূপে ইনি মহীসুত এবং কিরূপেই বা এই দেব ক্রূরগ্রহ, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। হে গুরো। সর্ব্বলোকে কিরূপে ইহাঁর তুষ্টি হয়, আমাকে আপন জ্ঞানে তাহা আপনি নিশ্চিতরূপে বলুন। ব্যাস বলিলেন, -হিরণ্যাক্ষের বংশে অন্ধক নামে এক দৈত্য অসুরগণের রাজা হইয়াছিল। ঐ ধীমান্ দৈত্য বিষ্ণুর বরে বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। একদা ইন্দ্রাদি যজ্ঞভোজী দেবগণ তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বিধির নিকট গমনপূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, - হে ব্রাহ্মন্! আমাদের রাজ্যসুখ, যজ্ঞভাগ, সমস্তই অন্ধকাসুর হরণ করিয়াছে। অতএব উহার বধোপায় কি, তাহা বলুন এবং সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। ১-৯। বিধাতা দেবগণকে বলিলেন, এই অন্ধকাসুর বিষ্ণুর নিকট বরলাভ করিয়া অমৃতপানে অমর হইয়াছে, সুতরাং ইহার বধোপায় কিছুমাত্র নাই। কিন্তু যাহাতে ইহার অসুরত্বের পরাজয় হয়, সে পক্ষে লোক হিতার্থ সকামা শ্রদ্ধা ও স্বীয় মায়া বিচিকিৎসাকে তথায় প্রেরণ করি, বিচিকিৎসা সর্ব্ব সাধারণ নারীকেই অতিক্রম করিয়া যাইবে। সুতরাং মাত্র পার্ব্বতী ব্যতীত তাহার চিত্ত আর কুত্রাপি নিবিষ্ট হইবে না। সেরূপ হইলে জগৎপতি ক্রুদ্ধ হইয়া উহার বৈরূপ্য সাধর্ণ করিবেন। তখন ঐ অসুর স্বীয় অসুরত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার গণশ্রেণীর অন্তর্ভূত হইবে। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া কামসমন্বিতা শ্রদ্ধাও স্বীয় মায়া বিচিকিৎসাকে অন্ধকাসুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। অনন্তর অসুর কামবশে কামিনী সংগ্রহের

স্বদারান্ পরযোষাশ্চ নাপশ্যদ্বিচিৎকিৎসয়া।।১৫
ততো মায়াপ্রযুক্তোহসৌ ত্রৈলোক্যং বিচচার হ
দৃষ্টবান্‌হিমবৎপৃষ্ঠে স্ত্রীরত্নঞ্চাতিশোভনম্।। ১৬
দৃষ্ট্বা চ পার্ব্বতীং দৈত্যঃ কামস্য বশগোহভবৎ
জ্ঞানলোপাত্ততো দুর্গাং গ্রহীতুং তাং স গচ্ছতি
উমা চ কোটবীরূপং কৃত্বা দেহস্য চাত্মনঃ।
ঈশ্বরস্যান্তিকস্থা চ গ্রহীতুং তাং সসার সঃ।। ১৮
ততঃ কামবিচেতাশ্চ উন্মত্তীকৃতচেতনঃ।
ন জহাতি শিবাং ধাত্রীং পার্ব্বতীং দৈত্য-
পুঙ্গবঃ।। ১৯
ততো ধ্যানাৎ সমাগম্য মিলিতঃ পার্ব্বতীধবঃ
দৃষ্ট্বা তঞ্চ স দৈত্যেন্দ্রঃ প্রগতস্তু স্বামালয়ম্।।২০
সজ্জীকৃত্য স্বযোধাংশ্চ শম্ভুং জেতুং সমুৎসকঃ।
গৌরীমেব সমানেতুং কামমোহাদচেতনঃ।। ২১
এতচ্ছ্রুত্বা তু ত্রিদশা গত্বা তং নন্দিনেরিতাঃ।
অকুর্ব্বংশ্চ মহদ্‌যুদ্ধং ঘোরং লোকভয়ঙ্করম্।।২২
দৈত্যান্ রণে মৃতাংস্তত্র দৈত্যাচার্য্যো হ্যজীবয়ৎ
এতদ্ বৃত্তং তু কৈলাসে সর্ব্বে চৈব ন্যবেদয়ন্।।
ক্রোধাচ্ছম্ভুস্তদা বাক্যং নন্দিনং নিজগাদ হ।।
গচ্ছ দৈত্যালয়ং বীর দ্রুতমেব মমাজ্ঞয়া।
পশ্যতাং সর্ব্বদৈত্যানাং দৈত্যেন্দ্রস্য চ সংসদি
গৃহীত্বা চিকুরেহত্যর্থং ভার্গবন্তং দুরাত্মকম্
লব্ধাচাস্মৎসকাশং বৈ বিহ্বলঞ্চানয় ক্ষণাৎ।।
ততো নন্দীশ্বরঃ শ্রীমান্ পার্ব্বতীপতিনেরিতঃ।
কাব্যন্তং কুন্তলে ধৃত্বা দৈত্যানাং পুরতো বলাৎ
আনয়ন্তঞ্চ তং দৈত্যা জঘ্নুঃ প্রহরণৈঃ শরৈঃ।
ন শেকুস্তে রুজাং কর্ত্তুং নন্দিনো বলশালিনঃ
দেবানামগ্রতো নন্দী গৃহীত্বা তঞ্চ কুন্তলে।
হরস্য পুরতো হৃষ্টঃ সহ তেন সমাযযৌ।।২৯
গৃহীত্বা ভার্গবং শম্ভুসুরাণাং গুরুং রুষা।
অগিলদ্রৌদ্রমূর্ত্তোহসৌ কালান্তকসমঃ প্রভুঃ।।
ততো দৈত্যপতিঃ ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বসৈন্যবৃতো বলী

চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিচিকিৎসাবশে সে স্বীয় নারী বা পরনারী কাহাকেও লক্ষ্য করিল না। তখন মায়াপ্রযুক্ত হইয়া অন্ধকাসুর ত্রৈলোক্যে বিচরণ করিতে লাগিল। বিচরণ করিতে করিতে হিমালয়পৃষ্ঠে সে এক অতি সুন্দর রমণীরত্ন দেখিল। সেই রমণীরত্ন পার্ব্বতী; পার্ব্বতীকে দেখিয়াই দৈত্য কামবশীভূত হইল। তাহার জ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় সে দুর্গাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিল। উমা কোটবীরূপ ধারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকটস্থা হইলেন। অন্ধকাসুর তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কামহতজ্ঞান, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত দৈত্যরাজ, শীবা ধাত্রী পার্ব্বতীকে পরিত্যাগ করিল না। তখন পার্ব্বতীপতি ধ্যানবলে আসিয়া পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইলেন। দৈত্যেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিল এবং শম্ভুজয়ে সমৎসুক হইয়া স্বীয় সৈন্যসজ্জা করিতে লাগিল। দৈত্যবর কামমোহে অচেতন হইয়াছিল। তাই গৌরীকে হরণ করিতেই তাহার অভিপ্রায় হইল। এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া নন্দি-প্রেরিত ত্রিদশগণ দৈত্যগণ সহ লোকভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ করিলেন। দৈত্যাচার্য্য যুদ্ধ-মৃত দৈত্যগণকে পুজীবিত করিতে লাগিলেন। তখন সকলে গিয়া কৈলাসে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ১০-২৩। শম্ভু সক্রোধে নন্দীকে বলিলেন, হি বীর! আমার আজ্ঞায় দ্রুত তুমি দৈত্যালয়ে গমন কর এবং দৈত্যেন্দ্রের সভাস্থলে গিয়া শর্ব্বদৈত্যের সমক্ষে দুরাত্মা ভার্গবের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক এইক্ষণেই আমার সমক্ষে লইয়া আইস। অনন্তর পার্ব্বতীপতিপ্রেরিত শ্রীমান্ নন্দী দৈত্যগণের সম্মুখ হইতে কাব্যকে কুন্তলে ধরিয়া আনয়ন করিতে লাগিলেন। তখন দৈত্যগণ নন্দীকে শরাহত করিতে লাগিল। কিন্তু বলশালী নন্দীর তাহারা কিছু মাত্র পীড়া জন্মাইতে পারিল না। নন্দী কাব্যকে কুন্তলে গ্রহণ করিয়া দেবগণ ও হরের সমক্ষে সহর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে রৌদ্রমূর্ত্তি কালান্তকসম প্রভু শম্ভু ভার্গবকে গ্রহণ করিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। তখন দৈত্যপতি ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে

দুদ্রাব শঙ্করং তত্র ঘোরৈঃ প্রহরণাদিভিঃ।।৩১
ত্রিদশাশ্চ তথা ক্রুদ্ধাস্ততো বিদ্যাধরাদয়ঃ।
প্রযযুঃ সমরং তত্র দৈত্যানাঞ্চ ভৃশং রুষা।।৩২
এতস্মিন্নন্তরে ঘোরং যুদ্ধং ভীষ্ম সমুত্থিতম্।
দেবদানবয়োরেবং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্।।৩৩
ততঃ প্রত্যয়িতাস্ত্রৈশ্চ দেবা নিঘ্নন্তি দানবান্।
দনুজা নির্জরাং স্তত্র বিনিঘ্নন্তি মহাহবে।।৩৪
শাতকুম্ভময়াঙ্গৈস্তে শরৈর্বজ্রসমানকৈঃ।
বিভিদু রত্নপুঙ্খৈশ্চ পরস্পরজয়ৈষিনঃ।। ৩৫
দীপযন্তি ভৃশং কান্তৈস্তদ্গাত্রাণি নভাংসি চ।।
বীর্য্যবন্তো মহাদৈত্যানমোঘৈরস্ত্রসঞ্চয়ৈঃ।
হত্বা চ পাতয়ামাসুঃ কাশ্যাপাঃ সুরসত্তমাঃ।।৩৭
জগদ্ব্যাপ্তং মহাসৈন্যং বলযুধসুসংবৃতম।
নীতং ক্ষয়ং সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ শস্ত্রৈ প্রত্যয়িতৈঃ ক্ষণাৎ।।৩৮
স্বয়ঞ্চ যুধ্যমানেন মহাদেবেন যত্নতঃ।
শূলোদ্ধতোহপি সুচিরমবিনষ্টোহথ নম্রধীঃ।
অন্ধকো গণতাং নীত্বা কৃতো ভৃঙ্গীরিটির্দ্বিজ।।
ততো দেবান্ সমাভাষ্য শুক্রমুদ্গীর্ণবান্ শিবঃ
ভূমৌ নিপতিতো গর্ভস্ততো ভৌম ইতি স্মৃতঃ
শুক্রঃ শিবং সমাভাষ্য গতো দৈত্যান মুদান্বিতঃ
এবং ভৌমঃ সমুৎপন্নো হরাংশো ভূসমুদ্ভবঃ।।
তস্য পূজা চতুর্থ্যাস্তু ভৌমবারে চ সুব্রতৈঃ।
দশাদ্যরিষ্টে চ তথা গোচরেহনিষ্টরাশিগে।। ৪২
ত্রিকোণে মন্ডলে চৈব রক্তপুষ্পানুলেপনৈঃ।
এবং বৈ পূজিতো ভৌমঃ প্রযচ্ছতি মতিং ধনম্
পুত্রান্ সুখং যশশ্চৈব কিন্ত্বয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।

ব্যাস উবাচ।

এতদ্বঃ কথিতং শিষ্যা ধর্ম্মাখ্যানং শুভাবহম্।
যচ্ছ্রুত্বা ন পুনর্ভূয়ো জায়তে ম্রিয়তেহপি বা।।
দ্বিজাতীনাং পুণ্যদঞ্চ সংসেব্যঞ্চ শুভেপ্সুভিঃ
যথাসুখঞ্চ গচ্ছধ্বং কৃতকৃত্যা মমাজ্ঞয়া।। ৪৫

ঘোর প্রহরণাদি লইয়া শঙ্করাভিমুখে ধাবিত হইল। এ দিকে যাবতীয়দেব ও বিদ্যাধরগণও ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন। এই সময় দেব ও দানবগণের মধ্যে সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দেবগণ দানবগণকে এবং দানবগণ দেবগণকে সমরে সমাহুত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই পরস্পর জয়ৈষী হইয়া বজ্রকল্প সুবর্ণময় শর দ্বারা পরস্পর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বীর্য্য-শালী দেবগণ প্রদীপ্ত অস্ত্রসমূহ দ্বারা তাঁহাদের গাত্র এবং নভস্তল বিদীপিত করিতেলাগিলেন এবং অব্যর্থ অস্ত্র দ্বারা দৈত্যসমূহকে বিনাশ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। বলায়ুধান্বিত বিশ্বব্যাপ্ত প্রবল অসুরবল সুরগণ কর্ত্তৃক অস্ত্রপ্রহারে ক্ষণ মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হইল। হে দ্বিজ! এই যুদ্ধে স্বয়ং মহাদেবও লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অন্ধকাসুরকে শূলাহত করিলেও সে বিনষ্ট হইল না; অনন্তর তাহার মতি বিনীত হইল, মহাদেব তাহাকে স্বীয়গণ-সমূহের অন্তর্ভূত করিয়া ভৃঙ্গীরিটি নামে অভিহিত করিলেন। ২৪-৩৯। তখন দেবগণকে সম্ভাষণ করিয়া মহাদেব শুক্রকে উদ্গীরণ করিলেন, সেই গর্ভ ভূতলে পতিত হওয়ার ভৌম নামে বিখ্যাত হইল। অনন্তর শুক্র শম্ভুকে সম্ভাষণ করিয়া সহর্ষে, দৈত্যগণের নিকট গমন করিলেন। এইরূপে হরাংশোৎপন্ন ভূমিনন্দন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথিতে তাঁহার পূজা-ব্রত প্রশস্ত। দশাদি অরিষ্টযোগে, গোচরে বা অনিষ্টরাশিগমনে ত্রিকোণ মন্ডলে স্থাপন করিয়া রক্ত পুষ্প ও রক্তানুলেপন দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয় এইরূপে পূজিত হইয়া মঙ্গলদেব মতি, ধন, পুত্র, সুখ ও যশ প্রদান করেন। এক্ষণে তোমরা আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? এই বলিয়া ব্যাসদেব আবার বলিলেন, হে শিষ্যগণ! এই আমি তোমাদের নিকট শুভাবহ ধর্ম্মাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে পুনরায় আর জনন মরণ হয় না। ইহা দ্বিজাতিগণের পুণ্যপ্রদ; সুতরাং শুভেচ্ছুগণ এই ধর্ম্মাখ্যান শ্রবণ করিবেন। এক্ষণে তোমরা কৃতকৃত্য হইয়া আমার

এবং বিশ্রাব্য ভগবান্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
নির্ণীয় ধর্ম্মং বিবিধং শম্যাপ্রসমগাৎসূত।। ৪৬
ত্বমপি শ্রদ্ধয়া বৎস জ্ঞাত্বা তত্ত্বং যথাসুখম্।
বিহরস্ব যথাকালং গায়মানো হরিং মুদা।। ৪৭
লোকান্ ধর্ম্মং চোপদিশন্ প্রীণয়ন্ জগতাং গুরুম্
পুলস্ত্য উবাচ।
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ ভূপ নারদো গন্ধমাদনম্।
নারায়ণং মুনিবরং দ্রষ্টুং বদরিকাশ্রমে।। ৪৯
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখন্ডে ভৌমোৎ-
পতিপূজনং নামৈকাশীতিতমোহধ্যায়ঃ।। ৮১।।

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ।
ভীষ্ম উবাচ।
শ্রুতং সূর্য্যাস্য চন্দ্রস্য ভৌমস্যপি প্রপূজনম্।
বুধস্য সোমসূনোশ্চ পূজনং কথয়াধুনা।। ১
তারাগর্ভসমুদ্ভূতো বুধশ্চন্দ্রকুমারকঃ।
সৌম্যঃ ক্রূরোগ্রহোজ্ঞেয়ঃ শুভাশুভপ্রদোনৃণাম্
শরাকারং মন্ডলন্তু বুধস্য পরিকীর্ত্তিতম্।
হরিন্মণিসমৈর্বর্ণৈশ্চূর্ণৈঃ কুর্য্যাত্তু মন্ডলম্।। ৩
পূজয়েত্তত্রগন্ধাদ্যৈঃ পুষ্পৈর্ধূপৈঃ সুশোভনৈঃ।
দানঞ্চ বিধিবৎ কুর্য্যাদ্দশারিষ্টে চ গোচরে।। ৪
কর্পূরাশ্চৈব মুদগাশ্চ হরিদ্বস্ত্রং হরিন্মণিঃ।
সুবর্ণঞ্চ যথাশক্তি দদ্যাদ্বোধনতুষ্টয়ে।। ৫
সোমপুত্র মহা প্রাজ্ঞ বেদবেদাঙ্গপরাগ।
নমস্তে গ্রহমধ্যস্থ প্রসন্নো ভব মে সদা।। ৬
ইতি স্তত্বা মহারাজ বুধং ভক্ত্যা সমাহিতঃ।
প্রাপ্নুয়ান্নিখিলান্ কামান্ সোম সূনুপ্রসাদতঃ।। ৭
ওরোশ্চ পূজনং প্রোক্তং পট্টিশাকারমন্ডলে।
পীতবর্ণৈঃ সুনিস্পন্নৈশ্চূর্ণৈরাজন্ সুশোভনৈঃ।। ৮
পীতৈর্গন্ধযুতৈঃ পুষ্পৈর্বস্ত্রৈর্হেম্না চ পূজয়েৎ।

আদেশে যথাসুখে গমন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,-সত্যবতীনন্দন ভগবান্ ব্যাস এইরুপ ধর্ম্মখ্যান শ্রবণ করাইয়া বিবিধ ধর্ম্মানির্ণয়পূর্ব্বক শম্যাপ্রাস তীর্থে গমন করিয়াছিলেন।। হে সূত! তুমিও শ্রদ্ধার সহিত এই তত্ত্ব অবগত হইয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে জগদ্গুরুর প্রীতি উৎপাদন করত লোক সমূহকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সহর্ষে যথাসুখে যথাকালে বিহার করিতে থাক। পুলস্ত্য কহিলেন,-হে ভূপ! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবর্ষি নারদ বদরিকাশ্রমে মুনিবর নারায়ণকে দেখিবার জন্য গন্ধমাদন শৈলে গমন করিলেন। ৪০-৪৯

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন,-সূর্য্য, চন্দ্র এবং মঙ্গলের পূজাপ্রণালী শ্রবণ করিয়াছি,এক্ষণে সোমনন্দন বুধের পূজাপ্রকার কীর্ত্তন করুন। পুলস্ত্য কহিলেন,-বুধ চন্দ্রের ঔরসে তারার গর্ভে উৎপন্ন। তিনি সৌম্য, ক্রূরগ্রহ, নরগণের শুভাশুভপ্রদ। বুধের মন্ডল শরাকার; হরিন্মণিনিভ বর্ণবিশিষ্ট চূর্ণসমূহ দ্বারা ঐ মন্ডল প্রস্তুত করিতে হয়। ঐরূপ মন্ডল করিয়া তাহাতে গন্ধ, পুষ্প ও ধূপ দ্বারা বুধ গ্রহের পূজা করিবে। বুধের দশারিষ্টে এবং গোচরে যথাবিধি দান করিতে হয়। কর্পূর, মুদ্গ, হরিদ্বস্ত্র, হরিন্মণি এবং সুবর্ণ এই সকল বস্তু বুধতোষণার্থ যথাশক্তি দান করিবে। হে মহাপ্রাজ্ঞ সোমপুত্র! হে বেদবেদাঙ্গপারগ প্রাজ্ঞ! হে গ্রহমধ্যবর্ত্তিন্! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সর্ব্বদা মৎপ্রতি প্রসন্ন হও। হে মহারাজ। এইরূপে ভক্তির সহিত সমাহিতভাবে স্তব করিলে, সোমনন্দনের প্রসাদে নব লিখিল কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১ - ৭। হে রাজন্! পট্টিশাকার মন্ডলে বৃহস্পতির পূজা করিতে হয়। পীতবর্ণ সুনিষ্পন্ন সুশোভন চূর্ণ দ্বারা উক্ত মন্ডল প্রস্তুত করিবে এবং পীতবর্ণ গন্ধযুত পুষ্প,

দশাগোচরয়োর্দ্দৌষ্ট্যে দানং দদ্যাচ্ছশক্তিতঃ।। ৯
চণক-দ্বিদলঞ্চৈব পীতবস্ত্রং সুবর্ণকম্।
পুষ্পরাগন্তু বিপ্রায় দদ্যাচ্চারিষ্টশান্তয়ে।। ১০
বৃহস্পতেসুরাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
দানেনানেন সন্তুষ্টো ভব সৌম্যো মমাধুনা।। ১১
এবং কৃতে তু রাজেন্দ্র স্বানুকূলো ভবেদ্‌গুরুঃ
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি নরোগুরুসমর্চ্চনাৎ।। ১২
ভার্গবস্যাপি বক্ষ্যামি পূজনং নৃপতেহধুনা।
যৎ কৃত্বা সর্ব্বকামাপ্তিঃ সম্যক্ পুংসাং প্রজায়তে
পঞ্চকোণং সমুদ্দিষ্টং মন্ডলং ভার্গবস্য তু।
চূর্ণকে শ্বেতবর্ণৈশ্চ বিধিনা সুধিয়া কৃতম্।। ১৪
শ্বেতগন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চাপি সিতৈস্তথা।
পূজয়েদ্ভার্গবং ভক্ত্যা নরঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।। ১৫
রৌপ্যঞ্চ দক্ষিণাদানং যথাশক্তি প্রকীর্ত্তিতম্।
দশাদ্যরিষ্টে চোৎপন্নে শ্বেতমশ্বং প্রদাপয়েৎ।। ১৬
তন্ডুলাঃ শ্বেতবস্ত্রঞ্চ রৌপ্যং চন্দনমেব চ।
কর্পূরঞ্চ সুগন্ধাঢ্যাং দেয়ং দানং দ্বিজাতয়ে।। ১৭
ভৃগুপুত্র মহাভাগ দানবানাং পুরোহিত।
দানেনানেন সন্তুষ্টো ভব সর্ব্বাসুরার্চ্চিত।। ১৮
ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য দদ্যাদ্দানং যথোদিতম্।
তস্য তুষ্টো ভবত্যাশু ভার্গবঃ কুরুনন্দন।। ১৯
শনৈশ্চরস্য পূজার্থং মন্ডলং বদরাকৃতি।
কৃত্বা চূর্ণৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈঃ পূজয়েত্তত্র ভক্তি তঃ।। ২০
কৃষ্ণৈর্গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চাপি তথাবিধৈঃ।
লোহঞ্চ দক্ষিণাদানং পিণ্যাকঞ্চ তিলস্য চ।। ২১
দানং শনৈশ্চরারিষ্টে কৃষ্ণাং গাং কৃষ্ণবস্ত্রকম্।
সুবর্ণঞ্চ যথাশক্তি দদ্যান্নীলমণিং তথা।। ২২
সূর্য্যসূনো মহাভাগ ছায়াপুত্র মহাবল।
অধোদৃষ্টে ভব শনে প্রসন্নোহস্মাৎ প্রদানতঃ
এবংস্তুত্বা শনিং ভক্ত্যা যশ্চ দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
স্বানুকূলো ভবেত্তস্য শনিঃ পাপে চ গোচরে।।
সূর্পাকারং সমুদ্দিষ্টং তত্র পূজার্কসূনুবৎ।। ২৫

পীতবস্ত্র এবং সুবর্ণ দ্বারা গুরুর পূজা করিতে হয়। দশায় এবং গোচরে গুরুর প্রকোপ ঘটিলে অরিষ্টশান্তির জন্য চণক, পীতবস্ত্র, সুবর্ণ ও পুষ্পরাগ মণি যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে। হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সুরাচার্য্য বৃহ' পতে! মৎকৃত এই দান দ্বারা অধুনা আপনি সন্তুষ্ট এবং সৌম্য হউন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ পূজা ও দান করিলে বৃহস্পতি অনুকূল হন। নর সুরগুরুকে অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বকাম্য লাভ করে। হে নৃপতে! অধুনা ভার্গবের পূজাপ্রকার বলিতেছি। এইরূপ পূজা করিলে নরগণের সর্ব্বকামপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভার্গবের পঞ্চকোণ মন্ডল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্বেতবর্ণ চূর্ণক দ্বারা যথাবিধি সুনিপুণভাবে এই মন্ডল প্রস্তুত করিতে হয়। শ্বেতগন্ধ, শ্বেত পুষ্প ও শ্বেত বস্ত্র দ্বারা নর ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত ভার্গবকে পূজা করিবে। এই পূজার যথাশক্তি রৌপ্য দক্ষিণা দিবে। ইহা দশাদিতে অরিষ্টযোগ ঘটিলে শ্বেত অশ্ব, তন্ডুল, শ্বেত বস্ত্র, রৌপ্য, চন্দন, সুগন্ধ কর্পূর, দ্বিজাতিকে দান করিবে। হে মহাভাগ ভৃগুপুত্র! হে দানবগণের পুরোহিত! হে সর্ব্ব অসুরার্চ্চিত! এই দান দ্বারা তুমি তুষ্টি লাভ কর। এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দান করিবে। এইরূপ দানে ভার্গব সেই দাতার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন। শনৈশ্চরের পূজার জন্য বদরাকৃতি মন্ডল প্রস্তুত করিতে হয়। কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা মন্ডল করিয়া তাহাতে ভক্তিভাবে শনৈশ্চরের পূজা করিবে। কৃষ্ণাগুরু, কৃষ্ণবস্ত্র, ও কৃষ্ণ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া লৌহ দক্ষিণা এবং তিল-পিণ্যাক প্রদান করিবে। শনৈশ্চরের অরিষ্টযোগে কৃষ্ণবর্ণা গাভী, কৃষ্ণবস্ত্র, নীলমনি এবং সুবর্ণযথাশক্তি প্রদান করিতে হয়। হে মহাভাগ সূর্য্যসূনো! হে মহাবল ছায়াপুত্র! হে অধোদৃষ্টে শনে। এইরূপ দানে তুমি প্রসন্ন হও। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শনির এইরূপ স্তব করিয়া দানীর দ্রব্য দ্বিজাতিকে দান করে, গোচরে অশুদ্ধ থাকিলেও শনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৮ - ২০। রাহুর বর্ণাদি

গোমেদং সর্ষপাশ্চৈব তিলা মাষাশ্চ কৃষ্ণকাঃ।
মহিষী চ তথা ছাগো দানং রাহোঃ প্রকীর্ত্তিতম্
সিংহিকাসুত দৈত্যেন্দ্র রাহো চন্দ্রার্কমর্দ্দন।
ভব তুষ্টো মহাভাগ দানেনানেন সুব্রত।। ২৭
কেতোর্ম্মণ্ডলকং কুর্য্যাদ্ধ্বজাকৃতি সুশোভনম্।
শনিবৎসকলং জ্ঞেয়ং পূজাবর্ণাদিকং নৃপ।
সপ্তধ্যানং সমুদ্দিষ্টং সস্বর্ণং কেতুদানকম্।। ২৮
এবং কৃতে স্বানুকূলৌ ভবেতাঞ্চ নৃণাং নৃপ।
প্রদদ্যাতাং ধনং পুত্রান্ সুখং সৌভাগ্যমেব চ
আকৃষ্ণেতি রমের্মন্ত্র ইমং দেবাস্তথা বিধোঃ।
অগ্নির্মূর্দ্ধেতি ভৌমস্য মন্ত্রো জপ্যেহর্হণে তথা।।৩০
উদ্বুধ্যস্বেতীন্দুসুনোর্বৃহস্পতে গুরোস্তথা।
অন্নাৎপরীতি শুক্রস্য শন্নো দেবীরয়ং শনেঃ।।৩১
কয়ান ইতি রাহোশ্চ কেতোঃ কেতুমিতি স্মৃতঃ
এতে মন্ত্রাঃ সমুদ্দিষ্টা গ্রহাণাং পূজনে জপে।
এবং কৃতে নৃপশ্রেষ্ঠানুকূলা অখিলা গ্রহাঃ।
ভবন্তি পুংসাং সততং যচ্ছন্তি চ সুসম্পদঃ।।৩৩
এতন্মহারাজ ময়া সমস্তং
ভুত্যং সমুদ্দিষ্টমিহ ক্রমেণ।
শ্রুত্বা নরঃ সর্ব্ব-শ্রুত্যর্থ-সার-
মেতীশ্বরস্যৈব চ সন্নিধানম্।। ৩৪
ইদং পবিত্র যশসো নিধান-
মিদং পিতৃণামতিবল্লভং স্যাৎ।
ইদঞ্চ দেবেষ্বমৃতায় কল্পতে
পুণ্যাবহং পাতকিনাঞ্চ পুংসাম্।। ৩৫
ইতি পঠতি যশস্যং যঃ শৃণোতীহ ভক্ত্যা
মধুমুরনরকারেরর্চ্চনং বাথ পশ্যেৎ।
মতিমপি চ জনানং যো দদাতীন্দ্রলোকে
বিধিশিববিবুধেন্দ্রৈঃ পূজ্যতে কল্পমেকম্।।
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমৃষীণাং চরিতং শুভম্।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে।। ৩৭
তপঃ কৃতে প্রশংসন্তি ত্রেতায়াং জ্ঞানমেব চ।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে।। ৩৮

শনির ন্যায়; মন্ডল সূর্যের ন্যায়, শনির যেরূপ পূজা করিতে হয়, উক্ত মন্ডলে রাহুর পূজাও সেইরূপই বিহিত। গোমেদ, সর্ষপ, তিল, কৃষ্ণমাষ, মহিষী এবং ছাগ এই কয়টী বস্তু রাহুকে দান করিতে হয়। হে সিংহিকাসুত, দৈত্যেন্দ্র! হে চন্দ্রার্কমর্দ্দন, মহাভাগ! হে রাহো, সুব্রত! এই দানে আপনি সন্তুষ্ট হউন। কেতুর উদ্দেশ্যে ধ্বজাকৃতি সুশোভন মন্ডল কর্ত্তব্য। হে নৃপ! কেতুর পূজা এবং বর্ণাদি সকলই শনির অনুরূপ কেতুর প্রীতির নিমিত্ত সুবর্ণসহ সপ্ত ধান্যদানই বিহিত! হে নৃপ! এইরূপ কহিলেই রাহু এবং কেতু অনুকূল হইয়া ধন পুত্র, সুখ, সৌভাগ্য প্রদান করিয়া থাকেন। বিভিন্ন গ্রহের পূজনে এবং জপে এই সকল মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। যথা-'অগ্নির্মূর্দ্ধেতি, বুধের 'উদ্বুধ্যস্বা ইতাদি, "বৃহস্পতে ইত্যাদি বৃহস্পতের, শুক্রের অন্নাৎপরী'তি, শনির 'শন্নোদেবী' ইতি, রাহুর 'কয়ান' ইতাদি এবং কেতুর 'কেতু' মিত্যাদি। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপ করিলে নিখিল গ্রহই অনুকূল হইয়া নিত্য নরগণকে সুসম্পদ প্রদান করিয়া থাকেন। ২৫-৩৩। হে মহারাজ। এই আমি সমস্ত বিষয়ই তোমার নিকট ক্রমে ক্রমে বলিলাম। নর ইহা শ্রবণ করিয়া সর্ব্ববেদার্থসার এবং ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকে। ইহা পবিত্র, যশো নিধান, এবং পিতৃগণের অতি প্রিয়। দেবগণ মধ্যে ইহা অমৃতোপম এবং পাতকিগণের ইহা পুণ্যজনক। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই যশস্য বিষয় পাঠ করেন কিম্বা মধু,মুর ও নরকারী হরির অর্চ্চনা অবলোকন করেন অথবা জনগণকে সুমতি প্রদান করেন তিনি বিধি শিব প্রমুখ বিধুধেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক কল্পকাল যাবৎ পূজিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিত্য ঋষিগণের এই শুভচরিত শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকে। কৃতযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে একমাত্র দানই প্রশস্ত।

সর্ব্বেষামেব দানানামিদমেকমনুত্তমম্।
অভয়ং সর্ব্বভূতানাং নাস্তি দানমতঃ পরম্।। ৩৯
দানং প্রধানং শূদ্রস্য ত্বিত্যাহ ভগবান প্রভুঃ।
দানেন সর্ব্বকামাপ্তিস্তস্য সঞ্জায়তে তপঃ।। ৪০
পুণ্যং পবিত্রমায়ুর্ষ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
পুরাণমেতৎ কথিতং তীর্থশ্রাদ্ধানুবর্ণনম্।। ৪১
শৃণোতি যঃ পঠেদ্ব্যপি শ্রীমান্ সঞ্জায়তে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সলক্ষ্মীকং হরিং লভেৎ।।৪২
ইদং মহারাজ অগাদি তুভ্যং
পুণ্যং মহাপাতকনাশনঞ্চ।
ব্রহ্মার্করুদ্রৈশ্চ সুপুজিতঞ্চ
শ্রোতব্যমেতৎ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।। ৪৩
সৃষ্টিখন্ডমিদং রাজন্ ময়া তুভ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
পুরাণস্যাদিভূতঞ্চ নবধা সৃষ্টিপৌকরম্।। ৪৪
দ্বিজেভ্যঃ শ্রাবয়োদ্বিদ্বান্ যশ্চ বৈ শৃণুয়াৎ পঠেৎ
কল্পকোটি শতং সাগ্রং ব্রহ্মলোকে স মোদতে।।

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে প্রথমে সৃষ্টিখন্ডে
পুরাণাবতারে গ্রাহার্চ্চনবর্ণনং নাম
দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ।। ৮২

সমস্ত দানের মধ্যে এই একটী দানই উত্তম; ঐ দান সর্ব্বভূতে অভয়দান। এই অভয়দান হইতে শ্রেষ্ঠতর দান আর নাই। শুদ্রের দানই প্রধান ধর্ম্ম। ভগবান্ প্রভু ইহাই বলিয়াছেন। দান দ্বারাই তাহার স্বর্গ কামপ্রাপ্তি এবং তদ্দ্বারাই তাহার তপস্যা। এই পুরাণ পুণ্য, পবিত্র আয়ুষ্য, ও সর্ব্বপাপহর। এই পুরাণেই তীর্থশ্রাদ্ধ অনুবর্ণিত হইয়াছে।
যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ কিম্বা পাঠ করে, তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া লক্ষ্মীসহ নারায়ণকে লাভ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এই মহাপাতকহর পুণ্য পুরান প্রস্তাব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহা ব্রহ্মা, অর্কর ও রুদ্রগণ কর্ত্তৃক পুজিত। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, ইহাই একমাত্র শ্রোতব্য। হে রাজন্! এই সৃষ্টিখন্ড আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ইহা পুরাণের আদিভূত; ইহাতে ব্রহ্মার নবধা সৃষ্টি বর্ণিত। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি দ্বিজগণকে ইহা শ্রবণ করান বা নিজে শ্রবণ করেন অথবা পাঠ করেন, তিনি কল্পকোটিশতাধিক বর্ষ ব্রহ্ম লোকে বিহার করিয়া থাকেন। ৩৪ -৪৫।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

।। সৃষ্টিখন্ডং সমাপ্তম্ ।।